শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্।

মহাপুরাণম্।

শৈবশ্রী নীলকণ্ঠ ভট্ট বিরচিত তিলকাখ্য টীকা
টিপ্পনী বঙ্গানুবাদ সমেতঞ্চ।

শ্রীযুক্ত রায় বরদাপ্রসাদ বসু বাহাদুরস্য প্রযত্নেন
শ্রীহরিচরণ বসুনা
সম্পাদিতম্।

(প্রথমাংশঃ)

কলিকাতা-রাজধান্যাং
পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট ৭১ নং ভবনস্থ শব্দকল্পদ্রুম-কার্য্যালয়াৎ
সম্পাদকৌ বঙ্গাক্ষরৈঃ প্রকাশিতম্।
শকাব্দা ১৮০৯।

বিজ্ঞাপন।

এই বিরল-প্রচার মহার্হ ধর্ম্মগ্রন্থখানি অতি প্রাচীন ও উপাদেয় এবং এ পর্য্যন্ত ইহা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই। ইহার অন্তর্গত বিষয়গুলি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা বড় সহজ নহে। কেবল সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই বোধ করি গ্রন্থের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইবে যে, পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণ যেমন শ্রীমদ্ভাগবতকে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত পঞ্চম পুরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সেইরূপ সম্প্রদায় নিরপেক্ষ অনেকানেক কৃতবিদ্য মহোদয়গণের মতে এই দেবীভাগবতই অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত পঞ্চম পুরাণ। এ সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহা এক প্রকার অখণ্ডনীয় বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এই মহাপুরাণখানিও অস্মদ্দেশপ্রচলিত শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় দ্বাদশ স্কন্ধে ও ১৮০০০ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে বিরচিত এবং ভাগবতসম্বন্ধীয় অন্যান্য লক্ষণে বিভূষিত। ইহার রচনা এরূপ প্রাঞ্জল যে অধ্যয়ন করিলেই প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহা দেবী ভগবতীর মাহাত্ম্য ও ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণে পরিপূর্ণ। আমাদের এই কথা কতদূর সত্য তাহা প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠকৃত দেবীভাগবতের মহপুরাণত্ব-সংস্থাপন সম্বন্ধীয় বিচার পাঠে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

যদিচ শব্দকল্পদ্রুমের কিয়দংশ প্রচারিত হওয়ার পর আমাদিগের অন্তঃকরণে একটী অভিনব ভাবের উদয় হইয়াছিল, অর্থাৎ দুই একখানি এতদ্দেশবিরলপ্রচার অথচ উপাদেয় বিদ্বন্মণ্ডলীর স্পৃহনীয় পুরাণশাস্ত্র যথাসম্ভব টীকা ও অনুবাদ সহ প্রচার করিয়া উক্ত বিষয়ের অভাব মোচনের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নপর হইব কিন্তু, কালের কুটিলগতি দেখিয়া সহসা প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতে পারি নাই। পরন্তু, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমকরুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় শব্দকল্পদ্রুমের প্রথমকাণ্ড গ্রাহক মহোদয়গণের হস্তে সমর্পণের পরই আমার অগ্রজ রায় বরদাপ্রসাদ বসু বাহাদুর এবং আর কতকগুলি দেশহিতৈষী বিদ্বদ্বর মহাত্মগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বসঙ্কল্পিত বিষয়ের মধ্যে প্রথমতঃ এই অনর্ঘ্য দেবীভাগবতেরই মূল, নীলকণ্ঠ-বিরচিত টীকা ও টিপ্পনী এবং অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচারিত হইয়া সাধারণের সুগোচর ও সুখলভ্য হওয়া আবশ্যক বিবেচনায়, আমরা ইহার মূল, টীকা ও গদ্যানুবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা যথাসাধ্য বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব' প্রভেদ করিতে যত্ন করিতেছি।

শ্রীহরিচরণ বসু
সম্পাদক।

শব্দকল্পদ্রুম কার্য্যালয়।
কলিকাতা,—পাথুরিয়াঘটা-ষ্ট্রীট্ ৭১ নং।
১৩ই আশ্বিন, ১২৯৪ সাল।

শ্রীমদ্দেবীভাগবতের সূচীপত্র।

প্রথম স্কন্ধ।

[১—২৪৫ পৃষ্ঠা। ২০ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ১—৭ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৮—১৭ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ১৮—২৬ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ২৭—৩৮ পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র।

পঞ্চম অধ্যায়। ৩৯—৬১ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৬২—৬৯ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়। ৭০—৮২ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়। ৮৩—৯২ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়। ৯৩—১০৭ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়। ১০৮—১১৪ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়। ১১৫—১৩০ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়। ১৩১—১৪২ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৪৩—১৪৮ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১৪৯—১৬২ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৬৩—১৭৬ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়। ১৭৭—১৯১ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়। ১৯২—২০৫ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ২০৬—২২০ পৃষ্ঠা।

ঊনবিংশ অধ্যায়। ২২১—২৩১ পৃষ্ঠা।

বিংশ অধ্যায়। ২৩২—২৪৫ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় স্কন্ধ।

[২৪৭—৩৮০ পৃষ্ঠা। ১২ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ২৪৭—২৫৫ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ২৫৬—২৬৫ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ২৬৬—২৭৬ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ২৭৭—২৮৮ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়। ২৮৯—৩০১ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৩০২—৩১৫ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়। ৩১৬—৩২৭ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়। ৩২৮—৩৩৫ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়। ৩৩৬—৩৪৪ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়। ৩৪৫—৩৫৬ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়। ৩৫৭—৩৬৮ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়। ৩৬৯—৩৮০ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় স্কন্ধ।

[৩৮১—৬৯৯ পৃষ্ঠা। ৩০ অধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়। ৩৮১—৩৯০ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৩৯১—৩৯৮ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ৩৯৮—৪১১ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ৪১২—৪২৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়। ৪২৪—৪৩৭ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৪৩৮—৪৫৪ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়। ৪৫৫—৪৬৫ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়। ৪৬৬—৪৭৪ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়। ৪৭৫—৪৮৩ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়। ৪৮৪—৪৯৩ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়। ৪৯৪—৫০৫ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়। ৫০৬—৫১৯ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৫২০—৫২৮ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ৫২৯—৫৩৬ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ৫৩৭—৫৪৮ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়। ৫৪৯—৫৫৭ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়। ৫৫৮—৫৬৭ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ৫৬৮—৫৭৬ পৃষ্ঠা।

ঊনবিংশ অধ্যায়। ৫৭৭—৫৮৬ পৃষ্ঠা।

বিংশ অধ্যায়। ৫৮৭—৫৯৮ পৃষ্ঠা।

একবিংশ অধ্যায়। ৫৯৯—৬০৮ পৃষ্ঠা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়। ৬০৯—৬২০ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ৬২১—৬৩১ পৃষ্ঠা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়। ৬৩২—৬৪০ পৃষ্ঠা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়। ৬৪১—৬৪৮ পৃষ্ঠা।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়। ৬৪৯—৬৫৮ পৃষ্ঠা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়। ৬৫৯—৬৬৮ পৃষ্ঠা।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়। ৬৬৯—৬৭৯ পৃষ্ঠা।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়। ৬৮০—৫৮৮ পৃষ্ঠা।

ত্রিংশ অধ্যায়। ৬৮৯—৬৯৯ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ স্কন্ধ।

[৭০১—৯৪৪ পৃষ্ঠা। ২৫ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ৭০১—৭০৯ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৭১০—৭১৯ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ৭২০—৭২৮ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ৭২৯—৭৩৮ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়। ৭৩৯—৭৪৭ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৭৪৮—৭৫৮ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়। ৭৫৯—৭৬৮ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়। ৭৬৯—৭৭৬ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়। ৭৭৭—৭৮৬ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়। ৭৮৭—৭৯৪ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়। ৭৯৫—৮০৩ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়। ৮০৪—৮১৩ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৮১৪—৮২৪ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ৮২৫—৮৩৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ৮৩৪—৮৪৬ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়। ৮৪৭—৮৫১ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়। ৮৫২—৮৫৯ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ৮৬০—৮৬৯ পৃষ্ঠা।

ঊনবিংশ অধ্যায়। ৮৭০—৮৭৯ পৃষ্ঠা।

বিংশ অধ্যায়। ৮৮০—৮৯৩ পৃষ্ঠা।

একবিংশ অধ্যায়। ৮৯৪—৯০৩ পৃষ্ঠা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়। ৯০৪—৯১১ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ৯১২—৯১৯ পৃষ্ঠা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়। ৯২০—৯৩০ পৃষ্ঠা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়। ৯৩১—৯৪৪ পৃষ্ঠা।

টীকোপক্রমণিকা।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিগুরুভ্যাং নমঃ ॥ মতৌ যা তিষ্ঠন্তী ভবতি চ মতেরন্তরতরা ন কিঞ্চিজ্জানাতি স্বয়মপি মতির্যামবিষয়ম্। মতির্যস্যা দেহঃ স্বয়মপি মতিং প্রেরয়তি যা নমো হৃল্লেখায়ৈ সকলনিগমোত্তংসমণয়ে ॥ ১ ॥ তরুণেন্দুমৌলিতরুণীমরুণাং করুণারসেন পরিপূর্ণাম্। বন্দে সমন্দহসিতামঙ্কুশপাশৌ বরাভয়ে দধতীম্ ॥ ২ ॥ নমঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদাজায়োপকারিণে। যস্য প্রত্যুপকারায় নম ইত্যেব কেবলম্ ॥ ৩ ॥ শ্রীমল্লক্ষবতীং লক্ষ্মীং মাতরং দেশিকোত্তমাম্। পিতরং রঙ্গনাথাখ্যং দেশিকোত্তমমাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥ কাশীনাথং গুরুং নত্বা শ্রীধরাখ্যং গুরুং তথা। অন্যে চ সন্তি গুরবস্তান্ সর্ব্বানভিবাদ্য চ ॥ ৫ ॥ রত্নজীপ্রেরিতেনৈব পুরাণান্যবলোক্য চ। শৈবোপনামকেনৈব নীলকণ্ঠেন কেনচিৎ ॥ ৬ ॥ দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ। ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে সম্যক্ তিলকাখ্যং মহত্তরম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিগুরুভ্যাং নমঃ।

যিনি বুদ্ধির অভ্যন্তরবর্ত্তিনী হইয়া নিরন্তর বুদ্ধিতত্ত্বে বিরাজমান থাকিলেও স্বয়ং বুদ্ধিও যাহার তত্ত্ব জানিতে সমর্থা নহে। এবং বুদ্ধিই যাঁহার শরীর, অথচ যিনি অন্তর্যামিরূপে বুদ্ধিবৃত্তি সকলের প্রেরয়িত্রী, সেই সর্ব্বনিগম-শিরোভূষণমণি হৃদয়-লেখাস্বরূপিণীকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥ যিনি দুরন্তদৈত্যকুলদলনকারণ পাশাঙ্কুশ ও চরণাশ্রিত ভক্তবৃন্দের নিমিত্ত বর ও অভয় ধারণ পূর্ব্বক স্মিতস্মেরাননশোভায় সুশোভিতা; সেই করুণারসপরিপূর্ণা অরুণবর্ণা শশিশেখরতরুণীকে বন্দনা করি ॥ অর্থান্তর, যাঁহার ললাটফলক নিরন্তর তরুণ শশধরকিরণমালায় উদ্ভাসিত হইতেছে, যিনি দুর্দ্দান্ত দানবদল বিদলনক্ষম ভীষণ পাশাঙ্কুশ এবং শরণাগত ভক্তজনের নিমিত্ত বর ও অভয়, অনুপম ভুজচতুষ্টয়ে ধারণ করিয়াছেন; সেই ঈষৎ হাস্য শোভায় সুশোভিতা করুণারসপরিপূর্ণা অরুণবর্ণা তরুণীকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥ যিনি এই ভারতমণ্ডলে তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাধন বিতরণ করিয়া অস্মদাদির পরম উপকারী হইয়াছেন; যাহার প্রত্যুপকার বিষয়ে আমাদের অন্যবিধ কোন সামর্থ্য না থাকায় কেবল নমস্কার মাত্রই সম্বল; সেই পরম গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পাদপদ্ম যুগলে বারংবার প্রণিপাত করি ॥ ৩ ॥ বিবিধ যোগলক্ষণে উপলক্ষিতা মহাগুরুরূপিণী মাতা শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী ও মহাযোগবিভূতিসমন্বিত পরমগুরু পিতা শ্রীমান্ রঙ্গনাথের চরণসরোরুহে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ॥৪॥ গুরুদেব কাশীনাথ, শ্রীধর এবং অপরাপর যে সকল গুরুগণ বিরাজমান আছেন, তাঁহাদের সকলকে অভিবাদন করত পণ্ডিত রত্ন জীউর আদেশানুসারে সমস্ত পুরাণসমুদ্র সমালোকন পূর্ব্বক শৈব উপাধিধারী নীলকণ্ঠ নামক কোন পণ্ডিত দেবী ভাগতের ব্যাখ্যানান্তর না থাকায় তাহারই তিলকনামক এই অভিনব সুমহৎ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫-৭ ॥

তত্র তাবৎ পুরাণেষু ভাগবতদ্বয়ং প্রসিদ্ধম্। একং মহাপুরাণান্তর্গতমপরমুপপুরাণান্তর্গতম্। লোকেপ্যুপলভ্যেতে দ্বয়োর্দেবীভাগবতনাম্না বিষ্ণুভাগবতনাম্না চাস্ত্যেব॥ তত্রৈকং মহাপুরাণান্তর্গতমন্যদুপপুরাণান্তর্গতমিত্যপি নির্ব্বিবাদমেব। তথাপি কিং দেবীভাগবতং মহাপুরাণমন্যদুপপুরাণমথবা বিষ্ণুভাগবতং মহাপুরাণমন্যদুপপুরাণমিতি সংশয়ে। কেচিৎ বিষ্ণুভাগবতমেব মহাপুরাণমিতি বদন্তি। কেচিৎ দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণমিতি বদন্তি। তত্র প্রথমপক্ষৈকদেশিনঃ কেচিদুপপুরাণেষু দ্বিতীয়ং ভাগবতং নাস্ত্যেব মহাপুরাণেষ্বেবৈকং ভাগবতং প্রসিদ্ধম্। তচ্চ বিষ্ণুভাগবতমেব ন দেবীভাগবতম্। দেবীভাগবতন্তু নির্ম্মূলমেবেতি বদন্তি। দ্বিতীয়পক্ষৈকদেশিনোঽপি বিষ্ণুভাগবতং বোপদেবকৃতমিতি বদন্তি। বস্তুতস্তূভয়োরপি পুরাণয়োঃ পুরাণমতভেদেন মহাপুরাণত্বমুপপুরাণত্বঞ্চ। নন্বু মহাপুরাণেষ্বেবৈকং ভাগবতং প্রসিদ্ধম্। নতূপপুরাণেষু দ্বিতীয়মস্তীতি চেন্ন। কূর্ম্মগরুড়পাদ্মাদিষূপপুরাণেষু দ্বিতীয়স্য স্পষ্টপরিগণনাৎ। তথাহি হেমাদ্রৌ দানপ্রস্তাবে কূর্ম্মপুরাণেঽষ্টাদশপুরাণান্যুক্ত্বা "অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু। আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃপরম্"। ইত্যাদি। "পরাশরোক্তং প্রবরং তথা ভাগবতাহ্বয়মিতি"। তথা গারুড়ে তত্ত্বরহস্যে দ্বিতীয়াংশে

পরন্তু, পুরাণ সকলের মধ্যে ভাগবত নামে দুই খানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে; তাহার মধ্যে একটী মহাপুরাণের অন্তর্গত আর একটী উপপুরাণের অন্তর্গত। ইহ লোকে উল্লিখিত ভাগবত দুইটীর মধ্যে একটী দেবীভাগবত অপরটী বিষ্ণুভাগবত নামে বর্ত্তমান আছে। উহার মধ্যে একটী মহাপুরাণ আর অন্যটীকে উপপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিলেই আর কোন বিবাদের সম্ভাবনা থাকে না। তাহা হইলে, দেবী ভাগবতটী মহাপুরাণ, কি বিষ্ণু ভাগবতটী মহাপুরাণ? এইরূপ সংশয়ে কেহ কেহ বলেন যে, বিষ্ণুভাগবতই মহাপুরাণ মধ্যে গণনীয়; আবার কতকগুলি পণ্ডিত দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে প্রথম পক্ষাবলম্বী পণ্ডিতেরা বলেন যে, উপপুরাণ মধ্যে ভাগবত নামে কোন গ্রন্থ নাই, কেবল মহাপুরাণমধ্যে যাহা ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ, সেটী বিষ্ণুভাগবতই, দেবীভাগবত নহে; অর্থাৎ দেবী ভাগবতটী অমূলক। তাঁহারা ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যক্ত করেন। সেইরূপ দ্বিতীয় পক্ষাবলম্বী পণ্ডিত মহাশয়েরাও বিষ্ণুভাগবতকে একেবারে ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ বলিয়াই স্বীকার করেন না; তাঁহারা উহাকে বোপদেব পণ্ডিত প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু, বাস্তব পক্ষে, উভয় পুরাণই, পৌরাণিক মতভেদে একটী মহাপুরাণ অন্যটী উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। যদি কেহ এরূপ বলেন যে, কেবল মহাপুরাণ মধ্যেই ভাগবত নামে একটী গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে, উপপুরাণ মধ্যে আর দ্বিতীয় ভাগবত বলিয়া কোন গ্রন্থ নাই; তাহা ভ্রান্তি কল্পনামাত্র। কেন না, কূর্ম্ম গরুড় ও পদ্মপুরাণাদিতে দ্বিতীয়টীকে (দেবীভাগবতকে) উপপুরাণ মধ্যে গণনা করা হইয়াছে; তাহার মধ্যে কূর্ম্মপুরাণের হেমাদ্রিদানধর্ম্মপ্রস্তাবে অষ্টাদশ পুরাণের কথা বলিয়া "অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু" এই প্রমাণানুসারে অপরগুলিকে উপপুরাণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহা এইরূপ যথা,—"আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃপরমিত্যাদি। পরাশরোক্তং প্রবরং তথা ভাগবতাহ্বয়ং ইত্যাদি"। সেইরূপ

ধর্ম্মকাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমতো মহাপুরাণানাং সাত্ত্বিকাদিভেদেন বিভাগমুক্ত্বা লঘুপুরাণানাং সাত্ত্বিকাদিভেদেন বিভাগপ্রদর্শনপরে গ্রন্থেঽপ্যুক্তম্। "পুরাণং ভাগবতং দৌর্গং নন্দিপ্রোক্তং তথৈব চ। পাশুপত্যং রৈণুকঞ্চ ভৈরবঞ্চ তথৈব চ" ইতি। তথা তৎপূর্ব্বমপি। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চৈব তত্র ভাগবতং তথেতি তন্ত্রং ভাগবতং তথেতি পাঠে তন্ত্রং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ। তদ্বিশেষণেন চোত্তমত্বং সূচিতম্। তথা পাদ্মে শকুনপরীক্ষায়াম্। "ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ মার্কণ্ডং নারদেরিতম্"। ইত্যাদি। "তথৈব গদিতং রাম পুরাণং কাপিলং তথা। বারাহং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং শকুনেষু প্রশস্যতে। শৈবং ভাগবতং দৌর্গং ভবিষ্যোত্তরমেব চ" ইতি। তথা পাদ্মে ভাগবতমাহাত্ম্যে একোনবিংশেঽধ্যায়ে উপপুরাণেষু। "শৈবমাদিপুরাণঞ্চ দেবীভাগবতং তথেতি"। তথা মধুসূদনসরস্বতীকৃতসর্ব্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহেঽপ্যুপপুরাণমধ্যে ভাগবতং পরিগণিতম্। নাগোজীভট্টাদিভিশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থেষ্বেবমন্যৈরপি নিবন্ধকারৈরিতি। ননু দেবীভাগবতস্য "তত্র ভাগবতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্"। ইতি প্রথমাধ্যায়স্থস্ববচনেনাষ্টাদশমহাপুরাণেষু পঞ্চমমিদং পুরাণমিতি স্বস্য মহাপুরাণত্বং বোধয়তঃ কথমন্যপুরাণমুপপুরাণত্বং বোধয়েন্নহ্যেবং ক্বচিদ্দৃষ্টচরমিতি চেন্ন। নারদীয়শিববায়ব্যাদিত্যপুরাণানাং স্বমুখেনান্যমুখেন বা মহাপুরাণত্বেন জ্ঞায়মানানামন্যপুরাণৈরুপপুরাণত্বস্য ব্যবস্থাপনাৎ। পুরাণমতভেদেনৈকস্যাপি পুরাণস্য

গরুড় পুরাণে তন্ত্বরহস্যের দ্বিতীয়াংশান্তর্গত ধর্ম্মকাণ্ডের প্রথমাধ্যায়ে, প্রথমেই যেমন মহাপুরাণসকলের সাত্ত্বিকাদি ভেদে বিভাগ নির্দ্দেশিত হইয়াছে, সেইরূপ উপপুরাণ গুলিরও বিভাগ প্রদর্শন স্থলে সাত্ত্বিকাদি ভেদে এইরূপ বলা হইয়াছে। যথা, "পুরাণং ভাগবতং দৌর্গং নন্দিপ্রোক্তং তথৈব চ" ইত্যাদি। অর্থাৎ দুর্গামাহাত্ম্যসঙ্ঘটিত ভাগবত ও নন্দিকেশ্বরপ্রোক্ত এবং পাশুপত্য প্রভৃতি পুরাণসকল উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত। আবার তাহার পূর্ব্বে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও কথিত আছে "তত্র ভাগবতং তথেতি তন্ত্রং ভাগবতং তথেতি"। এস্থলে তন্ত্র শব্দের অর্থ শাস্ত্র। অর্থাৎ "তন্ত্রং" এইরূপ বিশেষণ দ্বারা গ্রন্থের উত্তমতা বোধ করাইতেছে। অপি চ পদ্ম পুরাণের শকুনপরীক্ষা স্থলে "ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ মার্কণ্ডং নারদেরিতম্। তথৈব গদিতং রাম ইত্যাদি। শৈবং ভাগবতং দৌর্গং ভবিষ্যোত্তরমেব চ ইত্যাদি" পুনশ্চ পদ্মপুরাণের ভগবন্মাহাত্ম্য বর্ণনায় একোনবিংশ অধ্যায়ে "শৈবমাদি পুরাণঞ্চ দেবীভাগবতং তথেতি"। ফলকথা এই যে, এইসমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আপাততঃ দেবীভাগবতটীই উপপুরাণ বলিয়া উপলব্ধ হয়। কিন্তু আবার মধুসূদনসরস্বতীকৃত সর্ব্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহ নামক গ্রন্থে এবং নাগজীউভট্ট প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্র ও অপরাপর নিবন্ধকারদিগের মতে ভাগবত গ্রন্থই একেবারে উপপুরাণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

যদি বল, দেবীভাগবতেরই প্রথমাধ্যায়ে "তত্র ভাগবতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্"। অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বেদতুল্য এই পবিত্র গ্রন্থ দেবীভাগবত পঞ্চম পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ইত্যাদি বচন দ্বারা স্বয়ংই ত আপনার মহাপুরাণত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, তবে আর অন্য পুরাণ কিরূপে ইহার উপপুরাণত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে? কারণ, ইহা অদৃষ্টচর; তাহা নহে। কেননা, নারদীয় শিব বায়ু ও আদিত্য প্রভৃতি পুরাণ সকলের স্ববচন

মহাপুরাণত্বোপপুরাণত্বসিদ্ধ্যা তদ্বিরোধাভাবাৎ। পুরাণভেদেন মতভেদস্তু বহুশঃ প্রসিদ্ধঃ। বৈষ্ণবপুরাণেষু সাত্ত্বিকত্বং শৈবপুরাণেষু তামসত্বং বৈষ্ণবপুরাণমতেন। শৈবপুরাণেষু সাত্ত্বিকত্বং বৈষ্ণবপুরাণেষু তামসত্বম্। "দশ শৈবপুরাণানি সাত্ত্বিকানি বিদুর্ব্বুধাঃ। তামসানি চ চত্বারি বৈষ্ণবানি প্রচক্ষতে"। ইতিস্কান্দে। শৈবপুরাণমতেনেত্যেবং প্রকারেণেতি। তথাহি নারদীয়স্য পুরাণস্য স্বান্তর্গতমহাপুরাণগ্রন্থসূচ্যা স্বমুখেনৈব স্বাত্মনো মহাপুরাণত্বং বোধয়তঃ। "মদ্বয়ং ভদ্বয়ং চৈব ব্রত্রয়ং বচতুষ্টয়ম্। আলিংপাগ্নিপুরাণানি কূস্কংগারুড়মেব চ"। ইতিবচনেন বক্ষ্যমাণমুদ্গলপুরাণবচনেন চ মহাপুরাণবহির্ভূতত্বং বোধ্যতে। আলিংপাগ্নীত্যত্রাহহশব্দেনাদিত্যপুরাণং তথা শৈবপুরাণস্য স্বমুখেন স্বস্য মহাপুরাণত্বং বোধয়তো মদ্বয়ং ভদ্বয়মিত্যেব বচনং তদ্বহির্ভূতত্বং বোধয়তি। নন্নু বায়ব্যং পুরাণমেব শৈবং শিবপ্রতিপাদকত্বাত্তস্য চ বচতুষ্টয়পদেন সংগ্রহাত্তদুদাহরণং ন সম্ভবতীতি চেন্ন। মুদ্গলপুরাণে। "ব্রাহ্মঞ্চ বৈষ্ণবং পাদ্মং শৈবং ভাগবতং তথা। ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ঞ্চ বামনম্। আগ্নেয়ং বায়বং মাৎস্যম্"। ইতি বচনেন শৈববায়ব্যপুরাণয়োঃ পরস্পরং পৃথক্ত্বেন পরিগণনাৎ। তথা বায়ব্যপুরাণস্য স্ববচনেন স্বস্য মহাপুরাণত্বং বোধয়তো বক্ষ্যমাণশৈবপুরাণবচনং মহাপুরাণবহির্ভূতত্বং বোধয়তি। তথাদিত্যপুরাণস্যাপি আলিংপাগ্নিপুরাণানীতি ক্বচিৎ পুরাণসম্মতপাঠেন

বা পরবচন বলে মহাপুরাণত্ব প্রতিপাদিত হইলেও অপর কতকগুলি পুরাণ তাহাদেরই আবার উপপুরাণত্ব ব্যবস্থাপন করিয়াছে। অতএব পৌরাণিক মতভেদে এক পুরাণেরই কোথাও মহাপুরাণত্ব কোথাও বা উপপুরাণত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় সুতরাং বিরোধের প্রয়োজন হইতেছে না। কারণ, পুরাণভেদে মতভেদ বহুস্থলেই প্রসিদ্ধ। যথা, বৈষ্ণবপুরাণ সকলের মতে শৈবপুরাণ সমস্তই তামস আর বিষ্ণুসম্বন্ধি পুরাণ সমস্তই সাত্ত্বিক; আবার সেইরূপ, স্কন্দ পুরাণের মতে বৈষ্ণবপুরাণই তামস, শৈবপুরাণ সমস্তই সাত্ত্বিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, "দশ শৈবপুরাণানি সাত্ত্বিকানি বিদুর্ব্বুধাঃ। তামসানি চ চত্বারি বৈষ্ণবানি প্রচক্ষতে"॥ আবার শৈবপুরাণের মতেও ঐরূপ জানিবে। তথা চ, নারদীয়পুরাণ স্বান্তর্গত মহাপুরাণ গ্রন্থ সূচনায় স্বমুখেই আপনার মহাপুরাণত্ব জানাইতেছে। কিন্তু "মদ্বয়ং ভদ্বয়ং চৈব ব্রত্রয়ং বচতুষ্টয়ম্। আলিংপাগ্নিপুরাণানি কূস্কংগারুড়মেব চ"। এই বচন এবং বক্ষ্যমাণ মুদ্গলবচনবলে একেবারে মহাপুরাণের বহির্ভূতত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। যদি বল, বায়ুপুরাণটী নিশ্চয়ই পুরাণ মধ্যে গণনীয়; আর শিবপুরাণে কেবল শিব প্রতিপাদকতা প্রযুক্ত বচতুষ্টয় এই পদ দ্বারা সংগ্রহপ্রযুক্ত তাহার সম্বন্ধে সে উদাহরণটী সম্ভবপর নহে, তাহা নয়। কেন না, মুদ্গলপুরাণে "ব্রাহ্মং চ বৈষ্ণবং পাদ্মং শৈবং ভাগবতং তথা। ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ঞ্চ বামনম্। আগ্নেয়ং বায়বং মাৎস্যং ইতি"—এই বচন দ্বারা শৈব ও বায়ব্য পুরাণের পার্থক্য পরিগণন করা হইয়াছে। এবং বায়ব্যপুরাণও স্ববচন প্রমাণবলে নিজের মহাপুরাণত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে আর বক্ষ্যমাণ শৈবপুরাণবচন তাহার একেবারে বহির্ভূতত্ব বোধ করাইতেছে। অপি চ আদিত্যপুরাণের "আলিংপাগ্নিপুরাণানি" এইরূপ কোন কোন পুরাণের পাঠে মহাপুরাণত্ব এবং "অনাপলিঙ্গকূস্কাখ্যমিতি" এইরূপ কোন কোন পুরাণ সম্মত

মহাপুরাণত্বম্। অনাপলিঙ্গকূষ্মাখ্যমিতি ক্বচিৎ পুরাণসম্মতপাঠেন মহাপুরাণবহির্ভূতত্বং যথা চৈতেষাং চতুর্ণাং ক্বচিৎ পুরাণেষু মহাপুরাণত্বেন ক্বচিচ্চোপপুরাণত্বেন গ্রহণম্। তথা দেবীভাগবতস্যাপি ভবিষ্যতীতি কো বিরোধঃ। মতভেদেনোভয়োরপি বচনয়োঃ প্রমাণত্বাৎ। নন্বন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানিত্বিত্যাদিবচনৈরুপপুরাণানি ব্যাসান্যমুনিকৃতান্যেব সন্তি। দেবীভাগবতং তু ব্যাসকৃতমেবেতি। তস্য কথমুপপুরাণেষন্তর্ভাব ইতি চেন্ন। নারদশৈববায়ব্যাদিত্যপুরাণেষু ব্যাসকৃতত্বেঽপি কস্যচিৎ পুরাণমতে উপপুরাণত্বদর্শনাত্তাদৃশ-নিয়মস্যাস্বীকারাৎ প্রায়শস্তথা সত্ত্বাভিপ্রায়েণ তু তদ্বচনম্। ইত্থং ভাগবতদ্বয়স্য মহাপুরাণমধ্যে উপপুরাণমধ্যে চ সত্ত্বসিদ্ধৌ কস্য পুরাণস্য মতে কিং ভাগবতং মহাপুরাণান্তর্গতমিতি চেদুচ্যতে। শৈবপুরাণমতে মাৎস্যপুরাণমতে চ দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণমিতি। তথাহি শৈব-পুরাণে উত্তরখণ্ডে মধ্যমেশ্বরমাহাত্ম্যে শিবাল্লব্ধবরেণ ব্যাসেন মহাপুরাণানি প্রণীতানীত্যুক্ত্যা-নন্তরং তেষাং নামান্যষ্টাদশোক্ত্বা তেষাং যোগরূঢ়ানাং নাম্নাং নির্ব্বচনং তত্রৈব কৃতম্। তদ্‌যথা "যত্র বক্তা স্বয়ং তণ্ডে! ব্রহ্মা সাক্ষাচ্চতুর্ম্মুখঃ। তস্মাদ্ব্রাহ্মং সমাখ্যাতং পুরাণং প্রথমং মুনে"॥ তণ্ডে ইতি মুনিসম্বোধনম্। "পদ্মকল্পস্য মাহাত্ম্যং তত্র যস্মাদুদাহৃতম্। তস্মাৎ পাদ্মং সমাখ্যাতং

পাঠানুসারে মহাপুরাণের বহির্ভূতত্ব জানাইতেছে। অতএব উল্লিখিত পুরাণচতুষ্টয় কোথাও মহাপুরাণত্ব কোথাও উপপুরাণত্বরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং দেবীভাগবতেরও সেইরূপ পরিগ্রহণ করিলে আর কোন বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। কেননা, পৌরাণিক মতভেদে উভয়পক্ষের প্রমাণের বল তুল্যই দৃষ্ট হইতেছে। যদি বল "অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু" ইত্যাদি বচন দ্বারা বুঝাযাইতেছে, যে উপপুরাণ সকল বেদব্যাস ভিন্ন অপরাপর মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু, দেবীভাগবত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ংই প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব তাহার উপপুরাণ মধ্যে অন্তর্ভাব করা যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা নয়। কেন না, নারদ শৈব বায়ব্য ও আদিত্য পুরাণ মধ্যে দেখা যায় যে, অনেক পুরাণ বেদব্যাসকৃত হইলেও কোন কোন পুরাণ মতে তাহারা উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; অতএব উল্লিখিত নিয়ম কোনক্রমে অঙ্গীকৃত হইতে পারে না; সুতরাং ঐ সকল বচন কেবল সত্ত্বাভিপ্রায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সেইরূপ ভাগবতদ্বয়ও কখন মহাপুরাণ কখন উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে, কোন্ পুরাণের মতে কোন্ ভাগবতটী মহাপুরাণের অন্তর্গত এরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে উত্তর বাক্যে বলা যাইতেছে যে, শৈব এবং মৎস্য পুরাণ মতে দেবীভাগবতটীই মহাপুরাণ মধ্যে পরিগণিত; কারণ, শৈবপুরাণের উত্তর খণ্ডে মধ্যমেশ্বর মাহাত্ম্য বর্ণনা স্থলে বলা হইয়াছে যে, মহর্ষি বেদব্যাস শিব সন্নিধানে বর লাভ করিয়া তৎপ্রভাবেই পুরাণ সমস্ত প্রণয়ন করিয়াছেন। এইরূপ উক্তির পরেই আবার সেই স্থলেই অষ্টাদশ মহাপুরাণের প্রত্যেকেরই নাম সকল যোগরূঢ়ার্থে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। যথা,

হে মুনে তণ্ডে! কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত প্রথম পুরাণটীতে চতুর্ব্বদন ব্রহ্মা স্বয়ং বক্তা বলিয়াই উহা ব্রহ্মপুরাণ নামে সমাখ্যাত। দ্বিতীয়পুরাণে পদ্মকল্পের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই

পুরাণঞ্চ দ্বিতীয়কম্॥ পরাশরকৃতং যত্তু পুরাণং বিষ্ণুবোধকম্। তদেব ব্যাসকথিতং পুত্রপিত্রোরভেদতঃ॥ যত্র পূর্ব্বোত্তরে খণ্ডে শিবস্য চরিতং বহু। শৈবমেতৎ পুরাণং হি পুরাণজ্ঞা বদন্তি চ॥ ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র বিদ্যতে। তত্তু ভাগবতং প্রোক্তং নতু দেবীপুরাণকম্॥ নারদোক্তং পুরাণন্তু নারদীয়ং প্রচক্ষতে॥ যত্র বক্তা ভবত্তণ্ডে! মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ। মার্কণ্ডেয়পুরাণং হি তদাখ্যাতঞ্চ সপ্তমম্॥ অগ্নিযোগাত্তদাগ্নেয়ং ভবিষ্যোক্তের্ভবিষ্যকম্। বিবর্ত্তনাদ্‌ব্রহ্মণস্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে॥ লিঙ্গস্য চরিতোক্তত্বাৎ পুরাণং লিঙ্গমুচ্যতে। বরাহস্য চ বারাহং পুরাণং দ্বাদশং মুনে॥ যত্র স্কন্দঃ স্বয়ং শ্রোতা বক্তা সাক্ষাৎ মহেশ্বরঃ। তত্তু স্কান্দং সমাখ্যাতং বামনস্য তু বামনম্॥ কৌর্ম্মং কূর্ম্মস্য চরিতং মাৎস্যং মৎস্যস্য কীর্ত্তিতম্। গরুড়স্তু স্বয়ং বক্তা যত্তদ্ গারুড়সংজ্ঞকম্॥ ব্রহ্মাণ্ডচরিতোক্তত্বাদ্ ব্রহ্মাণ্ডং

উহা পদ্মপুরাণ নামে বিশ্রুত। যেটী অধিকাংশ বিষ্ণু মাহাত্ম্য বোধক, সে পুরাণটী বাস্তবিক ঋষিপ্রবর পরাশরপ্রণীত হইলেও পিতাপুত্রের একাত্মতা হেতুই উহা বেদব্যাস কৃত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। যাহার পূর্ব্ব ও উত্তর খণ্ডে বাহুল্য রূপে কেবল শিবচরিত্র-গাথা বর্ণিত, পুরাবৃত্ত অভিজ্ঞ মুনিগণ এই নিমিত্ত উহার নাম শিবপুরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাতে ভগবতী দুর্গার চরিত্র বর্ণনা আছে তাহাই দেবীভাগবত নামে প্রসিদ্ধ, পরন্তু এটী দেবীপুরাণ নহে কারণ দেবীভাগবত আর দেবীপুরাণ সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। দেবর্ষি নারদকৃত পুরাবৃত্তখানিকে পণ্ডিতগণ নারদপুরাণ নামেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে তণ্ডে! যাহাতে মহামুনি মার্কণ্ডেয় বক্তা, সেই সপ্তমপুরাণটী মার্কণ্ডেয়পুরাণ নামে বিশ্রুত। অগ্নিদেবসম্বন্ধ প্রযুক্ত আগ্নেয় এবং ভবিষ্যদ্‌বৃত্তান্ত বর্ণিত বলিয়াই ভবিষ্যপুরাণ নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যাহাতে বিশেষরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃতি হইয়াছে সেই পুরাণটী ব্রহ্মবৈবর্ত্তনামে অভিহিত। লিঙ্গার্চ্চনার মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে বলিয়াই লিঙ্গপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। হে মুনে! ঐরূপ বরাহদেব সম্বন্ধ প্রযুক্ত বরাহপুরাণ এবং যাহাতে স্বয়ং দেবদেব মহেশ্বর বক্তা আর স্কন্দদেব শ্রোতা সেই পুরাণই স্কন্দাখ্যায় সঙ্কীর্ত্তিত জানিবে। ঐরূপ বামন, কূর্ম্ম ও মৎস্য প্রভৃতি ভগবদবতারচরিতগাথা বর্ণনা থাকায় বামন, কূর্ম্ম ও মৎস্যপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। যে পুরাণে পক্ষিরাজ গরুড় স্বয়ং বক্তা সেটী গারুড় সংজ্ঞায় অভিহিত। সেইরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বৃত্তান্ত বর্ণিত থাকায় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণনামে বিশ্রুত জানিবে।*

---

* যত্র বক্তা স্বয়ং তণ্ডে! ব্রহ্মা সাক্ষাচ্চতুর্মুখঃ। তস্মাদ্‌ব্রাহ্মং সমাখ্যাতং পুরাণং প্রথমং মুনে॥
পদ্মকল্পস্য মাহাত্ম্যং তত্র যস্মাদুদাহৃতম্। তস্মাৎ পাদ্মং সমাখ্যাতং পুরাণঞ্চ দ্বিতীয়কম্॥
পরাশরকৃতং যত্তু পুরাণং বিষ্ণুবোধকম্। তদেবং ব্যাসকথিতং পুত্রপিত্রোরভেদতঃ॥
যত্র পূর্ব্বোত্তরে খণ্ডে শিবস্য চরিতং বহু। শৈবমেতৎ পুরাণং হি পুরাণজ্ঞা বদন্তি চ॥
ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র বিদ্যতে। তত্তু ভাগবতং প্রোক্তং নতু দেবীপুরাণকম্॥
নারদোক্তং পুরাণন্তু নারদীয়ং প্রচক্ষতে। যত্র বক্তাঽভবত্তণ্ডে মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণং হি তদাখ্যাতঞ্চ সপ্তমম্। অগ্নিযোগাত্তদাগ্নেয়ং ভবিষ্যোক্তের্ভবিষ্যকম্॥
বিবর্ত্তনাদ্‌ব্রহ্মণস্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে। লিঙ্গস্য চরিতোক্তত্বাৎ পুরাণং লিঙ্গমুচ্যতে॥
বরাহস্য চ বারাহং পুরাণং দ্বাদশং মুনে। যত্র স্কন্দঃ স্বয়ং শ্রোতা বক্তা সাক্ষান্মহেশ্বরঃ॥
তত্ত স্কান্দং সমাখ্যাতং বামনস্য তু বামনম্। কৌর্ম্মং কূর্ম্মস্য চরিতং মাৎস্যং মৎস্যস্য কীর্ত্তিতম্॥
গরুড়স্তু স্বয়ং বক্তা যত্তদ্‌গারুড়সংজ্ঞকম্। ব্রহ্মাণ্ডচরিতোক্তত্বাৎ ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্ত্তিতম্॥

পরিকীর্ত্তিতম্"। ইতি। অত্র ক্বচিদ্বক্তৃসম্বন্ধঃ ক্বচিচ্ছ্রোতৃসম্বন্ধঃ ক্বচিৎ প্রতিপাদ্যমুখ্যদেবতা-চরিতসম্বন্ধঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তমিতিস্পষ্টমেব দর্শিতম্। তত্র ভাগবতনাম্নো নির্ব্বচনবাক্যমেতৎ। "ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র বিদ্যতে। তত্তু ভাগবতং প্রোক্তং ন তু দেবীপুরাণকম্" ॥ অনেন চ বাক্যেন ভগবত্যা ইদং ভাগবতমিতি ব্যুৎপত্ত্যা গ্রন্থপ্রতিপাদ্যমুখ্যদেবতাচরিত-সম্বন্ধঃ। প্রবৃত্তিনিমিত্তমিতি স্পষ্টমেব দর্শিতম্। কা সা ভগবতীত্যপেক্ষায়ামাহ দুর্গায়া ইতি। তত্তু ভাগবতং তু শব্দো নিশ্চয়ার্থকঃ। তদেব ভাগবতপদবাচ্যং প্রোক্তমিত্যর্থঃ। ন তু পুরাণান্তরমতপ্রাপ্তং বিষ্ণুভাগবতং মহাপুরাণান্তর্গতং ভাগবতমিত্যর্থ ইতি শৈবপুরাণেন স্বমতং প্রদর্শিতম্। কশ্চিদেতৎ পুরাণান্তরমতেন উপপুরাণং জানীয়াত্তত্রাহ নতু দেবীপুরা-ণকমিতি। পুরাণকমিত্যত্র কপ্রত্যয়োঽল্পার্থকঃ। অল্পে ইতি সূত্রাৎ পুরাণকমল্পং পুরাণমিতি যাবৎ। দেব্যাঃ পুরাণকং দেবীপুরাণকম্। যদিদমুক্তং তদ্দেব্যা উপপুরাণং নৈবাস্তীত্যর্থঃ।

এবিষয়ে তাৎপর্য্য এই, কোনটীতে বক্তৃসম্বন্ধ, কোনটীতে শ্রোতৃসম্বন্ধ আর কোনটীতে বা প্রতিপাদ্য মুখ্যদেবতা চরিত সম্বন্ধ; অতএব, তদনুসারেই যে, পুরাণ সকলের নাম নির্দ্দেশ, তাহাই স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে এক্ষণে ব্যুৎপত্তি বোধক প্রমাণদ্বারা ভাগবত এই নামের নির্ব্বাচন করা হইতেছে। যথা—

"ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র বিদ্যতে।
তত্তু ভাগবতং প্রোক্তং ন তু দেবীপুরাণকম্" ॥

যাহাতে ভগবতী দুর্গার চরিত্রকথা দেদীপ্যমান, তাহাই ভাগবতনামে অভিহিত; কিন্তু দেবীপুরাণ নহে। এই বচন বলেই অর্থাৎ "ইহা ভগবতী সম্বন্ধি" এইরূপ ব্যুৎপত্তি-দ্বারা এস্থলে গ্রন্থপ্রতিপাদ্য মুখ্যদেবতা চরিতসম্বন্ধটী বুঝাইতেছে; অতএব এই প্রবৃত্তি নিমিত্তই গ্রন্থের নাম যে দেবীভাগবত তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি বল ভগবতী কে? সেই শঙ্কানিরাসের জন্য "দুর্গায়াঃ" এই বিশেষণ পদটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। অপি চ, উল্লিখিত শ্লোকমধ্যে "তত্তু" এইপদমধ্যে যে, তু শব্দটী দেওয়া হইয়াছে তাহা কেবল নিশ্চয়ার্থ বোধক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহাই ভাগবতপদ বাচ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে জানিবে। অতএব পুরাণান্তর-মত-প্রতিপন্ন বিষ্ণু ভাগবতটী কদাচ মহাপুরাণের অন্তর্গত নহে ইহাই নিশ্চিত হইল। এবিষয়ে শৈবপুরাণোক্তবচনদ্বারা নিজ মত প্রদর্শিত হইয়াছে। পাছে কেহ অপর পুরাণের মত অবলম্বন করিয়া ইহার উপপুরাণত্ব ব্যবস্থাপন করিতে প্রয়াস পান সেই জন্যই "নতু দেবীপুরাণকম্" এই চরণটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। অর্থাৎ "পুরাণকং" এই পরে যে কপ্রত্যয়টী আছে উহা অল্পার্থ-বোধক। "অল্পে" এই সূত্রবলে পুরাণকং কিনা ক্ষুদ্র পুরাণ অর্থাৎ উপপুরাণ এইটীই ইহার তাৎপর্য্যার্থ জানাইতেছে। আর এক কথা এই যে, যখন, "দেব্যাঃ পুরাণকং" অর্থাৎ ইহা দেবীসম্বন্ধিপুরাণ এইরূপ উক্তিতে স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে, দেবীসম্বন্ধে উপপুরাণ নাই। ফলকথা এই যে, মহামুনি ব্যাসদেব এই বচন বলে অপরের মহাপুরাণত্ব আর নিজ অভিপ্রেত বস্তুর উপপুরাণত্ব দুইটীই নিষেধ

অনেন চ বাক্যেনান্যস্য মহাপুরাণত্বনিষেধেন স্বাভিপ্রেতস্য চ উপপুরাণত্বনিষেধেন শ্রীমদ্দেবী-ভাগবতস্যৈব মহাপুরাণত্বং বোধয়তি ব্যাসঃ। মুখ্যত্বেন ভগবতীচরিতপ্রতিপাদকস্য মহা-পুরাণমধ্যে কস্যচিৎ পুরাণস্যান্যস্যাভাবাৎ। নন্থ নারদাদিপুরাণবচনবলাৎ বিষ্ণুভাগবতস্য মহাপুরাণান্তর্গতত্বে নির্ব্বিঘ্নং নিশ্চিতে তদ্বলাৎ ভাগবতদ্বয়স্য মতভেদেন মহাপুরাণত্ব কল্পনাপেক্ষয়া যৎকিঞ্চিৎ ভগবতীচরিতস্যাস্মিন্বচনে গ্রহণেনানেন বচনেন বিষ্ণুভাগবতনাম্নএব নিরুক্তিঃ কৃতেতি কুতো ন কল্প্যতে। বর্ত্ততে চ তত্র বিষ্ণুভাগবতে দশমস্কন্ধে কিঞ্চিদ্বিন্ধ্য-বাসিন্যাশ্চরিতমিতি চেন্ন। তথা সতি মুনের্ব্বিষ্ণুভাগবতবিষয় এব তাৎপর্য্যসত্ত্বে ভগবত ইদং ভাগবতমিত্যেব ব্যুৎপত্তিং কুর্য্যান্নহি কেনচিন্মুনেঃ শিরসি ভারঃ স্থাপিতো যৎ স্বাভিপ্রেতাং যুক্তি-যুক্তাং নিরুক্তিং ত্যক্ত্বা নিষ্প্রয়োজনোঽনভিপ্রেতাং নিরুক্তিং করোতি। কিঞ্চ সর্ব্বত্রৈতদ্বচন-প্রকরণে "যত্র পূর্ব্বোত্তরে খণ্ডে শিবস্য চরিতং বহু। শৈবমেতৎ পুরাণং হি পুরাণজ্ঞা বদন্তি চ"॥ ইতি বচনৈর্ব্বহুচরিতমুখ্যচরিতসম্বন্ধরূপপ্রবৃত্তিনিমিত্তস্যৈবাভিপ্রেতত্বং মুনেরব-সীয়তে। মতভেদেন পুরাণভেদকল্পনা তু নাত্রৈব নবীনাস্তি। পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা নারদশৈববায়-ব্যাদিত্যপুরাণেষ্বন্যত্রাপি সত্বাৎ। অস্তু বা গৌরবং নহি তদ্ভয়াৎ মুনেস্তাৎপর্য্যমন্যথাকর্ত্তুং কশ্চিদীষ্টে। তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তং তাৎপর্য্যং বিহায়ান্যতাৎপর্য্যেণান্যার্থকরণং মহাসাহসমেব।

করিয়া শ্রীমদ্দেবীভাগবতের মহাপুরাণত্বই দৃঢ়তররূপে বুঝাইতেছেন। বিশেষতঃ, মহাপুরাণ মধ্যে মুখ্যত্বরূপে ভগবতীচরিত প্রতিপাদকগ্রন্থ শ্রীমদ্দেবীভাগবত ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থই বর্ত্তমান নাই। যদি বল যে, নারদাদি পুরাণের বচনবলে বিষ্ণুভাগবতেরই নির্ব্বিঘ্নরূপে মহাপুরাণত্ব নিশ্চিত হইয়াছে; তবে উভয় পক্ষের বচন অবলম্বনকরিয়া ছুইটী ভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব কল্পনা করা অপেক্ষা প্রথমপক্ষের প্রমাণবলে কেবল বিষ্ণু ভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব কল্পনা করিলেইত অভীষ্ট সিদ্ধ হয়? এবং ভগবতীচরিতের বিষয় না থাকিলে যদি দোষ বিবে-চনা কর তাহা করিও না। কেননা, বিষ্ণুভাগবতের দশমস্কন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিন্ধ্যবাসিনীচরিত কথাও দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব বিষ্ণুভাগবতই মহাপুরাণমধ্যে গণনীয়। তাহা হইতে পারে না। কারণ, যদি বিষ্ণুভাগবতবিষয়েই তাৎপর্য্য হইত, তাহাহইলে "ভগবত ইদং ভাগ-বতং" অর্থাৎ ইহা ভগবৎসম্বন্ধি বলিয়াই ভাগবতনামে প্রসিদ্ধ, কিজন্য এরূপ ব্যুৎপত্তি-করিলেন না? এজন্য মহামুনি বেদব্যাসের মস্তকে কি কেহ ভার চাপাইয়া ছিল? যে তিনি সেই ভয়ে ভীত হইয়া স্বাভিপ্রেত যুক্তিযুক্ত নিরুক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিষ্প্রয়োজন অনভিপ্রেত নিরুক্তি প্রতিপাদন করিলেন?

কিঞ্চ, সর্ব্বত্রই এইবচন প্রকরণে "যত্র পূর্ব্বোত্তরে খণ্ডে শিবস্য চরিতং বহু। শৈব-মেতৎ পুরাণং হি পুরাণজ্ঞা বদন্তি চ"। এই বচন দ্বারা বহুচরিত অর্থাৎ মুখ্যচরিত সম্বন্ধ প্রবৃত্তি; সুতরাং তাহাতেই মুনির অভিপ্রায় প্রর্য্যবসিত হইতেছে। তবে, মতভেদে যে, পুরাণভেদ কল্পনা তাহা এইবিষয়ে নুতন নহে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিবলে নারদ, শৈব ও আদিত্য পুরাণ ভিন্ন অন্যত্র ভূরি ভূরি দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর যদি গৌরবের আশঙ্কা কর, তাহাতে এস্থলে বিশেষ ক্ষতি নাই। কারণ, গৌরবের ভয়ে ভীত হইয়া কেহ মুনির

নন্নু লক্ষণবাক্যমেতৎ। ততশ্চ দুর্গাচরিতং যত্র বর্ত্ততে তদ্ভাগবতমিত্যর্থঃ। তচ্চ ন দেবীভাগবতং ভবিতুমর্হতি। তস্য তল্লক্ষণলক্ষ্যত্বে ন তু দেবীপুরাণকমিতি নিষেধবিষয়ত্বেন নিষেধবিধ্যোঃ সমানবিষয়ত্বাপত্তেঃ। কিন্তু বিষ্ণুভাগবতমেব। নন্নু তথাপ্যেতল্লক্ষণমন্যপুরাণেষ্বতিপ্রসক্তমিতি চেন্ন। যথা বৃত্রাসুরবধলক্ষণমন্যপুরাণেষু প্রসক্তমপি যথা লক্ষণত্বেন গৃহীতম্, তদ্বদত্রাপি সত্বাদিতি চেন্ন। পূর্ব্বোক্তনিরুক্তিবচনপ্রকরণস্থত্ববিরোধাৎ। কিঞ্চ লক্ষণবাক্যমেতদিতিপক্ষেঽপ্যেতস্য লক্ষণস্য মহাপুরাণোদ্দেশেনৈব সত্বাদুপপুরাণেষস্য প্রসক্ত্যভাবাদ্দেবীপুরাণকালিকাপুরাণয়োরুপপুরাণত্বস্য নিশ্চিতত্বাৎ তত্রৈতল্লক্ষণস্য প্রসক্তিরেব নাস্তীতি ন তু দেবীপুরাণকমিতি নিষেধো ব্যর্থ এব স্যাৎ। তস্মাদেব তদ্বচনস্য পূর্ব্বোক্ত এবার্থঃ। কিঞ্চ লক্ষণবাক্যমেতদিতি পক্ষে যৎকিঞ্চিচ্চরিতং গৃহ্যতে উত যাবচ্চেরিতম্। যৎকিঞ্চিচ্চরিতস্য সর্ব্বমহাপুরাণেষু সত্বাদ্দেবীপুরাণমাত্রনিষেধেন ন নির্ব্বাহঃ। তস্মাদ্দেবীপুরাণস্যৈব নিষেধস্বারস্যাদ্যাবচ্চরিতং মুখ্যত্বেন ভগবতীচরিত্রমেব গ্রাহ্যম্। তদা তব নাভীষ্টার্থসিদ্ধিঃ। মুখ্যত্বেন বিষ্ণুভাগবতে দুর্গাচরিতস্যাভাবান্নৈব ত্বভীষ্টার্থসিদ্ধিঃ। নিষেধবিধ্যোঃসমানবিষয়কত্ব

তাৎপর্য্য অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না। অতএব পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া অন্য তাৎপর্য্যাবলম্বন দ্বারা অন্যথা করিতে প্রয়াস পাওয়া মহাসাহসের কার্য্য বলিতে হইবে। যদি বল এটী লক্ষণবাক্য, অর্থাৎ ভগবতীদূর্গাচরিতপূর্ণ গ্রন্থই ভাগবত; দেবীপুরাণ নহে। কারণ, লক্ষণলক্ষত্বহেতু "নতু দেবীপুরাণকমিতি" এইরূপ নিষেধ বিষয়তা প্রযুক্ত নিষেধ বিধির সমানবিষয়ত্ব আপত্তি ঘটিতেছে। অতএব, বিষ্ণুভাগবতই হউক। যদি বল এই লক্ষণের অন্যপুরাণে অতিপ্রসক্তি হয়। অথবা যেমন বৃত্রাসুরবধলক্ষণ অন্যপুরাণে প্রসক্ত হইলেও লক্ষণত্বে পরিগৃহীত হয়, সেইরূপ ত ইহাতেও আছে, তবে তাহা হইবেনা কেন? না হইবার কারণ এই যে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত নিরুক্তিবচনপ্রকরণে বিরোধ উপস্থিত হয়। অথবা, এটী লক্ষণবাক্য, এরূপ পক্ষাবলম্বন করিলেও মহাপুরাণের উদ্দেশে রচিত লক্ষণ কদাচ উপপুরাণে প্রসক্ত হইতে পারেনা। কেননা, যখন দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণ সর্ব্বত্রই উপপুরাণ বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে; তখন, তাহাতে এ লক্ষণের প্রসক্তি হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং "নতু দেবীপুরাণকম্" এই নিষেধবাক্যের ব্যর্থতা হইয়া পড়ে। অতএব, পূর্ব্বোক্ত অর্থই এ বচনের নিশ্চিতার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আর, এইটীই লক্ষণ বাক্য এরূপ পক্ষ অবলম্বন করিলে, যৎকিঞ্চিৎ চরিত কি সমগ্র চরিত গ্রহণ করিবে? যৎকিঞ্চিৎ চরিত কথা ত, সকল পুরাণেই বর্ত্তমান দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে কেবল দেবীপুরাণের নিষেধেই ত নির্ব্বাহ হইতেছে না? অতএব, দেবীপুরাণনিষেধস্বারস্যহেতু যাবচ্চরিত আছে তৎসমস্তেরই মুখ্যত্বরূপে ভগবতীচরিত কথাই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে, কোনক্রমেই আর তোমার অভীষ্টার্থসিদ্ধি হইতেছে না। কেননা, বিষ্ণুভাগবতে মুখ্যত্বরূপে দুর্গাচরিতবর্ণনার সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং, এস্থলে আমার অভীষ্টার্থই সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল। আর যে, নিষেধ বিধির সমানবিষয়কত্বরূপ দূষণ, তাহাও এবিষয়ে সম্ভাবিত নহে। কেননা, প্রকরণবলে যখন তাৎপর্য্য নিশ্চিত হইয়াছে, তখন তাহা পরিবর্জ্জন করিয়া নিষেধ

রূপং দূষণন্তু নৈব সম্ভবতি। প্রকরণবলাৎ তাৎপর্য্যে নিশ্চিতে তদ্বিষয়ং বিহায়ৈব নিষেধ-প্রবৃত্তেঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতত্বলক্ষণং তু গায়ত্র্যারম্ভবিশিষ্টমিতি ন তদতিপ্রসক্তং তস্মাৎ পূর্ব্বোক্ত এব তদ্বচনার্থ ইতি তদ্বচনাদ্দেবীভাগবতং মহাপুরাণং ন তু বিষ্ণুভাগবতমিতি শিব-পুরাণমতম্। অত্র চ নিয়মদ্বয়স্য পূর্ব্বোক্তস্য সত্বাদ্বিষ্ণুভাগবতবিষয়ে তথা নিয়মদ্বয়াভাবাদিদং শিবপুরাণমতমেব মুখ্যমন্যপুরাণমতং ত্বেকদেশীতি নিয়মদ্বয়প্রদর্শকব্যাসবাক্যেন স্পষ্টমেব বোধিতমিতি সুধিয়ো বিভাবয়ন্তু। কিঞ্চ "শৈবমাদিপুরাণঞ্চ দেবীভাগবতং তথা"। ইতি পাদ্ম-বচনসত্বাদিতয়া "নবরাত্রে তু দেবেশি দৌর্গং ভাগবতং পঠেৎ। জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন সমাহিতঃ" ॥ ইতি দুর্গাতরঙ্গিণীধৃতযামলবচনেন তথা "দেবীভাগবতং নিত্যং পঠেদ্ভক্ত্যা সমাহিতঃ। নবরাত্রে বিশেষেণ শ্রীদেবীপ্রীতয়ে মুদা" ॥ ইতি মহেশঠক্কুরকৃতদুর্গাপ্রদীপধৃতদেবী-যামলবচনেন চ সপ্রমাণস্য দেবীভাগবতস্য সর্ব্বথোপপুরাণমধ্যেএব নিবেশাৎ। "তত্র ভাগ-বতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্"। ইতি প্রথমস্কন্ধস্থস্য মহাপুরাণেষু পঞ্চমমিদং পুরাণমিত্যর্থকস্য দেবীভাগবতোক্তবচনস্য নিরালম্বনত্বাদপ্রামাণ্যাপত্তেঃ। মন্মতে তু তস্য বিষয়লাভান্না-প্রামাণ্যং তদ্বচনপ্রামাণ্যাদপি দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণমিতি। কিঞ্চ হেমাদ্রৌ কালিকা-

---

প্রবৃত্তির কিরূপে সঙ্গতি হইতে পারে? বৃত্রাসুরবধসম্বন্ধ লক্ষণটী গায়ত্র্যারম্ভ-বিশিষ্ট। সুতরাং, উহা অতিপ্রসক্ত হইতে পারে না। অতএব, পূর্ব্বোক্ত অর্থই এ বচনের স্থিরীকৃত অর্থ এবিষয়ে আর কোন সংশয় উপস্থিত করাও সঙ্গত বোধ হয় না। তাহা হইলে দেবী-ভাগবতই নিশ্চয় মহাপুরাণমধ্যে পরিগণিত হইল এবং বিষ্ণুভাগবতেরও উপপুরাণত্বে আর সন্দেহ রহিল না, ইহাই শিবপুরাণের মত। কেননা, এবিষয়ে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মদ্বয়ের দেদীপ্যতা প্রতীতি হইতেছে; কিন্তু বিষ্ণুভাগবতবিষয়ে উল্লিখিত নিয়মদ্বয়ের সম্পূর্ণ অভাব। অতএব, শিবপুরাণের মতই মুখ্য মত বলিয়া জানিতে হইবে। অপরাপর পুরাণের মত সমস্ত একদেশগ্রাহী। সুতরাং, ব্রহ্মর্ষি ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পূর্ব্বোক্ত নিয়মদ্বয় প্রদর্শকবাক্যবলে স্পষ্ট দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া বুঝাইতেছে এবং ইহাই আমাদিগের স্থির সিদ্ধান্ত। এক্ষণে, মতিমান্ সুধীবর্গ স্বয়ং বিচার করিয়া দেখুন।

অপিচ, "শৈবমাদিপুরাণঞ্চ দেবীভাগবতং তথা" ॥ এই পদ্মপুরাণের বচন, এবং "নবরাত্রে তু দেবেশি! দৌর্গং ভাগবতং পঠেৎ। জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন সমাহিতঃ" ॥ হে দেবেশি! নবরাত্রব্রতে দুর্গামাহাত্ম্যপূর্ণ ভাগবত অর্থাৎ দেবীভাগবত ও সপ্তশতী চণ্ডী নিয়মপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে পাঠ করিবে। দুর্গাতরঙ্গিণীধৃত এই যামল বচন, তথা "দেবীভাগবতং নিত্যং পঠেদ্ভক্ত্যা সমাহিতঃ। নবরাত্রে বিশেষেণ শ্রীদেবীপ্রীতয়ে মুদা" ॥ এই মহেশঠক্কুর-কৃতদুর্গাপ্রদীপগ্রন্থধৃত দেবীযামলবচনবলে প্রমাণীকৃত দেবীভাগবতের সর্ব্বথা উপপুরাণ মধ্যে সন্নিবেশ হেতু "তত্র ভাগবতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্"। অর্থাৎ বেদতুল্য পরম পবিত্র এই দেবীভাগবত মহাপুরাণ সকলের মধ্যে পঞ্চমপুরাণ বলিয়া পরিগণিত। এইরূপ অর্থবোধক দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধস্থিত উল্লিখিত বচনের নিরালম্বত্বহেতু অপ্রামাণ্য আপত্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু, আমার মতে তাহার বিষয় লাভ হেতু অপ্রামাণ্য নহে;

পুরাণে। "যদিদং কালিকাখ্যং তন্মূলং ভাগবতং স্মৃতম্"। ইতি বচনং তদপি দেবীভাগবতস্যৈব মহাপুরাণত্বং বোধয়তি। তথাহি "অষ্টাদশভ্যস্তু পৃথক্ পুরাণং যৎ প্রদৃশ্যতে। বিজানীধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তথা তেভ্যো বিনির্গতম্"॥ ইতিমাৎস্যবচনেনোপপুরাণানাং মহাপুরাণমূলকত্বনিয়মাদিদং কালিকাপুরাণং কিম্পুরাণমূলকমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তস্যানিবর্ত্তকমিদং বাক্যং যদিদং কালিকাখ্যং পুরাণং তন্মূলং তস্য মূলং ভাগবতং বিদুরিতি হি-তস্যার্থো নিবন্ধকারৈর্দ্দর্শিতঃ। যথান্যান্যুপপুরাণান্যেকৈকস্মান্মহাপুরাণান্নির্গতানি তদ্বদিদং ভাগবতাদুৎপন্নমিতি যাবৎ। তচ্চ ভাগবতং ন বৈষ্ণবং তন্মূলং ভবিতুমর্হতি। দেব্যুপপুরাণস্য দেবীপুরাণমূলকত্বে এব সামঞ্জস্যাৎ। শৈবোপপুরাণানাং শৈবেভ্য এব বৈষ্ণবোপপুরাণানাং বৈষ্ণবেভ্য এবোৎপত্তিদর্শনাদিতি দেবীভাগবতমেব তন্মূলমিতি তস্য মহাপুরাণত্বং সিদ্ধম্। যত্র তু ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহাপুরাণমূলকত্বমপ্রসিদ্ধং তত্র যথাযোগ্যমনুমেয়মিতি। কিঞ্চাদিত্যপুরাণদৃষ্ট্যাঽপি দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণম্। তথাহি

বিশেষতঃ তাহার উল্লিখিত বচনপ্রমাণানুসারে দেবীভাগবতই মহাপুরাণের অন্তর্গত তাহাতে সংশয় নাই। আরও, কালিকাপুরাণের হেমাদ্রিপ্রস্তাবে "যদিদং কালিকাখ্যং তন্মূলং ভাগবতং স্মৃতম্"। এই বচনটীও বিশেষরূপে দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া জানাইতেছে। অপি চ, "অষ্টাদশভ্যস্তু পৃথক্ পুরাণং যৎ প্রদৃশ্যতে। বিজানীধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তথা তেভ্যো বিনির্গতম্"॥ অর্থাৎ, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অষ্টাদশ মহাপুরাণ ব্যতীত অনান্য যে সকল পুরাণ দৃষ্ট হয় তাহারাও ঐ সমস্ত মহাপুরাণ হইতেই নির্গত জানিবে। যখন, মৎস্য পুরাণের এই বচনানুসারে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, সমস্ত উপপুরাণই অষ্টাদশ মহাপুরাণমূলক; তখন, কালিকাপুরাণটী কোন্ মহাপুরাণ হইতে বিনিঃসৃত? এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, "যদিদং কালিকাখ্যং তন্মূলং ভাগবতং স্মৃতম্"। এই যে, কালিকানামক উপপুরাণ, ইহার মূল ভাগবত; এই বচনটী কি, তাহার মীমাংসক নহে? ইহা কেবল আমি বলিতেছি না, নিবন্ধকারগণও তাহার এই মত অর্থই প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ, যেমন অন্যান্য উপপুরাণ সকল এক একটী মহাপুরাণ হইতে বিনির্গত; সেইরূপ এই কালিকা পুরাণটীও মহাপুরাণ ভাগবত হইতে উৎপন্ন। এস্থলে, ভাগবত শব্দটীর নির্দ্দেশ থাকায় সুতরাং দেবীভাগবতকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, কালিকাপুরাণের মূল বিষ্ণুভাগবত, এরূপ অসম্বদ্ধ মত প্রকাশ করিলে, প্রজ্ঞাবান্ কোবিদবৃন্দ তাহা উন্মত্তপ্রলাপ ভিন্ন আর কি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন? অতএব, দেবীসম্বন্ধি উপপুরাণ দেবীভাগবত মূলক; এই কথা বলিলে, বোধ হয়, তাহার সামঞ্জস্য বিষয়ে কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না।

আর, যখন, শৈব উপপুরাণসকল শৈব মহাপুরাণ হইতে এবং বৈষ্ণব উপপুরাণসমস্ত বিষ্ণুমহাপুরাণ হইতেই উদ্ভূত দেখা যাইতেছে। তখন, দেবীভাগবতই যে, দেবীসম্বন্ধি উপপুরাণ গুলির মূল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহাতেও দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব সিদ্ধ হইতেছে। তবে, যে স্থলে, কোথাও কোথাও মহাপুরাণমূলকত্বের অপ্রসিদ্ধতা দৃষ্ট হয়, সেস্থলে, যথাযোগ্য অনুমান করিয়া লইতে হইবে। পরন্তু, আদিত্য পুরাণ দর্শনেও দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। কারণ, আদিত্য-

আদিত্যপুরাণে রক্তাসুরবধপ্রস্তাবে। "যা জঘ্নে মহিষং দৈত্যং ক্রূরং বৃত্রাসুরং তথা। সাহদ্য-রক্তাসুরং হত্বা স্বারাজ্যং তে প্রদাস্যতি"॥ ইতি বচনম্। অনেন বচনেন দেবীভাগবতে স্বসম্মতি-র্দর্শিতা। ন হি দেবীভাগবতাতিরিক্তসর্ব্বপুরাণেষু দেবীকৃতো বৃত্রাসুরবধঃ ক্বচিদপ্যস্তি। ইন্দ্র-কৃতস্যৈব তস্য সত্বাৎ কেবলং দেবীভাগবত এব দেবীকৃতঃ সোঽস্তি। তদ্গ্রহণেন তু দেবীভাগ-বতে স্বসম্মতির্দ্দর্শিতেতি যুক্তমেব। অনন্তরঞ্চ তত্রৈব পুরাণদানপ্রস্তাবে। "দদাতি সূর্য্য-ভক্তায় যস্ত ভাগবতং দ্বিজাঃ। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ। জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্র-মন্তে বৈবস্বতং পদম্"॥ ইতি পঠিতম্। অত্র চ স্বসম্মতং ভাগবতমেব গ্রহীতুমুচিতম্। কিঞ্চেদং বচনং দেবীভাগবতপক্ষে এব স্বরসতঃ সঙ্গচ্ছতে। প্রথমশ্লোকে একাদশদ্বাদশস্কন্ধয়োশ্চ সবিস্তরং গায়ত্রীবিধানসহস্রনামাদেঃ কথনাৎ সূর্য্যস্য গায়ত্রীদেবতাত্বাৎ। তদ্ভাগবতপক্ষে তু বৈকুণ্ঠং গচ্ছেদিত্যেব বদেদিতি। কিঞ্চ "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে"॥ ইতি মাৎস্যবচনমপি দেবীভাগবতস্যৈব মহাপুরাণত্বং বোধয়তি। বেদে

পুরাণে রক্তাসুরবধপ্রস্তাবে। "যা জঘ্নে মহিষং দৈত্যং ক্রূরং বৃত্রাসুরং তথা। সাহদ্য-রক্তাসুরং হত্বা স্বারাজ্যং তে প্রদাস্যতি"। যে দেবী ক্রূরকর্ম্মা দিতিনন্দন মহিষ ও বৃত্রা-সুরকে নিহত করিয়াছেন, সেই দেবীই এক্ষণে রক্তাসুরের বধ সাধন পূর্ব্বক তোমাকে স্বারাজ্য প্রদান করিবেন। এই বচন দ্বারা দেবীভাগবত বিষয়ে স্বীয় মত প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সমস্তপুরাণ মধ্যে, দেবীহস্তে বৃত্রাসুরবধের কথা দেবীভাগবত ব্যতীত অপর কোন স্থলেই দেখা যায় না। বিষ্ণুভাগবতেও বৃত্রবধের বিষয় আছে বটে; কিন্তু, তাহাতে দেবরাজ ইন্দ্রই দেব ও মুনিগণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বৃত্রকে বিনাশ করেন, এইরূপ বর্ণিত আছে। আর দেবীভাগবতে দেবী স্বয়ং বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টত নির্দ্দেশ আছে। অতএব এইবচনের মত গ্রহণকরিলে দেবীভাগবত বিষয়ে নিজমত প্রদর্শনই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয়। আর এক কথা এই যে, সেই স্থানেই পুরাণ-দানপ্রস্তাবে "দদাতি সূর্য্যভক্তায় যস্ত ভাগবতং দ্বিজাঃ। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ সর্ব্বব্যাধি-বিবর্জ্জিতঃ। জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রমন্তে বৈবস্বতং পদম্"। হে দ্বিজগণ! যিনি সূর্য্যভক্তকে ভাগবত গ্রন্থ প্রদান করেন, তিনি সমস্ত পাপ ও ব্যাধিসঙ্কুল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ইহ লোকে শত বৎসরেরও অধিক জীবিত থাকেন এবং অন্তিম কালে দিব্যজ্ঞানে সূর্য্যের স্বরূপ ধাম প্রাপ্ত হয়েন। এস্থলেও স্বাভিপ্রেত ভাগবতকেই গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে। কেননা, স্বারস্যহেতু এই বচনটী দেবীভাগবতেই সঙ্গত হইতেছে। তাহার কারণ, দেবীভাগবতের প্রথম শ্লোকে ও একাদশ, দ্বাদশ স্কন্ধে সবিস্তার গায়ত্রীবিধানক সহস্র নামাদির বর্ণনায় গায়ত্রীকেই সর্ব্বপ্রধানা সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। অতএব, যদি বিষ্ণুভাগবতই অভিপ্রেত বস্তু হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বচনে "সেই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করিবে" এরূপ না বলিয়া "অন্তে বৈবস্বত পদ প্রাপ্ত হইবে" এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য কি? কেবল, ইহাই নহে, মৎস্যপুরাণেও "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্ম-বিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে"॥ যে গ্রন্থে গায়ত্রীকে অবলম্বন পূর্ব্বক

ত্রিপদা গায়ত্রীতি গায়ত্রীলক্ষণং শ্রূয়তে। তেন চ ত্রিপাচ্ছন্দোঽধিকৃত্য যত্র ধর্ম্মবিস্তরো বর্ণ্যতে তদ্ভাগবতমিতি তদর্থঃ। ত্রিপাচ্ছন্দশ্চ দেবীভাগবতে প্রথমশ্লোকে। "সর্ব্বচৈতন্যরূপাং তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি। বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ" ॥ ইতি শ্রূয়তে। ন বিষ্ণুভাগবতে তচ্ছন্দোঽস্তি মুখ্যার্থসম্ভবে গায়ত্রীপদস্য লক্ষণয়া ধীমহীত্যর্থকরণেন বিষ্ণুভাগবতপরত্বকল্পনমস্য বচনস্য তু সাহসমেব। ক্বচিৎপুরাণেষু যদি তাদৃশ্যান্যেব বিষ্ণুভাগবতপরাণি বচনানি সন্তি। তত্র গত্যন্তরাভাবাদস্তু লক্ষণা। উদাসীনে মাৎস্যবাক্যে তু মুখ্যবিষয়সম্ভবে সাঽনুচিতা। যদ্যপ্যাধুনিকপুস্তকেষু কচিচ্চতুশ্চরণশ্লোকোঽপি দৃশ্যতে তথাপি সপ্তশত্যাং গুপ্তবতীটীকাকারাদিভিস্ত্রিপাৎশ্লোকস্যৈব ব্যাখ্যাতত্বেন স এব সাম্প্রদায়িকঃ পাঠ ইতি বোধ্যম্। যত্তু গায়ত্র্যর্থশ্চ বিষ্ণুধ্যানং ন তু শিবশক্তিসূর্য্যাদিধ্যানমিত্যুক্তং তত্তু নাস্তিকত্বমূলকমেব। "মৈত্রায়ণীয়ানাং ভর্গো বৈ রুদ্রঃ"। ইতি শ্রুতৌ প্রপঞ্চসারাদিসর্ব্বতন্ত্রেষু পুরাণাদিষু চ শিবসূর্য্যশক্ত্যাদিরূপার্থস্যোক্তত্বাচ্চ তদুদাহৃতমাগ্নেয়বাক্যস্য বিরোধত্বে নাপেক্ষং স্যাদসতি হনুমানমিতি ন্যায়াৎ স্তাবকমেবেতি। কিঞ্চ "হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা। গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং

সবিস্তর ধর্ম্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহা বৃত্রাসুরবধবৃত্তান্তপূর্ণ তাহাই ভাগবতনামে প্রসিদ্ধ। এইবচনটী স্পষ্টরূপে দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। বেদে গায়ত্রীর লক্ষণ "ত্রিপদা" বলিয়া শ্রুত হইতেছে। তাহা হইলে এই অর্থটীই সঙ্গত হইতেছে যে, যাহাতে ত্রিপাদ্ ছন্দ অধিকার করিয়া সবিস্তর ধর্ম্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহাই ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। অথচ দেবীভাগবতেরই প্রথম শ্লোকে " সর্ব্বচৈতন্যরূপাং তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি। বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ" ॥ এই ত্রিপদা গায়ত্রী শ্রুত হইতেছে। বিষ্ণুভাগবতে ত্রিপাদ্ ছন্দের অস্তিত্বমাত্র দৃষ্ট হয় না; তথাপি যদি, কেবল 'ধীমহি' এই পদটী লইয়াই তাহার গায়ত্রীত্ব অঙ্গীকার পূর্ব্বক উপরি উক্ত বচনের অর্থ বিষ্ণুভাগবতপরত্ব বলিয়া কল্পনা কর, তাহা হইলে, মুখ্যার্থ বিসর্জ্জন দিয়া সম্পূর্ণরূপে লক্ষণার পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; অতএব উহাকে সাহসমাত্র বৈ আর কি বলা যাইতে পারে? তবে কোন পুরাণের মধ্যে যদি তাদৃশ বিষ্ণুভাগবতপর বচন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, গত্যন্তর অভাবে সুতরাং লক্ষণার শরণ লওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু, মৎস্যপুরাণের বাক্য উদাসীন থাকিলেও মুখ্য বিষয় সম্ভবে লক্ষণা স্বীকার করা অনুচিত বলিয়া বোধ হয়। আর, আধুনিক পুস্তকের মধ্যে যদি কোথাও চতুশ্চরণ শ্লোক দৃষ্ট হয়, তাহা অসাম্প্রদায়িক পাঠ; কারণ, সপ্তশতীর গুপ্তবতীপ্রভৃতিটীকাকারগণ ত্রিপাদ্ শ্লোকের ব্যাখ্যা করায় ত্রিপাদ্ শ্লোকই যে প্রকৃত সাম্প্রদায়িক পাঠ তাহাতে আর সংশয় নাই। আর যাঁহারা বলেন যে, গায়ত্রীর অর্থ সূর্য্য, শিব বা শক্তির ধ্যান নহে, উহা কেবল বিষ্ণুধ্যান মাত্র; তাঁহাদের সেই উক্তিটী নিশ্চয়ই নাস্তিকতামূলকমাত্র! কেন না, "মৈত্রায়ণীয়ানাং ভর্গো বৈ রুদ্রঃ" এইরূপ শ্রুতি বর্ত্তমানে এবং প্রপঞ্চসার প্রভৃতি তন্ত্র ও প্রধান প্রধান পুরাণ সকলের মধ্যে শিব, সূর্য্য কি শক্তি প্রভৃতি পক্ষে অর্থ নির্দ্দেশিত থাকায় পূর্ব্ব উদাহৃত অগ্নিপুরাণের বাক্যটী বিরোধী হইলেও তাহা অগ্রাহ্য। কারণ, "অসতি হনুমানং" এইরূপ ন্যায়প্রযুক্ত উহা স্তাবকবাক্য বলিয়া জানিবে।

বিদুঃ"॥ ইতিপুরাণান্তরবাক্যমপি দেবীভাগবতস্যৈব মহাপুরাণত্ববোধকম্। তথা হি হয়গ্রীবনামাসুরো দেবীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রসিদ্ধস্তেনোপাসিতা ব্রহ্মপ্রতিপাদিকা বিদ্যা স্ত্রীদৈবত্যো মন্ত্রঃ। সা বিদ্যা যত্র বর্ত্ততে তদ্ভাগবতমিত্যর্থঃ। স দৈত্যস্তদুপাসিতা বিদ্যা চেত্যুভয়মপি তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে দর্শিতম্। "জপন্নেকাক্ষরং মন্ত্রং মায়াবীজাত্মকং মম" ॥ ইত্যাদিনা। নম্বু বিষ্ণুভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধেঽপি হয়গ্রীবমন্ত্রস্য সত্ত্বাদিদং বচনমুভয়ভাগবতসাধারণমিতি চেন্ন। নারদীয়ে শারদাতিলকাদিনিবন্ধেষু চ "মন্ত্রাঃ পুংদেবতাঃ প্রোক্তা বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ" ॥ ইত্যাদিবচনৈঃ স্ত্রীদৈবত্যমন্ত্রেষ্বেব বিদ্যাপদপ্রযোগো ন পুংদৈবত্যমন্ত্রেষ্বিতি প্রতিপাদনাৎ। ক্বচিৎ পুংদৈবত্যমন্ত্রে তথাপ্রযোগস্তু গৌণঃ। ন চ গৌণার্থমাদায় তদ্বচনস্য বিষ্ণুভাগবতপরত্বং কল্পিতুমুচিতম্। লক্ষণারূপদোষাপত্তেঃ। তস্মান্ন তদ্বচনমুভয়সাধারণমিতি দেবীভাগবতস্যৈব মহাপুরাণত্বং বোধয়তি। কিঞ্চ সারস্বতস্য কল্পস্যেতি মাৎস্যবচনাদপি দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণম্। অত্র হ্যেবং প্রকরণশুদ্ধিঃ। ঋষয় উচুঃ। "পুরাণ-

---

অপিচ। "হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা। গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ"। যে গ্রন্থে হয়গ্রীব নামক দানবের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ ও বৃত্রাসুরবধবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে; এবং যাহা ত্রিপাদ্ গায়ত্রী দ্বারা সমারব্ধ, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাগবত বলিয়া জানেন। এই পুরাণান্তর বাক্যটীও দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব বোধ করাইতেছে। অর্থাৎ দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধেই হয়গ্রীব দৈত্যের বিবরণ এবং সেই অসুর যে স্ত্রীদৈবতমন্ত্রাত্মিকা ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনা করিয়াছিল, তাহা বর্ণিত হইয়াছে; এই ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় যাহাতে বিবৃত আছে তাহাই ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। তাহা হইলে এক্ষণে, বিবেচনা করিয়া দেখ, সেই হয়গ্রীব দৈত্য এবং তাহার উপাসিতা সেই ব্রহ্মবিদ্যা উভয় বিষয়ই "জপন্নেকাক্ষরং মন্ত্রং মায়াবীজাত্মকং মমেতি" এইরূপে দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি বল যে, হয়গ্রীবের উপাখ্যান বিষ্ণুভাগবতেরও পঞ্চমস্কন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব ঐ বচনটী উভয় ভাগবতেই সামান্যরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে, তাহা নহে। কেননা, নারদীয় ও শারদাতিলক প্রভৃতি নিবন্ধমধ্যে "মন্ত্রাঃ পুংদেবতাঃ প্রোক্তাঃ বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ" ॥ এইরূপ বচন দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা মন্ত্র স্ত্রীদেবতাত্মকরূপে প্রয়োগ করায় কদাচ পুরুষদৈবত হইতে পারে না বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। কদাচিৎ পুরুষদৈবত মন্ত্রে সেরূপ প্রয়োগ থাকিলেও তাহা গৌণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, গৌণার্থ অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত বচনটীর বিষ্ণুভাগবতপরত্ব কল্পনা করা কখনই সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয় না। কারণ, তাহাতে লক্ষণাস্বীকাররূপ দোষ উত্থাপিত হইতে পারে। সেইজন্য উল্লিখিত বচনটী সাধাণরতঃ উভয় ভাগবতবিষয়ে সমন্বিত না হইয়া বস্তুতঃ দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব বোধ করাইতেছে। অপি চ, মৎস্য পুরাণের "সারস্বতস্য কল্পস্যেতি"। এই বচন দ্বারাও দেবীভাগবত মহাপুরাণ বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে। এবিষয়ে এই প্রকারে প্রকরণ বিশোধিত হইতেছে। যথা, "ঋষয় উচুঃ। পুরাণসঙ্খ্যামাচক্ষ্ব সূত! বিস্তরতঃ ক্রমাৎ। ব্রহ্মণাঽভিহিতং পূর্ব্বং যত্তদ্ব্রাহ্মমিতি"। ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! ক্রমাণ্বয়ে আমাদিগের নিকট পুরাণ সকলের সংখ্যা বিবৃতি

সংখ্যামাচক্ষ্ব সূত! বিস্তরতঃ ক্রমাৎ”। ইতি মুনিপ্রশ্নোত্তরং ব্রহ্মণাঽভিহিতং পূর্ব্বং যত্তদ্‌ব্রাহ্মং পদ্মকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ং পাদ্মং বরাহকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ং বৈষ্ণবং শ্বেতকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ং বায়বীয়মিত্যেবং তত্তৎকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়াণি পুরাণান্যুক্ত্বা তদুত্তরম্। “যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে” ইতি। “সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরামরাঃ। তদ্‌বৃত্তান্তোদ্ভবং লোকে তদ্ভাগবতমিষ্যতে”। ইত্যুক্ত্বা ততোঽন্যান্যপি মহাপুরাণান্যেব তত্তৎকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়াণি দর্শিতানি। পশ্চাদুপপুরাণকথনার্থমুপভেদান্ প্রবক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞায় পদ্মপুরাণান্নারসিংহং নির্গতমেবং নন্দিসাম্বাদিত্যসংজ্ঞকান্যুক্ত্বা অন্যোপপুরাণান্যপি মহাপুরাণেভ্য এব নির্গতানীতি। “অষ্টাদশভ্যস্ত পৃথক্ পুরাণং যৎ প্রদৃশ্যতে। বিজানীধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তদা তেভ্যো বিনির্গতম্”। ইতি বচনেন সূতঋষিরুক্তবান্। ততঃ “সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ”। ইত্যাদিনা পুরাণলক্ষণান্যুক্ত্বা “সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ। রাজসেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যং ব্রহ্মণো বিদুঃ। তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু

করিয়া বল। মুনিগণের এইরূপ প্রশ্নোত্তরে, সূত কহিলেন, পুরাকালে পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ব্রাহ্মপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। যাহা পাদ্মকল্পবৃত্তান্ত আশ্রয় করিয়া বর্ণিত, তাহাই পদ্মপুরাণ বলিয়া সমাখ্যাত। সেইরূপ, বরাহকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ি পুরাণ বারাহ বা বৈষ্ণব, শ্বেতকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ি বায়বীয়। ফলতঃ তত্তৎকল্পবৃত্তান্তকথাশ্রয় প্রযুক্ত পুরাণ সকলও সেই সেই নামেই প্রসিদ্ধ; এইরূপে পুরাণের নাম নির্দ্দেশ করিয়া, তদনন্তর “যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্‌ভাগবতমিষ্যতে ইতি” ॥ যে পুরাণে গায়ত্রী আশ্রয় করিয়া বিস্তাররূপে ধর্ম্মকথা বিবৃত হইয়াছে এবং যাহা বৃত্রাসুরবধবৃত্তান্ত কথা বিভূষিত, তাহাই ভাগবত বলিয়া পরিগণিত। “সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরাঽমরাঃ। তদ্‌বৃত্তান্তোদ্ভবং লোকে তদ্ভাগবতমিষ্যতে”। সারস্বতকল্পমধ্যে যে সমস্ত নর বা অমরগণের কথা আছে, তত্তদ্‌বিবরণসম্ভূত গ্রন্থই ইহ সংসারে ভাগবত নামে বিশ্রুত। এইকথা বলিয়াই তাহার পর, অপরাপর পুরাণসমস্তও যে, একএকটী কল্পবৃত্তান্ত সমাশ্রয় পূর্ব্বক প্রণীত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। তদনন্তর, উপপুরাণসকলের নাম নির্দ্দেশ ও যে যে মহাপুরাণ হইতে তাহাদের উৎপত্তি তদ্বিষয় বর্ণনার নিমিত্ত “উপভেদান্ প্রবক্ষ্যামীতি” এইরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! নারসিংহপুরাণটী পদ্মপুরাণ হইতে নির্গত জানিবেন; সেইরূপ, নন্দিকেশ্বর, সাম্ব, আদিত্য ও অপরাপর উপপুরাণও মহাপুরাণ হইতেই বিনিঃসৃত হইয়াছে; অধিক কি, অষ্টাদশ মহাপুরাণের অতিরিক্ত যে সকল পুরাণ দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই ঐ সকল মহাপুরাণ-মূলক বলিয়া জানিবেন।

মহর্ষি সূত এতাবৎবাক্যের দ্বারা পুরাণ সঙ্খ্যার বিষয় পরিশেষ করিয়া পরে, সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশও মন্বন্তর প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা পুরাণলক্ষণ সকল নির্দ্দেশ করিলেন। অনন্তর কহিলেন, মুনিগণ! পুরাণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সমধিক হরিমহিমাপূর্ণ কল্পসকলই সাত্ত্বিক, বিশ্বস্রষ্টা পিতামহ ব্রহ্মার মাহাত্ম্যবর্ণিত কল্পসমস্তই রাজস, অগ্নি ও রুদ্রদেবের

শিবস্য চ। সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাং চ নিগদ্যতে"। ইতি বচনেন পুরাণপ্রতিপাদ্যহরি-ব্রহ্মাগ্নিহরসরস্বতীপিতৃণাং মাহাত্ম্যসম্বন্ধাৎ কল্পানাং সাত্ত্বিকরাজসতামসত্বসঙ্কীর্ণত্বভেদৈশ্চাতুর্বিধ্যত্বমুক্তবানিতি। তত্র কল্পানাং তত্তদ্দেবতাসম্বন্ধজ্ঞানন্তু তত্তৎকল্পাশ্রিততত্তৎপুরাণ-প্রতিপাদ্যমুখ্যদেবতাজ্ঞানেনৈব বোধ্যম্। অন্যপ্রকারস্য কচিদপিপুরাণেষ্বনুপলম্ভাত্তত্রৈবং সতি। "সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরামরাঃ। তদ্বৃত্তান্তোদ্ভবং লোকে তদ্ভাগবত-মিষ্যতে"। ইতি বচনং ভাগবতস্য লক্ষণপ্রতিপাদকং প্রতিপাদিতম্। তদর্থস্তু যথা গারুড়-কল্প ইত্যত্র গরুড়স্যায়ং গারুড়ঃ। যথা বা বারাহকল্প ইত্যত্র বরাহস্যায়ং বারাহ ইতি ব্যুৎ-পত্তিঃ প্রসিদ্ধা। তদ্বদেব সরস্বত্যা অয়ং সারস্বত ইতি বিগ্রহঃ। "সরস্বত্যাস্তথা কল্পো গৌরীকল্পস্তথৈব চ"। ইতি কল্পনামসু সরস্বতীকল্পত্বেনৈব কথিতত্বাচ্চ। মৎস্যপুরাণে উপান্ত্যা-ধ্যায়ে। "সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাং কল্প উচ্যতে"। ইতি বচনেন তথৈবোক্তত্বাচ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণুরুদ্রাণাং কল্পবদ্‌গৌরীলক্ষ্ম্যোঃ কল্পবচ্চ সরস্বতীকল্পস্যার্থপ্রাপ্তত্বাচ্চ তাদৃশসারস্বত-কল্পসম্বন্ধিনো যে দেবমনুষ্যাস্তদ্বৃত্তান্তস্যোদ্ভব উৎপত্তির্যস্মাৎ তৎপুরাণং ভাগবতং বিদুঃ। তদ্বৃত্তান্তপ্রদর্শকং যৎ পুরাণং তদ্ভাগবতসংজ্ঞকমিতি যাবৎ। অত্র চ তত্তদ্দেবতানামাবি-র্ভাবাশ্রয়া যে যে কল্পাস্তে তত্তন্নাম্না ব্যবহ্রিয়ন্তে। এতচ্চ তত্তন্নামককল্পাশ্রিতেষু পুরাণেষু

মহিমাপরিপূর্ণ কল্পসমস্তই তামস। আর, সরস্বতী ও পিতৃগণ মাহাত্ম্যবর্ণিত কল্পসকলকে সঙ্কীর্ণকল্প বলিয়া অবধারণ করেন। অতএব, পুরাণবক্তা সূত এই সমস্ত বচন দ্বারা পুরাণ-প্রতিপাদ্য হরি, ব্রহ্মা, অগ্নি, রুদ্র, সরস্বতী ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধ প্রযুক্ত কল্পসকলের সাত্ত্বিকত্ব, রাজসত্ব, তামসত্ব, ও সঙ্কীর্ণত্বাদিভেদে চাতুর্বিধ্যত্ব জানাইয়াছেন। পরন্তু, তাহার মধ্যে, তত্তৎকল্পাশ্রিত তত্তৎপুরাণপ্রতিপাদ্য মুখ্য দেবতা দ্বারাই কল্প সকলের তত্তৎদেবতা সম্বন্ধ জ্ঞানমাত্র বোধ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন পুরাণসকলের মধ্যে কুত্রাপি অন্য প্রকা-রের উপলব্ধি হয় না; অতএব, যদি সে বিষয়ে এইরূপই হইল, তাহা হইলে সারস্বতকল্প মধ্যে যে সমস্ত দেব বা মানবের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাদিগের বৃত্তান্ত ঘটিত গ্রন্থই লোকে ভাগবত নামে পরিগণিত।

ইহাতে ভাগবত লক্ষণ প্রতিপাদক এই বচনটীইত, প্রতিপাদিত হইতেছে? অর্থাৎ যেমন, গারুড়কল্প বলিলেই গরুড়সম্বন্ধি, বারাহকল্প বলিলেই বরাহসম্বন্ধি, এবিষয়ে এইরূপ ব্যুৎপত্তিই প্রসিদ্ধ। সেইরূপ সারস্বত এইরূপ প্রয়োগ করিলে, অবশ্যই উহা সরস্বতী-সম্বন্ধি বলিয়াই বুঝাইবে। কেননা, কল্পসকলের নাম নির্দ্দেশের মধ্যে সরস্বতীকল্প, গৌরীকল্প ইত্যাদিরূপে স্পষ্টত সরস্বতীর কল্পত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। অপিচ, মৎস্যপুরা-ণের উপান্ত্যাধ্যায়ে "সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাং কল্প উচ্যতে"। সে স্থলে এই মত উক্তি হেতু, বিশেষত যখন, বিষ্ণুকল্প, ব্রহ্মকল্প, রুদ্রকল্প, গৌরীকল্প ও লক্ষ্মীকল্পের ন্যায় স্পষ্টরূপে সারস্বতকল্পের অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এবং তাদৃশ সারস্বতকল্পসম্বন্ধি যে সমস্ত দেব মনুষ্য; তাহাদিগের বিবরণ সঙ্ঘটিত পুরাণই ভাগবত বলিয়া পরিগৃহীত; অর্থাৎ তদ্বৃত্তান্ত প্রদর্শক পুরাণই ভাগবত নামে সমাখ্যাত। তখন এবিষয়ে, তত্তদ্ দেবতাদিগের আবি-

তত্তদ্দেবতায়া এব মুখ্যত্বেনোৎপত্তিপ্রদর্শকবাক্যৈর্লক্ষ্মীকল্পাদিকল্পাশ্রিতকূর্ম্মপুরাণাদিষু সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধমেব। তথাচ মুখ্যত্বেন সরস্বত্যা আবির্ভাবপ্রতিপাদকং পুরাণং যৎ তদ্ভাগবতমিত্যতি-রহস্যার্থঃ। তত্র সারস্বতকল্প ইতি পদেনৈব কল্পস্য সরস্বতীসম্বন্ধে বোধিতে তস্য সঙ্কীর্ণত্বং সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যা ইতি বচনেনেশ্বরপ্রেরণাং বিনাপি গৃহাগতমেব। অস্মিংশ্চ বচনে ভাগ-বতপদেন বিষ্ণুভাগবতস্য গ্রহণং বন্ধ্যাপুত্রোপমমেব। তত্র মুখ্যত্বেন সরস্বত্যাবির্ভাবস্যা-সত্বাৎ। বিষ্ণুভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে "পাদ্মং কল্পমথো শৃণু" ইতি বচনেন স্বমুখেনৈব স্বস্য পাদ্ম-কল্পকথাশ্রয়ত্বস্যোক্তত্বাৎ। তদ্বিরোধাচ্চ ন চ পাদ্মকল্প এব সারস্বতঃ। সরস্বান্ সমুদ্রস্তস্মা-জ্জাতং কমলং সারস্বতং তস্য কল্প ইতি ব্যুৎপত্তেরিতি বাচ্যম্। "পদ্মকল্পস্য বৃত্তান্তং তত্র যস্মা-দুদাহৃতম্। তস্মাৎ পাদ্মং সমাখ্যাতম্"। ইতি পূর্ব্বোদাহৃতশিবপুরাণবচনেন। "এতদেব যদা পাদ্মমভূদ্ধৈরণ্ময়ং জগৎ। তদ্বৃত্তান্তাশ্রয়ং তদ্বৎ পাদ্মমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। পাদ্মং তৎ পঞ্চপঞ্চা-শৎসহস্রাণীহ কথ্যতে"। ইতি মৎস্যপুরাণবচনেন। "সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যেস্যুর্নরামরাঃ"। ইতি বচনেন চ পাদ্মকল্পসারস্বতকল্পয়োঃ পৃথক্কথনাৎ। কিঞ্চ সারস্বতকল্পপাদ্মকল্পয়োরেকত্বে

ভাবাশ্রিত যে যে কল্প বর্ণিত হইয়াছে সুতরাং তাহারা সেই সেই নামেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেইরূপ, এটাও তত্তন্নামক কল্পাশ্রিত পুরাণে তত্তদ্দেবতাদিগের মুখ্যত্বরূপে উৎপত্তি প্রদর্শক বাক্যবলে লক্ষ্মীকল্প প্রভৃতি কল্পাশ্রিত কূর্ম্মপুরাণাদিতেও সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ জানিবে। অতএব, মুখ্যত্বরূপে সরস্বতীর আবির্ভাব প্রতিপাদক যে পুরাণ তাহাই ভাগবত এটীই ইহার অতীব রহস্যার্থ। ফলতঃ সে বিষয়ে, সারস্বতকল্প এই পদ দ্বারাই কল্পটীর সরস্বতীসম্বন্ধিত্ব বুঝাইল, তাহাতেই তাহার সঙ্কীর্ণতা সজ্বটন হইল; সঙ্কীর্ণের মধ্যে আবার, সরস্বতীর, এই বচন দ্বারা ঈশ্বর প্রেরণা না হইলেও গৃহাগত হইল। অতএব, এইরূপ বচনে ভাগ-বত পদে যে, বিষ্ণুভাগবতের গ্রহণ, সেটী কেবল, বন্ধ্যা নারীর পুত্রপ্রসবের ন্যায় স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তাহাতে মুখ্যত্বরূপে সরস্বতীর আবির্ভাবের সম্পূর্ণ অভাব। আর এক বিষয় বিচার করিয়া দেখ, বিষ্ণুভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে "পাদ্মং কল্পমথো শৃণু" এই বচনটীর দ্বারা স্বমুখেই কি নিজের পদ্মকল্পকথাশ্রয়ত্ব জানাইতেছে না? উল্লিখিত প্রকার বিরোধ উপস্থিত হইতেছে বলিয়া যেন, এরূপ বলিও না যে, পদ্মকল্পই সারস্বতকল্প; অর্থাৎ সুরস্বান্ সমুদ্র, তাহা হইতে সমুৎপন্ন যে কমল তাহার নাম সারস্বত তৎসম্বন্ধি কল্প, অতএব সারস্বতকল্প। এপ্রকার ব্যুৎপত্তির দ্বারাও তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; কারণ, "পদ্মকল্পস্য বৃত্তান্তং তত্র যস্মাদুদাহৃতম্। তস্মাৎ পাদ্মং সমাখ্যাতম্"। যে হেতু তাহাতে পদ্মকল্পের বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে এইজন্য তাহার নাম পাদ্মকল্প বলিয়া বিশ্রুত। পূর্ব্বোদাহৃত শিবপুরাণ বচনেই ইহা স্পষ্টত প্রদর্শিত হইয়াছে। অপিচ, "এতদেব যদা পদ্মমভূদ্ হৈরণ্ময়ং জগৎ। তদ্ বৃত্তান্তাশ্রয়ং তদ্বৎপাদ্মমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। পদ্মং তৎ পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্রাণীহ কথ্যতে"। যাহাতে এই জগদ্রূপ হিরণ্ময় পদ্মের উৎপত্তি ও তদ্বৃত্তান্তকথা বর্ণিত আছে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই পদ্মপুরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এবং সেই পদ্মপুরাণ পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র সংখ্যক শ্লোকমালায় সংগ্রথিত জানিবে। মৎস্যপুরাণের এই বচন, এবং "সারস্বতস্য

পদ্মকল্পস্য প্রতিপাদকং পুরাণদ্বয়ং পাদ্মং ভাগবতঞ্চেত্যেব বদেৎ কিঞ্চ পদ্মকল্পস্য বৃত্তান্ত-মিত্যত্রাভিব্যক্তপদার্থা যে স্বতন্ত্রা লোকবিশ্রুতা ইতি ন্যায়েন পূর্ব্বং বুদ্ধ্যারূঢ়ং প্রসিদ্ধং পাদ্ম-শব্দং বিহায়াপ্রসিদ্ধং সারস্বতশব্দং পাদ্মশব্দস্য বাচকং কৃত্বা সারস্বতপদঘটিতকল্পনে প্রয়ো-জনাভাবঃ। কিঞ্চ সরস্বত্যাস্তথা কল্প ইত্যাদেঃ। পূর্ব্বোক্তস্য সারস্বতপদনিরুক্ত্যর্থকস্য বচন-সমূহস্য বিরোধশ্চ। ন চ পাদ্মকল্পসারস্বতকল্পয়োঃ পৃথকৃত্বে ত্রিংশৎকল্পেষু মৎস্যপুরাণান্তিমাধ্যায়ে কীর্ত্তিতেষু সারস্বতপদেন পাদ্মস্য গ্রহণং ন স্যাদিতি বাচ্যম্। প্রভাসখণ্ডে ত্রিংশৎকল্পেষু বিষ্ণুজ-কল্পার্চ্চিষকল্পসুপুমান্‌কল্পানাং গ্রহণেঽপি তেষাং কল্পানাং যথা মাৎস্যান্তিমাধ্যায়ে ন গ্রহণং তথা পাদ্মস্যাপি ন গ্রহণমিত্যস্য তুল্যত্বাৎ। যদি তেষাং পর্য্যায়ত্বেন কুত্রচিদন্তর্ভাবঃ ক্রিয়তে তর্হ্যস্যাপি কুত্রচিদন্তর্ভাবোঽস্ত অতএব বিষ্ণুভাগবতস্য প্রবন্ধটীকাকারেণ পিতৃকল্পে এব পূর্ব্বা-র্দ্ধান্তে পদ্মস্যোক্তত্বাৎপিতৃকল্পপদেন পাদ্মসংগ্রহো বেদিতব্য ইত্যুক্তম্। পুরাণকল্পকথনপ্রস্তাবে সারস্বতকল্পপাদ্মকল্পয়োঃ পৃথক্‌করণেন সারস্বতপদেন পাদ্মস্য সর্ব্বথা ন গ্রহণম্। বস্তুতস্তু ত্রিংশৎকল্পা ব্রহ্মণস্ত্রিংশত্তিথ্যাত্মকাঃ ত্রিংশত্তিথিষু প্রতিপদাদিষূৎপদ্যন্তে। ভূঃভুর্ব্বঃস্বঃভূর্ভুর্ব্বঃ-স্বব ইত্যাদয়স্ত্রয়স্ত্রিংশৎকল্পাঃ। পাদ্মাদয়শ্চ বায়ুপুরাণোক্তা দিনকল্পা ব্রহ্মণঃ প্রতিদিবসেষূৎ-

---

কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরাঃঽমরাঃ”। সারস্বতকল্পমধ্যে যে সমস্ত দেব মনুষ্য আছে এই বচন, এতদুভয় বচন দ্বারা পাদ্মকল্প ও সারস্বতকল্পের সম্পূর্ণরূপে পার্থক্য নির্দ্দেশিত হইয়াছে। আরও এক কথা এই যে, সারস্বত ও পাদ্মকল্পের একত্ব বিষয়ে, পদ্মকল্প প্রতিপাদক পুরাণদ্বয় অর্থাৎ পদ্ম ও ভাগবত এই রূপই বলিয়া থাকে। বিশেষতঃ পদ্মকল্পবৃত্তান্তে “অভিব্যক্তপদার্থা যে স্বতন্ত্রা লোকবিশ্রুতাঃ” এই ন্যায়ানুসারে পূর্ব্বে বুদ্ধ্যারূঢ় প্রসিদ্ধ পদ্ম শব্দ পরিহার পূর্ব্বক অপ্রসিদ্ধ সারস্বত শব্দকে পদ্ম শব্দের বাচক করিয়া সারস্বত পদ সঙ্ঘটিত কল্পনা করায় নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। অপিচ, “সরস্বত্যাস্তথা কল্প” ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সার-স্বতপদ নিরুক্তি ব্যঞ্জক বচন সমূহের বিরোধ সঙ্ঘটন হয়। পরন্তু, পাদ্ম আর সারস্বত কল্পের পার্থক্য বিষয়ে মৎস্যপুরাণের অন্তিম অধ্যায়ে পরিকীর্ত্তিত ত্রিংশৎ কল্পের মধ্যে সারস্বত পদ আছে বলিয়া যেন, পদ্মের গ্রহণ হইবে না বলিও না। প্রভাসখণ্ডের ত্রিংশৎ কল্পের মধ্যে বিষ্ণুজকল্প, অর্চ্চিষকল্প ও সুপুমান্‌ কল্পের গ্রহণ থাকিলেও যেমন মৎস্যপুরাণের অন্তি-মাধ্যায়ে তাহাদের গ্রহণ করা হয় নাই, সেইরূপ পদ্মেরও গ্রহণ করা হয় নাই; অতএব, উভয়পক্ষেই ইহার তুল্যতা আছে। যদি, কুত্রাপি পর্য্যায়ত্ব রূপে তাহাদিগের অন্তর্নিবেশ করা হয়, তাহা হইলে, যে কোন স্থলে, ইহারও অন্তর্ভাব হউক্। এইজন্য বিষ্ণুভাগবতের প্রবন্ধ-টীকাকার নিশ্চয়তা সহকারে এইরূপ বলিয়াছেন যে, পিতৃকল্পে পূর্ব্বার্দ্ধের পরিশেষে পিতৃকল্প পদে পদ্মেরই সংগ্রহ জানিবে। পুরাণ কথন প্রস্তাবের মধ্যে সারস্বত ও পদ্মকল্পের পৃথক্ নির্দ্দেশ জানাইবার নিমিত্ত সারস্বত পদে কোন প্রকারেই পদ্মকল্পকে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু, বাস্তব পক্ষে,‘ত্রিংশৎ কল্পটী ব্রহ্মার ত্রিশটী তিথিরূপ কল্প; অর্থাৎ ত্রিশটী তিথিতে ঐ সকল কল্পের উৎপত্তি হইয়া থাকে। “ভূভুর্ব্বঃস্বঃ” ইত্যাদি ত্রিংশৎ সঙ্খ্যককে ত্রিংশৎকল্প কহে; আর, পাদ্মকল্প প্রভৃতিকে বায়ু পুরাণে দিবসাত্মককল্প বলিয়া উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ ঐ

পদ্যান্তে ইতি দিনকল্পতিথিকল্পানাং সুতরাং ভেদাত্তিথিকল্পেষু দিনকল্পানাং পাদ্মাদীনাং ন গ্রহণমিতি সিদ্ধান্তঃ।

যত্তু বিষ্ণুভাগবতস্যারম্ভতঃ পাদ্মকল্পকথাশ্রয়ত্বেঽপি কৃষ্ণজন্মখণ্ডস্যৈব সারস্বতকল্পভবত্বেন তস্য চ দশমস্কন্ধে সত্বাৎ। "সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যেস্যুর্নরামরাঃ"। ইতি বচনস্য বিষ্ণুভাগবতং বিষয়োঽস্তীত্যাহুস্তদসৎ। কৃষ্ণজন্মখণ্ডস্য সারস্বতকল্পভবত্বপ্রতিপাদকানাং বচনানাং নির্ম্মূলত্বাৎ সমূলত্বেঽপি যস্মিন্ পুরাণে যস্য কল্পস্য প্রথমতঃ প্রতিপাদনং তৎকল্পপ্রতিপাদকমেব তৎ-পুরাণমিতি নিয়মঃ সর্ব্বপুরাণে তথা দৃষ্টত্বাৎ। তথা চ কৃষ্ণজন্মখণ্ডস্য দশমস্কন্ধে বিদ্য-মানত্বেঽপি প্রথমতস্তৎকথায়া অভাবাৎপাদ্মকল্পকথায়াঃ প্রথমতো বিদ্যমানত্বস্য স্বেনৈ-বোক্তত্বাচ্চ। ন সারস্বতস্য কল্পস্যেতি বচনস্য বিষ্ণুভাগবতং বিষয়ঃ। কিঞ্চ কৃষ্ণজন্মখণ্ডস্য যথা দশমস্কন্ধে কথনং তথা সর্ব্বপুরাণেষু তৎকথনং বর্ত্তত এবেতি সর্ব্বপুরাণানাং তদ্বচন-বিষয়ত্বং স্যাত্তথা চ সর্ব্বপুরাণানি ভাগবতপদবাচ্যানি স্যুস্তস্মাৎসারস্বতকল্পস্য যত্র প্রথমতঃ প্রতিপাদনং স এব তদ্বচনস্য বিষয়ো বক্তব্যস্তাদৃশঞ্চ দেবীভাগবতমেবাস্তীতি দেবীভাগবত-মেব তদ্বিষয়ো বক্তব্য ইতি।

সকল কল্প ব্রহ্মার প্রতিদিবসেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব, দিনকল্প আর তিথিকল্পে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা প্রযুক্ত দিনকল্পাত্মক পদ্মাদিকল্পের গ্রহণ হয় নাই। ইহাই সার সিদ্ধান্ত।

অপিচ, যাঁহারা বলেন, যে, বিষ্ণুভাগবতের আরম্ভভাগে পদ্মকল্পাশ্রিত কথা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের সারস্বতকল্প সম্ভবতা এবং তাহার দশমস্কন্ধে সন্নিবেশ এই উভয় কারণ প্রযুক্ত "সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরাঽমরাঃ"। এই বচনটীর বিষয় বিষ্ণুভাগবতই হইতেছে; তাঁহাদের তাদৃশ উক্তি অসৎকল্পনা মাত্র। কেন না, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের সারস্বত কল্প সম্ভবত্ব প্রদিপাদক বচন গুলির নির্ম্মূলকতাই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আর যদি, ঐ সমস্ত বচনের সমূলকত্বই স্বীকার কর, তাহা হইলেও সে বিষয়ে এইরূপ নিয়ম আছে, যে কোন পুরাণের প্রথমতঃ যে কল্পের প্রতিপাদন হয়, সেই পুরাণটী সেই কল্পেরই প্রতি-পাদক। সমস্ত পুরাণেই সেইরূপ দৃষ্টও হইয়া থাকে। আর এক কথা এই যে, বিষ্ণু ভাগবতের দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের বিদ্যমানতা থাকিলেও প্রথমে তাহার নামগন্ধও পাওয়া যায় না; বরং সেস্থলে স্বমুখেই পদ্মকল্প কথার বিদ্যমানতারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত কারণ বশতঃ "সারস্বতস্য কল্পস্য" এই বচনটীর বিষয় কোন ক্রমেই বিষ্ণুভাগবত হইতে পারে না। আরও বিষ্ণু ভাগবতের দশমস্কন্ধে যেমন শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের কথা বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ সকল পুরাণেও, সে বিষয়ের বিদ্যমানতা দেখা যায়। তাহা হইলে সমস্ত পুরাণই উল্লিখিত বচনটীর বিষয় হইতে পারে। সুতরাং সকল পুরাণই ভাগবতপদবাচ্য হইল; অতএব যাহাতে প্রথমেই সারস্বতকল্পের প্রতিপাদন হইয়াছে, সেই পুরাণই উল্লিখিত বচনটীর বক্তব্য বিষয় হইতেছে। অথচ একমাত্র দেবী-ভাগবতই তাদৃশ বক্তব্য বিষয় বর্ত্তমান। অতএব দেবীভাগবতই যে তাহার বক্তব্য বিষয় ইহাতে কোন সংশয় নাই।

কিঞ্চ শিবপুরাণে উমাসংহিতায়াম্। "ব্রহ্মণা সংস্তুতা সেয়ং মধুকৈটভনাশনে। মহাবিদ্যা জগদ্ধাত্রী সর্ব্ববিদ্যাধিদেবতা। দ্বাদশ্যাং ফাল্গুনস্যৈব শুক্লায়াং সমভূন্নৃপ"। ইতি বচনাৎ ফাল্গুনশুক্লদ্বাদশ্যাং দেব্যা উদ্ভবস্তদ্দিনে এব সারস্বতকল্পোদ্ভবস্তদুক্তং হেমাদ্রৌ কল্পশ্রাদ্ধ-প্রকরণে নাগরখণ্ডে। "সারস্বতস্তু দ্বাদশ্যাং শুক্লায়াং ফাল্গুনস্য চ" ইতি। তথা চ সরস্বত্যাঃ কল্প ইত্যর্থকস্য "সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরামরাঃ"। ইতি বচনস্য সর্ব্বথা দেবীভাগ-বতমেব বিষয়ো ন বিষ্ণুভাগবতমিতি বোধ্যম্। কিঞ্চ তস্য গ্রহণে তস্য হরিমাহাত্ম্যপ্রতি-পাদকত্বাৎ। তদাশ্রিতকল্পস্য সাত্ত্বিকত্বমেবায়াস্যতি। "সাত্ত্বিকেষ্বথকল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ"। ইতি বচনাৎ। ততশ্চ সংকীর্ণেষু সরস্বত্যা ইতি বচনেন সারস্বতকল্প ইতি নাম্না চ পারমহংস্যসামগ্র্যেব কর্ত্তব্যা স্যাৎ। অতো বিষ্ণুভাগবতং বিহায় দেবীভাগবতমেবাস্য বচনস্য বিষয়োঽনিচ্ছতাপি বক্তব্যস্তস্মাৎ সারস্বতস্য কল্পস্যেতি বচনাদ্দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণম্। অস্তি চাত্র সরস্বত্যাবির্ভাবপ্রতিপাদকং বচনম্। তদুক্তং দেবীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে। "তস্যাস্তু

অপিচ, শিবপুরাণে উমাসংহিতায় "ব্রহ্মণা সংস্তুতা সেয়ং মধুকৈটভনাশনে। মহাবিদ্যা জগদ্ধাত্রী সর্ব্ববিদ্যাধিদেবতা। দ্বাদশ্যাং ফাল্গুনস্যৈব শুক্লায়াং সমভূন্নৃপ"। হে নৃপ ইনিই সেই বিদ্যাসমস্তের অধিষ্ঠাত্রী জগদ্ধারিণী মহাবিদ্যা; যিনি মধুকৈটভের বিনাশ নিমিত্ত লোক পিতামহ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সম্যক্ স্তুত হইয়া ফাল্গুন মাসের শুক্লদ্বাদশী তিথিতে আবির্ভূতা হইয়া ছিলেন। এই বচনানুসারে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, ফাল্গুনের শুক্লদ্বাদশীতেই দেবীর প্রাদুর্ভাব। আবার হিমাদ্রিগ্রন্থে কল্পশ্রাদ্ধপ্রকরণে নাগরখণ্ডে সারস্বত কল্পেরও উৎপত্তির বিষয় উক্ত হইয়াছে। যথা,—"সারস্বতস্তু দ্বাদশ্যাং শুক্লায়াং ফাল্গুনস্য চ ইতি"। ফাল্গুনের শুক্লদ্বাদশী তিথিতে সারস্বত কল্পের আবির্ভাব হইয়াছে। তত্রাপি, ইহা সরস্বতী সম্বন্ধীয় এইরূপ অর্থবোধক হওয়াতেই "সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরামরাঃ" এই বচনটীর সর্ব্বপ্রকারেই দেবীভাগবতই বক্তব্য বিষয় হইতেছে, কখনই বিষ্ণুভাগবত নহে; ইহাই স্থির কল্প জানিবে। কেন না, বিষ্ণুভাগবতের গ্রহণ স্বীকার করিলে একটী মহান্ দোষ উত্থাপিত হয় অর্থাৎ বিষ্ণুভাগবত হরিমাহাত্ম্য প্রতিপাদক গ্রন্থ, সুতরাং তদাশ্রিত কল্পের স্বভাবতই সাত্ত্বিকত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়; কারণ "সাত্ত্বিকেষ্বথ কল্পেষু মাহাত্ম্য-মধিকং হরেঃ"। এবং "ততশ্চ সঙ্কীর্ণেসু সরস্বত্যাঃ"। এই দুই বচনানুসারে দেখা যাইতেছে যে, সাত্ত্বিককল্প সকল কেবল হরিমাহাত্ম্যেই পরিপূর্ণ; আর সঙ্কীর্ণকল্প মধ্যেই সরস্বতীমাহাত্ম্য এবং সারস্বতকল্প এইরূপ নামের দ্বারাও ইহাকে পরমহংসদিগের সামগ্রী করা বিধেয়। অত-এব ইচ্ছা না থাকিলেও অগত্যা বিষ্ণুভাগবতকে পরিত্যাগ করিয়া দেবীভাগবতই উল্লি-খিত বচনটীর বক্তব্য বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং "সারস্বতস্য কল্পস্য"। এই বচনবলে দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব সংস্থাপিত হইতেছে। আর সরস্বতীর আবি-র্ভাব প্রতিপাদক বচন এই দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধেই সংকীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা "তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা। মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ। তাসাং তিসৃণাং শক্তীনাং দেহাঙ্গীকারলক্ষণঃ। সৃষ্ট্যর্থঞ্চ সমখ্যাতঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ"। সেই

সাত্ত্বিকী শক্তী রাজসী তামসী তথা। মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ। তাসাং তিসৃণাং শক্তীনাং দেহাঙ্গীকারলক্ষণঃ। সৃষ্ট্যর্থঞ্চ সমাখ্যাতঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ"। ইতি।

"অম্বরীষশুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু"। ইতি বচনমপি শুকায় প্রোক্তমিতি ব্যুৎপত্ত্যা দেবীভাগবতপরমপি সঙ্গচ্ছতে। ভবতি হি দেবীভাগবতং শুকায়ৈব প্রোক্তং ব্যাসেনেতি। কিঞ্চ "অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ। ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে তদুপবৃংহণম্"। ইতি মাৎস্যবচনমপি দেবীভাগবতস্যৈব মহাপুরাণত্বং বোধয়তি। অষ্টাদশ-পুরাণোত্তরং ভারতস্য জাতত্বাৎ। ভারতোত্তরঞ্চ বিষ্ণুভাগবতস্য জাতত্বাৎ। ভারতোত্তরকালং নির্ব্বিণ্ণো ব্যাসশ্চকারেতি বিষ্ণুভাগবতে এবোক্তত্বাৎ। "নন্থ বেদশাখাঃ পুরাণানি বেদান্তং ভারতন্তথা। কৃত্বা সম্মোহসংমূঢ়োঽভবং রাজন্মনস্যপি"। ইতি দেবীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে এবোক্তত্বাত্তত্রাপি সবিরোধস্তদবস্থ এবেতি চেন্ন। মন্মতে তদানীং গ্রন্থো নৈব জাতঃ কিন্তু

নিত্য নির্ব্বিকারা নিরঞ্জনরূপিণী গুণাতীতা চিদানন্দময়ীর সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী এই ত্রিবিধ ত্রিগুণা শক্তি সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত মহালক্ষ্মী সরস্বতী ও মহাকালী এই তিনটী সংজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক যে তিনটী স্ত্রীমূর্ত্তির প্রাদুর্ভাব, সেই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিত্রয়ের দেহাঙ্গী-কার লক্ষণই শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সর্গ বলিয়া সমাখ্যাত হইয়াছে।

"অম্বরীষশুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু"। এই বচনটীও "শুকায় প্রোক্তং" এইরূপ ব্যুৎপত্তি হেতু দেবীভাগবতপর বলিয়া সঙ্গত হয়। কেননা শুকদেবের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি দেবীভাগবতে বর্ত্তমান আছে। "অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ। ভারতাখ্যান-মখিলং চক্রে তদুপবৃংহণম্"॥ সত্যবতীসুত মহাত্মা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন পূর্ব্বক সেই সকল পুরাণোপদিষ্ট, সারগর্ভ বচনাবলী দ্বারা পরিবর্দ্ধিত, ভারত নামক সুমহান্ ইতিহাস গ্রন্থের সৃষ্টি করেন; মৎস্যপুরাণের এই বচনটীও দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব বোধ করাইতেছে। কারণ, মহাভারত গ্রন্থ অষ্টাদশপুরাণের উত্তর কালে সমুৎপন্ন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় আর বিষ্ণুভাগবতও ভারত প্রস্তুতের পরবর্ত্তী বলিয়াই প্রমাণীকৃত হইয়াছে; বিষ্ণু-ভাগবতের প্রথমেই বলা হইয়াছে যে মহর্ষি দেবব্যাস মহাভারতাদি প্রণয়নের পর বিশুদ্ধচিত্ত না হওয়ায় কোন সময়ে নিজ আশ্রমে অতীব নির্ব্বেদ অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন, তদনন্তর দেবর্ষি নারদ সহসা তথা আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নির্ব্বিণ্ণ দেখিয়া ভগবন্মাহাত্ম্য বর্ণনের নিমিত্ত উপদেশ করেন; পরে তিনি সেই নারদের উপদেশ অনুসারেই বিষ্ণুভাগবত প্রণয়ন করেন। যদি বল যে "বেদশাখাঃ পুরাণানি বেদান্তং ভারতন্তথা। কৃত্বা সংমোহসংমূঢ়োঽভবং রাজন্ মনস্যপীতি"। হে রাজন! আমি বেদ সমস্ত বিভাগ, বৈদিক শাখা পুরাণ বেদান্তসূত্র ও মহাভারত নামক ইতিহাস রচনা করিয়াও অবিদ্যাজনিত প্রবল মোহে সম্যক্ অভিভূত হইয়াছি। দেবীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে এইরূপ উক্তি থাকায় সেই বিরোধটীত, দেবী-ভাগবতেও সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু তাহা নহে; কেননা আমার মতে এইরূপ অর্থের কল্পনা করিলেই আর উল্লিখিত বিরোধটী উপস্থিত হইতে পারেনা অর্থাৎ এইরূপ বলিব, যে তৎ-কালে গ্রন্থ জন্মায় নাই; কিন্তু মাহাত্মা বেদব্যাস ভারত রচনার পূর্ব্বেই জ্ঞান দৃষ্টি দ্বারা

জনমেজয়ং প্রতি এবং বক্তাস্মীতি জ্ঞানচক্ষুষা জ্ঞাত্বা ভারতাৎ পূর্ব্বমেব দেবীভাগবতং কৃতমিত্যর্থস্য কল্পনাৎ। ত্বন্মতে তু তথা কল্পয়িতুং ন শক্যতে। চতুঃশ্লোকীভাগবতোপদেশস্য জায়মানত্বাৎ। উপদেশাৎপূর্ব্বং তজ্জ্ঞানাভাবস্যাবশ্যং কল্পনীয়ত্বাৎ। যদি তত্রাপি পূর্ব্বং ব্যাসস্য জ্ঞানমস্তীতি স্বীক্রিয়তে তদা বক্ষ্যমাণঃ সর্ব্বোপ্যর্থবাদঃ স্যাৎ। ততশ্চ গ্রন্থসারস্য-ভঙ্গপ্রসঙ্গ ইত্যাস্তাং তাবৎ। বস্তুতস্তু বেদশাখাঃ পুরাণানীতি পাঠোঽসঙ্গত ইতি বক্ষ্যতে তৃতীয়স্কন্ধে তদা ন কোঽপি বিরোধঃ। যত্তু পাদ্মে ভাগবতমাহাত্ম্যে শ্রীমদ্ভাগবতকথাশ্রবণায় সমাগতানাং পরিগণনপ্রসঙ্গে। "বেদান্তানি চ বেদাশ্চ মন্ত্রাস্তন্ত্রাণি সংহিতাঃ। দশসপ্তপুরাণানি ষট্শাস্ত্রাণি সমাযযুঃ"। ইত্যুক্তম্। তত্র ব্যাসকৃতপুরাণানামষ্টাদশত্বাদষ্টাদশেতি বক্তব্যে সপ্তদশত্বোক্তিঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্যাষ্টাদশত্বং গময়তি তস্যাষ্টাদশানন্তর্গতত্বে দেবীভাগবতস্যাষ্টাদশান্তর্গত্বে বাঽষ্টাদশানাং শ্রোতৃত্বসম্ভবেন শ্রোতুমাগতানাং পুরাণানামষ্টাদশত্বানুক্তে-র্নির্ব্বীজত্বপ্রসঙ্গাৎ। এবং পাদ্মে "দশসপ্তপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ। নাপ্তবান্মনসা

"আমি জনমেজয়ের নিকট বক্তা হইব" এই সমস্ত ভাবিবৃত্তান্ত প্রত্যক্ষের ন্যায় বিদিত হইয়া দেবীভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু, তোমার মতে সেরূপ অর্থের কল্পনা করা সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, চতুঃশ্লোকী উপদেশ হইতে ভাগবত উৎপন্ন। অর্থাৎ পাদ্মকল্পের প্রারম্ভেই পদ্মযোনি ব্রহ্মা মায়াবিমোহিত হইলে, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপদেশ করেন, পরে ব্রহ্মা স্বীয় মানসপুত্র দেবর্ষি নারদকে উহা উপদেশ করেন। তদনন্তর, দেবর্ষি দ্বাপরযুগ সময়ে বেদব্যাসকে নির্ব্বেদাবস্থাপন্ন দেখিয়া তদ্বিষয়ের উপদেশ করেন। সুতরাং, চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপদেশ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বেদব্যাসের যে, তাদৃশ জ্ঞানের অভাব ছিল, তাহা অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে। যদি, তাহার পূর্ব্বেও ব্যাসদেবের তাদৃশ জ্ঞানের বর্ত্তমানতা স্বীকার করা হয়, তাহাতে, বক্ষ্যমাণ সমস্ত বিষয়েরই অর্থবাদ দোষ ঘটনা হয়। তাহা হইলে, সুতরাং গ্রন্থটীর সারভঙ্গরূপ প্রসঙ্গের উত্থাপন হয়, অতএব এ সমস্তই থাকুক্। বস্তুত "বেদশাখাঃ পুরাণানীতি" এই বচনটীত, অসঙ্গত? কেন না, বিষ্ণুভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ঐটীই বলা হইবে; অতএব, তাহাতে আর কোন বিরোধ সঙ্ঘটন, হইতে পারে না। তবে, পদ্মপুরাণের ভাগবত-মাহাত্ম্য বর্ণন স্থলে শ্রীমদ্-ভাগবত কথা শ্রবণার্থে সমাগত বেদান্ত পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সকলের পরিগণন প্রসঙ্গে "বেদান্তানি চ বেদাশ্চ মন্ত্রাস্তন্ত্রাণি সংহিতাঃ। দশসপ্তপুরাণানি ষট্শাস্ত্রাণি সমাযযুঃ"। ভাগবত কথা শ্রবণের নিমিত্ত বেদ, বেদান্ত, মন্ত্র, তন্ত্র, সপ্তদশ পুরাণ, সংহিতা ও ষট্সঙ্খ্যক শাস্ত্র, সকলেই সমাগত হইয়াছিল এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহাতে ব্যাসকৃত পুরাণের অষ্টাদশত্ব হেতু অষ্টাদশ, এইরূপ বক্তব্যস্থলে সপ্তদশ উক্তিটী শ্রীমদ্ভাগবতেরই অষ্টাদশত্ব জানাইতেছে; পরন্তু, তাহার বা দেবীভাগবতের অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একটীর অষ্টাদশত্ব স্বীকার করিলে ভাগবতকথা শ্রবণার্থে অষ্টাদশ পুরাণেরই সমাগমত্ব সম্ভাবনা, তাহা না বলিয়া সপ্তদশত্বের উল্লেখ করায় নির্ব্বীজত্ব প্রসঙ্গের উপস্থিতি হয়, আর পদ্মপুরাণে "দশসপ্ত-পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ। নাপ্তবান্ মনসা তোষং ভারতেনাপি ভামিনি। চকার সংহিতা-

তোষং ভারতেনাপি ভামিনি। চকার সংহিতামেতাং শ্রীমদ্ভাগবতীং পরাম্"। ইতি সপ্তদশত্বোক্তিঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্যৈবৈতাং সংহিতামিতি নির্দ্দিষ্টস্যাষ্টাদশত্বং গময়তি। দেবীভাগবতস্যাষ্টাদশত্বেঽষ্টাদশপুরাণানীত্যনুক্তে নির্ব্বীজত্বপ্রসঙ্গাদিত্যাহুস্তদসৎ। তেষামেব বচনৈর্বিষ্ণুভাগবতস্যাষ্টাদশপুরাণান্তর্গতত্বং ন সিধ্যতি। কিন্তু দেবীভাগবতস্যৈবেতি বার্দ্ধুষিকত্বং কুর্ব্বাণো মূলমেব বিনাশিতবানিতি ন্যায় আগতঃ। তথা হি ভারতং ব্যাসমুখাচ্ছ্রুত্বা তত্র সন্দিহানঃ ক্রৌষ্টুকির্মার্কণ্ডেয়ং প্রত্যাগত্য সন্দেহং পৃষ্টবান্ তস্মৈ মার্কণ্ডেয়ো মার্কণ্ডেয়পুরাণমুক্তবান্। তদুক্তং মার্কণ্ডেয়পুরাণে "তদিদং ভারতাখ্যানং বহ্বর্থং শ্রুতিবিস্তরম্। তত্ত্বতো জ্ঞাতুকামোঽহং ভগবন্তমুপস্থিতঃ"। ইতি। তথা চ ভারতোত্তরং মার্কণ্ডেয়পুরাণমভবং। তথৈব ত্বদুক্তরীত্যৈব বিষ্ণুভাগবতমপি। তথা চ ভারতাৎ পূর্ব্বং ষোড়শপুরাণান্যেব সিদ্ধানি। তথা চ পূর্ব্বোক্তবচনমধ্যে ষোড়শেত্যেব বক্তব্যে সপ্তদশেত্যুক্তত্বাৎ। দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণমন্যথা সপ্তদশত্বপূর্ত্তির্ন স্যাৎ। তস্মাত্তদ্বচনাপ্রামাণ্যাদ্দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণমিতি সিধ্যতি ন তু বিষ্ণুভাগবতম্। ভারতাৎ পূর্ব্বং সপ্তদশমদীয়ভাগবতসহিতানি

মেতাং শ্রীমদ্ভাগবতীং পরাম্"। হে ভামিনি! সত্যবতীনন্দন ব্যাস সপ্তদশ পুরাণ ও মহাভারত নামক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াও যখন অন্তরে আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগবতসংহিতা রচনা করিলেন। আর যখন অষ্টাদশত্বের উক্তি না করিয়া সপ্তদশ পুরাণ বলা হইয়াছে, তখন দেবীভাগবতের অষ্টাদশত্ব বিষয়ে নির্ব্বীজত্ব প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, এইরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহাদিগের সেই উক্তি অসৎ; তাহাদিগের বচনের দ্বারাই বিষ্ণুভাগবতের অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গতত্ব সিদ্ধ হইতেছে না; কিন্তু দেবীভাগবতেরই "বার্দ্ধুষিকত্বং কুর্ব্বাণো মূলমেব বিনাশিতবান্" এইরূপ ন্যায় সমাগত হয়। তথাচ বেদব্যাসমুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া তাহাতে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া ক্রষ্টুকি মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করায় মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহার নিকট মার্কণ্ডেয় পুরাণ বর্ণন করেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইরূপ উক্তি আছে। যথা, "তদিদং ভারতাখ্যানং বহ্বর্থং শ্রুতিবিস্তরং। তত্ত্বতো জ্ঞাতুকামোঽহং ভগবন্তমুপস্থিতঃ"। তাহা হইলে মার্কণ্ডেয় উৎপত্তি মহাভারতের উত্তরকালেই প্রতিপন্ন হইতেছে; সেইরূপ তোমার কথানুসারে বিষ্ণুভাগবতও মহাভারতের পরবর্ত্তী বলিয়া প্রমাণীকৃত হইতেছে। তাহা হইলেত মহাভারত রচনার পূর্ব্বে ষোড়শ মাত্র পুরাণের বিদ্যমানতা সিদ্ধ হইতেছে? যদি বল যে, তাহাতে ক্ষতি কি? ভাল, স্বীকার করিলাম। তাহা হইলে, পূর্ব্বোক্ত বচনে ষোড়শ পুরাণের কথাইত বলা উচিত ছিল, তাহা না বলিয়া সপ্তদশ পুরাণের সমাগমের কথা বলিলেন কেন? সুতরাং দেবীভাগবতের মহাপুরাণত্ব স্বীকার না করিলে মহাভারত প্রণয়নের পূর্ব্বে কোনক্রমেই সপ্তদশত্বের পূর্ত্তি হইতেছে না। অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত বচনের প্রামাণ্য রক্ষা করিতে হইলে অগত্যা বিষ্ণুভাগবতকে রাখিয়া এক্ষণে দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে; অর্থাৎ মহাভারতের পূর্ব্বে আমার মতস্থ দেবীভাগবতসমেত সপ্তদশ আর ভারতের পরে মার্কণ্ডেয় এই অষ্টাদশ হইল ইহাতে উভয় পক্ষের মতও সিদ্ধ হইল। পরন্তু,

মার্কণ্ডেয়মষ্টাদশমুভয়মতসিদ্ধমেব বিষ্ণুভাগবতস্য ভারতোত্তরং জায়মানত্বেন তন্মধ্যে তস্যাবস্থানস্থলাভাবাদিত্যেবং লাপনেনাপি দোষাভাবাদিতি সুধিয়ো বিভাবয়ন্তু।

যত্তু কিঞ্চ পাদ্মে "বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্। গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে। সাত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ"। ইত্যুক্ত্যা চ ভাগবতস্য সাত্বিকত্বমুক্তম্। সাত্বিকেষু পুরাণেষ্বিতি কৌর্ম্মোক্ত্যা চ সাত্বিকপুরাণানাং বিষ্ণুপরত্বমুক্তম্। অতো বিষ্ণুপরমেব ভাগবতমষ্টাদশপুরাণান্তর্গতং ন তু দেবীভাগবতমিতি। অপি চ স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে। "চতুর্ভির্ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা তথা রবিঃ। অষ্টাদশপুরাণেষু শেষেষু ভগবান্ ভবঃ"। ইত্যুক্তম্। স্কান্দে সৌরসংহিতায়াঞ্চ। "কথ্যতে দশভির্বিপ্রাঃ পুরাণৈঃ পরমেশ্বরঃ। চতুর্ভির্ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা প্রকীর্ত্তিতঃ। একেনাগ্নিস্তথৈকেন ভগবাংশ্চণ্ডভাস্করঃ"। ইত্যুক্তমতোপি বিষ্ণুভাগবতমষ্টাদশান্তর্গতং নত্বন্যদিত্যাহুস্তদসৎ। ত্বন্মতে মাৎস্যোক্তসাত্বিকরাজসতামসসঙ্কীর্ণপুরাণেষু মধ্যে ত্রয়াণাং ব্যবস্থা পূর্ব্ববচনৈস্ত্বয়োক্তা। সঙ্কীর্ণপুরানাণাস্তু নোক্তা। তেষাং কেষু পুরাণেষ্বন্তর্ভাব ইতি বদ। করিষ্যামি কুত্রচিদিতি চেন্মম মতেঽপি

বিষ্ণুভাগবতটী মহাভারতের পরে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলে, অষ্টাদশ পুরাণ মধ্যে তাহার সন্নিবেশ স্থলের অভাব হইতেছে, এরূপ বলিলেও বোধ হয় কোন দোষ উপস্থিত হয় না। এক্ষণে পণ্ডিত মহোদয়গণ এবিষয়ে বিচার করিয়া দেখুন।

অপিচ, "বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্। গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে। সাত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ"। পদ্মপুরাণের এই উক্তির দ্বারা ভাগবতের সাত্বিকত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এবং "সাত্বিকেষু পুরাণেষু" কূর্ম্মপুরাণের এই বচনটী দ্বারাও সাত্বিক পুরাণ সকলের বিষ্ণুপরতাই বলা হইয়াছে, অতএব বিষ্ণুপর ভাগবতই অষ্টাদশপুরাণের অন্তর্গত দেবীভাগবত নহে। আর স্কন্দপুরাণে "চতুর্ভির্ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা তথা রবিঃ। অষ্টাদশপুরাণেষু শেষেষু ভগবান্ ভবঃ"। অষ্টাদশপুরাণের মধ্যে চারিটীর দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর দুইটীর দ্বারা ব্রহ্মা ও রবির অবশিষ্ট সকলগুলিতেই ভগবান্ মহাদেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এবং ঐ পুরাণের সৌরসংহিতার মধ্যেও "কথ্যতে দশভির্বিপ্রাঃ পুরাণৈঃ পরমেশ্বরঃ। চতুর্ভিভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা প্রকীর্ত্তিতঃ। একেনাগ্নিস্তথৈকেন ভগবাংশ্চণ্ডভাস্করঃ"। অপিচ, হে বিপ্রগণ! পুরাণ সকলের মধ্যে চারিটী বিষ্ণুমাহাত্ম্যপতিপাদক দুইটী ব্রহ্মার একটী অগ্নিদেবের আর একটী ভগবান্ চণ্ডকিরণ ভাস্করদেবের আর শেষ দশটীতে দেবদেব মহেশ্বরের মহিমা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই মতটীতেও বলা হইয়াছে যে, বিষ্ণুভাগবতই অষ্টাদশপুরাণের অন্তর্গত অপর নহে। ফলতঃ ইহাদের এই সমস্ত উক্তিই অসৎ। কারণ, মৎস্যপুরাণে সাত্বিক রাজসিক তামসিক ও সঙ্কীর্ণ এই চতুর্বিধ পুরাণের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু, তোমার মতে তাহাদিগের তিনপ্রকার ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছু বলা হয় নাই; অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ পুরাণসকলের নাম গন্ধও করা হয় নাই। তাহা হইলে এক্ষণে, তাহাদের কোন্ স্থলে অন্তর্নিবেশ করিবে বল? যদি বল, যে কোন স্থলে হউক করিব; তাহা হইলে আমার মতে ও

শ্রীভগবত্যা বিষ্ণুশক্তিত্বাভিমানেন "মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রীং দেবতাং বেদমানো দুর্গাং দুর্ব্বোধধ্বান্তভানুং গুরুঞ্চ ইতি শ্রীক্রমদীপিকোক্তপ্রকারেণ বিষ্ণুমন্ত্রাণাং দুর্গায়া অধিষ্ঠাতৃত্বেন তয়োরৈক্যাদ্বা তৎপ্রতিপাদকভাগবতস্য বৈষ্ণবেষ্বেবান্তর্ভাবাৎ। অতএব "হরিদ্বাভ্যাং রবির্দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং চণ্ডীবিনায়কৌ। দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা সমাখ্যাতঃ শেষেষু ভগবান্ শিবঃ"। ইতি বচনং সঙ্গচ্ছতে। বস্তুতস্তু দ্বয়োরপি ভাগবতয়োরস্মন্মতে প্রমাণত্বাৎ। বিষ্ণুভাগবতপক্ষপাতিনাং বচনানামস্মাকং বিরোধাভাবেন তল্লাপনে প্রয়োজনাভাব এব। তথা চ নারদীয়াদিপুরাণমতেন শ্রীবিষ্ণুভাগবতং মহাপুরাণং তদ্বচনানি প্রসিদ্ধান্যেবেতি ন লিখিতানি। দেবীভাগবতন্তু তন্মতে উপপুরাণম্। শৈবমাৎস্যপুরাণাদিমতে তু দেবীভাগবতং মহাপুরাণম্। বিষ্ণুভাগবতমর্থাদুপপুরাণমিতি সিদ্ধম্। অত্র কেচিদ্দেবীভাগবতসম্মতিত্বেন দেবীযামলতন্ত্রস্থম্। "শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং বেদসম্মিতম্। পারীক্ষিতায়োপদিষ্টং সত্যবত্যঙ্গজন্মনা। যত্র দেব্যবতারাশ্চ বহবঃ প্রতিপাদিতাঃ" ইতি। তথা "ইদং রহস্যঞ্চরিতং রাধোপাসনমুত্তমম্। ব্যাসায় মম ভক্তায় প্রোক্তং পূর্ব্বং ময়াদ্রিজে!। মত্তো রহস্যং জ্ঞাত্বৈব রাধামাহাত্ম্যমুত্তমম্। এতস্য

ভগবতীর বিষ্ণুশক্তিত্ব অভিমানপ্রযুক্ত এবং "মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রীং দেবতাং বেদমানো দুর্গাং দুর্ব্বোধধ্বান্তভানুং গুরুঞ্চেতি" এইরূপ শ্রীক্রমদীপিকা মতেও যখন, স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, শ্রীশ্রীদুর্গা দেবীই বিষ্ণুমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তখন, তৎপ্রযুক্তই হউক অথবা বিষ্ণু আর বৈষ্ণবী শক্তির একতাপ্রযুক্তই হউক্, একবিষয় প্রতিপাদক দেবীভাগবতের বিষ্ণুভাগবতে অন্তর্ভাব করিলেই সকল নিষ্পত্তি হয়। অতএব, "হরিদ্বাভ্যাং রবির্দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং চণ্ডীবিনায়কৌ। দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা সমাখ্যাতঃ শেষেষু ভগবান্ শিবঃ"। এ বচনটীও সম্পূর্ণ রূপে সঙ্গত হইল। বাস্তবিক আমাদিগের মতে উভয় ভাগবতই সপ্রমাণ। বিষ্ণুভাগবতপক্ষপাতি বচনের সহিত কোন বিরোধ ঘটিতেছে না; সুতরাং সে বিষয়ে আর কিছু বলাও নিষ্প্রয়োজন। অপিচ, নারদীয় প্রভৃতি পুরাণের মতে যে সকল বচনদ্বারা বিষ্ণুভাগবত মহাপুরাণ বলিয়া পরিগৃহীত সে সমস্ত বচন সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ, সেইজন্য এস্থলে আর তাহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ করি নাই। পরন্তু, সেই সকল মতে দেবীভাগবতটী উপপুরাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এদিকে, শৈব ও মৎস্যপুরাণ প্রভৃতির মতে দেবীভাগবতই মহাপুরাণ আর বিষ্ণুভাগবতটী উপপুরাণ নামে পরিগণিত। ইহার মধ্যে দেবীভাগবতের মহাপুরাণত্ব সংস্থাপক কতকগুলি পণ্ডিত দেবীযামলস্থিত "শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং বেদসম্মিতম্। পারীক্ষিতায়োপদিষ্টং সত্যবত্যঙ্গজন্মনা। যত্র দেব্যবতারাশ্চ বহবঃ প্রতিপাদিতাঃ"। সত্যবতীসুত ব্যাস পরীক্ষিতনন্দন রাজা জনমেজয়কে যাহা উপদেশ করিয়াছেন; যাহাতে শ্রীশ্রীদেবী ভগবতীর অসংখ্য অবতারমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে; সেই বেদতুল্য পুরাণই ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। এই বচনটী উদ্ধার পূর্ব্বক, এবং "ইদং রহস্যঞ্চরিতং রাধোপাসনমুত্তমম্। ব্যাসায় মম ভক্তায় প্রোক্তং পূর্ব্বং ময়াদ্রিজে। মত্তো রহস্যং জ্ঞাত্বৈব রাধামাহাত্ম্যমুত্তমম্। এতস্য বিস্তরং চক্রে শ্রীমদ্ভাগবতে তথা। নারদে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লোকানাং হিতকাম্যয়া"। হে পর্ব্বততনয়ে! শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী দেবী রাধার সর্ব্বোত্তম অতীব গোপনীয়

বিস্তরং চক্রে শ্রীমদ্ভাগবতে তথা। নারদে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লোকানাং হিতকাম্যয়া” ইতি। সৌভাগ্যকল্পলতায়াং সংহারভৈরবতন্ত্রস্থং বচনং লিখন্তি। তত্র পরে বিবদন্তে। তদুভয়মপি গৌরবভিয়া ন লিখ্যত ইতি। তত্রৈতস্য সপ্রমাণস্য দেবীভাগবতস্য ক্বচিৎক্বচিদ্দ্রাবিড়গৌড়-সম্প্রদায়পাঠভেদেন দ্বৈবিধ্যেঽপি গৌড়পাঠস্য সমঞ্জসত্বাত্তমালম্ব্যৈব যথামতি ব্যাখ্যায়তে।

তত্র তাবদ্ভগবত্যুপাসনায়াং কেচিদ্ভ্রান্তা বদন্তি। মায়ারূপায়া ভগবত্যা উপাসনা শাস্ত্রেযুক্তা। তথা চ মায়ায়া মিথ্যাত্বান্মুক্তৌ তস্যা অনন্বয়াচ্চাশ্রদ্ধেয়েয়মুপাসনেতি। নন্বু নেয়ং ভ্রান্তিঃ। তাপনীয়ে “মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং স্বজতি সর্ব্বমিদং রক্ষতি সর্ব্বমিদং সংহরতি তস্মান্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ য এতাং মায়াং শক্তিং বেদ স মৃত্যুং জয়তি স পাপ্মানং তরতি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে” ইতি শ্রুতৌ মায়াং শক্তিং বেদোপাস্তে স মৃত্যুং জয়তীতি কথনেন। তথা “ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া। সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ”। ইতি স্মৃতিভির্বিষ্ণোঃ শক্তের্জড়ামায়ায়া এবোপাস্যত্বকীর্ত্তনাদিতি

উপাসনা ও চরিত্র গাথা পূর্ব্বে আমি পরমভক্ত মহর্ষি বেদব্যাসকে উপদেশ করিয়া ছিলাম। ব্যাসদেব আমার নিকট হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গূঢ়তত্ত্ব রাধামাহাত্ম্য অবগত হইয়া পরে সমস্ত লোকের হিত কামনায় নারদীয় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত করিয়াছেন। আরও তাঁহারা সৌভাগ্যকল্পলতার সংহারভৈরবতন্ত্রস্থিত বচন সকল উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু, সে বিষয়ে অপর পণ্ডিতগণ বিবাদ উপস্থিত করেন। গৌরব ভয়ে আমরা এস্থলে সেই উভয় বিষয়টীই লিখিলাম না। এক্ষণে, প্রমাণীকৃত এই দেবীভাগবতের কোন কোন স্থানে দ্রাবিড় ও গৌড় সম্প্রদায়ের পাঠ ভেদানুসারে দ্বিবিধতা থাকিলেও গৌড়সম্প্রদায়ের পাঠের সামঞ্জস্য হেতু তাহাকেই অবলম্বন করিয়া যথামতি ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

পরন্তু ভগবতীর উপাসনা বিষয়ে কোন কোন ভ্রান্ত পণ্ডিতগণ বলেন যে, শাস্ত্রে মায়ার উপাসনাই ভগবতীর উপাসনা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে, মায়ার মিথ্যাত্ব প্রযুক্ত মুক্তিবিষয়ে তাহার অনন্বয় রূপ ঘটনা উপস্থিত হয়, সুতরাং এই উপাসনা অশ্রদ্ধেয়। পরন্তু, ইহা ভ্রান্তি নয়। কেন না তাপনীয় শ্রুতিতে “মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং স্বজতি সর্ব্বমিদং রক্ষতি সর্ব্বমিদং সংহরতি তস্মাৎ মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ য এতাং মায়াং শক্তিং বেদ স মৃত্যুং জয়তি স পাপ্মানং তরতি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে”। এই নরসিংহশক্তিরূপিণী মহামায়াই এই সমস্ত বিশ্বজগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন, অতএব সাধকের এই মহতী মায়া শক্তিকে জানা অবশ্য কর্ত্তব্য; যিনি এই মায়া শক্তিকে জানিতে পারেন তিনি মৃত্যুকে জয় করেন এবং সমস্তপাপ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ইহ লোকে মহতী সম্পদ্ ভোগ এবং পরলোকে অমৃতত্ব লাভ করেন। অতএব যখন, শ্রুতিতে মায়াশক্তির উপাসনা করিলে এবং তাঁহাকে জানিলে উপাসক মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং “ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া। সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ”। হে দেবি! তুমি বিশ্বব্যাপিনী অনন্তবীর্য্যরূপিণী মহা-শক্তি তুমিই এই বিশ্বের কারণস্বরূপা তুমিই মহামায়া এই সমস্ত সংসার তোমার মায়াতেই

চেন্। দেব্যথর্ব্বশিরসি "সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবী সাব্রবীদহং ব্রহ্ম-রূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ" ইতি। তথা ভুবনেশ্বর্য্যুপনিষদি "অথাতোম্বোপ-নিষদং ব্যাখ্যাস্যামোঽথ হেনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মরূপিণীমাপ্নোতীতি তথা ভুবনাধীশ্বরী তুর্য্যাতীতা বিশ্বমোহিনীতি"। তথা ভাবনোপনিষদি "স্বাত্মৈব ললিতেতি" শ্রুতিভিস্তথা ত্রিপুরাতাপনীয়-সুন্দরীতাপনীয়াদিষু পরো রজসে সাবদোমিতি গায়ত্রীচতুর্থচরণপ্রতিপাদ্যব্রহ্মবাচকত্বেন হ্রীংকারবীজস্য কথনেন হ্রীংকারবীজস্য ব্রহ্মদেবতাত্বপ্রতিপাদকশ্রুত্যা চ তথা কালীতারোপ-নিষদাদিশ্রুতিভিস্তথা স্মৃতিভিশ্চ ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যা এবোপাসনাকথনাৎ। তথা হি স্মৃতয়ঃ। সূতসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে। "অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্। আরা-ধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাসবর্জিতাম্" ইতি। স্কান্দে বেদারণ্যেশ্বরমাহাত্ম্যে। "পরা তু সচ্চিদানন্দরূপিণী জগদম্বিকা। সৈবাধিষ্ঠানরূপা স্যাজ্জগদ্ভ্রান্তেশ্চিদাত্মনি" ইতি। কূর্ম্মপুরাণে

বিমোহিত। যদি বল, এই সকল স্মৃতিতে এস্থলে জড় মায়াস্বরূপা বৈষ্ণবীশক্তির উপাসনা করিতে বলিয়াছেন তাহা নহে। কারণ দেবী-অথর্ব্ব শিরোভাগে "সর্ব্বে বৈ দেবাঃ দেবীমুপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবী সাব্রবীদহং ব্রহ্মরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ"। অর্থাৎ সমস্ত দেবগণ দেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে হে দেবি! তুমি কে? তখন সেই মহাদেবী উত্তর করিলেন যে আমি পরব্রহ্মরূপিণী, আমা হইতেই এই প্রকৃতিপুরুষময় বিশ্বের উৎপত্তি হয়। অপিচ ভুবনেশ্বরী উপনিষদে "অথাতোম্ বোপ-নিষদং ব্যাখ্যাস্যামোঽথ হেনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মরূপিণীমাপ্নোতীতি তথা ভুবনাধীশ্বরী তুর্য্যা-তীতা বিশ্বমোহিনী ইতি" হে সৌম্যগণ! তোমরা যখন সম্পূর্ণরূপ অধিকারী হইয়াছ তখন আমি অবশ্যই তোমাদিগকে সেই পরম সগুণনির্গুণাত্মক ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ্ বলিব। যিনি এই সমস্ত ভুবনের নিয়ন্ত্রী সেই বিশ্বমোহিনী স্বরূপতঃ তুরীয় চৈতন্যরূপিণী। অতএব, সেই ব্রহ্মরূপা তোমাদের এই দেহমধ্যেই বিরাজ করেন, এজন্য এই শরীরের অন্তবর্ত্তী ব্রহ্মরন্ধ্রে অন্বেষণ করিলেই প্রাপ্ত হইবে। এবং ভাবনোপনিষদে "স্বাত্মৈব ললি-তেতি" অর্থাৎ এই আত্মাই পরম রমণীয় ইত্যাদি শ্রুতিসকলে এবং ত্রিপুরাতাপনীয় সুন্দরী-তাপনীয় প্রভৃতিতে "পরো রজসে সা বদোমিতি" এইরূপ গায়ত্রী চতুর্থচরণ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-বাচকত্ব ও হ্রীংকার বীজের উক্তি হেতু, হ্রীংকার বীজের ব্রহ্মদেবতাত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি প্রযুক্ত এবং কালী ও তারা প্রভৃতি উপনিষদ্ ও স্মৃতি সকলে ব্রহ্মরূপিণী ভগবতীরই উপাসনার বিষয় সম্যক্ প্রকারে উক্ত হইয়াছে। সূতসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে "অতঃ সংসার-নাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্। আরাধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাসবর্জ্জিতাম্"। অতএব সংসারনাশের নিমিত্ত সেই, সাক্ষীমাত্র সমস্ত প্রপঞ্চ ও উল্লাসাদি পরিবর্জ্জিত আত্মস্বরূপা পরাশক্তির আরাধনা করিবে। পুনশ্চ স্কন্দপুরাণের বেদারণ্যেশ্বর মাহাত্ম্যে "পরা তু সচ্চিদা-নন্দরূপিণী জগদম্বিকা। সৈবাধিষ্ঠানরূপা স্যাৎ জগদ্ভ্রান্তেশ্চিদাত্মনীতি" চিদাত্মাতে যে এই জগতের ভ্রান্তি হয় তদ্বিষয়ে, সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী পরাশক্তি জগদম্বিকাই অধিষ্ঠানস্বরূপা জানিবে। আবার কূর্ম্মপুরাণের দ্বাদশ অধ্যায়ে "এতৎ প্রদর্শিতং বিপ্রা দেব্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্।

দ্বাদশাহধ্যায়ে। "এতৎ প্রদর্শিতং বিপ্রা দেব্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্। সর্ব্ববেদান্তবেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ। একং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্। যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্" ইতি। "পরাৎপরতরং তত্ত্বং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্। অনন্তং প্রকৃতৌ লীনং দেব্যাস্তৎ-পরমং পদম্" ইতি। "শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নির্গুণং দৈন্যবর্জ্জিতম্। আত্মোপলব্ধিবিষয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্" ইতি। হালাস্যেশ্বরমাহাত্ম্যে মায়াবীজার্থপ্রস্তাবে। "সৎস্বরূপঃ সদা-কারো হকারো ধর্ম্মতৎপরঃ। চিদাকারঃ শিবাকারো রেফঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদঃ। আনন্দরূপয়ো-রৈক্যাদীকারঃ সর্ব্বকামদঃ। বিন্দুনাদৌ তদন্তস্থৌ ভবেতাং মোক্ষদাবুভৌ। সচ্চিদানন্দ-রূপস্তু প্রোক্তং বীজং মনীষিভিঃ। সচ্চিদানন্দরূপং যৎ পরং ব্রহ্ম তদেব হি" ইতি। দেবীভাগ-বতে। "নির্গুণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ। সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু

সর্ব্ববেদান্তবেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ। একং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্। যোগিন-স্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্। পরাৎ পরতরং তত্ত্বং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্। অনন্ত প্রকৃতৌ লীনং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্। শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নির্গুণং দৈন্যবর্জ্জিতম্। আত্মোপলব্ধিবিষয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্"। হে বিপ্রগণ! দেবীর মাহাত্ম্য ব্রহ্মবাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিনিশ্চিত হইয়া বেদ ও বেদান্ত মধ্যে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় সর্ব্বত্রগামী নিত্যকূটস্থচৈতন্য স্বরূপ। কেবল, যোগিগণই তাঁহার সেই নিরুপাধিক স্বরূপ পরমধাম দর্শন করিতে সমর্থ। প্রকৃতি পরিলীন অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ দেবীর সেই পরাৎপর-তর তত্ত্ব পরমপদ যোগিগণই নিজহৃদয়কমলমধ্যে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। হে মহর্ষিবৃন্দ! দেবীর সেই অতীব নির্ম্মল সতত বিশুদ্ধ সর্ব্বদীনতাদিদোষ-বিবর্জ্জিত নির্গুণ নিরঞ্জন কেবল আত্মোপলব্ধির বিষয় পরমধাম একমাত্র বিমলচেতা যোগেশ্বর পুরুষেরাই দর্শন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়েন। অপিচ, হালাস্যেশ্বরমাহাত্ম্যে মায়া বীজার্থপ্রস্তাবে। "সৎস্বরূপঃ সদাকারো হকারো ধর্ম্মতৎপরঃ। চিদাকারঃ শিবাকারো রেফঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদঃ। আনন্দরূপয়োরৈক্যাদীকারঃ সর্ব্বকামদঃ। বিন্দুনাদৌ তদন্তস্থৌ ভবেতাং মোক্ষদাবুভৌ। সচ্চিদানন্দরূপস্তু প্রোক্তং বীজং মনীষিভিঃ। সচ্চিদানন্দরূপং যৎপরং ব্রহ্ম তদেব হি"। নিত্যসত্তাস্বরূপ সদবয়ব ধর্ম্মতৎপর হকারের সহিত চিন্ময় শিবস্বরূপ সর্ব্বার্থ সিদ্ধি প্রদ রেফের যোজনা করিলে, এই উভয় আনন্দময়ের ঐক্য প্রযুক্ত সর্ব্বকাম পূরক দীর্ঘ ঈকার আসিয়া তাহাতে সংযুক্ত হয়; পরে পরম মুক্তি প্রদাতা বিন্দুনাদ আসিয়া তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইলে, যে সচ্চিদানন্দময় হ্রীংকার বীজের আবির্ভাব হয় মনীষিগণ তাঁহাকেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐরূপ দেবীভাগবতেও "নির্গুণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ। সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিরিতি"। হে মুনিগণ! সেই পরব্রহ্মরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী পরাশক্তি দেবীকে ব্রহ্মবাদি মনীষি মহর্ষিগণ সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই-প্রকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তাহার মধ্যে সংসার আসক্ত সকাম সাধকগণ তাঁহার সগুণ ভাব আর বাসনাবিবর্জ্জিত জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্ণ নির্ম্মলচেতা যোগিগণ নির্গুণ ভাব সমাশ্রয় পূর্ব্বক আরাধনা করিয়া থাকেন। তথাচ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপাখ্যানে। "চিতিস্তৎ

বিরাগিভিঃ" ইতি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপাখ্যানে। "চিতিস্তৎপদলক্ষ্যার্থা চিদেক-রসরূপিণী"। ইত্যাদয়োঽষ্টাদশপুরাণেষু উপপুরাণেষু চ দেব্যাঃ পরব্রহ্মত্বপ্রতিপাদকস্মৃতয়ো দ্রষ্টব্যাঃ।

নন্থ তর্হি ষোড়শীগ্রহণাগ্রহণয়োঃ ক্রিয়াবিষয়ত্বাত্তত্র শাখাভেদেন বিকল্পসম্ভবেঽপি বস্তু-স্বরূপস্যৈকবিধত্বাত্তত্র বিকল্পাসম্ভবেন ভগবতীস্বরূপস্য মায়াস্বরূপত্বপ্রতিপাদকশ্রুত্যা সহ ভগবত্যা ব্রহ্মরূপত্বপ্রতিপাদকশ্রুতের্বিরোধ ইতি চেন্ন। মায়ায়া বেদান্তেষু মিথ্যাত্বান্মিথ্যা-পদার্থস্যাধিষ্ঠানে কল্পিতত্বাত্তস্যাধিষ্ঠানসত্তাতিরিক্তসত্তাভাবান্মায়ায়ামধিষ্ঠানসত্তাপ্রবেশান্মায়া-স্বরূপোপাসনায়ামপি সত্তারূপব্রহ্মণ এবোপাসনা সম্ভবতীত্যাশয়েন মায়াস্বরূপত্বপ্রতিপাদনে-ঽপি বিরোধাভাবাৎ। যথা ব্রহ্মণ উপাসনায়ামপি ন কেবলং ব্রহ্মণো গ্রহণং কিন্তু শক্তি-বিশিষ্টস্যৈব। শক্তেস্তদতিরেকেণাভাবাৎ। কেবলস্যোপাসনাঽসম্ভবাচ্চ তথা মায়োপাসনাসম্ভ-বাচ্চ তথা মায়োপাসনায়ামপি ন কেবলমায়ায়া অবস্থানমস্তি। যেন কেবলায়া উপাসনং সম্ভ-বেৎ। কিন্তু ব্রহ্মাধিষ্ঠানযুতায়া এবাবস্থানমিতি। ভগবত্যা মায়ারূপত্বপ্রতিপাদনেঽপি ফলতো

পদলক্ষ্যার্থা চিদেকরসরূপিণী"। চিতি এই পদ তৎপদের লক্ষ্যার্থবোধক অতএব তিনি একমাত্র চিদানন্দস্বরূপা। অধিক কি বলিব, এইরূপ অষ্টাদশপুরাণ ও উপপুরাণ মধ্যে অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে, দেবীর পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদক স্মৃতিসকল ভূরি ভূরি দেদীপ্যমান।

যদি বল যে, ষোড়শী গ্রহণাগ্রহণ পক্ষে ক্রিয়াবিষয়ত্ব প্রযুক্ত সেবিষয়ে শাখাভেদে বিকল্প সম্ভবপর হইলেও বস্তুর স্বরূপের একবিধত্ব হেতু বিকল্পনার অসম্ভব; কেন না, ভগবতী স্বরূপ সম্বন্ধে মায়াস্বরূপত্ব প্রতিপাদক শ্রুতির সহিত ভগবতীর ব্রহ্মরূপত্ব প্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ সঙ্ঘটন হয়, তাহা নহে। কারণ, বেদান্তশাস্ত্রে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে, মায়া মিথ্যা পদার্থ; কেবল অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মেতেই মায়া পরিকল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং অধিষ্ঠানের সত্তা ব্যতীত মায়ার পৃথক্ সত্তার প্রতীতি হয় না। তবে যখন, মায়াতেই অধিষ্ঠানের সত্তা আসিয়া প্রবিষ্ট হয়, তখন, মায়ার স্বরূপ উপাসনাতেও অধিষ্ঠানভূতসত্তারূপ ব্রহ্মেরই উপাসনা সম্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ এই আশয়ে মায়ার স্বরূপত্ব প্রতিপাদন হইলেও কোন বিরোধ সঙ্ঘটিত হইতে পারে না। কেননা, ব্রহ্ম উপাসনা স্থলে কেবল ব্রহ্মের গ্রহণ না করিয়া যেমন, শক্তির ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তার অভাব প্রযুক্ত শক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্মের গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ মায়ার উপাসনা বলিলেই পরব্রহ্মসত্তাবিশিষ্ট মায়ার উপাসনা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের উপাসনাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভি-প্রেত ও সার সিদ্ধান্ত। ফলকথা এই যে, যেমন, নিরুপাধিক বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা সম্ভবে না সেইরূপ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কেবল মায়া উপাসনাও সম্ভবপর নহে। বিশে-ষতঃ মায়া উপাসনা বিষয়ে কেবল মায়ার উপাসনা সম্ভাবিত হইলেও যাহা হউক হইত; পরন্তু, কেবল মায়ার অবস্থানই নাই। বস্তুতঃ সর্ব্বত্র ব্রহ্মাধিষ্ঠানসমন্বিত মায়ারই অবস্থান জানিবে। ফলকথা, ভগবতীর মায়ারূপত্ব প্রতিপাদন হইলেও প্রকৃতরূপে তাঁহার ব্রহ্ম-

ব্রহ্মস্বরূপমেব ভগবত্যাঃ সিধ্যতীতি শ্রুত্যোঃ পরস্পরং বিরোধাভাবাৎ। তদুক্তম্ "পাবকস্যোষ্ণতেবেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ। চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং শিবস্য সহজা ধ্রুবা" ইতি। তথা "স্বপদা স্বশিরশ্ছায়াং যদ্বল্লঙ্ঘিতুমীহতে। পাদোদ্দেশে শিরো ন স্যাত্তথেয়ং বৈন্দবী কলা" ইতি। তথা চ যথাগ্নৌ হোমেঽগ্নিশক্ত্যাং হোমোঽর্থসিদ্ধ এবমগ্নিশক্ত্যাং হোমেঽপি বহ্নৌ হোমোঽর্থসিদ্ধস্তদ্বন্মায়ায়া ভগবতীত্বেঽপি ব্রহ্মণ এব ভগবতীত্বং সিদ্ধমিতি। তস্যৈবোপাসনায়াং গ্রহণং মায়ায়া মিথ্যাত্বপ্রতিপাদকেষু বাক্যেষু তু ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বাভাবাৎ কেবলমায়ায়া এব গ্রহণম্। তস্যা মিথ্যাত্বেঽপি তদধিষ্ঠানস্য সত্যত্বাৎ। উপাসকস্যোপাস্যমায়াপদার্থান্তর্গতস্য ব্রহ্মাংশস্য মোক্ষদশায়ামনুস্যূতত্বান্ন মুক্তাবুপাস্যস্বরূপত্যাগঃ। অতএবান্তর্যামিব্রাহ্মণে পৃথিব্যাদিমায়ান্তানাং পদার্থানাং যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তীত্যাদিনান্তর্যামিচেতনসম্বন্ধেনৈব দেবতাত্বমুপবর্ণিতম্। তথাচ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতিরপ্যনুগৃহীতা ভবতীত্যেতৎসর্ব্বমভিপ্রেত্য সূতসংহিতায়ামুক্তম্।

স্বরূপত্বই সিদ্ধ হইতেছে। অতএব, ইহাতে সম্পূর্ণরূপে পরস্পর শ্রুতির বিরোধও তিরোহিত হইল। কথিত আছে "পাবকস্যোষ্ণতেবেয়ং উষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ। চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং শিবস্য সহজা ধ্রুবেতি"। যেমন, অগ্নির উষ্ণতা কিরণমালীর কিরণমালা নিশাকান্ত হিমাংশুর জ্যোৎস্না প্রভৃতি স্বভাব শক্তি; সেইরূপ সেই পরাৎপরা পরমাশক্তি দেবী ভগবতী ও শিবময় পরব্রহ্মের নিত্যরূপা সহজ শক্তি। তথাচ "স্বপদা স্বশিরশ্ছায়াং যদ্বল্লঙ্ঘিতুমীহতে। পাদোদ্দেশে শিরো ন স্যাৎ তথেয়ং বৈন্দবী কলা"। যেমন, কোন লোক নিজপদ দ্বারা নিজমস্তকের ছায়া লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিলে প্রতি পদনিক্ষেপেই মস্তকচ্ছায়ার বিদ্যমানতা থাকে না; সেইরূপ এই বিন্দুসম্বন্ধিনী কলাকে জানিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই, পরমব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া কদাপি ব্রহ্মশক্তির সত্তা থাকিতে পারে না। আরও দেখ, যেমন অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে, অগ্নি শক্তিতেই সেই হোমার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে সেইরূপ অগ্নি শক্তিতে হোম করিলেও তাহা অগ্নিতে আহুত হইল বলিয়া হোমার্থ সিদ্ধ হইবে। তদ্রূপ মায়ার ভগবতীত্ব স্বীকার করিলে, ফলতঃ ব্রহ্মেরই ভগবতীত্ব সিদ্ধ হইল। অতএব, উপাসনা বিষয়ে তাঁহারই গ্রহণ বুঝিতে হইবে। তবে, মায়ার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদক যে সকল বচন আছে, তাহা ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কেবল মায়ামাত্রেরই গ্রহণ জানিবে। কারণ, সেই মায়ায় মিথ্যাত্ব থাকিলেও ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে। উপাসকের মোক্ষদশাতে, উপাস্য মায়া পদার্থের অন্তর্গত যে ব্রহ্মাংশ তাহার অনুস্যূততা হেতু মুক্তিকালেও উপাস্য স্বরূপের ত্যাগ হয় না। এই জন্য অন্তর্যামি ব্রাহ্মণে পৃথিবী প্রভৃতি মায়ান্ত পদার্থ সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে; যথা, যিনি সর্ব্বদাই এই পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছেন অথচ পৃথিবী যাঁহাকে জানিতে সমর্থা নহে এই পৃথিবীই যাঁহার শরীর এবং যিনি এই পৃথিবীর অন্তরে বাস করত ইহাকে নিরন্তর নিয়মিত করিতেছেন। এই সমস্ত শ্রুতিতে অন্তর্যামি চৈতন্য সম্বন্ধ দ্বারাই দেবতাত্ব উপবর্ণিত হইয়াছে। অপিচ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিটীও এ বিষয়ে সম্যক অনুগৃহীতা হইতেছে। অতএব এই সমস্ত অভিপ্রায়েই সূতসংহিতাতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে;

"চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ। অনুপ্রবিষ্টা যা সম্বিন্নির্ব্বিকল্পা স্বয়ম্প্রভা। সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী। সা শিবা পরমা দেবী শিবাঽভিন্না শিবঙ্করী" ইতি। যদ্বা, ভগবতীস্বরূপপ্রতিপাদকবাক্যেষু যে মায়াশক্তিকলাদিশব্দাস্তে লক্ষণয়া মায়াবিশিষ্টশক্তিবিশিষ্টকলাবিশিষ্টব্রহ্মবোধকাস্তথা চ মায়াবিশিষ্টং শক্তিবিশিষ্টং কলাবিশিষ্টং যদ্ব্রহ্ম তদ্ভগবতীপদবাচ্যমিতি ফলিতোর্থঃ। এতেন ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা নিদ্রারূপেণ স্মৃতিরূপেণেত্যাদিকেবলশক্তিবাচকপদানি ব্যাখ্যাতানি। তৈঃ পদৈস্তত্তচ্ছক্তিবিশিষ্টব্রহ্মণ এব সর্ব্বত্র গ্রহণাৎ। অয়মেবার্থঃ কালোত্তরে উক্তঃ। তথা চ। কালোত্তরে শিবং প্রতি দেবীপ্রশ্নবাক্যম্। "ভগবন্ দেবদেবেশ! মিথ্যামায়েতি বিশ্রুতা। তস্যাঃ কথমুপাস্যত্বং ভবেন্মুক্তাবনন্বয়াৎ। শ্রদ্ধা ন জায়তে ক্বাপি মিথ্যাবস্তুনি কুত্রচিৎ। দেব্যা উপাসনা চেয়ং শ্রুতা মায়াশ্রিতা প্রভো। সংশয়ং ছিন্ধি দেবেশ! রহস্যং বদ মে প্রভো। ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা ভগবাংশ্চন্দ্রশেখরঃ। উবাচ বচনং দিব্যং সর্ব্বলোকহিতপ্রদম্। নাহং সুমুখি! মায়ায়া

যথা—"চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ। অনুপ্রবিষ্টা যা সম্বিৎ নির্ব্বিকল্পা স্বয়ম্প্রভা। সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী। সা শিবা পরমা দেবী শিবাঽভিন্না শিবঙ্করী"। হে দ্বিজোত্তমগণ! চিন্মাত্রাশ্রিত মায়াশক্তির অবয়বে অনুপ্রবিষ্ট যে সদ্রূপা সদানন্দময়ী সংসার উচ্ছেদকারিণী বিকল্পনাদিবিরহিতা স্বয়ম্প্রভা চিৎশক্তি সেই পরমদেবীই পরম-শিবরূপিণী। বস্তুতঃ সেই মঙ্গলবিধায়িনী শিবের সহিত অভিন্নরূপা; অথবা ভগবতী স্বরূপ প্রতিপাদক বাক্য সকল মধ্যে যে মায়াশক্তি কলাদিশব্দ তাহারা লক্ষণা দ্বারা মায়াবিশিষ্ট, শক্তিবিশিষ্ট ও কলাবিশিষ্ট ব্রহ্মবোধক। তথা মায়াবিশিষ্ট, শক্তিবিশিষ্ট ও কলাবিশিষ্ট যে ব্রহ্ম তাহাই ভগবতী পদ বাচ্য ইহাই ফলিতার্থ। এই হেতুই ক্ষুধারূপে, নিদ্রারূপে, স্মৃতিরূপে সংস্থিতা ইত্যাদি কেবল শক্তিবাচক পদই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু সেই সমস্ত পদ দ্বারা তত্তৎ শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই সর্ব্বত্র গ্রহণ জানিবে। এই অর্থটা কালোত্তর গ্রন্থেও শিবের প্রতি দেবীর প্রশ্নবাক্যছলে উক্ত হইয়াছে। যথা "ভগবন্ দেবদেবেশ! মিথ্যামায়েতি বিশ্রুতা। তস্যাঃ কথমুপাস্যত্বং ভবেন্মুক্তাবনন্বয়াৎ। শ্রদ্ধা ন জায়তে ক্বাপি মিথ্যাবস্তুনি কুত্রচিৎ। দেব্যা উপাসনা চেয়ং শ্রুতা মায়াশ্রিতা প্রভো। সংশয়ং ছিন্ধি দেবেশ! রহস্যং বদ মে প্রভো। ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা ভগবাংশ্চন্দ্রশেখরঃ। উবাচ বচনং দিব্যং সর্ব্বলোকহিতপ্রদম্। নাহং সুমুখি! মায়ায়া উপাস্যত্বং ব্রুবে কচিৎ। মায়াধিষ্ঠানচৈতন্যমুপাস্যত্বেন কীর্ত্তিতম্। মায়াশক্ত্যাদিশব্দাশ্চ বিশিষ্টস্যৈব লক্ষকাঃ। তস্মান্মায়াদিশব্দৈস্ত ব্রহ্মৈবোপাস্যমুচ্যতে"। হে ভগবন্! দেবদেবেশ! আপনার মুখে শুনিয়াছি যে মায়া মিথ্যা। মিথ্যা পদার্থের ত, মুক্তিবিষয়ে অন্বয় থাকিতে পারে না তাহা হইলে কিরূপে তাহার উপাস্যত্ব সম্ভব হইতে পারে? আরও দেখুন, মিথ্যা বস্তুতে কখন কোথায়ও কাহার শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। কিন্তু হে প্রভো! আমি এরূপও শুনিয়াছি যে, এই দেবীর উপাসনাও মায়াশ্রিতা। অতএব হে নাথ! এই উভয় বিষয়ে আমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে কৃপা করিয়া তাহা অপনয়ন করুন। ভগবান্ চন্দ্রশেখর দেবীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া

উপাস্যত্বং ব্রুবে কচিৎ। মায়াধিষ্ঠানচৈতন্যমুপাস্যত্বেন কীর্ত্তিতম্। মায়াশক্ত্যাদিশব্দাশ্চ বিশিষ্টস্যৈব লক্ষকাঃ। তস্মান্মায়াদিশব্দৈস্তু ব্রহ্মৈবোপাস্যমুচ্যতে" ইতি। অত্র পূর্ব্বার্দ্ধেন মায়াধিষ্ঠানচৈতন্যমিত্যনেন প্রথমপক্ষ উক্তো মায়াশক্ত্যাদীত্যনেনোত্তরার্দ্ধেন দ্বিতীয়ঃ পক্ষ উপপাদিতঃ। এতদভিপ্রায়েণৈব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মায়াবাচকস্যৈব হ্রীঙ্কারস্য মায়াবিশিষ্টব্রহ্মবাচকত্বমুক্তম্। "শক্ত্যক্ষরাণি শেষাণি হ্রীঙ্কার উভয়াত্মকঃ" ইতি। উভয়াত্মকঃ শিবশক্ত্যাত্মক ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ মায়ায়াঃ কেবলায়া উপাস্যত্বং বদন্ বাদী ভ্রান্তঃ প্রষ্টব্যো জড়ায়া উপাস্যত্বে তত্তদ্দেবতাবিগ্রহাণাং প্রাণেন্দ্রিয়মনআত্মজীবাদিমত্ত্বং কথং ভবেৎ। দ্বিবিধং হি ভগবতীরূপং স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ। তত্র সূক্ষ্মং মুখ্যং স্থূলন্তু তত্তদুপাসকানাং দর্শনাদিব্যবহারার্থং তত্তদুপাসকৈরুপাসিতং সূক্ষ্মরূপমেব স্থূলং রূপং গৃহ্লাতি। তত্রৈবং সতি সূক্ষ্মরূপে চৈতন্যানুপ্রবেশে তদ্গৃহীতে স্থূলরূপেঽপি চৈতন্যস্যানুপ্রবেশেন তত্তদ্দেবতানাং প্রাণনসম্ভাষণাদিব্যবহারোচ্ছেদ এব স্যাৎ তস্মাদনিচ্ছয়াঽপি চৈতন্যবিশিষ্টায়াএব তত্তচ্ছক্তেরুপাস্যত্বং বক্তব্যমিতি।

নন্বেবঞ্চেৎ কিমর্থং মায়াদিশব্দৈর্ব্যবহারো ভগবত্যাঃ শাস্ত্রে ক্রিয়তে লক্ষণাদিদোষাভাবায় স্পষ্টপ্রতিপত্তয়ে ব্রহ্মাদিশব্দৈরেব কুতো ন ব্যবহারঃ ক্রিয়ত ইতি চেচ্ছৃণু। চতুর্ব্যূহাত্মকং হি ব্রহ্মণো রূপম্। বিরাড্‌হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতব্রহ্মরূপম্। তত্র দেব্যুপাসনা ব্যূহান্তর্গতস্য কস্য

সর্ব্বলোকহিতপ্রদ গূঢ় অলৌকিক বাক্য সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে সুমুখি! আমি কোন স্থলেই কেবল মায়ার উপাস্যত্বের কথা বলি নাই, বস্তুতঃ তন্ত্রে মায়াধিষ্ঠান চৈতন্যেরই উপাস্যত্বের বিষয় উপদেশ করা হইয়াছে। স্থলবিশেষে প্রযুক্ত মায়াশক্ত্যাদিশব্দ বিশিষ্টেরই লক্ষ্যক জানিবে। অতএব, মায়াদিশব্দ দ্বারা ব্রহ্মেরই উপাস্যত্ব উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে যে মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য এইরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রথম পক্ষ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে মায়াশক্ত্যাদি এইরূপ প্রয়োগ দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষ উপপাদিত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মায়াবাচক হ্রীংকার বীজের মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম বাচকত্ব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। "শক্ত্যক্ষরাণি শেষাণি হ্রীংকার উভয়াত্মকঃ"। অর্থাৎ শেষের অক্ষর সকল শক্তিস্বরূপ, হ্রীংকার উভয়াত্মক অর্থাৎ শিবশক্ত্যাত্মক। যদি কেবল মায়ারই উপাস্যত্ব বলা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে সেই ভ্রান্তবাদীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিও যে কেবল জড়ের উপাসনা করিতে গিয়া তত্তৎদেবতা বিগ্রহের প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা ও জীবাদি বিশিষ্টত্ব করা হয় কি নিমিত্ত? অতএব নিশ্চয় জানিও যে সেই দেবী ভগবতীর স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ দুই প্রকার ভেদ, তাহার মধ্যে সূক্ষ্মরূপ মুখ্য অর্থাৎ উহা প্রবল অধিকারীদেরই বুদ্ধিগম্য। আর স্থূল রূপটী দুর্ব্বলাধিকারীদিগের জন্য। অর্চ্চনাদিকালে দর্শনাদি ব্যবহারোপযোগিতা জন্য সেই সকল দুর্ব্বলাধিকারি কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া সূক্ষ্মরূপই স্থূলরূপ গ্রহণ করে। যদি বল যে সূক্ষ্মরূপেই চৈতন্যের অনুপ্রবেশ হয় কিন্তু স্থূলরূপে নহে, তাহা হইলে স্থূলরূপ উপাসক সাধকের উপাস্য তত্তৎ দেবতার জীবিতবৎ কার্য্যকরণ ও সম্ভাষণাদি ব্যবহারের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়। অতএব ইচ্ছা না থাকিলেও চৈতন্যবিশিষ্ট তত্তৎ শক্তির উপাস্যত্ব স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

পদার্থস্যেতি শঙ্কায়াম্। বিরাড়্‌হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতানাং তদধিষ্ঠাতৃণাং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাঞ্চ। মৈত্রায়ণীয়শ্রুতৌ একৈকং গুণময়ত্বেন কীর্ত্তনাৎ গুণত্রয়সাম্যাবস্থায়া মায়ায়াঃ প্রকৃত্যাদি-শব্দবাচ্যত্বেন তস্যাশ্চ তুরীয়ব্রহ্মাশ্রিতত্বেন শাস্ত্রেষূক্তত্বাৎ। তদেব মায়াবিশিষ্টং তুরীয়ং ব্রহ্মৈব ভগবত্যুপাসনায়াং গ্রাহ্যমিতি বৃহদর্থপ্রদর্শনার্থং তথা মায়াদিশব্দৈর্ব্যবহারস্য সত্ত্বাৎ। তথাচ মৈত্রায়ণীয়শ্রুতিঃ। "তমো বা ইদমেকমগ্র আসীৎ তৎ পরে স্যাৎ তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ রজস্তদ্রজঃ খল্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ সত্ত্বস্য রূপমিতি"। অনেন বাক্যেন মায়ায়াস্তমঃশব্দিতায়াঃপরেণ ব্রহ্মণা নিত্যসম্বন্ধপ্রদর্শনেন জগৎকারণরূপং সাম্যাবস্থাত্মকং প্রদর্শিতম্। "অগ্রে তস্যৈতাস্তনবোঽথ যো হ খলু বাবাস্য তামসোংশোঽসৌ যোঽয়ং রুদ্রো যো হ খলু বাবাস্য রাজসোংশোঽসৌ ব্রহ্মা যো হ খলু বাবাস্য সাত্ত্বিকোংশোঽসৌ বিষ্ণুরিতি"গুণত্রয়োপাধিত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাং প্রতিপাদিতম্। তথা পুরাণাদিষু চ "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে-

যদি এরূপ বল যে, তবে শাস্ত্রে কি জন্য মায়াদি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ভগবতীর ব্যবহার স্বীকার করা হইয়াছে। লক্ষণাদি দোষের অভাবে স্পষ্ট প্রতিপত্তি নিমিত্ত ব্রহ্মাদি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা কি নিমিত্ত ব্যবহার করা হইল না? তবে বলিতেছি শ্রবণ কর। বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, অব্যাকৃত ও তুরীয়, ব্রহ্মের এই চতুর্ব্যূহাত্মকরূপ। যদি বল যে, দেবী উপাসনাটী তাহাদের মধ্যে কোন্ পদার্থে গ্রহণ করিবে। এইরূপ শঙ্কা উপস্থিত করিলে তদুত্তর এইরূপ; যথা, বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃত এবং তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতির প্রত্যেককে মৈত্রায়ণীয় শ্রুতিতে এক এক গুণময় বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে; কিন্তু, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপা মায়া শাস্ত্রে একবার প্রকৃত্যাদিশব্দবাচ্যত্ব আবার তুরীয় ব্রহ্মাশ্রিতত্ব রূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব, এইরূপ বৃহদর্থ প্রদর্শনের নিমিত্ত সেই মায়াবিশিষ্ট তুরীয় ব্রহ্মই ভগবতীর উপাসনা বিষয়ে গ্রহণীয় জানিবে। সেইজন্য মায়াদিশব্দ প্রয়োগ দ্বারা ব্যবহারের বিদ্যমানতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথাচ, মৈত্রায়ণীয়শ্রুতি। "তমো বা ইদমেকমগ্র আসীৎ তৎ পরে স্যাৎ তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্ বৈ রজঃ তদ্রজঃ খল্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্ বৈ সত্ত্বস্য রূপমিতি"। হে সৌম্য! এক্ষণে যাহাকে জগৎ বলিয়া বোধ করিতেছ, সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা কেবল তমোময় অব্যাকৃতরূপে সেই পরব্রহ্মেই বিলীন ছিল; পরে (সৃষ্ট্যুন্মুখসময়ে) সেই তমোভূত পদার্থ পরব্রহ্মপ্রেরিত হইয়া বৈষম্য ধর্ম্মপ্রাপ্ত হয়; তাহাতে প্রথমে রজোমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। পরে, ব্রহ্ম-প্রেরিত সেই রজঃ বিষমতা প্রাপ্ত হইলে, সত্ত্বরূপের প্রকাশ হয়। এই বাক্য দ্বারা তমঃ শব্দে ব্যবহৃত মায়ার পরব্রহ্মের সহিত নিত্য সম্বন্ধ প্রদর্শন পূর্ব্বক সাম্যাবস্থারই জগৎকারণতা দেখান হইয়াছে। "অগ্রে তস্যৈতাস্তনবোঽথ যো হ খলু বাবাস্য তামসোংশোঽসৌ যোঽয়ং রুদ্রো যো হ খলু বাবাস্য রাজসোঽংশোসৌ ব্রহ্মা যো হ খলু বাবাস্য সাত্ত্বিকোঽংশোসৌ বিষ্ণুঃ"। হে সৌম্য! সৃষ্টির পরবর্ত্তী কালে যিনি রুদ্ররূপে আখ্যাত হইয়াছেন, তিনিই তাঁহার তামস অংশ; যিনি ব্রহ্মরূপী তিনিই তাঁহার রাজস অংশ; এবং যিনি বিষ্ণুরূপে পরিকীর্ত্তিত, তিনিই তাঁহার সাত্ত্বিক অংশ। কিন্তু, সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহাঁরা সকলেই সেই পরব্রহ্মের অব্যাকৃত তনুরূপে ছিলেন। এই শ্রুতিতে ব্রহ্মা

গুর্ণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ”। ইত্যাদিসর্ব্বপুরাণেষু ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণামেকৈকগুণবত্ত্বমেব প্রতিপাদিতম্। ন হি মায়াপ্রকৃতিশক্ত্যাদিশব্দবাচ্যং বস্তু ব্রহ্মাতিরিক্তাশ্রয়কং ভবতি। যেন মায়াদিশব্দৈরুপাস্যং বস্তু মায়াবিশিষ্টব্রহ্মাতিরিক্তং ভবেৎ কিন্তু মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপমেবেতি। তৈঃ শব্দৈরুপাস্যবস্তুনি প্রতিপাদিতে মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপমেব ভগবতীরূপমুপাস্যং ভবেদিতি বোধনার্থমেব মায়াদিশব্দৈর্ভগবত্যা উপাসনকথনমিতি।

নন্ তর্হি “ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা” ইত্যত্রাপি মায়াশব্দো ব্রহ্মবিশিষ্টমায়াবাচকঃ স্যাৎ। ন চেষ্টাপত্তিঃ। তত্র কেবলায়া মায়ায়া এব বিবক্ষিতত্বাদিতি চেন্ন। ন হ্যস্মাভিঃ সর্ব্বত্র মায়াশব্দেন মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব সর্ব্বত্র গ্রাহ্যমিতি শপথঃ ক্রিয়তে যেনাতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। কিন্তু ক্বচিৎ সম্বন্ধিশব্দসমভিব্যাহারে কেবলমায়ায়া গ্রহণং যথাত্রৈব তথা নাশপ্রকরণে কেবলমায়ায়া গ্রহণম্। তথা সৃষ্টিস্থলেঽপি। “মন্মায়াশক্তিসংকৢপ্তং জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্। সাপি মত্তঃ পৃথগ্-

---

বিষ্ণু ও রুদ্রের গুণত্রয় রূপ উপাধিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেবল শ্রুতি নহে, পুরাণাদিতেও এইরূপ ভূরি ভূরি প্রয়োগ আছে। যথা, “সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ”। সেই পরমপুরুষ একমাত্র অদ্বিতীয় হইলেও সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ে সমন্বিত হইয়া হরি, বিরিঞ্চি ও হর এই তিনটী সংজ্ঞা ধারণ করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনে স্বরূপত একতত্ত্ব হইলেও সত্ত্ব মূর্ত্তি হইতেই মানবগণের শ্রেয়ঃ সংসাধিত হইয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্ব পুরাণেই ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্রের এক একটী গুণবত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। মায়া, প্রকৃতি বা শক্ত্যাদিশব্দবাচ্য বস্তু ব্রহ্মাতিরিক্ত আশ্রয়ক নহে। যাহাতে মায়াদি শব্দে উপাস্য বস্তু মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মাতিরিক্ত হইতে পারিবে? ফলতঃ তাহা মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই রূপ জানিবে। সেই সকল শব্দ দ্বারা উপাস্য বস্তু প্রতিপাদিত হওয়াতে, মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপই যে, উপাস্য ভগবতীরূপ সেইটী বোধ করাইবার নিমিত্তই মায়াদি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ভগবতীর উপাসনার বিষয় বলা হইয়াছে।

যদি বল, যে, তাহা হইলে, “ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা” এস্থলেও মায়া শব্দটী ব্রহ্মবিশিষ্ট মায়া বাক্য হউক? অথচ, এস্থলে, কেবল মাত্র মায়ারই বিবক্ষিতত্ব প্রযুক্ত কোন ইষ্টাপত্তিও নাই, বস্তুতঃ তাহা নহে। কেননা, সর্ব্বত্র মায়া শব্দের প্রয়োগ থাকিলেই যে, সকল স্থলেই মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে হইবে আমরা ত, কোথাও এরূপ শপথ করিয়া বলি নাই, যাহাতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ উত্থাপিত হইতে পারিবে। পরন্তু, কোন স্থলে সম্বন্ধি শব্দ সমভিব্যাহারে কেবল মায়ারই গ্রহণ; যেরূপ, এস্থলে, সেইরূপ নাশ প্রকরণে কেবলমাত্র মায়ারই গ্রহণ, এবং সৃষ্টি বিষয়ে ও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। যথা, “মন্মায়া শক্তিসংকৢপ্তং জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্। সাপি মত্তঃ পৃথগ্বিপ্রা নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ”। হে বিপ্রগণ! এই সচরাচর বিশ্বসংসার আমার মায়াশক্তিসংকল্পিত; কিন্তু তিনিও বাস্তবিক আমা হইতে ভিন্ন বস্তু নহেন। ইত্যাদি স্থলে কেবল মায়া মাত্রেরই গ্রহণ বটে; কিন্তু, উপাসনা

বিপ্রা নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ” ইত্যাদৌ। উপাসনাস্থলে তু তদ্বিশিষ্টব্রহ্মণো গ্রহণমিতি যথাযথমূহনাত্ম্জ্ঞেয়মিতি। তথা চ “ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিঃ” ইত্যাদৌ ত্বমধিষ্ঠানব্রহ্মরূপিণী সতী বৈষ্ণবী যা মায়াশক্তিরস্তি তদ্রূপিণ্যসীত্যর্থঃ। তেন চ ব্রহ্মরূপত্বমেব ভগবত্যাঃ প্রতিপাদিতম্। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্। যদ্বা ব্রহ্মণো জগৎকারণস্যোভয়াত্মকত্বাৎ কচিন্মায়োপসর্জনব্রহ্মণ উপাসনং তত্র শক্তিঃ সহায়ভূতা ইদঞ্চ মতং শিবপুরাণাদিষু স্পষ্টম্। “তস্মাৎ সহ তয়া দেবং হৃদি পশ্যন্তি যে শিবম্। তেষাং শাশ্বতিকী শান্তির্নেতরেষাং কদাচন”। ইত্যাদি বচননিচয়ৈঃ। কচিচ্চ ব্রহ্মোপসর্জনমায়ায়া উপাসনং তত্র ভগবতীবিষয়ে ব্রহ্মোপসর্জনমায়ায়া এবোপাসনমিতি দর্শয়িতুং মাযাশক্ত্যাদিশব্দৈঃ শাস্ত্রে ভগবত্যা ব্যবহারঃ ক্রিয়ত ইতি। ইদঞ্চ মতং সর্ব্বতন্ত্রাভিমতং পুরাণাভিমতঞ্চ। “শিবেন সহিতাং দেবীং ভাবয়েদ্ভুবনেশ্বরীম্”। ইতি ভুবনেশ্বরীপারিজাতাদিবচননিচয়াত্তদুক্তং কূর্ম্মপুরাণে। “অস্যাস্ত্বনাদিসংসিদ্ধমৈশ্বর্য্যমতুলং মহৎ। তৎসম্বন্ধাদনন্তৈষা রুদ্রেণ পরমাত্মনা”। ইত্যাদীনি বচনানি দেবীভাগবতাদিসর্ব্বপুরাণেষু দ্রষ্টব্যানি। উভয়পক্ষেঽপি ব্রহ্মণশ্চিদংশ উপাসনায়ামাগত এবেতি ন মুক্তাবুপাস্যস্বরূপানন্বয়িত্বরূপং দূষণং ন বাশ্রদ্ধেয়তেতি।

স্থলে মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই গ্রহণ। এইরূপ, স্থল বিশেষে যথাসম্ভব অধ্যাহার দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। অপিচ, “ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিঃ”। এস্থলের অর্থ এইরূপ করিতে হইবে। হে মাতঃ! তুমি অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্মরূপিণী হইয়াও, শাস্ত্রে বৈষ্ণবী মায়া শক্তি নামে যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহাও তুমি। এই সমস্ত বাক্য দ্বারা ভগবতীর ব্রহ্মরূপত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ অন্যত্রও উহ্য করিতে হইবে। অথবা, জগৎকারণ ব্রহ্মের উভয়াত্মকতা প্রযুক্ত কোনস্থলে মায়োপসৃষ্ট ব্রহ্মের উপাসনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে; সেস্থলে, শক্তিকে সহায়ভূতা বলিয়া জানিতে হইবে; এই মতটী শিবপুরাণে স্পষ্টতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, “তস্মাৎ সহ তয়া দেবং হৃদি পশ্যন্তি যে শিবম্। তেষাং শাশ্বতিকী শান্তির্নেতরেষাং কদাচন”। অতএব, (যে সমস্ত মহাত্মা যোগেশ্বর পুরুষ সেই পরাশক্তির সহিত পরম মঙ্গলময় পরমদেবকে নিজ হৃদয়পদ্মে জ্ঞাননেত্রে সাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদিগেরই কেবল নিত্যশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, অপরের নহে।) এইরূপ বহুবচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কোন স্থলে আবার ব্রহ্মবিশিষ্ট মায়ার উপাসনার বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে স্থলে, ভগবতী বিষয়ে ব্রহ্মবিশিষ্ট মায়ারই যে উপাসনা, সেইটী দেখাইবার নিমিত্ত, মায়া শক্ত্যাদিশব্দ প্রয়োগ দ্বারা শাস্ত্রে ভগবতীর ব্যবহার করা হইয়াছে। এই মতটী তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্র সম্মত জানিবে। (“শিবেন সহিতাং দেবীং ভাবয়েদ্ ভুবনেশ্বরীম্”। শিবের সহিত দেবী ভুবনেশ্বরীকে হৃদয়ে ভাবনা করিবে। ভুবনেশ্বরীপারিজাতাদির এই সকল বচন দ্বারাও স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। অপিচ, কূর্ম্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে, “অস্যাস্ত্বনাদিসংসিদ্ধমৈশ্বর্য্যমতুলং মহৎ। তৎসম্বন্ধাদনন্তৈষা রুদ্রেণ পরমাত্মনা”। এই মায়াশক্তির অনুপম সুমহৎ ঐশ্বর্য্য দেদীপ্যমান; সেই সম্বন্ধ হেতু ইনি পরমাত্মা রুদ্রের সহিত অনন্তরূপিণী। এই সমস্ত বচন দেবীভাগবত প্রভৃতি সমস্ত পুরাণেই দেখিতে পাইবে। ফলকথা, উভয় পক্ষেই উপাসনা বিষয়ে ব্রহ্মের

ইত্থং ভগবত্যুপাসনায়াঃ স্বরূপে নির্ণীতে ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রশক্ত্যুপাসনাসু কস্যোপাসনা বরিষ্ঠেত্যস্য বিচারঃ ক্রিয়তে। তত্র "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি সামানাধিকরণ্যেন সর্ব্বপদার্থমাত্রস্য ব্রহ্মরূপত্বেপি ভক্তানাং চেতসোবলম্বায় পরমেশ্বরেণ মলিনশুদ্ধতরশুদ্ধতমা বিভূতয়ঃ শুদ্ধিতারতম্যেন কল্পিতাঃ। তাশ্চ গীতাদিশাস্ত্রেষু বিভূত্যধ্যায়ে ছান্দোগ্যাদিষু চ "প্রাণো ব্রহ্ম আদিত্যো ব্রহ্ম মনো ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যৈঃ প্রদর্শিতাঃ। তত্র চ সর্ব্ববিভূতিষু ব্রহ্মণঃ সমানত্বেনাবস্থানেঽপি যথাপাত্রমণিকৃপাণদর্পণাদিষু শুদ্ধিতারতম্যেন প্রতিবিম্বফলনস্যাপি তারতম্যং এবং বিভূতিষু চ শুদ্ধিতারতম্যেনৈব ব্রহ্মণঃ প্রসাদকরণতারতম্যং প্রতিবিম্বফলনতারতম্যঞ্চেতি যাভির্যাভির্ব্বিভূতিভির্যথা যথা প্রতিবিম্বফলনপ্রসাদকরণস্য চ তারতম্যঞ্চ ভবতি তথা তথা তস্যা বিভূতেরুৎকৃষ্টত্বমুৎকৃষ্টতরত্বমুৎকৃষ্টতমত্বমিত্যাদিব্যবহারঃ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধো নির্ব্বিবাদস্তথা চ সতি ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণামেকৈকগুণোপাধিত্বেনৈকৈকগুণাপেক্ষয়া সাম্যাবস্থায়াস্তত্তদ্‌গুণমূলভূতায়া আধিক্যেনৈকৈকগুণোপাধিব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাপেক্ষয়া সাম্যাবস্থোপাধিকায়া ভগবত্যা এবোপাসনং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্। সাম্যাবস্থায়াঃ সর্ব্বকারণভূতায়াঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাৎ। কিঞ্চ প্রথমতো ব্রহ্মণি মায়া তস্যা ব্রহ্মণা অব্যবহিতঃ সম্বন্ধঃ। তদুত্তরং গুণানামুদ্ভবান্মায়াদ্বারকঃ সম্বন্ধো গুণানামিতি সাম্যাবস্থায়ামব্যবহিতঃ সম্বন্ধো ব্রহ্মণ ইতি। সৈবোপাসনা

চিদংশ সমাগত হইতেছে; অতএব, মোক্ষাবস্থায় উপাস্য স্বরূপের অনন্বয়িত্বরূপ দূষণ বা অশ্রদ্ধেয়তা ইত্যাদি কোন প্রকার দোষেরই সংস্পর্শ হইতে পারে না।

এইরূপে ভগবতীর উপাসনাস্বরূপ নির্ণীত হইলে এক্ষণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও শক্তির উপাসনা মধ্যে কাহার উপাসনা শ্রেষ্ঠ এতদ্বিষয়ক বিচার করা যাইতেছে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই দৃশ্যমানাদি সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম,এইরূপ সামানাধিকরণ্য দ্বারা সকল পদার্থেরই ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইলেও ভক্তগণের দুর্ব্বল চিত্তের অবলম্বনজন্য, পরমেশ্বর চিত্তশুদ্ধিতারতম্যে মলিন, শুদ্ধতর এবং শুদ্ধতম বিভূতি সকলের সৃজন করিয়াছেন। এই বিভূতি সকল গীতাদি শাস্ত্রে বিভূতি অধ্যায়ে এবং ছান্দোগ্যোপনিষদে "প্রাণো ব্রহ্ম আদিত্যো ব্রহ্ম মনো ব্রহ্ম" প্রাণই ব্রহ্ম সূর্য্যই ব্রহ্ম মনই ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্য দ্বারায় বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে। কিন্তু,সেই বিভূতি সকলে একমাত্র ব্রহ্মেরই সমান রূপে অবস্থান থাকিলেও, যেরূপ বিশুদ্ধির তারতম্য হেতুক মণি, তরবারি ও দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বের তারতম্য হইয়া থাকে,সেইরূপ বিভূতি সকলের বিশুদ্ধি তারতম্য হেতুই ব্রহ্মের প্রসন্নতা এবং প্রতিবিম্বেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অতএব যে যে বিভূতি দ্বারা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ও প্রসাদ করণের যে যে রূপ তারতম্য ঘটে, সেই সেই রূপে বিভূতি সকলের উৎকৃষ্টত্ব উৎকৃষ্টতরত্ব এবং উৎকৃষ্টতমত্ব হইয়া থাকে; এ জন্য সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ এই ব্যবহারে কোনও বিরোধের আশঙ্কা নাই। যদি এরূপ হইল তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্রের এক একটি গুণোপাধিকত্ব হেতু, সর্ব্বগুণকারণস্বরূপ সাম্যাবস্থোপহিতা ভগবতীর উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। কারণ, এক একটী গুণ অপেক্ষা সেই সেই গুণের মূলীভূত সাম্যাবস্থারই আধিক্য হইয়া থাকে। আর, প্রথমতঃ ব্রহ্মের সহিত মায়ার অব্যবহিত অর্থাৎ ব্যবধানশূন্য সম্বন্ধ; তদুত্তর গুণগণের উদ্ভব হেতু মায়া দ্বারা গুণের সম্বন্ধ; অতএব সাম্যাবস্থায়ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ

মুখ্যা সর্ব্বোৎকৃষ্টা চ। অতএব সূতসংহিতাদিষু রীতিরিয়মুক্তা। "পরতত্ত্বপ্রকাশস্তু রুদ্রস্যৈব মহত্তরঃ। ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিদেবানাং ন তথা মুনিপুঙ্গবাঃ" ইত্যাদি। "রুদ্রঃ কথঞ্চিৎকার্য্যার্থং মনুতে রুদ্ররূপতাম্। ন তথা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পরিস্ফূর্ত্ত্যল্পতাবলাৎ"। ইতি সূতগীতাসু। ননু ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণামেকৈকগুণোপাধিত্বে সর্ব্বসম্মতে কথং সাম্যাবস্থাত্মকত্বেনাপি তেষাং পুরাণাদিষূপবর্ণনমিতি চেন্ন। তদন্তর্গতব্রহ্মণএব সাম্যাবস্থাত্মকত্বেন তদভেদাৎ তেষামপি তদাত্মকত্বকথনমিত্যাশয়াৎ। অতএব তাপনীয়ে নৃসিংহস্য সত্ত্বোপহিতবিষ্ণোরবতারত্বে সর্ব্বশ্রুতিপুরাণনিশ্চিতে সত্যপি সাম্যাবস্থাত্মকত্বেন বর্ণনং সঙ্গচ্ছতে। তস্মাদাম্নায়াশক্ত্যাখ্যব্রহ্মরূপভগবত্যুপাসনৈব মুখ্যা সর্ব্বোৎকৃষ্টা চেতি। সৈব সর্ব্বকামার্থিভির্মুমুক্ষুভিশ্চোৎকৃষ্টবস্তূপাসনেচ্ছুভিরাশ্রয়ণীয়েত্যর্থাৎ প্রাপ্তমপি পুরাণান্তরবচনৈঃ স্পষ্টমুপপাদ্যতে। তদুক্তং দেবীমাহাত্ম্যে। "ব্রহ্মবিদ্যা জগদ্ধাত্রী সর্ব্বেষাং জননী তথা। যয়া সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। সৈব সেব্যা চ পূজ্যা চ নান্যদ্বৈ দেবতান্তরম্" ইতি। তথা তন্ত্রেষু "এবং যঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা প্রত্যহং পরমেশ্বরীম্। ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং দেবীসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ। যো ন পূজয়তে

অব্যবহিত। অতএব সেই ভগবতীর উপাসনাই মুখ্য এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সূতসংহিতাদিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে। যথা, "পরতত্ত্বপ্রকাশস্তু রুদ্রস্যৈব মহত্তরঃ। ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিদেবানাং ন তথা মুনিপুঙ্গবাঃ"। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! রুদ্রদেবেরই মহৎ পরমতত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে, ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের তাদৃশ হয় নাই। সূতগীতাতেও উক্ত আছে। "রুদ্রঃ কথঞ্চিৎকার্য্যার্থং মনুতে রুদ্ররূপতাম্। ন তথা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পরিস্ফূর্ত্ত্যল্পতাবলাৎ"। রুদ্রদেবই কার্য্যবিশেষের জন্য রুদ্রমূর্ত্তি ধরিতে সমর্থ। অন্য দেবগণ অল্পবলপ্রযুক্ত তাদৃশ লাভে সমর্থ নন। যদি বল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্রের এক একটী গুণোপাধিত্ব সর্ব্বসম্মত হইলেও কি জন্য পুরাণাদিতে সাম্যাবস্থরূপে বর্ণনা আছে? ইহার কারণ, তাহাদের অন্তরস্থ ব্রহ্মের সাম্যাবস্থা স্বরূপ তাহার সহিত অভেদ করিয়া পুরাণাদিতে ব্রহ্মাদির সাম্যাবস্থা স্বরূপ বর্ণনা হইয়া থাকে। অতএব, তাপনী শ্রুতিতে নৃসিংহ সত্ত্বোপাধি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সকল শ্রুতি ও পুরাণে বর্ত্তমান থাকিলেও সাম্যাবস্থা রূপে বর্ণনা সঙ্গত হইতেছে। অতএব এই ভগবতীর উপাসনা, অভীষ্টফললাভেচ্ছু মুমুক্ষু ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তুর আরাধনাভিলাষী ব্যক্তিগণের একান্ত আশ্রয়ণীয় ইহা অর্থতঃ প্রাপ্ত হইলেও পুরাণ সকলের বচন দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত করা যাইতেছে। দেবীমাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্মবিদ্যা জগদ্ধাত্রী সর্ব্বেষাং জননী তথা। যথা সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। সৈব সেব্যা চ পূজ্যা চ নান্যদ্বৈ দেবতান্তরম্"। যিনি এই সমস্ত চরাচর ত্রিলোক ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন, যিনি সকলের জননী স্বরূপা, সেই জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী ভগবতীই সেবা ও পূজার যোগ্যা; অন্য দেবতা নহে। তথা তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত আছে। "এবং যঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা প্রত্যহং পরমেশ্বরীম্। ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং দেবীসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ। যো ন পূজয়তে নিত্যং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্। ভস্মীকৃত্যাস্য পুণ্যানি নির্দ্দহেৎ পরমেশ্বরী"। যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক প্রত্যহ পরমেশ্বরী ভগবতীকে পূজা করে, সে ইহলোকে যথেষ্ট ভোগ লাভ করিয়া পরে দেবীর সাযুজ্য লাভ করে এবং যে

নিত্যং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্। ভস্মীকৃত্যাস্য পুণ্যানি নির্দহেৎ পরমেশ্বরী” ইতি। অনেন বচনেন ভগবত্যুপাসনায়াঃ সন্ধ্যাদিকর্ম্মবন্নিত্যত্বং নিত্যপদোচ্চারণেন স্পষ্টমেব বোধিতম্। তথা পুরাণান্তরে। “আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ। মাতুঃ পরতরং কিঞ্চদধিকং ভুবনত্রয়ে” ইতি। তথা “ওঁকারং পিতৃরূপেণ গায়ত্রীং মাতরং তথা। পিতরৌ যো ন জানাতি স বিপ্রস্ত্বন্যরেতজঃ” ইতি। তথা কালোত্তরে। “ধিগ্‌ধিগ্‌ধিগ্‌ধিক্ চ তজ্জন্ম যো ন পূজয়তে শিবাম্। জননীং সর্ব্বজগতঃ করুণারসসাগরাম্” ইত্যাদিপুরাণেষু তন্ত্রেষু চ বহূনি বচনানি দ্রষ্টব্যানি। বিস্তরস্তু মৎকৃতশক্তিতত্ত্ববিমর্শিন্যাং দ্রষ্টব্যঃ। অয়ঞ্চোপোদ্ঘাতোক্তার্থো-ঽস্মাভির্দেবীভাগবতস্থিতৌ সপ্তশত্যঙ্গষট্‌কব্যাখ্যানে চোক্তঃ। তস্যা ভগবত্যাঃ পুরাণস্য দেবীভাগবতস্য সমঞ্জসগৌড়পাঠানুরোধেন ব্যাখ্যানং যথামতি প্রারভ্যতে॥

লোক, ভক্তবৎসলা দেবীকে নিত্য পূজা না করে, পরমেশ্বরী তাহার পুণ্য সকল ভস্মীভূত করিয়া অপার দুঃখ প্রদান করেন। এই বচনে নিত্য পদ প্রয়োগ থাকায় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যের ন্যায় ভগবতীর উপাসনার নিত্যত্ব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। পুরাণান্তরেও উক্ত আছে, “আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ। মাতুঃ পরতরং কিঞ্চি-দধিকং ভুবনত্রয়ে”। সেই পরমাশক্তি ভগবতী সমস্ত দেবদানবকর্ত্তৃকও আরাধনীয়া। কারণ, ত্রিভুবনে মাতার পর অধিক পূজনীয় কোন বস্তুই নাই। তথা “ওঁকারং পিতৃরূপেণ গায়ত্রীং মাতরস্তথা। পিতরৌ যো ন জানাতি স বিপ্রস্ত্বন্যরেতজঃ”। যে ব্যক্তি পিতৃরূপী ওঁকার এবং মাতৃস্বরূপিণী গায়ত্রীকে না জানে সে নিশ্চয়ই জারজ সন্দেহ নাই। তথা কালোত্তরে উক্ত হইয়াছে। “ধিগ্‌ধিগ্‌ধিগ্‌ধিক্ চ তজ্জন্ম যো ন পূজয়তে শিবাম্। জননীং সর্ব্বজগতঃ করুণারসসাগরাম্”। যে ব্যক্তি সর্ব্বজগতের জননী, দয়াময়ী মঙ্গলা ভগবতীকে পূজা না করে তাহার জন্মকে শতবার ধিক্। এইরূপ শতশত প্রমাণ পুরাণান্তরে অন্বেষণ করিলেই দেখিতে পাইবে। এবিষয়ের বিস্তৃতরূপে মীমাংসা মৎকৃত শক্তিতত্ত্ববিমর্শিনী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এবং এই উপক্রান্ত বিষয় আমরা সপ্তশতীর অঙ্গষট্‌ক ব্যাখ্যায় দেবীভাগবতের স্থিতিবিষয়ে বিশেষরূপে বলিয়াছি। এক্ষণে সঙ্গত গৌড় পাঠানুসারে এই ভগবতীপুরাণ দেবীভাগবতের ব্যাখ্যায় যথামতি প্রবৃত্ত হইলাম।

ঙ তৎসৎ

শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতম্‌।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সর্ব্বচৈতন্যরূপান্তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি।
বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১ ॥

তত্র তু প্রথমেঽধ্যায়ে পঞ্চবিংশতিপদ্যকৈঃ।
পুরাণবিষয়ঃ প্রশ্ন ঋষীণাং সমুদীর্য্যতে ॥

তত্রাদৌ ভগবান্‌ বাদরায়ণো গ্রন্থপ্রতিপাদ্যদেবতাতত্ত্বানুস্মরণলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি। সর্ব্বচৈতন্যরূপামিতি। চৈতন্যমিত্যত্র স্বার্থে ষ্যঞ্। চৈতন্যমাত্মেতি। শিবসূত্রে তথা দর্শনাৎ। তথা চ চেতনাত্মরূপামিত্যর্থঃ। নন্থ তথাপি তস্য নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ। প্রচোদয়াদিতি প্রেরণাকর্ত্তৃত্বপ্রতিপাদনমনন্বিতং ভবতীত্যাশঙ্কায়ামাহ। আদ্যাং বিদ্যাং চেতি। আদ্যামনাদিভূতাং বিদ্যাং ব্রহ্মবিষয়কশুদ্ধসত্ত্বান্তর্ম্মুখপ্রতিবিম্ববিশিষ্টবৃত্তিরূপাং যাং তাপনীয়াস্তুরীয়োপাধিমাহুঃ। একৈব শক্তিরন্তর্মুখতয়া বিলসন্তী বিদ্যাতত্ত্বরূপিণী তদুপাধিক আত্মা তুরীয় ইত্যুচ্যতে। বহির্ম্মুখতয়া বিলসন্ত্যবিদ্যাতত্ত্বরূপিণীতদুপাধিক আত্মা প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে ইতি তেষাং সিদ্ধান্তঃ। চকারঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। আত্মরূপান্তাং প্রসিদ্ধাং আদ্যাং বিদ্যাঞ্চ। আদ্যপদস্য দেহলীদীপকন্যায়েনোভয়ত্রান্বয়ঃ। তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি ধ্যায়ামঃ। ধ্যানবিষয়ত্বমুভয়োর্ম্মিলিতয়োরেব। ন তু প্রত্যেকং সমুচ্চয়ার্থকচকারাৎ। তথা চ। মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণ এব ধ্যানবিষয়ত্বাত্তস্য চ শবলত্বেন নিষ্ক্রিয়ত্বাভাবাৎ। নঃ প্রচোদয়াদিতি। প্রেরণকর্ত্তৃত্বমনন্বিতমিতি বোধ্যম্‌। যৈতাদৃশী সেয়ং ধ্যাতা ভগবতী মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী নোঽস্মাকং বুদ্ধিং ধ্যানং কর্ত্তুং প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ। প্রার্থনায়াং লিঙ্‌। তেন চ নিরন্তরমস্মচ্চেতোবৃত্তয়স্তদাসক্তা ভবন্ত্বিত্যর্থঃ। গায়ত্র্যা অন্তর্যামিব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বস্য সর্ব্ববেদসম্মতত্বেন গায়ত্রীপদগায়ত্রীচ্ছন্দোঘটিতমঙ্গলাচরণেনৈতদ্ভাগবতপ্রতিপাদ্যমপি বস্তু মায়াবিশিষ্টাঽন্তর্যামিব্রহ্মরূপমিতি বোধিতম্‌। যথা চায়মর্থস্তথোপোদ্‌ঘাতে এব দর্শিতমগ্রে চ তত্র তত্র দর্শয়িষ্যামঃ। তথাচ তদ্ভক্তস্তদ্‌গুণশুশ্রূষুরধিকারী। ফলঞ্চ জ্ঞানপ্রাপ্ত্যা মোক্ষ ইত্যগ্রে দর্শয়িষ্যতি ॥ ১ ॥

ওঁ শ্রীশ্রীগণাধিপতয়ে নমঃ।

ওঁ শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরঃ শিবো জয়তি ॥

সেই গুণাতীতা সর্ব্বভূতের আত্মরূপা বিশুদ্ধসত্ত্বোপহিতা অনাদি ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণীকে ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিকে সচেতন পূর্ব্বক কর্ম্মানুসারে নিয়োগ করিতেছেন। অর্থান্তর; যিনি স্বরূপতঃ গুণাতীত ও সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপা হইয়াও বিশুদ্ধ সত্ত্বোপাধি স্বীকার করিয়া আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিসকলকে সচেতনপূর্ব্বক স্বস্বকর্ম্মানুসারে নিয়োগ করিতেছেন সেই অনাদি ব্রহ্মবিদ্যারূপিণীকে ধ্যান করি। ১।

শৌনক উবাচ।

সূত সূত মহাভাগ! ধন্যোঽসি পুরুষর্ষভ!।
যদধীতাস্ত্বয়া সম্যক্ পুরাণসংহিতাঃ শুভাঃ ॥ ২ ॥
অষ্টাদশপুরাণানি কৃষ্ণেন মুনিনাঽনঘ!।
কথিতানি সুদিব্যানি পঠিতানি ত্বয়াঽনঘ! ॥ ৩ ॥
পঞ্চলক্ষণযুক্তানি সরহস্যানি মানদ!।
ত্বয়া জ্ঞাতানি সর্ব্বাণি ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ ॥ ৪ ॥
অস্মাকং পুণ্যযোগেন প্রাপ্তস্ত্বং ক্ষেত্রমুত্তমম্।
দিব্যং বিশ্বসনং পুণ্যং কলিদোষবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫ ॥

ইত্থং মঙ্গলাচরণং নির্ব্বিঘ্নতয়া গ্রন্থসমাপ্তিফলকং কৃত্বা প্রশ্নমুত্থাপয়তি শৌনক ইতি। সূতেতি বীপ্সাঽতিশয়প্রেমবিষয়ত্বপ্রদর্শনার্থা। ধন্যত্বে হেতুমাহ। যদধীতা ইতি। অত্যন্তং দুর্লভমেব পুরাণসংহিতাধ্যয়নং যস্মাত্ত্বয়া সম্পাদিতং তস্মাত্ত্বং ধন্য এবেত্যর্থঃ॥ ২ ॥ কাস্তাঃ সংহিতাস্তত্রাহ অষ্টাদশেতি। অষ্টাদশপুরাণান্যেব পুরাণসংহিতা ইত্যর্থঃ॥ ৩ ॥ পঞ্চলক্ষণেতি। তানি চ বক্ষ্যমাণানি। সরহস্যানীতি। নানামন্ত্রবিধানশক্তিপাতপ্রকারপ্রতিপাদনাদিরহস্যার্থসহিতানীত্যর্থঃ। ননু তেনোক্তানি ময়া শ্রুতানি পরন্তু তদর্থো মম মনসি নাগত ইতি চেত্তত্রাহ ত্বয়া জ্ঞাতানীতি। যদি তব যোগ্যতা ন স্যাত্তর্হি ব্যাসো নৈব বদেৎ। যস্মাত্তেনোক্তানি তস্মাত্ত্বয়া জ্ঞাতান্যেবেতি নিশ্চীয়ত ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥ এতাদৃশস্য তবাস্মাকঞ্চ সমাগমঃ এতাদৃশপুণ্যক্ষেত্রে দুর্লভ এব। তথাপি যদস্মাভিরনেকজন্মসু পুণ্যমাচরিতং তদ্যোগাদেব সমাগমঃ সুলভো জাত ইত্যাহ অস্মাকমিতি। বিশ্বসনং তন্নামকং তদ্ব্যুৎপত্তিশ্চান্যত্রোক্তা। মুনিবিশ্রামদেশো যস্তত্তু বিশ্বসনং স্মৃতমিতি ॥ ৫ ॥ অস্ত্বেতত্তথাপি ভবতাং কিমভিলষণীয়মিতি চেত্তত্রাহ

কোন সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নশিষ্য সূতকে নৈমিষারণ্যে সমাগত দেখিয়া ভৃগু-কুলতিলক শৌনক প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সূত! এই ভূমণ্ডলে তুমিই মহাপুরুষ, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই; কেননা, তুমি এই জগতীতলে জীব নিবহের পরমমঙ্গলময়ী পুরাণসংহিতা সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছ, অতএব জ্ঞানিগণমধ্যে তুমিই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছ ॥ ২ ॥ অপিচ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত অলৌকিক-রহস্যপরিপূরিত পঞ্চলক্ষণসমন্বিত অষ্টাদশপুরাণপাঠপ্রভাবে অন্তরে সম্যক্ বিমলতা লাভ করিয়াছ ॥ ৩ ॥ বিশেষতঃ তুমি সর্ব্বদা সাধু ও গুরুজনের মান দান করিয়া থাক বলিয়া সেই পুণ্যফলে সত্যবতী-নন্দন ব্যাসের প্রসাদে অধীতপুরাণসমূহের সারার্থ পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছ ॥ ৪ ॥ বৎস! এই ক্ষেত্র অতি পবিত্র এই নিমিত্ত ইহা বিশ্বসনক্ষেত্র (মুনিগণের বিশ্রাম স্থল) বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং ঈদৃশ কলিদোষ-বিবর্জ্জিত দিব্য পবিত্রক্ষেত্রে বিষয়াকৃষ্টচেতা বিলাসিগণের সম্বন্ধ নাই। ইহা কেবল তত্ত্বদর্শি মননশীল মহর্ষি-বৃন্দেরই আরাম স্থল বলিয়া জানিবে। পরন্ত বোধ হয় আমাদেরই কোন সুকৃতি ফলে সহসা তুমি এস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ; কারণ, আমাদের সকলেরই সেই নির্ম্মল জ্ঞানপ্রদ

সমাজোঽয়ং মুনীনাং হি শ্রোতুকামোঽস্তি পুণ্যদাম্।
পুরাণসংহিতাং সূত! ব্রূহি ত্বং নঃ সমাহিতঃ॥ ৬॥
দীর্ঘায়ুর্ভব সর্ব্বজ্ঞ! তাপত্রয়বিবর্জ্জিতঃ।
কথয়াদ্য মহাভাগ! পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্॥ ৭॥
শ্রোত্রেন্দ্রিয়যুতাঃ সূত! নরাঃ স্বাদবিচক্ষণাঃ।
ন শৃণ্বন্তি পুরাণানি বঞ্চিতা বিধিনা হি তে॥ ৮॥
যথা জিহ্বেন্দ্রিয়াহ্লাদঃ ষড্রসৈঃ সংপ্রপদ্যতে।
তথা শ্রোত্রেন্দ্রিয়াহ্লাদো বচোভিঃ সুধিয়াং স্মৃতঃ॥ ৯॥
অশ্রোত্রাঃ ফণিনঃ কামং মুহ্যন্তি হি নভোগুণৈঃ।
সকর্ণা যে ন শৃণ্বন্তি তেঽপ্যকর্ণাঃ কথং ন চ॥ ১০॥

সমাজোঽয়মিতি॥ ৬॥ দীর্ঘায়ুর্ভবেতি। অনেন গুরাবতিভক্তিঃ স্বস্মিংশ্চাতিশয়েন শুশ্রূষা বর্ত্তত ইতি বোধিতম্। ব্রহ্মসম্মিতং বেদসম্মিতং বেদার্থস্যৈব প্রতিপাদকমিত্যর্থঃ। নহ্যন্যথা বেদ-সম্মিতত্বং সম্ভবতি॥ ৭॥ শ্রোত্রেন্দ্রিয়েতি। স্বাদবিচক্ষণাঃ স্বাদগ্রহণপণ্ডিতাঃ সন্তঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়-যুতাঃ সন্তো যদি পুরাণানি ন শৃণ্বন্তি তর্হি তে সর্ব্বসামগ্রীসত্ত্বেঽপি বিধিনা দৈবেনৈব বঞ্চিতা হতভাগ্যা ইত্যর্থঃ। এতেন স্বস্য শ্রবণেঽত্যাদরবত্ত্বং সূচিতম্॥ ৮॥ তদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথেতি॥ ৯॥ অশ্রোত্রা ইতি। কামং যথেচ্ছা স্যাত্তথা নভোগুণৈঃ শব্দৈঃ শব্দস্যাকাশগুণত্বাৎ। অশ্রোত্রা অপি ফণিনো দুষ্টজাতয়োঽপি মুহ্যন্তি তত্রৈবং সতি সকর্ণাঃ সন্তো যে পুরাণানি ন শৃণ্বন্তি তে কথমকর্ণা বধিরাএব ন ভবন্তি। চকার এবকারার্থোঽকর্ণা ইত্যত্র যোজ্যঃ। বধিরা-

পুরাণসংহিতাশ্রবণে অত্যন্ত বলবতী স্পৃহা হইয়াছে। অতএব সম্প্রতি তুমি অন্যত্র গমন-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া স্থিরচিত্তে উহা বর্ণনা কর॥ ৫-৬॥ হে মহাভাগ! তুমি মহাত্মা ব্যাসপ্রসাদে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছ এক্ষণে আমরাও আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি দীর্ঘ-জীবী হও। এবং নিরন্তর আধ্যাত্মিকপ্রভৃতি তাপত্রয়পরিবর্জ্জিত হইয়া আমাদিগকে সেই বেদতুল্য পৌরাণিকী গাথা শ্রবণ করাও॥ ৭॥ সূত! যাহারা সমস্ত বাক্যার্থ-আস্বাদনে নিপুণ; বিশেষতঃ উহার প্রবেশদ্বার-স্বরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় লাভ করিয়াও শ্রবণমনোরমা অমৃত-রসময়ী পৌরাণিকী কথা শ্রবণ না করে তাহারা নিশ্চয়ই বিধাতাকর্ত্তৃক বঞ্চিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে॥ ৮॥ বৎস! যেমন মধুর ও অম্লাদি ষড়্‌বিধ রসাস্বাদন করিতে পাইলেই রসনেন্দ্রিয় পরম পরিতৃপ্ত হয় সেইরূপ সুধাময় বচনাবলির মাধুর্য্যরসাস্বাদনেই সুধীবর্গের শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরম প্রীতি উৎপন্ন হয়॥ ৯॥ দেখ, ক্রূরস্বভাব ফণিগণ শ্রবণেন্দ্রিয়বিরহিত হইয়াও যখন আহিতুণ্ডিকের (সর্পক্রীড়াজীবীর) মধুর স্তোত্রগীতশব্দে বিমোহিত হইয়া বাধ্যতা স্বীকার করে, তখন মনুষ্য শ্রুতিযুগলবিশিষ্ট হইয়াও যদি চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ পুরাণাদি শ্রবণ না করে তাহা হইলে তাহাদিগকে কর্ণেন্দ্রিয়বিহীন বৈ আর কি বলা যাইতে পারে?॥ ১০॥

অতঃ সর্ব্বে দ্বিজাঃ সৌম্য ! শ্রোতুকামাঃ সমাহিতাঃ।
বর্ত্তন্তে নৈমিষারণ্যে ক্ষেত্রে কলিভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ১১ ॥
যেন কেনাপ্যুপায়েন কালাতিবাহনং স্মৃতম্।
ব্যসনৈরিহ মূর্খাণাং বুধানাং শাস্ত্রচিন্তনৈঃ ॥ ১২ ॥
শাস্ত্রাণ্যপি বিচিত্রাণি জল্পবাদযুতানি চ।
"ত্রিবিধানি পুরাণানি শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
বিতণ্ডাচ্ছলযুক্তানি গবামর্ষকরাণি চ ॥ ১ ॥"
নানার্থবাদযুক্তানি হেতুমন্তি বৃহন্তি চ ॥ ১৩ ॥
সাত্ত্বিকং তত্র বেদান্তং মীমাংসা রাজসম্মতম্।
তামসং ন্যায়শাস্ত্রঞ্চ হেতুবাদাভিযন্ত্রিতম্ ॥ ১৪ ॥

এব তে ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ যস্মাদেবং তস্মাৎ কিং তদাহ। অত ইতি ॥ ১১ ॥ ননু সর্ব্বেঽপি জনাঃ পুরাণশ্রবণং বিনা কালং ক্ষপয়ন্ত্যেব। তথা ভবন্তোঽপি কুতো ন কুর্ব্বন্তি তত্রাহ॥ যেন কেনেতি। মূর্খাণাং কেনাপ্যুপায়েন শব্দস্পর্শাদিবিষয়সম্বন্ধেন যদ্যপি কালাতিবাহনং কালাতিক্রমণং স্মৃতমনুভূতম্। তথা মূর্খাণাং যদ্যপি ব্যসনৈর্দুরাচারৈঃ কালাতিবাহনং স্মৃতং তথাপি বুধানাং ন তথা রীতিঃ কিন্তন্যৈবেত্যাহ বুধানামিতি। তথাচ মহতাং রীতিরেবাশ্রয়ণীয়েতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥ ননু বুধা ন্যায়শাস্ত্রাদিচিন্তনৈরপি কালং ক্ষপয়ন্তি তদেব ভবদ্ভিঃ কুতো নাদ্রিয়তে তত্রাহ শাস্ত্রাণ্যপীতি। নানার্থবাদাস্তাবকানি বাক্যানি হেতুপন্যাসবন্তি ॥ ১৩ ॥ তত্র ন তানি সর্ব্বাণি সমানি কিন্তু সাত্ত্বিকাদিভেদেন ভিন্নানীত্যাহ সাত্ত্বিকং তত্রেতি। হেতুনা হেতূপন্যাসেন বাদেন জল্পবিতণ্ডাদিনাভিযন্ত্রিতং যুক্তম্। ন ব্রহ্মাদিবিচারযুক্তম্। ততস্তামসত্বমেব তস্য যুক্তমিতি ভাবঃ। অতস্তামসশাস্ত্রবিদো ন বুধাঃ। কিন্ত্ববুধাএবেত্যর্থঃ॥ ১৪ ॥

অতএব এই সমস্ত দ্বিজকুল কলিভয়ে ব্যাকুল হইয়া এই পুণ্যক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে আগমন পূর্ব্বক অমৃতরসনিস্যন্দি-পুরাবৃত্তশ্রবণলালসায় একাগ্রচিত্তে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১১ ॥ হে সৌম্য! যদি এরূপ মনে কর "যে কোন উপায় দ্বারা হউক্ না কেন, কালক্ষেপ হইলেই হইল; তাহার মধ্যে মূর্খেরা কেবল বিবাদ ও কলহ আর পণ্ডিতেরা শাস্ত্র চিন্তায় সময়াতিবাহিত করিয়া থাকেন সেইরূপ আপনারাও কেন করুন না।" ইহা সত্য; কিন্তু হে সূত! শাস্ত্র সকলও এক্ষণে নানা মূর্ত্তিতে উদিত হইয়াছে; অর্থাৎ কতকগুলি বিবাদ ও অমূলক উপন্যাসপূর্ণ; কতকগুলি কেবল কল্পিত স্তুতিবাদ ও কূটতর্কজালপরিপূরিত অথচ অতি বিস্তীর্ণ। বৎস! কেবল আমরাই এ কথা বলিতেছি না, পূর্ব্বের ব্রহ্মনিষ্ঠ সারগ্রাহী মহর্ষিগণ ও এ বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন; যে "পুরাণ সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার; আর অপরাপর শাস্ত্র সকল নানা মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই কপটতা ও অলীকতর্কবাদে পরিপূরিত সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্র কেবল চিত্তের অশান্তিকর মাত্র" ॥ ১২-১৩ ॥ সেই সকল শাস্ত্র মধ্যে বেদান্ত সত্ত্বপ্রধান, মীমাংসা রজঃপ্রধানা আর বৃথা বিতণ্ডাদিপরিপূর্ণ তর্কশাস্ত্র তামসিক বলিয়া বিখ্যাত ॥ ১৪ ॥

তথৈব চ পুরাণানি ত্রিগুণানি কথানকৈঃ।
কথিতানি ত্বয়া সৌম্য ! পঞ্চলক্ষণবন্তি চ ॥ ১৫ ॥
তত্র ভাগবতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্।
কথিতং যত্ত্বয়া পূর্ব্বং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ১৬ ॥
উদ্দেশমাত্রেণ তদা কীর্ত্তিতং পরমাদ্ভুতম্।
মুক্তিপ্রদং মুমুক্ষূণাং কামদং ধর্ম্মদস্তথা ॥ ১৭ ॥
বিস্তরেণ তদাখ্যাহি পুরাণোত্তমমাদরাৎ।
শ্রোতুকামা দ্বিজাঃ সর্ব্বে দিব্যং ভাগবতং শুভম্ ॥ ১৮ ॥
ত্বন্তু জানাসি ধর্ম্মজ্ঞ ! পৌরাণীং সংহিতাং কিল।
কৃষ্ণোক্তাং গুরুভক্তত্বাৎ সম্যক্‌সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ ॥ ১৯ ॥
শ্রুতান্যন্যানি সর্ব্বজ্ঞ ! ত্বন্মুখান্নিঃসৃতানি চ।
নৈব তৃপ্তিং ব্রজামোঽদ্য সুধাপানেঽমরা যথা ॥ ২০ ॥

নন্থ তথাপি যৎকিঞ্চিৎ পুরাণং শ্রূয়তাং তত্রাহ তথৈবেতি। যথা শাস্ত্রাণি ত্রিগুণানি তথৈবেত্যর্থঃ। ত্রিগুণানি গুণত্রয়াত্মকব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিপ্রতিপাদকত্বাত্রিগুণানি॥১৫॥ নন্থ বিষ্ণুপ্রতিপাদকং পুরাণং সাত্ত্বিকমস্তি তদেব শ্রূয়তামত্রাহ তত্র ভাগবতমিতি। গুণত্রয়োপাধিহরিহরাদ্যপেক্ষয়াপি-গুণত্রয়সাম্যাবস্থোপাধিসহিতায়া ভগবত্যা উৎকৃষ্টত্বাত্তস্যা এব পুরাণং ভাগবতং বদ নান্যদুৎকৃষ্টপক্ষপাতিত্বাৎ সর্ব্বেষামিত্যর্থঃ। পঞ্চমমিতি। ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং শুভমিতি শ্লোকে পঞ্চমমিত্যর্থঃ। অয়ঞ্চ শ্লোকঃ পুরাণান্তরে মহাপুরাণগণনায়ামুক্তঃ। অতএবৈতস্য ভাগবতস্য মহাপুরাণত্বমিতি পূর্ব্বমুক্তং ন বিস্মর্ত্তব্যম্। কথিতমিতি। পুরাণান্তরশ্রবণপ্রসঙ্গে ইত্যর্থঃ॥ ১৬॥ যদি কথিতন্তর্হি তদেব কিমিতি পুনঃ পৃচ্ছ্যতে তত্রাহ উদ্দেশমাত্রেণেতি। সামান্যতো ভাগবতং পুরাণমস্তীত্যেতাদৃশমেব নামমাত্রেণোক্তং ন তু সবিস্তরমিত্যর্থঃ॥ ১৭ ॥ তদেবাহ বিস্তরেণেতি॥ ১৮ ॥ নন্বন্যস্প্রতি কুতো ন পৃচ্ছ্যতে তত্রাহ ত্বন্তিতি। ত্বমেব জানাসি নান্য ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্গুরুভক্তত্বাদিতি॥ ১৯ ॥ নন্বন্যানি পুরাণানি শ্রুতান্যেব সন্তি তৈরেব তৃপ্তিঃ কর্ত্তব্যেতি চেত্তত্রাহ শ্রুতানীতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সুধাপানে ইতি॥ ২০॥

হে প্রিয়দর্শন ! তুমি ইতঃপূর্ব্বে উপাখ্যানপূর্ণ পঞ্চলক্ষণসমন্বিত পুরাণসকলকে ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদি প্রতিপাদকহেতু ত্রিগুণাত্মক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছ; এবং সেই সকল পুরাণ মধ্যে সর্ব্বলক্ষণলক্ষিত ভগবতীমাহাত্ম্যপরিপূর্ণ পবিত্র পঞ্চমপুরাণ ভাগবতকেই বেদের সহিত তুলনা করিয়াছ॥ ১৫-১৬॥ হে সূত ! তুমি সেই সময়ে, অভিলাষ ধর্ম্ম ও মুমুক্ষুগণের মুক্তিপ্রদানে সক্ষম অতএব পরমাদ্ভুত এই ভাগবতের বিষয় সামান্য ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছ। এক্ষণে সেই পুরাণশ্রেষ্ঠ ভাগবত আমাদের নিকট সাদরে বর্ণনা কর। আমরা সকলেই সেই শুভকর পুণ্যজনক ভাগবত শ্রবণে সোৎসুক হইয়াছি॥ ১৭-১৮॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ ! তুমি সত্ত্বগুণাবলম্বী ও একান্ত গুরুভক্তিপরায়ণ, এজন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিকট হইতে সমস্ত পুরাণসংহিতা সম্যক্ রূপে অবগত হইয়াছ॥ ১৯ ॥ হে সূত ! তুমি সমস্ত পুরাণতত্ত্ব জ্ঞান বলিয়াই আমরা ইতঃপূর্ব্বে

ধিক্ ! সুধাং পিবতাং সূত ! মুক্তির্নৈব কদাচন।
পিবন্ ভাগবতং সদ্যো নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥ ২১ ॥
সুধাপাননিমিত্তং যৎকৃতা যজ্ঞাঃ সহস্রশঃ।
ন শান্তিমধিগচ্ছামঃ সূত ! সর্ব্বাত্মনা বয়ম্ ॥ ২২ ॥
মখানাং হি ফলং স্বর্গঃ স্বর্গাৎ প্রচ্যবনং পুনঃ।
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমণঞ্চ নিরন্তরম্ ॥ ২৩ ॥
বিনা জ্ঞানেন সর্ব্বজ্ঞ ! নৈব মুক্তিঃ কদাচন।
ভ্রমতাং কালচক্রেঽত্র নরাণাং ত্রিগুণাত্মকে ॥ ২৪ ॥

ননু ভাগবতশ্রবণাৎকিঞ্চিদপূর্ব্বমুৎপদ্যতে। ততশ্চ স্বর্গাদিলোকো ভবতীত্যেবমভিপ্রায়েণ পৃচ্ছ্যতে চেত্তৎফলং যজ্ঞাদিভিরপি সেৎস্যতে বেতিচেত্তত্রাহ ধিক্ সুধামিতি। সঙ্কটাৎ সংসাররূপাৎ। নহি কর্ম্মণা মুক্তির্ভবতি তস্যা অবিদ্যানাশপ্রযুক্তত্বাৎ। অবিদ্যানাশস্য চ সাক্ষাৎ-কারজন্যত্বাৎ। নহি কর্ম্মণা ক্বচিদপি রজ্জুসর্পাদাববিদ্যানাশো দৃষ্টঃ। তস্মাৎ কর্ম্মণা নৈব সংসার-নিবৃত্তির্ভবতি। অতএব ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুরিতি শ্রুতিঃ কর্ম্মণাং মোক্ষফলকত্বং বারয়তি। কিন্তু স্বর্গাদিষু সুধাপানমেব কর্ম্মফলম্। তচ্চাতিনিন্দ্যমেব মোক্ষাপেক্ষয়া। অথ চ ভাগবতং কর্ণপুটেন পিবংস্তচ্ছ্রবণজন্যাত্মজ্ঞানেনাবিদ্যানাশে সতি তজ্জন্য-সংসারান্মুচ্যতে মুচ্যতে। অতো জ্ঞানমেবোৎকৃষ্টং ন কর্ম্মেত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমিতি ॥ ২১ ॥ যদি কর্ম্মভ্যো মোক্ষঃ স্যাত্তর্হি স কিমেকেন কর্ম্মণোতানেককর্ম্মভিরনেক-কর্ম্মভিশ্চেত্তেষাং সংখ্যানিয়মাভাবাদব্যবস্থৈব। একেন কর্ম্মণা চেদস্মাভির্ব্বহবো যজ্ঞাঃ কৃতা অদ্যাপি মোক্ষো নৈব জাতস্ততস্তদপি ন সম্ভবতীত্যাহ সুধাপাননিমিত্তমিতি। শান্তিং মোক্ষম্॥২২॥ তর্হি কিং কর্ম্মভির্ভবতীত্যত্রাহ। মখানামিতি ॥ ২৩ ॥ বিনা জ্ঞানেনেতি। জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমিতি শ্রুতেঃ। কালচক্র ইত্যনেন ঘটীযন্ত্রবদস্মন্নির্গমনং নৈব সম্ভবতীতি দর্শিতম্॥ ২৪ ॥

তোমার মুখবিনির্গত অন্য পুরাণসকল শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু, দেবগণ যেরূপ অমৃত পানে কদাপিও তৃপ্তি লাভ করেন না সেইরূপ আমরাও অদ্যাপি পুরাণামৃতপানে তৃপ্তি লাভ করি-তেছি না॥ ২০ ॥ হে সূত ! যাঁহারা সুকৃতিবলে স্বর্গগত হইয়া অমৃত পান করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে ধিক্ ! কারণ, তাঁহারা কদাপিও মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু, যে মনুষ্য ভাগবতামৃত পান করিতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হন॥ ২১ ॥ হে সূত ! আমরা অমৃত পানের কারণ স্বরূপ বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি-য়াছি, কিন্তু অদ্যাপিও সর্ব্বতোভাবে শান্তি লাভ করিতে পারি নাই॥ ২২ ॥ বৎস ! দেখ, যজ্ঞের ফল স্বর্গ, কিন্তু পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার সেই স্বর্গ হইতে ইহলোকে পতিত হইতে হয়। অতএব, কেবল কর্ম্মকারি-জীবগণকে এই সংসারচক্রে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে হয়॥ ২৩ বৎস ! তুমি সমস্তই জান। এই ত্রিগুণাত্মক কালচক্রে সতত ভ্রমণশীল মনুষ্যগণের মুক্তি, জ্ঞান ব্যতিরেকে কখনই হইতে পারে না॥ ২৪ ॥ হে সূত ! এই ভাগবতই ভক্তি জ্ঞান

অতঃ সর্ব্বরসোপেতং পুণ্যং ভাগবতং বদ ।
পাবনং মুক্তিদং গুহ্যং মুমুক্ষূণাং সদা প্রিয়ম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
প্রথমস্কন্ধে শৌনকপ্রশ্নো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ভাগবতমেব সংসারনাশকং ততস্তদেব বদেত্যাহ অত ইতি। সর্ব্বরসোপেতং ভক্তিজ্ঞান-বৈরাগ্যরসোপেতং মুমুক্ষূণাং সদা প্রিয়মিত্যনেন মুমুক্ষবোঽত্রাধিকারিণ ইতি দর্শিতম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীশৈবোপনামকলক্ষ্মীগর্ভজরঙ্গভট্টসুতনীলকণ্ঠভট্টকৃতে
দেবীভাগবতস্যাভিনবব্যাখ্যানে তিলকাভিধে
প্রথমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ও বৈরাগ্যের আশ্রয়, ইহার শ্রবণে পুণ্য সঞ্চয় হয়, ইহা হইতেই জীবগণ পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, ইহা দ্বারাই মুক্তি লাভ হইতে পারে, ইহার অর্থ সকল অতিশয় নিগূঢ়, অধিক কি এই ভাগবতই মুমুক্ষুগণের অতিপ্রিয়, অতএব হে বৎস! তুমি এই ভাগবত আমাদের নিকট বিস্তৃত রূপে বর্ণনা কর ॥ ২৫ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের
প্রথমস্কন্ধে শৌনকাদি ঋষিগণের পুরাণ প্রশ্ন বিষয়ক
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ।

ধন্যোঽহমতিভাগ্যোঽহং পাবিতোঽহং মহাত্মভিঃ।
যৎ পৃষ্টং সুমহৎপুণ্যং পুরাণং বেদবিশ্রুতম্ ॥ ১ ॥
তদহং সংপ্রবক্ষ্যামি সর্ব্বশ্রুত্যর্থসম্মতম্।
রহস্যং সর্ব্বশাস্ত্রাণামাগমানামনুত্তমম্ ॥ ২ ॥
নত্বা তৎপদপঙ্কজং সুললিতং মুক্তিপ্রদং যোগিনাং
ব্রহ্মাদ্যৈরপি সেবিতং স্তুতিপরৈর্ধ্যেয়ং মুনীন্দ্রৈঃ সদা।
বক্ষ্যাম্যদ্য সবিস্তরং বহুরসং শ্রীমৎপুরাণোত্তমং
ভক্ত্যাসর্ব্বরসালয়ং ভগবতীনাম্না প্রসিদ্ধং দ্বিজাঃ ॥ ৩ ॥

অধ্যায়ে তু দ্বিতীয়েঽস্মিন্ গ্রন্থসংখ্যা যথার্থতঃ।
বিষয়শ্চোচ্যতে সম্যক্ চত্বারিংশৎসুপদ্যকৈঃ ॥

যথা ভবতাং ধন্যতা মৎসমাগমেন পুরাণশ্রবণাদেবং মমাপি ধন্যতাঽস্তি যুষ্মৎসমাগমেন মন্মুখাদ্ভাগবতস্য নিঃসরণাদিত্যাহ সূত উবাচ। ধন্যোঽস্মীতি। অনেন গুরুর্নিরভিমানী গ্রন্থপ্রতিপাদনশ্রদ্ধাবান্ দয়ালুশ্চাপেক্ষিত ইতি বোধিতম্॥ ১-২ ॥ গ্রন্থং বক্তুং গ্রন্থপ্রতিপাদ্যদেবতাতত্ত্বানুস্মরণলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি সূতঃ, নত্বেতি। তৎপদপঙ্কজম্। তস্যা বেদশাস্ত্রপ্রসিদ্ধায়া ভগবত্যাঃ পদপঙ্কজং পদকমলমিত্যর্থঃ। ভগবতীনাম্নেতি। ভগবতীপদঘটিতভাগবতনাম্নেত্যর্থঃ। তেন চ ভগবত্যা ইদং ভাগবতমিতি ব্যুৎপত্তির্দ্দর্শিতা। দেবীভাগবতমিত্যত্র তু শিবস্য ভগবতো ভক্ত ইত্যর্থে শিবভাগবত ইতি প্রয়োগবৎসাধুত্বম্। দেব্যা ভগবত্যা ইদমিত্যর্থে দেবীপদস্ত ভগবত ইদং ভাগবতমিতিব্যুৎপত্তিভ্রমনিরাসায় ॥ ৩ ॥

সূত, যদিচ বেদব্যাসপ্রসাদে পুরাণ ও যোগাদি জ্ঞানে বিলক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তথাপি শৌনক প্রভৃতি ব্রহ্মবিত্তম মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সবিশেষ সমাদৃত বিশেষতঃ তাঁহাদের সুমহৎ সৎপ্রশ্নে অতীব আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, আমি এত দিনের পর ধন্য হইলাম, আমার ভাগ্যের সীমা নাই; কেননা, যখন বেদবেদান্তপ্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ এই সমস্ত মহাত্মা মুনিগণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও আমাকে বেদপ্রসিদ্ধ পরম পুণ্যপ্রদ পুরাণতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই অদ্য আমি আপনাদের প্রসাদে পবিত্র হইলাম ॥ ১ ॥ অতএব হে দ্বিজগণ! যিনি সর্ব্ব জীবের অন্তরে চৈতন্য রূপে অবস্থিতি করেন ও শরণাগত ভক্ত সাধকের ভববন্ধনছেদন পটীয়সী; যিনি দুরাত্মাদিগের অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় হইলেও মহাত্মা মুনিগণ যাঁহাকে ধ্যান যোগের আস্পদীভূত করিয়া জ্ঞান চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; যিনি বেদ শিরোভাগে সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞা পরমা আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যা নামে অভিহিত; যাঁহার

যা বিদ্যেত্যভিধীয়তে শ্রুতিপথে শক্তিঃ সদাদ্যা পরা
সর্ব্বজ্ঞা ভববন্ধছিত্তিনিপুণা সর্ব্বাশয়ে সংস্থিতা।
দুর্জ্ঞেয়া সুদুরাত্মভিশ্চ মুনিভির্ধ্যানাস্পদংপ্রাপিতা
প্রত্যক্ষা ভবতীহ সা ভগবতী বুদ্ধিপ্রদা স্যাৎ সদা ॥ ৪ ॥
সৃষ্ট্বাঽখিলং জগদিদং সদসৎস্বরূপং
শক্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বম্।
সংহৃত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা-
তাং সর্ব্ববিশ্বজননীং মনসা স্মরামি ॥ ৫ ॥

ইত্থং সগুণমূর্ত্তেঃ পদস্মরণরূপং মঙ্গলং কৃত্বা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপস্যাস্মরূপস্য শ্রুতিপ্রতিপাদ্যস্য ভাগদ্বয়সহিতস্য সত্ত্বাত্তৈত্রেক ভাগস্য মায়ারূপস্য স্মরণরূপং মঙ্গলমাচরতি যা বিদ্যেতি। বিদ্যাগুমুর্খসাম্যাবস্থারূপিণী শক্তিঃ "ন তস্য কার্য্যং কারণঞ্চ বিদ্যতে। ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি" শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিপ্রসিদ্ধা ইচ্ছাশক্তিরুমা কুমারীতি শিবসূত্রসিদ্ধা চ। দুরাত্মভির্দুষ্টৈর্দুর্ব্বিজ্ঞেয়া ধ্যানাস্পদং প্রাপিতা যাং সুযোগিভিরিতি শেষঃ। যা ধ্যানাস্পদং প্রাপিতা সতী প্রত্যক্ষা ভবতি নান্যোপায়ৈঃ। সা সদা মম বুদ্ধিপ্রদা স্যাদিতি প্রার্থনায়াং লিঙ্। ধ্যানযোগশ্চ পরাশক্তিসাক্ষাৎকারহেতুঃ শ্বেতাশ্বতরে উক্তঃ। তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি ॥ ৪ ॥ অথ দ্বিতীয়ব্রহ্মরূপভাগরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ স্মৃতিরূপং মঙ্গলমাচরতি সৃষ্ট্বেতি। যা স্বয়া স্বকীয়য়া ত্রিগুণয়া গুণত্রয়বিশিষ্টয়া শক্ত্যাঽখিলমিদং জগৎ সদসৎরূপং ব্যবহারদৃষ্ট্যা সৎ পরমার্থদর্শনেনাসত্ত্বাত্মকং সৃষ্ট্বা তদ্বিশ্বং পাতি। পুনঃ কল্পসময়ে কল্পান্তসময়ে তদ্বিশ্বং তথাপূর্ব্ববৎসৃষ্টিস্থিতিবৎসংহৃত্য একা। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি শ্রুতিপ্রতিপাদ্যাত্মরূপিণী রমতে ক্রীড়তে স্বস্মিন্নেব স্বরূপে তাং সর্ব্ববিশ্বজননীং মনসা স্মরামি। অত্র পূর্ব্ববাক্যেন কেবলশক্তিবর্ণনেনোত্তরবাক্যেন তচ্ছক্ত্যাশ্রয়ব্রহ্মাত্মক ভগবতীবর্ণনেন দেবীভাগবতপ্রতিপাদ্যং ভগবতীরূপং মায়াশবলব্রহ্মাত্মকমেব ন কেবলমায়াশক্তিরূপমিতি বোধিতম্। অয়মেবার্থঃ সর্ব্বচৈতন্যরূপাং তামিতি প্রথমশ্লোকে উক্ত উপোদ্ঘাতে চাস্মাভিরুক্তোঽগ্রে চ তত্র তত্র মূল-

পাদপদ্ম-যুগল ব্রহ্মাদি সুরগণ বিবিধ স্তুতিপরায়ণ হইয়া সেবা করিয়া থাকেন; যাহা নিরন্তর ধ্যানযোগে সন্দর্শন করিয়া মুনীন্দ্রবৃন্দ কৃতার্থম্মন্য হইয়া থাকেন; অদ্য আমি সেই যোগিজন মুক্তিপ্রদ সুললিত পদপঙ্কজ-যুগলে প্রণাম করিয়া, যাহা সমস্ত শাস্ত্রমধ্যে অতীব গুহ্য ও আগম সকল মধ্যেও দুর্লভতর, যাঁর করুণা ও ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত রসরাশি অন্তর্নিবিষ্ট থাকায় যাহা সর্ব্বরসময়; সেই সর্ব্বরসাশ্রয় সর্ব্বপুরাণ-শিরোমণিস্বরূপ দেবীভাগবতই আপনাদের নিকট পরম ভক্তি সহকারে বর্ণনা করিব। এক্ষণে সেই আদ্যাশক্তি দেবীভগবতী আমাকে সুমতি প্রদান করুন ॥ ২—৪ ॥ যিনি নিজ ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির রজোগুণ প্রভাবে স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে সত্যবৎ এই অখিল বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করিয়া সত্ত্বগুণে পরিপালন করেন, আবার কল্পক্ষয়ে স্বীয় তামসী শক্তি দ্বারা সমস্ত সংহার পূর্ব্বক কেবল আত্মস্বরূপে রমণ করিতে থাকেন সেই সর্ব্বজগজ্জননী অদ্বিতীয় চিদানন্দ স্বরূপিণী ব্রহ্মময়ীকে

ব্রহ্মা সৃজত্যখিলমেতদিতিপ্রসিদ্ধং
পৌরাণিকৈশ্চ কথিতং খলু বেদবিদ্ভিঃ।
বিষ্ণোস্তু নাভিকমলে কিল তস্য জন্ম-
তৈরুক্তমেব সৃজতে ন হি স স্বতন্ত্রঃ॥ ৬॥
বিষ্ণুস্তু শেষশয়নে স্বপিতীতিকালে
তন্নাভিপদ্মমুকুলে খলু তস্য জন্ম।
আধারতাং কিল গতোঽত্র সহস্রমৌলিঃ
সম্বোধ্যতাং স ভগবান্‌ হি কথং মুরারিঃ॥ ৭॥
একার্ণবস্য সলিলং রসরূপমেব
পাত্রং বিনা ন হি রসস্থিতিরস্তি কচ্চিৎ।
যা সর্ব্বভূতবিষয়ে কিল শক্তিরূপা
তাং সর্ব্বভূতজননীং শরণং গতোঽস্মি॥ ৮॥

কার এব দর্শয়িষ্যতি॥ ৫॥ তত্র শঙ্কতে ব্রহ্মেতি। নন্বখিলমেতদ্‌ব্রহ্মা সৃজতীতি প্রসিদ্ধং লোকে বেদবিদ্ভিঃ পৌরাণিকৈশ্চ তদেব কথিতম্‌। তথা চ কথং ভগবতী সৃজতীতি পূর্ব্বমুক্তমিতি চেত্তত্র সমাধত্তে বিষ্ণোস্ত্বিতি যৈঃ পৌরাণিকৈর্ব্রহ্মা সৃজতীত্যুক্তং তৈরেব পৌরাণিকৈর্ব্বিষ্ণোস্তু বিষ্ণোরেব নাভিকমলে কিল নিশ্চয়েন তস্য জন্ম উক্তম্‌। তথা চ তস্য জন্মবত্ত্বাৎপরাধীনত্বে চ সতি ব্রহ্মা স্বতন্ত্রো ন হি নৈব সৃজতে কিন্তু পরাধীনতয়া। তথা চ যদ্ভগবত্যধীনতয়া সৃজতে সৈব ভগবতীমুখ্যত্বেন জগৎস্রষ্ট্রীত্যর্থঃ॥ ৬॥ ননু ব্রহ্মণো জন্ম বিষ্ণুনাভিকমলে তথা চ বিষ্ণোরেব জগৎস্রষ্টৃত্বমস্ত্বিতি চেত্তত্রাহ। বিষ্ণুস্ত্বিতি। ঈতিকালে প্রলয়কালে বিষ্ণুস্তু শেষশয়নে স্বপিতি। তন্নাভিকমলে খলু তস্য ব্রহ্মণো জন্ম। অত্রাস্মিন্‌ প্রলয়কালে সহস্রমৌলিঃ শেষ আধারতাং গতো বিষ্ণোস্তথা চান্যাধারেণ স্থিতস্য বিষ্ণোঃ পরতন্ত্রত্বাত্তাদৃশপারতন্ত্র্যবিশিষ্টো ভগবান্‌ মুরারির্ব্বিষ্ণুঃ কথং জগৎস্রষ্টৃত্বেন সম্বোধ্যতাং জ্ঞায়মানতাং গচ্ছেন্ন কথমপীত্যর্থঃ॥ ৭॥ ননু বিষ্ণোরাধারঃ সমুদ্রঃ স এব জগৎস্রষ্টাস্ত্বিতি চেত্তত্রাহ একার্ণবস্যেতি। একার্ণবো হি

হৃৎপদ্মে স্মরণ করি॥ ৫॥ পিতামহ ব্রহ্মাই এই অখিল জগতের স্রষ্টা বলিয়া প্রসিদ্ধ; বেদ ও পুরাবৃত্তাভিজ্ঞ মহর্ষিগণও এইরূপ বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারাই আবার উপদেশ করেন যে, ব্রহ্মাও সৃষ্টিকরণবিষয়ে স্বাধীন নহেন, তিনি ভগবান্‌ বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহারই আদেশ মত সৃষ্টিকার্য্যে ব্রতী হয়েন॥ ৬॥ আবার সেই বিষ্ণুও প্রলয়-কালে অনন্তশয্যার যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন; সেই সময়েই বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি তাঁহার নাভিকমল হইতে আবির্ভূত হয়েন। অতএব যদি সহস্র ফণা-মণ্ডল বিমণ্ডিত অনন্তদেবই শয়নের আধার স্বরূপ হইলেন; তাহা হইলে আর সেই পরাধীন ভগবান্‌ মুরারিকে সৃষ্টি বিষয়ে স্বতন্ত্র বলিয়া কিরূপে মনে করা যাইতে পারে?॥ ৭॥ হে মহর্ষিগণ! যদি এরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, সেই অনন্তদেবও ক্ষীরোদ সাগরের উপরি

যোগনিদ্রামীলিতাক্ষং বিষ্ণুং দৃষ্ট্বাম্বুজে স্থিতঃ।
অজস্তুষ্টাব যাং দেবীং তামহং শরণং ব্রজে ॥ ৯ ॥
তাং ধ্যাত্বা সগুণাং মায়াং মুক্তিদাং নির্গুণান্তথা।
বক্ষ্যে পুরাণমখিলং শৃণ্বন্তু মুনয়স্ত্বিহ ॥ ১০ ॥
পুরাণমুত্তমং পুণ্যং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধম্।
অষ্টাদশসহস্রাণি শ্লোকাস্তত্র তু সংস্কৃতাঃ ॥ ১১ ॥
স্কন্ধা দ্বাদশ এবাত্র কৃষ্ণেন বিহিতাঃ শুভাঃ।
ত্রিশতং পূর্ণমধ্যায়া অষ্টাদশযুতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২ ॥

জলাত্মকস্তচ্চ জলংরসরূপমেব রসস্য চ পাত্রং বিনা কচিৎ কদাপি ন হি স্থিতিরস্তি। এবং পাত্রস্যাপ্যন্যাধারস্তস্যাপ্যন্যাধার ইতি যা সর্ব্বরূপবিষয়ে কিল শক্তিরূপা স্বতন্ত্রা সর্ব্বাধারশক্তিরূপা সৈব জগৎস্রষ্ট্রীতি তাং সর্ব্বভূতজননীং শরণং গতোঽস্মি। অতএব পীঠপূজাদিষু আধারশক্তেরেব সর্ব্বাধারত্বং প্রতিপাদিতমিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥ ইদানীং চরিত্রত্রয়ে প্রথমচরিত্রদেবতাং মহাকালীং স্মরতি যোগনিদ্রেতি। যোগনিদ্রয়া মীলিতেঽক্ষিণী যস্য স যোগনিদ্রামীলিতাক্ষস্তম্। অক্ষো দর্শনাদিত্যচ্ ॥ ৯ ॥ এবং সগুণাং নির্গুণাঞ্চ গুণসাম্যাবস্থাত্মিকাং মায়াং ধ্যাত্বা পুরাণং বক্ষ্যে ইতি প্রতিজানাতি তামিতি। সগুণাং একৈকগুণবিশিষ্টমহাকাল্যাদিরূপাম্। নির্গুণাং গুণত্রয়সাম্যাবস্থারূপাম্। সাম্যাবস্থাশ্রয়ব্রহ্মণো গ্রহণন্তু নির্গুণাপদেন জাতম্। শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ। ততস্তস্য পুনর্নোপাদানম্ ॥ ১০ ॥ অষ্টাদশসহস্রাণি শ্লোকা ইতি। অনুষ্টুপ্ছন্দস্কা মহাছন্দস্কা বা সর্ব্বে মিলিতাঃ শ্লোকাঃ। তত্র ভাগবতে অষ্টাদশসহস্রাণি সন্তীতি গ্রন্থসংখ্যোক্তা ॥ ১১ ॥ স্কন্ধসংখ্যামাহ স্কন্ধা ইতি। অধ্যায়সংখ্যামাহ ত্রিশতমিতি। ত্রিশতমধ্যায়াস্ত্রিশতসংখ্যাকা অধ্যায়া অষ্টাদশযুতাঃ পরিকীর্ত্তিতা ইত্যর্থঃ। অষ্টাদশাধ্যায়োত্তর-

---

নির্ভর করিয়া অবস্থিতি করেন, তবে ক্ষীরোদ সমুদ্রেরই সর্ব্বাধারত্ব হেতু সৃষ্টি বিষয়ে তাহাই স্বতন্ত্র কর্ত্তার স্বরূপ? তাহা হইতে পারে না। কেন না, সেই একার্ণব স্থিত জলরাশি রসপদার্থ ভিন্ন অপর কিছুই নহে; সুতরাং পাত্র ব্যতীত কদাচ রসের অবস্থিতি হয় না। অতএব, যিনি এই সমস্ত পদার্থে শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি সেই সর্ব্বভূতের জননীরূপা আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতীর শরণাগত হইলাম ॥ ৮ ॥ অযোনিসম্ভূত লোককর্ত্তা ব্রহ্মা শেষশয্যাশয়ান ভগবান্ বিষ্ণুকে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত দেখিয়া মধুকৈটভ নামক দুর্দ্দান্ত দানবদ্বয়ের ভয়ে ভীত হইয়া নাভিপদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক যে দেবীর স্তব করিয়াছিলেন আমি সেই দেবীর শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৯ ॥ হে মুনিগণ! এক্ষণে সেই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের হেতুভূতা ত্রিগুণাত্মিকা ও গুণাতীতা (ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপিণী) জীবের মুক্তিদাত্রী চিৎস্বরূপিণী মায়াকে ধ্যান করিয়া সমগ্র পুরাণ বর্ণনা করিব আপনারা শ্রবণ করুন ॥ ১০ ॥ পুরাণ সকল সংখ্যায় অনেক থাকিলেও তন্মধ্যে শ্রীমদ্দেবীভাগবতই সর্ব্বোত্তম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, ইহাতে অষ্টাদশ সহস্র সংখ্যক বিশুদ্ধ শ্লোকমালা সম্বলিত তিনশত অষ্টাদশ অধ্যায় পরিপূর্ণ মঙ্গলময় দ্বাদশটি

বিংশতিঃ প্রথমে তত্র দ্বিতীয়ে দ্বাদশৈব তু।
ত্রিংশচ্চৈব তৃতীয়ে তু চতুর্থে পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ১৩ ॥
পঞ্চত্রিংশত্তথাধ্যায়াঃ পঞ্চমে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
একত্রিংশত্তথা ষষ্ঠে চত্বারিংশচ্চ সপ্তমে ॥ ১৪ ॥
অষ্টমে তত্ত্বসংখ্যাশ্চ পঞ্চাশন্নবমে তথা।
ত্রয়োদশ তু সংপ্রোক্তা দশমে মুনিনা কিল ॥ ১৫ ॥
তথা চৈকাদশস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশতিরীরিতাঃ।
চতুর্দ্দশৈব চাধ্যায়া দ্বাদশে মুনিসত্তমাঃ ॥ ১৬ ॥
এবং সংখ্যা সমাখ্যাতা পুরাণেঽস্মিন্মহাত্মনা!
অষ্টাদশসহস্রীয়া সংখ্যা চ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৭ ॥
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্‌ ॥ ১৮ ॥

ত্রিশতাধ্যায়াঃ সন্তীত্যর্থঃ। দ্বাত্রিংশত্ত্রিশতং পূর্ণমধ্যায়াস্ত প্রকীর্ত্তিতা ইতি প্রবাদস্ত বিষ্ণুভাগবতবিষয়ক ইতি বোধ্যম্‌ ॥ ১২ ॥ প্রতিস্কন্ধমধ্যায়সংখ্যামাহ বিংশতিরিতি। প্রথমস্কন্ধে বিংশতিরধ্যায়াঃ দ্বিতীয়ে রবিসংখ্যাঃ। তৃতীয়ে তিথিসংখ্যাঃ। চতুর্থে পঞ্চাধিকবিংশতিসংখ্যাকাঃ ॥ ১৩ ॥ পঞ্চমে পঞ্চাধিকতিথিসংখ্যাকাঃ। ষষ্ঠে একাধিকতিথিসংখ্যাঃ। সপ্তমে চত্বারিংশৎসংখ্যাকাঃ ॥ ১৪ ॥ অষ্টমে চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকাঃ। নবমে পঞ্চাশৎসংখ্যাকাঃ। দশমে ত্রয়োদশসংখ্যাকাঃ ॥১৫॥ একাদশস্কন্ধে তত্ত্বসংখ্যাকাঃ। দ্বাদশে চতুর্দ্দশৈবাধ্যায়াঃ ॥১৬॥ এবমিতি। ইয়মধ্যায়সংখ্যোক্তা। যা গ্রন্থসংখ্যা অষ্টাদশসহস্রী সা তু পূর্ব্বং পরিকীর্ত্তিতেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ ইদানীং সর্ব্বপুরাণসামান্যলক্ষণমুক্ত্বা তল্লক্ষণং দেবীভাগবতেঽস্তীতি বদতি সর্গশ্চেতি। ইদং সর্ব্বপুরাণসামান্যলক্ষণম্‌ ॥ ১৮ ॥ অত্র দেবীভাগবতে সর্গশব্দেন কস্য সর্গো-

---

স্কন্ধ সন্নিবেশিত করিয়াছেন ॥১১—১২॥ তন্মধ্যে তাহার প্রথমস্কন্ধে বিংশতি, দ্বিতীয়ে দ্বাদশ, তৃতীয়ে ত্রিংশৎ ও চতুর্থে পঞ্চবিংশতি এবং পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশদধ্যায় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ষষ্ঠস্কন্ধে একত্রিংশৎ, সপ্তমে চত্বারিংশৎ, অষ্টমে চতুর্ব্বিংশতি ও নবমস্কন্ধে পঞ্চাশৎ অধ্যায় জানিবেন। হে মুনিসত্তমগণ! তদনন্তর, মহামুনি ব্যাস, দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশ একাদশে চতুর্ব্বিংশ এবং পরিশেষে দ্বাদশস্কন্ধটি চতুর্দ্দশাধ্যায়ে সন্নিবদ্ধ করত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন ॥ ১৩—১৬ ॥ মহাত্মা সত্যবতীসুত এই দেবীভাগবত পুরাণে এইরূপ সঙ্খ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়াই ইহা অষ্টাদশসহস্রীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১৭ ॥ হে দ্বিজগণ! এক্ষণে আমি আপনাদের নিকট ক্রমান্বয়ে পুরাণের লক্ষণ ও সৃষ্ট্যাদির বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশাবলী, মন্বন্তর এবং মনু ও চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র কথা, এই পাঁচটি লক্ষণ যুক্ত গ্রন্থ পুরাণ বলিয়া সমাখ্যাত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

নির্গুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকা বিকৃতা শিবা।
যোগগম্যাঽখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা ॥ ১৯ ॥
তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তী রাজসী তামসী তথা।
মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২০ ॥
তাসান্তিস্থণাং শক্তীনাং দেহাঙ্গীকারলক্ষণঃ।
সৃষ্ট্যর্থঞ্চ সমাখ্যাতঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ২১ ॥
হরিদ্রুহিণরুদ্রাণাং সমুৎপত্তিস্ততঃ স্মৃতা।
পালনোৎপত্তিনাশার্থং প্রতিসর্গঃ স্মৃতো হি সঃ ॥ ২২ ॥
সোমসূর্যোদ্ভবানাঞ্চ রাজ্ঞাং বংশপ্রকীর্ত্তনম্।
হিরণ্যকশিপ্বাদীনাং বংশাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৩ ॥

ঽভিধীয়তে তত্রাহ নির্গুণেতি। সচ্চিদানন্দব্রহ্মরূপিণী যা ভগবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ তস্যাস্ত্বিতি। তস্যা যা সাত্ত্বিকী শক্তিস্তথা রাজসী তথা তামসী চ যা শক্তিস্তচ্ছক্তিবিশিষ্টং যৎ পরং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তৎ মহালক্ষ্ম্যাদয়ো যাঃ প্রসিদ্ধাঃ স্ত্রিয়স্তাঃ স্ত্রিয়ো ভবন্তি। সাম্যাবস্থাত্মকব্রহ্মরূপিণী মূলদেবতা তত্তদেকৈকগুণবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যো মহালক্ষ্ম্যাদয়ো দেবতা ইতি ভাবঃ। অত এব পুরাণাগমাদিম্বাসাং সচ্চিদানন্দত্বমুক্তং ন তু কেবলজড়শক্তিরূপত্বম্ ॥ ২০ ॥ তাসামিতি। সৃষ্ট্যর্থং জগৎসর্জনায় যস্তাসাং তিস্থণাং শক্তীনাং দেহাঙ্গীকারো দেহধারণং তল্লক্ষণো যঃ সর্গঃ সোঽত্র শাস্ত্রবিশারদৈঃ পণ্ডিতৈঃ সর্গশব্দেন সমাখ্যাত ইত্যর্থঃ। অস্মিন্ পুরাণে সর্গশব্দেনায়মেব গৃহ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র মহাকাল্যাদীনামুৎপত্তিঃ প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমস্কন্ধে চ ॥ ২১ ॥ প্রতিসর্গমাহ হরীতি। অস্মিন্ পুরাণে প্রতিসর্গশব্দেনায়মেব গৃহ্যতে ইত্যর্থঃ। প্রতিসর্গো নামানুসর্গো ব্রহ্মাদীনামনন্তরোৎপত্তিরূপ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং পুরাণান্তরে। প্রতিসর্গোঽনুসর্গশ্চ প্রলয়শ্চ প্রকীর্ত্তিত ইতি। তত্র 'গুণত্রয়রূপশক্তীনামুৎপত্তিস্তাসাং পরিণামশ্চ ব্রহ্মাদিরূপেণ নানাবিধাহঙ্কারাদিরূপেণ চ তৃতীয়স্কন্ধে ত্বঞ্চ বেধাঃ শিবস্ত্বেতে দেবা মদ্‌গুণসম্ভবা ইত্যনেনোক্তঃ। সংক্ষেপেণ প্রলয়রূপপ্রতিসর্গোঽপি নবমস্কন্ধে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ লয়রূপ উক্তঃ ॥২২॥ সোমেতি। তেষাং যদ্বংশপ্রকীর্ত্তনং স বংশোঽত্র বংশশব্দেন গৃহ্যত ইতি ভাবঃ। বংশাস্তে ইতি। তেঽপি

যে গুণাতীত নিত্য মঙ্গলময়ী শক্তি সর্ব্বদা সকল স্থানেই অখণ্ড অবিকৃতরূপে বিরাজমান আছেন; যোগেন্দ্র পুরুষগণ যাঁহাকে সমাধিকালে নিজ আত্মমন্দিরে তুরীয় চৈতন্যরূপে অনুভব করত চরিতার্থতা লাভ করেন, তাঁহারই সত্ত্ব অংশে সরস্বতী, রজঃ অংশে মহালক্ষ্মী আর তমঃ অংশে মহাকালী এই নিতটী অসীমৈশ্চর্য্যশালিনী অনুপম রমণীমূর্ত্তির আবির্ভাব হয় ॥ ১৯—২০ ॥ সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত উল্লিখিত শক্তিত্রয়ের যে দেহাঙ্গীকার লক্ষণ, তাহাই শাস্ত্রবিশারদ মুনিগণকর্ত্তৃক সর্গ নামে পরিকীর্ত্তিত হয়; এবং উৎপত্তি, পালন ও সংহার নিমিত্ত উপরি উক্ত সর্গলক্ষণ হইতে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিনটি দেবের আবির্ভাব তাহাকেই প্রতিসর্গ (অবান্তর বা স্থূলসর্গ) বলা হইয়াছে ॥ ২১—২২ ॥ হে মুনিগণ! চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজগণের এবং হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দিতিনন্দনদিগের বংশকীর্ত্তনকে

স্বায়ম্ভুবমুখানাঞ্চ মনূনাং পরিবর্ণনম্।
কালসংখ্যা তথা তেষান্তত্তন্মন্বন্তরাণি চ ॥ ২৪ ॥
তেষাং বংশানুকথনং বংশানুচরিতং স্মৃতম্।
পঞ্চলক্ষণযুক্তানি ভবন্তি মুনিসত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥
সপাদলক্ষঞ্চ তথা ভারতং মুনিনা কৃতম্ ॥
ইতিহাস ইতি প্রোক্তং পঞ্চমং বেদসম্মতম্ ॥ ২৬ ॥

শৌনক উবাচ।

কানি তানি পুরাণানি ব্রূহি সূত! সবিস্তরম্।
কতিসংখ্যানি সর্ব্বজ্ঞ! শ্রোতুকামা বয়ন্ত্বিহ ॥ ২৭ ॥

বংশা বংশশব্দেন গৃহ্যন্তে ইত্যর্থঃ। সোমবংশস্তু সোমাৎপুরূরবঃপর্য্যন্তং প্রথমস্কন্ধে উক্তঃ। সূর্য্যবংশস্তু বৈবস্বতমনুমারভ্য হরিশ্চন্দ্রপর্য্যন্তং সপ্তমস্কন্ধে সংক্ষেপেণোক্তঃ। তদুভয়বংশীয়ান্য-রাজ্ঞাং কথা তু দেবীকথায়াং বিক্ষেপবাহুল্যপ্রসঙ্গভিয়া নোক্তেতি বোধ্যম্। তদুক্তং সপ্তমস্কন্ধে। ইত্যেবং সূর্য্যবংশানাং রাজ্ঞাং বংশপ্রকীর্ত্তনম্। সোমবংশোদ্ভবানাঞ্চ বর্ণনীয়ং ময়া কিয়দিতি ॥ ২৩ ॥ স্বায়ম্ভুবেতি। তত্তন্মন্বন্তরাণি চেতি। তান্যত্র মন্বন্তরশব্দেনোচ্যন্তে ইত্যর্থঃ। মন্বন্তরকথা তু দশমস্কন্ধেঽভিহিতা তেষাং বংশানুচরিতমপি তত্রৈব ॥ ২৪ ॥ তেষাং বংশেতি। তদত্র বংশানুচরিতমিত্যর্থঃ। ভবন্তীতি। সর্ব্বাণি পুরাণানীত্যর্থঃ। যদ্যপ্যত্র সকলজগৎসৃষ্টিরপি তৃতীয়স্কন্ধাদিষ্বভিহিতা তথাপি ভগবতীবর্ণনে এবাস্য গ্রন্থস্য তাৎপর্য্যং ন সৃষ্ট্যাদিবর্ণনে ইতি বোধয়িতুং মহালক্ষ্ম্যাদীনামবতার এব সৃষ্টিশব্দেনোক্ত ইতি বোধ্যম্ ॥২৫॥ ভারতমপি পঞ্চলক্ষণবদেবেত্যাহ সপাদেতি। পঞ্চমং বেদচতুষ্টয়াপেক্ষয়া পঞ্চমমিতিহাসপদ-বাচ্যমিত্যর্থঃ তথা পঞ্চলক্ষণবদেব ॥ ২৬ ॥

ভবন্তীতি বহুবচনাকাঙ্ক্ষিতানি পুরাণানি কতিসংখ্যানি সন্তীতি পৃচ্ছতি শৌনকঃ

বংশাবলী কহে ॥ ২৩ ॥ স্বায়ম্ভুবপ্রমুখ মনুদিগের বৃত্তান্ত এবং তাঁহাদের আধিপত্যকালের পরিমাণ ও যে মনুর পরে যে যে মনুর অধিকার ইহাদিগকে মন্বন্তর কহে ॥ ২৪ ॥ মনু প্রভৃতি মহাত্মগণের বংশ এবং তত্তদ্ বংশোৎপন্ন মহাত্মগণের চরিতাবলীবর্ণনাকে বংশানুচরিত কহা যায়। ঋষিগণ! সকল পুরাণকেই পঞ্চলক্ষণ-বিশিষ্ট বলিয়া জানিবেন ॥ ২৫ ॥ সত্যবতী সুত বেদব্যাস পুরাণাতিরিক্ত সপাদ পঞ্চলক্ষণলক্ষিত লক্ষসংখ্যক শ্লোকে সংগ্রথিত ভারত রচনা করিয়াছেন*। যাহা পঞ্চম বেদ সদৃশ ইতিহাস বলিয়া কথিত আছে ॥ ২৬ ॥

শৌনক কহিলেন, সূত! ভগবান্ বেদব্যাস প্রসাদে তুমি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছ; সুতরাং কোন শাস্ত্রই তোমার অজ্ঞাত নহে। অতএব পুরাণের সংখ্যা কত এবং তাহাদের

---

* যদিচ এস্থলে টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সপাদলক্ষ শব্দের অর্থ পৌরাণিক পঞ্চলক্ষণাতিরিক্ত লক্ষণ সকল ভারতে সন্নিবেশিত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে কিন্তু পদ্ম ও সনৎকুমার পুরাণ এবং কোন কোন তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের মতে মনুষ্য লোকস্থ মহাভারতে লক্ষাতিরিক্ত শ্লোকও দৃষ্ট হয় এই নিমিত্ত উভয়মত অর্থই প্রদত্ত হইল।

কলিকালবিভীতাঃ স্মো নৈমিশারণ্যবাসিনঃ ॥
ব্রহ্মণাঽত্র সমাদিষ্টাশ্চক্রং দত্ত্বা মনোময়ম্ ॥ ২৮ ॥
কথিতং তেন নঃ সর্ব্বান্ গচ্ছন্ত্বেতস্য পৃষ্ঠতঃ।
নেমিঃ সংশীর্য্যতে যত্র স দেশঃ পাবনঃ স্মৃতঃ ॥ ২৯ ॥
কলেস্তত্র প্রবেশো ন কদাচিৎসম্ভবিষ্যতি।
তাবত্তিষ্ঠন্তু তত্রৈব যাবৎ সত্যযুগং পুনঃ ॥ ৩০ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য গৃহীত্বা তৎকথানকম্।
চালয়ন্নির্গতস্তূর্ণং সর্ব্বদেশদিদৃক্ষয়া ॥ ৩১ ॥
প্রেত্যাত্র চালয়ংশ্চক্রং নেমিঃ শীর্ণোঽত্র পশ্যতঃ।
তেনেদং নৈমিশং প্রোক্তং ক্ষেত্রং পরমপাবনম্ ॥ ৩২ ॥
কলিপ্রবেশো নৈবাত্র তস্মাৎ স্থানং কৃতং ময়া।
মুনিভিঃ সিদ্ধসঙ্ঘৈশ্চ কলিভীতৈর্ম্মহাত্মভিঃ ॥ ৩৩ ॥

কতীতি ॥ ২৭ ॥ যুষ্মাকং বৈরাগ্যং নাস্তি কথং বক্তব্যং তত্রাহ কলিকালেতি। তেন বৈরাগ্যমস্তীত্যুক্তং ভবতি। পুণ্যো দেশো নাস্তীতি চেত্তত্রাহ নৈমিশেতি। কথং তস্য পুণ্যদেশত্বং তত্রাহ ব্রহ্মণেতি ॥ ২৮—৩০ ॥ তস্য ব্রহ্মণস্তৎকথানকং কথারূপং বচনং শ্রুত্বা তচ্চক্রং গৃহীত্বেত্যন্বয়ঃ। চালয়ন্নিতি। অর্থাচ্চক্রম্ ॥ ৩১—৩৩ ॥ যুষ্মাকং সাত্ত্বিকে কর্ম্মণি শ্রদ্ধা

নামই বা কি ইহা শ্রবণের নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে অতএব সবিস্তার বিবৃতি করিয়া আমাদের নিকট বর্ণনা কর ॥ ২৭ ॥ এক্ষণে, আমরা সকলেই দুরন্ত কলিকালভয়ে ভীত হইয়া এই নৈমিশক্ষেত্রে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। পিতামহ ব্রহ্মা আমাদিগকে মনোময় চক্র প্রদান পূর্ব্বক এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, হে ঋষিগণ! তোমরা সকলেই এই মনোময় চক্রের অনুগমন কর। যে স্থলে ইহার নেমি (চক্রপদ্ধতি) বিশীর্ণ হইয়া পড়িবে তাহাই পরম পবিত্রক্ষেত্র বলিয়া জানিবে। সে স্থলে কলিদেব কদাচ প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব যত দিন পুনরায় পুণ্যময় সত্যযুগের পুনরাগমন না হয় তাবৎকাল তোমরা সেই স্থলে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থিতি কর ॥ ২৮—৩০ ॥ তাঁহার সেই আদেশ শ্রবণে সমস্ত দেশপ্রদেশ সন্দর্শন লালসায় উল্লিখিত মনোময় চক্র পরিচালন পূর্ব্বক অবিলম্বে সকলেই উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। পরে চক্র সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক এই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র আমাদের সমক্ষেই বিশীর্ণনেমি হইয়া পড়িল। তাহাতেই এই স্থলটি পরম পবিত্রজনক নৈমিশক্ষেত্র নামে সমাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৩১—৩২ ॥ ইহাতে কখনই কলির প্রবেশ অধিকার নাই জানিয়াই আমি কলিভয়ে ভীত এই সমস্ত মহাত্মা সিদ্ধমুনিগণ সমভিব্যাহারে আসিয়া এই ক্ষেত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি ॥ ৩৩ ॥

পশুহীনাঃ কৃতা যজ্ঞাঃ পুরোডাশাদিভিঃ কিল।
কালাতিবাহনং কার্য্যং যাবৎ সত্যযুগাগমঃ ॥ ৩৪ ॥
ভাগ্যযোগেন সম্প্রাপ্তঃ সূত! ত্বং চাত্র সর্ব্বথা
কথয়াদ্য পুরাণং হি পাবনং ব্রহ্মসম্মতম্‌ ॥ ৩৫ ॥
সূত! শুশ্রূষবঃ সর্ব্বে বক্তা ত্বং মতিমানথ।
নির্ব্ব্যাপারা বয়ং নূনমেকচিত্তাস্তথৈব চ ॥ ৩৬ ॥
ত্বং সূত! ভব দীর্ঘায়ুস্তাপত্রয়বিবর্জ্জিতঃ।
কথয়াদ্য পুরাণং হি পুণ্যং ভাগবতং শিবম্‌ ॥ ৩৭ ॥
যত্র ধর্ম্মার্থকামানাং বর্ণনং বিধিপূর্ব্বকম্‌।
বিদ্যাং প্রাপ্য তয়া মোক্ষঃ কথিতো মুনিনা কিল ॥ ৩৮ ॥
দ্বৈপায়নেন মুনিনা কথিতং যচ্চ পাবনম্‌।
ন তৃপ্যামো বয়ং সূত! কথাং শ্রুত্বা মনোরমাম্‌ ॥ ৩৯ ॥

নাস্তীতি চেত্তত্রাহ পশুহীনা ইতি। যজ্ঞাঃ দর্শপূর্ণমাসাদয়ো যে পুরোডাশসাধ্যাঃ পশুরহিতাশ্চ ত এব প্রায়ঃকৃতাস্তেন কদাচিৎ পশুসহিতযজ্ঞকরণেঽপি ন সাত্ত্বিকত্বহানিঃ। অবশ্যপশুসাধ্যোঽস্য যাগস্য ব্রাহ্মণেনাবশ্যকর্ত্তব্যত্বাৎ। যুষ্মাকমবকাশো নাস্তীতি চেত্তত্রাহ কালাতিবাহনমিতি ॥ ৩৪ ॥ পুরাণং হীতি। নামমাত্রেণৈব তানি পুরাণান্যুক্ত্বা। মুখ্যবিষয়ং

হে সূত! আমরা প্রায়ই পুরোডাশ সাধ্য বহুবিধ পশুবিহীন সাত্ত্বিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে যত দিন পুনর্ব্বার সত্যযুগ না আইসে তত দিন এই পুণ্যক্ষেত্রে কালযাপন করিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥ সূত! এ সময় তুমি নিশ্চয়ই আমাদের ভাগ্যবশতঃ এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। এক্ষণে, বেদসম্মত পবিত্রকর পুরাণ সকল বলিতে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩৫ ॥ বৎস! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্‌ তাহা আমরা জানি অতএব আমাদিগকে পুরাণ সকল শ্রবণ করাও। এ সময় আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত, অন্য কোন কার্য্যে ব্যাপৃত নহি; সুতরাং একাগ্রমনে শ্রবণ করিতে পারিব ॥ ৩৬ ॥ বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ কর; আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ পরিতাপ হইতে বিমুক্ত হও। বৎস! এক্ষণে, যে ভাগবত অখিল জীবগণের হিতকর; যাহা শ্রবণে পুণ্যরাশি সঞ্চয় হয়; যে ভাগবতে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম ত্রিবর্গের যথানিয়মে বর্ণনা আছে, কেননা, বেদে এইরূপ উক্তি আছে যে, জীবগণ ব্রহ্ম বিদ্যা লাভ করিয়া তদ্দ্বারা মোক্ষ পাইতে সমর্থ হয়; দ্বৈপায়ন বেদব্যাসও স্বয়ং যাঁহাকে অতি পবিত্রকর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; অধিক কি যাহা গুণসমূহের একমাত্র আধার স্বরূপ, এ জন্য নিখিল ভুবনজননী ভগবতীর নাট্যবৎ বিরাজ করিতেছে; যাহা শ্রবণে নিখিল পাপরাশি একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়; সেই কামপ্রদ ভগবতী নামক্তযু

সকলগুণগণানামেকপাত্রং পবিত্র-
মখিলভুবনমাতুর্নাট্যবৎ যদ্বিচিত্রম্।
নিখিলমলগণানাং নাশকৃৎ কামকন্দং
প্রকটয় ভগবত্যা নামযুক্তং পুরাণম্॥ ৪০॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
গ্রন্থসংখ্যা বিষয়ো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়।

ভাগবতং বদেত্যর্থঃ॥ ৩৫—৩৯॥ সকলেতি। অখিলভুবনমাতুর্ভগবত্যা নাট্যমস্তি যস্মিন্ তন্নাট্যবৎযচ্চ বিচিত্রম্। ভগবত্যা নামেতি ভগবতীপদঘটিতমিত্যর্থঃ॥ ৪০॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

ভাগবত আমাদিগকে শ্রবণ করাও। বৎস! এরূপ মনোহর কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের তৃপ্তি লাভ হইতেছে না॥ ৩৭—৪০॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
গ্রন্থসংখ্যা বিষয়বিশিষ্ট দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শৃণ্বন্তু সংপ্রবক্ষ্যামি পুরাণানি মুনীশ্বরাঃ।
যথা শ্রুতানি তত্ত্বেন ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ॥ ১॥
মদ্বয়ম্ভদ্বয়ঞ্চৈব ব্রত্রয়ংবচতুষ্টয়ম্।
অনাপলিংগকূস্কানি পুরাণানি পৃথক্ পৃথক্॥ ২॥
চতুর্দ্দশসহস্রঞ্চ মাৎস্যমাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
তথা গ্রহসহস্রন্তু মার্কণ্ডেয়ং মহাদ্ভুতম্॥ ৩॥
চতুর্দ্দশসহস্রাণি তথা পঞ্চশতানি চ।
ভবিষ্যং পরিসংখ্যাতং মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৪॥
অষ্টাদশসহস্রং বৈ পুণ্যং ভাগবতং কিল।
তথা চাঽযুতসংখ্যাকং পুরাণং ব্রহ্মসংজ্ঞকম্॥ ৫॥

ত্রিচত্বারিংশচ্ছ্লোকৈস্তু পুরাণাখ্যা সসংখ্যকা।
তত্তদ্যুগীয়ব্যাসাশ্চ কথ্যন্তেঽস্মিংস্তৃতীয়কে॥

শৃণ্বিতি॥ ১॥ মদ্বয়মিতি। মশব্দেন মকারাদ্যক্ষরযুক্তং পুরাণং গৃহ্যতে। তস্য দ্বয়ং তথা চ মার্কণ্ডেয়ং মাৎস্যমিতি চ সিদ্ধম্। এবং সর্ব্বত্র ব্যাখ্যেয়ম্। অস্মিন্ পদ্যকেঽষ্টাদশপুরাণানামাদ্যাক্ষরগ্রহণেন সংগ্রহঃ কৃতঃ॥ ২॥ অধুনা তানি পুরাণানি নাম্না সংখ্যয়া চ পৃথক্

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমি সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস মুখে পুরাণ সকল যথার্থতঃ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আপনাদের সমীপে বলিতে প্রবৃত্ত হইব আপনারা শ্রবণ করুন॥ ১॥ অষ্টাদশ পুরাণ সকল মাৎস্য, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, ভাগবত, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, বামন, বায়ব্য, বৈষ্ণব, বারাহ, অগ্নি, নারদ, পাদ্ম, লিঙ্গ, গারুড়, কূর্ম্ম এবং স্কন্দ ভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ২॥ হে শৌনক! তত্ত্ববিদ্ ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তন্মধ্যে আদ্য মাৎস্যপুরাণ চতুর্দ্দশসহস্র-শ্লোকাত্মক, দ্বিতীয় মার্কণ্ডেয়পুরাণ নবসহস্র-শ্লোকপরিমিত, তৃতীয় ভবিষ্যপুরাণ পঞ্চশতাধিক চতুর্দ্দশ সহস্রশ্লোকসম্বদ্ধ, চতুর্থ মঙ্গলপ্রদ ভগবতীগুণান্বিত ভাগবতপুরাণ অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকবিরচিত, পঞ্চম ব্রহ্মপুরাণ অযুতসংখ্যক-শ্লোকবিশিষ্ট; ষষ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দ্বাদশসহস্রশ্লোকরচিত, সপ্তম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অষ্টাদশসহস্রশ্লোকনিয়মিত, অষ্টম বামনপুরাণ অযুতশ্লোকসংনিবদ্ধ, নবম বায়ুপুরাণ ষট্‌শতাধিক চতুর্ব্বিংশসহস্রশ্লোকপরিমিত, দশম বিষ্ণুপুরাণ ত্রয়োবিংশসহস্রশ্লোক-

দ্বাদশৈব সহস্রাণি ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ শতাধিকম্।
তথাষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ ॥ ৬ ॥
অযুতং বামনাখ্যঞ্চ বায়ব্যং ষট্‌শতানি চ।
চতুর্ব্বিংশতিঃ সংখ্যাতঃ সহস্রাণি তু শৌনক! ॥ ৭ ॥
ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং বৈষ্ণবং পরমাদ্ভুতম্।
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রং বারাহং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৮ ॥
ষোড়শৈব সহস্রাণি পুরাণঞ্চাগ্নিসংজ্ঞিতম্।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রং নারদং পরমং মতম্ ॥ ৯ ॥
পঞ্চপঞ্চাশৎসাহস্রং পদ্মাখ্যং বিপুলং মতম্।
একাদশসহস্রাণি লিঙ্গাখ্যং চাতিবিস্তৃতম্ ॥ ১০ ॥
একোনবিংশৎসাহস্রং গারুড়ং হরিভাষিতম্।
সপ্তদশসহস্রঞ্চ পুরাণং কূর্ম্মভাষিতম্ ॥ ১১ ॥
একাশীতি সহস্রাণি স্কন্দাখ্যং পরমাদ্ভুতম্।
পুরাণাখ্যাচ সংখ্যাচ বিস্তরেণ ময়াঽনঘাঃ ॥ ১২ ॥
তথৈবোপপুরাণানি শৃণ্বন্তু ঋষিসত্তমাঃ।
সনৎকুমারং প্রথমং নারসিংহং ততঃ পরম্ ॥ ১৩ ॥

পৃথগাহ চতুর্দ্দশেতি। গ্রহসহস্রং নবসহস্রম্ ॥ ৩—৬ ॥ বায়ব্যমিতি। যস্য সংখ্যেতি শেষঃ। যস্য সংখ্যা ষট্‌শতানি। অথ চ সংখ্যাতঃ সংখ্যয়া চতুর্ব্বিংশতিঃ। চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকানি সহস্রাণি যানি সা চ সংখ্যেত্যর্থঃ ॥ ৭—১১ ॥ পুরাণেতি পুরাণনামানি তৎসংখ্যা চ ময়া

গ্রথিত, একাদশ পরমাশ্চর্য্যময় বরাহপুরাণ চতুর্ব্বিংশ সহস্রশ্লোকসম্বদ্ধ, দ্বাদশ অগ্নিপুরাণ ষোড়শসহস্রশ্লোকাত্মক, ত্রয়োদশ নারদপুরাণ পঞ্চবিংশতিসহস্রশ্লোকময়, চতুর্দ্দশ সুমহৎ পদ্মপুরাণ পঞ্চপঞ্চাশৎশ্লোকপরিমিত, পঞ্চদশ অতি বিস্তৃত লিঙ্গপুরাণ একাদশসহস্রশ্লোক-নিবদ্ধ, ষোড়শ গরুড়পুরাণ একোনবিংশসহস্রশ্লোকবিরচিত, সপ্তদশ কূর্ম্মপুরাণ সপ্তদশ-সহস্রশ্লোক-নির্দ্দিষ্ট এবং অষ্টাদশ সুমহৎ অতি আশ্চর্য্যজনক স্কন্দপুরাণ একাশীতিসহস্র-শ্লোকে বিরচিত হইয়াছে ॥ ৩—১১ ॥

হে ঋষিসত্তম মহর্ষিগণ! আপনারা পাপজয় করিয়া বিশুদ্ধ শরীরে বিরাজমান করিতেছেন। আমি আপনাদের নিকট অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম ও সংখ্যা বিস্তৃতরূপে নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে, অষ্টাদশ উপপুরাণ সকলের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন্ ॥ ১২ ॥ মহাত্মা ঋষিগণ সেই উপপুরাণ সকল মধ্যে সনৎকুমারপ্রোক্ত পুরাণকেই আদ্য দ্বিতীয় নারসিংহ

নারদীয়ং শিবঞ্চৈব দৌর্ব্বাসসমনুত্তমম্।
কাপিলং মানবং চৈব তথা চৌশনসং স্মৃতম্॥ ১৪॥
বারুণং কালিকাখ্যঞ্চ সাম্বং নন্দিকৃতং শুভম্।
সৌরং পারাশরপ্রোক্তমাদিত্যং চাতিবিস্তরম্॥ ১৫॥
মাহেশ্বরং ভাগবতং বাশিষ্ঠঞ্চ সবিস্তরম্।
এতান্যুপপুরাণানি কথিতানি মহাত্মভিঃ॥ ১৬॥
অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
ভারতাখ্যানমতুলংচক্রে তদুপবৃংহিতম্॥ ১৭॥

প্রোক্তেতি শেষঃ॥ ১২—১৫॥ ভাগবতমিতি। লোকে দেবীভাগবতবিষ্ণুভাগবতনাম্না ভাগবতদ্বয়স্যৈব প্রসিদ্ধত্বেন দেবীভাগবতস্য পঞ্চমং বেদসম্মিতমিতি বচনেন স্বেনৈব স্বস্য মহাপুরাণত্বস্য নিশ্চিতত্বেনার্থাদুপপুরাণেষু ভাগবতপদেন বিষ্ণুভাগবতস্যৈব গ্রহণম্॥ ১৬॥

ভারতাৎপূর্ব্বমেব মহাপুরাণানি কৃতানীত্যাহ অষ্টাদশেতি। যদ্যপ্যত্রোপপুরাণকথনোত্তরমেবদেং বচনং পঠিতং তথাপি পুরাণান্তরে অষ্টাদশমহাপুরাণোত্তরমেব ভারতস্যোৎপত্তেরুক্তত্বাদত্রাপি অষ্টাদশপুরাণপদেন মহাপুরাণানামেব গ্রহণম্। তথাচাষ্টাদশমহাপুরাণানি কৃত্বা ভারতাখ্যানং ব্যাসশ্চক্রে ইত্যর্থঃ। তদুপবৃংহিতৈস্তৈঃ পুরাণৈর্ভারতাখ্যানমুপবৃংহিতং বর্দ্ধিতমিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। অষ্টাদশপুরাণানি ব্যাসেন প্রথমতঃ কৃত্বা তত্রত্যং সারাংশং প্রগৃহ্য ভারতং প্রণীতম্। তথা চ ভারতাপেক্ষয়া ভারতোক্তার্থস্যাষ্টাদশসু বিস্তৃতত্বেন তদুপবৃংহিতত্বমব্যাহতমেবেতি। এতদ্বচনাদপি দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণম্। বিষ্ণুভাগবতস্য ভারতোত্তরং জায়মানত্বস্য ভারতোত্তরং নির্ব্বিণ্ণো ব্যাসশ্চকারেতি বিষ্ণুভাগবতবচনেনৈব বোধিতত্বাদ্ভারতাৎপূর্ব্বংবিদ্যমানেষু মহাপুরাণেষু বিষ্ণুভাগবতস্য প্রবেশাভাবাৎ। নন্থ মার্কণ্ডেয়পুরাণে প্রথমেঽধ্যায়ে উক্তম্। ভারতং ব্যাসমুখাচ্ছ্রুত্বা তত্র সন্দিহানঃ ক্রৌষ্টুকিঃ মার্কণ্ডেয়ং প্রত্যাগত্য তত্রত্যং সন্দেহং পৃষ্টবাংস্তৎসন্দেহনিবৃত্ত্যর্থং মার্কণ্ডেয়ো মার্কণ্ডেয়পুরাণমুক্তবানিতি। তথা চ মার্কণ্ডেয়পুরাণং ভারতোত্তরং জাতমিতি নিশ্চীয়তে। ততশ্চ ভারতাৎপূর্ব্বং সপ্তদশপুরাণান্যেব সন্তীতি অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বেতি বচনমসঙ্গতমেবেতি চেন্ন। প্রথমতঃ কথামাত্রং ব্যাসমুখাচ্ছ্রুতং ন তু গ্রন্থরূপম্। দন্তকথামাত্রশ্রবণেনৈব জাতসন্দেহঃক্রৌষ্টুকিমার্কণ্ডেয়ং প্রত্যাগত্য সন্দেহং পৃষ্টবানিতিমার্কণ্ডেয়পুরাণাভিপ্রায়ঃ। অষ্টাদশপুরাণগ্রন্থং তদুত্তরং কৃত্বা ভারতগ্রন্থঃ কৃত ইতি। অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বেতি বচনাভি-

---

পুরাণ, তৃতীয় নারদীয়পুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম দৌর্ব্বাসপুরাণ, ষষ্ঠ কাপিলপুরাণ, সপ্তম মানবপুরাণ, অষ্টম ঔশনসপুরাণ, নবম বারুণপুরাণ, দশম কালিকাপুরাণ, একাদশ সাম্বপুরাণ, দ্বাদশ নন্দিপুরাণ, এয়োদশ সৌরপুরাণ, চতুর্দ্দশ পরাশরকৃতপুরাণ, পঞ্চদশ আদিত্যপুরাণ, ষোড়শ মাহেশ্বরপুরাণ, সপ্তদশ বিষ্ণুভাগতপুরাণ, এবং অষ্টাদশ বাশিষ্ঠ পুরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥ ১৩—১৬॥ হে মহর্ষিগণ! সত্যবতী নন্দন ব্যাসদেব অগ্রে অষ্টাদশ মহাপুরাণ রচনা করিয়া পরে অতিবিস্তৃত উল্লিখিত মহাপুরাণ সকলের সারসংগ্রহ করিয়া সুবৃহৎ মহাভারত রচনা করিয়াছেন॥ ১৭॥ মহর্ষিগণ! চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের

মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু দ্বাপরে দ্বাপরে যুগে।
প্রাদুঃকরোতি ধর্ম্মার্থী পুরাণানি যথাবিধি॥ ১৮॥
দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপেণ সর্ব্বদা।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে হিতকাম্যয়া॥ ১৯॥
অল্পায়ুষোঽল্পবুদ্ধীংশ্চ বিপ্রান্ জ্ঞাত্বা কলাবথ।
পুরাণসংহিতাং পুণ্যাং কুরুতেঽসৌ যুগে যুগে॥ ২০॥
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ন বেদশ্রবণং মতম্।
তেষামেবহিতার্থায় পুরাণানি কৃতানিচ॥ ২১॥
মন্বন্তরে সপ্তমেঽত্র শুভে বৈবস্বতাভিধে।
অষ্টাবিংশতিমে প্রাপ্তে দ্বাপরে মুনিসত্তমাঃ॥ ২২॥
ব্যাসঃ সত্যবতীসূনুর্গুরুর্ম্মেধর্ম্মবিত্তমঃ।
একোনত্রিংশৎ সংপ্রাপ্তে দ্রৌণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি॥ ২৩॥
অতীতাস্তু তথাব্যাসাঃ সপ্তবিংশতিরেবচ।
পুরাণসংহিতাস্তৈস্তু কথিতাস্তু যুগে যুগে॥ ২৪॥

প্রায়কল্পনেন বিরোধাভাবাদিতি॥ ১৭॥ নন্বেতানি পুরাণানি কস্মিন্ যুগে জায়ন্তে তত্রাহ· মন্বন্তরেম্বিতি। যুগানামেকসপ্তত্যা মন্বন্তরমিহোচ্যতে। তে চ মনবশ্চতুর্দ্দশ তথাচপ্রতি-মন্বন্তরং দ্বাপরে দ্বাপরে যুগে করুণানিধির্ব্যাসঃ কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যৈব পুরাণবিভাগং প্রাদুষ্করোতি॥ ১৮॥

ব্যাসো বিষ্ণুরেব বেদবিভাগং চ করোতীত্যাহ দ্বাপরে ইতি॥ ১৯—২১॥ অষ্টাবিংশতিতমে যুগে সত্যবতীসূনুর্মম গুরুর্ব্যাসোঽভবৎ। অনন্তরে যুগে দ্রৌণিরশ্বত্থামা ভবিষ্যতীত্যন্বয়ঃ॥ ২২॥ অতীতা ইতি। অষ্টাবিংশতিতমযুগস্থাৎব্যাসাৎপূর্ব্বং সপ্তবিংশতির্ব্যাসা জাতা

প্রতি দ্বাপরযুগে স্বয়ং বিষ্ণু ধর্ম্মরক্ষারজন্য ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবগণের মঙ্গলার্থে এক বেদকে বহুরূপে বিভাগ করেন; অনন্তর কলিযুগের ব্রাহ্মণগণকে অল্পায়ু এবং মন্দ-বুদ্ধি জানিয়া, বিশেষতঃ স্ত্রী, শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণগণের বেদ শ্রবণে অধিকার না থাকায় তাহাদের নিস্তার জন্য বেদের সার সংগ্রহ করিয়া মঙ্গল জনক পুরাণ সংহিতা রচনা করেন॥ ১৮—২১॥ হে মুনিসত্তম ঋষিগণ! এই বর্ত্তমান শুভকর সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ সত্যবতীপুত্র ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনিই আমার পরম গুরু আমি তাঁহার নিকট হইতেই সমস্ত পুরাণসংহিতা শ্রবণ করিয়াছি। হে ঋষিগণ! ইহার পর একোনত্রিংশ দ্বাপরযুগ আসিলে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইবেন। এইরূপ পূর্ব্বেও প্রত্যেক দ্বাপরযুগে সপ্তবিংশ বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়া পুরাণ সংহিতা সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন॥ ২২—২৪॥ ঋষিগণ সূতমুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া

ঋষয় ঊচুঃ।

ব্রূহি সূত ! মহাভাগ ! ব্যাসাঃপূর্ব্ব যুগোদ্ভবাঃ।
বক্তারস্তু পুরাণানাং দ্বাপরে দ্বাপরে যুগে ॥ ২৫ ॥

সূত উবাচ।

দ্বাপরে প্রথমে ব্যস্তাঃ স্বয়ং বেদাঃ স্বয়ম্ভুবা।
প্রজাপতির্দ্বিতীয়েতু দ্বাপরে ব্যাসকার্য্যকৃৎ ॥ ২৬ ॥
তৃতীয়ে চোশনাব্যাসশ্চতুর্থেতু বৃহস্পতিঃ।
পঞ্চমে সবিতা ব্যাসঃ ষষ্ঠে মৃত্যুস্তদাপরে ॥ ২৭ ॥
মঘবা সপ্তমে প্রাপ্তে বশিষ্ঠস্ত্বষ্টমে স্মৃতঃ।
সারস্বতস্তু নবমে ত্রিধামা দশমে তথা ॥ ২৮ ॥
একাদশেঽথ ত্রিবৃষো ভরদ্বাজস্ততঃপরম্‌।
ত্রয়োদশে চান্তরিক্ষো ধর্ম্মশ্চাপি চতুর্দ্দশে ॥ ২৯ ॥
ত্রয্যারুণিঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ।
মেধাতিথিঃ সপ্তদশে ব্রতীহ্যষ্টাদশে তথা ॥ ৩০ ॥

ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ব্যাসনামানি পৃচ্ছন্তি ঋষয় ইতি। ব্রূহি স্থতেতি। কূর্ম্মপুরাণে তু। একাদশে তু নহুষঃ শততেজাস্ততঃপরম্‌। ত্রয়োদশে তথা ধর্ম্মস্তরুক্ষুস্ত চতুর্দ্দশে। ত্রয্যারুণিঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ। কৃতঞ্জয়ঃ সপ্তদশেঽষ্টাদশ ঋতঞ্জয়ঃ। ততো ব্যাসো ভরদ্বাজস্তস্মাদূর্দ্ধং তু গৌতমঃ। বাজশ্রবাশ্চৈকবিংশে তস্মাচ্ছুষ্মায়ণঃপরঃ। তৃণবিন্দুস্ত্রয়োবিংশে বাল্মীকিস্তু ততঃপরম্‌। পঞ্চবিংশে তথা শক্তিঃষড়্‌বিংশে তু পরাশরঃ। সপ্তবিংশে তথা

আগ্রহ পূর্ব্বক কহিলেন। হে স্থত! তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্‌ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে, যাহারা মন্বন্তরীয় প্রতি দ্বাপরযুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুরাণ সংহিতাসকল রচনা করিয়াছেন সেই ব্যাসগণের বিষয় বর্ণনা কর ॥ ২৫ ॥

ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া স্থত কহিলেন। হে মহর্ষিগণ! মন্বন্তরের প্রথম দ্বাপর যুগে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বয়ং বেদ সকলকে বিভাগ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দ্বাপরযুগে প্রজাপতি বেদ বিভাগ করতঃ ব্যাসকার্য্য করিয়াছিলেন। তৃতীয় দ্বাপরযুগে উশনস্‌ (শুক্রাচার্য্য) ঋষি, চতুর্থ দ্বাপরে বৃহস্পতি, পঞ্চম দ্বাপরযুগে সূর্য্যদেব, ষষ্ঠ দ্বাপরে যম, সপ্তম দ্বাপরে স্বয়ং ইন্দ্র, অষ্টমে বশিষ্ঠ ঋষি, নবমে সারস্বত, দশমে ত্রিধামা, একাদশে ত্রিবৃষ, দ্বাদশে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে অন্তরিক্ষ, চতুর্দ্দশে স্বয়ং ধর্ম্ম, পঞ্চদশে আরুণি, ষোড়শদ্বাপরে ধনঞ্জয়, সপ্তদশে মেধাতিথি, অষ্টাদশে ব্রতী, একোনবিংশে অত্রি, বিংশে গৌতম, একবিংশে উত্তম, দ্বাবিংশে বেন, ত্রয়োবিংশে সোম, চতুর্ব্বিংশ দ্বাপরে তৃণবিন্দু, পঞ্চবিংশে ভার্গবমুনি, ষড়্‌বিংশে শক্তি,

অত্রিরেকোনবিংশেঽথ গৌতমস্তু ততঃপরম্।
উত্তমশ্চৈকবিংশেঽথ হর্য্যাত্মাপরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৩১॥
বেনো বাজশ্রবাশ্চৈব সোমোঽমুষ্যায়ণস্তথা।
তৃণবিন্দুস্তথা ব্যাসো ভার্গবস্তু ততঃপরম্॥ ৩২॥
ততঃ শক্তির্জাতুকর্ণ্যঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ।
অষ্টাবিংশতিসংখ্যেয়ং কথিতা যা ময়া শ্রুতা॥ ৩৩॥
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাৎপ্রোক্তং পুরাণঞ্চ ময়া শ্রুতম্।
শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যং সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনম্॥ ৩৪॥
কামদং মোক্ষদঞ্চৈব বেদার্থপরিবৃংহিতম্।
সর্ব্বাগমরসারামং মুমুক্ষূণাং সদা প্রিয়ম্॥ ৩৫॥

ব্যাসেন কৃত্বাঽতিশুভং পুরাণং
শুকায় পুত্রায় মহাত্মনে যৎ।
বৈরাগ্যযুক্তায় চ পাঠিতং বৈ
বিজ্ঞায় চৈবারণিসম্ভবায়॥ ৩৬॥

ব্যাসো জাতুকর্ণ্যোমহামুনিঃ। অষ্টাবিংশে স্মৃতো ব্যাসঃ পরাশরসুতঃ পরঃ। ইত্যন্যথা ব্যাসা উক্তাঃ। কল্পভেদেন তু ব্যবস্থা॥ ২৫—৩১॥

উত্তমো হর্য্যাত্মা চৈক এব একবিংশে অয়ং জাতঃ। দ্বাবিংশে বেনো বাজশ্রবাঃ। ত্রয়োবিংশে সোমোঽমুষ্যায়ণঃ। চতুর্ব্বিংশে তৃণবিন্দুঃ। ততো ভার্গবঃ॥ ৩২॥ ততঃ শক্তিস্ততো জাতুকর্ণ্যস্ততঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ॥ ৩৩—৩৫॥ ব্যাসেনেতি। ইদং পুরাণং ব্যাসেন প্রথমতঃ কৃত্বা পশ্চাদিদমত্যন্তং শুভমিতি বিজ্ঞায় জ্ঞাত্বা যস্মৈ কস্মৈ নোক্তং কুতঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাৎ। কিন্তু অয়োনিজঃ পুত্রঃ কীদৃশো মহাত্মা সর্ব্বোত্তমগুণবান্। অরণিসম্ভবোঽযোনিজশ্চ বৈরাগ্যযুক্তশ্চ তস্মৈ পাঠিতম্। তস্মাদিদং সর্ব্বোত্তমমিত্যত্র কঃ সন্দেহঃ॥ ৩৬॥

সপ্তবিংশদ্বাপরে জাতুকর্ণ্য এবং অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে সত্যবতী সুত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ সকল বিভাগ করিয়া বেদব্যাস হইয়াছিলেন॥ ২৬—৩৩॥

হে মহর্ষিগণ! আমি, এই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব প্রোক্ত পুরাণ সকল শ্রবণ করিয়াছি; বিশেষতঃ যে ভাগবত শ্রবণে পুণ্যসঞ্চয় এবং দুঃখ সমূহ বিনষ্ট হয়, যাহা কামনা প্রদানে সমর্থ এবং যে ভাগবত সমস্ত বেদার্থ দ্বারা বিস্তৃতরূপে রচিত, সেই পুণ্যজনক সর্ব্বসাস্ত্রের সারস্বরূপ, মুমুক্ষুগণের অতিপ্রিয় ভাগবত বিশেষ রূপে অবগত হইয়াছি॥ ৩৪—৩৫॥ ব্যাসদেব এই পুরাণ খানিকে রচনা করিয়া অতিশয় শুভকর বিবেচনা করিয়াছিলেন। এজন্য হোমীয় মন্থনদণ্ড হইতে সমুদ্ভূত অর্থাৎ অয়োনিজ এবং বিষয়ানুরাগ বর্জ্জিত, অতএব যথার্থ অধিকারী বিবেচনা করিয়া নিজপুত্র মহাত্মা শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন॥ ৩৬॥

শ্রুতং ময়া তত্র তথা গৃহীতং
যথার্থবদ্ব্যাসমুখান্মুনীন্দ্রাঃ।
পুরাণগুহ্যং সকলং সমেতং
গুরোঃ প্রসাদাৎকরুণানিধেশ্চ ॥ ৩৭ ॥
সুতেন পৃষ্টঃ সকলং জগাদ
দ্বৈপায়নস্তত্র পুরাণগুহ্যম্।
অযোনিজেনাদ্ভুতবুদ্ধিনা বৈ
শ্রুতং ময়া তত্র মহাপ্রভাবম্ ॥ ৩৮ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতামরাঙ্ঘ্রিপফলাস্বাদাদরঃ সত্তমাঃ
সংসারার্ণবদুর্ব্বিগাহ্যসলিলং সন্তর্তুকামঃ শুকঃ।
নানাখ্যানরসালয়ং শ্রুতিপুটৈঃ প্রেম্নাহশৃণোদদ্ভুতং
তচ্ছ্রুত্বা ন বিমুচ্যতে কলিভয়াদেবম্বিধঃ কঃ ক্ষিতৌ ॥৩৯॥

নন্থ তবাপি ব্যাসেনোক্তমস্তীতি চেত্তত্রাহ শ্রুতমিতি। ব্যাসেনৈতাদৃশং পুরাণং মাং বক্তব্যমিতি মম ভাগ্যং ক্বাস্তি। কিন্তু মুখ্যত্বেন শুকায়োক্তং ময়া তু তৎসহাধ্যায়িত্বেন শ্রুতমিতি। নন্থ তৎসহাধ্যায়িত্বং তব তস্য ব্যাসস্যেষ্টমিতিচেত্তত্রাহ প্রসাদাদিতি। এতৎ-সহাধ্যায়িত্বং ময়া মহতা যত্নেন প্রসাদাদেব লব্ধং নন্থ সহজতয়েতি ভাবঃ। নন্থ তথাহপি প্রসাদযোগ্যস্তু ত্বমসি তত্রাহ করুণানিধেশ্চেতি। নাহং যোগ্যঃ কিন্তু গুরুরেব করুণা-নিধিরতস্তৎপ্রসাদপ্রাপ্তসহাধ্যায়িত্বেন ময়েদং ভাগবতং ব্যাসমুখাচ্ছ্রুতমিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্রাপি প্রষ্টা শুক এবাহহন্তু শ্রোতৈব কেবলমিত্যাহ সুতেনেতি। সুতেন পুত্রেণ শুকে-নেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ মহত্ত্বং পুরাণস্য বর্ণয়তি শ্রীমদ্ভাগবতেতি। অয়মপি শুকঃ। হে সত্তমা ইতি ঋষিসম্বোধনম্। সংসারার্ণবস্য দুর্বিগাহং যৎসলিলম্। তৎসন্তর্তুকামঃ সন্ অমরা-ঙ্ঘ্রিপঃ কল্পতরুর্বেদরূপস্তস্য ফলং শ্রীমদ্ভাগবতাত্মকং তদমরাঙ্ঘ্রিপফলং যত্তস্য স্বাদে আদরো।

মহর্ষিগণ! যদিও আমার এরূপ শুভাদৃষ্ট নাই যে, ব্যাসদেব এরূপ পুরাণ অধ্যয়ন করান, তথাপি, যখন, তিনি নিজপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান সেই সময় আমি তাঁহার সহাধ্যায়ী হইয়া দয়াময় পরমগুরু বেদব্যাস প্রসাদেই তন্মুখবিনির্গত অতিগুহ্য এই পুরাণ সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি এবং যথার্থরূপে সমস্ত অর্থও অবগত হইয়াছি ॥ ৩৭ ॥ অধ্যয়নকালে বেদব্যাস অযোনিসম্ভূত অতএব অতিতীক্ষ্ণ বুদ্ধি শুকদেব কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া পুরাণের সমস্তই নিগূঢ়ার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন; আমি ও সেই সময় এই মহাপ্রভাব বিশিষ্ট গূঢ়ার্থ সকল শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৩৮ ॥ হে মহর্ষিসত্তম মুনিগণ! আপনারা কলিভয়ে ভীত হইয়া এই পুণ্য-ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন সত্য, কিন্তু এক্ষণে, এই ভাগবত শ্রবণে সেই ভয় একেবারে তিরোহিত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, শুকদেব এই দুস্তরণীয় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে অভি-লাষী হইয়া স্বর্গীয় কল্পতরুবেদের ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের নানা খ্যায়িকারূপ রসসমূহ অতি

পাপীয়ানপি বেদধর্ম্মরহিতঃ স্বাচারহীনাশয়ো
ব্যাজেনাপি শৃণোতি যঃ পরমিদং শ্রীমৎপুরাণোত্তমম্ ।
ভুক্ত্বা ভোগকলাপমত্র বিপুলং দেহাবসানেঽচলং
যোগিপ্রাপ্যমবাপ্নুয়াদ্ভগবতীনামাঙ্কিতং সুন্দরম্ ॥ ৪০ ॥
যা নির্গুণা হরিহরাদিভিরপ্যলভ্যা
বিদ্যা সতাং প্রিয়তমাঽথ সমাধিগম্যা ।
সা তস্য চিত্তকুহরে প্রকরোতি ভাবং
যঃ সংশৃণোতি সততন্তু সতীপুরাণম্ ॥ ৪১ ॥

যশ্চৈতাদৃশঃ সন্ নানাখ্যানমেব রসস্তস্যালয়ংপুরাণমিদমদ্ভুতং প্রেম্ণা শ্রুতিপুটৈঃ কর্ণপুটৈরশৃণোৎ। এতাদৃশং মহাভাগবতং শ্রুত্বা কলিভয়ান্ন মুচ্যতে এবংবিধঃ পুরুষঃ ক্ষিতৌ কোঽস্তি ন কোপীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ ননু শুকাদয়ো মহান্তো ভাগবতশ্রবণেন মুক্তা ভবন্তু পাপিনস্তু কথং মুক্তাঃ স্যুরিতি চেত্তত্রাহ পাপীয়ানপীতি। অতিশয়েন পাপবানপি পুনশ্চ বেদোক্তধর্ম্মরহিতোঽপি তথা স্বাচারেণ হীন আশয়োঽন্তঃকরণং যস্য আচারসংস্কারহীনান্তঃকরণবানপীত্যর্থঃ । এতাদৃশোঽপি সন্ পুনর্ব্যাজেনাপি কপটেনাপি যো ভগবতীনামাঙ্কিতং ভগবতীপদঘটিতং সুন্দরমিদং প্রকৃতং শ্রীমৎপুরাণোত্তমং শৃণোতি সোঽপ্যত্র ভোগকলাপং বিপুলং ভুক্ত্বা দেহাবসানে নিশ্চলং কূটস্থং শ্রেষ্ঠপদং যোগিভিঃ প্রাপ্যং গচ্ছতীত্যর্থঃ । তদুক্তম্ । "শিবাপদারাধনতৎপরাণাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব ।" ইতি ॥ ৪০ ॥ ননু জ্ঞানং বিনা ন মোক্ষ ইতি সিদ্ধান্তস্তথাচৈতস্য জ্ঞানাভাবেন কেবলপুরাণশ্রবণমাত্রেণ কথং মোক্ষ উক্ত ইতি চেত্তত্রাহ যা নির্গুণেতি। নির্গুণা ব্রহ্মরূপিণী হরিহরাদিভির্মহদ্ভিরপ্যলভ্যা বিদ্যা বিদ্যাবিষয়ঃ সতাং জ্ঞানিনাং প্রিয়তমা অথাপি সমাধিনা নির্ব্বিকল্পসমাধিনৈব গম্যা জ্ঞেয়া এতাদৃশী যা সর্ব্বোৎকৃষ্টা ভগবতী ব্রহ্মরূপিণী সা তস্য পুরুষস্য চিত্তকুহরে ভাবং স্থিতিং করোতি। কস্য পুরুষস্য। যঃ পুরুষঃ সততং সতীপুরাণং সতী দেবী তস্যাঃ পুরাণন্তু সংশৃণোতি তস্য পুরুষস্যেত্যর্থঃ। এতদ্ভাগবতশ্রবণেন চিদ্রূপিণ্যা দেব্যা অনুভবস্ততশ্চ ভোগমোক্ষৌ জায়েতে। ততশ্চ সর্ব্বোত্তমমেতদ্ভাগবতমিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥ ইদানীং সূতো জনানাক্রোশতি সম্প্রা-

প্রীতি সহকারে শ্রবণপুটদ্বারা পান করিয়াছিলেন। অতএব পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নাই যিনি এই বেদসার অদ্ভুত পুরাণ শ্রবণ করিয়া কলিভয় হইতে বিমুক্ত হইবেন না ॥ ৩৯ ॥ অধিক কি, যে ব্যক্তি বেদোক্ত ধর্ম্মরহিত, কুলাচারবর্জ্জিত, সংস্কারবিহীন, সে অতিশয় পাপী হইলেও যদি ছলপূর্ব্বক কখনও এই দেবীনামাঙ্কিত অতিসুন্দর পুরাণশ্রেষ্ঠ ভাগবত শ্রবণ করে ; তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ইহলোকে নানাবিধ বিষয়ভোগ করিয়া দেহাবসানে যোগিগণলভ্য নিত্যপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪০ ॥ মহর্ষিগণ ! অধিক আর কি বলিব, যে ব্রহ্মরূপিণী ভগবতী হরিহরের ও দুর্লভ, যোগিগণ সমাধিস্থ হইয়া বহুকষ্টে যাঁহাকে লাভ করেন, যিনি সাধুগণের প্রিয়তমা, সেই চিদ্রূপিণী আদ্যা বিদ্যা ভগবতী, এই দেবীভাগবত শ্রবণকারীর হৃদয়ক্ষেত্রে সর্ব্বদা বিরাজমানা থাকেন ॥ ৪১ ॥ অতএব যে ব্যক্তি মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করতঃ সমস্ত সবল ইন্দ্রিয় এবং পুরাণবক্তা লাভ করিয়াও ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার তরণি

সম্প্রাপ্য মানুষভবং সকলাঙ্গযুক্তং
পোতং ভবার্ণবজলোত্তরণায় কামম্।
সম্প্রাপ্য বাচকমহো ন শৃণোতি মূঢ়ঃ
সো বঞ্চিতোঽত্র বিধিনা সুখদং পুরাণম্॥ ৪২ ॥
যঃ প্রাপ্য কর্ণযুগলং পটু মানুষত্বে
রাগী শৃণোতি সততঞ্চ পরাপবাদান্।
সর্ব্বার্থদং রসনিধিং বিমলং পুরাণম্
নষ্টঃ কুতো ন শৃণুতে ভুবি মন্দবুদ্ধিঃ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে সসংখ্যক পুরাণপ্রশংসাপ্রতিদ্বাপরযুগীয়ব্যাসবিষয়ক স্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥ * ॥

প্যেতি। যঃ পুরুষো মানুষভবং মনুষ্যজাতৌ জন্ম সম্প্রাপ্য কীদৃশং জন্ম সকলানি সশক্তি-কাণ্যঙ্গানি ন তু বিকলানি তদ্যুক্তম্। তথা বাচকং পুরাণবক্তারমপি সম্প্রাপ্য যো মূঢ়ো ভবার্ণবজলস্যোত্তরণার্থং পোতং পোতভূতং সুখদং মোক্ষসুখদং পুরাণং দেবীভাগবতাখ্যং ন শৃণোতি স বিধিনা দৈবেন বঞ্চিতো হতভাগ্য ইত্যর্থঃ॥ ৪২ ॥ যঃ পুরুষো মানুষত্বে মনুষ্য-জাতৌ কর্ণযুগলং প্রাপ্য রাগী সন্ পরাপবাদান্ সততং শৃণোতি সঃ সর্ব্বার্থদং পুরুষার্থ-চতুষ্টয়প্রদং রসনিধিং রসো বৈ স ইতি শ্রুতিপ্রতিপাদিতো রস আত্মা তস্য নিধিং স্থানভূতং পুরাণং দেবীভাগবতাখ্যং নষ্টো মন্দবুদ্ধিঃ কুতো ন শৃণুতে ইত্যাক্রোশতি সূতঃ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে
প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥

স্বরূপ, মোক্ষপ্রদানে সমর্থ এই দেবীভাগবত শ্রবণ না করে, সেই মূঢ় নিশ্চয়ই হতভাগ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই॥ ৪২ ॥ কি আশ্চর্য্য! যে ব্যক্তি ইহ লোকে মনুষ্যজন্ম পরিগ্রহ করিয়া কার্য্যক্ষম কর্ণযুগল লাভ করতঃ সর্ব্বদা অনুরাগী হইয়া পরের নিন্দা সকল শ্রবণ করে; সেই হতভাগ্য মূঢ়মতি, কিজন্য ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ প্রদানে সমর্থ, আত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ এই বিমল দেবীভাগবত শ্রবণ করে না, তাহা বলিতে পারি না॥ ৪৩ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
সসংখ্যক পুরাণপ্রশংসা এবং প্রতিদ্বাপরযুগীয় ব্যাসবিষয়ক
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ * ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

সৌম্য ! ব্যাসস্য ভার্য্যায়াং কস্যাং জাতঃ সুতঃ শুকঃ।
কথংবা কীদৃশো যেন পঠিতেয়ং সুসংহিতা ॥ ১ ॥
অযোনিজস্ত্বয়া প্রোক্তস্তথা চাঽরণিজঃ শুকঃ।
সন্দেহোঽস্তি মহাংস্তত্র কথয়াদ্য মহামতে ! ॥ ২ ॥
গর্ভযোগী শ্রুতঃ পূর্ব্বং শুকো নাম মহাতপাঃ।
কথঞ্চ পঠিতং তেন পুরাণং বহুবিস্তরম্ ॥ ৩ ॥

পঞ্চষষ্টিশ্লোকবর্যৈর্দ্দেবীসর্ব্বোত্তমেতি চ।
শুকজন্মপ্রসঙ্গেন ভণ্যতেঽস্মিংশ্চতুর্থকে ॥ ১ ॥

তত্র পূর্ব্বাধ্যায়ে বিজ্ঞায় চৈবারণিসম্ভবায় চেত্যুক্তং তৎপ্রশ্নবীজমুপলভ্য মুনয়ঃ পৃচ্ছন্তি সৌম্যেতি। হে সৌম্য সূত ! কস্যাং ব্যাসস্য ভার্য্যায়াং শুকঃ সুতঃ পুত্রো জাত ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ। কথং কেন প্রকারেণ জাত ইতি দ্বিতীয়ঃ। কিঞ্চ কীদৃশঃ কীদৃগ্গুণবানিতি তৃতীয়ঃ। যেনৈতাদৃশী সুসংহিতা পঠিতা মনসা ধারণগুণ ইত্যর্থঃ॥ ১ ॥ ননু শুকোঽরণি-সম্ভূতোঽস্তীতি ময়োক্তং ততশ্চায়ং প্রশ্নো ন ঘটনাং প্রাঞ্চতীতি চেৎ সত্যম্। তদেব তু সন্দেহাস্পদমরণৌ বীর্য্যপাতা সম্ভবাদিত্যাহ অযোনিজ ইতি। অযোনিজঃ কুতো যতোঽরণি-সম্ভবস্ততঃ॥ ২ ॥ কিঞ্চ গর্ভযোগীতি। ন হি যোগিনঃ কৃতকৃত্যস্য জ্ঞানার্থমন্যপুরাণাদ্যপেক্ষা-ঽস্তীত্যভিপ্রায়েণাহ কথঞ্চেতি ॥ ৩ ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ সূতমুখ হইতে পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া কহিলেন। হে সৌম্যদর্শন ! যিনি এই পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সেই ব্যাসপুত্র শুকদেব বেদব্যাসের কোন ভার্য্যায় কিরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং কিরূপ গুণাবলম্বী ছিলেন ? বৎস ! ইতিপূর্ব্বে তুমি বলিয়াছ শুকদেব অযোনিসম্ভূত, তিনি হোমীয় মন্থনদণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্বেই আমরা শ্রবণ করিয়াছি শুকদেব গর্ভাবস্থা হইতেই মহাতপা পরম যোগী ছিলেন। সূত ! তত্ত্বজ্ঞ যোগিগণের জ্ঞানজন্য সামান্য পুরাণপাঠের ত প্রয়োজন হয় না ; তবে কি জন্য, তিনি সুবিস্তর পুরাণসকল পাঠ করিয়াছিলেন ? বৎস ! এ বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তোমার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ; অত-এব তুমিই অদ্য আমাদিগের নিকট এবিষয়ের মীমাংসা কর ॥ ১—৩ ॥

সূত উবাচ।

পুরা সরস্বতীতীরে ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
আশ্রমে কলবিঙ্কৌ তু দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগতঃ॥ ৪॥
জাতমাত্রং শিশুং নীড়ে মুক্তমণ্ডান্মনোহরম্।
তাম্রাস্যং শুভসর্ব্বাঙ্গং পিচ্ছাঙ্কুরবিবর্জ্জিতম্॥ ৫॥
তৌ তু ভক্ষ্যার্থমত্যন্তং রতৌ শ্রমপরায়ণৌ।
শিশোশ্চঞ্চুপুটে ভক্ষ্যং ক্ষিপন্তৌ চ পুনঃপুনঃ॥ ৬॥
অঙ্গেনাঙ্গানি বালস্য ঘর্ষয়ন্তৌ মুদান্বিতৌ।
চুম্বন্তৌ চ মুখং প্রেম্ণা কলবিঙ্কৌ শিশোঃ শুভম্॥ ৭॥
বীক্ষ্য প্রেমাদ্ভুতং তত্র বালে চটকয়োস্তদা।
ব্যাসশ্চিন্তাতুরঃ কামং মনসা সমচিন্তয়ৎ॥ ৮॥
তিরশ্চামপি যৎ প্রেম পুত্রে সমভিলক্ষ্যতে।
কিঞ্চিত্রং যন্মনুষ্যাণাং সেবাফলমভীপ্সতাম্॥ ৯॥

ইতি ঋষিপ্রশ্নত্রয়মুপলভ্যাহ পুরা সরস্বতীতীর ইতি। অনেন চাহযোনিজ ইত্যেব পক্ষং স্থাপয়তি। গর্ভযোগিত্বং তস্য বাস্তবং ন ভবতি কিন্তু স্তাবকস্তেনোক্তং দেবীভাগবত শ্রবণোত্তরমেব তু তস্য যোগিত্বং বক্ষ্যতীতি ভাবঃ। কলবিঙ্কৌ চটকৌ॥ ৪॥ বিস্ময়কারণমাহ জাতমাত্রমিতি॥ ৫—৭॥ মনুষ্যব্যবহারতুল্যঃ পক্ষিব্যবহার ইত্যাশ্চর্য্যহেতুঃ। কামমিতি। কামং যথেষ্টং মনসা সমচিন্তয়ৎ বিচারিতবান্॥ ৮॥ বিচারমেবাহ তিরশ্চামিতি। মনুষ্যাস্তু পুত্রোঽস্মাকং সেবাঙ্করিষ্যতীতি সেবাফলেচ্ছয়া পুত্রে প্রেম কুর্ব্বন্তি তত্র কিং চিত্রং তদভাবেঽপি পক্ষিষু প্রেমদর্শনাদিতি ভাবঃ॥ ৯॥ পক্ষিষু পুত্রকর্ত্তৃকসেবায়া অসম্ভাবনাং দর্শয়তি

ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন। ঋষিগণ! পূর্ব্বকালে কোন সময় সত্যবতী-পুত্র ব্যাসদেব সরস্বতী-তীরস্থ আশ্রমে একটী চটকমিথুন দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। এক দিবস দেখিলেন উক্ত চটকমিথুন, অণ্ড হইতে সদ্য বিনির্গত অজাতপক্ষ লোহিত-চঞ্চু অতি মনোহর শিশুর প্রতিপালনে তৎপর রহিয়াছে এবং শ্রমপরায়ণ হইয়া ভক্ষ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করতঃ শিশুর চঞ্চুপুটে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে শিশুর অঙ্গে নিজ অঙ্গ ঘর্ষণ করিয়া, কখন বা প্রণয় সহকারে মুখচুম্বন করিয়া আনন্দরসে আপ্লুত হইতেছে॥ ৪—৭॥ ব্যাসদেব চটকদ্বয়ের সেই শিশুর প্রতি প্রণয়াতিশয় সন্দর্শন করিয়া অতিশয় চিন্তাতুর হইয়া মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন; যখন, সামান্য তির্য্যক্জাতিরও পুত্রের প্রতি ঈদৃশ স্নেহ দৃষ্ট হইতেছে, তখন বৃদ্ধাবস্থায় শুশ্রূষা লাভের অভিলাষী মনুষ্যগণের যে পুত্রস্নেহ দৃষ্ট হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি!॥ ৮—৯॥

কিমেতৌ চটকৌ চাস্য বিবাহং সুখসাধনম্।
বিরচ্য সুখিনৌ স্যাতাং দৃষ্ট্বা বধ্বা মুখং শুভম্ ॥ ১০ ॥
অথবা বার্দ্ধকে প্রাপ্তে পরিচর্য্যাং করিষ্যতি।
পুত্রঃ পরমধর্ম্মিষ্ঠঃ পুণ্যার্থং কলবিঙ্কয়োঃ ॥ ১১ ॥
অর্জয়িত্বাঽথবা দ্রব্যং পিতরৌ তর্পয়িষ্যতি।
অথবা প্রেতকার্য্যাণি করিষ্যতি যথাবিধি ॥ ১২ ॥
অথবা কিং গয়াশ্রাদ্ধং গত্বা সংবিতরিষ্যতি।
নীলোৎসর্গঞ্চ বিধিবৎপ্রকরিষ্যতি বালকঃ ॥ ১৩ ॥
সংসারেঽত্র সমাখ্যাতং সুখানামুত্তমং সুখম্।
পুত্রগাত্রপরিষ্বঙ্গো লালনঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৪ ॥
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ।
পুত্রাদন্যতরন্নাস্তি পরলোকস্য সাধনম্ ॥ ১৫ ॥
মন্বাদিভিশ্চ মুনিভির্ধর্ম্মশাস্ত্রেষু ভাষিতম্।
পুত্রবান্ স্বর্গমাপ্নোতি নাপুত্রস্তু কথঞ্চন ॥ ১৬ ॥
দৃশ্যতেঽত্র সমক্ষং তন্নানুমানেন সাধ্যতে।
পুত্রবান্মুচ্যতে পাপাদাপ্তবাক্যঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ১৭ ॥

কিমেতাবিতি। বধ্বাঃ স্নুষায়াঃ ॥ ১০—১৩ ॥ এবং সেবাঽসম্ভাবনায়ামপি পুত্রে প্রেম কুর্ব্বন্তি তস্মাৎ পুত্রঃ সংসারেঽধিক ইতি ভাবঃ ॥ তদেবাহ সংসারে ইতি ॥ ১৪ ॥ শাস্ত্রমপ্যেবমেবাহেত্যাহ অপুত্রস্যেতি। পুত্রাদন্যতরং ভিন্নম্ ॥ ১৫—১৬ ॥ দৃশ্যত ইতি। ইদং নাঽনুমানেন

এই চটকদ্বয় কখন কি পুত্রের সুখসাধন বিবাহ সম্পাদন করিয়া পুত্রবধূমুখ দর্শন করতঃ সুখ লাভ করিতে পারিবে? না এই পুত্র পরে পরম ধার্ম্মিক হইয়া পুণ্যলালসায় পিতামাতা চটকদ্বয়ের বৃদ্ধাবস্থায় পরিচর্য্যা করিবে? ॥ ১০—১১ ॥ অথবা নানাবিধ দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া পরলোকগত পিতামাতার তর্পণ বা যথাবিধি প্রেতোদ্দিষ্টকার্য্য সকল করিতে বাধ্য হইবে? না গয়াক্ষেত্রে গিয়া গয়াশ্রাদ্ধ বা নীলোৎসর্গ প্রভৃতি কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করিবে? ॥ ১২—১৩ ॥ ইহ সংসারে পুত্রের আলিঙ্গন বিশেষতঃ লালনপালন সকল সুখমধ্যে শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ যাঁহার পুত্র নাই তাঁহার সদ্গতিরও আশা নাই। তিনি কখনও স্বর্গলাভে সমর্থ হইবেন না। কারণ, পুত্র ভিন্ন পরলোকপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই ॥ ১৫ ॥ মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ ও নিজ নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, পুত্রবান্ লোকই স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ। যাহার পুত্র নাই তাহার পরলোকও নাই ॥ ১৬ ॥ ইহ সংসারে পুত্রের আবশ্যকতা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে; অতএব এবিষয় অনুমান

আতুরো মৃত্যুকালেঽপি ভূমিশয্যাগতো নরঃ।
করোতি মনসা চিন্তাং দুঃখিতঃ পুত্রবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
ধনং মে বিপুলং গেহে পাত্রাণি বিবিধানি চ।
মন্দিরং সুন্দরং চৈতৎ কোঽস্য স্বামী ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥
মৃত্যুকালে মনস্তস্য দুঃখেন ভ্রমতে যতঃ।
অতোঽস্য দুর্গতির্নূনং ভ্রান্তচিত্তস্য সর্ব্বথা ॥ ২০ ॥
এবং বহুবিধাং চিন্তাং কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
নিঃশ্বস্য বহুধা চোষ্ণং বিমনাঃ সম্বভূব হ ॥ ২১ ॥
বিচার্য্য মনসাঽত্যর্থং কৃত্বা মনসি নিশ্চয়ম্।
জগাম চ তপস্তপ্তুং মেরুপর্ব্বতসন্নিধৌ ॥ ২২ ॥
মনসা চিন্তয়ামাস কং দেবং সমুপাস্মহে।
বরপ্রদাননিপুণং বাঞ্ছিতার্থপ্রদং তথা ॥ ২৩ ॥
বিষ্ণুং রুদ্রং সুরেন্দ্রং বা ব্রহ্মাণং বা দিবাকরম্।
গণেশং কার্ত্তিকেয়ঞ্চ পাবকং বরুণং তথা ॥ ২৪ ॥

সাধ্যতে পুত্রস্যাবশ্যকত্বং কিন্তু সমক্ষং প্রত্যক্ষমেব দৃশ্যতে। যথা প্রত্যক্ষং প্রমাণমত্র বর্ত্ততে তথাপ্তবাক্যমপি বর্ত্ততএবেত্যাহ পুত্রবানিতি। পাপাৎ সর্ব্বক্লেশরূপাৎ। ইতি শাশ্বতং চিরন্তনমাপ্তবাক্যং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ যদুক্তং প্রত্যক্ষং তন্নিদর্শয়তি আতুর ইতি ॥ ১৮—২০ ॥

এবমিতি। বহুবিধাং চিন্তাং বিচারং ব্যাসঃ কৃত্বা তস্য পুত্রাভাবাদুষ্ণং সন্তাপযুক্তং যথা স্যাত্তথা বহুধা অনেকপ্রকারৈর্নিঃশ্বস্য বিমনাঃ সম্বভূব হ ॥ ২১ ॥ ততঃ পুত্রোৎপত্তি-

---

দ্বারা সিদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। পুত্রবান্ লোক পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এবিষয়ে নিত্য অভ্রান্ত বেদবাক্যও বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥ আহা! অপুত্রক ব্যক্তি মৃত্যু-সময়ে ও যন্ত্রণায় প্রপীড়িত এবং ভূমিশয্যায় শয়ান হইয়া "আমার সুন্দর গৃহ, নানাবিধ পাত্র ও এই প্রভূত ধনরাশি বর্ত্তমান রহিল। হায়! আমার অভাবে কে ইহার প্রভু হইবে!" অতি দুঃখিত হইয়া মনে মনে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে থাকে ॥ ১৮—১৯ ॥ হায়! ইহা অধিক কষ্টের বিষয়, কারণ, পুত্রবিহীন লোক মৃত্যুকালে সর্ব্বদা দুঃখেরই চিন্তা করিয়া থাকে এজন্য এতাদৃশ ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তির মরণান্তে নিশ্চয়ই দুর্গতি হয় ॥ ২০ ॥

ঋষিগণ! সত্যবতীসুত বেদব্যাস এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া নিজপুত্রের অভাব জন্য পুনঃ পুনঃ উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ বিমনা হইলেন। এবং মনে মনে নানাবিধ বিচার করতঃ তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া তৎসাধন জন্য মেরুপর্ব্বত সন্নিধানে গমন করিলেন। পরে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, অভীষ্ট বরপ্রদানে সমর্থ কোন দেবের উপাসনা করিবেন, এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২১—২৩ ॥ কখন মনে করেন

এবং চিন্তয়তস্তস্য নারদো মুনিসত্তমঃ।
যদৃচ্ছয়া সমায়াতো বীণাপাণিঃ সমাহিতঃ॥ ২৫॥
তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
কৃত্বাঽর্ঘ্যমাসনং দত্ত্বা পপ্রচ্ছ কুশলং মুনিম্॥ ২৬॥
শ্রুত্বাঽথ কুশলপ্রশ্নং পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমঃ।
চিন্তাতুরোঽসি কস্মাত্ত্বং দ্বৈপায়ন! বদস্ব মে॥ ২৭॥

ব্যাস উবাচ।

অপুত্রস্য গতির্নাস্তি ন সুখং মানসে ততঃ।
তদর্থং দুঃখিতশ্চাহং চিন্তয়ামি পুনঃ পুনঃ॥ ২৮॥
তপসা তোষয়াম্যদ্য কং দেবং বাঞ্ছিতার্থদম্।
ইতি চিন্তাতুরোঽস্ম্যদ্য ত্বামহং শরণং গতঃ॥ ২৯॥
সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহর্ষে! ত্বং কথয়াশু কৃপানিধে!।
কং দেবং শরণং যামি যো মে পুত্রং প্রদাস্যতি॥ ৩০॥

রীশ্বরানুগ্রহং বিনা ন ভবতি পরমেশ্বরানুগ্রহশ্চ তপো বিনা ন ভবতীত্যর্থমতিশয়েন মনসা

বিষ্ণুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হই, কখন ভাবেন রুদ্রের আরাধনা করি, কখন ইন্দ্রের, কখন ব্রহ্মার, কখন বা সূর্য্যদেবের, কখন গণেশের, কোন সময় বা কার্ত্তিকের, কখন অগ্নির, কখন বা বরুণের আরাধনা করি, এইরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় বীণাপাণি মুনিবর নারদ দৈবগতিকে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ২৪—২৫॥ সত্যবতী পুত্র বেদব্যাস দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং অর্ঘ্য ও আসনাদি প্রদান করিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ২৬॥ মুনিসত্তম নারদ নিজ প্রশ্ন শ্রবণানন্তর ব্যাসদেবকে ম্লানবদন দেখিয়া অতি ব্যগ্রতাসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বৈপায়ন! কিজন্য তুমি এরূপ চিন্তাতুর হইয়াছ তাহা আমাকে বল॥ ২৭॥

দেবর্ষির প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেব কহিলেন। হে দেবর্ষে! যাহারা পুত্রবিবর্জ্জিত, তাহাদের কখনও সদ্গতি নাই, এজন্য কখনই তাহারা সুখী হইতে পারে না। দেবর্ষে! আমিও এই জন্য দুঃখিত হইয়া পুনঃ পুনঃ এই বিষয় চিন্তা করিতেছি। বিশেষতঃ, আমি কোন্ দেবকে তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করিব; কোন দেবই বা আমার অভিলাষ প্রদান করিবেন; এ বিষয়ের জন্য অতিশয় চিন্তাতুর হইয়াছি। এক্ষণে আমি আপনার শরণাগত হইলাম। আপনি সমস্তই অবগত আছেন; অতএব হে কৃপানিধে! কৃপা করিয়া শীঘ্র বলুন, আমি কোন্ দেবের শরণাগত হইব, যিনি আমার অভিলষিত পুত্রপ্রদানে সমর্থ হইবেন॥ ২৮—৩০॥

সূত উবাচ।

ইতি ব্যাসেন পৃষ্টস্তু নারদো বেদবিন্মুনিঃ।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা কৃষ্ণং প্রতি মহামনাঃ॥ ৩১॥

নারদ উবাচ।

পারাশর্য্য মহাভাগ! যত্ত্বং পৃচ্ছসি মামিহ।
তমেবার্থং পুরা পৃষ্টঃ পিত্রা মে মধুসূদনঃ॥ ৩২॥
ধ্যানস্থঞ্চ হরিং দৃষ্ট্বা পিতা মে বিস্ময়ং গতঃ।
পর্য্যপৃচ্ছত দেবেশং শ্রীনাথং জগতঃ পতিম্‌॥ ৩৩॥
কৌস্তুভোদ্ভাসিতং দিব্যং শঙ্খচক্রগদাধরম্‌।
পীতাম্বরং চতুর্ব্বাহুং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্‌॥ ৩৪॥
কারণং সর্ব্বলোকানাং দেবদেবং জগদ্‌গুরুম্‌।
বাসুদেবং জগন্নাথং তপ্যমানং মহত্তপঃ॥ ৩৫॥

ব্রহ্মোবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ ভূতভব্যভবৎপ্রভো!।
তপশ্চরসি কস্মাত্ত্বং কিং ধ্যায়সি জনার্দ্দন!॥ ৩৬॥
বিস্ময়োঽয়ং মমাত্যর্থং ত্বং সর্ব্বজগতাং প্রভুঃ।
ধ্যানযুক্তোসি দেবেশ! কিঞ্চ চিত্রমতঃ পরম্‌॥ ৩৭॥

বিচিন্ত্য তপসি নিশ্চয়ং কৃত্বা জগাম॥ ২২—৩৭॥ ত্বন্নাভীতি। অহং সর্ব্বজগৎকর্ত্তা ত্বৎপুত্র-

---

সূত কহিলেন ঋষিগণ! বেদব্যাস নারদকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই বেদজ্ঞ মনস্বী মহামনা নারদ অতিশয় প্রীত হইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বলিলেন॥ ৩১॥

হে পরাশরপুত্র! তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্‌ সন্দেহ নাই। তুমি এক্ষণে আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্বে আমার পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং মধুসূদনকে এইরূপ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন॥ ৩২॥ যিনি সমস্ত দেবগণের প্রভু, যিনি লক্ষ্মীপতি, যিনি এই জগৎকে রক্ষা করিতেছেন, যাঁহার কণ্ঠদেশ রত্নময় কৌস্তুভমণিপ্রভায় উদ্ভাসিত, যিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ, যিনি পীতাম্বরধারী, যাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস চিহ্নে অঙ্কিত রহিয়াছে, যিনি সর্ব্ব লোকের কারণ, যিনি দেবদেব জগদ্‌গুরু, সেই বিশ্বনিবাস জগন্নাথ হরিকে মহৎ তপস্যায় রত এবং ধ্যানস্থ দেখিয়া পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন॥ ৩৩—৩৫॥

হে দেবদেব জনার্দ্দন! আপনি বিশ্বপতি এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের নিয়ন্তা হইয়া কিজন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং কাহারই বা ধ্যান করিতেছেন॥ ৩৬॥ হে দেবদেব! এ বিষয়ে আমার অতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে; কারণ, আপনি বিশ্বপতি হইয়া ধ্যানস্থ

ত্বন্নাভিকমলাজ্জাতঃ কর্ত্তাঽহমখিলস্য হ।
ত্বত্তঃ কোপ্যধিকোঽস্ত্যত্র তং দেবং ব্রূহি মাপতে ! ॥ ৩৮ ॥
জানাম্যহং জগন্নাথ ! ত্বমাদিঃ সর্ব্বকারণম্।
কর্ত্তা পালয়িতা হর্ত্তা সমর্থঃ সর্ব্বকার্য্যকৃৎ ॥ ৩৯ ॥
ইচ্ছয়া তে মহারাজ ! সৃজাম্যহমিদং জগৎ।
হরঃ সংহরতে কালে সোঽপি তে বচনে সদা ॥ ৪০ ॥
সূর্য্যো ভ্রমতি চাকাশে বায়ুর্ব্বাতি শুভাশুভঃ।
অগ্নিস্তপতি পর্জ্জন্যো বর্ষতীশ ! ত্বদাজ্ঞয়া ॥ ৪১ ॥
ত্বন্তু ধ্যায়সি কন্দেবং সংশয়োঽয়ং মহান্মম।
ত্বত্তঃ পরং ন পশ্যামি দেবং বৈ ভুবনত্রয়ে ॥ ৪২ ॥
কৃপাং কৃত্বা বদস্বাদ্য ভক্তোঽস্মি তব সুব্রত !।
মহতাং নৈব গোপ্যং হি প্রায়ঃ কিঞ্চিদিতি স্মৃতিঃ ॥ ৪৩ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য হরিরাহ প্রজাপতিম্।
শৃণুষ্বৈকমনা ব্রহ্মংস্ত্বাং ব্রবীমি মনোগতম্ ॥ ৪৪ ॥

স্তস্ত্বত্তঃ কোন্যোঽস্ত্যধিকস্তথাপি ত্বং ধ্যায়সি তস্মাদস্ত্যন্যোঽধিকো দেবস্তং দেবং হে মাপতে ! লক্ষ্মীপতে ! মাং ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ তদেবোপপাদয়তি জানাম্যহমিতি ॥ ৩৯—৪৫ ॥

হইয়াছেন ইহা হইতে কি আর আশ্চর্য্যের বিষয় হইতে পারে ॥ ৩৭ ॥ হে লক্ষ্মীপতে ! আপনার নাভিপদ্ম হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা হইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে বলুন, আপনা হইতে অধিক কোন দেব এই ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥ হে জগন্নাথ ! আমি আপনাকেই সকলের আদি এবং মূল কারণ বলিয়াই জানি ; আপনিইত এ ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা রক্ষাকর্ত্তা এবং সংহর্ত্তা রূপে বিরাজ করিতেছেন। আপনিইত প্রলয়াদি সর্ব্ব কার্য্যে সমর্থ এবং মধ্যে মধ্যে তাহা করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥ দেব ! আপনিই সর্ব্বোপরি বিরাজমান ; আপনার ইচ্ছাতেই আমি এই জগৎ সৃজন করিতেছি, রুদ্রদেবও আপনার আদেশানুসারে যথাসময়ে ইহার সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ দেব ! আপনার আজ্ঞাতেই সূর্য্যদেব আকাশে ভ্রমণ করিতেছেন, পবন শুভাশুভরূপে বহনাবহন করিতেছেন, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন এবং মেঘ সকল বর্ষণ করিতেছে ॥ ৪১ ॥ অতএব হে প্রভো ! ত্রিভুবনে আপনার অধিক এরূপ কোনও দেবকে দেখিতেছি না, যাহার ধ্যানে আপনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই জন্যই এ বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥ হে দেব ! আপনি শুভ অনুষ্ঠানে রত হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই ; আমি আপনার ভক্ত অতএব কৃপা করিয়া আমাকে ইহার কারণ বলুন। কেননা, মহৎ লোকের প্রায়ই কিছুই গোপনীয় থাকে না ইহা প্রসিদ্ধ ॥ ৪৩ ॥

যদ্যপি ত্বাং শিবং মাঞ্চ স্থিতিসৃষ্ট্যন্তকারণম্।
তে জানন্তি জনাঃ সর্ব্বে সদেবাসুরমানুষাঃ ॥ ৪৫ ॥
স্রষ্টা ত্বং পালকশ্চাহং হরঃ সংহারকারকঃ।
কৃতাঃ শক্ত্যেতি সন্তর্কঃ ক্রিয়তে বেদপারগৈঃ ॥ ৪৬ ॥
জগৎসঞ্জননে শক্তিস্ত্বয়ি তিষ্ঠতি রাজসী।
সাত্ত্বিকী ময়ি রুদ্রে চ তামসী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৪৭ ॥
তয়া বিরহিতস্ত্বং ন তৎকর্ম্মকরণে প্রভুঃ।
নাহং পালয়িতুং শক্তঃ সংহর্ত্তুং নাপি শঙ্করঃ ॥ ৪৮ ॥

তথাপ্যেতে ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ো দৃশ্যাঃ পরিচ্ছিন্নাঃ কার্য্যরূপাঃ শক্ত্যা কৃতা ইত্যত্র তর্কোঽনুমানং বেদপারগৈঃ পুরুষৈর্ব্বেদার্থানুসারেণ ক্রিয়তে॥ ৪৬—৪৭ ॥ তৎকর্ম্মকরণে ইতি। অয়ং ভাবঃ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ঃ কস্মাদুৎপন্না ইতি জিজ্ঞাসায়াং বেদরসিকাঃ পুরুষাঃ প্রথমতো "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তয়োর্ব্বিভূতিলেশো বৈ জগদেতচ্চরাচরম্। ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচেতি। মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং সৃজতি সর্ব্বমিদং রক্ষতি সর্ব্বমিদং সংহরতি। তস্মান্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ" ইত্যাদিশ্রুতীঃ পর্য্যালোচয়ন্তি। ততস্তদর্থানুসারেণৈবানুমানং কল্পয়ন্তি। তচ্চেত্থম্। যো যো ব্যবহারঃ সশক্তিপূর্ব্বঃ ব্যবহারত্বাৎ প্রাকৃতপুরুষব্যবহারবদিত্যনুমানং কল্পয়ন্তি তত্রাস্মাকং জন্মাদিব্যবহারস্তথা জন্মোত্তরং জগৎসর্জ্জনাদিব্যবহারশ্চ শক্তিপূর্ব্বক এবেতি নিশ্চিন্বন্তি। ব্যতিরেকঞ্চ পশ্যন্তি। ন হি শক্তিরহিতঃ স্পন্দিতুমপি সমর্থঃ কশ্চিদিতি তস্মাচ্ছ্রুত্যনুমানাভ্যামস্মাকং শক্তিপূর্ব্বকত্বং নিশ্চিতম্। তস্মাৎ পরাশক্তিজন্যা এব বয়মিতি ॥ ৪৮ ॥ যত এবং তস্মাদ্বয়ং

ঋষিগণ! তাপত্রয়হর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন। ব্রহ্মন্! আমার মনোগত অভিপ্রায় তোমাকে বলিতেছি একাগ্রমনে শ্রবণ কর ॥ ৪৪ ॥ যদিও সুরাসুর মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত লোক তোমাকে আমাকে এবং রুদ্রকে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কারণ বলিয়া জানে। যদিও তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন করিতেছ, আমি পালন করিতেছি এবং রুদ্র সংহার করিতেছেন সত্য; তথাপি বেদপারগ পুরুষ সকল এ সমস্তই শক্তিকর্ত্তৃক বিহিত এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ ব্রহ্মন্! বিশ্বের বিধান জন্য তোমাতে রাজসী শক্তি, পালন জন্য আমাতে সাত্ত্বিকী শক্তি এবং সংহার জন্য রুদ্রে তামসী শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইহা বেদজ্ঞ পুরুষ সকলে বলিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ এই শক্তিবিহীন হইলে তুমি বিশ্বের সৃজন করিতে অসমর্থ আমি পালন করিতে অক্ষম এবং রুদ্রও সংহারে সমর্থ হন না। অতএব আমরা সকলেই সেই শক্তির অধীন হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছি। হে সুব্রত! এ বিষয়ে তোমায় প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি শ্রবণ

তদধীনা বয়ং সর্ব্বে বর্ত্তামঃ সততং বিভো!।
প্রত্যক্ষে চ পরোক্ষে চ দৃষ্টান্তং শৃণু সুব্রত! ॥ ৪৯ ॥
শেষে স্বপিমি পর্য্যঙ্কে পরতন্ত্রো ন সংশয়ঃ।
তদধীনঃ সদোত্তিষ্ঠে কালে কালবশং গতঃ ॥ ৫০ ॥
তপশ্চরামি সততং তদধীনোঽস্ম্যহং সদা।
কদাচিৎ সহ লক্ষ্ম্যা চ বিহরামি যথাসুখম্ ॥ ৫১ ॥
কদাচিদ্দানবৈঃ সার্দ্ধং সংগ্রামং প্রকরোম্যহম্।
দারুণং দেহদমনং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ৫২ ॥
প্রত্যক্ষং তব ধর্ম্মজ্ঞ! তস্মিন্নেকার্ণবে পুরা।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুযুদ্ধং ময়া কৃতম্ ॥ ৫৩ ॥
তৌ কর্ণমলজৌ দুষ্টৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ।
দেবদেব্যাঃ প্রসাদেন নিহতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৫৪ ॥
তদা ত্বয়া ন কিং জ্ঞাতং কারণন্তু পরাৎপরম্।
শক্তিরূপং মহাভাগ! কিং পৃচ্ছসি পুনঃপুনঃ ॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বে তদধীনা ইত্যাহ তদধীনা ইতি। প্রত্যক্ষে চ পরোক্ষে চেতি। অস্মাকং প্রত্যক্ষে ব্যবহারে পরোক্ষে চ ব্যবহারে পরাধীনত্বং স্পষ্টমেব। তত্র দৃষ্টান্তমুদাহরণং শৃণু ॥ ৪৯ ॥ স্বপিমীতি। প্রলয়কালীনব্যবহারস্থ ব্রহ্মণো দৃশ্যমানত্বাভাবেন পরোক্ষত্বং প্রলয়কালে চ তদধীনঃ শক্ত্যধীনএব স্বপিমি। তথৈব কালে সৃষ্টিকালে সদোত্তিষ্ঠে উত্তিষ্ঠামি তদধীনঃ সন্নিত্যর্থঃ। স্বাপজাগরয়োঃ ক্ষণমেকমপি ন্যূনাধিকং কর্ত্তুং ময়া ন শক্যতে.তস্মাৎ পরতন্ত্র এবাহমস্মীতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫৪ ॥ তদেতি। প্রথমতো মধুকৈটভযুদ্ধসময়ে মদ্বলং নষ্টং অনন্তরং তৌ দেব্যা বিমোহিতৌ ময়ি চ বলং তদ্ধননযোগ্যং দেব্যা স্থাপিতম্। তদা সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য মদ্বলস্য চ কারণং ভগবতীরূপং ন কিং ত্বয়া জ্ঞাতমস্তি। ততঃ পুনঃ কিং পৃচ্ছসীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

কর ॥৪৮—৪৯॥ প্রলয়কালে আমি সেই শক্তির অধীন হইয়াই অনন্ত শয্যায় শয়ন করি, এবং সৃষ্টিকালে কালধর্ম্মবশে পুনর্ব্বার সেই শক্তির অধীন হইয়াই উত্থিত হই ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মন্! আমি সর্ব্বদাই এই শক্তির অধীন। কখন বা তাঁহার অধীন হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হই, কখন বা লক্ষ্মী সঙ্গে যথাসুখে বিহার করিয়া থাকি, কখন বা দানবগণের সহিত শরীরক্লেশকর অতি দারুণ সর্ব্বলোকের ভয়জনক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই ॥ ৫১—৫২ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ! ইহাত তুমি পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছ; সেই একার্ণবে মধুকৈটভ নামক দানবদ্বয়ের সহিত পঞ্চসহস্রবর্ষ ব্যাপিয়া বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলাম, শেষে মহাদেবী মহাশক্তির প্রসাদেই নিজকর্ণমলা হইতে উৎপন্ন মদগর্ব্বিত সেই মধুকৈটভ নামক দানবদ্বয়কে বিনাশ করিয়াছিলাম ॥ ৫৩—৫৪ ॥ হে মহাভাগ! তুমি কি সেই সময় শক্তিকে পরাৎপর

যদিচ্ছা পুরুষো ভূত্বা বিচরামি মহার্ণবে।
কচ্ছপঃ কোলসিংহশ্চ বামনশ্চ যুগে যুগে ॥ ৫৬ ॥
ন কস্যাপি প্রিয়ো লোকে তির্য্যগ্‌যোনিষু সম্ভবঃ।
নাঽভবং স্বেচ্ছয়া বামবরাহাদিষু যোনিষু ॥ ৫৭ ॥
বিহায় লক্ষ্ম্যা সহ সংবিহারং
কো যাতি মৎস্যাদিষু হীনযোনিষু।
শয্যাঞ্চ মুক্ত্বা গরুড়াসনস্থঃ
করোতি যুদ্ধং বিপুলং স্বতন্ত্রঃ ॥ ৫৮ ॥
পুরা পুরস্তেঽজ! শিরো মদীয়ং
গতং ধনুর্জ্জ্যাস্খলনাৎ ক্বচাপি।
ত্বয়া তদা বাজিশিরো গৃহীত্বা
সংযোজিতং শিল্পিবরেণ ভূয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

যদিচ্ছেতি। যস্যা ভগবত্যা ইচ্ছয়া প্রথমতঃ স্ত্রীরূপেণ স্থিতো মণিদ্বিপেঽনন্তরমহং পুরুষো ভূত্বা মহার্ণবে চরামি বসামি তস্মাত্তদধীনএবাহমস্মীতি ভাবঃ। ইয়ং কথা বক্ষ্যমাণা। কোলেতি-প্রথমান্তং লুপ্তবিভক্তিকম্। জাত ইতি শেষঃ ॥ ৫৬ ॥ নাভবমিতি। তস্মাৎ স্বেচ্ছয়া বামাঃ কুটিলা যা বরাহাদিযোনয়স্তাসু নাভবং নাসং কিন্তু পরাধীনএব সন্নভবমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ কিঞ্চ যদি মম স্বাতন্ত্র্যং স্যাত্তদা নীচযোনিষু মম জন্ম নৈব স্যান্নহি লোকে কশ্চন স্বতন্ত্রো হীন-যোনিষু জন্ম বাঞ্ছতীত্যাহ বিহায়েতি ॥৫৮॥ অন্যচ্চ মম পরাধীনতায়াঃ প্রত্যক্ষমুদাহরণমুচ্যতে পুরেতি। হে অজ! তে তব পুরোঽগ্রদেশে মদীয়ং শিরো ধনুষো জ্যায়া মৌর্ব্যাঃ স্খলনাৎ ত্রোটনাৎ ক্বচাপি কস্মিন্নপি দেশে গতং পুরা পূর্ব্বং তদা বাজিশিরোঽশ্বশিরো গৃহীত্বা শিল্পিবরেণ ত্বষ্ট্রা ত্বয়া সংযোজিতং ত্বদাজ্ঞয়া ত্বষ্ট্রা সংযোজিতমিত্যর্থঃ। তথা চাহং কথং সর্ব্বেশ্বরঃ স্বতন্ত্রো ভবামি ন হীশ্বরস্যেদৃশী দশা জায়তে তস্মাৎ পরতন্ত্র এবাহমস্মীতি

কারণ বলিয়া জানিতে পার নাই। যে, আমাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছ ॥ ৫৫ ॥ ব্রহ্মন্! আমি যাঁহার ইচ্ছায় একার্ণবে পুরুষরূপী হইয়া বিচরণ করি, আবার তাঁহারই ইচ্ছায় যুগে যুগে কচ্ছপ, বরাহ, সিংহ, বামন প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হই। দেখ, ইহ লোকে নীচ যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করা কাহারও অভিপ্রেত নহে। অতএব আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক এরূপ বরাহাদি নীচ যোনিতে উৎপন্ন হই না। (ভগবতী শক্তির পরাধীনতাই ইহার একমাত্র কারণ জানিবে।) বল দেখি, কোন্ ব্যক্তি স্বাধীন হইয়া লক্ষ্মীর সহিত বিহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৎস্যাদি নীচ যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে? অথবা সুখশয্যা পরি-ত্যাগ করিয়া গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক প্রবলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়? ॥ ৫৬—৫৮ ॥ হে অজ! পূর্ব্বে তোমার সম্মুখেইত ধনুর্জ্যার ত্রোটনহেতু আমার মস্তক কোথায় গিয়াছিল; পরে

হয়াননোঽহং পরিকীর্ত্তিতশ্চ
প্রত্যক্ষমেতত্তব লোককর্ত্তঃ!।
বিড়ম্বনেয়ং কিল লোকমধ্যে
কথং ভবেদাত্মপরো যদি স্যাম্॥ ৬০॥
তস্মান্নাহং স্বতন্ত্রোঽস্মি শক্ত্যধীনোঽস্মি সর্ব্বথা।
তামেব শক্তিং সততং ধ্যায়ামি চ নিরন্তরম্।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিজ্জানামি কমলোদ্ভব!॥ ৬১॥

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্তং বিষ্ণুনা তেন পদ্মযোনেস্তু সন্নিধৌ।
তেন চাপ্যহমুক্তোঽস্মি তথৈব মুনিপুঙ্গব!॥ ৬২॥
তস্মাত্ত্বমপি কল্যাণপুরুষার্থাপ্তিহেতবে।
অসংশয়ং হৃদম্ভোজে ভজ দেবীপদাম্বুজম্॥ ৬৩॥
সর্ব্বং দাস্যতি সা দেবী যদ্‌যদিষ্টং ভবেত্তব॥ ৬৪॥

ভাবঃ॥ ৫৯॥ হয়াননোঽহমিতি। তদাহং হয়াননো হয়গ্রীবনাম্না ইতি পরিকীর্ত্তিতঃ। ইদং হে লোককর্ত্তঃ! লোকোৎপাদক ব্রহ্মন্! তব প্রত্যক্ষমেবাস্তি যদি পুনরাত্মপরঃ স্বতন্ত্রোঽহং স্যাং ভবেয়ং তদেয়ং বিড়ম্বনা লোকমধ্যে কথং ভবেৎ ন কথমপীত্যর্থঃ। তস্মাদপি পরাধীন-এবাহমস্মীতি জানীহীতি ভাবঃ॥ ৬০॥ তদেবাহ তস্মাদিতি। শেষং স্পষ্টম্। যৎ পৃষ্টং কং ধ্যায়সীতি তস্যোত্তরমাহ তামেব শক্তিমিতি। শক্তিমিতি সাম্যাবস্থমায়াশবলব্রহ্মরূপিণীং দেবীমিত্যর্থঃ॥ ৬১—৬৪॥ অত্র কচিৎ পুস্তকেষু শেষে স্বপিমি পর্য্যঙ্কে ইত্যতঃ পূর্ব্বং মম

তৎকালে তুমিই ত একটী ঘোটকের মস্তক সংগ্রহ করিয়া শিল্পিপ্রবর বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা পুনর্ব্বার যথাস্থানে সংযোজিত করাইয়া দেও। হে বিশ্ববিধাতঃ! ইহাত তোমার প্রত্যক্ষে ঘটিয়াছিল যে, সেই সময় আমি হয়গ্রীব নামে কীর্ত্তিত হইয়াছিলাম। বল দেখি, যদি আমি স্বাধীন হইতাম তাহা হইলে কি লোকমধ্যে এরূপ বিড়ম্বনা হইতে পারিত? অতএব, আমি স্বাধীন নহি সর্ব্বপ্রকারে সেই আদ্যাশক্তিরই অধীন। হে কমলোদ্ভব! এজন্য নিরন্তর সেই ব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তিরই ধ্যান করিয়া থাকি ইহার অধিক আর কিছুই জানিনা॥ ৫৯—৬১॥

হে মুনিবর ব্যাস! সেই তপস্যানিরত বিষ্ণু ব্রহ্মার নিকট এই সমস্ত বিবরণ বলিয়াছিলেন এবং আমিও সেই ব্রহ্মার নিকট হইতেই সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি॥ ৬২॥ অতএব তুমিও কল্যাণপ্রাপ্তি নিমিত্ত সেই ভগবতীর পাদপদ্ম অসংশয়চিত্তে হৃদ্‌পদ্মে ভজনা কর। তোমার যাহা কিছু অভিলষিত তিনি তৎসমস্তই প্রদান করিবেন॥ ৬৩—৬৪॥

সূত উবাচ।

নারদেনৈবমুক্তস্তু ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
দেবীপাদাব্জনিষ্ণাতস্তপসে প্রযযৌ গিরৌ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
শুকজন্মপ্রসঙ্গেন দেব্যাঃ সর্ব্বোত্তমত্বকীর্ত্তনং নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ভার্য্যা বরারোহা মহালক্ষ্মীরিতি শ্রুতেত্যাদি পঞ্চশ্লোকাঃ সন্তি। অগ্রে চ হয়াননোঽহং পরিকীর্ত্তিতশ্চেতি শ্লোকোত্তরং তস্মান্নাহং স্বতন্ত্রোঽস্মীত্যাদি পঞ্চশ্লোকা ন সন্তি তৎপক্ষে তেষাং তদুক্তার্থস্যাধ্যাহারঃ কর্ত্তব্যঃ স্যাদিতি ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতব্যাখ্যায়াং তিলকাভিধায়াং প্রথমস্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! নারদ এইরূপ বলিলে পর সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেব ভগবতী-পাদপদ্মে একাগ্রচিত্ত হইয়া তপস্যাজন্য মেরু পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬৫ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের
প্রথমস্কন্ধে শুকজন্মপ্রসঙ্গে দেবীর সর্ব্বোত্তমত্বকীর্ত্তন
নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

সূতাস্মাকং মনঃ কামং মগ্নং সংশয়সাগরে।
যথোক্তং মহদাশ্চর্য্যং জগদ্বিস্ময়কারকম্ ॥ ১ ॥
যন্মূর্দ্ধা মাধবস্যাপি গতো দেহাৎ পুনঃ পরম্।
হয়গ্রীবস্ততো জাতঃ সর্ব্বকর্ত্তা জনার্দ্দনঃ ॥ ২ ॥
বেদোঽপি স্তৌতি যং দেবং দেবাঃ সর্ব্বে যদাশ্রয়াঃ।
আদিদেবো জগন্নাথঃ সর্ব্বকারণকারণঃ ॥ ৩ ॥
তস্যাপি বদনং ছিন্নং দৈবযোগাৎ কথং তদা।
তৎ সর্ব্বং কথয়াশু ত্বং বিস্তরেণ মহামতে! ॥ ৪ ॥

সূত উবাচ।

শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে সাবধানাঃ সমন্ততঃ।
চরিতং দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ পরমতেজসঃ ॥ ৫ ॥
কদাচিদ্দারুণং যুদ্ধং কৃত্বা দেবঃ সনাতনঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি পরিশ্রান্তো জনার্দ্দনঃ ॥ ৬ ॥

দ্বাদশাধিকপদ্যৈস্তু শতসংখ্যৈর্হয়াস্যয়োঃ।
কথয়া তু মহাদেব্যা মহোৎকর্ষো নিগদ্যতে ॥

হয়গ্রীবরূপং প্রশ্নবীজমুপলভ্য কথাপ্রসঙ্গমধ্যে এব ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি সূতেতি ॥ ১ ॥ সর্ব্ব-কর্ত্তেতি। যং বেদোঽপি স্তৌতি যশ্চ সর্ব্বকর্ত্তা তস্যাপি হয়গ্রীবত্বং প্রাপ্তমিত্যাশ্চর্য্যং কথং ন ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ২—৫ ॥ যুদ্ধমিতি। দৈত্যৈঃ সমং দারুণং ক্রূরম্ ॥ ৬ ॥ শুভে স্থানে ইতি।

ঋষিগণ কহিলেন। হে সূত! জগতের বিস্ময়জনক এই মহদাশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের মন পর্য্যাপ্তরূপে সংশয় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে ॥ ১ ॥ সেই লক্ষ্মীপতি সর্ব্বকর্ত্তা জনার্দ্দনেরও মস্তক যখন দেহ হইতে স্থানান্তরে পতিত হইয়াছিল এবং তদনন্তর তিনি হয়গ্রীব হইয়াছিলেন; তখন, ইহা হইতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে!! ॥ ২ ॥ বৎস! বেদও যাঁহাকে স্তব করে, দেবগণ যাঁহার আশ্রিত, যিনি আদিদেব জগৎপতি, যিনি সর্ব্ব-কারণের আদিকারণ; সেই সর্ব্বেশ্বরেরও বদন কিরূপে দৈবযোগে ছিন্ন হইয়াছিল! হে মহামতে! এই সমস্ত কথা বিস্তার করিয়া আমাদিগের নিকট শীঘ্র বল ॥ ৩—৪ ॥

ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন। হে ঋষিগণ! আপনারা সমগ্ররূপে সেই পরমপ্রতাপশালী দেবদেব বিষ্ণুর চরিতগাথা অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন ॥ ৫ ॥ কোনও

সমে দেশে শুভে স্থানে কৃত্বা পদ্মাসনং বিভুঃ।
অবলম্ব্য ধনুঃ সজ্যং কণ্ঠদেশে ধরাস্থিতম্ ॥ ৭ ॥
দত্ত্বা ভারং ধনুষ্কোট্যাং নিদ্রামাপ রমাপতিঃ।
শ্রান্তত্বাদ্দৈবযোগাচ্চ জাতস্তত্রাতিনিদ্রিতঃ ॥ ৮ ॥
তদা কালেন কিয়তা দেবাঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ।
ব্রহ্মেশসহিতাঃ সর্ব্বে যজ্ঞং কর্ত্তুং সমুদ্যতাঃ ॥ ৯ ॥
গতাঃ সর্ব্বেঽথ বৈকুণ্ঠং দ্রষ্টুং দেবং জনার্দ্দনম্।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং মখানামধিপং প্রভুম্ ॥ ১০ ॥
অদৃষ্ট্বা তন্তদা তত্র জ্ঞানদৃষ্ট্যা বিলোক্যতে।
যত্রাস্তে ভগবান্বিষ্ণুর্জগ্মুস্তত্র তদা সুরাঃ ॥ ১১ ॥
দদৃশুস্তে তদেশানং যোগনিদ্রাবশঙ্গতম্।
বিচেতনং বিভুং বিষ্ণুং তত্রাসাঞ্চক্রিরে সুরাঃ ॥ ১২ ॥
স্থিতেষু সর্ব্বদেবেষু নিদ্রাস্বপ্তে জগৎপতৌ।
চিন্তামাপুঃ সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মরুদ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৩ ॥

বৈকুণ্ঠে দেবাঃ প্রত্যহমাগত্য নিদ্রাভঙ্গং করিষ্যন্তীতি দেবভীত্যা বৈকুণ্ঠং ত্যক্ত্বা কচিদেকান্তস্থান ইত্যর্থঃ। ধনুঃ সজ্যমিতি। বক্রীভূতং ধরাস্থিতং তদ্ধনুঃ কণ্ঠদেশে অবলম্ব্য যোগিজনবৎ কণ্ঠদেশং তদ্ধনুষো দ্বিতীয়কোট্যাং স্থাপয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ দত্ত্বেতি। সর্ব্বশরীরস্য ভারং তস্যাং ধনুষ্কোট্যাং স্থাপয়িত্বেত্যর্থঃ। দৈবযোগাচ্চেতি। ঈশ্বরস্য শ্রান্তত্বং নিদ্রা-

---

সময়, দেবদেব সনাতন জনার্দ্দন দশসহস্রবর্ষ ব্যাপিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করতঃ অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর, বৈকুণ্ঠে থাকিলে পাছে দেবগণ আসিয়া নিদ্রার বিঘ্নোৎপাদন করে এই আশঙ্কায় কোন নির্জ্জন সমতল স্থানে পদ্মাসন করিয়া জ্যাযুক্ত অতএব চক্রীভূত ধরাতলস্থ ধনুকে কণ্ঠদেশ অবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত দেহভার তাহার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া, সেই পরিশ্রান্ত লক্ষ্মীপতি দৈবযোগে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন ॥ ৭—৮ ॥ সেই সময় কিছুকাল পরেই দেবগণ ব্রহ্মা মহেশ্বর ও ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ করিতে সমুদ্যত হইলেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর সকলেই দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য যজ্ঞের অধিপতি সেই জনার্দ্দন বিষ্ণুকে দেখিবার জন্য বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥ দেবগণ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে দেখিতে না পাইয়া, জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা যে স্থানে ভগবান্ অবস্থিতি করিতেছেন তাহা দেখিতে পাইলেন এবং সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর, সেই দেবগণ দেখিলেন জগদীশ্বর বিভু বিষ্ণু যোগনিদ্রাবশীভূত বস্তুতঃ বিচেতন। তখন, অগত্যা সকলেই সেই স্থানে উপবেশন করিয়া রহিলেন ॥ ১২ ॥ জগৎপতি নিদ্রাগত থাকিলে এবং সমস্ত দেবগণ উপবেশন করিলে পর ব্রহ্মরুদ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ

তানুবাচ ততঃ শক্রঃ কিং কর্ত্তব্যং সুরোত্তমাঃ ! ।
নিদ্রাভঙ্গঃ কথং কার্য্যশ্চিন্তয়ন্তু সুরোত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥
তমুবাচ তদা শম্ভুর্নিদ্রাভঙ্গেঽস্তি দূষণম্ ।
কার্য্যঞ্চৈব প্রকর্ত্তব্যং যজ্ঞস্য সুরসত্তমাঃ ! ॥ ১৫ ॥
উৎপাদিতা তদা বম্রী ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ।
তয়া ভক্ষয়িতুং তত্র ধনুষোঽগ্রং ধরাস্থিতম্ ॥ ১৬ ॥
ভক্ষিতেঽগ্রে তদাঽনিম্নং গমিষ্যতি শরাসনম্ ।
তদা নিদ্রাবিমুক্তোঽসৌ দেবদেবো ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥
দেবকার্য্যং তদা সর্ব্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
স বম্রীং সন্দিদেশাথ দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ১৮ ॥

বশগত্বমনুচিতমপি দৈবযোগাৎ প্রারব্ধযোগাদাগতমিত্যর্থঃ। তথা চ তাদৃশানামপি প্রারব্ধাধীনত্বম্। ততশ্চ পরাধীনত্বমস্তীতি ধ্বনিতম্ ॥ ৮—১৫ ॥ বম্রী কীটবিশেষঃ যস্য ভাষায়াং বালবীতি নাম। ইয়ঞ্চাখ্যায়িকা শতপথব্রাহ্মণে চতুর্দ্দশে কাণ্ডে প্রবর্গ্যারম্ভেঽভিহিতা। স যঃ স বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ সসন্নঃ স যজ্ঞোঽসৌ স আদিত্যস্তদ্ধেদং যশো বিষ্ণুর্ন শশাক সংযন্তুং তদিদমপ্যেতর্হি নৈব সর্ব্ব ইব যশঃ শক্নোতি সংযন্তুং স তিস্বধন্বমাদায়াপচক্রাম সধনুরাত্র্যাং শির উপস্তভ্য তস্থৌ তন্দেবা অনভিধৃষ্ণুবন্তঃ সমন্তং পরিণ্যবিশন্ততাহ বম্র্য উচুঃ। ইমা বৈ বম্র্যো যদুপদীকাঃ যোস্য জ্যামপ্যদ্যাৎ কিমস্মৈ প্রযচ্ছেতেত্যন্নাদ্যমস্মৈ প্রযচ্ছেমেত্যাদিনা। বম্রী তথোপদীকা চেতি হেমচন্দ্রকোশশ্চ। ননু নিদ্রাভঙ্গজদোষাভাবার্থং যদি কীটবিশেষ উৎপাদিতস্তর্হি তদ্দ্বারা নিদ্রাভঙ্গে কৃতেপি নিদ্রাভঙ্গজদোষো দেবানাং তদবস্থ এবেতি চেন্ন কার্য্যঞ্চৈব প্রকর্ত্তব্যং যজ্ঞস্য সুরসত্তমা ইতি পূর্ব্ববচনেন যজ্ঞার্থং দোষকরণেঽপি প্রত্যবায়াভাবাৎ। তর্হি কিমর্থং কীট উৎপাদিতঃ স্বেনৈব কুতো ন নিদ্রাভঙ্গঃ কৃত ইতি চেদুচ্যতে। সাক্ষান্নিদ্রাভঙ্গে বিষ্ণুকোপস্য সম্ভাবনাস্তি কীটদ্বারা ভঙ্গে তু তথা নাস্তীত্যাশয়াৎ ॥ ১৬ ॥ ননু কীটদ্বারা কথং নিদ্রাভঙ্গো ভবিষ্যতি তত্র যুক্তিমাহ ভক্ষিতেঽগ্রে ইতি। অনিম্নমিতি চ্ছেদঃ। অধঃ কোট্যাং ভক্ষিতায়াং প্রত্যঞ্চায়াং মুক্তায়াং দ্বিতীয়া কোটিরূর্দ্ধং গমিষ্যতি তদাধিকস্পর্শেন নিদ্রাভঙ্গো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১৭—১৮ ॥ নিদ্রাভঙ্গ ইতি। যদ্যপি ভবতাং

চিন্তাতুর হইলেন ॥ ১৩ ॥ তদনন্তর ইন্দ্র সেই সমবেত দেবগণকে বলিলেন দেবগণ ! এক্ষণে আমাদিগের কি করা উচিত এবং কিরূপেই বা ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ করা যাইবে তদ্বিষয়ের চিন্তায় প্রবৃত্ত হউন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর শঙ্কর বলিলেন, হে সুরগণ ! যজ্ঞের কার্য্য অবশ্য করিতে হইবে ; কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ করিলে তাঁহার কোপ হইতে পারে ॥ ১৫ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা সেই ধরাস্থিত ধনুকের অগ্রভাগ ভক্ষণ করাইবার জন্য বম্রীনামক কীটের সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৬ ॥ অগ্রভাগ ভক্ষিত হইলেই ধনুকের অপর কোটী সবেগে উর্দ্ধে গমন করিবে; তাহা হইলেই দেবদেব সমধিক স্পর্শে নিদ্রাবিমুক্ত হইবেন এবং সুরগণের সর্ব্বকার্য্য নিশ্চয়ই সম্পন্ন হইবে। এইরূপ নিশ্চিত হইলে সনাতন দেবদেব ব্রহ্মা সেই বম্রীনামক কীটকে ধনুর্গুণচ্ছেদনে আদেশ করিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

তমুবাচ তদা বম্রী দেবদেবস্য মাপতেঃ।
নিদ্রাভঙ্গঃ কথং কার্য্যো দেবস্য জগতাং গুরোঃ ॥ ১৯ ॥
নিদ্রাভঙ্গঃ কথাচ্ছেদো দম্পত্যোঃ প্রীতিভেদনম্।
শিশুমাতৃবিভেদশ্চ ব্রহ্মহত্যাসমং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥
তৎ কথং দেবদেবস্য করোমি সুখনাশনম্।
কিং ফলং ভক্ষণাদ্দেব! যেন পাপং করোম্যহম্ ॥ ২১ ॥
সর্ব্বঃ স্বার্থবশো লোকঃ কুরুতে পাতকং কিল।
তস্মাদহং করিষ্যামি স্বার্থমেব প্রভক্ষণম্ ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

তব ভাগং করিষ্যামো মখমধ্যে যথা শৃণু।
তেন ত্বং কুরু কার্য্যং নো বিষ্ণুং বোধয় মা চিরম্ ॥ ২৩ ॥
হোমকর্ম্মণি পার্শ্বে চ হবির্দ্দানাৎ পতিষ্যতি।
তং তে ভাগং বিজানীহি কুরু কার্য্যং ত্বরান্বিতা ॥ ২৪ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তা ব্রহ্মণা বম্রী ধনুষোঽগ্রং ত্বরান্বিতা।
চখাদ সংস্থিতং ভূমৌ বিমুক্তা জ্যা তদাভবৎ ॥ ২৫ ॥

যজ্ঞার্থং নিদ্রাভঙ্গকরণেঽপি দোষো ন তথাপি মম যজ্ঞাধিকারিত্বাভাবাৎ সমমাস্ত্যেবেতি

তাহাতে সেই কীট ব্রহ্মাকে বলিল, ব্রহ্মন্! আমি কি করিয়া দেবদেব লক্ষ্মীপতি জগদ্গুরুর নিদ্রাভঙ্গ করিব? কারণ, নিদ্রাভঙ্গ বা কোন গোষ্ঠীকথার সমুচ্ছেদ বা দম্পতীর প্রণয়বিচ্ছেদ বা মাতা হইতে শিশুকে পৃথক্ করা; এ সমস্তই ব্রহ্মহত্যা পাপের সমান। অতএব হে ব্রহ্মন্! আমি কিজন্য সুরপতির সুখনাশে উদ্যত হইব। আর এই ধনুর্গুণ ভক্ষণেই বা আমার কি ফল হইবে? যে, আমি এই বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গরূপ পাপকার্য্য করিব। আর ও দেখুন, সমস্ত লোক স্বার্থবশীভূত হইয়া পাপ করিতেও পারে, অতএব যদি আমার কোন স্বার্থ থাকে তাহা হইলে আমিও ইহা ভক্ষণ করিব ॥ ১৯—২২ ॥

বম্রীর এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন। যজ্ঞমধ্যে আমরা তোমাকেও যেরূপ ভাগ প্রদান করিব, শ্রবণ কর। হোম কার্য্যে ঘৃতাদি আহুতিকালে যে সকল বস্তু কুণ্ডের বাহিরে পতিত হইবে, তাহাই তোমার ভাগ জানিবে। অতএব ত্বরান্বিত হইয়া এ কার্য্য সমাধা কর, শীঘ্র বিষ্ণুকে জাগরিত করাও ॥ ২৩—২৪ ॥

সূত কহিলেন, বম্রীকীট ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া শীঘ্রই ভূমিস্থিত ধনুর অগ্রভাগ ভক্ষণ করিল এবং ভক্ষণ মাত্রেই মৌর্ব্বী ধনু হইতে বিমুক্ত হইল ॥ ২৫ ॥ ধনুর নিম্নকোটি

প্রত্যঞ্চায়াং বিমুক্তায়াং মুক্তা কোটিস্তথোত্তরা।
শব্দঃ সমভবদ্ঘোরস্তেন ত্রস্তাঃ সুরাস্তদা ॥ ২৬ ॥
ব্রহ্মাণ্ডং ক্ষুভিতং সর্ব্বং বসুধা কম্পিতা তদা।
সমুদ্রাশ্চ সমুদ্বিগ্নাস্ত্রেসুশ্চ জলজন্তবঃ ॥ ২৭ ॥
ববুর্ব্বাতাস্তথা চোগ্রাঃ পর্ব্বতাশ্চ চকম্পিরে।
উল্কাপাতা মহোৎপাতা বভূবুর্দুঃখশংসিনঃ ॥ ২৮ ॥
দিশো ঘোরতরাশ্চাসন্ সূর্য্যোঽপ্যস্তঙ্গতোঽভবৎ।
চিন্তামাপুঃ সুরাঃ সর্ব্বে কিং ভবিষ্যতি দুর্দ্দিনে ॥ ২৯ ॥
এবং চিন্তয়তাং তেষাং মূর্দ্ধা বিষ্ণোঃ সকুণ্ডলঃ।
গতঃ সমুকুটঃ ক্বাপি দেবদেবস্য তাপসাঃ ! ॥ ৩০ ॥
অন্ধকারে তদা ঘোরে শান্তে ব্রহ্মহরৌ তদা।
শিরোহীনং শরীরন্তু দদৃশাতে বিলক্ষণম্ ॥ ৩১ ॥
দৃষ্ট্বা কবন্ধং বিষ্ণোস্তে বিস্মিতাঃ সুরসত্তমাঃ।
চিন্তাসাগরমগ্নাশ্চ রুরুদুঃ শোককর্ষিতাঃ ॥ ৩২ ॥

ভাবঃ ॥ ১৯—২৩ ॥ পার্শ্বে কুণ্ডাদ্বহিঃ পার্শ্বে দেশে ইত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৮ ॥ অস্তঙ্গতোঽভবদিতি নিষ্প্রভো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

এবং চিন্তয়তাং তেষামিতি। অত্র পুরোদেশে ইতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥ নমু যস্মিন্ ক্ষণে প্রত্যঞ্চা মুক্তা তস্মিন্নেব ক্ষণে মূর্দ্ধা ছিন্ন ইতি যুক্তিমৎ। অত্র তু প্রথমতঃ কিয়ৎ কালপর্য্যন্ত-মুৎপাতা জাতাস্ততো মূর্দ্ধা ছিন্ন ইত্যুক্তমিতি যুক্তিবিরোধ ইতি চেন্ন। মূর্দ্ধাছেদোত্তরমেবোৎ-পাতা যদ্যপি জাতাস্তথাপ্যুৎপাতকোলাহলব্যাকুলতয়া দেবৈর্মূর্দ্ধচ্ছেদো ন জ্ঞাত ইতি-তদভিপ্রায়েণ তথোক্তেঃ। তদেব স্পষ্টয়তি অন্ধকার ইতি। শান্তে তূৎপাতে পূর্ব্বং ছিন্নমপি

বিমুক্ত হইলেই ঊর্দ্ধকোটিও বিমুক্ত হইল। এবং সেই সময় একটা ঘোরতর শব্দ সমুদ্ভূত হইল। ইহাতে দেবগণ সকলেই ভীত, ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুভিত, সমস্ত পৃথিবী কম্পিতা, সমুদ্র উদ্বেল ও জলজন্তু সকল সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। অধিক কি, সেই সময় উগ্রবায়ু প্রবহন করিতে লাগিল, কুলাচল সকল কম্পিত হইয়া উঠিল, মহানিষ্টকর দুঃখসূচক উল্কাপাত হইতে প্রবৃত্ত হইল, দিক্‌সকল ঘোরমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং সূর্য্যদেব অস্তাচল গমন করিলেন। দেবগণ ঈদৃশ দুর্দ্দিনদর্শনে, না জানি কি দুর্ঘটনাই ঘটিবে ইহা ভাবিয়া, অতিশয় চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন ॥ ২৬—২৯ ॥

ঋষিগণ! যে সময় দেবগণ এইরূপে চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় দেবদেব বিষ্ণুর মস্তক ধনুষ্কোটির আঘাতে কুণ্ডল ও মুকুটের সহিত কোথায় অন্তর্হিত হইয়া পড়িল ॥ ৩০ ॥ অনন্তর সেই ঘোর অন্ধকার প্রশমিত হইলে ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর বিষ্ণুর দেহ বিকৃত শিরো-বিহীন দেখিতে পাইলেন ॥ ৩১ ॥ দেবগণও বিষ্ণুকে মস্তকশূন্য দেখিয়া বিস্মিত এবং চিন্তাতুর

হা নাথ! কিং প্রভো! জাতমত্যদ্ভুতমমানুষম্‌।
বৈশসং সর্ব্বদেবানাং দেবদেব! সনাতন! ॥ ৩৩ ॥
মায়েয়ং কস্য দেবস্য যয়া তেঽদ্য শিরো হৃতম্‌।
অচ্ছেদ্যস্ত্বমভেদ্যোঽসি অপ্রদাহ্যোঽসি সর্ব্বদা ॥ ৩৪ ॥
এবং গতে ত্বয়ি বিভো! মরিষ্যন্তি চ দেবতাঃ।
কীদৃশস্ত্বয়ি নঃ স্নেহঃ স্বার্থে নৈব রুদামহে ॥ ৩৫ ॥
নায়ং বিঘ্নঃ কৃতো দৈত্যৈর্ন যক্ষৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ।
দেবৈরেব কৃতঃ কস্য দূষণঞ্চ রমাপতে! ॥ ৩৬ ॥
পরাধীনাঃ সুরাঃ সর্ব্বে কিং কুর্ম্মঃ ক্ব ব্রজাম চ।
শরণং নৈব দেবেশ! সুরাণাং মূঢ়চেতসাম্‌ ॥ ৩৭ ॥
ন চৈষা সাত্ত্বিকী মায়া রাজসী ন চ তামসী।
যয়া চ্ছিন্নং শিরস্তেঽদ্য মায়েশস্য জগদ্‌গুরোঃ ॥ ৩৮ ॥
ক্রন্দমানাংস্তদা দৃষ্ট্বা দেবান্‌ শিবপুরোগমান্‌।
বৃহস্পতিস্তদোবাচ শময়ন্‌ বেদবিত্তমঃ ॥ ৩৯ ॥

শিরোঽনন্তরং দদৃশাতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ বৈশসং দুঃখম্‌ ॥ ৩৩—৩৫ ॥ দেবৈরিতি। অস্মাভিঃ স্বহস্তেনৈবায়ং বিঘ্নঃ কৃত ইতি ভাবঃ ॥৩৬—৩৭॥ নচৈষেতি। মায়া মায়েশং ন কদাপি মোহয়তি কিন্ত্বন্যমেবেতি ভাবঃ। ইয়মুক্তিস্তদ্যাপি সর্ব্বৈশ্বর্য্যা ভগবত্যা মহিমানমজ্ঞাত্বা বিষ্ণো-

---

হইলেন এবং অতিশয় শোকাক্রান্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ হা নাথ! হা প্রভো দেবদেব! হা সনাতন! অদ্য দেবগণের একি অত্যদ্ভুত দারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল!! ॥ ৩৩ ॥ হা দেব! আপনিত জগতে অচ্ছেদ্য। কেহত আপনাকে ভেদ করিতে পারে না। অগ্নিদেবও আপনাকে দহন করিতে সমর্থ নন। তবে যে আজ আপনার মস্তক অপহৃত হইল এ কোন দেবের মায়া ॥ ৩৪ ॥ বিভো! তোমার এরূপ অবস্থা ঘটিলে দেবগণ জীবন ধারণে সমর্থ হইবে না। দেব! তোমার প্রতি আমাদের কিরূপ স্নেহ জানি না; এক্ষণে আমরা স্বার্থপরতার জন্যই রোদন করিতেছি। কারণ, দৈত্যগণ এ বিঘ্ন উৎপাদন করে নাই, যক্ষ বা রাক্ষসগণেও এ বিঘ্ন করে নাই। লক্ষ্মীপতে! কার দোষ দিব স্বয়ং দেবগণই এই বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে ॥ ৩৫—৩৬ ॥ দেব! সকল দেবগণই, তোমার অধীন; এক্ষণে আমরা কোথায় যাইব! কি করিব!! সুরপতে! এক্ষণে মূঢ়বুদ্ধি দেবগণের কেহই যে রক্ষাকর্ত্তা নাই!!! ॥ ৩৭ ॥ ইহাত সাত্ত্বিকী, রাজসী বা তামসী মায়া নহে। যাহার দ্বারা মায়াপতি জগৎগুরু তোমারও মস্তক ছিন্ন হইল ॥ ৩৮ ॥

সেই সময়, সর্ব্ববেদতত্ত্বজ্ঞ বৃহস্পতি শিবপ্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করত বলিলেন ॥ ৩৯ ॥ দেবগণ! তোমাদের ভাগ্য কখনই মন্দ

রুদিতেন মহাভাগাঃ ! ক্রন্দিতেন তথাপি কিম্ ।
উপায়শ্চাত্র কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুদ্ধিগোচরঃ ॥ ৪০ ॥
দৈবং পুরুষকারশ্চ দেবেশ ! সদৃশাবুভৌ ।
উপায়শ্চ বিধাতব্যো দৈবাৎ ফলতি সর্ব্বথা ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

দৈবমেব পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্ ।
বিষ্ণোরপি শিরশ্ছিন্নং সুরাণাঞ্চৈব পশ্যতাম্ ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কালেনাপাদিতঞ্চ যৎ ।
শুভং বাপ্যশুভং বাপি দৈবং কোঽতিক্রমেৎ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥
দেহবান্ সুখদুঃখানাং ভোক্তা নৈবাত্র সংশয়ঃ ।
যথা কালবশাৎ কৃত্তং শিরো মে শম্ভুনা পুরা ॥ ৪৪ ॥
তথৈব লিঙ্গপাতশ্চ মহাদেবস্য শাপতঃ ।
তথৈবাদ্য হরের্মূর্দ্ধা পতিতো লবণাম্ভসি ॥ ৪৫ ॥

ম্মায়েশত্বং জ্ঞাত্বা স্থিতানামিতি বোধ্যম্ । অস্মিন্ সিদ্ধান্তে তু বিষ্ণোর্ম্মায়েশত্বাভাবাৎ দেব্যা এব মায়েশত্বাৎ ॥ ৩৮—৪১ ॥

ইন্দ্রস্তু সন্তাপেন বৃহস্পতিমতং খণ্ডয়তি দৈবমেবেতি ॥ ৪২—৪৩ ॥ কৃত্তং ছিন্নং নখেনেতি-

হইবার নহে ইহা জানিও। কিন্তু, এক্ষণে রোদন বা অনুতাপ করিলে কি হইবে ? যাহাতে ইহার সুমঙ্গল হয় সর্ব্বথা তদ্বিষয়ের উপায় করা উচিত। কেননা, ইহ সংসারে বুদ্ধির অবিষয়ীভূত কিছুই নাই ॥ ৪০ ॥ হে দেবেশ্বর ! দৈব এবং পুরুষকার উভয়ই তুল্য। পরন্তু কার্য্যের ফল দৈবের হস্তে হইলেও উপায় বিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৪১ ॥

বৃহস্পতিবাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র কহিলেন। যখন, সর্ব্বদেব সমক্ষে ভগবান্ বিষ্ণুরও মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল তখন পৌরুষকে নিরর্থক জানিবে অতএব পৌরুষকে ধিক্ !। আমি দৈবকেই প্রধান বলিয়া বিবেচনা করি ॥ ৪২ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন। দেবগণ ! কালচক্রে শুভ বা অশুভ যাহা উৎপন্ন হইবে সকলকেই অবশ্য তাহা ভোগ করিতে হইবে। কারণ, দৈবকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই ॥ ৪৩ ॥ শরীর ধারণ করিলেই অবশ্যই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। দেখ কালমাহাত্ম্যে পূর্ব্বকালে শম্ভু কর্ত্তৃক আমার মস্তক ছিন্ন হইয়াছিল, শাপপ্রভাবে মহাদেবেরও লিঙ্গপাত হইয়াছিল, সেইরূপ অদ্যও হরির মস্তক লবণ-সমুদ্রে পতিত হইল ॥৪৪—৪৫ ॥ আরও দেখ ! শরীরে সহস্র ভগচিহ্ন, স্বর্গ হইতে বিচ্যুতি ও

সহস্রভগসম্প্রাপ্তির্দুঃখঞ্চৈব শচীপতেঃ।
স্বর্গাদ্‌ভ্রংশস্তথা বাসঃ কমলে মানসে সরে ॥ ৪৬ ॥
এতে দুঃখস্য ভোক্তারঃ কেন দুঃখং ন ভুজ্যতে।
সংসারেঽস্মিন্‌ মহাভাগাস্তস্মাচ্ছোকং ত্যজন্তু বৈ ॥ ৪৭ ॥
চিন্তয়ন্তু মহামায়াং বিদ্যাং দেবীং সনাতনীম্‌।
সা বিধাস্যতি নঃ কার্য্যং নির্গুণা প্রকৃতিঃ পরা ॥ ৪৮ ॥
ব্রহ্মবিদ্যাং জগদ্ধাত্রীং সর্ব্বেষাং জননীস্তথা।
যয়া সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্‌ ॥ ৪৯ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বৈ সুরান্বেধা নিগমানাদিদেশ হ।
দেহযুক্তান্‌ স্থিতানগ্রে সুরকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

স্তবন্তু পরমাং দেবীং ব্রহ্মবিদ্যাং সনাতনীম্‌।
গূঢ়াঙ্গীঞ্চ মহামায়াং সর্ব্বকার্য্যার্থসাধনীম্‌ ॥ ৫১ ॥

শেষঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥ বাসঃ কমলে ইতি। ইন্দ্রস্যৈবেত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥ অনেকোদাহরণৈর্ব্রহ্ম-বিষ্ণুরুদ্রাদিসর্ব্বদেবানামনীশ্বরত্বমল্পজ্ঞত্বং পরাধীনত্বং মায়ামোহিতত্বং চোপপাদ্য অনন্তরং বিঘ্ননিবারণার্থং সর্ব্বস্বকার্য্যসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বেশ্বর্য্যাঃ সর্ব্বজ্ঞায়াঃ স্বতন্ত্রায়া মায়েশায়া ভগবত্যা আরাধনা কর্ত্তব্যেত্যাহ চিন্তয়ন্থিতি ॥ ৪৮—৫০ ॥

ব্রহ্মবিদ্যামিতি। অত্র সর্ব্বত্র ময়োক্তোপোদ্ঘাতরীত্যা ব্রহ্মবিদ্যা মায়াদিশব্দা মায়াবিশিষ্ট-ব্রহ্মবাচকা ইতি ন বিস্মর্ত্তব্যম্‌। যথা গজশরীরে প্রবিষ্টস্য চৈতন্যস্য গজেতি সংজ্ঞা তথা প্রথমং

মানস সরোবরস্থ পদ্মমধ্যে বাসহেতু ইন্দ্রের কি দুঃখভোগ না হইয়াছিল ॥ ৪৬ ॥ হে মহাভাগ দেবগণ! যদি ইহাঁরাও দুঃখভোগী হইলেন তবে নিশ্চয় জানিও যে, এই সংসারে কেহই দুঃখহস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে না; অতএব তোমরা সকলেই শোক পরিত্যাগ কর ॥ ৪৭ ॥ এক্ষণে, যিনি এই সচরাচর ত্রিলোক ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন, যিনি সর্ব্ব-জননী জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মস্বরূপিণী, যিনি গুণাতীতা আদ্যাপ্রকৃতি সেই নিত্যা বিদ্যাস্বরূপিণী মহামায়াকে ধ্যান কর, তিনিই আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥

সূত কহিলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে এইরূপ বলিয়া সুরকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত সম্মুখে স্থিত বিগ্রহবান্‌ বেদ সকলকে আদেশ করিলেন ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন। বেদগণ! তোমরা সকলেই সেই ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী গূঢ়াঙ্গী নিত্যা পরমা দেবী ভগবতী মহামায়ার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হও। তিনিই তোমাদের সর্ব্বকার্য্য

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরাঃ।
তুষ্টুবুর্জ্ঞানগম্যাং তাং মহামায়াং জগৎস্থিতাম্ ॥ ৫২॥

বেদা ঊচুঃ।

নমো দেবি মহামায়ে বিশ্বোৎপত্তিকরে শিবে!।
নির্গুণে সর্ব্বভূতেশি মাতঃ শঙ্করকামদে! ॥ ৫৩॥
ত্বং ভূমিঃ সর্ব্বভূতানাং প্রাণঃ প্রাণবতাস্তথা।
ধীঃ শ্রীঃ কান্তিঃ ক্ষমা শান্তিঃ শ্রদ্ধা মেধা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ ॥৫৪॥
তমুদ্গীথেঽর্দ্ধমাত্রাঽসি গায়ত্রী ব্যাহৃতিস্তথা।
জয়া চ বিজয়া ধাত্রী লজ্জা কীর্ত্তিঃ স্পৃহা দয়া ॥ ৫৫ ॥

ত্বাং সংস্তুমোঽম্ব! ভুবনত্রয়সম্বিধান-
দক্ষাং দয়ারসযুতাং জননীং জনানাম্।
বিদ্যাং শিবাং সকললোকহিতাং বরেণ্যাং
বাগ্বীজবাসনিপুণাং ভবনাশকর্ত্রীম্ ॥ ৫৬ ॥

মায়াশরীরে প্রবিষ্টচৈতন্যস্য মায়াশক্তিরিতি সংজ্ঞা প্রথমা ততো বিদ্যাদিশরীরে প্রবিষ্টস্য বিদ্যাদিসংজ্ঞা ॥ ৫১—৫২ ॥

নির্গুণে ইত্যনেন ব্রহ্মরূপিণী মহামায়ে ইত্যনেন ব্রহ্মৈকদেশশক্তিরূপিণী ফলতো মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণীতি ফলিতম্। অত্র সর্ব্বত্র দেবীস্তোত্রেষু পুরাণতন্ত্রোক্তেষু দেব্যা মায়া বিশিষ্টব্রহ্মরূপত্বাদ্ধেতোঃ ক্বচিদ্ব্রহ্মত্বেন বর্ণনং ক্বচিন্মায়াত্বেন বর্ণনমুভয়মপি সঙ্গচ্ছতে ইতি বোধ্যম্ ॥৫৩—৫৪॥ উদ্গীথ ইতি। উদ্গীথে প্রণবে অর্দ্ধমাত্রা বিন্দ্বর্দ্ধচন্দ্ররূপিণী যা সা ত্বমসি। বাচ্যবাচকয়োরভেদাদর্দ্ধমাত্রাত্মকত্বমুক্তমিতি বোধ্যম্। তত্রার্দ্ধমাত্রা পরম্পদমিতি বচনাদর্দ্ধমাত্রা বাচ্যত্বেন ব্রহ্মপ্রতিপাদিতম্। তাদৃশার্দ্ধমাত্রাত্মকত্বোক্ত্যা চ ব্রহ্মরূপত্বং ভগবত্যাঃ স্পষ্টমেবোক্তম্। তদুক্তং মার্কণ্ডেয়পুরাণে। অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষত ইতি ॥ ৫৫ ॥ ত্বাং সংস্তুম ইতি। হে অম্ব! ত্বাং সংস্তুমঃ কীদৃশীং ভুবনত্রয়স্য সম্বিধানমুৎপাদনং তত্র দক্ষাং

সিদ্ধ করিবেন ॥ ৫১ ॥ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বেদগণ ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞানগম্যা জগতের আধারভূতা সেই মহামায়াকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫২ ॥

বেদগণ কহিলেন। হে দেবি মহামায়ে! তোমা হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হয়, তুমিই মঙ্গলময়ী, তুমিই সর্ব্বভূতজননী, তুমিই গুণাতীতা ব্রহ্মরূপিণী, তুমিই শম্ভুকামপ্রদা; অতএব, হে মাতঃ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৫৩ ॥ হে দেবি! আপনিই সর্ব্বপদার্থের আধার এবং প্রাণিগণের প্রাণ। আপনিই বুদ্ধি, শোভা, কান্তি, ক্ষমা, শান্তি, শ্রদ্ধা, মেধা, ধৃতি এবং স্মৃতিরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫৪ ॥ হে দেবি! আপনিই প্রণবে বিন্দু ও অর্দ্ধচন্দ্র স্বরূপিণী; আপনিই পূর্ণা গায়ত্রী এবং ব্যাহৃতি; আপনিই জয়া, বিজয়া, ধাত্রী, লজ্জা, কীর্ত্তি, স্পৃহা, ও দয়াস্বরূপা ॥ ৫৫ ॥ মাতঃ! আমরা আপনাকেই স্তব করিতেছি। কারণ,

ব্রহ্মা হরঃ শৌরিসহস্রনেত্র-
বাগ্বহ্নিসূর্য্যা ভুবনাধিনাথাঃ।
তে ত্বৎকৃতাঃ সন্তিঃ ততো ন মুখ্যা
মাতা যতস্ত্বং স্থিরজঙ্গমানাম্॥ ৫৭॥
সকলভুবনমেতৎ কর্ত্তুকামা যদা ত্বং
সৃজসি জননি! দেবান্বিষ্ণুরুদ্রাজমুখ্যান্।
স্থিতিলয়জননং তৈঃ কারয়স্যেকরূপা
ন খলু তব কথঞ্চিদ্দেবি! সংসারলেশঃ॥ ৫৮॥

কুশলাং বরেণ্যাং শ্রেষ্ঠাং বাগ্বীজং বাগ্ভবো মন্ত্রস্তত্র যো বাসস্তস্মিন্নিপুণাং পণ্ডিতাং নিরন্তরং বাগ্ভববীজোপাসকৈস্তত্র বীজে প্রতিবিম্বিতত্বেন দৃশ্যত্বাৎ তদ্বীজোপাসকানাং ঝটিত্যনুভবাচ্চ তত্রাবশ্যং বাসো বিদ্যত ইতি জায়ত ইতি ভাবঃ। ভবনাশকর্ত্রীং জ্ঞানপ্রদানেনেতি ভাবঃ॥ ৫৬॥ নম্বু ব্রহ্মাদয়ঃ সন্তি তে কিমিতি স্বকার্য্যার্থং ন স্তূয়ন্তে তত্রাহ ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মা তথা হরঃ তথা শৌরিশ্চ সহস্রনেত্রশ্চ বাক্ চ সরস্বতী চ বহ্নিশ্চ সূর্য্যশ্চেতি যে ভুবনাধিনাথাঃ সন্তি তে ত্বৎকৃতাস্ত্বয়োৎপাদিতাঃ। কস্মাদিতি চেদ্যতস্ত্বং স্থিরজঙ্গমানাং মাতা তস্মাত্ত্বয়ৈবোৎপাদিতাস্ততস্তস্মাদ্ধেতোস্তে ন মুখ্যা অতো নাস্মাভিস্তে স্তূয়ন্ত ইত্যর্থঃ। নহি মুখ্যপক্ষপাতং বিহায় অমুখ্যপক্ষপাতং কশ্চিৎ করোতীতি ভাবঃ॥৫৭॥ নন্বহমেব জগৎস্রষ্ট্রীতি চেত্তস্মিন্ জগতি নীচোচ্চপ্রাণিকল্পনয়া বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে মম স্যাতামিতি চেত্তত্রাহ সকলভুবনমিতি। হে জননি! সকলভুবনমেতদ্যদা কর্ত্তুকামা ত্বমসি তদা বিষ্ণুরুদ্রাজমুখ্যান্বিষ্ণ্বাদিপ্রভৃতীন্ সুরান্ সৃজসি সৃষ্টৈশ্চ তৈঃ স্থিতিলয়জননম্। সমাহারদ্বন্দ্বঃ। সৃষ্টিস্থিতিসংহারান্ কারয়সি কথমেকরূপা ঈষদপি বিকারাভাবাৎ। অবিকৃতরূপেত্যর্থঃ। অতো ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষপ্রসক্তিস্তবেতি ভাবঃ। যথা রাজা স্বসেবকৈঃ স্বস্বকর্ম্মানুরূপে ক্রিয়মাণে কর্ম্মণি ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে প্রাপ্নোতি তদ্বৎ। ননু কথং মমাবিকৃতরূপত্বমিতি চেত্তত্রাহ ন খল্বিতি। হে দেবি! তব কথঞ্চিৎ কেনাপি প্রকারেণ সংসারলেশঃ সংসারগন্ধো ন খল্বস্তি নৈবাস্তীত্যতোঽবিকৃতরূপত্বং তব নির্ব্বিঘ্নমস্ত্যেবেতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষোঽসঙ্গো ন হি সজ্জত ইতি॥ ৫৮॥

আপনা হইতেই ত্রিভুবনের উৎপত্তি হয়, আপনার ন্যায় দয়াবতী আর কেহই নাই, আপনিই সর্ব্বজীবের জননীস্বরূপা, আপনিই সর্ব্বোৎকৃষ্টা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী মঙ্গলময়ী, আপনিই সর্ব্ব লোকের হিতকরী এবং আপনিই ভক্তগণের বীজমন্ত্রে অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানবান্ করতঃ ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন॥ ৫৬॥ মাতঃ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইন্দ্র, সরস্বতী, বহ্নি সূর্য্য প্রভৃতি ভুবনের অধিপতি সকল আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন; কারণ, আপনি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থেরই জননী। অতএব হে মাতঃ তাঁহারা কেহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহেন এজন্য আপনাকেই স্তব করি॥ ৫৭॥ জননি! যখন আপনি এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন; তখন আপনি একরূপে থাকিয়াই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রমুখ দেবগণের উৎপাদন করিয়া তাঁহাদের দ্বারাই সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিয়া থাকেন; পরন্তু হে দেবি! আপনি কোন প্রকারেই সংসারাসক্তা হয়েন না চিরকালই

ন তে রূপং বেত্তুং সকলভুবনে কোঽপি নিপুণো
ন নাম্নাং সংখ্যাং তে কথিতুমিহ যোগ্যোঽস্তি পুরুষঃ।
যদল্পং কীলালং কলয়িতুমশক্তঃ স তু নরঃ
কথং পারাবারাকলনচতুরঃ স্যাদৃতমতিঃ॥ ৫৯॥
ন দেবানাং মধ্যে ভগবতি! তবানন্তবিভবং
বিজানাত্যেকোঽপি ত্বমিহ ভুবনৈকাসি জননী।
কথং মিথ্যা বিশ্বং সকলমপি চৈকা রচয়সি
প্রমাণং ত্বেতস্মিন্নিগমবচনং দেবি! বিহিতম্॥ ৬০॥

কিঞ্চ হে মাতঃ! ত্বাং সংস্তুম ইতি প্রতিজ্ঞামাত্রমস্মাভিঃ কৃতং স্তুতিং কর্তুমবলোক্যতে চেৎ কথমপি কর্ত্তুং ন শক্যত ইত্যাহ ন তে রূপমিতি। হে মাতস্তে রূপং সগুণং বা নির্গুণং বা বেত্তুং জ্ঞাতুং সকলভুবনে দ্বৈতপ্রপঞ্চে কোঽপি পুরুষো নিপুণঃ সমর্থো নাস্তি। তথাচ শ্রুতিঃ। যস্যাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন বিজানন্তি তস্মাদুচ্যতে অজ্ঞেয়েতি। কো অদ্ধাবেদ ক ইহ প্রাবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূবেতি। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহেতি চ। অস্ত্বেতত্তব রূপং দুর্জ্ঞেয়ং দূরং তব নাম্নাং সংখ্যামপি কথিতুং কথয়িতুমিহ যোগ্যঃ পুরুষো নাস্তি যথায়ং দৃষ্টান্তঃ। কোঽসৌ যথা অল্পং স্বল্পং কীলালং বাপীসরোবরস্থং জলং তৎ কলয়িতুমুল্লঙ্ঘয়িতুমশক্তো যো নর ঋতমতিঃ সত্যমতিঃ প্রামাণিক ইত্যর্থঃ। স কথং পারাবারঃ সরিৎপতিস্তস্যাকলনমুল্লঙ্ঘনং তত্র চতুরঃ স্যাৎ সমর্থঃ স্যান্ন কথমপীত্যর্থঃ। তদ্বদেব পরিচ্ছিন্নানাং নাম্নামন্তং ন যো বেদ স ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি শ্রুতিপ্রতিপাদ্যমনন্তং রূপং কথং জানীয়ান্ন কথমপীত্যর্থঃ। তথাচ নামরূপজ্ঞানাভাবাৎ কথং স্তবঃ সম্ভবেদিতি ভাবঃ॥ ৫৯॥ মাভূন্মম রূপজ্ঞানং মাভূচ্চ মম নামসংখ্যাজ্ঞানং তথাপি সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বাদিগুণজালমেব গৃহীত্বা কুতঃ স্তবো ন সম্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ ন দেবানামিতি। হে ভগবতি! দেবানাং মধ্যে তবানন্তবিভবমনন্তবৈভবমেকোঽপি দেবো ন জানাতি তব জগৎসর্জ্জনাদিবৈভবং কোঽপি ন জানাতীত্যর্থঃ। কুত ইতি-চেত্তত্রাহ ত্বমিহ ভুবনৈকাসীতি। ত্বমিহ সংসারে ভুবনা তন্নাম্নী ভুবনেশ্বরীনাম্নী জননী জগজ্জনয়িত্রী একাঽসহায়া অসি। একৈব সর্ব্বত্র বর্ত্তসে তস্মাদেকেতি। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি শ্রুতিভ্যাং ইত্থমেকা সত্যপি সকলং বিশ্বং মিথ্যা কথং রচয়সি ন তদ্-বুদ্ধিগম্যমস্তি। তথাচ জগৎসর্জ্জনসামগ্রীজ্ঞানাভাবেনৈবং জগৎ সৃজসীতি স্তোতুং ন শক্যত ইতি ভাবঃ। নন্ন মিথ্যা জগদহং সৃজামীত্যত্র কিং প্রমাণং তত্রাহ প্রমাণং ত্বিতি। তথাচ শ্রুতিঃ। ত্রয়মেতৎ স্বপ্নং সুষুপ্তং মায়ামাত্রমিতি। তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীদিতি॥ ৬০॥

নির্লেপে বিরাজ করেন॥ ৫৮॥ দেবি! এই বিশ্বসংসারে আপনার রূপ নিরূপণ করিতে কেহই সমর্থ নহে, আপনার নামের সংখ্যা করিতেও কাহার ক্ষমতা নাই। যে ব্যক্তি কূপাদির জল উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহে সে কিরূপে স্থিরনিশ্চয় হইয়া সমুদ্রোল্লঙ্ঘনে কৃতকার্য্য হইবে?॥ ৫৯॥ হে ভগবতি! দেবমধ্যে এমন কেহই নাই যে আপনার অনন্ত বৈভব বিশেষরূপে অবগত আছে। দেবি! ইহ সংসারে আপনিই ভুবনেশ্বরী অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপিণী জগজ্জননী। আপনি একা হইয়া কিরূপে এই মিথ্যা সমস্ত জগৎ রচনা করেন,

নিরীহৈবাসি ত্বং নিখিলজগতাং কারণমহো
চরিত্রন্তে চিত্রং ভগবতি! মনো নো ব্যথয়তি।
কথঙ্কারং বাচ্যঃ সকলনিগমাগোচরগুণ-
প্রভাবঃ স্বং যস্মাৎস্বয়মপি ন জানাসি পরমম্॥ ৬১॥

নন্বহমেকৈব জগদ্রচয়ামীতি চেৎ সংকল্পবিকল্পবিশিষ্টত্বেন মম বিকারিত্বং স্যাত্তথাহহমেব বিবিধরূপেতি মম পরিণামিত্বঞ্চ স্যাত্তথা জগদ্রচনক্রিয়ায়া ইচ্ছাপূর্ব্বকত্বান্মমাপীচ্ছাবত্ত্বে নিত্যতৃপ্তত্বনিত্যানন্দতয়োর্ম্ময়ি ভঙ্গশ্চ স্যাত্তত্রাহ নিরীহৈবাসি ত্বমিতি। হে ভগবতি! ত্বং নিরীহৈব নিরিচ্ছৈবাবিকৃতরূপৈবাসি। শ্রুতিপ্রতিপাদ্যাবিকৃতরূপস্য কেনাপ্যপলপিতুমশক্যত্বাৎ। অস্তু তর্হি মমাবিকৃতরূপত্বং জগৎকারণত্বমসম্ভবান্মাস্তু। ন হ্যবিকৃতো বিকারাভাববান্ কশ্চিৎ কিঞ্চিদপি কর্ত্তুং শক্নোতি। পাষাণাদিষ্বদর্শনাদিতি চেত্তত্রাহ নিখিলজগতামিতি। হে ভগবতি! যদ্যপি ত্বং নিরীহাহসি তথাপি নিখিলজগতাঙ্কারণমপি ত্বমেবাসি। অবিকৃতরূপস্যৈব ব্রহ্মণো নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নোব্যোমাপরোযৎ। তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্। কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধীত্যাদিশ্রুতিভির্জ্জগৎকারণত্বস্যাপ্যুক্তত্বেন তস্যাপি জগৎকারণত্বস্য ত্বয্যপলপিতুমশক্যত্বাৎ। নন্বু তর্হি ময্যরূপেহদ্বিতীয়ে সক্রিয়ত্বমক্রিয়ত্বঞ্চ তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধং ধর্ম্মদ্বয়ং কথং সম্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ চরিত্রং তে চিত্রমিতি। হে মাতর্যদ্যপি বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়বত্ত্বমেকস্য ন সম্ভবতি তথাপি শ্রুত্যা বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়স্যাপি প্রতিপাদনাত্তস্যাপ্যপলাপানর্হত্বাত্তদপি ত্বয্যদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি সম্ভবত্যেব। কথমেকত্রাদ্বিতীয়ে বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়বত্ত্বং সম্ভবেদিতি চেত্তে ইদং চিত্রং বিচিত্রঞ্চরিত্রমেব নো মনো ব্যথয়তি মোহয়তি। নৈতদস্মদ্‌বুদ্ধিগম্যমিত্যর্থঃ। ইদমনির্ব্বচনীয়মেবাস্তীতি ভাবঃ। যত ইদমনির্ব্বচনীয়ং ততঃ সকলনিগমানামগোচরা গুণা যস্য প্রভাবস্য স তে প্রভাবঃ পামরৈরস্মাভিঃ কথঙ্কারং বাচ্যো ন কথমপীত্যর্থঃ। হে মাতর্ব্বয়ং ন জানীম ইতি তাবদ্দূরং তিষ্ঠতু যস্মাৎ স্বয়মপি ত্বং স্বং স্বকীয়মনির্ব্বচনীয়প্রভাবং পরমমুৎকৃষ্টং ন জানাসি। তদান্যঃ কথং জানীয়াৎ ন কথমপীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্। সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদেতি। অয়ং ভাবঃ। বিরুদ্ধয়োরেকত্র সহাবস্থানাসম্ভবরূপং যদ্দূষণমুদ্ভাবিতং তত্র কিং সত্যয়োরেকত্রাবস্থানাসম্ভবঃ আহোস্বিৎ সত্যমিথ্যাপদার্থয়োরেকত্রাবস্থানাসম্ভবঃ। আদ্যপক্ষে তু নাস্মৎসিদ্ধান্তো দূষণবিষয়ঃ। ন হ্যস্মাভির্ব্বিরুদ্ধয়োঃ সত্যয়োরেকত্রাবস্থানং মন্যতে ব্রহ্মণঃ সত্যত্বাজ্জগতশ্চ মিথ্যাত্বাৎ। দ্বিতীয়পক্ষে তু সত্যমিথ্যাপদার্থয়োরজ্জুসর্পাদৌ সহাবস্থানস্য দৃষ্টত্বান্ন বিরোধঃ। তথাচ ব্রহ্মণঃ পরমার্থনিষ্ক্রিয়ত্বেহপরিণামিত্বে সত্যপি অনির্ব্বচনীয়মিথ্যাশক্তিযোগাদসৎপদার্থাধ্যাসো জগৎসর্জ্জনাদিকঞ্চ সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি সর্ব্বমনবদ্যমিতি॥ ৬১॥

এবিষয়ে বেদবাক্য সকলই প্রমাণরূপে বিহিত আছে॥ ৬০॥ দেবি! আপনি নিশ্চেষ্ট ইচ্ছাবিহীন নিত্য অবিকৃত স্বরূপ হইলেও এই দৃশ্যমান অনিত্য বিকৃত নিখিল জগতের কারণ হইতেছেন। নিত্য অবিকৃত বস্তু হইতে অনিত্য বিকৃত পদার্থের সমুদ্ভব অতি আশ্চর্য্যের বিষয়!! অতএব হে মাতঃ! এই বিরুদ্ধসমাবেশ জন্য আপনার বিচিত্র চরিত্র আমাদিগের মনকে মোহিত করিতেছে। ইহা অনির্ব্বচনীয় অতএব আমাদের বুদ্ধির অগম্য সন্দেহ নাই। কিন্তু, মাতঃ! যখন আপনি স্বয়ং স্বীয় পরম মহিমা জানেন না, তখন আমরা কিরূপে আপনার সেই সর্ব্ববেদের অগোচর প্রভাব বলিতে সমর্থ হইব॥ ৬১॥ জননি!

ন কিং জানাসি ত্বং জননি ! মধুজিন্মৌলিপতনং
শিবে ! কিং বা জ্ঞাত্বা বিবিদিষসি শক্তিং মধুজিতঃ।
হরেঃ কিং বা মাতর্দুরিততভিরেষা বলবতী
ভবত্যাঃ পাদাব্জে ভজননিপুণে কাস্তি দুরিতম্ ॥ ৬২ ॥
উপেক্ষা কিঞ্চেয়ং তব সুরসমূহেঽতিবিষমা
হরেমূর্দ্ধ্নো নাশো মতমিহ মহাশ্চর্য্যজনকম্।
মহদ্দুঃখং মাতস্ত্বমসি জননচ্ছেদকুশলা
ন জানীমো মৌলের্ব্বিঘটনবিলম্বঃ কথমভূৎ ॥ ৬৩ ॥

নম্বস্বেতৎ যদ্ভবদ্ভিঃ প্রার্থ্যতে তৎ প্রার্থ্যতামিতি চেত্তত্রাহ ন কিং জানাসি ত্বমিতি। হে জননি ! যদস্মাভির্ভবতী প্রার্থ্যতে তন্মধুজিতো বিষ্ণোর্ম্মৌলিপতনং সর্ব্বজ্ঞা ত্বং ন জানাসি কিং কিমস্মাভিস্তদ্বক্তব্যং সর্ব্বজ্ঞায়াস্তবাগ্রে। সত্যং জানামি ততঃ কিমুচ্যত ইতি চেৎ জ্ঞাত্বাপি মৌলিপতনং যদ্যুপেক্ষসে তত্র কিং কারণমেতস্য স্বশক্ত্যাভিমানো জাতঃ। ততস্তস্য মধুজিতঃ শক্তিং মৌলিপতনং জ্ঞাত্বাপি বিবিদিষসি কিং জ্ঞাতুমিচ্ছসি কিম্। ইদমপ্যনুচিতং ত্বৎপ্রসাদাদেবানেন মধুদৈত্যো জিতস্ততস্তস্যাল্পশক্তিপরীক্ষা ভবাদৃশাং দ্রষ্টুমনুচিতৈবেতি মধুজিৎপদেন বোধিতম্। নন্বু নৈতৎ কারণমন্যদেব কিঞ্চিৎ কারণমস্তীতি চেত্তৎ কিং হরের্দুরিততভিঃ পাতকসন্ততির্বলবতী প্রাপ্তা তদ্রূপমস্ত্বিত্যাহ্‌ৎ। যদি প্রথমপক্ষস্তর্হি সোঽপি ন সম্ভবতি। যতো ভবত্যাঃ পাদাব্জে যদ্ভজনং তস্মিন্নিপুণে প্রবীণে বিষ্ণৌ দুরিতং কাস্তি দেবীভক্তে পাতকসম্ভাবনা স্বপ্নেঽপি নাস্তি। তদুক্তম্। "ছিত্বা ভিত্বা চ ভূতানি হত্বা সর্ব্বমিদং জগৎ। দেবীং নমতি ভক্ত্যা যো ন স পাপৈঃ প্রলিপ্যতে" ইতি ॥ ৬২ ॥ অন্যৎ কারণঞ্চেত্তৎ কিং দেবেষূপেক্ষা বা হরের্ম্মস্তকপতনে বিলক্ষণস্বরূপদর্শনচমৎকারো বেত্যাহ উপেক্ষেতি। ইয়ং সুরসমূহে যা তবোপেক্ষাঽতিবিষমা কর্ত্তুমযোগ্যা সা কিং কারণম্। যদ্বা হরেমূর্দ্ধ্নো মস্তকস্য নাশঃ স এবেদমাশ্চর্য্যজনকং কারণং বা মতম্। বিচ্ছিন্নশিরস্কপুরুষদর্শনে চমৎকারাৎ। ইতি কারণদ্বয়ং সম্ভাব্য খণ্ডয়তি। মহৎ দ্দুঃখমিতি। যদীদং কারণদ্বয়ং তদা মহদেব দুঃখং অস্মাকং নিরালম্বনত্বাপাতাৎ। অস্মাকং সর্ব্বোপ্যাশ্রয়স্তবৈব ত্বং যদীত্থং করোষি তর্হি বয়ং মৃতা এবেতি ভাবঃ। তস্মাদিদমপি কারণদ্বয়ং সম্ভাব্যেব। কিঞ্চ হে মাতস্ত্বং জননরূপং যন্মহদ্দুঃখং তচ্ছেদে কুশলাসীতি বেদসিদ্ধান্তস্তদা বিষ্ণোর্ম্মৌলের্ব্বিঘটনং সংযোজনং তস্মিন্বিলম্বঃ। কথমভূদিতি ন জানীমস্তদপেক্ষয়া কিমত্র ভারোধিকোঽস্তি ত্বয়ৈতাদৃশসময়ে ক্ষণমাত্রমপি বিলম্বো ন কর্ত্তুং যোগ্য ইতি

আপনি কি বিষ্ণুর মস্তকপতন বিষয়ে কিছুই জানেন না? ইহা কখনই সম্ভব নহে; কারণ, আপনি সর্ব্বজ্ঞা। শিবে! তবে কি আপনি জানিয়া বিষ্ণুর শক্তি পরীক্ষা করিতেছেন? না, তাহাও সম্ভব নহে; কারণ, বিষ্ণু আপনার প্রসাদেই মধুনামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন। জননি! তবে কি বিষ্ণুর কোনও কলুষসন্ততি বলবতী হইল? না, তাহাও নহে; কারণ, আপনার পাদপদ্মসেবকের কোথায় কখন দুষ্কৃতি ঘটিয়াছে? তবে কি মাতঃ! আপনি এই দেববৃন্দে উপেক্ষা করিতেছেন? না, তাহাও আপনার করিবার যোগ্য নয়। তবে কি বিষ্ণুর মস্তকনাশ বিষয়ে কেবল আশ্চর্য্যজনকতাই কারণ? না, তাহাও নহে। কারণ, মাতঃ! ইহাতে আমাদের অতিশয় দুঃখ হইতেছে। আপনিত ভক্ত জনের দুঃখোৎপত্তির উচ্ছেদে কুশলা।

জ্ঞাত্বা দোষং সকলস্থরতাপাদিতং দেবি! চিত্তে
কিংবা বিষ্ণাবমরজনিতং দুষ্কৃতং পাতিতং তে।
বিষ্ণোর্ব্বা কিং সমরজনিতঃ কোঽপি গর্ব্বোঽতিবেগা-
চ্ছেত্তুং মাতস্তব বিলসিতং নৈব বিদ্মোঽত্র ভাবম্॥ ৬৪॥
কিংবা দৈত্যৈঃ সমরবিজিতৈস্তীর্থদেশে স্থরম্যে
ঘোরং তপ্ত্বা ভগবতি! বরং লব্ধবদ্ভির্ভবত্যাঃ।
অন্তর্ধানং গমিতমধুনা বিষ্ণুশীর্ষং ভবানি!
দ্রষ্টুং কিংবা বিগতশিরসং বাস্থদেবং বিনোদঃ॥ ৬৫॥
সিন্ধোঃ পুত্র্যাং রোষিতা কিং ত্বমাদ্যে!
কস্মাদেনাং প্রেক্ষসে নাথহীনাম্।
ক্ষন্তব্যস্তে স্বাংশজাতাপরাধো
ব্যুত্থাপ্যৈনং মোদিতাং মাং কুরুষ্ব॥ ৬৬॥

ভাবঃ॥ ৬৩॥ অথানেকানি কারণানি সম্ভাবয়ন্তি জ্ঞাত্বেতি। হে দেবি! সকলস্থরাণাং সমূহঃ সকলস্থরতা তয়া সম্পাদিতং নানাপ্রকারকং দোষং জ্ঞাত্বা তস্যা দুঃখজননায় ইদং শিরশ্ছেদনং কৃতং ত্বয়া। রাজনাশে প্রজানাং দুঃখসম্ভবাৎ। কিং বা প্রজাকৃতং পাপং রাজনীতি ন্যায়েনামরজনিতং দুষ্কৃতং বিষ্ণৌ দেবরাজে বিদ্যমানং তে ত্বয়া পাতিতং কিংবা বিষ্ণোঃ সমরজনিতো যঃ কোপ্যনির্ব্বচনীয়োঽতিগর্ব্বোঽস্তি তং বা ছেত্তুং তবৈতদ্বিলসিতমিতি। অত্রৈতদ্বিষয়ে তে ভাবং নৈব বিদ্মো মূঢ়ত্বাৎ॥ ৬৪॥ কিংবা দৈত্যৈঃ সমরে যুদ্ধে দেবৈর্বিজিতৈস্তীর্থদেশে স্থরম্যে ঘোরং তপস্তপ্ত্বা ভবত্যাঃ সকাশাদ্বরং লব্ধবদ্ভিরিদং বিষ্ণুশীর্ষমন্তর্ধানং তিরোধানং গমিতং প্রাপিতম্। যদ্বা হে ভবানি! বিগতশিরসং বাস্থদেবং দ্রষ্টুং তবায়ং বিনোদো বা॥ ৬৫॥ সিন্ধোঃ পুত্র্যাং লক্ষ্ম্যাং হে আদ্যে! ত্বং রোষিতাসি রুষ্টাসি কিম্। কস্মাদপরাধাদেনাং নাথহীনাং গতধবাং প্রেক্ষসে। নৈতত্তবোচিতম্। লক্ষীস্তু নাম্না কাচি-

---

তবে কিজন্য বিষ্ণুর মস্তক সংযোজনে বিলম্ব করিতেছেন জানিতে পারিতেছি না॥ ৬২—৬৩॥ দেবি! আপনি কি দেবগণকৃত দোষ সকল অবগত হইয়া তাহাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য এইরূপ করিয়াছেন? কারণ, রাজবিনাশে প্রজার সর্ব্বনাশ হয় ইহা প্রসিদ্ধ। না প্রজাদোষে রাজার বিনাশ হয় বলিয়া দেবকৃত দোষের ফল বিষ্ণুতেই ন্যস্ত করিলেন? অথবা বোধ হয় সমর-বিজয় জন্য বিষ্ণুর কোন গর্ব্ব হইয়াছিল আপনি সেই গর্ব্ব ধ্বংস করিবার জন্যই এরূপ করিয়াছেন। মাতঃ! এবিষয়ে আপনার ভাব আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না॥ ৬৪॥ ভগবতি! বোধ হয় দৈত্যগণ সমরে পরাজিত হইয়া কোন স্থরম্য তীর্থ স্থানে গমন করত ঘোরতর তপস্যা করিয়া আপনার নিকট হইতে বরলাভ করিয়াছে; সেই বরপ্রভাবেই অদ্য বিষ্ণুর মস্তক অন্তর্হিত হইয়াছে। অথবা, বাস্থদেবকে বিগতশীর্ষ দেখিবার জন্যই আপনার আমোদ হইয়াছে॥ ৬৫॥ মাতঃ! আপনি কি লক্ষ্মীর প্রতি রুষ্টা হইয়াছেন? কি অপরাধে তাঁহাকে বিধবা দেখিবেন? জননি! লক্ষ্মীদেবীত আপনারই অংশ হইতে উৎপন্না; অতএব

এতে সুরাস্ত্বাং সততং নমন্তি
কার্য্যেষু মুখ্যাঃ প্রথিতপ্রভাবাঃ।
শোকার্ণবাত্তারয় দেবি! দেবান্
উত্থাপ্য দেবং সকলাধিনাথম্ ॥ ৬৭ ॥
মূর্দ্ধা গতঃ ক্বাঽম্ব! হরের্ন বিদ্মো
নান্যোঽস্ত্যপায়ঃ খলু জীবনেঽদ্য।
যথা সুধা জীবনকর্ম্মদক্ষা
তথা জগজ্জীবিতদাঽসি দেবি! ॥ ৬৮ ॥

সূত উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী গুণাতীতা মহেশ্বরী।
প্রসন্না পরমা মায়া বেদৈঃ সাঙ্গৈশ্চ সামগৈঃ ॥ ৬৯ ॥
তানুবাচ তদা বাণী চাকাশস্থাঽশরীরিণী।
দেবান্ প্রতি সুখৈঃ শব্দৈর্জনানন্দকরী শুভা ॥ ৭০ ॥

দস্তি কিন্তু তব স্বাংশজৈব। তস্মাত্তে ত্বয়া স্বাংশজাতায়া লক্ষ্ম্যা অপরাধঃ ক্ষন্তব্যঃ। অথ চৈনং বিষ্ণুমুত্থাপ্য মাং লক্ষ্মীং মোদিতাং হর্ষিতাং কুরুষ্ব ॥ ৬৬ ॥ কিঞ্চ যদ্‌যদ্রোষকারণং মনসি ত্বয়া জ্ঞাতমস্তি তত্র সর্ব্বত্র ক্ষমাং বিধায় বয়মনুগ্রহণীয়া ইত্যাহুঃ এতে ইতি। হে ভগবতি! তব জগৎকার্য্যেষু সৃষ্ট্যাদিষু মুখ্যা অধিকারিণস্ত্বাং সততং নমন্তি ত্বদনুগ্রহাদেব প্রথিতপ্রভাবাঃ সন্তি। অতস্তদভিমানমঙ্গীকৃত্য সকলাধিনাথং দেবমুত্থাপ্য হে দেবি! শোকার্ণবাত্তারয় দেবান্ ॥ ৬৭ ॥ হে অম্ব! হরের্মূর্দ্ধা ক্ব গত ইত্যেবং প্রথমং বয়ং ন বিদ্মঃ। দূরতস্তু তং মূর্দ্ধানমানীয় দেহে সংযোজনমিতি। বিষ্ণোস্ত্বাং বিনান্যোপ্যুপায়ো জীবনায় নাস্তি অস্মিন্ সঙ্কটে যথা দেবানাং সুধাঽমৃতং জীবনরূপে কর্ম্মণি দক্ষা। তথা হে দেবি! জগতো দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য জীবিতদা জীবনদা ত্বমেবাসি অতো যথেচ্ছসি তথা কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ৬৮॥

তাঁহার অপরাধ ক্ষমাকরা উচিত। তবে এক্ষণে বিষ্ণুকে জীবিত করিয়া লক্ষ্মীকে আনন্দিতা করুন ॥ ৬৬ ॥ হে ভগবতি! আপনার সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের অধিকারে নিয়োজিত এবং আপনারই অনুগ্রহে বিশ্রুতপ্রভাব এই সমস্ত দেবগণ আপনাকে নিরন্তর প্রণাম করিতেছে, অতএব কৃপা করিয়া এই সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে উত্থাপিত করত দেবগণকে শোকসাগর হইতে উত্তীর্ণ করুন ॥ ৬৭ ॥ মাতঃ! এই ভগবান্ হরির মস্তক যে কোথায় পতিত হইল, তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না; পরন্তু ইহাঁর পুনর্জীবন লাভের পক্ষে আপনি ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। ভগবতি! এই সমস্ত সুরগণের জীবনদানে অমৃত যেরূপ সমর্থ; সেইরূপ, আপনিও এই বিশ্বসংসারের একমাত্র জীবনদাত্রী। (অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন) ॥৬৮॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সাঙ্গবেদ সকল সামগান পূর্ব্বক এইরূপ স্তব করিলে, সেই গুণাতীতা পরমা মায়াশক্তি ভগবতী মহেশ্বরী প্রসন্না হইলেন ॥ ৬৯ ॥ তখন দেবগণ

মা কুরুধ্বং সুরাশ্চিন্তাং স্বস্থাস্তিষ্ঠন্তু চামরাঃ।
স্তুতাহং নিগমৈঃ কামং সন্তুষ্টাঽস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ৭১ ॥
যঃ পুমান্মানুষে লোকে স্তৌত্যেতাং মামকীং স্তুতিম্।
পঠিষ্যতি সদা ভক্ত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭২ ॥
শৃণোতি বা স্তোত্রমিদং মদীয়ং
ভক্ত্যা ত্রিকালং সততং নরো যঃ।
বিমুক্তদুঃখঃ স ভবেৎ সুখী চ
বেদোক্তমেতন্ননু বেদতুল্যম্ ॥ ৭৩ ॥
শৃণ্বন্তু কারণঞ্চাদ্য যদ্গতং বদনং হরেঃ।
অকারণং কথং কার্য্যং সংসারেঽত্র ভবিষ্যতি ॥ ৭৪ ॥
উদধেস্তনয়াং বিষ্ণুঃ সংস্থিতামন্তিকে প্রিয়াম্।
জহাস বদনং বীক্ষ্য তস্যাস্তত্র মনোরমম্ ॥ ৭৫ ॥
তয়া জ্ঞাতং হরির্নূনং কথং মাং হসতি প্রভুঃ।
বিরূপং হরিণা দৃষ্টং মুখং মে কেন হেতুনা ॥ ৭৬ ॥

সামগৈঃ সামগায়কৈঃ ॥ ৬৯—৭৪ ॥ মনোরমমিতি। ধন্যমস্যা মুখমিত্যভিপ্রায়েণ নির্ব্ব্যাজং জহাসেত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥ হসতীতি। কপটেন হসতীতি তয়া জ্ঞাতমিত্যর্থঃ ॥ বিরূপমিতি। অদ্যাবধ্যনেন মন্মুখে ন কদাপি বিরূপতা দৃষ্টা ন চ হাস্যং কৃতম্। অদ্য কেন কারণেন বিরূপতা দৃষ্টা হাস্যঞ্চানেন কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥ ননু বিরূপতা নৈব দৃষ্টা কেবলং হাস্যমেব কৃত-

---

দেখিলেন যে, কোন মূর্ত্তি নাই অথচ তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ সর্ব্বজনানন্দদায়িনী শ্রুতি-সুখকরী মধুর মঙ্গলময়ী আকাশবাণী সমুচ্চারিত হইল ॥ ৭০ ॥

হে সুরগণ! যখন, তোমরা সকলেই অমরত্বলাভ করিয়াছ, তখন, এত চিন্তাপরায়ণ হইতেছ কেন? প্রকৃতিস্থ হও, আর চিন্তা করিও না। বেদোক্ত স্তবে আমি অতীব পরিতৃপ্ত হইয়াছি তাহাতে আর কোন সন্দেহ করিও না ॥৭১॥ মনুষ্যলোকে যে পুরুষ মদীয় এই সমস্ত স্তুতি পাঠপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে আমার স্তব করিবে, সে সমস্ত অভিলষিত বস্তু লাভ করিবে ॥ ৭২ ॥ অধিক কি, যে মনুষ্য প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় ভক্তিযোগে এই স্তব শ্রবণ করিবে সেও সমস্ত দুঃখজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বসুখভাগী হইবে; কেন না, এই স্তুতিটী যখন, বেদ মুখে উক্ত হইয়াছে, তখন, ইহাকে বেদতুল্য বলিয়া জানিবে ॥ ৭৩ ॥

অমরগণ! এই বিশ্বসংসারে বিনা কারণে কি কোন কার্য্যের সৃষ্টি হইতে পারে? অতএব এক্ষণে, হরির মস্তক যে জন্য ছিন্ন হইয়াছে তাহার কারণ শ্রবণ কর ॥ ৭৪ ॥ একদা, বিষ্ণু নিজপ্রিয়তমা সন্নিকর্ষবর্ত্তিনী সিন্ধুতনয়ার মনোহর মুখকান্তি সন্দর্শন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীদেবী তাহা বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, এই ভগবান্ হরি আমার প্রভু; আমি

বিনাপি কারণেনাঽদ্য কথং হাস্যস্য সম্ভবঃ।
সপত্নী বা কৃতা তেন মন্যেঽন্যা বরবর্ণিনী ॥ ৭৭ ॥
ততঃ কোপযুতা জাতা মহালক্ষ্মীস্তমোগুণা।
তামসী তু তদা শক্তিস্তস্যা দেহে সমাবিশৎ ॥ ৭৮ ॥
কেনচিৎ কালযোগেন দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
প্রবিষ্টা তামসী শক্তিস্তস্যা দেহেঽতিদারুণা ॥ ৭৯ ॥
তামস্যাবিষ্টদেহা সা চুকোপাতিশয়ন্তদা।
শনৈঃ সমুবাচেদমিদং পততু তে শিরঃ ॥ ৮০ ॥
স্ত্রীস্বভাবাচ্চ ভাবিত্বাৎ কালযোগাদ্বিনির্গতঃ।
অবিচার্য্য তদা দত্তঃ শাপঃ স্বসুখনাশনঃ ॥ ৮১ ॥
সপত্নীসম্ভবং দুঃখং বৈধব্যাদধিকন্ত্বিতি।
বিচিন্ত্য মনসেত্যুক্তং তামসীশক্তিযোগতঃ ॥ ৮২ ॥

মিতি চেত্তত্রাহ বিনাপীতি। নিষ্কারণং হাস্যং নৈব ভবতীত্যর্থঃ। বিরূপতাকারণং হাস্যে হস্তীতি যথা তর্কিতং তথা কারণান্তরমপি তর্কয়তি সপত্নীবেতি ॥ ৭৭ ॥ ততঃ কোপযুতেতি। তমোগুণেতি। নন্বু মহালক্ষ্ম্যাঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ তমোগুণত্বমপ্রসিদ্ধং তত্রাহ তামসীতি। তস্মিন্নেব কালে তামসী শক্তির্দেহে সমাবিশৎ ন তু পূর্ব্বমিত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥ কিং কারণমিতি চেত্তত্রাহ কেনচিৎকালেতি। বিপরীতকালযোগেনেত্যর্থঃ। পরিণামস্ত তস্য শুভ এবাস্তীত্যাহ দেবকার্য্যার্থেতি। দেবকার্য্যসিদ্ধ্যর্থঞ্চেত্যর্থঃ॥ ৭৯—৮০ ॥ শাপদানে কারণান্তরমাহ স্ত্রীস্বভাবাদিতি। অবিবেকত এব প্রায়ঃ স্ত্রীণাং প্রবৃত্তেঃ। ভাবিত্বাদবশ্যং ভাবিত্বাৎ। কালযোগাৎসাম্প্রতং বিপরীতকালাগমনাৎ ॥ ৮১ ॥ স্বহস্তেন কথং বৈধব্যং সম্পাদিতমিতি চেদ্বৈধব্যা-

চিরদিনইত, ইহাঁর সহিত একত্র বাস করিতেছি, এতদিনের পর ইনি কি কারণে আমার মুখ কুৎসিত দেখিলেন? তাহা না হইলে, এক্ষণে, বিনা কারণে কিজন্য হাস্যের উৎপত্তি হইল? অথবা বোধ হয়, ইনি অপর কোন বরারোহা কামিনীকে গ্রহণপূর্ব্বক আমার আর একটী সপত্নীর সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন ॥ ৭৫—৭৭ ॥ তদনন্তর, সেই মহালক্ষ্মী এইরূপ নানাপ্রকার সংশয় উত্থাপন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ কোপাসক্তা হইয়া যেমন তমোগুণাবলম্বিনী হইলেন, অমনি তামসী শক্তি আসিয়া তাঁহার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল॥৭৮॥ মহালক্ষ্মী স্বভাবতঃ বিশুদ্ধসত্ত্বরূপা হইলেও কালের গতিবশত দেবকার্য্যের সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার শরীরে অত্যন্ত ক্রূরময়ী তামসী শক্তি আসিয়া প্রবিষ্টা হইল ॥ ৭৯ ॥ তাঁহার অন্তরে তামসী শক্তি সমাবিষ্ট হইলে, ক্রমশঃ অত্যন্তক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, তুমি যে মুখে আমায় দেখিয়া হাস্য করিলে, তোমার ঐ মস্তকটী খসিয়া পড়ুক ॥ ৮০ ॥ একে স্ত্রীস্বভাব, তাহাতে আবার দুর্দ্দৈব কালের ভবিতব্যতা এজন্য তিনি কোন হিতাহিত বিচার না করিয়াই নিজসুখধ্বংসকর এই নিদারুণ শাপ প্রদান করিলেন ॥৮১॥ স্ত্রীলোকের বৈধব্য যন্ত্রণা অপেক্ষা

অনৃতং সাহসং মায়া মূর্খত্বমতিলোভতা।
অশৌচং নির্দ্দয়ত্বঞ্চ স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজাঃ ॥ ৮৩ ॥
সশীর্ষং বাসুদেবন্তং করোম্যদ্য যথা পুরা।
শিরোঽস্য শাপযোগেন নিমগ্নং লবণাম্বুধৌ ॥ ৮৪ ॥
অন্যচ্চ কারণং কিঞ্চিদ্বর্ত্ততে সুরসত্তমাঃ!।
ভবতাঞ্চ মহৎ কার্য্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮৫ ॥
পুরা দৈত্যো মহাবাহুর্হয়গ্রীবোঽতিবিশ্রুতঃ।
তপশ্চক্রে সরস্বত্যাস্তীরে পরমদারুণম্ ॥ ৮৬ ॥
জপন্নেকাক্ষরং মন্ত্রং মায়াবীজাত্মকং মম।
নিরাহারো জিতাত্মা চ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৮৭ ॥
ধ্যায়ন্মাং তামসীং শক্তিং সর্ব্বভূষণভূষিতাম্।
এবং বর্ষসহস্রঞ্চ তপশ্চক্রেঽতিদারুণম্ ॥ ৮৮ ॥

পেক্ষয়া সপত্নীসম্ভবদুঃখস্যাসোঢ়ত্বাদিত্যাহ সপত্নীতি ॥ ৮২ ॥ স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজা ইতি। তামসস্ত্রীণাং তমোগুণাদেতে দোষাঃ স্বভাবজা ইত্যর্থঃ। তেন সাত্ত্বিকস্ত্রীণামুত্তমা গুণা ভবন্তীতি বোধ্যম্। যদ্যপি লক্ষ্যাঃ সাত্ত্বিকত্বমস্তি তথাপ্যাগন্তুকতামসীশক্তিযোগাদিত্থং জাতমিতি ভাবঃ ॥ ৮৩—৮৪ ॥ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ইতি যদুক্তং তদেবাহ অন্যচ্চেতি ॥৮৫—৮৬॥ জপন্নেকাক্ষরমিতি। অনেন চ মায়াবীজং ভগবত্যা মায়াশবলব্রহ্মরূপিণ্যা মুখ্যমন্ত্রীতরমন্ত্রা-পেক্ষয়েতি বোধিতম্। যথা চ তারাদিমন্ত্রাঃ সামান্যব্রহ্মবাচকাঃ। ইদং তন্ত্রবিদাং স্পষ্টম্। তস্মান্মায়াবীজমেব মুখ্যং শাক্তং রূপম্। এতদেব বোধয়িতুমত্র মমেত্যুক্তম্ ॥ ৮৭ ॥ ধ্যায়ন্মাং তামসীং শক্তিমিতি। যদ্যপি মায়াবীজস্য মায়াশবলব্রহ্মৈবার্থো ন তামসী শক্তিঃ তথাপ্যেতস্য

সপত্নীজন্য দুঃখ সমধিক যাতনাপ্রদ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া তামসীশক্তিবলে এতদূর কঠোর শাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥ ফলতঃ মিথ্যা, সাহস, কপটতা, মূঢ়তা, অত্যন্ত ভোগলিপ্সা, অপবিত্রতা ও নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দোষ তমঃপ্রকৃতি স্ত্রীদিগের স্বভাবজাত জানিবে ॥ ৮৩ ॥ হে সুরসত্তমগণ! এই বাসুদেবের মস্তক শাপপ্রভাবে লবণ সমুদ্রে পতিত হইয়া নিমগ্ন হইয়াছে; এক্ষণে, আমি পূর্ব্ববৎ ইহাঁকে সমস্তক অর্থাৎ ইহাঁর স্কন্ধদেশে মস্তক সংযোজিত করিব। পরন্তু, এ বিষয়ে, (মস্তকপতনবিষয়ে) আর একটী গূঢ় কারণ আছে; তাহাতে তোমাদেরও মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে সংশয় নাই ॥ ৮৪—৮৫ ॥ পূর্ব্বকালে, সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ মহাবাহু দিতিনন্দন হয়গ্রীব, সমস্ত ভোগবাসনা বিসর্জ্জন দিয়া ইন্দ্রিয়সংযমনপূর্ব্বক নিরাহারে সরস্বতী নদীতটে আমার মায়াবীজাত্মক (মায়া শবলিত ব্রহ্মবীজ) একাক্ষর মন্ত্র (প্রণব) জপকরত ঘোরতর কঠোর তপস্যা করিয়াছিল ॥ ৮৬—৮৭ ॥ পরন্তু, সে আমার সর্ব্বভূষণবিভূষিতা তামসী শক্তিমূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক গাঢ়তর ধ্যানে নিমগ্ন হয়; এইরূপ ভীষণ তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠানে ক্রমে সহস্রবৎসর অতিবাহিত করিল ॥ ৮৮॥

তদাহং তামসং রূপং কৃত্বা তত্র সমাগতা।
দর্শনে পুরতস্তস্য ধ্যাতং তত্তেন যাদৃশম্ ॥ ৮৯ ॥
সিংহোপরিস্থিতা তত্র তমবোচন্দয়ান্বিতা।
বরং ব্রূহি মহাভাগ ! দদামি তব সুব্রত ! ॥ ৯০ ॥
ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা দানবঃ প্রেমপূরিতঃ।
প্রদক্ষিণাং প্রণামঞ্চ চকার ত্বরিতস্তদা ॥ ৯১ ॥
দৃষ্ট্বা রূপং মদীয়ং স প্রেমোৎফুল্লবিলোচনঃ।
হর্ষাশ্রুপূর্ণনয়নস্তস্টাব স চ মাং তদা ॥ ৯২ ॥

হয়গ্রীব উবাচ।

নমো দেব্যৈ মহামায়ে ! সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি !।
ভক্তানুগ্রহচতুরে কামদে ! মোক্ষদে ! শিবে ! ॥ ৯৩ ॥
ধরাম্বুতেজঃপবনখপঞ্চানাঞ্চ কারণম্।
ত্বং গন্ধরসরূপাণাং কারণং স্পর্শশব্দয়োঃ ॥ ৯৪ ॥

মন্ত্রস্য সর্ব্বাত্মকত্বাদ্দেতাস্য চ তামসত্বাত্তামসীং শক্তিমেব ধ্যাত্বা মায়াবীজমেব জজাপেত্যর্থঃ ॥ ৮৮ ॥ তামসং রূপমিতি। যদ্যপ্যহং সাম্যাবস্থমায়াশবলব্রহ্মরূপিণী মায়াবীজবাচ্যা তথাপি তস্য ধ্যানানুরোধেনৈব ময়াপি তামসং রূপং ধৃতমিত্যর্থঃ। তদেব স্পষ্টয়তি ধ্যাতং তত্তেন যাদৃশমিতি ॥ ৮৯--৯৩ ॥ ধরাম্বুতেজ ইতি। ধরা পৃথ্বী অম্বু জলং তেজো-

---

তৎকালে, সে, যেরূপ মূর্ত্তির ধ্যান করিতেছিল, তাহার সেই ধ্যেয় তামসরূপ ধারণপূর্ব্বক তপস্যাস্থলে যাইয়া দৃষ্টিগোচরে আবির্ভূত হইলাম ; এবং তাহার তাদৃশ তপোনিষ্ঠায় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া সিংহপৃষ্ঠ হইতে বলিলাম, হে সুব্রত ! বৎস হয়গ্রীব ! তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে ; এক্ষণে, তোমার কি অভিলাষ বল, আমি অবশ্য তাহা প্রদান করিব ॥ ৮৯—৯০ ॥ দানব হয়গ্রীব দেবী ভগবতীর (আমার) এইরূপ অমৃতময় বাক্য শ্রবণে প্রেমপূর্ণহৃদয়ে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বারংবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিল এবং আমার সেই অনুপমরূপ সন্দর্শনে তাহার বিশাল লোচনদ্বয় প্রেমোচ্ছ্বাসে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল পরে সে অনর্গল আনন্দাশ্রু ধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে আমাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৯১—৯২ ॥

হয়গ্রীব কহিল। মাতঃ ব্রহ্মময়ি ! তুমিই মহামায়াশক্তি সমাশ্রয় করিয়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাক, আমি তোমার সেই দিব্য মূর্ত্তিকে প্রণাম করি। হে মঙ্গলময়ি ! ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে তুমি যেরূপ অগ্রসর হও সেরূপ আর কেহই সমর্থ নহে ; অতএব তুমিই ভক্তের সর্ব্বকামনা পূরণকারিণী মোক্ষদাত্রী ॥ ৯৩ ॥ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশাদি পঞ্চমহাভূত এবং ইহাদের গুণীভূত গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি এ সমস্তেরই কারণ তুমি ॥ ৯৪ ॥ হে মহেশ্বরি ! ঐ সকল শব্দাদি বিষয়-

ঘ্রাণঞ্চ রসনা চক্ষুস্ত্বক্ শ্রোত্রমিন্দ্রিয়াণি চ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চান্যানি ত্বত্তঃ সর্ব্বং মহেশ্বরি ! ॥ ৯৫ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

কিন্তেঽভীষ্টং বরং ব্রূহি বাঞ্ছিতং যদ্দদামি তৎ।
পরিতুষ্টাঽস্মি ভক্ত্যা তে তপসা চাদ্ভুতেন চ ॥ ৯৬ ॥

হয়গ্রীব উবাচ।

যথা মে মরণম্মাতর্ন ভবেত্তত্তথা কুরু।
ভবেয়মমরো যোগী তথাঽজেয়ঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৯৭ ॥

দেব্যুবাচ।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
মর্য্যাদা চেদৃশী লোকে ভবেচ্চ কথমন্যথা ॥ ৯৮ ॥
এবং ত্বং নিশ্চয়ং কৃত্বা মরণে রাক্ষসোত্তম ! ।
বরং বরয় চেষ্টন্তে বিচার্য্য মনসা কিল ॥ ৯৯ ॥

হুগ্নিঃ পবনো বায়ুঃ খমাকাশ এতে পঞ্চ পদার্থাস্তেষাং কারণম্ ॥ ৯৪—৯৯ ॥ হয়গ্রীবাচ্চেতি।

পঞ্চকের গ্রাহক নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক্ ও শ্রোত্র প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ ও বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ইহাদের প্রবর্ত্তক মনঃ এমন কি অহং ও মহত্তত্ত্বাদিও তোমা হইতে উৎপন্ন ॥ ৯৫ ॥

হয়গ্রীবের ঈদৃশ স্তুতিবাক্য শ্রবণে ভগবতী কহিলেন, বৎস ! আমি তোমার অদ্ভুত তপোনিষ্ঠা ও ভক্তিতে পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি, অতএব নিজ অভীষ্টমত বর প্রার্থনা কর এখনিই তাহা প্রদান করিব ॥ ৯৬ ॥

হয়গ্রীব কহিল, মাতঃ ! যদি আপনি আমার তপস্যায় পরিতুষ্টা হইয়া থাকেন তাহা হইলে, এইরূপ বর প্রদান করুন যাহাতে আমার কাহারও হস্তে কখন মৃত্যু না হয়। দেব কি অসুর কেহই যেন আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে না পারে। যোগের অষ্টাদশসিদ্ধি আসিয়া যেন আমার করায়ত্ত হয়। ফলতঃ আমি যেন অমর হইয়া চিরদিন এই জগতে বিচরণ করিতে পারি ॥ ৯৭ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবী কহিলেন, রে দিতিনন্দন ! জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যু আর মরণান্তে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ ইহা নিশ্চয় জানিবে ; কেননা, এই বিশ্বসংসারে এইরূপ নিয়ম নিত্যরূপে স্থিরীকৃত রহিয়াছে অতএব কিরূপে তাহার অন্যথা হইতে পারে। হে রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ ! তুমি মরণ বিষয়ে এইরূপ নিয়তির নিশ্চয় জানিয়া মনোমধ্যে বিচারপূর্ব্বক অন্য প্রকার নিজ অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ॥ ৯৮—৯৯ ॥

হয়গ্রীব উবাচ।

হয়গ্রীবাচ্চ মে মৃত্যুর্নান্যস্মাজ্জগদম্বিকে !।
ইতি মে বাঞ্ছিতং কামং পূরয়স্ব মনোগতম্॥ ১০০ ॥

দেব্যুবাচ।

গৃহং গচ্ছ মহাভাগ ! কুরু রাজ্যং যথাসুখম্।
হয়গ্রীবাদৃতে মৃত্যুর্ন তে নূনং ভবিষ্যতি॥ ১০১ ॥
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মা অন্তর্ধানং গতা তদা।
মুদং পরমিকাং প্রাপ্য সোঽপি স্বভবনং গতঃ॥ ১০২ ॥
স পীড়য়তি দুষ্টাত্মা মুনীন্ বেদাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
ন কোঽপি বিদ্যতে তস্য হন্তাদ্য ভুবনত্রয়ে॥ ১০৩ ॥
তস্মাচ্ছীর্ষং হয়স্যাস্য সমুদ্ধৃত্য মনোহরম্।
দেহেঽত্র বিশিরোবিষ্ণোস্ত্বষ্টা সংযোজয়িষ্যতি॥ ১০৪ ॥
হয়গ্রীবোঽথ ভগবান্ হনিষ্যতি তমাসুরম্।
পাপিষ্ঠং দানবং ক্রূরং দেবানাং হিতকাম্যয়া॥ ১০৫ ॥

হয়গ্রীবো জগতীতলে নৈবাস্তি তথা চ তস্মান্মৃত্যুর্যাচিতোপি নৈবভবিষ্যতীতি গূঢ়োঽভিসন্ধির্দৈত্যস্য ॥ ১০০—১০২ ॥ স পীড়য়তীতি। স দুষ্টাত্মা পীড়য়িষ্যতীত্যর্থঃ। ন তু যথাশ্রুতো বর্ত্তমানার্থঃ কর্ত্তব্যঃ তথা সতি তস্মিন্ দুষ্টে দৈত্যে সতি দেবানাং যজ্ঞাদিকং তাদৃশদুষ্টদৈত্যপীড়াপরিজ্ঞানাভাবশ্চাসঙ্গতএব স্যাৎ ভবিষ্যদ্দৈত্যকথাকথনে তু ন কোপি দোষঃ ॥ ১০৩ ॥

দেবীর এইমত আদেশ শ্রবণে হয়গ্রীব কহিল। হে বিশ্বমাতঃ ! যদি একান্ত অমর বর না দেন, তবে এই বর প্রদান করুন যেন, হয়গ্রীব (অশ্ববদন জীব) ভিন্ন অপর কোন প্রাণিহইতে আমার মৃত্যু না হয়। ইহাই আমার মনোগত অভিলাষ, কৃপা করিয়া এই অভীষ্টটী পরিপূরণ করুন ॥ ১০০ ॥

দেবী কহিলেন, বৎস ! তুমি অতি সৌভাগ্যবান্ নিজগৃহে গমনপূর্ব্বক যথাসুখে রাজ্য পালন করিতে প্রবৃত্ত হও। তুরঙ্গবদন প্রাণিব্যতীত অপর কাহারও হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে না ॥ ১০১ ॥ দেবী ভগবতী তাহাকে এইরূপ বর প্রদানপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। অসুর হয়গ্রীবও স্বীয় অভীষ্ট বরলাভে পরমানন্দিত হইয়া নিজগৃহে গমন করিল ॥ ১০২ ॥ দেবগণ ! সেই দুরাত্মা বরমদে মত্ত হইয়া এক্ষণে সমস্ত দেব ও মুনিদিগকে অত্যন্ত নিপীড়িত করিতেছে। এই ত্রিলোক মধ্যে এক্ষণে, এমন কোন বীর্য্যশালী পুরুষ নাই যে, তাহার সংহারে সমর্থ হয় ॥ ১০৩ ॥ অতএব, প্রজাপতি ত্বষ্টা এই অশ্বের মনোহর মস্তকটী উদ্ধৃত করত বিষ্ণুর এই মস্তকবিহীন দেহে সংযোজিত করিবেন ; তাহাতে এই

সূত উবাচ।

এবং সুরাংস্তদাভাষ্য শর্ব্বাণী বিররাম হ।
দেবাস্তদাতিসন্তুষ্টাস্তমূচুর্দ্দেবশিল্পিনম্॥ ১০৬॥

দেবা ঊচুঃ।

কুরু কার্য্যং সুরাণাং বৈ বিষ্ণোঃ শীর্ষাভিযোজনম্।
দানবপ্রবরং দৈত্যং হয়গ্রীবো হনিষ্যতি॥ ১০৭॥

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং ত্বষ্টা চাতিত্বরান্বিতঃ।
বাজিশীর্ষং চকর্ত্তাশু খড়্গেন সুরসন্নিধৌ॥ ১০৮॥
বিষ্ণোঃ শরীরে তেনাশু যোজিতং বাজিমস্তকম্।
হয়গ্রীবো হরির্জাতো মহামায়াপ্রসাদতঃ॥ ১০৯॥
কিয়তা তেন কালেন দানবো মদদর্পিতঃ।
নিহতস্তরসা সংখ্যে দেবানাং রিপুরোজসা॥ ১১০॥
য ইদং শুভমাখ্যানং শৃণ্বন্তি ভুবি মানবাঃ।
সর্ব্বদুঃখবিনির্মুক্তাস্তে ভবন্তি ন সংশয়ঃ॥ ১১১॥

বিশিরোবিষ্ণোঃ বিগতশিরস্কবিষ্ণোর্দ্দেহে ইত্যর্থঃ॥ ১০৪—১০৯॥ কিয়তেতি। এতৎকালা-

---

ভগবান্ হয়গ্রীব নামে সমাখ্যাত হইয়া দেবগণের হিত কামনায় সেই রজস্তমঃপ্রধান ক্রূরমতি পাপিষ্ঠ দানবকে বিনাশ করিবেন॥ ১০৪—১০৫॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! ভগবতী শর্ব্বাণী সুরগণের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া বিরত হইলেন। তখন, দেবগণ তাঁহার সেই অমৃতময় উপদেশ শ্রবণে আনন্দিত হইয়া দেবশিল্পী ত্বষ্টাকে বলিলেন॥ ১০৬॥ বিশ্বকর্ম্মন্! দেবগণের এই কার্য্যটী সিদ্ধ কর? তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর দেহে অশ্ববদন সংযোজিত করিলে ইনি হয়গ্রীব হইয়া অসুরকুলপ্রবল সেই দুষ্ট দৈত্য হয়গ্রীবকে সংহার করিবেন॥ ১০৭॥

সূত কহিলেন, শৌনক! সুরশিল্পী ত্বষ্টা সুরগণের এই কথা শ্রবণমাত্র তাঁহাদিগের সন্নিধানেই অতি ক্ষিপ্রহস্তে খড়্গাঘাতে তুরঙ্গমস্তকচ্ছেদন করিলেন এবং অবিলম্বে উহা লইয়া বিষ্ণুর স্কন্ধদেশে সংযোজিত করিয়া দিলেন। তখন, ভগবান্ হরি সেই মহামায়া প্রসাদে হয়গ্রীব হইয়া পড়িলেন॥ ১০৮—১০৯॥ ভগবান্ বিষ্ণু হয়গ্রীব মূর্ত্তিধারণ করিলে, কিয়ৎকাল পরেই সেই দেবদ্বেষী মদদর্পিত দৈত্য তাঁহার অসীম বীর্য্য প্রভাবে অবিলম্বে সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল॥ ১১০॥ ভূমণ্ডলমধ্যে যাঁহারা এই পরম মঙ্গলময় আখ্যায়িকা

মহামায়াচরিত্রঞ্চ পবিত্রং পাপনাশনম্।
পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চৈব সর্ব্বসম্পত্তিকারকম্॥ ১১২॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
হয়গ্রীবাবতারকথনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

দুর্দ্ধং বহুকালেন দৈত্যো জাতস্তেন দেবা উপদ্রুতাঃ। ততো হয়গ্রীবেণ নাশিত ইতি বোধ্যম্॥ ১১০—১১২॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

শ্রবণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সমস্ত দুঃখজাল হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়েন॥ ১১১॥ হে মুনিগণ! সর্ব্বপাপরাশি ধ্বংসকারী পরম পুণ্যজনক এই মহামায়া-চরিতগাথা ভক্তি ভাবে শ্রবণ বা পাঠ করিলে মানবের সমস্ত সম্পদ আসিয়া সমুপস্থিত হয়॥ ১১২॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের
প্রথমস্কন্ধে হয়গ্রীব উপাখ্যানবর্ণন নামক
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

সৌম্য! যচ্চ ত্বয়া প্রোক্তং শৌরেযুর্দ্ধং মহার্ণবে।
মধুকৈটভয়োঃ সার্দ্ধং পঞ্চবর্ষসহস্রকম্ ॥ ১ ॥
কস্মাত্তৌ দানবৌ জাতৌ তস্মিন্নেকার্ণবে জলে।
মহাবীর্য্যৌ দুরাধর্ষৌ দেবৈরপি সুদুর্জ্জয়ৌ ॥ ২ ॥
কথং তাবসুরৌ জাতৌ কথঞ্চ হরিণা হতৌ।
তদাচক্ষ্ব মহাপ্রাজ্ঞ! চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৩ ॥
শ্রোতুকামা বয়ং সর্ব্বে ত্বং বক্তা চ বহুশ্রুতঃ।
দৈবাচ্চাত্রৈব সংজাতঃ সংযোগশ্চ তথাবয়োঃ ॥ ৪ ॥
মূর্খেণ সহ সংযোগো বিষাদপি সুদুর্জ্জরঃ।
বিজ্ঞেন সহ সংযোগঃ সুধারসসমঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥

চতুর্ভিরধিকৈশ্চত্বারিংশচ্ছ্লোকৈরতঃ পরম্।
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধোদ্যোগঃ সম্যগুদীর্য্যতে ॥

তত্র চতুর্থেঽধ্যায়ে মধুকৈটভাভ্যাং সহ পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুযুদ্ধং ময়া কৃতমিতি ভগবতো-পবর্ণিতং তৎপ্রশ্নবীজমুপলভ্য ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি সৌম্য যচ্চেতি ॥ ১ ॥ কস্মাদিতি। কস্মাদুৎ-পন্নাবিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ কথন্তাবসুরাবিতি। দানবাপেক্ষয়া হ্যসুরাবতিক্রূরৌ। ইমৌ ত্বসুরাবেব ন

ঋষিগণ কহিলেন, হে প্রিয়দর্শন সূত! ইতঃ পূর্ব্বে তুমি আমাদিগের নিকট বলিয়াছিলে, যে, সেই একার্ণবমধ্যে মধুকৈটভ নামে দৈত্য দ্বয়ের সহিত ভগবান্ শৌরির পঞ্চসহস্রবৎসরকালব্যাপী ভীষণ সংগ্রাম সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, সেই একার্ণবসলিলমধ্যে কোথা হইতে দেবগণেরও সুদুর্জ্জয় অতীব দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর্য্যশালী তাদৃশ দানবদ্বয় সমুৎপন্ন হইল? এবং কি জন্যই বা সেই ক্রূরস্বভাব অসুরদ্বয়ের সৃষ্টি হইল? কি কারণেই বা হরি তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন? হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি সমস্ত শাস্ত্রেই বহুদর্শনত্ব লাভ করিয়াছ; অতএব, তুমিই প্রধান বক্তা; ফলতঃ তোমার সহিত আমাদিগের এস্থলে, যে, সংযোজনা সে কেবল দৈবানুগ্রহ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; অতএঁব, আমরা সেই অত্যাশ্চর্য্য জনক মধুকৈটভ চরিতাবলী শ্রবণে অতিশয় উৎসুক হইয়াছি তুমি তাহা বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর ॥ ১—৪ ॥ সূত! ইহ সংসারে বিষ প্রায়ই অজরণীয় বটে, কিন্তু, মূর্খের সংসর্গ তাহা অপেক্ষাও দুর্জ্জর

জীবন্তি পশবঃ সর্ব্বে খাদন্তি মেহয়ন্তি চ।
জানন্তি বিষয়াকারং ব্যবায়সুখমদ্ভুতম্॥ ৬॥
ন তেষাং সদসজ্জ্ঞানং বিবেকো ন চ মোক্ষদঃ।
পশুভিস্তে সমা জ্ঞেয়া যেষাং ন শ্রবণাদরঃ॥ ৭॥
মৃগাদ্যাঃ পশবঃ কেচিজ্জানন্তি শ্রাবণং সুখম্।
অশ্রোত্রাঃ ফণিনশ্চৈব মুমুহুর্নাদপানতঃ॥ ৮॥
পঞ্চানামিন্দ্রিয়াণাং বৈ শুভে শ্রবণদর্শনে।
শ্রবণাদ্বস্তুবিজ্ঞানং দর্শনাচ্চিত্তরঞ্জনম্॥ ৯॥
শ্রবণং ত্রিবিধং প্রোক্তং সাত্ত্বিকং রাজসন্তথা।
তামসঞ্চ মহাভাগাঃ! সুজ্ঞোক্তং নিশ্চয়ান্বিতম্॥ ১০॥
সাত্ত্বিকং বেদশাস্ত্রাদি সাহিত্যঞ্চৈব রাজসম্।
তামসং যুদ্ধবার্ত্তা চ পরদোষপ্রকাশনম্॥ ১১॥

দানবৌ। দনোরনুৎপন্নত্বাত্তথাপি দানবসদৃশত্বাদ্দানবাবিত্যুক্তম্॥ ৩—৬॥ ইতঃ পরং পুরাণবক্তুরুৎসাহায় শ্রোতারঃ স্বোৎসাহং প্রকটয়ন্তি ন তেষামিতি॥ ৭॥ মৃগাদ্যা ইতি। মৃগাদ্যা অপি পশব ইত্যর্থঃ। তদ্বৎ ফণিনো হপীত্যর্থঃ॥ ৮॥ শ্রবণদর্শনে ইতি। পঞ্চেন্দ্রিয়াণাং মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ং দর্শনেন্দ্রিয়ঞ্চ শুভং কল্যাণকরমিত্যর্থঃ। তদেবাহ শ্রবণাদিতি॥ ৯—১১॥

জানিবে। তেমনি আবার প্রাজ্ঞের সহিত সংযোগকে পণ্ডিতেরা অমৃতরসতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন॥ ৫॥ দেখ, পশুরাও জীবনধারণ, ভোজন বা মেহনাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় জন্য ক্রিয়া সমাধান করিয়া থাকে এবং মৈথুনাদি অনির্ব্বচনীয় বিষয় সুখও অবগত আছে। কিন্তু, তাহাদের সদসদ্ বিষয়ক জ্ঞান বা মুক্তিপ্রদ বিবেক ইহার কিছুই নাই; বস্তুতঃ যাহাদের ঈদৃশ পরম মোক্ষপ্রদ ভাগবত শ্রবণে আদর নাই এই মহীমণ্ডলে তাহারা যে, পশু সদৃশ তাহাতে আর সন্দেহ নাই॥ ৬—৭॥ হে ঋষিগণ! আপনারা যেন এরূপ মনে করিবেন না যে, মনুষ্য দিগের যখন ইন্দ্রিয় জ্ঞান আছে তখন তাহারা কিরূপে পশুপদ বাচ্য হইতে পারে? দেখুন, মৃগ প্রভৃতি কতকগুলি জীব পশু হইয়াও বিলক্ষণ শ্রবণ সুখ অনুভব করিতে পারে; আবার সর্পজাতি শ্রুতিযুগল বিরহিত হইয়াও মধুময় সঙ্গীত শব্দ আস্বাদনে বিমোহিত হয়॥ ৮॥ বিশেষতঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মধ্যে দর্শন আর শ্রবণ এই দুইটী সমধিক কল্যাণজনক; কেননা, শ্রবণ হইতে বস্তুবিজ্ঞান আর দর্শন হইতে চিত্তরঞ্জন এই দুই প্রধান কার্য্য সম্পাদিত হয়॥ ৯॥ শ্রবণও আবার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে। হে মহাভাগ ঋষিগণ! আপনারা যেন এরূপ মনে করিবেন না যে, আমি কোন কল্পিতবাক্য বলিলাম বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ এবিষয়ে এরূপই নিশ্চয় করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ বেদশাস্ত্রাদি সাত্ত্বিক, সাহিত্য

সাত্ত্বিকং ত্রিবিধং প্রোক্তং প্রজ্ঞাবদ্ভিশ্চ পণ্ডিতৈঃ।
উত্তমং মধ্যমঞ্চৈব তথৈবাধমমিত্যুত ॥ ১২ ॥
উত্তমং মোক্ষফলদং স্বর্গদং মধ্যমন্তথা।
অধমং ভোগদং প্রোক্তং নির্ণীয় বিদিতং বুধৈঃ ॥ ১৩ ॥
সাহিত্যঞ্চৈব ত্রিবিধং স্বীয়ায়াঞ্চোত্তমং স্মৃতম্।
মধ্যমং বারযোষায়াং পরোঢ়ায়ান্তথাধমম্ ॥ ১৪ ॥
তামসং ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং বিদ্বদ্ভিঃ শাস্ত্রদর্শিভিঃ।
আততায়িনিযুদ্ধং যত্তদুত্তমমুদাহৃতম্ ॥ ১৫ ॥
মধ্যমঞ্চাপি বিদ্বেষাৎ পাণ্ডবানাং যথারিভিঃ।
অধমং নির্নিমিত্তস্তু বিবাদে কলহে তথা ॥ ১৬ ॥
তদত্র শ্রবণং মুখ্যং পুরাণস্য মহামতে!।
বুদ্ধিপ্রবর্দ্ধনং পুণ্যং ততঃ পাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৭ ॥

সাত্ত্বিকশ্রবণস্যাপি ত্রিবিধং ভেদমাহ সাত্ত্বিকমিতি ॥ ১২—১৩ ॥ রাজসং শ্রবণমপি ত্রিবিধমাহ সাহিত্যমিতি। নবরসাত্মকঃ শৃঙ্গার ইত্যর্থঃ। উত্তমমিতি। পরস্ত্রীগমনজন্যদোষাভাবাৎ। মধ্যমমিতি। তত্র স্বল্পদোষাৎ। অধমমিতি। দোষবহুত্বাৎ ॥ ১৪—১৬ ॥ তদত্র শ্রবণং মুখ্যমিতি। সাত্ত্বিকশ্রবণভেদত্রয়মধ্যেঽপি মুখ্যং প্রথমং মোক্ষপ্রদম্। যদুক্তং সাত্ত্বিকং শ্রবণং

রাজসিক আর সামরিক বৃত্তান্ত বা পরদোষ প্রকাশন প্রভৃতি তামস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয় ॥ ১০—১১ ॥ পরন্তু, প্রজ্ঞাবান্ পণ্ডিতগণ সেই সাত্ত্বিককেও উত্তম, মধ্যম এবং অধম ভেদে তিন প্রকার বলিয়াছেন ॥ ১২ ॥ তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবাশ্রিত শ্রবণ মোক্ষফলপ্রদ, মধ্যম সাত্ত্বিক শ্রবণ স্বর্গ ফলপ্রদ আর অধম সত্ত্বভাবাশ্রিত শ্রবণ অনিত্য ভোগফলপ্রদ। বুধবর্গ ইহা নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়াই বলিয়াছেন, সুতরাং সে বিষয়ে কোন সংশয়ের অবসর নাই ॥ ১৩ ॥ ঐরূপ রাজসিক শ্রবণ সাহিত্য (নবরসময় শৃঙ্গার) ও তিন প্রকার অর্থাৎ বিবাহিত ধর্ম্ম পত্নীতে উত্তম বারবনিতায় মধ্যম আর পরকীয়া কামিনীতে অধম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ শাস্ত্রদর্শিপণ্ডিতগণ তামসিক শ্রবণকেও উত্তমাদি ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন অর্থাৎ আততায়ী দমনের নিমিত্ত যে যুদ্ধের ঘটনা হয় তাহা উত্তম, ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত্রুগণের সহিত পাণ্ডবদিগের যে কারণে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল সেরূপ বিদ্বেষ বশতঃ যে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয় তাহা মধ্যম আর সামান্য বিবাদ বা কলহ উপলক্ষে অকারণ উপস্থিত যুদ্ধই অধম বলিয়া জানিবে ॥ ১৫—১৬ ॥ অতএব, হে মতিমন্! সাত্ত্বিক শ্রবণসকলের মধ্যে পুরাণ শ্রবণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহাতে সদ্ বুদ্ধির পরিবর্দ্ধন সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস ও পরম পুণ্যের উৎপত্তি হয়। অতএব,

তদাখ্যাহি মহাবুদ্ধে! কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্।
শ্রুতাং দ্বৈপায়নাৎ পূর্ব্বং সর্ব্বার্থস্থ প্রসাধিনীম্॥ ১৮॥

সূত উবাচ।

যূয়ং ধন্যা মহাভাগা ধন্যোঽহং পৃথিবীতলে।
যেষাং শ্রবণবুদ্ধিশ্চ মমাপি কথনে কিল॥ ১৯॥
পুরা চৈকার্ণবে জাতে বিলীনে ভুবনত্রয়ে।
শেষপর্য্যঙ্কসুপ্তে চ দেবদেবে জনার্দ্দনে॥ ২০॥
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ।
মহাবলৌ চ তৌ দৈত্যৌ বিবৃদ্ধৌ সাগরে জলে॥ ২১॥
ক্রীড়মানৌ স্থিতৌ তত্র বিচরন্তাবিতস্ততঃ।
তাবেকদা মহাকায়ৌ ক্রীড়াসক্তৌ মহার্ণবে॥ ২২॥
চিন্তামবাপতুশ্চিত্তে ভ্রাতরাবিব সংস্থিতৌ।
নাকারণং ভবেৎ কার্য্যং সর্ব্বত্রৈষা পরম্পরা॥ ২৩॥

তদাত্মকং পুরাণশ্রবণমস্তীত্যর্থঃ। বুদ্ধিপ্রবর্দ্ধনমিতি। সূক্ষ্মাত্মরূপবস্তুবিষয়কবুদ্ধেঃ প্রবর্দ্ধনং কারণমিত্যর্থঃ॥ ১৭—১৯॥ পুরেতি। অবান্তরপ্রলয়ে ইত্যর্থঃ॥ ২০—২২॥ ভ্রাতরাবিবেতি। একোদরজন্যত্বাভাবান্ন মুখ্যৌ ভ্রাতরৌ কিন্তু পরস্পরপ্রেম্ণা ভ্রাতৃতুল্যাবিত্যর্থঃ। তৌ চিন্তা-

---

হে মহামতে সূত! তুমি পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদ যে পুরাণতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছ সেই মঙ্গলময়ী পৌরাণিকী কথাই আমাদিগের নিকট বর্ণনা কর॥ ১৭—১৮॥

শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণের এতাবৎ বাক্য শ্রবণে সূত কহিলেন। হে ঋষিগণ! যখন, আপনাদের ঈদৃশ সঞ্চিত অশেষ পাপনিচয় ভস্মীভূত কারক সূক্ষ্মতম তত্ত্ববুদ্ধিপ্রদ পরম পুণ্য-জনক পুরাণশ্রবণে দৃঢ়া মতি উপস্থিত হইয়াছে; তখন, এই ভূমণ্ডলমধ্যে আপনারাই প্রকৃত সৌভাগ্যবান্ এবং আপনারাই ধন্য! পরন্তু, আপনারা যখন এতাদৃশ মুক্তিস্বরূপ জ্ঞানপ্রদ ভাগবতপুরাণ বলিবার নিমিত্ত আমার প্রতি আদেশ করিতেছেন তখন আমিও ধন্য হইলাম॥ ১৯॥ পূর্ব্বকালে, এই ত্রিভুবন একার্ণবসলিলে বিলীন হইলে পর, যখন দেবদেব ভগবান্ জনার্দ্দন সেই প্রলয় সাগরমধ্যে শেষশয্যা সংস্থাপনপূর্ব্বক যোগ-নিদ্রাকে আশ্রয় করিলেন, সেই সময় তাঁহার কর্ণমল হইতে মধু আর কৈটভ নামে দুই দানব উৎপন্ন হইল। মহাবীর্য্যশালী ক্রূরপ্রকৃতি দানবদ্বয় সেই প্রলয়প্লাবিত সাগরমধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রীড়া করত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, একদা সহোদর ভ্রাতার ন্যায় মহার্ণবমধ্যে অবস্থিত ক্রীড়ানিরত সেই মহাকায় দুই অসুর মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিল; চিরকাল সর্ব্বত্রেই এইরূপ রীতি. আছে যে, বিনা কারণে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না; বিশেষতঃ আধার ব্যতীত আধেয়

আধেয়স্তু বিনাধারং ন তিষ্ঠতি কথঞ্চন।
আধারাধেয়ভাবস্তু ভাতি নো চিত্তগোচরঃ॥ ২৪॥
ক্ব তিষ্ঠতি জলঞ্চেদং সুখরূপং সুবিস্তরম্‌।
কেন সৃষ্টং কথং জাতং মগ্নাবাবাং জলে স্থিতৌ॥ ২৫॥
আবাং বা কথমুৎপন্নৌ কেন বোৎপাদিতাবুভৌ।
পিতরৌ ক্বেতি বিজ্ঞানং নাস্তি কামং তথাবয়োঃ॥ ২৬॥

সূত উবাচ।

এবং কাময়মানৌ তৌ জগ্মতুর্ন বিনিশ্চয়ম্‌।
উবাচ কৈটভস্তত্র মধুং পার্শ্বে স্থিতং জলে॥ ২৭॥

কৈটভ উবাচ।

মধো! বামত্র সলিলে স্থাতুং শক্তির্ম্মহাবলা।
বর্ত্ততে ভ্রাতরচলা কারণং সা হি মে মতা॥ ২৮॥

মবাপতুর্বিচারং চক্রতুরিত্যর্থঃ। তমেব বিচারমাহ নাকারণমিতি। কারণং বিনা কার্য্যং নৈব ভবতীত্যর্থঃ॥ ২৩—২৪॥ কেন সৃষ্টমিতি। নিমিত্তকারণপ্রশ্নঃ কথং জাতমিত্যুপাদানকারণপ্রশ্নঃ। জলে স্থিতাবিতি। অত্র কথমিতি শেষঃ॥ ২৫॥ আবাং বেতি। অত্রাপ্যুভয়কারণপ্রশ্নঃ॥ ২৬—২৭॥

শক্তির্মহাবলেতি। সর্ব্বেঽপি জলে নিমজ্জন্তি বয়ং তু ন নিমগ্নাস্তত্র কারণং কশ্চিচ্ছক্তিবিশেষঃ কল্প্যঃ। তথাচ একত্র ব্যাপ্ত্যা বাধকাভাবেনান্যত্রাপি তাদৃশশক্তেরেব কারণত্বকল্পনেন নির্ব্বাহে কারণান্তরগবেষণোপযোগাভাবাৎ সৈব শক্তিরস্মাকমপি কারণমিতি ভাবঃ॥২৮॥

কখনই থাকিতে পারে না যদিচ আধারআধেয়-ভাবটী আমাদিগের বুদ্ধিতে আসিতেছে তথাপি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে না। এই যে, সুখময় অগাধ জলরাশি ইহা কাহার উপরি অবস্থান করিতেছে? কে ইহার সৃষ্টি করিল? কিরূপেই বা ইহা উৎপন্ন হইল? আমরাই বা কোথাহইতে আসিয়া জলমগ্ন হইয়া অবস্থিত রহিয়াছি? আমাদিগের পিতা মাতাই বা কোথায়, কে বা আমাদের উৎপাদন করিল আর কি জন্যই বা আমরা উৎপন্ন হইলাম? এ সকল বিষয়েত, আমাদিগের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই দেখিতেছি॥২০-২৬॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সেই অসুরদ্বয় এইরূপ নানা প্রকার বিচার করিয়া ও যখন কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না, তখন কৈটভ সেই প্রলয়জলোপরি স্থিত নিজ পার্শ্বচর মধুকে এই কথা বলিল। ভ্রাতঃ মধো! এই প্লাবিত জলরাশির মধ্যে আমাদিগের অবস্থানার্থে যে অসীম অচলা শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, অর্থাৎ যে শক্তি প্রভাবে আমরা একেবারে জলমগ্ন হইতেছি না আমার বিবেচনায় সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তিই সকলের কারণ। এই বিশ্বব্যাপক অনন্ত জলরাশি সেই শক্তি হইতেই বিস্তারিত হইয়া সেই আধার

তয়া ততমিদং তোয়ং তদাধারঞ্চ তিষ্ঠতি।
সা এব পরমা দেবী কারণঞ্চ তথাবয়োঃ ॥ ২৯ ॥
এবং বিবুধ্যমানৌ তৌ চিন্তাবিষ্টৌ যদাঽস্থরৌ।
তদাকাশে শ্রুতং তাভ্যাং বাগ্‌বীজং স্থমনোহরম্ ॥ ৩০ ॥
গৃহীতঞ্চ ততস্তাভ্যাং তস্যাভ্যাসো দৃঢ়ঃ কৃতঃ।
তদা সৌদামনী দৃষ্টা তাভ্যাং খে চোত্থিতা শুভা ॥ ৩১ ॥
তাভ্যাং বিচারিতং তত্র মন্ত্রোঽয়ং নাত্র সংশয়ঃ।
তথা ধ্যানমিদং দৃষ্টং গগনে সগুণং কিল ॥ ৩২ ॥
নিরাহারৌ জিতাত্মানৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
বভূবতুর্ব্বিচিন্ত্যৈবং জপধ্যানপরায়ণৌ ॥ ৩৩ ॥
এবং বর্ষসহস্রন্তু তাভ্যাং তপ্তং মহত্তপঃ।
প্রসন্না পরমা শক্তির্জাতা সা পরমা তয়োঃ ॥ ৩৪ ॥
খিন্নৌ তৌ দানবৌ দৃষ্ট্বা তপসে কৃতনিশ্চয়ৌ।
তয়োরনুগ্রহার্থায় বাগুবাচাঽশরীরিণী ॥ ৩৫ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি তয়া ততমিতি ॥ ২৯—৩০ ॥ গৃহীতমিতি। উপদেশতয়া স্বীকৃতমিত্যর্থঃ। অভ্যাসো জপরূপঃ। সৌদামনীতি। জপ্তো মন্ত্র এব তেজোরূপেণ দৃষ্টিগোচরোঽভূদি-

---

শক্তিতেই অবস্থান করিতেছে। অতএব, সেই পরম দেবীই এ সমস্ত একার্ণব জলরাশির এবং আমাদিগের উভয়েরও কারণ জানিবে॥ ২৭—২৯॥ যখন, চিন্তাবিষ্ট দুই অসুর বিচার প্রভাবে এইরূপ বোধ করিতে সমর্থ হইল, সেই সময় তাহারা একটী মনোহর বীজমন্ত্ররূপ আকাশবাণী কর্ণগোচর করিল॥ ৩০॥ তদনন্তর তাহারা সেই মন্ত্রটী উপদেশরূপে স্বীকার করিয়া জপাদি দ্বারা ক্রমে দৃঢ়তর অভ্যাস করিল। হে ঋষিগণ! সেই বীজাত্মক মঙ্গলময় মন্ত্র অভ্যস্ত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ জ্যোতির্ম্ময় রূপে তাহাদিগের দৃষ্টিগোচরে সম্মুখস্থ আকাশে সমুদিত হইল॥ ৩১॥ তদ্দর্শনে তাহারা মনে মনে এইরূপ বিচার করিল যে, ইহা সেই মন্ত্রই তেজোময় রূপে আবির্ভূত হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই। সেই সময় তাহারা সেই আকাশ মধ্যে পাশ অঙ্কুশ পুস্তক ও অক্ষমালাধারিণী সরস্বতীমূর্ত্তির সগুণ ধ্যান পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল॥ ৩২॥ এইরূপে তাহারা উভয়েই সেই আকাশবর্ণের বিষয় অন্তরে বিচার করিয়া তদুপদিষ্ট জপ ও ধ্যানে তৎপর হইয়া নিরাহারে আত্মসংযমন পূর্ব্বক এতদূর সমাহিত হইল যে ক্রমে তাহাদের অন্তঃকরণ একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িল। এই ভাবে তাহাদের সহস্র বৎসরকাল ঘোরতর তপোনুষ্ঠানে অতিবাহিত হইলে, পরাৎপরা চিৎশক্তিরূপিণী প্রসন্ন হইলেন। তৎকালে তিনি তপস্যায় কৃতনিশ্চয় সেই দানবদ্বয়কে

বরং বাং বাঞ্ছিতং দৈত্যৌ ব্রূতাং পরমসম্মতম্।
দদামি পরিতুষ্টাঽস্মি যুবয়োস্তপসা কিল ॥ ৩৬ ॥
সূত উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা তু তাং বাণীং দানবাবূচতুস্তদা।
স্বেচ্ছয়া মরণং দেবি! বরং নৌ দেহি সুব্রতে! ॥ ৩৭ ॥
বাগুবাচ।
বাঞ্ছিতং মরণং দৈত্যৌ ভবেতাং মৎপ্রসাদতঃ।
অজেয়ৌ দেবদৈত্যৈশ্চ ভ্রাতরৌ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
সূত উবাচ।
ইতি দত্তবরৌ দেব্যা দানবৌ মদদর্পিতৌ।
চক্রতুঃ সাগরে ক্রীড়াং যাদোগণসমন্বিতৌ ॥ ৩৯ ॥
কালেন কিয়তা বিপ্রা দানবাভ্যাং যদৃচ্ছয়া।
দৃষ্টঃ প্রজাপতির্ব্রহ্মা পদ্মাসনগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪০ ॥

ত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ ধ্যানমিতি। পাশাঙ্কুশপুস্তকাক্ষমালাধরং সরস্বতীধ্যানমিত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৭ ॥
বাঞ্ছিতমিতি। স্বেচ্ছয়েত্যর্থঃ। (ভবেতাং প্রাপ্নুয়াতাম্। ভূধাতুরত্র প্রাপ্ত্যর্থকস্তেনাত্মনে-পদস্য প্রয়োগো বিহিতঃ। মরণমস্য কর্ম্মপদম্)॥ ৩৮—৪১ ॥ যদি নির্ব্বলস্তর্হি শুভমাসনমিদং

অত্যন্ত পরিক্লিষ্ট দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত আকাশাভ্যন্তরে থাকিয়া অদৃশ্যরূপে কহিলেন, রে দৈত্যদ্বয়! আমি তোমাদের তপস্যায় অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি সন্দেহ নাই; অতএব, মহাত্মা সাধুদিগের উপযুক্ত নিজ অভিলষিত বরপ্রার্থনা কর আমি অবশ্যই তাহা প্রদান করিব ॥ ৩৩—৩৬ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! তখন, দৈত্য মধুকৈটভ এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণে কহিল, দেবি! বিশ্বসংসারে তপস্যা বা নিয়মাদির আপনিই মূলস্বরূপ। মাতঃ! যদি আপনি আমাদের তপস্যায় পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, যাহাতে আমাদের নিজের ইচ্ছানুসারে মৃত্যু হয় তাদৃশ বরপ্রদান করুন ॥ ৩৭ ॥

সরস্বতী কহিলেন, হে দৈত্যদ্বয়! আমার প্রসাদে তোমাদের ইচ্ছামত মরণ হইবে এবং তোমরা উভয় ভ্রাতাই সুরাসুরের অজেয় হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৮ ॥

সূত বলিলেন, দেবী এইরূপ বরদান করিলে সেই দুর্দ্দান্ত দানবদ্বয় মদগর্ব্বিত হইয়া প্রলয় সাগরমধ্যে জলজন্তুগণের সহিত সচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঋষিগণ! এই ভাবে কিছুকাল গত হইলে, সেই দুই অসুর একদা দৈবযোগে পদ্মাসনে বিরাজমান মহাপ্রভাবসম্পন্ন প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইল ॥৩৯—৪০॥ তখন, সেই মহাবীর্য্যশালী

দৃষ্ট্বা তু মুদিতাবাস্তাং যুদ্ধকামৌ মহাবলৌ ।
তমূচতুস্তদা তত্র যুদ্ধং নৌ দেহি সুব্রত ! ॥ ৪১ ॥
নোচেৎ পদ্মং পরিত্যজ্য যথেষ্টং গচ্ছ মা চিরম্ ।
যদি ত্বং নির্ব্বলশ্চাসি ক্ব যোগ্যং শুভমাসনম্ ॥ ৪২ ॥
বীরভোগ্যমিদং স্থানং কাতরোঽসি ত্যজাঽশু বৈ ।
তয়োরিতি বচঃ শ্রুত্বা চিন্তামাপ প্রজাপতিঃ ॥ ৪৩ ॥
দৃষ্ট্বা চ বলিনৌ বীরৌ কিং করোমীতি তাপসঃ ।
চিন্তাবিষ্টস্তদা তস্থৌ চিন্তয়ন্ মনসা তদা ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
মধুকৈটভযুদ্ধোদ্‌যোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

কাতিদূরমিত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥ (দৃষ্ট্বেতি । চিন্তাবিশিষ্টঃ নীতিশাস্ত্রানুসারিণ্যা চিন্তয়া আক্রান্ত ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

মধুকৈটভ পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখিবামাত্র যুদ্ধকামনায় আহ্লাদে স্ফীত হইয়া কহিল, হে সুব্রত ! তুমি আমাদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও ; অথবা যদি আপনাকে দুর্ব্বল বলিয়া মনে কর তাহা হইলে, মহাত্মার উপযুক্ত এই শুভাসন হইতে দূরে অবস্থান কর । অর্থাৎ আমাদিগের সহিত যদি যুদ্ধে অশক্ত হও তবে অবিলম্বে পদ্মাসন পরিত্যাগ করিয়া নিজ ইচ্ছামত স্থানে প্রস্থান কর । দেখ, এই স্থান বীরদিগের উপভোগ্য । কিন্তু তুমি অতিশয় দুর্ব্বলপ্রকৃতি অতএব ত্বরায় এস্থান পরিত্যাগ কর । নিরন্তর তপশ্চর্য্যানিরত প্রজাপতি ব্রহ্মা দৈত্যদ্বয়কে অত্যন্ত বলবান্ দেখিয়া বিশেষতঃ তাহাদের এতাদৃশ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাপরায়ণ হইলেন; ফলতঃ তৎকালে তিনি চিন্তাবিশিষ্ট হইয়া মনে মনে ঐ বিষয়ের আলোচনা করত কিয়ৎকাল স্থিরভাবে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৪১—৪৪ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের
প্রথমস্কন্ধে মধুকৈটভের যুদ্ধোদ্‌যোগ বিষয়ক
ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

তৌ বীক্ষ্য বলিনৌ ব্রহ্মা তদোপায়ানচিন্তয়ৎ।
সামদানভিদাদীংশ্চ যুদ্ধান্তান্ সর্ব্বতন্ত্রবিৎ॥ ১॥
ন জানেঽহং বলং নূনমেতয়োর্ব্বা যথাতথম্।
অজ্ঞাতে তু বলে কামং নৈব যুদ্ধং প্রশস্যতে॥ ২॥
স্তুতিং করোমি চেদদ্য দুষ্টয়োর্ম্মদমত্তয়োঃ।
প্রকাশিতং ভবেন্নূনং নির্ব্বলত্বং ময়া স্বয়ম্॥ ৩॥
বধিষ্যতি তদৈকোঽপি নির্ব্বলত্বে প্রকাশিতে।
দানং নৈবাদ্য যোগ্যং বা ভেদঃ কার্য্যো ময়া কথম্॥ ৪॥
বিষ্ণুং প্রবোধয়াম্যদ্য শেষে সুপ্তং জনার্দ্দনম্।
চতুর্ভুজং মহাবীর্য্যং দুঃখহা স ভবিষ্যতি॥ ৫॥

পঞ্চাশস্তিরতঃ শ্লোকৈঃ পদ্মজস্তু পরাম্বিকাম্।
মধুকৈটভয়োর্ভীত্যা তুষ্টাবেতি নিগদ্যতে॥

(তত্র পূর্ব্বাধ্যায়ে ব্রহ্মা মধুকৈটভভীত্যা চিন্তাবিষ্টস্তস্থৌ ইত্যুক্তং অধুনা কিঞ্চকার তদাহ তাবিতি। তদা তস্মিন্ ভীত্যুপস্থিতিকালে। সর্ব্বতন্ত্রবিৎ সর্ব্বনীতিশাস্ত্রজ্ঞঃ। তৌ মধুকৈটভৌ। সামদানভেদাদীন্ উপায়ান্॥ ১॥ অধুনা দণ্ডোপায়স্যাবসরো ন ইত্যাহ ন জানে ইতি॥ ২॥ মদগর্ব্বিতৈঃ সহ কদাপি সাম ন কর্ত্তব্যমিত্যত আহ স্তুতিমিতি। দুষ্টয়োর্দুরা-

---

সূত কহিলেন, হে মুনিগণ! সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পিতামহ ব্রহ্মা দৈত্যদ্বয়কে অতীব বলশালী দেখিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড প্রভৃতি উপায় সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ১॥ আমি ইহাদিগের কিরূপ বল প্রকৃতরূপে তাহার কিছুই জানি না। অতএব অজ্ঞাতবীর্য্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করাও প্রশংসাপর নহে॥ ২॥ আর যদি আমি এই দুরাত্মা মদমত্ত অসুরদ্বয়ের স্তব করি তাহা হইলে, আমার স্বয়ং দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা হয়। এ সময়ে আমার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলে ইহাদের মধ্যে একজনেই আমাকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে। এক্ষণে দানে ক্ষান্ত করাও যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না আর ভেদই বা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? অতএব, এক্ষণে আমি অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রিত অসীমপরাক্রম চতুর্ভুজ বিভু জনার্দ্দনকে জাগরিত করি; তাহা হইলে সেই ভগবানই

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা পদ্মনালগতোঽব্জজঃ।
জগাম শরণং বিষ্ণুং মনসা দুঃখনাশকম্ ॥ ৬ ॥
তুষ্টাব বোধনার্থং তং শুভৈঃ সম্বোধনৈর্হরিম্।
নারায়ণং জগন্নাথং নিস্পন্দং যোগনিদ্রয়া ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

দীননাথ! হরে! বিষ্ণো! বামনোত্তিষ্ঠ মাধব!।
ভক্তার্ত্তিহৃদ্ধৃষীকেশ! সর্ব্বাবাস! জগৎপতে! ॥ ৮ ॥
অন্তর্যামিন্নমেয়াত্মন্! বাসুদেব! জগৎপতে!।
দুষ্টারিনাশনৈকাগ্রচিত্ত! চক্রগদাধর! ॥ ৯ ॥
সর্ব্বজ্ঞ! সর্ব্বলোকেশ! সর্ব্বশক্তিসমন্বিত!।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ দেবেশ! দুঃখনাশন! পাহি মাম্ ॥ ১০ ॥
বিশ্বম্ভর! বিশালাক্ষ! পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন!।
জগদ্যোনে! নিরাকার! সর্গস্থিত্যন্তকারক! ॥ ১১ ॥

অনোঃ ॥ ৩—৫ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্যেতি। অব্জং পদ্মং তস্মাজ্জাতঃ ব্রহ্মা আত্মোদ্ভবকারণরূপপদ্মস্য নালে স্থিতঃ সন্। ইতি পূর্ব্বোক্তম্। সঞ্চিন্ত্য বিচার্য্য ॥ ৬—৭ ॥
বিষ্ণুরেব সর্ব্বদুঃখনাশক ইত্যাহ হরে ইতি। হরতি আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকরূপং তাপত্রয়ং নাশয়তীতি তৎসম্বুদ্ধৌ ॥ ৮—১০ ॥ বিশ্বম্ভর ইতি। বিশ্বম্ভর! হে বিশ্বপালক।

আমার দুঃখের অবসান করিবেন ॥ ৩—৫ ॥ কমলাসনে বিরাজিত পদ্মযোনি ব্রহ্মা মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সেই সর্ব্বদুঃখনিবারণ ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর, তিনি যোগনিদ্রাপ্রভাবে নিস্পন্দ প্রলয়জলশায়ী জগৎপতি হরিকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত মঙ্গলময় সম্বোধন বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৭॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দীননাথ রমাপতে! হে বিশ্বব্যাপিন্! তুমি ভক্তজনের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় বিনাশকারী। হে ত্রিবিক্রম! এক্ষণে যোগনিদ্রা হইতে উত্থান কর। হে বিশ্বপালক! তুমিই এই অনন্তবিশ্বের আধারভূমি সমস্ত জগৎ তোমাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত রহিয়াছে; তুমি ইন্দ্রিয় সকলের নিয়ন্তা এবং ভক্তজন-সন্তাপহারী। হে অন্তর্যামিন্। তোমার মহিমা অপরিচ্ছিন্ন, তুমি এই জগতের পালক আবার কখন গদা ও চক্র প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক দুরাত্মা দেবশত্রুদিগকে সংহার করিয়া থাক ॥ ৮—৯ ॥ হে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমন্! নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উত্থান কর। নাথ! তুমিই এই বিশ্বসংসারের নিয়ন্তা। হে সুরেশ্বর! উত্থান কর, অসুরভয়রূপ ক্লেশ নাশ করিয়া আমায় রক্ষা কর ॥ ১০ ॥ হে জগৎকারণ! তুমি বিশাললোচন দ্বারা সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি রাখিয়া অনন্তবিশ্ব পালন করিতেছ। নাথ! তোমার

ইমৌ দৈত্যৌ মহারাজ! হন্তুকামৌ মদোদ্ধতৌ।
ন জানাস্যখিলাধার! কথং মাং সঙ্কটে গতম্॥ ১২॥
উপেক্ষসেঽতিদুঃখার্ত্তং যদি মাং শরণঙ্গতম্।
পালকত্বং মহাবিষ্ণো! নিরাধারং ভবেত্ততঃ॥ ১৩॥
এবং স্তুতোঽপি ভগবান্ন বুবোধ যদা হরিঃ।
যোগনিদ্রাসমাক্রান্তস্তদা ব্রহ্মা হ্যচিন্তয়ৎ॥ ১৪॥
নূনং শক্তিসমাক্রান্তো বিষ্ণুর্নিদ্রাবশঙ্গতঃ।
জজাগার ন ধর্ম্মাত্মা কিঙ্করোম্যদ্য দুঃখিতঃ॥ ১৫॥
হন্তুকামাবুভৌ প্রাপ্তৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ।
কিঙ্করোমি ক্ব গচ্ছামি নাস্তি মে শরণং ক্বচিৎ॥ ১৬॥

বিশালাক্ষ! বিশ্বব্যাপিচক্ষুরিত্যর্থঃ। পুণ্যে জীবপবিত্রকারকে শ্রবণকীর্ত্তনে যস্য তৎসম্বুদ্ধৌ। জগতাং যোনিঃ কারণম্। সর্গস্য সৃষ্টেঃ স্থিত্যন্তয়োঃ পালনসংহারয়োঃ কারক!॥ ১১—১৪॥) নূনং শক্তিসমাক্রান্ত ইতি। যদ্যয়ং স্বতন্ত্রঃ স্যাত্তর্হি জাগৃয়াদেব ন চ জাগর্ত্তি তস্মাৎ পরবশ এবায়ং ন মুখ্য ঈশ্বরঃ পরশ্চাত্র বিলক্ষণশক্তিরূপঃ কল্প্যঃ। সর্ব্বত্র কারণাপরিজ্ঞানে শক্তেরেব কারণত্বস্য কল্পনাদিতি নিশ্চয়েনায়ং শক্তিসমাক্রান্ত ইত্যর্থঃ॥ ১৫—১৬॥

আকার অনির্ণেয়; পরন্তু বাক্য মনের অগোচর হইয়াও অবলীলাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারাদি ক্রিয়া নিষ্পাদন করিতেছ॥ ১১॥ ভগবন্! তুমিই এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর-গণেরও শাসনকর্ত্তা এই হেতু সর্ব্বোপরি মহারাজরূপে বিরাজ করিতেছ। কেননা জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি সমস্ত ঐশ্বর্য্যই তোমার অধীন। অতএব হে অখিলাধার! উদ্ধতস্বভাব এই দুই দৈত্য আমাকে সংহার করিবে বলিয়া ইচ্ছা করিতেছে। আমি যে বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি তুমি কিজন্য তাহা জানিতে পারিতেছ না?॥ ১২॥ হে মহাবিষ্ণো! আমি অত্যন্ত দুঃখে প্রপীড়িত হইয়াই তোমার শরণাগত হইয়াছি, তথাপি যদি আমার রক্ষা বিষয়ে উপেক্ষা কর তাহা হইলে, তোমার পালনক্রিয়া বিলুপ্ত হইবে॥ ১৩॥

মহর্ষিগণ! প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলেও যখন যোগনিদ্রা-সমাক্রান্ত ভগবান্ হরি জাগরিত হইলেন না, তখন তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ১৪॥ যদি এই ধর্ম্মাত্মা হরি স্বতন্ত্র হইতেন; তাহা হইলে আমার এই সমস্ত সঙ্কটের কারণ জানিতে পারিয়া অবশ্যই প্রবুদ্ধ হইতেন, বোধ হয় ইনিও পরতন্ত্র। সেই জন্যই জাগরিত হইলেন না। ইনি নিশ্চয়ই শক্তিসমাক্রান্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন; তাহা হইলে এক্ষণে আমি এ দুঃখনাশের কি উপায় করি॥ ১৫॥ এই মদগর্ব্বিত দানবদ্বয় আমাকে সংহার করিবার বাসনায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; অথচ দেখিতেছি কোন স্থানে কেহই আমার রক্ষাকর্ত্তা নাই; তবে এক্ষণে আমি কি করি কোথায় বা যাই তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না॥ ১৬॥ লোকস্রষ্টা পিতামহ এইরূপ কিয়ৎকাল বিচারের পর

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা নিশ্চয়ং প্রতিপদ্য চ।
তুষ্টাব যোগনিদ্রান্তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ ॥ ১৭ ॥
বিচার্য্য মনসাঽপ্যেবং শক্তির্ম্মে রক্ষণে ক্ষমা।
যয়া হ্যচেতনো বিষ্ণুঃ কৃতোঽস্তি স্পন্দবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
ব্যসুর্যথা ন জানাতি গুণাঞ্ছব্দাদিকানিহ।
তথা হরির্ন জানাতি নিদ্রামীলিতলোচনঃ ॥ ১৯ ॥
ন জহাতি যতো নিদ্রাং বহুধা সংস্তুতোঽপ্যসৌ।
মন্যে নাস্য বশে নিদ্রা নিদ্রয়ায়ং বশীকৃতঃ ॥ ২০ ॥
যো যস্য বশমাপন্নঃ স তস্য কিঙ্করঃ কিল।
তস্মাচ্চ যোগনিদ্রেয়ং স্বামিনী মাপতের্হরেঃ ॥ ২১ ॥
সিন্ধুজায়া অপি বশে যয়া স্বামী বশীকৃতঃ।
নূনং জগদিদং সর্ব্বং ভগবত্যা বশীকৃতম্ ॥ ২২ ॥
অহং বিষ্ণুস্তথা শম্ভুঃ সাবিত্রী চ রমাপ্যুমা।
সর্ব্বে বয়ং বশেঽপ্যস্যা নাত্র কিঞ্চিদ্বিচারণা ॥ ২৩ ॥

নিশ্চয়ং প্রতিপদ্য চেতি। পরশক্ত্যৈবায়ং বশীকৃত ইতি নিশ্চয়ং কৃত্বা তামেব পরাং শক্তিং যোগনিদ্রারূপাং যোগনিদ্রাবিশিষ্টচৈতন্যরূপাং তুষ্টাবেত্যর্থঃ। ন হ্যন্যথা চৈতন্যসত্তাং বিহায় যোগনিদ্রায়াঃ স্বতঃ সত্তা সম্ভবতি তস্যাঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বাৎ ॥১৭॥ তদেবাহ বিচার্য্যেতি ॥১৮—২১॥ সিন্ধুজায়া ইতি। সিন্ধুজা লক্ষ্মীস্তস্যা অপি যদায়ং বশে বর্ত্ততে। তদা যোগনিদ্রাবশে বর্ত্ততে ইত্যত্র কিমাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥ বশেঽপ্যস্যা ইতি। কেষামপ্যস্মাকং ন স্বাতন্ত্র্যম্।

পরিশেষে অন্তরে প্রকৃত কর্ত্তব্য বিষয় স্থির করিয়া সমাহিতচিত্তে সেই মহাদেবী যোগনিদ্রার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্থাৎ তিনি মনে মনে বিচার দ্বারা এইরূপ স্থির করিলেন যে, যিনি এই বিশ্বকর্ত্তা বিষ্ণুকে চেতনাশূন্য করিয়া নিস্পন্দ জড়ের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছেন, সেই মহাশক্তিরূপিণী দেবীই আমার রক্ষণে সমর্থা ॥ ১৭—১৮ ॥ কি আশ্চর্য্য! ইহ লোকে জীবনবিহীন শবদেহ যেমন শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চ অনুভব করিতে সমর্থ নহে, সেইরূপ যোগনিদ্রায় নিমিলিতনেত্র এই হরিও কিছুই জানিতে পারিতেছেন না ॥ ১৯ ॥ আমি বহুবিধ স্তুতি করিলেও যখন ইনি নিদ্রাত্যাগ করিলেন না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, যোগনিদ্রা ইহাঁর আয়ত্তা নহে; কিন্তু নিদ্রাই ইহাঁকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ যে যাহার বশতাপন্ন সে নিশ্চয়ই তাহার কিঙ্করসদৃশ। অতএব সেই যোগনিদ্রা দেবীই লক্ষ্মীপতি হরির নিয়োগকর্ত্রী সন্দেহ নাই ॥ ২০—২১ ॥ অধিক কি যে শক্তিপ্রভাবে ভগবান্ বিষ্ণু স্বামী হইয়া স্বীয়পত্নী সিন্ধুসুতারও বশে রহিয়াছেন, তখন এই অনন্ত জগৎ সমস্তই যে, সেই মহাশক্তি দেবী ভগবতীর বশীকৃত থাকিবে ইহাতে আর

হরিরপ্যবশঃ শেতে যথাঽন্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।
যয়াঽভিভূতঃ কা বার্ত্তা কিলান্যেষাং মহাত্মনাম্॥ ২৪॥
স্তৌম্যদ্য যোগনিদ্রাং বৈ যয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ।
ঘটয়িষ্যতি যুদ্ধে চ বাসুদেবঃ সনাতনঃ॥ ২৫॥
ইতি কৃত্বা মতিং ব্রহ্মা পদ্মনালাস্থিতস্তদা।
তুষ্টাব যোগনিদ্রাস্তাং বিষ্ণোরঙ্গেষু সংস্থিতাম্॥ ২৬॥

ব্রহ্মোবাচ।

দেবি! ত্বমস্য জগতঃ কিল কারণং হি
জ্ঞাতং ময়া সকলবেদবচোভিরম্ব!।
যদ্বিষ্ণুরপ্যখিললোকবিবেককর্ত্তা
নিদ্রাবশঞ্চ গমিতঃ পুরুষোত্তমোঽদ্য॥ ২৭॥

অভীষ্টোদ্যোগেনানভীষ্টস্য জায়মানত্বাৎ॥২৩—২৪॥ ঘটয়িষ্যতীতি। যুদ্ধে উদ্যোগং করিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ২৫—২৬॥ সকলবেদবচোভিরিতি। অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপামিতি। মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং সৃজতি সর্ব্বমিদং রক্ষতি সর্ব্বমিদং সংহরতি তস্মান্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাদিতি। সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ। কাসি ত্বং মহাদেবি! সাব্রবীদহং ব্রহ্মরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগদিত্যাদিবেদবাক্যৈরিত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষমপ্যত্র প্রমাণমিত্যাহ যদ্বিষ্ণুরপীতি। সকলদেববরো বিবেকবানপি বিষ্ণুর্যদ্যস্মান্নিদ্রাবশঙ্গমিতঃ প্রাপিতস্ত্বয়া। তস্মাত্তব কারণতায়াং কঃ সন্দেহ ইত্যর্থঃ॥ ২৭॥ কো বেদেতি। হে জননি! সকলভূতমনোনিবাসে অন্তর্য্যামিরূপিণি যস্মাৎ

আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ আমি বিষ্ণু বা শম্ভু এবং সাবিত্রী, রমা বা উমা আমরা সকলেই এই মহাশক্তির অধীন, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই॥ ২২—২৩॥ দেখ, বিশ্বপালক ভগবান্ হরিও যাঁহার প্রভাবে নিজ স্বাধীনতা হারাইয়া সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় অভিভূত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন; সেস্থলে, দেবতা ঋষিপ্রভৃতি অন্যান্য মহাত্মাদিগের কথা আর কি বলিব॥ ২৪॥ অতএব যৎকর্ত্তৃক (যাঁহার হস্ত হইতে) মুক্ত হইয়া এই সনাতন পুরুষ জগন্নিবাস ভগবান্ জনার্দ্দন দুর্দ্দান্ত দৈত্য মধুকৈটভের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, এক্ষণে আমি সেই দেবী যোগনিদ্রারই স্তব করি॥ ২৫॥ মহর্ষিগণ! তৎকালে সেই কমলনালে অবস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপ স্থির করিয়া বিষ্ণুর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বিরাজিতা ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২৬॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মাতঃ দেবি! এই অখিল জগতের আপনি যে একমাত্র কারণ তাহা আমি বেদবাক্যেই জানিয়াছি। তাহাতে আবার সমগ্র লোকমধ্যে সমধিক বিবেকবান্ পুরুষোত্তম বিষ্ণুকেও যখন, আপনি এ সময় (প্রলয়কালে) নিদ্রায় বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন আর সে বিষয়ে সংশয় কি?॥ ২৭॥ জননি! আপনি স্বরূপতঃ গুণা-

কো বেদ তে জননি ! মোহবিলাসলীলাং
মূঢ়োঽস্ম্যহং হরিরয়ং বিবশশ্চ শেতে।
ঈদৃক্তয়া সকলভূতমনোবিলাসে !
বিদ্বত্তমো বিবুধকোটিষু নির্গুণায়াঃ ॥ ২৮ ॥
সাংখ্যা বদন্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ যান্তাং
চৈতন্যভাবরহিতাং জগতশ্চ কর্ত্রীম্।
কিং তাদৃশাঽসি কথমত্র জগন্নিবাস-
শ্চৈতন্যতাবিরহিতো বিহিতস্ত্বয়াঽদ্য ॥ ২৯ ॥
নাট্যং তনোষি সগুণা বিবিধপ্রকারং
নো বেত্তি কোঽপি তব কৃত্যবিধানযোগম্।

কারণাদহং বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈতে বয়ং সর্ব্বদেববরিষ্ঠাঃ স্মোঽথাপি অহং মূঢ়োঽধুনৈবাস্মি বিষ্ণুশ্চ ত্বদধীনঃ শেতে। বয়মেতাদৃশা অপি তব মোহস্য বিলাসরূপাং লীলাং ন জানীমো মোহিতত্বাৎ। তস্মাদস্মদপেক্ষয়া বিবুধকোটিষু মধ্যে বিদ্বত্তমঃ পণ্ডিতো নির্গুণায়াস্তব মোহবিলাসলীলামীদৃক্তয়া কো বেদ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥২৮॥ ননু সাংখ্যা মাং জড়েতি বদন্তি তদা জড়ায়া মম প্রার্থনায়াং কিং ফলমিতি চেত্তত্রাহ সাংখ্যা ইতি। চৈতন্যভাবশ্চৈতন্যসত্তা তদ্রহিতামিত্যর্থঃ। ত্রিগুণং প্রধানং স্বতন্ত্রং জড়মিতি তেষাং সিদ্ধান্তঃ। যদ্যপি তে বদন্তি তথাপি ত্বং কিং তাদৃশাসি নৈব তাদৃশ্যসীত্যর্থঃ। কুত ইতি চেৎ যদি ত্বং জড়া পরতন্ত্রা তদা সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুস্ত্বয়া চৈতন্যতাবিরহিতঃ কথং বিহিতঃ। ন হীন্দ্রজালমিন্দ্রজালকর্ত্তুর্ব্যামোহকং ন বান্ধকারঃ প্রকাশনাশকরঃ। তস্মাত্ত্বং ন জড়া পরতন্ত্রা বা কিন্তু ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদ্যুৎপাদকমায়াবিশিষ্টস্বতন্ত্র-চৈতন্যরূপেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ ননু তর্হি তে সাংখ্যাঃ কিমিতি তথা বর্ণয়ন্তীতি চেত্তব স্বরূপা-পরিজ্ঞানাদিত্যাহ নাট্যমিতি। যাং মুনিগণাঃ সন্ধ্যেতি নাম পরিকল্প্য গুণাংস্তাদৃশানে-

---

তীতা হইয়াও অখিল জীবের মনোময় মন্দিরে সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান থাকিয়া যে সমস্ত লোক-মোহকর বিলাসরূপ লীলা করিয়া থাকেন, আমরা তিনজন (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর) সর্ব্বদেবের বরিষ্ঠ হইলেও যখন সে সকল বুঝিতে পারি না; অধিক কি আমিত একেবারেই বিমোহিত হইতেছি আবার লোকনাথ হরিও বিবশেন্দ্রিয় হইয়া নিদ্রায় অভিভূত; তখন আমাদের অধীনস্থ এই বিশ্বসংসারে কোটি কোটি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষমধ্যে এরূপ কে জ্ঞানিপ্রবর আছে যে, আপনার ঈদৃক্ অনির্ব্বচনীয় মায়াবিলাসলীলায় বিমূঢ় না হইয়া তাহার তত্ত্ব জানিতে পারে॥ ২৮ ॥ সাঙ্খ্যমতাবলম্বী পণ্ডিতেরা বলেন যে, পুরুষ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ; কিন্তু নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কোন কার্য্যই করেন না। যিনি ত্রিগুণপ্রধানা জড়স্বভাবা প্রকৃতি তিনিই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্রী। অম্বিকে ! সত্যসত্যই কি আপনি জড়রূপিণী ? তাহা হইলে এই প্রলয়সময়ে আপনি কি প্রকারে জগন্নিবাস ভগবান্ বাসুদেবকে অচেতন করিয়া রাখিলেন ? ॥২৯॥ ভগবতি ! আপনি স্বরূপতঃ নির্গুণ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বভাবা হইলেও মুনিগণ আপনাকে প্রতিদিন প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে 'সন্ধ্যা' এইরূপ নাম কল্পনা করিয়া

ধ্যায়ন্তি যাং মুনিগণা নিয়তং ত্রিকালং
সন্ধ্যেতি নাম পরিকল্প্য গুণান্ ভবানি ! ॥ ৩০ ॥
বুদ্ধির্হি বোধকরণা জগতাং সদা ত্বং
শ্রীশ্চাসি দেবি ! সততং সুখদা সুরাণাম্।
কীর্ত্তিস্তথা মতির্ধৃতী কিল কান্তিরেব
শ্রদ্ধা রতিশ্চ সকলেষু জনেষু মাতঃ ! ॥ ৩১ ॥
নাতঃ পরঙ্কিল বিতর্কশতৈঃ প্রমাণং
প্রাপ্তং ময়া যদিহ দুঃখগতিং গতেন।
ত্বঞ্চাত্র সর্ব্বজগতাং জননীতি সত্যং
নিদ্রালুতাং বিতরতা হরিণাহত্র দৃষ্টম্ ॥ ৩২ ॥

বোত্তমান্ পরিকল্প্য নিয়তং ত্রিকালং ধ্যায়ন্তি সা হে ভবানি ! ত্বং সগুণা গুণত্রয়বিশিষ্টা বিবিধ-প্রকারমনেকপ্রকারং নাট্যং তনোষি যথা জড়াদ্গোময়াদেরপি বৃশ্চিকাদীনামুৎপত্তিঃ। তথা চেতনাৎ পুরুষাদেরপি জড়ানাং কেশনখাদীনামুৎপত্তিস্তদনুভূয় কোঽপি পুরুষো জড়াদ্বা চেত-নাদ্বা জগদ্ভবতীতি নিশ্চয়মপ্রাপ্য তব যৎ কৃত্যং জগৎসর্জ্জনাদিকং তস্য বিধানং কারণং তস্মিন্ যোগসম্বন্ধস্তব চৈতন্যরূপস্যাস্তি তং যোগং ন বেত্তি ন জানাতি মোহিতত্বাৎ অতো হন্যথা বর্ণনং কুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥ কিঞ্চ সর্ব্বত্র বুদ্ধ্যাদিরূপা ত্বমেবাসি তস্মাদস্মিন্ পুরুষে যথা বুদ্ধ্যাদিরূপেণ তিষ্ঠসি তথা স ব্যবহারং করোতি ন তস্যাপরাধঃ কশ্চিদস্তীত্যাহ বুদ্ধির্হীতি। বোধকরণা জ্ঞানকরণা ॥ ৩১ ॥ ননু যথা তেষাং মতান্যযথার্থানি তথা তবাপি মতং কিং ন স্যাদিতি চেত্তত্রাহ নাতঃ পরমিতি। যদ্যস্মাদিহ দুঃখগতিং গতেন দুঃখমার্গং প্রাপ্তেন ময়া নিদ্রালুতাং বিতরতা স্বীকুর্ব্বতা হরিণা হেতুনা ত্বং মায়াশবলব্রহ্মরূপা সর্ব্ব-জগতাং জননীতি সত্যং দৃষ্টং প্রত্যক্ষং দৃষ্টম্। অতঃ পরমস্মাদধিকং বিতর্কশতৈরনেক-বিতর্কৈর্নিষ্পন্নং প্রমাণমনুমানাদিকং ন প্রাপ্তং তস্মাৎ প্রত্যক্ষস্য প্রবলত্বান্মমতমেব মুখ্যং ন হ্যন্যথা সর্ব্বেশ্বরো জড়য়া স্বতন্ত্রয়া বদ্ধঃ স্যাদিতি ॥ ৩২ ॥ অহমেব জানামি নান্যো জানাতীতি

ধ্যান করিয়া থাকেন। হে ভবানি ! আপনি সগুণরূপা হইয়া সৃষ্ট্যাদি সময়ে যে, বিবিধ নাট্যলীলার বিস্তার করেন, সেই সমস্ত কার্য্যকারণ-যোগসম্বন্ধ কেহই সম্যক্‌রূপে বিদিত নহেন ॥ ৩০ ॥ দেবি ! ইহ জগতীতলে আপনিই জ্ঞানদায়িনী বুদ্ধিস্বরূপা। আপনিই সুরগণের সুখদাত্রী। মাতঃ ! অধিক কি বলিব এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের জীবনিবহে আপনিই একমাত্র কীর্ত্তি, মতি, ধৃতি, কান্তি, শ্রদ্ধা এবং রতি ; ফলতঃ যাহা কিছু আছে সে সমস্তই আপনি ॥ ৩১ ॥ মাতঃ ! এই অনন্ত জগতের আপনিই যে যথার্থ জননী তাহা আমি এই বিষম সঙ্কটাপন্ন হইয়া যোগনিদ্রা-বিচেতন ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রবোধিত করিতে যাইয়াই বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিয়াছি, অতএব আর ইহার অধিক বিবিধ বিতর্ক জাল নিষ্পন্ন অনুমানাদি প্রমাণ কি জন্য গ্রহণ করিব ; কেন না, লোকে কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে অপর প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে ইহা একপ্রকার চিরসিদ্ধান্ত আছে ॥৩২॥

ত্বং দেবি! বেদবিদুষামপি দুর্ব্বিভাব্যা
বেদোঽপি নূনমখিলার্থতয়া ন বেদ।
যস্মাত্ত্বদুদ্ভবমসৌ শ্রুতিরাপ্নুবানা
প্রত্যক্ষমেব সকলং তব কার্য্যমেতৎ ॥ ৩৩ ॥
কস্তে চরিত্রমখিলং ভুবি বেদ ধীমা-
ন্নাহং হরির্ন চ ভবো ন সুরাস্তথান্যে।
জ্ঞাতুং ক্ষমাশ্চ মুনয়ো ন মমাত্মজাশ্চ
দুর্ব্বাচ্য এব মহিমা তব সর্ব্বলোকে ॥ ৩৪ ॥
যজ্ঞেষু দেবি! যদি নাম ন তে বদন্তি
স্বাহেতি বেদবিদুষো হবনে কৃতেঽপি।
ন প্রাপ্নুবন্তি সততং মখভাগধেয়ং
দেবাস্ত্বমেব বিবুধেষ্বপি বৃত্তিদাসি ॥ ৩৫ ॥

ময়া ভক্তিবশেনোচ্যতে। বস্তুতস্তু তব রূপং বেদা অপি ন জানন্তি তত্র মম কা কথেত্যাহ ত্বং দেবীতি। যতো বেদোঽপি নূনমখিলার্থতয়াঽখিলরূপেণ সর্ব্বস্বরূপেণ ন বেদেত্যর্থঃ। কুতো ন বেদেতি চেত্তত্রাহ যস্মাৎ কারণাচ্ছ্রুতিস্ত্বদুদ্ভবং ত্বত্ত উদ্ভবং জন্ম আপ্নুবানা প্রাপ্তবতীত্যনন্তরং জায়মানা কথং ত্বদ্রূপং জানীয়ান্ন কথমপীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথাকো বেদ যত আবভূবেতি। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহেতি। নন্থ শ্রুতির্দেবী ত উদ্ভূতেত্যত্র কিং প্রমাণং তত্রাহ প্রত্যক্ষমেবেতি। সর্ব্বং দ্বৈতজাতং ত্বত্ত এবোদ্ভূতং ততস্তদন্তঃপাতিনো বেদাঃ কিং ত্বত্তো নোদ্ভূতা অপিতূদ্ভূতা ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। বেদোঽহমবেদোঽহমিতি দেব্যথর্ব্বশিরসি। অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদ ইত্যাদি ॥ ৩৩ ॥ বেদা অপি ন জানন্তি তদান্যঃ কো বেদেত্যাহ কস্তে চরিত্রমিতি ॥ ৩৪ ॥ অধুনা দেবানাং জীবনং তবৈকদেশস্বাহাশক্ত্যধীনমিত্যাহ যজ্ঞেষ্বিতি ॥ ৩৫ ॥ ত্রাতা বয়মিতি। পূর্ব্বকল্পে রক্ষিতা

পরন্তু, হে দেবি! যখন শ্রুতিসকলও আপনাকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে সমর্থা নহে, তখন বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ কি প্রকারে আপনাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করিতে সমর্থ হইবে? কারণ, কার্য্যজাত এই অখিল জগৎ বা বেদসকল সমস্তই আপনা হইতে উৎপন্ন তাহাত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ রহিয়াছে ॥ ৩৩ ॥ হে অম্বিকে! আপনার অখিল কার্য্যকলাপ আমার মানসসঞ্জাত পুত্রনারদাদি কি অপরাপর মহর্ষিগণ কেহই জানিতে সমর্থ নহে। অধিক কি, ভগবান্ হরি ভব বা আমি আমরাই যখন বুঝিতে পারি নাই, তখন ভূতলমধ্যে এরূপ প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ কে আছে যে আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে? বস্তুতঃ এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে আপনার মহিমা অনির্ব্বচনীয় ॥ ৩৪ ॥ দেবি! বেদজ্ঞগণ যদি যজ্ঞক্রিয়া স্থলে 'স্বাহা' এই বেদ মন্ত্রটী উচ্চারণ না করিতেন, তাহা হইলে সহস্র সহস্র আহুতি প্রদত্ত হইলেও দেবগণ কোনকালেই স্বস্বপ্রাপ্য ক্রতুভাগ পাইতে সমর্থ হইতেন না, অতএব

ত্রাতা বয়ং ভগবতি! প্রথমং ত্বয়া বৈ
দেবারিসম্ভবভয়াদধুনা তথৈব।
ভীতোঽস্মি দেবি! বরদে! শরণং গতোঽস্মি
ঘোরং নিরীক্ষ্য মধুনা সহ কৈটভঞ্চ ॥ ৩৬ ॥
নো বেত্তি বিষ্ণুরধুনা মম দুঃখমেত-
জ্জানে ত্বয়াত্মবিবশীকৃতদেহযষ্টিঃ।
মুঞ্চাদিদেবমথবা জহি দানবেন্দ্রৌ
যদ্রোচতে তব কুরুষ্ব মহানুভাবে! ॥ ৩৭ ॥
জানন্তি যে ন তব দেবি! পরং প্রভাবং
ধ্যায়ন্তি তে হরিহরাবপি মন্দচিত্তাঃ।
জ্ঞাতং ময়াদ্য জননি! প্রকটং প্রমাণং
যদ্বিষ্ণুরপ্যতিতরাং বিবশোঽথ শেতে ॥ ৩৮ ॥

ইত্যর্থঃ। মধুকৈটভযুদ্ধস্য ব্রহ্মোৎপত্তিসময়ে জায়মানত্বাদেতয়োঃ পূর্ব্বমন্যদৈত্যস্যাশ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৩৬—৩৭ ॥ যদি মদিচ্ছয়ৈব সর্ব্বং জায়তে তর্হি সর্ব্বে জনা মাং কুতো ন ভজন্তি তত্রাহ জানন্তি যে ন তবেতি। হে দেবি! তব প্রভাবং যে ন জানন্তি তেঽন্যান্ ভজন্তি। তে মূঢ়চিত্তা এব ততস্তৈরনাদৃতেঽপি বস্তুনি ন হি বুদ্ধিমতামনাদরো ভবতি। অহন্তু প্রমাণতস্ত্বামেব সর্ব্বোৎকৃষ্টাং জানামি। কিং তত্র প্রমাণং তদাহ যদ্বিষ্ণুরপীতি। বুদ্ধিমন্তস্ত্বাং ভজন্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥ সিন্ধূদ্ভবা লক্ষ্মীরপি ত্বয়া বশীকৃতং ন বোধয়িতুং শক্তা। কিঞ্চ সাপি ত্বয়া

আপনিই স্বাহা শক্তিরূপে যজ্ঞীয় হব্য দ্বারা অমরদিগেরও জীবনযাত্রা নিষ্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥ ভগবতি! পূর্ব্বকল্পেও আমাদিগকে দুর্দ্দান্ত দৈত্যসম্ভূত ভয় হইতে আপনিই রক্ষা করিয়াছিলেন। বরদে! এবারেও সেইরূপ এই ঘোরমূর্ত্তি মধুকৈটভকে দেখিয়া ভয়ে কাতর হইয়াই আপনার শরণাগত হইতেছি ॥ ৩৬ ॥ দেবি! যদিচ ভগবান্ বিষ্ণু লোকপালয়িতা বটে, কিন্তু আপনি যোগনিদ্রারূপে ইহাঁর সমস্ত দেহাবয়বগুলিকে এতদূর বিবশ করিয়া রাখিয়াছেন, যে তিনি যেন একেবারে জড়পিণ্ড হইয়া শয়ান রহিয়াছেন; সুতরাং ইনি আমার এতাদৃশ দুঃখের বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেছেন না; অতএব হে অম্বিকে! হয় এই আদিদেব বিষ্ণুকে এ অবস্থা হইতে মুক্ত করুন না হয় এই প্রচণ্ড দানবদ্বয়কে স্বয়ং সংহার করুন্। মাতঃ! এ জগতে যখন আপনিই একমাত্র অনন্তপ্রভাবসম্পন্ন তখন এ বিষয়ে আমি আর আপনাকে কি জানাইব আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন্ ॥ ৩৭ ॥ দেবি! যে সমস্ত দুর্ম্মতিগণ আপনার পরম প্রভাব বিদিত নহে তাহারাই হরিহরাদির ধ্যান করিয়া থাকে। কিন্তু, জননি! এক্ষণে যখন, এই ভগবান্ বিষ্ণুও অবশেন্দ্রিয় হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন, তখন এই প্রত্যক্ষ প্রমাণে আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি যে, ইহ জগতে আপনিই একমাত্র পরমারাধ্যা ॥৩৮॥ অধিক কি, এই হরি আপনার প্রভাবে

সিন্ধুস্তুবাপি ন হরিং প্রতিবোধিতুং বৈ
শক্তা পতিং তব বশানুগমদ্য শক্ত্যা।
মন্যে ত্বয়া ভগবতি! প্রসভং রমাপি
প্রস্বাপিতা ন বুবুধে বিবশীকৃতেব ॥ ৩৯ ॥
ধন্যাস্ত এব ভুবি ভক্তিপরাস্তবাঙ্ঘ্রৌ
ত্যক্ত্বান্যদেবভজনং ত্বয়ি লীনভাবাঃ।
কুর্ব্বন্তি দেবি! ভজনং সকলং নিকামং
জ্ঞাত্বা সমস্তজননীং কিল কামধেনুম্ ॥ ৪০ ॥
ধীকান্তিকীর্ত্তিশুভবৃত্তিগুণাদয়স্তে
বিষ্ণোর্গণাস্ত পরিহৃত্য গতাঃ ক্বচাঽদ্য।
বন্দীকৃতো হরিরসৌ ননু নিদ্রয়াঽত্র
শক্ত্যা তবৈব ভগবত্যতিমানবত্যাঃ ॥ ৪১ ॥
ত্বং শক্তিরেব জগতামখিলপ্রভাবা
তন্নির্ম্মিতঞ্চ সকলং খলু ভাবমাত্রম্।
তং ক্রীড়সে নিজবিনির্ম্মিতমোহজালে
নাট্যো যথা বিহরতে স্বকৃতে নটো বৈ ॥ ৪২ ॥

বশীকৃতৈব যতঃ সা বিষ্ণোঃ শক্তিরস্তি তত এব সা ন বুবুধে বোধং প্রাপ্তবতী ॥ ৩৯—৪৩ ॥

এতদূর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন যে এক্ষণে সিন্ধুসুতা লক্ষ্মীও নিজ পতিকে প্রবোধিত করিতে সমর্থা নহেন, ভগবতি! আমার বোধ হয়, রমাদেবীকেও আপনি বলপূর্ব্বক নিদ্রার বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন সেই জন্য তিনিও অবশেন্দ্রিয়ের ন্যায় রহিয়াছেন; সুতরাং প্রবোধ লাভ করিতে পারিতেছেন না ॥ ৩৯ ॥ হে দেবি! এই ভূমণ্ডলে যাহারা অপর দেবের ভজন পরিত্যাগ করিয়া আপনাকেই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বকামনা-পূরণকারিণী ও সর্ব্ব-জননী রূপা জানিয়া আপনার চরণেই বিলীনান্তঃকরণ এবং একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া আপনাকে ভজনা করিয়া থাকে তাহারাই ধন্য! ॥ ৪০ ॥ ভগবতি! ইহ জগতে আপনিই পরম পূজনীয়া; কারণ তাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন এই হরিও আপনার যোগনিদ্রা-শক্তিপ্রভাবে যেন বন্দীকৃতের ন্যায় রহিয়াছেন; হায়! এক্ষণে সেই মতি, কান্তি বা কীর্ত্তি প্রভৃতি শুভবৃত্তি গুণগণ বিষ্ণুকে পরিহারপূর্ব্বক কোথায় পলায়ন করিল!! ॥৪১॥ জননি! এই সমস্ত জগতের আপনিই সর্ব্বশক্তিরূপিণী; আপনিই অখিল প্রভাবের আধার ভূতা; অধিক কি, এই অনন্ত বিশ্বে উৎপদ্যমান বস্তু মাত্রই আপনা হইতে উৎপন্ন। দেবি! নাট্য-অভিনেতা যেমন স্বরূপতঃ একরূপ থাকিয়াই রঙ্গভূমে আসিয়া আবশ্যক মত আপনার নানা রূপ দেখাইতে থাকে

বিষ্ণুস্ত্বয়া প্রকটিতঃ প্রথমং যুগাদৌ
দত্তা চ শক্তিরমলা খলু পালনায়।
ত্রাতঞ্চ সর্ব্বমখিলং বিবশীকৃতোঽদ্য
যদ্রোচতে তব তথাম্ব! করোষি নূনম্॥ ৪৩॥
সৃষ্ট্বাত্র মাং ভগবতি! প্রবিনাশিতুং চে-
ন্নেচ্ছাস্তি তে কুরু দয়াং পরিহৃত্য মৌনম্॥
কস্মাদিমৌ প্রকটিতৌ কিল কালরূপৌ
যদ্বা ভবানি! হসিতুং নু কিমিচ্ছসে মাম্॥ ৪৪॥
জ্ঞাতং ময়া তব বিচেষ্টিতমদ্ভুতং বৈ
কৃত্বাখিলং জগদিদং রমসে স্বতন্ত্রা।
লীনং করোষি সকলং কিল মাং তথৈব
হন্তুং ত্বমিচ্ছসি ভবানি! কিমত্র চিত্রম্॥ ৪৫॥

সৃষ্ট্বেতি। নাশিতুমিচ্ছা নাস্তি চেন্মৌনং পরিহৃত্য দয়াং কুর্ব্বিত্যন্বয়ঃ। ইমৌ দৈত্যৌ কস্মাৎ কারণাৎ প্রকটিতৌ ইতি ন জানে ইতি শেষঃ। স্বয়মেবোৎপ্রেক্ষতে যদ্বেতি। মাং হসিতুং কিমিচ্ছসে তত এতাবুৎপাদিতৌ বা ॥৪৪॥ যদি মাং হন্তুমেতাবুৎপাদিতৌ তর্হি মহান্ প্রতাপস্তব মশকবধে গজস্তেবেত্যাহ জ্ঞাতমিতি॥ ৪৫॥ কিঞ্চ কামমিতি। যদি মম বধার্থমেবোৎ-

---

সেইরূপ আপনিও এই মোহজালময় সংসার-নাট্যভূমিতে স্বরূপতঃ নিত্য অবিকৃত থাকিয়াই নানারূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন॥ ৪২॥ হে অম্বিকে! আদিযুগে বিষ্ণুকে প্রকাশিত করিয়া জগৎ পালনের নিমিত্ত তাঁহাকে বিমল সাত্ত্বিকীশক্তি প্রদানপূর্ব্বক অখিল সংসার রক্ষা করিয়াছিলেন, আবার এক্ষণে তাঁহাকেই নিদ্রাভিভূত রাখিয়াছেন। মাতঃ! আপনার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই করিয়া থাকেন তাহাতে অপরের কি সাধ্য আছে যে তাহা অন্যথা করিতে পারে॥ ৪৩॥ ভগবতি! এই জগতে আমাকে সৃষ্টি করিয়া যদি বিনাশ করিবার ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে মৌনভাব ত্যাগ করিয়া দয়া প্রকাশ করুন। হে ভবানি! আপনি কি নিমিত্তই বা এই কালস্বরূপ অসুরদ্বয়কে উৎপাদন করিয়াছেন তাহা জানি না। অথবা বোধ হয়, মাতঃ! আপনি আমাকে উপহাসাস্পদ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছেন॥ ৪৪॥ জননি! আমি আপনার অদ্ভুত কার্য্যকলাপ অবগত হইয়াছি। কারণ, আপনি এই অখিল জগতের উৎপাদন করিয়া স্বয়ং স্বতন্ত্ররূপে রমণ করিয়া থাকেন আবার কালে অবলীলাক্রমে এই সমগ্র সংসার আপনাতেই বিলীন করেন, অতএব হে ভবানি! এরূপ স্থলে যদি আমাকে নিহত করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?॥ ৪৫॥ হে অম্বিকে! যদি আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহাদের হস্তে

কামং কুরুষ্ব বধমদ্য মমৈব মাত-
র্দুঃখং ন মে মরণজং জগদম্বিকেঽত্র।
কর্ত্তা ত্বয়ৈব বিহিতঃ প্রথমং স চায়ং
দৈত্যাহতোঽথ মৃত ইত্যযশো গরিষ্ঠম্॥ ৪৬॥
উত্তিষ্ঠ! দেবি কুরু রূপমিহাদ্ভুতং ত্বং
মাং বা ত্বিমৌ জহি যথেচ্ছসি বাললীলে!।
নোচেৎ প্রবোধয় হরিং নিহনেদিমৌ য-
স্ত্বৎসাধ্যমেতদখিলং কিল কার্য্যজাতম্॥ ৪৭॥

সূত উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা।
নিঃসৃত্য হরিদেহাত্তু সংস্থিতা পার্শ্বতস্তদা॥ ৪৮॥

পাদিতাবেতৌ তর্হি মাতরদ্যৈব কামং যথেষ্টং মম বধং কুরুষ্ব মে মরণজং দুঃখং নৈবাস্তি কিন্তু ত্বয়ৈব যঃ প্রথমং জগতঃ কর্ত্তা বিহিতোঽথ স এবায়ং দৈত্যাহতো মৃত ইদঙ্গরিষ্ঠময়শস্তব ভবতি ইদমেব মহদ্দুঃখকরমিতি ভাবঃ॥ ৪৬॥ উত্তিষ্ঠেতি। হে দেবি! বাললীলে কোমললীলে! উত্তিষ্ঠ ইহাদ্ভুতং রূপং ভয়ঙ্করং রূপং কুরু। কৃত্বা চ মদ্বধেচ্ছা যদ্যস্তি তর্হি স্বহস্তেনৈব মদ্বধং কুরু ন দৈত্যহস্তেনাথবা ইমৌ দৈত্যৌ বা জহি। উভয়মপি ন করোষি চেদ্ধরিং প্রবোধয় স ইমৌ নিহনেদিদং সর্ব্বকার্য্যজাতং তব সাধ্যং ভবতি॥ ৪৭॥

তামসী নিদ্রাভিমানিনীত্যর্থঃ। তদুক্তং শিবপুরাণে উমাসংহিতায়াম্। ব্রহ্মণা সংস্তুতা সেয়ং মধুকৈটভনাশনে। মহাবিদ্যা জগন্মাতা সর্ব্ববিদ্যাধিদেবতা। দ্বাদশ্যাং ফাল্গুনস্যৈব শুক্লায়াং সমভূন্নৃপেতি। অস্যামেব তিথৌ। সারস্বতস্য দ্বাদশ্যাং শুক্লায়াং ফাল্গুনস্য চ। কল্পঃ

এইদণ্ডেই আমার বধকার্য্য সম্পাদন করুন, মরণজন্য আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না; তবে এই মাত্র আক্ষেপ যে, আপনি প্রথমে আমাকে এই সৃষ্টির কর্ত্তারূপে উৎপাদিত করিয়া যদি দৈত্যহস্তে নিপাতিত করেন তাহা হইলে এই গুরুতর অযশ আপনারই জানিবেন॥ ৪৬॥ দেবি! আপনার সমস্ত লীলা বালক্রীড়াবৎ তাহা আমি জানি। এক্ষণে উত্থান করুন। অদ্ভুত রূপ ধারণপূর্ব্বক হয় আমাকে না হয় এই দৈত্যদ্বয়কে সংহার করুন, ফলত আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন। যদি আপনি স্বয়ং সংহার না করেন তাহা হইলে যিনি ইহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ সেই হরিকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করুন; মাতঃ! আমি জানি এই জগতের সমস্ত কার্য্যকলাপই আপনার আয়ত্ত॥ ৪৭॥

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! তৎকালে সেই যোগনিদ্রারূপা তামসী শক্তি বিধাতার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া হরির দেহ হইতে নির্গমনপূর্ব্বক পার্শ্বদেশে বিরাজ করিতে লাগিলেন॥ ৪৮॥ বস্তুতঃ সেই সময়ে সেই দুর্দ্দান্ত দানব মধুকৈটভের বিনাশের নিমিত্তই যোগ-

ত্যক্ত্বাঽঙ্গানি চ সর্ব্বাণি বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
নির্গতা যোগনিদ্রা সা নাশায় চ তয়োস্তদা ॥ ৪৯ ॥
বিস্পন্দিতশরীরোঽসৌ যদা জাতো জনার্দ্দনঃ।
ধাতা পরমিকাং প্রাপ্তো মুদং দৃষ্ট্বা হরিং ততঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
ব্রহ্মস্তুতিবিষয়ো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

সমভবদিতি হেমাদ্রিধৃতনাগরখণ্ডবচনাৎ সারস্বতস্য কল্পস্যোৎপত্তিঃ সএব সরস্বত্যা অয়মিতি ব্যুৎপত্ত্যা সারস্বতকল্পপ্রাদুর্ভাবো ব্যাসেনাত্র স্পষ্টীকৃতো বেদিতব্য ইতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥ বিস্পন্দিতশরীরঃ কম্পিতশরীরঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

নিদ্রাস্বরূপিণী ভগবতী সেই অতুলতেজা ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব্বাবয়ব পরিত্যাগ করিয়া নির্গত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ ঋষিগণ! বিধাতা জনার্দ্দন হরিকে পূর্ব্ববৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সঞ্চালন করিতে দেখিয়া পরম আহ্লাদে পুলকিত হইলেন ॥ ৫০ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের
প্রথমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতি-বিষয়ক সপ্তম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

সন্দেহোঽত্র মহাভাগ! কথায়াস্তু মহাদ্ভুতঃ।
বেদশাস্ত্রপুরাণৈশ্চ নিশ্চিতস্তু সদা বুধৈঃ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়ো দেবাঃ সনাতনাঃ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্‌ব্রহ্মাণ্ডেঽস্মিন্মহামতে! ॥ ২ ॥
ব্রহ্মা সৃজতি লোকান্ বৈ বিষ্ণুঃ পাত্যখিলঞ্জগৎ।
রুদ্রঃ সংহরতে কালে ত্রয় এতেঽত্র কারণম্ ॥ ৩ ॥
একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
রজঃসত্ত্বতমোভিশ্চ সংযুতাঃ কার্য্যকারকাঃ ॥ ৪ ॥
তেষাং মধ্যে হরিঃ শ্রেষ্ঠো মাধবঃ পুরুষোত্তমঃ।
আদিদেবো জগন্নাথঃ সমর্থঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশৎপদ্যকৈরেকোত্তরৈঃ সংরম্ভতোঽধুনা।
অধ্যায়ে ত্বষ্টমে প্রোক্তঃ সম্যগারাধ্যনির্ণয়ঃ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে পরশক্ত্যা বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরোঽপি বিবশীকৃত ইতি শ্রুত্বা ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি সন্দেহোঽত্রেতি। অত্র সংন্দেহশব্দো লক্ষণয়াশ্চর্য্যপরঃ তদেবাহ বেদেতি ॥১—২॥ ত্রয় এতেঽত্রেতি। সর্ব্বদেবমধ্যে এ তদ্দেবত্রয়মেব মুখ্যং কারণঞ্চ সর্ব্বস্যেদমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ তেষামভেদমাহ একা মূর্ত্তিরিতি। তেষাং গুণভেদমাহ রজ ইতি ॥ ৪ ॥ ত্রয়াণাং মধ্যে বিষ্ণুরেব মুখ্য ইত্যাহ তেষামিতি ॥ ৫ ॥ ইত্থং সর্ব্ববরিষ্ঠোঽপি যোগমায়য়া কথং স্বাপিতঃ কথং বা স বিবশঃ পরাধীনো

ঋষিগণ কহিলেন, হে মহাভাগ সূত! তোমার এই কথাতে আমাদের অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হইল। কেননা, বেদ বা পুরাণাদি শাস্ত্রে পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক এইরূপ নিশ্চিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন দেবই সনাতন পুরুষ। এই ব্রহ্মাণ্ডে ইহাঁদের অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠতম নাই ॥ ১—২ ॥ প্রতিকল্পারম্ভসময়ে ব্রহ্মা সমস্ত লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণু অখিল জগতের পালনকর্ত্তা এবং প্রলয়সময়ে রুদ্রদেব সংহারকর্ত্তা। অতএব এই তিন দেবই বিশ্বের কারণ। পরন্তু এক মূর্ত্তিই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় আদি কার্য্যকরণের নিমিত্ত রজঃ, সত্ত্ব, এবং তমঃ এই গুণত্রয় আশ্রয়পূর্ব্বক ত্রিদেবমূর্ত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রূপে আবির্ভূত হয়েন ॥৩—৪॥ তাঁহাদিগের মধ্যে লক্ষ্মীপতি পুরুষোত্তম হরিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ, তিনিই এই সমস্ত জগতের নাথস্বরূপ এবং আদিদেব। বিশেষতঃ এই জগতে এমন কোন কার্য্যই নাই,

নান্যঃ কোঽপি সমর্থোঽস্তি বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
স কথং স্বাপিতঃ স্বামী বিবশো যোগমায়য়া ॥ ৬ ॥
ক্ব গতং তস্য বিজ্ঞানং জীবতশ্চেষ্টিতঞ্চ কুতঃ।
সন্দেহোঽয়ং মহাভাগ! কথয়স্ব যথা শুভম্ ॥ ৭ ॥
কা সা শক্তিঃ পুরা প্রোক্তা যয়া বিষ্ণুর্জ্জিতঃ প্রভুঃ।
কুতো জাতা কথং শক্তা কা শক্তির্ব্বদ সুব্রত! ॥ ৮ ॥
যস্তু সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুর্বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ।
পরমাত্মা পরানন্দঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বভৃৎ স্রষ্টা বিরজঃ সর্ব্বগঃ শুচিঃ।
স কথং নিদ্রয়া নীতঃ পরতন্ত্রঃ পরাৎপরঃ ॥ ১০ ॥
এতদাশ্রয়ভূতো হি সন্দেহো নঃ পরন্তপ!।
ছিন্ধি জ্ঞানাসিনা সূত! ব্যাসশিষ্য! মহামতে! ॥ ১১ ॥

জাতঃ ॥ ৬ ॥ জীবতস্তস্য বিজ্ঞানং চেষ্টিতঞ্চ কুতো হেতোঃ ক্ব গতমিত্যন্বয়ঃ। সন্দেহোঽ মাশ্চর্য্যমিদমিত্যর্থঃ। এতাদৃশস্যেয়ং দশাশ্চর্য্যজনিকৈব অতো যথা শুভং স্যাত্তথা কথ ত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ কা সেতি। সা শক্তিঃ কীদৃশীত্যর্থঃ। কুতো জাতেতি কস্মাৎ কারণাজ্জাতেত্যর্থঃ কথং বিষ্ণুং জেতুং শক্তা সমর্থেত্যর্থঃ। কা শক্তিরিতি তস্যাঃ শক্তেঃ কা শক্তিরস্তি য শক্ত্যা যুতা স্বয়ং শক্তির্ব্বিষ্ণুং বশীকরোতি ॥ ৮ ॥ পুনরাশ্চর্য্যমুপপাদয়তি যস্ত্বিতি ॥ ৯ ॥ নী ইতি। স্বাধীনতামিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥ আশ্চর্য্যভূত ইতি। আশ্চর্য্যাত্মকঃ সন্দেহ ইত্যর্থঃ

যাহা তাঁহার অসাধ্য। সেই অতুলতেজা বিষ্ণুর সহিত সমকক্ষ হইতে পারেন, এরূপ কোন দেবই বর্ত্তমান নাই। অতএব তাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন জগৎস্বামী ভগবান্ কিরূপে যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলেন ॥ ৫—৬ ॥ হে মহামতে! তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই তাদৃশ বিজ্ঞান বা প্রভাব প্রভৃতি কি প্রকারে কোথায় অন্তর্হিত হইল? হে সুত! যাহাতে আমাদের উপস্থিত এই সন্দেহ দূরীভূত হয় সেইরূপ বর্ণনা কর ॥ ৭ ॥ সূত! যাহার দ্বারা জগৎপ্রভু বিষ্ণুও পরাভূত হইয়াছিলেন এবং তুমিও পূর্ব্বে যাহার কথা বলিয়াছিলে, সেই শক্তি কে? কোথা হইতে বা উৎপন্ন হইল? হে সুব্রত! সেই শক্তির কিরূপ প্রভাব, এবং স্বরূপই বা কিরূপ? তাহা বিশেষ করিয়া বল ॥ ৮ ॥ যিনি এই জগতের গুরু, পরমাত্মা, পরম আনন্দ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সেই সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বপাবক সর্ব্বদা নির্ম্মলস্বভাব, সর্ব্বত্রগামী, নিত্য পবিত্রস্বরূপ, বিশ্বব্যাপক, সর্ব্বেশ্বর, পরাৎপর বাসুদেব, কি প্রকারে পরাধীন পুরুষের ন্যায় নিদ্রার বশীভূত হইয়াছিলেন। হে জিতাত্মন্! তুমি আমাদের এই আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ জ্ঞানখড়্গ দ্বারা ছেদ কর। কারণ তুমি বেদব্যাসের প্রিয়তম শিষ্য ॥ ৯—১১ ॥

সূত উবাচ।

কঃ সন্দেহং ছিনত্ত্যেনং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
মুহ্যন্তি মুনয়ঃ কামং ব্রহ্মপুত্রাঃ সনাতনাঃ॥ ১২॥
নারদঃ কপিলশ্চৈব প্রশ্নেঽস্মিন্মুনিসত্তমাঃ!।
কিং ব্রবীমি মহাভাগা দুর্ঘটেঽস্মিন্ বিমর্শনে॥ ১৩॥
দেবেষু বিষ্ণুঃ কথিতঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বপালকঃ।
যতো বিরাড়িদং সর্ব্বমুৎপন্নং সচরাচরম্॥ ১৪॥
তে সর্ব্বে সমুপাসন্তে নত্বা দেবং পরাৎপরম্।
নারায়ণং হৃষীকেশং বাসুদেবং জনার্দ্দনম্॥ ১৫॥
তথা কেচিন্মহাদেবং শঙ্করং শশিশেখরম্।
ত্রিনেত্রং পঞ্চবক্ত্রঞ্চ শূলপাণিং বৃষধ্বজম্॥ ১৬॥
তথা বেদেষু সর্ব্বেষু গীতং নাম্না ত্রিয়ম্বকম্।
কপর্দ্দিনং পঞ্চবক্ত্রং গৌরীদেহার্দ্ধধারিণম্॥ ১৭॥
কৈলাসবাসনিরতং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্।
ভূতবৃন্দযুতং দেবং দক্ষযজ্ঞবিঘাতকম্॥ ১৮॥

১১—১২॥ নারদ ইতি পূর্ব্বান্বয়ি॥ ১৩—১৪॥ তে সর্ব্বে ইতি। দেবাদ্যা ইত্যর্থঃ॥ ১৫॥ (কেচিত্তু শঙ্করমপ্যুপাসতে ইত্যাহ। তথেতি। তথা তদ্বৎ কেচিৎ পণ্ডিতাঃ সর্ব্বকল্যাণজনকং শশিশেখরং মহাদেবং ভক্তিভাবেনার্চ্চয়ন্তি॥ ১৬॥ তথেতি। নতু কেবলং পণ্ডিতা এব কিন্তু বেদেষপি গৌর্য্যা অর্দ্ধাঙ্গেনোপলক্ষিতং ত্র্যম্বকং ত্রীণি অম্বকানি শশিসূর্য্যাগ্নিরূপাণি চক্ষুংষি যস্য তাদৃগ্রূপেণ পরিগীতমিতি জানীত হে মহাভাগাঃ শৌনকাদয়ঃ। কৈলাসধামবাসার্থমনুরাগিণং ব্রহ্মপুত্রস্য প্রজাপতের্দক্ষস্যাপি যজ্ঞহন্তারম্॥ ১৭—১৮॥ সম্প্রতি মুখ্য-

---

সূত কহিলেন। হে ঋষিগণ! সনাতনপুরুষস্বরূপ ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার-প্রভৃতি মুনিগণও যখন যাহাতে সম্পূর্ণ বিমোহিত হন, তখন এই চরাচরসমন্বিত ত্রৈলোক্য মধ্যে এমন কোন পুরুষ আছে যে এ সন্দেহ ছেদ করিতে সমর্থ হয়॥ ১২॥ অধিক কি এই দুর্ঘটন বিচারজনক প্রশ্নে নারদ ও কপিল প্রভৃতিও যখন নিরস্ত হইতে পারেন, তখন, হে মহাভাগ ঋষিগণ! আমি ইহার কি উত্তর করিব॥ ১৩॥ বিশেষতঃ সমস্ত দেবগণমধ্যে বিষ্ণুই সর্ব্বপালয়িতা ও সর্ব্বত্রগামী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কারণ, এই সচরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা হইতে উৎপন্ন, এবং তাহারা সকলেই (সমস্ত দেব প্রভৃতি) সেই পরাৎপর হৃষীকেশ বাসুদেব জনার্দ্দন নারায়ণকেই প্রণতিপূর্ব্বক উপাসনা করিয়া থাকেন॥ ১৪—১৫॥ আবার কোন কোন পণ্ডিত বৃষধ্বজ শূলপাণি শশিশেখর ত্রিলোচন সর্ব্বকল্যাণকর দেবদেব মহাদেবকেই পরম ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন

তথা সূর্য্যং বেদবিদঃ সায়ং প্রাতর্দ্দিনে দিনে।
মধ্যাহ্নে তু মহাভাগাঃ স্তুবন্তি বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ১৯ ॥
তথা বেদেষু সর্ব্বেষু সূর্য্যোপাসনমুত্তমম্।
পরমাত্মেতি বিখ্যাতং নাম তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২০ ॥
অগ্নিঃ সর্ব্বত্র বেদেষু সংস্তুতো বেদবিত্তমৈঃ।
ইন্দ্রশ্চাপি ত্রিলোকেশো বরুণশ্চ তথাঽপরঃ ॥ ২১ ॥
যথা গঙ্গা প্রবাহৈশ্চ বহুভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তথৈব সর্ব্বদেবেষু বিষ্ণুঃ প্রোক্তো মহর্ষিভিঃ ॥ ২২ ॥
ত্রীণ্যেব হি প্রমাণানি পঠিতানি সুপণ্ডিতৈঃ।
প্রত্যক্ষং চানুমানঞ্চ শব্দঞ্চৈব তৃতীয়কম্ ॥ ২৩ ॥

ধ্যেয়াধারভূতস্থানস্য নারায়ণাত্মনঃ সূর্য্যস্যোপাসনমুত্তমমিত্যাহ সর্ব্বজ্যোতিঃপদার্থেষু তস্যৈব পরমাত্মজ্যোতিঃপ্রকাশাধিক্যাৎ। তথা সর্ব্বক্রতুনিষ্পাদকত্বাৎ অগ্নীন্দ্রাদিদেবানামপ্যুপাস্তির্ব্বিহিতা বেদেষু তত্ত্ববিদ্ভিরপি তত্তন্মন্ত্রোক্তস্তুতিভিস্তুতা এব তে বহ্ন্যাদয় ইত্যাহ তথেতি ॥ ১৯—২১ ॥ ব্যষ্টিরূপেণ নানাদেবোপাস্তিং দর্শয়িত্বা ইদানীং তেষাং দেবানাং সমষ্টিভূতো বিষ্ণুরেবেতি গঙ্গাপ্রবাহরূপদৃষ্টান্তমুখেনোপসংহরন্নাহ যথা গঙ্গেতি ॥ ২২—২৩॥) ইতরে নৈয়ায়িকৈকদেশিন ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ সপ্তেতি। পূর্ব্বোক্তানি পঞ্চ সাক্ষিরূপং ষষ্ঠমৈতিহ্যং সপ্তমমিতি

এবং সমস্ত বেদমধ্যেও তিনি কপর্দ্দী গৌরীদেহার্দ্ধধারী প্রমথবৃন্দ-পরিবেষ্টিত দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসকারী কৈলাসবসতিপ্রিয় সর্ব্বশক্তিসমন্বিত পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র নামে পরিগীত হইয়া থাকেন ॥ ১৬—১৮ ॥ হে মহাভাগ ঋষিগণ! বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেইরূপ সূর্য্যদেবকেও প্রতিদিন প্রাতঃকালে মধ্যাহ্ন ও সায়ংসময়ে বিবিধ স্তুতি পাঠাদি দ্বারা স্তব করিয়া থাকেন। ফলতঃ বেদসমস্ত মধ্যে মহাপ্রভাবসম্পন্ন সূর্য্যদেবই পরমাত্মা নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন; সুতরাং সূর্য্যোপাসনাও উত্তম বলিয়া জানিবেন ॥ ১৯—২০ ॥ আবার দেখুন, যাঁহাদিগের বেদে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাদৃশ বুধবর্গ কর্ত্তৃক বেদের সকল স্থানেই অগ্নি, ত্রিলোকনাথ ইন্দ্র বা বরুণ প্রভৃতি অপরাপর দেবগণেরও স্তুতিগানের বিষয় অভিহিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥ পরন্তু, যেমন গঙ্গাদেবী অনন্ত প্রবাহময়ী হইলেও একমাত্র তাঁহার পূজা করিলেই সেই সমস্ত প্রবাহরাশির পূজা সিদ্ধ হয়, সেইরূপ, মহর্ষিগণ, সমস্ত দেবগণ মধ্যে বিমল-সত্ত্বরাশি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনাতেই সমস্ত দেবের অর্চ্চনা সিদ্ধ হয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ২২ ॥ দূরদর্শী পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটীকেই প্রমাণ বলিয়া থাকেন; অপর নৈয়ায়িক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপমানকে লইয়া চারিটী বলেন; আবার কোন কোন মহামতিমান্ অর্থাপত্তিকেও লইয়া পঞ্চ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। পরন্তু, পৌরাণিক মনীষিগণ বলেন যে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী এবং সাক্ষিরূপ ও ঐতিহ্যকে লইয়া প্রমাণ সাতটী। ফলতঃ যিনি এই

চত্বার্য্যেবেতরে প্রাহুরুপমানযুতানি চ।
অর্থাপত্তিযুতান্যন্যে পঞ্চপ্রাহুর্মহাধিয়ঃ॥ ২৪॥
সপ্ত পৌরাণিকাশ্চৈব প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
এতৈঃ প্রমাণৈর্দুর্জ্ঞেয়ং যদ্ব্রহ্ম পরমঞ্চ তৎ॥ ২৫॥
বিতর্কশ্চাত্র কর্ত্তব্যো বুদ্ধ্যা চৈবাগমেন চ।
নিশ্চয়াত্মিকয়া যুক্ত্যা বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ॥ ২৬॥
প্রত্যক্ষতস্তু বিজ্ঞানং চিন্ত্যং মতিমতা সদা।
দৃষ্টান্তেনাপি সততং শিষ্টমার্গানুসারিণা॥ ২৭॥
বিদ্বাংসোঽপি বদন্ত্যেবং পুরাণৈঃ পরিগীয়তে।
দ্রুহিণে সৃষ্টিশক্তিশ্চ হরৌ পালনশক্তিতা॥ ২৮॥

সপ্তপ্রমাণানি। এতৈরিতি। এতৈরনেকধা ভেদভিন্নৈঃ প্রমাণৈর্দুর্জ্ঞেয়ং যৎ পরং ব্রহ্ম তদেব পরমং মুখ্যং জগৎকারণমস্তীতি বেদান্তা আহুরিতি শেষঃ॥ ২৫॥ এবমেতানি সর্ব্বমতানি বেদে এব সন্তি তত্র কিং মতং মুখ্যমিতি বিমর্শো দুর্ঘট এব তথাপি যত্র শ্রুতিবাক্যানাং পরস্পরং বিরোধস্তত্রোপক্রমোপসংহারাদিলিঙ্গৈঃ শ্রুতিতাৎপর্য্যং নির্ণীয় তাৎপর্য্যবতী শ্রুতিঃ প্রবলেতি সিদ্ধান্ত উত্তরমীমাংসায়ামুক্তঃ। ননু তেন সিদ্ধান্তেন ব্রহ্মৈব জগৎকারণমিতি সিধ্যতীতি চেত্তত্রানুমানেনাগমেন শ্রুতিবাক্যেন চ তদ্ব্রহ্ম কিং সশক্তিকং জগৎকারণমুত শক্তিরহিতমিতি বিচারঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ বিতর্ক ইতি অনুমানমিত্যর্থঃ। বুদ্ধ্যোত্যাস্যার্থো নিশ্চয়াত্মিকয়া যুক্ত্যেতি॥ ২৬॥ প্রত্যক্ষত ইতি। কিঞ্চ মতিমতা প্রত্যক্ষতো যদ্বিজ্ঞানং তদপি চিন্ত্যং গ্রাহ্যং প্রমাণত্বেনেত্যর্থঃ। শিষ্টমার্গঃ শিষ্টাচারস্তদনুসারিণা দৃষ্টান্তেন ব্যাপ্তিগ্রাহকেণাপি সততমনুমেয়মিতি শেষঃ॥ ২৭॥ তমেব দৃষ্টান্তমাহ বিদ্বাংসোঽপীতি। কিন্তদ্গীয়তে তদাহ দ্রুহিণে ইতি। ইত্থমনেকদৃষ্টান্তৈর্বস্তুমাত্রে শক্তিমত্ত্বব্যাপ্তিগ্রাহ্যেতি ভাবঃ॥২৮—২৯॥

সমস্ত প্রমাণাদির দুর্জ্ঞেয় তিনিই পরাৎপর পরম ব্রহ্ম॥ ২৩—২৫॥ যদিচ এ সমস্ত মতই বেদে গূঢ়ভাবে নিহিত আছে তথাপি শ্রুতিসকলের আপাততঃ বিরোধ থাকায় ব্রহ্মনিরূপণ দুর্ঘট জানিবেন তন্মধ্যে তাৎপর্য্যবতী শ্রুতির প্রাবল্যহেতু সেই প্রবল শ্রুতির মতানুসারেই ঐ সমস্ত পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতির বিরোধ ভঞ্জনপূর্ব্বক ব্রহ্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাও যেরূপে করিতে হইবে বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে ঋষিগণ! এই ব্রহ্মনিরূপণবিষয়ে সদ্বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক নিশ্চয়াত্মিকা যুক্তি এবং শাস্ত্র দ্বারা বারংবার বিচার করিয়া অনুমান করাই বিধেয়। পরন্তু, যাহা প্রত্যক্ষরূপে জানিতে পারা যায়, অথবা শিষ্টাচার অনুগামি দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুমিত হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সর্ব্বদা তাহাই গ্রহণীয়॥ ২৬—২৭॥ (এক্ষণে সেই দৃষ্টান্তের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন্) তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ বলেন এবং পুরাণেও এইরূপ পরিগীত আছে যে, পিতামহ ব্রহ্মাতে সৃষ্টিকরণশক্তি, হরিতে পালনশক্তি আর রুদ্রে সংহারশক্তি; সেইরূপ সূর্য্যে প্রকাশিকাশক্তি; অনন্ত ও কূর্ম্মদেবে পৃথিবীধারণশক্তি, অগ্নিতে দাহিকাশক্তি এবং বায়ুতে প্রেরণাত্মিকাশক্তি; অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞ

হরে সংহারশক্তিশ্চ সূর্য্যে শক্তিঃ প্রকাশিকা।
ধরাধরণশক্তিশ্চ শেষে কূর্ম্মে তথৈব চ ॥ ২৯ ॥
সাদ্যা শক্তিঃ পরিণতা সর্ব্বস্মিন্ যা প্রতিষ্ঠিতা।
দাহশক্তিস্তথা বহ্নৌ সমীরে প্রেরণাত্মিকা ॥ ৩০ ॥
শিবোঽপি শবতাং যাতি কুণ্ডলিন্যা বিবর্জ্জিতঃ।
শক্তিহীনস্তু যঃ কশ্চিদসমর্থঃ স্মৃতো বুধৈঃ ॥ ৩১ ॥
এবং সর্ব্বত্র ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং ব্রহ্মাণ্ডেঽস্মিন্মহাতপাঃ ! ॥ ৩২ ॥
শক্তিহীনন্তু নিন্দ্যং স্যাদ্বস্তুমাত্রং চরাচরম্।
অশক্তঃ শত্রুবিজয়ে গমনে ভোজনে তথা ॥ ৩৩ ॥
এবং সর্ব্বগতা শক্তিঃ সা ব্রহ্মেতি বিবিচ্যতে।
সোপাস্যা বিবিধৈঃ সম্যগ্বিচার্য্যা সুধিয়া সদা ॥ ৩৪ ॥

সাদ্যেতি। যা সর্ব্বস্মিন্নাদ্যাশক্তিরস্তি সা শক্তিঃ পরিণতা তত্তচ্ছক্তিরূপেণেত্যর্থঃ ॥৩০—৩২॥ তথেতি। বিদ্বাংসো বদন্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ এবমিতি। যথা অত্র সর্ব্বপদার্থত্বাবচ্ছেদেন শক্তিমত্ত্বব্যাপ্তির্গৃহীতা তথা ব্রহ্মণোঽপি পদার্থত্বাবচ্ছিন্নত্বেন শক্তিরস্তি। সা চ শক্তিঃ সামর্থ্যরূপা ন স্বাশ্রয়াদ্ভিন্না ভাসতে অগ্নিশক্ত্যাদাবদৃষ্টত্বাৎ। কিন্তভিন্নৈব তদেব দর্শয়িতুমেবং সর্ব্বগতা শক্তিঃ সা ব্রহ্মেতি বিবিচ্যতে ইত্যনেন স্বাশ্রয়াভেদ এবোক্তঃ। তথাচ শ্রুতিপ্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম মায়া বা এষা নারসিংহীতি ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে ইত্যাদিশ্রুতিভিরনুমানাদিভিশ্চ সশক্তিকমেব জগৎকারণমিতি তদেবোপাস্যমিতি ভাবঃ। এতেন কা সা শক্তিরিত্যস্যোত্তরং ব্রহ্মসামর্থ্যরূপা শক্তিরস্তীতি বোধিতং সোপাস্যেতি। যতো ব্রহ্মভিন্না ন শক্তিস্ততস্তস্যা ভজনেঽগ্নিশক্ত্যাং হোমেঽগ্নৌ হোমস্যার্থসিদ্ধত্ববদ্ব্রহ্মণ উপাসনং জাতমেবেতি সর্ব্বেষাং কারণভূতা সৈব শক্তিঃ সাম্যাবস্থাত্মিকোপাস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণু-

---

বিরাজিতা সেই আদ্যাশক্তিই তত্তৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহারাদিরূপে পরিণতা জানিবেন ॥ ২৮—৩০ ॥ এই জগতের যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন শক্তিবিহীন হইলে কোন কার্য্যেই সমর্থ হয় না। অধিক আর কি বলিব যদি স্বয়ং সদাশিব ও সেই কুলকুণ্ডলিনীশক্তি-পরিবর্জ্জিত হয়েন তাহা হইলে তিনিও শবত্ব প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়েন ॥ ৩১ ॥ ফলতঃ হে তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহর্ষিগণ! এইরূপ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সর্ব্বভূতেই তিনি প্রতিনিয়তই বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব সচরাচর এই সমস্ত জগৎ শক্তিহীন হইলেই একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; কি শত্রুবিজয় কি গমন ভোজনাদি শরীরনির্ব্বাহ ক্রিয়া কিছুতেই সমর্থ হয় না ॥ ৩৩ ॥ যেরূপ সেই ব্রহ্ম সর্ব্বত্রব্যাপিয়া সকল বস্তুতে অবস্থিত আছেন সেইরূপ তাঁহার শক্তিও সর্ব্বত্র বিরাজিত; বস্তুতঃ শক্তি আর শক্তিমান্ এই উভয়ের অভিন্নতাহেতু বেদান্তাদিশাস্ত্রে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপেই বিবেচিত হয়েন, অতএব সেই ব্রহ্মরূপিণী

বিষ্ণৌ চ সাত্ত্বিকী শক্তিস্তয়া হীনোঽপ্যকর্ম্মকৃৎ।
দ্রুহিণে রাজসী শক্তির্যয়া হীনো হ্যসৃষ্টিকৃৎ॥ ৩৫॥
শিবে চ তামসী শক্তিস্তয়া সংহারকারকঃ।
ইত্যূহ্যং মনসা সর্ব্বং বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ॥ ৩৬॥
শক্তিঃ করোতি ব্রহ্মাণ্ডং সা বৈ পালয়তেঽখিলম্।
ইচ্ছয়া সংহরত্যেষা জগদেতচ্চরাচরম্॥ ৩৭॥
ন বিষ্ণুর্ন হরঃ শক্রো ন ব্রহ্মা ন চ পাবকঃ।
ন সূর্য্যো বরুণঃ শক্তাঃ স্বে স্বে কার্য্যে কথঞ্চন॥ ৩৮॥
তয়া যুক্তা হি কুর্ব্বন্তি স্বানি কার্য্যাণি তে সুরাঃ।
সৈব কারণকার্য্যেষু প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে॥ ৩৯॥

রুদ্রাদিষু প্রসিদ্ধেষন্বয়ব্যতিরেকং দর্শয়ংস্তেষামেকৈকগুণবত্তয়া ন্যূনত্বেন নোপাসনার্হত্বং শ্রীভগবত্যপেক্ষয়েতি দর্শয়তি বিষ্ণৌ চেতি॥ ৩৫—৩৬॥ কুতো জাতেত্যস্যোত্তরমাহ শক্তিঃ করোতীতি। যা সর্ব্বস্য কর্ত্রী সা কস্মাদুৎপদ্যেতানবস্থাপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ। অতএব শক্তেঃ শক্ত্যান্তরকল্পনমপ্যনুচিতমিত্যর্থাদ্বোধ্যম্॥ ৩৭—৩৯॥ সগুণেতি। একৈকগুণবিশিষ্টেত্যর্থঃ।

শক্তিই সকলের আরাধ্যা এবং সর্ব্বদা বিবিধশাস্ত্র ও সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা সম্যক্ বিচারণীয়া জানিবেন॥ ৩৪॥ ঋষিগণ! বিষ্ণুতে সাত্ত্বিকী শক্তি বিদ্যমান আছেন বলিয়াই তিনি পালনকার্য্যে সমর্থ; অন্যথা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মাও যে শক্তিবিহীন হইলে সৃষ্টিকার্য্যে অশক্ত হয়েন সেই রাজসী শক্তি তাঁহাতে সর্ব্বদা বিরাজিত থাকে বলিয়াই তিনি সৃষ্টি করণে সমর্থ। ঐরূপ রুদ্রদেবে তামসী শক্তি বর্ত্তমান আছে বলিয়াই তদ্দ্বারা তিনি সংহারক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন। অতএব, এই মহৎ বিরাট্রূপ অনন্তব্রহ্মাণ্ডে কার্য্যক্ষম যে কোন জীব আছে তাহারা সকলেই যে সেই অনাদি অনির্ব্বচনীয় শক্তিপ্রভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহা অন্তরে বারংবার বিচার করিয়া সর্ব্বত্র সেই ব্রহ্মাত্মিকাশক্তির অধ্যাহার করিয়া লইতে হইবে। (ফলতঃ এই জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহাতে সেই পরমশক্তিরূপিণী বিরাজমান নাই॥) ৩৫—৩৬॥ হে মহর্ষিগণ! যদিচ স্থূলদর্শীদিগের আপাতত দৃষ্টিতে ব্রহ্মাদিদেবগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট্যাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞপুরুষেরা বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন যে, সেই শক্তিই নিজ ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাদিদেবের অন্তরে থাকিয়া এই চরাচর অনন্তব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও সংহারাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন; সুতরাং সেই পরব্রহ্মরূপিণী শক্তিই ইহাঁদের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে না থাকিলে ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু কি মহাদেব বা ইন্দ্র বা অগ্নি কি সূর্য্য কি বরুণ ইহাঁরা কেহই কোনরূপে নিজ নিজ কার্য্য পরিচালনে সমর্থ হয়েন না॥ ৩৭—৩৮॥ সেই ব্রহ্মময়ীশক্তিই যে এই জগতের সমস্ত কার্য্যের অভ্যন্তরে গূঢ় কারণরূপে নিহিত আছেন তাহাত প্রত্যক্ষরূপেই

সগুণা নির্গুণা সা তু দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ ॥ ৪০ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং স্বামিনী সা নিরাকুলা।
দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামান্ পূজিতা বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪১ ॥
ন জানন্তি জনা মূঢ়াস্তাং সদা মায়য়াবৃতাঃ।
জানন্তোঽপি নরাঃ কেচিন্মোহয়ন্তি পরানপি ॥ ৪২ ॥
পণ্ডিতাঃ স্বোদরার্থং বৈ পাষণ্ডানি পৃথক্ পৃথক্।
প্রবর্ত্তয়ন্তি কলিনা প্রেরিতা মন্দচেতসঃ ॥ ৪৩ ॥
কলাবস্মিন্মহাভাগা নানা ভেদসমুত্থিতাঃ।
নান্যে যুগে তথা ধর্ম্মা বেদবাহ্যাঃ কথঞ্চন ॥ ৪৪ ॥
বিষ্ণুশ্চরত্যসাবুগ্রং তপো বর্ষাণ্যনেকশঃ।
ব্রহ্মা হরস্ত্রয়ো দেবা ধ্যায়ন্তঃ কমপি ধ্রুবম্ ॥ ৪৫ ॥

নির্গুণা সাম্যাবস্থোপাধিকব্রহ্মরূপেত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪৫ ॥ যদি ব্রহ্মাদয়ো মুখ্যাস্তর্হি তেঽন্যং

জানা যাইতেছে। অতএব, সেই ব্রহ্মাদিসুরগণ যে সেই শক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় ভারার্পিত কার্য্যসকল নিষ্পাদন করিয়া থাকেন তাহার আর সংশয় কি? ॥ ৩৯ ॥ পরন্তু, হে ঋষিগণ! তিনি স্বরূপতঃ একমাত্র অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপিণী হইলেও মনীষিগণ সাধকদিগের অধিকার অনুসারে সগুণ ও নির্গুণ অর্থাৎ গুণসাম্যাবস্থায় উপহিত ব্রহ্ম রূপ-ভেদে উপাসনা বিষয়ে দুই প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তন্মধ্যে সংসার অনুরাগী ভোগবিলাসী জীব সগুণ ব্রহ্মেরই অর্চ্চনা করিয়া থাকে আর বিষয়বিরাগী নিষ্কাম সাত্ত্বিক পুরুষেরা নির্গুণের উপাসনা করত ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞানলাভে অধিকারী হয়েন। (এই সংসার মধ্যে যাহারা অত্যন্ত ভেদজ্ঞানী সেই সমস্ত নিকৃষ্ট সাধক সগুণের মধ্যেও আবার এক একটী গুণকে অর্থাৎ কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রাজস কেহ বা তামস ভাব আশ্রয়পূর্ব্বক নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টায় নিরত থাকেন।) ফলতঃ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম কি মোক্ষ এ সমস্তেরই অধীশ্বরী সেই অচল কূটস্থ চৈতন্যরূপিণীকেই জানিবেন; তিনি ভক্তিভাবে যথাবিহিত সমর্চ্চিত হইলে, ভক্ত সাধককে যে অভিলষিত ফল প্রদান করেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৪০—৪১ ॥ হে মহর্ষিগণ! ইহ সংসারে নিরন্তর মায়াসমাচ্ছন্ন মূঢ়মতি ব্যক্তিরাত তাঁহাকে একেবারেই জানিতে পারে না। কোন কোন মনুষ্য আবার কথঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াও অপরকে বিমোহিত করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আবার কতকগুলি পণ্ডিত কলিদেবপ্রেরিত হইয়া এতদূর দুর্ম্মতি হইয়া পড়েন যে, তাঁহারা কেবল স্বীয় উদর ভরণের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পাষণ্ড সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনা করিয়া থাকেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ হে মহাভাগ ঋষিগণ! কেবল এই কলিযুগেই নানাপ্রকার ভেদবুদ্ধি কল্পিত হইয়া ধর্ম্মও বিবিধ

কাময়ানাঃ সদা কামং তে ত্রয়ঃ সর্ব্বদৈব হি।
যজন্তি যজ্ঞান্ বিবিধান্ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥ ৪৬॥
তে বৈ শক্তিং পরাং দেবীং ব্রহ্মাখ্যাং পরমাত্মিকাম্।
ধ্যায়ন্তি মনসা নিত্যং নিত্যাং মত্বা সনাতনীম্॥ ৪৭॥
তস্মাচ্ছক্তিঃ সদা সেব্যা বিদ্বদ্ভিঃ কৃতনিশ্চয়ৈঃ।
নিশ্চয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং জ্ঞাতব্যো মুনিসত্তমাঃ!॥ ৪৮॥
কৃষ্ণাচ্ছ্রুতং ময়া চৈতত্তেন জ্ঞাতন্তু নারদাৎ।
পিতুঃ সকাশাত্তেনাপি ব্রহ্মণা বিষ্ণুবাক্যতঃ॥ ৪৯॥
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যমন্যেষাং বচনং বুধৈঃ।
শক্তিরেব সদা সেব্যা বিদ্বদ্ভিঃ কৃতনিশ্চয়ৈঃ॥ ৫০॥

কিমিতি ভজেয়ুর্ভজন্তি চ তস্মান্ন তে মুখ্যাঃ কিন্তু পরা শক্তিরেবেতি ভাবঃ ॥৪৬॥ পরং ব্রহ্মৈব তস্য রূপং নান্যদস্তীত্যভিপ্রায়েণ ব্রহ্মাত্মিকামিত্যুক্তম্। স্পষ্টীকৃতং চৈতদস্মাভিরুপো-দ্ঘাতে॥ ৪৭—৪৯॥ যথা গজশরীরে প্রবিষ্টস্য চৈতন্যস্য গজ ইতি ব্যবহারস্তথা প্রথমতো

প্রকারে সমুদিত হইয়াছে; কিন্তু সত্যত্রেতাদি অপর কোন যুগে কখনই আর এরূপ বেদ বহির্ভূত ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় নাই॥ ৪৪॥ আরও দেখুন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু কি রুদ্র ইহাঁরা সকল দেবের প্রধান হইয়াও কোন অনির্ব্বচনীয় নিত্য পদার্থের ধ্যান পূর্ব্বক বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন? সেই তিন দেব (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর) অবশ্যই স্বীয় স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনায় সর্ব্বদা বিবিধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। (বস্তুতঃ ইহাঁরা যদি স্বয়ং স্বতন্ত্র পরমেশ্বর হইতেন, তাহা হইলে কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান বা ধ্যানাদির প্রয়োজন কেন? অতএব জানিবেন যে, সেই পরাৎপরা চিদানন্দ ব্রহ্মরূপিণী পরাশক্তিই মুখ্যরূপা ও সর্ব্বারাধ্যা)॥ ৪৫—৪৬॥ হে ঋষিগণ! ব্রহ্মাদি সুরবৃন্দ এই জগতের বন্দনীয় সত্য; কিন্তু তাঁহারাও সেই পরমাত্মরূপিণী নিত্যস্বরূপা সনা-তনী ব্রহ্মময়ী পরাশক্তিকে নিরন্তর অন্তরে ধ্যান করিয়া থাকেন॥ ৪৭॥ হে মুনিসত্তমগণ! এই ভূমণ্ডল মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাদৃশ বিদ্বান্ পুরুষদিগের সেই পরব্রহ্মরূপা পরাশক্তিই যে অর্চ্চনীয়া তাহাতে আর সংশয় কি? বস্তুতঃ ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবেন॥ ৪৮॥ ঋষিগণ! পাদ্মকল্পে পিতামহ ব্রহ্মা যখন বিমোহিত হইয়া পড়েন; তৎকালে তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট এই গূঢ় তত্ত্বের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। পরে দেবর্ষি নারদ নিজ পিতা ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত হইয়া আমার গুরুদেব বেদব্যাসকে উপদেশ করেন; আমি সেই গুরুদেব ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কৃপা-তেই এই পরম তত্ত্ব লাভ করিয়াছি জানিবেন॥ ৪৯॥ হে মহর্ষিবৃন্দ! ইহ সংসারে যাঁহারা মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া প্রকৃততত্ত্ব নিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন, তাদৃশ বিদ্ব-

প্রত্যক্ষমপি দ্রষ্টব্যমশক্তস্য বিচেষ্টিতম্।
অতঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু জ্ঞাতব্যা শক্তিরেব হি ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে
আরাধ্যনির্ণয়ো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

মায়াশরীরে প্রবিষ্টস্য চৈতন্যস্য মায়াশক্তিরিতি ব্যবহারস্তদনন্তরং গুণোৎপাদাদেকৈকগুণ-বিশিষ্টমায়াশবলব্রহ্মণ এব ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্র ইত্যাদিব্যবহারস্তথা চ সর্ব্বকারণং ব্রহ্ম মায়াশক্তি-সহিতমেব ভবতীতি মায়াশক্তির্দ্দেবীভগবতীত্যাদিমুখ্যশব্দৈরেবোপাস্যেত্যাহ শক্তিরে-বেতি ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ন্মগুলীর কর্ত্তব্য এই যে অপর কাহারও অসার উপদেশ শ্রবণ বা মনন না করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত একমাত্র সেই পরাশক্তিরূপা জগদম্বিকার চরণসেবায় নিরত থাকেন বিশেষতঃ এই ভূমণ্ডল মধ্যে রক্ত, অস্থি ও মাংসপিণ্ডময় শোণিত শুক্রের পরিণাম স্বরূপ জড়পিণ্ড দেহাদিরও যে, সেই অনির্ব্বচনীয় চৈতন্যরূপিণী শক্তিপ্রভাবে প্রয়োজন মত সঞ্চা-লনাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে তাহা ত একবার অন্তরে ভাবিয়া দেখিলেই প্রত্যক্ষ রূপে দৃষ্ট হইবে। অতএব, ঋষিগণ! স্থাবর জঙ্গমাদি প্রাণিজাত মাত্রেই নিরন্তর সেই একমাত্র নিত্যানন্দময়ী চিৎশক্তিই বিরাজিতা জানিবেন ॥ ৫০—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
আরাধ্যনির্ণয়নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

যদা বিনির্গতা নিদ্রা দেহাত্তস্য জগদ্গুরোঃ।
নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ ॥ ১ ॥
নিঃসৃত্য গগনে তস্থৌ তামসী শক্তিরুত্তমা।
উদতিষ্ঠজ্জগন্নাথো জৃম্ভমাণঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২ ॥
তদাঽপশ্যৎ স্থিতন্তত্র ভয়ত্রস্তং প্রজাপতিম্।
উবাচ চ মহাতেজা মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

কিমাগতোঽসি ভগবংস্তপস্ত্যক্ত্বাঽত্র পদ্মজ!।
কস্মাচ্চিন্তাতুরোঽসি ত্বং ভয়াকুলিতমানসঃ ॥ ৪ ॥

সপ্তাশীতিমহাশ্লোকৈর্মধুকৈটভয়োর্বধঃ।
দেবীপ্রসাদাদ্ধরিণা কৃত ইত্যেতদুচ্যতে ॥

মধুকৈটভবধকথায়াং প্রসঙ্গাগতং বিচারং সমাপ্য পুনস্তামেব কথামুত্থাপয়তি সূতঃ যদা বিনির্গতেতি। যদা দেহাৎ সা নিদ্রা নিদ্রাভিমানিনী দেবতা নির্গতা তদা সা নিদ্রাভিমানিনী মহাকালী তামসী শক্তির্গগনে মূর্ত্তিমতী তস্থৌ তয়োর্দৈত্যয়োর্মোহার্থম্ ॥ ১—৩ ॥

(কস্মাদ্ধেতোস্তপোঽপি বিহায় ভবানত্রাগতঃ কিন্তৎ ভীতিকারণং শীঘ্রং বদ ইত্যাহ। কিমিতি। চিন্তয়া প্রবলয়া দুর্ভাবনয়া আতুরঃ পীড়িতঃ যতো ব্যাকুলিতমনা লক্ষ্যসে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! যে মুহূর্ত্তে সেই যোগনিদ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সর্ব্বোত্তমা তামসীশক্তিরূপা (মহাকালী) জগদ্গুরু ভগবান্ বিষ্ণুর নেত্রযুগল, বদনমণ্ডল, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও বক্ষঃস্থল অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে দেহস্থ সমস্ত অবয়ব হইতে বিনিঃসৃতা হইয়া মধুকৈটভকে বিমোহিত করিবার নিমিত্ত সম্মুখস্থ আকাশমণ্ডলে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমতীরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন; তৎক্ষণাৎ জগৎপতি বিষ্ণু বারংবার জৃম্ভণ পরিত্যাগ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিলেন। পরন্তু, সেই সময় তিনি উঠিয়াই স্বীয় সমীপে অবস্থিত ভয়ত্রস্তকলেবর প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইলেন এবং মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন ॥ ১—৩ ॥

ভগবন্ কমলসম্ভব! নিজ তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া এস্থলে কিজন্য আগমন করিয়াছ? তুমি ভয়ব্যাকুলিত অন্তরে এত চিন্তায় কাতর হইতেছ কেন? ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ত্বৎকর্ণমলজৌ দেব! দৈত্যৌ চ মধুকৈটভৌ।
হন্তুং মাং সমুপায়াতৌ ঘোররূপৌ মহাবলৌ ॥ ৫ ॥
ভয়াত্তয়োঃ সমায়াতস্ত্বৎসমীপং জগৎপতে!।
ত্রাহি মাং বাসুদেবাদ্য ভয়ত্রস্তং বিচেতসম্ ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

তিষ্ঠাদ্য নির্ভয়ো জাতস্তৌ হনিষ্যাম্যহং কিল।
যুদ্ধায়াজগ্মতুর্মূঢ়ৌ মৎসমীপং গতায়ুষৌ ॥ ৭ ॥

সূত উবাচ।

এবং বদতি দেবেশে দানবৌ তৌ মহাবলৌ।
বিচিন্বানাবজঞ্চোভৌ সম্প্রাপ্তৌ মদগর্ব্বিতৌ ॥ ৮ ॥
নিরাধারৌ জলে তত্র সংস্থিতৌ বিগতজ্বরৌ।
তাবূচতুর্ম্মদোন্মত্তৌ ব্রহ্মাণং মুনিসত্তমাঃ! ॥ ৯ ॥

নেদং সামান্যং ভীতিকারণং পরন্তু ভবচ্ছরীরমলোৎপন্নৌ প্রবলৌ দৈত্যাবেব মাং হন্তুং সমুদ্যতৌ অত আত্মত্রাণার্থমেব ভবন্তং শরণত্বেনানুপ্রাপ্ত ইত্যত আহ ত্বৎকর্ণমলজাবিতি ॥৫-৬॥ তিষ্ঠেতি। কিল নিশ্চয়ে। গতং ক্ষীণং আয়ুর্যয়োস্তৌ। ভাবিনি ভূতবদুপচার ইতি ন্যায়াৎ ॥ ৭—৯ ॥ পশ্যতোঽস্যৈবেতি অনাদরে ষষ্ঠী। পশ্যন্তমেনমনাদৃত্য জঘন্যবত্তুচ্ছীকৃত্য

ব্রহ্মা কহিলেন, দেব! আপনার কর্ণমলসম্ভূত মহাবলসম্পন্ন অতি ভীষণমূর্ত্তি মধু আর কৈটভ নামে দুই দৈত্য আমার সংহারের নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ আমি তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি; অধিক কি, ভয়ে কাতর হইয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি। হে জগন্নিবাস! আপনিই এই বিশ্বজগতের পালয়িতা; অতএব অদ্য আমায় রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

হে মহর্ষিবৃন্দ! ভগবান্ বিষ্ণু প্রজাপতির এতাবৎ বিপদ্‌বার্ত্তা শ্রবণে কহিলেন। ব্রহ্মন্! এক্ষণে তুমি নির্ভয়ে অবস্থান কর, সেই ক্ষীণায়ুঃ মূঢ়দ্বয় যুদ্ধার্থে আমার নিকট আসিলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে নিহত করিব ॥ ৭ ॥

সূত কহিলেন, হে মুনিসত্তমগণ! সুরেশ্বর বিষ্ণু ব্রহ্মাকে এইরূপ অভয়দানের কথা বলিতেছেন এমন সময় সেই মহাবল অসুরদ্বয় পদ্মযোনির অনুসন্ধান করিতে করিতে উভয়েই মদগর্ব্বিত হইয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল ॥ ৮ ॥ তাহারা সেই প্রলয়প্লাবিত সাগরবারিমধ্যে অবলীলাক্রমে নিরবলম্বনে অবস্থিত হইয়া মদোন্মত্ত ভাবে ব্রহ্মাকে কহিল, তুমি পলায়নপূর্ব্বক ইহার নিকট আসিয়াছ তাহাতেই বা কি হইবে? যুদ্ধ কর, ইহারই নিকটে

পলায়িত্বা সমায়াতঃ সন্নিধাবস্য কিং ততঃ।
যুদ্ধং কুরু হনিষ্যাবঃ পশ্যতোঽস্যৈব সন্নিধৌ ॥ ১০ ॥
পশ্চাদেনং হনিষ্যাবঃ সর্ব্বভোগোপরিস্থিতম্।
ত্বমদ্য কুরু সংগ্রামং দাসোঽস্মীতি চ বা বদ ॥ ১১ ॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণুস্তাবুবাচ জনার্দ্দনঃ।
কুরুতাং সমরং কামং ময়া দানবপুঙ্গবৌ ॥ ১২ ॥
হরিষ্যামি মদঞ্চাহং যুবয়োর্ম্মত্তয়োঃ কিল।
আগচ্ছেতাং মহাভাগৌ শ্রদ্ধা চেদ্বাং মহাবলৌ ॥ ১৩ ॥

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা তদ্বচনঞ্চোভৌ ক্রোধব্যাকুললোচনৌ।
নিরাধারৌ জলস্থৌ চ যুদ্ধোদ্যুক্তৌ বভূবতুঃ ॥ ১৪ ॥
মধুশ্চ কুপিতস্তত্র হরিণা সহ সংযুগম্।
কর্ত্তুং প্রচলিতস্তূর্ণং কৈটভস্তু তথা স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
বাহুযুদ্ধং তয়োরাসীন্মল্লয়োরিব মত্তয়োঃ।
শ্রান্তে মধৌ কৈটভস্তু সংগ্রামমকরোত্তদা ॥ ১৬ ॥

ইত্যর্থঃ ॥ ১০—১২ ॥ মদমত্তাভ্যাং যুবাভ্যাং সর্ব্বথা গর্ব্বো ন কর্ত্তব্যঃ। অহমেব শীঘ্রং

ইহারই সমক্ষে তোমাকে বিনাশ করিব; তাহার পর সর্ব্ব ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যের উপরি কর্ত্তৃত্বকারী ইহাঁকেও নিহত করিব। এক্ষণে তুমি হয় যুদ্ধ কর না হয় এই কথা বল যে আমি তোমাদিগের দাস ॥ ৯—১১ ॥

জনার্দ্দন বিষ্ণু তাহাদিগের এই কথা শুনিয়া কহিলেন তোমরা যদি আপনাদিগকে দানবকুলের প্রধান বলিয়া মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি অনুমতি করিতেছি আমার সহিত আসিয়া যুদ্ধ কর। তোমরা উভয়েই অত্যন্ত বলপ্রভাবসম্পন্ন বটে, কিন্তু অতিশয় উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছ; যদি শ্রদ্ধা হয় আর প্রকৃত বলশালী হও তবে আগমন কর অদ্য আমি তোমাদের এই মদগর্ব্ব চূর্ণ করিব ॥ ১২—১৩ ॥

মহর্ষিগণ! দৈত্যদ্বয় ভগবান্ বিষ্ণুর এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধাকুলিতনেত্রে বিনা অবলম্বনে সেই জলের উপরিভাগে থাকিয়াই যুদ্ধার্থে সমুদ্যত হইল ॥ ১৪ ॥ পরন্তু, প্রথমে মধুই কুপিত হইয়া দুর্জ্জনদর্পহারী মধুসূদনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রচণ্ডবেগে প্রধাবিত হইল; আর কৈটভ সেই স্থলেই উপবিষ্ট রহিল ॥ ১৫ ॥ তদনন্তর বলমত্ত মল্লের ন্যায় তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর বাহুযুদ্ধ আরব্ধ হইল। কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া মধু শ্রান্ত হইলে

পুনর্ম্মধুঃ কৈটভশ্চ যুযুধাতে পুনঃপুনঃ।
বাহুযুদ্ধেন রাগান্ধৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৭ ॥
প্রেক্ষকস্তু তদা ব্রহ্মা দেবী চৈবান্তরিক্ষগা।
ন মম্লতুস্তদা তৌ তু বিষ্ণুস্তু গ্লানিমাপ্তবান্ ॥ ১৮ ॥
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি যদা জাতানি যুধ্যতা।
হরিণা চিন্তিতং তত্র কারণং মরণে তয়োঃ ॥ ১৯ ॥
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ময়া যুদ্ধং কৃতং কিল।
ন শ্রান্তৌ দানবৌ ঘোরৌ শ্রান্তোঽহং চৈতদদ্ভুতম্ ॥ ২০ ॥
ক্ব গতং মে বলং শৌর্য্যং কস্মাচ্চেমাবনাময়ৌ।
কিমত্র কারণং চিন্ত্যং বিচার্য্য মনসা ত্বিহ ॥ ২১ ॥
ইতি চিন্তাপরং দৃষ্ট্বা হরিং হর্ষপরাবুভৌ।
ঊচতুস্তৌ মদোন্মত্তৌ মেঘগম্ভীরনিঃস্বনৌ ॥ ২২ ॥
তব নো চেদ্বলং বিষ্ণো! যদি শ্রান্তোঽসি যুদ্ধতঃ।
ব্রূহি দাসোঽস্মি বাং নূনং কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্ ॥ ২৩ ॥

যুবয়োর্ম্মদং বিনাশয়িষ্যামীত্যাহ। হরিষ্যামীতি ॥ ১৩—১৭ ॥ অন্তরীক্ষগা দেবী মহাকালী তামসী শক্তিরিত্যর্থঃ। "নিঃসৃত্য গগনে তস্থৌ তামসী শক্তিরুত্তমা" ইতি পূর্ব্বোক্তত্বাৎ। মধুকৈটভয়োর্হরিণা সহ ক্রমশো বাহুযুদ্ধেন কিং জাতং তদাহ ন মম্লতুরিতি।) ন মম্লতুর্ন ম্লানৌ বভূবতুঃ ॥ ১৮—২০ ॥ (অনাময়ৌ নীরোগৌ অপরিশ্রান্তাবিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৫ ॥

অমনি তৎক্ষণাৎ কৈটভ আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৬ ॥ এইরূপে একবার মধু একবার কৈটভ অর্থাৎ তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া মহাপ্রভাবশালী বিষ্ণুর সহিত ক্রমান্বয়ে আসিয়া বারংবার বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ সেই সময়, কেবল পদ্মযোনি ব্রহ্মা আর গগনমণ্ডলে বিরাজমানা দেবী তাঁহাদের সেই যুদ্ধের দর্শক হইয়াছিলেন। সেইরূপে সুচিরকাল সংগ্রাম চলিলেও দৈত্যদ্বয় কিছুতেই ক্লান্ত হইল না; কিন্তু, ভগবান্ বিষ্ণুই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ১৮ ॥ ভগবান্ হরি পঞ্চসহস্র বৎসরকাল নিয়ত যুদ্ধ করিয়া শেষে তাহাদের কিরূপে মৃত্যু হইতে পারে তদ্বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ আমি পাঁচ হাজার বৎসর ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিলাম তথাপি এই ভীষণমূর্ত্তি দুই দানব কিছুমাত্র ক্লান্ত হইল না। অথচ আমি শ্রান্ত হইলাম ইহাই আশ্চর্য্য !! ॥ ২০ ॥ হায়! আমার সেই শৌর্য্য সেই বল কোথায় প্রস্থান করিল !! আর এই দুই জনই বা কি জন্য স্বচ্ছন্দশরীরে রহিয়াছে? এ বিষয়ের কারণ কি তাহা এক্ষণে মনে বিচার করিয়া অবধারণ করা কর্ত্তব্য ॥ ২১ ॥

এদিকে মদোন্মত্ত দৈত্যদ্বয় হরিকে এইরূপ চিন্তাপর দেখিয়া আহ্লাদে অধীর হইয়া মেঘগম্ভীরনাদে কহিল; বিষ্ণো! যদি তোমার আর সামর্থ্য না থাকে, যদি আমাদের সহিত

ন চেদ্‌যুদ্ধং কুরুষ্বাদ্য সমর্থোঽসি মহামতে ! ।
হত্বা ত্বাং নিহনিষ্যাবঃ পুরুষঞ্চ চতুর্ম্মুখম্ ॥ ২৪ ॥

সূত উবাচ ।

শ্রুত্বা তদ্ভাষিতং বিষ্ণুস্তয়োস্তস্মিন্মহোদধৌ ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং সামপূর্ব্বং মহামনাঃ ॥ ২৫ ॥

হরিরুবাচ ।

শ্রান্তে ভীতে ত্যক্তশস্ত্রে পতিতে বালকে তথা ।
প্রহরন্তি ন বীরাস্তে ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ ॥ ২৬ ॥
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কৃতং যুদ্ধং ময়া ত্বিহ ।
একোঽহং ভ্রাতরৌ বাঞ্চ বলিনৌ সদৃশৌ তথা ॥ ২৭ ॥
কৃতং বিশ্রমণং মধ্যে যুবাভ্যাঞ্চ পুনঃ পুনঃ ।
তথা বিশ্রমণং কৃত্বা যুধ্যেঽহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥
তিষ্ঠতাং হি যুবাং তাবদ্‌বলবন্তৌ মদোৎকটৌ ।
বিশ্রম্যাহং করিষ্যামি যুদ্ধং বা ন্যায়মার্গতঃ ॥ ২৯ ॥

ধর্ম্মযুদ্ধলক্ষণমাহ শ্রান্তে ইতি। ত্যক্তানি শস্ত্রাণি আয়ুধানি যেন ॥ ২৬—২৭ ॥) বিশ্রমণং বিশ্রামঃ ॥ ২৮—৩১ ॥ (দেব্যা শক্ত্যা দত্তঃ স্বেচ্ছামৃত্যুরূপো বরো যাভ্যাং তৌ। বাঞ্ছিতং

যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে, মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বল যে অদ্যাবধি আমি প্রকৃতরূপে তোমাদের দাস হইলাম ॥ ২২—২৩ ॥ হে মহামতে! যদি তুমি আমাদের এ কথার সম্মত না হও অথবা যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে আসিয়া যুদ্ধ কর; আমরা অগ্রে তোমাকে নিপাত করিয়া পশ্চাৎ এই চতুর্ম্মুখ পুরুষকে সংহার করিব ॥ ২৪ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! সেই প্রলয়সাগরোপরি নিরালম্বনাস্থিত মধুকৈটভের তাদৃশ গর্ব্বিতবাক্য শ্রবণ করিয়া মনস্বী ভগবান্ বিষ্ণু সান্ত্বনাপূর্ব্বক মধুরবাক্যে কহিলেন ॥ ২৫ ॥ দানবদ্বয়! মহাপ্রভাবসম্পন্ন বীরগণ, সমরশ্রান্ত ভীত শস্ত্রহীন পতিত বা বালক, ইহাদের প্রতি কদাচ প্রহার করেন না এবং ইহাই যুদ্ধবিষয়ে সনাতন ধর্ম্ম ॥ ২৬ ॥ একেত তোমরা উভয় ভ্রাতাই তুল্যবল, তাহাতে আবার দুই জন, আর আমি একাকী; তথাপি পাঁচ হাজার বৎসরকাল যুদ্ধ করিয়াছি। বিশেষতঃ তোমরা উভয়েই মধ্যে মধ্যে বারংবার বিশ্রাম করিয়াছ, কিন্তু আমি একবারও শ্রান্তি দূর করিতে পাই নাই। অতএব এক্ষণে তোমাদের ন্যায় আমিও কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২৭—২৮ ॥ তোমরা উভয়েই যে অত্যন্ত বলমদে উদ্রিক্ত তাহা আমি জানি সেই জন্যই বলিতেছি যে কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর আমি শ্রান্তি দূর করিয়া পুনর্ব্বার আসিয়া ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিব ॥ ২৯ ॥

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য বিশ্রব্ধৌ দানবোত্তমৌ।
সংস্থিতৌ দূরতস্তত্র সংগ্রামে কৃতনিশ্চয়ৌ ॥ ৩০ ॥
অতিদূরে চ তৌ দৃষ্ট্বা বাসুদেবশ্চতুর্ভুজঃ।
দধ্যৌ চ মনসা তত্র কারণং মরণে তয়োঃ ॥ ৩১ ॥
চিন্তনাজ্‌জ্ঞানমুৎপন্নং দেবীদত্তবরাবুভৌ।
কামং বাঞ্ছিতমরণৌ ন মন্নতুরতস্ত্বিমৌ ॥ ৩২ ॥
বৃথা ময়া কৃতং যুদ্ধং শ্রমোঽয়ং মে বৃথা গতঃ।
করোমি চ কথং যুদ্ধমেবং জ্ঞাত্বা বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
অকৃতে চ তথা যুদ্ধে কথমেতৌ গমিষ্যতঃ।
বিনাশং দুঃখদৌ নিত্যং দানবৌ বরদর্পিতৌ ॥ ৩৪ ॥
ভগবত্যা বরো দত্তস্তয়া সোঽপি চ দুর্ঘটঃ।
মরণঞ্চেচ্ছয়া কামং দুঃখিতোঽপি ন বাঞ্ছতি ॥ ৩৫ ॥

মরণং যয়োস্তৌ। স্বেচ্ছয়া বিনা কদাপি এতয়োর্ম্মরণং নৈব স্যাদিতি ভাবঃ ॥৩২—৩৪॥ দেবী-প্রসাদাদেতয়োর্মৃত্যুরেব সুদুর্ঘটঃ যতঃ কোঽপি সহসা মৃত্যুং নাভিলষতীত্যাহ। মরণঞ্চে-

---

সূত কহিলেন। হে মহর্ষিমণ্ডল! ভগবানের ঈদৃশ সুমধুর সামবাক্য শ্রবণে উৎকৃষ্ট বীরধর্ম্মাবলম্বী মধুকৈটভ বিশ্বস্তচিত্ত হইয়া ইহাঁর শ্রান্তি দূরীভূত হইলে পুনর্ব্বার আসিয়া যুদ্ধ করিব এইরূপ মনে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া তথা হইতে অতি দূরদেশে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥ অনুপমভুজচতুষ্টয়সুশোভিত ভগবান্ বাসুদেব তাহাদিগকে অতি দূরদেশে অবস্থিত দেখিয়া মনে মনে তাহাদের মৃত্যুবিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ সুদীর্ঘকাল চিন্তাপ্রভাবে তিনি বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিলেন যে, দেবী ভগবতী তাহাদিগের কামনানুসারে মৃত্যু হইবে এইরূপ বরপ্রদান করিয়াছেন; এবং সেই জন্যই তাহারা সমরে ক্লান্ত হইতেছে না ॥৩২॥ (ভগবান্ বিষ্ণু এই সমস্ত গূঢ় তত্ত্ব নিজ চিন্তাসমুৎপন্ন জ্ঞান প্রভাবে জানিতে পারিয়া এইরূপ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।) হায়! আমি এতকাল বৃথা যুদ্ধ করিলাম; আমার সমস্ত শ্রমই নিষ্ফল হইয়া গেল; এক্ষণে, এই সমস্তের মূল তত্ত্ব জানিতে পারিয়াও আর কি নিমিত্ত নিরর্থক যুদ্ধ করিব ॥ ৩৩ ॥ যদি যুদ্ধ না করি তাহাহইলে সর্ব্বথা দুঃখপ্রদ বরদর্পিত এই দুই দানব কিরূপেই বা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪ ॥ কারণ, এই ত্রিলোকমধ্যে যখন কোন ব্যক্তি ঘোরতর দুঃখসাগরে নিপতিত হইলেও নিজ ইচ্ছানুসারে কদাচ আপনার মৃত্যু কামনা করে না, তখন ইহারা যে স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে; তাহাতে আবার সেই দেবী ভগবতী বরপ্রদান করায় সেটী দুর্ঘটনীয় অর্থাৎ কোন সামান্য উপায়ে তাহাদিগকে

রোগগ্রস্তোঽপি দীনোঽপি ন মুমূর্ষতি কশ্চন ।
কথঞ্চেমৌ মদোন্মত্তৌ মর্তুকামৌ ভবিষ্যতঃ ॥ ৩৬ ॥
নন্বদ্য শরণং যামি বিদ্যাং শক্তিং সুকামদাম্ ।
বিনা তয়া ন সিধ্যন্তি কামাঃ সম্যক্প্রসন্নয়া ॥ ৩৭ ॥
এবং সঞ্চিন্তমানস্তু গগনে সংস্থিতাং শিবাম্ ।
অপশ্যদ্ভগবান্বিষ্ণুর্যোগনিদ্রাং মনোহরাম্ ॥ ৩৮ ॥
কৃতাঞ্জলিরমেয়াত্মা তাঞ্চ তুষ্টাব যোগবিৎ ।
বিনাশার্থং তয়োস্তত্র বরদাং ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৩৯ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

নমো দেবি ! মহামায়ে ! সৃষ্টিসংহারকারিণি ! ।
অনাদিনিধনে ! চণ্ডি ! ভুক্তিমুক্তিপ্রদে ! শিবে ! ॥ ৪০ ॥
ন তে রূপং বিজানামি সগুণং নির্গুণন্তথা ।
চরিত্রাণি কুতো দেবি সংখ্যাতীতানি যানি তে ॥ ৪১ ॥

-ষ্যেতি ॥ ৩৫—৩৬ ॥ অধুনা কিং কর্ত্তব্যং তদাহ । নন্বদ্যেতি ॥ শরণং গৃহরক্ষিত্রোরিত্যমরঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥) বরদাং ভুবনেশ্বরীমিতি। যদ্যপি সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী ভুবনেশ্বরী ন তামসী শক্তিস্তথাপি সাম্যাবস্থাত্মকভুবনেশ্বর্য্যেব তমোগুণযুক্তা সতী মহাকালী পদবাচ্যেতি তামস্যা মহাকাল্যা শ্রীভুবনেশ্বর্য্যা অভেদস্থ সত্ত্বাত্তামস্যাঃ শক্তের্ভুবনেশ্বরীতি

বিনাশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ যখন, দেখা যাইতেছে যে, অতি দুঃখিত দীন বা রোগগ্রস্ত হইয়াও কেহ মরিতে ইচ্ছা করে না, তখন, বরমদে উন্মত্ত এই দানবদ্বয় কি জন্য আপনা হইতে দেহবিসর্জ্জনে ইচ্ছা করিবে ? ॥ ৩৫—৩৬ ॥ তবে এক্ষণে আমি সেই শুভকামনাপ্রদায়িনী আদ্যাশক্তি ব্রহ্মবিদ্যারই শরণাগত হই। বুঝিলাম, তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রসন্না না হইলে কাহারও কোন মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে না। ॥ ৩৭ ॥

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, সেই যোগনিদ্রাধিষ্ঠাত্রীদেবতা মঙ্গলময়ী দেবী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সম্মুখস্থ গগনমণ্ডলে বিরাজমানা রহিয়াছেন ॥৩৮॥ সেই সময় সর্ব্বযোগতত্ত্বজ্ঞ অমেয়াত্মা ভগবান্ সেই দুর্দ্দান্ত দানবদ্বয়ের বিনাশের নিমিত্ত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অভীষ্টবরদাত্রী ভুবনেশ্বরীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৯ ॥

হে মঙ্গলরূপিণি চণ্ডিকে ! আপনি স্বয়ং জন্মমৃত্যুবিরহিত কেবল চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও নিজ মহামায়া (ত্রিগুণাত্মিকা) শক্তিকে সমাশ্রয় করিয়া এই অখিল বিশ্বের সৃষ্টি পালন এবং সংহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন ; দেবি ! যাহারা ভক্তিভাবে আপনার শরণাগত হয় তাহাদিকে ইহ লোকে ঐশ্বর্য্য ভোগ এবং অন্তিমে যোগিজনদুর্ল্লভ মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন ॥৪০॥ মাতঃ ! যখন আপনার নির্গুণ বা সগুণ উভয়রূপের কোনটাই বিশেষরূপে জানিতে পারিতেছি না, তখন অনন্তলীলাবিষয়ের কথা আর কি বলিব ॥ ৪১ ॥

অনুভূতো ময়া তেঽদ্য প্রভাবশ্চাতি দুর্ঘটঃ।
যদহং নিদ্রয়া লীনঃ সঞ্জাতোঽস্মি বিচেতনঃ ॥ ৪২ ॥
ব্রহ্মণা চাতিযত্নেন বোধিতোঽপি পুনঃপুনঃ।
ন প্রবুদ্ধঃ সর্ব্বথাহং সঙ্কোচিতষড়িন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
অচেতনত্বং সম্প্রাপ্তঃ প্রভাবাত্তব চাম্বিকে!।
ত্বয়া মুক্তঃ প্রবুদ্ধোঽহং যুদ্ধঞ্চ বহুধা কৃতম্ ॥ ৪৪ ॥
শ্রান্তোঽহং ন চ তৌ শ্রান্তৌ ত্বয়া দত্তবরৌ বরৌ।
ব্রহ্মাণং হন্তুমায়াতৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ ॥ ৪৫ ॥
আহূতৌ চ ময়া কামং দ্বন্দ্বযুদ্ধায় মানদে!।
কৃতং যুদ্ধং মহাঘোরং ময়া তাভ্যাং মহার্ণবে ॥ ৪৬ ॥
মরণে বরদানন্তে ততো জ্ঞাতং মহাদ্ভুতম্।
জ্ঞাত্বাহং শরণং প্রাপ্তস্ত্বামদ্য শরণপ্রদাম্ ॥ ৪৭ ॥

নাম্না ব্যবহারঃ কৃতঃ॥ ৩৯—৪১ ॥ (যদ্যপি ময়া ভগবত্যাস্তব রূপাদিকং ন জ্ঞায়তে তথাপি ইদানীং অঘটঘটনীয়ঃ প্রভাবঃ সম্যগ্‌বিদিত ইত্যত আহ অনুভূত ইতি ॥ ৪২ ॥ সঙ্কোচিতানি জড়ীভূতানি স্বস্ববিষয়াসমর্থানীত্যর্থঃ ষড়িন্দ্রিয়াণি মনসা সহ চক্ষুঃশ্রোত্রাদীনি যস্য তথাভূতো জাতোঽস্মীতি ভাবঃ ॥ ৪৩—৪৫॥ আহূতাবিতি। হে মানদে! সম্মানপ্রদে! এতেন ভগবত্যা ভক্তজনমানরক্ষাকারিত্বং সর্ব্বথা ব্যজ্যতে। বিষ্ণুর্হি ভগবতীভক্তঃ। অতস্তস্য মধুকৈটভযুদ্ধে

পরন্তু, যখন আমিপর্য্যন্তও নিদ্রায় অভিভূত হইয়া একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন এইমাত্র অনুভব করিতে পারিয়াছি যে, আপনার মহিমা অতিশয় দুর্ঘটনীয় ॥ ৪২ ॥ হায়! আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয়টী সম্পূর্ণ রূপে সঙ্কোচিত হওয়ায় এতদূর চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ব্রহ্মা দুরন্ত দৈত্য ভয়ে কাতর হইয়া আমাকে জাগাইবার নিমিত্ত বারংবার প্রয়াস পাইলেও আমি কোন ক্রমেই চেতনা লাভ করিতে পারি নাই ॥ ৪৩ ॥ পরন্তু, হে অম্বিকে! কেবল আপনার প্রভাবেই একেবারে চেতনাহীন হইয়াছিলাম; আবার যোগ-নিদ্রা অধিষ্ঠাত্রী তামসী শক্তিরূপা আপনার হস্ত হইতে মুক্ত হইবামাত্র অমনি জাগরিত হইয়া সুদীর্ঘ কালব্যাপি ঘোরতর সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইলাম ॥৪৪॥ দেবি! সেই যুদ্ধে পরিশেষে আমিই শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম; কিন্তু, আপনার প্রদত্ত বর প্রভাবে মদগর্ব্বিত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সংহার করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত সমরপ্রবৃত্ত দৈত্যদ্বয় কিছুমাত্র ক্লান্ত হইল না ॥ ৪৫ ॥ হে অম্বিকে! আপনি ভক্তজনের সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া কেবল সেই সাহসে সাহসী হইয়া তাহাদিগকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান কয়িয়াছিলাম এবং এই প্রলয়প্লাবিত মহাসাগরের উপরি তাহাদিগের দুই জনের সহিত ঘোরতর সংগ্রামও করিলাম ॥ ৪৬ ॥ (পঞ্চসহস্রবৎসরকাল নিরন্তর যুদ্ধ করিয়াও যখন কিছুতেই সংহার করিতে সমর্থ হইলাম না) তখন, ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলাম, যে, আপনি তাহাদিগের মরণবিষয়ে অদ্ভুত

সাহায্যং কুরু মে মাতঃ খিন্নোঽহং যুদ্ধকর্ম্মণা।
দৃপ্তৌ তৌ বরদানেন তব দেবার্ত্তিনাশনে! ॥ ৪৮ ॥
হন্তুং মামুদ্যতৌ পাপৌ কিঙ্করোমি ক্ব যামি চ ॥ ৪৯ ॥
ইত্যুক্তা সা তদা দেবী স্মিতপূর্ব্বমুবাচ হ।
প্রণমন্তং জগন্নাথং বাসুদেবং সনাতনম্ ॥ ৫০ ॥
দেবদেব! হরে! বিষ্ণো! কুরু যুদ্ধং পুনঃ স্বয়ম্।
বঞ্চয়িত্বা ত্বিমৌ শূরৌ হন্তব্যৌ চ বিমোহিতৌ ॥ ৫১ ॥
মোহয়িষ্যাম্যহং নূনং দানবৌ বক্রয়া দৃশা।
জহি নারায়ণাশু ত্বং মম মায়াবিমোহিতৌ ॥ ৫২ ॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণুস্তস্যাঃ প্রীতিরসান্বিতম্।
সংগ্রামস্থলমাসাদ্য তস্থৌ তত্র মহার্ণবে ॥ ৫৩ ॥

যথা পরাজয়াৎ মানহানির্ন স্যাৎ তথা মধুকৈটভবধবিষয়িণী চ প্রার্থনা সূচিতা ॥ ৪৬—৫০ ॥) বক্রয়া দৃশেতি কটাক্ষেণেত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৪ ॥ (তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি। মহান্ কামোঽভিলাষো যস্য

ইচ্ছামৃত্যুরূপ বরপ্রদান করিয়াছেন। তাহা জানিতে পারিয়াই ভক্তদিগের আশ্রয়দাত্রী সাক্ষাৎ ভগবতীরূপা আপনার শরণাগত হইলাম ॥ ৪৭ ॥ মাতঃ! আপনি সর্ব্বদাই দেবগণের অশেষরূপে বিপদ্ ভঞ্জন করিয়া থাকেন; অতএব, আপনার বরপ্রভাবে অত্যন্ত উত্তেজিত এই দুই দুর্দ্দান্ত দানবের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছি; এক্ষণে এই যুদ্ধে আপনি আমার প্রতি অনুকূলা হউন্ ॥ ৪৮ ॥ হে অম্বিকে! যুদ্ধ না করিলেও আমার নিস্তার নাই; ঐ দেখুন পাপিষ্ঠ দানবদ্বয় আমাকে বিনাশ করিবে বলিয়া সমুদ্যত হইয়াছে; এক্ষণে আমি কি করি কোথায় বা যাই ॥ ৪৯ ॥

ঋষিগণ! বিশ্বাবাস বিশ্বপতি চিরন্তনপুরুষ ভগবান্ অতি কাতরতাসহকারে এইরূপ স্তব করিলে পর, গগনমণ্ডলে বিরাজমানা দেবী ভগবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন। হে দেবদেব! বিষ্ণো! তুমি শরণাগত জীবের অশেষক্লেশহরণে সমর্থ, অতএব তোমার ভয় কি? তুমি পুনরায় স্বয়ং যাইয়া তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। পরন্তু, তাহারা অত্যন্ত শৌর্য্যশালী, অতএব আমার মায়াপ্রভাবে বিমোহিত হইলে পর, তুমি তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া সংহার করিবে। আমি এখনিই কটাক্ষমাত্রে (অপ্রসন্ন দৃষ্টিপ্রভাবে) তাহাদিগকে বিমোহিত করিব সংশয় নাই। অতএব, যখন আমার মায়ায় বিমোহিত হইবে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নিহত করিবে ॥ ৫০—৫২ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! ভগবান্ বিষ্ণু ভগবতীর ঈদৃশ প্রীতিরসপূর্ণ বাক্য শ্রবণ মাত্র সেই মহাসাগর মধ্যে সংগ্রামস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥ সমরে ধীরপ্রকৃতি

তদা যাতৌ চ তৌ ধীরৌ যুদ্ধকামৌ মহাবলৌ।
বীক্ষ্য বিষ্ণুং স্থিতং তত্র হর্ষযুক্তৌ বভূবতুঃ॥ ৫৪॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহাকাম! কুরু যুদ্ধং চতুর্ভুজ!।
দৈবাধীনৌ বিদিত্বাদ্য নূনং জয়পরাজয়ৌ॥ ৫৫॥
সবলো জয়মাপ্নোতি দৈবাজ্জয়তি দুর্ব্বলঃ।
সর্ব্বথৈব ন কর্ত্তব্যৌ হর্ষশোকৌ মহাত্মনা॥ ৫৬॥
পুরা বৈ বহবো দৈত্যা জিতা দানববৈরিণা।
অধুনা চানয়োঃ সার্দ্ধং যুধ্যমানঃ পরাজিতঃ॥ ৫৭॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তৌ মহাবাহূ যুদ্ধায় সমুপস্থিতৌ।
বীক্ষ্য বিষ্ণুর্জঘানাশু মুষ্টিনাঽদ্ভুতকর্ম্মণা॥ ৫৮॥

তৎসম্বুদ্ধৌ। এতেন বিষ্ণোর্মহাপ্রভাবত্বং সমরে নির্ভয়ত্বঞ্চ সূচিতম্। চত্বারো ভুজা যস্য ইত্যনেন বলবত্ত্বং পরিমর্দ্দনসহত্বঞ্চ ব্যজ্যতে। জয়পরাজয়ৌ সর্ব্বথা দৈবায়ত্তৌ ইতি মত্বা হর্ষবিষাদৌ বিহায় আবাভ্যাং সহ যুদ্ধং কুরু॥ ৫৫॥ জয়পরাজয়য়োর্দৈবাধীনত্বং স্পষ্টীকর্ত্তুমাহ সবল ইতি। দুর্ব্বলো বিপক্ষাৎ হীনবলোঽপি দৈবাৎ জয়তি। এতেন সবলস্য সর্ব্বথা জয়লাভত্বং নিরস্তমিত্যর্থঃ॥ ৫৬॥) পুরা বৈ ইতি। দানববৈরিণা ময়া পুরা বহবো দৈত্যা জিতা ইতি হর্ষো ন কর্ত্তব্যঃ। অধুনা চানয়োর্মধুকৈটভয়োঃ সার্দ্ধং যুধ্যমানঃ পরাজিত ইতি শোকোঽপি ন কর্ত্তব্যঃ॥ ৫৭—৫৯॥ (যুধ্যমানাবিতি। নারায়ণো মহাবলৌ মধুকৈটভৌ

মহাবলপরাক্রান্ত মধুকৈটভ বিষ্ণুকে রণাঙ্গনে অবস্থিত দেখিয়া প্রথমতঃ অতিশয় আনন্দিত হইল; পরে, তাহারাও সেই সময় যুদ্ধকামনায় সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ৫৪॥ মধুকৈটভ কহিল, হে চতুর্ভুজ! তুমি যথার্থই সমরপ্রিয়। আচ্ছা থাক থাক! পরন্তু, যুদ্ধে জয় বা পরাজয় নিশ্চয়রূপে দৈবায়ত্ত জানিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দেখ সর্ব্বত্রই বলাধিক ব্যক্তিই সমরে জয়ী হয় সত্য; কিন্তু, দৈবপ্রভাবে কদাচিৎ দুর্ব্বল ব্যক্তিও জয় লাভ করিতে পারে। অতএব, তুমি মহাত্মা হইয়া কখন হর্ষশোকের বশীভূত হইও না। অর্থাৎ, আমিই দানবদিগের হন্তা; পূর্ব্বে আমি সংগ্রামে অসংখ্য দৈত্য নিহত করিয়াছি, এইরূপ মনে করিয়া আহ্লাদে স্ফীত, অথবা আমি তাদৃশ পরাক্রান্ত হইয়াও এক্ষণে মধুকৈটভের যুদ্ধে পরাজিত হইলাম, এরূপ মনে করিয়া শোকার্ত্ত হওয়া এই দুইটীর কোনটীই তোমার কর্ত্তব্য নহে॥ ৫৫—৫৭॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিবৃন্দ! মহাবীর্য্যবান্ মধুকৈটভ এই কথা বলিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু নিদারুণ মুষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিলেন; তৎক্ষণাৎ তাহারাও বলোন্মত্ত হইয়া মুষ্টি দ্বারা ভগবান্ হরিকে প্রহার করিল। এইরূপে পরস্পর

তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ জঘ্নতুর্মুষ্টিনা হরিম্।
এবং পরস্পরং জাতং যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ৫৯ ॥
যুধ্যমানৌ মহাবীর্য্যৌ দৃষ্ট্বা নারায়ণস্তদা।
অপশ্যৎ স মুখং দেব্যাঃ কৃত্বা দীনাং দৃশং হরিঃ ॥ ৬০ ॥

সূত উবাচ।

তং বীক্ষ্য তাদৃশং বিষ্ণুং করুণারসসংযুতম্।
জহাসাতীব তাম্রাক্ষী বীক্ষমাণা তদাসুরৌ ॥ ৬১ ॥
তৌ জঘান কটাক্ষৈশ্চ কামবাণৈরিবাপরৈঃ।
মন্দস্মিতযুতৈঃ কামপ্রেমভাবযুতৈরনু ॥ ৬২ ॥
দৃষ্ট্বা মুমুহতুঃ পাপৌ দেব্যা বক্রবিলোকনম্।
বিশেষমিতি মন্বানৌ কামবাণাতিপীড়িতৌ ॥ ৬৩ ॥
বীক্ষমাণৌ স্থিতৌ তত্র তাং দেবীং বিশদপ্রভাম্।
হরিণাপি চ তদ্দৃষ্টং দেব্যাস্তত্র চিকীর্ষিতম্ ॥ ৬৪ ॥

ঘোরযুদ্ধানুরক্তৌ অতীববীর্য্যবত্তয়া যুধ্যমানৌ ইত্যর্থঃ। অবলোক্য দৃশং দৃষ্টিং লোচনদ্বয়মিত্যর্থঃ দীনাং কাতরতাপূর্ণাং ভগবতীপ্রসাদলাভবিলম্বনেনেতি ভাবঃ। কৃত্বা বিধায় অন্যোপায়াভাবাদেব ভগবত্যা মুখমবলোকিতবান্। ভগবতীমুখদর্শনেন নারায়ণস্য 'ভবত্যা দৈত্যতেজোবিনাশনে উপেক্ষা ন কর্ত্তব্যা' ইতি প্রার্থনা ব্যজ্যতে ॥ ৬০—৬১ ॥ ভগবতো দীনতাদর্শনেন দয়ান্বিতায়া ভগবত্যা বক্রদৃষ্ট্যা মধুকৈটভয়োস্তেজোবিনাশায় বিমোহনায় চ

ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫৮—৫৯ ॥ পরন্তু, সেই সময় ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ হরি ক্রমে তাহাদিগকে সমধিক বীর্য্যবত্তার সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অতি দীননয়নে দেবী ভগবতীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৬০ ॥

সূত বলিলেন, মহর্ষিগণ! তৎকালে আদ্যা শক্তি দেবী জগন্মাতা বিষ্ণুকে তাদৃশ কাতরভাবাপন্ন দেখিয়া প্রথমে হাস্য করিলেন; পরে, তাম্রবর্ণ (রক্তবর্ণ) নয়নে সেই অসুরদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য সংমিশ্রিত কাম ও প্রীতি ভাবব্যঞ্জক দ্বিতীয় কন্দর্পশরসদৃশ কটাক্ষ দ্বারা প্রহার করিলেন ॥৬১—৬২॥ পাপিষ্ঠ মধুকৈটভও দেবীর তাদৃশ কুটিলকটাক্ষ দর্শন করিয়াই একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িল; এবং উভয়েই স্মরশরে প্রপীড়িত হইয়া সেই কুটিলকটাক্ষপাতকে জগতের সারসুখ বিবেচনায় সেই বিমলপ্রভা দেবীর প্রতি একাগ্রভাবে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ পূর্ব্বক জড়ের ন্যায় সেই স্থলে অবস্থিত রহিল। তৎকালে, ভগবান্ হরিও দেবীর সেই চিকীর্ষিত বিষয় দেখিতে পাইলেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥ সর্ব্ব কার্য্যে অভিজ্ঞতম ভগবান্ তাহাদিগের উভয়কেই সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত জানিয়া সুমধুর হাস্য করিতে করিতে মেঘগম্ভীরস্বরে বলিলেন, হে দানবদ্বয়! আমি তোমাদের যুদ্ধে পরম

মোহিতৌ তৌ পরিজ্ঞায় ভগবান্‌ কার্য্যবিত্তমঃ ।
উবাচ তৌ হসন্‌ শ্লক্ষ্ণং মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৬৫ ॥
বরং বরয়তাং বীরৌ যুবয়োর্যোঽভিবাঞ্ছিতঃ।
দদামি পরমপ্রীতো যুদ্ধেন যুবয়োঃ কিল ॥ ৬৬ ॥
দানবা ৰহবো দৃষ্টা যুধ্যমানা ময়া পুরা।
যুবয়োঃ সদৃশঃ কোঽপি ন দৃষ্টো ন চ বৈ শ্রুতঃ ॥ ৬৭ ॥
তস্মাত্তুষ্টোঽস্মি কামং বৈ নিস্তুলেন ৰলেন চ।
ভ্রাত্রোশ্চ বাঞ্ছিতং কামং প্রযচ্ছামি মহাৰলৌ ! ॥ ৬৮ ॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণোঃ সাভিমানৌ স্মরাতুরৌ।
বীক্ষমাণৌ মহামায়াং জগদানন্দকারিণীম্‌ ॥ ৬৯ ॥
তমূচতুশ্চ কামার্ত্তৌ বিষ্ণুং কমললোচনৌ।
হরে ! ন যাচকাবাবাং ত্বং কিং দাতুমিহেচ্ছসি।
দদাব তুভ্যং দেবেশ ! দাতারৌ নৌ ন যাচকৌ ॥ ৭০ ॥

সমুদ্‌যোগমাহ তাবিতি ॥ ৬২—৬৫ ॥ বিষ্ণুস্তু মধুকৈটভৌ মহামায়াবিমোহিতৌ বিজ্ঞায় সময়োঽয়মেতয়োর্বঞ্চনায় ইতি স্থিরীকৃত্য উক্তবান্‌। বরং বরয়েতি ॥ ৬৬—৬৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বেতি। অভিমানেন বীর্য্যমদেন যদ্বা আবামেব দাতারৌ ন প্রতিগ্রহীতারৌ যাচকৌ

প্রীতি লাভ করিয়াছি সন্দেহ নাই; অতএব তোমরা উভয়েই আপনাদের মনোমত বর প্রার্থনা কর, আমি এখনি প্রদান করিতেছি ॥ ৬৫—৬৬ ॥ পূর্ব্বে আমি ৰহুসংখ্যক দানবকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহাকেও তোমাদের সদৃশ বীর দেখি নাই বা শ্রবণও করি নাই। অতএব, আমি তোমাদের ঈদৃশ অতুল ৰল সন্দর্শনে অতীব আহ্লাদিত হইয়াছি। হে মহাৰলসম্পন্ন অসুরদ্বয় ! আমি তোমাদের উভয় ভ্রাতাকেই যথাভিলষিত বরপ্রদানে সম্মত আছি জানিবে ॥ ৬৭—৬৮ ॥

সূত কহিলেন। হে ঋষিগণ ! মন্মথবাণপ্রপীড়িত মধুকৈটভ বিষ্ণুর এতাবৎ বাক্যশ্রবণে অভিমানে পরিপূর্ণ হইল। তাহারা উভয়েই অখিল সংসারের আনন্দকারিণী মহামায়ার প্রতি অবলোকন পূর্ব্বক অত্যন্ত কামার্ত্ত হইয়া কমলপত্রবৎ বিশাল নয়নদ্বয় বিস্ফারিতকরত বিষ্ণুকে কহিল ॥ ৬৯ ॥ অহে সুরেশ্বর ! তুমি শরাণাগত জনের সমস্ত ক্লেশ হরণ করিয়া থাক সত্য, কিন্তু আমরা যাচক নহি, আমরাও দান করিতে সমর্থ; অতএব, তোমার নিকট কিছুই প্রার্থনা করি না, তুমি কিজন্য দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? বরং আমরা তোমাকে দান করিতে প্রস্তুত আছি ॥ ৬৯—৭০ ॥ হৃষীকেশ ! যদিচ এই জগন্মণ্ডলে তুমিই সমস্ত

প্রার্থয় ত্বং হৃষীকেশ ! মনোঽভিলষিতং বরম্।
তুষ্টৌ স্বস্তব যুদ্ধেন বাসুদেবাদ্ভুতেন চ ॥ ৭১ ॥
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনঃ।
ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যা উভাবপি ॥ ৭২ ॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণোর্দ্দানবৌ চাতিবিস্মিতৌ।
বঞ্চিতাবিতি মন্বানৌ তস্থতুঃ শোকসংযুতৌ ॥ ৭৩ ॥
বিচার্য্য মনসা তৌ তু দানবৌ বিষ্ণুমূচতুঃ।
প্রেক্ষ্য সর্ব্বং জলময়ং ভূমিং স্থলবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ৭৪ ॥
হরে ! যোঽয়ং বরো দত্তস্ত্বয়া পূর্ব্বং জনার্দ্দন !।
সত্যবাগসি দেবেশ ! দেহি তং বাঞ্ছিতং বরম্ ॥ ৭৫ ॥
নির্জ্জলে বিপুলে দেশে হনস্ব মধুসূদন !।
বধ্যাবাবাং তু ভবতঃ সত্যবাগ্ভব মাধব ! ॥ ৭৬ ॥

বা ইতি অভিমানেন সহ বর্ত্তমানৌ সাভিমানৌ। স্মরাতুরৌ কন্দর্পপ্রপীড়িতৌ ॥ ৬৯—৭১ ॥ তয়োরিতি। জনার্দ্দনো বিষ্ণুস্তয়োস্তাদৃশং বরদানরূপং বাক্যমাকর্ণ্য উক্তবান্। যদি ভবদ্ভ্যাং সন্তুষ্টাভ্যাং বরো দীয়তে তদান্যেন বরেণ কিং স্যাদধুনা যেন ভবন্তৌ মম বধ্যৌ ভবেতাং যথা বাহং

ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর তথাপি তুমি নিজ মনের ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর; আমরা তোমার অদ্ভুত সমরকৌশলে অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়াছি ॥ ৭১ ॥ তাহাদের এই কথা শ্রবণমাত্র ভগবান্ জনার্দ্দন কহিলেন, যদি তোমরা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে উভয়েই আমার বধ্য হও ॥ ৭২ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল ! বিষ্ণুর মুখে এইরূপ নিষ্ঠুর কথা শ্রবণে মধুকৈটভ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মনে মনে আপনাদিগকে প্রতারিত ভাবিয়া কিয়ৎকাল শোকার্ত্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৭৩॥ পরে তাহারা মৃত্তিকা-বিরহিত চতুর্দ্দিক্ কেবল অকূল জলময় দেখিয়া অন্তরে সমালোচন পূর্ব্বক বিষ্ণুকে কহিল; জনার্দ্দন! তুমি সমস্ত দেবগণেরও ঈশ্বর, সুতরাং তোমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; বিশেষতঃ যে ব্যক্তি তোমার নিকট প্রার্থনা করে, তুমি তাহারই দুঃখ হরণ করিয়া থাক; অতএব তুমি যে, পূর্ব্বে আমাদিগকে বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছ, এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগের সেই অভিলষিত বর প্রদান কর ॥ ৭৪—৭৫ ॥ মাধব ! এই মধু বা কৈটভকে বিনাশ করিতে আপনি ভিন্ন আর কাহার সাধ্য আছে? অতএব আমরা আপনার বধ্য হইতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু, আপনি নিজের সত্য বাক্য পালন করুন, আমাদিগকে জলশূন্য পরিসর ভূমিখণ্ডে লইয়া বিনাশ করুন ॥ ৭৬ ॥ তখন মধুকৈটভের এতাবৎ বিনয়গর্ভ কাতরোক্তি শ্রবণে

স্মৃত্বা চক্রং তদা বিষ্ণুস্তাবুবাচ হসন্ হরিঃ।
হন্ম্যদ্য বাং মহাভাগৌ নির্জ্জলে বিপুলে স্থলে ॥ ৭৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশ উরূ কৃত্বাহতিবিস্তরৌ।
দর্শয়ামাস তৌ তত্র নির্জ্জলঞ্চ জলোপরি ॥ ৭৮ ॥
নাস্ত্যত্র দানবৌ বারি শিরসী মুঞ্চতামিহ।
সত্যবাগহমদ্যৈব ভবিষ্যামি চ বাস্তথা ॥ ৭৯ ॥
তদাকর্ণ্য বচস্তথ্যং বিচিন্ত্য মনসা চ তৌ।
বর্দ্ধয়ামাসতুর্দ্দেহং যোজনানাং সহস্রকম্ ॥ ৮০ ॥
ভগবান্ দ্বিগুণং চক্রে জঘনং বিস্মিতৌ তদা।
শীর্ষে সন্দধতাং তত্র জঘনে পরমাদ্ভুতে ॥ ৮১ ॥
রথাঙ্গেন তদা ছিন্নে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
জঘনোপরি বেগেন প্রকৃষ্টে শিরসী তয়োঃ ॥ ৮২ ॥
গতপ্রাণৌ তদা জাতৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ।
সাগরঃ সকলো ব্যাপ্তস্তদা বৈ মেদসা তয়োঃ ॥ ৮৩ ॥

যুবাং সংহরামি তথা কুরুতামিত্যর্থঃ ॥৭২—৭৭॥) নির্জলং জলরহিতং স্থলমিত্যর্থঃ ॥৭৮—৭৯॥ (তদিতি। বিষ্ণোর্জলশূন্যপ্রদেশে হননরূপং সত্যং বাক্যং শ্রুত্বা চিন্তান্বিতৌ তৌ দানবৌ

ভক্ত জনের সর্ব্বসন্তাপহারী ভগবান্ বিষ্ণু মনে মনে সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন; মধুকৈটভ! তোমরা মহাসৌগ্যবান্, অতএব, অদ্য আমি তোমাদিগকে সলিলশূন্য পরিস্থত স্থলেই বিনাশ করিব ॥ ৭৭ ॥ সুরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়াই নিজ উরু দ্বয়কে অতীব বিস্তৃত করত সেই চতুর্দ্দিকে জলময় প্রলয় মহাসাগরের উপরিভাগেই তাহাদিগকে নির্জ্জল স্থলভাগ দেখাইলেন। এবং কহিলেন, দানবদ্বয়! এক্ষণে, আমি নিজ সত্যবাক্য রক্ষা করিলাম; সেইরূপ তোমরাও আপনাদিগের সত্য পালন কর, এই দেখ, এস্থলে জলের লেশমাত্র নাই, অতএব, এই স্থলে তোমরা উভয়েই আপনাদের দুইটী মস্তক পরিত্যাগ কর ॥ ৭৮—৭৯ ॥ তাহারা ভগবানের মুখে তাদৃশ তথ্যবাক্য শ্রবণে মনে মনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া শেষে আপনাদিগের দুইটী দেহ সহস্র যোজন পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিল; অমনি ভগবান্‌ও তৎক্ষণাৎ তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে জঘন দ্বয় পরিবর্দ্ধন করিলেন। তদ্দর্শনে তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই লোকাশ্চর্য্যজনক বিশাল জঘনদেশে আপনাদিগের দুইটী মস্তক সমর্পণ করিল ॥৮০—৮১॥ তখন মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু অসুরকুল সংহারক অমোঘ চক্র প্রচণ্ড বেগে সঞ্চালন পূর্ব্বক নিজ জঘনদেশে সংরক্ষিত তাহাদিগের সেই প্রকাণ্ড মস্তক দ্বয় দুই খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮২ ॥ ঋষিগণ! দানব মধুকৈটভ গতাসু হইয়া পতিত হইবামাত্র সেই প্রলয় প্লাবিত সমস্ত মহা-

মেদিনীতি ততো জাতং নাম পৃথ্ব্যাঃ সমন্ততঃ।
অভক্ষ্যা মৃত্তিকা তেন কারণেন মুনীশ্বরাঃ! ॥ ৮৪ ॥
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং যৎপৃষ্টোঽস্মি সুনিশ্চিতম্।
মহাবিদ্যা মহামায়া সেবনীয়া সদা বুধৈঃ ॥ ৮৫ ॥
আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদধিকং ভুবনত্রয়ে ॥ ৮৬ ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বেদশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ।
পূজনীয়া পরা শক্তির্নির্গুণা সগুণাঽথ বা ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
মধুকৈটভবধো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

উপায়ান্তরাভাবাৎ স্বশরীরং বর্দ্ধয়ামাসতুরিত্যর্থঃ ॥ ৮০—৮৩ ॥) মেদিনীতি। মধুকৈটভবধে জাতে পশ্চাদ্বরাহেণ যদা পৃথিব্যুদ্ধৃতা তদা সা মেদোযুক্তা জাতেতি। মেদোঽস্তি যস্যামিতি ব্যুৎপত্তের্মেদিনীতি নাম জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

মহাবিদ্যেতি। যস্মাৎ কারণাৎ সর্ব্বশ্রুতিপ্রতিপাদ্যসাম্যাবস্থমায়াশবলব্রহ্মরূপা ভগবতী সর্ব্বকারণকারণা একৈকগুণোপাধিব্রহ্মাদ্যপেক্ষয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টা ততঃ সৈবোপাস্যা ধ্যেয়া জ্ঞেয়া চেতি ভাবঃ ॥ ৮৫—৮৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

সাগর তাহাদিগের মেদ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; সেই অবধি এই পৃথিবীর নাম মেদিনী হইল; এবং সেই জন্যই মৃত্তিকা অভক্ষনীয় ॥ ৮৩—৮৪ ॥

হে মহর্ষিমণ্ডল! আপনারা আমাকে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তত্তৎ প্রসঙ্গের উপলক্ষে শাস্ত্রসকলের সুনিশ্চিত সার সিদ্ধান্ত মত অর্থাৎ সেই আদ্যা শক্তি দেবী ভগবতীর অমেয় প্রভাবে মধুকৈটভের বধাদি সমস্ত বিবরণই বিবৃত করিলাম; অতএব ইহা স্থির জানিবেন যে, সেই সর্ব্বশ্রুতি-প্রতিপাদ্য মহামায়া অর্থাৎ সাম্যাবস্থ মায়া শবলিত ব্রহ্মরূপা মহাবিদ্যা দেবী ভগবতীই অবিদ্যা নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ সাধকদিগের নিত্য আরাধনীয় ॥ ৮৫ ॥ মহর্ষিগণ! সেই ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তি যে কেবল বুধমণ্ডলীরই সেবনীয় এরূপ মনে করিবেন না; তিনি সুরাসুর প্রভৃতি সকলেরই আরাধ্যা জানিবেন। কেননা, এই ত্রিভুবন মধ্যে এমন কোন বস্তুই নাই যে তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। ইহা যে কেবল আমি বলিতেছি তাহা নহে; বারংবার সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বেদ শাস্ত্রেও এইরূপ অর্থ নির্ণীত হইয়াছে যে, সগুণরূপেই হউক্ আর নির্গুণরূপেই হউক্ একমাত্র সেই পরব্রহ্মরূপিণী পরা শক্তিরই সর্ব্বতোভাবে অর্চ্চনা করা উচিত ॥ ৮৬—৮৭ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে মধুকৈটভ বধবিষয়ক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

—০৩৫৩০—

. ঋষয় ঊচুঃ।

সূত! পূর্ব্বং ত্বয়া প্রোক্তং ব্যাসেনামিততেজসা।
কৃত্বা পুরাণমখিলং শুকায়াধ্যাপিতং শুভম্॥ ১॥
ব্যাসেন তু তপস্তপ্ত্বা কথমুৎপাদিতঃ শুকঃ।
বিস্তরং ব্রূহি সকলং যচ্ছ্রুতং কৃষ্ণতস্ত্বয়া॥ ২॥

সূত উবাচ।

প্রবক্ষ্যামি শুকোৎপত্তিং ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ।
যথোৎপন্নঃ শুকঃ সাক্ষাদ্‌যোগিনাং প্রবরো মুনিঃ॥ ৩॥
মেরুশৃঙ্গে মহারম্যে ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
তপশ্চচার সোঽত্যুগ্রং পুত্রার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৪॥

ষট্‌ত্রিংশৎপদ্যকৈঃ সার্দ্ধৈর্ব্বরদানং শিবস্য চ।
ব্যাসায় পুত্রবিষয়ং জাতমিত্যেতদীর্য্যতে॥

পূর্ব্বং ব্যাসে পুত্রলাভার্থমনুষ্ঠানচিকীর্ষয়া পর্ব্বতং গতে সতি কস্য দেবস্যারাধনা কর্ত্তব্যেতি জিজ্ঞাসায়াং সত্যাং নারদসমাগমে জাতে নারদেন ব্রহ্মবিষ্ণুসংবাদমুখেন ভগবত্যেব সর্ব্বোৎকৃষ্টা আরাধ্যেতি স্থাপিতং মধ্যে প্রসঙ্গাগতাঃ কথাঃ সমাপিতাঃ। ভগবত্যা আরাধনেন কথং পুত্রোৎপত্তির্জাতেতি স্বদ্যাপ্যবশিষ্টং তদৃষয়ঃ পৃচ্ছন্তি সূতেতি॥ ১॥ কৃষ্ণতো বেদব্যাসাৎ॥ ২—৩॥ তপশ্চচারেতি। শক্তিরেবারাধ্যেতি নারদাচ্ছ্রুত্বা তস্যা বাগ্‌ভবং

ঋষিগণ কহিলেন। হে সূত! পূর্ব্বে তুমি আমাদিগের নিকট বলিয়াছিলে যে, অমিততেজা বেদব্যাস পুরাণ সকল প্রণয়ন পূর্ব্বক শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন; ভাল, জিজ্ঞাসা করি ব্যাসদেব কেবল তপশ্চর্য্যা প্রভাবে কিরূপে শুকদেবকে উৎপাদিত করিলেন? সূত! তুমি এ বিষয়ে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছ, তৎসমস্ত বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা কর॥ ১—২॥

সূত কহিলেন। হে মহর্ষিগণ! আমি আপনাদিগের নিকট শুকের উৎপত্তি অর্থাৎ যোগিপ্রবর মননশীল শুকদেব, সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব হইতে যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিব, শ্রবণ করুন॥ ৩॥ সত্যবতী সুত ব্যাস পুত্রার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া পরম রমণীয় সুমেরুশৃঙ্গে গমন পূর্ব্বক উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৪॥ তপোনিধি মহর্ষি ব্যাস পুত্রকামনায় অর্থাৎ আকাশ বায়ু পৃথিবী ও অগ্নি প্রভৃতি মহাভূত সদৃশ অপরিমিত বীর্য্যশালী পুত্র হউক এইমত কামনা করিয়া দেবর্ষি নারদ মুখে শ্রুত

জপন্নেকাক্ষরং মন্ত্রং বাগ্‌বীজং নারদাচ্ছ্রুতম্ ।
ধ্যায়ন্ পরাং মহামায়াং পুত্রকামস্তপোনিধিঃ ॥ ৫ ॥
অগ্নের্ভূমেস্তথা বায়োরন্তরিক্ষস্য চাপ্যয়ম্ ।
বীর্য্যেণ সংমিতঃ পুত্রো মম ভূয়াদিতি স্ম হ ॥ ৬ ॥
অতিষ্ঠৎ স গতাহারঃ শতসম্বৎসরং প্রভুঃ ।
আরাধয়ন্মহাদেবং তথৈব চ সদাশিবাম্ ॥ ৭ ॥
শক্তিঃ সর্ব্বত্র পূজ্যেতি বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ ।
অশক্তো নিন্দ্যতে লোকে শক্তস্তু পরিপূজ্যতে ॥ ৮ ॥
যত্র পর্ব্বতশৃঙ্গে বৈ কর্ণিকারবনাদ্ভুতে ।
ক্রীড়ন্তি দেবতাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ তপোঽধিকাঃ ॥ ৯ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চাশ্বিনৌ তথা ।
বসন্তি মুনয়ো যত্র যে চান্যে ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ১০ ॥
তত্র হেমগিরেঃ শৃঙ্গে সঙ্গীতধ্বনিনাদিতে ।
তপশ্চচার ধর্ম্মাত্মা ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥ ১১ ॥

বীজং নারদেনোপদিষ্টং গৃহীত্বা তজ্জপং স্তপশ্চচারেত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥ জপকালে এতাদৃশীং ভাবনাং কৃতবানিত্যাহ অগ্নের্ভূমেরিতি। বীর্য্যেণ শক্ত্যেত্যর্থঃ। সংমিতস্তুল্যঃ ॥ ৬ ॥ অতিষ্ঠদিতি। তপ ইতি শেষঃ। যদ্যপি ব্যাসেন নারদমুখাদ্ভগবতীং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং শ্রুত্বা পরাশক্তেরেব ধ্যানং কৃতং তথাপি শক্তের্ধ্যানে কৃতে শিবস্য ধ্যানং জাতমেবেত্যভিপ্রায়েণ আরাধয়ন্মহাদেবমিত্যুক্তম্ ॥৭॥ (শক্তিরহিতস্য শিবস্যাপ্যারাধনেন অশক্তো লোকে নিন্দ্যতে ইত্যেবং মহান্তং ব্যতিক্রমং দর্শয়ন্নাহ শক্তিঃ সর্ব্বত্র পূজ্যেতি ॥ ৮ ॥ তপোঽধিকাঃ উৎকট-তপঃপ্রভাবসম্পন্নাঃ ॥ ৯ ॥ আশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ দেবচিকিসকাবিতি যাবৎ ॥ ১০ ॥ হেম-

---

একাক্ষর বাগ্‌ভব বীজমন্ত্র জপানুষ্ঠান পূর্ব্বক পরাশক্তি রূপা মহামায়ার ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৫—৬ ॥ এবং অখিল ভূমণ্ডল মধ্যে শক্তিমান্ ব্যক্তিই সর্ব্বতোভাবে সম্মানিত আর শক্তি বিরহিত মূঢ় জীব কেবল নিন্দা ভাজনই হইয়া থাকে ; অতএব শক্তিই সর্ব্বত্র পূজনীয়, মনে মনে বারংবার বিচার পূর্ব্বক মহর্ষি ব্যাস নিত্য মঙ্গলময়ী পরমাশক্তির সহিত দেব দেব মহাদেবের আরাধনা করত ক্রমে এতদূর প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন যে, তিনি একশত বৎসর কাল নিরাহারে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৭—৮ ॥ হে মহর্ষিমণ্ডল ! পর্ব্বতের যে শৃঙ্গপ্রদেশটী আশ্চর্য্যজনক কর্ণিকার উপবনে পরিশোভিত, যে স্থলে সমধিক তপঃপ্রভাব সম্পন্ন মুনিবৃন্দ এবং আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুদ্‌গণ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতারা নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া থাকেন ; বিশেষতঃ যে স্থলে, ব্রহ্মবিত্তম মননশীল ঋষি ও অপরাপর সুরশ্রেষ্ঠগণ বাস করেন, সুবর্ণময় সুমেরুর সেই কিন্নর বৃন্দের সংগীতনিনাদিত শৃঙ্গেই সত্যবতী-তনয় মহর্ষি বেদব্যাস তপশ্চর্য্যায় নিরত ছিলেন ॥ ৯—১১ ॥ তৎকালে সেই ধীশক্তি

ততোঽস্য তেজসা ব্যাপ্তং বিশ্বং সর্ব্বং চরাচরম্‌।
অগ্নিবর্ণা জটা জাতাঃ পারাশর্য্যস্য ধীমতঃ ॥ ১২ ॥
ততোঽস্য তেজ আলক্ষ্য ভয়মাপ শচীপতিঃ ॥ ১৩ ॥
তুরাষাহং তদা দৃষ্ট্বা ভয়ত্রস্তং শ্রমাতুরম্‌।
উবাচ ভগবান্‌ রুদ্রো মঘবন্তং তথাস্থিতম্‌ ॥ ১৪ ॥

শঙ্কর উবাচ।

কথমিন্দ্রাদ্য ভীতোঽসি কিং দুঃখন্তে সুরেশ্বর !।
অমর্ষো নৈব কর্ত্তব্যস্তাপসেষু কদাচন ॥ ১৫ ॥
তপশ্চরন্তি মুনয়ো জ্ঞাত্বা মাং শক্তিসংযুতম্‌।
ন ত্বেতেঽহিতমিচ্ছন্তি তাপসাঃ সর্ব্বথৈব হি ॥ ১৬ ॥
ইত্যুক্তবচনঃ শক্রস্তমুবাচ বৃষধ্বজম্‌।
কস্মাত্তপস্যতি ব্যাসঃ কোঽর্থস্তস্য মনোগতঃ ॥ ১৭ ॥

গিরেঃ সুমেরোঃ ॥ ১১ ॥ পারাশর্য্যস্য পরাশরপুত্রস্য ব্যাসস্য জটাভ্যোঽপি জ্বলনশিখাবত্তপস্তেজঃপ্রকটিতমিবেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥ অস্য ব্যাসস্য তপস্তেজ আলক্ষ্য নিরীক্ষ্য ॥ ১৩ ॥ তুরাষাহমিন্দ্রম্‌ ॥ ১৪—১৫ ॥) অহিতমিতিচ্ছেদঃ। অহিতং নেচ্ছন্তীত্যর্থঃ। (শক্তিযুতং সশক্তিকং শিবং মঙ্গলময়ং পরমেশানং মাং বিদিত্বা এব তে মুনয়ঃ ধ্যাননিরতাস্তপস্বিনঃ তপশ্চরন্তি অতস্তেষাং তাদৃশং তপঃপ্রভাবং দৃষ্ট্বা ভবতা তেষু তপস্বিষু অমর্ষঃ ক্রোধো ন কর্ত্তব্যঃ তেষাং তপোবিঘ্নোৎপাদনায় যত্নং মা কার্ষীঃ কিন্তু সর্ব্বথা ক্ষমৈব কর্ত্তব্যেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

সম্পন্ন পরাশরনন্দন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের তপস্তেজে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সংসার পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; তাঁহার জটা সকল জ্বলৎ শিখা হুতাশনের বর্ণ ধারণ করিল ॥১২॥ অধিক কি, শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার তাদৃশ তপঃপ্রভাব সন্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন; সুরপতি ইন্দ্রকে তাদৃশ ভয়ত্রস্ত ও ম্লানভাবে অবস্থিত দেখিয়া সর্ব্বকল্যাণকর ভগবান্‌ রুদ্রদেব কহিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥

ইন্দ্র! তুমি কি জন্য এত ভীত হইতেছ? এক্ষণে তোমার কি দুঃখ উপস্থিত হইল? সুরেশ্বর! তপোনিরত মুনিগণ আমাকে নিরন্তর শক্তিসমন্বিত জানিয়াই ঘোরতর তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তাঁহারা কখন কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট ইচ্ছা করেন না; অতএব তুমি তাপসগণের প্রতি কদাচ অসন্তুষ্ট হইও না ॥ ১৫—১৬ ॥

দেবরাজ শতক্রতু এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃষধ্বজ দেব দেব ভগবান্‌ শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! যদি কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা নাই তবে বেদব্যাস কি নিমিত্ত এতাদৃশ উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তাঁহার মনোগত উদ্দেশ্য কি, সেইটী প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১৭

শিব উবাচ ।

পারাশর্য্যস্তু পুত্রার্থী তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ।
পূর্ণং বর্ষশতং জাতং দদাম্যদ্য সুতং শুভম্ ॥ ১৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা বাসবং রুদ্রো দয়য়া মুদিতাননঃ ।
গত্বা ঋষিসমীপন্তু তমুবাচ জগদ্গুরুঃ ॥ ১৯ ॥
উত্তিষ্ঠ বাসবীপুত্র ! পুত্রস্তে ভবিতা শুভঃ ।
সর্ব্বতেজোময়ো জ্ঞানী কীর্ত্তিকর্ত্তা তবাঽনঘ ! ॥ ২০ ॥
অখিলস্য জনস্যাঽত্র বল্লভস্তে সুতঃ সদা ।
ভবিষ্যতি গুণৈঃ পূর্ণঃ সাত্ত্বিকৈঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ২১ ॥

সূত উবাচ ।

তদাঽকর্ণ্য বচঃ শ্লক্ষ্ণং কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা ।
শূলপাণিং নমস্কৃত্য জগামাশ্রমমাত্মনঃ ॥ ২২ ॥
স গত্বাঽশ্রমমেবাঽশু বহুবর্ষশ্রমাতুরঃ ।
অরণীসহিতং গুহ্যং মমন্থাগ্নিং চিকীর্ষয়া ॥ ২৩ ॥

ইত্যুক্তং বচনং যস্মৈ স ইত্যুক্তবচনঃ শক্রঃ ॥১৭—১৮॥ (কৃপাপারতন্ত্র্যাৎ ভক্তানুগত্যাদ্বৈব মুদিতানন ইত্যুক্তম্ ॥১৯॥ সর্ব্বমহাভূতবত্তেজঃপ্রচুরঃ পঞ্চমহাভূততেজঃস্বরূপো বা সতঃ জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণঃ ॥ ২০ ॥ সত্যবিক্রমঃ অমোঘপ্রভাবঃ ॥ ২১—২২ ॥) গুহ্যং গুপ্তমগ্নিং মমন্থেত্য-

---

শিব কহিলেন, দেবরাজ ! পরাশরনন্দন ব্যাসদেব একমাত্র পুত্রাভিলাষী হইয়াই ঈদৃশ তপোঽনুষ্ঠানে নিরত হইয়াছেন; ঐরূপ তপস্যায় তাঁহার শতবর্ষকাল পূর্ণ হইয়াছে, অতএব, যাহাতে তাঁহার পরম মঙ্গলময় পুত্র উৎপন্ন হয়, এক্ষণে আমি তাঁহাকে তাদৃশ বরই প্রদান করিব ॥ ১৮ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! ভগবান্ জগদ্গুরু রুদ্রদেব বাসবকে এই কথা বলিয়াই পরম প্রফুল্ল বদনে বেদব্যাসের নিকট যাইয়া কহিলেন, হে বাসবীপুত্র ! তোমার একটী পরম মঙ্গলময় পুত্র হইবে ; অতএব আর তপঃক্লেশে প্রয়োজন নাই, উত্থান কর ॥১৯—২০॥ আমার বরপ্রভাবে তোমার পুত্র এতদূর জ্ঞানী হইবে যে, সে পঞ্চ মহাভূতের ন্যায় তেজোময় হইয়া তোমার কীর্ত্তি স্থাপন করিবে ; অধিক কি, এই অখিল সংসার মধ্যে তোমার পুত্র সর্ব্বদা সমস্ত সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ হইয়া সত্যপ্রভাবে সর্ব্ব জন প্রিয় হইবে ॥ ২১ ॥

মহর্ষিগণ ! তৎকালে ঋষিপ্রবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া ভগবান্ শূলপাণিকে প্রণাম করিয়া নিজ আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥২২॥ তিনি বহু বর্ষের তপঃক্লেশে ক্লান্ত হইয়া স্বীয় আশ্রমে আসিবামাত্র অন্তর্ভূত অগ্নিদেবের

মন্থনং কুর্ব্বতস্তস্য চিত্তে চিন্তাভরস্তদা।
প্রাদুর্ব্বভূব সহসা সুতোৎপত্তৌ মহাত্মনঃ॥ ২৪॥
মন্থানারণিসংযোগান্মন্থনাচ্চ সমুদ্ভবঃ।
পাবকস্য যথা তদ্বৎ কথং মে স্যাৎ সুতোদ্ভবঃ॥ ২৫॥
পুত্রারণিস্তু যা খ্যাতা সা মমাদ্য ন বিদ্যতে।
তরুণী রূপসম্পন্না কুলোৎপন্না পতিব্রতা॥ ২৬॥
কথং করোমি কান্তাঞ্চ পাদয়োঃ শৃঙ্খলাসমাম্।
পুত্রোৎপাদনদক্ষাঞ্চ পাতিব্রত্যে সদা স্থিতাম্॥ ২৭॥
পতিব্রতাপি দক্ষাপি রূপবত্যপি কামিনী।
সদা বন্ধনরূপা চ স্বেচ্ছাসুখবিধায়িনী॥ ২৮॥
শিবোঽপি বর্ত্ততে নিত্যং কামিনীপাশসংযুতঃ।
কথং করোম্যহং চাত্র দুর্ঘটঞ্চ গৃহাশ্রমম্॥ ২৯॥

স্বয়ঃ॥ ২৩—২৪॥ মন্থানো মন্থনদণ্ডঃ॥ ২৫॥ পুত্রারণিঃ পুত্রজননী কামিনী মম নাস্তি॥ ২৬॥ (বিশুদ্ধবীজধারণোপয়োগিক্ষেত্রস্যাপি প্রয়োজনমিতি দর্শয়ন্নাহ। পুত্রোৎপাদনদক্ষাং মহদ্‌বীজ-ধারণক্ষমামিতি ভাবঃ॥ ২৭—২৮॥ দুর্ঘটং দুর্ঘটনায়া মূলীভূতং যদ্বা তপস্বিনো দরিদ্রস্য মম

উৎপাদন কামনায় অরণীকাষ্ঠদ্বয় মন্থন করিতে লাগিলেন॥ ২৩॥ অরণী মন্থন করিতে করিতে সহসা সেই মহাত্মার অন্তরে পুত্রোৎপত্তি বিষয়ক এইরূপ গভীর চিন্তাভার আসিয়া উপস্থিত হইল; (তিনি ভাবিলেন যে,) যেমন এই উত্তরারণী রূপ মন্থন লইয়া অধরারণীর সহিত সংযোগ করিয়া মন্থন (ঘর্ষণ) করিলে অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ অধরারণীর অভাবে আমার পুত্র কিরূপে উৎপন্ন হইবে!! কেননা, এই ভূমণ্ডল মধ্যে যাহা পুত্রারণী বলিয়া বিশ্রুত, তাদৃশ সৎকুল সম্ভূত রূপ গুণ সম্পন্ন পতিব্রতা যুবতী ভার্য্যা ত, এক্ষণে আমার নিকট উপস্থিত নাই!! পরন্তু, কামিনী পুত্রোৎপাদন কুশলা পাতিব্রত্য ধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও যে, উভয় পদের নিগড় লৌহ শৃঙ্খলার ন্যায় তাহাতে সংশয় নাই; অতএব, আমি ইহা জানিয়া শুনিয়া কি রূপে দার পরিগ্রহ করিতে পারি!! আর কথা এই, স্ত্রী পতিব্রতা, সমস্ত গৃহকার্য্য নিপুণা মনোমোহিনী রূপবতী এমন কি, যদি নিজ ইচ্ছামত সুখদাত্রীও হয়, তথাপি যে, সে নিরন্তর বন্ধন স্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ কি॥ ২৪—২৮॥ অধিক কি, যখন স্বয়ং সদাশিবও সর্ব্বদা কামিনী রূপ নিগড় পাশে সংবদ্ধ, তখন অন্যের কথা আর কি বলিব। আমি এই সকল বুঝিতে পারিয়াও কি প্রকারে দুর্ঘটনার মূলীভূত গার্হস্থ আশ্রমে সম্মত হইতে পারি?॥ ২৯॥

হে মহর্ষিমণ্ডল! মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দিব্য রূপিণী ঘৃতাচী অপ্সরা সমীপস্থ আকাশ মণ্ডলে থাকিয়াই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

এবং চিন্তয়তস্তস্য ঘৃতাচী দিব্যরূপিণী।
প্রাপ্তা দৃষ্টিপথং তত্র সমীপে গগনে স্থিতা ॥ ৩০ ॥
তাং দৃষ্ট্বা চপলাপাঙ্গীং সমীপস্থাং বরাপ্সরাম্।
পঞ্চবাণপরীতাঙ্গস্তূর্ণমাসীদ্ধৃতব্রতঃ ॥ ৩১ ॥
চিন্তয়ামাস চ তদা কিঙ্করোম্যদ্য সঙ্কটে।
ধর্ম্মস্য পুরতঃ প্রাপ্তে কামভাবে দুরাসদে ॥ ৩২ ॥
অঙ্গীকরোমি যদ্যেনাং বঞ্চনার্থমিহাগতাম্।
হসিষ্যন্তি মহাত্মানস্তাপসা মাস্তু বিহ্বলম্ ॥ ৩৩ ॥
তপস্তপ্ত্বা মহাঘোরং পূর্ণং বর্ষশতন্ত্বিহ।
দৃষ্ট্বাপ্সরাঞ্চ বিবশঃ কথং জাতো মহাতপাঃ ॥ ৩৪ ॥
কামং নিন্দাপি ভবতু যদি স্যাদতুলং সুখম্।
গৃহস্থাশ্রমসম্ভূতং সুখদং পুত্রকামদম্ ॥ ৩৫ ॥

গৃহাশ্রমো নিতরাং দুর্ঘটনায়ৈব নতু সুখায় ইতি মত্বাহ কথং করোমীতি ॥ ২৯—৩০ ॥) ধৃত-ব্রত ইতি। ধৃতব্রতোঽপি পঞ্চবাণেন পরীতাঙ্গো বিদ্ধাঙ্গ আসীদিত্যর্থঃ ॥৩১—৩২॥ (বঞ্চনার্থং মাং প্রতারয়িতুং মম তপস্তেজোহ্রাসার্থমিতি শেষঃ সমাগতাং এনাং ধূর্ত্তাং দেবকন্যাং ধর্ম্মস্যাগ্রতঃ কথং স্বীকরোমি জানন্নপীতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥) হাসমেবাহ তপস্তপ্ত্বেতি ॥ ৩৪ ॥

হে মহর্ষিগণ! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যদিচ, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু, সেই চঞ্চল অপাঙ্গদেশ পরিশোভিত অপ্সরঃপ্রবরা ঘৃতাচীকে দর্শন করিবামাত্র মন্মথের শর-প্রভাবে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ একেবারে অবশ হইয়া পড়িল ॥৩০—৩১॥ (তিনি আপনার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন যে,) এক্ষণে আমি এই উপস্থিত সঙ্কট সময়ে কি উপায় অবলম্বন করিব!! এই অপ্সরা আমাকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছে, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি-য়াও যদি আমি দুর্নিবার কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইয়া দেদীপ্যমান ধর্ম্ম সম্মুখে ইহাকে স্বীকার করি, তাহা হইলে এই মহাত্মা তাপসগণ আমার ঈদৃশ বিমূঢ় ভাব দেখিয়া যে অত্যন্ত উপহাস করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥৩২—৩৩॥ মহাতপা ব্যাস শত সংবৎসর কাল ঘোরতরতপস্যা করিয়া ও একটা অপ্সরাকে দেখিবামাত্র কি প্রকারে একেবারে অবশাঙ্গ হইয়া পড়িল, কি আশ্চর্য্য!! চতুর্দ্দিক হইতেই যে এইরূপ নিন্দা বাদ সমুত্থিত হইবে তাহাও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি ॥ ৩৪ ॥ আচ্ছা তাহাও হউক, যদি অতুলনীয় সুখোৎপত্তি হয়, তাহাও স্বীকার করিলাম। পূর্ব্বাচার্য্যগণও গৃহস্থাশ্রমকে সমস্ত পুণ্যের ও সর্ব্ব সুখের আকর অর্থাৎ পুত্রকামনাপ্রদ, স্বর্গপ্রদ এমন কি জ্ঞানীদিগের মুক্তিপ্রদ পর্য্যন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই দেবকন্যা দ্বারা তাহার অর্থাৎ পুণ্যময় গার্হস্থ আশ্রম

স্বর্গদঞ্চ তথা প্রোক্তং জ্ঞানিনাং মোক্ষদং তথা।
ন ভবিষ্যতি তন্নূনমনয়া দেবকন্যয়া ॥ ৩৬ ॥
নারদাচ্চ ময়া পূর্ব্বং শ্রুতমস্তি কথানকম্‌।
যথোর্ব্বশীবশো রাজা পরাভূতঃ পুরূরবাঃ* ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে ব্যাসায় শিববরপ্রদানো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

যদি স্যাদতুলমিতি। ইয়মপ্সরা ভোগং দত্ত্বা গমিষ্যতি ন ত্বনয়া গৃহস্থাশ্রমজন্যং সুখং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ গৃহস্থাশ্রমসম্ভূতং পুণ্যমিতি শেষঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

জন্য যে কোন সুখই হইবে না তাহাতে আর সংশয় কি? কারণ, চন্দ্রবংশীয় মহারাজ পুরূরবা যে প্রকারে অপ্সরঃপ্রধানা উর্ব্বশীর বশবর্ত্তী হইয়া একেবারে অশেষ ক্লেশ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন সেই সমস্ত বৃত্তান্ত পূর্ব্বে আমি দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৩৫—৩৭ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে ব্যাস প্রতি শিবের বরপ্রদান বিষয়ক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্দ্ধ ষট্‌ত্রিংশৎ শ্লোক।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

কোঽসৌ পুরূরবা রাজা কোর্ব্বশী দেবকন্যকা।
কথং কষ্টঞ্চ সম্প্রাপ্তং তেন রাজ্ঞা মহাত্মনা॥ ১॥
সর্ব্বং কথানকং ব্রূহি লোমহর্ষণজাঽধুনা।
শ্রোতুকামা বয়ং সর্ব্বে ত্বন্মুখাব্জচ্যুতং রসম্॥ ২॥
অমৃতাদপি মিষ্টা তে বাণী সূত! রসাত্মিকা।
ন তৃপ্যামো বয়ং সর্ব্বে সুধয়া চ যথাঽমরাঃ॥ ৩॥

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে কথাং দিব্যাং মনোরমাম্।
বক্ষ্যাম্যহং যথা বুদ্ধ্যা শ্রুতাং ব্যাসবরোত্তমাৎ॥ ৪॥

ষড়শীতিমহাশ্লোকৈর্বুধোৎপত্তিস্তু কথ্যতে।
কামবাণৈস্তু বিদ্ধত্বং মহতাং যত্র ভণ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে 'যথোর্ব্বশীবশো রাজা পরাভূতঃ পুরূরবাঃ' ইত্যুক্তং তত্র কোঽসৌ পুরূরবাঃ কথমুৎপন্ন ইতি ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি কোসাবিতি। কষ্টং ক্লেশঃ॥ ১—২॥ ন তৃপ্যাম ইতি। তয়েতি শেষঃ॥ ৩॥

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, সূত! তুমি যাঁহার কথা বলিলে, সেই রাজা পুরূরবা কে? আর সেই দেবকন্যা উর্ব্বশীই বা কে? বিশেষতঃ সেই মহাত্মা নরপতি তাদৃশ কষ্টই বা কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? হে লোমহর্ষণ নন্দন! বৎস সূত! তোমার মুখকমল নিঃসৃত সুমধুর কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণের নিমিত্ত আমরা সকলেই অত্যন্ত স্পৃহান্বিত হইয়াছি; অতএব, তুমি আমাদিগের নিকট সেই কথা সবিস্তার বর্ণনা করিয়া বল॥ ১—২॥ যেরূপ অমরবৃন্দ ভূরি ভূরি সুধাপানেও কদাচ পরিতৃপ্ত হয়েন না, সেইরূপ আমরাও তোমার অমৃত অপেক্ষাও সুমধুর রসময়ী কথা শ্রবণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না॥ ৩॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! আপনারা সকলেই সেই অলৌকিক মনোহর কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণ করুন। আমি গুরুদেব মহর্ষি বেদব্যাসের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি এবং তাঁহার অমোঘবরপ্রভাবে যেরূপ বোধশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি তদনুসারেই আপনাদিগের নিকট বর্ণনা করিব

গুরোস্তু দয়িতা ভার্য্যা তারা নামেতি বিশ্রুতা।
রূপযৌবনযুক্তা সা চার্ব্বঙ্গী মদবিহ্বলা ॥ ৫ ॥
গতৈকদা বিধোর্ধাম যজমানস্য ভামিনী।
দৃষ্টা চ শশিনাঽত্যর্থং রূপযৌবনশালিনী ॥ ৬ ॥
কামাতুরস্তদা জাতঃ শশী শশিমুখীং প্রতি।
সাঽপি বীক্ষ্য বিধুং কামং জাতা মদনপীড়িতা ॥ ৭ ॥
তাবন্যোন্যং প্রেমযুক্তৌ স্মরার্ত্তৌ চ বভূবতুঃ।
তারা শশী মদোন্মত্তৌ কামবাণপ্রপীড়িতৌ ॥ ৮ ॥
রেমাতে মদমত্তৌ তৌ পরস্পরস্পৃহান্বিতৌ।
দিনানি কতিচিত্তত্র জাতানি রমমাণয়োঃ ॥ ৯ ॥
বৃহস্পতিস্তু দুঃখার্ত্তঃ তারামানয়িতুং গৃহম্।
প্রেষয়ামাস শিষ্যন্তু নায়াতা সা বশীকৃতা ॥ ১০ ॥
পুনঃ পুনর্যদা শিষ্যং পরাবর্ত্তত চন্দ্রমাঃ।
বৃহস্পতিস্তদা ক্রুদ্ধো জগাম স্বয়মেব হি ॥ ১১ ॥

যথা শ্রুতাস্তথেতি শেষঃ ॥ ৪ ॥ (চারূণি মনোজ্ঞানি অঙ্গানি যস্যাঃ সা ॥ ৫—৭ ॥ পরস্পরানুরাগং প্রদর্শয়ন্নাহ। তাবিতি ॥৮॥ মদেন শৃঙ্গারজনিতমত্ততয়া মত্তৌ উন্মত্তৌ ॥৯—১১॥

সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥ কোন সময় রূপযৌবনাঢ্যা মনোরম অঙ্গসৌষ্ঠব সমন্বিতা সর্ব্বদা হাবভাব বিহ্বলাঙ্গী ত্রিলোকবিশ্রুতা সুরগুরু বৃহস্পতির প্রিয়তমা ভার্য্যা বরবর্ণিনী তারা নিজপতির যজমান চন্দ্রদেবের গৃহে সমাগত হইলে, দৈবগতিকে শশধর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৫—৬ ॥ শশলাঞ্ছন তাদৃশ রূপ যৌবনসম্পনা শশিমুখী তারাকে অবলোকন করিবামাত্র কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন ; সেইরূপ তারাও সুধাকরের সেই অপূর্ব্ব সুধাময় কমনীয় কান্তি সন্দর্শনে একেবারে মন্মথবাণে প্রপীড়িত হইলেন ॥ ৭ ॥ হে মহর্ষিগণ! এইরূপে তারা আর শশাঙ্কদেব পরস্পর সন্দর্শন মাত্রেই কুসুম শরাসনের শরাঘাতে উভয়েই উভয়ের প্রেমলালসায় একেবারে মদোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৮ ॥ তদনন্তর, তাঁহারা গুরুশিষ্য ভাব বিসর্জ্জন দিয়া মদিরামত্তের ন্যায় ঘোরতর আসক্ত হইয়া রমণে প্রবৃত্ত হইলেন ; এইরূপে কতিপয় দিবস তাঁহাদিগের নিরন্তর রতিক্রীড়ায় অতিবাহিত হইলে, সুরাচার্য্য বৃহস্পতি অতীব দুঃখিত হইয়া তারাকে স্বগৃহে আনিবার নিমিত্ত একজন শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন ; কিন্তু, তারা মৃগলাঞ্ছনের এতদূর বশবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন যে তৎকালে তাঁহার অন্তর হইতে পতিস্নেহাদি একেবারে দূরে পলায়ন করিয়াছিল ; ফলত তিনি সেই প্রেরিত শিষ্যের সহিত পতিগৃহে আর প্রত্যাগমন করিলেন না ॥ ৯—১০ ॥ পরন্তু, চন্দ্রদেব যখন, বারংবার গুরুপ্রেরিত শিষ্যকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন গুরুদেব বৃহস্পতি

গত্বা সোমগৃহং তত্র বাচস্পতিরুদারধীঃ।
উবাচ শশিনং ক্রুদ্ধঃ স্ময়মানং মদান্বিতম্ ॥ ১২ ॥
কিং কৃতং কিল শীতাংশো! কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মবিগৰ্হিতম্।
রক্ষিতা মম ভার্য্যেয়ং সুন্দরী কেন হেতুনা ॥ ১৩ ॥
তব দেব! গুরুশ্চাহং যজমানোঽসি সর্ব্বথা।
গুরুভার্য্যা কথং মূঢ়! ভুক্তা কিং রক্ষিতাঽথবা ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মহা হেমহারী চ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
মহাপাতকিনো হ্যেতে তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥ ১৫ ॥
মহাপাতকযুক্তস্ত্বং দুরাচারোঽতিগর্হিতঃ।
ন দেবসদনার্হোঽসি যদি ভুক্তেয়মঙ্গনা ॥ ১৬ ॥
মুঞ্চেমামসিতাপাঙ্গীং ন যামি সদনং মম।
নোচেদ্বক্ষ্যামি দুষ্টাত্মন্! গুরুদারাপহারিণম্ ॥ ১৭ ॥

বাচাং পতিঃ। উদারা মহতী ধীর্বুদ্ধির্যস্য ॥১২॥ শীতা শীতলা অংশবো রশ্ময়ঃ যস্য তৎসম্বুদ্ধৌ। ধৰ্ম্মেণ ধৰ্ম্মশাস্ত্রেণ বিগর্হিতং নিন্দিতম্। গুরুভার্য্যাহরণস্তু ধৰ্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥) তব দেবগুরুশ্চাহমিতি। হে দেব! তবাহং গুরুরস্মীত্যন্বয়ঃ। কিং রক্ষিতেতি। কিমর্থং রক্ষিতেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ (গুরোস্তল্পং শয্যাং গচ্ছতীতি। গুরুভার্য্যাগামীত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥) নোচেদ্বক্ষ্যামীতি। শাপমিতি শেষঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বয়ং তথায় গমন করিলেন ॥ ১১ ॥ উদারমতি গুরুদেব বাচস্পতি সেস্থলে আসিয়াই সেই ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত শশধরকে ক্রোধভরে কহিলেন, হিমাংশো! তুমি কি প্রকারে এরূপ ধৰ্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে? তুমি কি জন্যই বা আমার সর্ব্ব-সুলক্ষণা ভার্য্যাকে নিজগৃহে এতদিন রক্ষা করিলে? চন্দ্রদেব! দেখ, আমি সর্ব্বপ্রকারেই তোমার পূজনীয়! কারণ, আমি তোমার গুরু, তুমি আমার যজমান!! রে মূঢ়! তুই কি প্রকারে গুরুভার্য্যাকে উপভোগ করিলি? তাহা না হইলে তুই কি জন্য তাহাকে এতদিন নিজগৃহে রাখিয়াছিস্? ॥ ১২—১৪ ॥ এই ভূমণ্ডলে ব্রহ্মহত্যাকারী, সুবর্ণচৌর, সুরাপায়ী আর গুরুপত্নীগামী ইহারা সকলেই মহাপাতকী; এমন কি যে ব্যক্তি এই চারিপ্রকার লোকের সংসর্গে থাকে সেই পঞ্চম ব্যক্তিও শাস্ত্রে মহাপাতকী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৫ ॥ রে মূঢ়! যদি তুই আমার পত্নীকে সম্ভোগ করিয়া থাকিস্ তাহা হইলে তোর সদৃশ বিগর্হিতকৰ্ম্মকারী দুরাচার মহাপাতকী আর বিশ্বসংসারে বোধ হয় কোন ব্যক্তিই বর্ত্তমান নাই! সুতরাং তুই আর কোনক্রমেই দেবসমাজে যাইবার যোগ্যপাত্র নহিস ॥ ১৬ ॥ রে দুরাত্মন্! তুই যখন গুরুদার অপহরণ করিয়াছিস্, তখন তোর অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই! যাহা হউক্ তুই এখনও সেই অসিতাপাঙ্গী বরারোহা কামিনীকে

ইত্যেবং ভাষমাণং তমুবাচ রোহিণীপতিঃ।
গুরুং ক্রোধসমাযুক্তং কান্তাবিরহদুঃখিতম্॥ ১৮॥

ইন্দুরুবাচ।

ক্রোধাত্তে তু দুরারাধ্যা ব্রাহ্মণাঃ ক্রোধবর্জ্জিতাঃ।
পূজার্হা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা বর্জ্জনীয়াস্ততোঽন্যথা॥ ১৯॥
আগমিষ্যতি সা কামং গৃহস্তে বরবর্ণিনী।
অত্রৈব সংস্থিতা বালা কা তে হানিরিহানঘ!॥ ২০॥
ইচ্ছয়া সংস্থিতা চাত্র সুখকামার্থিনী হি সা।
দিনানি কতিচিৎ স্থিত্বা স্বেচ্ছয়া চাগমিষ্যতি॥ ২১॥
ত্বয়ৈবোদাহৃতং পূর্ব্বং ধর্ম্মশাস্ত্রমতন্তথা।
ন স্ত্রী দুষ্যতি চারেণ ন বিপ্রো বেদকর্ম্মণা॥ ২২॥

ক্রোধাত্তে ইতি। ব্রাহ্মণাঃ ক্রোধাদেব দুরারাধ্যা অপূজ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ। অথ ক্রোধবর্জ্জিতা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞাঃ পূজার্হা ভবন্তি। এতে যে পূজার্হা উক্তাস্ততস্তেভ্যোঽন্যথাঽন্যপ্রকারা যে ক্রোধযুক্তাস্তে পূজায়াং বর্জ্জনীয়া ইতি শাস্ত্রমর্য্যাদা। অতস্ত্বং গুরো! ক্রোধং বিহায় পূজ্যো ভব ন তু তমালম্ব্যাপূজ্যো ভবেতি ভাবঃ॥ ১৯—২১॥ পাতকে কৃতেঽপি চারেণ রজঃসঞ্চারেণ রজোদর্শনেন স্ত্রী ন দুষ্যতীতি ত্বয়া বার্হস্পত্যমতে উক্তমিতি ভাবঃ। তদুক্তম্।

পরিত্যাগ কর, নচেৎ আমি এই দণ্ডেই তোকে অভিসম্পাত প্রদান করিব; ফলত আমি তাহাকে না লইয়া কোনক্রমেই নিজগৃহে প্রতিগমন করিব না। হে মহর্ষিমণ্ডল! সুরাচার্য্য কান্তাবিরহ দুঃখে কুপিত হইয়া এই সমস্ত কথা বলিলে পর রোহিণীপতি চন্দ্র অতিশয় গর্ব্বভরে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি এইরূপ উত্তর করিলেন॥ ১৭—১৮॥

এই ত্রিলোকীমধ্যে ক্রোধাদিরিপুবর্জ্জিত ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণই সম্মান প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র; আর যাহারা কেবল ক্রোধের বশীভূত, তাহারা কোনক্রমেই পূজনীয় নহে; বরং তাহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য॥ ১৯॥ আপনি অন্তরে কোন কুভাব ভাবিবেন না; সেই বরারোহা অবলা নিজ ইচ্ছামত অবশ্যই আপনার গৃহে প্রতিগমন করিবেন; সম্প্রতি কয়েকদিবস এখানে অবস্থান করিতেছেন তাহাতে আপনার ক্ষতি কি?॥ ২০॥ তিনি এস্থলে কেবল সুখসম্ভোগ লালসাতেই অবস্থান করিতেছেন; অতএব কতিপয় দিবস থাকিয়াই আবার নিজ ইচ্ছামত প্রতিগমন করিবেন॥ ২১॥ যেরূপ, ব্রাহ্মণ শতসহস্র কুকর্ম্ম করিলেও একমাত্র বৈদিকক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয় সেইরূপ ব্যভিচার দুষ্টা স্ত্রীলোকও মাসিক রজঃসঞ্চার দ্বারা পরপুরুষ সম্ভোগজনিত সমস্ত দুষ্কৃতি সাগর হইতে মুক্তিলাভ করে, পূর্ব্বে আপনিই ত, ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ

ইত্যুক্তঃ শশিনা তত্র গুরুরত্যন্তদুঃখিতঃ।
জগাম স্বগৃহং তূর্ণং চিন্তাবিষ্টঃ স্মরাতুরঃ ॥ ২৩ ॥
দিনানি কতিচিত্তত্র স্থিত্বা চিন্তাতুরো গুরুঃ।
যযাবথ গৃহং তস্য ত্বরিতশ্চৌষধীপতেঃ ॥ ২৪ ॥
স্থিতঃ ক্ষত্ত্রা নিষিদ্ধোঽসৌ দ্বারদেশে রুষান্বিতঃ।
নাজগাম শশী তত্র চুকোপাতি বৃহস্পতিঃ ॥ ২৫ ॥
অয়ং মে শিষ্যতাং যাতো গুরুপত্নীস্তু মাতরম্।
জগ্রাহ বলতোঽধর্ম্মী শিক্ষণীয়ো ময়াধুনা ॥ ২৬ ॥
উবাচ বাচং কোপাত্তু দ্বারদেশে স্থিতো বহিঃ।
কিং শেষে ভবনে মন্দ! পাপাচার! সুরাধম! ॥ ২৭ ॥
দেহি মে কামিনীং শীঘ্রং নোচেচ্ছাপং দদাম্যহম্।
করোমি ভস্মসান্নূনং ন দদাসি প্রিয়াং মম ॥ ২৮ ॥

প্রায়শ্চিত্তং ভবেৎ স্ত্রীণাং যন্মাসে রজসশ্চ্যুতিরিতি ॥ ২২—২৩ ॥ (ওষধীনাং পতিশ্চন্দ্রস্তস্য। চন্দ্রকিরণস্পর্শেন হি সর্ব্বা ওষধয়ঃ পরিণতাং যান্তীতি তথাত্বম্ ॥ ২৪—২৮ ॥)

উপদেশ করিয়াছিলেন। (তবে আবার ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া নিরর্থক কতকগুলা কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছেন কেন?) ॥ ২২ ॥

চন্দ্রদেব এইরূপ অবজ্ঞাসূচক উক্তিদ্বারা নিরাশ করিলে পর, বৃহস্পতি সে স্থলে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া অতি দুঃখিতভাবে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু আসিবার সময় তিনি মনে মনে তারার অসামান্য রূপলাবণ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে একেবারে মন্মথপ্রপীড়িত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৩ ॥ এইরূপে কয়েকদিবস মাত্র অতিবাহিত করিয়াই ভার্য্যার বিরহযাতনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অবিলম্বে ওষধীনাথ চন্দ্রের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি তথায় আসিয়াই কোপভরে যেমন চন্দ্রদেবের ভবনমধ্যে প্রবেশ করিবেন অমনি দ্বারপালকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া অগত্যা সেই দ্বারদেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে চন্দ্রদেব তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াও অন্তঃপুর হইতে আর বাহিরে আসিলেন না। শশীর এতাদৃশ অসদ্ব্যবহার দর্শনে সুরাচার্য্য অতিশয় রোষভরে মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, যে, হায়! এই অধার্ম্মিক দুরাত্মা চিরকাল আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াও এক্ষণে নিজ মাতার স্বরূপ গুরুপত্নীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল, কি আশ্চর্য্য!! পরন্তু এখনি আমি ইহাকে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদান করিব সন্দেহ নাই ॥ ২৪—২৬ ॥ (তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে) ক্রমশঃ ক্রোধে অধীর হইয়া সেই দ্বারের বহির্ভাগে থাকিয়াই চন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, রে সুরাধম! দুর্ম্মতে! ঈদৃশ ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াও কি প্রকারে নিশ্চিন্তভাবে অন্তঃ-

সূত উবাচ।

ক্রূরাণি চৈবমাদীনি ভাষণানি বৃহস্পতেঃ।
শ্রুত্বা দ্বিজপতিঃ শীঘ্রং নির্গতঃ সদনাদ্বহিঃ॥ ২৯॥
তমুবাচ হসন্‌ সোমঃ কিমিদং বহু ভাষসে।
ন তে যোগ্যাসিতাপাঙ্গী সর্ব্বলক্ষণসংযুতা॥ ৩০॥
কুরূপাঞ্চ স্বসদৃশীং গৃহাণান্যাং স্ত্রিয়ং দ্বিজ!।
ভিক্ষুকস্য গৃহে যোগ্যা নেদৃশী বরবর্ণিনী॥ ৩১॥
রতিঃ স্বসদৃশে কান্তে নার্য্যাঃ কিল নিগদ্যতে॥
ত্বং ন জানাসি মন্দাত্মন্‌! কামশাস্ত্রবিনির্ণয়ম্‌॥ ৩২॥
যথেষ্টং গচ্ছ দুর্ব্বুদ্ধে! নাহং দাস্যামি কামিনীম্‌।
যচ্ছক্যং কুরু তৎ কামং ন দেয়া বরবর্ণিনী॥ ৩৩॥

শীঘ্রং নির্গত ইতি। তস্য নিরাশাকরণং বিনা শান্তির্ন ভবিষ্যতীতি মত্বা নিরাশকরণার্থং শীঘ্রং নির্গত ইত্যর্থঃ॥ ২৯—৩০॥ (যদ্‌ যেন যুজ্যতে লোকে বুধস্তত্তেন যোজয়েদিতি ন্যায়মবলম্ব্যাহ। কুরূপামিতি॥ ৩১॥ মন্দঃ আত্মা বুদ্ধির্যস্য। কামশাস্ত্রাজ্ঞানাৎ তথাত্বম্‌। কামশাস্ত্রস্য বিনির্ণয়ম্‌ সিদ্ধান্তম্‌॥ ৩২—৩৩॥) কামার্ত্তস্যেতি। যদ্যপি ইন্দ্রপ্রভৃতীনাং গৌতমাদি-

---

পুরে শয়ন করিয়া রহিয়াছিস্‌; দেখ্‌! তুই যদি অবিলম্বে আমার সেই মনোরমা ভার্য্যাকে আমার নিকট আনিয়া সমর্পণ না করিস্‌ তাহা হইলে এই দণ্ডেই অভিসম্পাত প্রদান করিব। রে মূঢ়! অধিক আর কি বলিব, তুই যদি আমার প্রিয়তমা রমণীকে প্রত্যর্পণ না করিস্‌ তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তোকে এখনি ভস্মসাৎ করিব॥ ২৭—২৮॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল! দ্বিজরাজ যামিনীপতি গুরুদেব বৃহস্পতির এইরূপ নানাপ্রকার কর্কশবাক্য সকল শ্রবণমাত্র সত্বর অন্তঃপুর হইতে বহির্ভাগে আগমন করিলেন॥ ২৯॥ তদনন্তর, রজনীপতি গুরুর নিকটস্থ হইয়াই হাসিতে হাসিতে কহিলেন, অহে দ্বিজ! তুমি কিজন্য এরূপ নানাপ্রকার কতকগুলা অপলাপবাক্য প্রয়োগ করিতেছ! তাদৃশ সর্ব্বসুলক্ষণা অসিতাপাঙ্গী কামিনী কি তোমার উপযুক্ত? তুমি নিজে যেরূপ কদাকার মূর্ত্তি, সেইরূপ আপনার সম্ভোগের উপযুক্ত কোন কুরূপা স্ত্রীকে যাইয়া গ্রহণ কর। বিশেষত তুমি ইহা স্থির জানিও যে, ভিক্ষুকের গৃহে কখনই সেরূপ বরারোহা রমণী থাকিবার যোগ্য নহে॥ ৩০—৩১॥ রে নির্ব্বোধ! বুঝিলাম তুমি কামশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহ; কারণ রতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ, রমণীদিগের নিজ মনোমত নায়কেই রতির বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন॥ ৩২॥ রে দুর্ম্মতে! এক্ষণে তোমার যেখানে ইচ্ছা গমন কর, আমি তোমাকে আর সে কামিনী প্রদান করিব না। রে বিপ্র! তোকে অধিক আর কি বলিব, তোর যাহা ইচ্ছা হয় তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ!! বস্তুত আমি

কামার্ত্তস্য চ তে শাপো ন মাং বাধিতুমর্হতি।
নাহং দদে গুরো! কান্তাং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৩৪ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তঃ শশিনা চেজ্যশ্চিন্তামাপ রুষান্বিতঃ।
জগাম তরসা সদ্ম ক্রোধযুক্তঃ শচীপতেঃ ॥ ৩৫ ॥
দৃষ্ট্বা শতক্রতুস্তত্র গুরুং দুঃখাতুরং স্থিতম্।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ পূজয়িত্বা সুসংস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥
পপ্রচ্ছ পরমোদারস্তং তথাবস্থিতং গুরুম্।
কা চিন্তা তে মহাভাগ! শোকার্ত্তোঽসি মহামুনে! ॥ ৩৭ ॥
কেনাপমানিতোঽসি ত্বং মম রাজ্যে গুরুশ্চ মে।
ত্বদধীনমিদং সর্ব্বং সৈন্যং লোকাধিপৈঃ সহ ॥ ৩৮ ॥

শাপবাধা জাতৈব তথাপি (তে ইন্দ্রাদয়ো গোতমাদীন্ বঞ্চয়িত্বা স্বয়মেবাহল্যাদিষ্ বলাৎকারাৎ প্রবৃত্তাঃ। ইয়ন্তু তব ভার্য্যা বরবর্ণিনী তারা স্বয়ং ময্যেব রতা অতস্তে শাপো মাং পীড়য়িতুং নার্হতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৩৪ ॥)

শশিনা চেজ্য ইতি। ইজ্যো গুরুঃ। শচীপতেঃ সদ্ম গৃহম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ (মহান্ ভাগো ভাগধেয়ো যস্য। বিষ্ণুপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ যস্য সাহায্যায় সমুদ্যতা কা কথা তস্য ভাগ্যস্যেতি

কখনই তোর হস্তে তাদৃশ বরবর্ণিনী রমণীকে সমর্পণ করিব না। আর তুমি যে আমাকে অভিসম্পাত করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছিলে, তাহাতে আমি কিঞ্চিৎমাত্রও ভীত নহি। কারণ, তুমি কামার্ত্ত হইয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলে সে শাপ আমার কিছুমাত্র ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারিবে না। ওগো গুরুদেব! তোমাকে আর কি বলিব, আমি তোমাকে সেই কমনীয়মূর্ত্তি রমণীকে আর প্রত্যর্পণ করিব না ইহাতে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় করিতে ত্রুটি করিও না ॥ ৩৩—৩৪ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল! চন্দ্রের এতাদৃশ কঠোরোক্তি সকল শ্রবণ করিলে পর পরম পূজ্যপাদ সুরাচার্য্য প্রথমতঃ অত্যন্ত চিন্তাপরায়ণ হইলেন; পরে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া অবিলম্বে শচীপতি দেবেন্দ্রের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ পরম উদারপ্রকৃতি শতক্রতু গুরুদেবকে মনোদুঃখে অতিশয় কাতর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রভৃতি দ্বারা পূজা পূর্ব্বক তাদৃশ বিষণ্ণ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মন্! আপনি সমাধিনিষ্ঠ যোগিগণেরও বন্দনীয়; অতএব আপনার এমন কি চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল যাহাতে আপনিও শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন? ভগবন্! সমস্ত লোকপালগণসমেত যাবতীয় সেনাবল বা এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য এ সকলই আপনার করায়ত্ত বলিয়া জানিবেন; বিশেষতঃ

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা শম্ভুর্যে চান্যে দেবসত্তমাঃ।
করিষ্যন্তি চ সাহায্যং কা চিন্তা বদ সাম্প্রতম্‌ ॥ ৩৯ ॥

গুরুরুবাচ।

শশিনাঽপহৃতা ভার্য্যা তারা মম সুলোচনা।
ন দদাতি স দুষ্টাত্মা প্রার্থিতোঽপি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪০ ॥
কিং করোমি সুরেশান! ত্বমেব শরণং মম।
সাহায্যং কুরু দেবেশ! দুঃখিতোঽস্মি শতক্রতো! ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্র উবাচ

মা শোকং কুরু ধর্ম্মজ্ঞ! দাসোঽস্মি তব সুব্রত!।
আনয়িষ্যাম্যহং নূনং ভার্য্যাং তব মহামতে! ॥ ৪২ ॥

ভাবঃ ॥৩৭—৪০॥ কিং করোমীতি। হে সুরেশান! দেবানাং ঈশ্বর! এতেন ইন্দ্রস্য বৃহস্পতি-দুঃখনিরাকরণে সমর্থত্বং সূচিতম্‌। অধুনা অহং কিং করোমি নাস্তি মে কাচিৎ কার্য্যক্ষমতা

আপনি আমার গুরু হইয়া আমারই রাজ্য মধ্যে কাহার কর্ত্তৃক অবমানিত হইলেন? গুরুদেব! অধিক আর কি বলিব আপনি আদেশ করিলে, অপরাপর প্রধান প্রধান দেবতার কথা দূরে থাকুক্‌ ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব পর্য্যন্তও আপনার সাহায্য করিবে; অতএব, সম্প্রতি আপনার চিন্তার বিষয় কি, প্রকাশ করিয়া বলুন্‌ ॥ ৩৬—৩৯ ॥

হে মহর্ষিগণ! সুরগুরু (ইন্দ্রের ঈদৃশ ভক্তিমূলক আশ্বাসপ্রদ বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া) কহিলেন, দেবরাজ! শশধর আমার ভার্য্যা বিশালনয়না তারাকে অপহরণ করিয়াছে; এক্ষণে আমি বারংবার তাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তথাপি সে দুরাত্মা কিছুতেই আমাকে প্রত্যর্পণ করিতেছে না ॥৪০॥ সুরেশ্বর! আমি এক্ষণে কি উপায়াবলম্বন করি বল। ফলত তুমিই আমার পরমাশ্রয়; কেননা, তুমিই সমস্ত দেবের অধীশ্বর; বিশেষতঃ তুমি নিজ বাহুবল প্রভাবে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছ; সুতরাং এ জগতে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব, আমি নিতান্ত দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি এ বিষয়ে তুমি আমার সাহায্য কর ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্‌! আপনি পরম তপোনিষ্ঠ এবং সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বের অভিজ্ঞ, সুতরাং ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের কোন বিষয়ে অভিভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে বিশেষতঃ যখন আমি আপনার দাস্‌ রহিয়াছি তখন আর চিন্তার বিষয় কি? হে উদারমতে! আমি নিশ্চয়ই আপনার ভার্য্যাকে প্রত্যানয়ন করিব, আপনি আর শোক করিবেন না ॥ ৪২ ॥ গুরুদেব! আমি এখনি চন্দ্রের নিকট দূত পাঠাইতেছি তাহাতে সে মদগর্ব্বিত যা যদি

প্রেষিতে চেন্ময়া দূতে ন দাস্যতি মদাকুলঃ।
ততো যুদ্ধং করিষ্যামি দেবসৈন্যৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৪৩ ॥
ইত্যাশ্বাস্য গুরুং শক্রো দূতং বক্তুং বিচক্ষণম্।
প্রেষয়ামাস সোমায় বার্ত্তাশংসিনমদ্ভুতম্ ॥ ৪৪ ॥
স গত্বা শশিলোকন্তু ত্বরিতঃ সুবিচক্ষণঃ।
উবাচ বচনেনৈব বচনং রোহিণীপতিম্ ॥ ৪৫ ॥
প্রেষিতোঽহং মহাভাগ! শক্রেণ ত্বাং বিবক্ষয়া।
কথিতং প্রভুণা যচ্চ তদ্‌ব্রবীমি মহামতে! ॥ ৪৬ ॥
ধর্ম্মজ্ঞোঽসি মহাভাগ! নীতিং জানাসি সুব্রত!।
অত্রিঃ পিতা তে ধর্ম্মাত্মা ন নিন্দ্যং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৪৭ ॥
ভার্য্যা রক্ষ্যা সর্ব্বভূতৈর্যথাশক্তি হ্যতন্দ্রিতৈঃ।
তদর্থে কলহঃ কামং ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অতস্ত্বমেব শরণং রক্ষাকর্ত্তাঽসি। সাহায্যং কুরু তারায়া উদ্ধরণে ইতি শেষঃ ॥ ৪১—৪৪ ॥) রোহিণীপতিং চন্দ্রম্ ॥ ৪৫—৪৬ ॥ (নীতিবিদো ধার্ম্মিকা ভাগ্যশালিনো মহদ্বংশপ্রসূতা এব অধর্ম্মপথাৎ নিরস্তা ভবন্তীতি বক্তুমাহ ধর্ম্মজ্ঞোঽসীতি। নিন্দ্যং নিন্দনীয়ং অধর্ম্ম্যমিত্যর্থঃ ॥৪৭॥) কলহো বাক্‌চর্চ্চা ॥ ৪৮ ॥ যথা তবেতি। যথা তব দাররক্ষণে স্ত্রীরক্ষণে যত্নস্তথৈব তস্য গুরোঃ

আপনার ভার্য্যা সমর্পণ না করে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই সমস্ত দেবসৈন্যে পরিবৃত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৪৩ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে গুরুকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক যে ব্যক্তি গুরুর ভার্য্যা আনয়ন বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিতে সমর্থ হইবে তাদৃশ একজন অদ্ভুত ক্ষমতাশালী বক্তৃপ্রবর দূতকে দ্বিজরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন ॥ ৪৪ ॥ ইন্দ্রপ্রেরিত কার্য্যদক্ষ সেই দূত অবিলম্বে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া নীতিমূলক বাক্যের দ্বারা রোহিণীপতি চন্দ্রকে কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনাকে কিছু বলিবার নিমিত্ত সুরেশ্বর ইন্দ্র আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ অতএব দূতবাক্যে কদাচ রুষ্ট হইবেন না; কেননা, প্রভু আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন আমি তাহাই বলিব মাত্র ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আরও দেখুন, ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মর্ষি অত্রি আপনার পিতা, আপনি নিজেও ধর্ম্মজ্ঞ এবং সমস্ত নীতিশাস্ত্রও অবগত আছেন; বিশেষতঃ তপশ্চর্য্যা ও নিয়মাদিজনিত পুণ্য প্রভাবে পরম সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছেন, অতএব এরূপ বিবিধ-গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া, কোন নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কোনক্রমেই আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। আর ইহাও আপনি নিশ্চয় জানেন যে, নিজ নিজ ভার্য্যা প্রাণি মাত্রেরই যথাসাধ্য রক্ষণীয়, বস্তুতঃ সে বিষয়ে কেহই কোন প্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন করে না; সুতরাং সেজন্য ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৭—৪৮ ॥ সুধাকর! পত্নীরক্ষা বিষয়ে আপনার যেমন যত্ন আছে সেইরূপ তাঁহারও জানিবেন; অতএব

যথা তব তথা তস্য যত্নঃ স্যাদ্দাররক্ষণে।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি চিন্তয় ত্বং সুধানিধে! ॥ ৪৯ ॥
অষ্টাবিংশতিসংখ্যাস্তে কামিন্যো দক্ষজাঃ শুভাঃ।
গুরুপত্নীং কথং ভোক্তুং ত্বমিচ্ছসি সুধানিধে! ॥ ৫০ ॥
স্বর্গে সদা বসন্ত্যেতা মেনকাদ্যা মনোরমাঃ।
ভুঙ্‌ক্ষ্ব তাঃ স্বেচ্ছয়া কামং মুঞ্চ পত্নীং গুরোরপি ॥ ৫১ ॥
ঈশ্বরা যদি কুর্ব্বন্তি জুগুপ্সিতমহন্তয়া।
অজ্ঞাস্তদনুবর্ত্তন্তে তদা ধর্ম্মক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৫২ ॥
তস্মান্মুঞ্চ মহাভাগ! গুরোঃ পত্নীং মনোরমাম্।
কলহস্ত্বন্নিমিত্তোঽদ্য সুরাণাং ন ভবেদ্‌যথা ॥ ৫৩ ॥

সূত উবাচ।

সোমঃ শক্রবচঃ শ্রুত্বা কিঞ্চিৎ ক্রোধসমাকুলঃ।
ভঙ্গ্যা প্রতিবচঃ প্রাহ শক্রদূতং তদা শশী ॥ ৫৪ ॥

স্যাদিত্যর্থঃ॥৪৯॥ (কামিনীসম্ভোগজনিতসুখং তব সুলভমেব তত্রাপি স্বীয়াসম্ভোগপ্রাচুর্য্যং প্রদর্শয়ন্নাহ অষ্টাবিংশতি সংখ্যা ইতি ॥ ৫০ ॥ পরকীয়াসম্ভোগসৌলভ্যমপি প্রদর্শয়ন্নাহ স্বর্গে ইতি। স্বেচ্ছয়া নিজাভিলাষেণ এতেন তত্র বিরোধাভাবঃ সূচিতঃ ॥ ৫১ ॥) অহন্তয়েতি। অহঙ্কারেণেত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

আপনি সকল প্রাণীকেই আপনার মত বিবেচনা করুন্। (যেমন নিজের সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে, হৃষ্ট বা বিষণ্ণ হয়েন তেমনি অন্যের সুখ দুঃখে সুখ দুঃখ প্রকাশ করা উচিত।) বিশেষতঃ আপনার আটাশটী মনোরমা পত্নী রহিয়াছেন, আর তাঁহারাও সামান্য নারী নহেন সকলেই প্রজাপতি দক্ষের ঔরসজাত কন্যা; এ সকল সত্ত্বেও আপনি কোন্ বিধি অনুসারে গুরুপত্নীকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ॥ ৪৯—৫০ ॥ আর যদি আপনার পরকীয়া রমণী সম্ভোগেই নিতান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি এই যে সকল স্বর্গবেশ্যারা নিয়ত স্বর্গে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে লইয়া আপনি সর্ব্বদাই আপনার ইচ্ছামত উপভোগ করুন্ না! দেখুন্, মহামহিমশালী মহাত্মারাও যদি অহংমদে উন্মত্ত হইয়া নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে অজ্ঞান লোক সেইটীকে কর্ত্তব্য মনে করিয়া সেই মহদাচরিত পথের অনুবর্ত্তী হয়; সুতরাং তাহাতে প্রকৃত ধর্ম্মও একেবারে অন্তর্হিত হইয়া পড়ে ॥ ৫১—৫২ ॥ অতএব, হে মহাভাগ! আপনি গুরুর সেই মনোমোহিনী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করুন্; অধিক আর কি বলিব, আপনার এই উপলক্ষে এক্ষণে যাহাতে দেবতাদিগের মধ্যে পরস্পর একটা বিষম বিরোধ উপস্থিত না হয়, আপনি তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান্ হউন ॥ ৫৩ ॥

ইন্দুরুবাচ।

ধর্ম্মজ্ঞোঽসি মহাবাহো! দেবানামধিপঃ স্বয়ম্।
পুরোধাপি চ তে তাদৃক্ যুবয়োঃ সদৃশী মতিঃ ॥ ৫৫ ॥
পরোপদেশে কুশলা ভবন্তি বহবো জনাঃ।
দুর্লভস্তু স্বয়ং কর্ত্তা প্রাপ্তে কর্ম্মণি সর্ব্বদা ॥ ৫৬ ॥
বার্হস্পত্যপ্রণীতঞ্চ শাস্ত্রং গৃহ্ণন্তি মানবাঃ।
কো বিরোধোঽত্র দেবেশ! কাময়ানাং ভজন্ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৫৭ ॥
স্বকীয়ং বলিনাং সর্ব্বং দুর্ব্বলানাং ন কিঞ্চন।
স্বীয়া চ পরকীয়া চ ভ্রমোঽয়ং মন্দচেতসাম্ ॥ ৫৮ ॥

ভঙ্গ্যা স্তুতিনিন্দাফলকাধিকার্থবাদরূপয়া ॥ ৫৪—৫৫ ॥ পরোপদেশে কুশলা ইতি। স্বস্মিন্নহল্যাজারত্বং কথং ন জানাসীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ বার্হস্পত্যপ্রণীতমিতি। তস্মিন্ শাস্ত্রে স্ত্রিয়ং কাময়ানাং ভজন্ন দুষ্যতীত্যুক্তং ততো মম কো বিরোধঃ ॥ ৫৭ ॥ স্বকীয়মিতি। বলিনাং প্রবলানাং সর্ব্বং কৃতাকৃতরূপং স্বকীয়মেব তেন কৃতমুত্তমমেব ভবতি। দুর্ব্বলানান্তু কৃতমপি নোত্তমং ভবতীতি লোকরীতিরিয়ং দর্শিতা। কিঞ্চ মম ভার্য্যাং দেহীতি বদন্ বৃহস্পতিঃ কথং ন লজ্জতি তস্যাঃ মযানুরক্তত্বেন মদীয়ত্বাদিত্যাহ স্বীয়া চেতি। যদ্বা প্রবলানাং সর্ব্বং বস্তু স্বকীয়মেব ভবতি পরস্য বস্তুনো হরণে সামর্থ্যাৎ। দুর্ব্বলানাং তু ন কিঞ্চন স্বকীয়মপি পরকীয়ং ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ মম প্রবলত্বান্মমৈব সা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ। জ্ঞানদৃষ্টিমবলম্ব্য বদতি স্বীয়া চেতি। জ্ঞানিনস্তু মম সর্ব্বং স্বকীয়মেব ভবতীতি ভাবঃ ॥৫৮—৫৯॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিবৃন্দ! চন্দ্রদেব দূতমুখে ইন্দ্র-সন্দিষ্ট সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ মাত্র একেবারে ক্রোধে ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন; তাহার পর, তিনি তখনিই ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সেই দূতের সমক্ষেই ঈষৎ ভঙ্গীক্রমে প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৪ ॥ অহে ইন্দ্র! তুমি একেত নিজে মহান্ বাহুবলসম্পন্ন, তাহাতে আবার দেবতাদিগের অধিপতি হইয়াছ, অতএব প্রকৃত ধর্ম্মকে তুমিই চিনিয়াছ, আর সেইরূপ তোমার পুরোহিতটীও পরমধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ; কারণ, তোমাদিগের উভয়ের বুদ্ধিটীও একই প্রকার দেখিতেছি। ফলত কাহারও কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই ॥ ৫৫ ॥ বুঝিলাম, অনেকেই পরোপদেশ বিষয়ে পটু; কিন্তু, সেইরূপ কার্য্য নিজের উপস্থিত হইলে, সকল সময়েই অনুষ্ঠান করিতে পারে, এ সংসারে এরূপ লোক দুর্লভ ॥ ৫৬ ॥ অহে দেবেন্দ্র! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, মানব মাত্রে সকলেই ত বৃহস্পতিপ্রণীত শাস্ত্র গ্রহণ করে? তবে (তিনি যখন নিজ শাস্ত্রে কামার্ত্তা রমণীসম্ভোগে কোন দোষ নাই বলিয়া বিধি দিয়াছেন,) তখন আমিও যদি তাদৃশ সকামা স্ত্রীকে উপভোগ করিয়া থাকি, তাহাতে বিরোধ ঘটিবে কেন? ॥ ৫৭ ॥ এই সংসার মধ্যে যাহা কিছু বস্তু জাত আছে, তৎসমস্তই প্রবলের ভোগ্য দুর্ব্বলের কিছুই নহে; এটী আপনার আর এটী অন্যের এ সকল কেবল অবিদ্যাদৃষ্টি নির্ব্বোধদিগের পক্ষেই জানিবে ॥ ৫৮ ॥ বিশেষতঃ তারা আমাতে যেরূপ অনুরাগিণী তোমার গুরুর প্রতি

তারা ময্যনুরক্তা চ যথা ন তু তথা গুরৌ।
অনুরক্তা কথং ত্যাজ্যা ধর্ম্মতো ন্যায়তস্তথা ॥ ৫৯ ॥
গৃহারম্ভস্তু রক্তায়াং বিরক্তায়াং কথং ভবেৎ।
বিরক্তেয়ং তদা জাতা চকমেঽনুজকামিনীম্ ॥ ৬০ ॥
ন দাস্যেঽহং বরারোহাং গচ্ছ দূত! বদ স্বয়ম্।
ঈশ্বরোঽসি সহস্রাক্ষ! যদিচ্ছসি কুরুষ্ব তৎ ॥ ৬১ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তঃ শশিনা দূতঃ প্রযযৌ শক্রসন্নিধিম্।
ইন্দ্রায়াচষ্ট তৎ সর্ব্বং যদুক্তং শীতরশ্মিনা ॥ ৬২ ॥
তুরাষাড়পি তচ্ছ্রুত্বা ক্রোধযুক্তো বভূব হ।
সেনোদ্‌যোগং তথা চক্রে সাহায্যার্থং গুরোর্ব্বিভুঃ ॥ ৬৩ ॥

চকমেঽনুজকামিনীমিতি। যদাঽনুজকামিনীং কনিষ্ঠবন্ধুকামিনীং সম্বর্ত্তভার্য্যাং বৃহস্পতিশ্চকমে তদাপ্রভৃতীয়ং বিরক্তা জাতেতি কথা পাদ্মে প্রসিদ্ধা। যদ্বাঽনুজেতি প্রথমান্তং লুপ্তবিভক্তিকম্। তথাচাঽনুজঃ সন্ কনিষ্ঠবন্ধুঃ সন্নপি বৃহস্পতিঃ কামিনীং জ্যেষ্ঠবন্ধোরুতথ্যস্য কামিনীং মমতাভিধাং চকমে ভুক্তবানিত্যর্থঃ। তদাপ্রভৃতি বিরক্তা জাতেতি কথা মহাভারতে প্রসিদ্ধা॥৬০॥ (এবং বৃহস্পতিং তিরস্কৃত্য ইন্দ্রমপি বক্রোক্ত্যা নিন্দন্ কথামুপসংহরংশ্চাহ। ন দাস্যে ইতি। সহস্রাণি অক্ষীণি যস্য এতেন অহল্যাজারত্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৬১—৬২ ॥ তুরাষাড়িতি। গুরোঃ সাহায্যার্থং বৃহস্পতের্ভার্য্যোদ্ধারণার্থমিত্যর্থঃ। বিভুর্নিগ্রহানুগ্রহ-

---

সেরূপ নহে। অতএব, ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুসারে তাদৃশ অনুরক্তা স্ত্রীকে কি প্রকারে ত্যাগ করিব? ॥৫৯॥ ফল কথা, লোকে অনুরক্তা কামিনীকে লইয়াই গৃহস্থ ধর্ম্মের সুখানুভব করিয়া থাকে; কিন্তু স্ত্রীলোকে স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইলে, তাহা আর কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব, বৃহস্পতি যখন নিজ কনিষ্ঠ সহোদর সম্বর্ত্তের পত্নীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, তারা সেই অবধিই আর তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী নহে ॥ ৬০ ॥ ইন্দ্র! তুমি নিজে সহস্রলোচন হইয়াছ কেন, সেইটী একবার মনে ভাবিয়া দেখিও তোমায় অধিক আর কি বলিব, তুমিত স্বয়ং এক্ষণে দেবতাদিগের অধীশ্বর!! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হও; অহে দূত! তুমি যাও তাহাকে স্বয়ং বলিও আমি সেই বরবর্ণিনী কামিনীকে প্রত্যর্পণ করিব না ॥ ৬১ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! শশাঙ্ক এইরূপ বলিলে পর, দূত তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের নিকট প্রস্থান করিলেন এবং শীতকিরণ চন্দ্রদেবের তাদৃশ গর্ব্বোক্তি সকল নিজ প্রভু দেবেন্দ্রের কাছে ব্যক্ত করিলেন ॥ ৬২ ॥ মহাপ্রভাব ইন্দ্র দূতমুখে চন্দ্রের সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন; এবং তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের সাহায্যের নিমিত্ত সৈন্য সকলকে সুসজ্জিত করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন ॥ ৬৩ ॥ এ দিকে, ভৃগুনন্দন অসুরাচার্য্য শুক্র এই সকল

শুক্রস্তু বিগ্রহং শ্রুত্বা গুরুদ্বেষাত্ততো যযৌ।
মা দদস্বেতি তং বাক্যমুবাচ শশিনং প্রতি ॥ ৬৪ ॥
সাহায্যং তে করিষ্যামি মন্ত্রশক্ত্যা মহামতে !।
ভবিতা যদি সংগ্রামস্তব চেন্দ্রেণ মারিষ ! ॥ ৬৫ ॥
শঙ্করস্তু তদাকর্ণ্য গুরুদারাভিমর্শনম্।
গুরুশত্রুং ভৃগুং মত্বা সাহায্যমকরোত্তদা ॥ ৬৬ ॥
সংগ্রামস্তু তদা বৃত্তো দেবদানবয়োর্দ্রুতম্।
বহূনি তত্র বর্ষাণি তারকাসুরবৎ কিল ॥ ৬৭ ॥
দেবাসুরকৃতং যুদ্ধং দৃষ্ট্বা তত্র পিতামহঃ।
হংসারূঢ়ো জগামাশু তং দেশং ক্লেশশান্তয়ে ॥ ৬৮ ॥
রাকাপতিং তদা প্রাহ মুঞ্চ ভার্য্যাং গুরোরিতি।
নোচেদ্বিষ্ণুং সমাহূয় করিষ্যামি তু সংক্ষয়ম্ ॥ ৬৯ ॥

সমর্থঃ। এতেন শশধরদমনে তস্য সমর্থত্বং সূচিতম্ ॥৬৩—৬৫॥) সাহায্যং মন্ত্রাদিভির্বৃহস্পতেঃ শঙ্করোঽকরোদিত্যর্থঃ ॥ ৬৬—৬৮ ॥ (রাকাপতিং চন্দ্রম্ ॥ ৬৯ ॥) কিমন্যায়ে মতির্জাতেতি।

বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্রেই সুরাচার্য্য বৃহস্পতির প্রতি বিদ্বেষ প্রযুক্ত চন্দ্রের নিকট যাইয়া কহিলেন; চন্দ্র! তুমি কদাচ তারাকে প্রত্যর্পণ করিও না। হে মহাত্মন্! যদি ইন্দ্রের সহিত তোমার একান্তই সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, আমি মন্ত্রবলে তোমার সাহায্য করিব, অতএব তুমি ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইও না ॥ ৬৪—৬৫ ॥ পরন্তু, যখন দেবদেব ভগবান্ শঙ্কর শুনিলেন যে, চন্দ্র গুরুপত্নী অপহরণ করিয়াছেন এবং ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্যও সে বিষয়ে সুরগুরুর শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তখন তিনিও বৃহস্পতির পক্ষে সাহায্য দান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৬৬॥ মহর্ষিমণ্ডল! পুরাকালে যেমন তারকাসুরের সহিত দেবসৈন্যের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, এই সময় বৃহস্পতি পত্নী তারার নিমিত্তও সেইরূপ পুনরায় দেবদানবে বহু বর্ষ ব্যাপিয়া ঘোরতর সমর চলিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ এখানে লোক পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবাসুরের তাদৃশ সৃষ্টি ক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া সমস্ত ক্লেশ শান্তির নিমিত্ত অবিলম্বে হংসারোহণে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৮ ॥ পিতামহ সমরাঙ্গণে আগমন মাত্রেই প্রথমতঃ সকলকেই যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিলেন, পরে তারকাপতি চন্দ্রকে কহিলেন, শশধর! যদি নিজের মঙ্গল কামনা থাকে, তবে এখনি গুরুর ভার্য্যাকে পরিত্যাগ কর!! আর যদি অহংমদে উন্মত্ত হইয়া আমার আদেশ পালন না কর, তাহা হইলে, এই দণ্ডেই বিষ্ণুকে আনিয়া তোমাদিগের সকলকেই বিনাশ করিয়া ফেলিব ॥ ৬৯ ॥ তাহার পর অসুরাচার্য্য শুক্রকে বলিলেন, ওহে! তুমি মহাত্মা ভৃগুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বিশে-

ভৃগুং নিবারয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
কিমন্যায়ে মতির্জ্জাতা সঙ্গদোষান্মহামতে! ॥ ৭০ ॥
নিষেধয়ামাস ততো ভৃগুস্তং চৌষধীপতিম্‌।
মুঞ্চ ভার্য্যাং গুরোরদ্য পিত্রাঽহং প্রেষিতস্তব ॥ ৭১ ॥

সূত উবাচ।

দ্বিজরাজস্তু তচ্ছ্রুত্বা ভৃগোর্ব্বচনমদ্ভুতম্‌।
দদাবতৎপ্রিয়াং ভার্য্যাং গুরোর্গর্ব্ভবতীং শুভাম্‌ ॥ ৭২ ॥
প্রাপ্য কান্তাং গুরুর্হৃষ্টঃ স্বগৃহং মুদিতো যযৌ।
ততো দেবাস্ততো দৈত্যা যযুঃ স্বান্‌ স্বান্‌ গৃহান্‌ প্রতি ॥ ৭৩ ॥
ব্রহ্মা স্বসদনং প্রাপ্তঃ কৈলাসঞ্চাপি শঙ্করঃ।
বৃহস্পতিস্তু সন্তুষ্টঃ প্রাপ্য ভার্য্যাং মনোরমাম্‌ ॥ ৭৪ ॥
ততঃ কালেন কিয়তা তারাঽসূত সুতং শুভম্‌।
সুদিনে শুভনক্ষত্রে তারাপতিসমং গুণৈঃ ॥ ৭৫ ॥

তবেতি শেষঃ ॥ ৭০ ॥ ওষধীপতিং চন্দ্রম্‌। পিত্রাঽহং প্রেষিতস্তবেতি। তব পিত্রাঽত্রিণেত্যর্থঃ ॥ ৭১—৭৪ ॥
(তারাপতিনা চন্দ্রেণ সমং তদৌরসজাতত্বাৎ তথাত্বম্‌ ॥ ৭৫ ॥ বৃহস্পতিস্তু জাতং

যতঃ নিজেও পরম জ্ঞানী হইয়া একি করিতেছ? কেবল সঙ্গদোষ বশতই কি তোমার এরূপ অধর্ম্মমতি ঘটিল? ॥৭০॥ তখন, ভৃগুকুলতিলক শুক্র পিতামহের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া চন্দ্রদেবকে সংগ্রামে নিবৃত্ত করিলেন; পরে তাঁহাকে বলিলেন, সুধাংশো! দেখ, তোমার পিতা মহর্ষি অত্রি আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন; অতএব, আর গুরু ভার্য্যাকে রাখিবার প্রয়োজন নাই এই ক্ষণেই গিয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ কর ॥ ৭১ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! দ্বিজরাজ চন্দ্রদেব ভার্গবের তাদৃশ আশ্চর্য্য জনক বাক্য শ্রবণ করিয়া যদিচ দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্য্যা মনোহরা তারা নিজ পতির প্রতি বিরক্তা, বিশেষতঃ গর্ভবতী, তথাপি অগত্যা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন ॥৭২॥ গুরুদেব নিজ কান্তাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলেন; তদ্দর্শনে সুরাসুর সকলেই স্ব স্ব ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৭৩ ॥ (দেব কি অসুর সকলেই যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলে পর) পিতামহ ব্রহ্মা স্বীয় সত্যধামে এবং শঙ্করও কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এ দিকে বৃহস্পতিও নিজ মনোরমা পত্নীকে লাভ করিয়া পরমানন্দে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর, এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, গুরুভার্য্যা তারা অনুকূল গ্রহ নক্ষত্রাদি সময়ে শুভক্ষণে শশধরসদৃশ রূপগুণসম্পন্ন পরম সুন্দর এক পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৭৫ ॥

দৃষ্ট্বা পুত্রং গুরুর্জাতং চকার বিধিপূর্ব্বকম্।
জাতকর্ম্মাদিকং সর্ব্বং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৭৬ ॥
শ্রুতং চন্দ্রমসা জন্ম পুত্রস্য মুনিসত্তমাঃ !।
দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস গুরুং প্রতি মহামতিঃ ॥ ৭৭ ॥
ন চায়ং তব পুত্রোঽস্তি মম বীর্য্যসমুদ্ভবঃ।
কথং তং কৃতবান্ কামং জাতকর্ম্মাদিকং বিধিম্ ॥ ৭৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য দূতস্য চ বৃহস্পতিঃ।
উবাচ মম পুত্রো মে সদৃশো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥
পুনর্ব্বিবাদঃ সঞ্জাতো মিলিতা দেবদানবাঃ।
যুদ্ধার্থমাগতাস্তেষাং সমাজঃ সমজায়ত ॥ ৮০ ॥
তত্রাগতং স্বয়ং ব্রহ্মা শান্তিকামঃ প্রজাপতিঃ।
নিবারয়ামাস মুখে সংস্থিতান্ যুদ্ধদুর্ম্মদান্ ॥ ৮১ ॥

পুত্রং স্বীয়ৌরসজাতং মত্বা তস্য জাতকর্ম্মাদিকং কৃতবানিত্যাহ দৃষ্ট্বেতি ॥ ৭৬—৭৭ ॥ কথমিতি। ত্বং জনক ইব কথং তস্য জাতপুত্রস্য সংস্কারবিধিং কৃতবান্ মমৌরসজাতত্বাৎ ন তু

পুত্রকে উৎপন্ন দেখিয়া গুরুদেব আহ্লাদে পুলকিত হইয়া যথাবিহিত জাতেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন ॥ ৭৬ ॥ এ দিকে মহাত্মা চন্দ্রদেব তারার গর্ভে পুত্র জন্মিয়াছে শুনিবামাত্র একজন দূতকে এই কথা বলিয়া বৃহস্পতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, হে সুরাচার্য্য ! তারার গর্ভে যে পুত্রটী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সেটী তোমার নহে; ফলত তাহাকে আমার ঔরসজাত বলিয়া জানিবে; অতএব, তুমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীর মত কি করিয়া সেই পুত্রের পিতৃবিধেয় জাত কর্ম্মাদি সম্পাদন করিলে ? ॥ ৭৭—৭৮ ॥ বৃহস্পতি দূতমুখে চন্দ্রের সেই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন, এই পুত্রে যখন আমার সমস্ত অবয়ব সাদৃশ্য রহিয়াছে তখন এই পুত্র যে আমার ঔরস জাত, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই ॥ ৭৯ ॥

হে মুনিসত্তম মহর্ষিমণ্ডল ! সুরাচার্য্য পুত্রদানে অসম্মত হইয়া চন্দ্রের দূতকে প্রত্যাখ্যান করিলে পর পুনরায় ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হইল; অর্থাৎ দেব ও দানবগণ সমবেত হইয়া সকলেই সমরক্ষেত্রে আগমন করিলেন; এবং সুমন্ত্রণার নিমিত্ত সেই স্থলে তাঁহাদের সাংগ্রামিক সভা সংস্থাপিত হইতে লাগিল ॥ ৮০ ॥ এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মা এই সকল লোকক্ষয়কর সমরবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া শান্তি বাসনায় স্বয়ং সেই স্থলে আগমন পূর্ব্বক রণমুখে অবস্থিত সেই সমস্ত যুদ্ধ দুর্ম্মদ দেব ও দানবদিগকে নিবারণ করিলেন ॥ ৮১ ॥ তার পর, ধর্ম্মাত্মা পিতামহ তারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে ! তুমি রমণীমণ্ডলের

তারাং পপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা কস্যায়ং তনয়ঃ শুভে ! ।
সত্যং বদ বরারোহে ! যথা ক্লেশঃ প্রশাম্যতি ॥ ৮২ ॥
তমুবাচাঽসিতাপাঙ্গী লজ্জমানাপ্যধোমুখী ।
চন্দ্রস্যেতি শনৈরন্তর্জগাম বরবর্ণিনী ॥ ৮৩ ॥
জগ্রাহ তং সুতং সোমঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ।
নাম চক্রে বুধ ইতি জগাম স্বগৃহং পুনঃ ॥ ৮৪ ॥
যযৌ ব্রহ্মা স্বকং ধাম সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ।
যথাগতং গতং সর্ব্বৈঃ সর্ব্বশঃ প্রেক্ষকৈর্জ্জনৈঃ ॥ ৮৫ ॥
কথিতেয়ং বুধোৎপত্তির্গুরুক্ষেত্রে চ সোমতঃ ।
যথা শ্রুতা ময়া পূর্ব্বং ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে বুধোৎপত্তির্নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

স্বমেবাত্রাধিকারীত্যর্থঃ ॥ ৭৮—৮১ ॥ ক্লেশো যুদ্ধজনিতকৃচ্ছ্রঃ ॥ ৮২ ॥ লজ্জমানা উপপতিসম্ভোগ-সূচনাদিত্যর্থঃ ॥ ৮৩—৮৫ ॥ বুধোৎপত্তিমুক্ত্বা সূতঃ কথাং সংহরতি কথিতেয়মিতি । গুরোর্বৃহস্পতেঃ ক্ষেত্রে পত্ন্যাং তারায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

শিরোমণি ! অতএব, সত্য বল এই পুত্রটী কাহার ? তাহা হইলেই এই মহাকষ্টকর সমরবহ্নি সম্পূর্ণ রূপে প্রশমিত হয় ॥ ৮২ ॥ অসিতাপাঙ্গী বরারোহা তারা ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াও মহতের আদেশ অলঙ্ঘ্য ভাবিয়া অগত্যা অধোমুখে মৃদুস্বরে চন্দ্রমার পুত্র এই কথা বলিয়াই লজ্জাভরে সে স্থল হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ৮৩ ॥ তখন, দ্বিজরাজ চন্দ্র আনন্দে প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া নিজ পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং বুধ এইরূপ নাম রক্ষা করিয়া পুনরায় স্বীয় ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৮৪ ॥ তদনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা স্বধামে যাত্রা করিবামাত্র ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কি অপরাপর দর্শকগণ যিনি যে স্থল হইতে আসিয়াছিলেন, সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥৮৫॥ হে মহর্ষিগণ ! দ্বিজরাজ সোমের ঔরসে সুরগুরু বৃহস্পতির ক্ষেত্রে বুধের এই উৎপত্তির বিষয় পূর্ব্বে আমি সত্যবতীতনয় গুরুদেব বেদ-ব্যাসের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম তৎসমস্তই বর্ণনা করিলাম ॥ ৮৬ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে বুধোৎপত্তি নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততঃ পুরূরবা জজ্ঞে ইলায়াং কথয়ামি বঃ।
বুধপুত্রোঽতিধর্ম্মাত্মা যজ্ঞকৃদ্দানতৎপরঃ ॥ ১ ॥
সুদ্যুম্নো নাম ভূপালঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সৈন্ধবং হয়মারুহ্য চচার মৃগয়াং বনে ॥ ২ ॥
যুতঃ কতিপয়ামাত্যৈর্দংশিতশ্চারুকুণ্ডলঃ।
ধনুরাজগবং বদ্ধা বাণসঙ্গমস্তথাঽদ্ভুতম্ ॥ ৩ ॥
স ভ্রমংস্তদ্বনোদ্দেশে হন্যমানো রুরূন্ মৃগান্।
শশাংশ্চ শূকরাংশ্চৈব খড়্গাংশ্চ গবয়াংস্তথা ॥ ৪ ॥

ত্রিপঞ্চাশৎপদ্যাবয়োরুৎপন্নস্তু পুরূরবাঃ।
দেবীপ্রসাদামুক্তাভূদিলেত্যেবং হি কথ্যতে ॥

ঋষিভিঃ পুরূরবসো বৃত্তান্তপ্রশ্নে কৃতে কোঽসৌ পুরূরবা ইত্যাকাঙ্ক্ষানিবৃত্ত্যর্থং সোমবংশোদ্ভবরাজ্ঞাং কথাস্মিন্ পুরাণে ক্বচিদপি অবশ্যং বক্তব্যেতি পুরূরবসঃ প্রসঙ্গেন বক্তব্যাপি সোমাদ্বুধোৎপত্তিরুক্তা ততঃ পুরূরবস উৎপত্তিমাহ ততঃ পুরূরবা ইতি। ততো বুধোৎপত্ত্যনন্তরং পুরূরবা ইলায়াং কামিন্যাং জজ্ঞে প্রাদুর্ভূতঃ বুধপুত্রো বুধাদিলায়ামুৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥১॥ কাসাবিলেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তদুৎপত্তিং কথয়তি সুদ্যুম্নো নামেতি। অয়ং সুদ্যুম্নো বৈবস্বত-

---

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল! অতঃপর, আপনারা আমার নিকট যে বুধের জন্ম বিবরণ শ্রবণ করিলেন, আপনাদের পূর্ব্ব জিজ্ঞাসিত সেই বদান্যবর নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠান নিরত ধর্ম্মাত্মা পুরূরবা সেই বুধদেবের ঔরসে ইলা নামে কোন ক্ষত্রিয়-রমণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ১ ॥ (যদি বলেন যে, ইলা কে? তাহাও সবিশেষ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন্। বৈবস্বত মনুর পুত্র) সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পৃথিবীপতি রাজচক্রবর্ত্তী সুদ্যুম্ন কোন সময় কর্ণে মনোহর কুণ্ডল হস্তে আজগব নামে শরাসন এবং পৃষ্ঠদেশে ভীষণ বাণময় তূণীর ধারণ পূর্ব্বক কতিপয় অমাত্য মাত্র সমভিব্যাহারে একটী সিন্ধুদেশ জাত অশ্ব আরোহণে মৃগয়া উদ্দেশে অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ॥ ২—৩ ॥

তিনি সেই বন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রথমত কতকগুলি রুরু জাতীয় মৃগকে বিনাশ করিলেন পরে শশক, বরাহ, গণ্ডক, চমরীমৃগ, শরভ, মহিষ, সৃমর ও বন্যকুক্কুট প্রভৃতি

শরভান্মহিষাংশ্চৈব সামরান্ বনকুক্কুটান্।
নিঘ্নন্ মেধ্যান্ পশূন্রাজা কুমারবনমাবিশৎ ॥ ৫ ॥
মেরোরধস্তলে দিব্যং মন্দারদ্রুমরাজিতম্।
অশোকলতিকাকীর্ণং বকুলৈরধিবাসিতম্ ॥ ৬ ॥
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ চম্পকৈঃ পনসৈস্তথা।
আম্রৈর্নীপৈর্ম্মধূকৈশ্চ মাধবীমণ্ডপাবৃতম্ ॥ ৭ ॥
দাড়িমৈর্নারিকেলৈশ্চ কদলীষণ্ডমণ্ডিতম্।
যূথিকামালতীকুন্দপুষ্পবল্লীসমাবৃতম্ ॥ ৮ ॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং কীচকধ্বনিনাদিতম্।
ভ্রমরালিরুতারামং বনং সর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ৯ ॥
দৃষ্ট্বা প্রমুদিতো রাজা সুদ্যুম্নঃ সেবকৈর্বৃতঃ।
বৃক্ষান্ সুপুষ্পিতান্বীক্ষ্য কোকিলারাবমণ্ডিতান্ ॥ ১০ ॥

মনোঃ পুত্র ইতি বিষ্ণুভাগবতে। সৈন্ধবং সিন্ধুদেশোদ্ভবম্ ॥২—৪॥ মেধ্যান্ যজ্ঞিয়ান্ ॥৫—৬॥ মাধবী বাসন্তী। বাসন্তী মাধবীলতেতি বচনাৎ ॥ ৭—৮ ॥ কীচকধ্বনিনাদিতমিতি। বেণবঃ

যজ্ঞের উপযোগী পবিত্র-মাংস নানাজাতি পশু সকল সংহার পূর্ব্বক ক্রমে কুমার বনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪—৫ ॥

হে মহর্ষিগণ! সুমেরুর অধোভাগস্থ সেই পরম রমণীয় কুমার কাননের কোন কোন স্থানে শ্রেণীসংবদ্ধ মন্দার তরু সকল শোভা পাইতেছে, কোথায়ও বা বিবিধ লতাজাল সমাকীর্ণ অশোক ও বকুল প্রভৃতি সুরভিময় কুসুম গন্ধে সুবাসিত; কোন দিকে শাল, তাল, তমাল, পনস ও আম্র প্রভৃতি সুদীর্ঘ বৃক্ষরাজি মনোহর ফলভরে অবনত; আবার কোন স্থল বা চম্পক ও কেলি কদম্বাদি কুসুমদ্রুম সকল মাধবীলতা মণ্ডপে বিমণ্ডিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে স্থলবিশেষ, যূথিকা, মালতী ও কুন্দ প্রভৃতি পুষ্পবল্লী সমাবৃত, ফলবান্ দাড়িম নারিকেল ও কদলী ষণ্ডমণ্ডিত সরোবর সকল হংসকারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বায়ু প্রতিহত তটভূমিস্থ কীচকাখ্য বংশ সকলের রন্ধ্রদেশ হইতে অবিকল বংশীধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে; সেই সঙ্গে অমনি ভ্রমর সকল গুণগুণ রবে গান ধরিয়া যূথে যূথে বিচরণ করত আগন্তুক শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতেছে। ঋষিগণ! সহচরগণপরিবৃত নরপতি সুদ্যুম্ন তাদৃশ সর্ব্বসুখাবহ উপবন এবং কোকিলকুলের সুমধুর ঝঙ্কার পূরিত কুসুমিত তরুরাজি সন্দর্শন করিয়া একেবারে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬—১০ ॥ কিন্তু, তিনি সেই স্থলে প্রবিষ্ট হইবা-

প্রবিষ্টস্তত্র রাজর্ষিঃ স্ত্রীত্বমাপ ক্ষণাত্ততঃ।
অশ্বোঽপি বড়বা জাতশ্চিন্তাবিষ্টঃ স ভূপতিঃ ॥ ১১ ॥
কিমেতদিতিচিন্তার্ত্তশ্চিন্ত্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
দুঃখং বহুতরং প্রাপ্তঃ সুদ্যুম্নো লজ্জয়ান্বিতঃ ॥ ১২ ॥
কিং করোমি কথং যামি গৃহং স্ত্রীভাবসংযুতঃ।
কথং রাজ্যং করিষ্যামি কেন বা বঞ্চিতো হ্যহম্ ॥ ১৩ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

সূতাশ্চর্য্যমিদং প্রোক্তং ত্বয়া যল্লোমহর্ষণ !।
সুদ্যুম্নঃ স্ত্রীত্বমাপন্নো ভূপতির্দ্দেবসন্নিভঃ ॥ ১৪ ॥
কিং তৎকারণমাচক্ষ্ব বনে তত্র মনোহরে।
কিং কৃতং তেন রাজ্ঞা চ বিস্তরং বদ সুব্রত ! ॥ ১৫ ॥

সূত উবাচ।

একদা গিরিশং দ্রষ্টুমৃষয়ঃ সনকাদয়ঃ।
দিশো বিতিমিরা ভাসা কুর্ব্বন্তঃ সমুপাগমন্ ॥ ১৬ ॥

কীচকাস্তে স্ব্যর্যে স্বনন্তানিলোদ্ধতা ইতি কোষাৎ কীচকা বেণবঃ ॥ ৯—১২ ॥ যামি যাস্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৪ ॥ কিং কৃতং কো বাঽপরাধঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৭ ॥ ভর্ত্তুর্রমমাণা

মাত্র অমনি তৎক্ষণাৎ স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার অশ্বটীও ঘোটকী হইয়া পড়িল ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তাবিষ্ট হইলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর, পৃথ্বীপতি রাজর্ষি সুদ্যুম্ন আপনার তাদৃশ অবস্থা সন্দর্শনে প্রথমত ভাবিলেন যে, এ আবার কি হইল? পরে এই বিষয় লইয়া বারংবার যত আলোচনা করিতে লাগিলেন ততই ক্রমশঃ দুঃখ ও লজ্জায় কাতর হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন; এখন আমি কি উপায় করি? এ বেশে কি করিয়াই বা গৃহে ফিরিয়া যাই এবং স্ত্রীলোক হইয়া কি করিয়াই বা রাজকার্য্য সম্পাদন করিব!! হায়! কে আমায় সহসা তাদৃশ পুরুষত্ব হইতে বঞ্চিত করিল!! ॥ ১২—১৩ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণনন্দন সূত! তুমি যাহা বলিলে ইহা অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে। দেবতুল্য পৃথিবীপাল রাজর্ষি সুদ্যুম্ন সেই মনোরম কুমার বনে প্রবিষ্ট হইয়া এমন কি কার্য্য করিয়াছিলেন যে, তদ্দ্বারা তিনি স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন? হে সুব্রত! সে বিষয়ের সমস্ত কারণ আমাদিগের নিকট বিশেষরূপে বিবৃতি করিয়া বল ॥ ১৪—১৫ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল! কোন সময় ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ দেবাদিদেব ভগবান্ গিরিশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিজ নিজ অঙ্গজ্যোতিঃপ্রভাবে দিক্

তস্মিংশ্চ সময়ে তত্র শঙ্করঃ প্রমদাযুতঃ।
ক্রীড়াসক্তো মহাদেবো বিবস্ত্রা কামিনী শিবা ॥ ১৭ ॥
উৎসঙ্গে সংস্থিতা ভর্ত্তূরমমাণা মনোরমা।
তান্বিলোক্যাম্বিকা দেবী বিবস্ত্রা ব্রীড়িতা ভৃশম্‌ ॥ ১৮ ॥
ভর্ত্তুরঙ্কাৎ সমুত্থায় বস্ত্রমাদায় পর্য্যধাৎ।
লজ্জাবিষ্টা স্থিতা তত্র বেপমানাতিমানিনী ॥ ১৯ ॥
ঋষয়োঽপি তয়োর্বীক্ষ্য প্রসঙ্গং রমমাণয়োঃ।
পরিবৃত্ত্য যযুস্তূর্ণং নরনারায়ণাশ্রমম্‌ ॥ ২০ ॥
হ্রীযুতাং কামিনীং বীক্ষ্য প্রোবাচ ভগবান্‌ হরঃ।
কথং লজ্জাতুরাঽসি ত্বং সুখন্তে প্রকরোম্যহম্‌ ॥ ২১ ॥
অদ্য প্রভৃতি যো মোহাৎ পুমান্‌ কোঽপি বরাননে!।
বনঞ্চ প্রবিশেদেতৎ স বৈ যোষিদ্ভবিষ্যতি ॥ ২২ ॥
ইতি শপ্তং বনন্তেন যে জানন্তি জনাঃ ক্বচিৎ।
বর্জ্জয়ন্তীহ তে কামং বনং দোষসমৃদ্ধিমৎ ॥ ২৩ ॥

ইতি। রোরীতিলোপে ঢ্রলোপেতি দীর্ঘঃ ॥ ১৮ ॥ পর্য্যধাৎ পরিধানং কৃতবতী ॥ ১৯ ॥ প্রসঙ্গং প্রবৃত্তিং ক্রীড়ায়াম্‌ ॥ ২০ ॥ হ্রীযুতাং লজ্জাযুক্তাম্‌। সুখন্তে ইতি। তে যথা সুখং স্যাত্তথা প্রকরোমীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ মোহান্মোহাদপীত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥ তৈঃ সহেতি। যৈঃ সচিবৈঃ

সকল উদ্ভাসিত করত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬ ॥ কিন্তু, সেই সময় সর্ব্ব কল্যাণময় ভগবান্‌ মহাদেব নিজ প্রমোদার সহিত ক্রীড়াসক্ত ছিলেন; এবং মনোরমা হিমালয়নন্দিনীও রতিক্রীড়া উপলক্ষে বিবস্ত্রা হইয়া পতিক্রোড়ে অবস্থান করিতেছিলেন; এরূপ অবস্থায় সহসা কুমারগণকে আসিতে দেখিয়া বিবস্ত্রা অম্বিকা দেবী অত্যন্ত লজ্জান্বিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ কান্তের উৎসঙ্গ দেশ হইতে উত্থান করত বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পরিধান করিয়া দূরে প্রস্থান করিলেন; পরন্তু, তিনি সেই অন্তরালদেশে অবস্থিত হইয়াও লজ্জা ও অভিমান ভরে কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ১৭—১৯ ॥ এদিকে ঋষিগণও তাঁহাদের উভয়ের সেই রতিপ্রসঙ্গ দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নরনারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

তদনন্তর সর্ব্বপাপহারী ভগবান্‌ শঙ্কর নিজ কামিনীকে তাদৃশ লজ্জান্বিতা দেখিয়া বলিলেন, তুমি কি জন্য এত লজ্জায় কাতর হইতেছ? আমি এই দণ্ডেই তোমার চিত্ত-বিনোদন কার্য্য করিতেছি। হে বরাননে! অদ্যাবধি যে কোন পুরুষ অজ্ঞানতাবশতও এই বনে প্রবেশ করিবে, সে তখনই স্ত্রীলোক হইয়া পড়িবে ॥ ২১—২২ ॥ হে ঋষিগণ! যদি চ কুমার উপবন সমস্ত সুখের আস্পদীভূত বটে! কিন্তু, যে অবধি সেই দেবদেব শম্ভু এতাদৃশ নিদারুণ অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন সেই অবধি যে সকল পুরুষ এই সকল

সুদ্যুম্নস্তু তদজ্ঞানাৎ প্রবিষ্টঃ সচিবৈঃ সহ।
তথৈব স্ত্রীত্বমাপন্নস্তৈঃ সহেতি ন সংশয়ঃ॥ ২৪॥
চিন্তাবিষ্টঃ স রাজর্ষির্ন জগাম গৃহং হ্রিয়া।
বিচচার বহিস্তস্মাদ্বনদেশাদিতস্ততঃ॥ ২৫॥
ইলেতি নাম সম্প্রাপ্তং স্ত্রীত্বে তেন মহাত্মনা।
বিচরংস্তত্র সংপ্রাপ্তো বুধঃ সোমসুতো যুবা॥ ২৬॥
স্ত্রীভিঃ পরিবৃতাং তান্তু দৃষ্ট্বা কান্তাং মনোরমাম্।
হাবভাবকলাযুক্তাং চকমে ভগবান্ বুধঃ॥ ২৭॥
সাপি তং চকমে কান্তং বুধং সোমসুতং পতিম্।
সংযোগস্তত্র সংজাতস্তয়োঃ প্রেম্ণা পরস্পরম্॥ ২৮॥

সহ তদ্বনং গতৈস্তৈঃ সহৈব স্ত্রীত্বং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ॥ ২৪—২৫॥ স্ত্রীত্বে ইতি। স্ত্রীত্বে প্রাপ্তে-সতি ইলেতি নাম প্রাপ্তং ইত্যন্বয়ঃ। নিকটস্থমন্ত্রিভিরিলেতি নাম স্থাপিতমিত্যর্থঃ। ইড় স্তুতাবিত্যস্য রূপম্। ইলা স্তুত্যা ড়লয়োরভেদঃ। হ্রস্বপাঠস্তু সংজ্ঞাশব্দত্বাজ্জাতঃ॥ ২৬—৩০॥

বৃত্তান্ত লোক পরম্পরায় অবগত হইয়াছিল তাহারা আর কখনও সেই পুরুষত্ব নাশক অরণ্যের নিকটস্থও হইত না। অতএব, নরপতি সুদ্যুম্ন না জানিয়া সেই ভয়ঙ্কর দোষাকর বনে প্রবিষ্ট হইয়া অমাত্যবর্গের সহিত যে, স্ত্রীভাবাপন্ন হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?॥ ২৩—২৪॥

তদনন্তর, রাজর্ষি সুদ্যুম্ন চিন্তা করিতে করিতে সেই বনের বাহিরে আসিয়া অনেক প্রকার বিচার করিয়াও স্ত্রীজাতি হওয়া প্রযুক্ত লজ্জায় কোনক্রমেই রাজধানী প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হইলেন না। হে মহর্ষিগণ! যদি চ তিনি তৎকালে স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তথাপি সুমহৎ রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করায় এবং নিজেও মহান্ প্রভাবশালী ছিলেন বলিয়া সচিবগণ কর্তৃক ইলা (পূজ্যা) এইরূপ নাম প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় অলৌকিক যৌবন শোভায় সুশোভিত চন্দ্রকুমার মহাত্মা বুধদেব ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দৈবগতিকে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া হাব ভাবাদি বিবিধ কামকলা বিভূষিত স্ত্রীগণ পরিবৃত কমনীয় মূর্ত্তি মনোরমা রমণীকে সন্দর্শন করিয়া সম্ভোগাভিলাষী হইলেন। এদিকে সেইরূপ যৌবনাঢ্যা ইলা দেবীও মনোজ্ঞ মূর্ত্তি সোমনন্দনকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া রমণাভিলাষিণী হইলেন। অনন্তর, তাঁহারা পরস্পর প্রেমাসক্ত হইয়া সেই স্থলেই রতি ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২৫—২৮॥

মহর্ষিগণ! আপনারা পূর্ব্বে যাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই রাজর্ষি পুরূরবা ভগবান্ বুধের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা সুদ্যুম্ন কামিনীরূপে বুধদেবের ঔরসে বনবাসিনী হইয়া সন্তান প্রসব করিলেন বটে, কিন্তু, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ থাকায় নিরন্তর

স তস্যাং জনয়ামাস পুরূরবসমাত্মজম্ ॥ ২৯ ॥
সা প্রাসূত সুতং বালা চিন্তাবিষ্টা বনে স্থিতা।
সস্মার স্বকুলাচার্য্যং বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ৩০ ॥
স তদাঽস্য দশাং দৃষ্ট্বা সুদ্যুম্নস্য কৃপান্বিতঃ।
অতোষয়ন্মহাদেবং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৩১ ॥
তস্মৈ স ভগবাংস্তুষ্টঃ প্রদদৌ বাঞ্ছিতং বরম্।
বশিষ্ঠঃ প্রার্থয়ামাস পুংস্ত্বং রাজ্ঞঃ প্রিয়স্য চ ॥ ৩২ ॥
শঙ্করস্তু নিজাং বাচমৃতাং কুর্ব্বন্নুবাচ হ।
মাসং পুমাংস্তু ভবিতা মাসং স্ত্রী ভূপতিঃ কিল ॥ ৩৩ ॥
ইত্থং প্রাপ্য বরং রাজা জগাম স্বগৃহং পুনঃ।
চক্রে রাজ্যং স ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠস্যাপ্যনুগ্রহাৎ ॥ ৩৪ ॥
স্ত্রীত্বে তিষ্ঠতি হর্ম্ম্যেষু পুংস্ত্বে রাজ্যং প্রশাস্তি চ।
প্রজাস্তস্মিন্ সমুদ্বিগ্না নাভ্যনন্দন্মহীপতিম্ ॥ ৩৫ ॥

স তদাঽস্যেতি। সুদ্যুম্নস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ ঋতাং কুর্ব্বন্নিতি। অয়ং স্ত্রীত্বং প্রাপ্স্যতীতি বাক্যং মম মিথ্যা নৈব ভবেদথাপি তব প্রার্থনানুরোধেন মাসং পুমান্ ভবিষ্যতি পুনর্ম্মাসং স্ত্রী ভবিষ্যতি পুনর্ম্মাসং পুরুষ ইত্যুবাচেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥ হর্ম্ম্যেষু গৃহাভ্যন্তরে চেত্যর্থঃ। নাভ্যনন্দন্ আসাং প্রজানাং স্ত্রীরূপো রাজেতি লোকনিন্দয়েতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

চিন্তায় কাতর হইয়া পরিশেষে কুলাচার্য্য মুনিসত্তম বশিষ্ঠদেবকে ধ্যানযোগে স্মরণ করিলেন ॥ ২৯—৩০ ॥ যোগিপ্রবর বশিষ্ঠদেব জ্ঞানপ্রভাবে নিজ শিষ্য রাজর্ষি সুদ্যুম্নের তাদৃশ দুরবস্থার বিষয় জানিতে পারিয়া অনুকম্পাবশত জগৎ কল্যাণকর কল্যাণময় ভগবান্ মহাদেবকে তপস্যায় পরিতুষ্ট করিলেন ॥ ৩১ ॥ দেবাদিদেব ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার তপস্যায় পরিতৃপ্ত হইয়া অভিলষিত বরপ্রদানে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব অপর বর না লইয়া নিজ প্রিয়তম শিষ্য রাজা সুদ্যুম্নের পুনর্ব্বার যাহাতে পুরুষত্ব লাভ হয় তাদৃশ বর প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩২ ॥ ভগবান্ শঙ্কর বশিষ্ঠের এতাদৃশ অসম্ভব বরের কথা শ্রবণে আপনার পূর্ব্ব প্রদত্ত অভিসম্পাত বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিবার জন্য কহিলেন, বশিষ্ঠ! তোমার শিষ্য এই নরপতি এক মাস স্ত্রী, এক মাস পুরুষ অর্থাৎ মাসান্তরে মাসান্তরে স্ত্রীপুরুষত্ব লাভ করিবে; ইহাতে আর দ্বিরুক্তি করিও না ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাজা সুদ্যুম্ন গুরুদেব ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের অনুগ্রহে ঈদৃশ বর লাভ করিয়া পুনরায় স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন পূর্ব্বক রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ পরন্তু, তিনি যে যে মাসে স্ত্রী ভাবাপন্ন হইতেন সেই সময়ে অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থান করিতেন আর যে সময়ে পুরুষত্ব লাভ করিতেন সেই সেই মাসে বাহিরে আসিয়া প্রজাদিগের

কালে তু যৌবনং প্রাপ্তঃ পুত্রঃ পুরূরবাস্তদা।
প্রতিষ্ঠাং নৃপতিস্তস্মৈ দত্ত্বা রাজ্যং বনং যযৌ ॥ ৩৬ ॥
গত্বা তস্মিন্ বনে রম্যে নানাদ্রুমসমাকুলে।
নারদাৎ মন্ত্রমাসাদ্য নবাক্ষরমনুত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥
জজাপ মন্ত্রমত্যর্থং প্রেমপূরিতমানসঃ।
পরিতুষ্টা তদা দেবী সগুণা তারিণী শিবা ॥ ৩৮ ॥
সিংহারূঢ়া স্থিতা চাগ্রে দিব্যরূপা মনোরমা।
বারুণীপানসংমত্তা মদাঘূর্ণিতলোচনা ॥ ৩৯ ॥
দৃষ্ট্বা তাং দিব্যরূপাঞ্চ প্রেমাকুলিতলোচনঃ।
প্রণম্য শিরসা প্রীত্যা তুষ্টাব জগদম্বিকাম্ ॥ ৪০ ॥

ইলোবাচ।

দিব্যঞ্চ তে ভগবতি! প্রথিতং স্বরূপং
দৃষ্টং ময়া সকললোকহিতানুরূপম্।
বন্দে ত্বদঙ্ঘ্রিকমলং সুরসঙ্ঘসেব্যং
কামপ্রদং জননি! চাপি বিমুক্তিদঞ্চ ॥ ৪১ ॥

রাজ্যং প্রতিষ্ঠাং তন্নামকং পুরঞ্চ দত্ত্বেত্যর্থঃ ॥৩৬—৪১॥ কো বেত্তীতি। এতদখিলং তবৈশ্বর্য্যং

ন্যায়ান্যায় বিষয়ের বিচার করিতেন। এরূপ করিলেও প্রজাগণ কেহই তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল; বস্তুতঃ তাদৃশ নরপতিকে কেহই অভিনন্দন করিল না ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, যখন (বুধের ঔরসজাত পুত্র) পুরূরবা ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, তখন নরপতি সুদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠান নামে অভিনব রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই রাজধানীতে রাজ্যেশ্বর করিয়া আপনি তপোবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৬ ॥ তিনি সেই নানাজাতি তরুরাজি সঙ্কুল মনোরম তপোবনে যাইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট সর্ব্বোত্তম নবাক্ষর শক্তিমন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অতিশয় প্রেমপূরিত অন্তঃকরণে তাহা জপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, জগন্নিস্তারকারিণী পূর্ণমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী, ইলারূপী নরপতি সুদ্যুম্নের তপস্যায় পরিতুষ্টা হইয়া বারুণীপান-প্রমত্ত মদবিঘূর্ণিত লোচন ভক্তজন মনোহর দিব্য সগুণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সিংহারোহণে সেইস্থলে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন ॥৩৭-৩৯॥ ইলা জগদম্বিকার সেই লোকাতীত নিরুপম মূর্ত্তি সন্দর্শন মাত্র প্রেমাকুলিত লোচনে প্রণাম করিয়া অতীব প্রীতিসহকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০ ॥

কো বেত্তি তেঽম্ব ! ভুবি মর্ত্ত্যতনুর্নিকামং
মুহ্যন্তি যত্র মুনয়শ্চ সুরাশ্চ সর্ব্বে।
ঐশ্বর্য্যমেতদখিলং কৃপণে দয়াঞ্চ
দৃষ্টৈ্ব দেবি ! সকলং কিল বিস্ময়ো মে ॥ ৪২ ॥
শম্ভুর্হরিঃ কমলজো মঘবা রবিশ্চ
বিত্তেশবহ্নিবরুণাঃ পবনশ্চ সোমঃ।
জানন্তি নৈব বসবোঽপি হি তে প্রভাবং
বুধ্যেৎ কথং তব গুণানগুণো মনুষ্যঃ ॥ ৪৩ ॥
জানাতি বিষ্ণুরমিতদ্যুতিরম্ব ! সাক্ষা-
ত্ত্বাং সাত্ত্বিকীমুদধিজাং সকলার্থদাঞ্চ।
কো রাজসীং হর উমাং কিল তামসীং ত্বাং
বেদাম্বিকে ! ন তু পুনঃ খলু নির্গুণাং ত্বাম্ ॥ ৪৪ ॥

মাদৃশে কৃপণে দয়াঞ্চেয়ত্তয়া কো বেত্তি ন কোঽপিত্যর্থঃ। বিস্ময়ো মে ইতি। অহো ভগবত্যাং কিয়দৈশ্বর্য্যং তিষ্ঠতি কিয়তী চ পামরে দয়াস্তীতি ॥ ৪২ ॥ কুত আশ্চর্য্যমিতি চেত্তত্রাহ শম্ভুরিতি। এতে মহাপ্রভাববন্তোঽপি তব প্রভাবং ন জানন্তি তদাঽগুণো গুণশূন্যো মনুষ্যঃ কথং বুধ্যেৎ জানীয়ান্ন কথমপীত্যর্থঃ। যতো ন জানাতি তত এবাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৩॥ বিষ্ণুর্জানাতীতি চেত্তত্রাহ জানাতীতি। সত্যং বিষ্ণুর্জানাতি কিন্তু সাত্ত্বিকীং শক্তিং লক্ষ্মীরূপামেব কেবলং জানাতি। ন সাম্যাবস্থাত্মিকাং তুরীয়াং নির্গুণাম্। তথা কো ব্রহ্মা রাজসীং শক্তিমেব কেবলং জানাতি। তথা হর উমাং তামসীমেব কেবলং জানাতি ন তু

মাতঃ! ভগবতি! আপনার এই জগজ্জন হিতকর বিশ্ববিশ্রুত দিব্য মূর্ত্তি আমি এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারাই দর্শন পাইলাম; কি সৌভাগ্য!! জননি! কি বলিয়া স্তব করিতে হয়, তাহার কিছুই জানি না; অতএব, কেবল আপনার এই শরণাগত ভক্তগণের ইহলোকে সর্ব্ব মনোরথ পূরণকারী আর পরত্র পরম মুক্তিপ্রদ অমরবৃন্দ বন্দনীয় চরণকমল বারংবার বন্দনা করিয়াই মনের সাধ পূর্ণ করি ॥ ৪১ ॥ মাতঃ! আপনার যে ঐশ্বর্য্যমহিমায় সমস্ত ঋষি এবং দেবগণও বিমুগ্ধ, এই পৃথিবীতে এমন কোন মনুষ্য আছে যে সেই ঐশ্বর্য্যের বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হয়? দেবি! আমি আপনার সেই অখিল ঐশ্বর্য্য এবং দীনের প্রতি ঈদৃশ দয়া সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ॥ ৪২ ॥ জননি! যখন আপনার এই প্রভাব দেবরাজ ইন্দ্র, সূর্য্যদেব, কুবের, বহ্নি, বরুণ, পবন, চন্দ্র অথবা বসুগণ, অধিক কি মহেশ্বর বিষ্ণু বা ব্রহ্মাও বিশেষরূপে জানেন না, তখন গুণহীন মনুষ্য কিরূপে আপনার গুণমহিমা অবগত হইবে? ॥ ৪৩ ॥ জননি! ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আপনাকে জানেন সত্য কিন্তু সম্যক্‌রূপে অবগত নহেন। কারণ, অমিত-

ক্বাহং সুমন্দমতিরপ্রথিতপ্রভাবঃ
ক্বায়ং তবাতিনিপুণো ময়ি সুপ্রসাদঃ।
জানে ভবানি! চরিতং করুণাসমেতং
যৎ সেবকাংশ্চ দয়সে ত্বয়ি ভাবযুক্তান্॥ ৪৫॥
বৃত্তস্ত্বয়া হরিরসৌ বনজেশয়াপি
নৈবাচরত্যপি মুদং মধুসূদনশ্চ।
পাদৌ তবাদিপুরুষঃ কিল পাবকেন
কৃত্বা করোতি চ করেণ শুভৌ পবিত্রৌ॥ ৪৬॥

পুনর্নির্গুণাম্। এবৈককশক্তিজ্ঞাতার এবৈতে ন তুরীয়রূপনির্গুণজ্ঞাতার ইত্যর্থঃ॥ ৪৪॥ এতাদৃশী ত্বং সর্ব্বোৎকৃষ্টাপি স্বভক্তস্যাতিসুলভাংসীত্যাহ ক্বাহমিতি। হে মাতরহং সুমন্দমতিঃ ক্ব তথা তবায়ং ময়ি সুপ্রসাদঃ ক্ব অতিদূরমিত্যর্থঃ। তথাপি মাদৃশানপি সেবকাংস্ত্বয়ি ভাবযুক্তান্ যদ্যস্মাৎকারণাদ্দয়সে দয়াং করোষি তস্মাৎ স্বভক্তবিষয়ে তব চরিতং করুণাসমেতমস্তীতি জানে নিশ্চিনোমি। ততঃ স্বভক্তস্যাতিসুলভাসীতি সত্যমেবেতি ভাবঃ॥ ৪৫॥ তবৈকৈকশক্তেরপি প্রভাবজ্ঞা ব্রহ্মাদয়ো ন সন্তি কিং পুনস্তব মূলশক্তেরিত্যাহ বৃত্ত ইতি। বনজং জীবনং ভুবনং বনমিতি কোশাদ্বনং জলং তস্মাজ্জাতং বনজং কমলং বনজস্যেশা স্বামিনী কমলবাসিনীত্যর্থঃ। তয়া পরশক্ত্যংশভূতয়া ত্বয়া বৃত্তোঽপি ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ বিবাহিতোঽপি মধুসূদনশ্চ মধুদৈত্যনাশকোঽপি মহাপরক্রমবান্ বিষ্ণুর্মুদং হর্ষং কৃত্বা নৈবাচরতি ব্যবহরতি। অহমেতস্যা ন যোগ্যোঽস্মীত্যভিপ্রায়েণ লক্ষ্মীং প্রাপ্যাপি ন হর্ষেণ ব্যবহরতীত্যর্থঃ। অতএব সর্ব্বদা ধ্যানস্থ এব ভবতীতি ভাবঃ। নন্বেবং চেৎ কিমিতি পরয়া লক্ষ্ম্যা স্বপাদসম্বাহনং কারয়তীতি চেত্তত্রাহ পাদৌ তবাদিপুরুষ ইতি। ন স্বপাদসম্বাহনমাদিপুরুষঃ কারয়তি। কিন্তু লোকোদ্ধারার্থং তব পাবকেন শুদ্ধিকারকেণ করেণ হস্তেন নিজৌ পাদৌ শুভৌ পবিত্রৌ করোতি চ। তথাচ বিষ্ণুরেকশক্তিপ্রভাবজ্ঞোঽপি ন ভবতি

চ্যুতি বিষ্ণু আপনাকে সকলার্থদাত্রী সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়াই জানেন; ব্রহ্মা আপনাকে রজোগুণাধীশ্বরী বলিয়াই স্থির করিয়াছেন; আর সংহারকর্ত্তা মহেশ্বর আপনাকে তমোগুণাধিষ্ঠাত্রী উমা বলিয়াই অবগত আছেন। কিন্তু মাতঃ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কেহই আপনাকে সাম্যাবস্থস্বরূপিণী তুরীয়া নির্গুণা বলিয়া জানেন না॥ ৪৪॥ ঈশ্বরি! আপনি এরূপ অবেদ্য হইলেও ভক্তজনের অনায়াসলভ্যা হয়েন। কারণ, বুদ্ধিপ্রভাব-বিহীন আমিই বা কোথায়! আর আপনার এরূপ সুপ্রসন্নতাই বা কোথায়!! ফলত এ উভয়ের একত্র সমাবেশ অতীব অসম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু,ভবানি! আমি জানি,যে যাঁহারা আপনাতে একাগ্রভাবে রত থাকে আপনি সেই সকল সেবকের প্রতি করুণা বিতরণ করিয়া থাকেন॥ ৪৫॥ কি আশ্চর্য্য! মধুসূদন বিষ্ণু, আপনার অংশরূপিণী লক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক পরিণীত হইয়াও আমি ইহার যোগ্য নহি এইরূপ ভাবিয়া, আনন্দলাভ করিতে পারেন না। তবে যে সেই আদিপুরুষ লক্ষ্মী দ্বারা নিজ চরণ সম্বাহন করান, সে কেবল

বাঞ্ছত্যহো হরিরশোক ইবাতিকামং
পাদাহতিং প্রমুদিতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
তাং ত্বং করোষি রুষিতা প্রণতঞ্চ পাদে
দৃষ্ট্বা পতিং সকল দেবনুতং স্মরার্ত্তম্ ॥ ৪৭ ॥
বক্ষঃস্থলে বসসি দেবি! সদৈব তস্য
পর্য্যঙ্কবৎসুচরিতে বিপুলেঽতিশান্তে।
সৌদামনীব সুঘনে সুবিভূষিতে চ
কিন্তেন বাহনমসৌ জগদীশ্বরোঽপি ॥ ৪৮ ॥
ত্বং চেজ্জহাসি মধুসূদনমম্ব! কোপা-
ন্নৈবার্চ্চিতোঽপি স ভবেৎ কিল শক্তিহীনঃ।
প্রত্যক্ষমেব পুরুষং স্বজনাস্ত্যজন্তি
শান্তং শ্রিয়োজ্‌ঝিতমতীবগুণৈর্ব্বিযুক্তম্ ॥ ৪৯ ॥

কুতঃ পুনর্ম্মূলশক্তেঃ প্রভাবজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ তবোৎকৃষ্টত্বাদেব বক্ষ্যমাণং সম্ভবতীত্যুৎ-প্রেক্ষতে বাঞ্ছত্যহো ইতি। অশোকবৃক্ষস্য হি স্বভাবঃ পাদতাড়নেন আত্মানং বর্দ্ধয়তীতি তথাচ স্ববর্দ্ধনার্থং পাদতাডনং স ইচ্ছতীত্যুচ্যতে তথাচ তাদৃশাশোক ইবাতিকামং যথেষ্টং যথা স্যাত্তথা প্রমুদিতো হর্ষিতো বিষ্ণুঃ পুরুষস্তব পাদাহতিং ত্বৎকৃতপাদতাড়নং বাঞ্ছতি তদিদমহো আশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ। তাঞ্চ পাদাহতিং সকলদেবনুতং স্মরার্ত্তং পতিং পাদে প্রণতঞ্চ দৃষ্ট্বা রুষিতা কুপিতা ত্বং করোষি তদেতত্ত্বদোৎকৃষ্টত্বাভাবেন সঙ্গচ্ছত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥ কিঞ্চ বক্ষঃস্থল ইতি। হে দেবি! তস্য বিষ্ণোর্ব্বক্ষস্থলে পর্য্যঙ্কবৎ সদৈব বসসি কীদৃশী ঘনে মেঘে কৃষ্ণবর্ণে সৌদামনী বিদ্যুল্লতেব। তেন কিন্তদ্ধৃদয়ে বাসেনাসৌ জগদীশ্বরোঽপি তে তব বাহনং ন জাতঃ কিন্তু জাত এবেতি তবৈকদেশশক্তেরেবং মহিমা কিং পুনস্তব মূলপ্রকৃতে-

---

লক্ষ্মীর পবিত্র হস্তস্পর্শে নিজ পদদ্বয়কে পবিত্র এবং মঙ্গলজনক করেন ॥ ৪৬ ॥ জননি! বোধ হয় সেই পুরাণ পুরুষ বিষ্ণু অশোক বৃক্ষের ন্যায় নিজ প্রফুল্লতার জন্য আনন্দিত হইয়া স্ত্রীলোকের পাদতাড়না ইচ্ছা করেন, সেই জন্যই আপনি সকলদেব-বন্দিত স্মরার্ত্ত পতিকে চরণে পতিত দেখিয়া রুষ্টার ন্যায় পাদতাড়না করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ দেবি! আপনি সেই বিষ্ণুর সুবিভূষিত পর্য্যঙ্কসদৃশ অতি বিপুল প্রশান্ত বক্ষঃস্থলে, অতি ঘন অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় অবিরাম বাস করিয়া থাকেন; এজন্য বিষ্ণু জগতের ঈশ্বর হইয়াও আপনার বাহনসদৃশ হইয়াছেন সন্দেহ নাই ॥৪৮॥ দেবি! অধিক আর কি বলিব, যদি কখনও আপনি কোপপূর্ব্বক বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আর কেহই তাঁহাকে শক্তিবিহীন বলিয়া অর্চ্চনা করিবে না। জননি! ইহাত ইহ লোকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, স্বজনগণ নির্গুণ লক্ষ্মীবিহীন পুরুষ প্রশান্তমূর্ত্তি হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা ন তু কিং যুবত্যো
যে ত্বৎপদাম্বুজমহর্নিশমাশ্রয়ন্তি।
মন্যে ত্বয়ৈব বিহিতাঃ খলু তে পুমাংসঃ
কিং বর্ণয়ামি তব শক্তিমনন্তবীর্য্যে! ॥ ৫০ ॥
ত্বং নাঽপুমান্ন চ পুমানিতি মে বিকল্পো
যা কাঽসি দেবি! সগুণা ননু নির্গুণা বা।
তাং ত্বাং নমামি সততং কিল ভাবযুক্তো
বাঞ্ছামি ভক্তিমচলাং ত্বয়ি মাতরন্তে ॥ ৫১ ॥

সূত উবাচ।

ইতি স্তুত্বা মহীপালো জগাম শরণং তদা।
পরিতুষ্টা দদৌ দেবী তত্র সাযুজ্যমাত্মনি ॥ ৫২ ॥

রিতি ভাবঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥ ননু ত্বং যুবতীভাবং গতোঽসি ততস্ত্বং মমানুগ্রহযোগ্যো নাসীতি চেত্তত্রাহ ব্রহ্মাদয় ইতি। যে ত্বৎপাদাম্বুজমহর্নিশমাশ্রয়ন্তি তে ব্রহ্মাদয়ঃ কিং যুবত্যো ন জাতাঃ কিন্তু কদাচিন্মণিদ্বীপে গতাঃ সন্তো জাতা এব। তথাচ তে যথা ত্বদনুগ্রহযোগ্যা এবমহমপ্যস্মীতি ভাবঃ। মন্যে ত্বয়ৈবেতি। সাম্প্রতং পুমাংসোঽপি তে ত্বয়ৈব কৃতাঃ এবং যদি মাং করোষি পুমাংসং তর্হি কিমহং ন স্যাং কিন্তু ভবিষ্যাম্যেব। ননু কিং ময়ি যুবত্যাঃ পুরুষত্বপ্রদায়িকা শক্তিরস্তি তত্রাহ কিং বর্ণয়ামীতি। হে অনন্তবীর্য্যে! তব শক্তিমহং পামরঃ কিং বর্ণয়ামি যা [illegible]নামপ্যবিষয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ ত্বং নাপুমানিতি। অপুমানিতিচ্ছেদঃ। ন চ পুমান্ সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মণি লিঙ্গত্রয়াভাবাৎ। ইতি মে বিকল্পো বিতর্কো মনসি বর্ত্তত এব। তর্হি কথং ভজনং ক্রিয়তে গুণজ্ঞানাভাবাদিতি চেত্তত্রাহ যা কাঽসীতি। গুণজ্ঞানাভাবেঽপ্যেবংরীত্যাঽপি কিং ভজনং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইত্যতো হে দেবি! ত্বাং তাদৃশীং তাং নমামি ভাবো ভক্তিস্তদ্যুক্তঃ। কিঞ্চান্তেঽচলাং ভক্তিং বাঞ্ছামি নান্যৎ কিঞ্চিদিতি ॥ ৫১ ॥

জননি! যে ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনাকে সর্ব্বদাই আশ্রয় করিয়া থাকেন তাঁহারাও কি এক সময়ে মণিদ্বীপে যাইয়া স্ত্রীরূপী হয়েন নাই? মাতঃ! আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পুরুষ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব, যদি সেইরূপ আমাকেও করেন তাহা হইলে আমিও পুরুষ হইব। কারণ, আপনার অনন্ত শক্তি! সুতরাং তাহার বিষয় আমি আর কি বর্ণনা করিব ফলত আপনার অসাধ্য কিছুই নাই ॥ ৫০ ॥ আপনি স্ত্রী কি পুরুষ এ বিষয়ে আমার মনে অতিশয় বিতর্ক হইতেছে। দেবি! আপনি সগুণ বা নির্গুণ হউন, যে কেহই হউন, আমি আপনাকে ভক্তিভাবে নমস্কার করি। মাতঃ! আমার ইচ্ছা যেন অন্তিমসময়ে আপনাতে অচলা ভক্তি লাভ করিতে পারি ॥ ৫১ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সেই মহীপাল সুদ্যুম্ন এইরূপে স্তব করিয়া দেবীর শরণাগত হইলে দেবীও সন্তুষ্ট হইয়া নিজ ব্রহ্মস্বরূপ সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিলেন ॥ ৫২ ॥

সুদ্যুম্নস্তু ততঃ প্রাপ পদং পরমকং স্থিরম্।
তস্যা দেব্যাঃ প্রসাদেন মুনীনামপি দুর্লভম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
পুরূরব-উৎপত্তির্নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সাযুজ্যমাত্মনীতি। দেবী তুষ্টা সতী জ্ঞানপ্রদানেনাত্মনি ব্রহ্মরূপে সাযুজ্যমৈক্যং দদৌ দেবীপ্রসাদাদাত্মানুভবেন ব্রহ্মরূপোঽভবদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ (পদমিতি। পরমকং পরমং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। স্থিরং নিত্যং যং প্রাপ্য জীবো ন পুনর্নিবর্ত্ততে ইতি বচনাৎ। পদং স্থানং ব্রহ্মত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সুদ্যুম্নরাজ এইরূপে দেবীর প্রসাদে মুনিগণেরও দুর্ল্লভ অব্যয় পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
পুরূরবার জন্ম বিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সুদ্যুম্নে তু দিবং যাতে রাজ্যং চক্রে পুরূরবাঃ।
সগুণশ্চ সুরূপশ্চ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ১ ॥
প্রতিষ্ঠানে পুরে রম্যে রাজ্যং সর্ব্বনমস্কৃতম্*।
চকার সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ প্রজারক্ষণতৎপরঃ ॥ ২ ॥
মন্ত্রঃ সুগুপ্তস্তস্যাসীৎ পরত্রাভিজ্ঞতা তথা।
সদৈবোৎসাহশক্তিশ্চ প্রভুশক্তিস্তথোত্তমা ॥ ৩ ॥
সামদানাদয়ঃ সর্ব্বে বশগাস্তস্য ভূপতেঃ।
বর্ণাশ্রমান্ স্বধর্ম্মস্থান্ কুর্ব্বন্রাজ্যং শশাস হ ॥ ৪ ॥
যজ্ঞাংশ্চ বিবিধাংশ্চক্রে স রাজা বহুদক্ষিণান্।
দানানি চ বিচিত্রাণি দদাবথ নরাধিপঃ ॥ ৫ ॥
তস্য রূপগুণৌদার্য্যশীলদ্রবিণবিক্রমান্।
শ্রুত্বোর্ব্বশী বশীভূতা চকমে তং নরাধিপম্ ॥ ৬ ॥

চতুস্ত্রিংশচ্ছ্লোকবর্য্যৈঃ পুরূরবস উত্তমম্।
উর্ব্বশ্যাশ্চরিতঞ্চৈব বৈরাগ্যার্থমিহোচ্যতে ॥

(সোমবংশবর্ণনার্থং সুদ্যুম্নচরিতমুক্ত্বা পুরূরবসো বৃত্তান্তং কথয়তি সুদ্যুম্নে তু দিবং যাতে ইতি। সু সুন্দরং রূপং যস্য। অসৌ এতাদৃশরূপবানাসীৎ যেন উর্ব্বশ্যপি বশীভূতা জাতেতি-ভাবঃ ॥ ১—২ ॥) মন্ত্রঃ সুগুপ্ত ইতি। তস্য রাজ্ঞো মন্ত্রো গুপ্তোঽন্যৈরবিদিত আসীৎ। পরত্র

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! নৃপতি সুদ্যুম্ন স্বর্গগমন করিলে পর অশেষগুণশালী রূপবান্ পুরূরবা প্রজারঞ্জনে তৎপর হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ সেই সর্ব্বধর্ম্মবিদ্ রাজা প্রজারক্ষণে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া রমণীয় প্রতিষ্ঠান-নগরীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ তাঁহার মন্ত্রণা কেহই জানিতে পারিত না, কিন্তু তিনি সকলেরই মন্ত্রণা জানিতে পারিতেন এবং সর্ব্বদাই উৎসাহবিশিষ্ট ও প্রভুশক্তিসম্পন্ন ছিলেন ॥ ৩ ॥ সামদান প্রভৃতি উপায় চতুষ্টয় যেন তাঁহার বশীভূত ছিল। ফলত পুরূরবা রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বর্ণাশ্রমবাসিদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে রাখিয়া যথাবিহিত শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ তিনি বহুদক্ষিণার সহিত নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং সেই উপলক্ষে অর্থিগণকে অশেষ প্রকার দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫ ॥ ঋষিগণ! অধিক আর কি

---

* সর্ব্বনমস্কৃতঃ ইতি বা পাঠঃ।

ব্রহ্মশাপাভিতপ্তা সা মানুষং লোকমাস্থিতা।
গুণিনং তং নৃপং মত্বা বরয়ামাস মানিনী॥ ৭॥
সময়ং চেদৃশং কৃত্বা স্থিতা তত্র বরাঙ্গণা।
এতাবুরণকৌ রাজন্! ন্যস্তৌ রক্ষস্ব মানদ!॥ ৮॥
ঘৃতং মে ভক্ষণং নিত্যং নান্যৎ কিঞ্চিন্নৃপাশনম্।
নেক্ষে ত্বাঞ্চ মহারাজ! নগ্নমন্যত্র মৈথুনাৎ॥ ৯॥
ভাষাবন্ধস্ত্বয়ং রাজন্! যদি ভগ্নো ভবিষ্যতি।
তদা ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি সত্যমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্॥ ১০॥
অঙ্গীকৃতঞ্চ তদ্রাজ্ঞা কামিন্যা ভাষিতন্তু যৎ।
স্থিতা ভাষণবন্ধেন শাপানুগ্রহকাম্যয়া॥ ১১॥
রেমে তদা স ভূপালো লীনো* বর্ষগণান্ বহূন্।
ধর্ম্মকর্ম্মাদিকং ত্যক্ত্বা চোর্ব্বশ্যা মদমোহিতঃ॥ ১২॥

পরমস্ত্রে তু তস্য রাজ্ঞোঽভিজ্ঞতাসীদেতাদৃশশ্চতুর ইত্যর্থঃ॥ ৩—৬॥ (স্বর্গস্থা উর্ব্বশী কথং মর্ত্ত্যস্থেন পুরূরবসা সঙ্গতা ইত্যত আহ। ব্রহ্মশাপেতি॥ ৭॥) সময়ং সঙ্কেতমেবাহ এতাবুরণকাবিতি। উরণকৌ মেষৌ ময়া ত্বন্নিকটে ন্যস্তৌ এতৌ রক্ষস্ব॥ ৮॥ ঘৃতমিতি। কিঞ্চ হে নৃপ! মে মম ভক্ষণং ঘৃতমেব নান্যৎ কিঞ্চিৎ। কিঞ্চান্যত্র মৈথুনাত্ত্বাং নগ্নং নেক্ষে ন পশ্যাম্যহমিতি। যদি মৎপ্রতিজ্ঞাত্রয়ং ত্বয়া নির্ব্বাহ্যতে তর্হি ত্বন্নিকটে অহং স্থাস্যামি নোচেদ্গমিষ্যামীতি। ঘৃতং মে ভক্ষণমিতি। অমৃতং বা আজ্যমিতি শ্রুতেঃ দেবানাঞ্চামৃতাশিত্বাৎ॥ ৯—১০॥ শাপানুগ্রহকাম্যয়েতি। শাপমোক্ষকামনয়েত্যর্থঃ॥ ১১॥

বলিব, স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশী সেই পুরূরবার রূপ, গুণ, উদারতা, ধন, স্বভাব ও বিক্রম প্রভৃতির বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার বশীভূতা হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিলেন॥ ৬॥ কিছুকাল পরে উর্ব্বশী ব্রহ্মশাপে অভিভূতা হইয়া পৃথিবীতে আগমন পূর্ব্বক সর্ব্বগুণালঙ্কৃত এই নৃপবরকেই বরণ করিলেন। এবং তাঁহার নিকট এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, মহারাজ! আমি এই দুই মেষশাবককে আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিলাম আপনি ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন তাহা হইলেই আমার মান রক্ষা করা হইবে। আমি প্রত্যহ ঘৃত ভক্ষণ করিব আমার অপর কোনও ভক্ষণে প্রয়োজন নাই এবং মৈথুনকাল ব্যতিরেকে আমি যেন কদাচ আপনাকে উলঙ্গ না দেখি। মহারাজ! এই আমার প্রতিজ্ঞাবাক্য; ভঙ্গ করিয়া যদি কখন আপনি উলঙ্গ বা মেষশাবক রক্ষণে অসমর্থ হন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিব, ইহা সত্য বলিতেছি॥ ৭—১০॥ ঋষিগণ! মহারাজ পুরূরবা, কামিনী উর্ব্বশীর এই প্রতিজ্ঞা বাক্যগুলি স্বীকার করিলেন এবং উর্ব্বশীও শাপ মোক্ষণ কামনায় এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ১১॥

---

* নীতঃ ইতি বা পাঠঃ।

একচিত্তস্তু সংজাতস্তন্মনস্কো মহীপতিঃ।
ন শশাক তয়া হীনঃ ক্ষণমপ্যতিমোহিতঃ॥ ১৩॥
এবং বর্ষগণান্তে তু স্বর্গস্থঃ পাকশাসনঃ।
উর্ব্বশীং নাগতাং দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্বানাহ দেবরাট্॥ ১৪॥
উর্ব্বশীমানয়ধ্বং ভো গন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্ব এব হি।
হৃত্বোরণৌ গৃহাত্তস্য ভূপতেঃ সময়ে কিল॥ ১৫॥
উর্ব্বশীরহিতং স্থানং মদীয়ং নাতিশোভতে।
যেন কেনাপ্যুপায়েন তামানয়ত কামিনীম্॥ ১৬॥
ইত্যুক্তাস্তেঽথ গন্ধর্ব্বা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ।
ততো গত্বা মহাগাঢ়তমসি প্রত্যুপস্থিতে॥ ১৭॥
জহ্রুস্তাবুরণৌ দেবা রমমাণং বিলোক্য তম্।
চক্রন্দতুস্তদা তৌ তু হ্রিয়মাণৌ বিহায়সা*॥ ১৮॥
উর্ব্বশী তদুপাকর্ণ্য ক্রন্দিতং সুতয়োরিব।
কুপিতোবাচ রাজানং সময়োঽয়ং কৃতো ময়া॥ ১৯॥

শানোঽন্তর্গৃহে স্থিত ইত্যর্থঃ॥ ১২॥ ন শশাকেতি। তয়া হীনোঽবস্থাতুং ন সমর্থো বভূব॥ ১৩—১৪॥ সময়ে তেনাজ্ঞাতকালে ইত্যর্থঃ॥ ১৫—১৭॥ চক্রন্দতুরাহ্বানং রোদনং বা চক্রতুঃ॥ ১৮॥ সময়োঽয়মিতি। ময়ায়ং সময়ঃ কৃতঃ স নষ্ট ইতি শেষঃ॥ ১৯॥

অনন্তর সেই ভূপাল সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উর্ব্বশীর ব্যসনমদে মোহিত হইয়া বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অন্তঃপুরে তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময় মহীপতি পুরূরবা উর্ব্বশীতে এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন, যে ক্ষণমাত্রও তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না॥ ১২—১৩॥

ঋষিগণ! এইরূপে বহুবর্ষ গত হইলে পর সুরপতি ইন্দ্র স্বর্গে থাকিয়া উর্ব্বশীকে না দেখিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে বলিলেন। ওহে গন্ধর্ব্বসকল! তোমরা সকলেই একত্রিত হইয়া যথাসময়ে সেই ভূপতি পুরূরবার গৃহ হইতে মেষদ্বয়কে অপহরণ করত উর্ব্বশীকে আনয়ন কর॥ ১৪—১৫॥ দেখ! আমাদের এই স্বর্গপুরী উর্ব্বশী বিহীন হইয়া কিছুতেই শোভা পাইতেছে না। অতএব যে কোনও উপায়ে সেই কামিনীকে আনয়ন কর॥ ১৬॥

অনন্তর সেই বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ইন্দ্রের এইরূপ আদেশ পাইয়া ঘোরতর অন্ধকার উপস্থিত হইলে পুরূরবার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে উর্ব্বশীর সহিত ক্রীড়াসক্ত দেখিয়া সেই মেষ দুইটীকে অপহরণ করিলেন। অনন্তর সেই অপহৃত মেষ দুইটী আকাশ হইতে অতিশয় চীৎকার করিতে লাগিল॥ ১৭—১৮॥ উর্ব্বশী, পুত্রের ন্যায় সেই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া

---

* শক্রং দাতুং তদা তৌ তু হ্রিয়মাণৌ বিহায়সি। ইতি বা পাঠঃ।

নষ্টাঽহং তব বিশ্বাসাদ্ধৃতৌ চৌরৈর্ম্মোরণৌ।
রাজন্! পুত্ত্রসমাবেতৌ ত্বং কিং শেষে স্ত্রিয়া সমঃ॥ ২০॥
হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা।
উরণৌ মে গতৌ চাদ্য সদা প্রাণপ্রিয়ৌ মম॥ ২১॥
এবং বিলপমানান্তাং দৃষ্ট্বা রাজা বিমোহিতঃ।
নগ্ন এব যযৌ তূর্ণং পৃষ্ঠতঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ২২॥
বিদ্যুৎ প্রকাশিতা তত্র গন্ধর্ব্বৈর্নৃপবেশ্মনি।
নগ্নভূতস্তয়া দৃষ্টো ভূপতির্গন্তুকাময়া॥ ২৩॥
ত্যক্ত্বোরণৌ গতাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বাঃ পথি পার্থিবঃ।
নগ্নো জগ্রাহ তৌ শ্রান্তো জগাম স্বগৃহং প্রতি॥ ২৪॥
তদোর্ব্বশীং গতাং দৃষ্ট্বা বিললাপাতিদুঃখিতঃ।
নগ্নং বীক্ষ্য পতিং নারী গতা সা বরবর্ণিনী॥ ২৫॥
ক্রন্দন্ স দেশদেশেষু বভ্রাম নৃপতিঃ স্বয়ম্।
তচ্চিত্তো বিহ্বলঃ* শোচন্বিবশঃ কামমোহিতঃ॥ ২৬॥

নষ্টা শোকগ্রস্তা জাতেতি শেষঃ। স্ত্রিয়া সমঃ নির্ব্বীর্য্য ইতি ভাবঃ ॥২০—২১॥ বিলপন্তীমূর্ব্বশীমবলোক্য রাজা তৎকৃতপ্রতিজ্ঞাং বিস্মরন্ উলঙ্গ এব উরণৌ জিঘৃক্ষুর্গতবানিত্যর্থঃ ॥২২—২৭॥

অতিশয় কুপিত হইয়া রাজাকে বলিল। মহারাজ! আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা এক্ষণে অন্যথা হইয়াছে। অতএব আমি আপনার উপর বিশ্বাস করিয়াই বিচ্ছিন্ন হইলাম। ঐ দেখুন আমার মেষ দুইটীকে চোরগণে অপহরণ করিয়াছে। রাজন্! ঐ দুইটীকে আমার পুত্রের ন্যায় জানিবেন আপনি এখনও যে স্ত্রীলোকের ন্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন? (শীঘ্র উহাদিগকে বিমুক্ত করুন্॥) ১৯—২০॥ হায়! আমি এই বীরাভিমানী ক্লীবতুল্য অসৎ স্বামীর হস্তে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইলাম। আমার প্রাণসদৃশ প্রিয় ঐ মেষদ্বয় অদ্য কোথায় যাইল॥ ২১॥ মহারাজ পুরূরবা উর্ব্বশীকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া বিমোহিত হইয়া উলঙ্গ অবস্থাতেই যেমন মেষের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, অমনি গন্ধর্ব্বগণ সেই গৃহমধ্যে বিদ্যুৎ প্রকাশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্গগমনাভিলাষিণী উর্ব্বশী মহারাজকে উলঙ্গ দেখিলেন॥ ২২—২৩॥ ইহা দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণ মেষদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর সেই রাজা পথিমধ্যে নগ্ন অবস্থাতেই তাহাদিগকে গ্রহণ করত পরিশ্রান্ত হইয়া স্বগৃহে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন॥ ২৪॥

তৎকালে, সেই বরবর্ণিনী কামিনী পতিকে উলঙ্গ দেখিবামাত্র প্রস্থান করিল। পুরূরবা ইহা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ২৫॥ সেই কামমোহিত

---

* বিকৃতঃ ইতি বা পাঠঃ।

ভ্রমন্ বৈ সকলাং পৃথ্বীং কুরুক্ষেত্রে দদর্শ তাম্।
দৃষ্ট্বা সংহৃষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং নৃপোত্তমঃ॥ ২৭॥
অয়ে জায়ে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঘোরে ন ত্যক্তুমর্হসি।
মাং ত্বং ত্বন্মানসং কান্তং বশগঞ্চাপ্যনাগসম্॥ ২৮॥
স দেহোঽয়ং পতত্যত্র দেবি! দূরং হৃতস্ত্বয়া।
খাদন্ত্যেনং বৃকাঃ কাকাস্ত্বয়া ত্যক্তং বরোরু! যৎ॥ ২৯॥
এবং বিলপমানন্তং রাজানং প্রাহ চোর্ব্বশী।
দুঃখিতং কৃপণং শ্রান্তং কামার্ত্তং বিবশং ভৃশম্॥ ৩০॥

উর্ব্বশ্যুবাচ।

মূর্খোঽসি নৃপশার্দ্দূল! জ্ঞানং কুত্র গতন্তব।
ক্বাপি সখ্যং ন চ স্ত্রীণাং বৃকাণামিব পার্থিব!॥ ৩১॥
ন বিশ্বাসো হি কর্ত্তব্যস্ত্রীষু চৌরেষু পার্থিবৈঃ।
গৃহং গচ্ছ সুখং ভুঙ্ক্ষ্ব মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ॥ ৩২॥

অনাগসমনপরাধিনং ন ত্যক্তুমর্হসীত্যন্বয়ঃ॥ ২৮॥ কুত ইতি চেত্তত্রাহ স দেহ ইতি। যদ্যা-স্মদ্দেহেতোঃ স দেহো যঃ পূর্ব্বং ত্বয়াঽতিপ্রেম্ণা ভুক্তঃ সোঽয়ং দেহোঽত্র পততি। ত্বয়া দূরদেশং হৃতস্ত্বদুদ্দেশেন দূরদেশং প্রাপ্তোঽতিকোমল ইতি কৃত্বা। কিঞ্চ হে বরোরু! এনং দেহং কাকা বৃকাঃ খাদন্তি। বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্। ত্বয়া ত্যক্তং মৃতমধুনৈব

নৃপতি তন্মনস্ক হইয়া এরূপ বিবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে উর্ব্বশীর জন্য দেশবিদেশে ক্রন্দন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥ ২৬॥ এইরূপে মহারাজ পুরূরবা সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া একদিবস কুরুক্ষেত্রে তাহাকে দেখিতে পাইলেন, এবং দেখিবামাত্র অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাহাকে মধুরবাক্যে বলিলেন॥ ২৭॥ অয়ে পত্নি! থাক থাক!! আমাকে এই বিষম সঙ্কটে ফেলিয়া প্রস্থান করিও না। আমি ত কোন অপরাধ করি নাই বরং একান্ত চিত্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে তোমার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি॥ ২৮॥ দেবি! তোমার জন্য আমি বহুদুর আসিয়াছি। হে বরোরু! যদি তুমি পরিত্যাগ কর তাহা হইলে যে দেহ পূর্ব্বে তুমি অতিশয় প্রণয়সহকারে উপভোগ করিয়াছিলে এক্ষণে তাহা পতিত হইলে সামান্য বৃককাকে ভক্ষণ করিবে॥ ২৯॥ উর্ব্বশী সেই কামার্ত্ত পরিশ্রান্ত দুঃখিত রাজাকে অতিশয় বিবশের ন্যায় বিলাপ করিতে দেখিয়া বলিল॥ ৩০॥

মহারাজ! আমি তোমাকে নৃপগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি; কিন্তু, এক্ষণে মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ কেন? তোমার সেই জ্ঞান কোথায় গেল? তুমি কি জান না যে স্ত্রীলোকের বন্ধুতা বৃকগণের ন্যায় কুত্রাপি স্থির থাকে না। রাজগণ কথনই স্ত্রীলোক অথবা

ইত্যেবং বোধিতো রাজা ন বিবেদাতিমোহিতঃ।
দুঃখঞ্চ পরমং প্রাপ্তঃ স্বৈরিণীস্নেহযন্ত্রিতঃ॥ ৩৩॥
সূত উবাচ।
ইতি সর্ব্বং সমাখ্যাতমূর্ব্বশীচরিতং মহৎ।
বেদে বিস্তরিতং চৈতৎ সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া॥ ৩৪॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
উর্ব্বশীপুরূরবসোর্মেলনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

ভক্ষয়িষ্যন্তীত্যর্থঃ॥ ২৯—৩৩॥ বেদে বিস্তরিতমিতি বহ্বৃচি মামৃথা ইতি সূক্তেনেত্যর্থঃ॥ স্ত্রীসঙ্গিনামিত্থং গতির্ভবতি তস্মাৎ স্ত্রীসঙ্গঃ সর্ব্বথা শ্রীভগবদুপাসকৈস্ত্যাজ্য ইত্যবান্তরতাৎপর্য্যম্‌॥ ৩৪॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

চোরের প্রতি বিশ্বাস করিবে না। অতএব মহারাজ! তুমি গৃহে যাও সুখে বিষয়ভোগ কর অনর্থক বিষণ্ণ হইও না॥ ৩১—৩২॥ উর্ব্বশী এইরূপে প্রবোধ দিলেও সেই অতি মুগ্ধচিত্ত রাজা প্রবোধ মানিলেন না বরং সেই স্বর্বেশ্যার স্নেহ-সংবদ্ধ হইয়া অতিশয় দুঃখ পাইতে লাগিলেন॥ ৩৩॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! এই ত আমি উর্ব্বশীচরিত্র কথা সমস্তই বর্ণন করিলাম। পরন্তু, ইহা বেদে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে আমি সংক্ষেপেই বর্ণনা করিলাম॥ ৩৪॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের প্রথম
স্কন্ধে উর্ব্বশীপুরূরবাচরিত্রবর্ণন নামক ত্রয়োদশ
অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ।

দৃষ্ট্বা তামসিতাপাঙ্গীং ব্যাসশ্চিন্তাপরোঽভবৎ।
কিং করোমি ন মে যোগ্যা দেবকন্যেয়মপ্সরাঃ॥ ১॥
এবং চিন্তয়মানস্তু দৃষ্ট্বা ব্যাসং তদাপ্সরাঃ।
ভয়ভীতা হি সঞ্জাতা শাপং মাং বিসৃজেদয়ম্॥ ২॥
সা কৃত্বাঽথ শুকীরূপং নির্গতা ভয়বিহ্বলা।
কৃষ্ণস্তু বিস্ময়ং প্রাপ্তো বিহঙ্গীং তাং বিলোকয়ন্॥ ৩॥
কামস্তু দেহে ব্যাসস্য দর্শনাদেব সঙ্গতঃ।
মনোঽতিবিস্মিতং জাতং সর্ব্বগাত্রেষু বিস্মিতঃ॥ ৪॥

সপ্ততিশ্লোকবর্ষোক্তা শুকস্যোৎপত্তিরীর্য্যতে।
যত্র ধর্ম্মো গৃহস্থানাং কর্ত্তব্যত্বেন চোচ্যতে॥

দৃষ্টান্তত্বেনোপাত্তাং পুরূরবঃকথাং সমাপ্য প্রকৃতাং শুকোৎপত্তিং কথয়তি। দৃষ্ট্বেতি। ন মে যোগ্যেতি। গৃহস্থাশ্রমযোগ্যা নেত্যর্থঃ। যতোঽপ্সরা ইয়ং ভবতি॥ ১॥ মাং প্রতি শাপময়ং বিসৃজেদিতি হেতোঃ সাপ্সরা ভয়ভীতা অভবদিত্যাহ। ভয়ভীতেতি॥ ২॥ শুকীতি। কীরাঙ্গনারূপমিত্যর্থঃ। বিস্ময়মিতি অহো অধুনৈবেয়ং বিলক্ষণা কামিনী কথং শুকী জাতেতি বিস্ময় ইত্যর্থঃ॥ ৩॥ দর্শনাদেবেতি। অপ্সরোরূপদর্শনাদেবেত্যর্থঃ। বিস্মিতং

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! ব্যাসদেব সেই চারুলোচনা অপ্সরাকে দেখিয়া অতিশয় চিন্তাতুর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, এই দেবকন্যা অপ্সরা ত আমার যোগ্যা নহে, তবে ইহাকে লইয়া আমি কি করিব॥ ১॥ সেই সময় অপ্সরাও ব্যাসদেবকে চিন্তাতুর দেখিয়া, পাছে ইনি আমাকে শাপপ্রদান করেন এই ভয়ে অতিশয় ভীতা হইয়াছিল॥ ২॥ অনন্তর সেই দেববারাঙ্গনা ঘৃতাচী শাপভয়ে বিহ্বল হইয়া শুকপক্ষিণীরূপ ধারণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। এদিকে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নও এই মুহূর্ত্তে যাহাকে সর্ব্বসুলক্ষণা দিব্য কামিনীমূর্ত্তি দেখিলেন, পরক্ষণে তাহাকেই পক্ষিণীরূপ দেখিয়া একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন॥ ৩॥ হে মহর্ষিমণ্ডল! ইহ সংসারে ব্রহ্মর্ষিই হউন আর দেবতাই হউন্ পঞ্চবাণের লক্ষ্য হইতে কাহারই পরিত্রাণ নাই; অতএব, মহর্ষি বেদব্যাস যে ক্ষণে সেই অপ্সরঃপ্রধানা ঘৃতাচীর অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিলেন, সেই অবসরেই কামদেব মহর্ষির দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িলেন; অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মন অপরূপ কামিনী-মূর্ত্তি ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বশরীর লোমহর্ষণে পরিপূর্ণ হইল॥ ৪॥

স তু ধৈর্য্যেণ মহতা নিগৃহ্ণন্ মানসং মুনিঃ।
ন শশাক নিয়ন্তুঞ্চ স ব্যাসঃ প্রসৃতং মনঃ ॥ ৫ ॥
বহুশো গৃহ্যমাণঞ্চ ঘৃতাচ্যা মোহিতং মনঃ।
ভাবিত্বান্নৈব বিধৃতং ব্যাসস্যামিততেজসঃ ॥ ৬ ॥
মন্থনং কুর্ব্বতস্তস্য মুনেরগ্নিচিকীর্ষয়া।
অরণ্যামেব সহসা তস্য শুক্রমথাপতৎ ॥ ৭ ॥
সোঽবিচিন্ত্য তথা পাতং মমন্থারণিমেব চ।
তস্মাচ্ছুকঃ সমুদ্ভূতো ব্যাসাকৃতিমনোহরঃ ॥ ৮ ॥
বিস্ময়ং জনয়ন্ বালঃ সংজাতস্তদরণ্যজঃ।
যথাঽধ্বরে সমিদ্ধোঽগ্নির্ভাতি হব্যেন দীপ্তিমান্ ॥ ৯ ॥

প্রফুল্লং জাতম্। বিস্মিতঃ প্রফুল্লঃ ॥ ৪ ॥ নিগৃহ্ণন্মানসমিতি। নিরুদ্ধং কুর্ব্বন্নপি নিয়ন্তুং ন শশাকেত্যর্থঃ। প্রসৃতমিতি। বিষয়েষু ব্যাপৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ নৈব বিধৃতমিতি। ন বিধৃতং নিরুদ্ধমভবদিতি শেষঃ ॥ ৬—৭ ॥ সোঽবিচিন্ত্যেতি। অবিচিন্ত্যেতিচ্ছেদঃ। ন গণয়িত্বেত্যর্থঃ। নন্বু বীর্য্যপাতানন্তরং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বৈব মন্থনং কর্ত্তব্যং তৎ কথমবিচিন্ত্যেত্যুক্তমিতি চেন্ন। যতো যজ্ঞে কর্ম্মণি যজ্ঞাঙ্গবৈকল্যে এব প্রায়শ্চিত্তং নান্যথেতি মন্যতে মুনিঃ। যদ্বাঽরণ্যাং পতিতং বীর্য্যমবিচিন্ত্যাঽজ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। বীর্য্যপাতানন্তরং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বৈব মন্থনং কৃতং পরন্তু অরণ্যাং পতিতমিত্যেব ন জ্ঞাতমিত্যর্থকল্পনাৎ। ব্যাসাকৃতিশ্চাসৌ মনোহরশ্চেতি

যদিচ, মহর্ষি ব্যাস অন্তস্তত্ত্ববিচারে অতিশয় নিপুণ ছিলেন, তথাপি তজ্জনিত সুমহৎ ধৈর্য্যপ্রভাবেও কন্দর্প শরসংবিদ্ধমানস মত্ত হস্তীকে নিগৃহীত করিতে ভূয়িষ্টপ্রয়াস পাইয়াও কোনক্রমেই সেই প্রেমলালসা বিগলিতচিত্তকে নিয়মিত করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৫ ॥ ভবিতব্যতাকে অতিক্রম করিতে পারে, এই ত্রিলোকীমধ্যে এরূপ কাহারও সাধ্য নাই; সুতরাং সেই অবশ্যম্ভাবি দৈবপ্রভাব নিবন্ধন মহর্ষি বেদব্যাস অপরিমেয় তপঃপ্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ঘৃতাচীর অলৌকিক রূপে বিমোহিত মনোরূপ মাতঙ্গসহস্র প্রবোধ শৃঙ্খলায় নিরুদ্ধ করিতে ভূরি ভূরি যত্ন পাইয়াও কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। অগ্নির উৎপাদন লালসায় তিনি যে অরণীদ্বয় লইয়া মন্থন করিতেছিলেন, হটাৎ তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হইয়া সেই অরণীকাষ্ঠ মধ্যেই নিপতিত হইল ॥ ৬—৭ ॥ তৎকালে, তিনি সেই রেতঃপাতের বিষয় অন্তরে স্থান না দিয়া যেমন অবিরত অরণীকাষ্ঠ ঘর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বেদব্যাসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহা হইতে সর্ব্বাঙ্গসুলক্ষণ মহাত্মা শুকদেব আবির্ভূত হইলেন। মহর্ষিগণ! যেমন যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত হুতাশন ভূয়িষ্ঠ হবনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আরও সমধিক উদ্দীপ্তভাবে প্রতিভাত হইতে থাকেন, সেইরূপ তাঁহার সেই অরণীগর্ভজ বালকও সহসা সমুদ্ভূত হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদনকরত অনুপম শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮—৯ ॥

ব্যাসস্তু সুতমালোক্য বিস্ময়ং পরমঙ্গতঃ।
কিমেতদিতি সঞ্চিন্ত্য বরদানাচ্ছিবস্য বৈ ॥ ১০ ॥
তেজোরূপী শুকো জাতোঽপ্যরণীগর্ভসম্ভবঃ।
দ্বিতীয়োঽগ্নিরিবাত্যর্থং দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ॥ ১১ ॥
বিলোকয়ামাস তদা ব্যাসস্তু মুদিতং সুতম্।
দিব্যেন তেজসা যুক্তং গার্হপত্যমিবাপরম্ ॥ ১২ ॥
গঙ্গান্তঃ স্নাপয়ামাস সমাগত্য গিরেস্তদা।
পুষ্পবৃষ্টিস্তু খাজ্জাতা শিশোরুপরি তাপসাঃ! ॥ ১৩ ॥
জাতকর্ম্মাদিকং চক্রে ব্যাসস্তস্য মহাত্মনঃ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ১৪ ॥
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো মুদিতাস্তে দিদৃক্ষবঃ।
বিশ্বাবসুর্নারদশ্চ তুম্বুরুঃ শুকসম্ভবে ॥ ১৫ ॥

সমন্তন্ ॥ ৮ ॥ অরণ্যজঃ। অরণ্যকাষ্ঠজ ইত্যর্থঃ। শম্যা অরণ্যকাষ্ঠত্বাৎ। যথাধ্বরে ইতি। তথায়ং দীপ্তিমানিতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

কিমেতদিতি। কামিন্যভাবে কথং পুত্রোৎপত্তিরিতি বিচিন্ত্য চিন্তাঙ্কৃত্বা শিবস্য বরদানাদেতদভবদিতি তর্কয়ামাসেতি শেষঃ ॥ ১০—১২ ॥

খাদাকাশাৎ ॥ ১৩ ॥ (শুকজন্মনি দেবাদেবযোনয়শ্চ সন্তুষ্টা জাতা ইত্যত আহ। দেবদুন্দুভয় ইতি॥১৪—১৫॥ অরণী উত্তরাধরহোমকাষ্ঠদ্বয়ং তদ্ঘর্ষণাৎ সম্ভবং সঞ্জাতং অযোনিজ-

ব্যাসদেব সহসা তাদৃশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র সন্দর্শনে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রথমত ভাবিলেন, এ আবার কি হইল? পরে, নিশ্চয় করিলেন যে, ইহা সেই দেবদেব ভগবান্ সদাশিবের বরপ্রভাব ভিন্ন অপর কিছুই নহে ॥ ১০ ॥ এদিকে অরণীগর্ভসম্ভূত সেই তেজোরাশি শুকদেব জাতমাত্র নিজ প্রচণ্ড তেজঃপ্রভাবে মূর্ত্তিমান্ হুতাশনের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তখন, মহর্ষি ব্যাস দিব্যপ্রভাবসম্পন্ন দ্বিতীয় গার্হপত্য অগ্নিসদৃশ সেই সদানন্দময় কুমারের প্রতি নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন ॥ ১১—১২ ॥

হে তাপসবৃন্দ! সেই সময় ভগবতী গঙ্গাদেবীও হিমালয়গিরি হইতে সেই স্থলে সমাগত হইয়া বালকের দেহের অভ্যন্তরস্থল (সমস্ত নাড়ী) পর্য্যন্ত নিজ পবিত্র সলিল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া দিলেন; অমনি আকাশ হইতে সেই শিশুর উপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ১৩॥ অধিক কি বলিব যৎকালে সত্যবতী কুমার মহর্ষি ব্যাস সেই মহাত্মা পুত্রের জাতেষ্ট্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, সেই সময় শুকদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আকাশে দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল, অপ্সরোবৃন্দ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং নারদ, বিশ্বাবসু ও তুম্বুরু প্রভৃতি প্রধান গন্ধর্ব্বনায়কগণ বালকের দর্শন লালসায় তথায় আগমন পূর্ব্বক

তুষ্টুবুর্মুদিতাঃ সর্ব্বে দেবা বিদ্যাধরাস্তথা।
দৃষ্ট্বা ব্যাসসুতং দিব্যমরণীগর্ভসম্ভবম্ ॥ ১৬ ॥
অন্তরিক্ষাৎ পপাতোর্ব্ব্যাং দণ্ডঃ কৃষ্ণাজিনং শুভম্।
কমণ্ডলুস্তথা দিব্যঃ শুকস্যার্থে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৭ ॥
সদ্যঃ স ববৃধে বালো জাতমাত্রোঽতিদীপ্তিমান্।
তস্যোপনয়নং চক্রে ব্যাসো বিদ্যাবিধানবিৎ* ॥ ১৮ ॥
উৎপন্নমাত্রং তং বেদাঃ সরহস্যাঃ সসংগ্রহাঃ।
উপতস্থুর্ম্মহাত্মানং যথাস্য পিতরন্তথা ॥ ১৯ ॥
যতো দৃষ্টং শুকীরূপং ঘৃতাচ্যাঃ সম্ভবে তদা।
শুকেতি নাম পুত্রস্য চকার মুনিসত্তমাঃ ! ॥ ২০ ॥
বৃহস্পতিমুপাধ্যায়ং কৃত্বা ব্যাসসুতস্তদা।
ব্রতানি ব্রহ্মচর্য্যস্য চকার বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২১ ॥

মিত্যর্থঃ ॥১৬॥ শুকস্যাবালব্রহ্মচর্য্যভাবিত্বাৎ আকাশাদেব ব্রহ্মচর্য্যোপকরণানি নিপেতুরিত্যাত আহ দণ্ডঃ কৃষ্ণাজিনমিতি ॥ ১৭—১৮ ॥) উপতস্থুর্মনসি স্ফুরণং প্রাপ্নুবন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ঘৃতাচ্যাঃ সম্ভবে তদেতি। ঘৃতাচ্যাঃ শুকীরূপং সম্ভবে শুকোৎপত্তিসময়ে দৃষ্টং যতো যস্মাৎ কারণাৎ। তস্মাদেব তদা তস্মিন্ কালে। শুকেতি সন্ধিরার্ষঃ। শুক ইতি নাম চকারেত্যর্থঃ। যদুদ্দেশেন বীর্য্যং পতিতং সা তস্য মাতেতি শুকী মাতাস্যেতি শুক-নামকরণতাৎপর্য্যম্ ॥ ২০—২১ ॥ (ধর্ম্মশাস্ত্রাণীতি। শুকো গুরুকুলেবৃহস্পতি গৃহে স্থিত্বেতি

আনন্দিতমনে গান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪—১৫ ॥ সমস্ত দেব ও বিদ্যাধরগণ মহর্ষি ব্যাসের সেই অরণী গর্ভ সম্ভূত পুত্র সন্দর্শনে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ হে দ্বিজোত্তম মহর্ষিগণ ! সেই সময় শুকদেবের নিমিত্ত অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে দিব্যরূপী দণ্ড, কমণ্ডলু ও সর্ব্ব সুখাবহ কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম পতিত হইল ॥ ১৭ ॥ এ দিকে সেই বালক শুকদেব জন্মমাত্র প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় তৎক্ষণাৎ পরিবর্দ্ধিত হইলেন ইহা দেখিয়া সর্ব্বশাস্ত্র বিধানে অভিজ্ঞ মহর্ষি ব্যাস তাঁহার উপনয়ন প্রদান করিলেন। হে মহর্ষিগণ ! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত সংগ্রহ ও রহস্য সমেত চতুষ্পাদ বেদ সকল যেমন মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট প্রতিনিয়ত আয়ত্তীকৃত রহিয়াছে সেইরূপ তাঁহার সেই মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্র তাঁহারও উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল অর্থাৎ তাঁহার অন্তরে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল ॥ ১৮—১৯ ॥

হে মুনিসত্তমগণ ! ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুত্রের জন্মকালে স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচীর মূর্ত্তি শুক পক্ষিণীর মত দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামও শুকদেব রাখিলেন ॥ ২০ ॥ অনন্তর

* সর্ব্ববিধানবিৎ ইতি বা পাঠঃ।

সোঽধীত্য নিখিলান্ বেদান্ সরহস্যান্ সসংগ্রহান্।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি কৃত্বা গুরুকুলে শুকঃ ॥ ২২ ॥
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা সমাবৃত্তো মুনিস্তদা।
আজগাম পিতুঃ পার্শ্বে কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য চ ॥ ২৩ ॥
দৃষ্ট্বা ব্যাসঃ শুকং প্রাপ্তং প্রেম্ণোত্থায় সসম্ভ্রমঃ।
আলিলিঙ্গ মুহুর্ঘ্রাণং মূর্দ্ধ্নি তস্য চকার হ ॥ ২৪ ॥
পপ্রচ্ছ কুশলং ব্যাসস্তথা চাধ্যয়নং শুচিঃ।
আশ্বাস্য স্থাপয়ামাস শুকং তত্রাশ্রমে শুভে ॥ ২৫ ॥
দারকর্ম্ম ততো ব্যাসঃ শুকস্য পর্য্যচিন্তয়ৎ।
কন্যাং মুনিসুতাং কান্তামপৃচ্ছদতিবেগবান্ ॥ ২৬ ॥
শুকং প্রাহ সুতং ব্যাসো বেদোঽধীতস্ত্বয়াঽনঘ!।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি কুরু ভার্য্যাং মহামতে! ॥ ২৭ ॥

শেষঃ। সর্ব্বাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি কৃত্বা অধীত্য ইত্যর্থঃ। পিতুঃ সমীপে আগতবানিতি পর-শ্লোকেনান্বয়ঃ ॥ ২২—২৩ ॥) ঘ্রাণং মূর্দ্ধ্নীতি। মস্তকাবঘ্রাণং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ আশ্বাস্যেতি। পুত্রাধ্যয়নং শ্রুত্বা সম্যক্ ত্বয়াঽধ্যয়নং কৃতমিত্যাশ্বাস্যেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ (দারকর্ম্ম ভার্য্যাগ্রহণম্ ॥ ২৬ ॥ মহামতে ইতি সম্বোধনেন শুকস্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতাবিচারশক্তিঃ

শুকদেব সুরগুরু বৃহস্পতিকে আচার্য্যত্বে বরণ করিয়া যথাবিহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ এইরূপে মেধাশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা শুক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠায়ী হইয়া গুরুকুলে থাকিয়া সমস্ত রহস্যগণ সমন্বিত সাঙ্গ বেদ চতুষ্টয়, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি উপবেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নানন্তর গুরু দক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক পিতা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২—২৩ ॥ মহর্ষি ব্যাস শুকদেবকে নিকটে উপস্থিত দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া অত্যন্ত প্রীতিসহকারে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্নেহা-ধিক্য বশতঃ বারংবার মস্তকের আঘ্রাণ লইতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ পরে, ব্যাসদেব অতি সরলভাবে শুকদেবের শারীরিক ও অধ্যয়নাদি বিষয়ের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, (এবং সকল বিষয়েই পুত্রকে সম্পূর্ণ কৃতী দেখিয়া) আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সেই সর্ব্ব মঙ্গল-ময় আশ্রমে অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর, ভগবান্ ব্যাসদেব শুকদেবের দারপরিগ্রহের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন; পরম কমনীয় মূর্ত্তি হইবে অথচ মুনিকুমারী হয় এরূপ অনূঢ়া কন্যা পাইবার নিমিত্ত তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং পুত্রকে কহিলেন, বৎস! সাঙ্গবেদ ও ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া তোমার সমস্ত মনোমালিন্য দূর হইয়াছে ত? এক্ষণে, দারপরিগ্রহ কর। হে পুত্র! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ অতএব তোমাকে অধিক

গার্হস্থ্যঞ্চ সমাসাদ্য যজ দেবান্ পিতৄনথ।
ঋণান্মোচয় মাং পুত্র! প্রাপ্য দারান্মনোরমান্॥ ২৮॥
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ।
তস্মাৎ পুত্র! মহাভাগ! কুরুষ্বাদ্য গৃহাশ্রমম্॥ ২৯॥
কৃত্বা গৃহাশ্রমং পুত্র! সুখিনং কুরু মাং শুক!।
আশা মে মহতী পুত্র! পূরয়স্ব মহামতে!॥ ৩০॥
তপস্তপ্ত্বা মহাঘোরং প্রাপ্তোঽসি ত্বমযোনিজঃ।
দেবরূপী মহাপ্রাজ্ঞ! পাহি মাং পিতরং শুক!॥ ৩১॥
সূত উবাচ।
ইতি বাদিনমভ্যাসে প্রাপ্তঃ* প্রাহ শুকস্তদা।
বিরক্তঃ সোঽতিরক্তং তং সাক্ষাৎ পিতরমাত্মনঃ॥ ৩২॥

সুচিতা॥ ২৭—২৮॥ গার্হস্থাশ্রমং প্রশংসন্নাহ অপুত্রস্যেতি। গৃহাশ্রমং কুরু গৃহস্থধর্ম্মং পালয় দারপরিগ্রহেণ ইত্যর্থঃ॥ ২৯—৩০॥ তবোৎপত্ত্যর্থং ময়া মহান্ ক্লেশঃ কৃতঃ অতো ভবানধুনা মমাশাং নিরাকর্ত্তুং নার্হসীতি আহ তপস্তপ্ত্বেতি॥ ৩১॥)

আর কি বলিব কোন মনোরমা কামিনীকে পত্নীত্বে গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া দেব ও পিতৃ লোকের অর্চ্চনা কর। ফল কথা এই যে, এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ঋণত্রয় হইতে আমাকে মুক্ত কর॥২৬—২৮॥ বৎস! পুত্রবিহীন মানবের সদ্গতি নাই; আর স্বর্গত কোন ক্রমেই হইবে না। ফলত অশেষপ্রকার দুর্গতিই ঘটিয়া থাকে; অতএব হে মহাত্মন্! তুমি সকল আশ্রমের সার স্বরূপ গৃহস্থ আশ্রম গ্রহণ কর। বৎস শুক! তুমি অসামান্য মনীষাশক্তি সম্পন্ন; সুতরাং তোমাকে অধিক আর কি বুঝাইব আমি তোমার প্রতি অনেক দূর আশা করিয়া রহিয়াছি; এক্ষণে তুমি আমার সেই সমস্ত আশা পূরণ কর। দেখ, শুক! আমি ঘোরতর তপস্যা করিয়া সেই ভগবান্ বৃষভধ্বজের প্রসাদেই তোমা হেন দেবরূপী অযোনিসম্ভূত পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি; রে বৎস! তুমি কেবল তাঁহারই প্রভাবে এতাদৃশ সুমহৎ প্রজ্ঞাশক্তি সম্পন্ন হইয়াছ, অতএব, তোমাকে অধিক আর কি বলিব তুমি আমার এই আদেশটী পালন করিয়া এ বিষয়ে আমায় রক্ষা কর॥ ২৯—৩১॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহর্ষি বেদব্যাস পুত্র শুকদেবকে নিকটে বসাইয়া এই প্রকার গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে; সেই বিষয়ভোগ-বিরাগী মহাত্মা শুক নিজ পিতাকে অত্যন্ত সংসারাসক্ত দেখিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারেই কহিলেন, পিতঃ! আপনি ঘোরতর তপঃপ্রভাবে এতাদৃশী মহতী বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, যদ্দ্বারা আপনি বেদ সমস্তকেও বিভাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে

---

* ব্যাসং ইতি বা পাঠঃ।

শুক উবাচ।

কিং ত্বং বদসি ধর্ম্মজ্ঞ ! বেদব্যাস ! মহামতে ! ।
তত্ত্বেন শাধি শিষ্যং মাং ত্বদাজ্ঞাং করবাণ্যলম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ত্বদর্থে যত্তপস্তপ্তং ময়া পুত্র ! শতং সমাঃ।
প্রাপ্তস্ত্বং চাতিদুঃখেন শিবস্যারাধনেন চ ॥ ৩৪ ॥
দদামি তব বিত্তন্তু প্রার্থয়িত্বাঽথ ভূপতিম্।
সুখং ভুংক্ষ্ব মহাপ্রাজ্ঞ ! প্রাপ্য যৌবনমুত্তমম্ ॥ ৩৫ ॥

শুক উবাচ।

কিং সুখং মানুষে লোকে ব্রূহি তাত ! নিরাময়ম্।
দুঃখবিদ্ধং সুখং প্রাজ্ঞা ন বদন্তি সুখং কিল ॥ ৩৬ ॥

অভ্যাসে সমীপে ॥ ৩২ ॥ তত্ত্বেন পরমার্থদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্তং তু ত্বয়া লৌকিক-দৃষ্ট্যোক্তমিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ পরমার্থদৃষ্ট্যৈবেদমুক্তমিত্যভিপ্রায়েণ ব্যাস আহ ॥ ৩৪—৩৫ ॥ নিরাময়ম্। দুঃখেনাসম্ভিন্নমিত্যর্থঃ। দুঃখবিদ্ধন্তু সুখং নৈব সুখং ভবতীতি পণ্ডিতা বদন্তী-

---

বোধ হয় আপনার আর কিছুই জানিতে অবশিষ্ট নাই; আর আমি যখন আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তখন অবশ্যই শিষ্য মধ্যে গণ্য, তাহাতে আর সংশয় কি ? পরন্তু আপনি পরমার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে উপদেশ করুন্। তাহা হইলে আমি পরম আদরের সহিত আপনার আদেশ পালন করিব ॥ ৩২—৩৩ ॥

ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব (পুত্র শুকদেবের এতাদৃশ সংসার বিরাগ জনক বাক্য শ্রবণে) বলিলেন রে পুত্রক ! তোমাকে পাইবার নিমিত্ত আমি যে, তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, সেই-রূপ নিয়ত শত বৎসর কাল অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া পরম মঙ্গলময় ভগবান্ মহাদেবের আরাধনা করায় তবে তোমাকে পাইয়াছি; বৎস ! তুমি বেদাদি শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছ, সুতরাং তোমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না; দেখ, যৌবন কালই মনুষ্যের বিষয় ভোগের সময়, অতএব তুমিও এরূপ পরম সুখময় যৌবন পাইয়া হেলায় নষ্ট করিও না। রে বৎস ! যদি তোমার দরিদ্রতা ভয়ে সংসারে বিরাগ জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা অন্তঃকরণ হইতে একেবারে দূর করিয়া দেও; কারণ, আমি স্বয়ং কোন নরপতির নিকট হইতে অর্থ যাচ্ঞা করিয়া আনিয়া দিতেছি তুমি স্বচ্ছন্দে সংসার সুখ ভোগে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩৪—৩৫ ॥ (শুকদেব এতাবৎ কাল নীরবে থাকিয়া ব্যাস-দেবের সংসার প্রবর্ত্তক বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া) কহিলেন, পিতঃ ! প্রজ্ঞাবান্ ঋষিগণ সর্ব্বদাই এই কথা বলিয়া থাকেন যে, সংসারে যাহা কিছু সুখ আছে তৎসমস্তই অশেষ দুঃখ জালজড়িত। ভাল, আপনি বলুন দেখি, এই মনুষ্যলোক মধ্যে এমন কি নির্ম্মল সুখ আছে

স্ত্রিয়ং কৃত্বা মহাভাগ ! ভবামি তদ্বশানুগঃ ।
সুখং কিং পরতন্ত্রস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ ॥ ৩৭ ॥
কদাচিদপি মুচ্যেত লোহকাষ্ঠাদিযন্ত্রিতঃ ।
পুত্রদারৈর্নিবদ্ধস্তু ন বিমুচ্যেত কর্হিচিৎ ॥ ৩৮ ॥
বিণ্মূত্রসম্ভবো দেহো নারীণাং তন্ময়স্তথা ।
কঃ প্রীতিং তত্র বিপ্রেন্দ্র ! বিবুধঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
অযোনিজোঽহং বিপ্রর্ষে ! যোনৌ মে কীদৃশী মতিঃ ॥
ন বাঞ্ছাম্যহমগ্রেঽপি যোনাবেব সমুদ্ভবম্ ॥ ৪০ ॥
বিট্সুখং কিমু বাঞ্ছামি ত্যক্ত্বাত্মসুখমদ্ভুতম্ ।
আত্মারামশ্চ ভূয়োঽপি ন ভবত্যতিলোলুপঃ* ॥ ৪১ ॥

ত্যাহ দুঃখবিদ্ধমিতি ॥ ৩৬ ॥ (গার্হস্থসুখং দুঃখবিদ্ধমেবেতি স্পষ্টীকর্ত্তুমাহ। স্ত্রিয়ং কৃত্বেতি। ন তু তত্র কেবলং মহতামধীনতা কিন্তু নির্ব্বীর্য্যস্ত্রিয়া অপি স্বাধীনত্বমস্তীত্যত আহ স্ত্রীজিতস্যেতি ॥ ৩৭ ॥ কারাগারস্থস্যাপি মুক্তিলাভাশা বিদ্যতে কিন্তু সংসারবদ্ধস্য কদাচিৎনাস্তীতি বিশদীকর্ত্তুমাহ কদাচিদিতি ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞানিনঃ কদাপি স্ত্রিয়ং ন প্রশংসন্তি অত আহ বিণ্মূত্রেতি ॥৩৯॥ অযোনিজত্বাৎ কদাপি মম যোনিপ্রীতির্নাস্তীত্যত আহ। অযোনিজেতি ॥৪০—৪১॥)

যাহাকে কোন প্রকার দুঃখের লেশ মাত্রও আসিয়া স্পর্শ করিতে পারে না? পিতঃ! আপনি মহাতপঃপ্রভাব সম্পন্ন; সুতরাং আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা কেবল মূর্খতা মাত্র; তথাপি যাহা বলিতেছি একবার বিচার করিয়া দেখুন। আমি আপনার আদেশ মত দারপরিগ্রহ করিলেই অগত্যা তাহার বশীভূত হইতে হইবে, তাহা হইলে বলুন দেখি, পরাধীন ব্যক্তির বিশেষত ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্ত্রৈণ পুরুষের কি প্রকারে সুখোৎপত্তি হইতে পারে? ॥ ৩৬—৩৭ ॥ মনুষ্য কাষ্ঠ বা লৌহাদি নির্ম্মিত কারাগৃহে রুদ্ধ হইয়াও বরং কখন কোন প্রকারে মুক্তি লাভে সমর্থ হয়, কিন্তু, স্ত্রী পুত্রাদি রূপ নিগড় নিবদ্ধ ব্যক্তি, এ শরীরে আর কদাপিও মুক্ত হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥ অপরাপর প্রাণীদিগের দেহও যেমন পুরীষ মূত্রময় দেহ হইতে সমুৎপন্ন রমণীগণেরও সেইরূপ। পিতঃ! আপনি ত সমস্ত বেদ বিভাগ করিয়া বেদজ্ঞদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, ভাল বলুন দেখি, যে ব্যক্তি ইহ সংসারে মায়া নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ (জাগরিত) হইয়াছে তাদৃশ কোন্ পুরুষ সেই অমেধ্য বিষ্ঠামূত্রময় মহিলা শরীরে প্রীতি করিতে অভিলাষী হয়? পিতঃ! আপনি সমস্ত বেদে সর্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও কি ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, আমি যখন অযোনি সম্ভূত, তখন যোনিতে আমার কিরূপ প্রবৃত্তি? কেবল এইবার নহে ইহার পূর্ব্ব জন্মেও আমি কখনই যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি নাই ॥ ৩৯—৪০ ॥ বিশেষত আমি অনির্ব্বচনীয় পরমাত্ম-জনিত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া কি বিষ্ঠা ভোগ সুখের অভিলাষ করিব? পুনশ্চ ইহাও

---

* আত্মারামাশ্চ মুনয়ো ন ভবন্ত্যতিলোলুপাঃ। ইতি বা পাঠঃ।

প্রথমং পঠিতা বেদা ময়া বিস্তারিতাশ্চ তে।
হিংসাময়াস্তে পঠিতাঃ কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তকাঃ॥ ৪২॥
বৃহস্পতির্গুরুঃ প্রাপ্তঃ সোঽপি মগ্নো গৃহার্ণবে।
অবিদ্যাগ্রস্তহৃদয়ঃ কথং তারয়িতুং ক্ষমঃ॥ ৪৩॥
রোগগ্রস্তো যথা বৈদ্যঃ পররোগচিকিৎসকঃ।
তথা গুরুর্মুমুক্ষোর্মে গৃহস্থোঽয়ং বিড়ম্বনা॥ ৪৪॥
কৃত্বা প্রণামং গুরবে ত্বৎসমীপমুপাগতঃ।
ত্রাহি মাং তত্ত্ববোধেন ভীতং সংসারসর্পতঃ॥ ৪৫॥
সংসারেঽস্মিন্মহাঘোরে ভ্রমণং নভচক্রবৎ।
ন চ বিশ্রমণং ক্বাপি সূর্য্যস্যেব দিবানিশি॥ ৪৬॥
কিং সুখং তাত! সংসারে নিজতত্ত্ববিচারণাৎ।
মূঢ়ানাং সুখবুদ্ধিস্তু বিট্‌সু কীটসুখং যথা॥ ৪৭॥

বিস্তারিতা বিচারিতা ইত্যর্থঃ। তত্রাপি ন শান্তির্লব্ধা তেষাং হিংসাময়ত্বাদিত্যাহ হিংসেতি॥ ৪২—৪৪॥ কৃত্বেতি। এতত্প্রসাদেব বৃহস্পতিং প্রণম্য জ্ঞানপ্রাপ্ত্যর্থং ত্বৎসমীপমাগতোঽস্মীত্যর্থঃ॥৪৫॥ নভচক্রবৎ নক্ষত্রচক্রবদিত্যর্থঃ॥ ৪৬॥ নিজতত্ত্ববিচারণাদিতি ল্যব্লোপে পঞ্চমী। তং বিহায়েত্যর্থঃ। মূঢ়ানাং সুখবুদ্ধিঃ সংসারে ত্বকিঞ্চিৎকরীত্যাহ মূঢ়ানামিতি॥৪৭॥

স্থির জানিবেন যে, আত্মারামগণ কখনই নিতান্ত বিষয়লোলুপ হয়েন না॥ ৪১॥ প্রথমত বেদাধ্যয়ন করিয়া যখন বিশেষ রূপে তাহাদিগের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া দেখিলাম, তখন বুঝিলাম তাহারা কেবল কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তক হিংসাময় শাস্ত্র মাত্র!! তাহার পর বৃহস্পতির নিকট যাইয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া দেখিলাম, তিনিও ঘোরতর অবিদ্যাগ্রস্ত হৃদয়; সুতরাং তিনি যে নিতান্ত গৃহার্ণবে নিমগ্ন তাহা বলা অত্যুক্তি মাত্র; অতএব তাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে অন্যকে মুক্ত করিতে পারিবে?॥ ৪২—৪৩॥ যেমন, রোগগ্রস্ত বৈদ্য অন্যের রোগের চিকিৎসক হইলে, লোকে যাদৃশ ফল ফলিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও সংসার পাশ-ছিন্ন লালসায় গৃহাসক্ত ব্যক্তিকে গুরু ধরিলাম। হায়! কি বিড়ম্বনা!!॥ ৪৪॥ পিতঃ! আমি এই জন্যই তাদৃশ গুরুকে প্রণাম করিয়া আপনার নিকট প্রত্যাগমন করিলাম; বস্তুতঃ আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি; তত্ত্বজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক আমাকে এই ভীষণ সংসার-সর্পগ্রাস হইতে রক্ষা করুন!!॥ ৪৫॥ যেমন, সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া জ্যোতিশ্চক্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে সেইরূপ এই সমস্ত জীব নিকরও অবিশ্রান্ত গতিতে এই সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কখনই আর শ্রান্তি সুখানুভবে সমর্থ হইতেছে না॥ ৪৬॥ পিতঃ! ইহ সংসারে আত্মার স্বরূপ বিচার অপেক্ষা প্রকৃত সুখ আর কি আছে? পরন্তু, বিষ্ঠাভোজী কীটের যেমন বিষ্ঠাতেই পরম সুখ; সেইরূপ, অবিদ্যাবিমূঢ়চেতা-দিগের যে, কেবল বিষয়ভোগেই সুখোদয় হয় তাহা অবশ্যই স্বীকার করি॥ ৪৭॥ বেদাদি

অধীত্য বেদশাস্ত্রাণি সংসারে রাগিণশ্চ যে।
তেভ্যঃ পরো ন মূর্খোঽস্তি সধর্ম্মাঃ শ্বাশ্বশূকরৈঃ ॥ ৪৮ ॥
মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য বেদশাস্ত্রাণ্যধীত্য চ।
বধ্যতে যদি সংসারে কো বিমুচ্যেত মানবঃ ॥ ৪৯ ॥
নাতঃ পরতরং লোকে কচিদাশ্চর্য্যমদ্ভুতম্।
পুত্রদারগৃহাসক্তঃ পণ্ডিতঃ পরিগীয়তে ॥ ৫০ ॥
ন বাধ্যতে যঃ সংসারে নরো মায়াগুণৈস্ত্রিভিঃ।
স বিদ্বান্ স চ মেধাবী শাস্ত্রপারঙ্গতো হি সঃ ॥ ৫১ ॥
কিং বৃথাঽধ্যয়নেনাত্র দৃঢ়বন্ধকরেণ চ।
পঠিতব্যং তদেবাশু মোচয়েদ্ভববন্ধনাৎ ॥ ৫২ ॥
গৃহ্লাতি পুরুষং যস্মাদ্‌গৃহন্তেন প্রকীর্ত্তিতম্।
ক সুখং বন্ধনাগারে তেন ভীতোঽস্ম্যহং পিতঃ ॥ ৫৩ ॥
যেঽবুধা মন্দমতয়ো বিধিনা মুষিতাশ্চ যে।
তে প্রাপ্য মানুষং জন্ম পুনর্ব্বন্ধং বিশন্ত্যুত ॥ ৫৪ ॥

সধর্ম্মা ইতি। শ্বাশ্বশূকরৈঃ সধর্ম্মাঃ সমানধর্ম্মবন্ত ইত্যর্থঃ। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ধর্ম্মাদনিচ্ কেবলাদিত্যনিজভাবঃ ॥ ৪৮ ॥ মানুষ্যমিতি। এতাদৃশো যদি বধ্যেত তর্হি মোক্ষোচ্ছেদ এব স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥ তর্হি কঃ পণ্ডিতস্তত্রাহ ন বাধ্যত ইতি। কূটস্থবত্ত্বনুভবেন গুণ-ত্রয়াসম্বদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥৫১॥ ভববন্ধনাদত্র যদিতি শেষঃ ॥৫২॥ গৃহ্লাতীতি। বধ্নাতীত্যর্থঃ ॥৫৩—৫৪॥

সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যাহারা সংসারে অনুরাগী হয়, তাহাদিগের একমাত্র কুক্কুর, অশ্ব বা শূকরের স্বভাবের সহিতই উপমা দেওয়া যাইতে পারে ॥ ৪৮ ॥ দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যদি সংসারনিগড়ে নিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে, কোন মানব আর ইহা হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হইবে? ॥ ৪৯ ॥ স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদিতে আসক্ত হইয়াও যদি পণ্ডিত নামে বিশ্রুত হইতে পারেন, তবে ইহা অপেক্ষা অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই ত্রিলোকীমধ্যে আর কিছু আছে কিনা তাহা বলিতে পারি না ॥ ৫০ ॥ ফলত সংসারে আসিয়া যিনি মায়ার গুণত্রয়ে আবদ্ধ হন্ না, তিনিই বিদ্বান্ মেধাবী এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই শাস্ত্রসকলের পরপারে গমন করিয়াছেন অর্থাৎ শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম তিনিই পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ৫১ ॥ তাহা না হইলে দৃঢ়তর সংসারবন্ধনকর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আর কি ফল হইবে? অতএব, যে শাস্ত্র অচিরাৎ ভববন্ধন হইতে মুক্তিদানে সমর্থ, তাহাই অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য ॥ ৫২ ॥

পিতঃ! জীবকে বলপূর্ব্বক আনিয়া গৃহকারায় রুদ্ধ করে বলিয়াই গৃহ নামে কথিত হইয়াছে; অতএব বন্ধনাগারে আবার সুখ কোথায়? আমি সেই জন্যই অত্যন্ত ভীত

ব্যাস উবাচ।

ন গৃহং বন্ধনাগারং বন্ধনে ন চ কারণম্।
মনসা যো বিনির্ম্মুক্তো গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে॥ ৫৫॥
ন্যায়াগতধনঃ কুর্ব্বন্ বেদোক্তং বিধিবৎ ক্রমাৎ।
গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যেত শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাক্ শুচিঃ॥ ৫৬॥
ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব বানপ্রস্থো ব্রতস্থিতঃ।
গৃহস্থং সমুপাসন্তে মধ্যাহ্নাতিক্রমে সদা॥ ৫৭॥
শ্রদ্ধয়া চান্নদানেন বাচা সূনৃতয়া তথা।
উপকুর্ব্বন্তি ধর্ম্মস্থা গৃহাশ্রমনিবাসিনঃ॥ ৫৮॥
গৃহাশ্রমাৎ পরো ধর্ম্মো ন দৃষ্টো ন চ বৈ শ্রুতঃ।
বশিষ্ঠাদিভিরাচার্য্যৈর্জ্ঞানিভিঃ সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫৯॥

ব্যাসস্তু কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্বিদধদিত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিমনুস্মৃত্য গৃহস্থাশ্রমং শ্রেষ্ঠত্বেন কথয়তি। ন গৃহং বন্ধনাগারমিতি। নহি জড়ং গৃহং পুরুষং বধ্নাতি ন চান্যদ্বন্ধনে কারণমস্তি কিন্তু মনস আসক্তিমাত্রং কারণং তাং বিহায় সংসারং কুর্ব্বাণো মুচ্যত এবেত্যর্থঃ॥ ৫৫—৫৬॥ ব্রহ্মচারীতি। গৃহস্থাশ্রমে বসংস্তেভ্যো ভৈক্ষ্যং দত্বা তৎপুণ্যভাগী ভবতীত্যর্থঃ॥ ৫৭॥ উপকুর্ব্বন্তীতি। পুণ্যাদিদানেনেত্যর্থঃ॥ ৫৮॥ (যদা বশিষ্ঠাদয়ঃ সপ্তর্ষয়ো বিশ্ববিশ্রুতা মহান্তস্তত্ত্বজ্ঞাঃ সর্ব্বলোকোপদেষ্টারোঽপি গার্হস্থধর্ম্মমাশ্রিতবন্তঃ। তদা গৃহাশ্রমধর্ম্মাৎ কোঽপি শ্রেষ্ঠতমোধর্ম্মো নেহ দৃশ্যতে ইতি প্রদর্শয়ন্নাহ গৃহাশ্রমাদিতি॥ ৫৯॥

হইয়াছি॥ ৫৩॥ যে সকল দুর্ম্মতিজীবের মায়ানিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, যাহারা বিধাতৃকর্ত্তৃক নিতান্ত প্রবঞ্চিত; কেবল সেই দুর্ভাগ্যগণই দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও মূর্ত্তিমান্ কারাগৃহরূপ এই গৃহকূপে পুনরায় প্রবিষ্ট হয়॥ ৫৪॥

মহর্ষি বেদব্যাস (পুত্র শুকদেবের এতাবৎ বৈরাগ্যজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া) কহিলেন, বৎস! এই গৃহস্থাশ্রম কারাবন্ধন নহে এবং ইহা বন্ধনের প্রতি কারণও নহে; ফলত যিনি অন্তরে সমস্ত অবিদ্যা বাসনাজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন তিনি গৃহে থাকিয়াও মুক্ত হইতে পারেন॥ ৫৫॥ রে বৎস! সত্যবাদী শ্রদ্ধাবান্ পবিত্রাত্মা মানব ন্যায়ানুসারে ধনার্জ্জনপূর্ব্বক যথাবিহিত বেদোক্ত ক্রিয়াসকলের ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠান করিয়া গৃহস্থ হইলেও মুক্তি লাভে সমর্থ হয়॥৫৬॥ বিশেষত ব্রহ্মচারী, যতি বা বাণপ্রস্থ অথবা যে কোন প্রকার নিয়মাবলম্বীই হউক্ না কেন সকলেই মধ্যাহ্নকালের পর ভিক্ষার নিমিত্ত গৃহস্থের দ্বারেই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন॥ ৫৭॥ সেই সময়, ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহাশ্রমবাসীরা শ্রদ্ধাসহকারে অন্নদান ও সুমধুর বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগের উপকার করিয়া থাকেন। অতএব বৎস! গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই; এইজন্যই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বশিষ্ঠ প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই ধর্ম্মই সমাশ্রয় করিয়াছেন॥ ৫৮—৫৯॥ বৎস শুক! তুমি ত ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে

কিমসাধ্যং মহাভাগ! বেদোক্তানি চ কুর্ব্বতঃ।
স্বর্গং মোক্ষঞ্চ সজ্জন্ম যদ্‌যদ্বাঞ্ছতি তদ্ভবেৎ ॥ ৬০ ॥
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ।
তস্মাদগ্নিং সমাধায় কুরু কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ৬১ ॥
দেবান্ পিতৄন্মনুষ্যাংশ্চ সন্তর্প্য বিধিবৎ সুত!।
পুত্রমুৎপাদ্য ধর্ম্মজ্ঞ! সংযোজ্য চ গৃহাশ্রমে ॥ ৬২ ॥
ত্যক্ত্বা গৃহং বনং গত্বা কর্ত্তাঽসি ব্রতমুত্তমম্।
বানপ্রস্থাশ্রমং কৃত্বা সন্ন্যাসঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৬৩ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মহাভাগ! মাদকানি সুনিশ্চিতম্।
অদারস্য দুরন্তানি পঞ্চৈব মনসা সহ ॥ ৬৪ ॥

সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেদিতি শ্রুতিমনুস্মারয়ন্নুপদিশতি ভগবান্ বেদব্যাসঃ। মহাভাগ! ইতি তু প্রাক্তনাভ্যাসবশাৎ সহসা বাল্যাবস্থায়ামেবেদৃশতত্ত্ববোধোদয়াচ্ছুকস্যাণিমাদ্যৈশ্বর্য্যবত্ত্বসূচকসম্বোধনমিত্যবধেয়ম্। কা কথাঽন্যেষাং ফল্গুসুখানাং যথাবিধি বেদোক্তকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণস্য গৃহস্থস্য মোক্ষাদিসুখমপি করতলস্থমিতি দর্শয়ন্নাহ কিমসাধ্যমিতি ॥ ৬০ ॥ পরন্ত্বাশরীরপাতাৎ ন কেবলং গার্হস্থমেবানুষ্ঠেয়ং পঞ্চাশদূর্দ্ধে বানপ্রস্থসন্ন্যাসাদিকোঽপি ধর্ম্মোঽবশ্যাশ্রয়ণীয় ইত্যুপদিশন্নাহ আশ্রমাদাশ্রমমিতি ॥ ৬১ ॥ দেবানিত্যারভ্যাদারস্যেতি পর্য্যন্তমুপদিশন্ শুকং দারান্ গ্রাহয়িতুং যততে কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসঃ। হে পুত্র! দেবান্ যজ্ঞাদিনা পিতৄন্ শ্রাদ্ধতর্পণাদিভির্মনুষ্যান্ ঋষীন্ স্বাধ্যায়াদিভিস্তথাঽন্যানপি প্রাণিনঃ অনুপানাদিভিঃ সন্তর্পয়ন্। ফলত এতানি

জগতের সমস্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিয়াছ, সুতরাং তোমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না, দেখ, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে বেদোক্ত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করে, তাহার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে অর্থাৎ স্বর্গ বা মহৎ কুলে জন্ম এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্তও যাহা কিছু অভিলাষ করে সে সমস্ত মনোরথই সিদ্ধ হয় ॥ ৬০ ॥ পরন্তু, যাবজ্জীবনই যে একাশ্রমেই কালাতিবাহিত করিতে হইবে এরূপ নিয়ম নহে; ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যগণ এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ একাশ্রম হইতে আশ্রমান্তর অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য পরে গার্হস্থ তাহার পর বাণপ্রস্থ, সর্ব্বশেষে সন্ন্যাস; ফলত ক্রমান্বয়ে আশ্রমচতুষ্টয় গ্রহণ করিবে। অতএব, তুমিও অগ্নি সমাধানপূর্ব্বক আলস্য পরিহার করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ॥ ৬১ ॥ রে পুত্রক! তুমি বেদাধ্যয়নদ্বারা সমস্ত ধর্ম্মই অবগত হইয়াছ, অতএব তোমাকে অধিক আর কি উপদেশ করিব, এক্ষণে তুমি গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া যথাবিহিত দেবতা, পিতৃ এবং মনুষ্যদিগের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক পুত্র উৎপাদন করিয়া কিয়ৎকাল গার্হস্থ সুখের অনুভব কর। পরে বার্দ্ধক্য অবস্থায় গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে যাইয়া উৎকৃষ্ট বাণপ্রস্থ ধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন করিয়া পরে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবে ॥ ৬২—৬৩ ॥ বৎস! ইহ সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া যাহারা ভার্য্যাগ্রহণ না করে

তস্মাদ্দারান্ প্রকুর্ব্বীত তজ্জয়ায় মহামতে!।
বার্দ্ধকে তপ আতিষ্ঠেদিতি শাস্ত্রোদিতং বচঃ॥ ৬৫॥
বিশ্বামিত্রো মহাভাগ! তপঃ কৃত্বাঽতিদুশ্চরম্।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৬৬॥
মোহিতশ্চ মহাতেজা বনে মেনকয়া স্থিতঃ।
শকুন্তলা সমুৎপন্না পুত্রী তদ্বীর্য্যজা শুভা॥ ৬৭॥
দৃষ্ট্বা দাশসুতাং কালীং পিতা মম পরাশরঃ।
কামবাণার্দ্দিতঃ কন্যাং তাং জগ্রাহোড়ুপে স্থিতঃ॥ ৬৮॥
ব্রহ্মাপি স্বসুতাং দৃষ্ট্বা পঞ্চবাণপ্রপীড়িতঃ।
ধাবমানশ্চ রুদ্রেণ মূর্চ্ছিতশ্চ নিবারিতঃ॥ ৬৯॥

লৌকিকবৈদিককর্ম্মাণি সমাধায় বানপ্রস্থৈভক্ষ্যধর্ম্মাদিকং কর্ত্তা চরিষ্যসীতি যাবৎ॥৬২—৬৩॥ দারপরিগ্রহং বিনা ন কেনাপীহ দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়াণি সংযন্তুং শক্যন্তে বস্তুতস্তানি·অভুক্তভোগানাং চতুর্থাশ্রমিণাং উন্মাদকরাণ্যেব ভবন্তীত্যাহ ইন্দ্রিয়াণীতি॥৬৪—৬৫॥ ইদানীং স্বকীয়োপদিষ্ট-বাক্যসমর্থনায় দুশ্চরং তপস্ততো বিশ্বামিত্রস্যাপি মেনকারূপিণা বিঘ্নেন তপোব্যাহতিরাসী-দিতি ঐতিহাসিকপ্রবৃত্ত্যুদাহরণেনোপসংহরন্নাহ বিশ্বামিত্র ইতি॥ ৬৬—৬৭॥ ন তু কেবলং বিশ্বামিত্রঃ অপিতু মম পিতা তপস্বিবর্য্যঃ পরাশরোঽপি বিমুগ্ধ আসীদিত্যাহ দৃষ্ট্বেতি। দাশস্য ধীবরস্য সুতাং কন্যাম্। কালীং সত্যবতীম্॥ ৬৮॥ কাকথান্যেষাং স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা

তাহাদিগের পক্ষে এই দুরন্ত মন এবং উহার অধীন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অত্যন্ত উন্মাদকর হইয়া উঠে সন্দেহ নাই॥ ৬৪॥ বৎস! তুমি অসীম মনীষাশক্তিসম্পন্ন! আমি যাহা বলিলাম, বোধ হয় অবশ্যই ধারণা করিতে পারিয়াছ; শাস্ত্রে এইজন্যই দৃঢ় নির্বন্ধতাসহকারে উপ-দিষ্ট হইয়াছে যে, দুর্দ্দান্ত মন এবং তৎপরতন্ত্র প্রমাথি ইন্দ্রিয়গণের জয়ের নিমিত্ত অবশ্যই দারপরিগ্রহ করিবে; তাহার পর, বয়সের তৃতীয় ভাগে তপোঽনুষ্ঠানে নিরত হইবে॥ ৬৫॥ হে মহাভাগ বৎস শুক! দেখ, মহাতেজা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয়সকল সংযমনপূর্ব্বক নিরাহারে তিন সহস্র বৎসর দুষ্কর তপশ্চর্য্যা করিয়া পরিশেষে স্বর্বেশ্যা মেনকার প্রেমে মোহিত হইয়া সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন; সেই সময় সেই অরণ্যমধ্যেই তাঁহার ঔরসে পরমসুন্দরী শকুন্তলা নামে একটী কন্যা উৎপন্ন হয়॥ ৬৬—৬৭॥ অধিক কি বলিব, আমার পিতা তপস্তেজা ব্রহ্মর্ষি পরাশর দাশকন্যা কালীকে দেখিয়া কন্দর্পবাণে প্রপীড়িত হইয়া সেই যমুনামধ্যস্থ নৌকাতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন॥ ৬৮॥ অন্যের কথা দূরে থাকুক্ স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা নিজ কন্যাকে দেখিয়া পঞ্চশরশরে সংবিদ্ধ হওত পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া-ছিলেন পরে ক্রোধজ্বলিত রুদ্রদেব কর্ত্তৃক একটী মস্তক ছিন্ন হওয়ায় তাহাতে ক্ষান্ত হয়েন॥ ৬৯॥ রে বৎস! তুমি আমার সর্ব্ব কল্যাণময় পুত্র! অতএব, আমার এই হিতকর

তস্মাত্ত্বমপি কল্যাণ! কুরু মে বচনং হিতম্।
কুলজাং কন্যকাং বৃত্বা বেদমার্গং সমাশ্রয়॥ ৭০॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকোৎপত্তির্নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পিতামহোঽপি স্বসুতাবলোকনেন বিমুগ্ধো জাত ইত্যাহ ব্রহ্মেতি॥ ৬৯॥) এতদ্গ্রন্থস্তবাস্তর-তাৎপর্য্যস্তু জ্ঞানাধিকারপ্রাপ্তিপর্য্যন্তং কর্ম্মমার্গো নিষ্কামতয়াশ্রয়িতব্য ইতি॥ ৭০॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

বাক্যটী রক্ষা কর, কোন সৎকুলসম্ভূত ঋষিকন্যাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া বেদোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান পথ সমাশ্রয় কর॥ ৭০॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের
প্রথমস্কন্ধে শুকোৎপত্তি ও গৃহস্থকর্ত্তব্যতাবিষয়ক
চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ * ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

নাহং গৃহং করিষ্যামি দুঃখদং সর্ব্বদা পিতঃ! *।
বাগুরাসদৃশং নিত্যং বন্ধনং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ১॥
ধনচিন্তাতুরাণাং হি ক্ব সুখং তাত! দৃশ্যতে।
স্বজনৈঃ খলু পীড্যন্তে নির্ধনা লোলুপা জনাঃ॥ ২॥
ইন্দ্রোঽপি ন সুখী তাদৃগ্‌যাদৃশো ভিক্ষুর্নিস্পৃহঃ।
কোঽন্যঃ স্যাদিহ সংসারে ত্রিলোকীবিভবে সতি॥ ৩॥
তপন্তং তাপসং দৃষ্ট্বা মঘবা দুঃখিতো ভবন্† ।
বিঘ্নান্ বহুবিধানস্য করোতি চ দিবস্পতিঃ॥ ৪॥

সপ্তষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈঃ শুকবৈরাগ্যমুচ্যতে।
শ্রীদেব্যাচোপদেশশ্চ হরয়ে কৃত উচ্যতে॥

পিতুর্বাক্যং শ্রুত্বা শুক উবাচ নাহমিতি। গৃহং জায়াসম্বন্ধং গৃহস্থাশ্রমং বা বাগুরা মৃগবন্ধিনী রজ্জুস্তৎসদৃশং বন্ধকম্॥ ১—২॥ ত্রিলোকীবিভবে সতি ইন্দ্রোঽপি ন সুখী-ত্যন্বয়ঃ॥ ৩॥ ইন্দ্রদুঃখং কথয়তি তপন্তমিতি। ভবন্নিতি শত্রন্তং ব্যাসসম্বোধনম্॥ ৪॥

পিতঃ! আমাকে অনর্থকর সংসারে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত প্রবৃত্তি-মার্গের উপদেশ প্রদান করিতেছেন তৎসমস্তই নিষ্ফল জানিবেন; কারণ, আমি বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিয়াছি যে, রমণীগণ দেহীদিগের কিরাত হস্তস্থ পশু বন্ধনপাশের স্বরূপ এবং সর্ব্বদাই দুঃখপ্রদ অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের আকর; অতএব আমি কিছুতেই দারপরিগ্রহ করিব না॥ ১॥ এই সংসারমধ্যে যাহারা অবিরত ধনচিন্তায় অভিভূত তাহাদের কি কুত্রাপিও প্রকৃতরূপে সুখ দেখিয়াছেন? ফলত আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, বিষয়-লিপ্সু অথচ নির্ধন গৃহস্থ আত্মপরিবার বা কুটুম্বগণ দ্বারা সর্ব্বদাই প্রপীড়িত হইয়া থাকে॥২॥ অপরের কথা দূরে থাকুক্ এই সংসারমধ্যে এক জন বিষয়বাসনাশূন্য ভিক্ষুক যাদৃশ সুখানুভব করিয়া থাকে, ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যসত্ত্বেও বোধ হয় সুরপতি ইন্দ্র ও তাদৃশ সুখের লেশমাত্র অনুভব করিতে পারেন না॥ ৩॥ কেন না, দেবরাজ মঘবান্ যদি সত্য সত্যই সুখের অধিকারী হইতেন তাহা হইলে, তিনি স্বর্গসিংহাসনের অধীশ্বর হইয়াও কি জন্য এক জন তপস্বীকে তপস্যায় প্রবৃত্ত দেখিয়া মহাদুঃখিত হইয়া বহুবিধ বিঘ্নাচরণ

---

* যত: ইতি বা পাঠঃ। † ভবেৎ ইতি বা পাঠঃ।

ব্রহ্মাঽপি ন সুখী বিষ্ণুর্লক্ষ্মীং প্রাপ্য মনোরমাম্।
খেদং প্রাপ্নোতি সততং সংগ্রামৈরসুরৈঃ সহ ॥ ৫ ॥
করোতি বিপুলান্ যত্নান্* তপশ্চরতি দুশ্চরম্।
রমাপতিরপি শ্রীমান্ কস্যাস্তি বিপুলং সুখম্ ॥ ৬ ॥
শঙ্করোঽপি সদা দুঃখী ভবত্যেব চ বেদ্ম্যহম্।
তপশ্চর্য্যাং প্রকুর্ব্বাণো দৈত্যযুদ্ধকরঃ সদা† ॥ ৭ ॥
কদাচিন্ন সুখী শেতে ধনবানপি লোলুপঃ।
নির্ধনস্তু কথং তাত! সুখং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮ ॥
জানন্নপি মহাভাগ! পুত্রং মাং বীর্য্যসম্ভবম্।
নিয়োক্ষ্যসি মহাঘোরে সংসারে দুঃখদে সদা ॥ ৯ ॥
জন্ম দুঃখং জরা দুঃখং দুঃখঞ্চ মরণে তথা।
গর্ভবাসে পুনর্দুঃখং বিষ্ঠামূত্রময়ে পিতঃ! ॥ ১০ ॥

(স্বয়ং রমায়া লক্ষ্যাঃ পতিঃ শ্রীমানপি সর্ব্বৈশ্বর্য্যবানপি ইত্যর্থঃ। দৈত্যসমরজন্যং খেদং ক্লান্তিং প্রাপ্নোতীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। এবং চেত্তর্হি অপরেষাং দুঃখাবাপ্তৌ কিমু বক্তব্যমিতি কৈমুতিক ন্যায়েন সর্ব্বেষামপি দেহধারিণামিত্যেতদ্দর্শয়ন্নাহ ব্রহ্মাপীতি ॥ ৫—৮ ॥) জানন্নপীতি। ইত্থং জানন্নপি মামৌরসং পুত্রং কথমেবন্নিয়োজয়সীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ (সংসারং দুঃখময়মিতি বিশদী

করিয়া থাকেন? ॥ ৪ ॥ লোকপিতামহ ব্রহ্মাও সুখী নহেন; বিষ্ণু মনোরমা লক্ষ্মীকে পাইয়াও নিরন্তর অসুরদিগের যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া অশেষ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ পিতঃ! সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া স্বয়ং রমাপতিও যখন, শত্রুদমনের জন্য বিরত হইয়া নানাপ্রকার চেষ্টা এবং দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হয়েন, তখন, অপর কে এমন ব্যক্তি আছে যে সর্ব্বতোভাবে সুখের অধিকারী হইতে পারে? ॥ ৬ ॥ অধিক আর কি বলিব, লোকে যাঁহাকে বিশ্বমঙ্গলকর বলিয়া কীর্ত্তন করে সেই দেবাদিদেব বিশ্বনাথও যে মহাদুঃখসাগরে নিমগ্ন তাহাও আমি জানি। কারণ, তিনি কখন দৈত্যদিগের সহিত সংগ্রাম কখনও বা ঘোরতর তপশ্চর্য্যায় নিরত; ফলত সর্ব্বদা কোন না কোন কর্ম্মাড়ম্বর লইয়াই বিব্রত থাকেন ॥ ৭ ॥ পিতঃ! বিষয়বাসনা থাকিলে, ঐশ্বর্য্যবান্ মহাপুরুষগণও যখন কখন সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না, তখন, নির্ধন মনুষ্য কিরূপে প্রকৃত সুখলাভে সমর্থ হইবে? ॥ ৮ ॥ পিতঃ! আপনি ত অজ্ঞ নহেন বস্তুতঃ মহান্ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন এবং জগতের সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারিয়াও কিজন্য নিজ ঔরসজাত পুত্রকে নিরন্তর ভীষণ দুঃখপ্রদ সংসারসাগরে নিমজ্জিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন? ॥৯॥ দেখুন, প্রথমতঃ জীবের জন্মকালে

---

* বজ্ঞান্ ইতি বা পাঠঃ।
† শঙ্করোঽপি সদা দুঃখী ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। পদাহতঃ প্রমদয়া হৃষ্টিং যাতি যতোময়া ॥ ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

তস্মাদতিশয়ং দুঃখং তৃষ্ণালোভসমুদ্ভবম্।
যাচ্ঞায়াং পরমং দুঃখং মরণাদপি মানদ ! ॥ ১১ ॥
প্রতিগ্রহধনা বিপ্রা ন বুদ্ধিবলজীবনাঃ।
পরাশা পরমং দুঃখং মরণঞ্চ দিনে দিনে ॥ ১২ ॥
পঠিত্বা সকলান্ বেদান্ শাস্ত্রাণি চ সমস্ততঃ।
গত্বা চ ধনিনাং কার্য্যা স্তুতিঃ সর্ব্বাত্মনা বুধৈঃ ॥ ১৩ ॥
একোদরস্য কা চিন্তা পত্রমূলফলাদিভিঃ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন সন্তুষ্ট্যা চ প্রপূর্য্যতে ॥ ১৪ ॥
ভার্য্যা পুত্রাস্তথা পৌত্রাঃ কুটুম্বে বিপুলে সতি।
পূরণার্থং মহদ্দুঃখং ক্ব সুখং পিতরদ্ভুতম্ ॥ ১৫ ॥

কর্ত্তুমাহ জন্মেতি। উৎপত্তিঃ স্থিতির্মরণং গর্ভবাসঃ পুনশ্চক্রবদুৎপত্ত্যাদিকং দুঃখাদ্দুঃখতরমিতিভাবঃ ॥ ১০ ॥ যাচ্ঞায়া দুঃখতমত্বং দর্শয়িতুমাহ তস্মাদিতি ॥ ১১ ॥ বিপ্রাস্ত্ব প্রায়শঃ পরভাগ্যোপজীবিন ইতি বিশদীকর্ত্তুমাহ প্রতিগ্রহেতি। মরণঞ্চেতি। অপমান এব মরণং প্রতিদিনম্ ॥১২—১৩॥) বিরক্তস্য নৈব দুঃখমিত্যাহ একোদরস্যেতি ॥১৪॥ (সংসারাসক্তস্য তু ন কেবলং নিজদুঃখচিন্তা পরং পরচিন্তয়া এবাতিদুঃখেন কালো নীয়তে তাদৃশেন মূঢ়গৃহিণেতিশেষঃ

দুঃখ তাহার পর বার্দ্ধক্যে জরাজনিত দুঃখ পরে মরণসময়ে দুঃখ পুনর্ব্বার বিষ্ঠামূত্রময় গর্ভবাসের সেই অসীম যন্ত্রণাময় দুঃখ ; (ফলত এই সকল কথা স্মৃতিপথে উদয় হইলে সর্ব্বশরীর ভয়ে লোমাঞ্চিত হইতে থাকে) ॥ ১০ ॥ এ সমস্ত অপেক্ষা বোধ হয় বিষয়বাসনা ও লোভসমুদ্ভূত দুঃখই সমধিক। ভাল, পিতঃ! আপনিত সর্ব্বদাই সকলের মান দান করিয়া থাকেন, কেননা আপনি স্বপ্রণীত পুরাণাদি শাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ো মানবদিগকে সম্মান করিতে উপদেশ করিয়াছেন, তবে বলুন দেখি যাচ্ঞাতে মরণ অপেক্ষাও বিপুল দুঃখরাশি আসিয়া উপস্থিত হয় কি না ? ॥ ১১ ॥ হায় ! কি দুর্ভাগ্য, পরপ্রতিগ্রহই দ্বিজগণের জীবনোপায় !! সুতরাং তাঁহাদের বল, বুদ্ধি বা জীবন সমস্তই নিষ্ফল। কেননা, ইহ সংসারে বোধ হয়, পর প্রত্যাশা অপেক্ষা কোনটীই অধিকতর ক্লেশকর নহে ; এমন কি ভাবিয়া দেখিলে উহা এক প্রকার প্রতিদিনই মরণস্বরূপ ॥ ১২ ॥ সাঙ্গ বেদচতুষ্টয় এবং পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক পণ্ডিত হইয়া শেষে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য হইল কি না ধনীদিগের নিকট যাইয়া একাগ্রচিত্তে স্তুতি পাঠ করা !! ॥ ১৩ ॥ পিতঃ ! একটী উদর পূরণের জন্য কি কোন চিন্তা হইতে পারে ? পত্র বা ফলমূলাদি দ্বারা যে কোনও উপায়েই হউক পরম সন্তোষের সহিত অনায়াসেই তাহার পূরণ করা যাইতে পারে ॥ ১৪ ॥ কিন্তু, ভার্য্যা পুত্র ও পৌত্র প্রভৃতি বহু কুটুম্ব থাকিলে, তাহাদিগের ভরণপোষণের নিমিত্ত কেবল রাশি রাশি দুঃখভারই আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে আর অনির্ব্বচনীয় সুখের আশা কোথায় ? ॥ ১৫ ॥

যোগশাস্ত্রং বদ মম* জ্ঞানশাস্ত্রং সুখাকরম্।
কর্ম্মকাণ্ডেঽখিলে তাত! ন রমেঽহং কদাচন ॥ ১৬ ॥
বদ কর্ম্মক্ষয়োপায়ং প্রারব্ধং সঞ্চিতন্তথা।
বর্ত্তমানং যথা নশ্যেৎ ত্রিবিধং কর্ম্মমূলজম্ ॥ ১৭ ॥
জলূকেব সদা নারী রুধিরং পিবতীতি বৈ।
মূর্খস্তু ন বিজানাতি মোহিতো ভাবচেষ্টিতৈঃ ॥ ১৮ ॥
ভোগৈর্বীর্য্যং ধনং পূর্ণং মনঃ কুটিলভাষণৈঃ।
কান্তা হরতি সর্ব্বস্বং কঃ স্তেনস্তাদৃশোঽপরঃ ॥ ১৯ ॥
নিদ্রাসুখবিনাশার্থং মূর্খস্তু দারসংগ্রহম্।
করোতি বঞ্চিতো ধাত্রা দুঃখায় ন সুখায় চ* ॥ ২০ ॥

সূত উবাচ।

এবং বিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা ব্যাসঃ শুকস্য চ।
সংপ্রাপ মহতীং চিন্তাং কিং করোমীত্যসংশয়ম্ ॥ ২১ ॥

অত আহ ভার্য্যেতি ॥ ১৫—১৬ ॥) প্রারব্ধং সঞ্চিতং বর্ত্তমানঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মমূলজমবিদ্যাজন্যং যথা নশ্যেদিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৭—১৮ ॥ ভোগৈর্বীর্য্যং হরতি। পূর্ণং ধনং মনশ্চ কুটিলভাষণৈঃ।

পিতঃ! আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া সেই সর্ব্বসুখের আধারভূত তত্ত্বজ্ঞান-উৎপাদক শাস্ত্র বা যোগশাস্ত্রের উপদেশ করুন! প্রভূত কর্ম্মকাণ্ড আড়ম্বরে আমার অন্তঃকরণ কখনই নিরত হইবে না ॥ ১৬ ॥ পিতঃ! জন্ম ও জরামৃত্যু প্রভৃতি অশেষ যাতনাপ্রদ সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মূলীভূত বাসনাময়ী অবিদ্যা যাহাতে সমূলে উন্মূলিত হয় সেই কর্ম্মক্ষয়ের উপায় বলুন ॥ ১৭ ॥ আপনি কি জানেন না যে, রমণীগণ জলৌকা কীটের ন্যায় কেবল নিরন্তর পুরুষদিগের শরীরস্থ শোণিতরাশি শোষণ করিতে থাকে? মূর্খ লোক না জানিয়াই তাহাদিগের হাবভাব ও কটাক্ষপাত প্রভৃতি অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বিমোহিত হয় ॥ ১৮ ॥ মূঢ় লোক যাহাকে কমনীয় মূর্ত্তি রমণী বলিয়া মনে করে, কিন্তু, সে প্রতিদিনই সম্ভোগের দ্বারা স্বামীর বীর্য্য এবং কৌটিল্যপূর্ণ প্রেমালাপে সমস্ত ধন ও মন প্রভৃতি সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইতেছে; অতএব, এই সংসারে এরূপ প্রকার প্রধান চোর আর কে আছে? ॥ ১৯ ॥ পিতঃ! আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, মূর্খ লোক কেবল বিধাতা কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াই নিজ নিদ্রা ও সুখ বিনাশের জন্য দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে; ফলতঃ ইহ সংসারে স্ত্রীগ্রহণ কেবল ভূয়িষ্ঠ দুঃখরাশি ভোগের জন্যই উহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই ॥ ২০ ॥

---

* বিজ্ঞো ইতি বা পাঠঃ। * দুঃখায় নরকায় চ। ইতি বা পাঠঃ।

তস্য সুস্রুবুরশ্রূণি লোচনাদ্দুঃখজানি চ।
বেপথুশ্চ শরীরেঽভূদ্গ্লানিং প্রাপ মনস্তথা॥ ২২॥
শোচন্তং পিতরং দৃষ্ট্বা দীনং শোকপরিপ্লুতম্।
উবাচ পিতরং ব্যাসং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ॥ ২৩॥
অহো! মায়াবলঞ্চোগ্রং যন্মোহয়তি পণ্ডিতম্।
বেদান্তস্য চ কর্ত্তারং সর্ব্বজ্ঞং বেদসম্মিতম্॥ ২৪॥
ন জানে কা চ সা মায়া কিংস্বিৎ সাঽতীবদুষ্করা।
যা মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতীসুতম্॥ ২৫॥
পুরাণানাঞ্চ বক্তা চ নির্ম্মাতা ভারতস্য চ।
বিভাগকর্ত্তা বেদানাং সোঽপি মোহমুপাগতঃ॥ ২৬॥

স্তেনশ্চোরঃ॥১৯—২১॥ অশ্রূণি নেত্রজলানি। বেপথুঃ কম্পঃ॥২২—২৩॥ বেদসম্মিতং বেদবৎ-প্রমাণবাক্যম্॥ ২৪॥ কা চ সেতি। কাপ্যনির্ব্বচনীয়েত্যর্থঃ। কিংস্বিদিতি বিতর্কে। দুষ্করা

সূত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল! ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবের এইরূপ সংসার বৈরাগ্যজনক বাক্য শ্রবণে গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া ভাবিলেন, এক্ষণে আমি করি কি! পুত্রের যে প্রকার বৈরাগ্যের দৃঢ়তা দেখিতেছি, তাহাতে ইহাকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা যে, দুঃসাধ্য ব্যাপার সে বিষয়ে আর সংশয় নাই॥ ২১॥ ঋষিগণ! রহস্যের কথা অধিক আর কি বলিব আমার গুরুদেব মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের সেই বৈরাগ্যের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে দুঃখে এতদূর কাতর হইয়া পড়িলেন, যে, সেই সময় তাঁহার লোচনদ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল; বস্তুত তৎকালে তাঁহার অন্তরে এতদূর গ্লানি উপস্থিত হইল যে, তিনি কোনক্রমেই আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না ভয়ে মুহুর্মুহু তাঁহার দেহযষ্টি কাঁপিতে লাগিল॥ ২২॥

শুকদেব দুঃখসাগরে ভাসমান পিতা বেদব্যাসকে নিতান্ত দীনভাবে শোক করিতে দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত-লোচনে বলিতে লাগিলেন। একি! ইহ জগতীতলে যাঁহার উপদেশ লোকে বেদবাক্যের ন্যায় প্রমাণ করিয়া থাকে, যিনি বেদান্তদর্শনের প্রণেতা সেই সর্ব্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানবিশারদ বেদব্যাসকেও মায়া আসিয়া মোহিত করিল॥ ২৩—২৪॥ অহো! মায়ার কি উৎকট প্রভাব!! সেই মায়া যখন ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ সত্যবতীনন্দন বেদব্যাসকেও মোহিত করিল, তখন সেই মায়া যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয়া তাহা কিছুই জানিতে পারিলাম না এবং সেই দুরারাধ্যা মায়াকে কি উপায়ে যে, স্বায়ত্ত করিতে পারা যায় তাহা বহু তর্কের দ্বারাও স্থির করিতে পারিতেছি না॥ ২৫॥ অহো কি আশ্চর্য্য! যিনি সমস্ত পুরাণশাস্ত্রের বক্তা যিনি মহাভারতের প্রণেতা অধিক কি বেদ-চতুষ্টয়ের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া এই বিশ্বসংসারে বিশ্রুত; তিনিও ঘোরতর মোহজালে নিবদ্ধ

তাং যামি শরণং দেবীং যা মোহয়তি বৈ জগৎ।
ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদীংশ্চ কথাঽন্যেষাঞ্চ কীদৃশী ॥ ২৭ ॥
কোঽপ্যস্তি ত্রিষু লোকেষু যো ন মুহ্যতি মায়য়া।
যন্মোহং গমিতাঃ পূর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ॥ ২৯ ॥
অহো! বলমহো বীর্য্যং দেব্যা খলু বিনির্ম্মিতম্‌।
মায়য়ৈব বশং নীতঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ২৯ ॥
বিষ্ণ্বংশসম্ভবো ব্যাস ইতি পৌরাণিকা জগুঃ।
সোঽপি মোহার্ণবে মগ্নো ভগ্নপোতো বণিগ্‌যথা ॥ ৩০ ॥
অশ্রুপাতং করোত্যদ্য বিবশঃ প্রাকৃতো যথা।
অহো! মায়াবলঞ্চৈতদ্দুস্ত্যজং পণ্ডিতৈরপি ॥ ৩১ ॥
কোঽয়ং কোঽহং কথঞ্চেহ কীদৃশোঽয়ং ভ্রমঃ কিল।
পঞ্চভূতাত্মকে দেহে পিতৃপুত্রেতি বাসনা ॥ ৩২ ॥

দুষ্করযত্নসাধ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥ ব্যাসশান্ত্যর্থং দেবীং প্রার্থয়তি তাং যামীতি। অন্তর্য্যামিরূপিণীমিত্যর্থঃ॥২৭—২৮॥ ঈশ্বরো বিষ্ণুঃ ॥ ২৯—৩১ ॥ কোঽয়মিতি। অয়ং ব্যাসো মম কঃ ন কোঽপি তথাঽহং শুক এতস্য কঃ ন কোঽপ্যথাপি কীদৃশোঽয়ং ভ্রম এতস্য মম গৃহস্থাশ্রমেণ

হইলেন!! পরন্তু, সেই মায়া যখন, ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরকেও স্বীয় প্রভাবে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন, অন্যের পক্ষে যে কিরূপ ঘটিবে তাহা ত বিলক্ষণই অনুভূত হইতেছে; অতএব যিনি এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নাসারন্ধ্রে বিদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় নিরন্তর স্বেচ্ছামত পরিচালন করিতেছেন, আমি সেই দেবী মহামায়ার শরণাগত হইলাম ॥ ২৬—২৭ ॥ সেই অপরিমেয়প্রভাবা দেবী মায়া পূর্ব্বে যখন, ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরকেও বিমোহিত করিয়াছিলেন, তখন, এই সংসারমধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, সে মায়া বিমোহিত হয় না? সেই চৈতন্যরূপিণী ভগবতী মায়াশক্তির কি অনির্ব্বচনীয় বলবীর্য্যেরই সৃষ্টি করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বে সেই সর্ব্ব জীবের নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ সর্ব্বৈশ্বর্য্য শক্তিমান্‌ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌ বিষ্ণুও মায়ার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন; (তবে আর অপরের কথা কি বলিব) ॥ ২৮—২৯ ॥ তাহার সাক্ষী, পুরাণশাস্ত্রবেত্তা ঋষিরা সকলেই এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, মহর্ষি বেদব্যাস বিষ্ণু অংশে আবির্ভূত; কিন্তু, তিনিও ভগ্নতরী বণিকের ন্যায় ঘোরতর অজ্ঞানজলধিতে নিমগ্ন হইতেছেন; কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে ইনিও প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় অভিভূত হইয়া অনর্গল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছেন!! বুঝিলাম, সেই মায়ার অসীমপ্রভাবের নিকট পরম জ্ঞানী পুরুষেরও পরিত্রাণ নাই ॥ ৩০—৩১ ॥ এই জগন্মণ্ডলে এই এক কি প্রকার আশ্চর্য্যজনক ভ্রান্তি দেখ, উনি কে আর আমি কে তাহার

বলিষ্ঠা খলু মায়েয়ং মায়িনামপি মোহিনী ।
যয়াঽভিভূতঃ কৃষ্ণোঽপি করোতি রোদনং দ্বিজঃ ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ ।

তাং নত্বা মনসা দেবীং সর্ব্বকারণকারণাম্ ।
জননীং সর্ব্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনাস্তথেশ্বরীম্ ॥ ৩৪ ॥
পিতরং প্রাহ দীনং তং শোকার্ণবপরিপ্লুতম্ ।
অরণীসম্ভবো ব্যাসং হেতুমদ্বচনং শুভম্ ॥ ৩৫ ॥
পারাশর্য্য ! মহাভাগ ! সর্ব্বেষাং বোধদঃ স্বয়ম্ ।
কিং শোকং কুরুষে স্বামিন্ ! যথাঽজ্ঞঃ প্রাকৃতো নরঃ ॥ ৩৬ ॥
অদ্যাহং তব পুত্রোঽস্মি ন জানে পূর্ব্বজন্মনি ।
কোঽহং কস্ত্বং মহাভাগ ! বিভ্রমোঽয়ং মহাত্মনি ॥ ৩৭ ॥

কল্যাণং ভবত্বিতি। কথং চেহ পঞ্চভূতাত্মকে মে দেহে পিতাপুত্র ইত্যেবংরূপা বাসনা আশ্চর্য্যমেতদিত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৬ ॥ বিভ্রমোঽয়ং মহাত্মনীতি। কথমিতি শেষঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

স্থিরতা নাই, অথচ এই পঞ্চভূতময় দেহপিণ্ডে ইনি পিতা আমি পুত্র এইরূপ নিরর্থক বাসনা উপস্থিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ দ্বিজকুলচূড়ামণি ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নও যখন মোহে অভিভূত হইয়া রোদন করিতেছেন, তখন, জানিলাম যে, এই অনন্ত প্রভাবময়ী মায়া মহামায়াবীদিগেরও মোহজননী ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! তদনন্তর অরণীগর্ভসম্ভূত মহাত্মা শুকদেব সেই দেবাদিদেব ব্রহ্মাদিরও নিয়ন্ত্রী সর্ব্বদেবজননী সমস্ত কারণকূটের ও কারণীভূতা দেবী মহামায়াকে মনে মনে প্রণাম করিয়া সেই শোকসাগরে ভাসমান দীনভাবাপন্ন পিতা ব্যাসদেবকে পরম কল্যাণকর হেতুগর্ভপূর্ণ বাক্য সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥

পিতঃ ! আপনি ঋষিপ্রবর মহাত্মা পরাশরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং নিজেও অনন্ত তপোরাশিপ্রভাবে অপরাপর ঋষিদিগকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া থাকেন ; বস্তুত আপনি সর্ব্বজীবের নিগ্রহে বা অনুগ্রহে সমর্থ হইয়াও প্রাকৃত মূর্খ মনুষ্যের ন্যায় শোক করিতেছেন কেন ? ॥৩৬॥ হে মহাভাগ ! (আমি যাহা বলি একবার বিচার করিয়া দেখুন,) এবারে আমি আপনার পুত্র হইয়াছি, কিন্তু ইহার পূর্ব্বজন্মে আপনি কে আর আমিই বা কে ছিলাম তাহার কিছুই স্থিরতা নাই অতএব আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, ইহা কিছুই নহে, কেবল সেই কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাতে অনাদি সংসারবাসনা প্রবাহময়ী অবিদ্যাপ্রভাবে জন্ম মৃত্যু বা পিতা পুত্র ও কলত্রাদিরূপ ভ্রান্তির আরোপ মাত্র। পিতঃ ! আপনি পরম তত্ত্বজ্ঞ সুতরাং আপনাকে প্রবোধিত করিতে যাওয়া কেবল বাচলতামাত্র।

কুরু ধৈর্য্যং প্রবুধ্যস্ব মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ।
মোহজালমিমং মত্বা মুঞ্চ শোকং মহামতে! ॥ ৩৮ ॥
ক্ষুধানিবৃত্তির্ভক্ষ্যেণ ন পুত্রদর্শনেন হি।
পিপাসা জলপানেন যাতি নৈবাত্মজেক্ষণাৎ ॥ ৩৯ ॥
ঘ্রাণং সুখং সুগন্ধেন কর্ণজং শ্রবণেন চ।
স্ত্রীসুখং তু স্ত্রিয়া নূনং পুত্রোঽহং কিঙ্করোমি তে ॥ ৪০ ॥
অজীগর্ত্তেন পুত্রোঽপি হরিশ্চন্দ্রায় ভূভুজে।
পশুকামায় যজ্ঞার্থং দত্তো মৌল্যেন সর্ব্বথা ॥ ৪১ ॥
সুখানাং সাধনং দ্রব্যং ধনাৎ সুখসমুচ্চয়ঃ।
ধনমর্জ্জয় লোভশ্চেৎ পুত্রোঽহং কিং করোম্যহম্‌ ॥ ৪২ ॥

পুত্রোঽহং কিংকরোমীতি। মমোপযোগঃ ক ইত্যর্থঃ। নমু পিতুঃ পরলোকক্রিয়ার্থং পুত্রোঽপেক্ষিত ইতি চেন্ন। তদ্বচনস্য কর্ম্মঠশ্রদ্ধাজাড্যাভিপ্রায়কত্বাৎ। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদিতি সন্ন্যাসো ব্রহ্মচারিণামুক্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥ অজীগর্ত্তেন ব্রাহ্মণেনাতএব স্বপুত্রো দ্রব্যং গৃহীত্বা হরিশ্চন্দ্রায় পশ্বর্থং সমর্পিত ইত্যাহ অজীগর্ত্তেনেতি। তস্মাদ্দ্রব্যমেব

আপনি আর এরূপ বিষণ্ন হইবেন না ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; অধিক কি বলিব, আপনি অবিদ্যা নিদ্রা হইতে জাগরিত হউন; বাস্তবিক এই সমস্ত মিথ্যা মনঃকল্পিত সংসারকে মোহবাগুরাময় জানিয়া অশেষ ক্লেশজনক শোককে অন্তঃকরণ হইতে দূর করিয়া দিন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ দেখুন, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি ভক্ষ্যদ্রব্য না খাইয়া যদি কেবল পুত্রমুখ সন্দর্শন করে তাহাতে কি তাহার কখন ক্ষুধা শান্তি হইতে পারে? না জল পিপাসু জলপান না করিয়া কেবল পুত্রমুখাবলোকনমাত্রে পিপাসা নিবৃত্তি করিতে পারে? (বস্তুত এস্থলে যেমন ক্ষুধা ও পিপাসা শান্তির নিমিত্ত অন্ন এবং জলেরই প্রয়োজন সেইরূপ ভবক্ষুধাদি নিবারণের নিমিত্ত একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই প্রয়োজনীয় পুত্রকলত্রাদি নহে) ॥ ৩৯ ॥ আরও দেখুন, এই সংসারে এইরূপ নিয়ম নিবদ্ধ আছে যে একের দ্বারা কদাচ অন্যের কর্ত্তব্যকার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না তাহার সাক্ষী, সুগন্ধ পাইলেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় সুখানুভব করিয়া থাকে আর মধুরবাক্য বা সঙ্গীতবাদ্য শুনিলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখ; সেইরূপ রমণীসম্ভোগ জন্য সুখ স্ত্রীসংযোগেই হইয়া থাকে অপর দ্রব্যে নহে; অর্থাৎ পুত্রের দ্বারা কদাচ এ সকল সুখ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই; অতএব, যদি সংসারের এইরূপ অলঙ্ঘ্য গতি নিশ্চিত হইল, তবে পুত্র হইয়া আমি আপনার কি সুখের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইব? আপনি স্থির জানিবেন ইহ সংসারে নিজের মঙ্গল বা সুখের মূল আপনিই পুত্রাদি নহে। এ বিষয়ে আর একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন, যে সময় মহীপাল হরিশ্চন্দ্র নরমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত নরপশু ক্রয় করিবার জন্য দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তখন, সুদরিদ্র দ্বিজ অজীগর্ত্ত

মাং প্রবোধয় বুদ্ধ্যা ত্বং দৈবজ্ঞোঽসি মহামতে!।
যথা মুচ্যেয়মত্যন্তং গর্ভবাসভয়ান্মুনে!॥ ৪৩॥
দুর্লভং মানুষং জন্ম কর্ম্মভূমাবিহানঘ!।
তত্রাপি ব্রাহ্মণত্বং বৈ দুর্লভঞ্চোত্তমে কুলে॥ ৪৪॥
বদ্ধোঽহমিতি মে বুদ্ধির্নাপসর্পতি চিত্ততঃ।
সংসারবাসনাজালে নিবিষ্টা বৃদ্ধগামিনী॥ ৪৫॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তস্তু তদা ব্যাসঃ পুত্রেণামিতবুদ্ধিনা।
প্রত্যুবাচ শুকং শান্তং চতুর্থাশ্রমমানসম্॥ ৪৬॥

্যদং ন পুত্রাদিকমিত্যর্থঃ। ইয়ং কথা সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যমাণাঽস্তি॥৪১—৪২॥ দৈবজ্ঞ ইতি। দবস্ত সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্মজ্ঞ ইত্যর্থঃ॥৪৩—৪৪॥ বৃদ্ধগামিনী বৃদ্ধাশ্রয়িণ্যপীয়ং মতিরিত্যর্থঃ॥৪৫—৪৬॥

প্রভূত অর্থরাশির পরিবর্ত্তে অবলীলাক্রমে নিজ ঔরসপুত্র শুনঃশেফকে রাজহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন॥৪০—৪১॥ পিতঃ! ধনই সমস্ত ঐহিক সুখের মূল, কেন না ধন হইতেই সমস্ত সুখের উৎপত্তি; অতএব যদি আপনার সাংসারিক সুখসম্ভোগে বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধনোপার্জ্জনে যত্নপরায়ণ হউন। আমি যদিচ আপনার পুত্র বটে, কিন্তু, আমার এই সংসারমধ্যে একমাত্র পরমার্থ তত্ত্ব ব্যতীত অপর কোন প্রকার সুখসম্ভোগে স্পৃহা নাই; সুতরাং আমা হইতে আপনার কোন উপকারেরই সম্ভাবনা নাই। হে মহাত্মন্! আপনি সুদীর্ঘকাল-ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা এই সমস্ত আধ্যাত্মিকাদি সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, অতএব আমি যাহাতে এই ঘোর যাতনাময় গর্ভকারাবাস হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হই, আপনি কৃপা করিয়া তাদৃশ তত্ত্ববোধ প্রদানে আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দিন॥ ৪২—৪৩॥ পিতঃ! তপোজ্ঞানপ্রভাবে আপনার অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়াছে সুতরাং কোন বিষয়ই আপনার জানিতে অবশিষ্ট নাই; দেখুন, এই কর্ম্মক্ষেত্র ভূলোকে আসিয়া জীব বহু সুকৃতিফলেই দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে তাহাতে আবার যদি উত্তম ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়, তাহা যে, কতদূর পুণ্যরাশির ফল, তাহা আর কি বলিব!! (দৈবানুগ্রহে আমি সেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াও অবহেলায় হারাইব।) হে পিতঃ! অধিক আর কি বলিব, যদিচ আমি যথাবিহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সুচিরকাল জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুদিগের নিকট ভূরি ভূরি উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি, আমি সংসারপাশবদ্ধ অদ্যাপি মুক্ত হইতে পারি নাই, এইরূপ সংসারবাসনা জালজড়িত ঘোরতর অবিদ্যাতিমিরাবৃত রজস্তমোময়ী বুদ্ধিবৃত্তি চিত্ত হইতে কোন প্রকারেই তিরোহিত হইতেছে না॥ ৪৪—৪৫॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল! ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া যখন, বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন, যে, প্রশান্তস্বভাব অসাধারণ বোধশক্তিসম্পন্ন শুকদেব চতুর্থাশ্রম

ব্যাস উবাচ।

পঠ পুত্র ! মহাভাগ ! ময়া ভাগবতং কৃতম্।
শুভং ন চাতিবিস্তীর্ণং পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ॥ ৪৭ ॥
স্কন্ধা দ্বাদশ তত্রৈব পঞ্চলক্ষণসংযুতম্।
সর্ব্বেষাঞ্চ পুরাণানাং ভূষণং মম সম্মতম্ ॥ ৪৮ ॥
সদসজ্জ্ঞানবিজ্ঞানং শ্রুতমাত্রেণ জায়তে।
যেন ভাগবতেনেহ তৎ পঠ ত্বং মহামতে ! ॥ ৪৯ ॥

চতুর্থাশ্রমযোগ্যস্য শুকপুত্রস্যৈতদ্ভাগবতোপদেশাদন্যোঽপি যো বিরক্তঃ পুত্রসদৃশঃ প্রিয়শ্চ তস্মা এবৈতদ্ভাগবতং বক্তব্যং নান্যস্মা ইতি সূচিতম্ ॥ ব্রহ্মসম্মিতং বেদসম্মিতম্ ॥ ৪৭ ॥ ভূষণং মুখ্যং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বাদেতস্য সর্ব্বপুরাণশ্রেষ্ঠত্বং যুক্তমেব ॥ অন্যপুরাণানাস্তু সাম্যাবস্থমায়াজন্যৈকৈকসত্ত্বাদিগুণোপাধিহরিহরব্রহ্মাদিকপ্রতিপাদকত্বান্ন মুখ্যত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥ সদসজ্জ্ঞানবিজ্ঞানমিতি। যেন শ্রুতমাত্রেণ সৎ ব্রহ্ম জগদসদেতয়োঃ সদসতো-র্ব্রহ্মজগতোঃ সত্ত্বেনাসত্ত্বেন চ জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানং বিজ্ঞানমপরোক্ষজ্ঞানঞ্চ জায়ত ইত্যর্থঃ ॥৪৯॥

(সন্ন্যাস) গ্রহণেই একান্তচিত্ত হইয়াছেন; তখন, সুমধুরবাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, পুত্র! তোমার মহীয়সী বুদ্ধি অতীব সূক্ষ্ম তত্ত্ববোধের অধিকারিণী হইয়াছে; অতএব এক্ষণে, আমি যে, বেদতুল্য ভাগবতপুরাণ প্রণয়ন করিয়াছি, কিয়ৎকাল তাহাই অধ্যয়ন কর। ঐ গ্রন্থ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের সারসংগ্রহ জন্য নিতান্ত বিস্তীর্ণ নহে অথচ উহাকে পরম পদাভিলাষী সংসারমুমুক্ষু জীবের পরম কল্যাণসাধন বলিয়া জানিবে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ এই পুরাণটীতে দ্বাদশটী স্কন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণ পুরাণের সর্গ প্রতি-সর্গাদি যে পাঁচটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহাতে তাহারও কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। রে বৎস! যদিচ সমস্ত পুরাণগুলির আমিই রচয়িতা বটে, কিন্তু, সে সমস্তের মধ্যে এইটীই মুখ্যতম; তাহার কারণ এই যে, অপরাপর পুরাণে কেবল সাম্যাবস্থ মায়াশক্তি জন্য সত্ত্বাদি এক একটী গুণোপাধিবিশিষ্ট হরিহর প্রভৃতিরই প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু, এই খানিতে ত্রিগুণসাম্যাবস্থমায়োপহিত পরম ব্রহ্মচৈতন্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা এই ভাগবত পুরাণটীই আমার পরম আদরণীয় বস্তু ॥ ৪৮ ॥ পুত্র! তোমার বুদ্ধিও যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণার উপযোগিনী, সেইরূপ আমার এই ভাগবতটীও অসাধারণ গুণসম্পন্ন; ইহা শ্রবণমাত্র কোন্ বস্তু সৎ আর কোন্ বস্তু অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা মায়াময় এই জগৎ যে অনিত্য আর একমাত্র ব্রহ্মই যে নিত্য বস্তু তদ্বিষয়ক জ্ঞান (শাস্ত্র জন্য পরোক্ষ বোধ) এবং ঐ সমস্ত বিষয় ক্রমশঃ যত অনুশীলিত হইতে থাকিবে তত পরিমাণে বিজ্ঞান (অপরোক্ষানুভূতি) হইবে ফলকথা এই অচিরকাল মধ্যে মন বিশোধিত হইয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থিত হইবে; অতএব তুমি অবহিতচিত্তে এই ভাগবত নামক পুরাণটী অধ্যয়ন কর ॥ ৪৯ ॥

বটপত্রশয়ানায় বিষ্ণবে বালরূপিণে।
কেনাস্মি বালভাবেন নির্ম্মিতোঽহং চিদাত্মনা ॥ ৫০ ॥
কিমর্থং কেন দ্রব্যেণ কথং জানামি চাখিলম্।
ইত্যেবং চিন্ত্যমানায় মুকুন্দায় মহাত্মনে ॥ ৫১ ॥
শ্লোকার্দ্ধেন তয়া প্রোক্তং ভগবত্যাঽখিলার্থদম্।
সর্ব্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্ ॥ ৫২ ॥

ইদং ভাগবতং কেন কস্মা উপদিষ্টমিতি চেত্তত্রাহ বটপত্র ইতি। কথম্ভূতায় কেন কারণেনাহং বালভাবেন স্থিতোস্মি কিঞ্চ কেনচিদাত্মনা কেন চেতনেন পুরুষেণাহং নির্ম্মিতোস্মি ॥৫০॥ কিমর্থং কস্মৈ প্রয়োজনায় চ নির্ম্মিতোস্মি কেন দ্রব্যেণ পৃথিব্যাদিদ্রব্যমধ্যে কেন দ্রব্যেণাহং নির্ম্মিতোস্মি। কিঞ্চেদমখিলং সর্ব্বমহং কথং জানামি জ্ঞাস্যামীত্যেবং প্রকারেণ চিন্তয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ এতৎসর্ব্বশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বার্থদং বাক্যং ভগবত্যা শ্লোকার্দ্ধেন প্রোক্তম্। কিন্তৎ। সর্ব্বং খলু ইদং জগদহমেব সনাতনমস্মি। বাধায়াং সামানাধিকরণ্যেন সর্ব্বং দৃশ্যমাত্রং মিথ্যারূপং নাস্তি। কিন্তু অহং সনাতনব্রহ্মরূপা কালত্রয়াবাধ্যা সচ্চিদানন্দরূপিণ্যহমেবাস্মি অনেন বাক্যেন সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি বাক্যস্যার্থ উক্তঃ। নন্থ মিথ্যাজগতো ভাবেঽপি চেতনান্তরসম্ভাবনা স্যাৎ তদর্থং নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যস্যার্থমুপদিশতি। নান্যদস্তিসনাতনমিতি মত্তোঽন্যদ্ভিন্নং সনাতনং দ্বিতীয়ং চেতনমপি নাস্তি তথাচ সর্ব্বদৃশ্যনিষেধেন চেতনান্তরনিষেধেন চৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি মহাবাক্যার্থ উপদিষ্টো ভবতি। তেন চ ত্বয়া যদ্‌যচ্চিন্ত্যতে তস্য সর্ব্বস্য কারণং সচ্চিদানন্দরূপিণ্যদ্বিতীয়ানির্ব্বচনীয়শক্তিমত্যহমেব ভগবত্যস্তীত্যুপদিষ্টং ভবতি ॥ ৫২ ॥

(বৎস! ঈদৃশ পরম মঙ্গলময় ভাগবত পূর্ব্বে কোন্ ব্যক্তি কাহাকে বলিয়াছিল এবং কি প্রকারেই বা আমি ইহা প্রাপ্ত হইলাম, এ সকল বিষয়ে যদি তোমার সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে, ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর।)

রে বৎস! কল্পান্তসময়ে, মহাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু সেই একার্ণবস্থ বটপত্রোপরি শয়ান থাকিয়া ভাবিলেন, কোন্ চিদানন্দময় অনির্ব্বচনীয় বস্তু আমাকে এপ্রকার ক্ষুদ্র বালকরূপে সৃষ্ট করিল এবং কোন উপাদানে কি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই বা আমার এই শিশুশরীর নির্ম্মিত হইল? কিরূপেই বা আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে সমর্থ হইব? শরণাগত ভক্তগণের মুক্তিদাতা ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সহসা আকাশ হইতে সেই সর্ব্বচৈতন্যরূপিণী আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী "হে শিশুরূপিন্! বিষ্ণো! কল্পারম্ভে যাহা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রলয়সময়ে যে সমস্ত অতীব সূক্ষ্ম বীজরূপে প্রকৃতিগর্ভে নিহিত থাকে সে সমস্ত একমাত্র আমিই জানিবে আমা ব্যতীত আর চিরন্তন নিত্য দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই। ফলতঃ স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য একমাত্র অদ্বৈত বস্তু আমিই জানিবে শ্রুত বা দৃষ্ট কি অদৃষ্ট বস্তুজাত আমা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই।" এইরূপ শ্লোকার্দ্ধভাগ উচ্চারণদ্বারা তাঁহার জিজ্ঞাস্য নিখিল অর্থই বোধ করাইয়া দিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥

তদ্বচো বিষ্ণুনা পূর্ব্বং সংবিজ্ঞাতং মনস্যপি ।
কেনোক্তা বাগিয়ং সত্যা চিন্তয়ামাস চেতসা ॥ ৫৩ ॥
কথং বেদ্মি প্রবক্তারং স্ত্রীপুংসৌ বা নপুংসকম্ ।
ইতি চিন্তাপ্রপন্নেন ধৃতং ভাগবতং হৃদি ॥ ৫৪ ॥
পুনঃ পুনঃ কৃতোচ্চারস্তস্মিন্নেবাস্তচেতসা ।
বটপত্রে শয়ানঃ সন্নভূচ্চিন্তা সমন্বিতঃ ॥ ৫৫ ॥
তদা শান্তা ভগবতী* প্রাদুরাস চতুর্ভুজা ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবরায়ুধধরা শিবা ॥ ৫৬ ॥
দিব্যাম্বরধরা দেবী দিব্যভূষণভূষিতা ।
সংযুতা সদৃশীভিশ্চ সখীভিঃ স্ববিভূতিভিঃ ॥ ৫৭ ॥
প্রাদুর্ব্বভূব তস্যাগ্রে বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।
মন্দহাস্যং প্রযুঞ্জানা মহালক্ষ্মীঃ শুভাননা ॥ ৫৮ ॥

তদ্বচ ইতি। সংবিজ্ঞাতং বিধৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ ভাগবতমর্দ্ধশ্লোকরূপং তদ্ধৃতং হৃদি তস্য জপং চকারেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ অস্তচেতসা স্থাপিতচেতসা ॥ ৫৫ ॥ (তদা শান্তেতি। সপরিবারায়া দেব্যাস্তাৎকালিকরূপং বর্ণয়তি। ধৃতশঙ্খচক্রাদিভির্ভুজচতুষ্টয়ৈরুপশোভিতা স্ববিভূতিভিঃ প্রকাশিতাস্মৈশ্বর্য্যস্বরূপাভিঃ সদৃশীভিঃ সমানরূপবয়স্কাভিঃ সহচরীভিরিতি ভাবঃ। এবম্ভূতা

তদনন্তর, ভগবান্ বিষ্ণু সেই প্রলয়কালীন উপদিষ্ট বাক্যার্থগুলি দৃঢ়রূপে অন্তরে ধারণ করিলেন ; পরন্তু মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, কে আমাকে এরূপ অমৃতময় শ্লোকার্দ্ধ বলিয়া উপদেশ করিল ? এই অদ্ভুত উপদেশবক্তা স্ত্রীজাতি না পুরুষ অথবা স্ত্রী-পুরুষাতিরিক্ত কোন অনির্ব্বচনীয় পদার্থ ? হায় ! কি প্রকারেই বা আমি তাঁহাকে জানিতে পারিব !! তিনি সুদীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু, শ্লোকের দুইটী চরণ বিস্মৃত না হইয়া হৃদয়ের সহিত ঐক্য করিয়া জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; অধিক কি বলিব, তৎকালে তিনি সেই বটপত্রে শয়ান থাকিয়াই বীজাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় শ্লোকার্দ্ধ ভাগটী বারংবার উচ্চারণ করিয়া তাহাতেই চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক ক্রমে সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া পড়িলেন ॥ ৫৩—৫৫ ॥ তখন, সেই সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপিণী গুণাতীতা দেবী ভগবতী বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপ উপাধি স্বীকারপূর্ব্বক অলৌকিক বস্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিত হইয়া নিরুপম চারিটী হস্তে গদাচক্রাদি উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল এবং জ্ঞানময় শঙ্খ ও বিশ্বের বীজভূত সুচারু পদ্ম ধারণ করত নিজ বিভূতিস্বরূপ আত্মতুল্য সখীগণ সমভিব্যাহারে

*তদা চ সাত্ত্বিকী শক্তিঃ। ইতি বা পাঠঃ

সূত উবাচ ।

তাং তথা সংস্থিতাং দৃষ্ট্বা হৃদয়ে কমলেক্ষণঃ ।
বিস্মিতঃ সলিলে তস্মিন্নিরাধারাং মনোরমাম্ ॥ ৫৯ ॥
রতির্ভূতিস্তথাবুদ্ধির্মতিঃ কীর্ত্তিঃ স্মৃতির্ধৃতিঃ ।
শ্রদ্ধা মেধা স্বধা স্বাহা ক্ষুধা নিদ্রা দয়া গতিঃ ॥ ৬০ ॥
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা জৃম্ভা তন্দ্রা চ শক্তয়ঃ ।
সংস্থিতাঃ সর্ব্বতঃ পার্শ্বে মহাদেব্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬১ ॥
বরায়ুধধরাঃ সর্ব্বা নানাভূষণভূষিতাঃ ।
মন্দারমালাকুলিতা মুক্তাহারবিরাজিতাঃ ॥ ৬২ ॥
তাং দৃষ্ট্বা তাশ্চ সংবীক্ষ্য তস্মিন্নেকার্ণবে জলে ।
বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ঃ সম্বভূব জনার্দ্দনঃ ॥ ৬৩ ॥
চিন্তয়ামাস সর্ব্বাত্মা দৃষ্টমায়োতিবিস্মিতঃ ।
কুতো ভূতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ কুতোঽহং বটতল্পগঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবী মহালক্ষ্মীরিত্যাখ্যয়া প্রসিদ্ধা। ঈষদ্ধাস্যং কুর্ব্বতী অমেয়তেজসো বিষ্ণোঃ সম্মুখভাগে প্রাদুর্ব্বভূবাবিরাসীদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৬—৫৮ ॥

তাং তথেতি। তাং তাদৃশীং পূর্ব্ববর্ণিতাং তস্মিন্ প্রলয়বারিধিসলিলে নিরাধারাং নিরালম্বাঞ্চ দৃষ্ট্বা বিস্মিতো বভূবেতি বোধ্যম্ ॥ ৫৯ ॥ ইদানীং রতিরিত্যারভ্য দেবীসঙ্গিনীশক্তীনাং নামানি নির্ব্বাচয়তি রতির্ভূতিরিতি ॥ ৬০—৬২ ॥) তাং লক্ষ্মীং তাশ্চ পরিবার-

---

প্রশান্তভাবে জগন্মনোজ্ঞ বদনমণ্ডলে মন্দ মন্দ হাস্য করিতে করিতে মহালক্ষ্মীরূপে অমিততেজা বিষ্ণুর সম্মুখে আসিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৫৬—৫৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! কমললোচন ভগবান্ জনার্দ্দন, সখীগণ সমভিব্যাহারে সেই মনোরমা মহালক্ষ্মী দেবীকে প্রলয় বারিধির ভীষণ তরঙ্গমালাসঙ্কুল অগাধ সলিলোপরি নিরালম্বনে বিরাজমানা দেখিয়া অন্তরে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৫৯ ॥ রতি, ভূতি, বুদ্ধি, মতি, কীর্ত্তি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, স্বধা, স্বাহা, ক্ষুধা, নিদ্রা, দয়া, গতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, জৃম্ভা ও তন্দ্রা প্রভৃতি শক্তি সকল দিব্য মন্দারমালা ও মুক্তাহার এবং যথাযোগ্য বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিত হইয়া হস্তে নানাবিধ সুমহৎ দিব্যাস্ত্র নিচয় ধারণ পূর্ব্বক সেই মহাদেবীর উভয় পার্শ্বে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ৬০—৬২ ॥ মহর্ষিগণ! ভগবান্ বিষ্ণু একার্ণব নীরে তাদৃশ সর্ব্ব শোভার আধারভূমি সেই মহাদেবী এবং তত্তুল্য শোভাময়ী তাঁহার পার্শ্ব দেশস্থ সহচরীবৃন্দকে সন্দর্শন করিয়া যে নিতান্ত বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ তাদৃশ অদ্ভুত মায়াময় ব্যাপার সন্দর্শনে

অস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে ন্যগ্রোধঃ কথমুত্থিতঃ।
কেনাহং স্থাপিতোঽস্ম্যত্র শিশুং কৃত্বা শুভাকৃতিঃ ॥ ৬৫ ॥
মমেয়ং জননী নো বা মায়া বা কাপি দুর্ঘটা।
দর্শনং কেন চিত্ত্বদ্য দত্তং বা কেন হেতুনা ॥ ৬৬ ॥
কিং ময়া চাত্র বক্তব্যং গন্তব্যং বা ন বা ক্বচিৎ।
মৌনমাস্থায় তিষ্ঠেয়ং বালভাবাদতন্দ্রিতঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
শুকবৈরাগ্যকথনং হরয়ে ভগবত্যুপদেশো নাম চ
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

শক্তীশ্চ ॥ ৬৩—৬৫ ॥ দেবীং দৃশ্যমানামুৎপ্রেক্ষতে মমেয়ং জননীতি। দর্শনং কেনচিদিতি। কেনচিদনির্ব্বচনীয়েন দেবতাবিশেষেণ বা কেনাপি হেতুনা কারণেন দর্শনমদ্য দত্তং বা। অত্র নিশ্চয়াভাবে কিং বা ময়া বক্তব্যম্। ক্বচিদ্বা দেশে ময়া গন্তব্যং ন বা গন্তব্যমিতি কিমপ্যহং ন জানে কেবলং বালভাবাদতন্দ্রিতো মৌনমাস্থায়াশ্রিত্য তিষ্ঠেয়মিত্যেবং ময়াস্মিন্ সময়ে কর্ত্তব্যং নান্যদিতি ভাবঃ ॥ ৬৬—৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, আচ্ছা, এই কল্পান্ত সময়ে ঘোরতর তরঙ্গসঙ্কুল একার্ণব মধ্যে এই সকল নিরুপম সুন্দরী রমণীগণ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল? আর আমিই বা কোথা হইতে আসিয়া এই বটপত্র শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি? বস্তুত কে আমায় সুন্দরাকৃতি শিশুরূপে নির্ম্মাণ করিয়া এস্থলে সংস্থাপিত করিল, বিশেষতঃ এই অগাধ গম্ভীর প্রলয় সাগর মধ্যে বট বৃক্ষই বা কি প্রকারে সমুৎপন্ন হইল? তবে কি ইনি দুর্ঘট ঘটনা পটীয়সী কোন প্রকার মায়া? না ইনি আমার জননী? অথবা অদ্য কোন অনির্ব্বচনীয় দেবতা কোন কারণ বশত আসিয়া আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন? এক্ষণে আমায় এস্থল হইতে কোন স্থানান্তরে যাইতে হইবে কি না এই স্থলেই থাকিতে হইবে? যখন এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিতেছি না, তখন সহসা আর কি বলিব? সুতরাং এই বালক রূপেই মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক সাবধানে স্থির হইয়া এই স্থলেই অবস্থান করি!! ॥ ৬৩—৬৭ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
শুকবৈরাগ্য কথন এবং হরির প্রতি ভগবতীর উপদেশ
নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

—০৩৩০—

ব্যাস উবাচ।

দৃষ্ট্বা তং বিস্মিতং দেবং শয়ানং বটপত্রকে।
উবাচ সস্মিতং বাক্যং বিষ্ণো! কিং বিস্মিতো হ্যসি ॥ ১ ॥
মহাশক্ত্যাঃ প্রভাবেণ ত্বং মাং বিস্মৃতবান্ পুরা।
প্রভবে প্রলয়ে জাতে ভূত্বা ভূত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ২ ॥
নির্গুণা সা পরা শক্তিঃ সগুণস্ত্বং তথাপ্যহম্।
সাত্ত্বিকী কিল যা শক্তিস্তাং শক্তিং বিদ্ধি মামিকাম্ ॥ ৩ ॥

একষষ্টিশ্লোকবর্গৈর্দেবীভাবণপূর্ব্বকম্।
উপদিষ্টং শুকায়ৈতৎ পুরাণমিতি চোচ্যতে।

কিং বিস্মিতোঽস্যসীতি। যদ্যহং নবীনা ত্বদপরিচিতা দেবী বা মায়া বা স্যাম্। তদা তব বিস্ময়ো যুক্তো নচ তথাস্তি কিন্তু তবৈব শক্তিরস্মীতিভাবঃ ॥ ১ ॥ নন্থু তর্হি ময়া কুতো ন স্মর্য্যতে ইতি চেত্তত্রাহ মহাশক্ত্যা ইতি। মহাশক্তির্ম্মায়াশবলব্রহ্মরূপিণী তস্যাঃ প্রভাবেণাবরণরূপেণ ত্বং মাং বিস্মৃতবান্ অতো মাং ন স্মরসি। নন্থু মমাঽধুনৈব জন্ম তথাচ তব মম চ সম্বন্ধো নৈব কদাপি জাতস্ততঃ কথমুচ্যতে বিস্মৃতবানসীতি চেত্তত্রাহ পুরেতি। পুরা পূর্ব্বে প্রভবে সৃষ্টৌ তথা পূর্ব্বে প্রলয়ে জাতে ত্বং পুনঃপুনর্ভূত্বা ভূত্বা উৎপদ্যোৎপদ্য তিষ্ঠসীতিশেষঃ। তথাচ তস্মিংস্তস্মিন্নস্ম্যহং তচ্ছক্তিরভবং তাং মাং ন জানাসীত্যতো বিস্মৃতবানিত্যুক্তং সত্যমেবেতিভাবঃ ॥ ২ ॥ নন্থু কা সা মহাশক্তিস্তত্রাহ নির্গুণেতি। সাম্যাবস্থোপাধিকেত্যর্থঃ। তর্হ্যহং কস্তত্রাহ সগুণস্ত্বমিতি। তর্হি ত্বং কাসি তত্রাহ তথাপ্যহমিতি।

বেদব্যাস বলিলেন, বৎস শুক! (তাহার পর যেরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপারের সঙ্ঘটন হইয়াছিল সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ কর।) সেই দেবী মহালক্ষ্মী বটপত্রে শয়ান দিব্যরূপী বালক বিষ্ণুকে বিস্মিত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, বিষ্ণো! তুমি কি জন্য এরূপ বিস্ময়াপন্ন হইতেছ? দেখ, পূর্ব্বে এই জগতের সৃষ্টি বা প্রলয় অনাদি কাল হইতে কত কোটিবার যে হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই এবং সেই সেই সময়ে তুমি যখন যেরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ আমিও তোমার সহিত তখনই আসিয়া সংমিলিত হইয়াছি, চিরকালই বারংবার এইরূপ সঙ্ঘটনা হইয়া আসিতেছে; কিন্তু এক্ষণে তুমি সেই মহামায়া শবলিত পরব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তির আবরণ শক্তি প্রভাবে সে সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছ এই জন্যই আমায় চিনিতে পারিতেছ না। সেই পরম চৈতন্যস্বরূপা পরা শক্তি সমস্ত মায়াগুণের অতীত; কিন্তু তুমি বা আমি আমরা উভয়েই সগুণ। অধিক আর কি পরিচয় দিব এই বিশ্ব সংসার যাঁহাকে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকী শক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে সে আমিই; অধিক আর কি

ত্বন্নাভিকমলাদ্ব্রহ্মা ভবিষ্যতি প্রজাপতিঃ।
স কর্ত্তা সর্ব্বলোকস্য রজোগুণসমন্বিতঃ ॥ ৪ ॥
স তদা তপ আস্থায় প্রাপ্য শক্তিমনুত্তমাম্।
রজসা রক্তবর্ণঞ্চ করিষ্যতি জগত্রয়ম্ ॥ ৫ ॥
স গুণান্ পঞ্চভূতাংশ্চ সমুৎপাদ্য মহামতিঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়েশাংশ্চ মনঃপূর্ব্বান্ সমন্ততঃ ॥ ৬ ॥
করিষ্যতি ততঃ সর্গং তেন কর্ত্তা স উচ্যতে।
বিশ্বস্যাস্য মহাভাগ! ত্বং বৈ পালয়িতা তথা ॥ ৭ ॥

যথা ত্বং সগুণস্তথৈবাহং সগুণাস্মীত্যর্থঃ। তব কোঽসৌ গুণস্তত্রাহ সাত্ত্বিকীতি। সাত্ত্বিকী পরাশক্তিস্তাং মামিকাং মৎসম্বন্ধিনীং বিদ্ধি সত্ত্বগুণাত্মিকাহমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ কিমর্থমুৎপাদিতোস্মীত্যস্যোত্তরমাহ ত্বন্নাভীতি ॥ ৪—৫ ॥

সগুণান্ গুণসহিতান্ পঞ্চভূতানিত্যর্থঃ। পুংলিঙ্গমার্ষম্ ॥ ৬ ॥ (করিষ্যতীতি। ততঃ ভূতেন্দ্রিয়াদীন্যুৎপাদ্য তান্যেব সর্ব্বাণি সৃষ্ট্যুপকরণভূতান্যাদায় মূলপ্রকৃতিসম্ভূতোপাদানরূপাণি সংগৃহ্যেতিযাবৎ। অস্য বিশ্বস্যেতি প্রত্যক্ষবন্নির্দ্দেশেন গুণপর্য্যায়প্রবাহরূপস্য জগতঃ প্রলয়েঽপি সত্তাপ্রতিযোগিতাঽভাবং দর্শয়ন্নুপদিশতি। অয়মর্থঃ বিষ্ণো! ইদানীং যদিদং প্রকৃতিমূলকং বিশ্বং জগৎ কল্পান্তঘোরনিশামাসাদ্য মুদিতপ্রায়সরোরুহমিব বর্ত্ততে তদেতৎসর্ব্বং উদ্যচ্চৈতন্যঘনভাস্বদ্দর্শনমাত্রেণ "সোঽকাময়ত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" ইতিশ্রুতিগীত মায়াশবলিত সৃষ্ট্যুন্মুখপুরুষকটাক্ষপাতমাত্রেণেতি তাৎপর্য্যার্থঃ। বিকাশত্বং যাস্যতি। এতদেবস্ফুটীকরণায়াহ স অচিরান্নাভিকমলভবিষ্যন্ রজোময়ো ব্রহ্মাখ্যপুরুষঃ যতঃ সূক্ষ্মাত্মনা বর্ত্তমানমেতদ্বীজভূতং বিশ্বরূপকমলং স্থাবরজঙ্গমরূপেণ প্রপঞ্চয়িষ্যতি তস্মাৎ কর্ত্তা স্রষ্টা ইত্যাখ্যয়া উচ্যতে কীর্ত্যতে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাভিমানবত্তয়া এবম্ভূতোপাধিমান্ ভবেদিতিভাবঃ। এবং প্রপঞ্চীভূতস্য জগতস্ত্বমেব পালনকর্ত্তা নান্যঃ। ত্বং বৈ পালয়িতেত্যত্র অন্যেষাং পালনসামর্থ্যং

বলিব আমাকে তোমারই সেই সত্ত্বগুণাত্মিকা মহালক্ষ্মীরূপা বৈষ্ণবীশক্তি বলিয়া জানিও ॥ ১—৩ ॥ তোমারই নাভিসরোজ হইতে রজোগুণের অধিষ্ঠাতা সর্ব্বলোকস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা আবির্ভূত হইবেন ॥ ৪ ॥ সেই সময় তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াই ঘোরতর তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সৃষ্টি করণোপযোগিনী মহতীশক্তি লাভ করিয়া নিজ রজোগুণ প্রভাবে রজোগুণাত্মিকা (প্রবৃত্তিময়ী) ত্রিলোকীর সৃষ্টি করিবেন ॥ ৫ ॥

তত্ত্ববোধ-বিশারদ প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিগুণময় পঞ্চ মহাভূতের উৎপাদন করিয়াই মনঃপ্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদিগের প্রত্যেকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের সৃষ্টি করিবেন ॥ ৬ ॥ তদনন্তর সেই ব্রহ্মা আত্মসৃষ্ট ভূতেন্দ্রিয়াদি উপকরণ লইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিবেন এবং সেই জন্যই তিনি সমস্ত লোক মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তা নামে আখ্যাত হইবেন। পরন্তু, হে মহাভাগ বিষ্ণো! প্রজাপতি সৃষ্ট অখিল ব্রহ্মাণ্ডে আপনিই একমাত্র পালন কর্ত্তা হইবেন। (প্রজা সৃষ্টির প্রথমোদ্যমেই ব্রহ্মার মানস পুত্র কুমার চতুষ্টয় পিতৃ আদেশ হেলন

তদ্ভ্রুবোর্মধ্যদেশাচ্চ ক্রোধাদ্রুদ্রো ভবিষ্যতি।
তপঃ কৃত্বা মহাঘোরং প্রাপ্য শক্তিস্তু তামসীম্ ॥ ৮ ॥
কল্পান্তে সোঽপি সংহর্ত্তা ভবিষ্যতি মহামতে!।
তেনাহং ত্বামুপায়াতা সাত্ত্বিকীং ত্বমবেহি মাম্ ॥ ৯ ॥
স্থাস্যেঽহং ত্বৎসমীপস্থা সদাহং মধুসূদন!।
হৃদয়ে তে কৃতাবাসা ভবামি সততং কিল ॥ ১০ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

শ্লোকস্যার্দ্ধং ময়া পূর্ব্বং শ্রুতং দেবি! স্ফুটাক্ষরম্।
তৎ কেনোক্তং বরারোহে! রহস্যং পরমং শিবম্ ॥ ১১ ॥

নিরাকুর্ব্বন্ বৈ ইতি পদং প্রযুক্তম্। ত্বমেব পালনকর্ত্তা ভবিষ্যসীতিশেষঃ। বিমলসত্ত্বরাশ্যুপাধিমত্ত্বাৎ ॥ ৭ ॥) (অধুনা রুদ্রোৎপত্তিং বর্ণয়ন্নাহ তদ্ভ্রুবোরিতি তস্য নাভিকমলজাতস্য পুরুষস্য ভ্রুবোর্মধ্যভাগাৎ। ক্রোধাদিত্যস্যায়মর্থঃ যদাহি লঙ্ঘিতপিত্রাদেশান্ মানসজাতান্ সনৎকুমারাদীন্ প্রতি স পিতা ব্রহ্মা ক্রুদ্ধো ভবিষ্যতি তদৈব রুদ্র উৎপৎস্যতে ইতি পৌরাণিকী গাথাস্তি। মহাঘোরং অন্যৈরসাধ্যমুগ্রং তপোঽনুষ্ঠায় তামসীং তমোগুণাত্মিকাং কালীমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥) তেনেতি। সৃষ্ট্যাদিনিমিত্তেন ॥ ৯—১০ ॥

তৎকেনোক্তমিতি। অত্র যয়োক্তং শ্লোকার্থং সা মূর্ত্তির্ব্বিষ্ণুনা দৃষ্টা অস্তি অতএব তৃতীয়স্কন্ধে মণিদ্বীপাধিবাসিনীং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুনোক্তম্। গায়ন্তী চ বালভাবাম্ময়েক্ষিতেতি। তস্মাৎ কেনোক্তমিত্যত্র যয়া শ্লোকার্দ্ধমুক্তং সা তদর্থমুক্ত্বা তিরোহিতা সা কা ভবতি কিংত্বয়া

করিবেন বলিয়া তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবেন; তদবস্থায় তাঁহার ভ্রূর মধ্যভাগ হইতে মহাতেজোময় রুদ্রদেবের আবির্ভাব হইবে। পরে সেই রুদ্রদেব ঘোরতর তপঃপ্রভাবে তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী (কালী নামে সংহাররূপা) মহাশক্তিকে প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭—৮ ॥ সেই সংহার শক্তিবলেই কল্পান্ত (প্রলয়) সময়ে রুদ্র সমস্ত ভূতভৌতিকময় জগতকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবেন; সুতরাং সেই জন্য তিনিই যে সংহারকর্ত্তা নামে বিশ্রুত হইবেন, তাহা আর তোমার ন্যায় সুমহৎ তত্ত্ববোধ-বিশারদ পুরুষকে অধিক বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। (ফল কথা এই যে, সেই মহামায়া শবলিত পরব্রহ্ম চৈতন্যরূপা পরাশক্তির ইচ্ছাসম্মত ভাবিসৃষ্টির উদ্দেশেই) সম্প্রতি আমি তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; অতএব, তুমি আমায় নিশ্চয়রূপে সেই চিরসঙ্গিনী সত্ত্বাত্মিকা শক্তি বলিয়া অবগত হও ॥ ৯ ॥ মধুসূদন! তোমার হৃদয়-নিকুঞ্জধাম ভিন্ন আমার নিত্য বসতি স্থল অপর কোন স্থলেই নাই, সুতরাং আমি নিরন্তর ঐ স্থলেই বসবাস করিব ॥ ১০ ॥

এই সমস্ত শুনিয়া ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, হে বরারোহে! এই মুহূর্ত্তে আমি যে স্পষ্টাক্ষর পূর্ণ শ্লোকার্দ্ধভাগ শ্রবণ করিলাম সেই সর্ব্বসুখাবহ গুহ্যতম কথাগুলি কে উচ্চারণ করিল? হে বরবর্ণিনি! এই সংশয়টী আমার এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা প্রকাশ

তন্মে ব্রূহি বরারোহে ! সংশয়োঽয়ং বরাননে ! ।
নির্দ্ধনো হি যথা দ্রব্যং তৎ স্মরামি পুনঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ।

বিষ্ণোস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মহালক্ষ্মীঃ স্মিতাননা।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা বচনং চারুহাসিনী ॥ ১৩ ॥

মহালক্ষ্মীরুবাচ।

শৃণু শৌরে ! বচো মহ্যং সগুণাঽহং চতুর্ভুজ ! ।
মাং জানাসি ন জানাসি নির্গুণাং সগুণালয়াম্ ॥ ১৪ ॥
ত্বং জানীহি মহাভাগ ! তয়া তৎ প্রকটীকৃতম্।
পুণ্যং ভাগবতং বিদ্ধি বেদসারং শুভাবহম্ ॥ ১৫ ॥

ভবতীতি তস্যাঃ স্বরূপনির্দ্ধারণার্থোঽয়ং প্রশ্ন ইতি মন্তব্যম্ ॥ ১১ ॥ (তন্মেব্রূহীতি। নির্দ্ধনঃ দরিদ্রপুরুষঃ যথা দৈবাৎ দ্রব্যং ধনং প্রাপ্য নিরন্তরং তদেবস্মরতি অহমপি তদ্বৎ স্মরামীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইদানীং বিষ্ণুকৃতপ্রশ্নস্যোত্তরবাক্যং বক্তুমুপক্রমমাহ বিষ্ণোরিতি। স্মিতাননা ঈষদ্ধাস্যবদনা। চারুমনোহরং হসতীতি ॥ ১৩ ॥ তদেব বক্তব্যমারভতে শৃণুশৌরে ইতি শৌরে ইতি সম্বোধনেন শৌর্য্যশালিনামগ্রণীত্বং সূচিতম্। যদ্বা সৃষ্টিপ্রবাহবৎ অবতারাদেরপি নিত্যত্বমনুস্মারয়ন্ প্রতিদ্বাপরং শূরবংশে কৃষ্ণরূপেণাবতীর্ণত্বং বোধয়তি ॥ ১৪ ॥) যাং নির্গুণাং গুণত্রয়োপচয়াপচয়রহিতসাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণীং ন জানাসি ত্বং তয়া মূলদেব্যা ভুবনেশ্বর্য্যা তৎপ্রকটীকৃতমিত্যাহ তয়া তৎপ্রকটীকৃতমিতি। ভাগবতমিতি ভগবত্যা মায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণ্যা প্রতিপাদকমর্দ্ধশ্লোকাত্মকং সূত্রভূতমেব সর্ব্ববেদসারং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তিকিঞ্চনেতি সর্ব্ববেদতাৎপর্য্যার্থপ্রতিপাদকবাক্যার্থাভিলাপকং

করিয়া বলিতে পারিতেছি না ; বস্তুত কেবল দরিদ্র ব্যক্তির ধন লাভের ন্যায় বারংবার তাহাই স্মরণ করিতেছি, অতএব তুমি এই বৃত্তান্তটী বলিয়া আমার সমস্ত সন্দেহ অপনয়ন কর ॥ ১১—১২ ॥

বেদব্যাস বলিলেন, বৎস ! তাহার পর সেই চারুহাসিনী দেবী মহালক্ষ্মী ভগবান্ বিষ্ণুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীতিসহকারে ঈষৎ হাস্যবদনে কহিলেন, শৌরে ! আমার কথা শ্রবণ কর, তাহা হইলেই তোমার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইবে। দেখ, তুমি যেমন গুণধর্ম্মী হইয়া চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হইয়াছ, সেইরূপ আমিও গুণধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি বলিয়াই মূর্ত্তিমতী হইয়া তোমার দৃষ্টিগোচরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ; সেই জন্যই তুমি আমায় জানিতে পারিতেছ ; কিন্তু, সেই সমস্তগুণের আশ্রয়রূপা নির্গুণা পরাশক্তিকে জানিতে পার নাই ॥ ১৩—১৪ ॥ (বিষ্ণো ! তুমি মহাপ্রভাব সম্পন্ন হইয়াও সেই মহাদেবীর অর্থাৎ এখনি যাঁহাকে আমি গুণাতীতা সাম্যাবস্থ মহামায়োপহিত ব্রহ্মচৈতন্যরূপা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম,

কৃপাঞ্চ মহতীং মন্যে দেব্যাঃ শত্রুনিষূদন ! ।
যয়া প্রোক্তং পরং গুহ্যং হিতায় তব সুব্রত ! ॥ ১৬ ॥
রক্ষণীয়ং সদা চিত্তে ন বিস্মার্য্যং কদাচন।
সারং হি সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মহাবিদ্যাপ্রকাশিতম্ ॥ ১৭ ॥
নাতঃ পরং বেদিতব্যং বর্ত্ততে ভুবনত্রয়ে।
প্রিয়োঽসি খলু দেব্যাস্ত্বং তেন তে ব্যাহৃতং বচঃ ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা মহালক্ষ্ম্যাশ্চতুর্ভুজঃ।
দধার হৃদয়ে নিত্যং মত্বা মন্ত্রমনুত্তমম্ ॥ ১৯ ॥

পুরাণং মন্ত্ররূপং প্রকটীকৃতং বিদ্ধি ॥ ১৫ ॥ নম্বেতাদৃশং রহস্যং ভুবনেশ্বর্য্যা পামরায় বালকায় মহ্যং কিমিত্যুপদিষ্টমিতি চেত্তত্রাহ কৃপাঞ্চেতি। নান্যদত্র কারণং পশ্যামি কেবলং ভগবতী-কৃপৈবাত্র কারণং মন্যে। যয়া স্বমুখেনৈবাতি রহস্যমুক্তম্ ॥ ১৬ ॥ মহাবিদ্যা শ্রীভুবনেশ্বরী তয়া প্রকাশিতম্ ॥১৭॥ ইদং যদি ত্বয়ানুভূয়তে তদাতঃপরং কিমপি বেদিতব্যমবশিষ্টং নৈবাস্তি। বাচা-রম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেবসত্যমিতি। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্দক্ষিণত-শ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠমিত্যাদিশ্রুতিভিঃ সর্ব্বকারণজ্ঞানেন ॥১৮॥

(ইতি শ্রুত্বেতি। দেবীমুখাৎ স্বপ্রশ্নস্যোত্তরবাক্যমাকর্ণ্য শ্লোকার্দ্ধভাগমপি সম্পূর্ণশ্লোক-মপ্রজ্ঞায়াপি সর্ব্বোত্তমং মন্ত্রং বুদ্ধা হৃদয়ে দধার ধৃতবান্ বীজমন্ত্রবৎ শ্লোকতাৎপর্য্যার্থধারণাং

তাঁহারই আবরণশক্তি দ্বারা বিস্মৃত প্রায় হইয়াছ বলিয়াই কোথা হইতে শ্লোকার্দ্ধ উচ্চারিত হইল জানিতে পারিতেছ না; অতএব আমি সে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি নিশ্চয়রূপে অবধারণ কর। সেই মহাদেবী ভগবতীকর্ত্তৃক আকাশ মার্গ হইতে শ্লোকার্দ্ধ ভাগ প্রকটিত হইয়াছে। ঐ দুই চরণ শ্লোকটী সমস্ত বেদের সারভূত পরম পবিত্রকর ভাবী ভাগবত গ্রন্থের বীজ-স্বরূপ এবং জীবনিকরের বিশেষত তোমার ভূয়িষ্ঠ মঙ্গলজনক বলিয়া জানিবে। হে সুব্রত ! যিনি সেই পরম গুহ্যতম শ্লোকার্দ্ধ ভাগ বলিয়াছেন তিনি সেই মহাদেবী ভগবতীই অপর নহেন্। কারণ, তুমি প্রতি কল্পেই দেবতা ও ঋষিদিগের বিঘ্নকারী এমন কি সমস্ত জগতের কণ্টকস্বরূপ দুরাচার রাক্ষস বা অসুরগণের দমন করিয়া থাক বলিয়া বোধ হয় তোমার প্রতি সদয় হইয়া তোমারই মঙ্গলের জন্য ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৫—১৬ ॥ তুমি ঐ উপদেশমূলক শ্লোকার্দ্ধভাগ অন্তরে দৃঢ়রূপে ধারণা করিও, কদাচ বিস্মৃত হইও না; কেননা, ঐ উপদেশটী বিশ্বনিস্তারকারিণী ভগবতী ব্রহ্মবিদ্যাকর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছে; সুতরাং উহাই যে সর্ব্ব শাস্ত্রের সারভূত তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ১৭ ॥ এই ত্রিলোকী মধ্যে ইহা অপেক্ষা প্রকৃত জানিবার যোগ্য বিষয় আর কিছুই নাই; তুমি দেবীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বলিয়া সেই জন্যই তিনি তোমাকে ঐরূপ পরম গুহ্য তত্ত্বটী উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস শুক ! ভুজ চতুষ্টয় পরিশোভিত ভগবান্ বিষ্ণু দেবী মহালক্ষ্মীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সেই শ্লোকার্দ্ধ ভাগকে অনির্ব্বচনীয় মহিমাপূর্ণ মন্ত্র বলিয়া বুঝিতে

কালেন কিয়তা তত্র তন্নাভিকমলোদ্ভবঃ।
ব্রহ্মা দৈত্যভয়াত্রস্তো জগাম শরণং হরিম্ ॥ ২০ ॥
ততঃ কৃত্বা মহাযুদ্ধং হত্বা তৌ মধুকৈটভৌ।
জজাপ ভগবান্ বিষ্ণুঃ শ্লোকার্দ্ধং বিশদাক্ষরম্* ॥ ২১ ॥
জপন্তং বাসুদেবঞ্চ দৃষ্ট্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ।
পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ কঞ্জজঃ কমলাপতিম্ ॥ ২২ ॥
কিং ত্বং জপসি দেবেশ ! ত্বত্তঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি বৈ।
যৎ স্মৃত্বা পুণ্ডরীকাক্ষ ! প্রীতোঽসি জগদীশ্বর ! ॥ ২৩ ॥

হরিরুবাচ।

ময়ি ত্বয়ি চ যা শক্তিঃ ক্রিয়াকারণলক্ষণা।
বিচারয় মহাভাগ ! যা সা ভগবতী শিবা ॥ ২৪ ॥

কৃতবান্ নিত্যমনিশং জপন্ সন্নিতিশেষঃ ॥ ১৯ ॥ এবমুক্তিপ্রত্যুক্তিরূপবাক্যাবসানাৎ কিয়তিকালে গচ্ছতি সতি মহালক্ষ্ম্যাদিষ্টঃ পুরুষঃ বিষ্ণুনাভিকমলাজ্জাত ইতি সূচয়ন্নাহ শুকং প্রতিবেদব্যাসঃ ইতি শ্রুত্বেতি। দৈত্যৌ মধুকৈটভৌ তাভ্যাং যদ্ভয়ং তস্মাৎ ত্রস্তঃ প্রাণশঙ্কিতঃ। এতৌ দুর্জ্জয়ৌ দানবৌ অধুনৈব তপস্বিনং মাং সংহরিষ্যত ইতি জীবননাশভয়াৎ বিচলিত-হৃদয়ঃ সন্ হরেঃশরণং ভক্তক্লেশহরং হরিরূপমাশ্রয়ং জগাম প্রাপ ইত্যন্বয়ঃ ॥২০॥) ক্রিয়াকার-

---

পারিয়া নিরন্তর হৃদয়ে ধারণা করিয়া রাখিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে সর্ব্বলোক স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই বটপত্র-শয়ান বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হইলেন; (তৎ-কালে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াই নিজের উৎপত্তির কারণ কে, আর আমিই বা কে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সহসা মধু আর কৈটভ নামে দুই দৈত্য আসিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার উপক্রম করিল) তদ্দর্শনে, তিনি ভয়ে বিত্রত হইয়া সেই বটপত্রে শয়ান যোগ-নিদ্রাভিভূত ভগবান্ হরির শরণাগত হইলেন ॥১৯—২০॥ পরে ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রা হইতে সমুত্থিত হইয়া দুর্দ্দান্ত দানব মধুকৈটভের সহিত সুচির কাল ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তাহা-দিগকে কালকবলে প্রেরণপূর্ব্বক পূর্ব্বোল্লিখিত সেই বিস্পষ্টাক্ষর শ্লোকার্দ্ধরূপ মন্ত্রটী একান্ত চিত্তে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ পদ্মযোনি প্রজাপতি ব্রহ্মা কমলাপতি বাসুদেবকে জপ করিতে দেখিয়া পরম প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২২ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষ ! আপনি সমস্ত দেবগণের এবং সমস্ত জগতের ঈশ্বর হইয়া কি জপ করিতেছেন ? এই বিশ্বমধ্যে আপনা অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ বা পূজ্যতম বস্তু আছে কি ? বিশেষত আপনি যখন জপ্য বিষয় স্মরণ করিয়া একেবারে প্রেমে উৎফুল্ল হইতেছেন, তখন, অবশ্যই ইহাতে কোন গূঢ় কারণ আছে ! ॥ ২৩ ॥

---

* ষোড়শাক্ষরং ইতি বা পাঠঃ।

যস্যাধারে জগৎ সর্ব্বং তিষ্ঠত্যত্র মহার্ণবে।
সাকারা যা মহাশক্তিঃ* রমেয়া চ সনাতনী ॥ ২৫ ॥
যয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ২৬ ॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ২৭ ॥
অহং ত্বমখিলং বিশ্বং তস্যাশ্চিচ্ছক্তিসম্ভবম্।
বিদ্ধি ব্রহ্মন্নসন্দেহঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদাঽনঘ ! ॥ ২৮ ॥

ণেতি। কার্য্যকারণলক্ষণেতি তাৎপর্য্যম্ ॥২১—২৪॥ সা সর্ব্বাধিষ্ঠানকূটস্থব্রহ্মরূপিণ্যস্তীত্যাহ যস্যাধারে ইতি। অত্র সন্ধিরার্ষঃ। যস্যা আধারে ইতি তু চ্ছেদঃ। অভেদে ভেদমারোপ্য যস্যা আধারে ইত্যুক্তম্। যদাত্মকে আধারে ইতি তু রহস্যম্। মহার্ণবে মহার্ণবসদৃশে গম্ভীরে অগাধে আধার ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ বিস্তর ইতি। ব্যাসকৃতবিস্তর ইত্যর্থঃ। তথাদ্যুগে কৃতযুগে হিরণ্যগর্ভকৃতবিস্তর ইত্যর্থঃ। দ্বাদশস্কন্ধে হিরণ্যগর্ভকৃতবিস্তরস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ২৬ – ২৯ ॥

ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে ভগবান্ হরি বলিলেন, প্রজাপতে ! তুমিত নিজেও বিজ্ঞানসম্পন্ন; তবে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? একবার স্থিরচিত্তে স্বয়ং মনে বিচার করিয়া দেখ না কেন ? তোমাতে এবং আমাতে যে কার্য্যকারণলক্ষণা শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন তিনি কে ? ফল কথা এই যে, আমি যাঁহাকে জপ বা স্মরণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছি তিনি সেই সর্ব্ব-মঙ্গল-স্বরূপিণী ব্রহ্মময়ী দেবী ভগবতীই জানিবে ॥২৪॥ এই প্রলয়কালীন মহার্ণবের উপরিভাগেও এই সমস্ত জগৎ যে সাকার রূপ আধার শক্তিতে অবস্থিত রহিয়াছে ইহা আর কেহ নহে ; সেই নিত্য চৈতন্যরূপিণী সনাতনী অপরিমেয়া মহাশক্তি ব্রহ্মময়ী ভগবতীই জানিবে ॥২৫॥ যিনি এই সচরাচর বিশ্বের পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তিনিই অর্থাৎ আমার এই উপাস্য মহাদেবীই যখন দেহিদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদাত্রী হয়েন, তখনই তাহারা অবলীলাক্রমে দুশ্ছেদ্য সংসারপাশ ছিন্ন করিয়া বিমুক্ত হইয়া যায় ॥ ২৬ ॥ সেই নিত্যস্বরূপা পরাশক্তিই ব্রহ্মবিদ্যা রূপে বিশুদ্ধ চিত্ত সাধকদিগের মুক্তির হেতুভূত হয়েন ; আবার মূঢ় মানবগণের সংসারপাশ বন্ধনের কারণও তিনি; ফলত এই বিশ্ব সংসার মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া বিশ্রুত, তিনি সেই সমস্ত ঈশ্বরগণেরও পরমেশ্বরী (অর্থাৎ সেই চিদ্রূপা পরাশক্তিই চৈতন্যরূপে দেহধারী মাত্রকেই পরিচালন করিয়া থাকেন। চিৎশক্তির অভাব হইলে সাধারণ জীবের কথা দূরে থাকুক্ সর্ব্ব মঙ্গলময় দেবাদিদেব শিবেরও নড়িবার শক্তি থাকে না। মূল কথা এই যে চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম আর তদাধারভূত চিৎশক্তি দুই পদার্থ নহে। যেমন দাহিকাশক্তি, আর প্রকাশশক্তি অগ্নি বা সূর্য্যেরই নামান্তর মাত্র; এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ

* সা কাপি বর্ত্ততে শক্তিঃ ইতি বা পাঠঃ।

শ্লোকার্দ্ধেন তয়া প্রোক্তং তদ্বৈ ভাগবতং কিল।
বিস্তরো ভবিতা তস্য দ্বাপরাদৌ যুগে তথা ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ব্রহ্মণা সংগৃহীতঞ্চ বিষ্ণোস্তু নাভিপঙ্কজে*।
নারদায় চ তেনোক্তং পুত্রায়ামিতবুদ্ধয়ে ॥ ৩০ ॥
নারদেন তথা মহ্যং দত্তং হি মুনিনা পুরা।
ময়া কৃতমিদং পূর্ণং দ্বাদশস্কন্ধবিস্তরম্ ॥ ৩১ ॥
তৎ পঠস্ব মহাভাগ! পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
পঞ্চলক্ষণযুক্তঞ্চ দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥
তত্ত্বজ্ঞানরসোপেতং সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রসমং পুণ্যং বেদার্থেনোপবৃংহিতম্ ॥ ৩৩ ॥

পূর্ণমিতি। ব্রহ্মণা শতকোটিবিস্তরং কৃত্বা নারদায়োপদিষ্টং তেন মহ্যমুপদিষ্টং তস্য সারাংশং গৃহীত্বা ময়া দ্বাদশস্কন্ধপরিমিতং পূর্ণং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥ (যত্তু দ্বাদশস্কন্ধাদিপরিপূর্ণং ময়া প্রণীতং তৎপঠস্ব অধ্যয়নেনাবধারয়েত্যর্থঃ ন কেবলং মৎপ্রণীতত্বাদধ্যয়নপ্রয়োজনং কিন্তু মায়াশবলিতকূটস্থচৈতন্যরূপিণ্যা দেব্যা ভগবত্যাশ্চরিতেনোপবৃংহিতত্বাদ্‌ব্রহ্মসম্মিতং বেদতুল্যম্ কিঞ্চ সর্গপ্রতিসর্গাদিপঞ্চলক্ষণোপলক্ষিতম্ ॥ ৩২ ॥ ইদানীং অস্যৈব

জানিবে ॥ ২৭ ॥ প্রজাপতে! তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়াছে বলিয়াই আমি এই সমস্ত গূঢ় কথা বলিতেছি। দেখ, তুমি বা আমি অথবা এই অখিল বিশ্ব ফল কথা এই যে বস্তুজাত যাহা কিছু আছে সে সমস্তই তাঁহার সেই চিৎশক্তি হইতে সম্ভূত জানিবে; ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ করিও না ॥ ২৮ ॥ সেই মহাদেবী ভগবতী শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা আমায় যাহা উপদেশ করিয়াছেন উহাই ভাগবত শাস্ত্রের বীজস্বরূপ জানিবে; কিন্তু, দ্বাপর যুগের প্রথমে নিশ্চয়ই সেই গ্রন্থের বিস্তার হইবে ॥ ২৯ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, পূর্ব্বে (কল্পান্তসময়ে) লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমলে বসিয়াই সেই গুহ্যতম সুদুর্লভ শ্লোকার্দ্ধরূপ উপদেশটী সংগ্রহ করিয়া অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন নিজ মানসপুত্র দেবর্ষি নারদকে উপদেশ করেন। তাহার পর, মহামুনি নারদ কৃপা করিয়া আমাকে প্রদান করেন। আমি উহা লাভ করিয়াই দ্বাদশ স্কন্ধে সম্পূর্ণ করিয়া গ্রন্থাকারে সুবিস্তার করিয়াছি ॥ ৩০—৩১ ॥ রে বৎস! ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা তুমি অত্যন্ত প্রভাবশালী হইয়াছ, সুতরাং ইহা তোমারই অধ্যয়নের যোগ্য। অতএব, তুমি এক্ষণে সেই মহাদেবী ভগবতীর অনির্ব্বচনীয় চরিতাবলিপরিপূর্ণ পঞ্চ লক্ষণসম্পন্ন দ্বিতীয় বেদের ন্যায় এই মহাপুরাণ ভাগবত গ্রন্থটী আমার নিকট অধ্যয়ন কর ॥ ৩২ ॥ (রে বৎস! এই

---

* মুখপঙ্কজাৎ ইতি বা পাঠঃ।

বৃত্রাসুরবধোপেতং নানাখ্যানকথাযুতম্ ।
ব্রহ্মবিদ্যানিধানন্তু সংসারার্ণবতারকম্ ॥ ৩৪ ॥
গৃহাণ ত্বং মহাভাগ ! যোগ্যোঽসি মতিমত্তরঃ ।
পুণ্যং ভাগবতং নাম পুরাণং পুরুষর্ষভ ! ॥ ৩৫ ॥
অষ্টাদশসহস্রাণাং শ্লোকানাং কুরু সংগ্রহম্ ।
অজ্ঞাননাশনং দিব্যং জ্ঞানভাস্করবোধকম্ ॥ ৩৬ ॥

পুরাণস্য সর্ব্বোত্তমতাং প্রতিপাদয়ন্নাহ তত্ত্বজ্ঞানেতি। সর্ব্বেষাং সর্ব্বেভ্যঃ পুরাণেভ্য উত্তমমিতিশেষঃ। যতঃ বেদার্থৈর্নোপবৃংহিতং ততঃ ধর্ম্মশাস্ত্রবৎ পুণ্যং পবিত্রজনকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ বৃত্রাসুরবধেতি। নানাখ্যানকথাযুতং শ্রুতিসুখদমুপদেশগর্ভঞ্চ বিবিধাখ্যানপূর্ণম্ বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যায়ানিধানং অতঃ সংসারসাগরস্য তারকমিতিভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ এবং সর্ব্বগুণোপেত ভাগবতগ্রহণে স্বপুত্রস্য শুকস্যৈবাধিকারং প্রদর্শয়ন্নাহ গৃহাণ ত্বমিতি। যতস্ত্বং মতিমতাং শ্রেষ্ঠঃ অতএব গৃহাণ অধীত্যাবধারয় ॥ ৩৫ ॥ কতিশ্লোকগ্রহণে মম চিত্তশান্তির্ভবেদিতিচেৎ তত্রাহ অষ্টাদশসহস্রাণীতি। অজ্ঞাননাশনে কারণং দর্শয়তি জ্ঞানভাস্করবোধকমিতি ॥ ৩৬ ॥

অপূর্ব্ব ভাগবত গ্রন্থের কিরূপ মাহাত্ম্য এবং ইহাতে কোন্ কোন্ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে ক্রমান্বয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর।) এই ভূমণ্ডলে অপরাপর পুরাণ প্রভৃতি যে সমস্ত শাস্ত্র আছে তাহাদিগের সকলাপেক্ষা ইহাকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া জানিবে। কেননা এই গ্রন্থখানি তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ এবং সমস্ত বেদার্থ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত; সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় ইহা অত্যন্ত পবিত্র জনক!। এই গ্রন্থে বৃত্রাসুরবধ প্রভৃতি নানাকথা পূর্ণ ভূরি ভূরি আখ্যান সকল সন্নিবেশ করিয়াছি; বিশেষত ইহাতে নিগূঢ় ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্ব নিহিত থাকায় নিশ্চয় জানিও যে, ইহাই একমাত্র ভীষণ সংসার সমুদ্র পারের সেতু স্বরূপ! ॥ ৩৩—৩৪ ॥ বৎস! সাধারণ মানবের কথা দূরে থাকুক্ মহা মহা ঋষিদিগের মধ্যেও তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহাতে বোধ হয় সেই মহাদেবী ভগবতীর প্রসাদে তোমার পরম সৌভাগ্য পরিবর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই সহসা এরূপ তত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে! বলিতে কি এই ভাগবত গ্রন্থ ধারণে তুমিই যথার্থ যোগ্যপাত্র! অতএব তুমি এই পরম পবিত্রকর ভাগবত নামক মহাপুরাণটী আমার নিকট অধ্যয়ন করিয়া ইহার মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ কর। রে পুত্র! আমি তোমায় বারংবার অনুরোধ করিতেছি আমার কথা রক্ষা করিয়া এই অজ্ঞান অন্ধকার নাশক অচিরাৎ জ্ঞান সূর্য্যের উদ্‌বোধক অলৌকিক মাহাত্ম্য সম্পন্ন অষ্টাদশসহস্র শ্লোকপূর্ণ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া ইহার সমস্ত তাৎপর্য্য সংগ্রহ কর। ইহার মাহাত্ম্য অধিক আর কি বলিব, সুমহৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপ ধনে পরিপূর্ণ দীর্ঘায়ুষ্কর সমস্ত সুখশান্তিপ্রদ সর্ব্বমঙ্গলময় এই মহাপুরাণ ভক্তিভাবে পাঠ বা শ্রবণ করিলে, তাদৃশ সৌভাগ্যবান্ পবিত্রাত্মা মানবদিগের কেবল যে ভবযাতনাই তিরোহিত হইবে তাহা নহে ইহ কালেও পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনপ্রভৃতি যে কোনও সুখসম্পদ্ মনুষ্য লোকে পাওয়া সম্ভব তৎসমস্তই আসিয়া তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইবে। বৎস! এই সর্ব্বমঙ্গলময়ী পুরাণ সংহিতাটী তুমি পাঠ

ন চেন্মনসি তে শান্তির্বচসা মম সুব্রত ! ।
গচ্ছ ত্বং মিথিলাং পুত্র ! পালিতাং জনকেন হ ॥ ৪৫ ॥
স তে মোহং মহাভাগ ! নাশয়িষ্যতি ভূপতিঃ ।
জনকো নাম ধর্ম্মাত্মা বিদেহঃ সত্যসাগরঃ ॥ ৪৬ ॥
তং গত্বা নৃপতিং পুত্র ! সন্দেহং স্বং নিবর্ত্তয় ।
বর্ণাশ্রমাণাং ধর্ম্মাংস্ত্বং পৃচ্ছ পুত্র ! যথাতথম্ ॥ ৪৭ ॥
জীবন্মুক্তঃ স রাজর্ষির্ব্রহ্মজ্ঞানমতিঃ শুচিঃ ।
তথ্যবক্তাঽতিশান্তশ্চ যোগী যোগপ্রিয়ঃ সদা ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্যাসস্যামিততেজসঃ ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শুকশ্চারণিসম্ভবঃ ॥ ৪৯ ॥

(নচেদিতি। সুব্রতেতিসম্বোধনেন শুকস্য ব্রহ্মচর্য্যদার্ঢ্যং জ্ঞাপয়তি। মম বচসা উপদেশবাক্যেন যদি তে তব শান্তির্ন স্যাৎ তর্হি মিথিলাং গচ্ছ জনকেন পালিতামিত্যুক্ত্যা সাম্রাজ্যপালকস্যাপি তত্ত্বজ্ঞানবত্তাং সূচয়তি। পুনঃ পুত্রেতি সম্বোধ্য স্নেহাধিক্যং দর্শয়তি ॥ ৪৫ ॥ মিথিলাগমনে ফলং দর্শয়ন্নাহ স তে মোহমিতি। স ভূপতিরপি বিদেহঃ দেহোপাধিশূন্যঃ তত্র হেতুং নির্দ্দিশতি সত্যসাগর ইতি ধর্ম্মে আত্মামনো যস্য সঃ ॥ ৪৬ ॥ তং গত্বেতি। হে পুত্র! যথাতথং ক্রমমনতিক্রম্যেত্যর্থঃ তং তাদৃশং তত্ত্বজ্ঞানবিশারদং নরপতিং পৃচ্ছেত্যন্বয়ঃ। জিজ্ঞাস্যবিষয়ং নির্দ্দিশতি বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনাং তথা আশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্য্যাদীনাং তত্র তত্রাশ্রমে যে যে ধর্ম্মা অনুষ্ঠেয়াস্তানিতিশেষঃ ॥ ৪৭ ॥ ভূয়ো জনকস্যপ্রভাবং সংকীর্ত্তয়ন্ শুকস্য শান্তিপ্রদানে সামর্থ্যং দর্শয়তি জীবন্মুক্ত ইতি ॥ ৪৮ ॥) জীবন্মুক্তো বিদেহশ্চেতি। যদি জীবন্মুক্তোঽস্তি তর্হি কামক্রোধাদ্যভাবাৎকথং রাজ্যং শাস্তি যদি তৎসত্ত্বাদ্রাজ্যং শাস্তি তর্হি

প্রভাবে প্রত্যক্চৈতন্য স্বরূপ জানিয়া লোকে বিদেহ নামে বিশ্রুত হইয়াছেন ॥ ৪২—৪৬ ॥ পুত্র! তুমি সেই নরপতির নিকট যাইয়া যথাযথ সমস্ত বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রম ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা কর; ফলকথা এই যে, তাঁহার নিকট নিগূঢ় তত্ত্ব সকলের উপদেশ লইয়া মনের সংশয় নিবারণ কর। সেই পবিত্রাত্মা রাজর্ষি জনকের বুদ্ধি ব্রহ্মবিদ্যায় দৃঢ়ীভূত হইয়াছে; তিনি আত্মতথ্য বক্তৃতায় অতীব পটীয়ান্ সর্ব্বদাই প্রশান্তস্বভাব, যোগশাস্ত্রপ্রিয়; কেবল যে, যোগ শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেই ভাল বাসেন তাহা নহে; স্বয়ং যোগের অনুষ্ঠান পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন; অধিক আর কি বলিব বৎস! তিনি পৃথিবীতে জীবন্মুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৪৭—৪৮ ॥

সূত কহিলেন, শৌনক! অরণীগর্ভ সম্ভূত মহাপ্রভাবশালী শুকদেব অমিততেজা বেদব্যাসের এইরূপ আশ্চর্য্যজনক জনক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! আপনি নিরন্তর ধর্ম্মগত চিত্ত; সুতরাং আপনার কথায় অশ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য নহে; তথাপি, এ বিষয়টীতে আমি অতীব বিস্মিত হইয়াছি; কারণ, আলোক আর অন্ধকার যেমন পরস্পর

দম্ভোঽয়ং কিল ধর্ম্মাত্মন্! ভাতি চিত্তে মমাঽধুনা।
জীবন্মুক্তো বিদেহশ্চ রাজ্যং শাস্তি মুদান্বিতঃ॥ ৫০॥
বন্ধ্যাপুত্র ইবাভাতি রাজাঽসৌ জনকঃ পিতঃ।
কুর্ব্বন্ রাজ্যং বিদেহঃ কিং সন্দেহোঽয়ং মমাঽদ্ভুতঃ॥ ৫১॥
দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং ভূপং বিদেহং নৃপসত্তমম্।
কথং তিষ্ঠতি সংসারে পদ্মপত্রমিবাম্ভসি॥ ৫২॥
সন্দেহোঽয়ং মহাংস্তাত! বিদেহে পরিবর্ত্ততে।
মোক্ষঃ কিং বদতাং শ্রেষ্ঠ! সৌগতানামিবাপরঃ॥ ৫৩॥
কথং ভুক্তমভুক্তং স্যাদকৃতং চ কৃতং কথম্।
ব্যবহারঃ কথং ত্যাজ্য ইন্দ্রিয়াণাং মহামতে!॥ ৫৪॥

জীবন্মুক্তঃ কথং তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবত্বাদুভয়োর্ব্যবহারয়োরিত্যর্থঃ॥৪৯—৫০॥ (বন্ধ্যেতি। অয়ং বন্ধ্যায়াঃ পুত্রো যাতি ইতি যথা তথা মম চিত্তে ভাতি অধুনা ভবদ্বাক্যং শ্রুত্বেতিযাবৎ তথা চেত্যত্র যদুক্তং পরমপূজ্যপাদৈঃশ্রীভগবচ্ছঙ্করাচার্য্যৈঃ। "কূর্ম্মপৃষ্ঠতনুত্রাণঃ খপুষ্পকৃত-শেখরঃ এষবন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গধনুর্দ্ধরঃ।" ইত্যাদ্যলীকমিবভাতীত্যর্থঃ॥ ৫১॥ ইদানীং তাদৃশং নরপতিং প্রতি দিদৃক্ষাতিশয্যং জ্ঞাপয়ন্নাহ দ্রষ্টুমিচ্ছামীতি॥ ৫২॥) অস্মিন্ পক্ষে দেহপাত এব মোক্ষঃ সৌগতানামস্তি তদ্বদয়ং মোক্ষঃ সম্পন্নঃ যাবজ্জীবং রাজ্যং কৃত্বাত্মানু-ভবাভাবেঽপি মোক্ষঃ সিধ্যতীত্যাহ মোক্ষঃকিমিতি॥ ৫৩॥ ননু জ্ঞানিনাং ভুক্তমপ্যভুক্তং

বিরুদ্ধ ধর্ম্মপ্রযুক্ত কথনই উভয়ের একত্র সমাবেশ হয় না, সেইরূপ রাজ্যশাসন আর তত্ত্বজ্ঞান কদাচই এক ব্যক্তিতে থাকিতে পারে না; কিন্তু, এক্ষণে আপনার মুখে শুনিতেছি যে, নরপতি জনক পরমানন্দে রাজ্য শাসন করিতেছেন অথচ তিনি জীবন্মুক্ত ও বিদেহ নামে প্রসিদ্ধ! ইহাতে আমার মনে এই উপাধি দুইটী কেবল দম্ভমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে॥৪৯—৫০॥ পিতঃ! বলিতে কি আপনার এই কথাটীতে আমার অন্তরে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; কেননা মিথিলাধিপতি জনক যথানিয়মে রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিয়াও কি প্রকারে যে দেহ উপাধিপরিশূন্য হইলেন ইহা ভাবিয়া দেখিলে ঠিক যেন চিরবন্ধ্যার পুত্রোপন্যাসের ন্যায় বলিয়া প্রতীতি হয়।। যাহা হউক্ এক্ষণে, সেই দেহ উপাধি বর্জ্জিত রাজসত্তম মিথিলাপতিকে দেখিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে; কেননা তিনি সংসারে থাকিয়া কিরূপে জলস্থ পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লেপে অবস্থান করিতেছেন সেইটী প্রত্যক্ষ করিয়া সমস্ত সংশয় নিরাস করিব। পিতঃ! আপনি বেদ-তত্ত্বাদি বক্তাদিগের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন এই জন্য কিছু বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছি; কিন্তু, সেই নরপতি জনকের বিদেহত্ব বিষয়ে এতদূর সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছি না; বস্তুত এটী যেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকের মুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে!॥ ৫১—৫৩॥

মাতা পুত্রস্তথা ভার্য্যা ভগিনী কুলটা তথা।
ভেদাভেদঃ কথং ন স্যাদ্যদ্যেতন্মুক্ততা কথম্ ॥ ৫৫ ॥
কটু ক্ষারং তথা তীক্ষ্ণং কষায়ং মিষ্টমেবচ।
রসনা যদি জানাতি ভুঙ্ক্তে ভোগাননুত্তমান্ ॥ ৫৬ ॥
শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিপরিজ্ঞানং যদা ভবেৎ।
মুক্ততা কীদৃশী তাত! সন্দেহোঽয়ং মমাদ্ভুতঃ ॥ ৫৭ ॥
শত্রুমিত্রপরিজ্ঞানং বৈরং প্রীতিকরং সদা।
ব্যবহারে পরে তিষ্ঠন্ কথং ন কুরুতে নৃপঃ ॥ ৫৮ ॥

কৃতমপ্যকৃতমস্তীতি ন দোষ ইতি চেত্তত্রাহ কথং ভুক্তমিতি ॥ ৫৪—৫৫ ॥ ভুঙ্ক্তে ভোগানন্যথা কথং ভোগঃ স্যাদিতিভাবঃ ॥ ৫৬ ॥ (শীতোষ্ণেতি। হে তাত! যদা শীতোষ্ণাদেঃ পরিজ্ঞানং ভবেৎ তদা সা মুক্তিঃ কীদৃশীত্যয়ং মমাদ্ভুত সন্দেহো জাত ইতি ॥ ৫৭ ॥ ভূয়োঽপি সন্দেহাধিক্যমুদ্ভাবয়ন্নাহ শত্রুমিত্রেতি। নৃপোজনকঃ পরে ব্যবহারে সমৃদ্ধিশালিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠমানঃ ব্যবহারচূড়ান্তরূপং রাজ্যং পালয়ন্ সন্নিত্যর্থঃ শত্রুমিত্রাদেঃ পরিজ্ঞানং কথং ন

পিতঃ! আপনিত পরম জ্ঞানী; আচ্ছা, বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারস্থ জ্ঞানী পুরুষের যদি সমস্ত কার্য্যই যথা নিয়মে সম্পাদিত হইতে থাকিল, তাহা হইলে আর কি করিয়া বলিব যে, তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার কার্য্য পরিত্যাগ হইয়াছে; তিনি নিয়মমত অন্নাদি ভক্ষণ বা কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, অথচ বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার সেসকল আহার বিহারাদি কোন কার্য্যই করা হয় নাই!। ইহা যে কেন স্বীকার করিতে হইবে তাহার কিছুই মর্ম্ম বুঝিলাম না। মাতা কি পুত্র কি ভার্য্যা কি ভগিনী অথবা কুলটা রমণী প্রভৃতিতে জ্ঞানীর কি ভেদাভেদ জ্ঞান হয়না? ফলত সংসারে থাকিলে, এসকল বিষয়ে অবশ্যই ভেদ বুদ্ধি থাকিবে; যদি থাকাই সম্ভব হইল, তবে কি বলিয়া তাঁহার জীবন্মুক্ততা স্বীকার করা যাইতে পারে? ॥ ৫৪-৫৫ ॥ পিতঃ! যদি সংসারী তত্ত্বজ্ঞানীর রসনা কটু, ক্ষার, তীব্র, কষায় বা মিষ্টাদি সমস্ত রসের আস্বাদ অনুভব করিতে সমর্থ হইল, ফল কথা এই যে, সংসারে থাকিয়া তিনি ভোগবিলাসী পুরুষের মত নানা প্রকার উৎকৃষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদিও উদর সাৎ করিবেন এবং সাধারণের ন্যায় তাঁহার শীতোষ্ণ বা সুখ দুঃখাদিরও অনুভব হইবে অথচ তিনি দেহোপাধি পরিশূন্য জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত; ইহা যে কি প্রকার মুক্তি তাহা কোন ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না; এই জন্যই আমার মনে অদ্ভুত সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৬-৫৭ ॥

যখন সামান্য ব্যবহারে থাকিলেও ভেদাভেদ বুদ্ধির অন্যথা হয় না, তখন তিনি যে নরপতি হইয়া বিশেষত ব্যবহারের চূড়ান্ত স্বরূপ রাজপদে থাকিয়া এ শত্রু আর এ মিত্র এটী দ্বেষ্য আর এইটী প্রীতিদায়ক এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞান করিবেন না, ইহা কদাচই সম্ভবপর নহে; রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক জন দুরাত্মা চোর আর এক জন নিরপরাধ ধর্ম্মাত্মা তাপসকে

চৌরং বা তাপসং বাপি সমানং মন্যতে কথম্।
অসমা যদি বুদ্ধিঃ স্যাম্মুক্ততা তর্হি কীদৃশী ॥ ৫৯ ॥
দৃষ্টপূর্ব্বো ন মে কশ্চিজ্জীবন্মুক্তশ্চ ভূপতিঃ।
শঙ্কেয়ং মহতী তাত! গৃহে মুক্তঃ কথং নৃপঃ ॥ ৬০ ॥
দিদৃক্ষা মহতী জাতা শ্রুত্বা তং ভূপতিং তথা।
সন্দেহবিনিবৃত্ত্যর্থং গচ্ছামি মিথিলাং প্রতি ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকস্য জনক দর্শনার্থং মিথিলাগমনপ্রার্থনায়াং ষোড়ষোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

কুরুতে করোত্যেবেতি মন্মনসিভাতীতিভাবঃ ॥ ৫৮ ॥ শক্রমিত্রাদৌ সমবুদ্ধৌ সত্যাং কথমপি রাজ্যরক্ষণং ন সম্ভবেৎ বুদ্ধের্বৈষম্যেঽপি চ নৈবকদাচিজ্জীবন্মুক্ততাসিদ্ধিরিতি দিবারাত্রয়ো-রেকত্রসমাবেশবৎ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবয়োস্তয়োর্ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠতাসাম্রাজ্যপালনক্রিয়য়ো-রেকপুরুষাবস্থায়িত্বাসম্ভাবনাং দর্শয়ন্নাহ চৌরমিতি॥৫৯॥ পক্ষদ্বয়োরেকপুরুষনিষ্ঠতাং দূষয়িত্বে-দানীং তাদৃশস্য বিষয়ভোগিজীবন্মুক্তপুরুষস্যাত্যন্তাভাবং সমর্থয়ন্নাহ দৃষ্টপূর্ব্বোনেতি। গৃহে-তিষ্ঠন্ ভূপতির্ভূমিপালকোঽপি জীবন্মুক্তঃ কশ্চিন্নামাস্তি চেৎ ভদ্রম্ মন্মাত্তু তাদৃশঃ খপুষ্পবৎ পুরুষো ন পূর্ব্বং দৃষ্ট ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৬০ ॥ দিদৃক্ষেতি। অসম্ভাবিত্বেঽপি ভবন্মুখাৎ তং ভূপতিং তাদৃশং জীবন্মুক্তং ভূপতিং শ্রুত্বা ভূপালকস্যাপি জীবন্মুক্ততাং শ্রুতেতিভাবঃ মম মহতী বলবতীত্যর্থঃ দিদৃক্ষা দর্শনলালসা জাতা এবম্ভূতস্যাদ্ভুতসন্দেহস্য নিরাকরণায় মিথিলাং প্রতি গচ্ছামি অতএব হে মহাভাগ ত্বামাপৃচ্ছে ইত্যুত্তরেণাম্বয়ঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকেপ্রথমস্কন্ধেষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

কি প্রকারে সমান বোধ করিবেন? সেরূপ করিলে অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার রাজ্য দস্যু-সঙ্কুল হইয়া উৎসন্ন যায় এবং তিনি নিজেও সেই ঘোর অধর্ম্ম জন্য উভয় লোক হইতে পরি-ভ্রষ্ট হইয়া সুচিরকাল নিরয় নিলয়ে বাস করিয়া কঠোর যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন; আবার এ দিকেও দেখুন, যদি বুদ্ধির বৈষম্য ভাবই থাকিল, তাহা হইলে আর তিনি কি প্রকারে সেই জীবন্মুক্ততা জন্য অনন্ত সুখানুভবের অধিকারী হইতে পারেন? ॥ ৫৮—৫৯ ॥ পিতঃ! কোনও ভূপতি যে জীবন্মুক্ত আছেন ইতঃপূর্ব্বে আমি আর কখনই এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করি নাই; এই জন্যই আমার অন্তরে অতিশয় শঙ্কার উদয় হইতেছে; রাজর্ষি জনক গৃহে থাকিয়া বিশেষত যথাবিহিত রাজ্য শাসন করিয়াও জীবন্মুক্ত রূপে দেহ যাত্রা নিষ্পাদন করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! পিতঃ! আপনার মুখে সেই নরপতির তাদৃশ আশ্চর্য্য প্রভাবের কথা শুনিয়াবধি তাঁহাকে দর্শনের নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে; অতএব আপনি অনুমতি করিলেই এই সন্দেহটী নিবারণের জন্য মিথিলার উদ্দেশে যাত্রা করি॥৬০-৬১॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে জনক দর্শনার্থে শুকদেবের মিথিলা গমন প্রার্থনা বিষয়ক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা পিতরং পুত্রঃ পাদয়োঃ পতিতঃ শুকঃ।
বদ্ধাঞ্জলিরুবাচেদং গন্তুকামো মহামনাঃ ১॥ ॥
আপৃচ্ছে ত্বাং মহাভাগ গ্রাহ্যং তে বচনং ময়া।
বিদেহান্দ্রষ্টুমিচ্ছামি পালিতান্ জনকেন তু॥ ২॥
বিনা দণ্ডং কথং রাজ্যং করোতি জনকঃ কিল।
ধর্ম্মে ন বর্ত্ততে লোকো দণ্ডশ্চেন্ন ভবেদ্যদি॥ ৩॥
ধর্ম্মস্য কারণং দণ্ডো মন্বাদিপ্রহিতঃ সদা।
স কথং বর্ত্ততে তাত সংশয়োঽয়ং মহান্মম॥ ৪॥

ষট্‌ষষ্টিশ্লোকবর্গৈস্তু জনকস্য পরীক্ষণম্।
মিথিলায়াং গতঃ কর্ত্তুং শুকইত্যেতদীর্য্যতে॥

ইত্যুক্ত্বেতি॥ ১—২॥ বর্ত্ততইতি। বর্ত্ততেত্যর্থঃ॥ ৩॥ (দণ্ডং বিনা কদাচিল্লোকস্থিতি র্ন সম্ভবেদিতি পূর্ব্বশ্লোকোক্তং সমর্থয়ন্নাহ ধর্ম্মস্যেতি। ধর্ম্মরক্ষার্থমেব মন্বাদিভির্মহর্ষিভির্দণ্ডঃ-প্রহিতঃ। ধর্ম্মস্য হি দণ্ডমূলকত্বাৎ। অয়মর্থঃ। যতঃ দণ্ডভয়াদেব সর্ব্বাঃ প্রজাঃ স্বধর্ম্মেতিষ্ঠন্তি

সূত বলিলেন, মহর্ষিগণ! তাহার পর বলিতেছি শ্রবণ করুন্। মহাত্মা শুকদেব মিথিলা গমনাভিলাষে এইরূপ মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াই পিতার চরণযুগলতলে পতিত হইয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহাভাগ! আপনার কথা আমি সমস্তই গ্রহণ করিলাম; এক্ষণে, সেই জনকরাজ-পালিত বিদেহরাজ্য দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। নরপতি জনক দণ্ড প্রয়োগ ব্যতীত কিরূপে রাজ্য শাসন করেন? আর যদি দণ্ড প্রয়োগ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যস্থ প্রজাগণ বিনাদণ্ডে কি প্রকারেইবা স্বধর্ম্মে অবস্থিত রহিয়াছে, এই সমস্ত ব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত বাসনা হইতেছে॥ ১—৩॥ পিতঃ! এই সংসারস্থ সমস্ত প্রজাগণ কেবল দণ্ডভয়েই যে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে তাহা বোধ হয় কাহারই অবিদিত নাই; মনু প্রভৃতি মহাত্মা ঋষিগণ একমাত্র ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্তই দণ্ডবিধি শাস্ত্র সকলের প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, নরপতি জনকের রাজ্যে যদি সেই দণ্ড প্রয়োগ না থাকে; তাহা হইলে কিরূপে যে তাঁহার প্রজাপুঞ্জ স্বধর্ম্মে অবস্থিত রহিয়াছে ইহা বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না; সুতরাং এবিষয়ে আমার অন্তরে সুমহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি সুমহৎ তপঃপ্রভাবে সমস্ত দুর্দ্দান্ত রিপুদিগকে জয় করিয়াছেন; সুতরাং আপনার

মম মাতা স্ত্রিয়ং বন্ধ্যা তদ্বজ্জাতি বিচেষ্টিতম্ ।
পৃচ্ছামি ত্বাং মহাভাগ ! গচ্ছামি চ পরন্তপ ! ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ ।

তং দৃষ্ট্বা গন্তুকামঞ্চ শুকং সত্যবতীসুতঃ ।
আলিঙ্গ্যোবাচ পুত্রং তং জ্ঞানিনং নিঃস্পৃহং দৃঢ়ম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

স্বস্ত্যস্তু শুক ! দীর্ঘায়ুর্ভব পুত্র ! মহামতে ! ।
সত্যাং বাচং প্রদত্ত্বা মে গচ্ছ তাত ! যথাসুখম্ ॥ ৭ ॥
আগন্তব্যং পুনর্গত্বা মমাশ্রমমনুত্তমম্ ।
ন কুত্রাপি চ গন্তব্যং ত্বয়া পুত্র ! কথঞ্চন ॥ ৮ ॥
সুখং জীবামি পুত্রাহং দৃষ্ট্বা তে মুখপঙ্কজম্ ।
অপশ্যন্দুঃখমাপ্নোমি প্রাণস্ত্বমসি মে সুত ! ॥ ৯ ॥

অতএব মন্বাদিভির্দ্দণ্ডঃপ্রযুক্তঃ ॥ ৪ ॥) মম মাতেতি । যদি মাতা বন্ধ্যা তদা বক্তুরভাবাদিদং বাক্যমেব নস্যাত্তদ্বদ্দণ্ডো যদি ন স্যাত্তর্হি ধর্ম্ম এব ন স্যাৎ । যদি পুনর্দণ্ডোঽস্তি তদা শমাদ্যভাবাদ্জ্ঞানমেব ন স্যাদিতি ভাবঃ ॥৫—৬॥ সত্যাং বাচং পুনরাগমিষ্যামীত্যেবং রূপাম্ ॥৭॥ (আগন্তব্যমিতি । মিথিলাং গত্বা পুনর্ম্মমৈবেদমুত্তমমাশ্রমং আগন্তব্যম্ । হে পুত্র ! কথঞ্চন কথমপি চিত্তচাঞ্চল্যবশাদিত্যর্থঃ । ত্বয়া কুত্রাপি কস্মিন্নপি দেশে ন গন্তব্যং কদাচিৎ সন্ন্যাসাদ্যাশ্রমঃ সহসা নাঙ্গীকর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥ আশ্রমপ্রত্যাগমনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্নাহ সুখং

কথায় অশ্রদ্ধা করা মূঢ়তামাত্র ! কিন্তু, আমার এই মাতা বন্ধ্যা, এই কথাটীও যেমন সত্য, জনকের ব্যাপারও আমার মনে ঠিক্ সেইরূপ প্রতীতি হইতেছে ; অতএব আপনি অনুমতি করুন, আমি মিথিলার উদ্দেশে গমন করি ॥ ৪—৫ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ ! তাহার পর, সত্যবতী-তনয় মহর্ষি বেদব্যাস নিতান্ত সংসার নিস্পৃহ পরম প্রজ্ঞাবান্ পুত্র শুকদেব মিথিলা যাইতে অভিলাষী হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে পুনঃপুন আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৬ ॥ বৎস ! তুমি নিজ অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে সংসারের সমস্ত তত্ত্বই বুঝিতে পারিয়াছ, সুতরাং তোমাকে কোন কথা অধিক বলা কেবল নিরর্থক বাগাড়ম্বর মাত্র ! রে পুত্র ! আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও, সর্ব্বতোভাবে তোমার মঙ্গল হউক । যদি মিথিলা যাইতে তোমার একান্তই বাসনা হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার নিকট সত্যবাক্যরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যথা সুখে গমন কর ॥ ৭ ॥ বৎস ! (সেই সত্য প্রতিজ্ঞাটী কি প্রকার তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর) তুমি এখান হইতে মিথিলা যাইয়া মহাত্মা জনকের নিকট তত্ত্বোপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় আমার এই মঙ্গলময় আশ্রমেই প্রত্যাগমন করিবে কদাচ আর অন্যত্র যাইবে না ॥ ৮ ॥

দৃষ্ট্বা ত্বং জনকং পুত্র ! সন্দেহং বিনিবর্ত্ত্য চ।
অত্রাগত্য সুখং তিষ্ঠ বেদাধ্যয়নতৎপরঃ ॥ ১০ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সোঽভিবাদ্যার্য্যং কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্।
চলিতস্তরসাতীব ধনুর্মুক্তঃ শরো যথা ॥ ১১ ॥
সংপশ্যন্ বিবিধান্ দেশান্ লোকাংশ্চ বিত্তধর্ম্মিণঃ।
বনানি পাদপাংশ্চৈব ক্ষেত্রাণি ফলিতানি চ ॥ ১২ ॥
তাপসাংস্তপ্যমানাংশ্চ যাজকান্দীক্ষয়ান্বিতান্।
যোগাভ্যাসরতান্ যোগিবানপ্রস্থান্ বনৌকসঃ ॥ ১৩ ॥

জীবামীতি। হে পুত্র ! সর্ব্বসদ্গুণবত্তয়া ত্বমেব প্রাণস্বরূপোঽসি অতস্তে তব মুখপঙ্কজং দৃষ্ট্বা অহং সুখং যথা স্যাৎ তথা জীবামি জীবিতুং শক্নোমি যাবজ্জীবং সুখেনৈব কালং যাপয়িষ্যামীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৯ ॥ ভবাংস্তু মন্মুখং দৃষ্ট্বা সুখং জীবিষ্যসি ময়া পুনঃ কেন কালোঽতিবাহনীয় ইতি চেত্তত্রাহ দৃষ্ট্বা ত্বমিতি। অত্রাশ্রমে প্রত্যাগত্য বেদাধ্যয়নতৎপরঃ সন্ ত্বমপি সুখং তিষ্ঠ অস্মাভিঃ সহ সুখেন কালমতিপাতয়িষ্যসীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

ইত্যুক্ত ইতি। স শুকদেবঃ পিত্রা ইত্যাদিষ্টঃ সন্ আর্য্যং পিতরং বেদব্যাসং অভিবাদ্য প্রদক্ষিণঞ্চ কৃত্বা ধনুষঃ ক্ষিপ্তো বাণ ইব অতীব তরসা বেগেন চলিতঃ প্রস্থিতঃ ॥ ১১ ॥ সংপশ্যন্নিতি। বিত্তং ধনমেব ধর্ম্মঃ বিত্তধর্ম্মঃ সোঽস্ত্যেষামিতি বিত্তধর্ম্মিণস্তান্ অত্র তু নিন্দায়াং মতুবিতি বোধ্যম্ বিত্তার্জ্জনস্বভাবা ইতি যাবৎ। বিত্তেন ধর্ম্মাচরণশীলা ইত্যেকে ॥১২॥ যোগিবান-

---

রে পুত্র ! তুমিই আমার জীবনস্বরূপ ! অধিক কি, আমি যদি তোমাকে পুনরায় না দেখিতে পাই তাহা হইলে এতদূর যন্ত্রণা হইবে যে, বোধ হয় জীবন ধারণে সমর্থ হইব না, কিন্তু তুমি আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া যদি একান্তই দারপরিগ্রহ না কর তথাপি আমি তোমার ঐ নির্ম্মল মুখপঙ্কজ দর্শন করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব ॥ ৯ ॥ বৎস ! তুমি রাজর্ষি জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মনোগত সমস্ত সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক এই আশ্রমে আসিয়া সতত বেদাধ্যয়নে তৎপর হইয়া সুখে অবস্থান কর ॥ ১০ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইমত আদেশ করিলে, মহাত্মা শুকদেব পরমগুরু পিতাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া কার্ম্মুকনিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় অতীব বেগসহকারে মিথিলা গমনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ পথিমধ্যে তিনি বিবিধ দেশ, নানাপ্রকার জীবিকাবলম্বী লোক ফলভারাবনত তরুবর শস্যময় ক্ষেত্র সকল দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলেন; এবং স্থানে স্থানে তপশ্চর্য্যানিরত তাপসগণ কোন স্থানে বা দীক্ষান্বিত যাজ্ঞিকপুরুষ যোগাভ্যাসরত যোগী ও বানপ্রস্থধর্ম্মানুষ্ঠায়ী বনবাসী আবার দেশবিশেষে শৈব, পাশুপত, সৌর, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী লোক সকলকে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন; কিন্তু, কাহাকেও কিছু না বলিয়া মনে মনে কেবল নিজ স্বরূপ

শৈবান্ পাশুপতাংশ্চৈব সৌরাঙ্গাক্তাংশ্চ বৈষ্ণবান্।
বীক্ষ্য নানাবিধান্ ধর্ম্মান্ জগামাতিস্ময়ন্মুনিঃ॥ ১৪॥
বর্ষদ্বয়েন মেরুঞ্চ সমুল্লঙ্ঘ্য মহামতিঃ।
হিমাচলঞ্চ বর্ষেণ জগাম মিথিলাং প্রতি॥ ১৫॥
প্রবিষ্টো মিথিলাং মধ্যে পশ্যন্ সর্ব্বর্দ্ধিমুত্তমাম্।
প্রজাশ্চ সুখিতাঃ সর্ব্বাঃ সদাচারাঃ সুসংস্থিতাঃ॥ ১৬॥
ক্ষত্ত্রা নিবারিতস্তত্র কস্ত্বমত্র সমাগতঃ।
কিন্তে কার্য্যং বদস্বেতি পৃষ্টস্তেন ন চাঽব্রবীৎ॥ ১৭॥
নিঃসৃত্য নগরদ্বারাৎ স্থিতঃ স্থাণুরিবাচলঃ।
বিস্মিতোঽতিহসংস্তস্থৌ বচো নোবাচ কিঞ্চন॥ ১৮॥

প্রতীহার উবাচ।

ব্রূহি মূকোঽসি কিং ব্রহ্মন্! কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ।
চলনঞ্চ বিনা কার্য্যং ন ভবেদিতি মে মতিঃ॥ ১৯॥

প্রস্থানিতি সমস্তপদম্॥ ১৩—১৫॥ মধ্যে মিথিলামধ্যে॥ ১৬॥ ক্ষত্তা দ্বারপালঃ॥ ১৭॥ নিস্সৃত্যেতি। মৌনমাস্থায় দ্বারদেশং মুক্ত্বা দ্বারস্যাগ্রে তস্থৌ ইত্যর্থঃ॥ ১৮॥

তত্ত্ব বিচার করিতে করিতে গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন॥ ১২—১৪॥ এইরূপে মহাত্মা শুকদেব অবিচ্ছেদে দুই বৎসর কাল গমন করিয়া মেরুপর্ব্বত এবং এক বৎসরে হিমগিরিকে অতিক্রম করিয়া মিথিলায় উপস্থিত হইলেন॥ ১৫॥ তিনি সেই ধন-ধান্যাদি-বিবিধঐশ্বর্য্য-শোভায় পরিশোভিত নগরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তত্রত্য প্রজাগণ সকলেই স্বধর্ম্ম নিরত এবং সদাচারসম্পন্ন অথচ সকলেই পরম সুখে কাল হরণ করিতেছে॥ ১৬॥ শুকদেব কিয়ৎকাল মাত্র এইরূপ শোভা সন্দর্শন করিয়া ক্রমশ যেমন পুরাভ্যন্তরভাগে প্রবিষ্ট হইবেন অমনি দ্বারপাল আসিয়া নিবারণ পূর্ব্বক কহিল, তুমি কে? কোথা হইতে আসিলে? এখানে তোমার কি কার্য্য আছে বল! দ্বারপাল এইরূপ বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি কিছুই বলিলেন না; কেবল নগরদ্বারের বহির্ভাগে আসিয়া স্থাণুর (মুড়গাছের) ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন; ফলত সে সময় তিনি একটী কথামাত্রেরও প্রয়োগ করিলেন না। (দ্বারপালের তাদৃশ কঠোর ব্যবহার দর্শনে) অতীব বিস্মিত হইয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন॥ ১৭—১৮॥

(শুকদেবকে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া) প্রতীহার পুনরায় কহিল, অহে ব্রাহ্মণ! তুমি বোবা নাকি, কথা কহিতেছ না কেন? এস্থলে কিজন্য আসিয়াছ বল? কোনও কার্য্য ব্যতীত কাহারও কুত্রাপি যে গমনাগমন হয় না তাহা আমার বিলক্ষণ বোধ আছে। অহে

রাজাজ্ঞয়া প্রবেষ্টব্যং নগরেঽস্মিন্‌ সদা দ্বিজ !।
অজ্ঞাতকুলশীলস্য প্রবেশো নাত্র সর্ব্বথা ॥ ২০ ॥
তেজস্বী ভাসি নূনং ত্বং ব্রাহ্মণো বেদবিত্তমঃ।
কুলং কার্য্যঞ্চ মে ব্রূহি যথেষ্টং গচ্ছ মানদ !॥ ২১ ॥

শুক উবাচ।

যদর্থমাগতোঽস্ম্যত্র তৎ প্রাপ্তং বচনাত্তব।
বিদেহনগরং দ্রষ্টুং প্রবেশো যত্র দুর্লভঃ ॥ ২২ ॥
মোহোঽয়ং মম দুর্বুদ্ধেঃ সমুল্লঙ্ঘ্য গিরিদ্বয়ম্‌।
রাজানং দ্রষ্টুকামোঽহং পর্য্যটন্‌ সমুপাগতঃ ॥ ২৩ ॥

চলনং চেতি। আগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥ ততো যথেষ্টং গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥
যদর্থমিতি। মন্মতে স্বয়ং জ্ঞানী ন স্থিতঃ। কিন্তু পিত্রায়ং জ্ঞানী নিশ্চিতস্তত্রাশ্চর্য্যং মম জাতমিতি দ্রষ্টুমাগতঃ। স জ্ঞানপ্রকাশস্তত্থানুভূতো ময়া যন্মাদৃশানাং প্রবেশাভাব ইতি

দ্বিজ ! রাজার অনুমতি হইলে সকল সময়েই এই নগরে প্রবেশ করিতে পারা যায়, অন্যথা অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির এ স্থলে কোন প্রকারেই প্রবেশাধিকার নাই ॥ ১৯—২০ ॥ আমি নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিয়াছি আপনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং অত্যন্ত তপস্তেজা সুতরাং বিনয় বা দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণসকল আপনাদের নৈসর্গিক ভূষণ; আমি পুনঃপুন কঠোর উক্তি করিলেও আপনি সেই জন্যই কোন উত্তর করেন নাই, আপনারাই প্রকৃতরূপ শাস্ত্র বা মহতের মান রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব, ব্রহ্মন্‌! আমি বিনয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি কৃপা করিয়া বলুন্‌ এখানে কি কার্য্যের উদ্দেশে আসা হইয়াছে এবং নিজ আবির্ভাবে কোন কুলকে পবিত্র করিয়াছেন ? দেখুন্‌, ইহাতে আপনি দুঃখিত হইবেন না; কেননা, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়াই আমি এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি; ফলকথা এই যে আপনি আমার জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলির উত্তর দিয়া এই নগরীর মধ্যে যে স্থলে ইচ্ছা হয় গমন করুন্‌ ॥ ২১ ॥

দ্বারাধ্যক্ষের এই সমস্ত কথা শুনিয়া শুক কহিলেন, প্রতীহার ! এই নগরটীর নাম বিদেহ !! কেন না, ইহার অধীশ্বর দেহ-উপাধি বর্জ্জিত !! সুতরাং রাজ্য বা নগর সেই নামেই বিশ্রুত; এদিকে কিন্তু, কেহ দর্শন কামনায় আসিলে তাহার পক্ষে নগরে প্রবেশ পর্য্যন্ত ও দুর্লভ। অতএব, আমি এখানে যে প্রয়োজনে আসিয়াছিলাম তোমার কথা মাত্রেই আমার সে সমস্তই পাওয়া হইয়াছে ॥ ২২ ॥ আমার যদি বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকিত তাহা হইলে আর এরূপ ভ্রমে পতিত হইতাম না; ফলত আমি অতিশয় নির্ব্বোধ, সেইজন্য মেরু এবং হিমালয় নামক সেই সুদুস্তর পর্ব্বতদ্বয় অতিক্রম পূর্ব্বক একমাত্র রাজদর্শন লালসায় সুদীর্ঘ পথপর্য্যটন ক্লেশ সহ্য করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥২৩॥ মহাত্মন ! দ্বার-

বঞ্চিতোঽহং স্বয়ং পিত্রা দূষণং কস্য দীয়তে।
ভ্রামিতোঽহং মহাভাগ! কর্ম্মণা [illegible] মহীতলে ॥ ২৪ ॥
ধনাশা পুরুষস্যেহ পরিভ্রমণকারণম্।
সা মে নাস্তি তথাপ্যত্র সংপ্রাপ্তোঽস্মি ভ্রমাৎ কিল ॥ ২৫ ॥
নিরাশস্য সুখং নিত্যং যদি মোহে ন মজ্জতি।
নিরাশোঽহং মহাভাগ! মগ্নোঽস্মিন্ মোহসাগরে ॥ ২৬ ॥
ক মেরুর্মিথিলা কেয়ং পদ্ভ্যাঞ্চ সমুপাগতঃ।
পরিভ্রমফলং কিং মে বঞ্চিতো বিধিনা কিল ॥ ২৭ ॥
প্রারব্ধং কিল ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যথবাশুভম্।
উদ্যমস্তদ্বশে নিত্যং কারয়ত্যেব সর্ব্বথা ॥ ২৮ ॥

ভাবঃ ॥ ২২—২৫ ॥ মোহসাগরে ইতি। অতো ময়া দুঃখং প্রাপ্তং ন তত্রাস্যাপরাধ ইত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥ নম্বেবং ক্লেশং ভুক্ত্বা নিরর্থকঃ কিমর্থমাগতস্ত্বমিতি চেত্তত্রাহ প্রারব্ধমিতি। অবশ্যং প্রারব্ধং কর্ম্ম ভোক্তব্যম্। উদ্যম উদ্যোগস্তু তদ্বশে নিত্যং বর্ত্ততে তমিতি শেষোঽত্র কর্ত্তব্যঃ। তমুদ্যোগং তৎপ্রারব্ধং সর্ব্বথা কারয়তি ব্যাপারম্। উদ্যোগো যস্মো ব্যাপারং করোতি তেনোদ্যোগেন প্রারব্ধং কর্ম্ম কারয়তি ন তত্র মদধীনতা কাচিদস্তীতি ভাবঃ। হৃক্রোরন্যতরস্যামিতি দ্বিকর্ম্মত্বম্ ॥ ২৮ ॥ বিদেহো নাম ভূপতিরিতি। যত্রেতি-

---

পাল! তুমি কিছু মনে করিও না আমি তোমার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হই নাই; কেননা, আমার পিতাই যখন স্বয়ং আমাকে ঠকাইলেন, তখন অপরের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিলে কি হইবে। অথবা আমার কর্ম্মসূত্রই হয়ত আমাকে ভূতলে আনিয়া ভ্রমণ করাইতেছে। এই পৃথিবীতে একমাত্র ধনাশাই মনুষ্যের পরিভ্রমণের কারণ, কিন্তু আমার অন্তরে সে আশার গন্ধমাত্রও নাই, তথাপি কেবল ভ্রমে পড়িয়াই এরূপ দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিলাম ॥২৪—২৫॥ ক্ষত্তঃ! ইহ সংসারে যে মানব সর্ব্বতোভাবে আশাপাশ হইতে বিমুক্ত, সে যদি কোন প্রকারে মোহজালে নিমগ্ন না হয়, তাহা হইলে সে নিত্য সুখের অধিকারী হইতে পারে; আমিও আশার দাস নহি, তথাপি কেবল ঘোরতর অজ্ঞানহ্রদে ডুবিয়াই ঈদৃশ দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইলাম ॥২৬॥ হায়! কোথায় সেই মেরু পর্ব্বত আর কোথায় এই মিথিলা! পায়ে হাঁটিয়া এই সুদুস্তর পথ অতিক্রম পূর্ব্বক এখানে আসিলাম, ওঃ কি কর্ম্মভোগ! আহা, আমার পর্য্যটনের কেমন চমৎকার ফল ফলিল দেখ! পরন্তু, ইহাতে কাহারও দোষ নাই; শুদ্ধ সেই বিধাতাই আমার প্রতি এইরূপ প্রতারণাজাল বিস্তার করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ শুভই হউক আর অশুভই হউক প্রারব্ধ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; যতই কেন চেষ্টা কর না কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না; সমস্ত উদ্যমই প্রারব্ধের বশীভূত। ইচ্ছা না থাকিলেও প্রারব্ধকর্ম্ম ঠিক্ যেন কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনিয়া জীবকে ফল ভোগে প্রবর্ত্তিত করে ॥ ২৮ ॥ দেখ, এস্থলে স্বয়ং বেদও মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজমান নাই আর

ন তীর্থং ন চ বেদোঽত্র যদর্থমিহ মে শ্রমঃ।
অপ্রবেশঃ পুরে জাতো বিদেহো নাম ভূপতিঃ॥ ২৯॥
ইত্যুক্ত্বা বিররামাশু মৌনীভূত ইব স্থিতঃ।
জ্ঞাতো হি প্রতিহারেণ জ্ঞানী কশ্চিদ্দ্বিজোত্তমঃ॥ ৩০॥
সামপূর্ব্বমুবাচাসৌ তং ক্ষত্তা সংস্থিতং মুনিম্।
গচ্ছ ভো যত্র তে কার্য্যং যথেষ্টং দ্বিজসত্তম!॥ ৩১॥
অপরাধো মম ব্রহ্মন্! যন্নিবারিতবানহম্।
তৎ ক্ষন্তব্যং মহাভাগ! বিমুক্তানাং ক্ষমা বলম্॥ ৩২॥

শুক উবাচ।

কিন্তেঽত্র দূষণং ক্ষত্তঃ পরতন্ত্রোঽসি সর্ব্বদা।
প্রভুকার্য্যং প্রকর্ত্তব্যং সেবকেন যথোচিতম্॥ ৩৩॥
ন ভূপদূষণঞ্চাত্র যদহং রক্ষিতস্ত্বয়া।
চৌরশত্রুপরিজ্ঞানং কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা বুধৈঃ॥ ৩৪॥

শেষঃ ॥২৯—৩৫॥ প্রতীহারস্ত্বেষ জ্ঞানী বাঽজ্ঞানী বেতি বুভুৎসয়া অপ্রকৃতমেব পৃচ্ছতি কিং

কোন তীর্থও নাই যে জন্য আমি অশেষ ক্লেশরাশি ভোগ করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম! এখানে আছেন কে? না, একটী রাজা! তিনি আবার দেহ উপাধি শূন্য অথচ তাঁহার পুর মধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই; কি আশ্চর্য্য!!॥ ২৯॥

শুকদেব এই সমস্ত কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তূষ্ণীম্ভূতের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন; এদিকে দ্বারপাল তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ও দেহকান্তি দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, ইনি কোন ব্রহ্মর্ষি-কুলোৎপন্ন জ্ঞানী পুরুষ হইবেন॥ ৩০॥ তখন দ্বারপাল সেই মৌনভাবে অবস্থিত শুকদেবকে অতি বিনীতভাবে সুমধুর বাক্যে কহিল, দ্বিজসত্তম! এই পুর-মধ্যে আপনার যে স্থলে অভিলাষ হয় গমন করুন। ব্রহ্মন্! আমি প্রথমে আপনাকে চিনিতে না পারিয়া যে, প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম সে জন্য আমার ঘোরতর অপ-রাধ ঘটিয়াছে; আপনি স্বীয় ঔদার্য্য গুণে আমায় ক্ষমা করুন! দেখুন, মুক্ত পুরুষদিগের ক্ষমাই প্রধান বল॥ ৩১—৩২॥

শুকদেব তাহার ঈদৃশ বিনয়গর্ভ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, ক্ষত্তঃ! এ বিষয়ে তোমার দোষ কি? তুমিত, সর্ব্বদাই পরাধীন! যথাবিহিত প্রভুর আদেশ পালন করাই ত সেবকের কর্ত্তব্য কার্য্য। তুমি আমায় নিবারণ করিয়াছ বলিয়া যে, আমি এ বিষয়ে রাজার প্রতিই কোন প্রকার দোষারোপ করিতেছি তাহাও মনে করিও না; কেননা, চোর আসিল কি শত্রু আসিল, তাহার অনুসন্ধান লওয়া প্রজ্ঞাবান্ রাজা বা রাজপুরুষদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য

মমৈব সর্ব্বথা দোষো যদহং সমুপাগতঃ।
গমনং পরগেহে যল্লঘুতায়াশ্চ কারণম্ ॥ ৩৫ ॥

প্রতীহার উবাচ।

কিং সুখং দ্বিজ! কিং দুঃখং কিং কার্য্যং শুভমিচ্ছতা।
কঃ শক্রুর্হিতকর্ত্তা কো ব্রূহি সর্ব্বং মমাদ্য বৈ ॥ ৩৬ ॥

শুক উবাচ।

দ্বৈবিধ্যং সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বত্র দ্বিবিধো জনঃ।
রাগী চৈব বিরাগী চ তয়োশ্চিত্তং দ্বিধা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥
বিরাগী ত্রিবিধঃ কামং জ্ঞাতোঽজ্ঞাতশ্চ মধ্যমঃ।
রাগী চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্খশ্চ চতুরস্তথা ॥ ৩৮ ॥
চাতুর্য্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং শাস্ত্রজং মতিজস্তথা।
মতিস্তু দ্বিবিধা লোকে যুক্তাযুক্তেতি সর্ব্বথা ॥ ৩৯ ॥

সুখমিতি। শুভমিচ্ছতা কার্য্যং কর্ত্তব্যং কিম্ ॥ ৩৬ ॥ দ্বৈবিধ্যমিতি। যতো দ্বিবিধো জনস্ততো দ্বৈবিধ্যং সর্ব্বত্র বর্ত্ততে। দ্বৈবিধ্যমেবাহ রাগী চৈব বিরাগী চেতি। কিং জাত্যানয়োর্ভেদো নেত্যাহ তয়োশ্চিত্তমিতি। চিত্তদ্বৈবিধ্যাদেব রাগিবিরাগিদ্বৈবিধ্যং ন স্বত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র বিরাগিণোঽবান্তরভেদমাহ বিরাগী ত্রিবিধ ইতি। জ্ঞাতঃ লোকৈরেতস্য বৈরাগ্যং স্পষ্টমেব জ্ঞায়ত ইতি তীব্রবৈরাগ্যবান্ জ্ঞাত ইত্যুচ্যতে। অজ্ঞাতশ্চ মন্দবৈরাগ্যবাঁল্লোকৈরজ্ঞাতবৈরাগ্যবান্। মধ্যমস্তু লোকৈঃ কিঞ্চিজ্জ্ঞাতবৈরাগ্যবান্। রাগিণোঽপ্যবান্তরভেদমাহ রাগী দ্বিতি ॥ ৩৮ ॥ মতিজং শাস্ত্রাবিরুদ্ধমযুক্তমতিরহিতং মত্যা তর্কিতবিষয়ং একম্। শাস্ত্র-

---

কার্য্য বলিয়াই জানিও ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অতএব যখন আমি সহসা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি তখন আমারই সম্পূর্ণ দোষ; কেননা, এই জগতে পরগৃহে গমনই লঘুতার প্রধান কারণ !! ॥ ৩৫ ॥ এই কথা শুনিয়া প্রতীহার কহিল, ব্রহ্মন্! ইহ সংসারে ঐশ্বর্য্যাভিলাষী পুরুষের কর্ত্তব্য কার্য্য কি? আর সুখ দুঃখইবা কি এবং শত্রু কে? আর হিতকর্ত্তাই বা কে? এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া এই কয়েকটী কথার উত্তর প্রদানে আমায় চরিতার্থ করুন্ ॥ ৩৬ ॥

শুকদেব কহিলেন, প্রতীহার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর। দেখ, এই সমস্ত লোকমধ্যে মানবগণের চিত্তগত দুই প্রকার ভেদ থাকায়, সুতরাং তাহাদিগকেও রাগী ও বিরাগী নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; অতএব তাহাদিগের সমস্ত কার্য্যগতিও দুই ভাগে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৩৭ ॥ তাহার পর, সেই বিরাগীও আবার জ্ঞাত, অজ্ঞাত ও মধ্যম নামে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সেইরূপ রাগীর মধ্যেও কতক মূর্খ আর কতকগুলি চতুর থাকায়, শাস্ত্রে তাহাদিগকেও দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥ চাতুর্য্যও শাস্ত্র-জন্য আর বুদ্ধি-জন্য হওয়ার দুই প্রকার বলিয়া উক্ত

প্রতীহার উবাচ।

যদুক্তং ভবতা বিদ্বন্নার্থজ্ঞোঽহং দ্বিজোত্তম!।
তৎ সর্ব্বং বিস্তরেণাদ্য যথার্থং বদ সত্তম! ॥ ৪০ ॥

শুক উবাচ।

রাগো যস্যাস্তি সংসারে স রাগীত্যুচ্যতে ধ্রুবম্।
দুঃখং বহুবিধং তস্য সুখঞ্চ বিবিধং পুনঃ ॥ ৪১ ॥
ধনং প্রাপ্য সুতান্দারান্ মানঞ্চ বিজয়ন্তথা।
তদপ্রাপ্য মহদ্দুঃখং ভবত্যেব ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৪২ ॥
কার্য্যং তস্য সুখোপায়ঃ কর্ত্তব্যং সুখসাধনম্।
তস্যারাতিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সুখবিঘ্নং করোতি যঃ ॥ ৪৩ ॥

বিষয়কং চাতুর্য্যং দ্বিতীয়ম্। শিষ্টলৌকিকব্যবহারবিষয়কং তৃতীয়ম্। তচ্চাশিষ্টব্যবহারবিষয়কমিতি ফলিতোঽর্থঃ ॥৩৯—৪১॥ ধনং প্রাপ্যেতি। এতেন কিং সুখং কিং দুঃখমিত্যস্যোত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৪২ ॥ কিং কার্য্যমিত্যস্যোত্তরমাহ কার্য্যং তস্যেতি। যেন সুখং ভবতি স উপায়ঃ কর্ত্তব্যঃ। কঃ শত্রুরিত্যস্যোত্তরমাহ তস্যারাতিরিতি ॥ ৪৩ ॥ ননু সুখদুঃখকার্য্যশত্রু-

হইয়াছে; আবার বুদ্ধিও লোকে দুইপ্রকার দৃষ্ট হয়, একটী শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গত আর একটী সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রযুক্তিবিরুদ্ধ ॥ ৩৯ ॥

প্রতীহার কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি সাধুশিরোমণি তত্ত্বজ্ঞপুরুষ। সুতরাং আপনার এপ্রকার গভীর উপদেশগর্ভ বাক্যের সহজে অর্থ ভেদ করা কি মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধির সাধ্য? ফলত আপনি যাহা বলিলেন, তাহার একটী বর্ণমাত্রও বুঝিতে পারি নাই অতএব এক্ষণে দয়া করিয়া এরূপ বিশদভাবে বলুন যাহাতে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারি ॥ ৪০ ॥

শুক বলিলেন, দ্বারপাল! স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর; যে ব্যক্তির সংসারে অনুরাগ থাকে তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে রাগী বলা যাইতে পারে। সুতরাং তাহার সম্বন্ধেই নানাপ্রকার সুখদুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে ॥ ৪১ ॥ সংসারাসক্ত ব্যক্তি যদি গৃহাশ্রমে থাকিয়া ইচ্ছামত ধন, পুত্র, কলত্র সর্ব্বত্র সম্মান ও বিজয়লাভ করিতে পারে তাহা হইলেই পরম সুখ; আর এই সমস্ত মনোমত দ্রব্যসকল না পাইলে প্রতিক্ষণেই তাহার কষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৪২ ॥ এই সংসারমধ্যে তাহার ক্রিয়াকলাপাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয় সে সমস্তই সুখের উদ্দেশে; সুখসাধন দ্রব্যগুলির আহরণই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্যকার্য্য; অতএব, যে ব্যক্তি তাহার সেই সকল সুখের ব্যাঘাত উৎপাদন করে তাহাকেই তাহার শত্রু বলিয়া জানিও ॥ ৪৩ ॥ ফলকথা এই যে, সংসারানুরাগী ব্যক্তির যে কেহ সুখ উৎপাদন করিতে পারে সেই তাহার পরম মিত্র। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, চতুর মানব

সুখোৎপাদয়িতা মিত্রং রাগযুক্তস্য সর্ব্বদা ।
চতুরো নৈব মুহ্যেত মূর্খঃ সর্ব্বত্র মুহ্যতি ॥ ৪৪ ॥
বিরক্তস্যাত্মরক্তস্য সুখমেকান্তসেবনম্ ।
আত্মানুচিন্তনঞ্চৈব বেদান্তস্য চ চিন্তনম্ ॥ ৪৫ ॥
দুঃখং তদেতৎসর্ব্বং হি সংসারকথনাদিকম্ ।
শত্রবো বহবস্তস্য বিজ্ঞস্য শুভমিচ্ছতঃ ॥ ৪৬ ॥
কামঃ ক্রোধঃ প্রমাদশ্চ শত্রবো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।
বন্ধুঃ সন্তোষ এবাস্য নান্যোঽস্তি ভুবনত্রয়ে ॥ ৪৭ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনন্তস্য মত্বা তং জ্ঞানিনং দ্বিজম্ ।
ক্ষত্তা প্রবেশয়ামাস কক্ষাঞ্চাতিমনোরমাম্ ॥ ৪৮ ॥
নগরং বীক্ষমাণঃ সংস্ত্রৈবিধ্যজনসংকুলম্ ।
নানাবিপণদ্রব্যাঢ্যং ক্রয়বিক্রয়কারকম্ ॥ ৪৯ ॥

মিত্রাণি মূর্খচতুরয়োঃ সমানি তদা মূর্খচতুরয়োঃকো ভেদস্তত্রাহ চতুরো নৈব মুহ্যেতেতি। শাস্ত্রাবলোকনজজ্ঞানযুক্তাযুক্তগত্যোঃ সত্ত্বান্নতস্য মোহো মূর্খস্য তু সোঽস্তীতি তয়োর্ভেদঃ ॥৪৪॥ ইত্থং রাগিদ্বৈবিধ্যং তৎসুখদুঃখকার্য্যং শত্রুমিত্রাণ্যুপপাদ্য ত্রি[illegible]ধবিরাগিণোঽপি সুখদুঃখ-কার্য্যশত্রুমিত্রাণ্যুপপাদয়তি বিরক্তস্যেতি । আত্মানুচিন্তনঞ্চেবেত্যাদিঃ কার্য্যনির্দ্দেশঃ ॥ ৪৫ ॥ দুঃখং তদেতদিতি দুঃখনির্দ্দেশঃ । শত্রবো বহব ইতিশত্রুনির্দ্দেশঃ ॥ ৪৬ ॥ বন্ধুঃ সন্তোষ ইতি মিত্রনির্দ্দেশঃ । এতেন জ্ঞানশাভায় হেয়োপাদেয়মুক্তং ভবতি । রাগিণো ব্যবহারস্য হেয়ত্বাৎ বিরক্তব্যবহারস্যোপাদেয়ত্বাদিতি ॥ ৪৭—৪৮ ॥ তৎস্থজনস্য ক্রয়বিক্রয়কারকত্বেপি নগরস্য

কোন বিষয়েই একেবারে মোহিত হয় না ; আর মূর্খ, সকল কার্য্যেই বিমোহিত হইয়া পড়ে ॥ ৪৪ ॥

প্রতীহার ! (এক্ষণে বিরাগীর কথা বলিতেছি শ্রবণ কর ।) আত্মতত্ত্বানুরাগী সংসার-বিরক্ত মহাত্মারা নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সর্ব্বদা মনে মনে বেদান্তশাস্ত্রের বিচার বা সেই সর্ব্বাত্মস্বরূপ নিত্যনিরঞ্জন পরম চৈতন্যদেবের ধ্যানে নিরত থাকিতে পাইলেই তাঁহা-দিগের পরমসুখ ॥ ৪৫ ॥ পারত্রিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রজ্ঞাবান্ সংসারবিরাগীর অনিত্য সংসার-বিষয়ক কথোপকথনাদিকেই দুঃখের উৎপাদক বলিয়া জানিবে। যদিচ সংসাররাগীর ন্যায় ইহাঁদিগেরও কাম, ক্রোধ ও ভ্রমপ্রমাদাদি বহুবিধ শত্রু আছে, তথাপি একমাত্র সন্তোষ ব্যতীত আত্মরত সন্ন্যাসীর এই ত্রিলোকীমধ্যে বন্ধু আর কেহই নাই ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সূত বলিলেন, (মহর্ষিগণ ! তাহার পর বলিতেছি শ্রবণ করুন্ ।) মিথিলার দ্বারাধ্যক্ষ তাদৃশ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বাক্যসকল শ্রবণমাত্র তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মনোহর কক্ষ্যামধ্যে প্রবেশ করাইল ॥৪৮॥ (শুকদেব নগরকক্ষ্যায় প্রবিষ্ট

রাগদ্বেষযুতং কামলোভমোহাকুলন্তথা।
বিবদৎসু জনাকীর্ণংবস্তুপূর্ণংমহত্তরম্‌ ॥ ৫০ ॥
পশ্যন্‌ স ত্রিবিধাঁল্লোকান্‌ প্রাসরদ্রাজমন্দিরম্‌।
প্রাপ্তঃ পরমতেজস্বী দ্বিতীয়ইব ভাস্করঃ ॥ ৫১ ॥
নিবারিতশ্চ তত্রৈব প্রতিহারেণ কাষ্ঠবৎ।
তত্রৈব চ স্থিতো দ্বারি মোক্ষমেবানুচিন্তয়ন্‌ ॥ ৫২ ॥
ছায়ায়ামাতপে চৈব সমদর্শী মহাতপাঃ।
ধ্যানং কৃত্বা তথৈকান্তে স্থিতঃ স্থাণুরিবাচলঃ ॥ ৫৩ ॥

তদভেদাৎ ক্রয়বিক্রয়কারকত্বমুক্তম্‌। যথা গ্রামঃ করোতীতি ॥ ৪৯ ॥ (রাগদ্বেষযুতমিতি। রাগশ্চ দ্বেষশ্চ তৌ রাগদ্বেষৌ তাভ্যাং যুতং কামলোভমোহৈরাকুলং সঙ্কুলং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ। যদিচেদৃশৈরেবাকীর্ণং তথাপি তেষু তেষু কামলোভাদ্যভিভূতেষু দুরাত্মজনেষু অন্যোন্যং বিবদৎসু সততং বিবদমানেষু সৎস্বপি তন্নগরং মহত্তরং বস্তুপূর্ণং ধনপূর্ণঞ্চেতিধ্যেয়ম্‌। অয়মর্থঃ যাদৃশৈর্দুরাত্মভিরাকুলং তন্নগরং যদিচ তাদৃশা এব কেবলং বিবদন্তে তত্রাপি অন্যৈর্মহদ্ভি-র্মহত্তরঞ্চ। যদ্বা বিবদন্তশ্চ সুজনাশ্চ তৈরেবাকীর্ণম্‌। শতৃপ্রত্যয়োঽত্রার্ষঃ ॥ ৫০ ॥ পশ্যন্নিতি। স শুকঃ। ত্রিবিধান্‌ ত্রিপ্রকারান্‌ উত্তমমধ্যমাধমান্‌ সত্ত্বাদিগুণবদ্ধানিতিযাবৎ। পশ্যন্‌ রাজমন্দিরং প্রাসরৎ ॥ ৫১ ॥ নিবারিত ইতি। ক্ষত্রা নিবারিতোঽপি তজ্জন্যাবমানমচিন্তয়ন্‌ তত্রৈব দ্বারদেশে কাষ্ঠবৎ [illegible] ইত্যন্বয়ঃ। কুত এবং অত আহ মোক্ষমেবানুচিন্তয়ন্‌ কেবল মাত্মস্বরূপং বিচারয়ন্‌ ॥ ৫২ ॥ মানাবমানাদ্যপেক্ষায়াং ভূয়োঽপি বিশেষহেতুং দর্শয়ন্নাহ

হইয়াই) দেখিলেন উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধলোকে নগর পরিপূর্ণ ; হট্টস্থ দোকান সকল নানাবিধ দ্রব্যাদি দ্বারা পরিশোভিত, ক্রেতা ও বিক্রেতারা বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য উপলক্ষে মহাকোলাহল করিতেছে ॥ ৪৯ ॥ নগরে নানাপ্রকার লোকেরই বসবাস আছে বটে, কিন্তু রাগদ্বেষসমাকুল এবং কামলোভাদি-রিপুপরতন্ত্র লোকের-সংখ্যাই অধিক। দুঃশীল লোকেরা হয় ত কোন স্থলে কোন বিষয়কর্ম্ম লইয়া ঘোরতর বিবাদ করি-তেছে, কোথায়ও বা বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদির ক্রয়বিক্রয় হইতেছে ; নানাপ্রকার লোকের বাস থাকিলেও নগরটী যে, মহাসমৃদ্ধিশালী তাহা আর শুকদেবের মত লোকের জানিতে অবশিষ্ট রহিল না। অনন্তর সেই দ্বিতীয় ভাস্করসদৃশ মহাতেজস্বী শুকদেব ধনী, মধ্যবর্ত্তী ও নিকৃষ্ট শ্রেণী এই ত্রিবিধ লোক দেখিতে দেখিতে যেমন রাজপ্রাসাদের নিকটস্থ হইলেন, অমনি সেই কক্ষ্যার দ্বারপাল আসিয়া নিবারণ করিবামাত্র সেই দ্বারদেশেই মোক্ষতত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে কাষ্ঠের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥

মহাত্মা শুকদেব জন্মজন্মান্তরীণ সুমহৎ তপঃপ্রভাবে মনের এতদূর উন্নতি সাধন করিয়া-ছিলেন যে, তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে কখনই অনুভূত হইতে পারে না ; বস্তুত তিনি ছায়া আর রৌদ্রকে সমান চক্ষে দেখিতেন ; সুতরাং দ্বারপালের নিষেধে কিছুমাত্র ক্ষুভিত না হইয়া

তং মুহূর্ত্তাদিবাগত্য রাজ্ঞোঽমাত্যঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।
প্রাবেশয়ত্ততঃ কক্ষাং দ্বিতীয়াং রাজবেশ্মনঃ ॥ ৫৪ ॥
তত্র দিব্যং মনোরম্যং পুষ্পিতং দিব্যপাদপম্ ।
তদ্বনং দর্শয়িত্বা তু কৃত্বা চাতিথিসৎক্রিয়াম্ ॥ ৫৫ ॥
বারমুখ্যাঃ স্ত্রিয়স্তত্র রাজসেবাপরায়ণাঃ ।
গীতবাদিত্রকুশলাঃ কামশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৫৬ ॥
তা আদিশ্য চ সেবার্থং শুকস্য মন্ত্রিসত্তমঃ ।
নির্গতঃ সদনাত্তস্মাদ্ব্যাসপুত্রঃ স্থিতঃ সদা ॥ ৫৭ ॥
পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা তাভিঃ স্ত্রীভির্যথাবিধি ।
দেশকালোপপন্নেন নানাঽন্নেনাতিতোষিতঃ ॥ ৫৮ ॥

ছায়ায়ামিতি ॥ ৫৩ ॥ (তং মুহূর্ত্তাদিতি। রাজ্ঞঃ জনকস্য অমাত্যো মন্ত্রী মুহূর্ত্তাদাগত্য কৃতাঞ্জলিঃ সন্ দ্বিতীয়াং কক্ষ্যাং প্রাবেশয়ৎ ॥ ৫৪ ॥ দ্বিতীয়াং কক্ষ্যাং প্রাবেশয়ন্ কিং কৃতবান্ ইত্যত্রাহ তত্র দিব্যমিতি ॥ ৫৫ ॥ বারমুখ্যেতি। যা বারমুখ্যা বারপ্রধানরমণ্যঃ গীতবাদিত্র কুশলাঃ কামশাস্ত্রবিশারদাশ্চ অতএব রাজসেবাপরায়ণাস্তাস্তাদৃশীগুর্ণবতীঃ শুকদেবসেবার্থমাদিশ্য মন্ত্রিষু সত্তমঃ প্রধানসচিবঃ তস্মাৎ সদনান্নির্গতঃ। ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৫৬—৫৭ ॥ কেন ভাবেন স্থিত ইতি বিবৃণ্বন্নাহ। পূজিত ইতি। যথাবিধি বিধিমনতিক্রম্য তাভিঃ বারমুখ্যাভিঃ পরয়া ভক্ত্যা পূজিতঃ। দেশকালোপপন্নেন অন্নেন বিশেষতস্তোষিতঃ পরিতর্পিত-

আত্মধ্যানে নিরত থাকিয়া দ্বারের বাহিরে একটী নিভৃতদেশে স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ এইরূপে মুহূর্ত্তকাল অতীত না হইতে হইতেই রাজমন্ত্রী বদ্ধাঞ্জলিপুরঃসর তাঁহার নিকটে আসিয়া বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ; পরে, পরম সমাদরসহকারে তাঁহাকে লইয়া রাজভবনের দ্বিতীয় কক্ষ্যামধ্যে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৫৪ ॥

তদনন্তর, মন্ত্রিপ্রবর তাঁহাকে দ্বিতীয় কক্ষ্যার অভ্যন্তর দিয়া লইয়া যাইবার সময় তত্রত্য দিব্য কুসুমিত তরুরাজি-পরিশোভিত রমণীয় উদ্যানসকল দেখাইয়া যথাবিহিত আতিথ্যসৎকার সমাধানপূর্ব্বক একটী অট্টালিকামধ্যে উপস্থাপিত করিলেন। পরে, যে সকল গীতবাদ্যনিপুণ কামশাস্ত্রবিশারদ বারাঙ্গনাকামিনী রাজসেবায় নিরত থাকে তাহাদিগকেই নিরন্তর শুকের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়া তিনি সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন ; বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুত্র নিরুৎকণ্ঠচিত্তে সেই স্থলেই বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫—৫৭ ॥

সেই সকল রমণীরা পরমভক্তি ও আদরের সহিত যথাবিধি সম্মান রক্ষাপূর্ব্বক দেশকালানুসারে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু পাওয়া যায় সেই সমস্ত সুস্বাদ অন্নব্যঞ্জন এবং পানীয় দ্রব্যদ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসাধনের জন্য নিরতিশয় যত্ন করিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥

ততোঽন্তঃপুরবাসিন্যস্তস্যান্তঃপুরকাননম্।
রম্যং সন্দর্শয়ামাসুরঙ্গনাঃ কামমোহিতাঃ ॥ ৫৯ ॥
স যুবা রূপবান্ কান্তো মৃদুভাষী মনোরমঃ।
দৃষ্ট্বা তা মুমুহুঃ সর্ব্বাস্তঞ্চ কামমিবাপরম্ ॥ ৬০ ॥
জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মত্বা সর্ব্বাঃ পর্য্যচরংস্তদা।
আরণেয়স্তু শুদ্ধাত্মা মাতৃভাবমকল্পয়ৎ ॥ ৬১ ॥
আত্মারামো জিতক্রোধো ন হৃষ্যতি ন তপ্যতি।
পশ্যংস্তাসাং বিকারাংশ্চ স্বস্থএব স তস্থিবান্ ॥ ৬২ ॥
তস্মৈ শয্যাং সুরম্যাঞ্চ দদুর্নার্য্যঃ সুসংস্কৃতাম্।
পরার্দ্ধ্যাস্তরণোপেতাং নানোপস্করসংবৃতাম্ ॥ ৬৩ ॥
স কৃত্বা পাদশৌচঞ্চ কুশপাণিরতন্দ্রিতঃ।
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং ধ্যানমেবান্বপদ্যত ॥ ৬৪ ॥

শেচতিশেষঃ ॥৫৮॥ অন্তঃপুরস্থা মহিলাঃ রূপাদিদর্শনজন্যকামেনমোহিতাঃ সত্যঃ। অন্তঃপুরস্থং রম্যং রমণীয়ং কাননং আরামং অন্তঃপুরস্থক্রীড়োদ্যানমিত্যর্থঃ দর্শয়ামাসুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ অন্তঃপুরবাসিনীনাং কামমোহিতত্বে কারণং প্রদর্শয়ন্নাহ স যুবেতি ॥ ৬০ ॥ জিতেন্দ্রিয়মিতি। তা অন্তঃপুরবাসিন্যঃ কামমোহিতা অপি তং জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মত্বা বিজ্ঞায় পর্য্যচরৎ কেবলং পরিচর্য্যয়া তোষয়ামাসুরিত্যর্থঃ। তত্র কিং শুকদেবোঽপি বিকৃতমনা আসীৎ? আহোস্বিৎ স্বস্থ এব স্থিতঃ? ইতি জিজ্ঞাসায়াং তস্য জিতেন্দ্রিয়ত্বাদিগুণান্ প্রকটয়ন্নাহ। মাতৃভাবং অকল্পয়ৎ কুত এবং অত আহ শুদ্ধাত্মা ॥ ৬১ ॥ শুদ্ধাত্মত্বে কারণং নির্দ্দিশন্নাহ আত্মারামেতি ॥ ৬২ ॥

তাহার পর, অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণ পর্য্যন্তও কামে বিমোহিত হইয়া শুকদেবকে অন্তঃপুরের অভ্যন্তরবর্ত্তী মনোরম ক্রীড়াকানন দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৯ ॥ তাহার কারণ এই যে, মহাত্মা শুকদেব একেত যুবাপুরুষ তাহাতে আবার রূপের সাগর; দ্বিতীয় কন্দর্পের ন্যায় মনোরমকমনীয় মূর্ত্তি এবং স্বভাবত মৃদুভাষী ছিলেন, সুতরাং তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৬০ ॥ বিশেষত তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয়পুরুষ জানিয়া পরমভক্তিসহকারে সর্ব্বদাই তাঁহার পরিচর্য্যায় নিরত হইল; কিন্তু, অরণিগর্ভসম্ভূত (অযোনিসম্ভব) পবিত্রাত্মা শুকদেব তাহাদিগকে অন্তরে মাতার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কেননা, তাঁহার চিত্ত নিরন্তর আত্মার সহিতই রমণ করিত; সুতরাং ক্রোধ, হর্ষ বা অনুতাপাদি কেহই তাঁহার অন্তরে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান প্রাপ্ত হইত না; ফলত তিনি সেই সমস্ত রমণীদিগের মনোবিকার বুঝিতে পারিয়াও অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬১—৬২ ॥ মহিলাগণ রজনী উপস্থিত হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিমিত্ত সুখোপযোগি নানাপ্রকার বস্ত্রাদিসুসজ্জিত বহুমূল্য আস্তরণ পরিশোভিত

যামমেকং স্থিতো ধ্যানে সুষ্বাপ তদনন্তরম্ ।
সুপ্ত্বা যামদ্বয়ং তত্র চোদতিষ্ঠত্ততঃ শুকঃ ॥ ৬৫ ॥
পাশ্চাত্যং যামিনীয়ামং ধ্যানমেবাভ্যপদ্যত ।
স্নাত্বা প্রাতঃক্রিয়াঃ কৃত্বা পুনরাস্তে সমাহিতঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
মিথিলারাজান্তঃপুরবাসিনীনাং মধ্যে শুকজিতেন্দ্রিয়তাদি-
প্রকাশো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

ইদানীং তস্মৈ শয্যামিত্যারভ্য পুনরাস্তে সমাহিত ইত্যন্তৈঃ শ্লোকচতুষ্টয়ৈঃ শুকস্য ভোগ-নিস্পৃহতাং সংযতেন্দ্রিয়ত্বঞ্চ প্রদর্শ্যাধ্যায়ং সমাপয়তি তস্মা ইতি ॥ ৬৩—৬৬ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অতীব মনোরম অথচ বিশুদ্ধ শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল ॥ ৬৩ ॥ শুকদেব সময় বুঝিয়া তখনই আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক সায়ংসন্ধ্যোপাসনাদি সমাপ্ত করিয়া আত্মধ্যানে নিরত হইলেন ॥ ৬৪ ॥ এইরূপে তিনি একপ্রহরকাল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, পরে, দুইপ্রহরকাল নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ৬৫ ॥ যামিনীর শেষযামে তিনি পুনরায় ধ্যানপরায়ণ হইলেন ; অনন্তর প্রকৃত ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তসময়ে স্নান ও প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্য ক্রিয়াদি সমাধানপূর্ব্বক পুনরায় সমাধি অবলম্বনে বসিয়া রহিলেন ॥ ৬৬ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম-
স্কন্ধে মিথিলার রাজান্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণমধ্যে
শুকের জিতেন্দ্রিয়তাদি প্রকাশবিষয়ক
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা তমাগতং রাজা মন্ত্রিভিঃ সহিতঃ শুচিঃ।
পুরঃ পুরোহিতং কৃত্বা গুরুপুত্রং সমভ্যয়াৎ ॥ ১ ॥
কৃত্বার্হণং নৃপঃ সম্যগ্‌ দত্ত্বাসনমনুত্তমম্‌।
পপ্রচ্ছ কুশলং গাঞ্চ বিনিবেদ্য পয়স্বিনীম্‌ ॥ ২ ॥
স চ তাং নৃপপূজাং বৈ প্রত্যগৃহ্লাদ্‌ যথাবিধি।
পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্ঞে স্বং নিবেদ্য নিরাময়ম্‌ ॥ ৩ ॥
কৃত্বা কুশলসংপ্রশ্নমুপবিষ্টং সুখাসনে।
শুকং ব্যাসসুতং শান্তং পর্য্যপৃচ্ছত পার্থিবঃ ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকষষ্ট্যা তু জনকেন মহাত্মনা।
বৈরাগ্যাদ্যুপদেশশ্চ শুকায় কৃত উচ্যতে ॥

পুরোঽগ্রদেশে পুরোহিতং কৃত্বা ॥ ১ ॥ (স পুরোহিতস্তত্রগতঃ সন্‌ কিং কৃতবান্‌ ইত্যত্র চিরশিষ্টাচারং দর্শয়ন্নাহ কৃত্বেতি। নৃপোজনকঃ তত্ত্বজ্ঞোঽপি লোকসংগ্রহং কুর্ব্বন্‌ তস্য গুরুপুত্রস্য শুকস্য সম্যক্‌ অর্হণাং পূজাং কৃত্বা আসনং দত্ত্বা পয়স্বিনীং দুগ্ধবতীং সবৎসামিত্যর্থঃ গাং ধেনুং নিবেদ্য তস্মৈ কুশলং পপ্রচ্ছেত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥ সচেতি। সোঽপি শুকঃ নৃপস্য পূজাং বৈ ধর্ম্মনিশ্চিতাং অকপটরূপামিতিশেষঃ যথাবিধি শাস্ত্রবিধিমনতিক্রম্য শাস্ত্রমতানুসারেণ প্রত্যগৃহ্লাৎ প্রতিজগ্রাহ তত আত্মনিরাময়ং অনাময়ং নিবেদ্য রাজ্ঞে নরপতয়ে জনকায় কুশলং পৃষ্টবান্‌ ॥৩॥ কৃত্বেতি। অন্যোন্যকুশলপ্রশ্নাদ্যনন্তরং সুখাসনে উপবিষ্টং তং ব্যাসসুতং প্রশান্তমনসং শুকং পার্থিবঃ পৃথিবীপতির্জনকঃ ভো মহাভাগ! মহাত্মন্‌! নিঃস্পৃহস্যাপি তব মাং

সূত কহিলেন, (মহর্ষিগণ! তাহার পর শ্রবণ করুন) নরপতি জনক গুরুপুত্র শুকদেবের আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ সচিবগণ সমভিব্যাহারে পুরোহিতকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অতি পবিত্র ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ পরে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার সবিশেষ অর্চ্চনা পূর্ব্বক বহুমূল্য আসনে উপবেশন করাইলেন ; এবং বিধিমত একটী দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২ ॥ শুকদেব, জনকপ্রদত্ত শাস্ত্রসম্মত অকপটপূজাদি প্রতিগ্রহ করিয়া নিজ মঙ্গলবিষয়ের পরিচয় দিয়া রাজাকে সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসিলেন ॥ ৩ ॥ এইরূপে পরস্পরের কুশল প্রশ্ন উপলক্ষে কিয়ৎকাল গত হইলে, পৃথ্বীপতি জনক সুখাসনে উপবিষ্ট প্রশান্তমূর্ত্তি ব্যাসপুত্র শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্‌! আপনি নিজ নিস্পৃহতাগুণে সমাধিনিষ্ঠ যোগিদিগেরও বরেণ্য

কিং নিমিত্তং মহাভাগ! নিঃস্পৃহস্য চ মাংপ্রতি।
জাতং হ্যাগমনং ব্রূহি কার্য্যং তন্মুনিসত্তম॥ ৫॥

শুক উবাচ।

ব্যাসেনোক্তো মহারাজ! কুরু দারপরিগ্রহম্।
সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ গৃহস্থাশ্রম উত্তমঃ॥ ৬॥
ময়া নাঙ্গীকৃতং বাক্যং মত্বা বন্ধং গুরোরপি।
ন বন্ধোঽস্তীতি তেনোক্তো নাহং তৎকৃতবান্ পুনঃ॥ ৭॥
ইতি সন্দিগ্ধমনসং মত্বা মাং মুনিসত্তমঃ।
উবাচ বচনং তথ্যং মিথিলাং গচ্ছ মা শুচঃ॥ ৮॥

প্রতি কিং নিমিত্তমাগমনং জাতমত্র কিং কার্য্যমস্তি ময়া বা কিমনুষ্ঠেয়ন্তদ্ ব্রূহীতিপর্য্যপৃচ্ছদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ॥ ৪—৫॥ ইদানীং স্ববক্তব্যং বিজ্ঞাপয়ন্নাহ শুকদেবঃ। ব্যাসেনেতি। ভো মহারাজ! পিত্রা বেদব্যাসেন দারপরিগ্রহং কুর্ব্বিতি উক্ত আদিষ্টোঽহম্ যতঃ সর্ব্বেভ্য আশ্রমেভ্যো গৃহাশ্রমএবোত্তমঃ। ইত্যেবং স উপদিশতি স্মেত্যাগতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ৬॥) গুরোঃ পিতুরপি ময়া নাঙ্গীকৃতমিত্যন্বয়ঃ। (পিতৃমতমুক্ত্বা স্বমতং স্ফুটয়ন্নাহ ময়েতি। গুরোরপীতি। অয়মর্থঃ পিতা মহান্ গুরুস্তজ্জানতাঽপি ময়া তস্য বাক্যং ভার্য্যাগ্রহণরূপাদেশ ইত্যর্থঃ নাঙ্গীকৃতম্ ন স্বীকৃতম্ কুতোনেতি চেত্তত্রাহ কেবলং বন্ধং বন্ধনস্বরূপং মত্বা বুদ্ধা ইত্যর্থ পিত্রা তে কিমুক্তমিতিচেৎ অয়ম্ভাবঃ। ততঃ কিমিদানীং ভবতা পিত্রাদেশঃ পালিতঃ? নেত্যপেক্ষায়ামাহ নাহমিতি। পরমগুরুণা পিত্রোপদিষ্টোঽপি ভার্য্যাং বন্ধনরূপাং নিশ্চিত্যাহং ন গৃহীতবান্॥ ৭॥ ইদানীং কিং নিমিত্তং মাং প্রত্যাগমনং জাতমিত্যস্য পঞ্চমশ্লোককৃতপ্রশ্নস্যোত্তররূপমিথিলাগমনপ্রয়োজনং ব্যক্তীকুর্ব্বন্নাহ। ইতি সন্দিগ্ধমনসমিতি। ইতি ইত্যেতদ্বিষয়ে মাং সন্দিগ্ধমনসং মত্বা বিজ্ঞায় মুনিসত্তমঃ পিতা বেদব্যাসস্তথ্যমুবাচ উক্তবান্ হে পুত্র!

হইয়াছেন; তথাপি আমার নিকট কি উদ্দেশে আপনার আসা হইয়াছে বলুন; আমাকে যে কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, তাহাতেই প্রস্তুত আছি॥ ৪—৫॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! (আমার বক্তব্য বিষয় সমস্তই বলিতেছি শ্রবণ করুন, আমি ব্রহ্মচর্য্য সমাবর্ত্তনের পর আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলাম দেখিয়া আমার পিতা ভগবান্ বেদব্যাস আহ্লাদে পুলকিত হইয়া বলিলেন; রে বৎস! তোমার সমস্ত বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইয়াছে ত?) তবে এক্ষণে, দার পরিগ্রহ কর; কারণ সকল আশ্রম অপেক্ষা গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; কিন্তু, আমি স্ত্রীলোককে বন্ধন স্বরূপ মনে করিয়া পিতা পরম গুরু হইলেও তাঁহার কথায় সম্মত হইনাই। তাহার পর, তিনি মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া (অনাসক্ত পুরুষের পক্ষে স্ত্রী, বন্ধন স্বরূপ নহে বরং কামাদি রিপু জয়ের প্রধান উপায়; এইরূপ বিবিধ উপদেশ করিলেও আমি কিছুতেই স্বীকার পাই নাই॥ ৬—৭॥ তখন, আমার পিতা মুনিসত্তম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমার আন্তরিক সংশয় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, রে পুত্র! আর শোক করিও না; এক্ষণে, আমি তথ্য কথা বলিতেছি অবহিত হও, মিথিলা প্রদেশের

যাজ্যোঽস্তি জনকস্তত্র জীবন্মুক্তো নরাধিপঃ।
বিদেহো লোকবিদিতঃ পাতি রাজ্যমকণ্টকম্॥ ৯।
কুর্ব্বন্নাজ্যং তথা রাজা মায়াপাশৈর্ন বধ্যতে।
ত্বং বিভেষি কথং পুত্র! বন্যবৃত্তিঃ পরন্তপ!॥ ১০॥
পশ্য তং নৃপশার্দ্দূলং ত্যজ মোহং মনোগতম্।
কুরু দারান্মহাভাগ! পৃচ্ছ বা ভূপতিঞ্চ তম্॥ ১১॥
সন্দেহন্তে মনোজাতং কথয়িষ্যতি পার্থিবঃ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মামেহি তরসা সুত!॥ ১২॥

মাশুচঃ শোকং মাকার্ষীঃ শোকং ত্যক্ত্বা মিথিলাং গচ্ছেত্যাদিষ্টবানিতিশেষঃ। যতস্তত্র জনক ইতি নাম্না নরাধিপোঽস্তি নরপতিরপি জীবন্মুক্ত অতএব স লোকৈর্বিদেহঃ দেহোপাধিশূন্য ইত্যেবং বিদিতঃ। ততস্তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবেনাকণ্টকং শত্রুশূন্যং রাজ্যং পাতি রক্ষতি পালয়তীত্যর্থঃ। পরং ত্বয়াত্র ন শঙ্কনীয়ং যতোঽসাবস্মাভির্যাজ্যঃ শিষ্য ইতি যাবৎ। ইত্যেবং মমোৎসাহ-বর্দ্ধনায়োক্তবান্ মৎপিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তৎসাহসেনৈবাহং এতাবন্তং সুদীর্ঘমধ্বানমতিক্রম্যা-গতোঽস্মীতি বিদ্ধি॥ ৮—৯॥ ভূয়োঽপি ভবৎপ্রভাবং প্রকটয়ন্ যথা মমোৎসাহং বর্দ্ধয়ামাস মে পিতা তদপি ব্রবীম্যবধার্য্যতামিতি ব্যাসোক্তজনকনির্লেপত্বমনূদ্যাহ শুকঃ। কুর্ব্বন্নিতি। রে পুত্র! স রাজা তথা তাদৃশোঽপি জীবন্মুক্তোঽপি রাজ্যং কুর্ব্বন্ পালয়ন্নপি বিষয়ভোগং ভুঞ্জানোঽপীত্যর্থঃ মায়াপাশৈরবিদ্যাগুণৈর্ন বধ্যতে ত্বং পুনর্বন্যবৃত্তিরপি বিভেষি কোঽয়স্তে ভ্রম ইতিভাবঃ। পরন্তপেতি সম্বোধনেন শুকস্য কামাদিষড়্বর্গজেতৃত্বং সূচিতম্। ত্বং কাম-ক্রোধাদীনাং ষণ্ণাং রিপূণাং জেতাঽপি বনং বন্যং বনজাতবিশুদ্ধফলমূলাদিমাত্রং বৃত্তিরাহারঃ জীবনোপায়ো যস্য তাদৃশঃ সন্ কথং কেন হেতুনা বিভেষি ন চাত্র তে কিমপি ভয়কারণং পশ্যামীতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥১০॥ ত্বৎপুরে চ তদজ্ঞয়া। মোক্ষকামোঽস্মি। তপস্তীর্থব্রতেজ্যাশ্চ। জ্ঞানং বা বদেত্যাদিভিস্ত্রয়োদশচতুর্দ্দশশ্লোকোক্তবাক্যনিচয়ৈঃস্বীয়মনোগতপ্রার্থনাং বিজ্ঞা-পয়িষ্যন্নিদানীং পশ্য তং নৃপশার্দ্দূলং ত্যজ মোহং পৃচ্ছ তমিত্যাদ্যুপদিশ্য মৎপিতা মাং ত্বৎ-সকাশং প্রেষয়ামাসেত্যেবংমনঃক্লেশং প্রকটয়ন্ পিতৃবাক্যমনুবদতি পশ্য তমিতি॥ ১১॥) পৃচ্ছেত্যস্যোত্তরশ্লোকস্থসন্দেহপদেনান্বয়ঃ। তস্য জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা মামেহি তরসা বেগেন

রাজা জনক আমাদের শিষ্য; তিনি জীবন্মুক্ত হইয়াও নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন করিতেছেন; সেইজন্য এই ভূমণ্ডল মধ্যে তিনি বিদেহ নামে বিশ্রুত হইয়াছেন; অতএব, তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিথিলায় গমন কর॥ ৮—৯॥ পিতা আমার আরও বলিলেন, যে, রে পুত্র! নরপতি জনক রাজভোগে থাকিয়া বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করিয়াও মায়াপাশে বদ্ধ নহেন; আর তুমি বনজাত বিশুদ্ধ ফলমূল ভক্ষণে জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়াও ভীত হইতেছ কেন?॥ ১০॥ মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ অনেক প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া পরিশেষে বলিলেন বৎস! অন্তরের অজ্ঞানতা বিসর্জ্জন দেও, তুমি দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা মহাপ্রভাব সম্পন্ন হইয়াছ, তোমাকে অধিক আর কি বলিব, আমার কথা রক্ষা করিয়া দার-পরিগ্রহ কর, অথবা, মিথিলা যাইয়া সেই রাজশ্রেষ্ঠ জনককে দেখ, তিনি জীবন্মুক্ত কি না?

সংপ্রোক্তোঽহং মহারাজ ! ত্বৎপুরে চ তদাজ্ঞয়া ।
মোক্ষকামোঽস্মি রাজেন্দ্র ! ব্রূহি কৃত্যং মমানঘ ॥ ১৩ ॥
তপস্তীর্থব্রতেজ্যাশ্চ স্বাধ্যায়স্তীর্থসেবনম্ ।
জ্ঞানং বা বদ রাজেন্দ্র ! মোক্ষম্প্রতি চ কারণম্ ॥ ১৪ ॥

জনক উবাচ ।

শৃণু বিপ্রেণ কর্ত্তব্যং মোক্ষমার্গাশ্রিতেন যৎ ।
উপনীতো বসেদাদৌ বেদাভ্যাসায় বৈ গুরৌ ॥ ১৫ ॥
অধীত্য বেদবেদান্তান্ দত্ত্বা চ গুরুদক্ষিণাম্ ।
সমাবৃত্তস্তু গার্হস্থ্যে সদারো নিবসেন্মুনিঃ ॥ ১৬ ॥
ন্যায়বৃত্তিস্তু সন্তোষী নিরাশী গতকল্মষঃ ।
অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥ তপস্তীর্থেতি । যদ্যপি দেবীভাগবতশ্রবণেনায়ং তৃপ্তএবাস্তি তথাপ্যুপ-দেশার্থমাগত ইতি গুরুম্প্রতি স্বজ্ঞানমাচ্ছাদ্যৈব মুচ্যত ইতি বোধ্যম্ ॥১৪—১৬॥ ন্যায়বৃত্তিঃ

এবং মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে। তাহা হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকৃতরূপ উত্তর প্রদান করিবেন; কিন্তু, বৎস! তুমি তাঁহার উপদেশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়াই আবার অবিলম্বে আমার এই আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিবে; ইহাতে যেন কোন প্রকারেই অন্যথা না হয় ॥ ১১—১২ ॥ মহারাজ ! আপনি জীবন্মুক্ত !! সুতরাং আপনাকে অধিক বলা বাচালতা প্রকাশ মাত্র। ফলকথা এই যে, পিতা আমাকে এই সকল কথা বলিয়া বিদায় দিলে পর, আমি তাঁহারই আদেশে আপনার রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মহারাজ ! আমার অভিলাষ একমাত্র মুক্তিপথ ব্যতীত অপর কিছুতেই নাই; এই বুঝিয়া আপনি আমার যাহা অনুষ্ঠেয় উপদেশ করুন। অর্থাৎ স্নান, তীর্থপর্য্যটন, ব্রতোপবাস বা যজ্ঞ অথবা জপাদি কি তীর্থসেবন কি মুক্তিপথের উপযোগী জ্ঞানের লক্ষণাদি ইহার মধ্যে যে কোন বিষয়ে আমার অধিকার বোধ করেন তাহাই উপদেশ করুন ॥১৩—১৪॥

শুকদেবের সমস্ত বক্তব্য বিষয় শুনিয়া জনক কহিলেন, গুরুপুত্র ! মুক্তিপথাশ্রিত ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন্; ব্রাহ্মণ উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াই বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত প্রথমে গুরুকুলে বাস করিবেন ॥ ১৫ ॥ বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র সকলের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে পর, গুরুদক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তনানন্তর সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইয়া সস্ত্রীক গৃহস্থাশ্রমে থাকিবেন ॥ ১৬ ॥ পরন্তু, গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেই যে, অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এরূপ নহে; বস্তুত সরলান্তঃকরণ ও সত্য বাক্যে নিষ্ঠ হইবেন এবং ন্যায়ানুসারে ধন উপার্জ্জনপূর্ব্বক পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিবেন। ফলত আশার দাস না হইয়া নিরন্তর

পুত্রং পৌত্রং সমাসাদ্য বানপ্রস্থাশ্রমে বসেৎ।
তপসা ষড়্রিপূন্ জিত্বা ভার্য্যাং পুত্রে নিবেশ্য চ ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বানগ্নীন্ যথান্যায়মাত্মন্যারোপ্য ধর্ম্মবিৎ।
বসেত্তুর্য্যাশ্রমে শ্রান্তঃ শুদ্ধে বৈরাগ্যসম্ভবে ॥ ১৯ ॥
বিরক্তস্যাধিকারোঽস্তি সন্ন্যাসে নান্যথা ক্বচিৎ।
বেদবাক্যমিদন্তথ্যং নান্যথেতি মতির্ম্মম ॥ ২০ ॥
শুকাষ্টচত্বারিংশদ্বৈ সংস্কারা বেদবোধিতাঃ।
চত্বারিংশদ্‌গৃহস্থস্য প্রোক্তাস্তত্র মহাত্মভিঃ ॥ ২১ ॥
অষ্টৌ চ মুক্তিকামস্য প্রোক্তাঃ শমদমাদয়ঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদিতি শিষ্টানুশাসনম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

উৎপন্নে হৃদি বৈরাগ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবে।
অবশ্যমেব বস্তব্যমাশ্রমেষু বনেষু বা ॥ ২৩ ॥

ন্যায়প্রাপ্তযজনযাজনাদিবৃত্তিঃ ॥১৭॥ (বয়সস্তৃতীয়ে ভাগে বনং গচ্ছেদিতি মন্বাদিবিধিমনুস্মারয়ন্নাহ পুত্রং পৌত্রমাসাদ্যেতি। গার্হস্থ্যং সমাপয়ন্ বানপ্রস্থধর্ম্মং পরিগৃহ্লীতেত্যর্থঃ ॥১৮॥ সঞ্জাতবৈরাগ্যস্য সন্ন্যাসাধিকারং সূচয়ন্নাহ। সর্ব্বানগ্নীনিতি। তুর্য্যাশ্রমে চতুর্থাশ্রমে ভৈক্ষ্যাশ্রমে ইতি যাবৎ ॥১৯॥ ভোগাসক্তস্য সন্ন্যাসনিষেধং বিজ্ঞাপয়ন্নাহ বিরক্তস্যেতি। অন্যথা অপক্কবুদ্ধিচাঞ্চল্যবেগবশাৎ যদি সন্ন্যাসং গৃহ্লাতি তর্হি ভ্রশ্যেদেবেত্যবধেয়ম্ ॥ ২০ ॥) অষ্টচত্বারিংশৎ নিষেকাদিশ্মশানান্তাঃ ॥২১—২২॥ শুকস্তু স্বাভিপ্রেতং মুখ্যং প্রষ্টব্যং পৃচ্ছতি উৎপন্ন ইতি। হৃদি বুদ্ধৌ বৈরাগ্যে উৎপন্নে জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানং বিজ্ঞানমপরোক্ষজ্ঞানং তয়োঃ সম্ভবে প্রাপ্তৌ সত্যাং কিমবশ্যমাশ্রমেষু গৃহস্থাশ্রমাদিষ্বেব বস্তব্যমাহোস্বিদ্‌বনেষু বা বস্তব্যমিত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ মম শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণেনানুভবস্তু জাতস্তত্তস্যৈব পরিশীলনার্থং গৃহস্থাশ্রমে বিক্ষেপবাহুল্যাদ্-

---

পবিত্রভাবে অগ্নিহোত্রাদি কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করত সন্তুষ্ট চিত্তে কাল হরণ করিবেন ॥ ১৭ ॥ ক্রমে পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হইলে পর, ভার্য্যাকে পুত্রহস্তে সমর্পণ করিয়া তপোবলে কামক্রোধাদি ছয়টী দুর্দ্ধর্ষ শত্রু জয় করিবার জন্য অরণ্যে যাইয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্মের আশ্রয় করিবেন ॥১৮॥ এইরূপে সেই ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল বৈখানস ধর্ম্মে থাকিয়া যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, এবং যখন দেখিবেন যে, নিজ অন্তরে বিমল বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, তখন, সমস্ত অগ্নিকে আত্মাতে অরোপিত করিয়া চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন ॥ ১৯ ॥ কেননা, সংসার বিরক্ত পুরুষই যথার্থ সন্ন্যাসের অধিকারী; ইহার অন্যথা হইলে নিশ্চয়ই ভ্রষ্ট হইতে হয়। আমার স্থির বোধ আছে যে, ইহা ব্যতীত বেদের তথ্য উপদেশ অপর কিছুই নাই ॥২০॥ শুকদেব! বেদে গর্ভনিষেক প্রভৃতি আটচল্লিশটী সংস্কারের কথা উল্লেখ আছে; তাহার মধ্যে মহাত্মা পূর্ব্বাচার্য্যেরা এইরূপ বলিয়াছেন যে, চল্লিশটী গৃহস্থের আর শমদম প্রভৃতি আটটী

জনক উবাচ ।

ইন্দ্রিয়াণি বলিষ্ঠানি ন নিযুক্তানি মানদ ! ।
অপক্বস্য প্রকুর্ব্বন্তি বিকারাংস্তাননেকশঃ ॥ ২৪ ॥
ভোজনেচ্ছাং সুখেচ্ছাঞ্চ শয্যেচ্ছামাত্মজস্য চ ।
যতী ভূত্বা কথং কুর্য্যাদ্বিকারে সমুপস্থিতে ॥ ২৫ ॥

বৈরাগ্যাতিশয়েন চিত্তং বনং গন্তুমুৎসুকং ভবতি পিতুস্তু মতং গৃহস্থাশ্রমে এব প্রথমতঃ পরিশীলনং কৃত্বা পশ্চাদ্বানপ্রস্থাশ্রমং কৃত্বা পশ্চাৎ সন্ন্যাসং কৃত্বা বনং গন্তব্যমিতি তন্নির্ণয়ার্থ মহমত্রাগতোঽস্মি তত্তন্নির্ণয়ং বদেতি। জনকস্তু ক্রমেণাশ্রমাদাশ্রমান্তরঙ্গচ্ছের সহসেতি ব্যাস পক্ষমেবানুভবোপপত্তিভ্যাং স্থাপয়তি ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রিয়াণীতি। বলিষ্ঠানীতি। অপক্বদশায়াং কোমলবৈরাগ্যেণ যদ্যপীন্দ্রিয়জয়ো জাত ইতি প্রতিভাতি তথাপি ন তত্র বিশ্বাস আস্থেয়ঃ। কালান্তরে তস্যৈব পুরুষস্য বাসনাবশাদন্যথাব্যবহারস্য দৃশ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ বিকারে সমুপস্থিতে ইতি। বাসনাবশাদিতি ভাবঃ। আত্মজস্য চ পুত্রস্য চেচ্ছামিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

মোক্ষাভিলাষী যোগীদিগের পক্ষে। ফলত চিরকালাবধি এইরূপ শিষ্টপ্রথা আছে যে, ব্রাহ্মণ যথাবিধি এক একটী আশ্রমের কর্ত্তব্য সমাধান করিয়া আশ্রমান্তর গ্রহণ করিবেন ॥২১—২২॥

শুকদেব এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে জনকের কথা শুনিয়া বলিলেন, মহারাজ! যদি কাহারও জন্মজন্মান্তরীণ সুকৃতি বলে সহসা জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন বিমল বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা হইলেও কি তাহাকে নিতান্ত কারারুদ্ধের ন্যায় গৃহস্থাশ্রমেই থাকিতে হইবে? না, সে অরণ্যের আশ্রয় লইয়া ব্রহ্মচিন্তায় নিরত হইবে? ॥ ২৩ ॥

জনক কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি যখন শাস্ত্র বা গুরুজনের সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন, তখন, আপনাকে বুঝাইতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না; এক্ষণে যাহা বলি অবধারণ করুন। দেখুন, যোগের অপক্ব অবস্থায় কোমল বৈরাগ্য প্রভাবে ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত হইয়াছে বলিয়া আপাতত বোধ হইতে থাকে বটে, কিন্তু, সেটী ভ্রান্তিমাত্র। কেননা, এই দুর্দ্দান্ত প্রমাথী ইন্দ্রিয়দিগকে সর্ব্বতোভাবে পরাজিত করিতে গুণময়ীমায়াবদ্ধ জীব কদাচই সমর্থ হয় না; অধিক কি, এই সমস্ত দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণ, সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া পূজ্যপাদ মহাত্মাদিগকেও প্রকৃতপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলে; তখন, মৃদু বৈরাগ্য অপক্ব যোগীদিগের যে, নানা প্রকার চিত্ত বিকার জন্মাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? ॥২৪॥ আরও দেখুন, বাসনাবেগবশত নানাবিধ মনোবিকার উপস্থিত হইলেও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া আর কি প্রকারে ভোজন ইচ্ছা, শয়ন ইচ্ছা কি অন্য প্রকার সুখসম্ভোগ বা পুত্র কামনা করিতে পারিবে? কেননা, একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, আর কোন বিষয়েরই কামনা করিতে নাই; অথচ ইহার কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তও নাই যে, তদ্দ্বারা যতি পুনরায় নিষ্পাপ হইতে পারে; সুতরাং তাহাকে একেবারে চিরদিনের জন্য অধঃপতিত হইতে হয়; কিন্তু, গৃহাশ্রমীর ঐ সমস্ত মনোবিকার জন্মিলেও তাহাকে ভ্রষ্ট হইতে হয় না; কারণ, দৈবাৎ কোন পাপকার্য্যে রত হইলেও তাহার পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে ॥ ২৫ ॥

দুর্জ্জরং বাসনাজালং ন শান্তিমুপয়াতি বৈ।
অতস্তচ্ছমনার্থায় ক্রমেণ চ পরিত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥
ঊর্দ্ধং সুপ্তঃ পতত্যেব ন শয়ানঃ পতত্যধঃ।
পরিব্রজ্য পরিভ্রষ্টো ন মার্গং লভতে পুনঃ ॥ ২৭ ॥
যথা পিপীলিকা মূলাচ্ছাখায়ামধিরোহতি।
শনৈঃ শনৈঃ ফলং যাতি সুখেন পদগামিনী ॥ ২৮ ॥
বিহঙ্গস্তরসা যাতি বিঘ্নশঙ্কামুদস্য বৈ।
শ্রান্তো ভবতি বিশ্রম্য সুখং যাতি পিপীলিকা ॥ ২৯ ॥

অত আশ্রমক্রম আস্থেয়ঃ পক্কবৈরাগ্যপর্য্যন্তমিত্যাহ দুর্জ্জরমিতি ॥২৬॥ তদতিক্রমে দোষমাহ ঊর্দ্ধং সুপ্ত ইতি। নন্থ কদাচিদিন্দ্রিয়প্রাবল্যাৎ সন্ন্যাসস্যৈবংরীত্যা ভ্রংশেপি পুনঃ প্রায়শ্চিত্তাদিনা শুদ্ধির্ভবিষ্যতি। যদি তু ভ্রংশো ন স্যাত্তর্হি কৃতার্থতৈবেতি চেত্তত্রাহ পরিব্রজ্যেতি। প্রায়শ্চিত্তাদ্যভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥ তস্মাৎ সন্ন্যাসে ত্বরা ন বিধেয়েত্যাহ যথা পিপীলিকেতি ॥ ২৮ ॥ বিহঙ্গ ইতি। বিঘ্নশঙ্কামুদস্য বিহঙ্গো যাতি পরন্তু শ্রান্তো ভবতি ত্বরয়া গম-

---

এই দুর্জ্জয় বাসনাজাল সহসা কিছুতেই প্রশমিত হয় না; অতএব তাহার নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রম সকল অবলম্বন করিয়া ক্রমে সমস্ত বিষয়ই পরিত্যাগ করিতে হয়; ফলকথা এই যে, এই সমস্ত আশ্রম দ্বারা বাসনা প্রশান্ত হইলে, পরিশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প সমাধির আশ্রয়ে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের স্থিরতা সম্পাদনের নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন পরায়ণ হইতে হয় ॥ ২৬ ॥ দেখুন, উচ্চস্থলে শয়ন করিলে অবশ্যই পতনের শঙ্কা থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি নিম্নস্থলে অর্থাৎ মৃত্তিকার উপরি শয়ন করে, তাহার আর পতন ভয় কোথায়? এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ জানিবেন; কেননা, গৃহস্থাশ্রমে কোন প্রকার পাপ সঙ্ঘটন হইলেও শত শত প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে; কিন্তু, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভ্রষ্ট হইলে তাহার আর মুক্তি লাভের কোন উপায়ই নাই; তাহার কারণ, সন্ন্যাস শেষ আশ্রম! তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলে কোন্ আশ্রমে যাইবে? সুতরাং তাহাকে জন্মের মত একেবারে অধঃপাতেই যাইতে হয়! ২৭ ॥ তাহার সাক্ষী যেমন, পিপীলিকা কোন বৃক্ষাদি আরোহণের সময় মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে তাহার শাখাপ্রশাখা দিয়া শেষে শিখরদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া থাকে। তাহারা ক্রমান্বয়ে গমন করে বলিয়া কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করে না; বস্তুত পরম সুখে গমন করিয়া অনায়াসেই নিজ অভীষ্ট বস্তু লাভ করে; আর ব্যোমচারী বিহঙ্গগণ উদ্দেশ্য স্থানে সত্বর পৌছিবার বাসনায় বিঘ্ন শঙ্কা না করিয়া অত্যন্ত বেগে উড্ডীন হয় বলিয়াই অবিলম্বে ক্লান্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু, পিপীলিকারা যাইবার সময় মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া ক্রমান্বয়ে গমন করে বলিয়া তাহাদিগকে কিছুমাত্র কষ্টভোগ করিতে হয় না ॥ ২৮—২৯ ॥

মনস্তু প্রবলং কামমজেয়মকৃতাত্মভিঃ।
অতঃ ক্রমেণ জেতব্যমাশ্রমানুক্রমেণ চ ॥ ৩০ ॥
গৃহস্থাশ্রমসংস্থোঽপি শান্তঃ সুমতিরাত্মবান্।
ন চ হৃষ্যেন্ন চ তপেল্লাভালাভে সমো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
বিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বাণস্ত্যজঞ্চিন্তান্বিতঞ্চ যৎ।
আত্মলাভেন সন্তুষ্টো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥
পশ্যাহং রাজ্যসংস্থোপি জীবন্মুক্তো যথাঽনঘ!।
বিচরামি যথাকামং ন মে কিঞ্চিৎপ্রজায়তে ॥ ৩৩ ॥
ভুঞ্জানো বিবিধান্ ভোগান্ কুর্ব্বন্ কার্য্যাণ্যনেকশঃ।
ভবিষ্যামি যথাহং ত্বং তথা মুক্তো ভবাঽনঘ! ॥ ৩৪ ॥

নাং ॥২৯—৩০॥ নন্থ গৃহস্থাশ্রমে বিক্ষেপবাহুল্যমিতি চেত্তত্রাহ গৃহস্থাশ্রমেতি। রাগদ্বেষৌ বিনা উদাসীনো ভবেদিতার্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ এবংবিধঃ কো মুক্ত ইতি চেত্তত্রাহ পশ্যাহমিতি ॥ ৩৩ ॥ ভুঞ্জান ইতি। যথাহমুদাসীনবদাসীনো রাগদ্বেষাদিরহিতো ভগবতীপ্রীত্যর্থং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ জীবন্মুক্তঃ সন্ দেহান্তে মুক্তো বিদেহমুক্তো ভবিষ্যামি তথা ত্বমপি সদাচারং কুর্ব্বন্মুক্তো

শুকদেব! ইহ সংসারে এই মনকেই প্রবল শত্রু বলিয়া জানিবেন; সুতরাং দুর্ব্বল প্রকৃতি অজ্ঞ মানব ইহাকে কিছুতেই জয় করিতে সমর্থ হয় না; সেই জন্য গার্হস্থ্য প্রভৃতি এক একটী আশ্রমকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত কামনার আকর স্বরূপ এই দুর্দান্ত মনকে জয় করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়াও যদি সদ্বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রশান্তভাবে মনকে জয় করিবার নিমিত্ত যত্ন পরায়ণ হয়; এবং কোন অভীষ্ট লাভ হইলে, একেবারে আহ্লাদে উন্মত্ত আর বিফল মনোরথ হইলেই অমনি অনুতাপানলে দগ্ধ না হয়; বস্তুত বৃথা চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বদা অনাসক্ত রূপে বেদবিহিত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আত্মার স্বরূপ লাভে আনন্দসাগরে ভাসমান হইতে পারে তাহা হইলে তাদৃশ মহাত্মা মানব যে, নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই ॥ ৩০—৩২ ॥ (আমি যাহা বলিলাম তাহাতে কোন সংশয় করিবেন না) এই দেখুন আমি বিশাল রাজ্য শাসনে নিযুক্ত থাকিয়াও জীবন্মুক্ত; কোন প্রকার সুখ দুঃখাদিতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ উপস্থিত হয় না; আমি রাজ ভোগাদির কিছুতেই আসক্ত নহি; বস্তুত সর্ব্বদা স্বাধীন তন্ত্রে থাকিয়া নিজ ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া থাকি। আপনিও ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাপ হইয়াছেন; অতএব, আমার দৃষ্টান্তানুসারে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া জীবন্মুক্ত রূপে কাল হরণ করিতে যত্নপরায়ণ হউন্ ॥ ৩৩ ॥ গুরুপুত্র! আপনার চিত্ত নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই আপনাকে এই সমস্ত গূঢ় তত্ত্ব বলিতেছি; দেখুন, আমি জীবন্মুক্ত হইয়াও নানাপ্রকার বিষয় ভোগ করিতেছি এবং ফল কামনা না

কথ্যতে খলু যদ্দৃশ্যমদৃশ্যং বধ্যতে কুতঃ।
দৃশ্যানি পঞ্চভূতানি গুণাস্তেষাং তথা পুনঃ ॥ ৩৫ ॥
আত্মা গম্যোঽনুমানেন প্রত্যক্ষো ন কদাচন।
স কথং বধ্যতে ব্রহ্মন্নির্বিকারো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩৬ ॥
মনস্তু সুখদুঃখানাং মহতাং কারণং দ্বিজ !।
জাতে তু নির্ম্মলে হ্যস্মিন্ সর্ব্বং ভবতি নির্ম্মলম্ ॥ ৩৭ ॥

ভবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ জ্ঞানমুপদিশতি কথ্যত ইতি। যৎ খলু জড়ং জগৎ। অবিদ্যাদিকং দৃশ্যং কথ্যতে তেন দৃশ্যেন পরমার্থতোঽদৃশ্যমাত্মতত্ত্বং কুতঃ কেন হেতুনা বধ্যেত ন কেনাপীত্যর্থঃ। তৎসিদ্ধেরদৃশ্যাধীনত্বাৎ। নহি দীপভানুপ্রভয়া প্রকাশিতা ঘটাদয়ো দীপভানু প্রতিবধ্নন্তি। তত্র দৃশ্যাদৃশ্যশব্দার্থমাহ দৃশ্যানীতি। ইদমুপলক্ষণমবিদ্যাদেঃ ॥ ৩৫ ॥ আত্মা তু অনুমানেন গম্যো জ্ঞেয়োঽতএবাদৃশ্যো ন প্রত্যক্ষঃ সর্ব্বসাক্ষিত্বাৎ। সাক্ষিপ্রকাশরূপাত্মা ইতি ফলিতম্। কিঞ্চ নির্ব্বিকারো নিরঞ্জনশ্চ। ইদমুপলক্ষণমসঙ্গিত্বাদিধর্ম্মাণাম্ ॥ ৩৬ ॥ ননু তর্হি বন্ধঃ কেন হেতুনানুভূয়ত ইতি চেত্তত্রাহ মনস্ত্বিতি। অবিদ্যাজন্যান্তঃকরণাবচ্ছিন্নো জীবো মনোবৃত্ত্যা স্বাবিদ্যয়া স্বকূটস্থমাত্মানমজ্ঞাত্বা বুদ্ধ্যাদ্যধ্যাসেন বুদ্ধ্যাদিনিষ্ঠধর্ম্মাংশ্ছত্রিন্যায়েন কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ববদ্ধত্বমুক্তত্বাদীনাত্মন্যতিদিশতি তেন চ সুখদুঃখাদীন্ বুদ্ধিনিষ্ঠানাত্মন্যারোপয়তি। তস্মান্মনএব কারণং সুখদুঃখানাং নান্যদিতি ভাবঃ। জাতেত্বিতি। কর্ম্মোপাসনাদিভির্ভগবতীপ্রীত্যর্থমাচরিতৈঃ শ্রবণমনননিদিধ্যাসনাদিভিশ্চাত্মানুভবেনাবিদ্যানাশেন মনসি নির্ম্মলেঽবিদ্যারহিতে জাতে সর্ব্বং নির্ম্মলমেব ভবতি নিঃশঙ্কমেব ভবতি। ননু পূর্ব্ববন্মোহাবৃতং ততশ্চ ন

থাকিলেও ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি, অথচ পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় কিছুতেই লিপ্ত নহি; ফলত সকল কার্য্যেই আমায় উদাসীন বলিয়া জানিবেন; অতএব আমার স্থির বোধ আছে যে, এই দেহের অবসান হইলেই আমি বিদেহ মুক্তি লাভ করিব। সেইরূপ আপনিও আমার ন্যায় জীবন্মুক্ত হইয়া সদাচারের অনুষ্ঠান করুন। তাহা হইলে নিশ্চয়ই চরমে পরম নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন ॥ ৩৪ ॥

শুকদেব! বেদান্ত প্রভৃতি জ্ঞান শাস্ত্রে, যখন, অবিদ্যাজাত এই সমস্ত দৃশ্য জগৎ বস্তু মাত্রকেই জড়ময় অবস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন, অদৃশ্য চৈতন্য স্বরূপ সেই প্রকৃত বস্তু আত্মতত্ত্ব, দৃশ্য জড় পদার্থ দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইবেন? দেখুন, যেমন পৃথিবী প্রভৃতি স্থূলভূত সকল দৃশ্য পদার্থ হইলেও ইহাদিগের অদৃশ্য গন্ধাদি গুণ সকলকে একমাত্র অনুমান দ্বারা সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ অদৃশ্য চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকেও কেবল অনুমান দ্বারাই জানিতে পারা যায়; কেননা, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের অতীত; সুতরাং কিছুতেই এই চর্ম্মচক্ষের গোচরীভূত হইবার নহেন। ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হইল; তাহা হইলে, একেবার স্বয়ং বিচার করিয়া দেখুন দেখি যে, সেই নির্ব্বিকার নিরঞ্জন আত্মা, দৃশ্য এই জড়ময় ভৌতিক জগৎ পদার্থ দ্বারা বদ্ধ হইতে পারেন কি না? গুরুপুত্র! আপনি ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রভাবে দ্বিজ কুলেরও অগ্রগণ্য হইয়াছেন! সুতরাং আপনাকে অধিক

ভ্রমন্ সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাত্বা স্নাত্বা পুনঃ পুনঃ।
নির্ম্মলং ন মনো যাবত্তাবৎ সর্ব্বং নিরর্থকম্ ॥ ৩৮ ॥
ন দেহো ন চ জীবাত্মা নেন্দ্রিয়াণি পরন্তপ!।
মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥ ৩৯ ॥
শুদ্ধো মুক্তঃ সদৈবাত্মা ন বৈ বধ্যেত কর্হিচিৎ।
বন্ধমোক্ষৌ মনঃসংস্থৌ তস্মিন্ শান্তে প্রশাম্যতি ॥ ৪০ ॥
শত্রুর্ম্মিত্রমুদাসীনো ভেদাঃ সর্ব্বে মনোগতাঃ।
একাত্মত্বে কথং ভেদঃ সম্ভবে দ্বৈতদর্শনাৎ ॥ ৪১ ॥

দুঃখাদিকমনুভবতীত্যর্থঃ ॥৩৭॥ হে শুকেদং রহস্যং সর্ব্বপ্রাণিভিরবশ্যমাশ্রয়িতব্যং ইদমনাশ্রিত্য সর্ব্বং কৃতমপ্যকৃতমেব ভবতীত্যাহ ভ্রমন্নিতি ॥ ৩৮॥ (ন দেহেতি। হে পরন্তপ! জিত-কামাদিরিপুষড়্‌বর্গ! মনুষ্যাণাং বন্ধমোক্ষয়োঃ কারণং মনএব অন্যে দেহাদয়ো নেতি বিদ্ধাতিশেষঃ ॥ ৩৯ ॥ মনএবকারণমিতি যদুক্তং তদেব স্ফুটয়ন্নাহ শুদ্ধো মুক্ত ইতি। শুদ্ধঃ নির্ম্মলঃ সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিতো বা অতএব নিত্যমুক্তস্বরূপ আত্মা কদাচিৎ কেনাপি ন বধ্যেত। বন্ধমোক্ষৌ তু মনঃসংস্থৌ রজস্তমোবৃত্তিরাশিজড়িতং মনএবাশ্রিত্য স্থিতাবিত্যর্থঃ। নিতরাং তস্মিন্ মনসি শান্তে অবিদ্যোপাধিজন্যমনিত্যশোকমোহসুখদুঃখাদিকং সর্ব্বং প্রশাম্যতী-ত্যন্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥) দ্বৈতদর্শনাৎ। দ্বৈতদর্শনং বিহায়ৈকাত্মত্বে লব্ধে কথং ভেদঃ সম্ভবেৎ ন

বলা মূঢ়তা মাত্র। আপনি ইহা স্থির জানিবেন যে, এই মনই একমাত্র সমস্ত সুখ দুঃখের কারণ; ইনি নির্ম্মল হইলেই বিশ্ব সংসার সমস্তই বিমল আত্মরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে ॥ ৩৫—৩৭ ॥

শুকদেব! যদি কোন ব্যক্তি এই পৃথিবী মধ্যে কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, মথুরা, দ্বার-বতী ও পুষ্কর পুরুষোত্তম প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক সর্ব্বত্রই বারংবার স্নানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া বেড়ায়, তথাপি যত দিন না তাহার চিত্তক্ষেত্র নির্ম্মল হইবে, তত দিন তাহার সেই তীর্থ ভ্রমণ বা স্নানদানাদি সমস্তই নিরর্থক জানিবেন; (বস্তুত সে সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় কোন কার্য্যকরই হইবে না) ॥ ৩৮ ॥ গুরুপুত্র! আপনি জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বজ্ঞপুরুষ; (সুতরাং এ জগতের কোন বিষয়ই আপনার জানিতে অবশিষ্ট নাই; তথাপি আমি কেবল সংশয় নিরাসের নিমিত্ত যাহা বলিতেছি তাহা স্থিরচিত্তে অবধারণ করিবেন।) মনুষ্যদিগের বন্ধ বা মোক্ষের প্রতি একমাত্র মনকেই কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন; দেহ কি ইন্দ্রিয়বর্গ অথবা জীবাত্মা ইহাদের মধ্যে কেহই কারণ নহে। কেননা, আত্মা নির-ন্তরই নির্ম্মলস্বভাব এবং নিত্য মুক্তস্বরূপ; সুতরাং ইঁহাকে কেহই কখন বদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না; বন্ধ বা মোক্ষ এই দুইটী পদার্থ একমাত্র মনকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে; অতএব মন প্রশান্ত হইলে, আপনা হইতে সকলেই প্রশান্ত হইয়া পড়ে ॥ ৩৯—৪০ ॥ শত্রু কি মিত্র বা উদাসীন প্রভৃতি ভেদজ্ঞান, কেবল মনের ধর্ম্ম জানিবেন; সমস্ত

জীবো ব্রহ্ম সদৈবাহং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ভেদবুদ্ধিস্তু সংসারে বর্ত্তমানা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২ ॥
অবিদ্যেয়ং মহাভাগ! বিদ্যা চ তন্নিবর্ত্তনম্।
বিদ্যাবিদ্যে চ বিজ্ঞেয়ে সর্ব্বদৈব বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৩ ॥
বিনাতপং হি ছায়ায়া জ্ঞায়তে চ কথং সুখম্।
অবিদ্যয়া বিনা তদ্বৎ কথং বিদ্যাঞ্চ বেত্তি বৈ ॥ ৪৪ ॥
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে ভূতানি চ তথৈব চ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু কো দোষস্তত্র চাত্মনঃ ॥ ৪৫ ॥

কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ সংসারে বর্ত্তমানা অবিদ্যাবস্থায়াং বর্ত্তমানা ভেদবুদ্ধিঃ জীবব্রহ্মভেদ-বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে উৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ কস্মাদুৎপদ্যত ইতি চেত্তত্রাহ। অবিদ্যেয়মিতি। অবিদ্যাকারণমস্য ইত্যর্থঃ। তন্নিবর্ত্তকং তন্নাশকং বিদ্যা চ বিদ্যৈব ব্রহ্মবিষয়িণী নির্ব্বিকল্পক-বৃত্তিরেব নান্যৎ। অতো বিচক্ষণৈস্ত এববিদ্যাবিদ্যে জ্ঞাতব্যে পুরুষার্থহেতুত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥ নন্ব-বিদ্যানাশেপি বিদ্যায়াঃ সত্ত্বাদ্দ্বৈতং তদবস্থমেবেতি কথং ভবতাঽদ্বৈতং প্রতিপাদ্যতে চেত্ত-ত্রাহ বিনাতপমিতি। ছায়ায়াঃ সুখমাতপং বিনা কথং জ্ঞায়তে তথাঽবিদ্যয়া বিনা কথং বিদ্যাং বেত্তি ন কথমপীত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ। অবিদ্যাকার্য্যমেব বিদ্যা তয়া চ বিদ্যয়াঽবিদ্যানাশে সতি কতকরজোন্যায়েনাবিদ্যাসহিতা স্বয়মপি বিদ্যা নশ্যতি ততশ্চ ন দ্বৈতাপত্তিরিতি॥ ৪৪ ॥

দ্বৈতভাব তিরোহিত হইয়া যদি মনে একবার একাত্মরূপ অদ্বৈত দৃষ্টির উদয় হয়, তাহা হইলে আর ভেদ বুদ্ধির সম্ভাবনা কি? অজ্ঞ মানব যে, কেবল সংসার পাশে বদ্ধ থাকিয়াই তিনি ব্রহ্ম আর আমি জীব, এইরূপ জড়পিণ্ড দেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া সর্ব্বদা ভেদ বুদ্ধি করিতে থাকে ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। গুরুপুত্র! আপনি নিজ মহীয়সী প্রজ্ঞাদ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন যে শাস্ত্রে ইহাই অবিদ্যা নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ফলত মনুষ্যগণ যাবৎ কাল এই সংসারবাগুরা-বিস্তারিণী অবিদ্যার দাস হইয়া থাকে, ততদিন তাহাদিগের অন্তর্নীড় হইতে এই ভেদবুদ্ধি বিহঙ্গী কোন প্রকারেই অন্তর্হিত হয় না। পরন্তু, একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাকেই তাহার বিধ্বংসকারিণী বলিয়া জানিবেন। বস্তুত ব্রহ্মবিদ্যার উদয় মাত্রেই কে, অমনি অচির কাল মধ্যে সেই ভেদ বুদ্ধিপ্রকাশিনী কামকর্ম্মবাসনাময়ী অবিদ্যা সদলবলে পলায়ন পরায়ণ হয়েন, তাহাতে আর সংশয় নাই; অতএব, প্রজ্ঞাবান্ যোগীর বিদ্যা এবং অবিদ্যা এ উভয়কেই জানা কর্ত্তব্য ॥ ৪১—৪৩ ॥ কেননা, ছায়াতে যে, কি সুখ তাহা রৌদ্র ভোগ না করিলে কিছুতেই অনুভব হইতে পারেনা; সেইরূপ অবিদ্যাসম্ভূত অশেষ ক্লেশরাশি ভোগ না করিলে ব্রহ্মবিদ্যা সুখ কখনই বোধ হইতে পারে না ॥ ৪৪ ॥ যেমন, সত্ত্বাদিগুণসকল গুণজাত দ্রব্যে এবং আকাশাদি মহাভূতসমস্ত ভৌতিক দেহ প্রভৃতিতে স্বভাবত প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যদি রূপাদি স্বস্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে নিরন্তর

মর্য্যাদা সর্ব্বরক্ষার্থং কৃতা বেদেষু সর্ব্বশঃ।
অন্যথা ধর্ম্মনাশঃ স্যাৎ সৌগতানামিবানঘ ! ॥ ৪৬ ॥
ধর্ম্মনাশে বিনষ্টঃ স্যাদ্বর্ণাচারোঽতিবর্ত্তিতঃ।
অতো বেদপ্রদিষ্টেন মার্গেণ গচ্ছতাং শুভম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

সন্দেহো বর্ত্ততে রাজন্ ! ন নিবর্ত্ততি মে ক্বচিৎ।
ভবতা কথিতং যত্তচ্ছ্রুতো মে নরাধিপ ! ॥ ৪৮ ॥
বেদধর্ম্মেষু হিংসা স্যাদধর্ম্মবহুলা হি সা।
কথং মুক্তিপ্রদো ধর্ম্মো বেদোক্তো বত ভূপতে ! ॥ ৪৯ ॥

জ্ঞানমুপসংহরতি। গুণাগুণেম্বিতি। কো দোষ ইতি। অসঙ্গত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ যদ্যপ্যেবং বর্ত্ততে তথাপি মহদ্ভির্লোকসংগ্রহার্থং বেদমর্য্যাদাবশ্যং পালনীয়েত্যভিপ্রায়েণাহ মর্য্যাদেতি ॥৪৬॥ (ধর্ম্মনাশ ইতি। ধর্ম্মস্য নাশে সতি উৎপথগতো বর্ণাচারঃ বিনষ্টঃ স্যাৎ। অতএব বেদোপদিষ্টমার্গেণ গচ্ছতাং জনানাং শুভং ভবেৎ যে হি বেদবিহিতধর্ম্মমাশ্রিত্যেহ বিচরন্তি তেষামবশ্যং মঙ্গলং স্যাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সন্দেহ ইতি। রাজন্ ! ভবতা যৎ কথিতং তচ্ছ্রুতো মম সন্দেহঃ ক্বচিৎ কথমপি ন নিবর্ত্ততে কিন্তু বর্ত্ততে ক্রমশ উৎপদ্যতে এবেতি ভাবঃ। নিবর্ত্ততীতি পরস্মৈপদমার্ষম্ ॥৪৮॥)

নির্ম্মল স্বভাব সর্ব্বসঙ্গবিরহিত নিরঞ্জনস্বরূপ আত্মার দোষ হইবে কেন ? গুরুপুত্র ! আপনি নিজ বিমলমতি প্রভাবে সমস্তই বুঝিতে পারেন, অতএব, আপনাকে অধিক আর কি বলিব ; ইহ সংসারে তত্বজ্ঞপুরুষেরা বিধি নিষেধের দাস নহেন বটে, সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও কিছু নাই ; তথাপি তাঁহারা শুদ্ধ লোকশিক্ষার উদ্দেশে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বেদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন ; জ্ঞানী পুরুষেরা যদি নিজে কর্ম্মানুষ্ঠায়ী না হয়েন, তাহা হইলে, অজ্ঞ বিমূঢ় মানব তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুসারে চলিতে গিয়া একেবারে সদাচার ভ্রষ্ট হইয়া শেষে বেদমার্গ পরিত্যাগী দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকদিগের মত সর্ব্বতোভাবে উৎপথগামী হইয়া পড়ে ; সুতরাং তখন ধর্ম্ম ও মানব সমাজ হইতে আস্তে আস্তে অন্তর্ধান করেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ ধর্ম্ম নাশ হইলে, সেই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল লোকের বর্ণাচারাদিও উৎসন্ন হইয়া যায় ; অতএব, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পুরুষের সর্ব্বদা বেদপ্রদিষ্ট পথে গমন করাই বিধেয় ॥ ৪৭ ॥

রাজর্ষি জনকের মুখে বেদাভিমত উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া শুকদেব বলিলেন, মহারাজ ! আপনার নিকট বেদোক্ত উপদেশ সকল শুনিয়া আমার মনোগত সন্দেহের অপনয়ন হওয়া দূরে থাকুক্, ক্রমশ তাহার বৃদ্ধিই হইতেছে ॥ ৪৮ ॥ বৈদিক ধর্ম্মে যখন, অধর্ম্ম ভূয়িষ্ঠ ভূরি ভূরি পশু হিংসার আদেশ রহিয়াছে, তখন, তাদৃশ হিংসামূলক বেদোক্ত ধর্ম্ম যে, কিরূপে মুক্তিদানে সমর্থ হয়, তাহা আমার বুদ্ধিতে ধারণা হইতেছে না ॥ ৪৯ ॥

প্রত্যক্ষেণ ত্বনাচারঃ সোমপানং নরাধিপ ! ।
পশূনাং হিংসনং তদ্বদ্ভক্ষণং ত্বামিষস্য চ ॥ ৫০ ॥
সৌত্রামণৌ তথা প্রোক্তঃ প্রত্যক্ষেণ সুরাগ্রহঃ ।
দ্যূতক্রীড়া তথা প্রোক্তা ব্রতানি বিবিধানি চ ॥ ৫১ ॥
শ্রূয়তে স্ম পুরা হ্যাসীচ্ছশবিন্দুর্নৃপোত্তমঃ ।
যজ্বা ধর্ম্মপরো নিত্যং বদান্যঃ সত্যসাগরঃ ॥ ৫২ ॥
গোপ্তা চ ধর্ম্মসেতূনাং শাস্তা চোৎপথগামিনাম্ ।
যজ্ঞাশ্চ বিহিতাস্তেন বহবো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥ ৫৩ ॥
চর্ম্মণাং পর্ব্বতো জাতো বিন্ধ্যাচলসমঃ পুনঃ ।
মেঘাম্বুপ্লাবনাজ্জাতা নদী চর্ম্মণ্বতী শুভা ॥ ৫৪ ॥

সন্দেহমেবাহ বেদধর্ম্মেম্বিতি ॥৪৯—৫০॥ ব্রতানীতি। ব্রহ্মচারিপুংশ্চল্যোর্মৈথুনাদীনি ॥ ৫১ ॥ শ্রূয়তে স্মেতি। পুরা পূর্ব্বস্মিন্ কালে সূর্য্যবংশ্যঃ শশবিন্দুরিতি নাম্না নৃপোত্তমঃ রাজরাজেশ্বর আসীৎ নতু কেবলং সম্রাট্ পরং স ধর্ম্মপরঃ। অতএব যজ্বা নিত্যং বদান্যতাদিনানাগুণসম্পন্ন আসীদিতি শ্রূয়তে স্ম লোকপরম্পরয়া শ্রুতমিতি ময়েতি শেষঃ ॥ ৫২ ॥ গোপ্তেতি। স সম্রাট্ শশবিন্দুর্ধর্ম্মসেতূনাং গোপ্তা রক্ষিতা উৎপথগামিনাং উচ্ছৃঙ্খলবর্ত্তিনাং শাস্তা আসীৎ তেন চ রাজ্ঞা ভূরিদক্ষিণা বহবো যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ ভূর্য্যঃ প্রচুরাঃ দক্ষিণা যেষু তাদৃশা যজ্ঞা ইত্যর্থঃ ॥৫৩॥ কিমু বক্তব্যা তস্য যজ্ঞানুষ্ঠানকথেতি কৈমুতিকন্যায়েন হিংসাভূয়িষ্ঠযজ্ঞাদীনি বেদোক্তকর্ম্মাণীতি প্রদর্শয়ন্নাহ চর্ম্মণামিতি। তস্য রাজ্ঞঃ শশবিন্দোস্তেষু তেষু যজ্ঞেষু নিহতা যে পশবস্তেষাং স্তূপীকৃতৈশ্চর্ম্মোচ্চ্ৈর্বিন্ধ্যগিরিসদৃশশ্চর্ম্মপর্ব্বতো জাত ইত্যন্বয়ঃ। কালে মেঘাম্বুপ্লাবনাৎ বৃষ্টিবারিপ্লাবনাদিত্যর্থঃ। তৈশ্চর্ম্মক্লেদরাশিভিশ্চর্ম্মণ্বতী নাম নদী জাতা অজায়ত। শুভা দেবখাতবৎ

বিশেষত যে ধর্ম্মে প্রত্যক্ষ অনাচার রূপ সোমরস পান, নানা পশু হিংসা ও আমিষ ভক্ষণের বিধি আছে, আবার সৌত্রামণি যাগেতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুরা গ্রহণের উল্লেখ রহিয়াছে ; ইহা ব্যতীত অপরাপর নানাবিধ ব্রতের কথাও আছে। এমন কি বেদে দ্যূতক্রীড়া পর্য্যন্তেরও বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫০—৫১ ॥ এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বে শশবিন্দু নামে এক জন সূর্য্যবংশীয় সম্রাট্ ছিলেন, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ সম্রাট্ শশবিন্দু সতত সত্যব্রত হইয়া দেবাদির অর্চ্চনা করিতেন। তাঁহার বদান্যতা গুণে রাজ্যস্থ প্রজাপুঞ্জ কখন দারিদ্র্যক্লেশ অনুভব করে নাই। তিনি প্রজাবর্গের ধর্ম্মসেতুরক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই লোক মর্য্যাদা অতিক্রমকারী দুরাত্মাদিগকে যথানিয়মে শাসন করিতেন। ইহা ভিন্ন তিনি প্রভূত দক্ষিণা সহকারে গোমেধ প্রভৃতি শত শত বেদোক্ত যজ্ঞ সকলেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৫২—৫৩ ॥ তাঁহার সেই সকল যজ্ঞ উপলক্ষে এত গো হত্যা হইয়াছিল যে, গোচর্ম্ম স্তূপাকারে জড় হইয়া বিন্ধ্যগিরির ন্যায় একটী চর্ম্মময় পর্ব্বত হইয়া পড়ে। পরে সেই সমস্ত চর্ম্মস্থ ক্লেদরাশি কালক্রমে বর্ষাবারির সহিত সংমিলিত হওয়ায় চর্ম্মণ্বতী নামে একটী প্রকাণ্ড নদী জন্মিয়া যায়। ॥ ৫৪ ॥

সোঽপি রাজা দিবং যাতঃ কীর্ত্তিরস্যাচলা ভুবি।
এবং ধর্ম্মেষু বেদেষু ন মে বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৫ ॥
স্ত্রীসঙ্গেন সদা ভোগে সুখমাপ্নোতি মানবঃ।
অলাভে দুঃখমত্যন্তং জীবন্মুক্তঃ কথম্ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥

জনক উবাচ।

হিংসা যজ্ঞেষু প্রত্যক্ষা সাঽহিংসা পরিকীর্ত্তিতা।
উপাধিযোগতো হিংসা নান্যথেতি বিনির্ণয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
যথা চেন্ধনসংযোগাদগ্নৌ ধূমঃ প্রবর্ত্ততে।
তদ্বিযোগাত্তথা তস্মিন্নির্ধূমত্বং বিভাতি বৈ ॥ ৫৮ ॥
অহিংসা চ তথা বিদ্ধি বেদোক্তাং মুনিসত্তম !।
রাগিণাং সাঽপি হিংসৈব নিস্পৃহাণাং ন সা মতা ॥ ৫৯ ॥

বহুযোজনব্যাপিনীতি ভাবঃ। সুদৃশ্যা পবিত্রা বা ॥ ৫৪ ॥) ন মে বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে। স্বর্গাদ্যনিত্যফলকত্বাদ্বেদোক্তকর্ম্মণ ইতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥ কিঞ্চ ত্বয়া জীবন্মুক্ততোক্তা তত্রাপি সন্দেহোস্তীত্যাহ স্ত্রীসঙ্গেনেতি ॥ ৫৬ ॥

সাঽহিংসেতি। অহিংসেতিচ্ছেদঃ। অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্য ইতি শ্রুতেঃ। উপাধিযোগত ইতি। রাগরূপোপাধিনা কৃতা তু হিংসৈব ভবতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥ অহিংসাঞ্চেতি। আর্দ্রেন্ধনোপাধিনা বহ্নেঃ সধূমত্বং অন্যথা নির্ধূমত্বং তথা রাগাদ্যুপাধিনা পশ্বালম্ভস্য

মহারাজ ! যিনি প্রজাপালক রাজা হইয়াও একমাত্র বেদের দোহাই দিয়া ঘোরতর নৃশংসের ন্যায় লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ সংহার করিলেন। তিনিও ইহলোকে অচলা কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া অবলীলাক্রমে স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন। কি আশ্চর্য্য ! যাহাই হউক্, কিন্তু, এরূপ অদ্ভুত বৈদিক ধর্ম্মে আমার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হইতে চাহে না ॥ ৫৫ ॥ আরও এক কথা এই যে, যে ব্যক্তি রমণী বা অপরাপর বিষয়-সম্ভোগে বিলক্ষণ সুখানুভব করে, আর তাহা না পাইলেই অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, তাদৃশ মানবও যদি জীবন্মুক্ত, তবে বদ্ধ কে? ॥ ৫৬ ॥

জনক বলিলেন, গুরুপুত্র ! যজ্ঞস্থলে যে পশু হিংসা হয়, পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহাকে অহিংসা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেননা, বেদ বিধি ভিন্ন রাগদ্বেষাদি বশত যে সকল পশু হত্যা হয়, তাহাই হিংসা ; ইহাই বেদাদি শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত জানিবেন ॥ ৫৭ ॥ অগ্নি স্বভাবত তেজোময় হইলেও কেবল কাষ্ঠের আর্দ্রতা নিবন্ধন রাশি রাশি ধূম উদ্গিরণ করিয়া থাকেন, আর কাষ্ঠাদির অভাবে ধূমাদির লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না বস্তুত কারণ অবস্থায় অগ্নি আপনার নিজ স্বরূপেই অবস্থান করেন এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ, অর্থাৎ রাগদ্বেষ বিরহিত হইয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে পশুচ্ছেদ করিলে, তাহা হিংসা মধ্যে গণ্য হইতে পারে না ; বস্তুত তাহা অহিংসা বলিয়াই জানিবেন। সংসারাসক্ত রাগদ্বেষ ব্যাকুলচিত্ত মানব-সম্বন্ধে যাহা

অরাগেণ চ যৎ কর্ম্ম তথাঽহঙ্কারবর্জ্জিতম্‌।
অকৃতং বেদবিদ্বাংসঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬০ ॥
গৃহস্থানাং তু হিংসৈব যা যজ্ঞে দ্বিজসত্তম ! ।
অরাগেণ চ যৎ কর্ম্ম তথাঽহঙ্কারবর্জ্জিতম্‌।
সা হিংসৈব মহাভাগ ! মুমুক্ষূণাং জিতাত্মনাম্‌ ॥ ৬১ ॥*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
শুকজনকয়োস্তত্ত্ববিচারো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হিংসাত্বমন্যথা হিংসাত্বাভাব ইতি ॥ ৫৯ ॥ রাগাদিরহিতকর্ম্মণঃ ঈশ্বরপ্রসাদরহিতফলাভাবাৎ কৃতমপি কর্ম্মাকৃতমেব ভবতি পুনঃ কুতস্তস্য হিংসাদিদোষদুষ্টত্বমিত্যাহ অরাগেণ চেতি ॥ ৬০ ॥ গৃহস্থানাং ত্বিতি। রাগিণামিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকেপ্রথমস্কন্ধেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হিংসা নামে প্রসিদ্ধ, আবার সেই সকল ধর্ম্মেরই যদি দেহাভিমান বর্জ্জিত ফলকামনা শূন্য মহাত্মারা অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে, উহাই অহিংসা বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৫৮—৫৯ ॥ বেদতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের আচরিত কর্ম্মে অহঙ্কার বা রাগদ্বেষ কিছুই নাই। এই জন্য মনীষি পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাঁহাদিগের কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলকথা এই যে, যে কর্ম্মে সংসার বন্ধন হয় না, তাহা কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত নহে ॥ ৬০ ॥ শুকদেব ! আপনি একে ত উৎকৃষ্ট দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আবার অধ্যাত্ম চিন্তায় নিরত হইয়া মুনিগণেরও অগ্রণী হইয়াছেন; সুতরাং আপনার বুদ্ধি যে সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধায়িনী হইবে, ইহাতে আর সংশয় কি ? এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি বিচার করিয়া দেখুন সত্য কি না। ফললোলুপ সংসারাসক্ত গৃহস্থেরা রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত হয় বলিয়াই তাহা হিংসা নামে প্রসিদ্ধ ; কিন্তু, মুমুক্ষুদিগের অহঙ্কার বা রাগদ্বেষ এ সমস্তেরই অভাব সুতরাং সেই সকল কর্ম্মই আবার ইহাদের সম্বন্ধে অহিংসা ; অর্থাৎ দেহাভিমান-বর্জ্জিত নিষ্কাম জিতেন্দ্রিয় যোগীকে পশুহত্যাদিজন্য অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৬১ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
শুকদেবের প্রতি জনকের তত্ত্বোপদেশ প্রদান বিষয়ক
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্দ্ধ একষষ্টি শ্লোক।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

সন্দেহোঽয়ং মহারাজ! বর্ত্ততে হৃদয়ে মম।
মায়ামধ্যে বর্ত্তমানঃ স কথং নিস্পৃহো ভবেৎ॥ ১॥
শাস্ত্রজ্ঞানঞ্চ সংপ্রাপ্য নিত্যানিত্যবিচারণম্।
ত্যজতে ন মনো মোহং স কথং মুচ্যতে নরঃ॥ ২॥
অন্তর্গতং তমশ্ছেত্তুং শাস্ত্রাদ্‌বোধো হি ন ক্ষমঃ।
যথা ন নশ্যতি তমঃ কৃতয়া দীপবার্ত্তয়া॥ ৩॥
অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদা বুধৈঃ।
স কথং রাজশার্দ্দূল! গৃহস্থস্য ভবেত্তথা॥ ৪॥

অর্দ্ধাধিকাষ্টপঞ্চাশচ্ছ্লোকৈর্জনকবাক্যতঃ।
শান্তস্য শুকদেবস্য বিবাহাদিকমুচ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে নিস্পৃহস্যারাগিণো দেবেশ্বরপ্রীত্যর্থং ক্রিয়মাণে বৈদিকে কর্ম্মণি হিংসা ন ভবতীত্যুক্তং তত্র নিস্পৃহত্বমেবাক্ষিপতি সন্দেহোঽয়মিতি। নহি জলমধ্যে বিদ্যমানো জলেনাসম্বদ্ধো ভবতি। এবং মায়ায়াং বিদ্যমানো মায়াগুণৈঃ কথমসম্বদ্ধঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥ ১॥ নন্বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণজন্যবোধেন বিবেকো জাগরূক এবেতি নিস্পৃহতা স্যাদিতি চেত্তত্রাহ শাস্ত্রজ্ঞানঞ্চেতি। জ্ঞানং সম্প্রাপ্য যাবদ্যোগাদিকং ন সাধিতং তাবন্মনো মোহন্ন ত্যজতে। আত্মনেপদমার্ষম্। শাস্ত্রজন্যবোধস্য পরোক্ষত্বাদিত্যভিমানঃ। তথাচ কেবলশাস্ত্রজন্যবোধেন ন কথঞ্চিন্নিস্পৃহতা সম্ভবতি। ততশ্চ সংসারে বিদ্যমানো নরঃ কথং মুচ্যতে ন কথমপীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সংসারং বিহায় যোগাদিনিষ্ঠো ভবেদিত্যেষ সিদ্ধান্ত ইতি তাৎপর্য্যম্॥ ২॥ অন্তর্গতমিতি। অবিদ্যারূপমন্তর্গতং তমো ন শাস্ত্রজন্যপরোক্ষজ্ঞানেন নশ্যতি। কিন্তু যোগজন্য-

---

শুক কহিলেন। রাজর্ষে! আমার হৃদয়ে এইরূপ গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, জীব নিরন্তর মায়াময় সংসার মধ্যে বাস করিয়াও মায়াজাল-জড়িত বিষয় হইতে কিরূপে নিস্পৃহ হইবে?॥ ১॥ যখন যোগাদির অভ্যাস ব্যতিরেকে কেবল শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া নিত্যানিত্য বিচার করিলেও মানসিক মোহ দূরীভূত হয় না; তখন, জীব সংসারাসক্ত হইয়া কিরূপে মুক্ত হইবে?॥ ২॥ যেমন দীপের কথামাত্র বলিলে গৃহগত অন্ধকার অন্তর্হিত হয় না, সেইরূপ কেবল শাস্ত্রজ্ঞানও কদাচ অন্তর্গত অবিদ্যাজনিত অন্ধকারকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে॥ ৩॥ দেখুন, জীবগণের প্রতি হিংসা না করাই পণ্ডিতগণের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য; কিন্তু, গৃহস্থের নিকট ইহা কিরূপে হইতে পারিবে?॥ ৪॥ নৃপবর!

বিত্তৈষণা ন তে শান্তা তথা রাজসুখৈষণা।
জয়ৈষণা চ সংগ্রামে জীবন্মুক্তঃ কথং ভবেঃ॥ ৫ ॥
চোরেষু চৌরবুদ্ধিস্তে সাধুবুদ্ধিস্তু তাপসে।
স্বপরত্বং তবাপ্যস্তি বিদেহস্ত্বং কথং নৃপ ! ॥ ৬ ॥
কটুতীক্ষ্ণকষায়াম্লরসান্ বেৎসি শুভাশুভান্।
শুভেষু রমতে চিত্তং নাশুভেষু তথা নৃপ ! ॥ ৭ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিশ্চ তব রাজন্ ! ভবন্তি হি।
অবস্থাস্তু যথাকালং তুরীয়া তু কথং নৃপ ! ॥ ৮ ॥
পদাত্যশ্বরথেভাশ্চ সর্ব্বে বৈ বশগা মম।
স্বাম্যহং চৈব সর্ব্বেষাং মন্যসে ত্বং ন মন্যসে ॥ ৯ ॥
মিষ্টমৎসি সদা রাজন্ ! মুদিতো বিমনাস্তথা।
মালায়াঞ্চ তথা সর্পে সমদৃক্ ক্ব নৃপোত্তম ! ॥ ১০ ॥
বিমুক্তস্তু ভবেদ্রাজন্ ! সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
একাত্মবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র হিতকৃৎ সর্ব্বজন্তুষু ॥ ১১ ॥

জ্ঞানভাস্করোদয়েনৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥ স্বয়ং চ ত্বং জীবন্মুক্তোহস্মীতি বদসি তদপি ন সাম্প্রতমিত্যাহ বিত্তৈষণেতি। বোধবিরুদ্ধধর্ম্মাণাং দর্শনাদ্‌বোধাভাবএব নিশ্চীয়ত ইত্যর্থঃ ॥৫—৮॥ মন্যসে ত্বমুত ন মন্যসে ইতি বদেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ সমদৃক্ ক্বেতি। মালাসর্পাদিভেদবুদ্ধেঃ সত্ত্বাং

আপনি গৃহস্থ হইয়া আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিতেছেন, কিন্তু এখনও আপনার ধন আশার শান্তি হয় নাই, রাজোপযুক্ত সুখের ইচ্ছাও আছে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জয়ের আশাও বিলক্ষণ রহিয়াছে; তবে আপনি কিরূপে জীবন্মুক্ত হইয়াছেন ? ॥ ৫ ॥ মহারাজ ! এখনও আপনার চোরে চোরবুদ্ধি তপস্বিগণে সাধুবুদ্ধি রহিয়াছে এবং আত্মপর জ্ঞানটীও বিলক্ষণ রহিয়াছে; তথাপি আপনি যে কিরূপ বিদেহ (মুক্ত) তাহা আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না ॥৬॥ রাজন্ ! অদ্যাপিও আপনার কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি রস সকলের আস্বাদ বোধ রহিয়াছে এবং ভাল হইলেই তাহাতে আপনার চিত্ত আনন্দিত হয়, মন্দ হইলে হয় না। এখনও আপনার জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাত্রয় যথাসময়ে হইয়া থাকে; তবে মহারাজ ! কি করিয়া আপনার তুরীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ? ॥ ৭—৮ ॥ মহারাজ ! বলুন দেখি, এই পদাতি অশ্ব রথ হস্তী প্রভৃতি আমার বশীভূত, আমি এই সমস্তের অধিপতি, মনে মনে এরূপ চিন্তা করেন কি না ? ॥ ৯ ॥ রাজন্ ! আপনি ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া সর্ব্বদা আনন্দিত থাকেন, এবং কখন কোন কারণ বশত নিরানন্দও হয়েন; তাহা হইলে আর আপনার কুসুমমালা ও সর্পেতে সমান দৃষ্টি কোথায় রহিল ? মহারাজ ! যিনি জীবন্মুক্ত তিনি মৃৎপিণ্ড প্রস্তর আর

ন মেঽদ্য রমতে চিত্তং গৃহদারাদিষু ক্বচিৎ।
একাকী নিস্পৃহোঽত্যর্থং চরেয়মিতি মে মতিঃ॥ ১২॥
নিঃসঙ্গো নির্ম্মমঃ শান্তঃ পত্রমূলফলাশনঃ।
মৃগবদ্‌বিচরিষ্যামি নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ॥ ১৩॥
কিং মে গৃহেণ বিত্তেন ভার্য্যয়া চ স্বরূপয়া।
বিরাগমনসঃ কামং গুণাতীতস্য পার্থিব!॥ ১৪॥
চিন্ত্যসে বিবিধাকারং নানারাগসমাকুলম্।
দম্ভোঽয়ং কিল তে ভাতি বিমুক্তোঽস্মীতি ভাষসে॥ ১৫॥
কদাচিচ্ছত্রুজা চিন্তা ধনজা চ কদাচন।
কদাচিৎ সৈন্যজা চিন্তা নিশ্চিন্তোঽসি কদা নৃপ!॥ ১৬॥
বৈখানসা যে মুনয়ো মিতাহারা জিতব্রতাঃ।
তেঽপি মুহ্যন্তি সংসারে জানন্তোঽপি হ্যসত্যতাম্॥ ১৭॥

ক ত্বং সমদৃগসীত্যর্থঃ॥ ১০॥ বিমুক্তস্য ত্বেতানি লক্ষণানি দৃশ্যন্ত ইত্যাহ বিমুক্তস্থিতি॥১১॥ স্বাভিপ্রায়মাহ ন মেঽদ্যেতি॥ ১২—১৪॥
ত্বং দাম্ভিকো বিমুক্তো ভাসীত্যাহ চিন্ত্যসে ইতি॥ ১৫—১৬॥ এতাদৃশা মহান্তোঽপি জগতো সত্যতাং জানন্তোপি মুহ্যন্তি তদা তব কা কথা জীবন্মুক্ততায়া ইত্যাহ বৈখানসা যে ইতি॥ ১৭॥ (তবেতি। তব বংশোৎপন্নানাং পুরাণাণাং বিদেহা বিদেহোপাধয় ইতি সং

সুবর্ণকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন; তিনি সকল পদার্থেই একাত্মবুদ্ধি এবং সকল প্রাণীর হিতকারী হইয়া থাকেন॥ ১০—১১॥ রাজর্ষে! অধিক কথা আর কি বলিব, গৃহদারাদি কোন বস্তুতেই আমার মন আনন্দিত হইতেছে না; আমার অভিলাষ এই যে, আমি একাকী স্পৃহাশূন্য হইয়া, কাহার সহিত না মিশিয়া কোনও পদার্থে মায়া না করিয়া, কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ না করিয়া, নির্দ্বন্দ্ব ও শান্তভাবে ফলমূলপত্র ভক্ষণে মৃগের ন্যায় ইহ জগতে বিচরণ করি॥ ১২—১৩॥ মহারাজ! আমি এক্ষণে বিষয়ানুরাগরহিত ও গুণাতীত; অতএব আমার গৃহে, ধনে বা মনের মত ভার্য্যাতে কি প্রয়োজন?॥ ১৪॥

মহারাজ! আপনি বিষয় বিশেষে সানুরাগে বিবিধ প্রকার চিন্তা করিয়া থাকেন, আবার আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিয়াও পরিচয় দেন ইহাতে আপনার দাম্ভিকতাই প্রকাশ পাইতেছে॥ ১৫॥ দেখুন, আপনার কখন শত্রু বিষয়ক চিন্তা কখন বা ধন বিষয়ক চিন্তা কখন বা সৈন্য বিষয়ক চিন্তা উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি কোন্ সময় নিশ্চিন্ত থাকেন বলুন দেখি?॥ ১৬॥ মিতাহারী জিতেন্দ্রিয় বৈখানস মুনিগণ যখন সংসারের অনিত্যতা জানিয়াও সংসারে বিমুগ্ধ হন, তখন, আর আপনার কথা কি বলিব!॥১৭॥ মহারাজ! আপনার বংশজাত

তব বংশসমুত্থানাং বিদেহা ইতি ভূপতে!।
কুটিলং নাম জানীহি নান্যথেতি কদাচন ॥ ১৮ ॥
বিদ্যাধরো যথা মূর্খো জন্মান্ধস্তু দিবাকরঃ।
লক্ষ্মীধরো দরিদ্রশ্চ নাম তেষাং নিরর্থকম্ ॥ ১৯ ॥
তব বংশোদ্ভবা যে যে শ্রুতাঃ পূর্ব্বে ময়া নৃপাঃ।
বিদেহা ইতি বিখ্যাতা নামতঃ কর্ম্মতো ন তে ॥ ২০ ॥
নিমিনামাঽভবদ্রাজা পূর্ব্বং তব কুলে নৃপ!।
যজ্ঞার্থং স তু রাজর্ষির্ব্বশিষ্ঠং স্বগুরুং মুনিম্ ॥ ২১ ॥
নিমন্ত্রয়ামাস তদা তমুবাচ নৃপং মুনিঃ।
নিমন্ত্রিতোঽস্মি যজ্ঞার্থং দেবেন্দ্রেণাধুনা কিল ॥ ২২ ॥
কৃত্বা তস্য মখং পূর্ণং করিষ্যামি তবাঽপি বৈ।
তাবৎ কুরুষ্ব রাজেন্দ্র! সম্ভারস্তু শনৈঃ শনৈঃ ॥ ২৩ ॥

তত্তু কেবলং কুটিলং কাপট্যপূর্ণং জানীহি তদন্যন্ন কিঞ্চিদপি সত্যমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১৮ ॥ ইদানীং কৌটিল্যপূর্ণবিদেহাদ্যুপাধের্নৈরর্থক্যং সমর্থয়ন্নাহ বিদ্যাধর ইতি ॥ ১৯ ॥ তব বংশোদ্ভবা ইতি। রাজন্! ত্বদীয়বংশোদ্ভবা যে যে পূর্ব্ববর্ত্তিনো নৃপা আসন্ তে সর্ব্বেএব বিদেহা বিদেহেত্যাখ্যয়া প্রসিদ্ধা ইতি শ্রুতা ময়েতি শেষঃ। পরং নামতএব বিদেহাস্তে নহি কার্য্যত ইতি বিদ্ধি কামকর্ম্মমত্যবিদ্যাবদ্ধা অপি কেবলং ঐশ্বর্য্যমদমত্তাঃ সন্তঃ স্বানাং বিদেহত্বং প্রাচারয়ন্ লোকে ইতি ভাবঃ॥ ২০ ॥ ইদানীং দৃষ্টান্তমুখেনাস্মোক্তেঃ সত্যতাং প্রতিপাদয়ন্নাহ নিমিনামেতি ॥ ২১ ॥ নিমন্ত্রয়ামাসেতি। মিমন্ত্রয়ামাস বরয়ামাসেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ অধুনা সাম্প্রতং ত্বন্নিমন্ত্রণাং প্রাগেবাহং দেবরাজেনেন্দ্রেণ নিমন্ত্রিতোঽস্মি কিল অতস্তস্য মখং যজ্ঞং পূর্ণং কৃত্বা তবাপি যজ্ঞং সম্পাদয়িষ্যামি তাবৎ কালং সম্ভারং কুরুষ ভবতা শনৈঃ শনৈঃ যজ্ঞোপকরণদ্রব্যজাতানি সন্নিয়ন্তামিতি ॥ ২২—২৩ ॥ ইত্যুক্তেতি।

নৃপগণের বিদেহ (দেহোপাধিশূন্য) বলিয়া যে একটী নাম আছে তাহা কেবল কপটতাপূর্ণ বলিয়াই জানিবেন ইহার অন্যথা ভাবিবেন না ॥ ১৮ ॥ কারণ, যেমন মূর্খকে বিদ্যাধর, জন্মান্ধকে দিবাকর এবং দরিদ্রকে লক্ষ্মীধর বলিয়া আহ্বান করা যায়, তাহাদিগের নামও সেইরূপ নিরর্থক মাত্র ॥ ১৯ ॥ পূর্ব্বে আপনার বংশে যে যে নৃপগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই বিষয় আমি শুনিয়াছি। তাঁহারা সকলেই কেবল নামেতে বিদেহ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন কার্য্যেতে নহে ॥ ২০ ॥ মহারাজ! পূর্ব্বকালে আপনার এই বংশে নিমি নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কোন সময় সেই রাজর্ষি নিজ গুরু বশিষ্ঠদেবকে যজ্ঞের জন্য বরণ করেন। মুনিবর বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে বলেন, এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্র নিজ যজ্ঞ পূর্ণার্থে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া পরে তোমার যজ্ঞ পূর্ণ করিব; মহারাজ! আপনি ততদিন যজ্ঞের উপকরণ সকল

ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ সোঽথ মহেন্দ্রযজনে মুনিঃ।
নিমিরন্যং গুরুং কৃত্বা চকার মখমুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা কুপিতোঽত্যর্থং বশিষ্ঠো নৃপতিং পুনঃ।
শশাপ চ পতত্বদ্য দেহস্তে গুরুলোপক ! ॥ ২৫ ॥
রাজাঽপি তং শশাপাথ তবাপি চ পতত্বয়ম্।
অন্যোন্যশাপাৎ পতিতৌ তাবেব চ ময়া শ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥
বিদেহেন চ রাজেন্দ্র ! কথং শপ্তো গুরুঃ স্বয়ম্।
বিনোদ ইব মে চিত্তে বিভাতি নৃপসত্তম ! ॥ ২৭ ॥

জনক উবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিদিদং মতম্।
তথাপি শৃণু বিপ্রেন্দ্র ! গুরুর্ম্মম সুপূজিতঃ ॥ ২৮ ॥

মনর্বশিষ্ঠঃ ইত্যুক্ত্বা ইতি সামাদিনেত্যর্থঃ। দেবেন্দ্রযজনে যদা নির্যযৌ তদা হে রাজন্ জনক ! ভবদীয়পূর্ব্বপুরুষো নিমিস্তু অন্যং গুরুং কৃত্বা যজ্ঞং সম্পাদয়ামাস ॥২৪। তচ্ছ্রুত্বেতি। তং যজ্ঞসম্পাদনাদিকং বিবরণং শ্রুত্বা অত্যর্থং কুপিতঃ সন্ বশিষ্ঠঃ রে গুরুলোপক ! কুলগুরুপরিহারক ! অনেনাপরাধেন তে দেহঃ অদ্যৈব পততু ইতি নৃপতিং শশাপেত্য-ন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ রাজাপি তমিতি। অথ বশিষ্ঠশাপশ্রবণানন্তরং রাজা নিমিরপি জীবন্মুক্তোঽপীতি ভাবঃ তবাপি অয়ং দেহঃ পততু ইতি গুরুং প্রতিশশাপ ততঃ পরস্পরশাপাৎ তৌ উভাবপি পতিতৌ পরিহীণদেহৌ জাতাবিত্যর্থঃ। কিংবদন্ত্যা ময়ৈতৎ সর্ব্বং শ্রুতং ভো মহারাজ ! নন্ জীবন্মুক্তেনাপি তেন কথং স্বয়ং গুরুরপি প্রতিশপ্তঃ নৈবাহং জানে কেয়ং ভবদ্বংশ্যানাং জীবন্মুক্ততা কীদৃশং বা বিদেহত্বমিতি ভাবঃ ॥২৬॥) নহ্যেবং বিধে আচরণে জীবন্মুক্ততা সম্ভবতি। ন চ জীবন্মুক্ততায়াং সত্যামেতাদৃশাচরণসম্ভবস্তস্মান্নামত এব বিদেহা নত্বর্থত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করুন ॥ ২১—২৩ ॥ বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে এই কথা বলিয়া ইন্দ্র যজ্ঞে গমন করিলেন। এদিকে নিমিরাজ অপর ব্রাহ্মণকে গুরুপদে বরণ করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন ॥২৪॥ অনন্তর বশিষ্ঠদেব এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া অতিশয় কুপিত হইয়া রাজাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, যখন তুই কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়াছিস্ তখন তোর দেহ এখনই পতিত হউক ॥ ২৫ ॥ নিমিরাজও এই শাপ শ্রবণ করিয়া, তোমার দেহও পতিত হউক এই বলিয়া, বশিষ্ঠকেও শাপ প্রদান করিলেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়েই অভিশপ্ত হইয়া পতিত হইয়াছিলেন, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি ॥২৬॥ মহারাজ ! আপনিও রাজশ্রেষ্ঠ, বলুন দেখি, সেই বিদেহ (বিমুক্ত) নিমি কি অপরাধে নিজ গুরুকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন ? । এ বিষয়, আমার মনে হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২৭ ॥

রাজর্ষি জনক শুকদেবের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন। বিপ্রবর ! আপনি যে সকল কথা বলিলেন ইহা সমস্তই সত্য, এ বিষয় কিছুই মিথ্যা নহে, তাহা আমারও জানা আছে ; তথাপি আমার পূজনীয় গুরুদেব বেদব্যাস যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিতেছি

পিতুঃ সঙ্গং পরিত্যজ্য ত্বং বনং গন্তুমিচ্ছসি।
মৃগৈঃ সহ সুসম্বন্ধো ভবিতা তে ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥
মহাভূতানি সর্ব্বত্র নিঃসঙ্গঃ ক ভবিষ্যসি।
আহারার্থং সদা চিন্তা নিশ্চিন্তঃ স্যাঃ কদা মুনে! ॥ ৩০ ॥
দণ্ডাজিনকৃতা চিন্তা যথা তব বনেঽপি চ।
তথৈব রাজ্যচিন্তা মে চিন্তয়ানস্য বা ন বা ॥ ৩১ ॥
বিকল্পোপহতস্ত্বং বৈ দূরদেশমুপাগতঃ।
ন মে বিকল্পসন্দেহো নির্ব্বিকল্পোঽস্মি সর্ব্বথা ॥ ৩২ ॥

শুকবাক্যং শ্রুত্বা জনক উবাচ সত্যমুক্তমিতি। ত্বয়া যদুচ্যতে তৎসাধনং সত্যমেবাস্মদ্‌গুরোর্ব্যাসস্য মম চেষ্টমেব তৎ। বিবাদস্ত্বয়মেব ত্বয়োচ্যতে। বনং গতে সতি বিক্ষেপাভাবঃ সম্ভবতি। অস্মাভিরুচ্যতে গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি নিশ্চয়েনাত্রৈবং বসতো গৃহেষ্বেব সাধনাদিকং কুর্ব্বতো বিক্ষেপাভাবো ভবতীতি। তত্র তথাপি শৃণু হে বিপেন্দ্র! শুক! মম সুপূজিতো ব্যাসো গুরুর্যদাহ তদেব সত্যমিতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥ কুত ইতি চেত্ত্বন্মতে দোষস্য সত্ত্বাদিত্যাহ পিতুঃ সঙ্গমিতি। পিতুঃ সঙ্গত্রাসেন বনং গতস্য মৃগসঙ্গঃ পঞ্চমহাভূতসঙ্গস্ত্বপরিহার্য্য এবেতি নিঃসঙ্গতা বনঙ্গতস্যাপি দুর্ল্লভা আহারাদিচিন্তাপ্যুভয়ত্রাপ্যপরিহার্য্য এবেতি। তত্রাপি চিত্তসমাধানবিবেকাদিকমপেক্ষিতমেবেতি গৃহস্থাশ্রমত্যাগে বীজাভাবঃ। কিঞ্চ লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ সকললোককল্যাণকরত্বং গৃহস্থাশ্রমএব সম্ভবতি। অপরিপক্ককষায়স্য পক্কতাপ্যস্মিন্নেবাশ্রমে ভবতি। ততো গৃহস্থাশ্রমে এবাপরিপক্ককষায়েণ স্থাতব্যম্‌। অতএবাস্মৎপূর্ব্বজৈরেতদভিপ্রায়েণৈব জীবন্মুক্তত্বসিদ্ধৌ সত্যামপি ব্যবহারঃ কৃত-ইতি ন ত্বদুদ্ভাবিতানি দূষণানি মৎপূর্ব্বজেষু সন্তি যস্তু পরিপক্ককষায়ঃ স তু নৈব বিধেঃ কিঙ্করো নচ স সন্দেহঙ্করোতি ত্বন্তু সন্দেহমগ্নোঽস্যতঃ পিত্রোক্তমেব কুরু তবাপরিপক্ককষায়ত্বাদিতি-সপ্তশ্লোকানাং সংপিণ্ডিতোঽর্থঃ ॥২৯—৩১॥ বিকল্পোপহতস্ত্বমিতি বিবেকাভাবাৎ। অতএবাত্রাগতোঽসি। অতো গৃহস্থাশ্রমে এব সম্যক্‌নিশ্চয়ং সম্পাদ্যানন্তরং সন্ন্যাসং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রবণ করুন ॥ ২৮ ॥ দেখুন, আপনি পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন। বনে যাইলে পর, সেই স্থানে মৃগগণের সহিত আপনার মিলন হইবে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। বিশেষত সর্ব্বত্রই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত দেদীপ্যমান রহিয়াছে; অতএব, আপনি কোন্‌ স্থানে যাইয়া সঙ্গ-বিরহিত হইবেন? আর দেখুন, সর্ব্বদাই অরণ্যে আহারের জন্য চিন্তা করিতে হইবে; তবে মুনিবর! কোন্‌ সময় আপনি নিশ্চিন্ত হইবেন? ॥ ২৯—৩০ ॥ (যদি বলেন নিরাহারী হইব; তাহা হইলে দণ্ড অজিনাদির জন্যও চিন্তা করিতে হইবে।) অতএব, বনে যাইয়া আপনার দণ্ডাজিনাদি জন্য চিন্তাও যেরূপ, সংসারে থাকিয়া আমার রাজ্য চিন্তাও সেইরূপ; এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন ইহা যথার্থ কি না? ॥ ৩১ ॥ আপনি কেবল সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়াই এত দূরদেশে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু আমার অন্তরে কোনও বিষয়েই সংশয় নাই এজন্য সর্ব্বদাই নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে এক স্থানেই আছি ॥ ৩২ ॥ বিপ্রবর! এই জন্যই আমি সর্ব্বদা সুখে নিদ্রা যাই, সুখে বিষয়ভোগ করি।

সুখং স্বপিমি বিপ্রাহং সুখং ভুঞ্জামি সর্ব্বদা ।
ন বদ্ধোঽস্মীতি বুদ্ধ্যাহং সর্ব্বদৈব সুখী মুনে ! ॥ ৩৩ ॥
ত্বং তু দুঃখী সদৈবাসি বদ্ধোঽহমিতি শঙ্কয়া ।
ইতি শঙ্কাং পরিত্যজ্য সুখী ভব সমাহিতঃ ॥ ৩৪ ॥
দেহোঽয়ং মম বদ্ধোঽয়ং ন মমেতি চ মুক্ততা ।
তথা ধনং গৃহং রাজ্যং ন মমেতি চ নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনন্তস্য শুকঃ প্রীতমনাঽভবৎ ।
আপৃচ্ছ্য তং জগামাশু ব্যাসস্যাশ্রমমুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥
আগচ্ছন্তং সুতং দৃষ্ট্বা ব্যাসোঽপি সুখমাপ্তবান্ ।
আলিঙ্গ্যাঘ্রায় মূর্দ্ধানং পপ্রচ্ছ কুশলং পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

(সুখমিতি । হে মুনে! শুকদেব ! নির্ব্বিকল্পচিত্তত্বাৎ অহং সুখং স্বপিমি অয়ং ভাবঃ । যতঃ মম চিত্তে বিকল্পনা নাস্তি অতোঽহং নিশ্চিন্ততয়া সুষুপ্তিসুখং অনুভবামি অনাসক্তঃ সন্ বিষয়-সুখমপি ভুঞ্জামি তথাপি নাহং বদ্ধোঽস্মীতি তত্ত্বনিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা সর্ব্বদৈব সুখী ভবামি সুখেন কালং ক্ষেপয়ন্ বর্ত্তেঽহমিতি ভাবঃ ॥৩৩॥ ত্বমিতি। ত্বং পুনঃ বদ্ধোঽস্মীতি অবিদ্যোৎ-পন্নয়া কল্পিতশঙ্কয়া সদৈব দুঃখেন কালং নয়সীত্যহং মন্যে অতএব হে বিপ্রবর্য্য ! শুক ! মদ্ দৃষ্টান্তানুসারী ত্বং রজস্তমঃপ্রধানাবিদ্যাজাতাং মিথ্যাশঙ্কাং বিহায় সমাহিতঃ চিত্তসমাধানে-ত্যর্থঃ নিত্যং সুখী ভব ॥ ৩৪ ॥ ইদানীং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণং বোধয়ন্ প্রদিশতি দেহোঽয়মিতি । অয়ং মম দেহঃ অহমেববদ্ধ ইতীয়ং বুদ্ধিরেব সংসারবন্ধনরূপাবিদ্যেতি বিদ্ধি কিন্তু ইদং রাজ্যগৃহধনাদিকং মম কিঞ্চিদপি নাস্তি ইত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরেব ব্রহ্মবিদ্যা ইমাং ব্রহ্মাত্মিকাং বিদ্যাং ধারয়ন্ মুক্তো ভবেতিতত্ত্বজ্ঞানমুপসংহৃত্যোপদিষ্টবান্ রাজর্ষির্জনকঃ ॥৩৫॥
শুকদেব এতাবত্তত্ত্ববোধমাকর্ণ্য প্রীতমনা জাতঃ সমুদিতবিবেকত্বাৎ তত্ত্বস্য জনক স্বতত্ত্বোপদেষ্টারমাপৃচ্ছ্যামন্ত্র্য সুসম্ভাষয়ন্ পিত্রাশ্রমপ্রতিগমনানুমতিং গৃহীত্বেত্যর্থঃ । আশু শীঘ্রং বিলম্বমকুর্ব্বন্নিতি যাবৎ উত্তমং সর্ব্বসুখাবহং ব্যাসাশ্রমং প্রতিজগাম প্রতিগতৌ ॥ ৩৬ ॥ আগচ্ছন্তমিতি। ব্যাসোঽপি বেদব্যাসোঽপীত্যর্থঃ তং সুতং শুকদেবং আগচ্ছন্তং দৃষ্ট্বা

"আমি কিছুতেই বদ্ধ নই" এই জ্ঞানেই সর্ব্বদা সুখী আছি ; আর আপনি "সকল বিষয়েই বদ্ধ রহিয়াছি" এই আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বদা দুঃখী হইতেছেন। অতএব, এই সমস্ত আশঙ্কা বিসর্জ্জন দিয়া নিত্য সুখের নিমিত্ত যত্নপর হউন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ দেখুন, এই দেহ আমার এই জ্ঞানেই বন্ধ আর ইহা আমার নয় এই জ্ঞানেই মুক্তি ; সেইরূপ, ধন গৃহ বা রাজ্য কিছুই আমার নয় এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া মুক্তি লাভ করুন ॥ ৩৫ ॥

সূত কহিলেন। ঋষিগণ ! শুকদেব জনকের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রসন্নচিত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে সাধু সম্ভাষণ করিয়া অচিরকাল মধ্যে ব্যাসদেবের সর্ব্ব-সুখাবহ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ বেদব্যাসও পুত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া

স্থিতস্তত্রাশ্রমে রম্যে পিতুঃ পার্শ্বে সমাহিতঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩৮ ॥
জনকস্য দশাং দৃষ্ট্বা রাজ্যস্থস্য মহাত্মনঃ।
স নির্বৃতিং পরাং প্রাপ্য পিতুরাশ্রমসংস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥
পিতৃণাং সুভগা কন্যা পীবরী নাম সুন্দরী।
শুকশ্চকার পত্নীন্তাং যোগমার্গস্থিতোঽপি হি ॥ ৪০ ॥
স তস্যাঞ্জনয়ামাস পুত্রাংশ্চতুরএব হি।
কৃষ্ণং গৌরপ্রভঞ্চৈব ভূরিং দেবশ্রুতন্তথা ॥ ৪১ ॥
কন্যাং কীর্ত্তিং সমুৎপাদ্য ব্যাসপুত্রঃ প্রতাপবান্।
দদৌ বিভ্রাজপুত্রায় ত্বণুহায় মহাত্মনে ॥ ৪২ ॥
অণুহস্য সুতঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মদত্তঃ প্রতাপবান্।
ব্রহ্মজ্ঞঃ পৃথিবীপালঃ শুককন্যাসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৩ ॥

সুখং মুদমাপ্তবান্ লেভে তত আলিঙ্গ্য মূর্দ্ধানমাঘ্রায় কুশলং পপ্রচ্ছ পুনরিত্যুক্ত্যা প্রথমতঃ স্বাগতাদিকং ততো জ্ঞানপ্রাপ্ত্যাদিকং পৃষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ স্থিতস্তত্রেতি। ততঃ সমাধিনিষ্ঠঃ সন্ মনোজ্ঞে পিতুরাশ্রমে স্থিতঃ তস্থৌ ॥ ৩৮ ॥ ননু সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদো বেদাধ্যয়নসম্পন্নোঽপি কথং পিত্রাশ্রমে স্থিত ইতি তত্রাহ জনকস্যেতি। মহাত্মনস্তস্য জনকস্য দশাং জীবন্মুক্তাবস্থাং দৃষ্ট্বা মনসা বিচারয়ন্ স শুকঃ পরাং নির্ব্বৃতিং একান্তনির্ব্বিকল্পতারূপং সন্তোষং প্রাপ্য প্রশান্তচেতাঃ সন্ স্থিত ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৩৯ ॥ নতু ভ্রষ্টাশ্রমঃ সন্ স্থিতঃ কিন্তু গার্হস্থ্যমাশ্রিত্যৈবাবস্থিত ইতি প্রদর্শয়ন্নাহ পিতৃণামিতি ॥ ৪০ ॥) চতুরএবহীতি। কৃষ্ণনামা একঃ গৌরপ্রভো দ্বিতীয়ঃ ভূরিস্তৃতীয়ঃ দেবশ্রুতশ্চতুর্থঃ। কূর্ম্মপুরাণে তু পঞ্চপুত্রা উক্তাঃ। শুকস্যাপ্যভবন্ পুত্রাঃ পঞ্চাত্যন্ততপস্বিনঃ। ভূরিশ্রবাঃ প্রভুঃ শম্ভুঃ কৃষ্ণো গৌরশ্চ পঞ্চমঃ। কন্যা কীর্ত্তিমতী চৈবেতি ॥ ৪১ ॥ কীর্ত্তিনাম্নীং কন্যাম্। বিভ্রাজরাজ্ঞঃ

আনন্দিত হইলেন এবং আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩৭॥ অনন্তর, সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ চতুর্ব্বেদবিৎ শুকদেব সেই রমণীয় আশ্রমে সমাধিনিষ্ঠ হইয়া পিতৃ নিকটেই বাস করিতে লাগিলেন এবং সেই মহাত্মা রাজর্ষি জনকের রাজ্যাবস্থান সত্ত্বে ও তাদৃশী মুক্তাবস্থা দেখিয়া মনে মনে শান্তিলাভ করিলেন, (অর্থাৎ তিনি বুঝিলেন যে জীব, সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া সংসারী হইলেও দুঃখভাগী হয় না।) ॥ ৩৮—৩৯ ॥ অনন্তর, শুকদেব যোগমার্গাবলম্বী হইলেও পিতৃকুলের গৌরববর্দ্ধনকারি পুত্রোৎপাদনক্ষমা পীবরী নামে সর্ব্বসুলক্ষণা একটী সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিলেন ॥ ৪০ ॥ পরে সেই কন্যার গর্ভে শুকদেবের ঔরসে, কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভূরি ও দেবশ্রুত নামে চারিটী পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী নামে একটী কন্যা উৎপন্ন হইল। পরে, মহাযোগী ব্যাসপুত্র শুকদেব বিভ্রাজ-রাজপুত্র মহাত্মা অণুহকে ঐ কন্যাটী সম্প্রদান করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ অনন্তর, সেই শুককন্যাগর্ভে অণুহ-ঔরসে

কালেন কিয়তা তত্র নারদস্যোপদেশতঃ ।
জ্ঞানং পরমকং প্রাপ্য যোগমার্গমনুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥
পুত্রে রাজ্যং নিধায়াথ গতো বদরিকাশ্রমম্ ।
মায়াবীজোপদেশেন তস্য জ্ঞানং নিরর্গলম্ ।
নারদস্য প্রসাদেন জাতং সদ্যো বিমুক্তিদম্ ॥ ৪৫ ॥

কৈলাসশিখরে রম্যে ত্যক্ত্বা সঙ্গং পিতুঃ শুকঃ ।
ধ্যানমাস্থায় বিপুলং স্থিতঃ সঙ্গপরাঙ্মুখঃ ॥ ৪৬ ॥
উৎপপাত গিরেঃ শৃঙ্গাৎ সিদ্ধিঞ্চ পরমাঙ্গতঃ ।
আকাশগো মহাতেজা বিররাজ যথা রবিঃ ॥ ৪৭ ॥
গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধা জাতং শুকস্যোৎপতনে তদা ।
উৎপাতা বহবো জাতাঃ শুকশ্চাকাশগোঽভবৎ ॥ ৪৮ ॥
অন্তরিক্ষে যথা বায়ুস্তূয়মানঃ সুরর্ষিভিঃ ।
তেজসাতিবিরাজন্ বৈ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৪৯ ॥

পুত্রো অণুহনামা ॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মদত্তনামকঃ শুকদৌহিত্রঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥ নারদেন মায়াবীজস্য ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্যোপদেশঃ কৃতস্তৎপ্রভাবেণ শ্রীপ্রসাদাত্তস্য জ্ঞানমভবৎ ॥ ৪৫ ॥

শুককথামাহ কৈলাসেতি ॥ ৪৬ ॥ ধ্যানমাস্থায়েতি । গৃহস্থাশ্রমে এব কর্ম্মোপাসনাযোগাদিভিঃ পক্বকষায়ে জাতে সতীতি শেষঃ । সিদ্ধিং চেতি । অণিমাদিকাং সিদ্ধিং প্রাপ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ মহাতেজাঃ সদেহ এবেতোনির্গতঃ সূর্য্যবদ্বিররাজাকাশে গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধাজাতমিতি । মহাপুরুষবিয়োগেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ যথা বায়ুরিতি সূত্রাত্মেত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫১ ॥ সর্ব্বভূতগত ইতি ।

ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ প্রতাপশালী রাজাধিরাজ ব্রহ্মদত্ত উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৩ ॥ কিছুকাল গত হইলে অণুহ দেবর্ষি নারদের উপদেশপ্রভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগমার্গানুসারী জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন ॥৪৪॥ পরে সময় বুঝিয়া পুত্রে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করেন। মহামায়া ভুবনেশ্বরীর বীজমন্ত্র প্রভাবে তাঁহার নির্ম্মল জ্ঞানলাভ হইয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

এদিকে শুকদেবও (ব্রহ্মর্ষি নারদপ্রসাদে মুক্তিপ্রদ জ্ঞানলাভ করিয়া) পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ করত রমণীয় কৈলাসশিখরে গমন করিলেন। তাহার পর সমস্ত বিষয়াসক্তিতে পরাঙ্মুখ হইয়া গভীরতর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া কৈলাসশৃঙ্গ হইতে আকাশে উৎপতিত হইলেন এবং আকাশগত হইয়া প্রদীপ্যমান দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ শুকদেব যখন আকাশে উৎপতিত হন, তখন পর্ব্বতশৃঙ্গ দ্বিধা হইল এবং নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল ॥৪৮॥ শুকদেবকে আকাশমার্গে তেজ দ্বারা দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতে দেখিয়া দেবর্ষিগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর, শুকদেব অন্তরীক্ষে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বপদার্থের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৯ ॥ এদিকে

ব্যাসস্তু বিরহাক্রান্তঃ ক্রন্দন্ পুত্রেতি চাঽসকৃৎ।
গিরেঃ শৃঙ্গে গতস্তত্র শুকো যত্র স্থিতোঽভবৎ ॥ ৫০ ॥
ক্রন্দমানস্তদা দীনং ব্যাসং মত্বা শ্রমাকুলম্।
সর্ব্বভূতগতঃ সাক্ষী প্রতিশব্দমদাত্তদা ॥ ৫১ ॥
তত্রাদ্যাপি গিরেঃ শৃঙ্গে প্রতিশব্দঃ স্ফুটোঽভবৎ ॥ ৫২ ॥
রুদন্তন্তং সমালক্ষ্য ব্যাসং শোকসমন্বিতম্।
পুত্রপুত্রেতি ভাষন্তং বিরহেণ পরিপ্লুতম্।
শিবস্তত্র সমাগত্য পারাশর্য্যমবোধয়ৎ ॥ ৫৩ ॥
ব্যাস! শোকং মা কুরু ত্বং পুত্রস্তে যোগবিত্তমঃ।
পরমাঙ্গতিমাপন্নো দুর্ল্লভাঞ্চাকৃতাত্মভিঃ ॥ ৫৪ ॥
তস্য শোকো ন কর্ত্তব্যস্ত্বয়াঽশোকং বিজানতা।
কীর্ত্তিস্তে বিপুলা জাতা তেন পুত্রেণ চানঘ! ॥ ৫৫ ॥

অনেন চ বাক্যেন শুক আকাশং প্রতি গতো ব্যষ্টিদেহং সমষ্টৌ বিলুপ্য ব্যাপকরূপেণ স্থিত ইত্যবগম্যতে। প্রতিশব্দমিতি। তব মম চাত্মরূপেণাভেদ এবাস্তি কিমিতি মদর্থং শোকঃ ক্রিয়তে ইত্যেবং প্রতিশব্দ ইত্যর্থঃ। পরমাঙ্গতিং ব্রহ্মরূপত্বম্ ॥ ৫২—৫৪ ॥ অশোকং ব্রহ্ম বিজানতা ত্বয়া ব্রহ্মরূপেণ স্থিতস্য শুকস্য স্বস্য চ ভেদাভাবেন তন্নাশতদ্বিয়োগশঙ্কয়া বা শোকো ন কর্ত্তব্য ইত্যাহ তস্যেতি ॥ ৫৫—৫৬ ॥

বেদব্যাস পুত্রবিরহে কাতর হইয়া পুত্র পুত্র বলিয়া বারংবার আহ্বান করিতে করিতে, যে পর্ব্বতশৃঙ্গে শুকদেব ছিলেন সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫০ ॥ অন্তর্যামি পুরুষের ন্যায় সর্ব্বভূতের অন্তর্গত শুকদেব সেই সময় ব্যাসদেবকে শ্রমাতুর এবং দীনভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বত প্রভৃতি হইতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ ঋষিগণ! শুকদেব শোকসমন্বিত ব্যাসদেবকে রোরুদ্যমান দেখিয়া জড় পদার্থ হইতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপিও সেই শৃঙ্গে স্পষ্টরূপে প্রতিশব্দ হইয়া থাকে ॥৫২॥

ঋষিগণ! মহাদেব, ব্যাসদেবকে বিরহকাতর এবং পুত্র পুত্র বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন ॥ ৫৩॥ ব্যাস! তুমি আর বৃথা শোক করিও না; দেখ তোমার পুত্র পরম যোগী। সামান্য ব্রহ্মজ্ঞান-শূন্য ব্যক্তিরা যাহা কখনই লাভ করিতে পারে না তিনি সেই পরম গতি লাভ করিয়াছেন ॥৫৪॥ বেদব্যাস! তুমি সর্ব্বশোকাদি-বর্জ্জিত ব্রহ্মকে জানিয়াও পুত্রের জন্য বৃথা শোক করিতেছ কেন? বিশেষতঃ তুমি অবিদ্যামূলক সমস্ত পাপরাশি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছ সুতরাং তোমার এরূপ শোক দুঃখে অভিভূত হওয়া উচিত নহে। ফলত এই পুত্র দ্বারা তোমার সুমহৎ যশোলাভ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ন শোকো যাতি দেবেশ! কিং করোমি জগৎপতে!।
অতৃপ্তে লোচনে মেঽদ্য পুত্ত্রদর্শনলালসে ॥ ৫৬॥

মহাদেব উবাচ।

ছায়াংদ্রক্ষ্যসি পুত্ত্রস্য পার্শ্বস্থাং সুমনোহরাম্।
তাং বীক্ষ্য মুনিশার্দ্দূল! শোকং জহি পরন্তপ!॥ ৫৭॥

সূত উবাচ।

তদা দদর্শ ব্যাসস্তু ছায়াং পুত্ত্রস্য সুপ্রভাম্।
দত্ত্বা বরং হরস্তস্মৈ তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫৮॥
অন্তর্হিতে মহাদেবে ব্যাসঃ স্বাশ্রমমভ্যগাৎ।
শুকস্য বিরহেণাপি তপ্তঃ পরমদুঃখিতঃ ॥ ৫৯॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকবিবাহাদিবর্ণনো নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯॥

ছায়ামিতি। পুত্ত্রসমানাকৃতিম্ ॥ ৫৭—৫৯ ॥ শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণেন শুকস্যৈতৎ ফলং জাতং এতাদৃশোঽয়ং শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণমহিমেত্যবান্তরতাৎপর্য্যম্ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯॥

ব্যাসদেব মহাদেব বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন। দেবদেব! আপনি বিশ্ব জগতের পতি সুতরাং আমার অন্তরের বিষয় আপনার কিছুই অগোচর নাই, প্রভো! পুত্র বিরহ জন্য আমার এই দুর্ভর শোক কিছুতেই অপনীত হইতেছে না। আমি কি করি। আমার লোচনদ্বয় পুত্রসন্দর্শনে এখনও অতৃপ্ত রহিয়াছে ॥ ৫৬॥

মহাদেব কহিলেন। মুনিবর! তোমার পুত্রের প্রিয়দর্শন প্রতিবিম্ব এই পার্শ্বে রহিয়াছে দেখ? ইহা দেখিয়াই পুত্রশোক নিবারণ কর ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন। ঋষিগণ! অনন্তর বেদব্যাস পুত্রের সেই সুন্দর ছায়া দর্শন করিলেন। মহাদেব ও তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ এইরূপে মহাদেব অন্তর্হিত হইলে ব্যাসদেব শুকবিরহে অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিজাশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে শুকবিবাহাদিবর্ণন নামক একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে অর্দ্ধাধিক অষ্টপঞ্চাশৎশ্লোক।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।
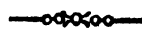
শুকস্তু পরমাং সিদ্ধিমাপ্তবান্ দেবসত্তমঃ।
কিং চকার ততো ব্যাসস্তন্নো ব্রূহি সবিস্তরম্॥ ১॥

সূত উবাচ।

শিষ্যা ব্যাসস্য যেঽপ্যাসন্ বেদাভ্যাসপরায়ণাঃ।
আজ্ঞামাদায় তে সর্ব্বে গতাঃ পূর্ব্বং মহীতলে॥ ২॥
অসিতো দেবলশ্চৈব বৈশম্পায়ন এব চ।
জৈমিনিশ্চ সুমন্তুশ্চ গতাঃ সর্ব্বে তপোধনাঃ॥ ৩॥
তানেতান্বীক্ষ্য পুত্রঞ্চ লোকান্তরিতমপ্যুত।
ব্যাসঃ শোকসমাক্রান্তো গমনায়াকরোন্মতিম্॥ ৪॥

চতুঃ সপ্ততিপদ্যৈস্তু শুকনির্গমনোত্তরম্।
ব্যাসশ্চ কারয়ৎকৃত্যং তৎসমাসেন কথ্যতে॥

এতাবৎপর্য্যন্তং কথং শুকেন পুরাণমধীতমিতি প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরং দত্তং মধ্যে প্রসঙ্গাগতাঃ কথাশ্চোক্তা ইদানীং শ্রীদেবীভাগবতপ্রতিপাদকাচার্য্যস্য ব্যাসস্য গুরোঃ কথাং গুরুভক্তা ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি শুকস্ত্বিতি। তন্নো ব্রূহীতি। যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন ইতি শ্রুতেরস্মভ্যং শ্রীগুরোঃ কথাং ব্রূহীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১—৩॥

পূর্ব্বং শিষ্যা আজ্ঞামাদায় গতাস্তজ্জন্যং দুঃখং জাতমেবাচার্য্যস্য পরন্তু শুকদেবমুখেন তন্নষ্টং শুকদেবনির্গমনে তু তদুভয়মপ্যেকবারমেব দুঃখং প্রাদুর্ভূতমিত্যাহ ব্যাসঃ শোকসমা-

---

ঋষিগণ কহিলেন। সূত! দেবতুল্য পরমযোগী শুকদেব সর্ব্বোৎকৃষ্ট অণিমাদি সিদ্ধি লাভ করিলে পর বেদব্যাস কি করিলেন ইহা আমাদিগকে বিস্তার পূর্ব্বক বল॥ ১॥

সূত, ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ঋষিগণ! পূর্ব্বেই ব্যাসদেবের অসিত দেবল বৈশম্পায়ন জৈমিনি এবং সুমন্তু প্রভৃতি এবং অন্যান্য যে সকল বেদাভ্যাসরত শিষ্য ছিল, তাহারা পাঠান্তে গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মহীতলে ধর্ম্ম প্রচার জন্য প্রস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে, ব্যাসদেব তাহাদিগকে পৃথিবীগত এবং পুত্র শুকদেবকে লোকান্তরিত দেখিয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং সে স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন॥ ২—৪॥ পরে জন্মস্থানে যাইব, ইহা স্থির করিয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত

সস্মার মনসা ব্যাসস্তাং নিষাদসুতাং শুভাম্ ।
মাতরং জাহ্নবীতীরে মুক্তাং শোকসমন্বিতাম্ ॥ ৫ ॥
স্মৃত্বা সত্যবতীং ব্যাসস্ত্যক্ত্বা তং পর্ব্বতোত্তমম্ ।
আজগাম মহাতেজা জন্মস্থানং স্বকং মুনিঃ ॥ ৬ ॥
দ্বীপং প্রাপ্যাথ পপ্রচ্ছ ক্ব গতা সা বরাননা ।
নিষাদাস্তং সমাচখ্যুর্দ্দত্তা রাজ্ঞে তু কন্যকা ॥ ৭ ॥
দাশরাজোঽপি সংপূজ্য ব্যাসং প্রীতিপুরঃসরম্ ।
স্বাগতেনাভিসৎকৃত্য প্রোবাচ বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ৮ ॥

দাশরাজ উবাচ ।

অদ্য মে সফলং জন্ম পাবিতং নঃ কুলং মুনে ! ।
দেবানামপি দুর্দ্দর্শং যজ্জাতং তব দর্শনম্ ॥ ৯ ॥
যদর্থমাগতোঽসি ত্বং তদ্ব্রূহি দ্বিজসত্তম ! ।
অপি দারা ধনং পুত্রাস্ত্বদায়ত্তমিদং বিভো ! ॥ ১০ ॥

ক্রান্ত ইতি। এতাদৃশমহানুভাবানামপি সংসারজন্যক্লেশসম্ভবান্ন সংসারে আসক্তো ভবেৎ কিন্তু তস্মাদ্বিরজ্যেতৈবেতি তু রহস্যম্ ॥ ৪ ॥ মুক্তামিতি। ব্যাসস্য পুলিনে জন্মো ভবং ব্যাসং গৃহীত্বা গতেন পরাশরেণ মুক্তাঽপি ব্যাসেন মুক্তা জাতৈবেত্যভিপ্রায়েণেয়মুক্তিঃ ॥ ৫—৬ ॥ (দত্তেতি। রাজ্ঞে শন্তনবে কন্যকা সত্যবতী দত্তা দাশরাজেনেতি শেষঃ ॥ ৭ ॥) দাশরাজোঽপীতি। স চ সত্যবত্যাঃ পিতা ॥ ৮—৯ ॥ (যদর্থমিতি। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! অধুনা কিমর্থং মৎসমীপে আগতোঽসি তদ্বদ মম স্ত্রীপুত্রধনাদিকং যৎকিঞ্চিদস্তি তৎ সর্ব্বং তদধীনমেব বিদ্ধি যতস্ত্বং সর্ব্বব্যাপীশ্বরবৎ সর্ব্বত্র বর্ত্তসে ॥ ১০ ॥)

শোকাকুল কল্যাণস্বরূপিণী জননী ধীবরকন্যা সত্যবতীকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। পরে সেই স্বর্গসদৃশ সুখাবহ পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া নিজ জন্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫—৬ ॥ অনন্তর যে দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই দ্বীপে আসিয়া তত্রত্য ধীবরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই চারুমুখী ধীবর-রাজকন্যা এক্ষণে কোথায় আছেন ? ধীবরগণ বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, ধীবররাজ শন্তনু রাজাকে সেই কন্যা প্রদান করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর, ধীবররাজ ব্যাসদেবকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিসৎকারে পূজা এবং স্বাগত সম্ভাষণ দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক বলিল ॥ ৮ ॥ মুনিবর ! যখন, দেবগণেরও দুর্লভ আপনার এই দর্শন লাভ করিলাম, তখন আজ আমার জন্ম সার্থক হইল এবং আজ আমার কুলকে আপনি পবিত্র করিলেন ॥ ৯ ॥ দ্বিজবর ! কি জন্য আসিয়াছেন তাহা বলুন, আমার স্ত্রী পুত্র ধন যাহা কিছু আছে তৎসমুদায়ই আপনার অধীন বলিয়া জানিবেন ॥ ১০ ॥

সরস্বত্যাস্তটে রম্যে চকারাশ্রমমণ্ডলম্।
ব্যাসস্তপঃসমাযুক্তস্তত্রৈবাস সমাহিতঃ॥ ১১॥
সত্যবত্যাঃ সুতৌ জাতৌ শন্তনোরমিতদ্যুতেঃ।
মত্বা তৌ ভ্রাতরৌ ব্যাসঃ সুখমাপ বনে স্থিতঃ॥ ১২॥
চিত্রাঙ্গদঃ প্রথমজো রূপবান্ শত্রুতাপনঃ।
বভূব নৃপতেঃ পুত্রঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ॥ ১৩॥
বিচিত্রবীর্য্যনামাসৌ দ্বিতীয়ঃ সমজায়ত।
সোঽপি সর্ব্বগুণোপেতঃ শন্তনোঃ সুখবর্দ্ধনঃ॥ ১৪॥
গাঙ্গেয়ঃ প্রথমস্তস্য মহাবীরো বলাধিপঃ।
তথৈব তৌ সুতৌ জাতৌ সত্যবত্যা মহাবলৌ॥ ১৫॥
শন্তনুস্তান্ সুতান্ বীক্ষ্য সর্ব্বলক্ষণসংযুতান্।
অমংস্তাজয্যমাত্মানং* দেবাদীনাং মহামনাঃ॥ ১৬॥
অথ কালেন কিয়তা শন্তনুঃ কালপর্য্যয়াৎ।
তত্যাজ দেহং ধর্ম্মাত্মা দেহী জীর্ণমিবাম্বরম্॥ ১৭॥

সরস্বত্যা ইতি। তৎপ্রার্থনোত্তরং তস্য যথাযোগ্যমুত্তরং দত্ত্বা সরস্বতীতীরে তপশ্চর্য্যার্থমাশ্রমং চকারেত্যর্থঃ॥ ১১॥ শন্তনোঃ সকাশাদিতি শেষঃ। মত্বেতি। মম ভ্রাতরৌ সুখিনৌ স্ত ইতি মত্বা॥ ১২॥ প্রথমশ্চিত্রাঙ্গদঃ॥ ১৩॥ দ্বিতীয়ো বিচিত্রবীর্যঃ॥ ১৪॥ তয়োঃ পূর্ব্বং গঙ্গাতো রাজ্ঞঃ শন্তনোঃ সকাশাৎ প্রথমতঃ পুত্রো গাঙ্গেয়নামকো জাতঃ অনন্তরং সত্যবত্যাং পুত্রদ্বয়ং জাতম্॥ ১৫—১৬॥

(শন্তনুরিতি। যথা শরীরী জীবঃ জীর্ণবস্ত্রাদিকং পরিত্যজতি তথা শন্তনুঃ কালধর্ম্মেণ জীর্ণং

বেদব্যাস এইরূপে নিজজননী সত্যবতীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রমণীয় সরস্বতীতীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন এবং সেই স্থানেই সমাহিতচিত্তে তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন॥ ১১॥ এদিকে অতুলতেজস্বীশন্তনুরাজ-ঔরসে সত্যবতীগর্ভে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইল। বেদব্যাস তাহাদিগকে নিজ ভ্রাতা বলিয়া জানিতে পারিয়া বনবাসী হইলেও অতিশয় সুখলাভ করিলেন॥ ১২॥ শন্তনুরাজার পুত্র দুইটীর মধ্যে চিত্রাঙ্গদ জ্যেষ্ঠ অতিশয় রূপবান্ ও সর্ব্বলক্ষণবিভূষিত এবং কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্যও সর্ব্বগুণযুক্ত ছিল; ইহাতে নৃপতি শন্তনুর অতিশয় সুখ বৃদ্ধি হইয়াছিল॥ ১৩—১৪॥ ঋষিগণ! শন্তনুরাজের সত্যবতীগর্ভে এই দুই মহাবল পুত্র হইয়াছিল; পরন্তু, ইহার পূর্ব্বেই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ভীষ্ম গঙ্গাগর্ভে সম্ভূত হওয়ায় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র তিনিই ছিলেন। নৃপতি শন্তনু সর্ব্বলক্ষণ-বিভূষিত এই পুত্রগণকে দেখিয়া আপনাকে দেবগণেরও অজেয় বিবেচনা করিলেন॥ ১৫—১৬॥

---

* অমংস্তানৃণাম্। ইতি বা পাঠঃ।

কালধর্ম্মং গতে রাজ্ঞি ভীষ্মশ্চক্রে বিধানতঃ।
প্রেতকার্য্যাণি সর্ব্বাণি দানানি বিবিধানি চ ॥ ১৮ ॥
চিত্রাঙ্গদং ততো রাজ্যে স্থাপয়ামাস বীর্য্যবান্।
স্বয়ং ন কৃতবান্ রাজ্যং তস্মাদ্দেবব্রতোঽভবৎ ॥ ১৯ ॥
চিত্রাঙ্গদস্তু বীর্য্যেণ প্রমত্তঃ পরদুঃখদঃ।
ৰভূব ৰলবান্ বীরঃ সত্যবত্যাত্মজঃ শুচিঃ ॥ ২০ ॥
অথৈকদা মহাৰাহুঃ সৈন্যেন মহতা বৃতঃ।
প্রচচার বনোদ্দেশান্ পশ্যন্ বধ্যান্ মৃগান্ রুরূন্ ॥ ২১ ॥
চিত্রাঙ্গদস্তু গন্ধর্ব্বো দৃষ্ট্বা তং মার্গগং নৃপম্।
উত্ততারান্তিকং ভূমের্ব্বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ২২ ॥
তত্রাভূচ্চ মহদ্‌যুদ্ধং তয়োঃ সদৃশবীর্য্যয়োঃ*।
কুরুক্ষেত্রে মহাস্থানে ত্রীণি বর্ষাণি তাপসাঃ ! ॥ ২৩ ॥

শরীরং তত্যাজেত্যন্বয়ঃ ॥১৭॥) ভীষ্ম ইতি। তস্য জ্যেষ্ঠপুত্রত্বাৎ পিতৃকার্য্যেঽধিকারঃ ॥ ১৮ ॥ চিত্রাঙ্গদমিতি। পিতরি মৃতে স্বস্য রাজ্যাধিকারসত্ত্বেঽপি পিতরং প্রতি নাহং রাজ্যং বিবাহং বা করিষ্যামি ত্বং সত্যবতীং বৃণু ইতি সত্যবতীবিবাহসময়ে প্রতিজ্ঞাতত্বাচ্চিত্রাঙ্গদং সত্যবত্যা জ্যেষ্ঠ-পুত্রমেব রাজ্যে স্থাপয়ামাস। তাদৃশসত্যরূপস্য দেবানাং ব্রতস্য পরিপালনাদ্দেবব্রতনামা-ঽভবৎ ॥ ১৯—২২ ॥ (সদৃশং তুল্যং বীর্য্যং যয়োস্তয়োঃ উভাবেব পরাক্রমশালিনাবিত্যর্থঃ।

অনন্তর, কিছু কাল গত হইলে পর কালগতিবশত লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে, ধার্ম্মিকপ্রবর শন্তনুরাজ সেইরূপ দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৭ ॥ রাজা মৃত হইলে ভীষ্মদেব যথাবিধি তাঁহার প্রেতকার্য্য সকল এবং তাঁহার স্বর্গ কামনায় নানাবিধ দান করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, তিনি অতিশয় পরাক্রমশালী হইলেও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালন জন্য স্বয়ং রাজ্য না করিয়া সত্যবতীর জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে স্থাপন করিলেন। ঋষিগণ! ভীষ্মদেব এই সত্যব্রত পালন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে দেবব্রত বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে ॥১৯॥ এদিকে, সেই সত্যবতী-তনয় ধর্ম্মাত্মা চিত্রাঙ্গদও এতদূর বলবান্ ও বীর্য্যোন্মত্ত বীরপুরুষ হইয়াছিলেন যে, শত্রুগণ তাঁহাকে দেখিলেই অতিশয় ত্রাসিত হইত ॥২০॥

অনন্তর, এক দিবস মহাবাহু চিত্রাঙ্গদ সৈন্যপরিবৃত হইয়া মৃগয়া উপলক্ষে নানাজাতীয় বন্যপশুর বধ জন্য বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ এদিকে, চিত্রাঙ্গদ নামে গন্ধর্ব্ব রাজাকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২ ॥ ঋষিগণ! এই সমান বলশালী রাজদ্বয় একত্র মিলিত হইলে, সেই

* সদৃশবাহয়োঃ। ইতি বা পাঠঃ।

ইন্দ্রলোকমবাপাশু গন্ধর্ব্বেণ হতো রণে।
ভীষ্মঃ শ্রুত্বা চকারাশু তস্যৌর্দ্ধদেহিকং তদা ॥ ২৪ ॥
গাঙ্গেয়ঃ কৃতশোকস্তু মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ।
বিচিত্রবীর্য্যনামানং রাজ্যেশঞ্চ চকার হ ॥ ২৫ ॥
মন্ত্রিভির্বোধিতা পশ্চাদ্গুরুভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
স্বপুত্রং রাজ্যগং দৃষ্ট্বা পুত্রশোকহতাপি চ* ॥ ২৬ ॥
সত্যবত্যতিসন্তুষ্টা বভূব বরবর্ণিনী।
ব্যাসোঽপি ভ্রাতরং শ্রুত্বা রাজানং মুদিতোঽভবৎ ॥ ২৭ ॥
যৌবনং পরমং প্রাপ্তঃ সত্যবত্যাঃ সুতঃ শুভঃ।
চকার চিন্তাং ভীষ্মোঽপি বিবাহার্থং কনীয়সঃ ॥ ২৮ ॥
কাশিরাজসুতাস্তিস্রঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
তেন রাজ্ঞা বিবাহার্থং স্থাপিতাশ্চ স্বয়ংবরে ॥ ২৯ ॥

ত্রীণি বর্ষাণি ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রলোকমিতি। ইন্দ্রলোকং স্বর্গম্। ধর্ম্মযুদ্ধেন [illegible] বীরাঃ স্বর্গমাপ্নুবন্তীতি প্রসিদ্ধিঃ ॥২৪॥) বিচিত্রবীর্য্যনামানমিতি দ্বিতীয়ং পুত্রম্ ॥২৫—২৬ অতিসন্তুষ্টেতি। চিত্রাঙ্গদে হতে ভীষ্মস্য রাজ্যাধিকারসত্ত্বেঽপি মৎপুত্রায়ৈব রাজ্যং দত্তমি[illegible]

মহাপবিত্র স্থান কুরুক্ষেত্রে তিন বর্ষকাল ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ পরে চিত্রাঙ্গদ নৃপতি গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক নিহত হইয়া (ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য) তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিলেন। এদিকে ভীষ্মদেব চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেন এবং রাজবিয়োগে অতিশয় শোকান্বিত হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করত চিত্রাঙ্গদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যেশ্বর করিলেন ॥২৪—২৫॥ সত্যবতী পুত্রশোকে অতিশয় পীড়িতা হইলেও মহাত্মা মন্ত্রিগণ ও গুরুগণ কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এদিকে ব্যাসদেবও ভ্রাতা রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥ ২৬—২৭ ॥

অনন্তর, কিছু কাল গত হইলে সত্যবতীপুত্র বিচিত্রবীর্য্যের যৌবন কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ভীষ্মদেব ইহা দেখিয়া কনিষ্ঠের বিবাহ নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ ঋষিগণ! এদিকে কাশীরাজের সর্ব্বলক্ষণ-বিভূষিত তিনটী কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। কাশীরাজ তাহাদের বিবাহ জন্য স্বয়ংবর-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

---

* কৃতাভিষেকঃ সচিবৈর্দ্বিজৈর্বেদবিদুত্তমৈঃ। রাজ্যং চকার ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মস্যানুমতে স্থিতঃ ॥ ইতি বা পঠনীয়ঃ।

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমাহূতাঃ সহস্রশঃ।
ইচ্ছাস্বয়ংবরার্থং বৈ পূজ্যমানাঃ সমাগতাঃ ॥ ৩০ ॥
তত্র ভীষ্মো মহাতেজাস্তা জহার বলেন বৈ।
নির্ম্মথ্য রাজকং সর্ব্বং রথেনৈকেন বীর্য্যবান্ ॥ ৩১ ॥
স জিত্বা পার্থিবান্ সর্ব্বাংস্তাশ্চাদায় মহারথঃ।
বাহুবীর্য্যেণ তেজস্বী হ্যাসসাদ গজাহ্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥
মাতৃবদ্ভগিনীবচ্চ পুত্রীবচ্চিন্তয়ন্ কিল।
তিস্রঃ সমানায়ামাস কন্যকা বামলোচনাঃ ॥ ৩৩ ॥
সত্যবত্যৈ নিবেদ্যাশু দ্বিজানাহূয় সত্বরঃ।
দৈবজ্ঞান্ বেদবিদুষঃ পর্য্যপৃচ্ছচ্ছুভং দিনম্ ॥ ৩৪ ॥
কৃত্বা বিবাহসম্ভারং যদা তং ভ্রাতরং নিজম্।
বিচিত্রবীর্য্যং ধর্ম্মিষ্ঠং বিবাহয়তি তা যদা ॥ ৩৫ ॥
তদা জ্যেষ্ঠাপ্যুবাচেদং কন্যকা জাহ্নবীসুতম্।
লজ্জমানাঽসিতাপাঙ্গী তিসৃণাং চারুলোচনা ॥ ৩৬ ॥

হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩৪ ॥ তা যদেতি। তাস্তিস্রঃ কন্যাঃ। তিসৃণাং মধ্যে জ্যেষ্ঠে-ত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ (তদেতি। তদা উদ্বাহোদ্যমসময়ে জ্যেষ্ঠা অসিতাপাঙ্গী অম্বা লজ্জমানা সতী জাহ্নবীসুতং ভীষ্মমুবাচ। অসিতৌ অপাঙ্গৌ নেত্রান্তভাগৌ যস্যাঃ। তিসৃণামিতি নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। তিসৃণাং মধ্যে ইত্যর্থঃ। চারুণী মনোজ্ঞে লোচনে যস্যাঃ ॥ ৩৬ ॥ কিমুবাচেত্যাহ।

নানাদেশ হইতে সহস্র সহস্র রাজা এবং রাজপুত্র সকল নিমন্ত্রিত হইল। তাঁহারা সকলেই সাদরে পূজিত হইয়া স্বয়ংবর-সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০ ॥ তাহার পর, মহা-প্রতাপশালী বলবান্ ভীষ্মদেব সেই সভায় একাকী সমস্ত রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া কাশিরাজ কন্যাগণকে বল পূর্ব্বক হরণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩১—৩২ ॥ ভীষ্মদেব (স্বয়ং বিবাহ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য) সেই চারুলোচনা কন্যাগণকে হরণ করিয়া আনিবার সময় তাহাদিগকে মাতৃ, ভগিনী বা কন্যার ন্যায় বিবেচনা করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর, (কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবির্য্যের বিবাহ জন্য) সত্যবতীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া, শীঘ্র দৈবতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বিবাহের শুভ দিন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৪ ॥ পরে দিন স্থির হইলে, ভীষ্ম বিবাহোপযোগী সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক যেমন, কাশীরাজের সেই তিনটী কন্যার সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধার্ম্মিকপ্রবর বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ জন্য উদ্যোগী হইবেন, অমনি সেই সময়, কন্যা তিনটীর মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্যাটী লজ্জাবনতমুখী হইয়া তাঁহাকে বলিল ॥ ৩৫—৩৬ ॥

গঙ্গাপুত্র ! কুরুশ্রেষ্ঠ ! ধর্ম্মজ্ঞ ! কুলদীপক ! ।
ময়া স্বয়ংবরে শাল্বো বৃতোঽস্তি মনসা নৃপঃ ॥ ৩৭ ॥
বৃতাঽহং তেন রাজ্ঞা বৈ চিত্তে প্রেমসমাকুলে ।
যথাযোগ্যং কুরুষ্বাদ্য কুলস্যাস্য পরন্তপ ! ॥ ৩৮ ॥
তেনাহং বৃতপূর্ব্বাস্মি ত্বঞ্চ ধর্ম্মভৃতাং বরঃ ।
বলবানসি গাঙ্গেয় ! যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৩৯ ॥

সূত উবাচ ।

এবমুক্তস্তয়া তত্র কন্যয়া কুরুনন্দনঃ ।
অপৃচ্ছদ্‌ব্রাহ্মণান্‌ বৃদ্ধান্‌ মাতরং সচিবাংস্তথা ॥ ৪০ ॥
সর্ব্বেষাং মতমাজ্ঞায় গাঙ্গেয়ো ধর্ম্মবিত্তমঃ ।
গচ্ছেতি কন্যকাং প্রাহ যথারুচি বরাননে ! ॥ ৪১ ॥

গঙ্গাপুত্রেতি। কুরুষুশ্রেষ্ঠ ! ইত্যনেন কুরুকুলমর্য্যাদা অবশ্যং ভবতা রক্ষিতব্যেতি সূচিতম্‌। স্বয়ংবরে স্বয়ংবরসময়ে ময়া শাল্বনামা নৃপো বৃতঃ। এবং সতি কথমস্মাভিস্তত্র ন দৃষ্ট ইতি চেদিত্যত্রাহ মনসেতি ॥ ৩৭ ॥ ন তু কেবলং ময়া বৃতোঽসৌ কিন্তু তেনাপ্যহমপীতি বিজ্ঞাপয়ন্নাহ বৃতাহমিতি। কথং তেন বৃত ইতি চেত্তত্রাহ চিত্তে প্রেম্না সমাকুলে জাতে ইত্যর্থঃ। অতএব হে শত্রুতাপন! অদ্য অধুনা উপস্থিতকার্য্যক্ষেত্রে যথাভিধেয়ং তৎ কুরুষ্ব অনুতিষ্ঠ ॥৩৮॥ ইদানীং স্বমুক্তৌ বাধাং নিরাচিকীর্ষুর্ভীষ্মস্য সর্ব্বতঃ প্রভুত্বং বেদয়ন্তী ভূয়োঽপ্যাহ তেনাহমিতি। গাঙ্গেয় ! ইত্যনেন সম্বোধনেন ভীষ্মস্য দিব্যশক্তিমত্ত্বাদিকং সূচিতম্‌। ন তু ত্বং কেবলং বলবান্‌ কিন্তু ধর্ম্মপালকোঽপ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

এমুক্তেতি। তয়া কন্যয়া এবং পুরুষান্তরগতচিত্তত্বং বিজ্ঞাপিতঃ কুরুনন্দনো ভীষ্মঃ বৃদ্ধান্‌ জ্ঞানবৃদ্ধান্‌ দীর্ঘদর্শিন ইত্যর্থঃ ব্রাহ্মণান্‌ সচিবাংশ্চ অপৃচ্ছদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥ সর্ব্বেষামিতি। ধর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠতমো গঙ্গানন্দনো ভীষ্মঃ তেষাং পূর্ব্বোক্তানাং মতং বুদ্ধা গচ্ছেতি

কুরুবর ! আপনিই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বিশেষত পতিতপাবনী গঙ্গার পুত্র সুতরাং ইহলোকে আপনিই একমাত্র ধর্ম্মজ্ঞ ; অতএব যাহাতে এই কুল হীন-প্রভ না হয় তাহা অবশ্যই করিবেন। মহাশয় ! স্বয়ংবর সভায় আমি মনে মনে শাল্ব নৃপতিকেই বরণ করিয়াছি এবং শাল্বরাজ ও প্রীতি সহকারে মনে মনে আমাকে বরণ করিয়াছেন। অতএব হে শত্রুতাপন ! এক্ষণে যাহাতে এই কুলের মত কার্য্য হয় তাহা করুন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ গাঙ্গেয় ! পূর্ব্বে আমি শাল্বরাজ কর্ত্তৃক বৃত হইয়াছি সন্দেহ নাই ; আপনি কেবল বলবান্‌ নহেন বস্তুত ধর্ম্মজ্ঞগণেরও শ্রেষ্ঠ ; অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন ॥ ৩৯ ॥

সূত কহিলেন। ঋষিগণ ! কাশিরাজ-কন্যা এই সকল কথা বলিলে পর কুরুনন্দন ভীষ্ম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মন্ত্রিগণ ও মাতা সত্যবতীকে উপস্থিত কর্ত্তব্যতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪০ ॥ পরে, সেই ধার্ম্মিকপ্রবর ভীষ্ম সকলের মত জানিয়া কন্যাকে বলিলেন। চারুমুখি ! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, তুমি যথা ইচ্ছা সেই স্থানে

বিসর্জ্জিতাঽথ সা তেন গতা শাল্বনিকেতনম্।
উবাচ তং বরারোহা রাজানং মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪২ ॥
বিনির্ম্মুক্তাস্মি ভীষ্মেণ ত্বন্মনস্কেতি ধর্ম্মতঃ।
আগতাঽস্মি মহারাজ! গৃহাণাদ্য করং মম ॥ ৪৩ ॥
ধর্ম্মপত্নী তবাত্যন্তং ভবামি নৃপসত্তম!।
চিন্তিতোঽসি ময়া পূর্ব্বং ত্বয়াহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

শাল্ব উবাচ।

গৃহীতা ত্বং বরারোহে! ভীষ্মেণ পশ্যতো মম।
রথে সংস্থাপিতা তেন ন গ্রহীষ্যে করং তব ॥ ৪৫ ॥
পরোচ্ছিষ্টাঞ্চ কঃ কন্যাং গৃহ্লাতি মতিমান্নরঃ।
অতোঽহং ন গ্রহীষ্যামি ত্যক্তাং ভীষ্মেণ মাতৃবৎ ॥ ৪৬ ॥
রুদতী বিলপন্তী সা ত্যক্তা তেন মহাত্মনা।
পুনর্ভীষ্মং সমাগত্য রুদতী চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥

কন্যকাং প্রত্যাহ ॥ ৪১ ॥ ভীষ্মেণ তক্তায়াস্তস্যা ভবিতব্যতাং সূচয়ন্নাহ। বিসর্জ্জিতাথেতি। রাজানং শাল্বং মনোগতভাবমুবাচ ॥ ৪২ ॥ বিনির্ম্মুক্তেতি। ত্বন্মনস্কাঽস্মিতি বিজ্ঞায় ভীষ্মেণ ধর্ম্মতঃ ধর্ম্মহেতোস্ত্যক্তা নত্বহং সতীত্বধর্ম্মাচ্চ্যুতেতি ভাবঃ। অতএব মহারাজ! ইদানীং মম করং পাণিং গৃহাণেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ ধর্ম্মপত্নীতি। নৈবাহং তে কেবলং ভোগ্যা অপিতু ধর্ম্মপত্নী ভবামীতি ভাবঃ। যতো ময়া ত্বং পূর্ব্বমেব পতিত্বেন চিন্তিতোঽসি তথা ত্বয়া চাহমপি ভার্য্যাভাবেন চিন্তিতাস্মীতি শেষঃ ॥ ৪৪ ॥

শাল্বস্তামম্বাং অন্যপূর্ব্বাং মত্বা নিরাচিকীর্ষুরাহ গৃহীতেতি ॥ ৪৫ ॥ নিরাকরণে বিশেষকারণং প্রদর্শয়ন্নাহ পরোচ্ছিষ্টামিতি ॥ ৪৬ ॥ রুদতীতি। তেন মহাত্মনা শাল্বেনাপি ত্যক্তা

যাও? ॥ ৪১ ॥ অনন্তর, সেই নিতম্বিনী কাশিরাজের জ্যেষ্ঠকন্যা, ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে পর, নরপতি শাল্বনিকেতনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে চিত্তাভিলষিত সমস্ত বলিল ॥৪২॥ মহারাজ! ভীষ্মদেব, আমাকে আপনার প্রতি অনুরক্তা জানিয়া ধর্ম্মত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে, আমি আপনার নিকট আসিয়াছি আমার পানি গ্রহণ করুন ॥ ৪৩ ॥ নৃপবর! আমি আপনার ধর্ম্মপত্নী হইব বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে চিন্তা করিতাম; আর বোধ হয় আপনিও আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৪৪ ॥

শাল্ব কাশিরাজকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন। নিতম্বিনি! ভীষ্ম আমাকে অনাদর করিয়া আমার সমক্ষেই যখন তোমাকে গ্রহণ করিয়া রথে সংস্থাপন করিয়াছিল তখন আর আমি তোমার পাণি গ্রহণ করিতে পারিব না ॥ ৪৫ ॥ দেখ! বুদ্ধিমান্ হইয়া কোন্ ব্যক্তি পরোচ্ছিষ্ট কন্যাকে গ্রহণ করিয়া থাকে? ভীষ্ম তোমাকে মাতৃজ্ঞানে পরিত্যাগ করিলেও আমি তোমাকে গ্রহণ করিব না ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ! সেই কাশিরাজকন্যা

শাল্বো মুক্তাং ত্বয়া বীর! ন গৃহ্লাতি গৃহাণ মাম্।
ধর্ম্মজ্ঞোঽসি মহাভাগ! মরিষ্যাম্যন্যথাহ্যহম্॥ ৪৮॥
ভীষ্ম উবাচ।
অন্যচিন্তাং কথং ত্বাং বৈ গৃহ্লামি বরবর্ণিনি!।
পিতরং স্বং বরারোহে! ব্রজ শীঘ্রং নিরাকুলা॥ ৪৯॥
তথোক্তা সা তু ভীষ্মেণ জগাম বনমেব হি।
তপশ্চকার বিজনে তীর্থে পরমপাবনে॥ ৫০॥
দ্বে ভার্য্যে চাতিরূপাঢ্যে তস্য রাজ্ঞো বভূবতুঃ।
অম্বালিকা চাম্বিকা চ কাশিরাজসুতে শুভে॥ ৫১॥
রাজা বিচিত্রবীর্য্যোঽসৌ তাভ্যাং সহ মহাবলঃ।
রেমে নানাবিহারৈশ্চ গৃহে চোপবনে তথা॥ ৫২॥

সতী রুদতী বিলপন্তী চ পুনর্ভীষ্মং সমাগত্য রোদনং কুর্ব্বতী সত্যব্রবীদিত্যন্বয়ঃ॥ ৪৭॥) মুক্তাস্ত্বয়েতি। প্রথমতো হস্তেন সংস্পৃশ্য রথে স্থাপিতা পশ্চান্মুক্তামিত্যর্থঃ। ততস্তন্নিমিত্তং মম জন্ম ব্যর্থং ভবতীতি। ত্বং মাং গৃহাণেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৪৮॥

অন্যচিন্তামন্যাসক্তামিত্যর্থঃ॥ ৪৯॥ (এবং ভীষ্মেণোক্তা কাশিরাজকন্যা পিতৃগৃহগমনং গর্হিততরং মত্বা বনং প্রস্থিতা ইত্যন্বয়ঃ॥ ৫০॥)

রাজ্ঞো বিচিত্রবীর্য্যস্য॥ ৫১॥ (রাজেতি। অসৌ মহাবলো রাজা বিচিত্রবীর্য্যঃ তাভ্যাং

রোদন ও বিলাপ করিলেও মহাত্মা শাল্ব তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন; এবং এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভীষ্মের নিকট আসিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল॥ ৪৭॥ বীরবর! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন শাল্ব ইহা জানিতে পারিয়া ভয়ে গ্রহণ করিল না; হে মহাভাগ! আপনিত ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব জানেন অতএব এক্ষণে আমাকে গ্রহণ করুন। আর যদি আপনি আমাকে গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই জীবন ত্যাগ করিব॥ ৪৮॥

কাশিরাজকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম কহিলেন। বরবর্ণিনি! তোমার চিত্ত অন্য পুরুষে আসক্ত, অতএব আমি কি করিয়া তোমাকে গ্রহণ করি? নিতম্বিনি! এক্ষণে তুমি ব্যতিব্যস্ত হইও না শীঘ্র তোমার পিতার নিকট গমন কর॥ ৪৯॥ কাশিরাজকন্যা ভীষ্ম কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া পিতৃগৃহে যাওয়া অতিশয় গর্হিত বিবেচনা করিয়া বনে প্রস্থান করিল এবং পরম পবিত্র বিজন তীর্থস্থানে যাইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল॥ ৫০॥

অনন্তর, কাশিরাজের অবশিষ্ট অম্বালিকা ও অম্বিকা নামে অতি সুন্দরী দুই কন্যা রাজা বিচিত্রবীর্য্যের দুই পত্নী হইল॥ ৫১॥ সেই মহাবল পরাক্রান্ত রাজা বিচিত্রবীর্য্যও তাহাদের সহিত গৃহ এবং উপবনাদিতে নানাপ্রকারে বিহার করিতে লাগিলেন॥ ৫২॥

বর্ষাণি নব রাজেন্দ্রঃ কুর্ব্বন্ ক্রীড়াং মনোরমাম্।
প্রাপাঽসৌ মরণং ভূপো গৃহীতো রাজযক্ষ্মণা ॥ ৫৩ ॥
মৃতে পুত্রেঽতিদুঃখার্ত্তা জাতা সত্যবতী তদা।
কারয়ামাস পুত্রস্য প্রেতকার্য্যাণি মন্ত্রিভিঃ ॥ ৫৪ ॥
ভীষ্মমাহ তদৈকান্তে বচনঞ্চাতিদুঃখিতা।
রাজ্যং কুরু মহাভাগ! পিতুস্তে শন্তনোঃ সুত! ॥ ৫৫ ॥
ভ্রাতুর্ভার্য্যাং গৃহাণ ত্বং বংশঞ্চ পরিরক্ষয়।
যথা ন নাশমায়াতি যযাতের্বংশ ইত্যুত ॥ ৫৬ ॥

ভীষ্ম উবাচ।

প্রতিজ্ঞা মে শ্রুতা মাতঃ! পিত্রর্থে যা ময়া কৃতা।
নাহং রাজ্যং করিষ্যামি ন চাপি দারসংগ্রহম্ ॥ ৫৭ ॥

অম্বালিকাম্বিকাভ্যাং সহ বিবিধবিহারৈ রেমে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥ নিরন্তরং স্ত্রীসঙ্গফলং প্রদর্শয়ন্নাহ। বর্ষাণীতি। নব বর্ষাণি ব্যাপ্য মনোরমাং ক্রীড়াং কুর্ব্বন্ রাজযক্ষ্মণা গৃহীতঃ সন্নসৌ মরণং প্রাপ ॥ ৫৩ ॥ মৃতে পুত্রে ইতি। তদা পুত্রে বিচিত্রবীর্য্যে মৃতে অতিদুঃখার্ত্তা জাতা। ততঃ মন্ত্রিভিঃ পুত্রস্য ঔর্দ্ধদেহিককার্য্যাণি কারয়ামাস সম্পাদয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর করণীয়মাহ। ভীষ্মমিতি। প্রেতকার্য্যাণি সম্পাদ্য অতিদুঃখিতা সতী ভীষ্মমাহ হে সুত! তে তব পিতুঃ শন্তনো রাজ্যং কুরু পালয় যদ্যপি ত্বং জ্যেষ্ঠপুত্রঃ সদাপি পূর্ব্বং রাজ্যাদিকং বিহায় ব্রহ্মচর্য্যং গৃহীতবান্ তথাপীদানীং মদাজ্ঞয়া পুনঃ সাম্রাজ্যমঙ্গীকৃত্য যথাবিধি প্রজাঃ পালয়েতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৫৫ ॥ ভ্রাতুরিতি। অপিচ ভ্রাতুর্বিচিত্রবীর্য্যস্য ভার্য্যাং গৃহাণ স্বীকুরু স্ববংশঞ্চ পুনঃ প্রতিষ্ঠাপয়েতি ভাবঃ। অন্যথা রাজ্ঞো মহাত্মনো যযাতের্বংশো নাশং যাস্যতীতি ফলিতোঽর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

ঋষিগণ! রাজবর বিচিত্রবীর্য্য এইরূপে নয় বর্ষ ক্রমাগত তাঁহাদের সহিত নানাবিধ মনোহর বিহার করিয়া অতিশয় স্ত্রীসম্ভোগ হেতু শীঘ্রই রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥ সত্যবতী পুত্রমরণে অতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং মন্ত্রিগণের সহিত তাঁহার প্রেতকার্য্যাদি সম্পন্ন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর, রাজবিনাশে রাজ্যের নানাবিধ অমঙ্গল দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে ভীষ্মদেবকে একদিন নির্জ্জনে বলিলেন। পুত্র! তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্; দেখ, তোমার পিতা শান্তনুর রাজ্য বিনষ্ট প্রায় হইতেছে; অতএব এক্ষণে তুমি সেই রাজ্য পালন কর। আর তোমার এই ভ্রাতৃপত্নীগণকে গ্রহণ করিয়া যাহাতে বংশ রক্ষা হয় তাহার উপায় কর, দেখ যেন মহাত্মা যযাতির বংশ বিনষ্ট না হয় ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ভীষ্মদেব সত্যবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন। মাতঃ! আমি পূর্ব্বে পিতার নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহাত আপনি শ্রবণ করিয়াছেন। (তবে কিজন্য

সূত উবাচ।

তদা চিন্তাতুরা জাতা কথং বংশো ভবেদিতি।
নালসাদ্ধি সুখং মহ্যং* সমুৎপন্নে হ্যরাজকে ॥ ৫৮ ॥
গাঙ্গেয়স্তামুবাচেদং মা চিন্তাং কুরু ভামিনি!।
পুত্রং বিচিত্রবীর্য্যস্য ক্ষেত্রজঞ্চোপপাদয় ॥ ৫৯ ॥
কুলীনং দ্বিজমাহূয় বধ্বা সহ নিযোজয়।
নাত্র দোষোঽস্তি বেদেঽপি কুলরক্ষাবিধৌ কিল ॥ ৬০ ॥
পৌত্রঞ্চৈবং সমুৎপাদ্য রাজ্যং দেহি শুচিস্মিতে!।
অহঞ্চ পালয়িষ্যামি তস্য শাসনমেব হি ॥ ৬১ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কানীনং স্বসুতং মুনিম্‌।
জগাম মনসা ব্যাসং দ্বৈপায়নমকল্মষম্‌ ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতবাক্যমনুস্মারয়ন্নাহ প্রতিজ্ঞেতি। মাতঃ! পুরা ভবত্যা বিবাহকালে পিত্রার্থে ময়া যা প্রতিজ্ঞা কৃতা সা ভবত্যা কিং ন শ্রুতা অপিতু শ্রুতৈব। অতোঽহং রাজ্যং বা দারসংগ্রহং ন করিষ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৭ ॥)

নালসাদ্ধি সুখমিতি। অরাজকে সমুৎপন্নে অলসাৎ সুখং নৈবাস্তি আলস্যং নৈব কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ ক্ষেত্রজমিতি। বিচিত্রবীর্য্যস্য ক্ষেত্রেঽন্যস্মাৎ পুরুষাজ্জাতমিত্যর্থঃ ॥৫৯—৬০॥ পৌত্রমিতি। তব পৌত্রস্তমিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

(ভীষ্মবাক্যানন্তরং সত্যবতীকর্ত্তব্যতামাহ তচ্ছ্রুত্বেতি। কানীনং কন্যাবস্থায়াং সমুৎপন্নম্‌।

আমাকে এরূপ অনুরোধ করিতেছেন।) আমি এ জীবনে কখনই রাজ্য বা দার পরিগ্রহ করিব না ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন। ঋষিগণ! সত্যবতী ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া কিরূপে বংশ রক্ষা হইবে এই চিন্তায় অতিশয় কাতর হইলেন। কারণ, রাজ্য অরাজক হইলে তাহা হইতে আর কিছুতেই সুখের আশা করা যাইতে পারে না ॥ ৫৮ ॥ ভীষ্মদেব তাহাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া বলিলেন। জননি! বৃথা চিন্তা করিবেন না যাহাতে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হয় তাহার উপায় করুন ॥ ৫৯ ॥ দেখুন, একজন সর্ব্ববেদপারদর্শী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাহাকে আপনার বধূর সহিত মিলিত করান। কুলরক্ষার জন্য এরূপ বিধান করিলে কোন ও দোষ হইবে না ইহা বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে ॥ ৬০ ॥ জননি! আপনি এইরূপে পৌত্র উৎপন্ন করাইয়া তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করুন তাহা হইলে আমিও সেই নবরাজের শাসন প্রতিপালন করিয়া রাজ্য পালন করিতে পারিব ॥৬১॥

---

* নাসসাদ সুখং তত্র। ইতি বা পাঠঃ।

স্মৃতমাত্রস্ততো ব্যাস আজগাম স তাপসঃ ॥
কৃত্বা প্রণামং মাত্রেঽথ সংস্থিতো দীপ্তিমান্ মুনিঃ ॥ ৬৩ ॥
ভীষ্মেণ পূজিতঃ কামং সত্যবত্যা চ মানিতঃ ।
তস্থৌ তত্র মহাতেজা বিধূমোঽগ্নিরিবাপরঃ ॥ ৬৪ ॥
তমুবাচ মুনিং মাতা পুত্রমুৎপাদয়াধুনা ।
ক্ষেত্রে বিচিত্রবীর্য্যস্য সুন্দরং তব বীর্য্যজম্ ॥ ৬৫ ॥
ব্যাসঃ শ্রুত্বা বচো মাতুরাপ্তবাক্যমমন্যত ।
ওমিত্যুক্ত্বা স্থিতস্তত্র ঋতুকালমচিন্তয়ৎ ॥ ৬৬ ॥
অম্বিকা চ যদা স্নাতা নারী ঋতুমতী তদা ।
সঙ্গং প্রাপ্য মুনেঃ পুত্রমসূতান্ধং মহাবলম্ ॥ ৬৭ ॥
জন্মান্ধং চ সুতং বীক্ষ্য দুঃখিতা সত্যবত্যতি ।
দ্বিতীয়াং চ বধূমাহ পুত্রমুৎপাদয়াশু বৈ ॥ ৬৮ ॥

অকল্মষং নিষ্পাপম্। এতেন বেদব্যাসস্য নিয়োগসামর্থ্যং সূচিতম্ ॥ ৬২—৬৪ ॥ তমিতি। মাতা সত্যবতী। পুত্রং বেদব্যাসম্। ক্ষেত্রে পত্ন্যাম্। সত্যবতী বংশরক্ষার্থমেব স্বপুত্রং নিয়োজিতবান্ ইতি ভাবঃ ॥ ৬৫ ॥ ব্যাসস্তু মাতুরাদেশং অলঙ্ঘনীয়মিতি বিচিন্ত্য স্বীকৃতবান ইত্যাহ ওমিতি ॥ ৬৬ ॥) অসূতান্ধমিতি। ব্যাসতেজসা নিমীলিতনেত্রা গর্ভং দধার তস্মাৎ।

সত্যবতী ভীষ্মদেবের এই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ বাল্যাবস্থায় সমুৎপন্ন পবিত্রাত্মা মুনি দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে মনে মনে স্মরণ করিলেন ॥ ৬২ ॥ অনন্তর, সেই পুণ্যবান দীপ্তিশালী তপস্বী ব্যাসদেব সত্যবতীর স্মরণ মাত্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জননীকে প্রণাম করিয়া সেই স্থানেই উপবেশন করিলেন ॥ ৬৩ ॥ ভীষ্মদেব তাঁহাকে আগত দেখিয়া যথাবিধিবিধানে পূজা করিলেন এবং সত্যবতী পুত্রসদৃশ সংবর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর, সেই মহাতেজা ব্যাসদেব ধূমবিহীন দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥ সত্যবতী পুত্র ব্যাসদেবকে সুস্থির চিত্তে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন। মুনিবর! বংশরক্ষার জন্য বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে (পত্নীতে) তোমার ঔরসে যাহাতে একটী সর্ব্বগুণবিভূষিত পুত্র উৎপন্ন হয় তাহা কর ॥ ৬৫ ॥ ব্যাসদেব মাতৃবাক্য শ্রবণানন্তর বেদবাক্যের ন্যায় অলঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া স্বীকার করত অম্বিকা ও অম্বালিকার ঋতুকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬॥ কিছুদিন পরে অম্বিকা ঋতুমতী হইলে স্নানানন্তর মুনি বেদব্যাসের সহিত মিলিত হইয়া (সঙ্গম কালে বেদব্যাসের রূপ দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল বলিয়া) মহাবল পরাক্রান্ত একটী অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৬৭ ॥ সত্যবতী অম্বিকাসুতকে জন্মান্ধ দেখিয়া (রাজার অনুপযুক্ত বিবেচনায়) অতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং বধূ অম্বালিকাকে

ঋতুকালেঽথ সংপ্রাপ্তে ব্যাসেন সহ সঙ্গতা।
তথা চাম্বালিকা রাত্রৌ গর্ভং নারী দধার সা ॥ ৬৯ ॥
সোঽপি পাণ্ডুঃ সুতো জাতো রাজ্যযোগ্যো ন সম্মতঃ।
পুত্রার্থং প্রেরয়ামাস বর্ষান্তে চ পুনর্ব্বধূম্ ॥ ৭০ ॥
আহূয় চ ততো ব্যাসং সংপ্রার্থ্য মুনিসত্তমম্।
প্রেষয়ামাস রাত্রৌ সা শয়নাগারমুত্তমম্ ॥ ৭১ ॥
ন গতা চ বধূস্তত্র প্রেষ্যা সংপ্রেষিতা তয়া।
তস্যাঞ্চ বিদুরো জাতো দাস্যাং ধর্ম্মাংশতঃ শুভঃ ॥ ৭২ ॥
এবং ব্যাসেন তে পুত্রা ধৃতরাষ্ট্রাদয়স্ত্রয়ঃ।
উৎপাদিতা মহাবীরা বংশরক্ষণহেতবে ॥ ৭৩ ॥

ইদমন্যপুরাণে॥৬৭—৬৯॥ পাণ্ডুঃ সুত ইতি। ব্যাসতেজসা উষ্মণা দগ্ধা স্যামিতি হেতোঃ স্বশরীরং চন্দনেনোপলিপ্য সঙ্গং কৃতবতী তস্মাৎ। ইদমপ্যত্র স্পষ্টম্ ॥ ৭০—৭১ ॥ ন গতা চেতি। তত্তেজঃসহনশক্ত্যভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৭২—৭৪ ॥

ইত্থমনেন গ্রন্থসন্দর্ভেণাস্মিন্ সংসারে মহতামপ্যেবং দশা জায়তে তস্মাৎ সংসারাদ্বিরজ্য শ্রীভগবত্যুপাসনয়া তজ্জ্ঞানেন চ সংসারং নিরস্য মুক্তো ভবেদিতি বোধিতম্ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোঽভিধানতঃ ॥
দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।

পুত্র উৎপাদন জন্য অনুরোধ করিলেন ॥ ৬৮ ॥ অনন্তর, ঋতুকাল উপস্থিত হইলে অম্বালিকা রাত্রিকালে ব্যাসদেবের সহিত সঙ্গত হইয়া গর্ভবতী হইলেন ॥ ৬৯ ॥ অম্বালিকা ও সঙ্গমকালে বেদব্যাসের রূপ দেখিয়া ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল এজন্য তাহার পুত্র পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উৎপন্ন হইল। সত্যবতী এই পুত্রটীকে ও রাজ্যের অনুপযুক্ত জানিয়া পুনর্ব্বার বর্ষশেষে পুত্র জন্য নিজবধূকে প্রেরণ করিলেন। এদিকে মুনিবর ব্যাসদেবকেও আহ্বান করিয়া যাহাতে সৎপুত্র উৎপন্ন হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়া রাত্রিতে শয়নগারে প্রেরণ করিলেন ॥ ৭০—৭১ ॥ সত্যবতীবধূ ভয়ে নিজে না যাইয়া নিজদাসীকে অনুরোধ করিয়া প্রেরণ করিল। ঋষিগণ! এই দাসীর গর্ভে ধর্ম্মাংশে কল্যাণকর বিদুর উৎপন্ন হইল ॥ ৭২ ॥

এইরূপে বেদব্যাস বংশরক্ষার জন্য মহাবল পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি তিনটী পুত্রকে ক্রমান্বয়ে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥ ঋষিগণ! আপনারা যখন নৈমিশারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তখন সমস্ত পাপহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে,

এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং তস্য বংশসমুদ্ভবম্।
ব্যাসেন রক্ষিতো বংশো ভ্রাতৃধর্ম্মবিদাঽনঘাঃ! ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণেঽষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
ব্যাসকৃত্যবর্ণনো নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

বেদাষ্টেন্দুক্ষিতিমিতৈঃ সার্দ্ধৈঃ (১১৮৪ ॥) শ্লোকৈঃ সবিস্তরম্।
দেবীভাগবতস্যাস্য প্রথমস্কন্ধ ঈরিতঃ ॥ ১ ॥

তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্‌যঃ কৃতবান্ শুভাম্।
স্কন্ধস্তু প্রথমস্তস্যাঃ সমাপ্তোঽভূচ্ছুভার্থদঃ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজ লক্ষ্মীগর্ভজ নীলকণ্ঠভট্টকৃতে দেবী-ভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধানে প্রথমস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০॥

ভ্রাতৃক্ষেত্রে নিয়োগধর্ম্মবিদ্ সেই বেদব্যাস যেরূপে শান্তনুবংশ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং যেরূপে তাহার বংশ প্রচলিত হইয়াছিল তাহা সমস্তই আপনাদিগকে বলিলাম ॥ ৭৪ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
ব্যাসকৃত্যবর্ণন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

স্কন্ধশ্চায়ং সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

আশ্চর্য্যকরমেতত্তে বচনং গর্ভহেতুকম্।
সন্দেহোঽত্র সমুৎপন্নঃ সর্ব্বেষাং নস্তপস্বিনাম্॥ ১
মাতা ব্যাসস্য মেধাবিন্! নাম্না সত্যবতীতি চ।
বিবাহিতা পুরা জ্ঞাতা রাজ্ঞা শন্তনুনা যথা॥ ২॥
তস্যাঃ পুত্রঃ কথং ব্যাসঃ সতী স্বভবনে স্থিতা।
ঈদৃশী সা কথং রাজ্ঞা পুনঃ শন্তনুনা বৃতা॥ ৩॥
তস্যাং পুত্রাবুভৌ জাতৌ তত্ত্বং কথয় সুব্রত!।
বিস্তরেণ মহাভাগ কথাং পরমপাবনীম্॥ ৪॥

জীবা যদংশভূতা যস্যা বেদা ভবন্তি নিঃশ্বসিতম্।
তামেতাং চিদ্রূপাং মায়াশক্তেঃ পরাশ্রয়াং বন্দে॥
অথাষ্টচত্বারিংশদ্ভিঃ শ্লোকৈর্ব্যাসস্য ধীমতঃ।
জন্মোচ্যতে যত্র দেব্যা মহিমাঽতীব ভাসতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে পরাশরসুতস্য ব্যাসস্য মাতা শন্তনোঃ পত্নীতি বিরুদ্ধং শ্রুত্বাশ্চর্য্যবন্ত ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি আশ্চর্য্যকরমেতত্ত ইতি। গর্ভহেতুকমিতি অস্পষ্টকারণমিত্যর্থঃ॥ ১॥ তমেব সন্দেহমাহ মাতা ব্যাসস্যেতি॥ ২॥ সতী স্বভবনে স্থিতেতি পরাশরপত্নী পতিব্রতা কথং শন্তনুনা রাজ্ঞা বিবাহিতেতি বিরুদ্ধং ভাতীত্যর্থঃ॥ ৩॥ (তস্যামিতি। ন তু সা কেবলং

ঋষিগণ কহিলেন। হে সূত! তুমি পূর্ব্বে কারণটী অস্পষ্ট রাখিয়া যে কথা বলিলে ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যকর বলিয়া বোধ হইতেছে; এজন্য এ বিষয়ে আমাদের সমস্ত তাপসবৃন্দেরই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে॥ ১॥ হে মেধাবিন্! সত্যবতী নামে বিশ্রুতা বেদব্যাসজননী শান্তনুরাজা কর্ত্তৃক যে রূপে বিবাহিতা হইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত আছি। কিন্তু, বেদব্যাস কিরূপে সেই সত্যবতীর পুত্র হইলেন? আর যদি তাহাই হয়, তবে, স্বভবনে

উৎপত্তিং বেদব্যাসস্য সত্যবত্যাস্তথা পুনঃ।
শ্রোতুকামাঃ পুনঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ৫॥

সূত উবাচ।

প্রণম্য পরমাং শক্তিং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনীম্।
আদিশক্তিং বদিষ্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্॥ ৬॥
যস্যোচ্চারণমাত্রেণ সিদ্ধির্ভবতি শাশ্বতী।
ব্যাজেনাপি হি বীজস্য বাগ্‌ভবস্য বিশেষতঃ॥ ৭॥
সম্যক্ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বৈঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।
স্মর্ত্তব্যা সর্ব্বথা দেবী বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী॥ ৮॥

রাজ্ঞা শন্তনুনা বৃতা কিন্তু তদৌরসাত্তস্যাং ব্যাসমাতরি সত্যবত্যাং দ্বৌ পুত্রাবপি জাতৌ তৎ তস্মাৎ হে সুব্রত! ত্বং এতাং পরমপাবনীং কথাং কথয়েত্যন্বয়ঃ॥ ৪॥ কিং তত্ত্বমাশ্রিত্য বর্ণয়িষ্যামীতি চেত্তত্রাহ উৎপত্তিমিতি। বেদব্যাসস্য তথা সত্যবত্যা উৎপত্তিং বয়ং সর্ব্বে ঋষয়ঃ শ্রোতুকামাঃ। সংশিতব্রতা ইতি বিশেষণেন ঋষীণাং শ্রবণাধিকারঃ সূচিতঃ॥ ৫॥)

পরমাং শক্তিসাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণীম্। যদাহ গীতাসু অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগদিতি সৈবাদিশক্তিঃ॥ ৬॥ যস্যোচ্চারেতি। যস্য বাগ্‌ভবস্য বীজস্য ব্যাজেন কপটেনাপ্যুচ্চারণেন সিদ্ধির্মোক্ষো জ্ঞানং বা ভবতি তেন বাগ্‌ভববীজেন স্মর্ত্তব্যা যা ভগবতী বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী দেবী তাং প্রণম্যেত্যন্বয়ঃ॥ ৭॥ (নন্বু এতদ্ বাগ্‌ভবং বীজং কিং কেবলং সাধূনামেবোচ্চারণাধিকারোঽস্ত্যাহোস্বিৎ যেষাং কেষাঞ্চিদিতি শঙ্কায়াং পাক্ষিকতাং নিরাকৃত্য তত্র সর্ব্বেষামেবাধিকার ইতি প্রদর্শয়ন্নাহ সম্যগিতি। সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে সর্ব্বথা সর্ব্বাবস্থায়াং সর্ব্বাত্মনা একাগ্রচিত্তেন সর্ব্বৈরেব সা দেবী স্মর্ত্তব্যেতি বোধ্যম্॥ ৮॥)

স্থিতা পতিব্রতা সেই পরাশরপত্নীকে রাজা শান্তনুই বা কি করিয়া বিবাহ করিলেন এবং কিরূপেই বা তাহাতে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল? হে সুব্রত! তুমি অতিশয় তপঃপ্রভাবে পুরাণাদি শাস্ত্রের পারদর্শন করিয়াছ সন্দেহ নাই, এক্ষণে বেদব্যাস এবং সত্যবতীর উৎপত্তিমূলক এই পরম পবিত্রকর কথা আমাদের নিকট বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা কর। অনুষ্ঠিতব্রত এই সমস্ত ঋষিগণই শ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছেন॥ ২—৫॥

ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন। ঋষিগণ! যে বাগ্‌ভব বীজ ছলক্রমে উচ্চারিত হইলেও নিত্যসিদ্ধি উপস্থিত হয়, তাদৃশ বাগ্‌ভব বীজদ্বারা জীবসমস্ত সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য একান্ত প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বদা স্মরণ করিলেই যিনি সর্ব্বতোভাবে অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন, সেই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদায়িনী সাম্যাবস্থমায়োপাধিকা ব্রহ্মরূপিণী আদ্যাশক্তিকে প্রণাম করিয়া এই মঙ্গলকর পৌরাণিক কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন॥ ৬—৮॥

রাজোপরিচরো নাম ধার্ম্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ।
চেদিদেশপতিঃ শ্রীমান্ বভূব দ্বিজপূজকঃ ॥ ৯ ॥
তপসা তস্য তুষ্টেন বিমানং স্ফাটিকং শুভম্।
দত্তমিন্দ্রেণ তত্তস্মৈ সুন্দরং প্রিয়কাম্যয়া ॥ ১০ ॥
তেনারূঢ়স্তু সর্ব্বত্র যাতি দিব্যেন ভূপতিঃ।
ন ভূমাবুপরিস্থোঽসৌ তেনোপরিচরো বসুঃ ॥ ১১ ॥
বিখ্যাতঃ সর্ব্বলোকেষু ধর্ম্মনিত্যঃ স ভূপতিঃ।
তস্য ভার্য্যা বরারোহা গিরিকা নাম সুন্দরী ॥ ১২ ॥
পুত্রাশ্চাস্য মহাবীর্য্যাঃ পঞ্চাসন্নমিতৌজসঃ।
পৃথগ্দেশেষু রাজানঃ স্থাপিতাস্তেন ভূভুজা ॥ ১৩ ॥
বসোস্তু পত্নী গিরিকা কামান্ কালে ন্যবেদয়ৎ।
ঋতুকালমনুপ্রাপ্তা স্নাতা পুংসবনে শুচিঃ ॥ ১৪ ॥
তদহঃ পিতরশ্চৈনমূচুর্জ্জহি মৃগানিতি।
তচ্ছ্রুত্বা চিন্তয়ামাস ভার্য্যামৃতুমতীং তথা ॥ ১৫ ॥

কথামাহ রাজোপরিচর ইতি। বিমানেনোর্দ্ধং নিরন্তরং গমনাদুপরিচরনামকত্বম্ ॥ ৯ ॥ (তস্য দ্বিজপূজনাদিতপঃফলং সূচয়ন্নাহ তপসেতি। তস্মৈ রাজ্ঞে উপরিচরায় শুভং দেবাদিদর্শনক্ষমং স্ফাটিকং বিমানং আকাশযানং দত্তম্। কথং কেন বা দত্তমিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ তপসা তুষ্টেন ইন্দ্রেণ দেবরাজেন তস্য প্রিয়কাম্যয়েতি ॥ ১০ ॥) তেন বিমানেন যাতীত্যন্বয়ঃ ॥ ন ভূমাবিতি। ভূমিগমনং তেন ত্যক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১১—১৩ ॥
বসোরুপরিচরস্য পত্নী কামান্ স্বমনোরথান্ পুত্রবিষয়ান্ ॥ ১৪ ॥ তদহরিতি। যস্মিন্দিনেঽদ্য ঋতুকালোঽস্তীতি গিরিকয়া পত্ন্যোক্তং তস্মিন্নেব দিনে পিতর আহুরস্মচ্ছ্রাদ্ধার্থং মৃগান্

পূর্ব্বকালে ধার্ম্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রভূতধনশালী ব্রাহ্মণ-সম্মানকারী উপরিচর নামে কোন রাজা চেদিপ্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন ॥ ৯ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র সেই রাজা উপরিচরের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়কামনার নিমিত্ত তাঁহাকে একটী সুন্দর স্ফটিকময় ব্যোমযান প্রদান করিয়াছিলেন ॥১০॥ ভূপতি সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়াই সর্ব্বত্র গমন করিতেন। তিনি কখনও ভূমিতে গমন করিতেন না সর্ব্বদা শূন্যোপরি বিচরণ করিতেন বলিয়াই সমস্ত লোকমধ্যে উপরিচর বসু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। গিরিকা নামে অতি সুন্দরী নিতম্বিনী তাঁহার এক পত্নী ছিলেন ॥ ১১—১২ ॥ ইহাঁর অতিতেজস্বী অমিত-পরাক্রমশালী পাঁচটী পুত্র ছিল। চেদিরাজ তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দেশে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন ॥১৩॥
কোন সময় এই উপরিচর বসুর পত্নী গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়া পুংসবন জন্য তাঁহার নিকট নিজ মনোঽভিপ্রায় নিবেদন করেন ॥১৪॥ ঐ দিবসেই চেদিরাজ নিজ পিতৃগণ কর্ত্তৃক ও

পিতৃবাক্যং গুরুং মত্বা কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চিতম্‌।
চচার মৃগয়াং রাজা গিরিকাং মনসা স্মরন্‌॥ ১৬॥
বনে স্থিতঃ স রাজর্ষিশ্চিত্তে সস্মার ভামিনীম্‌।
অতীবরূপসম্পন্নাং সাক্ষাচ্ছ্রিয়মিবাপরাম্‌॥ ১৭॥
তস্য রেতঃ প্রচস্কন্দ স্মরতস্তাঞ্চ কামিনীম্‌।
বটপত্রে তু তদ্রাজা স্কন্নমাত্রং সমাক্ষিপৎ॥ ১৮॥
ইদং বৃথা পরিস্কন্নং রেতো বৈ ন ভবেৎ কথম্‌।
ঋতুকালং চ বিজ্ঞায় মতিং চক্রে নৃপস্তদা॥ ১৯॥
অমোঘং সর্ব্বথা বীর্য্যং মম চৈতন্ন সংশয়ঃ।
প্রিয়ায়ৈ প্রেষয়াম্যেতদিতি বুদ্ধিমকল্পয়ৎ॥ ২০॥
শুক্রপ্রস্থাপনে কালং মহিষ্যাঃ প্রসমীক্ষ্য সঃ।
অভিমন্ত্র্যাথ তদ্বীর্য্যং বটপর্ণপুটে কৃতম্‌॥ ২১॥
পার্শ্বস্থং শ্যেনমাভাষ্য রাজোবাচ দ্বিজং প্রতি।
গৃহাণেদং মহাভাগ! গচ্ছ শীঘ্রং গৃহং মম॥ ২২॥

জহীতি॥ ১৫॥ তত্রোভয়োর্বাক্যয়োরগমনগমনপ্রয়োজকয়োর্বিরোধেঽপি পিতৃবাক্যং গমনপ্রয়োজকং গমনাভাবপ্রয়োজকস্ত্রীবাক্যতো গুরুং শ্রেষ্ঠং নিশ্চিতং মত্বা কর্ত্তব্যং তদেবেতি নিশ্চিত্যেতি শেষঃ। চচার গতবান্‌। গুরুমিত্যত্র বিভক্তিলোপাভাব আর্ষঃ॥ ১৬—১৭॥ সমাক্ষিপৎ স্থাপিতবান্‌॥ ১৮—২০॥ কালং নক্ষত্রানুরূপং যোগ্যম্‌॥ ২১॥ পার্শ্বস্থং পালিতং

শ্রাদ্ধ জন্য মৃগয়া গমনে আদিষ্ট হয়েন। এইরূপে উপরিচর নৃপতি তৎকালে উভয় সঙ্কটে পড়িলেন; কারণ, একপক্ষে ঋতুমতী ভার্য্যাবাক্য অপর পক্ষে পিতৃগণের আদেশ, সুতরাং ইহাতে অত্যন্ত চিন্তাতুর হইলেন॥ ১৫॥ অনেক চিন্তার পর চেদিরাজ পিতৃ বাক্যকেই গুরুতর বিবেচনায় তাহাই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া পত্নীকে মনে মনে স্মরণ করত মৃগয়ায় গমন করিলেন॥ ১৬॥ সেই রাজর্ষি বনগত হইয়াও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় অতীব রূপবতী পত্নীকে একাগ্রচিত্তে বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন॥ ১৭॥ অধিক কি, সেই কমনীয়া পত্নীকে স্মরণ করিতে করিতে সহসা তাঁহার রেতঃস্খলন হইয়া পড়িল এবং স্খলন মাত্রই উহা একটী বটপত্রপুটে স্থাপন করিলেন॥ ১৮॥ রাজা উপরিচর, ঐ স্খলিত বীর্য্য কিরূপে বৃথা না হয় ইহা এবং সেই সময় পত্নীর ঋতুকাল এই দুইটী বিষয় ভাবিয়া ইহা স্থির করিলেন যে, যখন আমার এই বীর্য্য অমোঘ তখন ইহা প্রেয়সীর নিকট প্রেরণ করি তাহা হইলেই উভয় বিষয় রক্ষা হইবে॥ ১৯—২০॥ অনন্তর, রাজা পত্রপুট-রক্ষিত সেই বীর্য্য মন্ত্রপূত করিয়া পক্ষিদ্বারা মহিষীর নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত যথাযোগ্য কাল দেখিয়া পার্শ্বস্থ শ্যেনপক্ষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শ্যেন! তুমি এই পত্র-রক্ষিত বীর্য্য গ্রহণ

মৎপ্রিয়ার্থমিদং সৌম্য ! গৃহীত্বা ত্বং গৃহং নয়।
গিরিকায়ৈ প্রযচ্ছাশু তস্যাস্ত্বার্ত্তবমদ্য বৈ ॥ ২৩ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ পর্ণং শ্যেনায় নৃপসত্তমঃ।
স গৃহীত্বোৎপপাতাশু গগনং গতিবিত্তমঃ ॥ ২৪ ॥
গচ্ছন্তং গগনং শ্যেনং ধৃত্বা চঞ্চুপুটে পুটম্।
তমপশ্যদথায়ান্তং খগং শ্যেনস্তথাঽপরঃ ॥ ২৫ ॥
আমিষং স তু বিজ্ঞায় শীঘ্রমভ্যদ্রবৎ খগম্।
তুণ্ডযুদ্ধমথাকাশে তাবুভৌ সমচক্রতুঃ ॥ ২৬ ॥
যুধ্যতোরপতদ্রেতস্তচ্চাপি যমুনাম্ভসি।
খগৌ তৌ নির্গতৌ কামং পুটকে পতিতে তদা ॥ ২৭ ॥

শ্যেনমিত্যর্থঃ। অতএব তস্য ভাষাজ্ঞানাত্তং প্রত্যুবাচেতি সঙ্গচ্ছতে ॥২২॥ (মৎপ্রিয়ার্থমিতি। হে সৌম্য শ্যেন ! ত্বং মদীয়প্রিয়ার্থং ইদং সহসা স্কন্নং বীর্য্যং গৃহীত্বা গৃহং নয় তথা গিরিকায়ৈ কোলাহলগিরিকন্যায়ৈ মম প্রিয়তমায়ৈ আশু প্রযচ্ছ আশুপ্রদানে কারণমাহ যতোঽদ্যৈব তস্যা আর্ত্তবং ঋতুরক্তোপযোগি চতুর্থদিনং গর্ভাধানকাল ইতি যাবৎ ॥ ২৩ ॥

ইত্যুক্ত্বেতি। পর্ণং বীর্য্যসমেতং পত্রম্। উৎপপাত উজ্জগাম ব্যোম্নি উত্তস্থাবিত্যর্থঃ। গতিবিত্তমঃ আকাশগতিবেত্তৃণাং মধ্যে দক্ষঃ শ্যেন ইতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥ অবশ্যভবিতব্যতাং সূচয়ন্নাহ গচ্ছন্তমিতি। পুটং পত্রপুটং অপরঃ শ্যেনঃ খগং আকাশগামিনং তমপশ্যদিত্যন্বয়ঃ ॥২৫॥ আমিষমিতি। স তু অন্যঃ শ্যেনঃ সবীর্য্যং পর্ণপুটং দৃষ্ট্বা আমিষং মাংসখণ্ডাদিকং মত্বা শীঘ্রং বেগেনাভ্যদ্রবৎ আক্রমণায়েতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ যুধ্যতোরিতি। পত্রপুটকে যমুনাজলে পতিতে সতি তৌ খগৌ যথেষ্টং নির্গতৌ ॥ ২৭ ॥)

করিয়া শীঘ্র আমার গৃহে গমন কর ॥ ২১—২২ ॥ হে প্রিয়দর্শন ! ইহা আমার প্রিয়ার জন্য গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া যাও অদ্য তাহার ঋতুকাল এজন্য শীঘ্র প্রিয়া গিরিকাকে ইহা প্রদান কর ॥ ২৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! নৃপপ্রবর এই কথা বলিয়া শ্যেনকে বীর্য্যসমেত পত্রপুট প্রদান করিলেন। তদনন্তর আকাশগমনপটু সেই শ্যেন তাহা গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে উড্ডীন হইল ॥ ২৪ ॥ পরে অপর একটী শ্যেনপক্ষী এই শ্যেনকে চঞ্চুপুটে পত্রপুট ধারণ পূর্ব্বক আকাশে যাইতে দেখিতে পাইল ॥২৫॥ উক্ত শ্যেনপক্ষী পত্রপুটকে আমিষ খণ্ড বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিল। অনন্তর, তাহারা উভয়েই আকাশে তুণ্ডযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৬ ॥ তাহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে এমন সময় সেই পত্রসমেত রেতঃ যমুনার জলে নিপতিত হইল। এইরূপে পত্রপুট পতিত হইলে উভয় শ্যেনই যথাভিলষিত স্থানে গমন করিল ॥ ২৭ ॥

এতস্মিন্ সময়ে কাচিদদ্রিকা নাম চাপ্সরা।
ব্রাহ্মণং সমনুপ্রাপ্তা সন্ধ্যাবন্দনতৎপরম্ ॥ ২৮ ॥
কুর্ব্বন্তী জলকেলিং সা জলে মগ্না চচার সা।
জগ্রাহ চরণং নারী দ্বিজস্য বরবর্ণিনী ॥ ২৯ ॥
প্রাণায়ামপরঃ সোঽথ দৃষ্ট্বা তাং কামচারিণীম্।
শশাপ ভব মৎসী ত্বং ধ্যানবিঘ্নকরী যতঃ ॥ ৩০ ॥
সা শপ্তা বিপ্রমুখ্যেন বভূব যমুনাচরী।
শফরীরূপসম্পন্না হ্যদ্রিকা চ বরাপ্সরা ॥ ৩১ ॥
শ্যেনচঞ্চুপরিভ্রষ্টং তচ্ছুক্রমথ বাসবম্।
জগ্রাহ তরসাঽভ্যেত্য সাঽদ্রিকা মৎস্যরূপিণী ॥ ৩২ ॥
অথ কালেন কিয়তা মৎসীং তাং মৎস্যজীবনঃ।
সংপ্রাপ্তে দশমে মাসি ববন্ধ তাং মনোরমাম্ ॥ ৩৩ ॥
উদরং বিদদারাশু স তস্যা মৎস্যজীবনঃ।
যুগ্মং বিনিঃসৃতং তস্মাদুদরান্মানুষাকৃতি ॥ ৩৪ ॥
বালঃ কুমারঃ সুভগস্তথা কন্যা শুভাননা।
দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যমিদং সোঽথ বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ৩৫ ॥

এতস্মিন্নেব সময়ে তয়োর্যুদ্ধসময়ে। অধোভূমৌ জাতং বৃত্তমাহ কাচিদিতি। সমনুপ্রাপ্তা যমুনাতীরে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ চচার জলে ইত্যর্থাজ্জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৯—৩১ ॥ তস্যাঃ শফরীরূপ-প্রাপ্তিসময়োঽথ শ্যেনপাদপরিভ্রষ্টবীর্য্যপাতসময় এক এব জাতস্তর্তস্তদ্বীর্য্যং সা জগ্রাহেত্যাহ শ্যেনেতি ॥ ৩২ ॥ দশমে মাসি গর্ভস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

ঋষিগণ! যে সময় শ্যেনদ্বয় আকাশমার্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় সেই সময় অদ্রিকা নামে কোন অপ্সরা যমুনাতীরে সন্ধ্যাবন্দনা-তৎপর কোনও ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥২৮॥ পরে সেই বরবর্ণিনী জলমগ্ন হইয়া জলকেলি করিতে করিতে ব্রাহ্মণের চরণ গ্রহণ করিল ॥ ২৯ ॥ অনন্তর, সেই প্রাণায়াম-পরায়ণ দ্বিজ তাহাকে কামচারিণী দেখিয়া, যেহেতু তুমি আমার ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছ অতএব মৎস্যরূপিণী হও, ইহা বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন ॥ ৩০ ॥ তখন, সেই অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা অদ্রিকা ব্রাহ্মণপ্রবর কর্তৃক অভিশপ্তা হইয়া শফরী রূপ ধারণ করত যমুনাচারিণী হইল ॥ ৩১ ॥ অনন্তর, মৎস্যরূপিণী সেই অদ্রিকা উপরিচর বসুর বীর্য্য শ্যেনচঞ্চু হইতে পরিভ্রষ্ট হইবামাত্র দ্রুতবেগে আসিয়া ভক্ষণ করে ॥৩২॥ তাহার কিছু-কাল পরে যখন শুক্রভক্ষণজনিত গর্ভের দশম মাস উপস্থিত হয়, সেই সময় কোন মৎস্য-জীবী সেই চিত্তহারিণী মৎস্যরূপিণী অদ্রিকাকে বন্ধন করে ॥৩৩॥ মৎস্যজীবী যেমন অবিলম্বে

রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস পুত্রৌ দ্বৌ তু ঝষোদ্ভবৌ ।
রাজাঽপি বিস্ময়াবিষ্টঃ সুতং জগ্রাহ তং শুভম্ ॥ ৩৬ ॥
স মৎস্যো নাম রাজাঽসৌ ধার্ম্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ ।
বসুপুত্রো মহাতেজাঃ পিত্রা তুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৩৭ ॥
কালিকা বসুনা দত্তা তরসা জালজীবিনে ।
নাম্না কালীতি বিখ্যাতা তথা মৎস্যোদরীতি চ ॥ ৩৮ ॥
মৎস্যগন্ধেতি নাম্না বৈ গুণেন সমজায়ত ।
বিবর্দ্ধমানা দাশস্য গৃহে সা বাসবী শুভা ॥ ৩৯ ॥

ঋষয় ঊচুঃ ।

অদ্রিকা মুনিনা শপ্তা মৎসী জাতা বরাপ্সরা ।
বিদারিতা চ দাশেন মৃতা চ ভক্ষিতা পুনঃ ॥ ৪০ ॥

রাজ্ঞে তদ্দেশস্থায় রাজ্ঞে উপরিচরায়। যস্য বীর্য্যমস্তি তস্মৈ রাজ্ঞে ইতি ফলিতম্। সুতং জগ্রাহেতি। স্ববীর্য্যজং পুত্রং স্বসমানাকারত্বেন জ্ঞাত্বা স্বয়ং জগ্রাহেত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥ কালিকেতি। বসুনোপরিচরেণ রাজ্ঞা কালিকা নাম্নী কন্যকা তু যেনানীতা তস্মৈ জালজীবিনে দত্তা। লব্ধনিধেরর্দ্ধভাগস্য রাজ্ঞোঽধিকারাদবশিষ্টার্দ্ধস্য যেন লব্ধস্তস্যাধিকারাৎ ॥৩৮॥ (মৎস্যগন্ধেতি। গুণেন মৎস্যগন্ধত্বেন অয়মর্থঃ আ পরাশরসঙ্গাদস্যা দেহাৎ মৎস্যস্যেবামিষগন্ধো নিরন্তরং নিঃসসার মৎস্যোদরজাতত্বাৎ। অতোঽন্বর্থতয়া তন্নাম্নৈবোদাহৃতা পরাশরসঙ্গাৎ প্রাগেবেতি ধ্যেয়ম্। দাশস্য কৈবর্ত্তস্য ॥ ৩৯ ॥

ইদানীং প্রসঙ্গত উপনীতস্যাপ্সরোবৃত্তান্তস্যাবশিষ্টং শ্রোতুকামা ঋষয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ সূতমদ্রি-

---

সেই মৎস্যের উদর বিদীর্ণ করিল; অমনি তৎক্ষণাৎ সেই উদর হইতে দুইটী মনুষ্যাকৃতি বিনির্গত হইল ॥ ৩৪ ॥ এই দুইটী মধ্যে একটী সুকুমার বালক ও অপরটী চারুবদনা কন্যা। মৎস্যজীবী ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর সেই মৎস্যজীবী তদ্দেশাধিপতি রাজা উপরিচরের নিকট আসিয়া অপত্যদ্বয়কে মৎস্যগর্ত্ত-সম্ভূত বলিয়া জানাইল। রাজাও অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া সেই হিতজনক পুত্রটীকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অতিতেজস্বী সেই বসুপুত্রও পিতৃসদৃশ পরাক্রমশালী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া মৎস্যরাজ নামে বিখ্যাত হয়েন ॥ ৩৭ ॥ উপরিচর বসু ঐ অপত্য যুগলের মধ্যে কন্যাটীকে সেই মৎস্যজীবীকে প্রদান করিলেন। এই কন্যার নাম কালী এবং সে মৎস্যোদরী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥ ইহার গাত্রে মৎস্যগন্ধ থাকায় মৎস্যগন্ধা বলিয়া অপর আর একটী নাম ছিল। এই শুভজননী বসুকন্যা এইরূপে ধীবরগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

ঋষিগণ সূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন। সূত! সেই অপ্সরঃপ্রধানা অদ্রিকা পূর্ব্বে মুনিকর্তৃক অভিশপ্তা হইয়া মৎসী হইল, তদনন্তর ধীবরকর্তৃক বিদারিতা ও ভক্ষিতা

কিং ৰভূব পুনস্তস্যা অপ্সরায়া বদস্ব তৎ।
শাপস্যান্তং কথং সূত! কথং স্বর্গমবাপ সা॥ ৪১॥

সূত উবাচ।

শপ্তা যদা সা মুনিনা বিস্মিতা সম্বভূব হ।
স্তুতিং চকার বিপ্রস্য দীনেব রুদতী [illegible]॥ ৪২॥
দয়াবান্ ব্রাহ্মণঃ প্রাহ তাং তদা রুদতীং স্ত্রিয়ম্।
মা শোকং কুরু কল্যাণি! শাপান্তং তে বদাম্যহম্॥ ৪৩॥
মৎক্রোধশাপযোগেন মৎস্যযোনিং গতা শুভে!।
মানুষৌ জনয়িত্বা ত্বং শাপমোক্ষমবাপ্স্যসি॥ ৪৪॥
ইত্যুক্তা তেন সা প্রাপ মৎস্যদেহং নদীজলে।
ৰালকৌ জনয়িত্বা সা মৃতা মুক্তা চ শাপতঃ॥ ৪৫॥
সন্ত্যজ্য রূপং মৎস্যস্য দিব্যরূপমবাপ্য চ।
জগামামরমার্গঞ্চ শাপান্তে বরবর্ণিনী॥ ৪৬॥

কেতি॥ ৪০॥ কিমিতি। হে সূত! তস্যা অপ্সরঃপ্রধানায়াঃ কিং ৰভূব চরমফলং কিং জাতমিত্যর্থঃ। কথং কেন প্রকারেণ তাদৃশস্য শাপস্য অন্তং জাতং কথং বা সা পুনঃ স্বর্গং প্রাপেতি পৃষ্টঃ সূতো মুনিভিঃ॥ ৪১॥

শপ্তেতি। যদা সা অদ্রিকা মুনিনা শপ্তা তদা প্রথমতো বিস্মিতা সম্বভূব ততো দীনা ইব কাতরীভূতা রোদনং কুর্ব্বতী তস্য বিপ্রস্য স্তুতিং চকার॥৪২॥ দয়াবানিতি। রুদতীং তাম্প্রতি দয়াবান্ সন্ মুনিঃ প্রাহ হে কল্যাণি! তে তব শাপস্যান্তং অহং বদামি অতঃ শোকং মা কুর্ব্বিত্যাশ্বস্য মুনিস্তাং সান্ত্বয়ামাসেতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ৪৩॥ ইদানীং শাপান্তকালং নির্দ্দিশন্নাহ। মৎক্রোধেতি। হে শুভে কল্যাণি!॥ ৪৪॥ ইত্যুক্তেতি। সা তেন মুনিনেত্যুক্তা সতী নদীজলে মৎস্যদেহং প্রাপ অপ্সরোরূপং বিহায়েতি শেষঃ। ততো ৰালকৌ জনয়িত্বা দাশেন বিদারিতা মৃতা চ শাপতো মুক্তেত্যন্বয়ঃ॥ ৪৫॥ সন্ত্যজ্যেতি। শাপান্তে মৎস্যরূপং

হইল॥ ৪০॥ ভাল, তাহার পর সেই অপ্সরার কি হইল? কি করিয়াই বা শাপের অন্ত হইল? এবং কি রূপেই বা পুনর্ব্বার স্বর্গলাভ করিল॥ ৪১॥

ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন। সেই অপ্সরা মুনিকর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইবামাত্র প্রথমত অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল, পরে দীনের ন্যায় ক্রন্দন করত বিপ্রের স্তব করিতে লাগিল॥ ৪২॥ তখন, সেই বিপ্রবর তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন। হে কল্যাণি! শোক করিও না আমি তোমার শাপান্ত বলিয়া দিতেছি শ্রবণ কর॥ ৪৩॥ কল্যাণি! তুমি আমার ক্রোধজাত শাপ জন্য মৎস্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে দুইটী মনুষ্যসন্তান প্রসব করত শাপ হইতে মুক্ত হইবে॥ ৪৪॥ দ্বিজবর এইরূপ বলিলে, সেই অদ্রিকা যমুনামধ্যে মৎস্যদেহ লাভ করিল। পরে ঐ দুই বালক প্রসব

এবং জাতা বরা পুত্রী মৎস্যগন্ধা বরাননা।
পুত্রী চ পাল্যমানা সা দাশগেহে ব্যবর্দ্ধত ॥ ৪৭ ॥
মৎস্যগন্ধা তদা জাতা কিশোরী চাতিসুপ্রভা।
তস্য কার্য্যাণি কুর্ব্বাণা বাসবী চাতিসুপ্রভা ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে
মৎস্যগন্ধোৎপত্তির্নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

সন্ত্যজ্য দিব্যং পূর্ব্বরূপং প্রাপ্য সা বরবর্ণিনী অমরমার্গং আকাশপথমাশ্রিতা ব্যোমপথেন দেবলোকং জগামেতি ভাবঃ ॥৪৬॥ ইতি সতবত্যা মৎস্যগন্ধেত্যন্বর্থনাম্না সগোৎপত্তিকথামুপ-সংহৃত্য দাশেন পাল্যমানায়াঃ তস্যাঃ ক্রমেণ কৈশোরাদিকং বর্ণয়ন্নধ্যায়ং সমাপয়ৎ ॥৪৭—৪৮॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করিয়া মৃত এবং শাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ সেই বরবর্ণিনী অদ্রিকা শাপান্তে মৎস্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণ করত দেবমার্গে গমন করে ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ ! এইরূপে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বরাননা কন্যা মৎস্যগন্ধা জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং সেই ধীবরগৃহে প্রতিপালিতা ও পরিবর্দ্ধিতা হয়েন ॥ ৪৭ ॥ এইরূপে অতিসুন্দরী সেই বসুকন্যা মৎস্যগন্ধা কিশোর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধীবরের কার্য্য সকল করত সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে
মৎস্যগন্ধোৎপত্তিনামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।
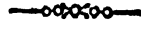
সূত উবাচ।

একদা তীর্থযাত্রায়াং ব্রজন্ পারাশরো মুনিঃ।
আজগাম মহাতেজাঃ কালিন্দ্যাস্তটমুত্তমম্ ॥ ১ ॥
নিষাদমাহ ধর্ম্মাত্মা কুর্ব্বন্তং ভোজনং তদা।
প্রাপয়স্ব পরং পারং কালিন্দ্যা উড়ুপেন মাম্ ॥ ২ ॥
দাশঃ শ্রুত্বা মুনের্ব্বাক্যং কুর্ব্বাণো ভোজনং তটে।
উবাচ তাং সুতাং বালাং মৎস্যগন্ধাং মনোরমাম্ ॥ ৩ ॥
উড়ুপেন মুনিং বালে! পরং পারং নয়স্ব হ।
গন্তুকামোঽস্তি ধর্ম্মাত্মা তাপসোঽয়ং শুচিস্মিতে! ॥ ৪
ইত্যুক্তা সা তদা পিত্রা মৎস্যগন্ধাঽথ বাসবী।
উড়ুপে মুনিমাসীনং সংবাহয়তি ভামিনী ॥ ৫ ॥
ব্রজন্ সূর্য্যসুতাতোয়ে ভাবিত্বাদ্দৈবযোগতঃ।
কামার্ত্তস্তু মুনির্জাতো দৃষ্ট্বা তাং চারুলোচনাম্ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকপঞ্চাশচ্ছ্লোকৈরথ পরাশরাৎ।
দাশকন্যোদরে জন্ম বেদব্যাসস্য কথ্যতে ॥

এবং ব্যাসমাতুর্জন্মোক্ত্বা পরাশরপ্রসঙ্গমাহ একদেতি ॥১—২॥ দাশো নিষাদঃ। মৎস্যগন্ধামিতি। উপমানাচ্চেতীত্বাভাবশ্ছান্দসঃ ॥৩—৪॥ বাসবী বসুরাজস্য স্ত্র্যপত্যং বাসবী ॥ ৫—৬ ॥

সূত কহিলেন, একদা অতিতেজস্বী পরাশর মুনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ ধর্ম্মাত্মা মুনিবর তৎকালে ভোজনে নিরত ধীবরের নিকট যাইয়া বলিলেন। ধীবর! তোমার নৌকাদ্বারা আমাকে যমুনার পরপারে লইয়া যাও ॥ ২ ॥ যমুনাতীরে ভোজনাসক্ত ধীবর মুনিবাক্য শ্রবণে সেই মনোরমা বালিকা মৎস্যগন্ধা কন্যাকে বলিল ॥ ৩ ॥ হে শুচিস্মিতে পুত্রি! এই ধর্ম্মাত্মা মুনিবর পরপারে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব তুমি ইহাঁকে নৌকা করিয়া পরপারে লইয়া যাও ॥ ৪ ॥ অনন্তর, সেই বসুকন্যা মৎস্যগন্ধা পালকপিতা ধীবরের আদেশ পাইয়া নৌকারূঢ় মুনি পরাশরকে লইয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫ ॥ অনন্তর, যমুনামধ্যে যাইতে যাইতে পরাশর মুনি সেই চারুলোচনা মৎস্যগন্ধাকে দেখিয়া

গ্রহীতুকামঃ স মুনির্দৃষ্ট্বা ব্যঞ্জিতযৌবনাম্।
দক্ষিণেন করেণৈনামস্পৃশদ্দক্ষিণে করে ॥ ৭ ॥
তমুবাচাসিতাপাঙ্গী স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ।
কুলস্য সদৃশং বঃ কিং শ্রুতস্য তপসশ্চ কিম্ ॥ ৮ ॥
ত্বং বৈ বশিষ্ঠদায়াদঃ কুলশীলসমন্বিতঃ।
কিঞ্চিকীর্ষসি ধর্ম্মজ্ঞ! মন্মথেন প্রপীড়িতঃ ॥ ৯ ॥
দুর্লভং মানুষং জন্ম ভুবি ব্রাহ্মণসত্তম!।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে ব্রাহ্মণত্বং বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥
কুলেন শীলেন তথা শ্রুতেন
দ্বিজোত্তমস্ত্বং কিল ধর্ম্মবিচ্চ।
অনার্য্যভাবং কথমাগতোঽসি
বিপ্রেন্দ্র! মাং বীক্ষ্য চ মীনগন্ধাম্ ॥ ১১ ॥

গ্রহীতুকামো ভোক্তুকামঃ ॥ ৭ ॥ স্মিতপূর্ব্বমিতি। অনেন সাপ্যন্তঃকামাতুরাসীদিতি বোধিতম্। স্ত্রীজাতিত্বাত্তু শৃঙ্গারবর্দ্ধনার্থমুপহাসং করোতি কুলস্য সদৃশমিতি। বঃ ঋষীণাং কুলস্য শ্রুতস্যাধীতস্য তপসশ্চ কিমিদং সদৃশং ভবতি যোগ্যং ভবতি যুষ্মাকং কিং নীচপরস্ত্রীগমনাদিকং ধর্ম্মোঽস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥ (তস্য মহৎকুলজাতত্বমুখাপ্যোপহাস-চ্ছলেন গৌরবং বর্দ্ধয়ন্তীবাহ ত্বং বৈ বশিষ্ঠেতি ॥ ৯ ॥ ইহ খলু ব্রাহ্মণত্বস্যাতীব সুদুর্ল্লভত্বং প্রদর্শয়িতুকামাহ দুর্লভমিতি ॥ ১০ ॥ কুলেনেতি। হে দ্বিজ! নিজবংশেন বিনয়েন বেদাদি-শাস্ত্রজ্ঞানেন। ত্বং দ্বিজেষপি শ্রেষ্ঠতাং প্রাপ্তঃ স্বয়মপি ধর্ম্মজ্ঞোঽসি তথাপি মীনগন্ধাং মৎস্যবৎ আমিষগন্ধাং মাং বীক্ষ্য কথমনার্য্যভাবমাগতোঽসীত্যন্বয়ঃ ॥ ১১ ॥ চিত্তবৈকুল্যে-

---

দৈব ঘটনাবশতই কামার্ত্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬ ॥ মুনিবর তাহার যৌবনের অঙ্কুর দর্শনে উপভোগে অভিলাষী হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলেন ॥ ৭ ॥ পরে, সেই অসিতাপাঙ্গী মৎস্যগন্ধা পরাশরকে বলিলেন, ঋষিবর! (আপনি যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন) ইহা কি আপনার কুলের অথবা অধীত বেদাদির কিংবা তপস্যার উপযুক্ত কার্য্য হইতেছে? ॥ ৮ ॥ আপনি কুলশীলসমন্বিত বিশেষত বশিষ্ঠকুলে জন্ম পরি-গ্রহ করিয়াছেন; অতএব, হে ধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে কামার্ত্ত হইয়া একি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি বিবেচনা করি এই জগতে প্রথমত মানব জন্মই দুর্লভ, আবার সেই মানবমধ্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অতিশয় সুদুর্লভ ॥ ১০ ॥ দ্বিজোত্তম! আপনি কুলীন, সচ্চরিত্র, বেদবেদান্তাদি-বিশারদ এবং ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা; অতএব হে বিপ্রবর! কি জন্য আমার এই শরীরকে মৎস্যগন্ধে পরিপূর্ণ অবলোকন করিয়াও এরূপ অনার্য্যভাব

মদীয়ে শরীরে দ্বিজামোঘবুদ্ধে !
শুভং কিং সমালোক্য পাণিং গ্রহীতুম্।
সমীপং সমায়াসি কামাতুরস্ত্বং
কথং নাভিজানাসি ধর্ম্মং স্বকীয়ম্॥ ১২॥
অহো মন্দবুদ্ধির্দ্বিজোঽয়ং গ্রহীষ্যন্
জলে মগ্ন এবাদ্য মাং বৈ গৃহীত্বা।
মনো ব্যাকুলং পঞ্চবাণাতিবিদ্ধং
ন কোঽপীহ শক্তঃ প্রতীপং হি কর্ত্তুম্॥ ১৩॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা বালা তমুবাচ মহামুনিম্।
ধৈর্য্যং কুরু মহাভাগ ! পরং পারং নয়ামি বৈ॥ ১৪॥

সূত উবাচ।

পরাশরস্তু তচ্ছ্রুত্বা বচনং হিতপূর্ব্বকম্।
করং ত্যক্ত্বা স্থিতস্তত্র সিন্ধোঃ পারং গতঃ পুনঃ॥ ১৫॥

কারণং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি মদীয়ে শরীরে ইতি ॥১২॥) ইত্থং মন্দহাসপূর্ব্বকনিষেধেনাতিকামাতুরং বীক্ষ্য মনসি বিচারয়ামাসেত্যাহ অহো ইতি। অয়ং দ্বিজো মাং গ্রহীষ্যন্ মন্দবুদ্ধিস্তব্ধবুদ্ধির্জাতঃ প্রথমং কামেন তদুত্তরং মাং হস্তে ইতি শেষঃ। হস্তে গৃহীত্বা জলে শৃঙ্গাররসে মগ্ন এবাস্ত মনো যতঃ পঞ্চবাণেন কামেনাতিবিদ্ধং ততো ব্যাকুলং জাতমস্মিন্ সময়ে। অস্ত প্রতীপং বিরুদ্ধং কর্ত্তুং ন কোঽপি সমর্থঃ শাপভয়াদিতি বিচারয়ামাস। (জলে যমুনাজলে ইতি বা। বলাৎ গ্রহণেন অসংযতায়াং নৌকায়াং জলমগ্নসম্ভবাদিতি ভাবঃ॥ ১৩॥) বিচার্য্য কিং কৃতবতী তদাহ ইতি সঞ্চিন্ত্যেতি। পরম্পারং নয়ামীতি। তত্র গত্বা যদিচ্ছসি তৎকুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ ১৪॥

প্রাপ্ত হইতেছেন ॥১১॥ হে দ্বিজ ! আপনার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার শরীরে এমন কি শুভচিহ্ন দেখিয়াছেন, যাহাতে পাণিগ্রহণ কবিবার জন্য নিকটে আসিতেছেন। আপনি কি এক্ষণে এত কামাতুর হইয়াছেন যে আপনার নিজধর্ম্ম স্মরণ করিতেছেন না ? ॥ ১২ ॥ (এই কথা বলিয়া মৎস্যগন্ধা মুনির ভাবগতিক দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন।) কি আশ্চর্য্যের বিষয় ! এই ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই আমাকে গ্রহণ করিবার লালসায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে; অদ্য আমাকে উপভোগ করিতে গিয়া ইনি নিশ্চয়ই নৌকাসমেত যমুনাজলে নিমগ্ন হইবেন; কেননা, ইহার চিত্ত কামবাণে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। বোধ হয় এক্ষণে ইহার প্রতীকুল আচরণে কেহই সমর্থ হইবে না॥ ১৩॥ মৎস্যগন্ধা এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মহামুনি পরাশরকে বলিলেন, মহাভাগ ! ধৈর্য্য অবলম্বন করুন অগ্রে পরপারে লইয়া যাই (পরে যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন)॥ ১৪॥

মৎস্যগন্ধাং প্রজগ্রাহ মুনিঃ কামাতুরস্তদা।
বেপমানা তু সা কন্যা তমুবাচ পুরঃস্থিতম্॥ ১৬॥
দুর্গন্ধাঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ! কথং ত্বং নোপশঙ্কসে।
সমানরূপয়োঃ কামসংযোগস্তু সুখাবহঃ॥ ১৭॥
ইত্যুক্তেন তু সা কন্যা ক্ষণমাত্রেণ ভামিনী।
কৃতা যোজনগন্ধা তু সুরূপা চ বরাননা॥ ১৮॥
মৃগনাভিসুগন্ধাং তাং কৃত্বা কান্তাং মনোহরাম্।
জগ্রাহ দক্ষিণে পাণৌ মুনির্ম্মন্মথপীড়িতঃ॥ ১৯॥
গ্রহীতুকামং তং প্রাহ নাম্না সত্যবতী শুভা।
মুনে! পশ্যতি লোকোঽয়ং পিতা চৈব তটস্থিতঃ॥ ২০॥
পশুধর্ম্মো ন মে প্রীতিং জনয়ত্যতিদারুণঃ।
প্রতীক্ষস্ব মুনিশ্রেষ্ঠ! যাবদ্ভবতি যামিনী॥ ২১॥

সিন্ধোর্নদ্যাঃ॥ ১৫॥ বেপমানেতি। কামাতুরোঽপি মুনির্মাং দৌর্গন্ধ্যমনুভূয় মধ্যে এব মাং ত্যক্ষ্যতীতি ভীত্যা বেপমানা স্বদোষং স্বমুখেন বর্ণয়তি। তস্য মুনেঃ প্রিয়ত্বেন স্বীকারার্থম্। স্ত্রীণাং স্বভাব এবায়ম্॥ ১৬॥ কিমুবাচ তদাহ দুর্গন্ধাঽহমিতি॥ ১৭—১৮॥ মৃগনাভিশব্দেন কস্তূরী॥ ১৯—২০॥ পশুধর্ম্মো মৈথুনধর্ম্মঃ। ইদং বাক্যং মুনেঃ কামো-

ঋষিগণ! পরাশর সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই তরণী-মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু, পরপারে উপনীত হইয়াই অতিশয় কামাতুর ভাবে মৎস্যগন্ধাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, মৎস্যগন্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখস্থিত সেই মুনিবরকে বলিলেন॥ ১৫—১৬॥ মুনিপ্রবর! আমার শরীর অতিশয় দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ ইহা কি আপনি জানিতে পারিতেছেন না? দেখুন, কাম-সংমিলন সমান রূপেতেই অতিশয় সুখকর হইয়া থাকে॥ ১৭॥

মৎস্যগন্ধা কষ্টভাবে এইরূপ বলিলে পর, মুনিবর ক্ষণমাত্রেই তাঁহাকে চারুবদনা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী এবং যোজনগন্ধা করিলেন॥ ১৮॥ পরাশর সেই সুকুমারী মৎস্যগন্ধাকে মৃগনাভিবৎ সুগন্ধযুক্তা এবং মনোহারিণী করিয়া কামার্ত্তভাবে দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিলেন॥ ১৯॥ তখন, সেই কল্যাণী সত্যবতী মুনিকে উপভোগাভিলাষী দেখিয়া বলিলেন, মুনে! এক্ষণে দিবা-ভাগ, অতএব সমস্ত লোক বিশেষত তটস্থিত পিতা দেখিতে পাইবেন; ইহা পশুবৎ অতি জঘন্য কর্ম্ম ইহাতে আমার প্রীতি হইবে না। অতএব, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যতক্ষণ রাত্রি না হয় ততক্ষণ প্রতীক্ষা করুন॥ ২০—২১॥ দেখুন, মনুষ্যের স্ত্রীসঙ্গ রাত্রিতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে

রাত্রৌ ব্যবায় উদ্দিষ্টো দিবা ন মনুজস্য হি।
দিবা সঙ্গে মহান্ দোষঃ পশ্যন্তি কিল মানবাঃ।
কামং যচ্ছ মহাবুদ্ধে! লোকনিন্দা দুরাসদা॥ ২২॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা যুক্তমুক্তমুদারধীঃ।
নীহারং কল্পয়ামাস শীঘ্রং পুণ্যবলেন বৈ॥ ২৩॥
নীহারে চ সমুৎপন্নে তটেঽতিতমসা যুতে।
কামিনী তং মুনিং প্রাহ মৃদুপূর্ব্বমিদং বচঃ॥ ২৪॥
কন্যাঽহং দ্বিজশার্দ্দূল! ভুক্ত্বা গন্তাঽসি কামতঃ।
অমোঘবীর্য্যস্ত্বং ব্রহ্মন্! কা গতির্মে ভবেদিতি॥ ২৫॥
পিতরং কিং ব্রবীম্যদ্য সগর্ভা চেদ্ভবাম্যহম্।
ত্বং গমিষ্যসি ভুক্ত্বা মাং কিং করোমি বদস্ব তৎ॥ ২৬॥

দ্দীপনার্থম্। কিঞ্চাধুনা কালোঽপি নাস্তীত্যাহ প্রতীক্ষস্বেতি॥ ২১॥ মহান্ দোষ ইতি। প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবারত্যা সংযুজ্যন্ত ইতি প্রশ্নোপনিষচ্ছ্রুতের্দিবাসঙ্গে মহান্ দোষঃ। কিঞ্চ মানবা অপি পশ্যন্তীতি লোকনিন্দা চাস্তীতি ভাবঃ॥ ২২॥
নীহারং ভাষায়াং ধুগার ইতি প্রসিদ্ধম্। শ্রুত্যুক্তদোষস্তু তপোবলেন শময়িষ্যামীতি মুনেরভিপ্রায়ঃ॥ ২৩॥ (কামিনীতি। কামিনী স্বীয়রূপভাবভঙ্গ্যাদিভিঃ পুরুষমোহকারিণী-ত্যর্থঃ। মৃদুপূর্ব্বং মদৃবাক্যমাশ্রিত্য বিনয়গর্ভাব্যক্তস্বরেণেতি ভাবঃ॥ ২৪॥ অমোঘেতি অমোঘবীর্য্যঃ অব্যর্থরেতাঃ॥ ২৫—২৬॥

দিবাতে নয়। বরং দিবাসঙ্গমে গুরুতর দোষ এবং মনুষ্য সকলে দেখিলে নিন্দা হইবার সম্ভাবনা। হে মহামতে! লোকনিন্দা অতিশয় গুরুতর, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই অভিলাষ পূরণ করুন॥ ২২॥

ঋষিগণ! তখন সেই উদারমতি পরাশর সত্যবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তপঃপ্রভাবে চতুর্দ্দিক্ কুজ্ঝটিকাময় করিয়া ফেলিলেন॥ ২৩॥ সেই কুজ্ঝটিকা সমুৎপন্ন হইলে পর যমুনাকূল অতিশয় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। অনন্তর, সেই কমনীয়া মৎস্যগন্ধা পরাশরকে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন॥ ২৪॥ হে দ্বিজ-বর! আমি এক্ষণে কন্যা, আপনি আমাকে উপভোগ করিয়াই যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন। কিন্তু, আপনার বীর্য্য অমোঘ (নিশ্চয়ই আমাকে গর্ভবতী হইতে হইবে।) অতএব হে ব্রহ্মন্! তাহার পর আমার কি গতি হইবে?॥ ২৫॥ দ্বিজবর! যদি আজ আমি গর্ভবতী হই তাহা হইলে পিতাকে কি বলিব। ফলকথা এই আপনি আমাকে উপভোগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, পরে আমি কি করিব তাহার উপায় বলুন?॥ ২৬॥

পরাশর উবাচ।

কান্তেঽদ্য মৎপ্রিয়ং কৃত্বা কন্যৈব ত্বং ভবিষ্যসি।
বৃণীষ্ব চ বরং ভীরু! যত্ত্বমিচ্ছসি ভামিনি! ॥ ২৭ ॥

সত্যবত্যুবাচ।

যথা মে পিতরৌ লোকে ন জানীতো হি মানদ!।
কন্যাব্রতং ন মে হন্যাত্তথা কুরু দ্বিজোত্তম! ॥ ২৮ ॥
পুত্রশ্চ ত্বৎসমঃ কামং ভবেদদ্ভুতবীর্য্যবান্।
গন্ধোঽয়ং সর্ব্বদা মে স্যাদ্যৌবনঞ্চ নবং নবম্ ॥ ২৯ ॥

পরাশর উবাচ।

শৃণু সুন্দরি! পুত্রস্তে বিষ্ণ্বংশসম্ভবঃ শুচিঃ।
ভবিষ্যতি চ বিখ্যাতস্ত্রৈলোক্যে বরবর্ণিনি! ॥ ৩০ ॥
কেনচিৎ কারণেনাহং জাতঃ কামাতুরস্ত্বয়ি।
কদাপি চ ন সংমোহো ভূতপূর্ব্বো বরাননে! ॥ ৩১ ॥

কান্তেতি। হে কান্তে! কমনীয়ে! ত্বং ময়া ভুক্তাপি পুনঃ কন্যাভাবমবাপ্স্যসীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ২৭ ॥ যথেতি। হে মানদ! যথা মে মম মাতা পিতা চ ন জানীতঃ জ্ঞাতুং ন শক্নুতস্তথা লোকে লোকমধ্যে অন্যেঽপি ন জানন্তি তথা কুর্ব্বিত্যন্বয়ঃ কন্যাব্রতং কন্যাধর্ম্মঃ অক্ষতযোনিত্বমিতি যাবৎ ॥ ২৮ ॥ ইদানীং মুনিসঙ্গতো গর্ভনিশ্চয়ে পিতৃসমগুণবীর্য্যাদিসম্পন্নং পুত্রমপি কাময়মানাহ পুত্রশ্চেতি ॥ ২৯ ॥

জনিষ্যমাণপুত্রস্য মহিমানং সূচয়ন্নাহ শৃণ্বিতি। হে সুন্দরি! তে তব পুত্রঃ বিষ্ণোরংশাৎ সম্ভবিষ্যতি অতঃ শুচিঃ নিত্যপবিত্রাত্মা ত্রিলোকমধ্যে বেদাদিবিভাগাৎ বিখ্যাতঃ বিশ্রুতশ্চ

পরাশর দাশকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, কান্তে! অদ্য আমার প্রিয়-কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনর্ব্বার তুমি কন্যাই হইবে। হে ভামিনি! ইহাতেও যদি তোমার ভয় হয় তবে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর? ॥ ২৭ ॥

সত্যবতী কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি ত কখনও কাহার অপমান করেন না বরং মান প্রদানই করিয়া থাকেন; অতএব, যাহাতে আমার পিতা মাতা বা অপর কেহ এবিষয়ের কিছুই না জানিতে পারেন এবং যাহাতে আমার কন্যাব্রত নষ্ট না হয় তাহাই করুন ॥ ২৮ ॥ দ্বিজবর! আপনা হইতে সমুৎপন্ন পুত্র যেন আপনার সমান গুণসম্পন্ন এবং অদ্ভুত তেজস্বী হয়, ভবৎপ্রদত্ত এই সুগন্ধ যেন সর্ব্বদা আমার অঙ্গে থাকে এবং আমার যৌবন যেন সর্ব্বদা নব নব রূপে বিরাজ করে ॥ ২৯ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া পরাশর বলিলেন, সুন্দরি! শ্রবণ কর? তোমার পুত্র বিষ্ণুর অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে ॥ ৩০ ॥ হে বরাননে! তুমি নিশ্চয়

দৃষ্ট্বা চাপ্সরসাং রূপং সদাঽহং ধৈর্য্যমাবহম্।
দৈবযোগেন বীক্ষ্য ত্বাং কামস্য বশগোঽভবম্ ॥ ৩২ ॥
তৎ কিঞ্চিৎ কারণং বিদ্ধি দৈবং হি দুরতিক্রমম্।
দৃষ্ট্বাঽহং চাতিদুর্গন্ধাং কথং মোহমবাপ্নুয়াম্ ॥ ৩৩ ॥
পুরাণকর্ত্তা পুত্ত্রস্তে ভবিষ্যতি বরাননে!।
বেদবিভাগকর্ত্তা চ খ্যাতশ্চ ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৪ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তাং বশং যাতাং ভুক্ত্বা স মুনিসত্তমঃ।
জগাম তরসা স্নাত্বা কালিন্দীসলিলে মুনিঃ ॥ ৩৫ ॥
সাঽপি সত্যবতী জাতা সদ্যো গর্ভবতী সতী।
সুষুবে যমুনাদ্বীপে পুত্ত্রং কামমিবাপরম্ ॥ ৩৬ ॥

ভবিষ্যতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥ ইদানীং স্বমোহে কারণং নির্দ্দিশন্নাহ কেনচিদিতি ॥ ৩১ ॥ পুরা অহং অপ্সরসাং স্বর্বেশ্যানাং রূপং দৃষ্ট্বাপি সর্ব্বদা ধৈর্য্যং আবহং কিমু তত্র মানুষীরূপাং ত্বাং দৃষ্ট্বেতি কৈমুতিকন্যায়েনাত্মজিতেন্দ্রিয়তাং সমর্থয়তীতি ভাবঃ ॥৩২॥ ইদানীং নিজকামাসক্তৌ দৈবকারণত্বং সূচয়ন্নাহ। তৎ কিঞ্চিদিতি। হি যস্মাৎ দৈবং দুরতিক্রমং ইহ জগত্যাং কেনাপি কথমপি ন দৈবমতিক্রমিতুং শক্যতে অতো মম কামার্ত্ততায়াং ন কোঽপি দোষসংস্রব ইতি বিজানীহি দৃষ্ট্বাহমিতি। অন্যথা অতিদুর্গন্ধাং ত্বাং দৃষ্ট্বা কথং অহং মোহমাপ্নুয়াম্ ॥ ৩৩ ॥ ইদানীং প্রকৃতমনুস্মারয়ন্নাহ পুত্ত্রস্তে ভবিষ্যতীতি। পুরাণকর্ত্তা পঞ্চলক্ষণসম্পন্নপুরাবৃত্তগ্রন্থপ্রণেতা ভাগকর্ত্তা বেদবিভাগকর্ত্তা ॥ ৩৪ ॥

ইত্যুক্ত্বেতি। স মুনিঃ পরাশরঃ ইত্যুক্ত্বা তাং বশঙ্গতাং সত্যবতীং ভুক্ত্বা উপভোগং কৃত্বা যমুনাসলিলে স্নানং বিধায় তরসা বেগেন অবিলম্বেনেত্যর্থঃ জগামেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ সাপীতি। সাপি সত্যবতী সদ্যস্তৎক্ষণাৎ পরাশরগমনানন্তরমেব। গর্ভবতী জাতা সতী তত্রৈব

জানিও কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ আমি তোমাতে কামাসক্ত হইয়াছি। নতুবা ইতিপূর্ব্বে কখনই আমার এরূপ মোহ উপস্থিত হয় নাই ॥৩১॥ পূর্ব্বে আমি সর্ব্বদা কত অপ্সরাদিগের রূপ দেখিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু, এক্ষণে তোমাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই দৈবযোগবশত কামের বশীভূত হইয়াছি ॥৩২॥ অতএব এ বিষয়ে কিছু নিগূঢ় কারণ আছে জানিও, আর দেখ, দৈবকে অতিক্রম করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই; নতুবা তোমাকে এরূপ দুর্গন্ধময় দেখিয়াও কি জন্য মোহপ্রাপ্ত হইলাম ॥ ৩৩ ॥ হে চারুমুখি! তোমার পুত্র পুরাণকর্ত্তা বেদজ্ঞ এবং বেদের বিভাগকর্ত্তা হইয়া এই ত্রিভুবনে বিশ্রুত হইবে ॥ ৩৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সেই ঋষিবর পরাশর সত্যবতীকে এইরূপ বলিয়া বশে আনিয়া উপভোগান্তে যমুনায় স্নান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন সেই সতী সত্যবতীও সেই মুহূর্ত্তে গর্ভবতী হইয়া পড়িলেন এবং সেই যমুনাদ্বীপে দ্বিতীয় কন্দর্প সদৃশ

জাতমাত্রস্তু তেজস্বী তামুবাচ স্বমাতরম্।
তপস্যেব মনঃ কৃত্বা বিবিশে চাতিবীর্য্যবান্॥ ৩৭॥
গচ্ছ মাতর্যথা কামং গচ্ছাম্যহমতঃ পরম্।
তপঃ কর্ত্তুং মহাভাগে! দর্শয়িষ্যামি বৈ স্মৃতঃ॥ ৩৮॥
মাতর্যদা ভবেৎ কার্য্যং তব কিঞ্চিদনুত্তমম্।
স্মর্ত্তব্যোঽহং তদা শীঘ্রমাগমিষ্যামি তেঽন্তিকম্॥ ৩৯॥
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি ত্যক্ত্বা চিন্তাং সুখং বস।
ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ ব্যাসঃ সাঽপি পিত্রন্তিকং গতা॥ ৪০॥
দ্বীপে ন্যস্তস্তয়া বালস্তস্মাদ্দ্বৈপায়নোঽভবৎ।
জাতমাত্রো জগামাশু বৃদ্ধিং বিষ্ণ্বংশযোগতঃ॥ ৪১॥
তীর্থে তীর্থে কৃতস্নানশ্চচার তপ উত্তমম্।
এবং দ্বৈপায়নো জজ্ঞে সত্যবত্যাং পরাশরাৎ॥ ৪২॥

যমুনাদ্বীপে দ্বিতীয়কন্দর্পমিব পুত্রং সুষুবে প্রসূতবতী॥ ৩৬॥ জাতমাত্র ইতি। পুত্রস্তু জাতমাত্রস্তেজস্বান্ তপস্যেব ভগবদারাধনেএব নত্বন্যস্মিন্ বিষয়ভোগাদৌ ইতি ভাবঃ। মনঃ কৃত্বা স্বমাতরং উবাচ। বিবিশে তপস্যেব আবিষ্টঃ। আবেশে কারণমাহ বীর্য্যবান্ জন্মান্তরীয়তপোভিরত্যন্তপ্রভাববান্ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ৩৭॥) দর্শয়িষ্যামি বৈ স্মৃত ইতি। অহং ত্বয়া স্মৃতো নিজং রূপং দর্শয়িষ্যামীত্যর্থঃ॥ ৩৮॥ (স্মর্ত্তব্য ইতি। ত্বয়া কার্য্যকালেঽহং স্মর্ত্তব্যঃ স্মরণমাত্রেণাহং আগমিষ্যামি॥ ৩৯॥ স্বস্তীতি। তে তুভ্যং স্বস্ত্যস্তু স্বস্তিশব্দযোগেন চতুর্থীতি বোধ্যম্। ত্বং স্বামিপুত্রাদিবিষয়িণীং চিন্তাং ত্যক্ত্বা সুখং বস সুখেন কালং যাপয়েতি ভাবঃ। অহং পরমেশ্বরাধনার্থং তপোবনং গমিষ্যামি। ব্যাসঃ ইত্যুক্ত্বা নির্জগাম সাপি সত্যবতী পিতুর্দাশরাজস্য সমীপং গতা॥ ৪০॥ যতস্তয়া সত্যবত্যা স বালঃ ব্যাসঃ যমুনাদ্বীপে ন্যস্তঃ প্রসূতঃ তস্মাৎ দ্বৈপায়নঃ অভবৎ দ্বৈপায়ন ইতি নাম্না উদাহৃত ইতি যাবৎ। জাতমাত্রঃ সন্ কথং বৃদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি চেৎ তত্র কারণমাহ বিষ্ণ্বংশ-

---

একটী পুত্র প্রসব করিলেন॥ ৩৫—৩৬॥ অমিতপরাক্রমশালী অতিতেজস্বী সেই পুত্র জাতমাত্রই তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়া নিজ মাতা সত্যবতীকে বলিলেন॥ ৩৭॥ মাতঃ! আপনি এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করুন। সম্প্রতি আমি তপস্যায় গমন করিব। হে মহাভাগে! স্মরণ মাত্রই আপনাকে দর্শন দিব॥ ৩৮॥ জননি! যখন আপনার কোনও বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন, তাহা হইলেই আমি অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইব। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক আমি তপস্যায় চলিলাম; আপনি চিন্তা ত্যাগ করিয়া সুখে বাস করুন। ব্যাস এই কথা বলিয়া তপস্যায় নির্গত হইলেন। সত্যবতীও পিতৃ নিকটে গমন করিলেন॥ ৩৯—৪০॥ ঋষিগণ! এই সত্যবতীপুত্র যমুনাদ্বীপে প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া দ্বৈপায়ন নামে বিখ্যাত হয়েন এবং বিষ্ণুর অংশপ্রযুক্ত জাতমাত্রই তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধিলাভ করেন॥ ৪১॥ অনন্তর, দ্বৈপায়ন নানাতীর্থে স্নানাদি করিয়া উগ্রতর তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত

চকার বেদশাখাশ্চ প্রাপ্তং জ্ঞাত্বা কলের্যুগম্‌।
বেদবিস্তারকরণাদ্ব্যাসনামাঽভবন্‌ মুনিঃ॥ ৪৩॥
পুরাণসংহিতাশ্চক্রে মহাভারতমুত্তমম্‌।
শিষ্যানধ্যাপয়ামাস বেদান্‌ কৃত্বা বিভাগশঃ॥ ৪৪॥
সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং বৈশম্পায়নমেব চ।
অসিতং দেবলঞ্চৈব শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম্‌॥ ৪৫॥

সূত উবাচ।

এতচ্চ কথিতং সর্ব্বং কারণং মুনিসত্তমাঃ!।
সত্যবত্যাঃ সুতস্যাপি সমুৎপত্তিস্তথা শুভা॥ ৪৬॥
সংশয়োঽত্র ন কর্ত্তব্যঃ সম্ভবে মুনিসত্তমাঃ!।
মহতাং চরিতে চৈব গুণা গ্রাহ্যা মুনেরিতি॥ ৪৭॥
কারণাচ্চ সমুৎপত্তিঃ সত্যবত্যা ঝষোদরে।
পরাশরেণ সংযোগঃ পুনঃ শন্তনুনা তথা॥ ৪৮॥

যোগতঃ॥ ৪১॥ তীর্থে ইতি। প্রতিতীর্থং কৃতস্নানঃ সন্‌ উত্তমং তপশ্চচার আচরিতবান্‌॥ ৪২॥ ইদানীং সূতঃ ব্যাসস্থ জন্মনা সহ দ্বৈপায়ননাম্নঃ কারণাদিবিবরণমুপসংহৃত্য বেদব্যাসত্বকারণমাহ চকারেতি।) বেদবিস্তারো বিভাগপূর্ব্বকো বিস্তারস্তস্য কারণাদ্ব্যাসনামাভবৎ। তদুক্তং সূতসংহিতায়াম্‌। ব্যস্তবেদতয়া ব্যাস ইতি লোকে শ্রুতো মুনিরিতি॥ ৪৩॥) (শিষ্যানিতি। ঋক্‌সামাদিনামভিঃ প্রত্যেকং বিভাগং কৃত্বা বেদান্‌ পৈলজৈমিনিবৈশম্পায়নাদীন্‌ শিষ্যান্‌ অধ্যাপয়ামাস। বিভাগকরণাৎ পূর্ব্বং হি এক এবাসীৎ বেদঃ। যদুক্তং ভাগবতে। "একএব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ। একো নারায়ণো দেব একোঽগ্নির্বর্ণএব চ॥" ৪৪—৪৫॥

উৎপত্তিনামনিরুক্তিকারণতাদিকং বর্ণয়িত্বেদানীং তত্রোৎপত্যাদৌ অসম্ভাবনীয়ত্বং মত্বা সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ। যতো দেবমুনিপ্রভৃতীনাং মহতাং জন্মকর্ম্মাদিষু কিমপ্যসম্ভাব্যত্বং নেতি

হইলেন। এইরূপে দ্বৈপায়ন, পরাশর হইতে সত্যবতীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং কলিযুগ আগত দেখিয়া বেদবৃক্ষকে শাখাদি রূপে বিভাগ করিয়াছেন। এই বেদ বিভাগ করিবার জন্যই পরাশরপুত্র ব্যাস নামে অভিহিত হইয়াছেন। পরে পুরাণ সংহিতা সকল এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাভারত রচনা করিয়াছেন। দ্বৈপায়ন বেদ সকল বিভাগ করিয়া শিষ্য সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন, অসিত, দেবল, এবং নিজপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন॥ ৪২—৪৫॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! আমি তোমাদিগকে এই সমস্ত কারণ এবং সত্যবতীপুত্র বেদব্যাসের শুভজনক উৎপত্তি-কথাও বলিলাম॥ ৪৬॥ ঋষিগণ! এই দ্বৈপায়নজন্মে কোনও সন্দেহ করিবেন না; কারণ, মহৎ লোকের বিশেষতঃ মুনি জনের চরিত্র বিষয়ে গুণ সকলই

অন্যথা তু মুনেশ্চিত্তং কথং কামাকুলং ভবেৎ।
অনার্য্যজুষ্টং ধর্ম্মজ্ঞঃ কৃতবান্ স কথং মুনিঃ ॥ ৪৯ ॥
সকারণেয়মুৎপত্তিঃ কথিতাশ্চর্য্যকারিণী।
শ্রুত্বা পাপাচ্চ নির্ম্মুক্তো নরো ভবতি সর্ব্বথা ॥ ৫০ ॥
য এতচ্ছুভমাখ্যানং শৃণোতি শ্রুতিমান্নরঃ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি সুখী ভবতি সর্ব্বদা ॥ ৫১ ॥*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে ব্যাসোৎপত্তির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। ২ ॥

সন্দেহং নিরাচিকীর্ষুরেতচ্চ কথিতমিত্যারভ্য পঞ্চভিরুপসংহরন্নাহ সূত এতচ্চেতি ॥৪৬—৫০॥ এতাবতা গ্রন্থেন সত্যবতী পরাশরস্য বিবাহিতা স্ত্রী ন ইত্যুক্তম্। অতএব সা শন্তনুনা বিবাহিতেতি ন বিরুদ্ধমিতি ভাবঃ। নচ মহতামুৎপত্তিচরিতাদিকং শ্রুত্বাঽপরাধভয়াৎ সংশয়মাত্রং ত্যক্তব্যমিতি বাচ্যম্। ভক্ত্যা শৃণ্বতাস্তু অশেষপাপরাশেরপি বিমুক্তিঃ স্যাদেবেতি দর্শনাৎ তদেব ফলমুপপাদয়ন্নাহ য এতদিতি ॥ ৫১ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

গ্রহণ করা উচিত ॥ ৪৭ ॥ দৈব কারণ বশতই মৎস্যগর্ভে সত্যবতীর জন্ম এবং প্রথমত পরাশরের সহিত তদনন্তর শান্তনুরাজের সহিত মিলন হইয়াছিল। অন্যথা, তাদৃশ মুনিবরের চিত্ত কি কখনও কামাসক্ত হইতে পারে? আর, কি জন্যই বা পরাশর ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া এরূপ অনার্য্যসেবিত কার্য্য করিবেন? ॥ ৪৮—৪৯ ॥ অতএব এই ব্যাসজন্ম অতি আশ্চর্য্যকর এবং নিগূঢ় কারণ-সঙ্ঘটিত বলিয়া জানিবেন। শ্রুতিযুগল বিশিষ্ট মনুষ্য এই শুভজনক আখ্যান শ্রবণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না বরং চিরকাল সুখী হইতে পারে ॥ ৫০—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে বেদব্যাসের জন্ম বিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে অর্দ্ধাধিক একপঞ্চাশৎ শ্লোক।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

উৎপত্তিস্তু ত্বয়া প্রোক্তা ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
সত্যবত্যাস্তথা সূত! বিস্তরেণ ত্বয়াঽনঘ! ॥ ১ ॥
তথাপ্যেকস্তু সন্দেহশ্চিত্তেঽস্মাকং সুসংস্থিতঃ।
ন নিবর্ত্ততি ধর্ম্মজ্ঞ! কথিতেন ত্বয়াঽনঘ!* ॥ ২ ॥
মাতা ব্যাসস্য যা প্রোক্তা নাম্না সত্যবতী শুভা।
সা কথং নৃপতিং প্রাপ্তা শন্তনুং ধর্ম্মবিত্তমম্ ॥ ৩ ॥
নিষাদপুত্রীং স কথং বৃতবান্ নৃপতিঃ স্বয়ম্।
ধর্ম্মিষ্ঠঃ পৌরবো রাজা কুলহীনামসংবৃতাম্ ॥ ৪ ॥
শন্তনোঃ প্রথমা পত্নী কা হ্যভূৎ কথয়াঽধুনা।
ভীষ্মঃ পুত্রোঽথ মেধাবী বসোরংশঃ কথং পুনঃ ॥ ৫ ॥
ত্বয়া প্রোক্তং পুরা সূত! রাজা চিত্রাঙ্গদঃ কৃতঃ।
সত্যবত্যাঃ সুতো বীরো ভীষ্মেণামিততেজসা ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকোনষষ্টিশ্লোকৈঃ শন্তনুনা তথা।
সত্যবত্যা বিবাহশ্চ গঙ্গায়াশ্চোপবর্ণ্যতে ॥

যদ্যপি সত্যবতী পরাশরপত্নী নাস্তি ততশ্চ সা শন্তনুনা বৃতেতি যুক্তমেব তথাপি নিষাদপুত্রী সা কথং রাজ্ঞা বৃতেতি শঙ্কাবশিষ্টৈবেতি মুনয়ঃ পৃচ্ছন্তি উৎপত্তিস্থিতি ॥ ১—৪ ॥ প্রথমা পত্নী কা শন্তনোরভূদিতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ। যস্যাং ভীষ্ম উৎপন্নঃ স ভীষ্মো বসোরংশঃ কথমিতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৫ ॥ (ত্বয়া প্রোক্তমিতি। হে সূত! পুরা ইতঃ প্রাক্ ত্বয়া অমিততেজসা

ঋষিগণ কহিলেন, হে পুণ্যাত্মন্ সূত! তুমি আমাদিগের নিকট অমিততেজা ব্যাসদেবের এবং সত্যবতীর জন্ম বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিলে সত্য; তথাপি একটী সন্দেহ আমাদিগের চিত্তে গাঢ়তর রূপে অবস্থিতি করিতেছে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি এত বলিলেও তাহা নিবৃত্ত হইতেছে না ॥১—২॥ সূত! ব্যাসদেবের মাতা, যাঁহাকে তুমি সত্যবতী বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, তিনি কি প্রকারে ধর্ম্মবিত্তম শান্তনুরাজাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর কি জন্যই বা সেই ধার্ম্মিকপ্রবর নৃপতি পুরুবংশসম্ভূত হইয়া কুলবিহীনা বিবাহের অযোগ্যা সেই ধীবর কন্যাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩—৪ ॥ সূত! এক্ষণে বল শান্তনুর প্রথমা পত্নী কে ছিল, যাহাতে ভীষ্মরূপ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বিশেষত সেই মেধাবী ভীষ্মতেই বা কিরূপে

---

* নবীনৃত্যতি ধর্ম্মজ্ঞ! কথিতেন তবাধুনা। ইতি বা পাঠঃ।

চিত্রাঙ্গদে হতে বীরে কৃতস্তদনুজস্তথা।
বিচিত্রবীর্য্যনামাঽসৌ সত্যবত্যাঃ সুতো নৃপঃ॥ ৭॥
জ্যেষ্ঠে ভীষ্মে স্থিতে পূর্ব্বং ধর্ম্মিষ্ঠে রূপবত্যপি।
কৃতবান্ স কথং রাজ্যং স্থাপিতস্তেন জানতা॥ ৮॥
মৃতে বিচিত্রবীর্য্যে তু সত্যবত্যতিদুঃখিতা।
বধূভ্যাং গোলকৌ পুত্রৌ জনয়ামাস সা কথম্॥ ৯॥
কথং রাজ্যং ন ভীষ্মায় দদৌ সা বরবর্ণিনী।
ন কৃতস্তু কথং তেন বীরেণ দারসংগ্রহঃ॥ ১০॥
অধর্ম্মস্তু কৃতঃ কস্মাদ্ব্যাসেনামিততেজসা।
জ্যেষ্ঠেন ভ্রাতৃভার্য্যায়াং পুত্রাবুৎপাদিতাবিতি॥ ১১॥
পুরাণকর্ত্তা ধর্ম্মাত্মা স কথং কৃতবান্ মুনিঃ।
সেবনং পরদারাণাং ভ্রাতুশ্চৈব বিশেষতঃ॥ ১২॥
জুগুপ্সিতমিদং কর্ম্ম স কথং কৃতবান্ মুনিঃ।
শিষ্টাচারঃ কথং সূত! বেদানুমিতিকারকঃ॥ ১৩॥

ভীষ্মেণ সত্যবত্যাঃ পুত্রশ্চিত্রাঙ্গদো রাজা কৃতঃ রাজ্যে অসৌ প্রতিষ্ঠাপিতঃ তথা তস্মিন্ বীরে চিত্রাঙ্গদে নিহতে সতি তদনুজঃ চিত্রাঙ্গদকনিষ্ঠঃ বিচিত্রবীর্য্যনামা সত্যবত্যা অবরঃ সুতঃ নৃপঃ কৃত ইতি প্রোক্তঃ। ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ॥ ৬—৭॥) জ্যেষ্ঠে ভীষ্মে স্থিতে সত্যপি কনিষ্ঠঃ কথং রাজ্যং প্রাপ্তবানিতি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ॥ ৮॥ কুলীনানাং কুলে মৃতে ভর্ত্তরি বিচিত্রবীর্য্যে-ঽন্যস্মাৎ পুরুষাদ্বেদব্যাসাৎ কথং গোলকাবুৎপাদিতাবিতি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ॥ ৯॥ ভীষ্মেণ বীর্য্যবতা কথং ন বিবাহঃ কৃত ইতি তস্মৈ রাজ্যঞ্চ মাত্রা কথং ন দত্তমিতি ষষ্ঠসপ্তমৌ প্রশ্নৌ॥ ১০॥ ব্যাসোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতুর্ব্বিচিত্রবীর্য্যস্য ভার্য্যায়াং পুত্রাবুৎপাদিতবানি-ত্যষ্টমঃ প্রশ্নঃ॥ ১১॥ ভ্রাতুশ্চৈব দারাণামিতি শেষঃ॥ ১২॥ শিষ্টাচারেণ হি শ্রুতিরনুমীয়তে।

অষ্টবসুর অংশ আসিল॥ ৫॥ সূত! তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ, অতি প্রতাপশালী ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদ নামে সত্যবতীপুত্রকে রাজা করিয়াছিলেন এবং সেই বীরপ্রবর চিত্রাঙ্গদ নৃপতির মৃত্যু হইলে পর তদনুজ বিচিত্রবীর্য্যকে রাজা করিয়াছিলেন॥ ৬—৭॥ রূপবান্ ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীষ্ম বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠেরা কি করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল এবং ভীষ্ম ইহা অধর্ম্ম জানিয়াও কিরূপে কনিষ্ঠকে রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন॥ ৮॥ এই বিচিত্রবীর্য্য মৃত হইলে পর সেই সত্যবতী অতি দুঃখিতা হইয়াও কি জন্য বেদব্যাস দ্বারা বধূদ্বয়ে গোলক পুত্র উৎপন্ন করাইয়াছিলেন? কি জন্যই বা সেই বরবর্ণিনী ভীষ্মকে রাজ্য প্রদান করিলেন না এবং ভীষ্ম স্বয়ং বীরাগ্রগণ্য হইয়াও কি জন্য বিবাহ করেন নাই?॥৯—১০॥ আর কি জন্যই বা সেই অমিততেজা ব্যাসদেব জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠের ভার্য্যাদ্বয়ে পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিলেন?॥ ১১॥ বেদব্যাস পুরাণকর্ত্তা এবং ধর্ম্মাত্মা হইয়া কিরূপে

ব্যাসশিষ্যোঽসি মেধাবিন্‌! সন্দেহং ছেত্তুমর্হসি।
শ্রোতুকামা বয়ং সর্ব্বে ধর্ম্মক্ষেত্রে কৃতক্ষণাঃ॥ ১৪॥

সূত উবাচ।

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো মহাভিষ ইতি স্মৃতঃ।
সত্যবান্‌ ধর্ম্মশীলশ্চ চক্রবর্ত্তী নৃপোত্তমঃ॥ ১৫॥
অশ্বমেধসহস্রেণ বাজপেয়শতেন চ।
তোষয়ামাস দেবেন্দ্রং স্বর্গং প্রাপ মহামতিঃ॥ ১৬॥
একদা ব্রহ্মসদনং গতো রাজা মহাভিষঃ।
সুরাঃ সর্ব্বে সমাজগ্মুঃ সেবনার্থং প্রজাপতিম্‌॥ ১৭॥
গঙ্গা মহানদী তত্র সংস্থিতা সেবিতুং বিভুম্‌*।
তস্যা বাসঃ সমুদ্ধূতং মারুতেন তরস্বিনা॥ ১৮॥

স কিং শিষ্টাচার এতাদৃশ ইতি নবমঃ প্রশ্নঃ॥ ১৩॥ (ভবৎকৃতচতুর্ব্বরপ্রশ্নানামুত্তরবচনদানে মম কা শক্তিরিতি চেদত আহ ব্যাসশিষ্যোঽসীতি। মেধাবিনিতি সম্বুদ্ধ্যা ব্যাসশিষ্যত্বেঽধিকারঃ সূচিতঃ॥ ১৪॥

প্রশ্নপ্রতিবচনদানপ্রবৃত্তেন সূতেন রাজ্ঞঃ শন্তনোরুৎপত্তিকথাদিকমারভ্য বিবক্ষুণা তৎপূর্ব্বজন্মান্তরীয়বৃত্তান্তং বক্তুমারভ্যতে। যোঽসৌ লোকে শন্তনুরিতি নাম্না বিশ্রুত আসীৎ স পূর্ব্বস্মিন্‌ জন্মনি কোঽভূৎ স কিং কশ্চিদ্দেবঃ আহোস্বিৎ মহর্ষিরাসীৎ? এবং চেৎ তর্হি কথং বাসৌ মনুষ্যলোকে শন্তনুরূপেণাবাতরদিতি ঋষীণাং সংশয়াপনোদনায় তথাং বিজিজ্ঞাপয়িষুঃ সূত ইক্ষ্বাকুবংশ্যভূপালচক্রবর্ত্তিনো মহাভিষাখ্যমহারাজস্য প্রবৃত্তিকথামাশ্রিত্য বক্তুমারভতে ইক্ষ্বাকিতি॥ ১৫॥ তস্য সার্ব্বভৌমনরপতের্মহাভিষস্য ইন্দ্রলোকব্রহ্মলোকাদিষ্বব্যাহতগতিশক্ত্যাদিরূপমাহাত্ম্যকারণং বর্ণয়িতুকামঃ আহ। অশ্বমেধসহস্রে-

---

পরস্ত্রীতে বিশেষত কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃপত্নীতে রত হইয়াছিলেন?॥ ১২॥ তিনি বেদের বিভাগকর্ত্তা হইয়া কিরূপে এরূপ নিন্দিত কার্য্য করিয়াছিলেন জানি না। সূত! যে শিষ্টাচারদর্শনে বেদের অনুমান হয় এটীও কি সেই শিষ্টাচার মধ্যে গণ্য হইবে?॥ ১৩॥ সূত! তুমি একে বেদব্যাসের শিষ্য তাহাতে আবার বুদ্ধিমান্‌; অতএব, তুমিই আমাদিগের সন্দেহ ছেদনে যোগ্য হইতেছ। আমরা সকলেই এই ধর্ম্মক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে উৎসবের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়াও তোমার বাক্য শ্রবণে উৎসুক হইতেছি॥ ১৪॥

সূত ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ঋষিগণ! পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত সত্যবাদী ধর্ম্মশীল মহাভিষ নামে কোন চক্রবর্ত্তী নৃপবর ছিলেন॥ ১৫॥ এই মহামতি নৃপ সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞ দ্বারা দেবেন্দ্র শচীপতিকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন॥ ১৬॥ একদা এই মহাভিষ রাজা ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন।

* তত্র গঙ্গা সমায়াতা স্ত্রীরূপধারিণী তদা। নানাভূষণরত্নাদ্যৈস্তোষণার্থং প্রজাপতেঃ॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে॥

অধোমুখাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ন বিলোকৈবে তাং স্থিতাঃ।
রাজা মহাভিষস্তাং তু নিঃশঙ্কঃ সমপশ্যত ॥
সাপি তং প্রেমসংযুক্তং নৃপং জ্ঞাতবতী নদী ॥ ১৯ ॥
দৃষ্ট্বা তৌ প্রেমসংযুক্তৌ নির্লজ্জৌ কামমোহিতৌ।
ব্রহ্মা চুকোপ তৌ তূর্ণং শশাপ চ রুষান্বিতঃ ॥ ২০ ॥
মর্ত্ত্যলোকেষু ভূপাল! জন্ম প্রাপ্য পুনর্দ্দিবম্।
পুণ্যেন মহতাবিষ্টস্ত্বমবাপ্স্যসি সর্ব্বথা ॥ ২১ ॥
গঙ্গাং তথোক্তবান্ ব্রহ্মা বীক্ষ্য প্রেমবতীং নৃপে।
বিমনস্কৌ তু তৌ তূর্ণং নিঃসৃতৌ ব্রহ্মণোঽন্তিকাৎ ॥ ২২ ॥
স নৃপান্ চিন্তয়িত্বাথ ভূর্লোকে ধর্ম্মতৎপরান্।
প্রতীপং চিন্তয়ামাস পিতরং পুরুবংশজম্ ॥ ২৩ ॥

ণেতি ॥ ১৬—১৭ ॥ গঙ্গেতি। তত্র ব্রহ্মলোকে মহানদী গঙ্গা বিভুং ব্রহ্মাণং সেবিতুং সংস্থিতা এতস্মিন্ সময়ে তরস্বিনা বেগবতা মারুতেন বায়ুনা সহসা তস্যাঃ গঙ্গায়াঃ বাসঃ পরিহিতমধোবসনমুদ্ধৃতং উচ্চালিতং উৎসারিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ অধোমুখা ইতি। সর্ব্বে সুরা দেবাঃ তাং গঙ্গাং তাদৃগবস্থাং বায়ূৎসারিতবসনামিত্যর্থঃ অবিলোকৈব অধোমুখাঃ সন্তঃ স্থিতাঃ। রাজা মহাভিষস্তু শঙ্কাশূন্যঃ সন্ সমপশ্যত সপ্রেমকটাক্ষেণেতি ভাবঃ। অপশ্যতে-ত্যাত্মনে পদমার্ষম্। সা গঙ্গাপি তং মহাভিষং প্রেমসংযুক্তং জ্ঞাতবতী প্রেমচক্ষুষা দৃষ্টবতী-ত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ কিং জাতমিত্যাহদৃষ্ট্বেতি। তৌ গঙ্গামহাভিষৌ প্রেমসংযুক্তৌ ব্রহ্ম-লোকমধ্যেঽপি নির্লজ্জৌ কামমোহিতৌ চ দৃষ্ট্বা বিজ্ঞায়েত্যর্থঃ ব্রহ্মা চুক্রোধ ততঃ ক্রোধা-ক্রান্তঃ সন্ তৌ প্রতি শশাপ ॥ ২০ ॥ পুণ্যেনেতি। মহতা পুণ্যেন আবিষ্টঃ ত্বম্ হে ভূপাল! পুনর্দিবমাপ্স্যসীতি চ বোধ্যম্ ॥ ২১ ॥ গঙ্গামিতি। তথা রাজ্ঞে অভিশাপং প্রদায় ব্রহ্মা পিতামহঃ নৃপে মহাভিষে গঙ্গাং প্রেমবতীং বীক্ষ্য ত্বমপি অস্য মর্ত্ত্যলোকগতস্যেতি ভাবঃ ভার্য্যা ভবিষ্যসীত্যুক্তবান্। বিমনস্কাবিতি। তৌ গঙ্গামহাভিষৌ তু বজ্রপাতবদভিসম্পাতবাণী-

---

অনন্তর, সমস্ত দেবগণ প্রজাপতির সেবার জন্য সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥ মহানদী গঙ্গাও বিভু ব্রহ্মার সেবা করিবার জন্য সেই স্থানে আসিলেন। অনন্তর, বেগবান্ বায়ুর দ্বারা তাঁহার বস্ত্র-উৎসারিত হইল ॥ ১৮ ॥ দেবগণ ইহা দেখিয়া অধোমুখ হইলেন; কিন্তু, সেই মহাভিষ রাজা তাঁহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে দেখিতে লাগিলেন এবং সেই গঙ্গাও রাজাকে প্রেমসংযুক্ত বলিয়া জানিতে পারিলেন ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মা এই উভয়কে প্রেমোন্মত্ত এবং কন্দর্পবাণে মোহিত অতএব বিগতলজ্জ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অতিশয় রোষান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শাপপ্রদান করিলেন ॥২০॥ ব্রহ্মা বলিলেন নৃপতে! তুমি এক্ষণে মর্ত্ত্যলোকে যাইয়া জন্মগ্রহণ কর, পরে মহৎ পুণ্যসঞ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে। গঙ্গে! তুমিও যখন রাজার প্রতি প্রণয়িনী হইয়াছ তখন তুমি এই রাজার ভার্য্যা হইবে। অনন্তর ব্রহ্মশাপে তাপিতচিত্ত সেই গঙ্গাদেবী ও মহাভিষ নৃপতি শীঘ্রই ব্রহ্মার নিকট হইতে নিঃসৃত

এতস্মিন্ সময়ে চাষ্টৌ বসবঃ স্ত্রীসমন্বিতাঃ।
বশিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রাপ্তা রমমাণা যদৃচ্ছয়া ॥ ২৪ ॥
পৃথ্বাদীনাং বসূনাঞ্চ মধ্যে কোঽপি বসূত্তমঃ।
দ্যৌর্নামা তস্য ভার্য্যাথ নন্দিনীং গাং দদর্শ হ ॥ ২৫ ॥
দৃষ্ট্বা পতিং সা পপ্রচ্ছ কস্যেয়ং ধেনুরুত্তমা।
দ্যৌস্তামাহ বশিষ্ঠস্য গৌরিয়ং শৃণু সুন্দরি! ॥ ২৬ ॥
দুগ্ধমস্যাঃ পিবেদ্যস্তু নারী বা পুরুষোঽথবা।
অযুতায়ুর্ভবেন্নূনং সদৈবাগতযৌবনঃ ॥ ২৭ ॥
তচ্ছ্রুত্বা সুন্দরী প্রাহ মর্ত্ত্যলোকেঽস্তি মে সখী।
উশীনরস্য রাজর্ষেঃ পুত্ত্রী পরমশোভনা ॥ ২৮ ॥
তস্যা হেতোর্ম্মহাভাগ! সবৎসাং গাং পয়স্বিনীম্।
আনয়স্বাশ্রমশ্রেষ্ঠং* নন্দিনীং কামদাং শুভাম্ ॥ ২৯ ॥

মাকর্ণ্য বিমনস্কৌ সন্তৌ তূর্ণং সবেগং অবিলম্বেনেত্যর্থঃ। ব্রহ্মণঃ অন্তিকাৎ সমীপাৎ নিঃসৃতা-বিত্যন্বয়ঃ ॥২২॥) প্রতীপমিতি। প্রতীপরাজোদরে জন্ম গ্রাহ্যমিতি চিন্তয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ইত্থং মহাভিষস্য রাজ্ঞঃ শন্তনুরূপেণাবতরণমুক্ত্বা গঙ্গায়া অবতরণপ্রকারং তস্যা উদরে বসূনামবতারপ্রকারঞ্চাহ এতস্মিন্ সময়ে ইতি। (বশিষ্ঠস্যেতি। তে বসবঃ যদৃচ্ছয়া দৈবগত্যা বশিষ্ঠস্য সপ্তর্ষীণামন্যতমস্য ব্রহ্মর্ষেরাশ্রমং প্রাপ্তাঃ ॥২৪॥ অথ কিং জাতং তদাহ অথ অনন্তরং তেষাং পৃথ্বাদীনাং বসূনাং মধ্যে দ্যৌরিতি নাম্না বিশ্রুতঃ বসুরস্তি তস্য ভার্য্যা নন্দিনীং নন্দিনীনাম্নীং সুরভীকন্যাং বশিষ্ঠপালিতাং কামধেনুমিত্যর্থঃ দদর্শ ॥ ২৫—২৬ ॥ দুগ্ধমিতি। যস্তু পুরুষঃ যা কাচিৎ নারী বা অস্যাঃ কামধেনোঃ দুগ্ধং পিবেৎ সঃ পুরুষঃ সা নারী বা অযুতায়ুর্ভবেৎ। ন জরাং প্রাপ্য জীবেৎ কিন্তু চিরযৌবনেনৈব অশেষবিষয়সুখমনুভবন্ অনুভবন্তী বা দশসহস্রবর্ষং জীবেদিতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ২৭ ॥ উশীনরস্যেতি। রাজর্ষেরুশীনরস্য পরমশোভনা পরমকল্যাণরূপিণী মম সখী অস্তীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥ তস্যা ইতি। তস্যাঃ

হইলেন ॥ ২১—২২ ॥ পরে সেই রাজা মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ জন্য ধর্ম্মতৎপর নৃপগণকে চিন্তা করিয়া পুরুবংশজ প্রতীপ নৃপকে পিতৃত্বে স্থির করিলেন ॥ ২৩ ॥

ঋষিগণ! এই সময় অষ্টবসু নিজ নিজ স্ত্রী সমভিব্যাহারে দৈবযোগে ক্রীড়া করিতে করিতে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর এই পৃথ্বাদি বসুমধ্যে দ্যৌনামা কোন বসুশ্রেষ্ঠের পত্নী নন্দিনী নামে বশিষ্ঠের কামধেনুকে দর্শন করিল এবং দেখিবামাত্র এই সর্ব্বলক্ষণান্বিত ধেনুটী কাহার নিজ পতিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল। দ্যৌনামা বসু পত্নীবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল। সুন্দরি! এটী বশিষ্ঠের ধেনু ইহার দুগ্ধ পান করিলে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলে নিশ্চয়ই অযুতবর্ষ পরমায়ু এবং চিরকাল যৌবন লাভে সমর্থ হয় ॥ ২৫—২৭ ॥ সুন্দরী বসুপত্নী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, হে মহাভাগ! রাজর্ষি

---

* আশ্রমশ্রেষ্ঠাৎ। ইতি বা পাঠঃ।

যাবদস্যাঃ পয়ঃ পীত্বা সখী মম সদৈব হি।
মানুষেষু ভবেদেকা জরারোগবিবর্জ্জিতা ॥ ৩০ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা দ্যৌর্জহার চ নন্দিনীম্।
অবমন্য মুনিং দান্তং পৃথ্বাদ্যৈঃ সহিতোঽনঘঃ ॥ ৩১ ॥
হৃতায়ামথ নন্দিন্যাং বশিষ্ঠস্তু মহাতপাঃ।
আজগামাশ্রমপদং ফলান্যাদায় সত্বরঃ ॥ ৩২ ॥
নাপশ্যৎ স যদা ধেনুং সবৎসাং স্বাশ্রমে মুনিঃ।
মৃগয়ামাস তেজস্বী গহ্বরেষু বনেষ্বপি ॥ ৩৩ ॥
নাসাদিতা যদা ধেনুশ্চুকোপাতিশয়ং মুনিঃ।
বারুণিশ্চাপি বিজ্ঞায় ধ্যানেন বসুভির্হৃতাম্ ॥ ৩৪ ॥
বসুভির্মে হৃতা ধেনুর্যস্মান্মামবমন্য বৈ।
তস্মাৎ সর্ব্বে জনিষ্যন্তি মানুষেষু ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সখ্যা হেতোঃ। মহাভাগেতি সম্বোধনেন ভর্ত্তারমুৎসাহয়ন্ত্যাহ। সবৎসাং বৎসসমন্বিতাং শুভাং মঙ্গলালয়াং অতঃ কামদাং সর্ব্বকামনাপূরণকারিণীং পয়স্বিনীং নিত্যক্ষীরবতীং আনয়স্ব ॥ ২৯ ॥ আময়নে কারণমাহ মানুষেষ্বিতি। একা দ্বিতীয়রহিতা সতীত্যর্থঃ মানুষেষু মনুষ্যলোকেষু জরা বার্দ্ধক্যং রোগঃ শরীরধ্বংসকারিব্যাধিসমূহঃ তাভ্যাং বিবর্জ্জিতা ভবেদিত্যাশয়া হি ভবান্ যাচিতো ময়েতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৩০ ॥ অবমন্যেতি। দান্তং জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মননশীলং বশিষ্ঠমিত্যর্থঃ অবমন্য অবজ্ঞায় জহারেতি॥ ৩১—৩২ ॥ নাপশ্যদিতি। যদা ধেনুং ন অপশ্যৎ তদা মৃগয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥) বরুণস্যাপত্যং পুমান্ বারুণির্ব্বশিষ্ঠঃ ॥ ৩৪ ॥ ইদানীং মহদতিক্রমফলং প্রদর্শয়ন্নাহ সূতঃ। বসুভিরিতি।

উশীনরের কন্যা আমার প্রিয়সখী তিনি মর্ত্ত্যলোকে আছেন, তাঁহার জন্য এই কামনাপ্রদায়িনী হিতকারিণী পয়স্বিনী নন্দিনীকে বৎসের সহিত আশ্রমে আনয়ন করুন ॥ ২৮—২৯ ॥ তাহা হইলে আমার সখী ইহার দুগ্ধ পান করত জরারোগবর্জ্জিত হইয়া মনুষ্যলোকে অদ্বিতীয়া হইয়া বিরাজ করিবেন ॥ ৩০ ॥ সেই দ্যৌনামা বসু নিষ্পাপ হইলেও পত্নীর এই কথা শ্রবণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় মুনি বশিষ্ঠকে অগ্রাহ্য করিয়া পৃথ্বাদি বসুগণের সহিত নন্দিনীকে অপহরণ করিল ॥ ৩১ ॥ এইরূপে নন্দিনী অপহৃতা হইলে মহাতপা বশিষ্ঠ ফলাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর আশ্রমে আসিলেন ॥ ৩২ ॥ অনন্তর সেই তেজস্বী বশিষ্ঠ ঋষি যখন আশ্রম মধ্যে সবৎসা নন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন না, তখন নানা বনে এবং গহ্বরমধ্যে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ পরে, যখন অনেক অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না তখন অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন এবং ধ্যান দ্বারা বসুকর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া এইরূপ শাপ দিলেন যে, "যে হেতু বসুগণ আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া নন্দিনীকে অপহরণ করিয়াছে এজন্য তাহারা সকলে নিশ্চয়ই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে" ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ

এবং শশাপ ধর্ম্মাত্মা বসূংস্তান্ বারুণিঃ স্বয়ম্।
শ্রুত্বা বিমনসঃ সর্ব্বে প্রযযুর্দুঃখিতাশ্চ তে ॥ ৩৬ ॥
শপ্তাঃ স্ম ইতি জানন্ত ঋষিং তমুপচক্রমুঃ।
প্রসাদয়ন্তস্তমৃষিং বসবঃ শরণং গতাঃ ॥ ৩৭ ॥
মুনিস্তানাহ ধর্ম্মাত্মা বসূন্দীনান্ পুরঃস্থিতান্।
অনুসংবৎসরং সর্ব্বে শাপমোক্ষমবাপ্স্যথ ॥ ৩৮ ॥
যেনেয়ং বিহৃতা ধেনুর্নন্দিনী মম বৎসলা।
তস্মাদ্দ্যোর্মানুষে দেহে দীর্ঘকালং বসিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥
তে শপ্তাঃ পথি গচ্ছন্তীং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা সরিদ্বরাম্।
ঊচুস্তাং প্রণতাঃ সর্ব্বে শপ্তাং চিন্তাতুরাং নদীম্ ॥ ৪০ ॥
ভবিষ্যামো বয়ং দেবি! কথং দেবাঃ সুধাশনাঃ।
মানুষাণাঞ্চ জঠরে চিন্তেয়ং মহতী হি নঃ ॥ ৪১ ॥

যস্মাদ্ধৃতাস্তস্মাৎ মানুষেষু সর্ব্বে জনিষ্যন্তীত্যেবং শশাপেত্যন্বয়ঃ ॥৩৫—৩৬॥ শপ্তা ইতি। বয়ং শপ্তাঃ স্মেতি জানন্তঃ তমেব ঋষিং উপচক্রমুঃ তদন্তিকং প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ। প্রসাদয়ন্তস্তর্পয়ন্তঃ প্রসন্নং কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ শরণং গতাঃ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ তৈঃ প্রসাদিতঃ সন্ মুনিস্তান্ পুরঃস্থিতান্ সম্মুখস্থান্ দীনান্ প্রত্যাহেত্যন্বয়ঃ।) অনুসংবৎসরমিতি। যুষ্মাকং জন্মনো যঃ সম্বৎসরস্তৎপূর্ব্বৈঃ পশ্চাদিত্যর্থঃ। জন্মসম্বৎসরমধ্যে এব জন্মমরণে ভবিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ (ইদানীং ধেনুহারিণো বসোস্তু দণ্ডাধিক্যং সূচয়ন্নাহ ভগবান্ বশিষ্ঠঃ যেনেতি যস্মাৎ ভার্য্যাপ্রচোদিতো দ্যোর্নাম বসুঃ মম নন্দিনীং হৃতবান্ তস্মাৎ মানুষে দেহে দীর্ঘকালং যাবৎ বসিষ্যতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

ঊচুরিতি। নদীং গঙ্গাং শপ্তাং ব্রহ্মণেতি শেষঃ। অতএব চিন্তাতুরাম্। তে বসবঃ প্রণতাঃ সন্ত ঊচুঃ ॥ ৪০ ॥ ভবিষ্যাম ইতি। হে দেবি গঙ্গে! বয়ং অমৃতাশনাঃ সন্তঃ কথং মানুষাণাং

সেই বসুগণকে এইরূপে শাপপ্রদান করিলে, বসুগণ ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিমনা ও দুঃখিত হইয়া প্রথমত আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥৩৪—৩৬॥ পরে, অভিশপ্ত হইয়াছি ইহা স্থির জানিয়া ঋষির নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহার স্তবস্তুতি করত শরণাগত হইল ॥ ৩৭ ॥ বশিষ্ঠ সম্মুখস্থ বসুদিগকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন, বসুগণ! তোমরা সকলেই এক বৎসর মধ্যে শাপ হইতে মুক্ত হইবে; কিন্তু, দ্যোনামা বসু আমার অতি বৎসলা নন্দিনীকে হরণ করিয়াছিল, সেই জন্য তাহাকে মনুষ্য দেহধারী হইয়া বহুকাল মনুষ্যলোকে থাকিতে হইবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥

ঋষিগণ! বসু সকল এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া ব্রহ্মশাপগ্রস্তা চিন্তাতুরা সরিদ্বরা গঙ্গাকে পথিমধ্যে গমন করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল ॥ ৪০ ॥ হে দেবি! আমরা অমৃতাশী দেবতা হইয়া কিরূপে মনুষ্যজঠরে জন্মগ্রহণ করিব ইহাই আমাদের

তস্মাত্ত্বং মানুষী ভূত্বা জনয়াস্মান্ সরিদ্বরে ! ।
শন্তনুর্নাম রাজর্ষিস্তস্য ভার্য্যা ভবানঘে ! ॥ ৪২ ॥
জাতান্ জাতান্ জলে চাস্মান্ নিক্ষিপস্ব সুরাপগে ! ।
এবং শাপবিনির্ম্মোক্ষো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
তথেত্যুক্তাশ্চ তে সর্ব্বে জগ্মুর্লোকং স্বকং পুনঃ ।
গঙ্গাপি নির্গতা দেবী চিন্তয়মানা পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪ ॥
মহাভিষো নৃপো জাতঃ প্রতীপস্য সুতস্তদা ।
শন্তনুর্নাম রাজর্ষির্ধর্ম্মাত্মা সত্যসঙ্গরঃ ॥ ৪৫ ॥
প্রতীপস্তু স্তুতিং চক্রে সূর্য্যস্যামিততেজসঃ ॥ ৪৬ ॥
তদা চ সলিলাত্তস্মান্নিঃসৃতা বরবর্ণিনী ।
দক্ষিণং শালসঙ্কাশমূরুং ভেজে শুভাননা ॥ ৪৭ ॥
অঙ্কে স্থিতাং স্ত্রিয়ং চাহ মা পৃষ্ট্বা কিং বরাননে ! ।
মমোরাবাস্থিতাসি ত্বং কিমর্থং দক্ষিণে শুভে ॥ ৪৮ ॥

জঠরে ভবিষ্যাম ইতীয়ং নোঽস্মাকং মহতী চিন্তা জাতেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৪১ ॥ হে অনঘে ! পরমপবিত্রে ! পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি যঃ ইক্ষ্বাকুবংশীয়ঃ মহাভিষনামা সার্ব্বভৌমনরপতিরাসীৎ স ইদানীং ব্রহ্মণাভিশপ্তঃ সন্ মানুষে লোকে আত্মানমবতারয়ন্ শন্তনুনাম্না জনিষ্যতি ত্বং তস্য রাজর্ষের্ভার্য্যা ভব ॥৪২॥ তেন কিমিতি চেত্তত্রাহ। জাতান্ জাতান্ অস্মান্ জলে তদীয়পবিত্র-সলিলে নিক্ষিপস্ব এবমনুষ্ঠিতে সতীত্যর্থঃ শাপনির্ম্মোক্ষো ভবিতা অত্র সংশয়ো নাস্তি ॥ ৪৩॥ তথেতি। গঙ্গয়া চ তথাস্তু ইত্যুক্তাঃ তে সর্ব্বে স্বকং লোকং জগ্মুর্গতবন্তঃ। গঙ্গাপি পুনঃ পুন-রাত্মনা চিন্তয়মানা নির্গতা ॥ ৪৪ ॥

মহাভিষ ইতি। নৃপো মহাভিষস্তু তদা কুরুবংশ্যস্য রাজ্ঞঃ প্রতীপস্য সুতো জাতঃ সন্ শন্তনুর্নাম শন্তনুরিতি নাম্না বিশ্রুতোঽভবদিতি ॥ ৪৫ ॥) প্রতীপস্থিতি। যদা স্তুতিং চক্রে তদে-ত্যর্থঃ। বরবর্ণিনী বরার্থিনী গঙ্গা ॥ ৪৬—৪৭ ॥ দক্ষিণে শুভে ইতি। ইদং কন্যায়াঃ স্থানং

বলবতী চিন্তা ॥ ৪১ ॥ অতএব হে অনঘে গঙ্গে ! আপনি মনুষ্যরূপিণী ও রাজর্ষি শান্তনুর পত্নী হইয়া আমাদিগকে উৎপাদন করুন ॥ ৪২ ॥ গঙ্গে ! আমাদের জন্মমাত্রই আপনি আমাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিবেন। তাহা হইলেই আমাদের শাপ মোক্ষ হইবে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥ গঙ্গাদেবী তাহাই হইবে এইরূপ বলিলে পর বসুগণ পুনর্ব্বার নিজলোকে গমন করিলেন। গঙ্গাও পুনঃপুন চিন্তা করত প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

এই সময় সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি মহাভিষ নৃপতি শান্তনু নামে প্রতীপরাজের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ একদা প্রতীপরাজা অমিততেজা সূর্য্যের স্তব করিতেছেন এমন সময়ে গঙ্গা বরবর্ণিনীরূপধারণ করত সলিলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া

সা তমাহ বরারোহা যদর্থং রাজসত্তম !।
স্থিতাস্ম্যঙ্কে কুরুশ্রেষ্ঠ ! কাময়ানাং ভজস্ব মাম্ ॥ ৪৯ ॥
তামবোচদথো রাজা রূপযৌবনশালিনীম্।
নাহং পরস্ত্রিয়ং কামাদ্গচ্ছেয়ং বরবর্ণিনীম্ ॥ ৫০ ॥
স্থিতা দক্ষিণমূরুং মে ত্বমাশ্লিষ্য চ ভামিনি !।
অপত্যানাং স্নুষাণাঞ্চ স্থানং বিদ্ধি শুচিস্মিতে ! ॥ ৫১ ॥
স্নুষা মে ভব কল্যাণি ! জাতে পুত্রেঽতিবাঞ্ছিতে।
ভবিষ্যতি চ মে পুত্রস্তব পুণ্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥
তথেত্যুক্ত্বা গতা সা বৈ কামিনী দিব্যদর্শনা।
রাজা চাপি গৃহং প্রাপ্তশ্চিন্তয়ংস্তাং স্ত্রিয়ং পুনঃ ॥ ৫৩ ॥

কামাতুরা ত্বং কথমাশ্রিতবত্যসীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ (সা তমিতি। সা গঙ্গা বরারোহা নিতম্বিনী-ত্যর্থঃ। তং প্রতীপমাহ হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! যদর্থমহং অঙ্কে ক্রোড়ে স্থিতাস্মি তৎ শৃণু ইতি শেষঃ। কাময়ানাং মাং ভজস্বেত্যন্বয়ঃ। কামঃ কন্দর্পঃ যানং যস্যাঃ তাং তাদৃশীমিত্যর্থঃ কাময়মানাং বা ॥ ৪৯ ॥ তামবোচদিতি। অথো গঙ্গাবাক্যং শ্রুত্বেত্যর্থঃ। রূপেণ যৌবনেন চ শালতে শোভতে ইতি। বরবর্ণিনীং সুন্দরীমপি অহং কামাৎ কামবশাৎ পরস্ত্রিয়ং ন গচ্ছে-য়ম্ ॥৫০॥ স্থিতেতি। হে ভামিনি ! যতস্ত্বং মে দক্ষিণমূরুদেশং আশ্লিষ্য আলিঙ্গ্য স্থিতা অতস্ত্বৎ-সঙ্গমে মমাধিকারো নাস্তীতি ভাবঃ। দক্ষিণোরুদেশস্তু স্নুষাণামপত্যানাঞ্চ স্থানমিতি জানীহি অবধারয়েতি যাবৎ ॥ ৫১ ॥ স্নুষেতি। হে কল্যাণি ! দক্ষিণোৎসঙ্গাশ্লেষতয়া ত্বং মে স্নুষা ভব। কুতস্তে পুত্র ইতি চেত্তত্রাহ জাতে পুত্রে ইতি। জনিষ্যমাণস্য পুত্রস্য ভার্য্যা ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যার্থঃ। তত্র সম্ভাবনা কেতি শঙ্কাং নিরস্যাহ তব পুণ্যাদিতি ॥ ৫২ ॥ তথেত্যুক্ত্বেতি।

তাঁহার শালবৃক্ষসদৃশ দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ অনন্তর, প্রতাপ রাজর্ষি অঙ্কে উপবিষ্টা সেই বরবর্ণিনীকে বলিলেন, হে সুমুখি ! তুমি কিজন্য আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার কল্যাণালয় দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলে ॥৪৮॥ ইহা শ্রবণ করিয়া সেই বরারোহা কামিনী বলিল, হে রাজসত্তম ! আমি যে জন্য আপনার অঙ্কে উপবেশন করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনাকে কামনা করি, অতএব আপনি আমাকে গ্রহণ করুন ॥ ৪৯ ॥ প্রতীপরাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া রূপ-যৌবনশালিনী সেই কামিনীকে বলিলেন, হে বরবর্ণিনি ! আমি ত কখনও কামবশে পরস্ত্রী গমন করি না ॥ ৫০ ॥ আর দেখ তুমি আমার দক্ষিণ উরুদেশ আশ্রয় করিয়াছ। হে শুচিস্মিতে ! এই স্থানটীকে কন্যা, পুত্র এবং বধূদিগের স্থান বলিয়া জানিবে ॥ ৫১ ॥ অতএব, হে কল্যাণি ! আমার অভিলষিত পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পর তুমি আমার পুত্রবধূ হও ইহাই প্রার্থনা। আর তাহা হইলে তোমার পুণ্যবলে নিশ্চয়ই আমার পুত্র হইবে

ততঃ কালেন কিয়তা জাতে পুত্রে বয়স্বিনি।
বনং জিগমিষু রাজা পুত্রং বৃত্তান্তমূচিবান্॥ ৫৪॥
বৃত্তান্তং কথয়িত্বা তু পুনরূচে নিজং সুতম্॥ ৫৫॥
যদি প্রয়াতি সা বালা ত্বাং বনে চারুহাসিনী।
কাময়ানা বরারোহা তাং ভজেথা মনোরমাম্॥ ৫৬॥
ন প্রষ্টব্যা ত্বয়া কাসি মন্নিযোগান্নরাধিপ!।
ধর্ম্মপত্নীঞ্চ তাং কৃত্বা ভবিতা ত্বং সুখী কিল॥ ৫৭॥

সূত উবাচ।

এবং সন্দিশ্য তং পুত্রং ভূপতিঃ প্রীতমানসঃ।
দত্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং সর্ব্বাং বনং রাজা বিবেশ হ॥ ৫৮॥
তত্রাপি চ তপস্তপ্ত্বা সমারাধ্য পরাম্বিকাম্।
জগাম স্বর্গং রাজাসৌ দেহং ত্যক্ত্বা স্বতেজসা॥ ৫৯॥

সা কামিনী গঙ্গা তথা ভবতু ইত্যুক্ত্বা গতা জগাম। দিবি ভবং দিব্যং অলৌকিকং দর্শনং যস্যাঃ। দিব্যেষু দেবেষ্বেব দর্শনং যস্যা ইতি বা॥ ৫৩॥)
বয়স্বিনি তরুণে॥ ৫৪॥ বৃত্তান্তং কাচিৎ স্ত্রী সমাগত্য মম দক্ষিণোরৌ স্থিতা। কামাতুরাং তাং সমীক্ষ্য ময়া নির্ভৎসিতা সা পুনঃ প্রার্থিতবতী ময়া প্রোক্তা মম ভবিষ্যতঃ সুতস্য পত্নী ভবেতি। সা তদুপশ্রুত্য গতেতি॥ ৫৫॥ ভজেথা ইতি। মম সত্যবাক্যপালনার্থমিত্যর্থঃ॥ ৫৬—৫৭॥

তাহাতে সংশয় নাই॥৫২॥ সেই দিব্যাঙ্গনা কামিনী ইহা স্বীকার করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। প্রতীপ নৃপতিও এই কামিনীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিজগৃহে আগমন করিলেন॥ ৫৩॥

অনন্তর, কিছুকাল গত হইলে পর যখন নিজ পুত্র যৌবন অবস্থায় উপস্থিত হইল তখন প্রতীপ নৃপতি বানপ্রস্থ আশ্রমে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া পুত্রকে গঙ্গা-সম্বন্ধীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্তই আদ্যোপান্ত অবগত করাইয়া পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া বলিলেন যে, যদি সেই চারুহাসিনী কন্যা কখন সেই বনে তোমার নিকট কামাতুরা হইয়া আগমন করে তবে তুমি সেই বরারোহা মনোহারিণী কামিনীকে আমার সত্য বাক্য রক্ষার জন্য 'তুমি কে' ইত্যাদি কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ভজনা করিবে। পুত্র! আমি বলিতেছি তুমি তাহাকে ধর্ম্মপত্নী করিয়া নিশ্চয়ই সুখী হইবে॥ ৫৪—৫৭॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! প্রতীপনৃপতি, এইরূপে পুত্রকে আদেশ করিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে সমস্ত রাজ্যলক্ষ্মী প্রদান করিয়া তপস্যা জন্য বনে প্রবেশ করিলেন॥ ৫৮॥ অনন্তর কিছুকাল সেই বনে ব্রহ্মরূপিণী জগদম্বার আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া ঘোরতর তপস্যা

রাজ্যং প্রাপ মহাতেজাঃ শন্তনুঃ সার্ব্বভৌমিকম্।
প্রজা বৈ পালয়ামাস ধর্ম্মদণ্ডো মহীপতিঃ ॥ ৬০ ॥*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে গঙ্গামহাভিষবসূনাং শাপকথনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

পরাম্বিকাং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণীম্ ॥ ৫৮—৬০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

করত নিজ যোগপ্রভাবে দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥ এদিকে মহা প্রতাপশালী শান্তনু সাম্রাজ্য লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬০ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে গঙ্গা মহাভিষ নৃপতি এবং বসুগণের শাপবৃত্তান্ত কথন-বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্দ্ধ একোনষষ্টিশ্লোক।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

প্রতীপেঽথ দিবং যাতে শন্তনুঃ সত্যবিক্রমঃ।
ৰভূব মৃগয়াশীলো নিঘ্নন্ ব্যাঘ্রান্ মৃগান্নৃপঃ ॥ ১ ॥
স কদাচিদ্বনে ঘোরে গঙ্গাতীরে চরন্নৃপঃ।
দদর্শ মৃগশাবাক্ষীং সুন্দরীং চারুভূষণাম্ ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বা তাং নৃপতির্মগ্নঃ পিত্রোক্তেয়ং বরাননা।
রূপযৌবনসম্পন্না সাক্ষাল্লক্ষ্মীরিবাপরা ॥ ৩ ॥
পিৰন্মুখাম্বুজং তস্যা ন তৃপ্তিমগমন্নৃপঃ।
হৃষ্টরোমাভবত্তত্র ব্যাপ্তচিত্ত ইবানঘঃ ॥ ৪ ॥
মহাভিষং সাপি মত্বা প্রেমযুক্তা ৰভূব হ।
কিঞ্চিন্মন্দস্মিতং কৃত্বা তস্থাবগ্রে নৃপস্য চ ॥ ৫ ॥
বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং রাজা প্রীতমনা ভৃশম্।
উবাচ মধুরং বাক্যং সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ৬ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্গঙ্গয়া সহ শন্তনোঃ।
বিবাহঃ কথ্যতে তত্র বসূনাং জন্ম চোচ্যতে ॥

প্রতীপস্য ভগবতীপ্রসাদাদুত্তমপদপ্রাপ্ত্যুত্তরং জাতং বৃত্তান্তমাহ প্রতীপেঽথেতি ॥১—২॥ মগ্নো মগ্নচিত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ব্যাপ্তচিত্তস্তস্যাং মগ্নচিত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ মহাভিষমিতি। তস্যা·

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! অনন্তর সেই প্রতীপনৃপতি স্বর্গে গমন করিলে বিক্রমশালী শান্তনুনৃপতি ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুগণকে বিনাশ করত অতিশয় মৃগয়াশীল হইলেন ॥ ১ ॥ একদা তিনি বিজনবনে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া চারুভূষণা মৃগলোচনা সুন্দরী কামিনীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২ ॥ দেখিবামাত্র নৃপতি তাহাতে আসক্ত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে, পিতা আমাকে যাঁহার কথা বলিয়াছিলেন এই রূপযৌবনবতী সাক্ষাৎ দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় চারুবদনা সেই রমণীই হইবেন ॥ ৩ ॥ সেই পুণ্যশালী শান্তনুনৃপতি তাহার মুখপদ্ম দর্শন করিয়া তৃপ্তির শেষ পাইলেন না তিনি তাহাতে আসক্তচিত্ত হইয়া লোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন ॥ ৪ ॥ এদিকে সেই কামিনীরূপিণী গঙ্গা তাঁহাকে শাপভ্রষ্ট মহাভিষ নৃপতি বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাতে প্রণয়িনী হইলেন এবং ঈষৎ হাস্য করত তাঁহার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫ ॥ রাজা শান্তনু সেই চারু-

দেবী বা ত্বঞ্চ বামোরু! মানুষী বা বরাননে!।
গন্ধর্ব্বী বাথ যক্ষী বা নাগকন্যাপ্সরাপি বা॥ ৭॥
যাসি কাসি বরারোহে! ভার্য্যা মে ভব সুন্দরি!।
প্রেমযুক্তস্মিতৈব ত্বং ধর্ম্মপত্নী ভবাদ্য মে॥ ৮॥

সূত উবাচ।

রাজা তাং নাভিজানাতি গঙ্গেয়মিতি নিশ্চিতম্।
মহাভিষং সমুৎপন্নং নৃপং জানাতি জাহ্নবী॥ ৯॥
পূর্ব্বপ্রেমসমাযোগাচ্ছ্রুত্বা বাচং নৃপস্য তাম্।
উবাচ নারী রাজানং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ॥ ১০॥

স্ত্র্যুবাচ।

জানামি ত্বাং নৃপশ্রেষ্ঠ! প্রতীপতনয়ং শুভম্।
কা ন বাঞ্ছতি চার্ব্বঙ্গী ভাবিত্বাৎ সদৃশং পতিম্॥ ১১॥
বাগ্বন্ধেন নৃপশ্রেষ্ঠ! চরিষ্যামি পতিং কিল।
শৃণু মে সময়ং রাজন্! বৃণোমি ত্বাং নৃপোত্তম!॥ ১২॥

দেবতাত্বাদ্দিব্যজ্ঞানেনায়ং ব্রহ্মসভায়াং দৃষ্টো মহাভিষরাজা ভবতীতি॥ ৫—৮॥ রাজা তাং নাভিজানাতীতি। দিব্যজ্ঞানাভাবাদিতি ভাবঃ॥ ৯—১০॥ ভাবিত্বাদিতি। স্ত্রীজাতেরবশ্যং পতিরপেক্ষিত এবেতি হেতোর্যো বা কো বাঽপি পতিরপেক্ষিত এব তত্রাপি সদৃশো মনোঽনুরূপো যদি লব্ধস্তর্হি তং কা ন বাঞ্ছতি সর্ব্বাপি বাঞ্ছত্যেবেত্যর্থঃ॥ ১১॥ বাগ্বন্ধেন

লোচনাকে সমীপস্থ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত সহকারে মনোহর বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করত মধুর বাক্যে বলিলেন॥ ৬॥ হে চারুবদনে! তুমি দেবী, মানুষী, গন্ধর্ব্বী, যক্ষাঙ্গনা, নাগকন্যা না অপ্সরা? সুন্দরি! তুমি যে কেহই হওনা কেন, আমার ভার্য্যা হও। বরারোহে! তোমার প্রেমযুক্ত হাস্য দেখিতে পাইতেছি, অতএব অদ্য তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী হও ইহাই প্রার্থনা॥ ৭—৮॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! শান্তনু নৃপতি সেই সুন্দরীকে গঙ্গা বলিয়া জানিতে পারেন নাই, কিন্তু গঙ্গা দেবী তাঁহাকে শাপভ্রষ্ট মহাভিষরাজ শান্তনুরূপে উৎপন্ন, ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন॥ ৯॥ অতএব সেই স্ত্রীরূপী গঙ্গা তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর সেই পূর্ব্বপ্রণয়ভাব মনে করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে তাঁহাকে বলিলেন॥ ১০॥

নৃপবর! আপনি যে প্রতীপনৃপতিতনয় ইহা আমি জানি; তবে স্ত্রীজাতির পতিলাভ বিষয়ে স্থির থাকিলেও কোন্ রমণী মনোমত পতিলাভে ইচ্ছা না করে?॥ ১১॥ নৃপবর! আপনি রাজগণের শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু, আমি আপনার সহিত একটী প্রতি-

যচ্চ কুর্য্যামহং কার্য্যং শুভং বা যদি বাশুভম্।
ন নিষেধ্যা ত্বয়া রাজন্ন বক্তব্যং তথাপ্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥
যদা চ ত্বং নৃপশ্রেষ্ঠ! ন করিষ্যসি মে বচঃ।
তদা মুক্ত্বা গমিষ্যামি যথেষ্টং দেশ মারিষ! ॥ ১৪ ॥
স্মৃত্বা জন্ম বসূনাং সা প্রার্থনাপূর্ব্বকং হৃদি।
মহাভিষস্য প্রেমাথ বিচিন্ত্যৈব চ জাহ্নবী।
তথেত্যুক্তাথ সা দেবী চকার নৃপতিং পতিম্ ॥ ১৫ ॥
এবং বৃতা নৃপেণাথ গঙ্গা মানুষরূপিণী।
নৃপস্য মন্দিরং প্রাপ্তা সুভগা বরবর্ণিনী ॥ ১৬ ॥
নৃপতিস্তাং সমাসাদ্য চিক্রীড়োপবনে শুভে।
সাপি তং রময়ামাস ভাবজ্ঞা বৈ বরাঙ্গনা ॥ ১৭ ॥
ন বুবোধ নৃপঃ ক্রীড়ন্ গতান্বর্ষগণানথ।
স তয়া মৃগশাবাক্ষ্যা শচ্যা শতক্রতুর্যথা ॥ ১৮ ॥

পণেন। সময়ং পণম্ ॥ ১২ ॥ তথাপ্রিয়ম্। অপ্রিয়মিতিচ্ছেদঃ ॥ ১৩ ॥ তদেতি। তদা ত্বাং মুক্ত্বা ত্যক্ত্বা যথেষ্টং দেশং গমিষ্যামীত্যর্থঃ। যথেষ্টং দেশ মারিষেত্যত্র দেশপদোত্তর-বিভক্তিলোপশ্ছান্দসঃ ॥ ১৪ ॥ স্মৃত্বেতি। ইত্থং কার্য্যদ্বয়হেতোর্জাহ্নবী শন্তনোঃ পত্নী জাতেতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥ যদ্বা পণং শ্রুত্বা রাজ্ঞা তথাস্ত্বিত্যঙ্গীকৃতপণা জাহ্নবী কার্য্যদ্বয়হেতোর্নৃপতিং পতিং চকারেত্যন্বয়ঃ ॥ (নৃপস্যেতি। নৃপস্য শন্তনোঃ মন্দিরং হাস্তিনপুরস্থভবনং প্রাপ্তা সা বরবর্ণিনীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ সাপীতি। সাপি বরাঙ্গনা গঙ্গা ভাবং মনোগতাভিপ্রায়ং জানাতীতি ভাবজ্ঞা ভর্ত্তুরভিপ্রায়ং বিদিত্বা রময়ামাসেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥ স তয়েতি। তয়া সহ ক্রীড়ন্

জ্ঞায় বদ্ধ হইয়া আপনাকে পতিত্বে স্বীকার করিব। রাজন্! আমার সেই প্রতিজ্ঞাটী অগ্রে শ্রবণ করুন, পরে আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব ॥ ১২ ॥ মহারাজ! আমি যখন যে কোন কার্য্য করিব তাহা ভাল বা মন্দ হইলেও আপনি নিষেধ করিতে বা ইহা আমার অপ্রিয় হইল এরূপ বলিতে পারিবেন না। যে দিবস আপনি আমার বাক্য পালন না করিবেন, সেই দিবসই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইব ॥ ১৩—১৪ ॥ ঋষিগণ! জাহ্নবী বসুগণের সেই জন্ম প্রার্থনাবিষয় স্মরণ করিয়া এবং মহাভিষ নৃপতির প্রণয় ঘটনা চিন্তা করিয়া এই কথা বলিলেন। অনন্তর, শান্তনুরাজ ইহা স্বীকার করিলে, গঙ্গা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ ঋষিগণ! সেই বরবর্ণিনী গঙ্গাদেবী এইরূপে মানুষরূপিণী হইয়া শান্তনুনৃপকে পতিত্বে বরণ করিলেন এবং তাঁহার গৃহে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ রাজাও তাঁহাকে লাভ করিয়া মনোহর উপবনে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সেই মানুষরূপিণী গঙ্গা নৃপতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ এইরূপে বৎসরের পর বৎসর গত হইতে

সা সর্ব্বগুণসম্পন্না সোঽপি কামবিচক্ষণঃ।
রেমাতে মন্দিরে দিব্যে রমানারায়ণাবিব ॥ ১৯ ॥
এবং গচ্ছতি কালে সা দধার নৃপতেস্তদা।
গর্ভং গঙ্গা বসুং পুত্রং সুষুবে চারুলোচনা ॥ ২০ ॥
জাতমাত্রং সুতং বারি চিক্ষেপৈবং দ্বিতীয়কে।
তৃতীয়েঽথ চতুর্থেঽথ পঞ্চমে ষষ্ঠ এব চ ॥ ২১ ॥
সপ্তমে বা হতে পুত্রে রাজা চিন্তাপরোঽভবৎ।
কিং করোম্যদ্য বংশো মে কথং স্যাৎ সুস্থিরো ভুবি ॥ ২২ ॥
সপ্ত পুত্রা হতা নূনমনয়া পাপরূপয়া।
নিবারয়ামি যদি মাং ত্যক্ত্বা যাস্যতি সর্ব্বথা ॥ ২৩ ॥
অষ্টমোঽয়ং সুসম্প্রাপ্তো গর্ভো মে মনসীপ্সিতঃ।
ন বারয়ামি চেদদ্য সর্ব্বথেয়ং জলে ক্ষিপেৎ ॥ ২৪ ॥

নৃপঃ বর্ষপূগান্‌ গতানপি ন জ্ঞাতবান্‌। মৃগশাবকস্য অক্ষিণীব অক্ষিণী যস্যাঃ ॥ ১৮ ॥ রমা লক্ষ্মীঃ। লক্ষ্মীনারায়ণৌ ইব তৌ রেমাতে ॥ ১৯ ॥

এবমিতি। এবম্প্রকারেণ কালে গচ্ছতি সতি সা গঙ্গা নৃপতেঃ শন্তনোঃ সকাশাৎ গর্ভং দধার বসুরূপং পুত্রং চ সুষুবে। কিন্তু জাতমাত্রং তং সুতং স্বসলিলে চিক্ষেপ। ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ২০—২১ ॥ সপ্তমে ইতি। সপ্তমে পুত্রে নিহতে রাজা চিন্তাপরোঽভবৎ। চিন্তাং বিবৃণোতি কিং করোম্যদ্যেতি। অদ্য অধুনা কিং করোমি কঞ্চোপায়ং বিদধে কথং কেনোপায়েন মে বংশঃ সুস্থিরঃ স্যাদিতি ॥ ২২ ॥ সপ্ত পুত্রা ইতি। অনয়া পাপরূপয়া সপ্ত পুত্রা হতা যদ্যেনাং পুত্রহননপ্রবৃত্তাং নিবারয়ামি তদা সর্ব্বথা মাং ত্যক্ত্বা যাস্যতি ॥ ২৩ ॥ অষ্টমো-

---

লাগিল তথাপি সেই ক্রীড়াসক্ত নৃপতি কিছুই জানিতে পারিলেন না। বরং ইন্দ্র যেরূপ শচীর সহিত শোভা পান সেইরূপ তিনিও সেই মৃগনয়নার সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ ঋষিগণ! ইহা ঘটিবার প্রধান কারণ এই যে, সেই রমণী যেরূপ সর্ব্বগুণবিভূষিতা রাজাও তদ্রূপ কামশাস্ত্রবিশারদ; অতএব, তাঁহারা সেই মনোহর মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণের ন্যায় সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে সেই চারুলোচনা গঙ্গা গর্ব্ভবতী হইলেন এবং শাপভ্রষ্ট বসুকে পুত্ররূপে প্রসব করিলেন ॥ ২০ ॥ গঙ্গাদেবী পুত্রটীকে জাতমাত্রই গ্রহণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পুত্রও বিনষ্ট হইলে পর রাজা চিন্তাতুর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমি কি করি, কিরূপেই বা আমার বংশ পৃথিবীতে সুস্থিররূপে বর্ত্তমান থাকিবে ॥ ২১—২২ ॥ এই পাপিষ্ঠা ত আমার সাতটী সন্তানকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিল। যদি এক্ষণে আমি ইহাকে নিবারণ করি তাহা হইলে এখনিই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে ॥ ২৩ ॥ আর এক্ষণে ত এই অভিলষিত

ভবিতা বা ন বা চাগ্রে সংশয়োঽয়ং মমাদ্ভুতঃ।
সম্ভবেঽপি চ দুষ্টেয়ং রক্ষয়েদ্বা ন রক্ষয়েৎ ॥ ২৫ ॥
এবং সংশয়িতে কার্য্যে কিং কর্ত্তব্যং ময়াধুনা।
বংশস্য রক্ষণার্থং হি যত্নঃ কার্য্যঃ পরো ময়া ॥ ২৬ ॥
ততঃ কালে যদা জাতঃ পুত্রোঽয়মষ্টমো বসুঃ।
মুনের্য্যেন হৃতা ধেনুর্নন্দিনী স্ত্রীজিতেন হি ॥ ২৭ ॥
তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ পুত্রং তামুবাচ পতন্ পদে ॥ ২৮ ॥
দাসোঽস্মি তব তন্বঙ্গি! প্রার্থয়ামি শুচিস্মিতে!।
পুত্রমেকং পুষাম্যদ্য দেহি জীবং তমদ্য মে ॥ ২৯ ॥
হিংসিতাঃ সপ্ত পুত্রা মে করভোরু! ত্বয়া শুভাঃ।
অষ্টমং রক্ষ সুশ্রোণি! পতামি তব পাদয়োঃ ॥ ৩০ ॥

হয়মিতি। অয়ং মনসেপ্সিতোঽষ্টমো গর্ভঃ সুসংপ্রাপ্তঃ যদি অদ্য ন নিবারয়ামি ইয়ং পাপা সর্ব্বথা জলে ক্ষিপেৎ ॥ ২৪ ॥ ভবিতেতি। ভবিতা বা ন ভবিতা অগ্রে অয়মেব মহান্ সংশয়ঃ। ততঃ সম্ভবেঽপি ইয়ং দুষ্টা নারী রক্ষয়েৎ ন রক্ষয়েদ্ বা ইত্যেব চাতিমহান্ সংশয়ঃ। অতএব সংশয়িতে কার্য্যে ইদানীং ময়া কিংকর্ত্তব্যম্। কিয়ৎকালং এবং বিচারয়ন্ নিশ্চিত্যাহ। বংশস্য রক্ষণার্থমেব ময়া পরো যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ। রক্ষয়েদিতি স্বার্থে ণিচ্ ॥ ২৫—২৬ ॥

তত ইতি। ততঃ কালে প্রাপ্তে যেন স্ত্রীজিতেন বসুনা মুনের্বশিষ্ঠস্য নন্দিনী নাম ধেনুর্হৃতা স অষ্টমো বসুর্যদা শন্তনুপুত্ররূপেণ জাতঃ ॥ ২৭ ॥) তং দৃষ্ট্বেতি। তং দৌর্নামানমিত্যর্থঃ। পতন্ পদে নমস্কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ পুষামি পোষয়ামীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ (হিংসিতা ইতি। করভোরু! ত্বয়া মে শুভাঃ কল্যাণময়া সপ্ত পুত্রাঃ হিংসিতা জলে নিমজ্জিতাঃ। অতস্তে চর-

---

অষ্টম গর্ভ উপস্থিত হইয়াছে। যদি ইহাকে নিবারণ না করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই জলে নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৪ ॥ ইহাঁর পর আর সন্তান হয় কি না এক্ষণে এই সন্দেহই গুরুতর হইতেছে। আর যদি হয়, তাহা হইলে এই দুষ্টা রক্ষা করিবে কি না তদ্বিষয়েরও স্থিরতা নাই ॥ ২৫ ॥ অতএব এরূপ সন্দেহ স্থলে এক্ষণে আমার কি করা উচিত। আমার বোধ হয় সর্ব্বপ্রকারে বংশরক্ষার জন্য যত্ন করাই কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

ঋষিগণ! (পরে, যেরূপ ঘটিল শ্রবণ করুন) যে বসু স্ত্রীবাক্যে বশিষ্ঠের ধেনু অপহরণ করিয়াছিল, সেই বসু যথাসময়ে অষ্টম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল ॥ ২৭ ॥ অনন্তর, শান্তনু নৃপতিজাত-পুত্রটীকে দর্শন করিয়া মানবরূপধারিণী গঙ্গার পদে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে কৃশাঙ্গি! আমি তোমার দাসস্বরূপ, হে শুচিস্মিতে! এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে আমি একটী পুত্রকে প্রতিপালন করিব, অতএব তুমি ইহাকে বিনষ্ট করিও না ॥ ২৮—২৯ ॥ সুন্দরি! তুমি আমার সাতটী পুত্র বিনাশ করিয়াছ, এক্ষণে তোমার

অন্যদ্বৈ প্রার্থিতন্তেঽদ্য দদাম্যথ চ দুর্লভম্।
বংশো মে রক্ষণীয়োঽদ্য ত্বয়া পরমশোভনে ! ॥ ৩১ ॥
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে বেদবিদো বিদুঃ।
তস্মাদদ্য বরারোহে ! প্রার্থয়াম্যষ্টমং সুতম্ ॥ ৩২ ॥
ইত্যুক্তাপি গৃহীত্বা তং যদা গন্তুং সমুৎসুকা।
তদাতিকুপিতো রাজা তামুবাচাতিদুঃখিতঃ ॥ ৩৩ ॥
পাপিষ্ঠে ! কিং করোষ্যদ্য নিরয়ান্ন বিভেষি কিম্।
কাসি পাপকরাণাং ত্বং পুত্রী পাপরতা সদা ॥ ৩৪ ॥
যথেচ্ছং গচ্ছ বা তিষ্ঠ পুত্রো মে স্থীয়তামিহ।
কিং করোমি ত্বয়া পাপে ! বংশান্তকরয়াঽনয়া ॥ ৩৫ ॥
এবং বদতি ভূপালে সা গৃহীত্বা সুতং শিশুম্।
গচ্ছন্তী বচনং কোপসংযুতা সমুবাচ হ ॥ ৩৬ ॥

ণয়োঃ পতামি অষ্টমং পুত্রং রক্ষেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥ অন্যদিতি। হে পরমশোভনে অন্যৎ যৎ কিঞ্চিৎ সুদুর্লভং বস্তুজাতমপি ত্বয়া প্রার্থিতং সৎ অহং দদামি পরং মেঽদ্য বংশো রক্ষণীয়ঃ ॥ ৩১ ॥ পুত্ররক্ষণে কারণং সূচয়ন্নাহ। অপুত্রস্যেতি। ইহ সংসারে অপুত্রস্য গতির্নাস্তীতি বেদজ্ঞাঃ বিদুঃ তস্মাদ্ধেতোঃ অষ্টমং পুত্রং প্রার্থয়ামীতি॥ ৩২ ॥ ইত্যুক্তাপীতি। রাজ্ঞা এবং প্রার্থিতাঽপি যদা সা তং পুত্রং গৃহীত্বা গন্তুমুৎসুকা তদা রাজা দুঃখিতোঽতিকুপিতশ্চ তামুবাচ ॥ ৩৩ ॥) পাপকরাণাম্পাপিনামিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ (যথেচ্ছমিতি। মে পুত্রঃ অত্র স্থীয়তাম্। ত্বং যথেষ্টং গচ্ছ তিষ্ঠ বা অনয়া বংশান্তকরয়া ত্বয়াঽহং কিং করোমীতি ॥ ৩৫ ॥

এবং বদতীতি। ভূপালে শন্তনৌ এবং বদতি সতি সা শিশুং সুতং গৃহীত্বা গচ্ছন্তী

পায়ে পড়িতেছি এই পুত্রটী রক্ষা কর ॥ ৩০ ॥ তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর তাহা দুর্লভ হইলেও তোমাকে প্রদান করিব ; কিন্তু হে সুন্দরি ! অদ্য আমার বংশ রক্ষা করা তোমার উচিত বিবেচনা করিতেছি ॥ ৩১ ॥ কারণ, বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন অপুত্রক ব্যক্তি কখনই স্বর্গে যাইতে সমর্থ হয় না। হে বরারোহে ! এই জন্যই অদ্য এই অষ্টম পুত্রটীকে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩২ ॥ ঋষিগণ ! নরপতি এইরূপে বারংবার প্রার্থনা করিলেও নারীরূপা গঙ্গা যখন পুত্রটীকে গ্রহণ করিয়া গমনোদ্যতা হইলেন ; তখন রাজা শান্তনু অতি দুঃখিত এবং কুপিত হইয়া বলিলেন ॥ ৩৩ ॥ পাপিষ্ঠে ! তুমি কি করিতেছ ? তোমার কি নরকে ভয় নাই ? পাপাত্মাদিগের মধ্যে তুমি কোন পাপাত্মার কন্যা যে সর্ব্বদাই আমার বংশ ধ্বংসে রত রহিয়াছ ? ॥ ৩৪ ॥ আমার পুত্র এই স্থানে থাকুক তুমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও। পাপিষ্ঠে ! তুমি বংশনাশকারিণী তোমাকে লইয়া আমি কি করিব ॥৩৫॥

শান্তনুরাজ এইরূপ বলিলে পর সেই রমণী শিশু পুত্রটীকে লইয়া যাইবার সময়

পুত্রকামা সুতং ত্বেনং পালয়ামি বনে গতঃ।
সময়ো মে গমিষ্যামি বচনং হ্যন্যথা কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥
গঙ্গাং মাং বৈ বিজানীহি দেবকার্য্যার্থমাগতাম্।
বসবস্তু পুরা শপ্তা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥ ৩৮ ॥
ব্রজন্তু মানুষীং যোনিং স্থিতাং চিন্তাতুরাস্তু মাম্।
দৃষ্ট্বেদং প্রার্থয়ামাসুর্জননী নো ভবানঘে! ॥ ৩৯ ॥
তেভ্যো দত্ত্বা বরং জাতা পত্নী তে নৃপসত্তম!।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং জানীহি সম্ভবো মম ॥ ৪০ ॥
সপ্ত তে বসবঃ পুত্রা মুক্তাঃ শাপাদৃষেস্তু তে।
কিয়ন্তং কালমেকোঽয়ং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

সতী কোপসংযুতা বচনং বক্ষ্যমাণং উবাচ ॥ ৩৬ ॥) পুত্রকামেতি। হে রাজন্! পুত্রকামাহং পুত্রং গৃহীত্বা গমিষ্যামি বনে চৈনং পুত্রং পালয়ামি পালয়িষ্যামি। ইহৈব কুতো ন পাল্যতে ইতি চেদ্গতঃ সময়ো যো ময়া পণঃ কৃতঃ স নষ্ট ইতি হেতোঃ। কুতো নষ্ট ইতি চেন্মম বচনং পূর্ব্বোক্তং ত্বয়া অন্যথা কৃতমিতি হেতোঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র পুত্রং পালয়িষ্যসীত্যত্র কিং প্রমাণমিতি চেদহং গঙ্গাঽস্মি ততো মদ্বচনং সত্যং জানীহীত্যভিপ্রায়েণাহ। গঙ্গামিতি। তর্হি ত্বং মম পত্নী কুতো জাতা তথা পুত্রাশ্চ ত্বয়া কথং হিংসিতা ইতি চেত্তত্রাহ বসবস্থিতি ॥ ৩৮ ॥ (শাপপ্রকারং সূচয়ন্ত্যাহ ব্রজন্ত্বিতি। অয়মর্থঃ। নন্দিনীহরণাপরাদ্ধান্ বসূন্ প্রতি ব্রহ্মর্ষির্বশিষ্ঠঃ এবং শপ্তবান্ যথা, যতো ভবন্তো মম কামধেনুং হৃতবন্তঃ অতো মানুষীং যোনিং ব্রজন্তু ইত্যেবমভিশপ্তাঃ সন্তস্তে বসবঃ পথি স্থিতাং মাং দৃষ্ট্বা হে অনঘে! ত্বং নোঽস্মাকং জননী ভবেতি প্রার্থয়ামাসুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ তেভ্যো দত্ত্বেতি। তেভ্যো বসুভ্যঃ তথাস্ত্বিতি বরং দত্ত্বা তে তব পত্নী জাতাঽহমিতি শেষঃ। নন্বহং পঞ্চশরবিদ্ধা সতী পত্ন্যভবং কিন্তু তৈর্বসুভিঃ প্রার্থিতা দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থমেব মম সম্ভব ইতি নিশ্চিতং জানীহি ॥ ৪০ ॥ ততঃ কিং জাতমিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ। সপ্তেতি। তে সপ্ত বসবঃ তব যে সপ্তপুত্রা ময়া জলে নিক্ষিপ্তাঃ তে নিহতাঃ সন্তঃ মুনের্বশিষ্ঠস্য শাপাৎ মুক্তাঃ। অয়ং য একো

কোপভরে বলিলেন ॥ ৩৬ ॥ রাজন্! পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে কথা ছিল তুমি তাহার অন্যথা করিলে; অতএব, এক্ষণে সেই নিয়ম ভঙ্গ জন্য আমি বনে যাইয়া এই পুত্রটীকে প্রতিপালন করিব ॥ ৩৭ ॥ রাজন্! এক্ষণে তুমি আমাকে সুরনদী গঙ্গা বলিয়া অবগত হও। আমি কোনও দেবকার্য্যের জন্য এই মনুষ্যলোকে আসিয়াছিলাম। পূর্ব্বে মহাত্মা বশিষ্ঠঋষি বসুগণকে মানুষযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে বলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর বসুগণ অতিশয় চিন্তাতুর হইয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া, আপনি আমাদিগের জননী হউন এই বলিয়া প্রার্থনা করে। তদনন্তর আমি (তাহাই হইবে বলিয়া) তাঁহাদিগকে বরপ্রদান করিয়া তোমার পত্নী হইয়াছিলাম। নৃপবর! দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্যই আমার সম্ভব এইটীই স্থির জানিবেন॥ ৩৮—৪০ ॥ মহারাজ! সাত জন বসু আপনার পুত্ররূপে জন্ম-

গঙ্গাদত্তমিমং পুত্রং গৃহাণ শন্তনো ! স্বয়ম্।
বসুন্দেবং বিদিত্বৈনং সুখং ভুংক্ষ্ব সুতোদ্ভবম্ ॥ ৪২ ॥
গাঙ্গেয়োঽয়ং মহাভাগ ! ভবিষ্যতি বলাধিকঃ।
অদ্য তত্র নয়াম্যেনং যত্র ত্বং বৈ ময়া বৃতঃ ॥ ৪৩ ॥
দাস্যামি যৌবনপ্রাপ্তং পালয়িত্বা মহীপতে ! ।
ন মাতৃরহিতঃ পুত্রো জীবেন্ন চ সুখী ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে গঙ্গা তং গৃহীত্বা চ বালকম্।
রাজা চাতীবদুঃখার্ত্তঃ সংস্থিতো নিজমন্দিরে ॥ ৪৫ ॥
ভার্য্যাবিরহজং দুঃখং তথা পুত্রস্য চাদ্ভুতম্।
সর্ব্বদা চিন্তয়ন্নাস্তে রাজ্যং কুর্ব্বন্ মহীপতিঃ ॥ ৪৬ ॥
এবং গচ্ছতি কালেঽথ নৃপতির্ম্মৃগয়াং গতঃ।
নিঘ্নন্ মৃগগণান্ বাণৈর্মহিষান্ শূকরানপি ॥ ৪৭ ॥

বর্ত্তমানঃ অষ্টমো বসুরিত্যর্থঃ। অসৌ কিয়ন্তং কালং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ইহ লোকে তব পুত্রভাবেন কিয়ন্তং কালং ব্যাপ্যায়ং স্থাস্যতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৪১ ॥ গঙ্গাদত্তমিতি। হে শন্তনো ! ত্বং ইমং স্বয়ং গঙ্গাদত্তং পুত্রং গৃহাণ এনং পুত্রমপি চ বসুং বিদিত্বৈব সুতোদ্ভবং সুখং ভুঙ্ক্ষ্ব নত্বয়ং সাধারণপুত্র ইতি ভাবঃ ॥৪২॥ দেবশক্তিগর্ভজাততয়া পুত্রস্য ভাবিপ্রভাবং বিজিজ্ঞাপয়িষুরাহ গাঙ্গেয়োঽয়মিতি ॥ ৪৩ ॥ কতিবর্ষং যাবত্বদন্তিকং স্থাস্যতীতি চেত্তত্রাহ দাস্যামীতি। যতো মাতৃবিহীনঃ পুত্রো ন জীবেন্ন চ সুখী ভবেৎ অত এনং নয়ামীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুক্ত্বেতি। এতাবদুক্ত্বা অন্তর্হিতা বভূব ॥ ৪৫ ॥ ভার্য্যেতি। মহীপতিঃ শন্তনুঃ ভার্য্যাবিরহজন্যং পুত্রবিরহজন্যঞ্চ অদ্ভুতং দুঃখং সর্ব্বদা চিন্তয়ন্ আস্তে পরং নৈব প্রজাপালনরূপং রাজধর্ম্মং মুক্ত্বা কেবলং দুঃখং চিন্তয়তি অত আহ রাজ্যং কুর্ব্বন্নিতি ॥ ৪৬ ॥

গ্রহণ করিয়া ঋষির শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। এই একটী বসু তোমার পুত্র হইয়া কিছুকাল ইহ লোকে অবস্থিতি করিবে ॥ ৪১ ॥ হে শান্তনুরাজ ! আমি প্রদান করিতেছি পুত্রটীকে গ্রহণ কর। ইহাকে বসুদেব মনে করিয়া পুত্রজন্য সুখ উপভোগ কর ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! তুমি অতি ভাগ্যশালী তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার এই পুত্রটী গঙ্গার গর্ভ-জাত অতএব এ অতিশয় বলশালী হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে স্থানে মিলন হইয়াছিল, অদ্য আমি ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাইব ॥ ৪৩ ॥ কারণ, মাতৃ-বিরহিত পুত্র কখনই সুখী হইতে বা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, এজন্য লালন পালন করিয়া ইহার যৌবনকাল উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার আপনাকে প্রদান করিব ॥ ৪৪ ॥ ঋষিগণ ! গঙ্গা-দেবী এই কথা বলিয়া পুত্রটীকে গ্রহণ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজাও অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ভার্য্যা ও পুত্রের বিষয় চিন্তা করিয়া অতিশয় বিরহজাত দুঃখের সহিত রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥

গঙ্গাতীরমনুপ্রাপ্তঃ স রাজা শন্তনুস্তদা।
নদীং স্তোকজলাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ স মহীপতিঃ ॥ ৪৮ ॥
তত্রাপশ্যৎ কুমারং তং মুঞ্চন্তং বিশিখান্ বহূন্।
আকৃষ্য চ মহাচাপং ক্রীড়ন্তং সরিতস্তটে ॥ ৪৯ ॥
তং বীক্ষ্য বিস্মিতো রাজা ন স্ম জানাতি কিঞ্চন।
নোপলেভে স্মৃতিং ভূপঃ পুত্রোঽয়ং মম বা ন বা ॥ ৫০ ॥
দৃষ্ট্বাপ্যমানুষং কর্ম্ম বাণেষু লঘুহস্ততাম্।
বিদ্যাং বাঽপ্রতিমাং রূপং তস্য বৈ স্মরসন্নিভম্ ॥ ৫১ ॥
পপ্রচ্ছ বিস্মিতো রাজা কস্য পুত্রোঽসি চানঘ।!
নোবাচ কিঞ্চিদ্বীরোঽসৌ মুঞ্চন্ শিলীমুখানথ ॥ ৫২ ॥
অন্তর্ধানংগতঃ সোঽথ রাজা চিন্তাতুরোঽভবৎ।
কোঽয়ং মম সুতো বালঃ কিং করোমি ব্রজামি কম্ ॥ ৫৩ ॥

এবমিতি। এম্প্রকারেণ কালে গচ্ছতি অথ কদাচিৎ স রাজা মৃগয়াঙ্গতঃ মহিষাদীন্ বহূন মৃগান্ বাণৈর্নিঘ্নন্ গঙ্গাতীরমনুপ্রাপ্তঃ সন্ নদীং গঙ্গাং স্তোকজলাং স্বল্পসলিলবহাং দৃষ্ট্বা বিস্মিত আসীৎ ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥ তত্রাপশ্যদিতি। তত্র সরিতস্তটে কঞ্চিৎ কুমারং বহূন্ বিশিখান্ বাণান্ মুঞ্চন্তমপশ্যৎ ॥ ৪৯ ॥ তং বীক্ষ্যেতি। রাজা তং কুমারং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ সন্ কিমপি ন জানাতি অয়ং মম পুত্রো ন চেতি স্মৃতিং ন উপলেভে ॥ ৫০ ॥ দৃষ্ট্বাপীতি। বাণেষু লঘুহস্ততাং ক্ষিপ্রকারিতাং তথা নদীজলশোষণরূপমমানুষং কর্ম্ম অপ্রতিমাং নিরুপমাং বিদ্যাং চ দৃষ্ট্বা রাজা বিস্মিতঃ সন্ পপ্রচ্ছেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৫১—৫২ ॥) কোঽয়মিতি। অয়ং বালো মম সুতোঽন্যো বা কশ্চনাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৩॥ (গঙ্গামিতি। ভূপালঃ

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে একদিবস সেই শান্তনু নৃপতি মৃগয়ায় যাইয়া সুশাণিত বাণদ্বারা মহিষ, শূকর প্রভৃতি নানাজাতি পশুগণকে বধ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন এবং সহসা নদীর জল স্বল্পমাত্র প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥ অনন্তর, সেই নদীতটে একটী বালককে ক্রীড়া উপলক্ষে একটী মহৎ শরাসন আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য বাণ পরিত্যাগ করিতে দেখিলেন ॥ ৪৯ ॥ রাজা সেই বালককে দেখিবামাত্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া পূর্ব্বকথা সমস্তই ভুলিয়া গেলেন, এজন্য এই বালক আমার পুত্র কি না ইহাও স্মরণ করিতে পারিলেন না ॥ ৫০ ॥ রাজা সেই বালকের অমানুষ কর্ম্ম, বাণে অতিশয় লঘুহস্ততা অতুল্য ধনুর্বিদ্যা এবং কন্দর্পসদৃশ রূপ সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া, তুমি কাহার পুত্র তাঁহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সেই বাণবর্ষণকারী বীর বালক রাজাকে কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। বালক প্রস্থান করিলে রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই বালক আমার পুত্র কি না।

গঙ্গাং তুষ্টাব ভূপালঃ স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ।
দর্শনং সা দদাবাথ চারুরূপা যথা পুরা ॥ ৫৪ ॥
দৃষ্ট্বা তাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং বভাষে নৃপতিঃ স্বয়ম্‌।
কোঽয়ং গঙ্গে! গতো বালো মম ত্বং দর্শয়াধুনা ॥ ৫৫ ॥

গঙ্গোবাচ।

পুত্ত্রোঽয়ং তব রাজেন্দ্র! রক্ষিতশ্চাষ্টমো বসুঃ।
দদামি তব হস্তে তু গাঙ্গেয়োঽয়ং মহাতপাঃ ॥ ৫৬ ॥
কীর্ত্তিকর্ত্তা কুলস্যাস্য ভবিতা তব সুব্রত!।
পাঠিতস্ত্বখিলান্‌ বেদান্‌ ধনুর্ব্বেদঞ্চ শাশ্বতম্‌ ॥ ৫৭ ॥
বশিষ্ঠস্যাশ্রমে দিব্যে সংস্থিতোঽয়ং সুতস্তব।
সর্ব্ববিদ্যাবিধানজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকুশলঃ শুচিঃ ॥ ৫৮ ॥
যদ্বেদ জামদগ্ন্যোঽসৌ তদ্বেদায়ং সুতস্তব।
গৃহাণ গচ্ছ রাজেন্দ্র! সুখী ভব নরাধিপ! ॥ ৫৯ ॥

শন্তনুঃ তত্র নদীতটে স্থিতঃ সমাহিতঃ সন্‌ গঙ্গাং তুষ্টাব স্তুতিং চকার। অথ রাজ্ঞাঽভিষ্টুতা সা গঙ্গা পুরা পূর্ব্বং মানুষরমণীরূপং ধৃত্বা যথা রময়ামাস তথা ইদানীমপি তদ্রূপং বিধায় দর্শনং দদৌ শন্তনুরাজায়েতি শেষঃ ॥ ৫৪ ॥ দৃষ্ট্বেতি চারুসর্ব্বাঙ্গীং সর্ব্বাঙ্গমনোহরাম্‌। অয়ং বালকঃ কঃ যোঽয়ং গতঃ ত্বং ইদানীং তং দর্শয়েতি বভাষে ॥ ৫৫ ॥

পুত্ত্রোয়মিতি। হে রাজেন্দ্র! অয়ং মহাতপা গঙ্গাগর্ভজাতঃ তব পুত্ত্ররূপোঽষ্টমো বসুঃ সাম্প্রতং তব হস্তে দদামি সমর্পয়ামি॥৫৬॥ কীর্ত্তিকর্ত্তেতি। নতু কেবলং পোষণাদিনা পরিবর্দ্ধিতোঽয়ং বালকঃ অখিলান্‌ বেদান্‌ ধনুর্বেদঞ্চ পাঠিত এব॥৫৭॥ কুতোঽয়ম্প্রাপ বিদ্যাং ইতি চেত্তত্রাহ

এক্ষণে কি উপায় করি কাহার নিকট যাই ॥ ৫১—৫৩ ॥ এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া রাজা সেই নদীতটে সমাহিত হইয়া গঙ্গাকে স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর গঙ্গাদেবী পূর্ব্ববৎ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন ॥ ৫৪ ॥ রাজা সেই চারুরূপা গঙ্গাকে দর্শন করিবামাত্রই বলিলেন, গঙ্গে! এই বালকটী কে, এবং কোথায় যাইল, তুমি এক্ষণে সেই বালকটীকে আমায় দর্শন করাও ॥ ৫৫ ॥

গঙ্গা, রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, রাজেন্দ্র! এই বালকটী তোমারই পুত্ত্র আমি এতদিন ইহাকে রক্ষা করিয়াছি। ইহাকে শাপভ্রষ্ট অষ্টম বসু বলিয়া জানিবেন। এক্ষণে আমি এই মহাতপা গাঙ্গেয়কে আপনার হস্তে প্রদান করিতেছি ॥ ৫৬ ॥ রাজন্‌! এই পুত্ত্রটীই তোমার কুলের কীর্ত্তিকর হইবে। আমি ইহাকে বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে রাখিয়া অখিল বেদ বিশেষত সমস্ত ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছি। তোমার এই পুত্ত্রটী বশিষ্ঠের আশ্রমে বাস করত এক্ষণে সর্ব্ববিদ্যাবিৎ ও সর্ব্বকার্য্যদক্ষ হইয়াছে ॥ ৫৭-৫৮ ॥ রাজেন্দ্র! অধিক

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে গঙ্গা দত্ত্বা পুত্রং নৃপায় বৈ।
নৃপতিস্তু মুদা যুক্তো বভূবাতিসুখান্বিতঃ ॥ ৬০ ॥
সমালিঙ্গ্য সুতং রাজা সমাঘ্রায় চ মস্তকম্।
সমারোপ্য রথে পুত্রং স্বপুরং স প্রচক্রমে ॥ ৬১ ॥
গত্বা গজাহ্বয়ং রাজা চকারোৎসবমুত্তমম্।
দৈবজ্ঞঞ্চ সমাহূয় পপ্রচ্ছ চ শুভং দিনম্ ॥ ৬২ ॥
সমাহৃত্য প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সচিবান্ সর্ব্বশঃ শুভান্।
যৌবরাজ্যেঽথ গাঙ্গেয়ং স্থাপয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ৬৩ ॥
কৃত্বা তং যুবরাজানং পুত্রং সর্ব্বগুণান্বিতম্।
সুখমাস স ধর্ম্মাত্মা ন সস্মার চ জাহ্নবীম্ ॥ ৬৪ ॥

সূত উবাচ।

এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং কারণং বসুশাপজম্।
গাঙ্গেয়স্য তথোৎপত্তিং জাহ্নব্যাঃ সম্ভবং তথা ॥ ৬৫ ॥

বশিষ্ঠস্যেতি ॥ ৫৮ ॥ ধনুর্বেদপারদর্শিতাং সূচয়ন্ত্যাহ যদ্‌বেদেতি। জামদগ্ন্যঃ পরশুরামঃ ॥৫৯॥ ইত্যুক্তেতি। এতাবদুক্ত্বা অন্তর্দ্ধানং চকার নৃপতিস্তু মুদা যুক্তো বভূব পুত্রলাভেনেতি যাবৎ ॥ ৬০ ॥ সমালিঙ্গ্যেতি। সমালিঙ্গ্য সমাশ্লিষ্য শিরোঘ্রাণং নয়ন্ রথে সমারোপয়ন্ স্বপুরং হাস্তিনপুরং প্রচক্রমে প্রতস্থে ॥ ৬১ ॥ গত্বেতি। গজাহ্বয়ং হাস্তিনপুরং হস্তীতি নাম্না কশ্চিন্নরপতিরাসীৎ তেন নির্ম্মিতত্বাৎ পুরস্যাপি তদাখ্যা জাতেতি বোধ্যম্ ॥ ৬২ ॥ সমাদৃত্যেতি। শুভান্ কল্যাণকামান্ গাঙ্গেয়ং ভীষ্মং স্থাপয়মাস প্রতিষ্ঠাপিতবান্ ॥ ৬৩ ॥) ন সস্মারেতি। পুত্রসুখেন জাহ্নবীবিরহজদুঃখস্য নাশাত্তাং ন সস্মারেত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

আর কি বলিব, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম যাহা কিছু অবগত আছেন সে সমস্তই তোমার পুত্র সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিয়াছে। এক্ষণে আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে যাইয়া সুখী হউন ॥ ৫৯ ॥ গঙ্গাদেবী এই কথা বলিয়া পুত্রটীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। নৃপতি ও অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং রথে আরোহণ করিয়া নিজ পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬০—৬১ ॥ অনন্তর, শান্তনুরাজ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়াই পুত্রাগমন জন্য মহোৎসব করিলেন এবং সমস্ত প্রজা ও সর্ব্বদাহিতকারী মন্ত্রিবর্গকে আনয়ন পূর্ব্বক দৈবজ্ঞনির্দ্দিষ্ট শুভদিনে গঙ্গা-নন্দনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৬২—৬৩ ॥ এইরূপে ধর্ম্মাত্মা শান্তনুরাজ সর্ব্ব-গুণান্বিত গাঙ্গেয়কে যুবরাজ করিয়া অতিশয় সুখী হইয়া গঙ্গা-বিরহজাত দুঃখ অন্তঃকরণ হইতে বিদূরিত করিলেন ॥ ৬৪ ॥

গঙ্গাবতরণং পুণ্যং বসূনাং সম্ভবং তথা।
যঃ শৃণোতি নরঃ পাপান্মুচ্যতে নাত্র-সংশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥
পুণ্যং পবিত্রমাখ্যানং কথিতং মুনিসত্তমাঃ ! ।
যথা ময়া শ্রুতং ব্যাসাৎ পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥ ৬৭ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যং নানাখ্যানকথান্বিতম্।
দ্বৈপায়নমুখোদ্ভূতং পঞ্চলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৬৮ ॥
শৃণ্বতাং সর্ব্বপাপঘ্নং শুভদং সুখদং তথা।
ইতিহাসমিমং পুণ্যং কীর্ত্তিতং মুনিসত্তমাঃ ! ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

(এতদ্বঃ কথিতমিতি। বো যুষ্মভ্যং এতৎ বসুশাপজং সর্ব্বং কারণং গাঙ্গেয়স্য ভীষ্মস্য উৎপত্তিঃ জাহ্নব্যাশ্চ সম্ভবঃ নরজাতীয়রমণীরূপধারণমিত্যর্থঃ কথিতং ময়েতি শেষঃ ॥ ৬৫ ॥ গঙ্গায়া ইতি। গঙ্গায়া অবতরণং বসূনাঞ্চ সম্ভবং যো নরঃ শৃণোতি ॥ ৬৬ ॥ ইদানীং শ্রীমদ্‌ভাগবতান্তর্গতৈতদাখ্যানমাহাত্ম্যং শৃণ্বতাং পাপধ্বংসাদিফলশ্রুতিং বর্ণয়ন্নধ্যায়ং সমাপয়তি সূতঃ পুণ্যং পবিত্রমিতি ॥ ৬৭—৬৯ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! এই ত আমি আপনাদিগকে বসুশাপের সমস্ত কারণ, গঙ্গা-গর্ভসম্ভূত ভীষ্মের উৎপত্তি এবং গঙ্গাদেবীর সম্ভব কথা সমস্তই বলিলাম ॥৬৫॥ ইহ লোকে যে মনুষ্য এই পুণ্যজনক গঙ্গাবতারের এবং বসুদিগের উৎপত্তিকথা শ্রবণ করিবে সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে ॥৬৬॥ হে মুনিসত্তমগণ ! আমি দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট নানাখ্যান সমন্বিত, পঞ্চলক্ষণ বিশিষ্ট, বেদসদৃশ এই পুণ্যজনক শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি আপনাদের নিকট সেই রূপই বলিলাম। ঋষিগণ ! আমি যে এই পুণ্যজনক ইতিহাস বলিলাম, যাহারা ইহা শ্রবণ করেন তাঁহাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় সর্ব্বদা মঙ্গল হইতে থাকে এবং তাঁহারা চিরসুখী হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন ॥ ৬৭—৬৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের
দ্বিতীয়স্কন্ধে বসুগণের জন্মবিষয়ক
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

বসূনাং সম্ভবঃ সূত! কথিতঃ শাপকারণাৎ।
গাঙ্গেয়স্য তথোৎপত্তিঃ কথিতা লোমহর্ষণে! ॥ ১ ॥
মাতা ব্যাসস্য ধর্ম্মজ্ঞ! নাম্না সত্যবতী সতী।
কথং শন্তনুনা প্রাপ্তা ভার্য্যা গন্ধবতী শুভা ॥ ২ ॥
তন্মমাচক্ষ্ব বিস্তারং দাশপুত্রী কথং বৃতা।
রাজ্ঞা ধর্ম্মবরিষ্ঠেন সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত! ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ।

শন্তনুর্নাম রাজর্ষির্মৃগয়ানিরতঃ সদা।
বনং জগাম নিঘ্নন্ বৈ মৃগাংশ্চ মহিষান্ রুরূন্ ॥ ৪ ॥
চত্বার্য্যেব তু বর্ষাণি পুত্রেণ সহ ভূপতিঃ।
রমমাণঃ সুখং প্রাপ কুমারেণ যথা হরঃ ॥ ৫ ॥

একোনষষ্টিশ্লোকৈস্তু সত্যবত্যাতিসুন্দরী।
বৃতা শন্তনুনা রাজ্ঞা কথেয়ং সমুদীর্য্যতে ॥

গঙ্গয়া সহ শন্তনোর্বিবাহাদিকং শ্রুত্বা সত্যবতীবিবাহকথাং পৃচ্ছন্তি বসূনামিতি ॥ ১ ॥ (মাতেতি। ধর্ম্মজ্ঞ! সূত! ব্যাসশিষ্যত্বাত্তথাত্বম্। রাজ্ঞা শন্তনুনা কথং প্রাপ্তা লব্ধা গন্ধবতী যোজনগন্ধান্বিতা ॥ ২ ॥ তন্মমেতি। হে সুব্রত! ধর্ম্মবরিষ্ঠেন রাজ্ঞা দাশপুত্রী কথং বৃতেত্যেতন্মমাচক্ষ্ব উক্ত্বা চ সংশয়ং ছিন্ধীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

শন্তনুরিতি। সদা মৃগয়ানিরতঃ। রুরূন্ মৃগভেদান্ ॥ ৪ ॥) পুত্রেণ সহ ভীষ্মেণ সহ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণ পুত্র সূত! তুমি বসুগণের শাপজন্য সমুদ্ভব এবং গঙ্গানন্দন ভীষ্মের উৎপত্তি কথা বলিয়াছ ॥ ১ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বল, শান্তনু নৃপতি কি করিয়া সেই যোজনগন্ধা ব্যাসজননী সতী সত্যবতীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা ধার্ম্মিকপ্রবর হইয়াও কি রূপে তাহাকে বরণ করিলেন? হে সুব্রত সূত! আমাদিগের এই সংশয় ছেদ কর ॥ ২—৩ ॥

সূত ঋষিগণের এইরূপ প্রশ্নবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ঋষিগণ! রাজর্ষি শান্তনু সর্ব্বদা মৃগয়ারত হইয়া হরিণ মহিষ ও অন্যান্য পশুগণকে বিনাশ করত বনে বনে ভ্রমণ করিতেন ॥ ৪ ॥ এইরূপে ভূপতি শান্তনু চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্র ভীষ্মের সহিত একত্র থাকিয়া,

একদা বিক্ষিপন্‌ বাণান্‌ বিনিঘ্নন্‌ খড়্গশূকরান্‌।
স কদাচিদ্বনং প্রাপ্তঃ কালিন্দীং সরিতাং বরাম্‌ ॥ ৬ ॥
মহীপতিরনির্দ্দেশ্যমাজিঘ্রদ্‌গন্ধমুত্তমম্‌।
তস্য প্রভবমন্বিচ্ছন্‌ সঞ্চচার বনং তদা ॥ ৭ ॥
ন মন্দারস্য গন্ধোঽয়ং মৃগনাভিমদস্য ন।
চম্পকস্য ন মালত্যা ন কেতক্যা মনোহরঃ ॥ ৮ ॥
ন চানুভূতপূর্ব্বোঽয়ং বাতি গন্ধবহঃ শুভঃ।
কুতোঽয়মেতি বায়ুর্বৈ মম ঘ্রাণবিমোহনঃ ॥ ৯ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্যমানোঽসৌ বভ্রাম বনমণ্ডলম্‌।
মোহিতো গন্ধলোভেন শন্তনুঃ পবনানুগঃ ॥ ১০ ॥
স দদর্শ নদীতীরে সংস্থিতাং চারুদর্শনাম্‌।
শৃঙ্গারসহিতাং কান্তাং সুস্থিতাং মলিনাম্বরাম্‌ ॥ ১১ ॥
দৃষ্ট্বা তামসিতাপাঙ্গীং বিস্মিতঃ স মহীপতিঃ।
অস্যা দেহস্য গন্ধোঽয়মিতি সঞ্জাতনিশ্চয়ঃ ॥ ১২ ॥

কুমারেণ স্কন্দেন ॥ ৫॥ স কদাচিদিতি। প্রথমং বনং প্রাপ্তঃ পশ্চাদ্বনমধ্যস্থাং সরিদ্বরাং কালিন্দীং যমুনাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ অনির্দ্দেশ্যং নির্দ্দেষ্টুমশক্যং তস্য গন্ধস্য প্রভবমুৎপত্তিস্থানম্‌ ॥ ৭—৮ ॥ গন্ধবহো বায়ুঃ ॥ ৯ ॥ পবনানুগঃ পবনমনুলক্ষীকৃত্য গন্তা ॥ ১০ ॥ (স দদর্শেতি। স রাজা নদীতটস্থানে মনোজ্ঞদর্শনাং শৃঙ্গারসহিতাং যৌবনোপযোগিহাবভাবাদ্যাঢ্যাং অতঃ কান্তাং কমনীয়মূর্ত্তিমিত্যর্থঃ। সুস্থিতাং চাপল্যরহিতাং মলিনাম্বরামিত্যনেন নীচজাতিকন্যাত্বং সূচিতম্‌। এবম্ভূতাং দদর্শেত্যন্বয়ঃ ॥১১॥ দৃষ্ট্বা তামিতি। অসিতৌ ঈষদ্রক্তৌ

মহাদেব যেরূপ কার্ত্তিক সহবাসে আনন্দ লাভ করেন, তদনুরূপ সুখলাভ করিলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর, একদা মৃগয়া উপলক্ষে শূকর গণ্ডার প্রভৃতি বন্যপশুগণের সংহার করিতে করিতে সরিদ্বরা-কালিন্দীসমীপস্থ বনে উপস্থিত হইলেন ॥ ৬ ॥ উপস্থিত মাত্রই শান্তনুরাজ এক প্রকার সুগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন; কিন্তু, সেই গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অনন্তর, তিনি সেই সদ্‌গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহার অন্বেষণ জন্য সেই বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ পরে মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে, এই মনোহর সদ্গন্ধ মন্দার পুষ্পের নয়, মৃগনাভিরও নয়, চম্পক, মালতী বা কেতকী পুষ্পেরও নয়। আমি পূর্ব্বে কখন এরূপ সুরভিময় বায়ু সেবন করি নাই এরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিমোহনকারী বায়ু কোথা হইতে প্রবাহিত হইতেছে? ॥ ৮—৯ ॥ ঋষিগণ! শান্তনুরাজ এইরূপ চিন্তা করত সমাগত গন্ধলোভে মোহিত হইয়া সেই গন্ধবহ বায়ুর অনুসরণ করত সমস্ত বন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর, তিনি কালিন্দী-নদীতীরে সমুপবিষ্ট যৌবনোপযোগী

তদদ্ভুতং রূপমতীবসুন্দরং
তথৈব গন্ধোঽখিললোকসম্মতঃ ।
বয়শ্চ তাদৃঙ্নবযৌবনং শুভং
দৃষ্ট্বৈব রাজা কিল বিস্মিতোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥
কেয়ং কুতো বা সমুপাগতাঽধুনা
দেবাঙ্গনা বা কিমু মানুষী বা ।
গন্ধর্ব্বপুত্রী কিল নাগকন্যা
জানে কথং গন্ধবতীং নু কামিনীম্ ॥ ১৪ ॥
সঞ্চিন্ত্য চৈবং মনসা নৃপোঽসৌ
ন নিশ্চয়ং প্রাপ যদা ততঃ স্বয়ম্ ।
গঙ্গাং স্মরন্ কামবশং গতোঽথ
পপ্রচ্ছ কান্তাং তটসংস্থিতাঞ্চ ॥ ১৫ ॥
কাসি প্রিয়ে ! কস্য সুতাসি কস্মা-
দিহ স্থিতা ত্বং বিজনে বরোরু ! ।
একাকিনী কিং বদ চারুনেত্রে !
বিবাহিতা বা ন বিবাহিতাসি ॥ ১৬ ॥

অপাঙ্গৌ লোচনপ্রান্তৌ যস্যাস্তাং দৃষ্ট্বা স মহীপতিঃ অস্যা দেহস্থোঽয়ং গন্ধঃ ইতি সংজাতঃ নিশ্চয়ঃ যস্য ॥ ১২ ॥ রূপাধিক্যং বর্ণয়িতুকাম আহ তদদ্ভুতমিতি । অখিললোকসম্মতঃ সর্ব্বজন-মনোহরো গন্ধঃ ॥ ১৩ ॥ ইদানীং রাজা মনসা বিচারয়ন্নাহ কেয়মিতি ॥ ১৪ ॥) গঙ্গাং স্মরন্ কামবশং গতঃ কামেন রূঢ়চিত্তঃ সন্ যয়া গঙ্গয়াঽহং ত্যক্তঃ সৈব গঙ্গা স্থিয়ং ন স্যাদিতি তাং

অঙ্গসৌষ্ঠবে কমনীয়মূর্ত্তি মলিনবস্ত্রা একটী সুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১১ ॥ মহী-পতি শান্তনু সেই চারুলোচনা কামিনীকে দেখিবামাত্রই অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং এই গন্ধ ইহাঁরই শরীর হইতে সমুৎপন্ন ইহা স্থির করিলেন ॥ ১২ ॥ ঋষিগণ ! রাজা তাঁহার সেই অতীবসুন্দর আশ্চর্য্যজনক রূপ, সর্ব্ব লোকের আমোদকর সেই গন্ধ এবং নবযৌবনান্বিত সেই বয়স দেখিয়াই বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন ; পরে চিন্তা করিলেন, এই রমণী কে ? কোথা হইতেই বা আসিয়াছে ? ইনি কি দেবকন্যা বা মানবী বা গন্ধর্ব্বকন্যা অথবা নাগকন্যা ? এই সদ্‌গন্ধবিশিষ্টা কামিনী কে ? ইহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব ॥ ১৩—১৪ ॥ ঋষিগণ ! শান্তনু নৃপতি মনে মনে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়াও যখন কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, তখন গঙ্গাকে স্মরণ করত কামাতুর হইয়া স্বয়ং যমুনাতটসংস্থিত সেই কামি-নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৫ ॥ সুন্দরি ! তুমি কে এবং কাহার কন্যা ? কিজন্য এই

সঞ্জাতকামোঽহমরালনেত্রে !
ত্বাং বীক্ষ্য কান্তাঞ্চ মনোরমাঞ্চ।
ব্রূহি প্রিয়ে ! যাসি চিকীর্ষসি ত্বং
কিং চেতি সর্ব্বং মম বিস্তরেণ ॥ ১৭ ॥
ইত্যেবমুক্তা সুদতী নৃপেণ
প্রোবাচ তং সস্মিতমম্বুজেক্ষণা।
দাশস্য পুত্রীং ত্বমবেহি রাজন্ !
কন্যাং পিতুঃ শাসনসংস্থিতাঞ্চ ॥ ১৮ ॥
তরীমিমাং ধর্ম্মনিমিত্তমেব
সংবাহয়ামীহ জলে নৃপেন্দ্র ! ।
পিতা গৃহে মেঽদ্য গতোঽস্তি কামং
সত্যং ব্রবীম্যর্থপতে ! তবাগ্রে ॥ ১৯ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা বিররাম বালা
কামাতুরস্তাং নৃপতির্ব্বভাষে।
কুরুপ্রবীরং কুরু মাং পতিং ত্বং
বৃথা ন গচ্ছেন্ননু যৌবনং তে ॥ ২০ ॥

গঙ্গাং স্মরন্ পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥ অরালনেত্রে কুটিলনেত্রে ॥ ১৭—১৮ ॥ ধর্ম্মনিমিত্ত মেবেতি। অস্মাকং দাশানামার্য্যধর্ম্মোঽস্তীতি তন্নিমিত্তমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ (ইত্যেবমিতি। বাল দাশকন্যা সত্যবতী ইত্যেবং উক্ত্বা বিরতা বভূব ততো নৃপতিঃ কামাতুরঃ সন্ তাং বভাষে কিং বভাষে ইত্যত্রাহ মাং কুরুপ্রবীরং কুরুবংশ্যনরপতিং পতিং কুরু পতিত্বেন মাং বৃণীহি

নির্জ্জন বনে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছ ? চারুলোচনে ! তোমার বিবাহ হইয়াছে কি না আমাকে বল। কারণ, হে কুটিলকটাক্ষে ! তুমি কমনীয়া ও রমণীয়া। আমি তোমাকে দেখিয়াই কামাতুর হইয়াছি। প্রিয়ে ! তুমি কে এবং কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহা আমাকে সমস্তই বিস্তার করিয়া বল ॥ ১৬—১৭ ॥

সেই পদ্মপত্রলোচনা সুন্দরী নরপতির এই কথার পর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, রাজন্ ! আপনি আমাকে ধীবরের কন্যা এবং পিতার আদেশানুবর্ত্তিনী বলিয়া জানিবেন ॥১৮॥ নৃপবর ! আমি জাতিধর্ম্ম রক্ষার জন্য এই নৌকাখানি যমুনাজলে বহনাবহন করি। অদ্য আমার পিতা গৃহে গমন করিয়াছেন ইহা আপনার নিকট সত্য বলিতেছি ॥ ১৯ ॥ ঋষিগণ ! সেই কন্যা রাজাকে এই কথা বলিয়াই বিরত হইল। কিন্তু, কামাতুর নৃপতি তাহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন। সুন্দরি ! আমি কুরুবংশীয় রাজা তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর। দেখ, তোমার এই

ন চাস্তি পত্নী মম বৈ দ্বিতীয়া
ত্বং ধর্ম্মপত্নী ভব মে মৃগাক্ষি ! ।
দাসোঽস্মি তেঽহং বশগঃ সদৈব
মনোভবস্তাপয়তি প্রিয়ে ! মাম্ ॥ ২১ ॥
গতা প্রিয়া মাং পরিহৃত্য কান্তা
নান্যা বৃতাহং বিধুরোঽস্মি কান্তে ! ।
ত্বাং বীক্ষ্য সর্ব্বাবয়বাতিরম্যাং
মনো হি জাতং বিবশং মদীয়ম্ ॥ ২২ ॥
শ্রুত্বামৃতাস্বাদরসং নৃপস্য
বচোঽতিরম্যং খলু দাশকন্যা।
উবাচ তং সাত্ত্বিকভাবযুক্তা
কৃত্বাঽতিধৈর্য্যং নৃপতিং সুগন্ধা ॥ ২৩ ॥
যদাত্থ রাজন্ ! ময়ি তত্তথৈব
মন্যেঽহমেতত্তু যথা বচস্তে।
নাস্মি স্বতন্ত্রা ত্বমবেহি কামং
দাতা পিতা মেঽর্থয় তং ত্বমাশু ॥ ২৪ ॥

ভাবঃ। তে তব যৌবনং বৃথা ন গচ্ছেদিত্যতোঽহং ব্রবীমীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ২০ ॥ ইদানীং সাপত্ন্যশঙ্কাং নিরাকুর্ব্বন্নাহ ন চাস্তীতি। হে মৃগাক্ষি ! মম দ্বিতীয়া পত্নী নাস্তি অতস্ত্বং মম ধর্ম্মপত্নী ভব ন তু কেবলমেতাবতৈব পর্য্যবসানং কিন্ত্বহং তে বশগো দাসোঽস্মীতি। মনোভবঃ কন্দর্পঃ ॥ ২১ ॥) বিবশং কামাধীনমিতি যাবৎ ॥ ২২ ॥

অতিধৈর্য্যমিতি। অনেন সাপি কামাতুরা জাতেতি বোধিতম্ ॥ ২৩ ॥ যদাত্থ রাজন্নিতি।

যৌবন যেন বৃথা না যায়। তুমি সপত্নীর আশঙ্কা করিও না; কারণ, আমার অন্য পত্নী নাই। মৃগলোচনে ! তুমিই আমার ধর্ম্মপত্নী হও। প্রিয়ে ! আমি দাসের ন্যায় সর্ব্বদা তোমার বশীভূত থাকিব। দেখ, কামদেব আমাকে অতিশয় তাপিত করিতেছে। আমি পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আমার সেই পত্নী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; সেই অবধি আমি অন্য পত্নী গ্রহণ করি নাই। হে সুন্দরি ! এক্ষণে, আমি তোমার সর্ব্বাবয়ব-সৌন্দর্য্য দেখিয়া একেবারে কাতর হইয়াছি, আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, (কোনরূপেই বশীভূত করিতে পারিতেছি না) ॥ ২০—২২ ॥

পদ্মগন্ধা ধীবরকন্যা শান্তনুরাজের অতি রমণীয় অমৃততুল্য এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাত্ত্বিকভাবাক্রান্ত হইলেও অতিশয় ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল ॥ ২৩ ॥

ন স্বৈরিণীহাস্ম্যপি দাশপুত্রী
পিতুর্ব্বশেঽহং সততং চরামি।
স চেদ্দদাতি প্রথিতঃ পিতা মে
গৃহাণ পাণিং বশগাঽস্মি তেঽহম্ ॥ ২৫ ॥
মনোভবস্ত্বাং নৃপ! কিন্দুনোতি
যথা পুনর্ম্মাং নবযৌবনাঞ্চ।
দুনোতি তত্রাপি হি রক্ষণীয়া
ধৃতিঃ কুলাচারপরম্পরাসু ॥ ২৬ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্যা নৃপতিঃ কামমোহিতঃ।
গতো দাশপতের্গেহং তস্যা যাচনহেতবে ॥ ২৭ ॥

হে রাজন্! যত্ত্বাভিলষিতং তদেতন্মমাপ্যভিলষিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ন স্বৈরিণী ন কুলটা-ঽহমস্মি অপি তু কুলীনস্য দাশস্য পুত্রী ॥ ২৫ ॥ নন্ু ত্বৎপিতা প্রষ্টব্য ইত্যবকাশঃ কামান্ধস্য মম নৈবাস্তীতি চেত্তত্রাহ মনোভব ইতি। যথা মাং পুনর্নবযৌবনাং মনোভবো দুনোতি ক্লেশয়তি তথা নৃপ! ত্বাং কিং দুনোতি নৈব দুনোতি। পুরুষাপেক্ষয়া অষ্টগুণিতকামস্য স্ত্রীষু সত্ত্বাৎ তথাপ্যহং যথা ধৈর্য্যেণ ন বিহ্বলাস্মি। এবং ত্বয়া তত্রাপি কামোদ্ভবেঽপি ধৃতিঃ কুলাচারপরম্পরাসু রক্ষণীয়েত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

(ইত্যাকর্ণ্যেতি। তস্যা ইত্যেতদ্বচঃ বচনং আকর্ণ্য শ্রুত্বা কামমোহিতঃ সন্ তস্যা সত্য-বত্যা যাচনার্থং দাশপতের্গেহং গতঃ ॥ ২৭ ॥ দৃষ্ট্বেতি। দাশঃ ধীবরঃ কুরুবংশীয়নরপতিং

রাজন্! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাতে আমি সম্মত আছি; কেবল, আমাকে দেখিয়াই যে আপনার মন চঞ্চল হইয়াছে তাহা নয়, আমারও এইরূপ জানিবেন; কিন্তু, কি করিব আমি স্বাধীনা নহি ইহা আপনি বিশেষরূপে অবগত হউন। আমার পিতা আমার সম্প্রদান-কর্ত্তা। মহারাজ! আপনি সত্বর তাঁহার নিকট আমায় প্রার্থনা করুন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ! আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি সৎকুলজাত দাশরাজের কন্যা। আমি সততই পিতার আদেশানুক্রমে কার্য্য করিয়া থাকি। যদি তিনি প্রদান করেন তাহা হইলে আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন, আমি আপনার বশীভূতা হইব ॥ ২৫ ॥ মহারাজ! কন্দর্প আপনাকে পীড়া প্রদান করিতেছে সত্য কিন্তু তদপেক্ষা আমাকে অধিকতর কষ্ট দিতেছে; কারণ, আমি নবযৌবনাক্রান্তা। তথাপি কি করি, অগ্রে কুলাচারপরম্পরাগত ধৈর্য্য রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! কন্দর্পবাণপীড়িত সেই শান্তনু নৃপতি সত্যবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রার্থনা জন্য দাশপতির গৃহে গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ ধীবর নৃপতিকে

দৃষ্ট্বা নৃপতিমায়ান্তং দাশোঽতিবিস্ময়ং গতঃ।
প্রণামং নৃপতেঃ কৃত্বা কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ২৮ ॥

দাশ উবাচ।

দাসোঽস্মি তব ভূপাল ! কৃতার্থোঽহং তবাগমে।
আজ্ঞাং দেহি মহারাজ ! যদর্থমিহ চাগমঃ ॥ ২৯ ॥

রাজোবাচ।

ধর্ম্মপত্নীং করিষ্যামি সুতামেতাং তবানঘ !।
ত্বয়া চেদ্দীয়তে মহ্যং সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে ॥ ৩০ ॥

দাশ উবাচ।

কন্যারত্নং মদীয়ং চেদ্‌যত্ত্বং প্রার্থয়সে নৃপ !।
দাতব্যং তু প্রদাস্যামি ন ত্বদেয়ং কদাচন ॥ ৩১ ॥
তস্যাঃ পুত্রো মহারাজ ! ত্বদন্তে পৃথিবীপতিঃ।
সর্ব্বথা চাভিষেক্তব্যো নান্যঃ পুত্রস্তবেতি বৈ ॥ ৩২ ॥

শন্তনুমাগচ্ছন্তং দৃষ্ট্বা বিলোক্য অতিবিস্ময়ং গতঃ। অত্যসম্ভবঘটনয়েতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥ দাসোঽস্মীতি। হে ভূপাল ! অহং তব দাসোঽস্মি তবাগমনেঽহং চরিতার্থশ্চ অধুনা ভবতঃ ইহ মম গৃহে যদর্থং আগমঃ আগমনং। আজ্ঞাং দেহি আজ্ঞাপয়েতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

ধর্ম্মপত্নীমিতি। ত্বয়া চেৎ যদি এষা কন্যা মহ্যং দীয়তে তর্হি এতাং তব সুতাং ধর্ম্মপত্নীং করিষ্যামি ন তু কেবলং ভোগার্থমেব গ্রহীষ্যামীতি বিজানীহি এতৎ সত্যং ব্রবীমি। অনঘেতি সম্বুদ্ধ্যা মহতামপি তৎকন্যাগ্রহণাধিকারিত্বং প্রদর্শিতম্ ॥ ৩০ ॥)

প্রার্থয়সে চেদিত্যন্বয়ঃ। দাতব্যং ত্ববশ্যং দাতব্যমেবাস্তি তদ্বস্তু ন গৃহে স্থাপনীয়ং ত্বাদৃশো যদি প্রার্থয়তে তদাবশ্যং দাস্যামি ॥ ৩১ ॥ পুত্রস্তবেতি বৈ ইতি। ইতি যদি তবেষ্টং তদা দাস্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

সমাগত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক বলিল ॥২৮॥ মহারাজ ! আমি আপনার দাস, অদ্য আপনার সমাগমে কৃতার্থ হইলাম। রাজন্ ! কিজন্য আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন আজ্ঞা করুন তাহা সম্পন্ন করিব ॥ ২৯ ॥

শান্তনু নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ধীবর ! তুমি অতিশয় পুণ্যশালী সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে তোমার কন্যা প্রদান কর তাহা হইলে আমি তাহাকে আমার ধর্ম্মপত্নী করিব ইহা তোমাকে সত্য বলিতেছি ॥ ৩০ ॥

ধীবর রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল, মহারাজ ! যাহা দাতব্য বস্তু তাহা অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে, বিশেষত কন্যাধন কখনই অদেয় হইতে পারে না। অতএব,

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা বাক্যং তু দাশস্য রাজা চিন্তাতুরোঽভবৎ।
গাঙ্গেয়ং মনসা কৃত্বা নোবাচ নৃপতিস্তদা॥ ৩৩॥
কামাতুরো গৃহং প্রাপ্তশ্চিন্তাবিষ্টো মহীপতিঃ।
ন সস্নৌ বুভুজে নাথ ন সুস্বাপ গৃহং গতঃ॥ ৩৪॥
চিন্তাতুরন্তু তং দৃষ্ট্বা পুত্রো দেবব্রতস্তদা।
গত্বাপৃচ্ছন্ মহীপালং তদসন্তোষকারণম্॥ ৩৫॥
দুর্জ্জয়ঃ কোঽস্তি শত্রুস্তে করোমি বশগন্তব।
কা চিন্তা নৃপশার্দ্দূল! সত্যং বদ নৃপোত্তম!॥ ৩৬॥
কিং তেন জাতেন সুতেন রাজন্!
দুঃখং ন জানাতি ন নাশয়েদ্যঃ।
ঋণং গ্রহীতুং সমুপাগতোঽসৌ
প্রাগ্জন্মজং নাত্র বিচারণাঽস্তি॥ ৩৭॥

গাঙ্গেয়ং মনসা রাজ্যাধিপং কৃত্বা প্রত্যুত্তরং নোবাচ। গাঙ্গেয়সদৃশে পুত্রে সতি কথমে-তস্যাঃ পুত্রায় রাজ্যং দেয়মিতি ভাবঃ॥ ৩৩॥ তস্যাঃ পুত্রায় রাজ্যদানেঽনিষ্টেঽপি সা স্বিষ্টৈ-বেত্যাহ। কামাতুর ইতি॥ ৩৪॥ দেবব্রতো ভীষ্মঃ॥ ৩৫—৩৬॥ দুঃখং পিতুরিতি শেষঃ। যো দুঃখং পিতুর্ন নাশয়তি স পুত্র ঋণং প্রাগ্জন্মনি গৃহীতং পিত্রা তদ্গ্রহীতুমাগতোঽস্তীতি।

আপনি যদি আমার এই কন্যারত্নটীকে প্রার্থনা করেন তাহা হইলে অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু, মহারাজ! আপনার ঔরসে এই কন্যার গর্ব্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে আপনার অন্তে সেই পুত্রকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে হইবে। আপনার অন্য পুত্রকে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন না॥ ৩১—৩২॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! রাজা ধীবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় চিন্তাতুর হই-লেন এবং গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে স্মরণ করত কোনও উত্তর করিলেন না। বরং সেইরূপ কামা-তুর অবস্থাতেই গৃহে যাইয়া স্নান ভোজন বা শয়ন কিছুই করিলেন না॥ ৩৩—৩৪॥ অনন্তর দেবব্রত গাঙ্গেয় তাঁহাকে চিন্তাতুর দেখিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৩৫॥ হে নৃপবর! আপনার কি কেহ দুর্জ্জয় শত্রু আছে তাহা হইলে বলুন তাহাকে আপনার বশীভূত করিয়া দিতেছি। মহারাজ! আপনার কি চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে আমাকে সত্য করিয়া বলুন॥ ৩৬॥ মহারাজ! যে পুত্র পিতার দুঃখ জানিতে পারে না বা জানিয়াও তাহার নিরাকরণের উপায় করে না তাদৃশ পুত্রের জন্মতে কি প্রয়োজন? সে নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ঋণ গ্রহণ করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে

বিমুচ্য রাজ্যং রঘুনন্দনোঽপি
তাতাজ্ঞয়া দাশরথিস্তু রামঃ।
বনং গতো লক্ষ্মণজানকীভ্যাং
সহৈব শৈলং কিল চিত্রকূটম্ ॥ ৩৮ ॥
সুতো হরিশ্চন্দ্রনৃপস্য রাজন্!
যো রোহিতশ্চেতি প্রসিদ্ধনামা।
ক্রীতোঽথ পিত্রা বিপণোদ্যতশ্চ
দাসার্পিতো বিপ্রগৃহে তু নূনম্ ॥ ৩৯ ॥
তথাঽজিগর্ত্তস্য সুতো বরিষ্ঠো
নাম্না শুনঃশেফ ইতি প্রসিদ্ধঃ।
ক্রীতস্তু পিত্রাপ্যথ যূপবদ্ধঃ
সংমোচিতো গাধিসুতেন পশ্চাৎ ॥ ৪০ ॥
পিত্রাজ্ঞয়া জামদগ্ন্যেন পূর্ব্বং
ছিন্নং শিরো মাতুরিতি প্রসিদ্ধম্।
অকার্য্যমপ্যাচরিতঞ্চ তেন
গুরোরনুজ্ঞা চ গরীয়সী কৃতা ॥ ৪১ ॥
ইদং শরীরং তব ভূপ! তেন
ক্ষমোঽস্মি নূনং বদ কিং করোম্যহম্।
ন শোচনীয়ং ময়ি বর্ত্তমানে-
ঽপ্যসাধ্যমর্থং প্রতিপাদয়াম্যদঃ ॥ ৪২ ॥

ধিক্ তাদৃশং পুত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ সুত ইতি। দাসার্পিতো লক্ষণয়া দাসত্বেনার্পিত ইত্যর্থঃ। ইয়ং কথা সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যমাণা ॥ ৩৯ ॥ তথাঽজিগর্ত্তস্যেতি। ইয়মপি কথা সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যমাণা। গাধিসুতেন বিশ্বামিত্রেণ ॥ ৪০ ॥ পিত্রাজ্ঞয়েতি। গুরোরনুজ্ঞা গুরোঃ

আর বিচার কি? ॥৩৭॥ দেখুন, রঘুনন্দন দশরথপুত্র রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণ এবং জানকীর সহিত বনে যাইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥ মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র প্রসিদ্ধনামা রোহিত পিতৃকর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়া ব্রাহ্মণগৃহে দাসত্ব স্বীকার করিয়া পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ॥৩৯॥ এইরূপ শুনঃশেফ নামে প্রসিদ্ধ অজিগর্ত্তের পুত্র পিতৃকর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়া যূপবদ্ধ হইয়াছিল; পরে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ আর দেখুন, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় নিজ জননীর মস্তক ছেদন করিলেন ইহাও প্রসিদ্ধ আছে। তিনি ইহা অন্যায় কার্য্য করিয়া-

প্রব্রূহি রাজংস্তব কাঽস্তি চিন্তা
নিবারয়াম্যদ্য ধনুর্গৃহীত্বা।
দেহেন মে চেচ্চরিতার্থতা বা
ভবত্বমোঘা ভবতশ্চিকীর্ষা ॥ ৪৩ ॥
ধিক্ তং সুতং যঃ পিতুরীপ্সিতার্থং
ক্ষমোঽপি সন্ন প্রতিপাদয়েদ্যঃ।
জাতেন কিং তেন সুতেন কামং
পিতুর্ন চিন্তাং হি সমুদ্ধরেদ্যঃ ॥ ৪৪ ॥

সূত উবাচ।

নিশম্যেতি বচস্তস্য পুত্রস্য শন্তনুর্নৃপঃ।
লজ্জমানস্তু মনসা তমাহ ত্বরিতং সুতম্ ॥ ৪৫ ॥

রাজোবাচ।

চিন্তা মে মহতী পুত্র! যস্ত্বমেকোঽসি মে সুতঃ।
শূরোঽতি বলবান্ মানী সংগ্রামেষ্বপরাঙ্মুখঃ ॥ ৪৬ ॥

পিতুর্জমদগ্নেরিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ ক্ষমোঽস্মি নূনমিতি। কিমপি ভবৎপ্রিয়ং কর্ত্তুং ক্ষমঃ সমর্থোঽস্মি অধুনাহং কিং করোমীতি বদ ময়া কিংকর্ত্তব্যমিতি বদেত্যর্থঃ। অদঃ ইদমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ দেহেনেতি। যদি কার্য্যকরণে মম দেহঃ পততি তদা দেহেন চরিতার্থতা মম জাতা মম দেহঃ সার্থকো জাতঃ। অথবা কার্য্যং জাতং তদা ভবতশ্চিকীর্ষা অমোঘা সফলা জাতা উভয়তোঽপি ফলমেবাঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ সমুদ্ধরেন্নাশয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

(নিশম্যেতি। নৃপঃ শন্তনুঃ তস্য পুত্রস্য বচো নিশম্য শ্রুত্বা মনসা লজ্জমানঃ সন্ বক্ষ্যমাণং বাক্যমাহ ॥ ৪৫ ॥ চিন্তা ইতি। হে পুত্র! মে মম মহতী চিন্তা জাতা যতস্ত্বং মে একঃ সুতঃ

ছিলেন সত্য, কিন্তু পিতার আজ্ঞাকেই গুরুতর করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ মহারাজ! আমার এই শরীর আপনারই জানিবেন, আমি আপনার প্রিয়কার্য্য করিতে সমর্থ ইহা সত্য জানিবেন; অতএব কি করিতে হইবে বলুন। আমি জীবিত থাকিতে আপনার শোক করা উচিত নয়। আপনি যাহা বলিবেন তাহা অসাধ্য হইলেও সম্পন্ন করিব ॥ ৪২ ॥ রাজন্! আপনার মনে কি চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে আমাকে বলুন, আমি ধনু গ্রহণ করিয়া অদ্যই তাহা নিবারণ করিব। আর যদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমার দেহ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার দেহ দ্বারা কৃতার্থতা লাভ হইল; অন্যথা কার্য্যসিদ্ধ হইলে আপনার ইচ্ছা সফল হইল, অতএব এ বিষয়ে উভয়তই মঙ্গল ॥ ৪৩ ॥ মহারাজ! যে পুত্র সমর্থ হইয়াও পিতার অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন না করে তাহাকে ধিক্! আর যে পুত্র পিতার চিন্তা দূর করিতে না পারে সে পুত্রের জন্মগ্রহণ করিয়াই বা কি ফল? ॥ ৪৪ ॥

একাপত্যস্য মে তাত ! বৃথেদং জীবিতং কিল।
মৃতে ত্বয়ি মৃধে ক্বাপি কিং করোমি নিরাশ্রয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
এষা মে মহতী চিন্তা তেনাদ্য দুঃখিতোঽস্ম্যহম্।
নান্যা চিন্তাস্তি মে পুত্র ! যাং তবাগ্রে বদাম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ।

তদাকর্ণ্যাথ গাঙ্গেয়ো মন্ত্রিবৃদ্ধানপৃচ্ছত।
ন মাং বদতি ভূপালো লজ্জয়াদ্য পরিপ্লুতঃ ॥ ৪৯ ॥
বিত্ত বার্ত্তাং নৃপস্যাদ্য পৃষ্ট্বা যূয়ং বিনিশ্চয়াৎ।
সত্যং ব্রুবন্তু মাং সর্ব্বং তৎ করোমি নিরাকুলঃ ॥ ৫০ ॥
তচ্ছ্রুত্বা তে নৃপং গত্বা সংবিজ্ঞায় চ কারণম্।
শশংসুর্ব্বিদিতার্থস্তু গাঙ্গেয়স্তদচিন্তয়ৎ ॥ ৫১ ॥

ততোঽপি অতি বলবান্ শূরঃ মানী সংগ্রামেষু অপরাঙ্মুখঃ জীবিতনিরপেক্ষঃ ॥ ৪৬ ॥) মৃধে যুদ্ধেঽকস্মাৎ ॥ ৪৭ ॥ (এষা মে মহতীতি। অদ্য ইদানীং এষৈব মে মহতী চিন্তা সম্প্রাপ্তা অতোঽহং দুঃখিতঃ অপরা কাপি চিন্তা নাস্তি যাং তবাগ্রে অহং বদামি ॥ ৪৮ ॥

তদাকর্ণ্যেতি। গাঙ্গেয়ঃ গঙ্গায়া অপত্যং পুমান্ ভীষ্মঃ। পিতৃবাক্যমাকর্ণ্য মন্ত্রিবৃদ্ধান্ অপৃচ্ছত পরিপ্লুতঃ ব্যাপ্তঃ লজ্জয়াক্রান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥) বিত্তেতি। যূয়ং পৃষ্ট্বা নৃপস্য বার্ত্তাং বিত্ত জানীত ॥ ৫০ ॥

বিদিতার্থো জ্ঞাতার্থঃ ॥৫১॥ (সহিতৈস্তৈরিতি। তৈঃ মন্ত্রিভিঃ সহ দাশস্য ধীবরপতেঃ সদনং গৃহং আশু জগাম। প্রেমপূর্ব্বং প্রীতিপূর্ব্বকং জাহ্নবীসুতঃ গঙ্গানন্দনো ভীষ্মঃ ॥ ৫২ ॥ পিত্রে

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! মহারাজ শান্তনু, পুত্র ভীষ্মদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪৫ ॥ পুত্র ! আমার চিন্তা অতিশয় গুরুতর ; দেখ তুমি অতিশয় বলবান্ বীরপুরুষ শৌর্য্যাভিমানী . সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ একমাত্র পুত্র। অতএব, বৎস ! যে পিতার একমাত্র পুত্র তাহার জীবন বৃথা ; কারণ, সহসা যদি কোন যুদ্ধে মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া তখন কি করিব ॥ ৪৬—৪৭ ॥ পুত্র ! এইটীই আমার গুরুতর চিন্তা এবং এই জন্যই অদ্য আমি দুঃখিত হইয়াছি। আমার অন্য আর কোন চিন্তা নাই যে তোমার নিকট বলিব ॥ ৪৮ ॥

ঋষিগণ ! গঙ্গানন্দন পিতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন, মহারাজ লজ্জায় আকুল হইয়া আমাকে কিছুই বলিতেছেন না। আপনারা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মনোগত ভাব নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়া আমাকে সত্য করিয়া বলুন। তাহা হইলে আমি নিরাকুল হইয়া সে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিব ॥ ৪৯—৫০ ॥

মন্ত্রিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপসমীপে গমন করত তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া গাঙ্গেয়কে বলিলেন। ভীষ্মও সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন॥৫১॥

সহিতৈস্তৈর্জগামাশু দাশস্য সদনং তদা।
প্রেমপূর্ব্বমুবাচেদং বিনম্রো জাহ্নবীসুতঃ॥ ৫২॥

গাঙ্গেয় উবাচ।

পিত্রে দেহি সুতান্তেঽদ্য প্রার্থয়ামি সুমধ্যমাম্।
মাতা মেঽস্তু সুতেয়ং তে দাসোঽস্ম্যস্যাঃ পরন্তপ!॥ ৫৩॥

দাশ উবাচ।

ত্বং গৃহাণ মহাভাগ! পত্নীং কুরু নৃপাত্মজ!।
পুত্রোঽস্যা ন ভবেদ্রাজা বর্ত্তমানে ত্বয়ীতি বৈ॥ ৫৪॥

গাঙ্গেয় উবাচ।

মাতেয়ং মম দাশেয়ী রাজ্যং নৈব করোম্যহম্।
পুত্রোঽস্যাঃ সর্ব্বথা রাজ্যং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৫৫॥

দাশ উবাচ।

সত্যং বাক্যং ময়া জ্ঞাতং পুত্রস্তে বলবান্ ভবেৎ।
সোঽপি রাজ্যং বলাৎ নূনং গৃহ্ণীয়াদিতি নিশ্চয়ঃ॥ ৫৬॥

দেহীতি। ইমাং তে সুমধ্যমাং কন্যাং অহং প্রার্থয়ামি কুত ইতি চেৎ তত্রাহ পিত্রে দেহীতি অদ্য প্রভৃতি ইয়ং মম মাতাস্তু। পরন্তপেতি সম্বোধনাৎ রাজশ্বশুরত্বেন তস্য ভাবিসুভগত্বং সূচিতম্॥ ৫৩॥

ত্বং গৃহাণেতি। হে মহাভাগ নৃপাত্মজ! ত্বং ইমাং কন্যাং গৃহাণ পত্নীং কুরু অন্যথা ত্বং-পিতৃগৃহীতায়াশ্চেদিত্যর্থঃ অস্যাঃ পুত্রঃ ত্বয়ি বর্ত্তমানে রাজ্যাধিকারী ন ভবিষ্যতীতি॥ ৫৪॥

মাতেয়মিতি। ইয়ং দাশেয়ী দাশকন্যা মম মাতা স্যাৎ অহং রাজ্যং ন করিষ্যামি অস্যাঃ ভবৎ-কন্যায়াঃ পুত্রঃ সর্ব্বথা রাজ্যং করিষ্যতি অত্র কোঽপি সংশয়ো নাস্তীতি বোধ্যম্॥৫৫॥)

সত্যং বাক্যমিতি। ত্বং যদ্যপি সত্যবাক্যতয়া রাজ্যং ন করিষ্যসি তথাপি ত্বৎসুতস্তু বলাদ্রাজ্যং গৃহ্ণীয়ান্মম দৌহিত্রস্যেত্যর্থঃ॥ ৫৬॥

অনন্তর গঙ্গাপুত্র সেই মন্ত্রিগণের সহিত অবিলম্বে ধীবরগৃহে গমন করিলেন এবং বিনত হইয়া প্রীতিসহকারে বলিলেন॥ ৫২॥ হে ধীবরবর! তুমি এক্ষণে তোমার শত্রুদিগকে উত্তপ্ত করিবে সন্দেহ নাই। কারণ, আমি এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, তোমার সুমধ্যমা কন্যাটীকে আমার পিতাকে প্রদান কর। ইনি আমার মাতা হউন এবং আমি ইঁহার দাস হই॥৫৩॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধীবর কহিল, হে রাজপুত্র! আপনি মহাভাগ্যশালী; অতএব, আপনিই গ্রহণ করুন, এই কন্যা আপনারই পত্নী হউক। কারণ, রাজা গ্রহণ করিলে আপনি জীবিত থাকিতে ইহার পুত্র রাজা হইতে পারিবে না॥ ৫৪॥

ভীষ্ম বলিলেন, ধীবর! তোমার এই কন্যাকে আমার মাতা বলিয়া জানিবে। দেখ, আমি রাজ্য গ্রহণ করিব না। ইঁহার পুত্রই রাজ্য গ্রহণ করিবে তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই॥৫৫॥

গাঙ্গেয় উবাচ।

ন দারসংগ্রহং নূনং করিষ্যামি হি সর্ব্বথা।
সত্যং মে বচনং তাত! ময়া ভীষ্মং ব্রতং কৃতম্ ॥ ৫৭ ॥

সূত উবাচ।

এবং কৃতাং প্রতিজ্ঞাং তু নিশম্য ঝষজীবকঃ।
দদৌ সত্যবতীং তস্মৈ রাজ্ঞে সর্ব্বাঙ্গশোভনাম্ ॥ ৫৮ ॥
অনেন বিধিনা তেন বৃতা সত্যবতী প্রিয়া।
ন জানাতি পরং জন্ম ব্যাসস্য নৃপসত্তমঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে
সত্যবতীপরিণয়ো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ময়া বিবাহে কৃতে সত্যোতদ্ভয়ম্। ততো বিবাহমেবাহং ন করিষ্যামীতি ভীষ্মং ভয়ঙ্করং ব্রতং ময়া কৃতমিতি জানীহি ॥ ৫৭ ॥

ঝষজীবকো মৎস্যজীবনো দাশরাজঃ ॥ ৫৮ ॥ নন্থ ব্যাসমাতা অন্যস্ত্রী কথং তেন বিবাহিতেতি চেত্তত্রাহ ন জানাতীতি। তদুদরে ব্যাসস্য জন্ম রাজা ন জানাতি। কন্যৈবেয়মিতি নিশ্চিতমতিরিত্যর্থঃ। এতেন ধর্ম্মজ্ঞেন রাজ্ঞা কথং দাশকন্যাঽন্যস্ত্রী বিবাহিতেতি দূষণং নিরস্তম্। কামাতুরত্বাচ্ছাশ্লাঘ্যমপ্যাচরিতমহো ভগবত্যা অন্তর্যামিরূপিণ্যা অয়ং মহিমা যদকার্য্যমপি মহদ্ভিঃ কারয়তি কারয়িত্বা চ স্বোপাসনাবলেন সর্ব্বাস্মহীকরোতীতি। অতএব বক্ষ্যতি সপ্তমস্কন্ধে সোমসূর্য্যোদ্ভবা রাজানঃ সর্ব্বে শক্ত্যুপাসনয়া মহত্ত্বং প্রাপ্তা ইতি ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ইহা শ্রবণ করিয়া ধীবর কহিল, রাজকুমার! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি সত্য বলিয়া জানিলাম; কিন্তু, যদি আপনার পুত্র বলবান্ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিবেন ॥ ৫৬ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া গাঙ্গেয় কহিলেন, তাত! আমি কখনই দারপরিগ্রহ করিব না। ইহা সত্য বলিতেছি। অদ্য প্রভৃতি আমি এই ভয়ানক গুরুতর ব্রত অবলম্বন করিলাম ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! মৎস্যজীবী সেই ধীবর গঙ্গানন্দনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সত্যবতী কন্যা মহারাজ শান্তনুকে প্রদান করিল ॥ ৫৮ ॥ নৃপবর শান্তনুও এইরূপে সত্যবতীকে পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু সেই নৃপবর ব্যাসদেবের জন্মবিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না ॥ ৫৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণশ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে
সত্যবতীপরিণয় নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং সত্যবতী তেন বৃতা শন্তনুনা কিল।
দ্বৌ পুত্রৌ চ তথা জাতৌ মৃতৌ কালবশাদপি ॥ ১ ॥
ব্যাসবীর্য্যাত্তু সঞ্জাতো ধৃতরাষ্ট্রোঽন্ধ এব চ।
মুনিং দৃষ্ট্বাঽথ কামিন্যা নেত্রসংমীলনে কৃতে ॥ ২ ॥
শ্বেতরূপা যতো জাতা দৃষ্ট্বা ব্যাসং নৃপাত্মজা।
ব্যাসকোপাৎ সমুৎপন্নঃ পাণ্ডুস্তেন ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥
সন্তোষিতস্তয়া ব্যাসো দাস্যা কামকলাবিদা।
বিদুরস্তু সমুৎপন্নো ধর্ম্মাংশঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৪ ॥

একসপ্ততিপদৈস্তু ব্যাসাৎ পুত্রত্রয়োদ্ভবঃ।
পাণ্ডবানান্তথোৎপত্তিঃ সংক্ষেপাদিহ কথ্যতে ॥

তৃতীয়াধ্যায়ে যে প্রশ্নাঃ কৃতাস্তেষাং সর্ব্বেষামুত্তরমেতৎপর্য্যন্তং দত্তম্। কথং গোলকাবুৎপাদিতাবিতি শঙ্কা কেবলমবশিষ্টা তদর্থমাহ এবং সত্যবতীতি। দ্বৌ পুত্রৌ চিত্রাঙ্গদবিচিত্রবীর্য্যৌ। বংশাভাবে গোলকাবপ্যুৎপাদনীয়াবিতি বেদাজ্ঞয়া গোলকৌ বংশসংরক্ষণার্থমুৎপাদিতাবিত্যাহ কালবশাদপীতি। ইদমুত্তরান্বয্যপি। যতো বংশোচ্ছেদকালঃ সমাগতস্তদ্বশাদেবেত্যর্থঃ। এতেন ধার্ম্মিকেণ ব্যাসেন কথং ভ্রাতৃভার্য্যাগমনং কৃতমিতি শঙ্কা নিরস্তা। বংশোচ্ছেদপ্রাপ্তাবেতাদৃশকর্ম্মকরণে বেদাজ্ঞায়াঃ সত্ত্বাদিতি। ইদং কলিযুগাতিরিক্তপরম্ ॥ ১ ॥ অন্ধত্বে নিমিত্তমাহ মুনিং দৃষ্টেতি। জটিলং ব্যাসং দৃষ্ট্বা তত্রানুরাগাভাবেন স্ত্রিয়া নেত্রনিমীলনে কৃতে সতি তন্নিমিত্তবশাদন্ধো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ শ্বেতরূপেত মুনিং দৃষ্ট্বা তত্রানুরাগাভাবান্নির্লোভা শ্বেতা জাতেতি হেতোঃ। স্বস্মিন্ননুরাগাভাবাদ্ব্যাসস্য কোপ উৎপন্নস্তস্মাদ্ধেতোঃ পুত্রঃ পাণ্ডুঃ শ্বেত উৎপন্নঃ ॥ ৩ ॥ যদা পুনর্বর্ষান্তে

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সেই শান্তনু নৃপতি এইরূপে সত্যবতীকে বিবাহ করেন। পরে, সত্যবতীগর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে তাঁহার দুই পুত্র উৎপন্ন হয়, কিন্তু কালগতিবশত যৌবনকালেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ॥ ১ ॥ অনন্তর, ব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেন। অম্বিকাদেবী বেদব্যাসকে দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিল বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥ (ইহাকে অন্ধ দেখিয়া সত্যবতী ব্যাসদেবকে অন্য পুত্রের উৎপত্তির জন্য পুনরায় অনুরোধ করায়) নৃপকন্যা অম্বালিকা বেদব্যাসকে দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই দ্বিতীয় পুত্র ব্যাসকোপে পাণ্ডু হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ অনন্তর, বেদব্যাস রতি-

রাজ্যে সংস্থাপিতঃ পাণ্ডুঃ কনীয়ানপি মন্ত্রিভিঃ।
অন্ধত্বাদ্ধৃতরাষ্ট্রোঽসৌ নাধিকারে নিয়োজিতঃ ॥ ৫ ॥
ভীষ্মস্যানুমতে রাজ্যং প্রাপ্তঃ পাণ্ডুর্মহাবলঃ।
বিদুরোঽপ্যথ মেধাবী মন্ত্রকার্য্যে নিয়োজিতঃ ॥ ৬ ॥
ধৃতরাষ্ট্রস্য দ্বে ভার্য্যে গান্ধারী সৌবলী স্মৃতা।
দ্বিতীয়া চ তথা বৈশ্যা গার্হস্থ্যেষু প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৭ ॥
পাণ্ডোরপি তথা পত্ন্যৌ দ্বে প্রোক্তে বেদবাদিভিঃ।
শৌরসেনী তথা কুন্তী মাদ্রী চ মদ্রদেশজা ॥ ৮ ॥
গান্ধারী সুষুবে পুত্রশতং পরমশোভনম্।
বৈশ্যাপ্যেকং সুতং কান্তং যুযুৎসুং সুষুবে প্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥

বিচিত্রবীর্য্যপত্নী প্রেষিতা সা ন গতা। তয়া স্বকীয়া দাসী প্রেষিতা তয়া শৃঙ্গারাদিরসৈঃ কামকলাবিদা কামশাস্ত্রাভিজ্ঞয়া দাস্যা ব্যাসঃ সন্তোষিতস্তৎসন্তোষবশাৎ সম্যক্ পুত্রো বিদুর উৎপন্নঃ ॥ ৪ ॥ প্রথমাধ্যায়মারভ্যৈতাবৎপর্য্যন্তমৃষিভির্যে যে প্রশ্নাঃ কৃতাস্তেষা-মুত্তরমেতৎপর্য্যন্তং সূতেন ক্রমেণ দত্তমিতঃ পরমপৃষ্টমপ্যৃষিভিঃ পাণ্ডবাখ্যানং জনমেজয়-পর্য্যন্তং সূতেন কথ্যতে। তৎপ্রয়োজনং ত্বগ্রে জনমেজয়ায় স্বপূর্ব্বজদুর্গতিগতপাণ্ডবোদ্ধারার্থং ব্যাসো দেবীভাগবতং কথয়ামাসেতি বক্তব্যমস্তি। তত্র কে পাণ্ডবাঃ কিঞ্চ তৈর্দুরিতমা-চরিতং কো জনমেজয় ইত্যাকাঙ্ক্ষা স্যাত্তন্নিবৃত্ত্যর্থং প্রকৃতমপৃষ্টমপ্যাখ্যানং পাণ্ডবানাং বক্তুমারভতে রাজ্যে সংস্থাপিত ইতি। ননু শুকায় ভাগবতোপদেশসময়ে জনমেজয়োৎ-পত্ত্যভাবেন জনমেজয়ায়োপদিষ্টং ভাগবতমিতি কথা শুকোপদিষ্টভাগবতেঽসঙ্গতেতি চেন্ন। ব্যাসস্য সর্ব্বজ্ঞত্বেন জনমেজয়ং প্রত্যেবং বক্তাঽস্মীত্যভিপ্রায়েণ পূর্ব্বমেব গ্রন্থং ভবিষ্যাখ্যান-ঘটিতং কৃত্বা শুকায়োপদিদেশেতি কল্পনাৎ ॥ ৫—৬ ॥ সৌবলী সুবলস্যাপত্যং কন্যা ॥ ৭ ॥ শূরসেনস্যাপত্যং কন্যা শৌরসেনী। মদ্রদেশজা মদ্রদেশরাজজেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ (গান্ধারী গান্ধার-দেশীয়রাজকন্যা পুত্রাণাং দুর্য্যোধনাদীনাং শতং শতসংখ্যাকং সুষুবে বৈশ্যকন্যাপি একং যুযুৎসুনামানং পুত্রং সুষুবে ॥৯॥ কুন্তী তু কুন্তিভোজপালিতা রাজ্ঞঃ শূরসেনস্য দুহিতা কন্যা

কোবিদা দাসীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এজন্য দাসীর গর্ভে সত্যবাদী পবিত্রাত্মা বিদুর ধর্ম্মাংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ মন্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ দেখিয়া রাজ্যাধিকারে নিযোজিত না করিয়া পাণ্ডু কনিষ্ঠ হইলেও তাহাকেই রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ সেই মহাবল পাণ্ডু ভীষ্মদেবের অনুমতিতেই রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মেধাশালী বিদুরও তাঁহার মন্ত্রণাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন ॥৬॥ সুবলরাজ কন্যা গান্ধারী আর একটী বৈশ্য-কন্যা এই দুইটী ধৃতরাষ্ট্রের ভার্য্যা। তন্মধ্যে দ্বিতীয়া স্ত্রী বৈশ্যকন্যা গৃহস্থ কার্য্যেই অনুরক্তা ছিল ॥ ৭ ॥ ঐরূপ পাণ্ডুরও রাজা শূরসেনকন্যা কুন্তী এবং মদ্ররাজদুহিতা মাদ্রী এই দুইটী পত্নী ছিল ॥ ৮॥ ধৃতরাষ্ট্রপত্নীমধ্যে গান্ধারী সুশোভন শত পুত্র এবং বৈশ্যা সর্ব্বজনপ্রিয়

কুন্তী তু প্রথমং কন্যা সূর্য্যাৎ কর্ণং মনোহরম্।
সুষুবে পিতৃগেহস্থা পশ্চাৎ পাণ্ডুপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

কিমেতৎ সূত ! চিত্রং ত্বং ভাষসে মুনিসত্তম !।
জনিতশ্চ সুতঃ পূর্ব্বং পাণ্ডুনা সা বিবাহিতা ॥ ১১ ॥
সূর্য্যাৎ কর্ণঃ কথং জাতঃ কন্যায়াং বদ বিস্তরাৎ।
কন্যা কথং পুনর্জাতা পাণ্ডুনা সা বিবাহিতা ॥ ১২ ॥

সূত উবাচ।

শূরসেনসুতা কুন্তী বালভাবে যদা দ্বিজাঃ !।
কুন্তিভোজেন রাজ্ঞা তু প্রার্থিতা কন্যকা শুভা ॥ ১৩ ॥
কুন্তিভোজেন সা বালা পুত্রী তু পরিকল্পিতা।
সেবনার্থং তু দীপ্তস্য বিহিতা চারুহাসিনী ॥ ১৪ ॥

সতী অনূঢ়াপীত্যর্থঃ মন্ত্রবলেনাকৃষ্টাৎ সূর্য্যাৎ মনোহরং রূপবন্তং কর্ণং প্রসূতবতী। কুত্র সুষুবে ইতি চেৎ তত্রাহ পিতৃগেহস্থা। পশ্চাৎ পাণ্ডোঃ পরিগ্রহঃ ততঃ পরং রাজ্ঞা পাণ্ডুনা পরিগৃহীতা বিবাহিতা ॥ ১০ ॥)

জনিত উৎপাদিতঃ। বিবাহিতায়াঃ পুনর্ব্বিবাহোঽসঙ্গত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ পিত্রা যদি সা ন বিবাহিতা তর্হি সূর্য্যাৎ কর্ণঃ কথমুৎপন্নঃ কন্যাবস্থায়াং ব্যভিচারেণোৎপত্তৌ তু পুনঃ কন্যা কথং জাতা কন্যাত্বাভাবে পাণ্ডুনা কথং সা বিবাহিতেত্যাহ সূর্য্যাৎ কর্ণ ইতি ॥ ১২ ॥

যদেতি। বাল্যভাবে যদা স্থিতা কুন্তী তদা কুন্তিভোজেন রাজ্ঞা মম কন্যা নাস্তি ভবৎকন্যা মমাস্ত্বিতি প্রার্থিতঃ শূরসেনস্তস্মৈ কন্যাং দত্তবানিত্যর্থঃ ॥১৩॥ দীপ্তস্যাগ্নিহোত্রস্থিতস্যাগ্নেঃ ॥১৪॥

একমাত্র পুত্র যুযুৎসুকে প্রসব করিয়াছিল ॥ ৯ ॥ পাণ্ডুপত্নী কুন্তী প্রথমে কন্যা অবস্থায় পিতৃগৃহে থাকিয়াই সূর্য্য হইতে মনোহর কর্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন, ইহার কিছু দিন পরে পাণ্ডুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ॥ ১০ ॥

ঋষিগণ সূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মুনিবর সূত ! তুমি এ কিরূপ আশ্চর্য্য কথা বলিতেছ। পূর্ব্বে যাহার পুত্র হইয়াছিল, পাণ্ডুরাজ তাহাকেই বিবাহ করিয়াছিলেন ? ॥ ১১ ॥ সূত ! কুন্তীর কন্যা অবস্থায় কর্ণ সূর্য্য হইতে কিরূপে জন্মিয়াছিল তাহা বিস্তৃতরূপে আমাদিগকে বল। আর যদি কুন্তীর সন্তান হইয়াছিল তাহা হইলে পুনর্ব্বার কিরূপে তিনি কন্যা হইলেন এবং পাণ্ডুই বা কি করিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন ॥ ১২ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! শূরসেন কন্যা কুন্তীর বাল্যাবস্থায় কুন্তিভোজ-রাজ তাহাকে নিজকন্যা করিবার মানসে প্রার্থনা করেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর, কুন্তিরাজ সেই চারুহাসিনী কন্যাকে নিজকন্যারূপে লালন পালন করেন। পরে কুন্তীর কিঞ্চিৎ বোধের উদয় হইলে তাহাকে অগ্নিহোত্রীয় বহ্নির পরিচর্য্যার জন্য নিয়োজিত করিলেন ॥১৪॥ পরে এক দিবস চাতুর্মাস্য-ব্রতাবলম্বী

দুর্ব্বাসাস্তু মুনিঃ প্রাপ্তশ্চাতুর্মাস্যে স্থিতো দ্বিজঃ ।
পরিচর্য্যা কৃতা কুন্ত্যা মুনিস্তোষং জগাম হ ॥ ১৫ ॥
দদৌ মন্ত্রং শুভং তস্মৈ যেনাহূতঃ সুরঃ স্বয়ম্ ।
সমায়াতি তথা কামং পূরয়িষ্যতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৬ ॥
গতে মুনৌ ততঃ কুন্তী নিশ্চয়ার্থং গৃহে স্থিতা ।
চিন্তয়ামাস মনসা কং সুরং সংবিচিন্তয়ে ॥ ১৭ ॥
উদিতশ্চ তদা ভানুস্তয়া দৃষ্টো দিবাকরঃ ।
মন্ত্রোচ্চারং তথা কৃত্বা চাহূতস্তিগ্মগুস্তদা ॥ ১৮ ॥
মণ্ডলান্মানুষং রূপং কৃত্বা সর্ব্বাতিপেশলম্ ।
অবাতরত্তদাকাশাৎ সমীপে তত্র মন্দিরে ॥ ১৯ ॥
দৃষ্ট্বা দেবং সমায়ান্তং কুন্তী ভানুং সুবিস্মিতা ।
বেপমানা রজোদোষং প্রাপ্তা সদ্যস্তু ভাগিনী ॥ ২০ ॥
কৃতাঞ্জলিঃ স্থিতা সূর্য্যং বভাষে চারুলোচনা ।
সুপ্রীতা দর্শনেনাদ্য গচ্ছ ত্বং নিজমণ্ডলম্ ॥ ২১ ॥

(কুন্ত্যা দৈবমন্ত্রপ্রাপ্তেঃ কারণং সূচয়ন্নাহ দুর্ব্বাসাস্ত্বিতি । চাতুর্মাস্যব্রতে স্থিতঃ সন্ কুন্তিভোজ-গৃহং প্রাপ্তঃ । ততঃ কুন্ত্যাস্য পরিচর্য্যা কৃতা অতো মুনির্দুর্ব্বাসাঃ তোষং জগামেত্যন্বয়ঃ ॥১৫॥) যেন মন্ত্রেণ সুরো বা যো বা কো বা সমায়াতি সমায়াস্যতি ॥১৬॥ (গতে মুনাবিতি । মুনৌ তস্মা-দপি গতে সতি কুন্তী গৃহস্থিতা মন্ত্রনিশ্চয়ার্থং কং দেবং অহং সংবিচিন্তয়ে চিন্তয়ামীতি মনসা চিন্তয়ামাস ॥ ১৭ ॥ উদিতশ্চেতি । যদা কুন্তী চিন্তয়তি তস্মিন্ কালে ভানুঃ কিরণমালী দিবা-করঃ উদিতো কুন্ত্যা দৃষ্টঃ । অতস্তয়া মন্ত্রোচ্চারং কৃত্বা স দেবস্তিগ্মগুঃ তিগ্মা তীব্রা উষ্ণা ইতি যাবৎ গাবঃ রশ্ময়ো যস্য স সূর্য্যঃ আহূতঃ ॥ ১৮ ॥) পেশলং সুন্দরম্ ॥ ১৯ ॥ রজোদোষ··

দুর্ব্বাসা ঋষি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, কুন্তী তাঁহার সেবা করিলে পর তিনি অতি-শয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটী মন্ত্র প্রদান করেন । এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে কোন দেবতাকে আহ্বান করিলে তিনি সমাগত হইয়া আহ্বানকারীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন ॥১৫-১৬॥ অনন্তর, দুর্ব্বাসা গমন করিলে সেই গৃহস্থিতা কুন্তী মন্ত্রের পরীক্ষার্থ কোন্ দেবকে আহ্বান করি ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥১৭॥ এই সময় দিবাকর সূর্য্যকে উদিত দেখিয়া কুন্তী সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন ॥ ১৮ ॥ সূর্য্যদেব মন্ত্রপ্রভাবে নিজ মণ্ডল হইতে অতিসুন্দর মানুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশমার্গ হইতে সেই গৃহে কুন্তীর সম্মুখে অবতরণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ চারুলোচনা কুন্তী সূর্য্যদেবকে সমাগত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিতা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তৎক্ষণাৎ রজস্বলা হইয়া পড়িলেন এবং কৃতাঞ্জলি

সূর্য্য উবাচ।

আহূতোঽস্মি কথং কুন্তি! ত্বয়া মন্ত্রবলেন বৈ।
ন মাং ভজসি কস্মাত্ত্বং সমাহূয় পুরোগতম্॥ ২২॥
কামার্ত্তোঽস্ম্যসিতাপাঙ্গি! ভজ মাং ভাবসংযুতম্।
মন্ত্রেণাধীনতাং প্রাপ্তং ক্রীড়িতুং নয় মামিতি॥ ২৩॥

কুন্ত্যুবাচ।

কন্যাঽস্ম্যহং তু ধর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্বসাক্ষিন্নমাম্যহম্।
তবাপ্যহং ন দুর্ব্বাচ্যা কুলকন্যাঽস্মি সুব্রত!॥ ২৪॥

সূর্য্য উবাচ।

লজ্জা মে মহতী চাদ্য যদি গচ্ছাম্যহং বৃথা।
বাচ্যতাং সর্ব্বদেবানাং যাস্যাম্যত্র ন সংশয়ঃ॥ ২৫॥

প্রাপ্তা রজস্বলা জাতেত্যর্থঃ॥ ২০॥ সুপ্রীতাঽস্মি ত্বং গচ্ছ। মম ত্বদ্দর্শনাতিরিক্তং প্রয়োজনান্তরং নাস্তীত্যর্থঃ॥ ২১॥

(আহূতোঽস্মীতি। হে কুন্তি! ত্বয়া মন্ত্রবলেন কথমহমাহূতোঽস্মি সমাহূয় পুরোগতং সম্মুখস্থং মাং কস্মাৎ ন ভজসি॥ ২২॥ কামার্ত্তোঽস্মীতি। হে অসিতাপাঙ্গি! ভাবসংযুতং ত্বৎপ্রণয়পরং মাং ভজ মন্ত্রবলেনাধীনতাং ত্বৎবশ্যতাং প্রাপ্তং মাং রতিক্রীড়ার্থং নয়েত্যন্বয়ঃ॥ ২৩॥)

নদুর্বাচ্যা দুর্বাক্যবিষয়া নাস্মি যতোঽহং কুলকন্যাঽস্মি॥ ২৪॥

হইয়া বলিলেন, দেব! আপনার দর্শনেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি এক্ষণে নিজ মণ্ডলে গমন করুন॥ ২০—২১॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্য্য কহিলেন, কুন্তি! তুমি মন্ত্রবলে কিজন্য আমাকে আহ্বান করিলে এবং আহ্বান করিয়া কিজন্যই বা সম্মুখাগত আমাকে ভজনা করিতেছ না। হে চারুলোচনে! আমি এক্ষণে কামার্ত্ত হইয়াছি, বিশেষত তোমার প্রতি আমার প্রেমাসক্তি হইয়াছে, অতএব আমাকে ভজনা কর। আমি মন্ত্রবলে তোমার অধীন হইয়াছি, অতএব রতিক্রীড়ার জন্য আমাকে গ্রহণ কর॥ ২২—২৩॥

সূর্য্যদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া কুন্তী কহিল, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনিই সকলের সাক্ষীস্বরূপ। এক্ষণে আমি ত কন্যা, আপনাকে নমস্কার করি। হে সুব্রত! আমাকে কুলকন্যা বলিয়া জানিবেন অতএব কোনরূপ দুর্ব্বাক্য বলিবেন না॥ ২৪॥

সূর্য্যদেব ইহা শুনিয়া বলিলেন, কুন্তি! যদি আমি অদ্য বৃথা ফিরিয়া যাই তাহা হইলে সমস্ত দেবগণের নিকট নিন্দাভাজন হইব এবং ইহা আমার অতিশয় লজ্জার বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কুন্তি! অদ্য তুমি যদি আমাকে ভজনা না কর তাহা হইলে তোমাকে

শপ্স্যামি তং দ্বিজঞ্চাদ্য যেন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ।
ত্বাঞ্চাপি সুভৃশং কুন্তি! নোচেন্মাং ত্বং ভজিষ্যসি ॥ ২৬ ॥
কন্যাধর্ম্মঃ স্থিরস্তে স্যান্ন জ্ঞাস্যন্তি জনাঃ কিল।
মৎসমস্তু তথা পুত্রো ভবিতা তে বরাননে! ॥ ২৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা তরণিঃ কুন্তীং তন্মনস্কাং সুলজ্জিতাম্।
ভুক্ত্বা জগাম দেবেশো বরং দত্ত্বাভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ২৮ ॥
গর্ভং দধার সুশ্রোণী সুগুপ্তে মন্দিরে স্থিতা।
ধাত্রী বেদ প্রিয়া চৈকা ন মাতা ন জনস্তথা ॥ ২৯ ॥
গুপ্তঃ সদ্মনি পুত্রস্তু জাতশ্চাতিমনোহরঃ।
কবচেনাতিরম্যেণ কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ ॥ ৩০ ॥
দ্বিতীয় ইব সূর্য্যস্তু কুমার ইব চাপরঃ ॥ ৩১ ॥
করে কৃত্বাথ ধাত্রেয়ী তামুবাচ সুলজ্জিতাম্।
কাং চিন্তাং করভোরু! ত্বমাধৎসেঽদ্য স্থিতাস্ম্যহম্ ॥ ৩২ ॥

বাচ্যতাং নিন্দ্যতাম্ ॥ ২৫॥ (শপ্স্যামীতি। যেন দ্বিজেন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ দত্তঃ তং শপ্স্যামি তস্মৈ শাপং দাস্যামীত্যর্থঃ ত্বামপি শপ্স্যামীতি শেষঃ ॥ ২৬ ॥ ইদানীং স্ববশানয়নার্থং কন্যাত্বনাশশঙ্কাং নিরাকুর্ব্বন্নাহ কন্যেতি। হে বরাননে! তে তব কন্যাধর্ম্মঃ স্থিরঃ স্যাৎ অপিচ কেচিদপি জনাঃ ন জ্ঞাস্যন্তি কিল মৎসমস্তে পুত্রশ্চ ভবিতা ॥ ২৭ ॥
ইত্যুক্ত্বেতি। তরণিঃ সূর্য্যঃ তন্মনস্কাং সূর্য্যগতচিত্তাং কুন্তীং ভুক্ত্বা জগামেত্যন্বয়ঃ ॥২৮॥) একা ধাত্রী বেদ নান্যো জনঃ ॥২৯॥ (গুপ্তঃ সদ্মনীতি। অতিমনোহরঃ পুত্রঃ অতিরম্যেণ কবচেন কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ সন্ সদ্মনি গৃহে জাতঃ ॥ ৩০ ॥ দ্বিতীয়ঃ সূর্য্যো বা কুমারঃ কার্ত্তিকেয় ইব বা জাত ইতিপূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৩১ ॥) কাঞ্চিন্তামিতি। অহং ত্বদাজ্ঞাপ্রতিপালিকা স্থিতাঽস্মি

এবং যে ব্রাহ্মণ তোমায় এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছে তাহাকে অতিকঠোর শাপ প্রদান করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ (আর যদি তুমি আমায় ভজনা কর তাহা হইলে) হে বরাননে! তোমার কন্যাধর্ম্ম স্থির থাকিবে, কেহই এ বিষয় জানিতে পারিবে না এবং আমার সদৃশ তোমার একটী সন্তান হইবে ॥ ২৭ ॥

দেবপতি সূর্য্য এই কথা বলিয়া সেই একাগ্রচিত্তা এবং অতিলজ্জিতা কুন্তীকে উপভোগ করিয়া অভিলষিত বর প্রদান করত প্রস্থান করিলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর সেই সুশ্রোণী কুন্তী গৃহে থাকিয়া গোপনে গর্ভধারণ করিতে লাগিল। ইহা কেবল তাঁহার প্রিয়-ধাত্রী জানিত অন্য কেহ অধিক কি তাঁহার মাতা পর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই ॥ ২৯ ॥ এইরূপে কিছুদিন গত হইলে অতি গোপনে সেই গৃহে একটী মনোহর পুত্র জন্মিল। পুত্রটী সুরম্য কবচ ও কুণ্ডলযুগল সুশোভিত এবং দ্বিতীয় সূর্য্য বা কার্ত্তিকের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলে-

মঞ্জূষায়াং সুতং কুন্তী মুঞ্চন্তী বাক্যমব্রবীৎ।
কিং করোমি সুতার্ত্তাঽহং ত্যজে ত্বাং প্রাণবল্লভম্।
মন্দভাগ্যা ত্যজামি ত্বাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৩৩ ॥
পাতু ত্বা সগুণাগুণা ভগবতী সর্ব্বেশ্বরী চাম্বিকা
স্তন্যং সৈব দদাতু বিশ্বজননী কাত্যায়নী কামদা।
দ্রক্ষ্যেঽহং মুখপঙ্কজং সুললিতং প্রাণপ্রিয়ার্হং কদা
ত্যক্ত্বা ত্বাং বিজনে বনে রবিসুতং দুষ্টা যথা স্বৈরিণী ॥ ৩৪ ॥
পূর্ব্বস্মিন্নপি জন্মনি ত্রিজগতাং মাতা ন চারাধিতা
ন ধ্যাতং পদপঙ্কজং সুখকরং দেব্যাঃ শিবায়াশ্চিরম্।
তেনাহং সুত! দুর্ভগাস্মি সততং ত্যক্ত্বা পুনস্ত্বাং বনে
তপ্স্যামি প্রিয়! পাতকং স্মৃতবতী বুদ্ধ্যা কৃতং যৎ স্বয়ম্॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং সুতং কুন্তী মঞ্জূষায়াং ধৃতং কিল।
ধাত্রীহস্তে দদৌ ভীতা জনদর্শনতস্তথা ॥ ৩৬ ॥

যদ্যস্ত্বয়াজ্ঞাপ্যতে তৎ সর্ব্বং ক্রিয়তে ততঃ কাং চিন্তামাধৎসে ধারয়সি নৈতাদৃশী চিন্তাঽস্তীত্যর্থঃ ॥৩২॥ ততো মঞ্জূষায়াং স্থাপিতং পুত্রং নদ্যাং ত্যক্তুমিচ্ছন্তী কুন্তী প্রাহেত্যর্থঃ। (কিং করোমীতি। সর্ব্বলক্ষণসংযুতং প্রাণবল্লভমপি ত্বাং মন্দভাগ্যাঽহং ত্যজামি ॥ ৩৩ ॥ ॥) সর্ব্বেশ্বরীং ভগবতীং স্মৃত্বাশিষো দদাতি পাতুত্বামিতি। অধুনা ত্বাং ত্যক্ত্বা তব মুখপঙ্কজং কদা দ্রক্ষ্যে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ সুত প্রিয়েতি সম্বোধনদ্বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

বর হইল ॥ ৩০—৩১ ॥ তদ্দর্শনে, কুন্তী অতিশয় লজ্জিতা হইলে ধাত্রী তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল, সুন্দরি! যখন আমি রহিয়াছি তখন তোমার চিন্তা কি? ॥ ৩২ ॥ পরে, সন্তানটীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মঞ্জূষামধ্যে তাহাকে রক্ষা করত কুন্তী বলিল, পুত্র! আমি দুঃখিতা হইলেও প্রাণবল্লভ স্বরূপ তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি; কি করি, এক্ষণে আমি এমনি মন্দভাগ্যা হইয়াছি যে, সর্ব্বলক্ষণান্বিত তোমাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি ॥৩৩॥ পুত্র! আশীর্ব্বাদ করিতেছি; সেই গুণাতীতা ও গুণময়ী সর্ব্বেশ্বরী বিশ্বজননী কাত্যায়নী অম্বিকা আমার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য তোমাকে স্তন্যদুগ্ধ প্রদান করিয়া রক্ষা করুন। হায়! আমি এক্ষণে দুষ্টা স্বৈরিণীর ন্যায় রবির পুত্র তোমাকে নির্জ্জন বনে পরিত্যাগ করিয়া কবে আবার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় এই সুললিত মুখপদ্ম দর্শন করিব॥৩৪॥ পুত্র! নিশ্চয়ই আমি পূর্ব্ব জন্মে ত্রিজগতের মাতা জগদম্বিকার আরাধনা করি নাই; নিশ্চয়ই সেই মঙ্গলদাত্রী দেবীর সর্ব্বসুখপ্রদ পাদপদ্ম ধ্যান করি নাই; সেই জন্যই আমি ভাগ্যহীনা

স্নাত্বা ত্রস্তা তদা কুন্তী পিতৃবেশ্মন্যুবাস সা।
মঞ্জূষা বহমানা চ প্রাপ্তা হ্যধিরথেন বৈ ॥ ৩৭ ॥
রাধা সূতস্য ভার্য্যা বৈ তয়াসৌ প্রার্থিতঃ সুতঃ।
কর্ণোঽভূদ্‌বলবান্বীরঃ পালিতঃ সূতসদ্মনি ॥ ৩৮ ॥
কুন্তী বিবাহিতা কন্যা পাণ্ডুনা সা স্বয়ংবরে।
মাদ্রী চৈবাপরা ভার্য্যা মদ্ররাজসুতা শুভা ॥ ৩৯ ॥
মৃগয়ারমমাণস্তু বনে পাণ্ডুর্মহাবলঃ।
জঘান মৃগবুদ্ধ্যা তু রমমাণং মুনিং বনে ॥ ৪০ ॥
শপ্তস্তেন তদা পাণ্ডুর্মুনিনা কুপিতেন চ।
স্ত্রীসঙ্গং যদি কর্ত্তাসি তদা তে মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৪১ ॥

ধাত্রীহস্তে ইতি। গঙ্গায়াং ত্যক্তুং দদৌ ॥ ৩৬ ॥ (স্নাত্বেতি। কুন্তী ত্রস্তা সতী স্নাত্বা পিতৃবেশ্মনি গৃহে উবাস বাসঞ্চকার অবতস্থে ইতি যাবৎ। গঙ্গায়াং বহমানা মঞ্জূষা তু অধিরথেন সূতেন প্রাপ্তা লব্ধা ॥ ৩৭ ॥) অধিরথস্য সূতস্য ভার্য্যা রাধা তয়া সুতঃ প্রার্থিতঃ পুত্রত্বেন স্বীকৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

(কুন্তীতি। সূর্য্যদেবপ্রভাবেণ পুনঃ কন্যাভাবং প্রাপ্তা কুন্তী স্বয়ংবরে স্বয়ংবরসভায়াং রাজ্ঞা পাণ্ডুনা বিবাহিতা তস্য পাণ্ডোরপরা ভার্য্যা মদ্ররাজসুতা শুভা সুন্দরী সুলক্ষণা বা ॥ ৩৯ ॥ মৃগয়েতি। মহাবলঃ পাণ্ডুঃ মৃগয়ায়াং রমমাণঃ কদাচিৎ বনে রমমাণং মৃগবধ্বাং রতিক্রীড়াং কুর্ব্বাণং কঞ্চিৎ মুনিং মৃগবুদ্ধ্যা মৃগং মত্বেত্যর্থঃ জঘান বাণেন নিহতবান্ ॥ ৪০ ॥ শপ্তস্তেনেতি। তদা প্রাণপ্রয়াণাব্যবহিতপ্রাক্‌কালে তেন মুনিনা স পাণ্ডুঃ শপ্তঃ। শাপ-

হইয়াছি সন্দেহ নাই। প্রিয়পুত্র! এক্ষণে তোমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক নিজকৃত এই পাতক স্মরণ করিয়া নিরন্তর সন্তাপে দগ্ধ হইব সন্দেহ নাই ॥ ৩৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! কুন্তী এই প্রকারে অনুতাপ করিয়া, পাছে অপর কোনও লোক দেখিতে পায় এই ভয়ে ভীতা হইয়া সিন্দুকমধ্যে আবদ্ধ পুত্রটীকে ধাত্রীর হস্তে প্রদান করিল ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর, মঞ্জূষাটী জলে নিক্ষেপ করাইয়া কুন্তী ত্রস্তভাবে গঙ্গাতে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে, অধিরথ নামে কোন সূত গঙ্গায় ভাসমান সেই মঞ্জূষাটী প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৭ ॥ এই অধিরথের ভার্য্যা রাধা সেই সন্তানটীকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিল। অনন্তর, এই সন্তানটীই সূতগৃহে প্রতিপালিত হইয়া কর্ণ নামে প্রসিদ্ধ বলবান্ বীর হয়েন ॥ ৩৮ ॥

ঋষিগণ! এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, পাণ্ডুরাজ স্বয়ংবরে কুন্তীকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার অপর আর একটী সুন্দরী ভার্য্যা মদ্ররাজকন্যা মাদ্রী নামে প্রসিদ্ধা ছিল ॥ ৩৯ ॥ এক দিবস মহাবল পাণ্ডু মৃগয়ায় ভ্রমণ করিয়া বনে মৃগরূপে মৃগীতে রতিক্রীড়ানিরত কোন মুনিকে মৃগবোধে বধ করিলেন ॥ ৪০ ॥ মুনি মৃত্যুসময়ে কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই

ইতি শপ্তস্তু মুনিনা পাণ্ডুঃ শোকসমন্বিতঃ।
ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনে বাসং চকার ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ৪২ ॥
কুন্তী মাদ্রী চ ভার্য্যে দ্বে জগ্মতুঃ সহসঙ্গতে।
সেবনার্থং সতীধর্ম্মং সংশ্রিতে মুনিসত্তমাঃ! ॥ ৪৩ ॥
গঙ্গাতীরে স্থিতঃ পাণ্ডুর্মুনীনামাশ্রমেষু চ।
শৃণ্বানো ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চকার দুশ্চরং তপঃ ॥ ৪৪ ॥
কথায়াং বর্ত্তমানায়াং কদাচিদ্ধর্ম্মসংশ্রিতম্।
অশৃণোদ্বচনং রাজা সুস্পষ্টং মুনিভাষিতম্ ॥ ৪৫ ॥
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে গন্তুং পরন্তপ!।
যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রস্য জননং চরেৎ ॥ ৪৬ ॥
অংশজঃ পুত্রিকাপুত্রঃ ক্ষেত্রজো গোলকস্তথা।
কুণ্ডঃ সহোঢ়ঃ কানীনঃ ক্রীতঃ প্রাপ্তস্তথা বনে ॥ ৪৭ ॥

প্রকারমাহ যদি ত্বং স্ত্রীসঙ্গং কর্ত্তাসি তদা তে তব ধ্রুবং নিঃসংশয়ং মরণং ভবিষ্যতীতি বিদ্ধি ॥ ৪১ ॥ ইতি শপ্তস্থিতি। পাণ্ডুরিত্যেবম্প্রকারেণাভিশপ্তঃ সন্ শোকসমন্বিতঃ ভৃশদুঃখিতশ্চ রাজ্যং ত্যক্ত্বা তপোবনে বাসং চকার উবাসেত্যর্থঃ ॥৪২॥ কুন্তীতি। তস্য পাণ্ডোর্দ্বে ভার্য্যে কুন্তীমাদ্রৌ সতীধর্ম্মং সংশ্রিতে পতিসেবনার্থং সহসঙ্গতে পত্যা সহ বনং জগ্মতুঃ॥৪৩॥ কুত্র গতঃ পাণ্ডুরিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ গঙ্গাতীর ইতি। মুনীনামাশ্রমসন্নিকর্ষে গঙ্গাতীরে স্থিতঃ। কথং তত্র স্থিত ইতি চেত্তত্রাহ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি শৃণ্বান ইতি ॥ ৪৪ ॥ কথায়ামিতি। রাজা পাণ্ডুরিত্যর্থঃ কদাচিৎ কথায়াং পৌরাণিকীগাথায়াং বর্ত্তমানায়াং ধর্ম্মসংশ্রিতং বচনং অশৃণোদিত্যন্বয়ঃ ॥৪৫॥ কিং বচনমশৃণোদিত্যাশয়েনাহ অপুত্রস্যেতি। অপুত্রস্য গতির্গমনশক্তির্নাস্তি। কুত্র গন্তুমিতি চেত্তত্রাহ স্বর্গে সুরলোকে সুখময়াভীষ্টস্থানে। অতো যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রস্য জননং উৎপাদনং চরেৎ পুত্রোৎপত্তৌ প্রযতেতেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥) অংশজঃ স্ববীর্য্যজঃ।

বলিয়া শাপ প্রদান করেন যে, পাণ্ডুরাজ! যখন তুমি স্ত্রীসঙ্গ করিবে তখনই তোমার মৃত্যু হইবে ॥৪১॥ পাণ্ডু মুনিকর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া অতিশয় শোকাতুর হইলেন এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে বনে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ মুনিসত্তমগণ! তাহার দুই ভার্য্যা কুন্তী ও মাদ্রী পতিব্রতা ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সেবার জন্য তাঁহার সঙ্গেই গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ পাণ্ডুরাজ গঙ্গাতীরস্থ মুনিগণের আশ্রমের সন্নিকটে বাস করিলেন এবং তাহাদিগের নিকট সর্ব্বদা নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করত দুশ্চর তপস্যায় রত হইলেন॥ ৪৪ ॥ এক দিবস ধর্ম্মাশ্রিত কথার প্রসঙ্গক্রমে রাজা মুনিদিগের মুখে স্পষ্টত শ্রবণ করিলেন যে, যাঁহার পুত্র নাই তিনি কদাচ স্বর্গে যাইবার অধিকারী নহেন, অতএব যে কোনও প্রকারে পুত্রোৎপত্তির জন্য উপায় করা উচিত ॥৪৫—৪৬॥ ঔরসজাত, পুত্রিকাপুত্র,

দত্তঃ কেনাপি চাশক্তৌ ধনগ্রাহিসুতাঃ স্মৃতাঃ।
উত্তরোত্তরতঃ পুত্রা নিকৃষ্টা ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪৮ ॥
ইত্যাকর্ণ্য তদা প্রাহ কুন্তীং কমললোচনাম্।
সুতমুৎপাদয়াশু ত্বং মুনিং গত্বা তপোঽন্বিতম্ ॥ ৪৯ ॥
মমাজ্ঞয়া ন দোষস্তে পুরা রাজ্ঞা মহাত্মনা।
বশিষ্ঠাজ্জনিতঃ পুত্রঃ সৌদাসেনেতি মে শ্রুতম্ ॥ ৫০ ॥
তং কুন্তী বচনং প্রাহ মম মন্ত্রোঽস্তি কামদঃ।
দত্তো দুর্ব্বাসসা পূর্ব্বং সিদ্ধিদঃ সর্ব্বথা প্রভো! ॥ ৫১ ॥

পুত্রিকাপুত্রঃ কন্যাপুত্রঃ অস্যাং জায়মানঃ পুত্রো মমেতি সঙ্কেতিতঃ। ক্ষেত্রজো মৃত-ক্লজঃ প্রমৃতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা। স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃত ইতি মনুঃ। গোলক ইত্যেকঃ। স্বক্ষেত্রে স্বস্ত্রিয়াং মৃতে ভর্ত্তরি জায়মানো গোলকঃ। অমৃতে জারজঃ কুণ্ডঃ। সহোঢজস্তু গর্ভে স্থিতো গর্ভিণ্যাং পরিণীতায়াং যঃ পরিণীতঃ স বোঢ়ুঃ পুত্রঃ। কানীনঃ পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ। তং কানীনং বদেন্নাম্নেতি। ক্রীতো মৌল্যেন গৃহীতঃ। বনে প্রাপ্তশ্চ ॥ ৪৭ ॥ অশক্তৌ পুত্রপালনাসামর্থ্যে কেনাপি দত্তঃ। এতে ধন-গ্রাহিসুতা ভবন্তি ॥ ৪৮ ॥

(ইত্যাকর্ণ্যেতি। পাণ্ডুঃ কুন্তীম্প্রত্যাহ। কঞ্চিত্তপসান্বিতং তপোবলসম্পন্নং মুনিমাশ্রিত্য আশু সুতং উৎপাদয় মুনেরৌরসেন পুত্র উৎপাদ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥ কথমহং সতীধর্ম্মং বিহায় পুরুষান্তরাশ্রয়েণ সুতমুৎপাদ্য পাপচারিণী ভবেয়মিতি চেত্তত্রাহ। মমাজ্ঞয়েতি। মমাজ্ঞয়া তে দোষঃ ন ভবেৎ বিশেষতঃ পুরা পূর্ব্বস্মিন্ কালে মহাত্মনা রাজ্ঞা সৌদাসেন মহর্ষে-র্বশিষ্ঠাৎ পুত্রো জনিত উৎপাদিত ইতি শ্রুতং ময়েতি ॥ ৫০ ॥ তং কুন্তীতি। তং পতিং পাণ্ডুমিত্যর্থঃ। বচনং প্রাহ হে প্রভো! মম কামদঃ কামনাপ্রদঃ মন্ত্রোঽস্তি। কুতোঽয়ং প্রাপ্ত

ক্ষেত্রজ কিংবা গোলক অথবা কুণ্ড, সহোঢ়, কানীন, ক্রীত বা কোন বনাদিতে প্রাপ্ত অথবা পুত্রপালনে অশক্ত কোনও লোককর্ত্তৃক প্রদত্ত, এই পুত্র সকল শাস্ত্রে উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে পরে পরে কথিত পুত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৪৭—৪৮ ॥

ঋষিগণ! মহারাজ পাণ্ডু এই কথা শ্রবণ করিয়া কমলনয়না কুন্তীকে বলিলেন, কুন্তি! তুমি শীঘ্র কোনও তপোবীর্য্যসম্পন্ন মুনির নিকট যাইয়া পুত্র উৎপাদন কর ॥ ৪৯ ॥ দেখ, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি ইহাতে তোমার কোনও দোষ হইবে না। আর, আমি শ্রবণ করিয়াছি পূর্ব্বে মহাত্মা সৌদাস নামে নৃপতি বশিষ্ঠ মুনি দ্বারা পুত্র উৎপন্ন করাইয়াছিলেন ॥৫০॥ কুন্তী ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! আমার নিকট অভীষ্টপ্রদ কোনও মন্ত্র আছে। দুর্ব্বাসা মুনি পূর্ব্বে আমাকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভো! এই মন্ত্রটী সর্ব্বসিদ্ধি প্রদানে সমর্থ ॥ ৫১ ॥ রাজন্! এই মন্ত্র দ্বারা আমি যে

নিমন্ত্রয়েঽহং যং দেবং মন্ত্রেণানেন পার্থিব ! ।
আগচ্ছেৎ সর্ব্বথা সো বৈ মম পার্শ্বে নিয়ন্ত্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
ভর্ত্তুর্ব্বাক্যেন সা তত্র স্মৃত্বা ধর্ম্মং সুরোত্তমম্ ।
সঙ্গম্য সুষুবে পুত্রং প্রথমং চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৫৩ ॥
বায়োর্ব্বৃকোদরং পুত্রং জিষ্ণুং চৈব শতক্রতোঃ ।
বর্ষে বর্ষে ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কুন্ত্যা জাতা মহাবলাঃ ॥ ৫৪ ॥
মাদ্রী প্রাহ পতিং পাণ্ডুং পুত্রং মে কুরুসত্তম ! ।
কিং করোমি মহারাজ ! দুঃখং নাশয় মে প্রভো ! ॥ ৫৫ ॥
প্রার্থিতা পতিনা কুন্তী দদৌ মন্ত্রং দয়ান্বিতা ।
একপুত্রপ্রবন্ধেন মাদ্রী পতিমতে স্থিতা ॥ ৫৬ ॥
স্মৃত্বা তদাশ্বিনৌ দেবৌ মদ্ররাজসুতা সুতৌ ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুষুবে বরবর্ণিনী ॥ ৫৭ ॥
এবং তে পাণ্ডবাঃ পঞ্চ ক্ষেত্রোৎপন্নাঃ সুরাত্মজাঃ ।
বর্ষবর্ষান্তরে জাতা বনে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমাঃ ! ॥ ৫৮ ॥

ইতি চেত্তত্রাহ। পূর্ব্বং মৎসেবাপরিতুষ্টেন মুনিনা দুর্ব্বাসসা সর্ব্বথা সিদ্ধিদো মন্ত্রো দত্তঃ মহ্যমিতি শেষঃ ॥ ৫১ ॥) সো বৈ ইত্যত্র সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৫২ ॥
সঙ্গম্য মিথুনীভূয় ॥ ৫৩—৫৪ ॥ পুত্রং মে ইতি। দেহীতি শেষঃ। কুরুসত্তমেতি-সম্বোধনম্। যদ্বা পুত্রং মে কুরু হে সত্তমেতি সম্বোধনম্ ॥ ৫৫ ॥ একপুত্রপ্রবন্ধেন এক-পুত্রোদ্দেশেন ॥ ৫৬ ॥ তদনন্তরং মাদ্রী মদ্ররাজসুতা সা অশ্বিনীকুমারৌ স্মৃত্বা নকুলঃ সহদেব-শ্চেত্যেতৌ সুতৌ সুষুবে ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

কোন দেবকে আহ্বান করিব তিনি তৎক্ষণাৎ বদ্ধের ন্যায় আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবেন ॥ ৫২ ॥

তদনন্তর, কুন্তী স্বামীর আজ্ঞায় সেই স্থানে সুরোত্তম ধর্ম্মরাজকে স্মরণ করিয়া তাঁহার সহযোগে প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে পরে বায়ু হইতে ভীমসেনকে, এবং ইন্দ্র হইতে অর্জ্জুনকে প্রসব করিলেন। এইরূপে প্রতিবর্ষে মহাবলপরাক্রান্ত তিন পুত্র কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন হইল ॥৫৩—৫৪॥ পরে, মদ্ররাজদুহিতা পতি পাণ্ডুরাজকে বলিল, হে সত্তম ! আপনি আমার পুত্র উৎপাদনের উপায় করুন। মহারাজ ! আমি এক্ষণে কি করি আমার দুঃখ বিমোচন করুন। কারণ, আপনিই আমাদিগের নিগ্রহ এবং অনুগ্রহে সমর্থ ॥ ৫৫ ॥ তদনন্তর কুন্তী পতির প্রার্থনামতে এবং আপনিও দয়ান্বিতা হইয়া মাদ্রীকে একবার মাত্র পুত্র উৎপাদনের জন্য মন্ত্র প্রদান করিলেন। তাহাতে সেই বরবর্ণিনী মাদ্রীও পতির আজ্ঞানুসারে অশ্বিনী-কুমারকে স্মরণ করত তাহাদের সহযোগে নকুল ও সহদেবকে প্রসব করিল ॥ ৫৬—৫৭ ॥

একস্মিন্ সময়ে পাণ্ডুর্মাদ্রীং দৃষ্ট্বাথ নির্জ্জনে।
আশ্রমে চাতিকামার্ত্তো জগ্রাহাগতবৈশসঃ ॥ ৫৯ ॥
মা মা মা মেতি বহুধা নিষিদ্ধোঽপি তথা ভৃশম্।
আলিলিঙ্গ প্রিয়াং দৈবাৎ পপাত ধরণীতলে ॥ ৬০ ॥
যথা বৃক্ষগতা বল্লী ছিন্নে পততি বৈ দ্রুমে।
তথা সা পতিতা বালা কুর্ব্বতী রোদনং বহু ॥ ৬১ ॥
প্রত্যাগতা তদা কুন্তী রুদতী বালকাস্তথা।
মুনয়শ্চ মহাভাগাঃ শ্রুত্বা কোলাহলং তদা ॥ ৬২ ॥
মৃতঃ পাণ্ডুস্তদা সর্ব্বে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
সহাগ্নিভির্ব্বিধিং কৃত্বা গঙ্গাতীরে তদাদহন্ ॥ ৬৩ ॥
চক্রে সহৈব গমনং মাদ্রী দত্ত্বা সুতৌ শিশূ।
কুন্ত্যৈ ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য সতীনাং সত্যকামতঃ ॥ ৬৪ ॥

আগতবৈশসঃ প্রাপ্তমরণঃ ॥ ৫৯ ॥ (মা মা মা মেতি। মাদ্র্যা মা মেতি অত্যন্তভয়াত্তয়া বহুধা নিষিদ্ধোঽপি পাণ্ডুঃ দৈবাত্তাং প্রিয়ামালিলিঙ্গ ততো ধরণীতলে পপাত। মৃত ইতি-শেষঃ ॥৬০॥ যথেতি। যথা ছিন্নে বৃক্ষে পততি সতি বল্লী তদাশ্রিতা লতা পততি তথা সা বালা বহু রোদনং কুর্ব্বতী পতিতা ॥ ৬১ ॥ প্রত্যাগতেতি। তদা তস্মিন্ কালে কার্য্যান্তরাৎ প্রত্যাগতা কুন্তী রুদতী তথা বালকাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ রুদন্তশ্চ। মহাভাগা মুনয়শ্চ কোলাহলং শ্রুত্বা পাণ্ডুর্মৃত ইত্যবগচ্ছন্তি স্মেতি শেষঃ। তদা অগ্নিভিঃ বিধিং কৃত্বা গঙ্গাতীরে পাণ্ডোর্দেহমদহ-

---

ঋষিগণ! এইরূপে সেই বনমধ্যে বর্ষবর্ষান্তরে ক্রমশঃ দেব-ঔরসে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পাঁচটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিল ॥ ৫৮ ॥

এক দিবস পাণ্ডু সেই নির্জ্জন আশ্রমে মদ্ররাজদুহিতাকে একাকিনী দেখিয়া অতিশয় কামার্ত্ত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যুহস্তে পতিত হইয়াই যেন তাহাকে ধারণ করিলেন ॥৫৯॥ মহারাজ! আলিঙ্গন করিবেন না করিবেন না বলিয়া মাদ্রী পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও দৈববশত তিনি সেই প্রিয় মাদ্রীকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত হইয়া মহীতলে পতিত হইলেন ॥ ৬০ ॥ বৃক্ষ ছিন্ন হইলে যেমন তদাশ্রিতা লতাও পতিতা হয় সেইরূপ পাণ্ডুরাজ পতিত হইবামাত্রই মাদ্রীও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে পতিতা হইল ॥৬১॥ সেই সময় কুন্তীও সেই স্থানে আসিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন, বালকগণও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তখন, কঠোরনিয়ম-পরায়ণ মহাত্মা মুনিগণ সেই ক্রন্দন কোলাহল শ্রবণ করিয়া পাণ্ডু মৃত হইয়াছে ইহা অবগত হইলেন এবং সকলেই অগ্নির দ্বারা যথাবিধি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন ॥ ৬২—৬৩ ॥

জলদানাদিকং কৃত্বা মুনয়স্তত্রবাসিনঃ।
পঞ্চপুত্রযুতাং কুন্তীমনয়ন্ হস্তিনাপুরম্ ॥ ৬৫ ॥
তাং প্রাপ্তাঞ্চ সমাজ্ঞায় গাঙ্গেয়ো বিদুরস্তথা।
নাগরা ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে তত্র সমাযযুঃ ॥ ৬৬ ॥
পপ্রচ্ছুশ্চ জনাঃ সর্ব্বে কস্য পুত্রা বরাননে!।
পাণ্ডোঃ শাপং সমাজ্ঞায় কুন্তী দুঃখান্বিতা তদা ॥ ৬৭ ॥
তানুবাচ সুরাণাং বৈ পুত্রাঃ কুরুকুলোদ্ভবাঃ।
বিশ্বাসার্থে সমাহূতাঃ কুন্ত্যা সর্ব্বে সুরাস্তদা ॥ ৬৮ ॥
আগত্য খে তদা তৈস্তু কথিতং নঃ সুতাঃ কিল।
ভীষ্মেণ সৎকৃতং বাক্যং দেবানাং সৎকৃতাঃ সুতাঃ ॥ ৬৯ ॥
গতা নাগপুরং সর্ব্বে তানাদায় সুতান্ বধূম্।
ভীষ্মাদয়ঃ প্রীতচিত্তাঃ পালয়ামাসুরর্থতঃ ॥ ৭০ ॥

ন্নিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥৬২—৬৩॥ চক্রে সহৈবেতি। মাদ্রী শিশূ নকুলসহদেবৌ কুন্ত্যৈ দত্ত্বা সত্যকামতঃ সতীনাং ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য সহগমনং চক্রে ॥ ৬৪ ॥ জলদানাদিকমিতি। মুনয়ঃ জলদানাদিকং কৃত্বা পঞ্চপুত্রযুতাং কুন্তীং হস্তিনাপুরং অনয়ন্ প্রাপয়ামাসুঃ ॥ ৬৫ ॥ তামিতি। গাঙ্গেয়ো ভীষ্মঃ বিদুরঃ তথা ধৃতরাষ্ট্রস্য নাগরা জনাঃ তাং সসুতাং কুন্তীং প্রাপ্তাং উপনীতাং সমাজ্ঞায় বিদিত্বা তত্র সর্ব্বে সমাযযুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৬॥) পাণ্ডোঃ শাপং সমাজ্ঞায় কস্যেমে পুত্রা ইতি সর্ব্বে পপ্রচ্ছুঃ ॥ ৬৭—৬৮ ॥ তৈঃ সুরৈর্নোঽস্মাকং দেবানাং সুতা ইতি কথিতম্ ॥ ৬৯ ॥

মাদ্রী নিজের শিশু সন্তান দুইটী কুন্তীকে প্রদান করিয়া সত্যলোক-কামনাপ্রযুক্ত সতীগণের ধর্ম্মকে অগ্রে করিয়া পতির সহিত অনুগমন করিলেন ॥৬৪॥ অনন্তর, সেই আশ্রমবাসী মুনিগণ রাজার তর্পণাদি করিয়া সেই পঞ্চপুত্রের সহিত কুন্তীকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিলেন ॥৬৫॥ ভীষ্মদেব, বিদুর এবং ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত আত্মীয় ও নগরবাসিগণ কুন্তীকে সমাগত জানিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৬৬ ॥ তদনন্তর, সকলেই পাণ্ডুর শাপ অবগত থাকায় এ পুত্র পাঁচটী কাহার এই বলিয়া কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল। কুন্তী নগরবাসিগণের বাক্য শুনিয়া অতিশয় দুঃখসহকারে বলিলেন, এই পুত্র কয়টী দেবগণ হইতে কুরুকুলে সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসের জন্য কুন্তী সেই স্থানে দেবগণকে আহ্বান করিলেন ॥ ৬৭—৬৮॥ অনন্তর, দেবগণ আকাশে সমাগত হইয়া, এই পাঁচটী আমাদের পুত্র ইহা বলিলেন। ভীষ্মদেব দেবগণের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া পুত্রগণকে সম্মানিত করিলেন ॥৬৯॥ পরে তাঁহারা সকলেই আনন্দিত হইয়া কুন্তীও পুত্র সকলকে গ্রহণ করিয়া পুরমধ্যে গমন

এবং পার্থাঃ সমুৎপন্না গাঙ্গেয়েনাথ পালিতাঃ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
দ্বিতীয়স্কন্ধে পাণ্ডবোৎপত্তির্নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

বধূং কুন্তীং চ। অর্থতো যথাযোগ্যং ধনাদিভিঃ ॥ ৭০—৭১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

করিলেন এবং অকপটভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ! পৃথাপুত্রগণ এইরূপে সমুৎপন্ন এবং ভীষ্মকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ॥ ৭০—৭১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে
পাণ্ডবোৎপত্তি নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

পঞ্চানাং দ্রৌপদী ভার্য্যা সামান্যা সা পতিব্রতা।
পঞ্চপুত্রাস্তু তস্যাঃ স্যুর্ভর্ত্তৃভ্যোঽতীব সুন্দরাঃ॥ ১॥
অর্জ্জুনস্য তথা ভার্য্যা কৃষ্ণস্য ভগিনী শুভা।
সুভদ্রা যা হৃতা পূর্ব্বং জিষ্ণুনা হরিসংমতে॥ ২॥
তস্যাং জাতো মহাবীরো নিহতোঽসৌ রণাজিরে।
অভিমন্যুর্হতাস্তত্র দ্রৌপদ্যাশ্চ সুতাঃ কিল॥ ৩॥
অভিমন্যোর্ব্বরা ভার্য্যা বৈরাটী চাতিসুন্দরী।
কুলান্তে সুযুবে পুত্রং মৃতো বাণাগ্নিনা শিশুঃ॥ ৪॥
জীবিতঃ স তু কৃষ্ণেন ভাগিনেয়সুতঃ স্বয়ম্।
দ্রৌণিবাণাগ্নিনির্দ্দগ্ধঃ প্রতাপেনাদ্ভুতেন চ॥ ৫॥
পরিক্ষীণেষু বংশেষু জাতো যস্মাদ্বরঃ সুতঃ।
তস্মাৎ পরিক্ষিতো নাম বিখ্যাতঃ পৃথিবীতলে॥ ৬॥

অষ্টষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈঃ পাণ্ডবানাং কথানকম্।
মৃতানাং দর্শনং দেবীপ্রসাদাদিহ কথ্যতে॥

পঞ্চানামিতি॥ ১॥ জিষ্ণুনাঽর্জ্জুনেন হরিসম্মতে সতি। কৃষ্ণানুমতেনেত্যর্থঃ॥ ২—৩॥ বৈরাটী বিরাটকন্যা উত্তরা কুলান্তে কুলক্ষয়ে সতি। স পুত্রো গর্ভ এবাশ্বত্থামবাণাগ্নিনা মৃতঃ॥ ৪॥ পুনর্দ্রৌণিরশ্বত্থামা তস্য বাণাগ্নিনির্দ্দগ্ধো ভাগিনেয়ো ভগিন্যা অপত্যং তস্য সুতঃ। অদ্ভুতপ্রতাপেন কৃষ্ণেন জীবিত ইত্যন্বয়ঃ॥৫॥ তস্য পুত্রস্য জীবিতস্য পরিক্ষিত ইতি নাম কিং

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ পাণ্ডবের সাধারণত দ্রৌপদী নামে এক ভার্য্যা ছিল; তাহা হইলেও দ্রৌপদী অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন। পঞ্চজন স্বামী হইতে তাঁহার অতি সুন্দর পাঁচটী পুত্র হইয়াছিল॥১॥ এই দ্রৌপদী ভিন্ন কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাও অর্জ্জুনের আর একটী পত্নী ছিল। পূর্ব্বে অর্জ্জুন কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন॥২॥ এই সুভদ্রাতে মহাবীর অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইনি রণাঙ্গণে সপ্তরথি-হস্তে নিহত হন। এই দারুণ যুদ্ধসময়ে দ্রৌপদীর সন্তানগণও হত হইয়াছিল॥৩॥ এই অভিমন্যুর পত্নী অতিসুন্দরী বিরাটতনয়া উত্তরা কুরুকুল ধ্বংস হইলে পর একটী সন্তান প্রসব করেন। এই সন্তান গর্ভাবস্থাতেই অশ্বত্থামার বাণাগ্নিতে দগ্ধ হয়, পরে কৃষ্ণ এই ভাগিনেয়-পুত্রটীকে।

নিহতেষু চ পুত্ত্রেষু ধৃতরাষ্ট্রোঽতিদুঃখিতঃ।
তস্থৌ পাণ্ডবরাজ্যে চ ভীমবাগ্‌বাণপীড়িতঃ ॥ ৭ ॥
গান্ধারী চ তথাতিষ্ঠৎপুত্ত্রশোকাতুরা ভৃশম্।
সেবাং তয়োর্দ্দিবারাত্রং চকারার্ত্তো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৮ ॥
বিদুরোঽপ্যতিধর্ম্মাত্মা প্রজ্ঞানেত্রমবোধয়ৎ।
যুধিষ্ঠিরস্যানুমতে ভ্রাতৃপার্শ্বে ব্যতিষ্ঠত ॥ ৯ ॥
ধর্ম্মপুত্ত্রোঽপি ধর্ম্মাত্মা চকার সেবনং পিতুঃ।
পুত্ত্রশোকোদ্ভবং দুঃখং তস্য বিস্মারয়ন্নিব ॥ ১০ ॥
যথা শৃণোতি বৃদ্ধোঽসৌ তথা ভীমোঽতিরোষিতঃ।
বাগ্‌বাণেনাহনত্তং তু শ্রাবয়ন্ সংস্থিতাঞ্জনান্ ॥ ১১ ॥
ময়া পুত্ত্রা হতাঃ সর্ব্বে দুষ্টস্যান্ধস্য তে রণে।
দুঃশাসনস্য রুধিরং পীতং হৃদ্যং তথা ভৃশম্ ॥ ১২ ॥

নিমিত্তং তত্রাহ পরিক্ষীণেম্বিতি ॥৬॥ (নিহতেম্বিতি। পুত্ত্রেষু দুর্য্যোধনাদিষু নিহতেষু ধৃতরাষ্ট্রঃ ভীমোক্তবাগ্‌বাণেন পীড়িতঃ পাণ্ডবরাজ্যে তস্থাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৭ ॥ গান্ধারী চেতি। ন তু কেবলং ধৃতরাষ্ট্রঃ গান্ধারী গান্ধাররাজকন্যা দুর্য্যোধনাদিশতপুত্ত্রাণাং মাতাপি ভৃশং পুত্ত্রশোকার্ত্তা পত্যা সহ পাণ্ডবরাজ্যে অতিষ্ঠৎ। পরং যুধিষ্ঠিরঃ তয়োর্গান্ধারীধৃতরাষ্ট্রয়োঃ সেবাং চকার ॥ ৮ ॥ বিদুরোঽপীতি। অতিধর্ম্মাত্মা বিদুরোঽপি প্রজ্ঞানেত্রং ধৃতরাষ্ট্রং প্রবোধিতবান্ যুধিষ্ঠিরানুমতেন ভ্রাতুর্ধৃতরাষ্ট্রস্য পার্শ্বে ব্যতিষ্ঠতেত্যন্বয়ঃ ॥ ৯ ॥ ধর্ম্মপুত্ত্রোঽপীতি। পিতুর্ধৃতরাষ্ট্রস্য ॥ ১০ ॥ যথা শৃণোতীতি। বৃদ্ধো ধৃতরাষ্ট্রঃ যথা শৃণোতি তথা তাদৃশরূপেণ তত্রস্থিতান্ জনান্ শ্রাবয়ন্ বাগ্‌বাণেন বাক্‌শল্যেনাহনৎ ন্যপীড়য়দিত্যর্থঃ। পীড়নে কারণং দর্শয়ন্নাহ অতিরোষিত ইতি ॥ ১১ ॥ বাগবাণপ্রকারং বর্ণয়ন্নাহ। ময়া পুত্ত্রা ইতি। অন্ধস্য

অলৌকিক মহিমা দ্বারা পুনর্জীবিত করেন ॥ ৪—৫ ॥ এই সন্তানটী কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া পৃথিবীতলে পরিক্ষিৎ নামে বিখ্যাত হয়েন ॥ ৬ ॥ এদিকে ধৃতরাষ্ট্র, পুত্ত্রগণ নিহত হইলে পর অতিশয় দুঃখিত এবং ভীমের বাক্যবাণে প্রপীড়িত হইয়া পাণ্ডব রাজ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৭॥ গান্ধারীও পুত্ত্রশোকে অতিশয় কাতর হইয়া অগত্যা সেই স্থানেই পতির সহিত অবস্থান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের দুঃখে সমদুঃখী হইয়া দিবারাত্র সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ ধর্ম্মাত্মা বিদুরও যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে নিজ ভ্রাতা প্রজ্ঞানেত্র ধৃতরাষ্ট্রকে সর্ব্বদা বুঝাইবার জন্য তাহার নিকটে থাকিতেন ॥৯॥ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যাহাতে তাঁহার পুত্ত্রশোকজনিত দুঃখ অন্তর্হিত হয় সেইরূপে সেবা করিতেন ॥ ১০ ॥ কিন্তু, অতিক্রুদ্ধ ভীমসেন যাহাতে এই বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র শুনিতে পান সেইরূপে সমীপস্থ লোকদিগকে শুনাইয়া বাক্যবাণ দ্বারা তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিতেন ॥১১॥ ভীমসেন বলিত, সভ্যগণ! আমি রণাঙ্গনে এই দুষ্ট অন্ধের সেই সমস্ত পুত্ত্রকে নিহত

ভুনক্তি পিণ্ডমন্ধোঽয়ং ময়া দত্তং গতত্রপঃ।
ধ্বাঙ্ক্ষবদ্বা শ্ববচ্চাপি বৃথা জীবত্যসৌ জনঃ ॥ ১৩ ॥
এবং বিধানি রূক্ষাণি শ্রাবয়ত্যনুবাসরম্।
আশ্বাসয়তি ধর্ম্মাত্মা মূর্খোঽয়মিতি চ ব্রুবন্ ॥ ১৪ ॥
অষ্টাদশৈব বর্ষাণি স্থিত্বা তত্রৈব দুঃখিতঃ।
ধৃতরাষ্ট্রো বনে যানং প্রার্থয়ামাস ধর্ম্মজম্ ॥ ১৫ ॥
অযাচত ধর্ম্মপুত্রং ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
পুত্রেভ্যোঽহং দদাম্যদ্য নির্ব্বাপং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৬ ॥
বৃকোদরেণ সর্ব্বেষাং কৃতমত্রৌর্দ্ধদেহিকম্।
ন কৃতং মম পুত্রাণাং পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্ ॥ ১৭ ॥
দদাসি চেদ্ধনং মহ্যং কৃত্বা চৈবৌর্দ্ধদেহিকম্।
গমিষ্যেঽহং বনং তপ্তুং তপঃ স্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ১৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্রস্য হৃদ্যং হৃদগ্রাহি হৃদয়শান্তিকারকমিতি ভাবঃ। কিন্তং দুঃশাসনস্য রুধিরম্। শত্রু-শোণিতদর্শনং হি শস্ত্রজীবিনাং রাজসপ্রকৃতীনামতীবপ্রীতিকরমিতিপ্রসিদ্ধেস্তথাত্বম্ ॥ ১২ ॥ ভুনক্তীতি। অয়মন্ধো ময়া দত্তং পিণ্ডং ধাঙ্ক্ষবৎ কাকবৎ অথবা শ্ববৎ কুক্কুরবৎ ভুনক্তি অতোঽসৌ জনঃ বৃথা জীবতি শত্রুদত্তপিণ্ডভোজনাদিতি ভাবঃ ॥১৩॥) ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজঃ ॥১৪॥
ধর্ম্মজং যমধর্ম্মাজ্জাতং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৫ ॥ (অযাচতেতি। নির্ব্বাপং জলপিণ্ডাদিকং পুত্রেভ্যো দদামীতি ধর্ম্মপুত্রং অযাচত নত্বন্যপাণ্ডবং প্রার্থয়ামাসেতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১৬ ॥ পুত্রনির্ব্বাপদানে কারণং সূচয়ন্নাহ বৃকোদরেণেতি। মম পুত্রাণাং দুর্য্যোধনাদীনাম্ ॥ ১৭ ॥ দদাসীতি। ঔর্দ্ধদেহিকং পারত্রিককৃত্যম্ ॥ ১৮ ॥

করিয়াছি এবং ইহার পুত্র দুঃশাসনের হৃদয়স্থ রক্ত আমি ভাল করিয়া পান করিয়াছি ॥১২॥ সভাসদ্গণ! এই নির্লজ্জ অন্ধ এক্ষণে কাক বা কুক্কুরের ন্যায় আমার প্রদত্ত পিণ্ড ভোজন করিতেছে। এক্ষণে ইহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ; এ দুষ্ট এক্ষণে বৃথা জীবন ধারণ করিতেছে ॥ ১৩ ॥ ভীমসেন প্রতিদিনই এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রকে কঠোর বাক্য সকল শ্রবণ করাইত; কিন্তু ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, এই ভীম অতিশয় মূর্খ এইরূপ নানাবিধ মধুর বাক্য দ্বারা অন্ধরাজকে সান্ত্বনা করিতেন ॥ ১৪ ॥

এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থান করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট বনগমন প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৫ ॥ তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, আমি অদ্য বিধিপূর্ব্বক পুত্রগণের তর্পণাদি করিব। ভীম সকলের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া আমার পুত্রগণের কিছুই করে নাই ॥ ১৬—১৭ ॥ অতএব, যদি তুমি আমাকে কিছু ধন প্রদান কর তাহা হইলে পুত্রগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করিতে বন গমন করি ॥ ১৮ ॥

একান্তে বিদুরেণোক্তো রাজা ধর্ম্মসুতঃ শুচিঃ।
ধনং দাতুং মনশ্চক্রে ধৃতরাষ্ট্রায় চার্থিনে॥ ১৯॥
সমাহূয়ানুজান্ সর্ব্বানুবাচ পৃথিবীপতিঃ।
ধনং দাস্যে মহাভাগাঃ! পিত্রে নির্ব্বাপকামিনে॥ ২০॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্যামিততেজসঃ।
সংগ্রহেঽস্য মহাবাহু*র্মারুতিঃ কুপিতোঽব্রবীৎ॥ ২১॥
ধনং দেয়ং মহাভাগ! দুর্য্যোধনহিতায় কিম্।
অন্ধোঽপি সুখমাপ্নোতি মূর্খত্বং কিমতঃ পরম্॥ ২২॥
তব দুর্ম্মন্ত্রিতেনার্য্য দুঃখং প্রাপ্তা বনে বয়ম্।
দ্রৌপদী চ মহাভাগা সমানীতা দুরাত্মনা॥ ২৩॥
বিরাটভবনে বাসঃ প্রসাদাত্তব সুব্রত!।
দাসত্বঞ্চ কৃতং সর্ব্বৈর্মৎস্যস্যামিতবিক্রমৈঃ॥ ২৪॥

একান্তে বিদুরেণেতি। শুচিঃ পবিত্রাত্মা অর্থিনে প্রার্থিনে ধৃতরাষ্ট্রায় ধনং দাতুং মনশ্চক্রে। একান্তে নিভৃতে ভীমাদীনামসমক্ষে ইত্যর্থঃ॥ ১৯॥) নির্বাপকামিনে পুত্রপিণ্ডপ্রদানকামবতে॥২০॥ মারুতির্ভীমসেনঃ॥২১॥ অন্ধোঽপ্যেতাদৃশদুষ্টো ধৃতরাষ্ট্রোঽপীত্যর্থঃ॥২২॥ দুরাত্মনা দুঃশাসনেন। সভায়ামিতি শেষঃ॥ ২৩—২৪॥ মাগধং জরাসন্ধং হত্বা লব্ধশশা অহং

অনন্তর, বিদুর ভীমাদির অসমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রের অভিলষিত ধন প্রদানের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে পর, রাজা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনামত ধন দিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন এবং অনুজগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে ভাগ্যশালিগণ! আমাদিগের জ্যেষ্ঠতাত এই অন্ধ নরপতি নিজ পুত্রদিগকে জলপিণ্ডাদি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন সেই জন্য অদ্য আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থনামত ধন প্রদান করিব, অতএব তোমাদিগের মত কি?॥ ১৯—২০॥ মহাবাহু ভীমসেন অমিততেজা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন॥ ২১॥ মহারাজ! আপনি ভাগ্যশালী সত্য; কিন্তু, দুর্য্যোধনের মঙ্গলের জন্য ধনপ্রদান করিতে হইবে আর এই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সুখী হইবে, ইহা হইতে আর মূর্খত্ব প্রকাশ কি হইতে পারে?॥ ২২॥ মহারাজ! আপনি আমাদিগের প্রভু সত্য কিন্তু আপনারই অসৎ মন্ত্রণাতে আমরা বনে কষ্ট পাইয়াছিলাম এবং সেই সৌভাগ্যশালিনী দ্রৌপদীকে দুরাত্মা দুঃশাসন সভাতে আনয়ন করিয়াছিল॥ ২৩॥ হে সত্যব্রত! আপনারই জন্য বিরাটনগরে বাস করিতে হইয়াছিল এবং অতুল বিক্রমশালী

---

* তং হসন্নটঽহাসেন। ইতি বা পাঠঃ।

দেবিতা ত্বং ন চেজ্জ্যেষ্ঠঃ প্রভবেৎ সংক্ষয়ঃ কথম্।
সূপকারো বিরাটস্য হত্বাহভুবং তু মাগধম্ ॥ ২৫ ॥
বৃহন্নলা কথং জিষ্ণুর্ভবেদ্বালস্য নর্ত্তকঃ।
কৃত্বা বেসং মহাবাহুর্যোষায়া বাসবাত্মজঃ ॥ ২৬ ॥
গাণ্ডীবশোভিতৌ হস্তৌ কৃতৌ কঙ্কণশোভিতৌ।
মানুষং চ বপুঃ প্রাপ্য কিং দুঃখং স্যাদতঃপরম্ ॥ ২৭ ॥
দৃষ্ট্বা বেণীং কৃতাং মূর্দ্ধ্নি কজ্জলং লোচনে তথা।
অসিং গৃহীত্বা তরসা ছেদ্মহং নান্যথা সুখম্ ॥ ২৮ ॥
অপৃষ্ট্বা ত্বাং মহীপাল নিক্ষিপ্তোহগ্নির্ময়া গৃহে।
দগ্ধুকামশ্চ পাপাত্মা নির্দ্দগ্ধোহসৌ পুরোচনঃ ॥ ২৯ ॥
কীচকা নিহতাঃ সর্ব্বে ত্বামপৃষ্ট্বা জনাধিপ !।
ন তথা নিহতাঃ সর্ব্বে সভায়াং ধৃতরাষ্ট্রজাঃ ॥ ৩০ ॥

বিরাটস্য সূপকারোহভূবমেতাদৃশঃ ক্ষয়ঃ কথং স্যাত্বং জ্যেষ্ঠো দেবিতা দ্যূতব্যসনী ন চেদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ বাসবাত্মজো দেবেন্দ্রজঃ ॥ ২৬—২৭ ॥ দৃষ্ট্বেতি। অর্জ্জুনস্য মূর্দ্ধ্নি কৃতাং বেণীং লোচনে কজ্জলং চ দৃষ্ট্বা দুঃখিতস্য মম তদা সুখং স্যাদ্যদ্যহং ধৃতরাষ্ট্রৈরসিং গৃহীত্বা তরসা বেগেন মস্তকে ছেদ্মি ছেৎস্যামি নান্যথেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ অপৃষ্ট্বেতি। হে মহীপাল ! ত্বামপৃষ্ট্বা ময়া গৃহে লাক্ষাগৃহেহগ্নির্নিক্ষিপ্তঃ তেন অসৌ দুষ্টাত্মা পুরোচনঃ দগ্ধুকামঃ অস্মানিতি শেষঃ। স্বয়মেব নির্দ্দগ্ধ আসীৎ। ত্বয়ি বিদতি তদাসৌ ন মৃতঃস্যাদতো মহদ্দুঃখমস্মাভিস্ত্বৎকারণাদেব লব্ধমিতি ভাবঃ ॥২৯॥ ন তথেতি। অয়ং মনসি খেদোহদ্যাপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥৩০॥

হইয়াও আমরা মৎস্যরাজের দাসত্ব করিয়াছিলাম ॥ ২৪ ॥ যদি আপনি জ্যেষ্ঠ বা দ্যূতাসক্ত না হইতেন, তাহা হইলে কি তখন সেরূপ সর্ব্বনাশ হইতে পারিত ? না আমি মগধরাজ জরাসন্ধের হন্তা হইয়াও বিরাটরাজের পাচক হইতাম ? অথবা মহাবাহু ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনকে স্ত্রীবেশে বৃহন্নলা সাজিয়া বালকগণের নর্ত্তক হইতে হইত ? ॥ ২৫—২৬ ॥ হায় ! যে হস্ত গাণ্ডীব দ্বারা শোভিত হয় অর্জ্জুন সেই হস্তকে কঙ্কণ দ্বারা শোভিত করিয়াছিল। মনুষ্য জন্মে ইহা হইতে অধিক আর কি দুঃখ হইতে পারে ? ॥ ২৭ ॥ হায় ! অর্জ্জুনের মস্তকে বিরচিত বেণী এবং লোচনদ্বয়ে কজ্জল দেখিয়া যদি আমি অসি গ্রহণ করিয়া বেগে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির মস্তক ছেদন করিতে পারিতাম তাহা হইলে সুখী হইতে পারিতাম ॥ ২৮ ॥ পূর্ব্বে পুরোচন আমাদিগকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, আমি সেই গৃহে আপনাকে না বলিয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই জন্যই সেই পাপিষ্ঠ পুরোচন দগ্ধ হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥ মহারাজ ! আপনাকে না বলিয়াই আমি কীচকগণকে নিহত করিয়াছিলাম ; কিন্তু এই বড় দুঃখ রহিল যে, সেইরূপে আপনাকে না বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র

মূর্খত্বং তব রাজেন্দ্র! গন্ধর্ব্বেভ্যশ্চ মোচিতাঃ।
দুর্য্যোধনাদয়ঃ কামং শত্রবো নিগড়ীকৃতাঃ॥ ৩১॥
দুর্য্যোধনহিতায়াদ্য ধনং দাতুং ত্বমিচ্ছসি।
নাহং দদে মহীপাল! সর্ব্বথা প্রেরিতস্ত্বয়া॥ ৩২॥
ইত্যুক্ত্বা নির্গতে ভীমে ত্রিভিঃ পরিবৃতো নৃপঃ।
দদৌ বিত্তং সুবহুলং ধৃতরাষ্ট্রায় ধর্ম্মজঃ॥ ৩৩॥
কারয়ামাস বিধিবৎ পুত্রাণাং চৌর্দ্ধদেহিকম্।
দদৌ দানানি বিপ্রেভ্যো ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ॥ ৩৪॥
কৃত্বৌর্দ্ধদেহিকং সর্ব্বং গান্ধারীসহিতো নৃপঃ।
প্রবিবেশ বনং তূর্ণং কুন্ত্যা চ বিদুরেণ চ॥ ৩৫॥
সঞ্জয়েন পরিজ্ঞাতো নির্গতোঽসৌ মহামতিঃ।
পুত্রৈর্নিবার্য্যমাণাপি শূরসেনসুতা গতা॥ ৩৬॥
বিলপন্ ভীমসেনোঽপি তথান্যে চাপি কৌরবাঃ।
গঙ্গাতীরাৎ পরাবৃত্য যযুঃ সর্ব্বে গজাহ্বয়ম্॥ ৩৭॥

গন্ধর্ব্বেণ নিগড়ীকৃতা বদ্ধা দুর্য্যোধনাদয়ঃ শত্রবস্ত্বয়া মোচিতা ইদং তব মূর্খত্বমেব। এতাদৃশেষু দয়া নৈব বিধেয়েত্যর্থঃ॥ ৩১—৩২॥
ত্রিভিরর্জ্জুনকুলসহদেবৈঃ॥৩৩—৩৫॥ শূরসেনসুতা কুন্তী॥ ৩৬॥ যযুরিতি। তান্ বনং

পুত্রগণকে ভার্য্যাসহিত নিহত করিতে পারিলাম না॥ ৩০॥ মহারাজ! আপনি যে নিগড়বদ্ধ দুর্য্যোধনাদি শত্রুগণকে গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে মুক্ত করাইয়াছিলেন, তাহা আপনার মূর্খত্ব প্রকাশ ভিন্ন আর কি হইতে পারে?॥৩১॥ অদ্য আপনি সেই দুর্য্যোধনের মঙ্গল জন্য ধন প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, মহারাজ! আপনি আমাকে বারংবার আজ্ঞা করিলেও আমি কখনই প্রদান করিব না॥ ৩২॥

ভীমসেন এই কথা বলিয়া নির্গত হইলে পর মহারাজ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন নকুল এবং সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বিপুল অর্থ প্রদান করিলেন॥৩৩॥ অনন্তর, অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র বিধিপূর্ব্বক পুত্রগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে ধন প্রদান করিলেন॥৩৪॥ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া গান্ধারী কুন্তী এবং বিদুরের সহিত শীঘ্র বনগমনে প্রবৃত্ত হইলেন॥৩৫॥ মহামতি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় দ্বারা গন্তব্য পথ অবগত হইয়া পুর হইতে নির্গত হইলেন এবং শূরসেনকন্যা কুন্তী পুত্রগণ কর্ত্তৃক বারংবার নিবারিতা হইলেও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত প্রস্থান করিলেন॥৩৬॥ (কৌরবগণ ইঁহাদের সহিত গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত যাইলেন।) অনন্তর, তাঁহাদিগকে বনে পাঠাইয়া সমস্ত কৌরবগণ,

তে গত্বা জাহ্নবীতীরে শতযূপাশ্রমং শুভম্।
কৃত্বা তৃণৈঃ কুটীং তত্র তপস্তেপুঃ সমাহিতাঃ॥ ৩৮॥
গতান্যব্দানি ষট্ তেষাং যদা যাতা হি তাপসাঃ।
যুধিষ্ঠিরস্তু বিরহাদনুজানিদমব্রবীৎ॥ ৩৯॥
স্বপ্নে দৃষ্টা ময়া কুন্তী দুর্ব্বলা বনসংস্থিতা।
মনো মে ত্বরতে দ্রষ্টুং মাতরং পিতরৌ তথা॥ ৪০॥
বিদুরঞ্চ মহাত্মানং সঞ্জয়ঞ্চ মহামতিম্।
রোচতে যদি বঃ সর্ব্বান্ ব্রজাম ইতি মে মতিঃ॥ ৪১॥
ততস্তে ভ্রাতরঃ সর্ব্বে সুভদ্রা দ্রৌপদী তথা।
বৈরাটী চ মহাভাগা তথা নাগরিকো জনঃ॥ ৪২॥
প্রাপ্তাঃ সর্ব্বজনৈঃ সার্দ্ধং পাণ্ডবা দর্শনোৎসুকাঃ।
শতযূপাশ্রমং প্রাপ্য দদৃশুঃ সর্ব্ব এব তে॥ ৪৩॥
বিদুরো ন যদা দৃষ্টো ধর্ম্মস্তং পৃষ্টবাংস্তদা।
ক্বাস্তে স বিদুরো ধীমাংস্তমুবাচাম্বিকাসুতঃ॥ ৪৪॥

প্রেষয়িত্বা॥ ৩৭—৩৮॥ যদা যাতা হি তাপসা যুধিষ্ঠিরাদয়স্তদারভ্যেত্যর্থঃ॥ ৩৯॥ মাতরং কুন্তীম্। পিতরৌ ধৃতরাষ্ট্রগান্ধার্য্যাবিতি॥ ৪০॥ (বিদুরঞ্চেতি। বঃ সর্ব্বানিতি চতুর্থীস্থানে দ্বিতীয়া। সর্ব্বেভ্যো যদি রোচতে তর্হি বয়ং সর্ব্বে তান্ দ্রষ্টুং ব্রজাম ইতি মে মতির্ম্মতমিত্যর্থঃ॥ ৪১॥

বৈরাটী বিরাটরাজকন্যা উত্তরা॥ ৪২॥ প্রাপ্তা ইতি। সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধং দর্শনোৎসুকাঃ পাণ্ডবাঃ শতযূপলক্ষিতাশ্রমং প্রাপ্য ধৃতরাষ্ট্রাদীন্ দদৃশুরিত্যন্বয়ঃ॥ ৪৩॥) অম্বিকাসুতো

অধিক কি ভীমসেনও বিলাপ করিতে করিতে গঙ্গাতীর হইতে হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন॥ ৩৭॥ এদিকে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি, গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র শতযূপাশ্রমে গমন করিয়া তৃণাদি দ্বারা একটী কুটীর নির্ম্মাণ করত সমাহিতচিত্তে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৩৮॥ এইরূপে তাঁহাদের গমন দিবস হইতে ছয় বৎসরকাল গত হইলে তাঁহাদের বিরহে দুঃখিত যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে বলিলেন, অদ্য আমি স্বপ্নে বনবাসিনী জননী কুন্তীকে অতিশয় দুর্ব্বলা নিরীক্ষণ করিয়াছি, এজন্য আমার মন তাঁহাকে এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র আর মহাত্মা বিদুর ও সুমতি সঞ্জয়কে দেখিতে একান্ত অস্থির হইতেছে; অতএব, যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে আমরা সকলেই সেই স্থানে যাই, আমার এই অভিপ্রায়॥ ৩৯—৪১॥

অনন্তর সকলের মত হইলে, দর্শনোৎসুক পাণ্ডবগণ, সুভদ্রা দ্রৌপদী বিরাটকন্যা উত্তরা এবং অপরাপর নগরবাসী জনগণের সহিত শতযূপাশ্রমে গমন করিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন॥ ৪২—৪৩॥ কিন্তু, যুধিষ্ঠির সেই স্থানে বিদুরকে দেখিতে না পাইয়া ধৃত

বিরক্তশ্চরতে ক্ষত্তা নিরীহো নিষ্পরিগ্রহঃ।
কুত্রাপ্যেকান্তসংবাসী ধ্যায়তেঽন্তঃ সনাতনম্ ॥ ৪৫ ॥

গঙ্গাং গচ্ছন্ দ্বিতীয়েঽহ্নি বনে রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
দদর্শ বিদুরং ক্ষামং তপসা সংশিতব্রতম্ ॥ ৪৬ ॥
দৃষ্ট্বোবাচ মহীপালো বন্দেঽহং ত্বাং যুধিষ্ঠিরঃ।
তস্থৌ শ্রুত্বা চ বিদুরঃ স্থাণুভূত ইবানঘঃ ॥ ৪৭ ॥
ক্ষণেন বিদুরস্যাস্যান্নিঃসৃতং তেজ অদ্ভুতম্।
লীনং যুধিষ্ঠিরস্যাস্যে ধর্ম্মাংশত্বাৎ পরস্পরম্ ॥ ৪৮ ॥
ক্ষত্তা জহৌ তদা প্রাণাঞ্ছুশোচাঽতি যুধিষ্ঠিরঃ।
দাহার্থং তস্য দেহস্য কৃতবানুদ্যমং নৃপঃ ॥ ৪৯ ॥
শৃণ্বতস্তু তদা রাজ্ঞো বাগুবাচাশরীরিণী।
বিরক্তোঽয়ং ন দাহার্হো যথেষ্টং গচ্ছ ভূপতে ! ॥ ৫০ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ ॥ ৪৪ ॥ (বিরক্তশ্চেতি। ক্ষত্তা বিদুরঃ বৈরাগ্যমালম্ব্য নিষ্পরিগ্রহঃ সন্ যত্র কুত্রাপি একান্তে বিবিক্তদেশে অন্তর্হৃদয়পদ্মে সনাতনং নিত্যস্বরূপং চিদাত্মানং ধ্যায়তে। ধ্যানমাশ্রিত্যাস্তে ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

গঙ্গামিতি। যুধিষ্ঠিরঃ দ্বিতীয়েঽহ্নি দ্বিতীয়ে দিবসে গঙ্গাং গচ্ছন্ বনে তপসা ক্ষামং বিদুরং দদর্শেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ দৃষ্ট্বোবাচেতি। যুধিষ্ঠিরোঽয়মহং ত্বাং বন্দে। স্থাণুভূতঃ শাখা-পল্লবাদিবিরহিতো বৃক্ষ ইব যদ্বা যোগস্থমহেশ্বর ইব তস্থৌ ॥ ৪৭ ॥) তেজ অদ্ভুতমিত্যার্ষম্। ধর্ম্মাংশত্বাদুভয়োর্যমধর্ম্মজন্যত্বাৎ ॥ ৪৮—৪৯ ॥ বিরক্তো জ্ঞানীত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ (শ্রুত্বেতি।

রাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই পরমজ্ঞানী বিদুর এক্ষণে কোথায় আছেন ? ধৃতরাষ্ট্র ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, বিদুর এক্ষণে বিষয়ভোগে আগ্রহশূন্য ও বিরক্ত হইয়া কোন নির্জ্জন স্থলে বাস করিয়া অন্তরে সনাতন পরমব্রহ্মের ধ্যান করিতেছেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥

অনন্তর, দ্বিতীয় দিবসে রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গাস্নানে গমন করিতে করিতে বন মধ্যে কঠোর-ব্রতাচারী তপঃক্ষীণ-কলেবর বিদুরকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্রই বলিলেন, আমি যুধিষ্ঠির নৃপতি, আপনাকে বন্দনা করিতেছি। পবিত্রাত্মা বিদুর এই কথা শ্রবণমাত্র স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ ক্ষণকাল পরেই বিদুরের মুখ হইতে এক অপূর্ব্ব তেজ নির্গত হইল এবং পরস্পরের ধর্ম্মাংশসম্ভবত্ব হেতু উক্ত তেজ যুধিষ্ঠিরের মুখে লীন হইয়া গেল ॥ ৪৮ ॥ সেই সময় বিদুর প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং যুধিষ্ঠির অতিশয় শোক করত তাঁহার দেহ অগ্নিতে দগ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ করিলেন ॥ ৪৯ ॥ পরে যেমন দাহ করিবেন অমনি সহসা আকাশে দৈববাণী হইল যে, এই বিদুর মহাজ্ঞানী অতএব ইনি দাহ-যোগ্য নহেন। মহারাজ ! আপনি ইঁহাকে দাহ না করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করুন ॥ ৫০ ॥

শ্রুত্বা তাং ভ্রাতরঃ সর্ব্বে সস্নুর্গঙ্গাজলেঽমলে।
গত্বা নিবেদয়ামাসুর্ধৃতরাষ্ট্রায় বিস্তরাৎ* ॥ ৫১ ॥
স্থিতাস্তত্রাশ্রমে সর্ব্বে পাণ্ডবা নাগরৈঃ সহ।
তত্র সত্যবতীসূনুর্নারদশ্চ সমাগতঃ ॥ ৫২ ॥
মুনয়োঽন্যে মহাত্মানশ্চাগতা ধর্ম্মনন্দনম্।
কুন্তী প্রাহ তদা ব্যাসং সংস্থিতং শুভদর্শনম্ ॥ ৫৩ ॥
কৃষ্ণ! কর্ণস্তু পুত্রো মে জাতমাত্রস্তু বীক্ষিতঃ।
মনো মে তপ্যতে সর্ব্বং দর্শয়স্ব তপোধন! ॥ ৫৪ ॥
সমর্থোঽসি মহাভাগ! কুরু মে বাঞ্ছিতং প্রভো ॥ ৫৫ ॥

গান্ধার্য্যুবাচ।

দুর্য্যোধনো রণে গচ্ছন্ বীক্ষিতো ন ময়া মুনে!।
তং দর্শয় মুনিশ্রেষ্ঠ! পুত্রং মে ত্বং সহানুজম্ ॥ ৫৬ ॥

সুভদ্রোবাচ।

অভিমন্যুং মহাবীরং প্রাণাদপ্যধিকং প্রিয়ম্।
দ্রষ্টুকামাস্মি সর্ব্বজ্ঞ! দর্শয়াদ্য তপোধন! ॥ ৫৭ ॥

তে সর্ব্বে ভ্রাতরঃ অমলে গঙ্গাজলে সস্নুঃ স্নানং কৃতবন্তঃ ॥ ৫১ ॥ স্থিত্যস্তত্রেতি। যত্রাশ্রমে নাগরৈঃ সহ পাণ্ডবাঃ স্থিতাস্তত্র সত্যবতীসূনুর্বেদব্যাসঃ নারদশ্চ সমাগত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥ মুনয়োঽন্যে ইতি। ধর্ম্মনন্দনং যুধিষ্ঠিরম্। শুভদর্শনং ব্যাসম্প্রত্যাহ ॥ ৫৩ ॥) হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণদ্বৈপায়নেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ (যতস্ত্বং সমর্থোঽস্যতো মে বাঞ্ছিতং কুরু ॥ ৫৫ ॥ দুর্য্যোধন ইতি। সহানুজং অনুজৈঃ সহ বর্ত্তমানং দুর্য্যোধনং দর্শয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ প্রাণাৎ জীবনাদপ্যধিকং প্রিয়ং অভিমন্যুং দর্শয় নত্বত্র জীবনবোধকতয়া প্রাণশব্দস্য বহুত্বমিতি বোধ্যম্ ॥ ৫৭ ॥)

যুধিষ্ঠির এই কথা শুনিয়া সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত নির্ম্মল গঙ্গাজলে স্নান করিলেন এবং আশ্রমে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত কথা বিস্তার পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৫১ ॥ পরে, পাণ্ডবগণ কিছু কালের জন্য নগরবাসিগণের সহিত সেই আশ্রমে বাস করিলেন। এই সময় সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস, নারদ এবং অন্যান্য মহাত্মা মুনিগণ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুন্তী পবিত্রদর্শন বেদব্যাসকে অবস্থিত দেখিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ! আপনি তপস্বিপ্রধান আপনার দর্শন ত বিফল হইবার নহে। তপোধন! আমি আমার পুত্র কর্ণকে জাতমাত্র একবার দেখিয়াছিলাম এক্ষণে আমার মন সর্ব্বদা পরিতপ্ত হইতেছে আপনি একবার তাহাকে দেখান। হে মহাভাগ! আপনি এবিষয়ে সমর্থ অতএব আমার বাঞ্ছা পূরণ করুন ॥৫২—৫৫॥ অনন্তর, গান্ধারী কহিলেন, মুনিবর! দুর্য্যোধন যখন রণস্থলে গমন করে তখন আমি

---

* শুশোচ চাম্বিকাপুত্রঃ কুন্তী চ সৌবলী তথা। ক্বচিদিত্যধিকঃ পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

সূত উবাচ।

এবংবিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা সত্যবতীসুতঃ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা দধ্যৌ দেবীং সনাতনীম্ ॥ ৫৮ ॥
সন্ধ্যাকালেঽথ সম্প্রাপ্তে গঙ্গায়াং মুনিসত্তমঃ।
সর্ব্বাংস্তাংশ্চ সমাহূয় যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্।
তুষ্টাব বিশ্বজননীং স্নাত্বা পুণ্যে সরিজ্জলে ॥ ৫৯ ॥
প্রকৃতিং পুরুষারামাং সগুণাং নির্গুণাং তথা।
দেবদেবীং ব্রহ্মরূপাং মণিদ্বীপাধিবাসিনীম্ ॥ ৬০ ॥

যদা ন বেধা ন চ বিষ্ণুরীশ্বরো
ন বাসবো নৈব জলাধিপস্তথা।
ন বিত্তপো নৈব যমশ্চ পাবক-
স্তদাঽসি দেবি! ত্বমহং নমামি তাম্ ॥ ৬১ ॥
জলং ন বায়ুর্ন ধরা ন চাম্বরং
গুণা ন তেষাঞ্চ ন চেন্দ্রিয়াণ্যহম্।
মনো ন বুদ্ধির্ন চ তিগ্মগুঃ শশী
তদাঽসি দেবি! ত্বমহং নমামি তাম্ ॥ ৬২ ॥

সনাতনীং নিত্যাং দেবীং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণীং ভুবনেশ্বরীমিত্যর্থঃ ॥৫৮—৫৯॥ পুরুষারামাং পুরুষাশ্রয়াং চৈতন্যাভিন্নামিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

(যদেতি। বেধা ব্রহ্মা ঈশ্বরো মহাদেবঃ জলাধিপো বরুণঃ বিত্তপঃ কুবেরঃ ॥৬১॥ জলমিতি। তেষাং জলাদীনাং গুণাঃ রসস্পর্শাদয়ঃ। অহং অহন্তত্ত্বম্। তিগ্মাঃ প্রখরাস্তীব্রা বা—

তাহাকে দেখি নাই, এক্ষণে আপনি আমার সেই পুত্রকে তাহার অনুজগণের সহিত দর্শন করান ॥ ৫৬ ॥ অনন্তর সুভদ্রা বলিলেন, হে তপোধন! আপনিত সমস্তই জানেন, মহাবীর অভিমন্যু আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় আমি তাঁহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি আপনি অদ্য তাহাকে একবার দেখান ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস এইরূপ নানাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণায়াম পূর্ব্বক সনাতনী দেবীর ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর, সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে সেই মুনিসত্তম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক গঙ্গার পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া যিনি পুরুষাশ্রিতা সগুণা নির্গুণাত্মিকা প্রকৃতি; যিনি দেবতা-দিগেরও পরম দেবতাস্বরূপা, সেই মণিদ্বীপ-নিবাসিনী ব্রহ্মরূপিণী ভুবনেশ্বরীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৯—৬০ ॥

ইমং জীবলোকং সমাধায় চিত্তে
গুণৈর্লিঙ্গকোশঞ্চ নীত্বা সমাধৌ।
স্থিতা কল্পকালং নয়স্যাত্মতন্ত্রা
ন কোঽপ্যস্তি বেত্তা বিবেকং গতোঽপি ॥ ৬৩ ॥

প্রার্থয়ত্যেষ মাং লোকো মৃতানাং দর্শনং পুনঃ।
নাহং ক্ষমোঽস্মি মাতস্ত্বং দর্শয়াশু জনান্ মৃতান্ ॥ ৬৪ ॥

সূত উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী মায়া শ্রীভুবনেশ্বরী।
স্বর্গাদাহূয় সর্ব্বান্ বৈ দর্শয়ামাস পার্থিবান্ ॥ ৬৫ ॥

গাবো রশ্ময়ো যস্য স সূর্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥) সাম্যাবস্থাং বর্ণয়তি ইমমিতি। ইমং জীবলোকং জীবসমুদায়ং চিত্তে হিরণ্যগর্ভাত্মকে সমষ্টৌ সমাধায় সংস্থাপ্য তদেকতাং নীত্বেত্যর্থঃ। তং লিঙ্গকোশং চ সমদৃষ্টিলিঙ্গশরীরাত্মকং হিরণ্যগর্ভঞ্চেত্যর্থঃ। তং হিরণ্যগর্ভং গুণৈঃ পৃথগ্-ভিন্নৈঃ সত্ত্বাদিভিশ্চ সহিতং সমাধৌ সাম্যাবস্থাত্মকে সুষুপ্তিদ্বারা নীত্বা স্থিতা ত্বং কল্পকালং যাবৎ কল্পস্য পরিমাণং তাবন্তং কালং স্বতন্ত্রা সতী নয়সি তস্মিন্ সময়ে বিবেকং গতো জ্ঞান-বান্ বেত্তা তব কোঽপি নাস্ত্যেতাদৃশী ত্বং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী সর্ব্বোত্তরেত্যর্থঃ। যাবান্ প্রপঞ্চস্য কালস্তাবানেব প্রলয়স্যাপীতি তু পুরাণে প্রসিদ্ধম্ ॥ ৬৩ ॥ (প্রার্থয়তীতি। এষ লোকঃ অত্রত্যঃ সর্ব্বো জনঃ মৃতানাং দর্শনং মাং প্রার্থয়তি কর্ণদুর্য্যোধনাদীনাং দর্শন-কামনয়া মাং যাচতে ইতি ভাবঃ। পরং তত্রাহং ন ক্ষমঃ শক্তঃ অতস্ত্বং মৃতান্ তান্ কৌরবান্ দর্শয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

এবমিতি। এবম্প্রকারেণ বেদব্যাসেন স্তুতা সা মায়োপহিতপরব্রহ্মচৈতন্যরূপা ভুবনেশ্বরী তান্ সর্ব্বান্ সুরলোকাৎ আহূয় দর্শয়ামাস ॥৬৫॥ দৃষ্ট্বেতি। স্বকান্ আত্মীয়জনান্ বীক্ষ্য সর্ব্বে

হে দেবি! যৎকালে অগ্নি, যম, কুবের, বরুণ বা ইন্দ্র অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও ছিলেন না তখন আপনিই একমাত্র বিরাজ করিতেন; অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥৬১॥ সে সময় জল, বায়ু, পৃথিবী কি আকাশ বা তাহাদিগের (এই সমস্ত মহাভূতের) রস স্পর্শ গন্ধ ও শব্দাদি গুণ সমুদয় কি ইন্দ্রিয় বা তাহাদিগের প্রবর্ত্তক মন বা অহংতত্ত্ব কি বুদ্ধিতত্ত্ব এমন কি বিশ্ব প্রকাশক চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্তও ছিল না; কিন্তু, হে মাতঃ! তৎকালে এক মাত্র আপনিই নিত্যরূপে বিরাজমানা ছিলেন; অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৬২ ॥ মাতঃ! আপনি এই সমস্ত জীবলোককে হিরণ্যগর্ভাত্মক সমষ্টিতে সমাধান করিয়া সেই লিঙ্গকোষকে সত্ত্বাদিগুণের সহিত সাম্যাবস্থায় আনয়ন করত কল্পকাল পর্য্যন্ত স্বতন্ত্ররূপে মহাসমাধিতে অবস্থান করেন। জননি! এ সময়ে কেহ মহাবিবেক প্রাপ্ত হইলেও আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥৬৩॥ মাতঃ! এই সমস্ত লোকগণ আমার নিকট মৃতপুত্রাদির পুনর্দ্দর্শন প্রার্থনা করিতেছে; জননি! এ বিষয়ে ত আমার ক্ষমতা নাই অতএব আপনিই সেই মৃত-গণকে দর্শন করান ॥ ৬৪ ॥

দৃষ্ট্বা কুন্তী চ গান্ধারী সুভদ্রা চ বিরাটজা।
পাণ্ডবা মুমুদুঃ সর্ব্বে বীক্ষ্য প্রত্যাগতান্ স্বকান্ ॥ ৬৬ ॥
পুনর্ব্বিসর্জ্জিতা তেন ব্যাসেনামিততেজসা।
স্মৃত্বা দেবীং মাহামায়ামিন্দ্রজালমিবোদ্যতম্ ॥ ৬৭ ॥
তদা পৃষ্ট্বা যযুঃ সর্ব্বে পাণ্ডবা মুনয়স্তথা।
রাজা নাগপুরং প্রাপ্তঃ কুর্ব্বন্ ব্যাসকথাং পথি ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে
মৃতসন্দর্শনো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

মমুদুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ পুনরিতি। অমিততেজসা ব্যাসেন তে স্বর্গাদাগতাঃ কর্ণাদয়ঃ সর্ব্বে পুনর্ব্বিসর্জ্জিতাঃ সুরলোকং প্রাপিতা ইত্যর্থঃ। পরাং দেবীং স্মৃত্বৈব নতু স্বশক্ত্যা ব্যাসোঽপি কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ক্ষম ইতি বোধ্যম্। অতস্তদা তত্র উদ্যতেন্দ্রজালমিবাসীদিত্যর্থঃ।) ইন্দ্রজালমিত্যনেন জগতো মিথ্যাত্বপ্রতিপাদনান্মিথ্যাভূতসংসারাদেতাদৃশানামীশ্বরানুগৃহীতানামপীদৃশী দশা জায়ত ইতি বিরক্তো ভূত্বা ভগবতীস্বরূপং মোক্ষার্থং বিচিন্তয়েদিত্যবান্তরতাৎপর্য্যম্ ॥ ৬৭ ॥ ব্যাসকথাং ব্যাসে শ্রীভুবনেশ্বর্য্যনুগ্রহকথাম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সেই মায়োপাধিকা ভুবনেশ্বরী দেবী এইরূপে স্তুত হইলে পর স্বর্গ হইতে মৃত ক্ষত্রিয়দিগকে আহ্বান করিয়া সকলকে দেখাইলেন ॥ ৬৫ ॥ কুন্তী, গান্ধারী, সুভদ্রা, বিরাটকন্যা এবং পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য সকলেই আত্মীয় স্বজনদিগকে প্রত্যাগত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৬৬ ॥ অনন্তর, সেই অমিত তপোবলসম্পন্ন ব্যাসদেব মহামায়া দেবীকে স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। ঋষিগণ! এই সময়ে ইহা যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় বোধ হইয়াছিল ॥ ৬৭ ॥ তদনন্তর পাণ্ডবগণ ও ঋষিগণ পরস্পর শুভবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া স্বস্বস্থানে গমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও পথে ব্যাসদেবের মহিমার কথা কহিতে কহিতে হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৬৮ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে
মৃতদর্শন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততো দিনে তৃতীয়ে চ ধৃতরাষ্ট্রঃ স ভূপতিঃ।
দাবাগ্নিনা বনে দগ্ধঃ সভার্য্যঃ কুন্তিসংযুতঃ ॥ ১ ॥
সঞ্জয়স্তীর্থযাত্রায়াং গতস্ত্যক্ত্বা মহীপতিম্।
শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরো রাজা নারদাদ্দুঃখমাপ্তবান্ ॥ ২ ॥
ষট্‌ত্রিংশেঽথ গতে বর্ষে কৌরবাণাং ক্ষয়াৎ পুনঃ।
প্রভাসে যাদবাঃ সর্ব্বে বিপ্রশাপাৎ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৩ ॥
তে পীত্বা মদিরাং মত্তাঃ কৃত্বা যুদ্ধং পরস্পরম্।
ক্ষয়ং প্রাপ্তা মহাত্মানঃ পশ্যতো রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৪ ॥
দেহং তত্যাজ রামস্তু কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
ব্যাধবাণহতঃ শাপং পালয়ন্ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশৎপদ্যকৈরেকেনোনৈর্নষ্টং হরেঃ কুলম্।
কীর্ত্তয়িত্বোত্তরাসূনোর্বৃত্তঞ্চ পরিগীয়তে ॥

তত ইতি। পাণ্ডবানাং হস্তিনাপুরাগমনোত্তরম্ ॥ ১ ॥ নারদাচ্ছ্রুত্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥ ষট্‌ত্রিংশেঽথেতি। কৌরবাণাং ক্ষয়াদনন্তরং ষট্‌ত্রিংশে বর্ষে গতে সত্যথ প্রভাসে যাদবা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥ পশ্যতো রামকৃষ্ণয়োরিত্যনেনেশ্বরয়োরপি ভাবিত্বস্যাপরিহারকত্বমুক্তং ভবতি ॥৪॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! পাণ্ডবদিগের হস্তিনাপুরে গমনানন্তর তৃতীয় দিবসে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত সেই বনমধ্যে দাবানলে দগ্ধ হইয়াছেন এবং সঞ্জয় ও ইতিপূর্ব্বে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠির নারদমুখ হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ১—২ ॥ এদিকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবকুল ধ্বংস হইবার ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরান্তে সমস্ত যাদবগণও প্রভাসে মিলিত হইয়া ব্রহ্মশাপহেতু বিনষ্ট হইলেন ॥ ৩ ॥ সেই মহাত্মা যদুবংশীয়গণ প্রভাসতীর্থে মদ্যপান করত অতিশয় মত্ত হইয়া বলরাম এবং কৃষ্ণের সমক্ষে অবস্থিত হইয়াই পরস্পর যুদ্ধ করত নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥ বলরাম আত্মীয়গণের বিনাশের পর স্বয়ং দেহ পরিত্যাগ করিলেন এবং ভগবান্ ভক্তজনতাপহারী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণশাপের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য ব্যাধবাণে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ॥ ৫ ॥

বসুদেবস্তু তচ্ছ্রুত্বা দেহত্যাগং হরেরথ ।
জহৌ প্রাণাঞ্চুচীন্ কৃত্বা চিত্তে শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৬ ॥
অর্জ্জুনস্তু ততো গত্বা প্রভাসে চাতিদুঃখিতঃ ।
সংস্কারং তত্র সর্ব্বেষাং যথাযোগ্যং চকার হ ॥ ৭ ॥
সমীক্ষ্যাথ হরের্দ্দেহং কৃত্বা কাষ্ঠস্য সঞ্চয়ম্ ।
অষ্টাভিঃ সহ পত্নীভির্দ্দাহয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ৮ ॥
দেহং রামস্য রেবত্যা সহ দগ্ধ্বা বিভাবসৌ ।
অর্জ্জুনো দ্বারকামেত্য পুরান্নিষ্ক্রাময়জ্জনম্ ॥ ৯ ॥
পুরী সা বাসুদেবস্য প্লাবিতোদধিনা ততঃ ।
অর্জ্জুনঃ সর্ব্বলোকান্ বৈ গৃহীত্বা নির্গতস্তদা ॥ ১০ ॥
কৃষ্ণপত্ন্যস্তদা মার্গে চৌরাভীরৈশ্চ লুণ্ঠিতাঃ ।
ধনং সর্ব্বং গৃহীতঞ্চ নিস্তেজাশ্চার্জ্জুনোঽভবৎ ॥ ১১ ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগম্য বজ্রো রাজা কৃতস্তদা ।
অনিরুদ্ধসুতো নাম্না পার্থেনামিততেজসা ॥ ১২ ॥

এবং রামকৃষ্ণয়োরপি দুর্দ্দশাং দর্শয়তি দেহং তত্যাজেতি ॥ ৫ ॥ শ্রীভুবনেশ্বরীং চিত্তে কৃত্বে-ত্যন্বয়ঃ ॥ ৬—৮ ॥ নিষ্ক্রাময়জ্জনমিতি। বাসুদেবেন স্বশক্ত্যা তৎপুরং সমুদ্রমধ্যে নির্ম্মিতং তস্মিন্নীশ্বরে গতে সতীশ্বরেণ স্বশক্ত্যপকর্ষান্নিশ্চয়েন সমুদ্রো নগরীং প্লাবয়িষ্যতীতি ভয়েন নিষ্ক্রাময়ন্নিষ্কাসিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে ইতি। অনিরুদ্ধসুতো বজ্রনামা যাদবানাং রাজা কৃতঃ ॥ ১২ ॥ কথিতং

অনন্তর, বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ভুবনেশ্বরী ভগবতীকে ধ্যান করত পবিত্র প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৬ ॥
এই সমস্ত ঘটনার পর, অর্জ্জুন অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে প্রভাসে যাইয়া সমস্ত যাদবগণের যথাযোগ্য প্রেতকৃত্যাদি সম্পাদন করিলেন ॥ ৭ ॥ পরে, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রধান অষ্টমহিষীর সহিত এবং বলরামকে রেবতীর সহিত চিতাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দ্বারকাপুরীতে আগমন পূর্ব্বক তথা হইতে সমস্ত পুরবাসিগণকে নিষ্ক্রামিত করিলেন ॥ ৮—৯ ॥ অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণের সেই দ্বারকাপুরী সমুদ্র দ্বারা প্লাবিত হইয়া গেল। এদিকে অর্জ্জুন, কৃষ্ণের অপর মহিষীগণ ও দ্বারকাবাসী সমস্ত জনগণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে আসিবার জন্য তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১০ ॥ পথিমধ্যে আসিতে আসিতে কতকগুলি আভীর জাতীয় দস্যু কৃষ্ণপত্নীদিগকে লুটপাট করিয়া সমস্ত ধন অপহরণ করিল। ঋষিগণ! অর্জ্জুন এই সময়ে কৃষ্ণবিরহে এরূপ নিস্তেজ হইয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে কোন প্রকারেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১১ ॥

ব্যাসায় কথিতং দুঃখং তেনোক্তোঽসৌ মহারথঃ।
পুনর্যদাহরিস্ত্বং চ ভবিতাসি মহামতে!।
তদা তেজস্তবাত্যুগ্রং ভবিষ্যতি পুনর্যুগে ॥ ১৩ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং পার্থো গত্বা নাগপুরেঽর্জ্জুনঃ।
দুঃখিতো ধর্ম্মরাজানং বৃত্তান্তং সর্ব্বমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥
দেহত্যাগং হরেঃ শ্রুত্বা যাদবানাং ক্ষয়ং তথা।
গমনায় মতিং চক্রে রাজা হৈমাচলং প্রতি ॥ ১৫ ॥
ষট্‌ত্রিংশদ্বার্ষিকং রাজ্যে স্থাপয়িত্বোত্তরাসুতম্।
নির্জগাম বনং রাজা দ্রৌপদ্যা ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ১৬ ॥
ষট্‌ত্রিংশচ্চৈব বর্ষাণি কৃত্বা রাজ্যং গজাহ্বয়ে।
গত্বা হিমাচলে ষট্ তে জহুঃ প্রাণান্ পৃথাসুতাঃ ॥ ১৭ ॥
পরীক্ষিদপি রাজর্ষিঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সুধার্ম্মিকঃ।
অপালয়চ্চ রাজেন্দ্রঃ ষষ্টিবর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ১৮ ॥

দুঃখমিতি। মম মহতী শক্তিঃ ক্ব গতেতি দুঃখং কথিতমিত্যন্বয়ঃ। পুনর্যুগে ইতি। অধুনা শক্তির্হরিণাপহৃতা সা পুনর্হরেরবতারে জাতে তবাপি চাবতারে জাতে আয়াস্যতি ন মধ্যে ॥ ১৩—১৫ ॥ উত্তরাসুতং পরীক্ষিতম্। (রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ভ্রাতৃভির্দ্রৌপদ্যা চ সহ নির্জগামেত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ তে দ্রৌপদ্যা সহ ষট্। পৃথা কুন্তী তস্যাঃ সুতাঃ পাণ্ডবা ইত্যর্থঃ। হিমাচলে প্রাণান্ জহুঃ ॥ ১৭ ॥

তাহার পর, সকলে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলে অর্জ্জুন বজ্র নামে অনিরুদ্ধপুত্রকে যাদবগণের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং বেদব্যাসকে পথিমধ্যে সঙ্ঘটিত সমস্ত দুঃখের বিষয় জানাইলেন। বেদব্যাস ইহা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, (অর্জ্জুন! এবিষয়ের জন্য তুমি দুঃখিত হইও না, শ্রীকৃষ্ণের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ জানিবে।) মহারথ! পুনর্ব্বার যুগপর্য্যয়ে যখন আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুমি অবতীর্ণ হইবে, তখন আবার তোমার সেইরূপ উগ্রতর বলবীর্য্যাদি উপস্থিত হইবে॥১২—১৩॥ পৃথাতনয় অর্জ্জুন এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে হস্তিনাপুরে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন॥ ১৪ ॥ ধর্ম্মরাজ সমস্ত যাদবগণের বিশেষত শ্রীকৃষ্ণের দেহনাশের কথা শ্রবণে হিমালয় পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়া ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষবয়স্ক উত্তরাপুত্র পরীক্ষিৎকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং দ্রৌপদী ও অপর ভ্রাতৃগণের সহিত হিমাচলস্থ বনপ্রস্থানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৫—১৬ ॥ ঋষিগণ! যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৃথাপুত্রগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর এইরূপে হস্তিনাপুরে ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যপালন করিয়া পরে হিমাচলে যাইয়া প্রাণত্যাগ করেন ॥ ১৭ ॥ এদিকে, ধার্ম্মিকপ্রবর রাজর্ষি পরীক্ষিৎও ষষ্টিবর্ষ

র্ভূব মৃগয়াশীলো জগাম চ বনং মহৎ।
বিদ্ধং মৃগং বিচিন্বানো মধ্যাহ্নে ভূপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥
তৃষিতশ্চ পরিশ্রান্তঃ ক্ষুধিতশ্চোত্তরাসুতঃ।
রাজা ঘর্ম্মেণ সন্তপ্তো দদর্শ মুনিমন্তিকে ॥ ২০ ॥
ধ্যানে স্থিতং মুনিং রাজা জলং পপ্রচ্ছ চাতুরঃ।
নোবাচ কিঞ্চিন্মৌনস্থশ্চুকোপ নৃপতিস্তদা ॥ ২১ ॥
মৃতং সর্পং তদাদায় ধনুষ্কোট্যা তৃষাতুরঃ।
কলিনাবিষ্টচিত্তস্তু কণ্ঠে তস্য ন্যবেশয়ৎ ॥ ২২ ॥
আরোপিতে তথা সর্পে নোবাচ মুনিসত্তমঃ।
ন চচাল সমাধিস্থো রাজাপি স্বগৃহং গতঃ ॥ ২৩ ॥
তস্য পুত্রোঽতিতেজস্বী গবিজাতো মহাতপাঃ।
মহাশাক্তোঽথ* শুশ্রাব ক্রীড়মানো বনান্তিকে ॥ ২৪ ॥

পরীক্ষিদিতি। সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অপালয়ৎ পালয়ামাস ॥ ১৮—১৯ ॥ বিদ্ধমিতি। বিচিন্বানঃ অন্বিষ্যন্। অনুসন্ধান ইতি যাবৎ ॥ ২০ ॥) ঘর্ম্মেণোষ্ণজন্যজলেন রৌদ্রেণ বা ॥ ২১ ॥ তৃষাতুরস্তৃষাপীড়িতঃ ॥ ২২ ॥ আরোপিতেঽপীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥
গবিজাতস্তন্নামক ইত্যর্থঃ। মহাশাক্ত ইতি। পরাশক্তেরুপাসক ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

পর্য্যন্ত আলস্যপরিশূন্য হইয়া সমস্ত প্রজাগণকে প্রতিপালন করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, এক দিবস মৃগয়াভিলাষী হইয়া মহারণ্যে গমনপূর্ব্বক একটী মৃগকে বাণবিদ্ধ করিলেন। মৃগটী গুরুতর আঘাত পাইয়া পলায়ন করিল, রাজাও তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু, মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, অতিশয় পরিশ্রান্ত এবং তৃষ্ণা ও ক্ষুধাতে কাতর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে, অতিশয় রৌদ্রে সন্তপ্ত হইয়া সম্মুখে একটী মুনিকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই তৃষ্ণাতুর রাজা পরীক্ষিৎ ধ্যানস্থ মুনিকে বারংবার জলের জন্য অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু, সেই মৌনাবলম্বী ঋষি কোনও প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না, তাহাতে মহারাজ অতিশয় কুপিত হইয়া ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা একটী মৃত সর্প গ্রহণ পূর্ব্বক অতিশয় ক্রোধাক্রান্তচিত্তে সেই মুনির কণ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া দিলেন ॥ ২১—২২ ॥ সেই মৃত সর্প কণ্ঠদেশে সমর্পিত হইলেও সমাধিস্থ মুনিবর কিছুই বলিলেন না এবং ধ্যান হইতেও বিচ্যুত হইলেন না। রাজাও ইহা দেখিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৩ ॥

ঋষিগণ ! এই মুনির মহাপ্রভাবশালী শৃঙ্গী নামে এক পুত্র ছিল। পুত্রটী অতিশয় তপোবল-সম্পন্ন এবং ভগবতী মহাশক্তির উপাসকদিগের অগ্রগণ্য। এই সময় সেই

---

* শৃঙ্গী নামাথ। ইতি বা পাঠঃ।

মিত্রাণ্যাহুশ্চ তৎপুত্রং পিতুঃ কণ্ঠে তবাধুনা।
লম্বিতোঽস্তি মৃতঃ সর্পঃ কেনাপীতি মুনীশ্বর ! ॥ ২৫ ॥
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা চুকোপাতিশয়ং তদা।
শশাপ নৃপতিং ক্রুদ্ধো গৃহীত্বাশু করে জলম্ ॥ ২৬ ॥
পিতুঃ কণ্ঠেঽদ্য মে যেন বিনিক্ষিপ্তো মৃতোরগঃ।
তক্ষকঃ সপ্তরাত্রেণ তং দশেৎ পাপপূরুষম্ ॥ ২৭ ॥*
মুনেঃ শিষ্যোঽথ রাজানং সমুপেত্য গৃহে স্থিতম্।
শাপং নিবেদয়ামাস মুনিপুত্রেণ চার্পিতম্ ॥ ২৮ ॥
অভিমন্যুসুতঃ শ্রুত্বা শাপং দত্তং দ্বিজেন বৈ।
অনিবার্য্যঞ্চ বিজ্ঞায় মন্ত্রিবৃদ্ধানুবাচ হ ॥ ২৯ ॥
শপ্তোঽহং দ্বিজপুত্রেণ মম দোষাদসংশয়ম্।
কিং বিধেয়ং ময়ামাত্যা উপায়শ্চিন্ত্যতামিহ ॥ ৩০ ॥
মৃত্যুঃ কিলানিবার্য্যোঽসৌ বদন্তি বেদবাদিনঃ।
যত্নস্তথাপি শাস্ত্রোক্তঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ ॥ ৩১ ॥

তৎপুত্রং যস্য কণ্ঠে সর্প আরোপিতস্তস্য পুত্রমিত্যর্থঃ। লম্বিতঃ স্থাপিতঃ ॥ ২৫—২৬ ॥ (পিতুরিতি। অদ্য যেন মে পিতুঃ কণ্ঠে কণ্ঠদেশে মৃতসর্পঃ নিক্ষিপ্তঃ সপ্তরাত্রেণ তং পাপপূরুষং তক্ষকঃ দশেৎ দংশনং কুর্য্যাৎ ॥ ২৭ ॥ মুনেরিতি। অথ শৃঙ্গিণা অভিশপ্তে সতি মুনেঃ শমীকস্য কশ্চিৎ শিষ্যঃ গৃহস্থিতং রাজানং শাপবৃত্তান্তং নিবেদয়ামাস ॥ ২৮—২৯ ॥) মম দোষান্মমাপরাধাদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ (কিং বিধেয়মিতি। মৃত্যুরনিবার্য্যঃ কিল ইতি বেদ-

---

পুত্রটী বনান্তিকে ক্রীড়া করিতে করিতে বন্ধুগণের নিকট শ্রবণ করিল যে, তাহার পিতার কণ্ঠদেশে অদ্য কে এক জন একটী মৃত সর্প প্রদান করিয়াছে ॥ ২৪—২৫ ॥ শৃঙ্গী বন্ধুগণের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ জল গ্রহণ পূর্ব্বক নৃপতিকে এই বলিয়া শাপপ্রদান করিলেন যে, অদ্য আমার পিতার কণ্ঠদেশে যে ব্যক্তি মৃত সর্প প্রদান করিয়াছে, আজ হইতে সপ্ত রাত্রে সর্পরাজ তক্ষক সেই পাপিষ্ঠ পুরুষকে দংশন করিবে ॥ ২৬—২৭ ॥ শৃঙ্গী এইরূপ শাপপ্রদান করিলে পর, সেই মুনির একজন শিষ্য হস্তিনাপুরে রাজা পরীক্ষিতের নিকট আসিয়া মুনিপুত্র প্রদত্ত শাপের বিষয় জানাইল ॥ ২৮ ॥ অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপবার্ত্তা শ্রবণমাত্র তাহা অনিবার্য্য ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রিগণকে বলিলেন ॥ ২৯ ॥ মন্ত্রিগণ ! আমি নিজ অপরাধেই মুনিপুত্র কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি ; এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য তাহার সদুপায় চিন্তা কর ॥ ৩০ ॥ দেখ, যদিও বেদজ্ঞ

* ইতি শপ্তস্তদা তেন রাজা শ্রুত্বাস্য বৈ পিতা। পুত্রং বিনিন্দ্য বেগেন রাজ্ঞে শাপং ন্যবেদয়ৎ ॥ ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে ॥

উপায়বাদিনঃ কেচিৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিজ্ঞোপায়েন সিধ্যন্তি কার্য্যাণি নেতরস্য চ ॥ ৩২ ॥
মণিমন্ত্রৌষধীনাং বৈ প্রভাবাঃ খলু দুর্ব্বিদঃ।
ন ভবেদিতি কিং তৈস্তু মণিমন্ত্রৈঃ সুসাধিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥
সর্পদষ্টা পুরা ভার্য্যা মুনেঃ সঞ্জীবিতা মৃতা।
দত্ত্বার্দ্ধমায়ুষস্তেন মুনিনা সা বরাপ্সরাঃ ॥ ৩৪ ॥
ভবিতব্যে ন বিশ্বাসঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ।
প্রত্যক্ষং তত্র দৃষ্টান্তং পশ্যন্তু সচিবাঃ কিল ॥ ৩৫ ॥
দিবি কোঽপি পৃথিব্যাং বা দৃশ্যতে পুরুষঃ ক্বচিৎ।
দৈবে মতিং সমাধায় যস্তিষ্ঠেত্তু নিরুদ্যমঃ ॥ ৩৬ ॥
বিরক্তস্তু যতির্ভূত্বা ভিক্ষার্থং যাতি সর্ব্বথা।
গৃহস্থানাং গৃহে কামমাহূতো বাথবান্যথা ॥ ৩৭ ॥

বাদিনো বদন্তি। তথাপি শাস্ত্রোক্তো যত্নঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ কর্ত্তব্যঃ। যত্নে কৃতে কার্য্যসিদ্ধিসম্ভাবনাৎ ॥ ৩১—৩২ ॥) বিজ্ঞোপায়েনাভিজ্ঞকৃতোপায়েন দুর্ল্লভা অপ্যর্থাঃ সিধ্যন্তীত্যর্থঃ। দুর্ব্বিদোঽচিন্ত্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥ ভবিতব্যে ন বিশ্বাসঃ কার্য্যো ভবিতব্যমাশ্রিত্যৈব নিরুদ্যোগেন স্থাতব্যমিতি ন। কিন্তূদ্যোগোঽপি কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। অয়ং সর্পদষ্টোঽনেন প্রত্যক্ষং জীবিত ইতি প্রত্যক্ষং দৃষ্টান্তং প্রথমং পশ্যন্তু ময়োচ্যমানমালোচয়ন্তু। যঃ কেবলং দৈবে মতিমাশ্রিত্য নিরুদ্যমস্তিষ্ঠেৎ তথাবিধো দিবি পৃথিব্যাং বা যঃ কোঽপি পুরুষো বিদ্যতে ক্বচিৎ স আনেয় ইতি শেষঃ ॥৩৫—৩৬॥ ননু দৈবং প্রারব্ধমেব মুখ্যমিতি কেচিদ্বদন্তি তত্রাহ বিরক্ত ইতি। এতাদৃশো নিরুদ্যমস্তু পুরুষো বিরক্তো দৈবে প্রারব্ধে নিশ্চয়াত্মিকাং মতিং কৃত্বা যস্তিষ্ঠতি স যতির্ভূত্বা ভিক্ষার্থং গৃহস্থানাং গৃহং যাতি। নতু গৃহস্থাশ্রমে তিষ্ঠতি অতো

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন এরূপ মৃত্যু অনিবার্য্য, তথাপি বুদ্ধিমানের সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রোক্ত প্রতিকারে যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য ॥ ৩১ ॥ কারণ, বিজ্ঞজনের উপায় দ্বারা সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে অবিজ্ঞের দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না; অতএব, মন্ত্রিগণ! মণি, মন্ত্র বা ওষধি সকলের প্রভাব অচিন্তনীয়, সম্যক্ রূপে তাহাদের প্রয়োগ করিতে পারিলে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইতে না পারে? ॥ ৩২—৩৩ ॥ দেখ, পূর্ব্বকালে কোন মুনিবরের পত্নী সর্প দংশনে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেও মুনিবর সেই নিজ ভার্য্যা অপ্সরাকে আয়ুর অর্দ্ধভাগ প্রদান করিয়া বাঁচাইয়া ছিলেন ॥ ৩৪ ॥ অতএব, বিজ্ঞগণের যাহা হইবার তাহা হইবে বলিয়া ভবিতব্যের প্রতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। মন্ত্রিগণ! এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণও দর্শন কর ॥ ৩৫ ॥ বল দেখি, পৃথিবীতে বা স্বর্গেতে এমন কাহাকেও কি দেখিতে পাও যে, কোনও ব্যক্তি কেবলমাত্র দৈব অবলম্বনে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে? দেখ, সন্ন্যাসিগণ সংসার বিরক্ত হইয়াও ভিক্ষার জন্য গৃহস্থগণের গৃহে গৃহে, আহূত হউক আর না হউক,

যদৃচ্ছয়োপপন্নঞ্চ ক্ষিপ্তং কেনাপি বা মুখে।
উদ্যমেন বিনা চাস্যাদুদরে সংবিশেৎ কথম্ ॥ ৩৮ ॥
প্রযত্নশ্চোদ্যমে কার্য্যো যদা সিদ্ধিং ন যাতি চেৎ।
তদা দৈবং স্থিতং চেতি চিত্তমালম্বয়েদ্‌বুধঃ ॥ ৩৯ ॥

মন্ত্রিণ ঊচুঃ।

কো মুনির্যেন দত্ত্বার্দ্ধমায়ুষো জীবিতা প্রিয়া ॥
কথং মৃতা মহারাজ! তন্নো ব্রূহি সবিস্তরম্ ॥ ৪০ ॥

রাজোবাচ।

ভৃগোর্ভার্য্যা বরারোহা পুলোমা নাম সুন্দরী।
তস্যাস্তু চ্যবনো নাম মুনির্জাতোঽতিবিশ্রুতঃ ॥ ৪১ ॥
চ্যবনস্য চ শর্যাতেঃ সুকন্যা নাম সুন্দরী।
তস্যাং জজ্ঞে সুতঃ শ্রীমান্ প্রমতির্নাম বিশ্রুতঃ ॥ ৪২ ॥
প্রমতেস্তু প্রিয়া ভার্য্যা প্রতাপী নাম বিশ্রুতা।
রুরুর্নাম সুতো জাতস্তস্যাং পরমতাপসঃ ॥ ৪৩ ॥

মম গৃহাশ্রমিণো ন তন্মতং যুক্তমিতি ভাবঃ। উদ্‌যোগস্তু তদাশ্রমেপ্যপেক্ষিতোঽন্যথানির্ব্বাহা-দিতি তন্মতেঽপি দূষণমস্ত্যেবেত্যাহ গৃহস্থানামিতি। আহূতোঽথবানাহূতো বা যদ্‌গচ্ছতি গৃহ-স্থানাং গৃহং প্রতি যতিঃ স উদ্‌যোগেনৈব গচ্ছতি নতু কেবলং দৈবেন তথা যদৃচ্ছয়োপাত্তং কেনাপি মুখে নিক্ষিপ্তমন্নমুদ্‌যোগেন বিনা যত্নং বিনা কথমুদরে সংবিশেৎ। ন কথমপীত্যর্থঃ। তস্মাদ্বিরক্তোঽপ্যুদ্‌যোগপ্রধান এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তদেবাহ প্রযত্ন ইতি। যদোদ্যমে কৃতেঽপি কার্য্যং ন সিধ্যতি তদা দৈবং প্রবলমিতি নিশ্চয়ঃ কর্ত্তব্যো ন তু ততঃ পূর্ব্বমিত্যাহ তদা দৈবং স্থিতঞ্চেতি॥৩৯—৪১॥ সুন্দরীতি। শর্যাতেঃ সুকন্যা শোভনা কন্যা চ্যবনস্য সুন্দরী পত্নী আসীদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ (প্রমতেরিতি। তস্যাং প্রতাপ্যাং রুরুর্জাতঃ॥ ৪৩—৪৪ ॥ বরাপ্সরা

সকল সময়েই যাইয়া থাকে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ আর দেখ, যদিও বা কখন কেহ দৈবাৎ উপস্থিত অন্নাদি মুখে উত্তোলন করিয়া দেয়; তাহা হইলে, ভোজন চেষ্টা ব্যতিরেকে কিরূপে সেই অন্নপিণ্ডাদি মুখ হইতে উদর মধ্যে প্রবেশ করিবে? ॥ ৩৮ ॥ অতএব, মন্ত্রিগণ! যত্নপূর্ব্বক কার্য্যোদ্‌যোগ করা উচিত। তাহা করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয় তাহা হইলে সেইরূপ স্থলেই পণ্ডিতগণ দৈবের বলবত্তা বলিয়া বিবেচনা করেন ॥ ৩৯ ॥

মন্ত্রিগণ কহিলেন, মহারাজ! কোন মুনি আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া নিজ প্রিয়াকে জীবন দান করিয়াছিলেন এবং কি জন্যই বা তাঁহার ভার্য্যা জীবনত্যাগ করিয়াছিল। এ বিষয়টী বিস্তার পূর্ব্বক আমাদের নিকট বলুন ॥ ৪০ ॥

রাজা কহিলেন, মন্ত্রিগণ! পূর্ব্বকালে পুলোমা নামে অতিসুন্দরী ভৃগুর একটী ভার্য্যা ছিল, তাঁহার গর্ব্ভে চ্যবন নামে সুপ্রসিদ্ধ মুনি জন্মগ্রহণ করেন॥৪১॥ শর্যাতির সুকন্যা নামে অতি সুন্দরী কন্যা এই চ্যবনের পত্নী ছিল। ইহাঁরই গর্ব্ভে প্রমতি নামে একটী রূপবান্ পুত্র হয় ॥৪২॥

তস্মিংশ্চ সময়ে কশ্চিৎ স্থূলকেশশ্চ বিশ্রুতঃ।
ৰভূব তপসা যুক্তো ধর্ম্মাত্মা সত্যসম্মতঃ ॥ ৪৪ ॥
এতস্মিন্নন্তরেঽমাত্যা মেনকা চ বরাপ্সরাঃ।
ক্রীড়াং চক্রে নদীতীরে সর্ব্বলোকাতিসুন্দরী ॥ ৪৫ ॥
গর্ভং বিশ্বাবসোঃ প্রাপ্য নির্গতা বরবর্ণিনী।
স্থূলকেশাশ্রমে গত্বা বিসসর্জ বরাপ্সরাঃ ॥ ৪৬ ॥
কন্যকাঞ্চ নদীতীরে ত্রিষু লোকেষু সুন্দরীম্।
দৃষ্ট্বাঽনাথাং তদা কন্যাং জগ্রাহ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥
পুপোষ স্থূলকেশস্তু নাম্না চক্রে প্রমদ্বরাম্ ॥ ৪৮ ॥
সা কালে যৌবনং প্রাপ্তা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা।
রুরুর্দৃষ্ট্বাথ তাং ৰালাং কামৰাণার্দ্দিতো হ্যভূৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে যদুবংশধ্বংস-পরীক্ষিদ্‌বৃত্তান্তো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

মেনকা নদীতীরে ক্রীড়াং চক্রে ॥৪৫॥ স্থূলকেশাশ্রমে গত্বা গর্ভং বিসসর্জ্জ সুষুবে ইত্যর্থঃ ॥৪৬॥ মুনিসত্তমঃ স্থূলকেশঃ নদীতীরে ত্রিষু লোকেষু সুন্দরীং কন্যাং অনাথাং অনাথবৎ পতিতাং দৃষ্ট্বা জগ্রাহ ॥ ৪৭ ॥) প্রমদ্বরামিতি। তদর্থস্তু মহাভারতে প্রমদাভ্যো বরা সা তু সত্ত্বরূপা গুণান্বিতা। ততঃ প্রমদ্বরেত্যস্যা নাম চক্রে মহানৃষিরিতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

তাঁহার প্রতাপী নামে বিখ্যাত ভার্য্যা ছিল। তাঁহার গর্ভে রুরু নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন পরে কালক্রমে ইনি পরম তপস্বী হইয়া উঠেন ॥ ৪৩ ॥

মন্ত্রিগণ! এই সময় সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা স্থূলকেশ নামে বিশ্রুত কোনও পুরুষ ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৪৪ ॥ সর্ব্বলোক মধ্যে সুন্দরীপ্রধানা মেনকা নামে অপ্সরা সেই সময় নদীতীরে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ এই বরবর্ণিনী অপ্সরা পূর্ব্বে বিশ্বাবসু হইতে গর্ভ-প্রাপ্ত হইয়াছিল এক্ষণে ক্রীড়া করিতে করিতে স্থূলকেশ মুনির আশ্রমে যাইয়া একটী কন্যা প্রসব করত তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করে ॥ ৪৬ ॥ মুনিবর স্থূলকেশ, মেনকা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কন্যাটীকে ত্রিলোকসুন্দরী এবং নদীতটে অনাথের ন্যায় পতিত দেখিয়া গ্রহণ করিলেন এবং প্রমদ্বরা নাম রাখিয়া পরিপোষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥ কিছু-কাল গত হইলে সর্ব্বলক্ষণান্বিতা সেই কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তপস্বী রুরু তাহাকে দেখিবামাত্র একেবারে কামৰাণে পীড়িত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে
যদুবংশ ধ্বংস ও পরীক্ষিৎ-বৃত্তান্তকথন নামক
অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

পরীক্ষিদুবাচ।

কামার্ত্তঃ স মুনির্গত্বা রুরুঃ সুপ্তো নিজাশ্রমে।
পিতা পপ্রচ্ছ দীনং তং কিং রুরো! বিমনা অসি॥ ১॥
স তমাহাতিকামার্ত্তঃ স্থূলকেশস্য চাশ্রমে।
কন্যা প্রমদ্বরা নাম সা মে ভার্য্যা ভবেদিতি॥ ২॥
স গত্বা প্রমতিস্তূর্ণং স্থূলকেশং মহামুনিম্।
প্রমুহ্য সুমুখং কৃত্বা যযাচে তাং বরাননাম্॥ ৩॥
দদৌ বাচং স্থূলকেশঃ প্রদাস্যামি শুভেঽহনি।
বিবাহার্থঞ্চ সম্ভারং রচয়ামাসতুর্ব্বনে॥ ৪॥
প্রমতিঃ স্থূলকেশশ্চ বিবাহার্থং সমুদ্যতৌ।
বভূবতুর্মহাত্মানৌ সমীপস্থৌ তপোবনে॥ ৫॥

অর্দ্ধাধিকৈকপঞ্চাশৎপদ্যৈর্বৃত্তং রুরোঃ পুরঃ।
কীর্ত্তয়িত্বা গুপ্তগেহে রাজ্ঞো বাসস্তথোচ্যতে॥

কামার্ত্তঃ কামপীড়িতঃ সন্॥ বিমনাঃ খিন্নঃ॥ ১—২॥ প্রমতিঃ পিতা প্রমুহ্য স্বভাষণেন মোহয়িত্বাঽন্তিসঙ্কটেন সুমুখং প্রসন্নম্॥ ৩॥ শুভেঽহনি প্রদাস্যামীতি বাচমিত্যর্থঃ। ততো বাক্যনিশ্চয়োত্তরং সম্ভারং সামগ্রীমুভাবপি সম্বন্ধিনৌ রচয়ামাসতুঃ॥ ৪॥ সমীপস্থৌ দূর-

---

পরীক্ষিৎ বলিলেন, মন্ত্রিগণ! সেই রুরু কামবাণে অতিশয় পীড়িত হইয়া নিজাশ্রমে গমন করত শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। অনন্তর, তাঁহার পিতা প্রমতি তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রুরো! তুমি এত অন্যমনস্ক হইয়াছ কেন? (তোমার কি হইয়াছে আমাকে বিশেষ করিয়া সমস্ত বল)॥ ১॥ রুরু অতিশয় কামার্ত্ত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার পিতাকে বলিলেন, পিতঃ! স্থূলকেশ মুনির আশ্রমে প্রমদ্বরা নামে যে কন্যাটী আছে সেইটী যাহাতে আমার ভার্য্যা হয় তাহা করুন॥ ২॥ প্রমতি, পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া শীঘ্র স্থূলকেশ মুনির নিকট গমন করিলেন এবং নানাবিধ সুমিষ্ট আলাপে তাহাকে প্রসন্ন করিয়া সেই চারুমুখী কন্যাটীকে প্রার্থনা করিলেন॥ ৩॥ স্থূলকেশ মুনিও শুভ দিনে কন্যার বিবাহ দিব বলিয়া বাক্য দান করিলেন। অনন্তর, মহাত্মা প্রমতি ও স্থূলকেশ উভয়েই একত্রিত হইয়া সেই তপোবনে বিবাহের উপযোগি দ্রব্য সামগ্রী আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত

তস্মিন্নবসরে কন্যা রমমাণা গৃহাঙ্গণে।
প্রসুপ্তং পন্নগং পাদেনাস্পৃশচ্চারুলোচনা ॥ ৬ ॥
দষ্টা তু পন্নগেনাথ সা মমার বরাঙ্গনা ॥ ৭ ॥
কোলাহলস্তদা জাতো মৃতাং দৃষ্ট্বা প্রমদ্বরাম্।
মিলিতা মুনয়ঃ সর্ব্বে চুক্রুশুঃ শোকসংযুতাঃ ॥ ৮ ॥
ভূমৌ তাং পতিতাং দৃষ্ট্বা পিতা তস্যাশ্চ দুঃখিতঃ।
রুরোদ বিগতপ্রাণাং দীপ্যমানাং সুতেজসা ॥ ৯ ॥
রুরুঃ শ্রুত্বা তদাক্রন্দং দর্শনার্থং সমাগতঃ।
দদর্শ পতিতাং তত্র সজীবামিব কামিনীম্ ॥ ১০ ॥
রুদন্তং স্থূলকেশঞ্চ দৃষ্ট্বান্যানৃষিসত্তমান্।
রুরুঃ স্থানাদ্বহির্গত্বা রুরোদ বিরহাকুলঃ ॥ ১১ ॥
অহো দৈবেন সর্পোঽয়ং প্রেষিতঃ পরমাদ্ভুতঃ।
মম শর্ম্মবিঘাতায় দুঃখহেতুরয়ং কিল ॥ ১২ ॥

দেশাদাগত্য সমীপদেশস্থৌ ॥ ৫ ॥ (ভাবিঘটনাং সূচয়ন্নাহ। তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ বিবাহ-দ্রব্যসম্ভারায়োজনকালাভ্যন্তরে সা কন্যা প্রমদ্বরা গৃহাঙ্গণে গৃহাজিরে ক্রীড়াং কুর্ব্বতী প্রসুপ্তং সর্পং পাদেন অস্পৃশদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥ দষ্টেতি। বরাঙ্গনেতি গন্ধর্ব্বাপ্সরোজন্যত্বাৎ। পন্নগেন দষ্টা মমার ॥ ৭ ॥ মিলিতা ইতি। একত্রস্থা মুনয়ঃ শোকসংযুতাশ্চুক্রুশুঃ চীৎকারং চক্রিরে রুরুদুরিতি যাবৎ ॥ ৮ ॥ রুরোদেতি। পিতা তাং সুতেজসা দীপ্যমানাং গতপ্রাণাং দৃষ্ট্বা রুরোদ ॥ ৯ ॥) সজীবামিবেতি। মৃতামপি তেজস্বিনীমিত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥ (মমেতি। শর্ম্মবিঘাতায় সুখবিনাশায় ॥ ১২ ॥

হইলেন ॥৪—৫॥ মন্ত্রিগণ! এই সময়ে সেই চারুনয়না কন্যাটী অঙ্গনে ক্রীড়া করিতে করিতে একটী নিদ্রিত সর্পকে পদ দ্বারা আঘাত করিল। সর্পটী পদাহত হইবামাত্রই তাহাকে দংশন করিল এবং দংশন মাত্রই উগ্রবিষপ্রভাবে প্রমদ্বরা জীবন ত্যাগ করিল॥৬—৭॥ ঋষিগণ তাহাকে মৃত দেখিয়া সকলে একবারে শোকাভিভূত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ইহাতে তথায় অতিশয় কোলাহল হইয়া পড়িল ॥ ৮ ॥ যদিচ প্রমদ্বরার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল, তথাপি তাহার সেই ভূতলে নিপতিত জীবনশূন্য শরীরের প্রোজ্জ্বলিত-লাবণ্যচ্ছটা-দর্শনে প্রতিপালক পিতা স্থূলকেশ অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগি-লেন ॥ ৯ ॥ রুরু এই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে দেখিতে আসিলেন এবং গত-প্রাণ হইলেও সেই কামিনীকে জীবিতার ন্যায় ভূমিতে পতিত দেখিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর, স্থূলকেশ ও অপর অপর ঋষিগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেই স্থান হইতে বাহিরে যাইয়া অতিশয় বিরহাকুলিত চিত্তে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি মৃতা মে প্রাণবল্লভা।
ন বৈ জীবিতুমিচ্ছামি বিযুক্তঃ প্রিয়য়াঽনয়া ॥ ১৩ ॥
নালিঙ্গিতা বরারোহা ন ময়া চুম্বিতা মুখে।
ন পাণিগ্রহণং প্রাপ্তং মন্দভাগ্যেন সর্ব্বথা ॥ ১৪ ॥
লাজাহোমস্তথাচাগ্নৌ ন কৃতস্ত্বনয়া সহ।
মানুষ্যং ধিগিদং কামং গচ্ছন্ত্বদ্য মমাসবঃ ॥ ১৫ ॥
দুঃখিতস্য ন বা মৃত্যুর্ব্বাঞ্ছিতঃ সমুপৈতি হি।
সুখং তর্হি কথং দিব্যমাপ্যতে ভুবি বাঞ্ছিতম্‌ ॥ ১৬ ॥
প্রপতামি হ্রদে ঘোরে পাবকে প্রপতাম্যহম্‌।
বিষমদ্মি গলে পাশং কৃত্বা প্রাণাংস্ত্যজাম্যহম্‌ ॥ ১৭ ॥
বিলপ্যৈবং রুরুস্তত্র বিচার্য্য মনসা পুনঃ।
উপায়ং চিন্তয়ামাস স্থিতস্তস্মিন্নদীতটে ॥ ১৮ ॥
মরণাৎ কিং ফলং মে স্যাদাত্মহত্যা দুরত্যয়া।
দুঃখিতশ্চ পিতা মে স্যাজ্জননী চাতিদুঃখিতা ॥ ১৯ ॥

প্রিয়য়া বিযুক্তঃ বিরহিতঃ জীবিতুং নেচ্ছামি বৈ ॥ ১৩ ॥ নালিঙ্গিতেতি। মন্দভাগ্যেন ময়া পাণিগ্রহণং ন প্রাপ্তম্‌ ॥ ১৪ ॥ মমাসবঃ মম প্রাণা অদ্য গচ্ছন্তু ॥ ১৫ ॥ দুঃখিতস্যেতি। বাঞ্ছিতোঽপি মৃত্যুঃ ন সমুপৈতি।) সুখং তর্হীতি। অনয়া বিনেতি শেষঃ ॥ ১৬ ॥ যতঃ সুখং নাস্তি অতঃ প্রপতামীত্যর্থঃ। বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্‌। পতিষ্যামীতি তু ফলিতম্‌ ॥ ১৭ ॥
ইত্থং প্রথমতো মরণনিশ্চয়ং কৃত্বা পুনর্মনসা বিচার্য্যোপায়ং চিন্তয়ামাসেতি বক্ষ্যমাণ-

---

হায়! দৈব, নিশ্চয়ই এই সর্পকে আমার দুঃখের কারণ করিয়া সমস্ত সুখনাশের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি কি করি, কোথায় বা যাই; হায়! আমার প্রাণ অপেক্ষাও যাহা প্রিয় তাহা ত পলায়ন করিল! এই প্রিয়ার সহিত ক্ষণ মাত্র বিযুক্ত হইয়া আমি ত জীবন ধারণ করিতে পারিব না ॥ ১২—১৩ ॥ হায়! এই নিতম্বিনী ত আমাকে আলিঙ্গন করিল না এবং আমিও ত ইহার মুখে চুম্বন করিতে পারিলাম না, অধিক কি এই মন্দভাগ্য অদ্যাপি ইহার পাণিগ্রহণ জন্য সুখলাভ করে নাই বা ইহার সহিত অগ্নিতে লাজহোমও করে নাই। হায়! এই মনুষ্য জন্মকে ধিক্‌!! আমার জীবনে ফল কি? এখনই আমার প্রাণ বহির্গত হউক ॥ ১৪—১৫ ॥ কিন্তু, হায়! দুঃখিত ব্যক্তি মৃত্যু কামনা করিলেও তাহার মৃত্যু হয় না, তবে কি করিয়া আমি ইহ লোকে এই পত্নী ব্যতিরেকে সেই অভিলষিত স্বর্গীয় সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইব? আমি এক্ষণে গভীর হ্রদে পতিত হই কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ করি অথবা বিষপান করি, না হয় গলায় রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি ॥ ১৭ ॥
মন্ত্রিগণ! রুরু এইরূপ নানাবিধ বিলাপের পর মনে মনে অনেক বিচার করিয়া সেই

দৈবস্তুষ্টো ভবেৎ কামং দৃষ্ট্বা মাং ত্যক্তজীবিতম্ ।
সর্ব্বঃ প্রমুদিতশ্চ স্যাম্মৎক্ষয়ে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥
উপকারঃ প্রিয়ায়াঃ কঃ পরলোকে ভবেদপি ।
মৃতে ময্যাত্মঘাতেন বিরহাৎ পীড়িতেঽপি চ ॥ ২১ ॥
পরলোকে প্রিয়া সাপি ন মে স্যাদাত্মঘাতিনঃ ।
এতদর্থং মৃতে দোষা ময়ি নৈবামৃতে পুনঃ ॥ ২২ ॥
বিমৃশ্যৈবং রুরুস্তত্র স্নাত্বাচম্য শুচিঃ স্থিতঃ ।
অব্রবীদ্বচনং কৃত্বা জলং পাণাবসৌ মুনিঃ ॥ ২৩ ॥
যন্ময়া সুকৃতং কিঞ্চিৎ কৃতং দেবার্চ্চনাদিকম্ ।
গুরবঃ পূজিতা ভক্ত্যা হুতং জপ্তং তপঃ কৃতম্ ॥ ২৪ ॥
অধীতাস্ত্বখিলা বেদা গায়ত্রী সংস্মৃতা যদি ।
রবিরারাধিতস্তেন সঞ্জীবতু মম প্রিয়া ॥ ২৫ ॥

রূপমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥ দৈবো বিধিঃ। পুংলিঙ্গমার্ষম্ সর্ব্বো লোকঃ শত্রুলোকঃ ॥ ২০ ॥ যদর্থং প্রাণো দেয়স্তস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ পরলোকে ক উপকারঃ স্যাদিত্যাহ উপকার ইতি। নন্বু তদ্বাসনয়া মরণে পরলোকে সা প্রাপ্স্যতি তত্রাহ মৃতে ময়ীতি। আত্মঘাতব্যতিরিক্তস্য তদর্থং কর্ম্মাচরিতবতস্তদ্বাসনয়া তৎ ফলং ভবতি ॥ ২১ ॥ নাত্মঘাতিনস্তস্য ত্বেতদর্থমেতন্মৃতপ্রিয়াপ্রয়োজনায়াধোগতেরেব শ্রবণাদিত্যর্থঃ। তস্মান্ময়ি মৃতে দোষা এব ভবেয়ুর্নামৃতে ॥ ২২—২৩ ॥ (যন্ময়েতি। দেবার্চ্চনাদিকং যৎ কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতমিতি ॥ ২৪ ॥ যদি

নদীতটে থাকিয়াই ইহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ প্রাণত্যাগ করিয়া কি ফল হইবে ? তাহাতে বরং আমি আত্মহত্যা-পাপ হইতে কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিব না ; আর, আমার মরণে পিতা মাতা অতিশয় দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই ॥১৯॥ আমি যে প্রাণ নাশে উদ্যত হইয়াছি, তাহাতে দৈব কি আমাকে মৃত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন ? কখন নয় ; বরং আমার শত্রুপক্ষীয়গণ আমার নাশে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ আর আমি বিরহে পীড়িত হইয়া আত্মঘাতী হইলে পরলোকে প্রিয়ার কি উপকার হইবে ; বরং সেই প্রিয়া পরোলোকে আত্মহত্যা-পাপ জন্য আমার সহিত মিলিত হইবেন না। অতএব জীবন ত্যাগ করিলে এতগুলি দোষ দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু জীবন ত্যাগ না করিলে এ সমস্ত অনিষ্টের কোনটাই ঘটিতে পারিবে না ॥ ২১—২২ ॥

মন্ত্রিগণ ! রুরু এইরূপ বহুবিধ বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে স্নান ও আচমনাদি করিয়া শুচি হইলেন এবং জল গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, যদি আমি দেবার্চ্চনাদি ও গুরুগণকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকি এবং হোম বা জপ করিয়া থাকি, অথবা অখিল বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকি কিংবা গায়ত্রীস্মরণ করিয়া থাকি আর যদি সূর্য্যদেবের আরাধনা

যদি জীবেন্ন মে কান্তা ত্যজে প্রাণানহং ততঃ।
ইত্যুক্ত্বা তজ্জলং ভূমৌ চিক্ষেপারাধ্য দেবতাঃ॥ ২৬॥

রাজোবাচ।

এবং বিলপতস্তস্য ভার্য্যয়া দুঃখিতস্য চ।
দেবদূতস্তদাভ্যেত্য বাক্যমাহ রুরুং ততঃ॥ ২৭॥

দেবদূত উবাচ।

মা কার্ষীঃ সাহসং ব্রহ্মন্! কথং জীবেন্মৃতা প্রিয়া।
গতায়ুরেষা সুশ্রোণী গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঃ সুতা॥ ২৮॥
অন্যাং কাময় চার্ব্বঙ্গীং মৃতেয়ং চাবিবাহিতা।
কিং রোদিষি সুদুর্ব্বুদ্ধে! কা প্রীতিস্তেঽনয়া সহ॥ ২৯॥

রুরুরুবাচ।

দেবদূত! ন চান্যাং বৈ বরিষ্যাম্যহমঙ্গনাম্।
যদি জীবেন্ন জীবেদ্বা মর্ত্তব্যঞ্চাধুনা ময়া॥ ৩০॥

গায়ত্রী সম্যক্ স্মৃতা রবিরারাধিতো বা তেন সুকৃতেন মম প্রিয়া জীবতু॥ ২৫॥ ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ উক্ত্বা দেবতাঃ আরাধ্য তজ্জলং ভূমৌ চিক্ষেপ॥ ২৬॥

ভার্য্যয়া ভার্য্যাহেতুনা দুঃখিতস্যেতি॥ ২৭॥) দেবদূত ইতি। সর্ব্বপুণ্যকর্ম্মণঃ শপথে কৃতে সতি দেবেনেশ্বরেণ বোধনার্থং প্রেষিতো দূতোঽয়ং দেবদূত ইতি বোধ্যম্॥ ২৮॥ (অন্যামিতি। চারূণি মনোজ্ঞানি অঙ্গানি যস্যাস্তাং তাদৃশীং অন্যাং কাঞ্চিৎ কাময় কাময়স্ব॥ ২৯॥

দেবদূতেতি। যদি জীবেৎ তর্হি এনামেব বরিষ্যামি যদি ন জীবেৎ তর্হি অধুনা মর্ত্তব্যমিতি মে নিশ্চয় ইতি জানীহি॥ ৩০॥

করিয়া থাকি, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমার যে কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে সেই পুণ্যবলে আমার প্রিয়া পুনর্জীবিতা হউক॥ ২৩—২৫॥ যদি ইহাতেও প্রিয়া জীবিতা না হয় তখন আমি প্রাণত্যাগ করিব। রুরু এই কথা বলিয়া ইষ্টদেবের আরাধনা করত সেই জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন॥ ২৬॥

মন্ত্রিগণ! সেই দুঃখিত রুরু ভার্য্যার নিমিত্ত এইরূপে বিলাপ করিতেছেন এমন সময় একটী দেবদূত তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বৃথা সাহস করিবেন না। মৃত ব্যক্তি প্রিয় হইলেও কি আবার জীবিত হয়? এই নিতম্বিনী বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বের ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে ইহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, অতএব আপনি অন্য কোন বরবর্ণিনীকে অভিলাষ করুন; বোধ হয় নিশ্চয়ই আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে; আপনি ক্রন্দন করিতেছেন কেন? এই কামিনী ত অনূঢ়া-অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অতএব ইহার সহিত আবার আপনার প্রণয় কি?॥ ২৭—২৯॥

রাজোবাচ।

বিদিত্বেতি হঠং তস্য দেবদূতো মুদান্বিতঃ।
উবাচ বচনং তথ্যং সত্যং চাতিমনোহরম্ ॥ ৩১ ॥
উপায়ং শৃণু বিপ্রেন্দ্র ! বিহিতং যৎ সুরৈঃ পুরা।
আয়ুষোঽর্দ্ধপ্রদানেন জীবয়াশু প্রমদ্বরাম্ ॥ ৩২ ॥

রুরুরুবাচ।

আয়ুষোঽর্দ্ধং প্রযচ্ছামি কন্যায়ৈ নাত্র সংশয়ঃ।
অদ্য প্রত্যাবৃতপ্রাণা প্রোত্তিষ্ঠতু মম প্রিয়া ॥ ৩৩ ॥

রাজোবাচ।

বিশ্বাবসুস্তদা তত্র বিমানেন সমাগতঃ।
জ্ঞাত্বা পুত্রীং মৃতাং চাশু স্বর্গলোকাৎ প্রমদ্বরাম্ ॥ ৩৪ ॥
ততো গন্ধর্ব্বরাজশ্চ দেবদূতশ্চ সত্তমঃ।
ধর্ম্মরাজমুপেত্যেদং বচনং প্রত্যভাষতাম্ ॥ ৩৫ ॥
ধর্ম্মরাজ ! রুরোঃ পত্নী সুতা বিশ্বাবসোস্তথা।
মৃতা প্রমদ্বরা কন্যা দষ্টা সর্পেণ চাধুনা ॥ ৩৬ ॥

হঠং হঠকারিত্বং নির্ব্বন্ধাতিশয়মিতি যাবৎ ॥ ৩১ ॥ পুরা যৎ সুরৈর্বিহিতং তাদৃশমুপায়ং শৃণ্বিতি ॥ ৩২ ॥ প্রত্যাবৃতপ্রাণা প্রত্যাগতজীবা সতী প্রোত্তিষ্ঠতু ॥ ৩৩ ॥)
স্বর্গলোকাৎসমাগত ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৪॥ (ততো গন্ধর্ব্বরাজ ইতি। ধর্ম্মরাজং যমমিত্যর্থঃ ॥৩৫॥

দেবদূতের এই কথা শ্রবণ করিয়া রুরু কহিলেন, দেবদূত ! এই কামিনী জীবনলাভ করুক আর নাই করুক আমি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না। আর যদি জীবনলাভ না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি জীবন পরিত্যাগ করিব ॥ ৩০ ॥

মন্ত্রিগণ ! দেবদূত রুরুর এই প্রকার অসংসাহসের বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় আনন্দিতান্তঃকরণে রুরুর প্রিয়জনক সত্য অথচ প্রকৃত হিতকর বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৩১॥ হে বিপ্রবর ! দেবগণ পূর্ব্বে এই রমণীর জীবন লাভের যেরূপ উপায় করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন। এখনি নিজ আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া এই প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত করুন ॥ ৩২ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া রুরু বলিলেন, দেবদূত ! আমি নিজের পরমায়ুর অর্দ্ধেক এই কন্যাকে প্রদান করিতেছি, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। অতএব, এক্ষণে আমার এই প্রিয়া জীবন লাভ করিয়া উত্থিত হইক ॥ ৩৩ ॥

মন্ত্রিগণ ! এই সময়, গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু নিজ কন্যা প্রমদ্বরাকে মৃত জানিয়া স্বর্গলোক হইতে বিমান আরোহণে সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর, গন্ধর্ব্বরাজ এবং সেই

সা রুরোরায়ুষোঽর্দ্ধেন মর্ত্তুকামস্য সূর্য্যজ ! ।
সমুত্তিষ্ঠতু তন্বঙ্গী ব্রতচর্য্যাপ্রভাবতঃ ॥ ৩৭ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

বিশ্বাবসুসুতাং কন্যাং দেবদূত ! যদীচ্ছসি।
উত্তিষ্ঠত্বায়ুষোঽর্দ্ধেন রুরুং গত্বা ত্বমর্পয় ॥ ৩৮ ॥

রাজোবাচ।

এবমুক্তস্ততো গত্বা জীবয়িত্বা প্রমদ্বরাম্।
রুরোঃ সমর্পয়ামাস দেবদূতস্ত্বরান্বিতঃ ॥ ৩৯ ॥*
ততঃ শুভেঽহ্নি বিধিনা রুরুণাপি বিবাহিতা।
ইত্থং চোপায়যোগেন মৃতাপ্যুজ্জীবিতা তদা ॥ ৪০ ॥

ধর্ম্মরাজেতি। হে ধর্ম্মরাজ ! মৃত্যুপতে ! রুরোঃ পত্নী তথা বিশ্বাবসুগন্ধর্ব্বস্য সুতা সা প্রমদ্বরা সর্পেণ দংশনং প্রাপ্তা মৃতা ইদানীং রুরোর্ব্রতচর্য্যাপ্রভাবতস্তথা তস্যায়ুষোঽর্দ্ধেন প্রোত্তিষ্ঠত্বিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

বিশ্বাবসুসুতামিতি। রুরুং রুরুমুনেঃ সমীপং গত্বা তস্মৈ তাং পুনঃ প্রাপ্তজীবনাং অর্পয় ॥ ৩৮ ॥

এবমুক্ত ইতি। ধর্ম্মরাজেন এবমুক্তে দেবদূতস্ত্বরান্বিত ইতি রুরুমরণশঙ্কয়েতি বোধ্যম্। সমর্পয়ামাস ॥ ৩৯ ॥ তত ইতি ইত্থঞ্চোপায়যোগেন তদা পূর্ব্বকালে যতঃ প্রমদ্বরা মৃতাপ্যুজ্জীবিতা ততঃ শাস্ত্রসম্মত উপায়ঃ সর্ব্বথা প্রকর্ত্তব্যঃ। ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৪০—৪১ ॥

দেবদূত ধর্ম্মরাজ যমের নিকট আগমন করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৫ ॥ ধর্ম্মরাজ ! প্রমদ্বরা নামে এই বিশ্বাবসুর কন্যা এবং ঋষিপুত্র রুরুর পত্নী সংপ্রতি সর্পদংশনে তোমার আলয়ে আসিয়াছে। দ্বিজ রুরু এক্ষণে তাহার জন্য জীবন ত্যাগে অভিলাষী হইতেছেন। অতএব, হে সূর্য্যপুত্র ! রুরুর ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে এবং তাঁহারই আয়ুর অর্দ্ধেক দ্বারা সেই ক্ষীণাঙ্গী এক্ষণে জীবন লাভ করুক ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ইহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ বলিলেন, দেবদূত ! এই বিশ্বাবসুর কন্যাকে যদি তুমি জীবিত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই কন্যা রুরুর আয়ুর অর্দ্ধেক দ্বারা জীবন লাভ করুক। তুমি এখনিই যাইয়া এই কন্যা রুরুকে সমর্পণ কর ॥ ৩৮ ॥

রাজা কহিলেন, মন্ত্রিগণ ! ধর্ম্মরাজ দেবদূতকে এইরূপ বলিলে পর দেবদূত তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে যাইয়া প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত করিয়া রুরুর হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর, শুভদিনে যথাবিধি রুরু তাহাকে বিবাহ করিলেন। এইরূপে পূর্ব্বে ঋষিকন্যা প্রমদ্বরা কালগ্রাসে পতিত হইয়াও উপায় দ্বারা পুনর্ব্বার জীবনলাভ করিয়াছিল ॥৪০॥

---

* রুরুশ্চাতীব সন্তুষ্টস্তাং প্রাপ্য চারুলোচনাম্। ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

উপায়স্তু প্রকর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা শাস্ত্রসম্মতঃ।
মণিমন্ত্রৌষধীভিশ্চ বিধিবৎপ্রাণরক্ষণে ॥ ৪১ ॥
ইত্যুক্ত্বা সচিবান্ রাজা কল্পয়িত্বা সুরক্ষকান্।
কারয়িত্বাথ প্রাসাদং সপ্তভূমিকমুত্তমম্ ॥ ৪২ ॥
আরুরোহোত্তরাসূনুঃ সচিবৈঃ সহ তৎক্ষণম্।
মণিমন্ত্রধরাঃ শূরাঃ স্থাপিতাস্তত্র রক্ষণে ॥ ৪৩ ॥
প্রেষয়ামাস ভূপালো মুনিং গৌরমুখং ততঃ।
প্রসাদার্থং সেবকস্য ক্ষমস্বেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪ ॥
ব্রাহ্মণান্ সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞান্ রক্ষণার্থমিতস্ততঃ।
মন্ত্রীপুত্রঃ স্থিতস্তত্র স্থাপয়ামাস দন্তিনঃ ॥ ৪৫ ॥
ন কশ্চিদারুহেত্তত্র প্রাসাদে চাতিরক্ষিতে।
বাতোঽপি ন চরেত্তত্র প্রবেশে বিনিবার্য্যতে ॥ ৪৬ ॥
ভক্ষ্যভোজ্যাদিকং রাজা তত্রস্থশ্চ চকার সঃ।
স্নানসন্ধ্যাদিকং কর্ম্ম তত্রৈব বিনিবর্ত্ত্য চ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যুক্তেতি। সুরক্ষকান্ কল্পয়িত্বা স্থাপয়িত্বা সপ্তভূমিকং প্রাসাদং বৃহদুচ্ছ্রায়াট্টালকং কারয়িত্বা উত্তরাসূনুঃ পরীক্ষিৎ সচিবৈঃ সহারুরোহেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥) প্রেষয়ামাসেতি। যেন মুনিনা শাপো দত্তস্তং মুনিং প্রতি সেবকস্য মম প্রসাদার্থং পুনঃপুনঃ ক্ষমস্বেতি প্রার্থয়িতুং গৌরমুখং মুনিং প্রেষয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ ব্রাহ্মণানিতি। ইতস্ততোঽত্র কুত্রচিদ্বিদ্যমানান্ সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞান্ রক্ষণার্থমানিনায়েত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ বাতোঽপীতি। বিনি-

---

অতএব, মন্ত্রিগণ! প্রাণরক্ষার জন্য মণি মন্ত্র এবং ওষধি সকলের দ্বারা শাস্ত্র সম্মত যথাবিধানে উপায় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ৪১ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ মন্ত্রিগণকে এইরূপ বলিয়া প্রধান প্রধান রক্ষক সকল সংস্থাপন পূর্ব্বক একটী সুন্দর অতি উচ্চ সপ্ততল প্রাসাদ নির্ম্মাণানন্তর তাহার রক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে মণিমন্ত্রাদিধারী বলবান্ রক্ষিগণকে স্থাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগণের সহিত তাহাতে আরোহণ করিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ তদনন্তর, মুনিবর শৃঙ্গীর ক্রোধশান্তির জন্য "সেবকের অপরাধ ক্ষমা করুন" ইহা বলিয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে গৌরমুখ নামে মুনিকে পাঠাইলেন ॥ ৪৪ ॥ পরে, আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে সিদ্ধ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলেন। এদিকে মন্ত্রিপুত্র সেই স্থানে থাকিয়া হস্তিগণকে এরূপে যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন যে, কোনও ব্যক্তি এই রক্ষিত প্রাসাদে আরোহণ করিতে না পারে; অধিক কি নিষেধ-অনুমতির পর বায়ুরও সে স্থলে প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না; অন্যের কথা আর কি বলিব ॥৪৫—৪৬॥ রাজা পরীক্ষিৎ এই স্থানে থাকিয়াই তক্ষকের আগমন দিবস গণনা করত

রাজকার্য্যাণি সর্ব্বাণি তত্রস্থশ্চাকরোন্নৃপঃ।
মন্ত্রিভিঃ সহ সংমন্ত্র্য গণয়ন্দিবসানপি ॥ ৪৮ ॥
কশ্চিচ্চ কশ্যপো নাম ব্রাহ্মণো মন্ত্রিসত্তমঃ।
শুশ্রাব চ তথা শাপং প্রাপ্তং রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥ ৪৯ ॥
স ধনার্থী দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কশ্যপঃ সমচিন্তয়ৎ।
ব্রজামি তত্র যত্রাস্তে শপ্তো রাজা দ্বিজেন হ ॥ ৫০ ॥
ইতি কৃত্বা মতিং বিপ্রঃ স্বগৃহান্নিঃসৃতঃ পথি।
কশ্যপো মন্ত্রবিদ্বিদ্বান্ ধনার্থী মুনিসত্তমঃ ॥ ৫১ ॥*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে রুরুবৃত্তান্তকথনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

বার্য্যতে সেবকৈরন্যস্য প্রবেশে তত্র কা বার্ত্তেতি ভাবঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥ (রাজকার্য্যাণীতি। তত্রস্থঃ প্রাসাদোপরি তিষ্ঠন্। তক্ষকাগমনদিবসান্ গণয়ন্ ॥ ৪৮ ॥
কশ্চিচ্চেতি। মন্ত্রিসত্তমঃ মন্ত্রবিৎসু সত্তমঃ অগ্রণীরিত্যর্থঃ ॥৪৯॥ স ধনার্থীতি। যত্র দ্বিজেন শপ্তো রাজা আস্তে তত্র ব্রজামীতি সমচিন্তয়ৎ ॥ ৫০ ॥ বিপ্রঃ কশ্যপ ইতি মতিং কৃত্বা গৃহাৎ নিঃসৃতঃ নির্জগাম ॥ ৫১ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯॥

স্নান সন্ধ্যাদি এবং ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিলেন; অধিক কি, মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যন্তও সেই স্থানে থাকিয়া নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন ॥৪৭—৪৮॥
ঋষিগণ! এমন সময় কশ্যপ নামে কোনও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজার এই শাপ বৃত্তান্ত শ্রবণে রাজাকে তক্ষকবিষ হইতে মুক্ত করিয়া বহুতর ধন লাভ করিব এই আশায় এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে, অভিশপ্ত রাজা পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণগণের সহিত যে স্থানে আছেন আমি সেই স্থানে যাই। ব্রাহ্মণ এইরূপ বিবেচনা করিয়াই ধন লাভের আশায় নিজ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৪৯—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক ব্যাসপ্রণীত মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়-স্কন্ধে রুরুবৃত্তান্তকথন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্দ্ধ এক পঞ্চাশৎ শ্লোক।

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

তস্মিন্নেব দিনে নাম্না তক্ষকস্তং নৃপোত্তমম্ ।
শপ্তং জ্ঞাত্বা গৃহাত্তূর্ণং নিঃসৃতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১ ॥
বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেন তক্ষকঃ পথি নির্গতঃ ।
অপশ্যৎ কশ্যপং মার্গে ব্রজন্তং নৃপতিং প্রতি ॥ ২ ॥
তমপৃচ্ছৎ পন্নগোঽসৌ ব্রাহ্মণং মন্ত্রবাদিনম্ ।
ক্ব ভবাংস্ত্বরিতো যাতি কিঞ্চ কার্য্যং চিকীর্ষতি ॥ ৩ ॥

কশ্যপ উবাচ ।

পরীক্ষিতং নৃপশ্রেষ্ঠং তক্ষকশ্চ প্রধক্ষ্যতি ।
তত্রাহং ত্বরিতো যামি নৃপং কর্ত্তুমপজ্বরম্ ॥ ৪ ॥
মন্ত্রোঽস্তি মম বিপ্রেন্দ্র ! বিষনাশকরঃ কিল ।
জীবয়িষ্যাম্যহং তং বৈ জীবিতব্যেঽধুনা কিল ॥ ৫ ॥

অষ্টাধিকৈঃ ষষ্টিপদ্যৈস্তক্ষকদ্বিজয়োঃ কথাম্ ।
সমাপ্য তক্ষকেণাথো রাজা মৃত ইতীর্য্যতে ॥

তস্মিন্নেব দিনে ইতি। যস্মিন্দিনে কশ্যপো গৃহান্নির্গত স্তস্মিন্নেবেত্যর্থঃ। পুরুষোত্তমঃ পুরুষাকৃতিঃ সন্ ॥ ১ ॥ (কীদৃশরূপেণ পথি নির্গত ইত্যত আহ বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেনেতি। নৃপতিং প্রতি পরীক্ষিতমুদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ মন্ত্রজ্ঞব্রাহ্মণদর্শনেন সন্দিহানস্তক্ষকস্তস্য চিকীর্ষামব-গন্তুমপৃচ্ছৎ ক্ব ভবানিতি। ত্বরিতস্ত্বরাযুক্তঃ ॥ ৩ ॥ অপজ্বরং প্রশমিতবিষত্বেন লব্ধস্বাস্থ্যম্ ॥৪॥) জীবিতব্যে আয়ুষ্যে সতি। তদভাবে ব্রহ্মণাপি জীবয়িতুমশক্যত্বাদিতি ॥ ৫ ॥ অহং স ইতি।

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! যে দিবস দ্বিজবর কশ্যপ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, সেই দিবসেই তক্ষক, নৃপবর পরীক্ষিৎকে ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত জানিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইল এবং পরীক্ষিৎ-নৃপতির আরোগ্যের জন্য দ্বিজ কশ্যপ পথিমধ্যে গমন করিতেছেন ইহা দেখিতে পাইল ॥১—২॥ তক্ষক সেই মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এত সত্বর কোথায় যাইতেছেন এবং কি কার্য্যের জন্যই বা অভি-লাষী হইয়াছেন? ॥ ৩ ॥

কশ্যপ কহিলেন, নৃপবর পরীক্ষিৎকে তক্ষকে দংশন করিবে শুনিয়াছি, এই জন্য আমি সেই নৃপতিকে আরোগ্য করিতে সত্বর সেই স্থানে গমন করিতেছি ॥ ৪ ॥ দ্বিজবর! আমার

তক্ষক উবাচ।

অহং স পন্নগো ব্রহ্মন্! তং ধক্ষ্যামি মহীপতিম্।
নিবর্ত্তস্ব ন শক্তস্ত্বং ময়া দষ্টং চিকিৎসিতুম্॥ ৬॥

কশ্যপ উবাচ।

অহং দষ্টং ত্বয়া সর্প! নৃপং শপ্তং দ্বিজেন বৈ।
জীবয়িষ্যাম্যসন্দেহং কামং মন্ত্রবলেন বৈ॥ ৭॥

তক্ষক উবাচ।

যদি ত্বং জীবিতুং যাসি ময়া দষ্টং নৃপোত্তমম্।
মন্ত্রশক্তিবলং বিপ্র! দর্শয় ত্বং মমানঘ!।
ধক্ষ্যাম্যেনঞ্চ ন্যগ্রোধং বিষদংষ্ট্রাভিরদ্য বৈ॥ ৮॥

কশ্যপ উবাচ।

জীবয়িষ্যে ত্বয়া দষ্টং দগ্ধং বা পন্নগোত্তম!॥ ৯॥

সূত উবাচ।

অদশৎ পন্নগো বৃক্ষং ভস্মসাচ্চ চকার তম্।
উবাচ কশ্যপং ভূয়ো জীবয়ৈনং দ্বিজোত্তম!॥ ১০॥

যস্য বিষং নাশয়িতুমিচ্ছসি সোঽহং তক্ষকোঽস্মি রাজানমধুনৈব ধক্ষ্যামি ভস্মসাৎকরিষ্যামি॥৬॥ অসন্দেহং মৃতশরীরম্ (নিশ্চয়মিতি বা)॥৭॥ (কশ্যপস্য মন্ত্রবলং বিবিদিষুস্তস্য পরীক্ষার্থমাহ যদি ত্বমিতি। জীবিতুং জীবয়িতুমিত্যর্থঃ। মম ইতি সম্বন্ধবিবক্ষয়া ষষ্ঠী॥৮॥) ন্যগ্রোধং বটম্॥ ৯॥

নিকট বিষনাশক মন্ত্র আছে, যদি এক্ষণে আয়ু থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি সেই মন্ত্রবলে তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিব॥ ৫॥

কশ্যপের এইকথা শ্রবণ করিয়া তক্ষক কহিল, বিপ্র! আমিই সেই তক্ষক নামক সর্প, আমিই সেই মহারাজকে দংশন করিব। তুমি নিবৃত্ত হও! কারণ, আমি যাহাকে দংশন করিব তুমি তাহাকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে সমর্থ হইবে না॥ ৬॥

কশ্যপ কহিলেন, তক্ষক! রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই তুমি তাঁহাকে দংশন করিবে; কিন্তু, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি দংশন করিলে আমি মন্ত্রবলে তাঁহাকে বাঁচাইতে সমর্থ হইব ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই॥ ৭॥

তক্ষক কহিল, বিপ্রবর! আমি দংশন করিলে যদি সত্যই তুমি সেই নৃপতিকে বাঁচাইতে যাইতেছ, তবে অগ্রে আমাকে তোমার মন্ত্রের কতদূর শক্তি তাহা দেখাও? এক্ষণে আমি এই ন্যগ্রোধবৃক্ষকে বিষদন্ত দ্বারা দংশন করিতেছি। ইহা শুনিবামাত্র কশ্যপ কহিলেন, সর্পবর! তুমি এ বৃক্ষটীকে দংশনই কর অথবা বিষাগ্নিতে দগ্ধই কর, আমি নিশ্চয়ই এই বৃক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করিব॥ ৮—৯॥

দৃষ্ট্বা ভস্মীকৃতং বৃক্ষং পন্নগেন বিষাগ্নিনা।
সর্ব্বং ভস্ম সমাহৃত্য কশ্যপো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥
পশ্য মন্ত্রবলং মেঽদ্য ন্যগ্রোধং পন্নগোত্তম!।
জীবয়াম্যদ্য বৃক্ষং বৈ পশ্যতস্তে মহাবিষ! ॥ ১২ ॥
ইত্যুক্ত্বা জলমাদায় কশ্যপো মন্ত্রবিত্তমঃ।
সিষেচ ভস্মরাশিং তং মন্ত্রিতেনৈব বারিণা ॥ ১৩ ॥
তদ্বারিসেচনাজ্জাতো ন্যগ্রোধঃ পূর্ব্ববচ্ছুভঃ।
বিস্ময়ং তক্ষকঃ প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা তং জীবিতং নগম্ ॥ ১৪ ॥
তদাহ কশ্যপং নাগঃ কিমর্থং তে পরিশ্রমঃ।
সম্পাদয়ামি তং কামং ব্রূহি বাড়ব! বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৫ ॥

কশ্যপ উবাচ।

বিত্তার্থী নৃপতিং মত্বা শপ্তং পন্নগ! নিঃসৃতঃ।
গৃহাদহং চোপকর্ত্তুং বিদ্যয়া নৃপসত্তমম্ ॥ ১৬॥

(অদশদিতি। বৃক্ষং ন্যগ্রোধং ভস্মসাৎ চকার বিষাগ্নিনা দগ্ধং চকার। ভূয়ঃ পুনরপি উবাচ এতেন সোল্লুণ্ঠনোক্তিঃ সূচিতা ॥ ১০—১১ ॥ পশ্যেতি। মন্ত্রবলং মন্ত্রশক্তিম্। পশ্যতস্তে ইত্যত্রানাদরে ষষ্ঠী পশ্যন্তং ত্বামনাদৃত্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥ পূর্ব্ববৎ যথাপূর্ব্বং শাখাপ্রশাখাদিসমেত ইত্যর্থঃ।) নগং বৃক্ষম্ ॥ ১৪ ॥ কিমর্থমিতি। কিং ধনলোভার্থমিথং প্রয়াসং করোষি অথবা প্রতিষ্ঠার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ হে পন্নগ! নৃপতিং শপ্তং মত্বা বিদ্যয়া সঞ্জীবন্যা নৃপসত্তমমুপকর্ত্তুং বিত্তার্থঞ্চ গৃহাদহং নিঃসৃত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ সকামোঽহমিতি।

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! তক্ষক সেই বৃক্ষটীকে দংশন করিয়া ভস্মসাৎ করিল এবং গর্ব্বসহকারে পুনর্ব্বার কশ্যপকে কহিল, ওহে বিপ্রবর! এক্ষণে এই বৃক্ষটীকে জীবিত কর ॥ ১০ ॥ কশ্যপ বৃক্ষটীকে তক্ষকের বিষবহ্নি দ্বারা ভস্মীকৃত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত ভস্ম সংগ্রহ পূর্ব্বক বলিলেন, ওহে সর্পবর! তোমার বিষ অতিশয় তীক্ষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে, আমার মন্ত্রবল দেখ? আমি এই ন্যগ্রোধবৃক্ষটীকে তোমার সম্মুখেই বাঁচাইতেছি ॥ ১১—১২॥ সেই মন্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ কশ্যপ এই কথা বলিয়াই জলগ্রহণ করিলেন, এবং সেই জল মন্ত্রপূত করিয়া ভস্মরাশির উপর সেচন করিলেন ॥ ১৩ ॥ ঋষিগণ! এই জল সেচন করিবামাত্র ন্যগ্রোধবৃক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় শাখা প্রশাখাদির সহিত পুনর্জ্জীবিত হইল। তক্ষক বৃক্ষকে জীবিত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল ॥ ১৪ ॥ অনন্তর, তক্ষক কশ্যপকে বলিল, ব্রহ্মন্! তুমি এত পরিশ্রম করিয়া কিজন্য রাজার নিকট যাইতেছ? তোমার অভিলাষ কি আমি তাহা সম্পন্ন করিতেছি ॥ ১৫ ॥

তক্ষক উবাচ।

বিত্তং গৃহাণ বিপ্রেন্দ্র ! যাবদিচ্ছসি পার্থিবাৎ।
দামি স্বগৃহং যাহি সকামোঽহং ভবাম্যতঃ ॥ ১৭ ॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কশ্যপঃ পরমার্থবিৎ।
চিন্তয়ামাস মনসা কিং করোমি পুনঃপুনঃ ॥ ১৮ ॥
ধনং গৃহীত্বা স্বগৃহং প্রয়ামি যদ্যহং পুনঃ।
ভবিষ্যতি ন মে কীর্ত্তির্লোকে লোভসমাশ্রয়াৎ ॥ ১৯ ॥
জীবিতেঽথ নৃপশ্রেষ্ঠে কীর্ত্তিঃ স্যাদচলা মম।
ধনপ্রাপ্তিশ্চ বহুধা ভবেৎ পুণ্যঞ্চ জীবনাৎ ॥ ২০ ॥
রক্ষণীয়ং যশঃ কামং ধিগ্ধনং যশসা বিনা।
সর্ব্বস্বং রঘুণা পূর্ব্বং দত্তং বিপ্রায় কীর্ত্তয়ে ॥ ২১ ॥

অতস্তব গমনাদহং সকামঃ পূর্ণকামো ভবামি ভবিষ্যামীত্যর্থঃ॥ ১৭ ॥ (তদিতি। তস্য তক্ষকস্য তৎ পূর্ব্বোক্তং বিত্তপ্রলোভনকরং বাক্যং শ্রুত্বা অধুনাহং কিং করোমি রাজসমীপং গচ্ছামি ন বা ইত্যাদিকং চিন্তয়ামাস ॥ ১৮ ॥) রাজানং ন গত্বা তক্ষকান্মধ্যে এব ধনগ্রহণে ধনং তু লব্ধং পরন্তু রাজসঞ্জীবনজন্যা মহতী কীর্ত্তির্ন স্যাৎ॥ ১৯ ॥ গমনে তু ফলত্রয়ং ভবিষ্যতীত্যাহ জীবিতেঽথেতি॥ ২০ ॥ (কীর্ত্তিধনয়োর্গুরুলঘুত্বং সূচয়ন্নাহ রক্ষণীয়মিতি। যশ এব সর্ব্বথা রক্ষণীয়ং যশসা বিনা ধনং ধিক্ কীর্ত্তিরহিতধনলাভেনালমিত্যর্থঃ। ইদমেব

কশ্যপ কহিলেন, তক্ষক ! আমি নৃপতিকে সর্পদংশন-শাপে অভিশপ্ত জানিয়া মন্ত্রবলে তাঁহাকে নীরোগ করিয়া তাহার উপকার সাধনপূর্ব্বক কিছু ধন পাইব এই আশায় গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছি॥ ১৬ ॥

তক্ষক কশ্যপের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, বিপ্রবর ! তুমি রাজা পরীক্ষিতের নিকট হইতে যত ধন পাইতে ইচ্ছা কর তাহা আমি প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর এবং গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হও ; তাহা হইলেই আমি পূর্ণমনোরথ হই॥ ১৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! পরমমন্ত্রশক্তি-সম্পন্ন সেই কশ্যপ তক্ষকের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে আমি কি করি, যদি ধন গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে এই লোভ জন্য জগতে ত আমার যশ হইবে না ; আর যদি নৃপবর পরীক্ষিৎ জীবন লাভ করেন, তাহা হইলে ইহ জগতে আমার অচলা কীর্ত্তি থাকিবে অথচ আমিও বহু ধন লাভ করিব এবং জীবন দান হেতু আমার মহৎপুণ্যও হইবে॥ ১৮—২০ ॥ অতএব, সর্ব্বপ্রকারে যশোরক্ষা করাই কর্ত্তব্য ; যে ধনলাভে যশ নাই সে লাভকে ধিক্ ! পূর্ব্বকালে রঘুরাজ যশের জন্যই যাচক ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া-

হরিশ্চন্দ্রেণ কর্ণেন কীর্ত্ত্যর্থং বহুবিস্তরম্।
উপেক্ষেয়ং কথং ভূপং দহ্যমানং বিষাগ্নিনা ॥ ২২ ॥
জীবিতেঽদ্য ময়া রাজ্ঞি সুখং সর্ব্বজনস্য চ।
অরাজকে প্রজানাশো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥
প্রজানাশস্য পাপং মে ভবিষ্যতি মৃতে নৃপে।
অপকীর্ত্তিশ্চ লোকেষু ধনলোভাদ্ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ধ্যানং কৃত্বা স কশ্যপঃ।
গতায়ুষঞ্চ নৃপতিং জ্ঞাতবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ ॥ ২৫ ॥
আপন্নমৃত্যুং রাজানং জ্ঞাত্বা ধ্যানেন কশ্যপঃ।
গৃহং যযৌ স ধর্ম্মাত্মা ধনমাদায় তক্ষকাৎ ॥ ২৬ ॥
নিবর্ত্ত্য কশ্যপং সর্পঃ সপ্তমে দিবসে নৃপম্।
হন্তুকামো জগামাশু নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥ ২৭ ॥

দৃষ্টান্তেন সমর্থয়ন্নাহ সর্ব্বস্বমিতি ॥ ২১ ॥) উপেক্ষেয়ং কথমুপেক্ষাং কুর্য্যামহম্ ॥ ২২ ॥ ময়া ধার্ম্মিকে রাজ্ঞি জীবিতে সর্ব্বজনসুখং স্যাদিত্যপি মহাফলম্। অজীবিতে তু দোষপ্রাপ্তিশ্চ ফলম্ ॥ ২৩ ॥ অহো! ধনলোভেন দুষ্টেনাঽনেন ধার্ম্মিকো রাজা ন রক্ষিতঃ প্রজাশ্চ নাশিতা ইত্যপকীর্ত্তিঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ইতি বিচার্য্যাঽধুনা ময়া কিংকর্ত্তব্যমিতি নিশ্চেতুং যোগজ-জ্ঞানেন ধ্যানং কৃতবাংস্তস্মিংশ্চ ধ্যানে গতায়ুষং নৃপতিং জ্ঞাতবান্ ॥ ২৫ ॥ (আপন্নমৃত্যুমিতি। যোগী কশ্যপস্তু ধ্যানেন রাজানং পরীক্ষিতং আপন্নমৃত্যুং সন্নিহিতমরণং বিজ্ঞায় তক্ষকাৎ ধনং গৃহীত্বা স্বগৃহং যযৌ। তক্ষকদংশনাৎ পরং রাজাসৌ কেনোপায়েনাপি ন জীবিষ্যতীতি যদায়ং যোগবলেন জ্ঞাতবান্ তদৈব তক্ষকাৎ ধনং জগ্রাহ অন্যথা তাদৃশধর্ম্মাত্মনাং কথমেতাদৃশী নীচপ্রবৃত্তিঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ নিবর্ত্ত্যেতি। সর্পস্তক্ষকঃ কশ্যপং কীর্ত্তিবিনাশসমুদ্যতমিতি

ছিলেন। কেবল রঘুরাজ কেন? মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এবং কর্ণও কীর্ত্তির নিমিত্ত অনেক করিয়াছেন। আর বিশেষত নৃপতি বিষাগ্নির দ্বারা দহ্যমান হইবেন ইহা জানিয়াও আমি কি করিয়া উপেক্ষা করিব? ॥২১-২২॥ যদি আজ আমি রাজাকে জীবিত করিতে পারি তাহা হইলে সকল লোকেরই সুখ সাধন করা হইবে; কারণ, অরাজক হইলে নিশ্চয়ই প্রজা নাশ হইবে ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৩ ॥ আর এক কথা, রাজার মৃত্যু হইলে যে প্রজানাশ হইবে তাহার পাপ আমারই হইবে; আর নিশ্চয়ই এই ধনলোভ বশতঃ সর্ব্বত্র আমার অপযশ হইবে ॥২৪॥ ঋষিগণ! সেই বুদ্ধিমান্ কশ্যপ এইরূপে মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিয়া পরে ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন যে পরীক্ষিতের পরমায়ু শেষ হইয়াছে। অতএব, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন ইহা স্থির করিয়া তক্ষকের নিকট হইতে ধন গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিলেন ॥ ২৫—২৬ ॥

তক্ষক এইরূপে দ্বিজবর কশ্যপকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সপ্তম দিবসে রাজাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া শীঘ্র হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং নগরের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া

শুশ্রাব নগরস্যান্তে প্রাসাদস্থং পরীক্ষিতম্।
মণিমন্ত্রৌষধৈঃ কামং রক্ষ্যমাণমতন্দ্রিতম্॥ ২৮॥
চিন্তাবিষ্টস্তদা নাগো বিপ্রশাপভয়াকুলঃ।
চিন্তয়ামাস যোগেন প্রবিশেয়ং গৃহং কথম্॥ ২৯॥
বঞ্চয়ামি কথঞ্চৈনং রাজানং পাপকারিণম্।
বিপ্রশাপাদ্ধতং মূঢ়ং বিপ্রপীড়াকরং শঠম্॥ ॥ ৩০॥
পাণ্ডবানাং কুলে জাতঃ কোঽপি নৈতাদৃশো ভবেৎ।
তাপসস্য গলে যেন মৃতঃ সর্পো নিবেশিতঃ॥ ৩১॥
কৃত্বা বিগর্হিতং কর্ম্ম জানন্ কালগতিং নৃপঃ।
রক্ষকান্ ভবনে কৃত্বা প্রাসাদমভিগম্য চ॥ ৩২॥
মৃত্যুং বঞ্চয়তে রাজা বর্ত্ততেঽদ্য নিরাকুলঃ।
তং কথং ধক্ষয়িষ্যামি বিপ্রবাক্যেন চোদিতঃ॥ ৩৩॥
ন জানাতি চ মন্দাত্মা মরণে হ্যনিবর্ত্তনম্।
তেনাসৌ রক্ষকান্ স্থাপ্য সৌধারূঢ়োঽদ্য মোদতে॥ ৩৪॥

ভাবঃ। নিবর্ত্ত্য পূর্ব্বোক্তধনদানাদিকৌশলেনেত্যর্থঃ। সপ্তমে দিবসে রাজানং জিঘাংসু- র্হস্তিনাপুরং গতবান্॥ ২৭—২৮॥) বিপ্রশাপভয়াকুল ইতি। যদি রাজা ময়া ন দশ্যতে তদা রাজশাপদাতা ব্রাহ্মণো মাং শপেদিতি ভয়াকুল ইত্যর্থঃ। যোগেন কেনোপায়ে- নেত্যর্থঃ॥ ২৯॥ (বঞ্চয়ামীতি। রাজা তু মণিমন্ত্রৌষধাদিভির্মাং বঞ্চয়িতুং সমুদ্যতঃ অতঃ শঠে শাঠ্যং সমাচরেদিতি ন্যায়তঃ কথং কেন প্রকারেণ অহমপি এনং শঠং বঞ্চয়ামি। বিপ্রশাপা- দিতি। অহো যদৈব ব্রহ্মশাপো জাতস্তদৈবায়ং মৃতঃ কিন্তু মূঢ়োঽয়ং পাপকারী তদপি ন জানাতীতি ভাবঃ॥ ৩০॥ অধুনা রাজানং তিরস্কুর্ব্বন্নাহ। পাণ্ডবানামিতি। ব্রাহ্মণাবমাননা পাণ্ডবকুলোৎপন্নেন কেনাপি ন কৃতা অনেন তু কৃতা অতোঽয়ং পাণ্ডবকুলাঙ্গার ইতি ভাবঃ॥ ৩১॥ কৃত্বেতি। বিগর্হিতং নিন্দিতং কর্ম্ম দ্বিজাবমাননারূপমিত্যর্থঃ। কালস্য গতিং

শুনিলেন যে, পরীক্ষিত মণিমন্ত্র-ঔষধি দ্বারা সুরক্ষিত প্রাসাদে সতর্কতার সহিত বাস করিতেছেন॥ ২৭—২৮॥ তক্ষক ইহা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, যদি আমি সপ্তম দিবসে রাজাকে দংশন করিতে না পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই শৃঙ্গী মুনি আমাকে শাপপ্রদান করিবেন; এক্ষণে কিরূপে এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করি এবং কিরূপেই বা ব্রাহ্মণপীড়াকর পাপকার্য্যকারী অতএব ব্রহ্মশাপে মৃতপ্রায় এই শঠ রাজাকে বঞ্চনা করি॥ ২৯—৩০॥ হায়! পাণ্ডববংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া তপস্বিদিগের গলদেশে মৃত সর্প প্রদান করে এরূপ ত কেহই হয় নাই॥ ৩১॥ এই মূঢ় রাজা নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া কালের কুটিলগতি জানিয়াও রক্ষকগণ নিযুক্ত করিয়া নিরাকুলচিত্তে প্রাসাদমধ্যে বাস করিয়া

যদি বৈ বিহিতো মৃত্যুর্দ্দৈবেনামিততেজসা।
স কথং পরিবর্ত্তেত কৃতৈর্যত্নৈস্তু কোটিভিঃ ॥ ৩৫ ॥
পাণ্ডবস্য চ দায়াদো জানন্ মৃত্যুং গতং নৃপঃ।
জীবনে মতিমাস্থায় স্থিতঃ স্থানে নিরাকুলঃ ॥ ৩৬ ॥
দানপুণ্যাদিকং রাজা কর্ত্তুমর্হতি সর্ব্বথা।
ধর্ম্মেণ হন্যতে ব্যাধির্যেনায়ুঃ শাশ্বতং ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥
নোচেন্মৃত্যুবিধিং কৃত্বা স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
মরণং স্বর্গলোকায় নরকায়ান্যথা ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥
দ্বিজপীড়াকৃতং পাপং পৃথগ্‌বাস্য চ ভূপতেঃ।
বিপ্রশাপস্তথা ঘোর আসন্নে মরণে কিল ॥ ৩৯ ॥

কালগতির্দুর্নিবার্য্যৈব ইতি জানন্নপি ॥ ৩২—৩৩ ॥ ন জানাতীতি। মন্দাত্মা মূঢ়োঽয়ং মরণে অনিবর্ত্তনং জীবানাং স্থিরমৃত্যুত্বং ন জানাতি তেনৈব সৌধে প্রাসাদে আরূঢ়ঃ সন্ মোদতে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥) মৃত্যুং গতং নষ্টমিতি জানন্। জীবনে মতিং বুদ্ধিমাস্থায়েত্যর্থঃ ॥৩৬॥ ভবেদিতি। ইতি হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ নোচেদিতি। যদ্যেতস্য মনসি নোচেত্তর্হি মৃত্যুবিধিং আসন্নমৃত্যোর্যো বিধিস্তং কৃত্বা স্নানদানাদিক্রিয়াঃ কৃত্বা স্বর্গলোকায় স্বর্গলোকং গন্তুং মরণং প্রতীক্ষেত। অন্যথা স্নানাদিক্রিয়াঽভাবে মরণং নরকায় ভবেদিতি ভয়ান্ন চ তথাঽয়ং করোতি তস্মান্মৃত্যুং জিতবানহমিতি জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ দ্বিজপীড়াকৃতং পাপমস্য জাতং তথা বিপ্রশাপোঽপি জাতস্তাবুভাবপ্যাসন্নমরণে এব ভবতো নান্যথা তস্মাদয়মাসন্নমরণ ইত্যর্থঃ।

মৃত্যুকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমি এক্ষণে, ব্রহ্মবাক্যে প্রেরিত হইয়াও কি উপায়ে ইহাঁকে দংশন করিব ॥৩২—৩৩ ॥ এই দুর্ব্বুদ্ধি ত জানিতে পারিতেছে না যে, মৃত্যু কখন নিবৃত্ত হইবার নয়। বোধ হয় এই জন্যই এক্ষণে রক্ষকগণকে নিযুক্ত করিয়া প্রাসাদে আরোহণ পূর্ব্বক আমোদ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥ হায়! অমিতপরাক্রমশালী দৈব যদি মৃত্যু স্থির করিয়া থাকে তাহা হইলে কোটি কোটি যত্ন দ্বারাও সে যে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না বোধ হয় এ মূঢ় তাহা অবগত নহে ॥ ৩৫ ॥ ইহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পরীক্ষিৎ পাণ্ডববংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া এবং মৃত্যুই স্থির ইহা জানিয়াও জীবনের আশা করিয়া নিরাকুলচিত্তে প্রাসাদমধ্যে বাস করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ আমার মতে এক্ষণে সর্ব্বপ্রকারে রাজার দান পুণ্যাদি কর্ম্ম করা উচিত। কারণ, ধর্ম্ম দ্বারা ব্যাধিনাশ এবং দীর্ঘজীবনও লাভ হইতে পারে। আর যদি তাহাই না হয়, তথাপি মৃত্যুকালে কর্ত্তব্য স্নানদানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া মৃত্যুলাভ হইলে স্বর্গে গমন হইবে; অন্যথা নরকে যাইতে হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৭—৩৮ ॥ একে ত ব্রাহ্মণ-পীড়ন জন্য গুরুতর পাপ! তাহাতে আবার ঘোর ব্রহ্মশাপ!! ইহার মধ্যে প্রত্যেকটী পৃথক্‌রূপে যে আসন্ন মৃত্যুর কারণ, তাহা কি এই মূঢ়

ন কোঽপি ব্রাহ্মণঃ পার্শ্বে য এবং প্রতিবোধয়েৎ।
বেধসা বিহিতো মৃত্যুরনিবার্য্যস্তু সর্ব্বথা ॥ ৪০ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সর্পোঽসৌ স্বান্নাগান্নিকটে স্থিতান্।
কৃত্বা তাপসবেশাংস্তান্ প্রাহিণোৎ স্বভুজঙ্গমান্ ॥ ৪১ ॥
ফলমূলাদিকং গৃহ্য রাজ্ঞে নাগোঽথ তক্ষকঃ।
স্বয়ঞ্চ কীটরূপেণ ফলমধ্যে সসার হ ॥ ৪২ ॥
নির্গতাস্তে তদা নাগাঃ ফলান্যাদায় সত্বরাঃ।
তে রাজভবনং প্রাপ্য স্থিতাঃ প্রাসাদসন্নিধৌ ॥ ৪৩ ॥
রক্ষকাস্তাপসান্ দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছুস্তচ্চিকীর্ষিতম্।
উচুস্তে ভূপতিং দ্রষ্টুং প্রাপ্তাঃ স্মোঽদ্য তপোবনাৎ ॥ ৪৪ ॥
অভিমন্যুসুতং বীরং কুলার্কং চারুদর্শনম্।
পরিবর্দ্ধয়িতুং প্রাপ্তা মন্ত্রৈরাথর্ব্বণৈস্তথা ॥ ৪৫ ॥
নিবেদয়ধ্বং রাজানং দর্শনার্থাগতান্মুনীন্।
কৃত্বাভিষেকান্ যাস্যামো দত্ত্বা মিষ্টফলানি চ ॥ ৪৬ ॥

ইদং স্বয়ং ন জানাত্যেতাদৃশো মূঢ়োঽয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥ (অধুনা পরীক্ষিতোবঞ্চনে তক্ষকস্য চাতুর্য্যং বর্ণয়ন্নাহ কৃত্বেতি ॥ ৪১ ॥) গৃহ্যেতি ল্যবন্তমার্ষং সংগৃহ্যেত্যর্থঃ। সসার গতবান্ ॥ ৪২—৪৪ ॥ (রাজানং প্রলোভয়িতুমাহ পরিবর্দ্ধয়িতুমিতি। আথর্ব্বণৈরথর্ব্ব-বেদোক্তৈঃ ॥ ৪৫ ॥ অভিষেকান্ কৃত্বা আশীর্ব্বাদসলিলৈরিতি শেষঃ। তথা মিষ্টফলানি দত্ত্বা

জানিতে পারিতেছে না ॥ ৩৯ ॥ হায়! এমন কোন সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কি ইহার নিকটে নাই; যিনি দৈব-বিহিত মৃত্যু সর্ব্বপ্রকারে অনিবার্য্য, ইহা সম্যক্‌রূপে ইহাকে বুঝাইয়া দেন ॥৪০॥

তক্ষক এইরূপে নানাবিধ চিন্তা করত নিকটস্থিত আত্মীয় সর্পগণকে তপস্বিবেশে কতকগুলি ফলমূলাদি গ্রহণ করাইয়া রাজাকে প্রদান করিবার জন্য রাজনিকটে প্রেরণ করিল এবং স্বয়ং কীটরূপ ধারণ করিয়া সেই ফলমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৪১—৪২ ॥ অনন্তর, সেই সর্পসকল ফল গ্রহণ করিয়া শীঘ্র রাজভবনে যাইয়া যে প্রাসাদে রাজা পরীক্ষিৎ আছেন সেই প্রাসাদনিকটে উপস্থিত হইল ॥ ৪৩ ॥ রক্ষকগণ তপস্বীদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অনন্তর, সেই তপস্বিবেশধারী সর্প-গণ কহিল যে, অদ্য আমরা পাণ্ডববংশের সূর্য্যস্বরূপ সেই বীরবর অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎকে দেখিবার জন্য এবং অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তপোবন হইতে আসি-য়াছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥ রক্ষকগণ! তোমরা শীঘ্র রাজাকে জানাও যে, আপনাকে দেখিবার জন্য কতকগুলি মুনি আসিয়াছেন। দেখ, আমরা রাজাকে আশীর্ব্বাদ-সলিলে অভিষেক করিয়া

ভারতানাং কুলে কাপি ন দৃষ্টা দ্বাররক্ষকাঃ।
ন শ্রুতং তাপসানাস্তু রাজ্ঞোঽসন্দর্শনং কিল ॥ ৪৭ ॥
আরোহামো বয়ং তত্র যত্র রাজা পরীক্ষিতঃ।
আশীর্ভির্বর্দ্ধয়িত্বৈনং দত্তাজ্ঞাঃ প্রব্রজামহে ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং তাপসানাস্তু রক্ষকাঃ।
প্রত্যূচুস্তান্ দ্বিজান্মত্বা নিদেশং ভূপতের্যথা ॥ ৪৯ ॥
নাদ্য বো দর্শনং বিপ্রা রাজ্ঞঃ স্যাদিতি নো মতিঃ।
শ্বঃ সর্ব্বতাপসৈরত্র ত্বাগন্তব্যং নৃপালয়ে ॥ ৫০ ॥
অনারোহস্তু প্রাসাদো বিপ্রাণাং মুনিসত্তমাঃ!।
বিপ্রশাপভয়াদ্রাজ্ঞা বিহিতোঽস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥
তদোচুস্তানথো বিপ্রাঃ ফলমূলজলানি চ।
বিপ্রাশিষশ্চ রাজ্ঞেঽথ গ্রাহয়ন্তু সুরক্ষকাঃ ॥ ৫২ ॥

চ যাস্যাম ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬ ॥) রাজ্ঞঃ অসন্দর্শনমিতিচ্ছেদঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥ (প্রত্যূচুরিতি। ভূপতেঃ পরীক্ষিতো যথা নিদেশং আদেশং প্রাসাদারোহণনিষেধাদিরূপমিত্যর্থঃ। তথা রক্ষকাস্তান্ ব্রাহ্মণবেশধারিণো নাগান্ দ্বিজান্ মত্বা ব্রাহ্মণত্বেনাবধার্য্য প্রত্যূচুঃ ॥ ৪৯ ॥ রাজনিদেশপ্রকারমাহ নাদ্যেতি। অদ্য বো যুষ্মাকং সম্বন্ধে রাজ্ঞো দর্শনং ন স্যাৎ নোঽস্মাকং ইতি মতিঃ বয়ং ইত্যেবং মন্যামহে ইত্যর্থঃ। অতঃ শ্বঃ আগামিদিনে সর্ব্বৈঃ পুনরত্র নৃপালয়ে আগন্তব্যং রাজদর্শনায় ইতি শেষঃ ॥ ৫০ ॥ রাজ্ঞোঽদর্শনে কারণমাহ অনারোহ ইতি। প্রাসাদোঽয়ং বিপ্রাণামপি অনারোহঃ আরোহণাযোগ্যঃ। ননু বিপ্রা নির্ব্বিবাদেন সর্ব্বত্র গচ্ছন্তি কদাপি ব্রাহ্মণেভ্যঃ কস্যাপি ভীতির্নাস্তীত্যাহ বিপ্রশাপভয়াদিতি ॥ ৫১ ॥ তদেতি।

এবং এই মিষ্ট ফলগুলি তাঁহাকে প্রদান করিয়া প্রস্থান করিব ॥ ৪৬ ॥ ভাল, ইতিপূর্ব্বে ত কখনই ভারতবংশে এরূপ দ্বার রক্ষক নিযুক্ত দেখি নাই অথবা তপস্বিগণের রাজ-দর্শনের অলাভও কখন শ্রবণ করি নাই ॥ ৪৭ ॥ রক্ষকগণ! রাজা পরীক্ষিৎ যে স্থানে আছেন আমরা সেই স্থানে যাইব এবং রাজাকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া প্রস্থান করিব ॥৪৮॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! রক্ষিপুরুষ সকল সেই তপস্বিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূপতির আদেশ মত তাঁহাদিগকে বলিল ॥ ৪৯ ॥ বিপ্রগণ! বোধ হয় অদ্য রাজার সহিত আপনাদের সাক্ষাৎ হইবে না; অতএব আপনারা কল্য সকলেই এই রাজগৃহে আগমন করিবেন ॥ ৫০ ॥ তপস্বিগণ! এই প্রাসাদে ব্রাহ্মণগণের আরোহণ করিবার উপায় নাই; কারণ, রাজা ব্রহ্মশাপে ভীত হইয়াই যে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥৫১॥ অনন্তর, বিপ্রগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিল যে, রক্ষিগণ! তোমরা

তে গত্বা নৃপতিং প্রোচুস্তাপসানাগতাঞ্জনাঃ।
রাজোবাচানয়ধ্বং বৈ ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৫৩ ॥
পৃচ্ছধ্বং তাপসান্ কার্য্যং প্রাতরাগমনং পুনঃ।
প্রণামং কথয়ধ্বং মে নাদ্য সন্দর্শনং মম ॥ ৫৪ ॥
তে গত্বাথ সমাদায় ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ।
রাজ্ঞে সমর্পয়ামাসুর্ব্বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৫৫ ॥
গতেষু তেষু নাগেষু বিপ্রবেশাবৃতেষু চ।
ফলান্যাদায় রাজাসৌ সচিবানিদমব্রবীৎ ॥ ৫৬ ॥
সুহৃদো ভক্ষয়ন্ত্বদ্য ফলান্যেতানি সর্ব্বশঃ।
অদ্যহং চৈকমেতদ্বৈ ফলং বিপ্রার্পিতং মহৎ ॥ ৫৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা তৎ ফলং দত্ত্বা সুহৃদ্ভ্যশ্চোত্তরাসুতঃ।
করে কৃত্বা ফলং পক্বং দদার নৃপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৮ ॥
বিদারিতং ফলং রাজ্ঞা তত্র কৃমিরভূদণুঃ।
স কৃষ্ণনয়নস্তাম্রো দৃষ্টো ভূপতিনা স্বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

অথো অনন্তরং বিপ্রাঃ বিপ্রবেশধারিণস্তদা যদা কেনাপ্যুপায়েন প্রাসাদমারোঢুং ন সমর্থাস্তদৈব ইত্যর্থঃ। তান্ রক্ষকান্ ঊচুঃ। ভোঃ সুরক্ষকাঃ এতেন তেষাং যথাবৎ কর্ত্তব্যতাপালকত্বং সূচিতম্। এতানি ফলমূলজলানি অস্মদাশিষশ্চ রাজ্ঞে গ্রাহয়ন্তু ভবন্তু ইতি শেষঃ॥৫২—৫৩॥) কিং কার্য্যমিতি পৃচ্ছধ্বং প্রাতরাগমনং যুষ্মাকং ভবত্বিতি শেষঃ॥৫৪—৫৬॥ (সু শোভনং হৃৎ হৃদয়ং যেষাং তে সুহৃদো বান্ধবাঃ॥ ৫৭—৫৯ ॥) ন মে ভয়মিতি। সপ্তম-

---

যথার্থই তোমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপালন করিতেছ ; এক্ষণে আশীর্ব্বাদরূপ এই ফল মূল এবং জল লইয়া রাজাকে প্রদান কর ॥ ৫২ ॥ অনন্তর, রক্ষিগণ রাজার নিকটে গমন করিয়া আগত তপস্বিগণের সমস্ত কথা বলিল। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, তোমরা সমস্ত ফলমূলাদি এই স্থানে আনয়ন কর এবং তপস্বিগণকে আমার প্রণাম জানাইয়া বল যে, আমার নিকট তাহাদের কি প্রয়োজন? অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কল্য প্রাতে যেন পুনর্ব্বার আগমন করেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ রক্ষিগণ রাজার এই আদেশ পাইয়া সেই সমস্ত ফলমূলাদি গ্রহণ করত বহুসম্মান পূর্ব্বক রাজাকে সমর্পণ করিল ॥৫৫॥ এইরূপে সেই ব্রাহ্মণবেশধারি সর্প সকল প্রস্থান করিলে পর, রাজা পরীক্ষিৎ ফল সকল গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণকে বলিল, মন্ত্রিগণ ! তোমরা আমার পরম বন্ধু, অতএব এ সমস্ত ফল তোমরাই ভক্ষণ কর এবং বিপ্র-প্রদত্ত বলিয়া ইহার মধ্য হইতে একটী মাত্র আমি ভক্ষণ করি ॥ ৫৬—৫৭ ॥ উত্তরাপুত্র পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়া এবং বন্ধুবর্গকে সেই সমস্ত ফল প্রদান করিয়া তন্মধ্য হইতে নিজে একটী সুপক্ব ফল লইয়া বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ ফল বিদারিত হইবামাত্র তন্মধ্যে

তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ প্রাহ সচিবান্বিস্মিতানথ।
অস্তমভ্যেতি সবিতা বিষাদদ্য ন মে ভয়ম্ ॥ ৬০ ॥
অঙ্গীকরোমি তং শাপং কৃমিকো মাং দশত্বয়ম্।
এবমুক্ত্বা স রাজেন্দ্রো গ্রীবায়াং সন্ন্যবেশয়ৎ ॥ ৬১ ॥
অস্তং যাতে দিবানাথে ধৃতঃ কণ্ঠেঽথ কীটকঃ।
তক্ষকস্তু তদা জাতঃ কালরূপো ভয়ানকঃ ॥ ৬২ ॥
রাজা সংবেষ্টিতস্তেন দষ্টশ্চাপি মহীপতিঃ।
মন্ত্রিণো বিস্ময়ং প্রাপ্তা রুরুদুর্ভৃশদুঃখিতাঃ ॥ ৬৩ ॥
ঘোররূপমহিং বীক্ষ্য দুদ্রুবুস্তে ভয়ার্দ্দিতাঃ।
চুক্রুশূ রক্ষকাঃ সর্ব্বে হাহাকারো মহানভূৎ ॥ ৬৪ ॥
বেষ্টিতো ভোগিভোগেন বিনষ্টবহুপৌরুষঃ।
নোবাচ নৃপতিঃ কিঞ্চিন্ন চচালোত্তরাসুতঃ ॥ ৬৫ ॥

দিবসস্যান্তং গতে সবিতরি তক্ষকস্যাভাবেন তক্ষকবিষজন্যমরণভয়স্য গতত্বাদিতি ভাবঃ ॥৬০॥ অথ ব্রাহ্মণশাপসার্থক্যায় গ্রীবায়ামেনং কীটং স্থাপয়ামি স চ মাং দশতু তেন দষ্টে সতি তক্ষকসদৃশকীটদংশনেনাপি যথাকথঞ্চিদ্‌ব্রাহ্মণবাক্যসার্থক্যং ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণাহ অঙ্গী-করোমীতি। ব্রাহ্মণবাক্যনৈরর্থক্যাভাবায়েত্যর্থঃ। অঙ্গীকরোমীত্যনেন রাজ্ঞ উন্মাদশ্চ ধ্বনিতঃ ॥ ৬১ ॥ অস্তং যাতে ইতি। অস্তগমনসময়ে এবেতি ভাবঃ। তথাচ দিবৈব মরণেন ব্রাহ্মণশাপো যথার্থো জাত ইতি বোধ্যম্ ॥৬২—৬৪॥ ন চচাল ধৈর্য্যাদিতি শেষঃ ॥৬৫—৬৭॥

একটী ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হইল। রাজা স্বয়ং সেই কীটকে কৃষ্ণলোচন এবং তাম্রবর্ণ নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর, মন্ত্রিবর্গ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু রাজা এই কীট দেখিয়া বিস্মিত মন্ত্রিগণকে বলিলেন, অদ্য সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন এক্ষণে আমার তক্ষক বিষ হইতে আর ভয় নাই। অতএব, সেই ব্রহ্মশাপের মান্য রক্ষা করি, এই উৎপন্ন কীট আমাকে দংশন করুক। রাজা পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়াই তাহাকে গ্রীবাদেশে স্থাপন করিলেন ॥ ৬০—৬১ ॥

অনন্তর, সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে যেমন ইহা কণ্ঠদেশে ধৃত হইল অমনি সেই ক্ষুদ্র কীট ভয়ানক কালস্বরূপ তক্ষক-মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং রাজাকে বেষ্টন করিয়াই দংশন করিল। মন্ত্রিগণ ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল এবং অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৬২—৬৩॥ সকলেই সেই সর্পের ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভয়েতে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। রক্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। এই সময়ে সেই স্থানে একটী হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল ॥৬৪॥ উত্তরাপুত্র রাজা পরীক্ষিৎ সর্প দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সমস্ত বল হারাইয়াছিলেন এজন্য চলিতে বা নড়িতে পারিলেন না। ॥ ৬৫ ॥

উত্থিতাগ্নিশিখা ঘোরা বিষজা তক্ষকাননাৎ।
প্রজজ্বাল নৃপং ত্বাশু গতপ্রাণং চকার হ ॥ ৬৬ ॥
হত্বাশু জীবিতং রাজ্ঞস্তক্ষকো গগনে গতঃ।
জগদ্দগ্ধন্তু কুর্ব্বাণং দদৃশুস্তং জনা ইহ ॥ ৬৭ ॥
স পপাত গতপ্রাণো রাজা দগ্ধ ইব দ্রুমঃ।
চুক্রুশুশ্চ জনাঃ সর্ব্বে মৃতং দৃষ্ট্বা নরাধিপম্‌ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে পরীক্ষিন্মরণং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

(স পপাতেতি। স রাজা দগ্ধঃ দবাগ্নিনা ভস্মীকৃতঃ দ্রুমো বৃক্ষ ইব দগ্ধঃ বিষাগ্নিনেত্যর্থঃ। অতএব গতপ্রাণঃ সন্‌ পপাত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৮ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অনন্তর, সেই তক্ষকমুখ হইতে ভয়ানক বিষজাত অগ্নিশিখা উত্থিত হইল এবং রাজাকে শীঘ্রই প্রজ্বালিত করিয়া বিনাশ করিল ॥ ৬৬ ॥ এইরূপে তক্ষক রাজাকে বিনাশ করিয়া গগনে প্রস্থান করিল। এই সময়ে অপরাপর লোক সকল তাহাকে যেন জগৎ দগ্ধ করিতে সমুদ্যত দেখিল ॥ ৬৭ ॥ ঋষিগণ! রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে বিগতপ্রাণ হইয়া দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং সমস্ত লোক তাহাকে মৃত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৬৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে পরীক্ষিৎ-মৃত্যুবিষয়ক
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একাদশোঽধ্যায়

সূত উবাচ।

গতপ্রাণন্তু রাজানং বালং পুত্রং সমীক্ষ্য চ।
চক্রুশ্চ মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে পরলোকস্য সংক্রিয়াঃ॥ ১॥
গঙ্গাতীরে দগ্ধদেহং ভস্মপ্রায়ং মহীপতিম্।
অগুরুভিশ্চাভিযুক্তায়াং চিতায়ামধ্যরোপয়ন্॥ ২॥
দুর্ম্মরেণ মৃতস্যাস্য চক্রুশ্চৈবৌর্দ্ধদেহিকীম্।
ক্রিয়াং পুরোহিতাস্তস্য বেদমন্ত্রৈর্ব্বিধানতঃ॥ ৩॥
দদুর্দ্দানানি বিপ্রেভ্যো গাঃ সুবর্ণং যথোচিতম্।
অন্নং বহুবিধং তত্র বস্ত্রাণি বিবিধানি চ॥ ৪॥
সুমুহূর্ত্তে সুতং বালং প্রজানাং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
সিংহাসনে শুভে তত্র মন্ত্রিণঃ সংন্যবেশয়ন্॥ ৫॥

সার্দ্ধপঞ্চাধিকৈঃ ষষ্টিপদ্যৈশ্চ জনমেজয়ঃ।
সর্পসত্রে কৃতোদ্যোগ আস্তীকেন নিবারিতঃ॥

গতপ্রাণমিতি॥ ১॥ প্রথমং দুর্ম্মরণেন মৃতস্যামন্ত্রকং দাহমাহ গঙ্গাতীরে ইতি। পশ্চাৎ পালাশবিধিনা অগুরুচন্দনকাষ্ঠযুক্তায়াং চিতায়ামধ্যরোপয়ন্ স্থাপিতবন্ত ইত্যর্থঃ॥২॥ তত্র পালাশবিধৌ হেতুমাহ দুর্ম্মরেণেতি। মরো মরণং দুর্ম্মরো দুর্মৃতিস্তেন মৃতস্যৌর্দ্ধদেহিকাঃ ক্রিয়াঃ সমন্ত্রকাশ্চক্রুরিত্যর্থঃ॥ ৩॥ (রাজ্ঞঃ স্বর্গকামনয়া দানাদিকমপি কৃতবন্ত ইত্যত আহ দদুরিতি॥৪॥ অরাজকে জনপদে নানাবিধদুর্ঘটনাসম্ভবাৎ নবরাজাভিষেকোঽবশ্যবিধেয়

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! অনন্তর, মন্ত্রিগণ রাজা পরীক্ষিৎকে গতাসু এবং তাঁহার পুত্রকে অতি শিশু দেখিয়া নিজেরাই সেই পরলোকগত রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিলেন॥১॥ প্রথমে তাঁহারা রাজার অপঘাত মৃত্যুজন্য তাঁহাকে গঙ্গাতীরে অমন্ত্রক দাহ করিয়া পরে কুশপুত্তল-দহন বিধিজন্য অগুরুপ্রভৃতি-সংযুক্ত চিতাতে অধিরোপণ করিলেন॥ ২॥ রাজার অপমৃত্যু হওয়াতে পুরোহিতগণই বেদমন্ত্র উচ্চারণ পুর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সকল সমাধা করিলেন, এবং তাঁহার মঙ্গল জন্য বিপ্রগণকে যথোচিত সুবর্ণ, গাভী, বহু প্রকার ভোজনীয় দ্রব্য এবং নানাবিধ বস্ত্র সকল প্রদান করিলেন॥ ৩—৪॥ অনন্তর, মন্ত্রিগণ শুভ লগ্ন স্থির করিয়া প্রজাগণের আনন্দবর্দ্ধক সেই শিশু বালকটীকে পবিত্র রাজসিংহাসনে

পৌরজানপদা লোকাশ্চক্রুস্তং নৃপতিং শিশুম্।
জনমেজয়নামানং রাজলক্ষণসংযুতম্॥ ৬॥
ধাত্রেয়ী শিক্ষয়ামাস রাজচিহ্নানি সর্ব্বশঃ।
দিনে দিনে বর্দ্ধমানঃ স বভুব মহামতিঃ॥ ৭॥
প্রাপ্তে চৈকাদশে বর্ষে তস্মৈ কুলপুরোহিতঃ।
যথোচিতাং দদৌ বিদ্যাং জগ্রাহ স যথোচিতাম্॥ ৮॥
ধনুর্ব্বেদং কৃপঃ পূর্ণং দদাবস্মৈ সুসংস্কৃতম্।
অর্জ্জুনায় যথা দ্রোণঃ কর্ণায় ভার্গবো যথা॥ ৯॥
সংপ্রাপ্তবিদ্যো বলবান্ বভূব দুরতিক্রমঃ।
ধনুর্ব্বেদে তথা বেদে পারগঃ পরমার্থবিৎ॥ ১০॥
ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
চকার রাজ্যং ধর্ম্মাত্মা পুরা ধর্ম্মসুতো যথা॥ ১১॥

ইত্যত আহ সুমুহূর্ত্তে ইতি। সুমুহূর্ত্তে শুভক্ষণে। বালং সুতং জনমেজয়মিত্যর্থঃ॥ ৫—৭॥) দদৌ বিদ্যাং গায়ত্রীং ক্ষত্রিয়জাতেস্তস্মিন্ কালে ব্রতবন্ধস্য সত্বাৎ॥ ৮॥ (কৃপঃ কাপাচার্য্যঃ সুসংস্কৃতং পূর্ণং ধনুর্ব্বেদং অস্মৈ জনমেজয়ায় দদৌ শিক্ষয়ামাস ইত্যর্থঃ॥ ৯॥) তথা বেদে-স্বশাখায়াম্॥১০॥ (ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং অর্থোঽভিধেয়ঃযথার্থতত্ত্বমিত্যর্থঃ তস্মিন্ কুশলো দক্ষঃ শাস্ত্র-তত্ত্বার্থবেত্তা ইত্যর্থঃ। ধর্ম্মসুতো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১১॥

স্থাপন করিলেন॥ ৫॥ পুরবাসিগণ এই নীবন-রাজকুমারকে সমস্ত রাজলক্ষণে বিভূষিত দেখিয়া জনমেজয় নামে সম্বোধন করিতে লাগিল॥ ৬॥ ধাত্রেয়ী সর্ব্বদাই ইহাঁকে রাজনিয়ম গুলির শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে সেই নবভূপতি দিনে দিনে যেমন বাড়িতে লাগিলেন তেমনই ক্রমশ তাঁহার বুদ্ধিশক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল॥ ৭॥ অনন্তর, একাদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে কুল পুরোহিত তাঁহাকে গায়ত্রী বিদ্যা প্রদান করিলেন, এবং তিনি ইহাই ক্ষত্রিয়ের সময়োচিত জানিয়া আনন্দ সহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন॥ ৮॥ অনন্তর, দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অর্জ্জুনকে এবং পরশুরাম যেরূপ কর্ণকে সমস্ত ধনুর্ব্বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৃপাচার্য্য তাঁহাকে সুসংস্কৃত ধনুর্ব্বেদ সকল সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিলেন॥৯॥ এইরূপে জনমেজয় সমস্ত বিদ্যা লাভ করিয়া অতিশয় বলবান্ এবং শত্রুগণের দুরতিক্রমণীয় হইয়া উঠিলেন। তিনি ধনুর্ব্বেদে যেরূপ পারদর্শী হইলেন সেইরূপ অপর বেদেরও নিগূঢ়ার্থ সকল জানিতে পারিলেন॥১০॥ এইরূপে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নরপতি জনমেজয়, পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যেরূপে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন সেইরূপ রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন॥ ১১॥

ততঃ সুবর্ণবর্ম্মাক্ষো রাজা কাশিপতিঃ কিল।
বপুষ্টমাং শুভাং কন্যাং দদৌ পারীক্ষিতায় চ ॥ ১২ ॥
স তাং প্রাপ্যাসিতাপাঙ্গীং মুমুদে জনমেজয়ঃ।
কাশিরাজসুতাং কান্তাং প্রাপ্য রাজা যথা পুরা।
বিচিত্রবীর্য্যো মুমুদে সুভদ্রাঞ্চ যথার্জ্জুনঃ ॥ ১৩ ॥
বিজহার মহীপালো বনেষূপবনেষু চ।
তয়া কমলপত্রাক্ষ্যা শচ্যা শতক্রতুর্যথা ॥ ১৪ ॥
প্রজাস্তস্য সুসন্তুষ্টা ৰভূবুঃ সুখলালিতাঃ।
মন্ত্রিণঃ কর্ম্মকুশলাশ্চক্রুঃ কার্য্যাণি সর্ব্বশঃ ॥ ১৫ ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু মুনিরুত্তঙ্কনামকঃ।
তক্ষকেণ পরিক্লিষ্টো হস্তিনাপুরমভ্যগাৎ ॥ ১৬ ॥
বৈরস্যাপচিতিং কোঽস্য প্রকুর্য্যাদিতি চিন্তয়ন্।
পরীক্ষিতসুতং মত্বা তং নৃপং সমুপাগতঃ ॥ ১৭ ॥

তত ইতি। পরীক্ষিতোঽপত্যং পুমান্ পারীক্ষিতো জনমেজয়স্তস্মৈ। শুভাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥ ১২ ॥ স তামিতি। পুরা পূর্ব্বকালে রাজা বিচিত্রবীর্য্যঃ কাশীরাজসুতাং অম্বিকাং অম্বালিকাং চ প্রাপ্য তথা অর্জ্জুনশ্চ সুভদ্রাং লব্ধ্বা যথা মুমুদে হর্ষং প্রাপ্তবান্ তথা স জনমেজয়স্তাং বপুষ্টমাং প্রাপ্য মুমুদে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৩—১৫ ॥)

তক্ষকেণ পরিক্লিষ্ট ইতি ॥ ১৬ ॥ বৈরস্য তক্ষকেণ কৃতস্যাঽপচিতিং প্রতিক্রিয়াম্। উত্তঙ্কস্য গুরোঃ পত্ন্যা রাজপত্নীকুণ্ডলানয়নার্থমুত্তঙ্কে প্রেষিতে স চোত্তঙ্কো রাজপত্নীং প্রার্থয়িত্বা

অনন্তর, কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মাক্ষ এই পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়কে নিজকন্যা বপুষ্টমাকে প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥ জনমেজয় সেই চারুলোচনা বপুষ্টমাকে পাইয়া, পূর্ব্বে মহারাজ বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজ-কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে এবং অর্জ্জুন সুভদ্রাকে লাভ করিয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আনন্দিত হইলেন ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্র যেরূপ শচীর সহিত বিহার করেন, সেইরূপ মহীপাল জনমেজয় এই কমলনয়না বপুষ্টমার সহিত নানা বন ও উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ প্রজাগণও সুখেতে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং কার্য্যকুশল মন্ত্রিগণও বিশেষ দক্ষতার সহিত স্ব স্ব কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

ঋষিগণ! এই সময় উত্তঙ্ক নামে কোনও মুনি, তক্ষক হইতে অতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কোন্ ব্যক্তি ইহার প্রতীকার করিতে সমর্থ ইহা চিন্তা করত পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয়কেই যথার্থ পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! আপনি সময়ানুসারে কোন্টী কর্ত্তব্য আর

কার্য্যাকার্য্যং ন জানাসি সময়ে নৃপসত্তম !।
অকর্ত্তব্যং করোষ্যদ্য কর্ত্তব্যং ন করোষি বৈ ॥ ১৮ ॥
কিং ত্বাং সম্প্রার্থয়াম্যদ্য গতামর্ষং নিরুদ্যমম্।
অবৈরজ্ঞমতন্ত্রজ্ঞং বালচেষ্টাসমন্বিতম্ ॥ ১৯ ॥

জনমেজয় উবাচ।

কিং বৈরন্ন ময়া জ্ঞাতং ন কিং প্রতিকৃতং ময়া।
তদ্বদ ত্বং মহাভাগ ! করোমি যদনন্তরম্ ॥ ২০ ॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

পিতা তে নিহতো ভূপ তক্ষকেণ দুরাত্মনা।
মন্ত্রিণস্ত্বং সমাহূয় পৃচ্ছস্ব পিতৃনাশনম্ ॥ ২১ ॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা পপ্রচ্ছ মন্ত্রিসত্তমান্।
ঊচুস্তে দ্বিজশাপেন দষ্টঃ সর্পেণ বৈ মৃতঃ ॥ ২২ ॥

তয়া দত্তে কুণ্ডলে সংগৃহ্য মার্গমধ্যে কস্যচিৎ সরসঃ তীরে কুণ্ডলে স্থাপয়িত্বা স্নানার্থমুত্ততার তস্মিন্নেব সময়ে তক্ষকোঽপ্যাগত্য কুণ্ডলেঽপহৃতবাননন্তরং মহতায়াসেন তে কুণ্ডলে উত্তঙ্কেন লব্ধে তদ্দিনাত্তক্ষকেণ সহোত্তঙ্কস্য বৈরমাসীদিতি কথা মহাভারতে প্রসিদ্ধা। পরীক্ষিতস্সুতো জনমেজয়ঃ কুর্য্যাদিতি মত্বা তং নৃপং সমুপাগতঃ সন্ ৰভাষে ইতি শেষঃ॥১৭-১৮॥ অতন্ত্রজ্ঞমশাস্ত্রজ্ঞং ন হি শাস্ত্রজ্ঞঃ সন্ পিতৃশত্রোরক্ষতং জীবিতং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কিং বৈরমিতি। যত্ত্বতা বৈরমুচ্যতে তৎ কিমিতি বদ ন তন্ময়া জ্ঞাতমস্তীত্যর্থঃ। ন

কোন্‌টী অকর্ত্তব্য তাহা জানেন না। আমি দেখিতেছি, আপনি এক্ষণে যাহা অকর্ত্তব্য তাহাই করিতেছেন আর যাহা কর্ত্তব্য কার্য্য তাহার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেছেন না ॥ ১৬—১৮ ॥ মহারাজ ! আপনি সন্ন্যাসীর ন্যায় কেবল ক্ষমাগুণাবলম্বী হইয়া একেবারে নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন ; সুতরাং শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলিয়া রহিয়াছেন ; ফলত আপনাকে যেরূপ বালকের মত কার্য্যকারী দেখিতেছি তাহাতে আর আপনার নিকট কি প্রার্থনা করিব ॥ ১৯ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া জনমেজয় কহিলেন, বিপ্রবর ! আমি কোন্ বিষয়ে কাহার পূর্ব্ব শত্রুতা জানিতে পারিতেছি না বা জানিয়া তাহার প্রতীকার করিতেছি না, হে মহাভাগ ! আপনি তাহা বলুন; শ্রবণানন্তরই তাহার প্রতীকার করিতেছি ॥ ২০ ॥ ইহা শুনিয়া উত্তঙ্ক কহিলেন, মহারাজ ! দুরাত্মা তক্ষক যে, আপনার পিতাকে নিহত করিয়াছে, তাহা কি আপনি জানেন না ? এক্ষণে মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া একবার আপনার পিতৃনাশের কথা জিজ্ঞাসা করুন ? ॥ ২১ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

শাপোঽত্র কারণং রাজ্ঞঃ শপ্তস্য মুনিনা কিল ।
তক্ষকস্য তু কো দোষো ব্রূহি মে মুনিসত্তম ! ॥ ২৩ ॥

উত্তঙ্ক উবাচ ।

তক্ষকেণ ধনং দত্ত্বা কশ্যপঃ সন্নিবারিতঃ ।
ন স কিং তক্ষকো বৈরী পিতৃহা তব ভূপতে ! ॥ ২৪ ॥
ভার্য্যা রুরোঃ পুরা ভূপ ! দষ্টা সর্পেণ সা মৃতা ।
অবিবাহিতা তু মুনিনা জীবিতা চ পুনঃ প্রিয়া ॥ ২৫ ॥
রুরুণাপি কৃতা তত্র প্রতিজ্ঞা চাতিদারুণা ।
যং যং সর্পং প্রপশ্যামি তং তং হন্ম্যায়ুধেন বৈ ॥ ২৬ ॥
এবং কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং স শস্ত্রপাণী রুরুস্তদা ।
ব্যচরৎ পৃথিবীং রাজন্নিঘ্নন্ সর্পান্ যতস্ততঃ ॥ ২৭ ॥

কিং প্রতিকৃতমিতি । বৈরং জ্ঞাত্বা ময়া ন তৎপ্রতিকৃতমিতি নৈবাঽস্তীত্যর্থঃ । তথাঽস্তি চেত্তদপি বদেত্যর্থঃ । করোমি করিষ্যামি । বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্ ॥২০—২২॥ শাপেন মৃতস্য দোষস্তক্ষকে নৈব সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রাহ্মণশাপাত্তক্ষকেণ দংশঃ কর্ত্তব্যঃ । সঞ্জীবয়িতা কশ্যপো ব্রাহ্মণো ধনং দত্ত্বা কিমিতি নিবারিতঃ । ন চ তদভাবে তস্য কাচিৎ ক্ষতিরভূত্তস্মাৎ স এব তস্যাপরাধ ইত্যর্থঃ । ইত্থমপরাধে স তক্ষকো বৈরী তব পিতৃহা ন কিমিতি বদেত্যাহ ন স কিমিতি ॥২৪॥ নন্বেতাদৃশা-

---

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! নৃপতি জনমেজয় উত্তঙ্কের এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিবর্গকে পিতৃ-বিনাশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিল, মহারাজ ! আপনার পিতা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য তক্ষক তাঁহাকে দংশন করে এবং সেই জন্যই তাঁহার জীবন নষ্ট হইয়াছে ॥ ২২ ॥ জনমেজয় মন্ত্রিগণের এই সমস্ত কথা শুনিয়া উত্তঙ্ককে বলিলেন, মুনিসত্তম ! আমার পিতা মহারাজ পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে একমাত্র ব্রহ্মশাপই কারণ দেখিতেছি ; ইহাতে তক্ষকের কি দোষ তাহা বলুন ॥ ২৩ ॥

উত্তঙ্ক কহিলেন, মহারাজ ! তক্ষক, যখন আপনার পিতার চিকিৎসার জন্য সমাগত সর্পবিদ্যা-বিশারদ কশ্যপ মুনিকে ধন প্রদান করিয়া নিবৃত্ত করিয়াছিল, তখন সেই তক্ষক কি আপনার পিতৃহন্তা বা শত্রু নহে ? ॥২৪॥ মহারাজ ! পূর্ব্বকালে রুরু মুনির ভার্য্যা প্রমদ্বরা অনূঢ়াবস্থাতেই সর্পদংশনে মৃত হইলেও মুনিবর রুরু তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কেবল শত্রুতার প্রতীকার করিবার জন্য এই দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, অদ্যাবধি আমি যে যে সর্প দেখিতে পাইব তাহাকেই লগুড়াদি দ্বারা

একদা স বনে ঘোরং ডুণ্ডুভঞ্জরসান্বিতম্।
অপশ্যদ্দণ্ডমুদ্যম্য হন্তুং তং সমুপাযযৌ ॥ ২৮ ॥
অভ্যহন্ রুষিতো বিপ্রস্তমুবাচাথ ডুণ্ডুভঃ।
নাপরাধ্নোমি তে বিপ্র! কস্মান্মামভিহংসি বৈ ॥ ২৯ ॥

রুরুরুবাচ।

প্রাণপ্রিয়া মে দয়িতা দষ্টা সর্পেণ সা মৃতা।
প্রতিজ্ঞেয়ং তদা সর্প! দুঃখিতেন ময়া কৃতা ॥ ৩০ ॥

ডুণ্ডুভ উবাচ।

নাহং দশামি তেঽন্যে বৈ যে দশন্তি ভুজঙ্গমাঃ।
শরীরসমযোগেন ন মাং হিংসিতুমর্হসি ॥ ৩১ ॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

শ্রুত্বা তাং মানুষীং বাণীং সর্পেণোক্তাং মনোহরাম্।
রুরুঃ পপ্রচ্ছ কোঽসি ত্বং কস্মাড্‌ডুণ্ডুভতাঙ্গতঃ ॥ ৩২ ॥

পরাধিনঃ শিক্ষা কেন কৃতেতি চেত্তত্রাহ ভার্য্যেতি ॥ ২৫ ॥ হন্মি হনিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥ ডুণ্ডুভমজগরম্ ॥ ২৮ ॥ তে তুভ্যং নাপরাধ্নোমি দ্রোহং করোমি ॥ ২৯ ॥
ইয়মিতি। সর্পজাতির্হন্তব্যেত্যেবংরূপেত্যর্থঃ ॥৩০॥ দংশকসর্পবিষয়ে সা প্রতিজ্ঞা তবাস্তি নাহং দংশক ইত্যাহ নাহমিতি ॥ ৩১—৩২ ॥

বিনাশ করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ মহারাজ! রুরু এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া শস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক সর্প-কুল বিনাশ করিতে করিতে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর, এক দিন সেই মুনি বনমধ্যে জরাজীর্ণ দীর্ঘকায় একটী ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া) সর্প দেখিতে পাইয়া তাহাকে মারিবার জন্য লগুড় উত্তোলন পূর্ব্বক তাহার নিকটে যাইয়াই রোষভরে অতিশয় প্রহার করিলেন। তখন, সেই ডুণ্ডুভ তাঁহাকে বলিল, ব্রহ্মন! আমি ত আপনার কোনও অপরাধ করি নাই তবে কি জন্য আমাকে মারিতেছেন ॥ ২৮—২৯ ॥

রুরু এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, সর্প! পূর্ব্বে আমার প্রাণাধিক প্রিয়পত্নী সর্প-দংশনে প্রাণ হারাইয়াছিল, এজন্য আমি দুঃখিত হইয়াই সেই সময় এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ॥ ৩০ ॥ ডুণ্ডুভ কহিল, ব্রহ্মন্! যে সকল সর্প দংশন করে তাহারাত অন্যজাতীয়; আমি ত কখন দংশন করি না; অতএব শরীরসাদৃশ্যে আমাকে প্রহার করা আপনার উচিত হইতেছে না ॥ ৩১ ॥

মহারাজ! রুরু সেই সর্পের মুখে মনোহর মনুষ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্প! তুমি কে? কি জন্যই বা সর্প দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা আমাকে বল ॥ ৩২ ॥

সর্প উবাচ।

ব্রাহ্মণোঽহং পুরা বিপ্র ! সখা মে খগমাভিধঃ।
বিপ্রো ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
স ময়া বঞ্চিতো মৌর্খ্যাৎ সর্পং কৃত্বা চ তার্ণকম্।
ভয়ঞ্চ প্রাপিতোঽত্যর্থমগ্নিহোত্রগৃহে স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥
তেন ভীতেন শপ্তোঽহং বিহ্বলেনাঽতিবেপিনা।
ভব সর্পো মন্দবুদ্ধে ! যেনাহং ধর্ষিতস্ত্বয়া ॥ ৩৫ ॥
ময়া প্রসাদিতোঽত্যর্থং সর্পেণাঽসৌ দ্বিজোত্তমঃ।
মামুবাচাথ তৎক্রোধাৎ কিঞ্চিচ্ছান্তিমবাপ্য চ ॥ ৩৬ ॥
রুরুস্তে মোচিতা শাপস্যাস্য সর্প ! ভবিষ্যতি।
প্রমতেস্তু সুতো নূনমিতি মাং সোঽব্রবীদ্বচঃ ॥ ৩৭ ॥
সোঽহং সর্পো রুরুস্ত্বঞ্চ শৃণু মে পরমং বচঃ।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মো বিপ্রাণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

খগমঃ খেচর ইত্যন্বর্থনামা ॥৩৩॥ তার্ণকং তৃণনির্ম্মিতং সর্পং কৃত্বা বঞ্চিতঃ। ময়া অত্যর্থং ভয়ং প্রাপিতশ্চ ॥ ৩৪—৩৬ ॥ (অধুনা শাপমোক্ষোপায়মাহ রুরুরিতি। হে সর্প ! ডুণ্ডুভরূপ-ধারিন্ ! প্রমতেঃ সুতো রুরুর্নাম মুনিস্তে অস্য শাপস্য মোচিতা মুক্তিকর্ত্তা ভবিষ্যতীতি নূনং নিশ্চিতমেব জানীহি ॥৩৭॥ সোহমিতি। অহং স এব সর্পঃ ভবৎকরুণাধিগম্যমুক্তিরিতি ভাবঃ। ত্বঞ্চ রুরুঃ অস্মৎমুক্তিকর্ত্তা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। সর্ব্বেষামেব অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ। বিশেষতো

সর্প কহিল, বিপ্র ! পূর্ব্বে আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম এবং আমার একজন খগম নামে বিপ্র বন্ধু ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় এবং অতিশয় সত্যবাদী। একদিন আমি মূর্খতাবশত একটী তৃণের সর্প নির্ম্মাণ করিয়া, যখন তিনি অগ্নিহোত্র গৃহে ছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছিলাম, ইহাতে তিনি অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অনন্তর, তিনি এই ভয়ে বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে, রে মূঢ় ! তুমি যেমন নির্ব্বিষ সর্প দ্বারা আমাকে ভয় দেখাইলে তেমনি তুমিও বিষবিহীন সর্প দেহ লাভ করিয়া অবস্থান কর ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর, আমি এই ডুণ্ডুভ সর্পরূপ ধারণ করিয়া সেই দ্বিজোত্তমকে অতি কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রসন্ন করিলাম। পরে তিনিও তাদৃশ ক্রোধ হইতে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া আমাকে বলিলেন, সর্প ! প্রমতি-পুত্র রুরু তোমার এই শাপের মুক্তিকর্ত্তা হইবেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥৩৬—৩৭॥ অতএব, বিপ্রবর ! আমি সেই সর্প এবং আপনিও সেই রুরু। এক্ষণে আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। দেখুন, সাধারণত অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উহাই যে সারধর্ম্ম

দয়া সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিজানতা।
যজ্ঞাদন্যত্র বিপ্রেন্দ্র! ন হিংসা যাজ্ঞিকী মতা॥ ৩৯॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

সর্পযোনের্ব্বিনির্ম্মুক্তো ব্রাহ্মণোঽসৌ রুরুস্ততঃ।
কৃত্বা তস্য চ শাপান্তং পরিত্যক্তঞ্চ হিংসনম্॥ ৪০॥
বিবাহিতা তেন বালা মৃতা সঞ্জীবিতা পুনঃ।
কদনং সর্ব্বসর্পাণাং কৃতং বৈরমনুস্মরন্॥ ৪১॥
ত্বন্তু বৈরং সমুৎসৃজ্য বর্ত্তসে পন্নগেষ্বথ।
বিমন্যুর্ভরতশ্রেষ্ঠ! পিতৃঘাতকরেষু বৈ॥ ৪২॥
অন্তরিক্ষে মৃতস্তাতঃ স্নানদানবিবর্জ্জিতঃ।
তস্যোদ্ধারঞ্চ রাজেন্দ্র! কুরু হত্বাথ পন্নগান্॥ ৪৩॥
পিতুর্বৈরং ন জানাতি জীবন্নেব মৃতো হি সঃ।
দুর্গতিস্তে পিতুস্তাবদ্‌যাবত্তান্ন হনিষ্যসি॥ ৪৪॥

ব্রাহ্মণানামিত্যর্থঃ॥ ৩৮॥) যজ্ঞাদন্যত্র দয়া কর্ত্তব্যা। যজ্ঞে তু হিংসৈব কর্ত্তব্যা। ন সা যাজ্ঞিকী হিংসা হিংসা ভবতি অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্য ইতি শ্রুতেরিত্যাহ। যজ্ঞাদন্যত্রেতি॥ ৩৯—৪০॥ এবম্প্রকারেণ রুরুণা বালা স্ত্রী মৃতাপি সঞ্জীবিতায়ুষোর্দ্ধদানেন ততো বিবাহিতা চ। পুনরনন্তরং পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্ সর্পাণাং তেন কদনং নাশনং কৃতম্। ততঃ শাপান্তং কৃত্বা হিংসনং পরিত্যক্তমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥৪১॥ ত্বন্তু বৈরমিতি। ইদমাশ্চর্য্যং মম ভাতীত্যর্থঃ॥ ৪২॥ (অধুনা পরীক্ষিতো দুর্ম্মরণমুক্ত্বা জনমেজয়মুত্তেজয়ন্নাহ অন্তরিক্ষে ইতি। তাতস্তব পিতা অন্তরিক্ষে শূন্যে স্নানদানাদিপুণ্যকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ সন্ মৃতস্তক্ষকেণ দষ্ট-

---

তাহাতে আর সংশয় কি?॥ ৩৮॥ তবে যজ্ঞে যে পশুহিংসা উক্ত আছে, সে হিংসা হিংসার মধ্যে নয় বলিয়াই বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিয়া থাকেন; অতএব, যজ্ঞ ভিন্ন সর্ব্বত্রই দয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য॥ ৩৯॥

উত্তঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ সর্পযোনি হইতে বিমুক্ত হইলেন এবং রুরুও তাঁহার শাপান্ত করিয়া সর্পহিংসা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ! দেখুন, রুরু সেই মৃত বালিকাকে নিজ আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান পূর্ব্বক বাঁচাইয়া বিবাহ করিয়াও কেবল শত্রুতা স্মরণ করত সর্পগণের পীড়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি মন্যুবিহীন হইয়া সেই পিতৃবিনাশক সর্পগণের প্রতি একেবারেই পূর্ব্বশত্রুতা বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন॥ ৪০—৪২॥ মহারাজ! আপনার পিতা স্নানদান-বর্জ্জিত হইয়া শূন্যস্থলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; অতএব আপনি এক্ষণে সেই পিতৃশত্রু সর্পগণকে বিনাশ করিয়া তাঁহার উদ্ধার করুন॥ ৪৩॥ দেখুন, যে পুত্র পিতৃশত্রুর শত্রুতা স্মরণ না করে, সে জীবিত

অশ্বমখমিষং কৃত্বা কুরু যজ্ঞং নৃপোত্তম ! ।
সর্পসত্রং মহারাজ ! পিতুর্বৈরমনুস্মরন্ ॥ ৪৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা জন্মেজয়স্তদা ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপাতঞ্চ চকারাতীবদুঃখিতঃ ॥ ৪৬ ॥
ধিঙ্মামস্তু সুদুর্বুদ্ধের্বৃথামানকরস্য বৈ ।
পিতা যস্য গতিং ঘোরাং প্রাপ্তঃ পন্নগপীড়িতঃ ॥ ৪৭ ॥
অদ্যাহং মখমারভ্য করোম্যপচিতিং পিতুঃ ।
হত্বা সর্পানসন্দিগ্ধো দীপ্যমানে বিভাবসৌ ॥ ৪৮ ॥
আহূয় মন্ত্রিণঃ সর্ব্বান্ রাজা বচনমব্রবীৎ ।
কুর্ব্বন্তু যজ্ঞসম্ভারং যথার্হং মন্ত্রিসত্তমাঃ ! ॥ ৪৯ ॥
গঙ্গাতীরে শুভাং ভূমিং মাপয়িত্বা দ্বিজোত্তমৈঃ ।
কুর্ব্বন্তু মণ্ডপং স্বস্থাঃ শতস্তম্ভং মনোহরম্ ॥ ৫০ ॥

সন্নিতি শেষঃ । অতঃ সর্পহননেন তস্যোদ্ধারঃ অবশ্যমেব কর্ত্তব্য ইত্যত আহ তস্যেতি ॥ ৪৩ ॥) যাবত্তান্ন হনিষ্যসীতি স্বশত্রুনাশনে তস্য বাসনায়া অবশিষ্টত্বাত্তয়া বাসনয়া দুর্গতির্যুক্তৈব ॥৪৪॥ অশ্বমখো বক্ষ্যমাণো নবরাত্রোৎসবঃ ॥ ৪৫ ॥

জন্মেজয় ইতি । জন্মনৈবাতিশুদ্ধেন শত্রূনেজিতবান্ যতঃ । এজৃকম্পনে ধাতোর্হি জন্মেজয় ইতি শ্রুতঃ । ইতি বচনাৎ । শকন্ধ্বাদিত্বাৎপররূপে জন্মেজয় ইত্যপি সাধু ॥ ৪৬—৪৯ ॥ মাপয়িত্বেতি পরিচ্ছিদ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ তদঙ্গত্বে সতি তাদৃশবেদ্যাদ্যঙ্গত্বে সতি সর্পসত্রো বিধেয়ো

থাকিলেও মৃতস্বরূপ । অধিক আর কি বলিব, যত দিন না আপনি সর্পগণকে বিনাশ করিবেন তত দিন আপনার পিতার দুর্গতি থাকিবে ॥ ৪৪ ॥ মহারাজ ! (সর্প বিনাশের উপায় বলিতেছি শ্রবণ করুন ।) আপনি পিতৃশত্রুর শত্রুতা স্মরণ করত অশ্বযজ্ঞচ্ছলে সর্প যজ্ঞ করুন । (তাহা হইলেই সর্পগণ বিনষ্ট হইবে) ॥ ৪৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রাজা জনমেজয় উত্তঙ্কের এই সকল বাক্য শ্রবণ করত অতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুপাত করিলেন এবং বলিলেন, আমায় ধিক্ ! আমি অতিশয় নির্ব্বোধ ! আমি বৃথা অভিমান করি ; যাহার পিতা সর্পদংশনে ঘোর দুর্গতি পাইয়াছে তাহার আবার অভিমান কি ? ॥ ৪৬—৪৭ ॥ এক্ষণে, আমি নিশ্চয়ই সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে সর্পগণকে দগ্ধ করিয়া পরলোকগত পিতার হিতসাধন করিব ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর, মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, মন্ত্রিগণ ! শীঘ্র যথাযোগ্য যজ্ঞের উপকরণ সকল প্রস্তুত কর ॥ ৪৯ ॥ দ্বিজগণ দ্বারা গঙ্গাতীরে পবিত্র ভূমি মাপাইয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক একটী মনোহর শতস্তম্ভ-বিশিষ্ট মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাও এবং তন্মধ্যে একটী বিস্তৃত যজ্ঞবেদী রচিত কর ।

বেদী যজ্ঞস্য কর্ত্তব্যা মমাদ্য সচিবাঃ খলু।
তদঙ্গত্বে বিধেয়ো বৈ সর্পসত্রঃ সুবিস্তরঃ ॥ ৫১ ॥
তক্ষকস্তু পশুস্তত্র হোতোত্তঙ্কো মহামুনিঃ।
শীঘ্রমাহূয়তাং বিপ্রাঃ সর্ব্বজ্ঞা বেদপারগাঃ ॥ ৫২ ॥

সূত উবাচ।

মন্ত্রিণস্তু তদা চক্রুর্ভূপবাক্যৈর্বিচক্ষণাঃ।
যজ্ঞস্য সর্ব্বসম্ভারং বেদীং যজ্ঞস্য বিস্তৃতাম্ ॥ ৫৩ ॥
হবনে বর্ত্তমানে তু সর্পাণাং তক্ষকো গতঃ।
ইন্দ্রং প্রতি ভয়ার্ত্তোঽহং ত্রাহি মামিতি চাব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥
ভয়ভীতং সমাশ্বাস্য স্বাসনে সন্নিবেশ্য চ।
দদাবভয়মত্যর্থং নির্ভয়ো ভব পন্নগ! ॥ ৫৫ ॥
তমিন্দ্রশরণং জ্ঞাত্বা মুনির্দ্দত্তাভয়ং তথা।
উত্তঙ্কোঽহ্বয়দুদ্বিগ্নঃ সেন্দ্রং কৃত্বা নিমন্ত্রণম্ ॥ ৫৬ ॥
স্মৃতস্তদা তক্ষকেণ যাযাবরকুলোদ্ভবঃ।
আস্তীকো নাম ধর্ম্মাত্মা জরৎকারুসুতো মুনিঃ ॥ ৫৭ ॥

মান্যথেত্যর্থঃ। পুংস্ত্বমার্ষম্ ॥ ৫১ ॥ (আহূয়তামিত্যেকবচননির্দ্দেশ আর্ষঃ ॥ ৫২—৫৫ ॥) উত্তঙ্কোঽহ্বয়ৎ আহূতবান্ সেন্দ্রং তক্ষকং প্রথমতঃ পুরোনুবাক্যাদিভির্নিমন্ত্রণং কৃত্বে-

এইরূপে সমস্ত অঙ্গবিধান করিলে পর আমি সেই স্থানে সর্পযজ্ঞ করিব ॥৫০—৫১॥ মন্ত্রিগণ! এই যজ্ঞে মহামুনি উত্তঙ্ক হোতা আর তক্ষক যজ্ঞীয় পশু হইবে। তোমরা শীঘ্র সর্ব্বজ্ঞ বেদ-পারগ ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ কর ॥ ৫২ ॥

ঋষিগণ! অনন্তর, কার্য্যাধ্যক্ষ মন্ত্রিসকল ভূপতি জনমেজয়ের এইরূপ আদেশ পাইয়া যজ্ঞের জন্য অতি বিস্তৃত বেদী এবং অন্যান্য উপকরণ সকল আয়োজন করিলেন ॥ ৫৩ ॥ পরে, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে মন্ত্রবলে নানাবিধ সর্প সকল আহূত হইয়া জ্বলন্ত হুতাশন-মুখে পতিত হইতেছে দেখিয়া, তক্ষক অতি ভীত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক বলিল, দেবরাজ! আমায় রক্ষা করুন, সর্প যজ্ঞ দেখিয়া আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি। ৫৪ ॥ ইন্দ্র তক্ষককে ভীত দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক নিজাসনে বসাইলেন এবং ভয় নাই তুমি নির্ভয় হও বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন ॥ ৫৫ ॥ মুনিবর উত্তঙ্ক তক্ষককে ইন্দ্রের শরণাগত এবং ইন্দ্রকর্ত্তৃক আশ্বাসিত জানিতে পারিয়া প্রথমত উদ্বিগ্ন হইলেন, পরে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত আহ্বান করিলেন ॥ ৫৬॥ এই সময় তক্ষক নিরু-পায় হইয়া যাযাবর-কুলোদ্ভব জরৎকারু মুনির পুত্র ধর্ম্মাত্মা আস্তীককে স্মরণ করিল ॥৫৭॥

তত্রাগত্য মুনের্বালস্তুষ্টাব জনমেজয়ম্।
রাজা তমর্চয়ামাস দৃষ্ট্বা বালং সুপণ্ডিতম্॥ ৫৮॥
অর্চ্চয়িত্বা নৃপস্তন্তু ছন্দয়ামাস বাঞ্ছিতৈঃ।
স তু বব্রে মহাভাগ! যজ্ঞোঽয়ং বিরমত্বিতি॥ ৫৯॥
সত্যবদ্ধো নৃপস্তেন প্রার্থিতশ্চ পুনস্তথা।
হোমং নিবর্ত্তয়ামাস সর্পাণাং মুনিবাক্যতঃ॥ ৬০॥
ভারতং শ্রাবয়ামাস বৈশম্পায়ন বিস্তরাৎ।
শ্রুত্বাপি নৃপতিঃ কামং ন শান্তিমভিজগ্মিবান্॥ ৬১॥
ব্যাসং পপ্রচ্ছ ভূপালো মম শান্তিঃ কথং ভবেৎ।
মনোঽতিদহ্যতে কামং কিংকরোমি বদস্ব মে॥ ৬২॥
পিতা মে দুর্ভগস্যৈবং মৃতঃ পার্থসুতাত্মজঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং মহাভাগ! সংগ্রামে মরণং বরম্॥ ৬৩॥
রণে বা মরণং ব্যাস! গৃহে বা বিধিপূর্ব্বকম্।
মরণং ন পিতুর্ম্মেঽভূদন্তরিক্ষে মৃতোঽবশঃ॥ ৬৪॥

ত্যর্থঃ॥ ৫৬—৫৮॥ বাঞ্ছিতৈরিতি। বাঞ্ছিতং বৃণিত্ব্যুক্তবানিত্যর্থঃ॥ ৫৯—৬০॥ বৈশম্পায়ন ইতি প্রথমান্তং ছান্দসত্বাল্লুপ্তবিভক্ত্যন্তম্॥ ৬১॥ ভারতশ্রবণেনাপি শান্তির্ন জাতেতি ব্যাসং পপ্রচ্ছেত্যাহ ব্যাসমিতি॥ ৬২—৬৩॥ সংগ্রামে মহতি রণে। রণে সামান্যে। মরণং মে

সেই মুনিপুত্র আস্তীক এই সময় সেই স্থানে যাইয়া নানাবিধ বাক্যে জনমেজয়কে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। অনন্তর, রাজা বালকটীকে সুপণ্ডিত দেখিয়া পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক বলিলেন যে, আপনার যাহা অভিলাষ হয় বলুন, আমি তাহা প্রদান করিব। রাজার এই কথা শুনিয়া আস্তীক বলিলেন, মহারাজ! আপনি অতিশয় ভাগ্যশালী সন্দেহ নাই; এক্ষণে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, আপনি এই যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হউন॥ ৫৮—৫৯॥ মহারাজ জনমেজয় একেত প্রথমে সত্যবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাতে আবার এক্ষণে পুনঃ পুনঃ আস্তীক কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহার বাক্য রক্ষার জন্য সর্পাহুতি নিবারণ করিলেন॥ ৬০॥ অনন্তর, বৈশম্পায়ন চিত্ত শুদ্ধির জন্য তাহাকে সমস্ত ভারত বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করাইলেন। রাজা জনমেজয় সমস্ত ভারত শ্রবণ করিয়াও যখন শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না, তখন ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমার মন অতিশয় শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, এক্ষণে কি করি; কি হইলেই বা শান্তি লাভ হয়, আপনি সেইরূপ উপদেশ করুন॥৬১—৬২॥ হায়! আমি কি দুর্ভাগ্য!! আমার পিতা অর্জ্জুনের পৌত্র হইয়াও অপমৃত্যুতে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। মুনিবর! ক্ষত্রিয়গণের সামান্যই হউক আর বিষম সংগ্রামই হউক একমাত্র

শান্ত্যুপায়ং বদস্বাত্র ত্বঞ্চ সত্যবতীসুত ! ।
যথা স্বর্গং ব্রজেদাশু পিতা মে দুর্গতিং গতঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে সর্পযজ্ঞবিবৃতির্নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

পিতুর্নাভূদিতি গৃহে বা বিধিপূর্ব্বকমিত্যনেনান্বেতি ॥ ৬৪ ॥ দুর্গতিং গত ইতি। পরীক্ষিতো দুর্গতিশ্চ মহাভারতেপ্যুক্তা। অপৃচ্ছৎ স তদা রাজা মন্ত্রিণস্তান্ সুদুঃখিতঃ। উত্তঙ্কস্যৈব সান্নিধ্যে পিতুঃ স্বর্গগতিং প্রতীতি ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সমরাঙ্গণে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ; যদি তাহা না হয় তবে গৃহেতে বিধিপূর্ব্বক মৃত্যুই ভাল। কিন্তু হায় ! আমার পিতার ইহার কিছুই হয় নাই ; তিনি দ্বিজশাপে অবশ হইয়া অন্তরীক্ষেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥ হে সত্যবতীনন্দন ! এক্ষণে এ বিষয়ের শান্তির উপায় কি বলুন। যাহাতে পিতা সেইরূপ দুর্গতি পাইয়াও শীঘ্র স্বর্গে যাইতে পারেন তাহা উপায় বিধান করুন ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে সর্পযজ্ঞকথন-নামক
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
উবাচ বচনং তত্র সভায়াং নৃপতিঞ্চ তম্ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি পুরাণং গুহ্যমদ্ভুতম্।
পুণ্যং ভাগবতং নাম নানাখ্যানযুতং শিবম্ ॥ ২ ॥
অধ্যাপিতং ময়া পূর্ব্বং শুকায়াত্মসুতায় বৈ।
শ্রাবয়ামি নৃপ! ত্বাং হি রহস্যং পরমং মম ॥ ৩ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণং শ্রবণাৎ কিল।
শুভদং সুখদং নিত্যং সর্ব্বাগমসমুদ্ধৃতম্ ॥ ৪ ॥

জনমেজয় উবাচ।

আস্তীকোঽয়ং সুতঃ কস্য বিঘ্নার্থং কথমাগতঃ।
প্রয়োজনং কিমত্রাস্য সর্পাণাং রক্ষণে প্রভো! ॥ ৫

চতুঃষষ্টিশ্লোকবর্যৈরাস্তীকস্য সমুদ্ভবঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতস্যাপি মাহাত্ম্যমতি কথ্যতে ॥

তচ্ছ্রুত্বেতি। ভারতাদিশ্রবণেন মম চিত্তশান্তির্ন জাতেতি মম পিতা দুর্গতিঙ্গত ইতি চ জন্মেজয়বাক্যং শ্রুত্বেত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥ শ্রবণাৎ কারণমিত্যন্বয়ঃ। সর্ব্বাগমসমুদ্ধৃতম্ সর্ব্ববেদেভ্যঃ সারং গৃহীত্বা কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সত্যবতীতনয় বেদব্যাস, মহারাজ জনমেজয়ের তাদৃশ আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই সভামধ্যেই তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ মহারাজ! আমি তোমায় অত্যদ্ভুত পবিত্রকারক ভাগবত পুরাণ বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ভাগবত গূঢ়তত্ত্বে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে নানা বিষয়ের পরম মঙ্গলময় উপাখ্যান সকল বর্ণিত আছে ॥ ২ ॥ রাজন্! ইহাকেই আমার পরম রহস্য বলিয়া জানিবেন, পূর্ব্বে আমি ইহা নিজ পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলাম, এক্ষণে তোমাকেও শ্রবণ করাইতেছি ॥ ৩ ॥ ইহা সমস্ত বেদের সারসংগ্রহে বিরচিত, এজন্য এই কল্যাণকর সুখপ্রদ ও নিত্য ভাগবত শ্রবণ করিলে, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারা যায় সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

কথয়ৈতন্মহাভাগ ! বিস্তরেণ কথানকম্।
পুরাণঞ্চ তথা সর্ব্বং বিস্তরাদ্বদ সুব্রত ! ॥ ৬ ॥
ব্যাস উবাচ।
জরৎকারুর্মুনিঃ শান্তো ন চকার গৃহাশ্রমম্।
তেন দৃষ্টা বনে গর্ত্তে লম্বমানাঃ স্বপূর্ব্বজাঃ ॥ ৭ ॥
ততস্তমাহুঃ কুরু পুত্রদারান্
যথা চ নঃ স্যাৎ পরমা হি তৃপ্তিঃ।
স্বর্গে ব্রজামঃ খলু দুঃখমুক্তা
বয়ং সদাচারযুতে সুতে বৈ ॥ ৮ ॥
সতানুবাচাথ লভে সনাম্না-
ময়াচিতাং চাতি বশানুগাঞ্চ।
তদা গৃহারম্ভমহঙ্করোমি
ব্রবীমি তথ্যং মম পূর্ব্বজা বৈ ॥ ৯ ॥

বিঘ্নার্থং সর্পসত্রবিঘ্নার্থম্ ॥ ৫ ॥ ইদং প্রথমত উক্ত্বানন্তরং সর্ব্বং পুরাণং বদেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ স্বপূর্ব্বজাঃ স্ববংশজাঃ ॥ ৭ ॥ ততস্তমাহুরিতি। তং জরৎকারুং তৎপিতর আহুঃ। যেন দারকরণেন নোঽস্মাকং তৃপ্তিঃ স্যাত্তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। তথাচ ত্বয়ি সুতে সতি বয়ং স্বর্গে ব্রজামস্তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥৮॥ ইত্থং পূর্ব্বজবাক্যং শ্রুত্বা জরৎকারুস্তানাহ স তানিতি। সনাম্নাং নাম্না সমানাং যস্যাঃ কন্যায়া নাম মম নাম চ সমানমেকমস্তি। পুনরযাচিতাং ময়াঽপ্রার্থিতাং

জনমেজয় কহিলেন, প্রভো! এই আস্তীক মুনি কাহার বংশধর এবং কেনইবা যজ্ঞ ব্যাঘাত করিতে এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? সর্পগণের রক্ষা করিয়া ইহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইল? হে মহাভাগ! অগ্রে এই উপাখ্যানটী বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া পরে সমস্ত পুরাণখানি বিস্তার পূর্ব্বক বলুন, ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ৫—৬ ॥

ব্যাসদেব জনমেজয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পূর্ব্বে জরৎকারু নামে কোনও ঋষি নিরন্তর তপস্যারত থাকিয়া অতিশয় শান্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। তিনি কদাপি দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারশ্রমে প্রবিষ্ট হন নাই। একদিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বনমধ্যস্থিত একটী গর্ত্তমধ্যে লম্বমানভাবে থাকিয়া পতনোন্মুখ হইতেছেন ॥ ৭ ॥ (ইহা দেখিয়া জরৎকারু তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে) তাঁহারা বলিলেন, জরৎকারো! তুমি আমাদের মুক্তির জন্য দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন কর তাহা হইলেই আমাদিগের পরম তৃপ্তি লাভ হইবে। দেখ, যদি তোমার একটী সদাচারনিষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা হইলেই আমরা এই দুঃখহস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে যাইব ॥ ৮ ॥ অনন্তর, জরৎকারু ঋষি তাঁহাদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া

ইত্যুক্ত্বা তান্ জরৎকারুর্গতস্তীর্থান্ প্রতি দ্বিজঃ ।
তদৈব পন্নগাঃ শপ্তা মাত্রাগ্নৌ নিপতন্ত্বিতি ॥ ১০ ॥
কশ্যপস্য মুনেঃ পত্ন্যৌ কদ্রুশ্চ বিনতা তথা ।
দৃষ্ট্বাদিত্যরথে চাশ্বমূচতুশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১১ ॥
তং দৃষ্ট্বা চ তদা কদ্রুর্বিনতামিদমব্রবীৎ ।
কিংবর্ণোঽয়ং হয়ো ভদ্রে ! সত্যং প্রব্রূহি মাচিরম্ ॥ ১২ ॥

বিনতোবাচ ।

শ্বেত এবাশ্বরাজোঽয়ং কিংবা ত্বং মন্যসে শুভে ! ।
ব্রূহি বর্ণং ত্বমপ্যস্য ততস্তু বিপণাবহে ॥ ১৩ ॥

কদ্রুরুবাচ ।

কৃষ্ণবর্ণমহং মন্যে হয়মেনং শুচিস্মিতে ! ।
এহি সার্দ্ধং ময়া দিব্যং দাসীভাবায় ভামিনি ! ॥ ১৪ ॥

পুনরতিবশানুগামতিবশ্যামেতাদৃশীং কন্যাং যদ্যহং লভে প্রাপ্নুয়াং তর্হি গৃহারম্ভং বিবাহং করোমি করিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

আগ্নৌ পতন্ত্বিতি মাত্রা শপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ তত্র কা মাতা কথং বা শপ্তা ইতি সর্ব্বং বৃত্তান্তমাহ কশ্যপস্যেতি । উচতুর্বক্ষ্যমাণম্ ॥ ১১ ॥ কিংতত্তদাহ তং দৃষ্ট্বেতি ॥ ১২—১৩ ॥

দাসীভাবায়েতি । যস্যাঃ পরাভবঃ সা তস্যা দাসীতি দাসীভবনায় দিব্যং পণং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বলিলেন, হে পূর্ব্বপুরুষগণ ! আমি আপনাদের নিকট সত্য বলিতেছি যে, যদি আমি একান্ত বশবর্ত্তিনী অথচ আমার সদৃশনাম্নী কোনও কন্যা বিনা প্রার্থনায় লাভ করিতে পারি তাহা হইলেই তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইব ॥ ৯ ॥

ঋষিগণ ! সেই দ্বিজ জরৎকারু পূর্ব্বপুরুষগণকে এইরূপে বলিয়া তীর্থ যাত্রার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন । এদিকে এই সময়ের মধ্যেই সর্পগণ, তাহাদের মাতা কদ্রু কর্তৃক "অগ্নিতে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হও" এই বলিয়া অভিশপ্ত হইল । ইহার বৃত্তান্ত এই যে, কশ্যপ ঋষির কদ্রু ও বিনতা নামে দুই পত্নী এক দিবস সূর্য্যরথস্থিত অশ্বকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন ॥১০—১১॥ প্রথমতঃ কদ্রু সেই অশ্বকে দেখিয়া বিনতাকে বলিলেন, অয়ি কল্যাণি ! এই ঘোটকের বর্ণ কিরূপ সত্য করিয়া শীঘ্র বল দেখি ॥ ১২ ॥

বিনতা বলিলেন, এই ঘোটকবর নিশ্চয়ই শুক্লবর্ণ ; ভদ্রে ! তুমি ইহাকে কিরূপ বিবেচনা কর ? শীঘ্র ইহার কিরূপ বর্ণ বল দেখি ? আইস এক্ষণে এ বিষয়ে আমরা একটী পণ করি ॥১৩॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া কদ্রু বলিলেন, ভগিনি ! তুমি অক্ষুব্ধভাবে মন্দ হাস্য করিতেছ বটে, কিন্তু আমি এই ঘোটককে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই বিবেচনা করি । রুষ্ট হইও না ; আমার

সূত উবাচ।

কদ্রুশ্চ স্বসুতানাহ সর্ব্বান্‌ সর্পান্‌ বশে স্থিতান্‌।
বালান্‌ শ্যামান্‌ প্রকুর্ব্বন্তু যাবন্তোঽশ্বশরীরকে ॥ ১৫ ॥
নেতি কেচন তত্রাহুস্তানথাসৌ শশাপ হ।
জন্মেজয়স্য যজ্ঞে বৈ গমিষ্যথ হুতাশনম্‌ ॥ ১৬ ॥
অন্যে চক্রুর্হয়ং সর্পাঃ কর্বুরং বর্ণভোগকৈঃ।
বেষ্টয়িত্বাস্য পুচ্ছং তু মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ১৭ ॥
ভগিন্যৌ চ সুসংযুক্তে গত্বা দদৃশতুর্হয়ম্‌।
কর্বুরং তং হয়ং দৃষ্ট্বা বিনতা চাতিদুঃখিতা ॥ ১৮ ॥
তদাজগাম গরুড়ঃ সুতস্তস্যা মহাবলঃ।
স দৃষ্ট্বা মাতরং দীনামপৃচ্ছৎ পন্নগাশনঃ ॥ ১৯ ॥
মাতঃ! কথং সুদীনাসি রুদিতেব বিভাসি মে।
জীবমানে ময়ি সুতে তথান্যে রবিসারথৌ ॥ ২০ ॥

বালানশ্বস্য কেশান্‌। শ্যামান্‌ স্বকৃষ্ণশরীরবেষ্টনেনেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ গমিষ্যথ পততেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ কর্ব্বুরং বহুলকৃষ্ণবর্ণকম্‌। বর্ণভোগকৈর্নানাবর্ণবিশিষ্টশরীরৈঃ ॥১৭॥ (ভগিন্যাবিতি। ভগিন্যৌ সপত্ন্যৌ কদ্রুবিনতে হয়ং অশ্বং দদৃশতুঃ। অথ বিনতা তং হয়ং নানাবর্ণ-

---

সহিত এই প্রতিজ্ঞা কর যে, যে এই বিষয়ে পরাস্ত হইবে সে অপরের দাসী হইয়া থাকিবে ॥ ১৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! অনন্তর তাঁহাদিগের এই প্রতিজ্ঞা স্থির হইলে, কদ্রু বিনতাকে বঞ্চনা করিবার জন্য একান্ত অনুরক্ত নিজপুত্র সর্পগণকে বলিল, পুত্রগণ! তোমরা শীঘ্র নিজ কলেবর দ্বারা অশ্বকে বেষ্টন করত তাহার দেহস্থিত সমস্ত কেশগুলিকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া রাখ ॥ ১৫ ॥ জননীর এই অসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সর্প উত্তর করিল, ইহা আমরা কখনই করিব না; অনন্তর, কদ্রু ইহাদিগকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিল যে, তোমরা জনমেজয়ের যজ্ঞে যাইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে দগ্ধ হও ॥ ১৬॥ অপর সর্পসকল জননীর প্রিয়কার্য্য বাসনায় কৃষ্ণবর্ণ শরীর দ্বারা অশ্বপুচ্ছ বেষ্টন করত অশ্বকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তুলিল ॥ ১৭ ॥ পরে, অশ্বটী এইরূপে সর্পদ্বারা সুন্দররূপে বেষ্টিত হইলে, কদ্রু ও বিনতা উভয়ে যাইয়া ঘোটককে দেখিলেন; পরন্তু, বিনতা ঘোটকটীকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া (সপত্নীর দাসী হইতে হইল ইহা ভাবিয়া) অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ১৮ ॥ এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর, একদা বিনতার কনিষ্ঠ পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত সর্পভোজী গরুড় সেই স্থানে আসিয়া নিজ জননীকে দীনভাবাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ॥ ১৯॥ মাতঃ! আপনি এত বিষণ্ণভাবে

দুঃখিতাসি ততো বাঙ্ধিগ্ জীবিতং চারুলোচনে ! ।
কিং জাতেন সুতেনাথ যদি মাতা সুদুঃখিতা ।
শংস মে কারণং মাতঃ ! করোমি বিগতজ্বরাম্ ॥ ২১ ॥

বিনতোবাচ ।

সপত্ন্যা দাস্যহং পুত্র ! কিং ব্রবীমি বৃথাক্ষতা ।
বহ মাং সা ব্রবীত্যদ্য তেনাস্মি দুঃখিতা সুত ! ॥ ২২ ॥

গরুড় উবাচ ।

বহিষ্যেঽহং তত্র কিল যত্র সা গন্তুমুৎসুকা ।
মা শোকং কুরু কল্যাণি ! নিশ্চিন্তাং ত্বাং করোম্যহম্ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা সা গতা পার্শ্বং কদ্র্বাশ্চ বিনতা তদা ॥ ২৪ ॥

য়ুতং দৃষ্ট্বা অতিদুঃখিতা আসীৎ সপত্নীদাসীভাবশঙ্কয়েতি শেষঃ ॥ ১৮—১৯ ॥ রবিসারথি-ররুণঃ। অন্তে অন্যস্মিন্নিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ বাং গরুড়ারুণয়োঃ ॥ ২১ ॥

বৃথাক্ষতা ব্যর্থং খণ্ডিতাহং সপত্ন্যা দাসী জাতা ততো দাসীভাবাদধিকং দুঃখং কিং ব্রবীমি। বৃথাকৃতেত্যপি পাঠঃ ॥ ২২ ॥

বহ মামিতি। স্বস্কন্ধে মাং স্থাপয়িত্বা যত্র দেশে গন্তুমিচ্ছামি তং দেশং মাং বহ প্রাপয়ে-

---

বসিয়া রহিয়াছেন কেন ? আমার বোধ হয় আপনি যেন রোদন করিতেছিলেন ; জননি ! আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্য্যসারথি অরুণদেব এবং আমি জীবিত থাকিতেও আপনি দুঃখিতা হইয়াছেন, আমাদিগকে ধিক্ ! আমাদের জীবনকেও ধিক্ ! ! যদি পুত্র থাকিতেও মাতা দুঃখিতা হয়, তবে সেরূপ পুত্রের জন্ম হইয়াই বা কি ফল ! জননি ? আপনার দুঃখের কারণ বলুন। আমি আপনার দুঃখনাশ করিব ॥ ২০—২১ ॥

বিনতা, নিজপুত্র গরুড়ের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, পুত্র ! আমি ছলক্রমে সপত্নীর দাসী হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে ইহা হইতে আর অধিক দুঃখের কথা কি বলিব। বিশেষত অদ্য সেই সপত্নী সগর্ব্বে কহিল, বিনতে ! এক্ষণে তুমি আমায় স্কন্ধে করিয়া বহন কর, রে বৎস ! সপত্নী কদ্রুর ঈদৃশ গর্ব্বিত আদেশে আমি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছি ॥২২॥

গরুড়, জননীর মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন, মাতঃ ! আপনি শোক করিবেন না আমি আপনার ভাবনা দূর করিব। আপনার সেই সপত্নী যে স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিবেন আমি তাহাকে সেই স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইব ॥ ২৩ ॥

মহারাজ ! গরুড় এইরূপ বলিলে পর বিনতা কদ্রুর নিকটে গমন করিল এবং সেই মহাবল গরুড়ও জননীকে দাসীভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য পুত্রগণের সহিত কদ্রুকে

দাসীভাবমপাকর্ত্তুং গরুড়োঽপি মহাবলঃ।
উবাহ তাং সপুত্রাং বৈ সিন্ধোঃ পারং জগাম হ ॥ ২৫ ॥
গত্বা তাং গরুড়ঃ প্রাহ ব্রূহি মাতর্নমোঽস্তু তে।
কথং মুচ্যেত মে মাতা দাসীভাবাদসংশয়ম্ ॥ ২৬ ॥

কদ্রুরুবাচ।

অমৃতং দেবলোকাত্ত্বং বলাদানীয় মে সুতান্।
সমর্প্য সুতাদ্যাশু মাতরং মোচয়াবলাম্ ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ শীঘ্রমিন্দ্রলোকং মহাবলঃ।
কৃত্বা যুদ্ধং জহারাশু সুধাকুম্ভং খগোত্তমঃ ॥ ২৮ ॥
সমানীয়ামৃতং মাত্রে বৈনতেয়ঃ সমর্পয়ৎ।
মোচিতা বিনতা তেন দাসীভাবাদসংশয়ম্ ॥ ২৯ ॥
অমৃতং সঞ্জহারেন্দ্রঃ স্নাতুং সর্পা যদা গতাঃ।
দাসীভাবাদ্বিনির্মুক্তা বিনতা বিপতের্ব্বলাৎ ॥ ৩০ ॥

ত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥ কথং মুচ্যেত তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ (বিনতায়াঃ শাপমোচনোপায়মাহ অমৃতমিতি। দেবলোকাৎ স্বর্গাৎ। অবলাং পরতন্ত্রাম্ ॥ ২৭ ॥

গরুড়স্য অমৃতানয়নায় স্বর্গগমনাদিকমাহ। ইত্যুক্ত ইতি। মহাবল ইত্যনেন দেবগণরক্ষিতস্যাপ্যমৃতস্যানয়নে শক্তিঃ সূচিতা ॥২৮॥ সমানীয় ইতি। বৈনতেয়ঃ বিনতাপুত্রো গরুড়ঃ। মাত্রে বিমাত্রে ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥) সঞ্জহারাপহৃতবানিত্যর্থঃ। যদা সর্পাঃ স্নানং কর্ত্তুং গতাস্তদেত্যর্থঃ।

বহন করিতে করিতে সমুদ্রের পরপারে লইয়া যাইল ॥ ২৪—২৫ ॥ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া গরুড় বিমাতা কদ্রুকে বলিল, মাতঃ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি; এক্ষণে বলুন কি করিলে আমার জননী আপনার দাসীভাব হইতে একেবারে মুক্তিলাভ করিতে পারেন ॥ ২৬ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া কদ্রু কহিল, পুত্র! (যদি তোমার জননীকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে) অদ্য এই মুহূর্ত্তেই তুমি স্বর্গ হইতে বলপূর্ব্বক অমৃত আনয়ন কর এবং আমার সন্তানগণকে ভোজন করাইয়া তোমার পরাধীনা জননীকে বিমুক্ত কর ॥২৭॥

মহারাজ! সেই মহাবল পরাক্রান্ত পক্ষিরাজ গরুড় এইরূপে বিমাতৃকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অবিলম্বে ইন্দ্রলোকে যাইয়া দেবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অমৃতকুম্ভ হরণ করিল ॥ ২৮ ॥ অনন্তর, সেই কুম্ভ আনয়ন পূর্ব্বক বিমাতা কদ্রুর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজ মাতাকে বিমাতার দাসীভাব হইতে চিরদিনের মত মুক্ত করিলেন ॥ ২৯ ॥ এদিকে সর্পগণ অমৃত ভক্ষণ করিবার জন্য যেমন স্নান করিতে নির্গত হইল অমনি ইন্দ্র আসিয়া সেই অমৃতকুম্ভ লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহারাজ! এইরূপে পক্ষিরাজ গরুড়ের বলে বিনতা

তত্রাস্তীর্ণাঃ কুশাস্তৈস্তু লীঢাঃ পন্নগনায়কৈঃ ।
দ্বিজিহ্বাস্তে সুসম্পন্নাঃ কুশাগ্রস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ৩১ ॥
মাত্রা শপ্তাশ্চ যে নাগা বাসুকিপ্রমুখাঃ শুচা ।
ব্রহ্মাণং শরণং গত্বা তে হোচুঃ শাপজং ভয়ম্ ॥ ৩২ ॥
তানাহ ভগবান্ ব্রহ্মা জরৎকারুর্মহামুনিঃ ।
বাসুকের্ভগিনীং তস্মৈ অর্পয়ধ্বং সনামিকাম্ ॥ ৩৩ ॥
তস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স বস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ।
আস্তীক ইতি নামাসৌ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
বাসুকিস্তু তদাকর্ণ্য বচনং ব্রহ্মণঃ শিবম্ ।
বনং গত্বা সুতাং তস্মৈ দদৌ বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৩৫ ॥
সনামাং তাং মুনির্জ্ঞাত্বা জরৎকারুরুবাচ তম্ ।
অপ্রিয়ং মে যদা কুর্য্যাত্তদা তাং সন্ত্যজাম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥
বাগ্‌বন্ধং তাদৃশং কৃত্বা মুনির্জগ্রাহ তাং স্বয়ম্ ।
দত্ত্বা চ বাসুকিঃ কামং ভবনং স্বং জগাম হ ॥ ৩৭ ॥

বিপতেঃ পক্ষিরাজস্য ॥ ৩০ ॥ লীঢা অমৃতকুম্ভস্থানস্থিতানাং কুশানামমৃতদ্রবযুক্তত্ববুদ্ধ্যা আস্বাদিতা জিহ্বয়া ততঃ কুশানাং তীক্ষ্ণাগ্রত্বান্মধ্যে জিহ্বাঃ স্ফালিতাঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ মহামুনিরস্তীতি শেষঃ । সনামিকাং সমাননামিকাং জরৎকারুনামিকামিত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥ তং বাসুকিম্ ॥ ৩৬ ॥ (বাগ্‌বন্ধমিতি । তাদৃশং অপ্রিয়ং মে যদা কুর্য্যাদিত্যাদিরূপং পূর্ব্বোক্তং

দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিলেন ॥৩০॥ অনন্তর, সর্পগণ আসিয়া অমৃত কুম্ভ অপহৃত দেখিয়া, যে স্থানে কুম্ভ ছিল সেই স্থানস্থিত আস্তীর্ণ কুশ সকল চাটিতে আরম্ভ করিল, ইহাতে সকলেই কুশাগ্রের ধার দ্বারা ছিন্নজিহ্ব হইয়া দ্বিজিহ্ব হইয়া গেল ॥ ৩১ ॥

এদিকে বাসুকিপ্রভৃতি যে সকল সর্পগণ মাতৃকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহারা অতিশয় শোকাভিভূত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া শাপসমুৎপন্ন ভয়ের কথা জানাইল ॥ ৩২ ॥ ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগকে, মহর্ষি জরৎকারুর সমস্ত বিষয় বলিয়া তাঁহার হস্তে জরৎকারুনাম্নী বাসুকির ভগিনীকে সমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, এই বাসুকিভগিনীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে সেই তোমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবে। আর ইহাও স্থির জানিবে যে, সেই পুত্রটী এই ভূমণ্ডল মধ্যে আস্তীক নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ বাসুকি ব্রহ্মার এই কল্যাণকর বাক্য শ্রবণে বনগমন করত সেই জরৎকারু ঋষির হস্তে বিনয়পূর্ব্বক নিজভগিনীকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ জরৎকারু প্রথমে তাহাকে সনাম্নী জানিয়া পরে বাসুকিকে বলিলেন যে, যখন তোমার এই ভগিনী আমার কোনও অপ্রিয় কার্য্য করিবে তখনই আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব ॥ ৩৬ ॥ সেই

কৃত্বা পর্ণকুটীং শুভ্রাং জরৎকারুর্মহাবনে।
তয়া সহ সুখং প্রাপ রমমাণঃ পরন্তপ ! ॥ ৩৮ ॥
একদা ভোজনং কৃত্বা সুপ্তোঽসৌ মুনিসত্তমঃ।
ভগিনী বাসুকেস্তত্র সংস্থিতা বরবর্ণিনী ॥ ৩৯ ॥
ন সম্বোধয়িতব্যোঽহং ত্বয়া কান্তে ! কথঞ্চন।
ইত্যুক্ত্বা তু গতো নিদ্রাং মুনিস্তাং সুদতীং তদা ॥ ৪০ ॥
রবিরস্তগিরিং প্রাপ্তঃ সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে।
কিং করোমি ন মে শান্তিস্ত্যজেন্মাং বোধিতঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥
ধর্ম্মলোপভয়াদ্ভীতা জরৎকারুরচিন্তয়ৎ।
নোচেৎ প্রবোধয়াম্যেনং সন্ধ্যাকালো বৃথা ব্রজেৎ ॥ ৪২ ॥
ধর্ম্মনাশাদ্বরং ত্যাগস্তথাপি মরণং ধ্রুবম্।
ধর্ম্মহানির্নরাণাং হি নরকায় ভবেৎ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥

বাগ্বন্ধং প্রতিজ্ঞাম্ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ অথ জরৎকারুপরিত্যাগকথাং সূচয়ন্নাহ একদেতি ॥ ৩৯ ॥ ন সম্বোধয়িতব্য ইতি। হে কান্তে ! কথঞ্চন কেনাপি কারণেন অহং ন সম্বোতয়িতব্যঃ ন জাগরণীয়ঃ মম নিদ্রাবিচ্ছেদো ন কর্ত্তব্য ইতি যাবৎ ॥৪০—৪১॥) জরৎকারুর্জরৎকারুমুনেঃ পত্নী ॥ ৪২ ॥ ধর্ম্মনাশাপেক্ষয়া মম ত্যাগং করিষ্যতি অথবা মম মরণং স্যাদিদং বরং ন তু

মুনি এইরূপে প্রতিজ্ঞা করাইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন ; বাসুকিও ভগিনীকে প্রদান করিয়া নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৭ ॥ মহারাজ ! জরৎকারু ঋষি এইরূপে বাসুকি-ভগিনীকে গ্রহণ করিয়া সেই ঘোর বিপিনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সহিত পরম আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ একদা ঐ মুনিবর ভোজনান্তে শয়ন করিয়া বাসুকিভগিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন ; কান্তে ! যে কোন কারণই উপস্থিত হউক, তুমি কিছুতেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিও না ; এইমত আদেশ করিয়াই নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এতচ্ছ্রবণে সেই সুন্দরী বাসুকিভগিনীও সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ এদিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সূর্য্যদেব অস্তাচলশিখরে গমনোন্মুখ হইলেন। বাসুকিভগিনী জরৎকারু ইহা দেখিয়া স্বামীর ধর্ম্মলোপভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমি কি করি, ইহাঁকে জাগরিত না করিলে আমার শান্তিলাভ হইতেছে না ; কিন্তু, যদি জাগরিত করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন ; আর যদি ইহাঁকে প্রবোধিত না করি, তাহা হইলে এই সন্ধ্যাসময় বৃথা অতিবাহিত হইবে। অতএব, ধর্ম্মনাশ হওয়া অপেক্ষা বরং পরিত্যাগ বা মরণ শ্রেয়স্কর ; কারণ, মনুষ্যের ধর্ম্মনাশই একমাত্র নরকের হেতু ॥ ৪১—৪৩ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য সা বালা তং মুনিং প্রত্যবোধয়ৎ।
সন্ধ্যাকালোঽপি সঞ্জাত উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ সুব্রত ! ॥ ৪৪ ॥
উত্থিতোঽসৌ মুনিঃ কোপাত্তামুবাচ ব্রজাম্যহম্।
ত্বন্তু ভ্রাতৃগৃহং যাহি নিদ্রাবিচ্ছেদকারিণী ॥ ৪৫ ॥
বেপমানাব্রবীদ্বাক্যমিত্যুক্তা মুনিনা তদা।
ভ্রাত্রা দত্তা যদর্থং তৎ কথং স্যাদমিতপ্রভ ! ॥ ৪৬ ॥
মুনিঃ প্রাহ জরৎকারুং তদস্তীতি নিরাকুলঃ।
গতা সা মুনিনা ত্যক্তা বাসুকেঃ সদনং তদা ॥ ৪৭ ॥
পৃষ্টা ভ্রাত্রাব্রবীদ্বাক্যং যথোক্তং পতিনা তদা।
অস্তীত্যুক্তা চ হিত্বা মাং গতোঽসৌ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥
বাসুকিস্তু তদাকর্ণ্য সত্যবাঙ্মুনিরিত্যুত।
বিশ্বাসঞ্চ পরং কৃত্বা ভগিনীং তাং সমাশ্রয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

ধর্ম্মনাশ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ (ইতি সঞ্চিন্ত্যেতি। সা বালা বাসুকিভগিনী ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সঞ্চিন্ত্য মুনিং জরৎকারুং প্রত্যবোধয়ৎ ॥৪৪॥ উত্থিত ইতি। কোপাৎ নিদ্রাভঙ্গজন্যক্রোধাৎ। অহং ব্রজামি যথেচ্ছং গচ্ছামি ত্বাং পরিত্যজ্য ইতি শেষঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥) তদস্তীতি তব ভ্রাতুর্ম ইষ্টঃ পুত্রঃ স তব গর্ভেঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ (পৃষ্টেতি। ভ্রাতা বাসুকিনা পৃষ্টা জিজ্ঞাসিতা পুত্রবিষয়মিতি শেষঃ। পতিনা ইত্যার্ষম্। তদা পরিত্যাগকালে ॥ ৪৮ ॥ বাসুকিরিতি। বাসুকিঃ সর্পরাজস্তৎভগিনীকথিতমাকর্ণ্য মুনিঃ সত্যবাক্ ইতি নিশ্চিত্য চ তস্মিন্ পরং বিশ্বাসং কৃত্বা

মহারাজ ! সেই তপস্বিনী বাসুকিভগিনী এইরূপ চিন্তা করিয়া, হে সুব্রত ! সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে আপনি গাত্রোত্থান করুন, এই বলিয়া সেই ঋষিকে জাগরিত করিলেন ॥ ৪৪ ॥ পরে মুনি জরৎকারু গাত্রোত্থান করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক বাসুকিভগিনীকে বলিলেন, যে হেতু তুমি আমার বাক্য অবহেলা করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছ, এজন্য আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম ; তুমি এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগৃহে গমন কর ॥ ৪৫ ॥ মহর্ষি জরৎকারু এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে পর বাসুকিভগিনী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, মুনিবর ! আপনার প্রভাবের যে পরিমাণ নাই তাহা সত্য ; কিন্তু, ভ্রাতা আমায় যে জন্য আপনাকে প্রদান করিয়াছেন তাহা কি করিয়া নিষ্পন্ন হইবে ॥ ৪৬ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনি ব্যস্ততা পরিত্যাগ করিয়া বাসুকিভগিনী জরৎকারুকে বলিলেন, তোমার ভ্রাতা সর্পকুলের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যেরূপ পুত্রের ইচ্ছা করেন তাহা তোমার গর্ভেই আছে ; এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বাসুকিভগিনী ও তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর, তাঁহার ভ্রাতা বাসুকি তাঁহাকে সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, সেই মুনিপ্রবর "সন্তানটী গর্ভে আছে" এই কথা বলিয়াই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

ততঃ কালেন কিয়তা জাতোঽসৌ মুনিবালকঃ।
আস্তীক ইতি নামাসৌ বিখ্যাতঃ কুরুসত্তম!॥ ৫০॥
তেনায়ং রক্ষিতো যজ্ঞস্তব পার্থিবসত্তম!।
মাতৃপক্ষস্য রক্ষার্থং মুনিনা ভাবিতাত্মনা॥ ৫১॥
ভব্যং কৃতং মহারাজ! মানিতোঽয়ং ত্বয়া মুনিঃ।
যাযাবরকুলোৎপন্নো বাসুকের্ভগিনীসুতঃ॥ ৫২॥
স্বস্তি তেঽস্তু মহাবাহো! ভারতং সকলং শ্রুতম্।
দানানি বহুদত্তানি পূজিতা মুনয়স্তথা॥ ৫৩॥
কৃতেন সুকৃতেনাপি ন পিতা স্বর্গতিং গতঃ।
পাবিতং ন কুলং কৃৎস্নং ত্বয়া ভূপতিসত্তম!॥ ৫৪॥
দেব্যাশ্চায়তনং ভূপ! বিস্তীর্ণং কুরু ভক্তিতঃ।
যেন বৈ সকলা সিদ্ধিস্তব স্যাজ্জনমেজয়!॥ ৫৫॥

তাং ভগিনীং সমাশ্রয়ৎ ভগিনীমেব শাপমোচকপ্রসূতিতয়া অবলম্বিতবানিত্যর্থঃ ॥৪৯॥ সর্প-শাপবিবরণমুক্ত্বা ইদানীং জনমেজয়স্য প্রশ্নোত্তরমাহ তেনায়মিতি ॥ ৫০—৫১ ॥) ভব্যং কৃতং মঙ্গলং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ যত্ত্বয়োক্তং ভারতং সকলং শ্রুতং দানানি নানাবিধানি দত্তানি তথাপি মে চিত্তশান্তির্ন জাতা ন বা পিতুঃ স্বর্গোঽভূদিতি তত্তথৈবাস্তীত্যাহ ভারতং সকলমিতি ॥ ৫৩ ॥ অদ্যাপ্যেভিঃ কর্ম্মভিরপি ত্বয়া ন কুলং পাবিতম্। অতো ময়া যদুচ্যতে ত্বৎকল্যাণার্থং তচ্ছৃণ্বিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৪ ॥ তৎ কিং তদাহ দেব্যাশ্চায়তনমিতি। তদুক্তং শিবপুরাণে যো দেবীং স্থাপয়েৎ স্কন্দ! প্রাসাদে ভক্তিভাবতঃ। ত্রৈলোক্যং স্থাপিতং তেন যতঃ সর্ব্বময়ী শিবা। নানেন সদৃশো ধর্ম্মো দেবীস্থাপনকর্ম্মণা। তুষ্টায়াং খলু তস্যাং তু সন্তুষ্টং ভুবনত্রয়ম্। যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা দেবীপ্রাসাদমদ্ভুতম্। স কোটিকুলমুদ্ধৃত্য মণিদ্বীপে

বাসুকি এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে মুনির বাক্য অমোঘ জানিয়া এই কথায় দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ভগিনীকেই বিপদনাশের উপায় মনে করিয়া স্বগৃহে রক্ষা করিলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর, কিছুকাল গত হইলে, এই মুনিকুমার জন্মগ্রহণ করিয়া আস্তীক নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৫০ ॥ মহারাজ! সেই আত্মদর্শী মুনি আস্তীক মাতৃপক্ষীয়গণের রক্ষা জন্যই তোমাকে সর্পযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥ এক্ষণে তুমি এই যাযাবর কুলোৎপন্ন বাসুকিভগিনীপুত্র আস্তীকের সম্মান রক্ষা করিয়া অতি সাধু কার্য্যই করিয়াছ ॥ ৫২ ॥ হে মহাবাহো! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি ইতিপূর্ব্বে সমস্ত ভারতই শ্রবণ করিয়াছ, বহু ধনদান করিয়াছ এবং মুনিগণকেও যথোচিত সম্মান করিয়াছ সত্য; কিন্তু, মহারাজ! এই বিহিত সুকৃতবলেও তোমার পিতা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েন নাই আর তুমি নিজ-কুলকেও পবিত্র করিতে পার নাই ॥ ৫৩—৫৪ ॥ অতএব, হে জনমেজয়! তুমি ভক্তি পূর্ব্বক দেবী মহাশক্তির অর্চনার নিমিত্ত তাঁহার আয়তন বিস্তীর্ণ কর, তাহা হইলেই সমস্ত সিদ্ধিলাভ

পূজিতা পরয়া ভক্ত্যা শিবা সকলদা সদা।
কুলবৃদ্ধিং করোত্যেব রাজ্যঞ্চ সুস্থিরং সদা ॥ ৫৬ ॥
দেবীমখং বিধানেন কৃত্বা পার্থিবসত্তম ! ।
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং পরমং শৃণু ॥ ৫৭ ॥
ত্বামহং শ্রাবয়িষ্যামি কথাং পরমপাবনীম্।
সংসারতারিণীং দিব্যাং নানারসসমাহৃতাম্ ॥ ৫৮ ॥
ন শ্রোতব্যং পরং চাস্মাৎ পুরাণাদ্বিদ্যতে ভুবি।
নারাধ্যং বিদ্যতে রাজন্ ! দেবীপাদাম্বুজাদৃতে ॥ ৫৯ ॥
তে সভাগ্যাঃ কৃতপ্রজ্ঞা ধন্যাস্তে নৃপসত্তম ! ।
যেষাং চিত্তে সদা দেবী বসতি প্রেমসঙ্কুলে ॥ ৬০ ॥
সুদুঃখিতাস্তে দৃশ্যন্তে ভুবি ভারত ! ভারতে।
নারাধিতা মহামায়া যৈর্জনৈশ্চ সদাম্বিকা ॥ ৬১ ॥

বিরাজতে। কুলকোটিসমাযুক্তো দেবীলোকে বসেন্নরঃ। জ্ঞানং দিব্যং পরং প্রাপ্য কৈবল্যং মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ইত্যাদিবচনানি পুরাণান্তরেষ্বপি দ্রষ্টব্যানি ॥৫৫॥ রাজ্যং চকারান্মোক্ষঞ্চ ॥৫৬॥ দেবীমখং নবরাত্রোৎসবাদিকং জ্যোতিষ্টোমাদিকং কোটিহোমাদিকঞ্চ দেবীপ্রীত্যর্থং কৃতং দেবীমখশব্দেনোচ্যেতে। তং দেবীমখং কৃত্বা শ্রীদেবীভাগবতং শৃণু। অনেন বচনেন নবরাত্রোৎসবে দেবীভাগবতপারায়ণবিধিঃ প্রদর্শিতঃ। অতোঽবশ্যং নবরাত্রচতুষ্টয়ে দেবীভাগবতপারায়ণং কর্ত্তব্যং শ্রোতব্যঞ্চ ॥৫৭॥ কিং ফলং তচ্ছ্রবণেনেতি চেৎ সংসারতারিণীমিতি। কেবলং দেবীভাগবতশ্রবণেনৈব দেবীপ্রসাদে জাতে সংসারান্মুক্তো ভবতীতি মহাফলং শ্রবণেনেতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥ অস্মাৎ পুরাণাদধিকং সমং বান্যৎ পুরাণং শ্রোতব্যং নৈব ভুবি বিদ্যতে অস্য পুরাণস্য সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বাদন্যেষাঞ্চ পুরাণানামেকৈক সত্ত্বাদিগুণোপাধিহরিহরব্রহ্মাদিপ্রতিপাদকত্বাৎ। অতএব সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণ্যাং ভগবত্যা একৈকসত্ত্বাদিগুণোপাধিহরিহরাদ্যপেক্ষয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাদেব দেবীপাদাম্বুজাদৃতে

করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৫৫ ॥ সেই মঙ্গলময়ী মহাশক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পূজিতা হইলে কুলের বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ও রাজ্যকে সর্ব্বদা সুস্থিরে রাখেন ; অধিক কি, জীব যাহা অভিলাষ করে তৎসমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥ মহারাজ ! তুমি এক্ষণে, বিধিপূর্ব্বক দেবী ভগবতীর পূজাদি উৎসব করিয়া দেবীমাহাত্ম্য-পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত নামে মহাপুরাণ শ্রবণ কর ॥ ৫৭ ॥ রাজন্ ! সংসার-সমুদ্রের একমাত্র তরণীস্বরূপ পরম-পবিত্রকর অথচ নানারস সমন্বিত এই দিব্য পুরাণকথা আমি নিজেই তোমাকে শ্রবণ করাইব ॥ ৫৮ ॥ মহারাজ ! ইহা তুমি নিশ্চয়ই জানিবে যে, পৃথিবীতে, এই পুরাণ হইতে অপর কিছুই বিশেষ শ্রোতব্য নাই এবং দেবীপাদপদ্ম ব্যতিরেকে অপর কিছুই আরাধ্য নাই ॥ ৫৯ ॥ নৃপবর্য্য ! যাহাদিগের প্রেমপূর্ণ-হৃদয়ে দেবী ভগবতী নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন, ইহ লোকে তাহারাই ধন্য এবং তাহারাই ভাগ্যবান্ ও যথার্থ বুদ্ধিমান্ ॥ ৬০ ॥ ভারতসত্তম ! এই ভারতবর্ষে জন্ম-

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে যদারাধনতৎপরাঃ।
বর্ত্তন্তে সর্ব্বদা রাজংস্তাং ন সেবেত কো জনঃ॥ ৬২॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
ভগবত্যা সমাখ্যাতং বিষ্ণবে যদনুত্তমম্॥ ৬৩॥
তেন শ্রুতেন তে রাজংশ্চিত্তশান্তির্ভবিষ্যতি॥
পিতৃণাঞ্চাক্ষয়ঃ স্বর্গঃ পুরাণশ্রবণাদ্ভবেৎ॥ ৬৪॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে আস্তীকজন্মকথনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

দ্বাবিংশত্যধিকসংখ্যৈঃ পদ্যৈঃ সপ্তশতৈঃ শুভৈঃ। শ্রীমদ্ব্যাসমুখোদ্গীতৈর্দ্বিতীয়স্কন্ধ ঈরিতঃ॥

আরাধ্যং নৈবাস্তি তদেব সর্ব্বৈরারাধ্যমিতি ভাবঃ॥৫৯—৬১॥ মনুষ্যৈর্ভগবতী সর্ব্বদারাধ্যেত্যত্র কিং বক্তব্যমিতি কৈমুতিকন্যায়েনাহ ব্রহ্মাদয় ইতি॥ ৬২॥ বিষ্ণবে যদনুত্তমমিতি। পূর্ব্বোক্তার্থশ্লোকাত্মকং যদ্ভাগবতং সাক্ষাদ্ভগবত্যা স্বমুখেনৈব বিষ্ণবে উপদিষ্টং যস্মাত্তস্মাদনেন সদৃশং মহাফলং কিমন্যৎ স্যান্ন কিমপীতি ভাবঃ॥ ৬৩॥ যদুক্তং মম চিত্তশান্তির্ন জাতা পিতণামুদ্ধারোঽপি ন জাত ইতি তত্রাহ তেন শ্রুতেনেতি॥ ৬৪॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোঽভিধানতঃ॥ ১॥
দেবী ভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্ যঃ কৃতবান্ বিভাম্॥ ২॥
স্কন্ধো দ্বিতীয়স্তস্যাস্ত সমাপ্তোঽভূদ্ভবার্থদঃ॥ ৩॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজশ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভবনীলকণ্ঠকৃতে দেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ১২॥

পরিগ্রহ করিয়া যে সকল মনুষ্য সেই মহামায়া অম্বিকাকে আরাধনা করিল না; এই পৃথিবীতে তাহাদিগকেই নিতান্ত দুঃখার্ণবে মগ্ন দেখিতে পাইবেন॥ ৬১॥ দেখুন, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও সর্ব্বদা যাঁহার আরাধনায় তৎপর রহিয়াছেন, তবে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, তাঁহার আরাধনা করিবে না?॥ ৬২॥ অতএব, যে ব্যক্তি এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নিত্য শ্রবণ করে সে অভিলষিত সমস্ত কামনাই প্রাপ্ত হয়। এই সর্ব্বোত্তম শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ব্বে ভগবতী স্বয়ং বিষ্ণুকে উপদেশ করিয়াছিলেন॥ ৬৩॥ অতএব, মহারাজ! এই ভাগবত পুরাণ শ্রবণ করিলেই তোমার চিত্তের শান্তি হইবেক এবং এই শ্রবণফলে তোমার পিতারও অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবেক॥ ৬৪॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে আস্তীকজন্মকথন-নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

স্কন্ধশ্চায়ং সমাপ্তঃ॥

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

ভগবন্! ভবতা প্রোক্তং যজ্ঞমম্বাভিধং মহৎ।
সা কা কথং সমুৎপন্না কুত্র কস্মাচ্চ কিংগুণা ॥ ১ ॥
কীদৃশশ্চ মখস্তস্যাঃ স্বরূপং কীদৃশস্তথা।
বিধানং বিধিবদ্‌ব্রূহি সর্ব্বজ্ঞোঽসি দয়ানিধে! ॥ ২ ॥
ব্রহ্মাণ্ডস্য তথোৎপত্তিং বদ বিস্তরতস্তথা।
যথোক্তং যাদৃশং ব্রহ্মন্নখিলং বেৎসি ভূসুর! ॥ ৩ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরাং দেবীং চিদাত্মিকাম্।
বন্দে সমন্দহসিতাং মণিদ্বীপাধিবাসিনীম্ ॥
পঞ্চাশৎপদ্যকৈরর্দ্ধশ্লোকোনৈর্ভুবনেশ্বরীম্।
সম্যক্‌পৃষ্টবতে রাজ্ঞে নির্ণয়ঃ সম্যগুচ্যতে ॥

সর্ব্বৈর্ভগবত্যেবারাধ্যা পূজ্যা চেতি ব্যাসবাক্যং শ্রুত্বা জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি ভগবন্নিতি। যজ্ঞং যজনীয়ং পূজ্যমিত্যর্থঃ। অম্বাভিধমম্বাসংজ্ঞকং তত্ত্বমিত্যর্থঃ। যত্ত্বয়া প্রোক্তং তত্র কা সা অম্বা কিংস্বরূপা কথং কেন প্রকারেণোৎপন্না কুত্র কস্মিন্ দেশে কালে বা উৎপন্না কস্মাৎ কারণাদুৎপন্না কিংগুণা কিংগুণবতী সা চ ॥ ১ ॥

তস্যা দেব্যা মখো যজ্ঞো যত্ত্বয়া প্রোক্তঃ স কীদৃশস্তস্য মখস্য স্বরূপং কীদৃশং তথা বিধানং চ কীদৃশং তৎ সর্ব্বং বিধিবদ্‌ব্রূহি যতস্ত্বং সর্ব্বজ্ঞোঽসি ॥ ২ ॥

যথোক্তং যাদৃশং পৃষ্টং ময়া তৎ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি ॥ ৩—৪ ॥

জন্মেজয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে, অম্বা নামক মহাযজ্ঞের কথা বর্ণনা করিলেন, সে অম্বা কে? কি নিমিত্ত কোনস্থলে কোন সময়ে কি প্রকারেই বা তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন? তাঁহার স্বরূপ কেমন? আর অর্চ্চনাই বা কি প্রকার? দয়ানিধান! এই বিশ্বসংসারে এমন কোনও বিষয় নাই যাহা আপনার অবিদিত আছে; অতএব আপনি কৃপা করিয়া এ বিষয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান বিধি প্রকাশ করিয়া বলুন॥ ১—২ ॥ এই সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিও বিস্তাররূপে বলিতে হইবে; ব্রহ্মন্! এই ভূলোক মধ্যে আপনি সাক্ষাৎ দেবতা; অতএব, আমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা ত অতি সামান্য কথা; বস্তুত আপনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বই অবগত আছেন ॥ ৩ ॥ হে পরাশর-

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়ো দেবা ময়া শ্রুতাঃ।
সৃষ্টিপালনসংহারকারকাঃ সগুণাস্ত্বমী ॥ ৪ ॥
স্বতন্ত্রাস্তে মহাত্মানঃ পারাশর্য্য! বদস্ব মে।
আহোস্বিৎ পরতন্ত্রাস্তে শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৫ ॥
মৃত্যুধর্ম্মাশ্চ তে নো বা সচ্চিদানন্দরূপিণঃ।
আধিভূতাদিভির্যুক্তা ন বা দুঃখৈস্ত্রিধাত্মকৈঃ ॥ ৬ ॥
কালস্য বশগা নো বা তে সুরেন্দ্রা মহাবলাঃ।
কথং তে বৈ সমুৎপন্নাঃ কস্মাদিতি চ সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
হর্ষশোকযুতাস্তে বৈ নিদ্রালস্যসমন্বিতাঃ।
সপ্তধাতুময়াস্তেষাং দেহাঃ কিং বান্যথা মুনে! ॥ ৮ ॥
কৈর্দ্রব্যৈর্নির্ম্মিতাস্তে বৈ কৈর্গুণৈরিন্দ্রিয়ৈস্তথা।
ভোগশ্চ কীদৃশস্তেষাং প্রমাণমায়ুষস্তথা ॥ ৯ ॥

তে কিং স্বতন্ত্রা আহোস্বিৎ পরতন্ত্রা ইত্যপি পারাশর্য্য! বদ ॥ ৫ ॥
মৃত্যুধর্ম্মা জীবা বা আহোস্বিৎ সচ্চিদানন্দরূপিণস্তে ব্রহ্মাদয়ঃ। তথাধিভৌতিকাধিদৈবিকাধ্যাত্মিকৈস্ত্রিধাত্মকৈস্ত্রিবিধৈর্দুঃখৈস্তে যুক্তা অথবা ন যুক্তাঃ ॥ ৬ ॥
ইতি চ সংশয়োঽস্তীতি শেষঃ ॥ ৭ ॥
হর্ষশোকযুতাস্তে সন্তি। কিমন্যথা বেতি পাদত্রয়েণ সংবধ্যতে ॥ ৮ ॥

কুলতিলক গুরো! আমি শুনিয়াছি যে, স্বয়ং ঈশ্বরই সৃষ্টি পালন ও সংহার কার্য্য সাধন করিবার জন্য প্রকৃতির গুণত্রয়কে সমাশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে আবির্ভূত হয়েন; ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, অসীম প্রভাবশালী সেই মহাত্মাত্রয় কি স্বতন্ত্র? না কি কাহারও অধীনে থাকিয়া কেবল নিজ নিজ নির্দ্দিষ্টকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন মাত্র? সম্প্রতি এই বিষয়টী শুনিবার জন্যই আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে ॥৪—৫॥ সেই মহাবল পরাক্রান্ত সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সাধারণ জীবের ন্যায় মর্ত্যধর্ম্মাবলম্বী অথবা সকলেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ? আর এক কথা এই যে, তাঁহারা আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ত্রিবিধ দুঃখে সমাক্রান্ত হন্ কি না? ফলতঃ সেই দেবত্রয় সর্ব্বসংহারক-কালের অধীন কি না এবং তাঁহাদিগের উৎপত্তিই বা কোথা হইতে হইল? এই সমস্ত বিষয়ে আমার মনে অত্যন্ত সংশয় জন্মিয়াছে। মহর্ষে! তাঁহারাও কি আমাদের মত হর্ষ শোকের এবং নিদ্রা ও আলস্যের বশীভূত? আর একটী সন্দেহ এই যে, তাঁহাদিগের দেহ ত্বঙ্মাংসাদি সপ্তধাতুময় অথবা অন্য প্রকার? ॥ ৬—৮ ॥ যদি তাঁহাদিগের দেহ পঞ্চভূতজাত না হয়, তবে তাহা কোন উপাদানে নির্ম্মিত? আর তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় সকলই বা কোন অনির্ব্বচনীয় গুণাশ্রয়ে সৃষ্ট হইল? যদি অপ্রাকৃত দেহই হয়, তাহা হইলে, সেই

নিবাসস্থানমপ্যেষাং বিভূতিং চ বদস্ব মে।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ব্রহ্মন্ ! বিস্তরেণ কথামিমাম্ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ।

দুর্গমঃ প্রশ্নভারোঽয়ং কৃতো রাজংস্ত্বয়াধুনা।
ব্রহ্মাদীনাং সমুৎপত্তিঃ কস্মাদিতি মহামতে ! ॥ ১১ ॥
এতদেব ময়া পূর্ব্বং পৃষ্টোঽসৌ নারদো মুনিঃ।
বিস্মিতঃ প্রত্যুবাচেদমুত্থিতঃ শৃণু ভূপতে ! ॥ ১২ ॥
কস্মিংশ্চ সময়ে চাহং গঙ্গাতীরে স্থিতং মুনিম্।
অপশ্যং নারদং শান্তং সর্ব্বজ্ঞং বেদবিত্তমম্ ॥ ১৩ ॥

কৈর্দ্রব্যৈরিতি। তেষাং দেহাঃ পাঞ্চভৌতিকা উত ন ॥ ৯—১০ ॥

ব্রহ্মাদীনামিতি। ইদমুপলক্ষণং জনমেজয়েন কৃতানাং সর্ব্বেষাং প্রশ্নানাম্ ॥ ১১ ॥

এতদেবেতি। নন্থ জনমেজয়প্রশ্না অন্যবিধাঃ কৃতাঃ ব্যাসস্য নারদং প্রতি প্রশ্নাস্ত্বন্য-বিধাঃ সন্তি তৎ কথমুচ্যতে এতদেব ময়েতি চেন্ন। এতদেবেত্যস্যৈতত্তৎসদৃশমিত্যর্থাৎ। যে ত্বয়া প্রশ্নাঃ কৃতাস্তৎসদৃশা এব প্রশ্না ময়া নারদং প্রতি কৃতাস্তেষাং প্রশ্নানাং প্রত্যুত্তরং নারদো দত্তবাংস্তেনৈব ত্বৎপ্রশ্নানাং সমাধানং ভবিষ্যতি। ন ত্বৎপ্রশ্নানাং পৃথক্প্রতিবচনং দেয়ং ভবতীতি ভাবঃ। অতএব জনমেজয়েন কৃতপ্রশ্নানাং প্রত্যেকং প্রতিবচনং ব্যাসো ন দত্তবানিতি বোধ্যম্। উত্থিত আবির্ভূতো মদগ্রে প্রকটীভূতঃ ॥ ১২ ॥

অপ্রাকৃত দেহে বিষয় সম্ভোগইবা কি প্রকার? অপিচ তাদৃশ অলৌকিক দেহের জীবন কালই বা কতদিন? ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মন্ ! সেই সুরোত্তমত্রয়ের বাসস্থান কোথায় এবং তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্যশক্তিই বা কিরূপ? এই সমস্ত কথা শুনিবার জন্য আমার স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছে, আপনি বিস্তার পূর্ব্বক উহা আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥ ১০ ॥

বেদব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বুঝিলাম, তোমার বুদ্ধি অতিশয় সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কেননা, অদ্য তুমি আমার নিকট ব্রহ্মাদির উৎপত্তি এবং তাঁহারা সাধারণ জীবের ন্যায় জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি কাল ধর্ম্মের অধীন কি না ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল প্রশ্ন করিলে উহার উত্তর প্রদান করা বড় সহজ ব্যাপার নহে ॥ ১১ ॥ পূর্ব্বে কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ আমার নিকট আবির্ভূত হওয়ায় আমিও তাঁহার কাছে প্রায় তোমারই প্রশ্ন সকলের মত কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলাম। দেবর্ষি আমার তাদৃশ প্রশ্ন শ্রবণে প্রথমতঃ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; পরে নিজ অপরিমিত জ্ঞানশক্তিপ্রভাবে যথাবিহিত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ ! অদ্য আমি তোমার নিকট আমাদিগের সেই গুরু শিষ্য সঙ্ঘটিত প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গ বর্ণন করিব; তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, ইহার দ্বারা তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমাধান হইবে ॥ ১২ ॥

দৃষ্ট্বাহং মুদিতো গত্বা পাদয়োরপতন্মুনেঃ।
তেনাজ্ঞপ্তঃ সমীপেঽস্য সংবিষ্টশ্চ বরাসনে ॥ ১৪ ॥
শ্রুত্বা কুশলবার্ত্তাং বৈ তমপৃচ্ছং বিধেঃ সুতম্‌।
নিবিষ্টং জাহ্নবীতীরে নির্জ্জনে সূক্ষ্মবালুকে ॥ ১৫ ॥
মুনেঽতিবিততস্যাস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য মহামতে!।
কঃ কর্ত্তা পরমঃ প্রোক্তস্তন্মে ব্রূহি বিধানতঃ ॥ ১৬ ॥
কস্মাদেতৎ সমুৎপন্নং ব্রহ্মাণ্ডং মুনিসত্তম!।
অনিত্যং বা তথা নিত্যং তদাচক্ষ্ব দ্বিজোত্তম! ॥ ১৭ ॥
এককর্ত্তৃকমেতদ্বা বহুকর্ত্তৃকমন্যথা।
অকর্ত্তৃকং ন কার্য্যং স্যাদ্বিরোধোঽয়ং বিভাতি মে ॥ ১৮ ॥
ইতি সন্দেহসন্দোহে মগ্নং মাং তারয়াধুনা।
বিকল্পকোটীঃ কুর্ব্বাণং সংসারেঽস্মিন্‌ প্রবিস্তরে ॥ ১৯ ॥

(অহমপি ত্বমিব সংশয়াপন্নঃ সন্‌ পুরা স্বগুরুং দেবর্ষিনারদমপৃচ্ছমিতি বিবক্ষুরাহ কস্মিংশ্চ সময় ইতি ॥ ১৩ ॥

ইদানীং গুরুদর্শনজমানন্দত্বং সূচয়ন্নাহ দৃষ্ট্বাসিতি ॥ ১৪ ॥

প্রকৃতমনুস্মৃত্যাহ শ্রুত্বা কুশলবার্ত্তামিতি ॥ ১৫ ॥

মুনেঽতিবিততস্যেতি। অতিবিস্তৃতস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য পরমঃ সর্ব্বোপরিবর্ত্তি এবম্ভূতঃ কর্ত্তা কঃ শাস্ত্রেষু প্রোক্ত ইতি বিধানতঃ শাস্ত্রবিধিমনুল্লঙ্ঘ্য ব্রূহীতিভাবঃ ॥ ১৬ ॥

কস্মাদিতি। এতদ্‌ব্রহ্মাণ্ডং কস্মাৎ সকাশাৎ সঞ্জাতং কিঞ্চ এতন্নিত্যং অবিনশ্বরং বা তদপি ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥)

বিরোধোঽয়মিতি। কৃতিজন্যত্বাভাবে কার্য্যত্বমেব ন স্যাদিতি বিরোধঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

কোন সময় আমি দেখিলাম, বেদবেত্তাগণের অগ্রগণ্য কালত্রয়দর্শী প্রশান্তমূর্ত্তি ভগবান্‌ নারদ জাহ্নবীতটে মৌনাবলম্বনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। গুরুদেব মৌনাবলম্বনে থাকিলেও আমি দর্শনমাত্র আনন্দভরে নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলাম; পরে তাঁহার আদেশক্রমে সমীপস্থ একটী উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম। অনন্তর, সেই ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষিপ্রবর গুরুদেবের অপরাপর কুশল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নির্জ্জনে গঙ্গাতীরস্থ সূক্ষ্ম বালুকাময় আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্‌! এই অতীব বিস্তৃত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা কে? আমাকে যথার্থ করিয়া বলুন ॥ ১৩—১৬ ॥ মুনিসত্তম! এই ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইল, ইহা কি নিত্য অবিনশ্বর পদার্থ না অনিত্য? আর এক কথা এই, ইহার কর্ত্তা একটী না বহু? ফলতঃ কর্ত্তা অবশ্যই আছে, তাহার কারণ, কর্ত্তা না থাকিলে যে, কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হয় না; ইহা বোধ হয় সাধারণেই স্বীকার করিয়া থাকে। গুরুদেব! এই সুবিস্তীর্ণ সংসার বিষয়ে

ব্রুবন্তি শঙ্করং কেচিন্মত্বা কারণকারণম্।
সদাশিবং মহাদেবং প্রলয়োৎপত্তিবর্জ্জিতম্॥ ২০ ॥
আত্মারামং সুরেশঞ্চ ত্রিগুণং নির্ম্মলং হরম্।
সংসারতারকং নিত্যং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্॥ ২১ ॥
অন্যে বিষ্ণুং স্তুবন্ত্যেনং সর্ব্বেষাং প্রভুমীশ্বরম্।
পরমাত্মানমব্যক্তং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্॥ ২২ ॥
ভুক্তিদং মুক্তিদং শান্তং সর্ব্বাদিং সর্ব্বতোমুখম্।
ব্যাপকং বিশ্বশরণমনাদিনিধনং হরিম্॥ ২৩ ॥
ধাতারঞ্চ তথা চান্যে ব্রুবন্তি সৃষ্টিকারণম্।
তমেব সর্ব্ববেত্তারং সর্ব্বভূতপ্রবর্ত্তকম্॥ ২৪ ॥
চতুর্ম্মুখং সুরেশানং নাভিপদ্মভবং বিভুম্।
স্রষ্টারং সর্ব্বলোকানাং সত্যলোকনিবাসিনম্॥ ২৫ ॥

যা বিকল্পকোটীস্তা অনুমুক্তবানিত্যাহ। ব্রুবন্তি শঙ্করমিতি॥ ২০ ॥
(তস্যেশ্বরত্বে হেতুং বর্ণয়ন্নাহাত্মারামেতি॥ ২১ ॥
অন্যে বিষ্ণুমিতি দ্বাভ্যাং প্রতিপাদয়তি বিষ্ণোরীশ্বরত্বমিতি শেষঃ॥ ২২—২৩
ধাতারমিতি দ্বাভ্যাম্॥ ২৪—২৫ ॥

যে সমস্ত কূট সংশয় ছিল সে সমস্তই প্রকাশ করিলাম; এক্ষণে কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক এই সমস্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দানে ভীষণ সন্দেহ-সাগরে নিমগ্নপ্রায় শিষ্যকে ত্রাণ করুন॥১৭-১৯॥ এ বিষয়ে আর এক আশ্চর্য্য দেখুন, কতকগুলি পণ্ডিত শঙ্করকেই সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর মনে করিয়া এইরূপ বলেন যে, সেই সর্ব্বদেবেশ্বর প্রভু মহাদেবই জীব-নিস্তারের হেতুভূত; তিনিই উৎপত্তি-প্রলয় বর্জ্জিত সদা মঙ্গলময় আত্মারাম ও গুণত্রয়ের নিয়ন্তা। সর্ব্ব-পাপবিরহিত ভক্তজনের পাপহারী সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণস্বরূপ॥ ২০—২১॥ আবার কোন কোন পণ্ডিতেরা বিষ্ণুকেই সর্ব্বেশ্বর ভাবিয়া এইরূপে স্তব করিয়া থাকেন যে, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মা সকলের প্রভু ও আদ্যপুরুষ; সেই হরিই জন্মমৃত্যু-বিবর্জ্জিত বিশ্বজীবের তারণকর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বতোমুখ ভক্তজনের ভোগমুক্তিদাতা॥২২—২৩॥ কেহ কেহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকেই সর্ব্বকারণরূপ ঈশ্বর ভাবিয়া এইমত বলেন যে, তিনিই সমস্ত সৃষ্টির কারণ; সুতরাং তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিধানকর্ত্তা, সর্ব্বভূতের প্রবর্ত্তক সর্ব্বজ্ঞ। ব্রহ্মাই পরম কারণ স্বরূপ কোন অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত অনন্ত শক্তির নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত; অর্থাৎ অপর কেহ তাঁহার পিতা মাতা নাই। বিশেষতঃ তাঁহার বসতি সর্ব্বলোকোপরি সত্যলোকে; অতএব তিনিই লোক সমূহের উৎপাদয়িতা এবং সমস্ত

দিনেশং প্রবদন্ত্যন্যে সর্ব্বেশং বেদবাদিনঃ।
স্তুবন্তি চৈব গায়ন্তি সায়ম্প্রাতরতন্দ্রিতাঃ ॥ ২৬ ॥
যজন্তি চ তথা যজ্ঞে বাসবঞ্চ শতক্রতুম্।
সহস্রাক্ষং দেবদেবং সর্ব্বেষাং প্রভুমুল্বণম্ ॥ ২৭ ॥
যজ্ঞাধীশং সুরাধীশং ত্রিলোকেশং শচীপতিম্।
যজ্ঞানাঞ্চৈব ভোক্তারং সোমপং সোমপপ্রিয়ম্ ॥ ২৮ ॥
বরুণঞ্চ তথা সোমং পাবকং পবনন্তথা।
যমং কুবেরং ধনদং গণাধীশং তথা পরে ॥ ২৯ ॥
হেরম্বং গজবক্ত্রঞ্চ সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধকম্।
স্মরণাৎ সিদ্ধিদং কার্য্যকামদং কামগং পরম্ ॥ ৩০ ॥
ভবানীং কেচনাচার্য্যাঃ প্রবদন্ত্যখিলার্থদাম্।
আদিমায়াং মহাশক্তিং প্রকৃতিং পুরুষানুগাম্ ॥ ৩১ ॥

দিনেশমিতি। অতন্দ্রিতা আলস্যাদিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৬ ॥
শতক্রতুং শতাশ্বমেধযাজিনং বাসবমিন্দ্রম্ ॥ ২৭—২৮ ॥
ভিন্নরুচিত্বাৎ দুর্ব্বলসাধকৈঃ পরমেশ্বরবিভূতিরূপা বরুণাদয়োদিগীশা অপীজ্যস্তে অত আহ বরুণমিতিদ্বাভ্যাম্ ॥ ২৬—৩০ ॥

দেবগণেরও ঈশ্বর ॥ ২৪—২৫ ॥ আবার অপর বেদবাদী পণ্ডিতগণ দিনপতিকেই সর্ব্বেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন; অতএব তাঁহারা সায়ং সন্ধ্যা ও প্রাতঃসন্ধ্যা সময়ে অতন্দ্রিতভাবে বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহারই স্তুতি গান করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥ কোন কোন ঋষি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবরাজ বাসবের অর্চ্চনা করেন। তাঁহারা এই কথা বলেন যে, ইন্দ্রই সমস্ত দেবগণের দেবতাস্বরূপ; তিনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সকল জীবের নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ। তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরাক্রান্ত; তিনি সহস্র লোচন, সমস্ত দেবের অধীশ্বর; অতএব সেই শচীপতিই এই লোকত্রয়ের নিয়ন্তা ও সর্ব্ব যজ্ঞের আরাধ্য ঈশ্বর। তিনি স্বয়ং সোমপানে নিরত এবং সোমপায়িগণই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়; সুতরাং তিনিই একমাত্র যজ্ঞভোক্তা ॥ ২৭—২৮ ॥ এইরূপে মানবগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে কেহ বরুণ, কেহ সোম, কেহ হুতাশন, কেহ পবন, কেহ যম, কেহ বা সর্ব্বধনের অধীশ্বর কুবেরের, কোন কোন মহাত্মা যিনি স্মৃতিমাত্রে সমস্ত কার্য্যের সিদ্ধি প্রদান করেন এবং যিনি স্বয়ং সর্ব্বকামনার পরপারগত হইয়াও ভক্তজনের সমস্ত কামনা পূরণ করিয়া থাকেন সেই সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধক গজেন্দ্রবদন গণপতির আরাধনায় নিরত হয়েন ॥ ২৯—৩০ ॥ পরন্তু, কতকগুলি জ্ঞান বিজ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্য এইরূপ বলেন যে, যিনি পরব্রহ্মের সহিত

ব্রহ্মৈকতাসমাপন্নাং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্।
মাতরং সর্ব্বভূতানাং দেবতানাং তথৈব চ ॥ ৩২ ॥
অনাদিনিধনাং পূর্ণাং ব্যাপিকাং সর্ব্বজন্তুষু।
ঈশ্বরীং সর্ব্বলোকানাং নির্গুণাং সগুণাং শিবাম্ ॥ ৩৩ ॥
বৈষ্ণবীং শাঙ্করীং ব্রাহ্মীং বাসবীং বারুণীন্তথা।
বারাহীং নারসিংহীঞ্চ মহালক্ষ্মীং তথাদ্ভুতাম্ ॥ ৩৪ ॥
বেদমাতরমেকাঞ্চ বিদ্যাং ভবতরোঃ স্থিরাম্।
সর্ব্বদুঃখনিহন্ত্রীঞ্চ স্মরণাৎ সর্ব্বকামদাম্ ॥ ৩৫ ॥
মোক্ষদাঞ্চ মুমুক্ষূণাং কামদাঞ্চ ফলার্থিনাম্।
ত্রিগুণাতীতরূপাঞ্চ গুণবিস্তারকারকাম্ ॥ ৩৬ ॥
নির্গুণাং সগুণাং তস্মাত্তাং ধ্যায়ন্তি ফলার্থিনঃ।
নিরঞ্জনং নিরাকারং নির্লেপং নির্গুণং কিল ॥ ৩৭ ॥

ইদানীং আদ্যাশক্তের্মহাদেব্যা ভগবত্যা এব ষড়্ভিঃ শ্লোকৈর্বৈষ্ণব্যাদিব্যষ্টিরূপেণ্তথা মায়াশবলিতপরব্রহ্মাত্মকসমষ্টিরূপেণ সর্ব্বগুণোপাধিবর্জ্জিতসচ্চিৎসুখস্বরূপেণ চ সর্ব্বৈশ্বর্য্যশক্তিমত্বং নিতরাং সর্ব্বতোমুখপ্রভুত্বং সর্ব্বারাধ্যত্বং চ প্রতিপাদয়ন্নাহ ভবানীতি। কেচন অতিবিরলাস্তে যে আচার্য্যা ভবানীং অখিলার্থদাং প্রবদন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥)

অভিন্নরূপিণী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অদ্বিতীয় কারণস্বরূপা, দেবতা প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণের জননী, জন্মমৃত্যু বিরহিতা এবং যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া সর্ব্বপ্রাণীতে অবস্থিতি করিতেছেন সেই সগুণ নির্গুণরূপা পরম-মঙ্গলময়ী সর্ব্বলোকেশ্বরী মহাশক্তি আদি মায়া ভবদারাই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি অখিলার্থের প্রদাত্রী, অতএব তিনিই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব জীবের আরাধ্যা ॥ ৩১—৩৩ ॥ সেই মহাশক্তিই বৈষ্ণবী, শঙ্করমোহিনী বাসবী, বারুণী, বারাহী, নারসিংহী, মহালক্ষ্মী ও অদ্বিতীয়া বেদমাতা প্রভৃতি অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন; বস্তুত সেই ব্রহ্মবিদ্যারূপিণীই যে, এই ভবসংসার-মহীরুহের একমাত্র নিশ্চল মূলস্বরূপা তাহাতে আর সংশয় নাই। তিনি স্মরণমাত্রেই ভক্তজনের অনন্ত দুঃখ রাশি ধ্বংস করিয়া সর্ব্ব কামনা পূরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ পরন্তু, যাহাদিগের অন্তরে ইহলোকে পার্থিব বিষয় ভোগ আর পরলোকে স্বর্গভোগাদি ভূরি ভূরি বাসনা সকল জাজ্জ্বল্যমানরূপে নিহিত থাকে, তিনি তাদৃশ দুর্ব্বল প্রকৃতি সকাম-সাধকদিগকেই কেবল ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য ফল দিয়া ভুলাইয়া রাখেন; আর নিষ্কামান্তঃকরণ প্রবলাধিকারী মুমুক্ষুদিগকে একমাত্র সচ্চিৎ সুখস্বরূপ অক্ষয় মোক্ষতত্ত্বই প্রদান করিয়া থাকেন। আর এক কথা এই, তিনি স্বয়ং ত্রিগুণের অতীত হইয়াও নিজপ্রভাবে বারংবার এই গুণময় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার করেন; সেই জন্য নিষ্কাম যোগেন্দ্রপুরুষেরাই কেবল তাঁহার সেই গুণোপাধিবর্জ্জিত কৈবল্য-

অরূপং ব্যাপকং ব্রহ্ম প্রবদন্তি মুনীশ্বরাঃ।
বেদোপনিষদি প্রোক্তস্তেজোময় ইতি ক্বচিৎ ॥ ৩৮ ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রনয়নস্তথা।
সহস্রকরকর্ণশ্চ সহস্রাস্যঃ সহস্রপাৎ ॥ ৩৯ ॥
বিষ্ণোঃ পাদমথাকাশং পরমং সমুদাহৃতম্।
বিরাজং বিরজং শান্তং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৪০ ॥
পুরুষোত্তমং তথা চান্যে প্রবদন্তি পুরাবিদঃ।
নৈকোপীতি বদন্ত্যন্যে প্রভুরীশঃ কদাচন ॥ ৪১ ॥
অনীশ্বরমিদং সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডমিতি কেচন।
ন কদাপীশজন্যং যজ্জগদেতদচিন্তিতম্ ॥ ৪২ ॥

বেদান্তমতমাহ। নিরঞ্জনমিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥
বিরাট্স্বরূপবাদিমতমাহ। সহস্রশীর্ষেতি ॥ ৩৯—৪০ ॥
অনেকেশ্বরবাদিমতমাহ। নৈকোপীতি গৃহপ্রাসাদাদিবিচিত্রং কার্য্যমনেককর্ত্তৃকং দৃষ্টং তথেদং জগৎ কার্য্যমপ্যনেককর্ত্তৃকমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥
অনীশ্বরং স্বভাবাদেবেদং জগদভূদিতি কেষাঞ্চিন্মতমাহ। অনীশ্বরমিতি তন্মতসাধকমাহ। ন কদাপীশজন্যমিতি। যদীদং জগদীশজন্যং স্যাত্তদাচিন্তিতমনির্ব্বচনীয়ং কিমিতি স্যান্নহি কুলালকর্ত্তৃকো ঘটোঽনির্ব্বচনীয়োঽস্তি তস্মাদচিন্তিতত্বাদনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ স্বভাবাদেব জন্যং নত্বীশজন্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ভাবের ধ্যানে নিরত থাকেন। ফলতঃ কর্ম্মফলাসক্ত সকামীরাই তাঁহার কার্য্যময় স্থূল মূর্ত্তি সকলের ভাবনা করে। পরন্তু, বেদান্ততত্ত্বাভিজ্ঞ পরমজ্ঞানী মুনীশ্বরগণ তাঁহাকে নির্ব্বিকার নিরাকার নিরঞ্জন সমস্ত রূপ ও গুণাদিধর্ম্মবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন; আবার বেদ ও উপনিষদ্ সকলের মধ্যে কোন কোন স্থলে তিনি শুদ্ধ তেজোময় রূপেই পরিগীত হইয়াছেন ॥ ৩৬—৩৮ ॥ অপিচ কোন কোন মনীষী পুরুষেরা তাঁহাকে অনন্ত মস্তক অনন্ত চক্ষুঃ অনন্ত শ্রুতি, অনন্তবদন, অনন্ত পদ, সর্ব্বপাপ-পরিশূন্য বিরাটপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা আকাশকেই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ অপরাপর পুরাণ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বর্ণনা করেন। কতকগুলি স্থূলদর্শী অজ্ঞ এইরূপ বলে যে, এতাদৃশ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড কি কখনও একটী মাত্র ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে পারেন? (বস্তুতঃ গৃহ অট্টালিকাদি নির্ম্মাণের ন্যায় ইহাতেও অনেকগুলি কর্ত্তা আছেন ॥ ৪১ ॥) আবার কতকগুলা নিরীশ্বরবাদী দুরাত্মা পাষণ্ড এই কথা বলে যে, বুদ্ধির অগম্য এই অচিন্তিত অনন্ত জগৎ যে, কোথাকার একজন ঈশ্বর আসিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ অসম্ভাবিত কখনই হইতে পারে না; ফলতঃ এ ব্রহ্মাণ্ডের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তা

সদেবেদমনীশঞ্চ স্বভাবোত্থং সদেদৃশম্।
অকর্ত্তাসৌ পুমান্ প্রোক্তঃ প্রকৃতিস্তু তথা চ সা ॥ ৪৩ ॥
এবং বদন্তি সাংখ্যাশ্চ মুনয়ঃ কপিলাদয়ঃ।
এতে সন্দেহসন্দোহাঃ প্রভবন্তি তথাপরে ॥ ৪৪ ॥
বিকল্পোপহতং চেতঃ কিং করোমি মুনীশ্বর !।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবক্ষায়াং ন মনো মে স্থিরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥
কো ধর্ম্মঃ কীদৃশো ধর্ম্মশ্চিহ্নং নৈবোপলভ্যতে।
দেবাঃ সত্ত্বগুণোৎপন্নাঃ সত্যধর্ম্মব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
পীড্যন্তে দানবৈঃ পাপৈঃ কুত্র ধর্ম্মব্যবস্থিতিঃ।
ধর্ম্মস্থিতাঃ সদাচারাঃ পাণ্ডবা মম বংশজাঃ ॥ ৪৭ ॥

সাঙ্খ্যমতম্প্রাহ। অকর্ত্তেতি। তথাচ সেতি। কর্ত্রীত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৫ ॥
যত্র কল্যাণং তিষ্ঠতীতি ধর্ম্মস্য কল্যাণং চিহ্নং জ্ঞেয়মিতি চেত্তত্রাহ দেবাঃ সত্ত্বগুণোৎপন্না ইতি ॥ ৪৬ ॥
ধর্ম্মিষ্ঠানাং দেবানাং মম বংশজানাং পাণ্ডবানাঞ্চ ধর্ম্মিষ্ঠত্বেপ্যকল্যাণোপহতত্বাদ্যত্র কল্যাণং তত্র ধর্ম্মস্তিষ্ঠতীত্যত্র ব্যাপ্ত্যভাবান্ন ধর্ম্মচিহ্নং জ্ঞাতুং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

কেহই নহে ॥ ৪২ ॥ কর্ত্তা না থাকিলেও এই জগৎ স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া অনাদিকাল হইতে এক মাত্র স্বভাব দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। আবার সাঙ্খ্যমতালম্বীরা বলেন যে, পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ হইলেও জগতের প্রতি তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই ; অতএব সেই একমাত্র ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদনকর্ত্রী ॥ ৪৩ ॥

প্রভো ! আপনি সমাধিনিষ্ঠ যোগীদিগেরও পরমারাধ্য, এই জন্য আপনার নিকট সাঙ্খ্যাচার্য্য মহামুনি কপিল ও তাঁহার শিষ্য পরম্পরার উক্তি এবং অপরাপর বাদীদিগেরও মত সকল ব্যক্ত করিলাম ; আমার অন্তরে সর্ব্বদাই এই সমস্ত নানাপ্রকার সন্দেহ রাশি সমুদিত হইতেছে। অধিক কি এই সমস্ত সংশয়জালে জড়িত হইয়া আমার চিত্ত এতদূর উপহত হইয়াছে যে, আমি এ বিষয়ে কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না ; বস্তুত ধর্ম্মাধর্ম্মবিবক্ষা বিষয়ে আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না ॥ ৪৪—৪৫ ॥ ধর্ম্ম কি আর অধর্ম্মই বা কি তাহার কোন লক্ষণেরই উপলব্ধি হয় না ; কেননা, দেখুন, দেবগণ সকলেই সত্ত্বগুণে সমুৎপন্ন এবং সর্ব্বদাই সত্যধর্ম্মে নিরত ; তথাপি পাপাত্মা দুর্ব্বৃত্ত দানবগণ কর্ত্তৃক প্রায়ই মধ্যে মধ্যে প্রপীড়িত হইয়া থাকেন ; ইহাতে কি করিয়া ধর্ম্মের স্থায়িত্ব বিশ্বাস করিব ? আরও একটী দেখুন, আমার পূর্ব্বপুরুষ সদাচারসম্পন্ন মহাত্মা পাণ্ডবেরা নিয়ত ধর্ম্মপথে থাকিয়াও অশেষ-ক্লেশরাশি ভোগ করিয়াছেন, এমন স্থলে ধর্ম্মের কি মর্য্যাদা রহিল ? অতএব হে গুরো ! এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া আমার মন সংশয় হ্রদে

দুঃখং বহুবিধং প্রাপ্তাস্তত্র ধর্ম্মস্য কা স্থিতিঃ।
অতো মে হৃদয়ং তাত! বেপতেঽতীবসংশয়ে ॥ ৪৮ ॥
কুরু মেঽসংশয়ঞ্চেতঃ সমর্থোঽসি মহামুনে!।
ত্রাহি সংসারবার্দ্ধেস্ত্বং জ্ঞানপোতেন মাং মুনে! ॥ ৪৯ ॥
মজ্জন্তং চোৎপতন্তঞ্চ মগ্নং মোহজলাবিলে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণেঽষ্টাদশসাহস্র্যাংসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে জনমেজয়প্রশ্নে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দুঃখং বহুবিধমিতি। ধর্ম্মপরায়ণা অপি মম বংশজাঃ পাণ্ডবা দুঃখং প্রাপ্তাশ্চেত্তত্র ধর্ম্মস্য স্থিতিঃ মর্য্যাদা কা অতো হৃদয়ং মে বেপতে কম্পতে এতদ্ধর্ম্মগতিকং সমালোচ্যেতি ভাবঃ ॥ ৪৮—৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত কম্পিত হইতেছে ॥ ৪৬—৪৮ ॥ প্রভো! আপনি মননশীল (ধ্যাননিষ্ঠ) ঋষিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য, আপনার কিছুই অসাধ্য নাই; অতএব আমার মনের সংশয় বিদূরিত করুন্। গুরুদেব! আমি এই মোহসলিল কলুষময় অজ্ঞান হ্রদে নিরন্তর উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছি; দয়াময়! কৃপাবিতরণ পূর্ব্বক বিজ্ঞানতরণী দানে আমায় এই ভীষণ সংসার বারিধি হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীদেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে জনমেজয়প্রশ্ন নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

যত্ত্বয়া চ মহাবাহো! পৃষ্টোঽহং কুরুসত্তম!।
তান্ প্রশ্নান্নারদঃ প্রাহ ময়া পৃষ্টো মুনীশ্বরঃ॥ ১॥

নারদ উবাচ।

ব্যাস! কিংতে ব্রবীম্যদ্য পুরায়ং সংশয়ো মম।
উৎপন্নো হৃদয়েঽত্যর্থং সন্দেহাসারপীড়িতঃ॥ ২॥
গত্বাহং পিতরং স্থানে ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
অপৃচ্ছং যত্ত্বয়া পৃষ্টং ব্যাসাদ্য প্রশ্নমুত্তমম্॥ ৩॥

চত্বারিংশচ্ছ্লোকবর্য্যৈরর্দ্ধশ্লোকাধিকৈরথ।
বিমানেন গতির্ব্রহ্মাদীনামিহ তু কথ্যতে॥

যত্ত্বয়েতি। হে মহাবাহো! যত্ত্বয়াহং পৃষ্টো যান্ যান্ প্রশ্নান্ ত্বং মাং প্রত্যকার্ষীস্তান্ সর্ব্বান্ প্রশ্নান্ মুনীশ্বরো নারদো ময়া পৃষ্টো নারদস্প্রতি তান্ সর্ব্বান্ প্রশ্নানন্যাংশ্চ প্রশ্নান্ কৃতবানিতার্থঃ। অত্র ব্যাস উবাচেত্যত উত্তরং যত্ত্বয়া চেত্যতঃ পূর্ব্বমেকাদশশ্লোকা দাক্ষিণাত্যপাঠে সন্তি পরন্তু সোঽপপাঠঃ। সঙ্গত্যগ্রহাৎপুনরুক্তিদোষাচ্চ গৌড়পাঠে প্রাচীনপুস্তকেষু চ তেষামনুপলম্ভাচ্চ॥ ১॥

ততস্তদুত্তরং নারদঃ কিমুবাচ তদাহ। ব্যাস কিন্তে ইতি। সন্দেহাসারেণ সন্দেহধারাসম্পাতেন॥ ২॥

অদ্য যত্ত্বয়া পৃষ্টং প্রশ্নমপৃচ্ছমিত্যন্বয়ঃ। অদ্য যত্ত্বয়াপৃষ্টঃ প্রশ্নস্তথাবিধমন্যং প্রশ্নং ব্রহ্মাণংপ্রত্যহঙ্কৃতবাংস্তৎপ্রত্যুত্তরং যদেব ব্রহ্মা প্রাহ তদেব ত্বৎপ্রশ্নানাং প্রতিবচনং ভবিষ্যতীতি-ভাবঃ॥ ৩॥

বেদব্যাস কহিলেন, হে মহাবাহো কুরুসত্তম! তুমি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্ব্বে আমিও এইমত প্রশ্ন করায় মুনীশ্বর দেবর্ষি নারদ যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ১॥ নারদ কহিলেন, বেদব্যাস! পূর্ব্বে যখন, আমারই অন্তরে এইরূপ প্রভূত সংশয়জাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তোমায় আর কি বলিব। বস্তুত এক্ষণে, তুমি আমার নিকট যে উৎকৃষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, পূর্ব্বে আমিও এইরূপ ধারাবাহিক সন্দেহ-ভারে আক্রান্ত-হৃদয় হইয়া নিজ পিতা অসীম-প্রভাব প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট যাইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলাম। (তৎকালে যে সকল কথা উত্থাপিত হইয়াছিল বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ২—৩॥)

পিতঃ কুতঃ সমুৎপন্নং ব্রহ্মাণ্ডমখিলং বিভো!।
ভবৎকৃতেন বা সম্যক্ কিং বা বিষ্ণুকৃতং ত্বিদম্ ॥ ৪ ॥
রুদ্রকৃতং বা বিশ্বাত্মন্! ব্রূহি সত্যং জগৎপতে!।
আরাধনীয়ঃ কঃ কামং সর্ব্বোৎকৃষ্টশ্চ কঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥
তৎ সর্ব্বং বদ মে ব্রহ্মন্! সন্দেহাংশ্ছিন্ধি চানঘ!।
নিমগ্নো হ্যস্মি সংসারে দুঃখরূপেঽনৃতোপমে ॥ ৬ ॥
সন্দেহান্দোলিতং চেতো ন প্রশাম্যতি কুত্রচিৎ।
ন তীর্থেষু ন দেবেষু সাধনেষ্বিতরেষু চ ॥ ৭ ॥
অবিজ্ঞায় পরং তত্ত্বং কুতঃ শান্তিঃ পরন্তপ!।
বিকীর্ণং বহুধা চিত্তং নৈকত্র স্থিরতাং ব্রজেৎ ॥ ৮ ॥
কং স্মরামি যজে কং বা কং ব্রজাম্যর্চ্চয়ামি কম্।
স্তৌমি কং নাভিজানামি দেবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

ভবৎকৃতেন ভবদ্ব্যাপারেণেত্যর্থঃ। অস্তোৎপন্নমিতি শেষঃ ॥ ৪ ॥
আরাধনীয়ঃ পূজ্যঃ সর্ব্বদেবেষূৎকৃষ্টঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টশ্চ কঃ ॥ ৫—৬ ॥
(সংশয়ক্লিষ্টত্বাত্মনঃ খেদং বিজ্ঞাপয়ন্নাহ তৎসর্ব্বমিতি। অনৃতোপমে ইন্দ্রজালবদলীকে সংসারে ইত্যর্থঃ। ইতরেষু কেষ্বপি চেতো ন প্রশাম্যতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
অশান্তিহেতুমাহাবিজ্ঞায়েতি ॥ ৮ ॥
অজ্ঞানলক্ষণং নির্দ্দিশন্নাহ কং স্মরামীতি ॥ ৯ ॥

পিতঃ! আপনি বিশ্বব্যাপক; আপনিই সমস্ত জগতের অধীশ্বর। এইজন্য আপনার নিকট একটী প্রশ্ন করিতেছি, উত্তর দানে কৃতার্থ করুন! এই অখিল সংসারের সৃষ্টি কি আপনিই সমগ্ররূপে করিয়াছেন? অথবা বিষ্ণু বা মহাদেব করিয়াছেন? ঈদৃশ, অখিল ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ফলকথা এই যে, এই জগতের মধ্যে সর্ব্বারাধ্য কে? সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা কাহার হস্তে? ॥ ৪—৫ ॥

ব্রহ্মন্! আমি মিথ্যাময় দুঃখজালজড়িত সংসার-সাগরে ক্রমশ নিমগ্ন হইতেছি; আমার চিত্ত নিরন্তর সন্দেহ তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে; সেইজন্য সে, সাধন বা কোন তীর্থে কি কোন দেবতায় বা অপর কোন বিষয়ে কিছুতেই প্রশান্ত হইতেছে না; অতএব, আপনিই এই বিষয়ের যথাবিহিত উত্তর দিয়া আমার সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ৬—৭ ॥

প্রভো! কামক্রোধাদি শত্রুগণ সমস্তই আপনার করায়ত্ত সুতরাং জগতের কোন তত্ত্বই আপনার অবিদিত নাই। ফলতঃ যে ব্যক্তি ইহ সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পরমতত্ত্ব জানিতে পারে নাই, তাহার আর শান্তি কোথায়? অনন্ত বিষয়ব্যাপারে বিক্ষিপ্তচিত্ত কি কখনও স্থিরতা লাভ করিতে পারে? ॥ ৮ ॥ এই জগতে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া বিশ্রুত তাহা-

ততো মাং প্রত্যুবাচেদং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ময়া সত্যবতীসূনো! কৃতে প্রশ্নে সুদুস্তরে॥ ১০॥

ব্রহ্মোবাচ।

কিং ব্রবীমি সুতাদ্যাহং দুর্ব্বোধং প্রশ্নমুত্তমম্।
ত্বয়াশক্যং মহাভাগ! বিষ্ণোরপি সুনিশ্চয়াৎ॥ ১১॥
রাগী কোঽপি ন জানাতি সংসারেঽস্মিন্মহামতে!।
বিরক্তশ্চ বিজানাতি নিরীহো যো বিমৎসরঃ॥ ১২॥
একার্ণবে পুরা জাতে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
ভূতমাত্রে* সমুৎপন্নে সঞ্জজ্ঞে কমলাদহম্॥ ১৩॥

ততো মামিতি। ততঃ মদীয়সংশয়মূলকপ্রশ্নানাকর্ণ্যেত্যর্থঃ॥ ১০॥) হে সুত! ত্বয়া কৃতং দুর্ব্বোধং প্রশ্নং কিং ব্রবীমি যদ্বিষ্ণোরপি নিশ্চয়াদ্বক্তুমশক্যং ভবতীত্যন্বয়ঃ॥ ১১॥
এতস্য জ্ঞাতা রাগী বহির্মুখঃ কোঽপি নাস্তি কিন্তু যোঽন্তর্মুখো জ্ঞানী স এব জানাতি। তথাচ শ্রুতিঃ তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি॥ ১২॥
তত্র বিষ্ণ্বাদিভিরপ্যজ্ঞেয়ত্বে পূর্ব্বকথামাহ। একার্ণবে ইতি। নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে সতি প্রলয়কালেঽনন্তরমাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যেবংরীত্যা ভূতমাত্রে পঞ্চমহাভূতমাত্রেঽন্য-পদার্থরহিতে উৎপন্নে সতি তদানীমহং কমলাজ্জজ্ঞে উৎপন্নঃ॥ ১৩॥

দিগের সর্ব্বোপরি পরমেশ্বর কে? তাহা অদ্যাপি বিশেষরূপে জানিতে পারিলাম না; অতএব, আমি যে সর্ব্বারাধ্য জ্ঞানে কাহার নিকট যাইয়া কাহাকে স্মরণ করিব বা কাহার অর্চ্চনাদি করিয়া কাহার স্তুতিপাঠে নিরত হইব, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না॥ ৯॥ হে সত্যবতীতনয়! আমি এইরূপ নিতান্ত দুস্তর-বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা যাহা উত্তর করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ১০॥

ব্রহ্মা কহিলেন, পুত্র! অদ্য তুমি আমার নিকট যে প্রকার দুর্ব্বোধ্য উৎকট বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, ইহার উত্তর আমি কি করিব? বোধ হয় ভগবান্ বিষ্ণুও এ বিষয় নিশ্চয়রূপে বলিতে সমর্থ নহেন॥ ১১॥ হে মহামতে! তুমি ইহা স্থির জানিও যে, এই অখিল সংসার মধ্যে ভোগাসক্ত ব্যক্তি মাত্রেই ইহা অবগত নহে; তবে, যাঁহারা সমস্ত বিষয়ে একেবারে বিরত হইয়াছেন, তাদৃশ নির্ম্মৎসর নিরীহ মহাত্মাদিগের কিছুই অবিদিত নাই॥ ১২॥ পূর্ব্বে (দৈনন্দিন-প্রলয়ে) এই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমময় বস্তুজাত প্রকৃতিগর্ভে বিলীন হইলে পর, সেই একার্ণব সময়ে (পুনঃ সৃষ্টির উপক্রমে) আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতমাত্র উৎপন্ন হইলে, আমি ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিসরোজ হইতে আবির্ভূত হইলাম॥ ১৩॥ তৎকালে আমি, চন্দ্র কি সূর্য্য বা বৃক্ষ পর্ব্বতাদি কিছুই দেখিতে পাইলাম না; চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দেখিয়া অগত্যা সেই নাভিপদ্মের কর্ণিকা মধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম॥ ১৪॥

* জলমাত্রে ইতি বা পাঠঃ।

নাপশ্যং তরণিং সোমং ন বৃক্ষান্ন চ পর্ব্বতান্।
কর্ণিকায়াং সমাবিষ্টশ্চিন্তামকরবং তদা ॥ ১৪ ॥
কস্মাদহং সমুদ্ভূতঃ সলিলেঽস্মিন্মহার্ণবে।
কো মে ত্রাতা প্রভুঃ কর্ত্তা সংহর্ত্তা বা যুগাত্যয়ে ॥ ১৫ ॥
ন চ ভূর্ব্বিদ্যতে স্পষ্টা যদাধারং জলস্ত্বিদম্।
পঙ্কজং কথমুৎপন্নং প্রসিদ্ধং রূঢ়িযোগয়োঃ ॥ ১৬ ॥
পশ্যাম্যদ্যাস্য পঙ্কং তং মূলং বৈ পঙ্কজস্য চ।
ভবিষ্যতি ধরা তত্র মূলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥
উত্তরন্ সলিলে তত্র যাবদ্বর্ষসহস্রকম্।
অন্বেষমাণো ধরণীং নাবাপং তং যদা তদা ॥ ১৮ ॥
তপস্তপেতি চাকাশে বাগভূদশরীরিণী।
ততো ময়া তপস্তপ্তং পদ্মে বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৯ ॥

(তরণিং সূর্য্যম্ ॥ ১৪ ॥
কস্মাদিতি। যুগাত্যয়ে প্রলয়কালে ॥ ১৫ ॥)
পঙ্কজং হি পঙ্কাজ্জাতম্। পঙ্কস্তত্র নাস্তি ততঃ পঙ্কজং কথমুৎপন্নম্ ॥ ১৬ ॥
মা দৃশ্যতামত্র পঙ্কস্তথাপি কার্য্যেণ পঙ্কজেন কারণস্য পঙ্কস্যানুমানাদস্ত্যেব। স কুত্রচিদিতি নিশ্চিত্য তং পঙ্কং পশ্যামীতি নিশ্চয়ং কৃতবানিত্যাহ। পশ্যামীতি। পঙ্কস্যাপি ধরা মূলং সাপি তত্র স্যাদিতি পঙ্কান্বেষণেন ধরাপি প্রাপ্তা ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥
নাবাপং তাং ধরণীং তং পঙ্কঞ্চ নাবাপং ন প্রাপ্তবানহম্ ॥ ১৮ ॥

এই জলময় মহার্ণব মধ্যে আমি কোথা হইতে কিজন্যই বা উৎপন্ন হইলাম? কে আমায় সৃষ্টি করিল? এই বিষম সঙ্কটস্থলে কে আমায় রক্ষা করিবে? আমার নিয়ন্তাই বা কে? আর যুগান্তসময়ে আমার সংহারকর্ত্তাই বা কে? ॥ ১৫ ॥ (বস্তু মাত্রেই ত আধারে অবস্থিত) কিন্তু এস্থলে যদি কোনও আধারভূমিই বিদ্যমান নাই; তবে, এই অগাধ জলরাশি কাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে? আর এক কথা এই যে, পঙ্কে জন্ম হেতুই পঙ্কজ এই শব্দটী যোগরূঢ়শব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যদি সেই পঙ্কময়ী আধারভূমি না থাকে, তাহা হইলে, এই পঙ্কজটী কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? ॥ ১৬ ॥

এক্ষণে, আমি এই পঙ্কজের মূলরূপ পঙ্ককে দেখিতে চেষ্টা করি, কেননা, পঙ্ক দেখিতে পাইলেই পঙ্কের আধার স্বরূপ ভূমিও যে পাওয়া যাইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ আমি এইরূপ ভাবিয়া সেই যুগান্তকালের অগাধ জলরাশির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সহস্র বৎসর অন্বেষণ করিয়াও যখন পঙ্কজের মূলীভূত পঙ্ক বা পঙ্কের আধাররূপ ভূভাগ কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না, তখন, 'তপ' তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হও, কোনও অদৃশ্য শরীর হইতে এইরূপ

সৃজেতি পুনরুদ্ভূতা বাণী তত্র শ্রুতা ময়া ।
বিমূঢ়োঽহং তদাকর্ণ্য কং সৃজামি করোমি কিম্ ॥ ২০ ॥
তদা দৈত্যাবতিপ্রাপ্তৌ দারুণৌ মধুকৈটভৌ ।
তাভ্যাং বিভীষিতশ্চাহং যুদ্ধায় মকরালয়ে ॥ ২১ ॥
ত্রস্তোঽহং নালমালম্ব্য বারিমধ্যমবাতরম্ ।
তদা তত্র ময়া দৃষ্টঃ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ২২ ॥
মেঘশ্যামশরীরস্তু পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ।
শেষশায়ী জগন্নাথো বনমালাবিভূষিতঃ ॥ ২৩ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মাদ্যায়ুধৈঃ সুবিরাজিতঃ ।
তমদ্রাক্ষং মহাবিষ্ণুং শেষপর্য্যঙ্কশায়িনম্ ॥ ২৪ ॥
যোগনিদ্রাসমাক্রান্তমবিস্পন্দিনমচ্যুতম্ ।
শয়ানং তং সমালোক্য ভোগিভোগোপরিস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥

(পদ্মে নাভিকমলে উপবিশন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥
বিমূঢ়ত্বং প্রকটয়ন্নাহ কং সৃজামীতি ॥ ২০ ॥)
যুদ্ধায় যুদ্ধং কর্ত্তুম্ ॥ ২১ ॥
(নালং মৃণালম্ ॥ ২২ ॥
শেষঃ অনন্তঃ ॥ ২৩ ॥ মেঘশ্যাম ইতি দ্বাভ্যাং বিষ্ণুং বিশিনষ্টি ॥ ২৪—২৫ ॥

আকাশবাণী হইল ; এতৎ শ্রবণে আমি সেই নিজ জন্মভূমিরূপ সরোজে বসিয়া সহস্র বৎসর কাল ঘোরতর তপস্যায় নিরত হইলাম ॥ ১৮—১৯ ॥ পরে, 'সৃজ' সৃষ্টিকর এইরূপ, অদৃশ্য শরীর হইতে আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইল। সেই কথা শুনিয়া আমি একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িলাম ; কারণ, কোন্ বিষয় সৃষ্টি করিব বা কি করিব তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ॥২০॥ সেই সময় মধুকৈটভ নামে অতি দারুণপ্রকৃতি দুই দৈত্য সহসা আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ; তাহারা সেই প্রলয়বারিধি-সলিলে নিরবলম্বনে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমাকে যুদ্ধের নিমিত্ত বারংবার নানা প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥ তদনন্তর, আমি সেই পদ্মের মৃণাল আশ্রয় পূর্ব্বক জল মধ্যে অবতীর্ণ হইলাম ; তথন, সেই স্থলে যাইয়াই দেখিলাম নবীননীরদের ন্যায় শ্যামকলেবর পীতবসন-পরিধায়ী ভুজ-চতুষ্টয়ে পরিশোভিত বনমালাবিভূষিত অখিলজগতের আশ্রয়স্বরূপ আশ্চর্য্যময় এক মহা পুরুষ অনন্ত শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন ॥ ২২—২৩ ॥ দেখিলাম, শেষ-নাগরূপ পর্য্যঙ্কে শয়ান সেই বিরাট্রূপ মহাপুরুষের আজানুলম্বিত বিশালবাহুচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র গদা ও পদ্ম প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ সকল বিরাজ করিতেছে ॥ ২৪ ॥ পরন্তু বৎস নারদ ! অনন্ত সর্পের বিশ্বব্যাপি-কলেবরে শয়ান সেই অচ্যুত পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি একেবারে স্পন্দন শূন্য

চিন্তা মমাদ্ভুতা জাতা কিং করোমীতি নারদ!।
ময়া স্মৃতা তদা দেবী স্তুতা নিদ্রাস্বরূপিণী ॥ ২৬ ॥
দেহান্নির্গত্য সা দেবী গগনে সংস্থিতা শিবা।
অবিতর্ক্যশরীরা সা দিব্যাভরণমণ্ডিতা ॥ ২৭ ॥
বিষ্ণোর্দ্দেহং বিহায়াশু বিররাজ নভঃস্থিতা।
উদতিষ্ঠদমেয়াত্মা তয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ ॥ ২৮ ॥
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কৃতবান্ যুদ্ধমুত্তমম্।
তদা বিলোকিতৌ দৈত্যৌ হরিণা বিনিপাতিতৌ।
উৎসঙ্গং বিপুলং কৃত্বা তত্রৈব নিহতৌ চ তৌ ॥ ২৯ ॥
রুদ্রস্তত্রৈব সম্প্রাপ্তো যত্রাবাং সংস্থিতাবুভৌ।
ত্রিভিঃ সংবীক্ষিতাস্মাভিঃ খস্থা দেবী মনোহরা ॥ ৩০ ॥

নিদ্রাস্বরূপিণী যোগনিদ্রাশক্তিঃ ॥ ২৬ ॥
দেহাৎ বিষ্ণুদেহাৎ ॥ ২৭ ॥
তয়া যোগনিদ্রয়া মুক্ত উদতিষ্ঠৎ উত্তস্থৌ ॥ ২৮ ॥)
তদা বিলোকিতৌ দেব্যা কটাক্ষেণ প্রথমং বিলোকিতৌ ততো বিমোহিতৌ ততো হরিণা নিপাতিতাবিতি পূর্ব্ববৃত্তান্তঃ স্মারিতঃ ॥ ২৯ ॥
রুদ্রস্তত্রৈব সংপ্রাপ্ত ইতিবচনেনায়ং রুদ্রো ব্রহ্মললাটাদুৎপন্নাদ্বক্ষ্যমাণাদ্রুদ্রাদন্য এবেতি নিঃসংশয়মেব বোধ্যতে। অতএব কূর্ম্মপুরাণাদিপুরাণেষু ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাত্মকত্রিমূর্ত্তিরহিত-স্তুরীয়ো রুদ্রোঽস্তীত্যুক্তম্। এতাবাংস্তু বিশেষঃ। কচিৎ পুরাণেষু ব্রহ্মললাটোদ্ভবস্য মূর্ত্তি-

---

হইয়া রহিয়াছে; তাঁহাকে এতাদৃশ যোগনিদ্রা-সমাক্রান্ত দেখিয়া আমার এইরূপ ভাবনা উপস্থিত হইল যে, এখন আমি কি করি! তখন, অগত্যা সেই যোগনিদ্রা স্বরূপিণী দেবীভাগবতীকে স্মরণ করিয়া তাঁহারাই স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ২৫—২৬ ॥ শত শত তর্কাদির দ্বারা যাঁহার রূপ বা মূর্ত্তির নির্ণয় হয় না, সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী যোগনিদ্রা আমার প্রতি কৃপা করিয়া বিষ্ণুর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গীয় আভরণে বিভূষিত হইয়া গগনমণ্ডলে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বৎস! দেবী যোগনিদ্রা যেমন বিষ্ণুদেহ ত্যাগ করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিতা হইলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ অমেয়াত্মা ভগবান্ জনার্দ্দন যোগ-নিদ্রার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তশয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থান করিলেন ॥ ২৭—২৮ ॥ অনন্তর, তিনি সেই দুর্জ্জয় দানব মধুকৈটভের সহিত পঞ্চ সহস্র বৎসর কাল ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াও যখন, কিছুতেই বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন ভক্তিভাবে ভগবতীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; পরে দেবীর মায়াময় কটাক্ষপাতে অসুরদ্বয় বিমোহিত হইলে, ভগবান্ জনার্দ্দন নিজ উৎসঙ্গ বিস্তৃত করিয়া অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। মধুকৈটভ বিনাশের পর ভগবান্ বিষ্ণু ও আমি যেস্থলে অবস্থান করিতেছিলাম

সংস্তুতা পরমা শক্তিরুবাচাস্মানবস্থিতান্।
কৃপাবলোকনৈঃ কৃত্বা পাবনৈর্মুদিতানথ ॥ ৩১ ॥

দেব্যুবাচ।

কাজেশাঃ! স্বানি কার্য্যাণি কুরুধ্বং সমতন্দ্রিতাঃ।
সৃষ্টিস্থিতিবিশিষ্টানি হতাবেতৌ মহাসুরৌ ॥ ৩২ ॥
কৃত্বা স্বানি নিকেতানি বসধ্বং বিগতজ্বরাঃ।
প্রজাশ্চতুর্ব্বিধাঃ সর্ব্বাঃ সৃজধ্বং স্ববিভূতিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ পেশলং সুখদং মৃদু।
অব্রূম তামশক্তাঃ স্ম কথং কুর্ম্মস্ত্বিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩৪ ॥
ন মহী বিততা মাতঃ! সর্ব্বত্র বিততং জলম্।
ন ভূতানি গুণাশ্চাপি তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩৫ ॥

ত্রয়ান্তর্গতত্বমস্য তুরীয়ত্বং কচিত্বস্যৈব মূর্ত্তিত্রয়ান্তর্গতত্বং তস্য ব্রহ্মললাটোদ্ভবস্য তু ন তুরীয়ত্বং নাপি তৃতীয়ত্বমিতি ॥ ৩০ ॥

(ত্রিভির্ব্রহ্মাদিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

পাবনৈঃ পাবিত্র্যজনকৈঃ কৃপাবলোকনৈরস্মান্ মুদিতান্ কৃত্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২ ॥)

বিশিষ্টানি সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপাণীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

(পেশলং মধুরাক্ষরম্ ॥ ৩৪ ॥

মহী আধাররূপা পৃথ্বী বিস্তৃতা ন কেবলং সর্ব্বত্র জলং বিস্তৃতমিত্যর্থঃ। আধাররূপায়া অভাবাৎ সৃষ্টিরসম্ভাব্যেতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

সহসা ভগবান্ রুদ্রদেবও সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯—৩০ ॥ বৎস! আমরা তিনজনে একত্র অবস্থিত হইবা মাত্র দেখিলাম দেবী আদ্যাশক্তি অভয়া মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অম্বরতলে বিরাজ করিতেছেন, তদ্দর্শনে আমরা তিনজনেই যথাশক্তি তাঁহার স্তব করিয়া সেইস্থলে দণ্ডায়মান থাকিলে, তিনি পরম পবিত্র কৃপা দৃষ্টির দ্বারা আমাদিগকে আনন্দিত করিয়া কহিলেন; ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর! দুর্দান্ত দানব মধুকৈটভ ত নিহত হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা তিনজনে নিজ নিজ নিকেতন নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিরুদ্বেগে তথায় অবস্থান করিয়া আলস্যপরিশূন্য হইয়া সৃষ্টি স্থিতি সংহার রূপ স্বস্ব কর্ত্তব্য কার্য্য পালনে যত্ন পরায়ণ হও এবং নিজ নিজ বিভূতিশক্তি বিকাশ পূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ প্রজার সৃষ্টি কর ॥৩১—৩৩॥

বৎস! আমরা দেবী ভগবতীর ঈদৃশ কোমল শ্রুতি-সুখকর মধুময় বাক্য শ্রবণে কহিলাম, মাতঃ! এক্ষণে এই পৃথিবীর কিয়ন্মাত্র ভূভাগেও কিছুমাত্র অবকাশ নাই, সর্ব্বত্রই অনন্ত জলরাশিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; বিশেষতঃ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত কি পঞ্চতন্মাত্র বা ইন্দ্রিয়, অধিক কি, গুণধর্ম্মের কিছুই বর্ত্তমান নাই; তবে আমরা কি করিয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ

তদাকর্ণ্য বচোঽস্মাকং শিবা জাতা স্মিতাননা।
ঝটিত্যেবাগতং তত্র বিমানং গগনাচ্ছুভম্‌ ॥ ৩৬ ॥
সোবাচাস্মিন্‌ সুরাঃ কামং বিশধ্বং গতসাধ্বসাঃ।
বিমানে ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশা দর্শয়াম্যদ্য চাদ্ভুতম্‌ ॥ ৩৭ ॥
তন্নিশম্য বচস্তস্যা ওমিত্যুক্ত্বা পুনর্ব্বয়ম্‌।
সমারুহ্যোপবিষ্টাঃ স্মো বিমানে রত্নমণ্ডিতে ॥ ৩৮ ॥
মুক্তাদামসুসংবীতে কিঙ্কিণীজালশব্দিতে।
সুরসদ্মনিভে রম্যে ত্রয়স্তত্রাবিশঙ্কিতাঃ ॥ ৩৯ ॥
সোপবিষ্টাংস্ততো দৃষ্ট্বা দেব্যস্মান্বিজিতেন্দ্রিয়ান্‌।
স্বশক্ত্যা তদ্বিমানং বৈ নোদয়ামাস চাম্বরে ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মাদীনাং দেবীদত্তবিমানারোহণেনোর্দ্ধলোকগমনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

স্বষ্ট্যুপাদানাদ্যদর্শনাদাহ ন ভূতানীতি ॥ ৩৬ ॥)
গতসাধ্বসা গতভয়াঃ। (ইদানীং ব্রহ্মাদীন্‌ অব্যক্তস্বষ্টের্নিত্যত্বং দর্শয়িতুমাসগাপ্তেরাহ বিমান ইতি ॥ ৩৭—৪০ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হইব ? আমাদের এই সকল কথা শুনিবামাত্র তখন, সেই পরম কল্যাণরূপিণী দেবীর বদনে ঈষৎ হাস্যের সঞ্চার হইল। অমনি তৎক্ষণাৎ নভোমণ্ডল হইতে সেইস্থলে একটী পরম শোভাময় বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল ॥৩৪—৩৬॥ তদনন্তর দেবী কহিলেন, সুরগণ! তোমাদের কোন শঙ্কা নাই। আমার আদেশ মতে তোমরা তিনজনেই এই বিমানে আরোহণ কর। যদিচ তোমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে সকল দেবগণের ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছ, তথাপি অদ্য আমি তোমাদিগকে এক অতীব আশ্চর্য্যকর বস্তু দেখাইব। তাঁহার এইরূপ আদেশ শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ আমরা তিনজনেই নির্ব্বিশঙ্কচিত্তে সেই নানারত্নসুশোভিত মুক্তাদাম-বিজড়িত কিঙ্কিণীজাল-নিনাদিত অমরপ্রাসাদ-সন্নিভ দিব্যযানে আরোহণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলাম ॥ ৩৭—৩৯ ॥ তখন, দেবী অম্বিকা আমাদিগকে সেই বিমানোপরি নিঃশঙ্কে উপবিষ্ট দেখিয়া উহাকে স্বীয় অনন্তশক্তি প্রভাবে ক্রমশ ঊর্দ্ধাকাশে পরিচালিত করিলেন ॥ ৪০ ॥

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবী-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীপ্রদত্তবিমানে ব্রহ্মাদি দেবগণের ঊর্দ্ধলোকগমন নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

বিমানং তন্মনোবেগং যত্র স্থানান্তরে গতম্।
ন জলং তত্র পশ্যামো বিস্মিতাঃ স্মো বয়ন্তদা ॥ ১ ॥
বৃক্ষাঃ সর্ব্বফলা রম্যাঃ কোকিলারাবমণ্ডিতাঃ।
মহী মহীধরাঃ কামং বনান্যুপবনানি চ ॥ ২ ॥
নার্য্যশ্চ পুরুষাশ্চৈব পশবশ্চ সরিদ্বরাঃ।
বাপ্যঃ কূপাস্তড়াগাশ্চ পল্বলানি চ নির্ঝরাঃ ॥ ৩ ॥
পুরতো নগরং রম্যং দিব্যপ্রাকারমণ্ডিতম্।
যজ্ঞশালাসমাযুক্তং নানাহর্ম্ম্যবিরাজিতম্ ॥ ৪ ॥
প্রত্যভিজ্ঞা তদা জাতাপ্যস্মাকং প্রেক্ষ্য তৎ পুরম্।
স্বর্গোঽয়মিতি কেনাসৌ নির্ম্মিতোঽস্তি তদাদ্ভুতম্ ॥ ৫ ॥

সপ্তষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈর্ব্বিমানস্থা হরাদয়ঃ।
দদৃশুস্তে দেবদেবীমিতি সম্যগিহোচ্যতে ॥

বিমানস্যাম্বরগমনানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ বিমানং তন্মনোবেগমিতি ॥ ১—২ ॥
নির্ঝরা গিরিপ্রস্রবণানি ॥ ৩—৪ ॥
স্বর্গোঽয়মিত্যস্মাকং প্রত্যভিজ্ঞা জাতা পরন্তু স স্বর্গোঽয়মস্মৎস্থিতিস্থস্বর্গাপেক্ষয়ান্যঃ কেন-নির্ম্মিত ইত্যদ্ভুতমাশ্চর্য্যং তদা জাতম্ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস নারদ! কিয়ৎকাল পরে মনের স্থায় বেগগামী সেই বিমান যেস্থলে উপনীত হইল, সেস্থলে দেখিলাম জলের লেশ মাত্রও নাই; তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম, তথায় প্রাণিগণের আধারভূতা দেবী বসুন্ধরা, গিরি-সকল, বন ও উপবন প্রভৃতি সমস্তই দেদীপ্যমান রহিয়াছে; ফলভারাবনত নানাবিধ তরু-রাজি কোকিলকুলের কলনাদে ঝঙ্কারিত হইতেছে ॥ ১—২ ॥ কোন স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বেগবতী স্রোতস্বতী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে; কোথাও বা নির্ঝরিণী সকল ঝরঝর শব্দে গিরি হইতে নিঃসৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে; স্থানে স্থানে বাপী, কূপ, তড়াগ ও পল্বল সকল শোভা পাইতেছে; চতুর্দ্দিকে নর, নারী ও পশু প্রভৃতি নানাবিধ জীবনিকর নিজনিজ প্রয়োজনানুসারে বিচরণ করিতেছে; তাহার পর, ক্রমে অগ্রসর হইয়া দেখি যে, আমাদের সম্মুখে যজ্ঞশালা-সুশোভিত নানাবিধ সৌধমালা বিরাজিত দিব্যপ্রাকার পরিবেষ্টিত

রাজানং দেবসঙ্কাশং ব্রজন্তং মৃগয়াং বনে।
অস্মাভিঃ সংস্থিতা দৃষ্টা বিমানোপরি চাম্বিকা ॥ ৬ ॥
ক্ষণাচ্চচাল গগনে বিমানং পবনেরিতম্।
মুহূর্ত্তাদ্বাততঃ প্রাপ্তং দেশে চান্যে মনোহরে ॥ ৭ ॥
নন্দনঞ্চ বনং তত্র দৃষ্টমস্মাভিরুত্তমম্।
পারিজাততরুচ্ছায়াসংশ্রিতা সুরভিঃ স্থিতা ॥ ৮ ॥
চতুর্দ্দন্তো গজস্তস্যাঃ সমীপে সমবস্থিতঃ।
অপ্সরসাস্তু বৃন্দানি মেনকাপ্রভৃতীনি চ ॥ ৯ ॥
ক্রীড়ন্তি বিবিধৈর্ভাবৈর্গাননৃত্যসমন্বিতৈঃ।
গন্ধর্ব্বাঃ শতশস্তত্র যক্ষা বিদ্যাধরাস্তথা ॥ ১০ ॥

তত্র যদা বিমানমাগতং তস্মিন্ সময়ে তৎস্বর্গস্থো দেবরাজো মৃগয়াং কর্ত্তুং বহির্নির্গতঃ সোঽস্মাভির্দৃষ্টঃ। তস্মিন্নেব স্থলে স্থিতৈরস্মাভিঃ পূর্ব্বদৃষ্টা যাম্বিকা সাপি বিমানোপরিস্থিতা দৃষ্টা ॥ ৬ ॥

মৃগয়াং কর্ত্তুং গতমিত্যনেন স্বর্গাদ্বহুদূরং যদা বিমানং স্থিতং তৎকালিকো বৃত্তান্ত এতৎ পর্য্যন্তমুপপাদিতোঽথ যদা মুহূর্ত্তান্তরেণ বিমানং স্বর্গনিকটে গতং তৎকালিকং বৃত্তান্তমাহ ক্ষণাচ্চচালেতি দেশে চান্য ইতি স্বর্গনিকটে দেশ ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

রমণীয় নগর ॥৩—৪॥ তাদৃশ নগর দর্শনে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইল যে, একি? এযে স্বর্গধাম দেখিতেছি; ঈদৃশ আশ্চর্য্যময়ী নগরী কে নির্ম্মাণ করিল? ॥ ৫ ॥ দেখিলাম, সেই সময়ে একটী মহাতেজোময় পুরুষ সর্ব্বতোভাবে সুসজ্জিত হইয়া মৃগয়ার্থে গমন করিতেছেন; তাঁহাকে দেখিয়াই বোধ হইল তিনিই সেই স্বর্গপুরীর রাজা; আবার তখনিই দেখিলাম যে যাঁহাকে পূর্ব্বে আমাদিগের সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে অক্ষমতার বিষয় জানাইয়াছিলাম, সেই দেবী অম্বিকা বিমানোপরি অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৬ ॥ ইহার ক্ষণকাল পরেই আমাদিগের সেই বিমান বায়ুভরে ক্রমে ঊর্দ্ধগগনে সমুত্থিত হইয়া প্রচণ্ড সমীরণ বেগে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অপর একটী মনোরম স্থলে উপনীত হইল ॥ ৭ ॥ দেখিলাম সেখানে, দিব্য নন্দনকানন শোভা পাইতেছে। তাহার মধ্যে একটী পারিজাত তরুমূলে ছায়াতে গোমাতা সুরভীদেবী শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন ॥ ৮ ॥ তাঁহার অনতিদূরে অনুপম দন্ত-চতুষ্টয় পরিশোভিত গজরাজ ঐরাবত দণ্ডায়মান; তথায় মেনকা প্রভৃতি অপ্সরোবৃন্দ নানাবিধ হাবভাব সহকারে নৃত্য করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছে। আবার মন্দারকুসুমবাটিকা মধ্যে শত শত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ বিবিধ রাগ মূর্চ্ছনাদিপরিপূর্ণ সংগীতরসে বিভোর হইয়া চিত্ত রমণ করিতেছে; তাহার মধ্যে আবার দেখি যে, তথায় পুলোমকন্যা শচীদেবীর সহিত দেবরাজ শতক্রতু ও বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৯—১১ ॥

মন্দারবাটিকামধ্যে গায়ন্তি চ রমন্তি চ।
দৃষ্টঃ শতক্রতুস্তত্র পৌলোম্যা সহিতঃ প্রভুঃ ॥ ১১ ॥
বয়ন্তু বিস্মিতাশ্চাস্ম দৃষ্ট্বা ত্রৈবিষ্টপন্তদা।
যাদঃপতিং কুবেরঞ্চ যমং সূর্য্যং বিভাবসুম্ ॥ ১২ ॥
বিলোক্য বিস্মিতাশ্চাস্ম বয়ং তত্র সুরান্ স্থিতান্।
তদা বিনির্গতো রাজা পুরাত্তস্মাৎ সুমণ্ডিতাৎ ॥ ১৩ ॥
দেবরাজ ইবাক্ষোভ্যো নরবাহ্যাবনৌ স্থিতঃ।*
বিমানস্থা বয়ং তচ্চ চচাল† তরসাগতম্ ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মলোকং তদা দিব্যং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
তত্র ব্রহ্মাণমালোক্য বিস্মিতৌ হরকেশবৌ ॥ ১৫ ॥
সভায়াং তত্র বেদাশ্চ সর্ব্বে সাঙ্গাঃ স্বরূপিণঃ।
সাগরাঃ সরিতশ্চৈব পর্ব্বতাঃ পন্নগোরগাঃ ॥ ১৬ ॥

সুরভিঃ স্থিতা দৃষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥
রমন্তি চেতি। তে চ দৃষ্টা ইত্যর্থঃ। ইন্দ্রাসনে ইন্দ্রোঽপি দৃষ্ট ইত্যাহ। শতক্রতুরিতি মৃগয়াং কৃত্বাগতঃ স্বাসনে স্থিতো দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥
যাদঃপতিং বরুণম্ ॥ ১২ ॥

তাহার পর, জলচরপতি বরুণ, কুবের, যম, সূর্য্য ও হুতাশন প্রভৃতি দেবগণকে দেখিয়া আমরা একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম; বৎস নারদ! অধিক আর কি বলিব, একে ত আমরা সেই অভিনব দিক্‌পালগণকে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহাতে আবার সহসা সেই রত্নবিমণ্ডিত পুরবর হইতে দেবরাজকে নির্গত হইতে দেখিয়া এককালে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম; কেননা, এইমাত্র যাঁহাকে নন্দনকাননে শচীর সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া আসিলাম, সেই অক্ষুব্ধস্বভাব দেবরাজ তখনই আবার কি করিয়া একখানি মর্ত্ত্যলোক স্থতের ন্যায় নরবাহিত শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক আমাদিগের সম্মুখীন হইলেন? কারণ তৎকালে আমরা সেই বিমানযোগে পূর্ব্বস্থল হইতে অতীব দূরপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। যাহা হউক্ বিমানে থাকিয়া সেই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিতেছি, এমন সময় আমাদিগের ব্যোমযান সহসা পবনবেগে সর্ব্বদেবনমস্য সর্ব্বলোকাতীত ব্রহ্মলোকে আসিয়া উপনীত হইল। সেখানে আসিয়া দেখি যে, একটী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তথায় বিরাজ করিতেছেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ শম্ভু এবং কেশব অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১২—১৫ ॥ সেই নিরুপম ব্রহ্মসভামধ্যে সাঙ্গবেদ সকল মূর্ত্তিমান্ রূপে শোভা পাই-

* কচিৎ পুস্তকে পাঠোঽয়ং ন দৃশ্যতে।
† বিমানস্থ মুহূর্ত্তার্দ্ধাৎ চালিতং। ইতি পাঠঃ কচিৎ দৃশ্যতে।

মামূচতুশ্চতুর্ব্বক্ত্র! কোঽয়ং ব্রহ্মা সনাতনঃ।
তাববোচমহং নৈব জানে সৃষ্টিপতিং পতিম্।
কোঽহং কোঽয়ং কিমর্থং বা ভ্রমোঽয়ং মম চেশ্বরৌ ॥ ১৭ ॥
ক্ষণাদথ বিমানং তচ্চচালাশু মনোজবম্।
কৈলাসশিখরে প্রাপ্তং রম্যে যক্ষগণান্বিতে ॥ ১৮ ॥
মন্দারবাটিকারম্যে কীরকোকিলকূজিতে।
বীণামুরজবাদ্যৈশ্চ নাদিতে সুখদে শিবে ॥ ১৯ ॥
যদা প্রাপ্তং বিমানন্তত্তদৈব সদনাচ্ছুভাৎ।
নির্গতো ভগবাঞ্ছম্ভুর্বৃষারূঢ়স্ত্রিলোচনঃ ॥ ২০ ॥
পঞ্চাননো দশভুজঃ কৃতসোমার্দ্ধশেখরঃ।
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানো গজচর্ম্মোত্তরীয়কঃ ॥ ২১ ॥
পার্ষ্ণিরক্ষৌ মহাবীরৌ গজাননষড়াননৌ।
শিবেন সহ পুত্রৌ দ্বৌ ব্রজমানৌ বিরেজতুঃ ॥ ২২ ॥

বিস্মিতা ইতি অস্মৎসৃষ্টিস্থদেবতাপেক্ষয়ান্য এতে কস্মাদাগতা ইতি বিস্মিতা ইত্যর্থঃ। তস্মিন্নেব সময়ে যঃ সিংহাসনে স্থিত ইন্দ্রো দৃষ্টঃ স তস্মাৎ পুরান্নির্গতো দেবরাজঃ। ইব শব্দো নিশ্চয়ার্থকঃ। দেবরাজ এব নরবাহ্যা যাবনিঃ শিবিকারূপা তস্যাং স্থিতো দৃষ্টঃ ॥ ১৩—২৩ ॥

তেছে; তদ্ভিন্ন, নাগ, পন্নগ, পর্ব্বত, সাগর ও অসংখ্য স্রোতস্বতী সকল দেদীপ্যমান রূপে বিরাজিত রহিয়াছে ॥১৬॥ এই সমস্ত আশ্চর্য্যময় ব্যাপার দেখিয়া কেশব ও মহাদেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে চতুর্ম্মুখ! এই সনাতন পুরুষস্বরূপ ব্রহ্মা কে? তাঁহাদিগের এইরূপ জিজ্ঞাসায় আমি কহিলাম, এই সৃষ্টিপতি প্রভু যে, কে, আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দেখুন, আপনারাও ত, উভয়েই সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ! সুতরাং আপনাদিগের নিকট আর অধিক কি পরিচয় দিব, ফলত ইনি যে, কে? আর আমিই বা কে, এ বিষয়ে আমার বিষম ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে?॥ ১৭ ॥ আমরা পরস্পর এই সকল কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় আমাদিগের সেই মনোবেগগামী বিমান তথা হইতে পুনরায় প্রচণ্ডবেগে আকাশমণ্ডলে সমুত্থিত হইল। অনন্তর, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মন্দারতরুবাটিকা পরিশোভিত শুক ও কোকিল কুলের কলনাদে ঝঙ্কারিত বীণা ও মুরজ প্রভৃতি বিবিধ মনোরম বাদ্যে নিনাদিত সর্ব্বসুখপ্রদ যক্ষগণপরিবৃত পরম কল্যাণময় কৈলাস শিখরে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৮—১৯ ॥ যে সময় সেই স্থানে উপনীত হইলাম, অমনি দেখিলাম যে, দশটী বিশাল বাহুসমন্বিত নেত্রত্রয়-পরিশোভিত শার্দ্দূলচর্ম্মাম্বরধারী পঞ্চবদন চন্দ্রশেখর ভগবান্ শম্ভু গজাসুরের চর্ম্মকে উত্তরীয় করিয়া পার্ষ্ণিরক্ষক স্বরূপ মহাবীর গজানন ও ষড়ানন সমভিব্যাহারে বৃষারোহণে সেই রমণীয় ধাম হইতে নির্গত হইতেছেন। তৎকালে, গুহ ও

নন্দিপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে গণপাশ্চ বরাশ্চ তে।
জয়শব্দং প্রযুঞ্জানা ব্রজন্তি শিবপৃষ্ঠগাঃ ॥ ২৩ ॥
তং বীক্ষ্য শঙ্করং চান্যং বিস্মিতাস্তত্র নারদ!।
মাতৃভিঃ সংশয়াবিষ্টস্তত্রাহং ন্যবসম্মুনে! ॥ ২৪ ॥
ক্ষণাত্তস্মাদ্গিরেঃ শৃঙ্গাদ্বিমানং বাতরংহসা।
বৈকুণ্ঠসদনং প্রাপ্তং রমারমণমন্দিরম্ ॥ ২৫ ॥
অসম্ভাব্যা বিভূতিশ্চ তত্র দৃষ্টা ময়া সুত!।
বিসিস্মিয়ে তদা বিষ্ণুর্দৃষ্ট্বা তৎপুরমুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥
সদনাগ্রে যযৌ তাবদ্ধরিঃ কমললোচনঃ।
অতসীকুসুমাভাসঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ২৭ ॥
দ্বিজরাজাধিরূঢ়শ্চ দিব্যাভরণভূষিতঃ।
বীজ্যমানস্তদা লক্ষ্ম্যা কামিন্যা চামরৈঃশুভৈঃ ॥ ২৮ ॥
তং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বয়ং বিষ্ণুং সনাতনম্।
পরস্পরং নিরীক্ষন্তঃ স্থিতাস্তস্মিন্ বরাসনে ॥ ২৯ ॥

শঙ্করমিতি। এতচ্ছঙ্করাদ্বিমানস্থাচ্ছঙ্করাদন্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥
মাতৃভিঃ সহিতং শঙ্করমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

গজানন নামক মহাদেবের সেই পুত্রদ্বয় পিতৃসমভিব্যাহারে আসিতে আসিতে পরম রমণীয় শোভায় শোভিত হইয়াছিলেন, এবং নন্দি প্রভৃতি প্রধান প্রধান গণাধ্যক্ষ সকল নিয়ত জয়শব্দ প্রয়োগ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে গমন করিতেছিল॥ ২০—২৩॥ বৎস নারদ! অধিক কি বলিব, সেস্থলে আমরা মাতৃগণপরিবৃত অপর একটী শঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনজনেই বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। বিশেষত আমিত একেবারে নিতান্ত সংশয়াপন্ন হইয়া কিয়ৎক্ষণ সেইখানেই বসিয়া রহিলাম॥ ২৪॥ এদিকে, দেখিতে দেখিতে আমাদের ব্যোমযান কৈলাস শৃঙ্গ হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে বায়ুবেগে যাইয়া লক্ষ্মী-ক্রীড়ামন্দির-পরিশোভিত বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইল॥ ২৫॥ পুত্র! সেখানে পৌছিয়া একটী অসম্ভাবনীয় বিভূতি দর্শন করিলাম অর্থাৎ সেই পুরাগ্রভাগে দেখি যে অপর এক পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণুমূর্ত্তি গমন করিতেছেন। আমাদিগের সমভিব্যাহারী বিষ্ণু সেই উত্তম পুরিটী দেখিয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বৎস! বৈকুণ্ঠে যাইয়া আমরা যে বিষ্ণুকে দর্শন করিলাম, তিনিও আমাদের সমভিব্যাহারী বিষ্ণুর ন্যায় অঙ্গজ্যোতিঃসম্পন্ন পীতাম্বরপরিধায়ী চতুর্ভুজ; এবং নানাবিধ দিব্যাভরণে বিভূষিত হইয়া বিহগেন্দ্র গরুড়োপরি আরূঢ় ছিলেন। পরমপ্রণয়িনী কমলাদেবী তাঁহাকে সুষমাশোভিত চামর দ্বারা ব্যজন

ততশ্চচাল তরসা বিমানং বাতরংহসা।
সুধাসমুদ্রঃ সম্প্রাপ্তো মিষ্টবারিমহোর্ম্মিমান্ ॥ ৩০ ॥
যাদোগণসমাকীর্ণশ্চলদ্বীচিবিরাজিতঃ।
মন্দারপারিজাতাদ্যৈঃ পাদপৈরতিশোভিতঃ ॥ ৩১ ॥
নানাস্তরণসংযুক্তো নানাচিত্রবিচিত্রিতঃ।
মুক্তাদামপরিক্লিষ্টো নানাদামবিরাজিতঃ ॥ ৩২ ॥
অশোকবকুলাখ্যৈশ্চ বৃক্ষৈঃ কুরুবকাদিভিঃ।
সংবৃতঃ সর্ব্বতঃ সৌম্যৈঃ কেতকীচম্পকৈর্বৃতঃ ॥ ৩৩ ॥
কোকিলারাবসংঘুষ্টো দিব্যগন্ধসমন্বিতঃ।
দ্বিরেফাতিরণৎকারৈরঞ্জিতঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ৩৪ ॥

সদনাগ্রে ইতি। যদ্বৈকুণ্ঠস্থিতো বিষ্ণুস্তদ্বৈকুণ্ঠসদনাগ্রে ইত্যর্থঃ। যযৌ প্রাপ্তবান্ ইমে ব্রহ্মাদয়োঽন্যব্রহ্মাণ্ডস্থা এতৈর্দৃষ্টা ইতি বোধ্যম্ ॥ ২৭—৩১ ॥

মন্দারপারিজাতেতি। অতিশোভিতো মণিদ্বীপদেশ ইতি শেষঃ। অতএবাগ্রে তস্মিন্ দ্বীপ ইত্যুক্তং সঙ্গচ্ছতে ॥ ৩২—৩৪ ॥

করিতেছিলেন ॥২৬—২৮॥ নারদ! সেই সনাতনমূর্ত্তি অভিনব বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া আমরা এতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, তৎকালে আমরা তিনজনেই একেবারে বাক্‌শক্তি বিহীন হইয়া কেবল সেই বিমানস্থ বরাসনে বসিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ॥২৯॥ এমন সময়, আমাদিগের আকাশযান আবার তৎক্ষণাৎ সমীরণ বেগে সমুত্থিত হইল। অনন্তর উহা ক্ষণমধ্যে মধুময় বারিরাশি-পরিপ্লাবিত অসংখ্য জলচরসমাকীর্ণ সুধাসাগর মধ্যে উপনীত হইল; দেখিলাম, ঐ সুধাসিন্ধুর কোন কোন স্থানে উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা যেন গগনমণ্ডলকে গ্রাস করিবে বলিয়া প্রচণ্ডবেগে উল্লম্ফন করিতেছে; আবার কোথায়ও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চপল স্বভাব জলহিল্লোল সকল ঠিক্ যেন আহ্লাদে স্ফীত হইয়া সমুদ্রের বক্ষঃস্থলে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমশঃ সেই সমুদ্রের মধ্যে মন্দার ও পারিজাত প্রভৃতি স্বর্গীয় কুসুমতরুরাজি পরিশোভিত বিবিধ আস্তরণাস্তৃত নানা-প্রকার চিত্র বিচিত্রিত মুক্তাদাম বিমণ্ডিত একটী মণিময় দ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, দ্বীপটী স্তবিকত কুসুমভারাবনত অশোক, বকুল, কেতকী চম্পক ও কুরুবক প্রভৃতি পাদপাবলীতে পরিবৃত হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিতেছে; সেই সকল বৃক্ষের শাখায় বসিয়া কলনাদী পুংস্কোকিলকুল মধুপানে প্রমত্ত দ্বিরেফ মালার গুন্ গুন্ স্বরের সহিত নিজ নিজ সুমধুর পঞ্চমস্বর সংমিশ্রিত করিয়া ক্ষণে ক্ষণে কল কলধ্বনি পূর্ব্বক এমন তান ধরিয়াছে যে, বোধ হইল যেন সেই অনির্ব্বচনীয় কাকলী কুহুরব-কোলাহলে দিঙ্‌মণ্ডলকে একখানি মধুময় একতান যন্ত্র স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে ॥ ৩০—৩৪ ॥ বৎস নারদ! তাহার

তস্মিন্ দ্বীপে শিবাকারঃ পর্য্যঙ্কঃ সুমনোহরঃ ।
রত্নালিখচিতোঽত্যর্থং নানারত্নবিরাজিতঃ ॥ ৩৫ ॥
দৃষ্টোঽস্মাভির্ব্বিমানস্থৈর্দূরতঃ পরিমণ্ডিতঃ ॥ ৩৬ ॥
নানাস্তরণসংছন্ন ইন্দ্রচাপসমন্বিতঃ ।
পর্য্যঙ্কপ্রবরে তস্মিন্নুপবিষ্টা বরাঙ্গনা ॥ ৩৭ ॥
রক্তমাল্যাম্বরধরা রক্তগন্ধানুলেপনা ।
সুরক্তনয়না কান্তা বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভা ॥ ৩৮ ॥
সুচারুবদনা রক্তদন্তচ্ছদবিরাজিতা ।
রমাকোট্যধিকা কান্ত্যা সূর্য্যবিম্বনিভাখিলা ॥ ৩৯ ॥
বরপাশাঙ্কুশাভীতিধরা শ্রীভুবনেশ্বরী ।
অদৃষ্টপূর্ব্বা দৃষ্টা সা সুন্দরী স্মিতভূষণা ॥ ৪০ ॥

শিবাকারঃ পর্য্যঙ্কঃ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেশ্বরাঃ পর্য্যঙ্কখুরাঃ সদাশিবস্তু ফলকস্থানীয়ঃ ততঃশিবাকারো জাতঃ। ইদং সপ্তমস্কন্ধে স্পষ্টম্। অত্র মণিদ্বীপস্থানং ব্রহ্মাণ্ডাদ্‌বহিরস্তীতি দ্বাদশস্কন্ধে বক্ষ্যতে। সুমেরুমধ্যশৃঙ্গে ভবতীতি তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপাখ্যানে স্পষ্টম্। তৎপরিমাণং তদ্বর্ণনঞ্চ তত্রৈব স্পষ্টম্। দুর্ব্বাসঃকৃতে স্তবরত্নে শিবরহস্যে দ্বিতীয়াংশে চ ॥৩৫॥

রত্নালয়ো রত্নভ্রমরাঃ ॥ ৩৬ ॥

ইন্দ্রচাপসমন্বিতঃ ইন্দ্রচাপবদনেকবর্ণবিশিষ্টমণিসমন্বিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

বরপাশাঙ্কুশেতি। আয়ুধস্থানানি বামাধঃকরমারভ্য দক্ষিণাধঃকরপর্য্যন্তম্। তদুক্তং মহাসম্মোহনে তন্ত্রে। "দক্ষিণে চাঙ্কুশং দদ্যাদ্বামে পাশং প্রদাপয়েৎ। অভয়ং দক্ষিণে দদ্যা-

---

পর আমরা সেই ব্যোমযানে বসিয়া দূর হইতে দেখি যে, সেই দ্বীপের অভ্যন্তরভাগে বিবিধ মহামূল্য মণিরাজি-বিরাজিত রত্নাবলীখচিত পরমসুন্দর অনর্ঘ আস্তরণসমাচ্ছাদিত ইন্দ্রধনু সদৃশ একখানি রমণীয় শিবাকার পর্য্যঙ্ক; তাহার পরেই আবার দেখি যে, তাদৃশ সুসজ্জিত সর্ব্বজন-মনোহর পর্য্যঙ্কের উপরিভাগে রক্তাম্বরধারিণী একটী নিরুপম রূপলাবণ্যময়ী দিব্যাঙ্গনা রমণী অঙ্গনিচয়ে রক্তচন্দন বিলেপন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; সেই বিশ্বমোহিনীর বক্ষঃস্থলে দোদুল্যমান কুসুমময় মালাও সম্পূর্ণ লোহিতপ্রভা, বিশেষত তাঁহার নয়নের অভ্যন্তরদেশ অতীব রক্তবর্ণ। পরন্তু, সেই সুচারুবদনার অনির্ব্বচনীয় দেহকান্তির নিকট এককালে কোটি কোটি সৌদামিনী আসিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেও উপমার যোগ্য নহে। আহা! তাঁহার সেই উপমা শূন্য লোহিতবর্ণ ওষ্ঠাধরেরই বা কি অনির্ব্বচনীয় শোভা!! বৎস! অধিক আর কি বলিব, বোধ হয় কোটি কোটি লক্ষ্মী বা একত্রিত কোটি কোটি সূর্য্যমণ্ডল প্রভাও তাঁহার সেই অতুল্য দেহকান্তির নিকট পরাভূত হয় ॥ ৩৫—৩৯ ॥ সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণা ভগবতী ভুবনেশ্বরী অতুল্য ভুজ চতুষ্টয়ে বরাভয় ও পাশাঙ্কুশাদি আয়ুধ সকল ধারণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য বদনে বোধ হয়

হ্রীঙ্কারজপনিষ্ঠৈস্তু পক্ষিবৃন্দৈর্নিষেবিতা।
অরুণা করুণামূর্ত্তিঃ কুমারী নবযৌবনা॥ ৪১॥
সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা মন্দস্মিতমুখাম্বুজা।
উদ্যৎপীনকুচদ্বন্দ্বনির্জ্জিতাম্ভোজকুট্মলা॥ ৪২॥
নানামণিগণাকীর্ণভূষণৈরুপশোভিতা।
কনকাঙ্গদকেয়ূরকিরীটপরিশোভিতা॥ ৪৩॥
কনচ্ছ্রীচক্রতাটঙ্কবিটঙ্কবদনাম্বুজা।
হৃল্লেখাভুবনেশীতি নামজাপপরায়ণৈঃ॥ ৪৪॥

ম্বরং বামে প্রদাপয়েদিতি। দশপটল্যামপি ভুবনেশীধ্যানে দক্ষেঽঙ্কুশাভয়ে প্রোক্তে বামে পাশমথেষ্টদমিতি। ইষ্টদং বরম্। আয়ুধার্থস্তু প্রপঞ্চসারে ভুবনেশ্বরীপটলে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদৈর্ব্বিস্তরেণোপপাদিত ইতি তত এবাবধার্য্যঃ। ভুবনেশ্বরী সর্ব্বভুবনেশ্বরীত্যর্থঃ। ভুবনেশ্বরীপদনিরুক্তিস্তু ভুবনেশ্বরীপারিজাতে ভুবনেশ্বরীহৃদয়ে দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াঞ্চ। ইদঞ্চ ধ্যানং দেব্যথর্ব্বশিরসি হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থাং প্রাতঃসূর্য্যসমপ্রভাম্। পাশাঙ্কুশধরাং সৌম্যাং বরদাভয়হস্তকাম্। ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং ভক্তকামদুঘাং ভজে ইত্যুক্তম্॥ ৪০॥

হ্রীঙ্কারজপনিষ্ঠৈরিতি। যদা পক্ষিগণোঽপি হ্রীঙ্কারং জপতি তদান্যে জপন্তি হ্রীঙ্কারবীজমিত্যত্র কিং বক্তব্যম্॥ ৪১॥

উদ্যৎপীনেতি। স্তনদ্বয়েন কমলকুট্মলে জিতে ইত্যর্থঃ॥ ৪২—৪৩॥

কনচ্ছ্রীচক্রতাটঙ্কেতি। কনতী দীপ্যমানে যে শ্রীচক্রাকারে ত্রিপুরসুন্দরীচক্রাকারে তাটঙ্কে রত্নকুণ্ডলে তাভ্যাং বিটঙ্কং সুন্দরং বদনারবিন্দং যস্যাঃ সা। হৃল্লেখা ভুবনেশীতি। হৃল্লেখাপদব্যুৎপত্তিস্তু ভুবনেশ্বরীরহস্যে উক্তা। হৃদি লেখেব জাগর্ত্তি প্রাণশক্তিরিয়ং পরা।

ত্রৈলোক্যের সমষ্টি সৌন্দর্য্য রাশিকে একস্থলে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন; ফলতঃ আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াই মনে মনে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম, যে, এরূপ মূর্ত্তি আর ইতঃপূর্ব্বে কখনই আমার নয়ন গোচর হয় নাই॥ ৪০॥ বৎস! আর এক আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর, দেখিলাম, তত্রত্য বন্যবিহঙ্গকুলও হ্রীং বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই নবযৌবনাঢ্যা অরুণবর্ণা করুণাপূর্ণ কুমারীর সেবায় নিরত রহিয়াছে॥ ৪১॥ জগতে যাহা কিছু উত্তম বেশভূষা বা সৌন্দর্য্য আছে, বোধ হয় তৎসমস্তই সেই সরোজবদনার চরণ সরোরুহে আসিয়া শরণ লইয়াছে; বোধ হয় তাঁহার সেই উন্নতোন্মুখ কুচযুগলকে দর্শন করিয়াই কমলকুট্মল লজ্জাভিমানে গিয়া জলমধ্যে বাস করিয়া থাকে॥ ৪২॥ বৎস! একেত তাঁহার নিসর্গ সৌন্দর্য্যেরই সীমা নাই তাহাতে আবার বিবিধ মহামূল্য মণিনিচয়-বিজড়িত রত্নময় অঙ্গদ, কেয়ূর ও কিরীট প্রভৃতি নানাজাতি দিব্যালঙ্কার সকল ধারণ করায় তিনিই এই বিশ্ব জগতের একমাত্র সমস্ত সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীর আধারভূত বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিলেন; বিশেষত তাঁহার সেই তুলনারহিত মুখপঙ্কজ খানি দেদীপ্যমান শ্রীচক্রাকার মণিময় কুণ্ডলযুগল দ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়া যেরূপ লোকাতীত শোভা ধারণ করিতেছিল, তাহা বর্ণাবলী

সখীবৃন্দৈঃ স্তুতা নিত্যং ভুবনেশী মহেশ্বরী।
হৃল্লেখাদ্যাভিরমরকন্যাভিঃ পরিবেষ্টিতা ॥ ৪৫ ॥
অনঙ্গকুসুমাদ্যাভির্দ্দেবীভিঃ পরিবেষ্টিতা।
দেবীষট্‌কোণমধ্যস্থা যন্ত্ররাজোপরিস্থিতা ॥ ৪৬ ॥
দৃষ্ট্বা তাং বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বয়ং তত্র স্থিতাভবন্।
কেয়ং কান্তা চ কিংনাম ন জানীমোঽত্র সংস্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
সহস্রনয়না রামা সহস্রকরসংযুতা।
সহস্রবদনা রম্যা ভাতি দূরাদসংশয়ম্ ॥ ৪৮ ॥

হৃল্লেখা কথ্যতে তস্মাদিতি। ত্রিপুরতাপনীয়শ্রুতিরপি। হৃদয়াগারবাসিনী হৃল্লেখেতি। ভুবনেশীপদব্যুৎপত্তিস্তু ভুবনেশীপারিজাতে ভুবনেশী হৃদয়ে দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াঞ্চ। ব্যোমবীজে মহেশানি কৈলাসাদিপ্রতিষ্ঠিতম্। বহ্নিবীজাৎ সুবর্ণাদিনিষ্পন্নং বহুধা প্রিয়ে। তেনায়ং বর্ত্ততে লোকো ভূমণ্ডলসমস্থিতঃ। তুর্য্যস্বরেণ পাতালে শেষরূপেণ ধার্য্যতে। মহাভূমণ্ডলং তস্মাৎ পাতালস্যাপি নায়িকা। অতএব মহেশানী ভুবনেশীতি কথ্যতে। বিন্দুচন্দ্রামৃতং দেবি! প্লাবয়ন্তী জগত্রয়ম্। দ্রবরূপা ভবেত্তস্মাৎ সৃজন্তী চার্দ্ধমাত্রয়া। অতএব মহেশানী ভুবনেশীতি কথ্যত ইতি। ভুবনেশ্বর্য্যুপনিষদি ভুবনাধীশ্বরী তুর্য্যাতীতা বিশ্ববিমোহিনীতি। যন্ত্রার্থস্তু হালাস্যমাহাত্ম্যে উক্তঃ। সচোপোদ্ঘাতেএব দর্শিতঃ ॥ ৪৪ ॥

হৃল্লেখাদ্যা অমরকন্যাঃ ॥ ৪৫ ॥

অনঙ্গকুসুমাদ্যাশ্চ যন্ত্রাবরণদেবতাঃ। ইদমুপলক্ষণং সেবার্থমাগতানামন্যদেবতানামপি। তদুক্তং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। সেবার্থমাগতাস্তত্র ব্রহ্মাণী ব্রহ্মকোটয়ঃ। লক্ষ্মীনারায়ণানাঞ্চ কোটয়ঃ সমুপাগতাঃ। গৌরীকোটিসহস্রাণাং রুদ্রাণামপি কোটয় ইতি। যন্ত্রমাহ। দেবীষট্‌কোণেতি। ষড়্‌গুণিতযন্ত্রমধ্যস্থেত্যর্থঃ। তত্র যন্ত্রং প্রপঞ্চসারে স্পষ্টম্। যদ্বা পদ্মমষ্টদলং ব্রাহ্মে বৃতং ষোড়শভির্দ্দলৈঃ। বিলিখেৎ কর্ণিকামধ্যে ষটকোণমতিসুন্দরমিতি শারদোক্তং গ্রাহ্যম্ ॥ ৪৬-৪৭ ॥

দ্বারা বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বাগাড়ম্বর মাত্র!! তাহার পর ক্রমশ নিকটস্থ হইয়া দেখি, হৃল্লেখা প্রভৃতি কতকগুলি দেবকন্যা সহচরী হৃল্লেখা, (যে পরা প্রাণশক্তি লেখার ন্যায় হৃদয় মধ্যে নিরন্তর জাগরূক থাকেন) ভুবনেশী, এই নাম যপ করিতে করিতে অহর্নিশ সেই ভুবননিয়ন্ত্রী ভগবতী মহেশ্বরীর চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক স্তুতিগান করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥ বৎস! আমরা তাঁহার বিষয় যতই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম ততই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার সকল লক্ষিত হইতে লাগিল অর্থাৎ তাহার পর দেখি যে, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী অনঙ্গকুসুমাদি যন্ত্রাবরণরূপ দেবীগণে পরিবৃত হইয়া ষট্‌কোণাকার যন্ত্ররাজের উপরি বিরাজ করিতেছেন; ফলত তথায় আমরা সেই অশ্রুতপূর্ব্ব অদৃষ্টচর রমণীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম, যে, এই অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্যবতী কামিনী কে? ইহাঁর নামই বা কি? এস্থলে থাকিয়াত, আমরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না ॥ ৪৬—৪৭ ॥ আর এক আশ্চর্য্য এই যে, প্রথমে

নাপ্সরা নাপি গন্ধর্ব্বী নেয়ং দেবাঙ্গনা কিল।
ইতি সংশয়মাপন্নাস্তত্র নারদ! সংস্থিতাঃ ॥ ৪৯ ॥
তদাসৌ ভগবান্বিষ্ণুর্দৃষ্ট্বা তাং চারুহাসিনীম্।
উবাচাম্বাং স্ববিজ্ঞানাৎ কৃত্বা মনসি নিশ্চয়ম্ ॥ ৫০ ॥
এষা ভগবতী দেবী সর্ব্বেষাং কারণং হি নঃ।
মহাবিদ্যা মহামায়া পূর্ণা প্রকৃতিরব্যয়া ॥ ৫১ ॥
দুর্জ্ঞেয়াল্পধিয়াং দেবী যোগগম্যা দুরাশয়া।
ইচ্ছা পরাত্মনঃ কামং নিত্যানিত্যস্বরূপিণী ॥ ৫২ ॥

ইতি যাবচ্চতুর্ভুজাং পশ্যন্তি তাবদেব সৈব মূর্ত্তির্ব্বিরাড্রূপেণ দৃশ্যমানাভবদিত্যাহ। সহস্রনয়নারামেতি। বিরাট্স্বরূপং দেব্যাস্তু সপ্তমস্কন্ধে স্পষ্টম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

সবিজ্ঞানাৎ স্বকীয়স্মরণাৎ ॥ ৫০ ॥

এষেতি। যন্নোঽস্মাকং কারণং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপং তদিদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যং মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং সৃজতি সর্ব্বমিদং রক্ষতি সর্ব্বমিদং সংহরতি তস্মান্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাদিতি। অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং ন তস্য কার্য্যং কারণং চেত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যঞ্চ। তদেষা ভগবতী তস্যৈব মুখ্যা মূর্ত্তিরিয়মিতি ভাবঃ। পরং ব্রহ্মৈব সর্ব্বকারণমায়াশবলিতং ভক্তানুগ্রহার্থমিদং রূপং দধারেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ইচ্ছেতি। ইচ্ছাশক্তিরুমাকুমারীতি শিবসূত্রপ্রতিপাদ্যা। তৎ কিং জড়া নেত্যাহ। নিত্যানিত্যস্বরূপিণীতি। নিত্যং ব্রহ্মানিত্যং মায়া তদুভয়রূপিণী মায়াশবলব্রহ্মরূপিণীত্যর্থঃ। তথা চ ভগবত্যা উভয়াত্মকত্বাৎ কদাচিদ্ব্রহ্মরূপেণৈব বর্ণনং কদাচিত্তচ্ছক্তিরূপেণৈব বর্ণনমিতীচ্ছাশক্তিরূপত্বেন বর্ণনেঽপি দোষাভাবঃ। তথাচ স্মৃতিঃ। হ্রীঙ্কার উভয়াত্মক ইতি। শিবশক্ত্যাত্মক ইত্যর্থঃ। হ্রীং ব্রহ্মেতি শ্রুতেশ্চ ॥ ৫২ ॥

যাঁহাকে দূর হইতে চতুর্ভুজা রমণী বলিয়া বোধ হইতেছিল; তিনিই আবার এক্ষণে দেখিতে দেখিতে অনন্ত চক্ষুঃ অনন্ত কর চরণ ও অনন্ত বদনমণ্ডল অদ্ভুত বিরাট্রূপে প্রতীত হইতে লাগিলেন; দেখ, নারদ! তৎকালে, আমরা সংশয়ারূঢ় চিত্ত হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম, যে, এ যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি তাহাতে ইহাঁকে কোন অপ্সরা কি গন্ধর্ব্বকন্যা বা কোন অমরাঙ্গনা বলিয়াত বিবেচনা হইতেছে না; এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় ভগবান্ বিষ্ণু সেই চারুহাসিনী বিশ্বমাতাকে একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় বিজ্ঞানজ্যোতিঃ প্রভাবে মনে মনে নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, বেদাদি শাস্ত্রে যিনি জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিত পূর্ণা প্রকৃতি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, ইনি সেই মহাবিদ্যারূপা মহামায়া; এই দেবী ভগবতীই আমাদিগের তিন জনের উৎপত্তির হেতুভূতা ॥ ৪৮—৫১ ॥ এই দেবী ক্ষুদ্রমতি নরের পক্ষে সুদুর্জ্ঞেয়া ও দুর্লভা হইলেও তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ ইহাঁকে সমাধিযোগে নিজ আত্মাতেই সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন; ইনি মায়ারূপে অনিত্য বটেন, কিন্তু, চিদানন্দ ব্রহ্মরূপে নিত্য; ইহাঁকেই আবার বেদে পরাত্মা পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ

দুরারাধ্যাল্পভাগ্যৈশ্চ দেবী বিশ্বেশ্বরী শিবা।
বেদগর্ভা বিশালাক্ষী সর্ব্বেষামাদিরীশ্বরী ॥ ৫৩ ॥
এষা সংহৃত্য সকলং বিশ্বং ক্রীড়তি সংক্ষয়ে।
লিঙ্গানি সর্ব্বজীবানাং স্বশরীরে নিবেশ্য চ ॥ ৫৪ ॥
সর্ব্ববীজময়ী হ্যেষা রাজতে সাম্প্রতং সুরৌ!।
বিভূতয়ঃ স্থিতাঃ পার্শ্বে পশ্যতাং কোটিশঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৫ ॥
দিব্যাভরণভূষাঢ্যা দিব্যগন্ধানুলেপনাঃ।
পরিচর্য্যাপরাঃ সর্ব্বাঃ পশ্যতাং ব্রহ্মশঙ্করৌ! ॥ ৫৬ ॥
ধন্যা বয়ং মহাভাগাঃ কৃতকৃত্যাঃ স্ম সাম্প্রতম্।
যদত্র দর্শনং প্রাপ্তা ভগবত্যাঃ স্বয়ন্ত্বিদম্ ॥ ৫৭ ॥
তপস্তপ্তং পুরা যত্নাত্তস্যেদং ফলমুত্তমম্।
অন্যথা দর্শনং কুত্র ভবেদস্মাকমাদরাৎ ॥ ৫৮ ॥
পশ্যন্তি পুণ্যপুঞ্জা যে যে বদান্যাস্তপস্বিনঃ।
রাগিণো নৈব পশ্যন্তি দেবীং ভগবতীং শিবাম্ ॥ ৫৯ ॥

বেদগর্ভা বেদজনয়িত্রী। অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদ ইত্যাদিশ্রুতেঃ। মমৈবাজ্ঞা পরাশক্তির্ব্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী। ঋগ্‌যজুঃসামরূপেণ সর্গাদৌ সংপ্রবর্ত্ততে ইতি কূর্ম্মপুরাণে দ্বাদশাধ্যায়ে শ্রীভগবত্যুক্তেশ্চ ॥ ৫৩ ॥

করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥ এই দেবী বিশালাক্ষী বিশ্বেশ্বরীই জগতের আদিভূতা, ইনিই সর্ব্বভূতের নিয়ন্ত্রী; মহাত্মা ঋষিরা ইহাঁকেই সর্ব্ব জীবের কল্যাণরূপিণী বেদগর্ভা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অল্পভাগ্য ব্যক্তিগণই ইহাঁর আরাধনায় সমর্থ হইতে পারে না। ইনি প্রলয়-কালে সমস্ত বিশ্বসংসার সংহার পূর্ব্বক জীবনিবহের বাসনাসমন্বিত ব্যষ্টি-সূক্ষ্ম-শরীর সকল সূত্রাত্মস্বরূপ নিজ সমষ্টি-শরীরে (মূল প্রকৃতিতে) সন্নিবেশিত করিয়া একমাত্র অদ্বৈতাত্ম-স্বরূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ হে সুরশ্রেষ্ঠ শঙ্কর! হে ব্রহ্মন্! সংপ্রতি যিনি এইরূপে বিরাজ করিতেছেন, ইনিই বিশ্বজগতের কারণ-স্বরূপিণী; ঐ দেখুন, উহাঁর কোটি কোটি বিভূতি সকল যথাক্রমে চতুঃপার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছেন; দেখুন দেখি, ঐ সকল দেব-দেবীগণ কেমন দিব্যাভরণে বিভূষিত!! আর কেমন স্বর্গীয় গন্ধদ্রব্যে বিলেপিতাঙ্গ হইয়া পরিচর্য্যার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ॥ ৫৫—৫৬ ॥ আজ যখন আমরা দেবী ভগবতীর ঈদৃশ অনির্ব্বচনীয় দুর্ল্লভ রূপ সন্দর্শন করিতে পাইলাম, তখন, অবশ্যই আমরা ধন্যবাদের পাত্র!! সংপ্রতি আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই; তাহা না হইলে, আমরা কদাচই এরূপ কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইতাম না ॥ ৫৭ ॥ পূর্ব্বে যে আমরা ঘোরতর কঠোর তপঃক্লেশ সহ্য করিয়াছিলাম, ইহা নিশ্চয় তাহারই ফল জানিবে; অন্যথা, দেবী জগৎ-

মূলপ্রকৃতিরেবৈষা সদা পুরুষসঙ্গতা।
ব্রহ্মাণ্ডং দর্শয়ত্যেষা কৃত্বা বৈ পরমাত্মনে ॥ ৬০ ॥
দ্রষ্টাসৌ দৃশ্যমখিলং ব্রহ্মাণ্ডং দেবতাঃ সুরৌ! ।
তস্যৈষা কারণং সর্ব্বা মায়া সর্ব্বেশ্বরী শিবা ॥ ৬১ ॥
ক্কাহং বা ক্ক সুরাঃ সর্ব্বে রমাদ্যাঃ সুরযোষিতঃ।
লক্ষাংশেন তুলামস্যা ন ভবামঃ কথঞ্চন ॥ ৬২ ॥
সৈষা বরাঙ্গনা নাম যা দৃষ্টা বৈ মহার্ণবে।
বালভাবে মহাদেবী দোলয়ন্তীব মাং মুদা ॥ ৬৩ ॥
শয়ানং বটপত্রে চ পর্য্যঙ্কে সুস্থিরে দৃঢ়ে।
পাদাঙ্গুষ্ঠং করে কৃত্বা নিবেশ্য মুখপঙ্কজে ॥ ৬৪ ॥

কারণস্বরূপং ভগবত্যা বিশদয়তি। এষা সংহৃত্যেতি। সর্ব্বজীবানামিতি। ব্যষ্টিলিঙ্গ-শরীরাণি তদ্বাসনাশ্চ সমষ্টৌ সূত্রাত্মনি স্থাপয়িত্বা তৎসমষ্টিলিঙ্গশরীরং সবাসনং স্বশরীরে প্রলয়কালে সন্নিবেশ্য স্থাপয়িত্বা একাকিনী ক্রীড়তি ॥ ৫৪—৫৯ ॥

মূলপ্রকৃতিরেবৈষেতি। এবং বর্ণনং জড়শক্তিরূপত্বেন ক্রিয়তে। ভুবনেশ্বর্য্যা জড়াজড়-রূপত্বেন বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

দ্রষ্টাসৌ জীবো দৃশ্যমিদং সর্ব্বং বিশ্বস্তস্যোভয়বিধস্যাপ্যেষৈব কারণম্। যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গা ইতিশ্রুতের্জীববিশ্ববিভাগস্য কারণং ব্রহ্মাধীনত্বাৎ ॥ ৬১—৬২ ॥

সৈষেতি। অনয়ৈব মমার্থশ্লোকাত্মকভাগবতস্য রহস্যভূতস্যোপদেশঃ কৃত ইত্যস্যা মূর্ত্তি-দর্শনেন মম প্রত্যভিজ্ঞা সমুত্থিতা। তস্য শ্লোকার্দ্ধস্যার্থস্তু। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মাহমেবেতি।

জননী আমাদিগকে এস্থলে আনিয়া সমাদর পূর্ব্বক নিজস্বরূপ দর্শন করাইবেন কেন ? ॥৫৮॥ ইহ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাঁহারা ভূরি ভূরি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সতত পুণ্যপুঞ্জ উপার্জ্জন করেন, যাঁহারা নিয়ত তপশ্চর্য্যায় নিরত থাকিয়া সৎপাত্রে অপর্য্যাপ্ত ধনাদি দান করিয়া থাকেন, তাদৃশ মহাত্মারাই এই দেবী কল্যাণরূপিণী ভগবতী ভুবনেশ্বরীর দর্শনলাভে সমর্থ; বৎস ! যাহারা কেবল ঐহিক ভোগবিলাসেই প্রমত্ত তাহাদিগের ভাগ্যে কদাচ ইহাঁর সন্দর্শন লাভ ঘটে না ॥৫৯॥ ইনিই সেই আদ্যা মূলপ্রকৃতি ; ইনি নিরন্তরই সেই চিদানন্দময় পুরুষের সহিত সংমিলিত হইয়া রহিয়াছেন ; এই দেবী সনাতনীই নিজ প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া পরমাত্মাকে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হে সুরদ্বয় ! ব্রহ্মশঙ্কর ! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড এবং এতদন্তর্গত দেবতা প্রভৃতির শরীর সমস্তই দৃশ্যপদার্থ আর কূটস্থ চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মাই জীবত্ব উপাধি অঙ্গীকার করিয়া প্রত্যেক শরীরেই সাক্ষিরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন ; কিন্তু, এ উভয়বিধ বিষয়েরই একমাত্র কারণ এই সর্ব্ব মঙ্গলময়ী সর্ব্বেশ্বরী সমষ্টি মায়াশক্তি জানিবেন ॥৬০-৬১॥ এই সমস্ত দেবতা বা লক্ষ্মী প্রভৃতি সুররমণীগণ কি আমিই ফলকথা আমরা কেহই ইহাঁর লক্ষাংশের একাংশের সহিত ও তুল্য নহি ॥৬২॥ ইনি নিশ্চয়ই

লেলিহন্তঞ্চ ক্রীড়ন্তমনেকৈর্ব্বালচেষ্টিতৈঃ।
রমমাণং কোমলাঙ্গং বটপত্রপুটে স্থিতম্ ॥ ৬৫ ॥
গায়ন্তী দোলয়ন্তী চ বালভাবান্ময়ি স্থিতে।
সেয়ং সুনিশ্চিতং জ্ঞানং জাতং মে দর্শনাদিব ॥ ৬৬ ॥
কামং নো জননী সৈষা শৃণুতাং প্রবদাম্যহম্।
অনুভূতং ময়া পূর্ব্বং প্রত্যভিজ্ঞা সমুত্থিতা ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে মহাদেবীদত্তবিমানারোহণেন দেবদেবীদর্শনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩॥

তস্মাৎ যা ময়া দৃষ্টা সৈবেয়ং সা চ সর্ব্বকারণত্বং স্বস্যাহ। তস্মাদিয়ং সর্ব্বকারণমেবেতি ভাবঃ। নন্বু কস্যামবস্থায়ামিয়ং ত্বয়া দৃষ্টা তত্রাহ। বালভাবে ইতি ॥ ৬৩—৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সেই রমণীগণের শিরোমণিস্বরূপা মহাদেবী জগদম্বিকা, যাঁহাকে আমি প্রলয়প্লাবিত মহার্ণব মধ্যে আমাকেই একটী ক্ষুদ্র বালকমূর্ত্তি করিয়া পরমাহ্লাদসহকারে দোলাইতে দেখিয়াছিলাম; পূর্ব্বে যখন আমি নিশ্চল দৃঢ়ীভূত পর্য্যঙ্কসদৃশ বটপত্রে শয়ান থাকিয়া সাধারণ বালকের ন্যায় নিজ দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ করে ধারণপূর্ব্বক মুখপঙ্কজে নিবেশিত করিয়া উহা সংলেহন করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছিলাম; সেই সময়, জননী যেমন স্বীয় শিশুসন্তানকে বিবিধ উল্লাপন পূর্ব্বক দোলাইয়া থাকেন ইনি সেইরূপ বটপত্রপুটে ক্রীড়ানিরত আমার কোমলাঙ্গ সকলকে নানাবিধ স্বরে গান করিতে করিতে দোলাইয়াছিলেন। এক্ষণে, আমি ইহাঁকে দর্শন মাত্রেই জানিতে পারিয়াছি; ইনি নিশ্চয়ই সেই মহাদেবী বিশ্বকর্ত্রী জগদম্বিকা ॥ ৬৩—৬৬॥ শঙ্কর! ব্রহ্মন্! আপনাদের উভয়কে যাহা বলি শ্রবণ করুন, ইনি নিশ্চই আমাদের সেই জননী; পূর্ব্বে যে, আমি ইহাঁর দর্শন লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমার বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে, কেননা, সম্প্রতি আমার অন্তরে তদ্বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞান সমুদিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীদর্শন বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনরাহ জনার্দ্দনঃ।
বয়ং গচ্ছেম পার্শ্বেঽস্যাঃ প্রণমন্তঃ পুনঃ পুনঃ॥ ১॥
সেয়ং বরা মহামায়া দাস্যত্যেষা বরান্ হি নঃ।
স্তুরামশ্চ সন্নিধিং প্রাপ্য নির্ভয়াশ্চরণান্তিকে॥ ২॥
যদি নো বারয়িষ্যন্তি দ্বারস্থাঃ পরিচারকাঃ।
পঠিষ্যামশ্চ তত্রস্থাঃ স্তুতিং দেব্যাঃ সমাহিতাঃ॥ ৩॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্তে হরিণা বাক্যে সুপ্রহৃষ্টৌ সুসংস্থিতৌ।
জাতৌ প্রমুদিতৌ কামং নিকটে গমনায় চ॥ ৪॥

একোনপঞ্চাশৎপদ্যৈঃ স্ত্রীভাবগমনোত্তরম্।
বিষ্ণুনাথ কৃতং স্তোত্রং শ্রীদেব্যা ইতি কথ্যতে॥

শ্রীদেবীদর্শনোত্তরং ব্রহ্মাদীনাং বৃত্তমাহ ইত্যুক্ত্বেতি। ইতি পূর্ব্বোক্তাং বালাবস্থাকথাং ব্রহ্মণে বিষ্ণুরুক্ত্বা পুনর্ব্রহ্মাণং বিষ্ণুরাহ॥ ১—২॥

তত্রস্থা যদ্দেশে বারয়িষ্যন্তি তস্মিন্নেব দেশে স্থিতাঃ স্তুতিং করিষ্যামস্তাবতা দয়ার্দ্রা সর্ব্বজ্ঞা দেবী জ্ঞাস্যত্যস্মাকং কৃপাঞ্চ করিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ৩॥

নারদং প্রতি ব্রহ্মাহ। ইত্যুক্তে ইতি। হরিবাক্যং শ্রুত্বা অহং হরশ্চোভৌ প্রমুদিতৌ জাতৌ নিকটে শ্রীদেবীসমীপে গমনায় তদা হরিং প্রত্যোমিত্যঙ্গীকারবাক্যমুক্ত্বা স্থিতৌ॥৪॥

লোক পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ! তাহার পর জনাসুর-নিসূদনকারী ভগবান্ বিষ্ণু ঐ সকল কথা বলিয়াই পুনরায় কহিলেন, চলুন্ আমরা সকলেই বারংবার প্রণাম করিতে করিতে উঁহার নিকটে যাই তাহা হইলে, ঐ দেবী বিশ্ববন্দিনী মহামায়া প্রসন্ন হইয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে বর প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই; মাতার নিকট যাইতে সন্তানের কি কথন ভয় হয়? অতএব, চলুন্ আমরা নির্ভয়ে যাইয়া জগজ্জননীর পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া স্তব করি॥ ১—২॥ যদি দ্বারপাল বা পরিচারকগণ আমাদিগকে নিকটে যাইতে বারণ করে, তাহা হইলে, আমরা সেই স্থলে দাঁড়াইয়াই একাগ্রচিত্তে মহাদেবীর স্তুতিপাঠ করিতে থাকিব। ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! ভগবান্ হরি শঙ্করকে আর আমাকে এই কথা বলিলে পর, আমরা উভয়েই লোমাঞ্চিত কলেবরে কিয়ৎকাল সেইস্থলেই দণ্ডায়মান রহিলাম; পরে জননীর নিকটে যাইবার জন্য একেবার আহ্লাদে স্ফীত হইয়া উঠিলাম॥ ৩—৪॥

ওমিত্যুক্ত্বা হরিং সর্ব্বে বিমানাত্ত্বরিতাস্ত্রয়ঃ।
উত্তীর্য্য নির্গতা দ্বারি শঙ্কমানা মনস্থলম্ ॥ ৫ ॥
দ্বারস্থান্ বীক্ষ্য তান্ সর্ব্বান্ দেবী ভগবতী তদা।
স্মিতং কৃত্বা চকারাশু তাংস্ত্রীন্ স্ত্রীরূপধারিণঃ ॥ ৬ ॥
বয়ং যুবতয়ো জাতাঃ সুরূপাশ্চারুভূষণাঃ।
বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা গতাস্তৎসন্নিধিং পুনঃ ॥ ৭ ॥
সা দৃষ্ট্বা নঃ স্থিতাংস্তত্র স্ত্রীরূপাংশ্চরণান্তিকে।
ব্যলোকয়ত চার্ব্বঙ্গী প্রেমসম্পূর্ণয়া দৃশা ॥ ৮ ॥
প্রণম্য তাং মহাদেবীং পুরতঃ সংস্থিতা বয়ম্।
পরস্পরং লোকয়ন্তঃ স্ত্রীরূপাশ্চারুভূষণাঃ ॥ ৯ ॥
পাদপীঠং প্রেক্ষমাণা নানামণিবিভূষিতম্।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং স্থিতাস্তত্র বয়স্ত্রয়ঃ ॥ ১০ ॥
কাশ্চিদ্রক্তাম্বরাস্তত্র সহচর্য্যঃ সহস্রশঃ।
কাশ্চিন্নীলাম্বরা নার্য্যস্তথা পীতাম্বরাঃ শুভাঃ ॥ ১১ ॥

ততঃ সর্ব্বে বয়ং বিমানাদুত্তীর্য্য তত্র গতা ইত্যাহ। ওমিত্যুক্ত্বেতি ॥ ৫ ॥
স্ত্রীরূপধারিণ ইতি। তে বয়ং ত্রয়স্ত্রীরূপা জাতা ইত্যর্থঃ॥ ৬—৯ ॥

অনন্তর, হরিকে তাহাই হউক্ এইরূপ বলিয়া তিন জনেই অবিলম্বে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শঙ্কিতচিত্তে দ্বারদেশের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৫ ॥

নারদ! তাহার পর এক অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর, তৎকালে দেবী ভগবতী আমাদিগের তিন জনকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত ক্ষণমাত্রে আমাদের তিনজনকেই স্ত্রী মূর্ত্তি করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬ ॥ এইরূপে তখন, আমরা তিনজনেই মনোরম অলঙ্কারে বিভূষিত সুরূপা যুবতী হইয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলাম; পরন্তু, সেই অবস্থাতেই দেবীর সন্নিধানে গমন করিলাম ॥ ৭ ॥ আমরা সকলেই স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া চরণোপান্তে দণ্ডায়মান আছি দেখিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্যময়ী দেবী ভগবতী প্রীতি-প্রফুল্লনয়নে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন আমরা মনোজ্ঞ অলঙ্কার পরি-শোভিত স্ত্রীমূর্ত্তিতেই মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করত তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত রহিলাম ॥৮—৯॥ তৎকালে আমরা তিনজনেই সেই স্থলে থাকিয়া কেবল বিবিধ মণি-বিভূষিত কোটি সূর্য্য সদৃশ প্রভাসম্পন্ন মহাদেবীর মণিময় পাদপীঠটীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ॥ ১০ ॥ দেখিলাম, কাহারও পরিধানে রক্তাম্বর, কাহারও নীলাম্বর, কহারও বা পীতাম্বর এইরূপ বিচিত্র বসন ভূষণে সুসজ্জিতা পরম রমণীয়মূর্ত্তি প্রিয়দর্শনা সহস্র সহস্র

দেব্যঃ সর্ব্বাঃ শুভাকারা বিচিত্রাম্বরভূষণাঃ।
বিরেজুঃ পার্শ্বতস্তস্যাঃ পরিচর্য্যাপরাঃ কিল ॥ ১২ ॥
জগুশ্চ ননৃতুশ্চান্যাঃ পর্য্যুপাসন্ত তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
বীণামারুতবাদ্যানি বাদয়ন্ত্যো মুদান্বিতাঃ ॥ ১৩ ॥
শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি যদ্দৃষ্টং তত্র চাদ্ভুতম্।
নখদর্পণমধ্যে বৈ দেব্যাশ্চরণপঙ্কজে ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মাণ্ডমখিলং সর্ব্বং তত্র স্থাবরজঙ্গমম্।
অহং বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বায়ুরগ্নির্যমো রবিঃ ॥ ১৫ ॥
বরুণঃ শীতগুস্ত্বষ্টা কুবেরঃ পাকশাসনঃ।
পর্ব্বতাঃ সাগরা নদ্যো গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা ॥ ১৬ ॥
বিশ্বাবসুশ্চিত্রকেতুঃ শ্বেতশ্চিত্রাঙ্গদস্তথা।
নারদস্তুম্বরুশ্চৈব হাহাহূহুস্তথৈব চ ॥ ১৭ ॥
অশ্বিনৌ বসবঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধাশ্চ পিতরস্তথা।
নাগাঃ শেষাদয়ঃ সর্ব্বে কিন্নরোরগরাক্ষসাঃ ॥ ১৮ ॥

পাদপীঠং সিংহাসনম্। অনেন দাসমর্য্যাদা বোধিতা। যদ্দাসেন স্বামিমুখনিরীক্ষণং ন বিধেয়ং কিন্তু পাদয়োরেব দৃষ্টিঃ স্থাপনীয়েতি ॥ ১০—১২ ॥
মারুতবাদ্যং বেণ্বাদিকম্ ॥ ১৩ ॥
তদুত্তরং শ্রীভুবনেশ্বর্য্যাঃ স্বপাদনখমধ্যে এবানেককোটিব্রহ্মাণ্ডানি দর্শিতানীত্যাহ। শৃণু নারদেতি ॥ ১৪—১৮ ॥

সহচরী দেবকন্যারা পরিচর্য্যা-পরায়ণা হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥১১—১২॥ সেই সমস্ত দেবরমণীদিগের মধ্যে কেহ বীণাবাদন, কেহ নৃত্য, কেহ বা সুস্বরে সংগীতালাপ করিতেছেন; ফলতঃ তাঁহারা সকলেই আহ্লাদে পুলকিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে মহাদেবীর উপাসনা করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

নারদ ! সে স্থলে আর একটী যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর, সেই সকল দেব কন্যাগণের নৃত্যগানাদি দেখিতে দেখিতে সহসা মহাদেবী ভগবতীর চরণপঙ্কজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, তত্রত্য নখদর্পণ মধ্যে স্থাবর জঙ্গমময় অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেদীপ্যমান রূপে বিরাজিত রহিয়াছে; অর্থৎ বন, ভূমি, পর্ব্বত, নদ, নদী ও সাগর প্রভৃতি স্থাবর বস্তু সকল এবং সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, যম, কুবের, প্রজাপতি ত্বষ্টা ও মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ; অধিক কি আমি, বিষ্ণু ও রুদ্রদেব পর্য্যন্তও লক্ষিত হইতে লাগিল। তাহার পর আবার দেখি যে, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোবৃন্দ প্রভৃতি উপদেবদেবগণ এবং গন্ধর্ব্ব

বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মলোকশ্চ কৈলাসঃ পর্ব্বতোত্তমঃ।
সর্ব্বং তদখিলং দৃষ্টং নখমধ্যস্থিতঞ্চন ॥ ১৯ ॥
মজ্জন্মপঙ্কজং তত্র স্থিতোঽহং চতুরাননঃ।
শেষশায়ী জগন্নাথস্তথাচ মধুকৈটভৌ ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এবং দৃষ্টং ময়া তত্র পাদপদ্মনখে স্থিতম্।
বিস্মিতোঽহং ততো বীক্ষ্য কিমেতদিতিশঙ্কিতঃ ॥ ২১ ॥
বিষ্ণুশ্চ বিস্ময়াবিষ্টঃ শঙ্করশ্চ তথাস্থিতঃ।
তাং তদা মেনিরে দেবীং বয়ং বিশ্বস্য মাতরম্ ॥ ২২ ॥
ততো বর্ষশতং পূর্ণং ব্যতিক্রান্তং প্রপশ্যতঃ!
সুধাময়ে শিবে দ্বীপে বিহারং বিবিধং তদা ॥ ২৩ ॥
সখ্য ইব তদা তত্র মেনিরেঽস্মানবস্থিতান্।
দেব্যঃ প্রমুদিতাকারা নানাভরণমণ্ডিতাঃ ॥ ২৪ ॥

চনেত্যব্যয়মপ্যর্থকং নখমধ্যস্থিতমপীত্যর্থঃ ॥ ১৯—২১ ॥

প্রধান বিশ্বাবসু, চিত্রকেতু, চিত্রাঙ্গদ, শ্বেত, নারদ, তুম্বুরু ও হাহাহুহুও বিরাজ করিতেছেন। অপরদিকে স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অষ্টবসু, সাধ্যগণ, সিদ্ধগণ, পিতৃগণ, অনন্তাদি নাগগণ এবং কিন্নর, উরগও রাক্ষসগণ পর্য্যন্তও যথানিয়মে অবস্থিত রহিয়াছে ॥১৪—১৮॥ এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনের পর, দেখি যে, ঊর্দ্ধভাগে বৈকুণ্ঠধাম, ব্রহ্মলোক ও পরম পূজনীয় কৈলাসপর্ব্বত নিত্যরূপে বিরাজ করিতেছে; ফলকথা এই যে, একমাত্র সেই চরণপঙ্কজস্থ নখদর্পণ মধ্যেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই দৃষ্ট হইল ॥ ১৯ ॥ এমন কি, তথায় অনন্ত শয্যায় শয়ান জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণু এবং তাঁহার নাভিদেশে আমার জন্মভূমিরূপ সেই পঙ্কজ; তন্মধ্যে আমিও এইরূপ চতুর্ম্মুখে পরিশোভিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছি। পরে দেখি যে, আবার আমার বিরোধি দানবপ্রধান মধুকৈটভও যুদ্ধলালসায় সম্মুখে দণ্ডায়মান ॥ ২০ ॥ লোকপিতামহ ভগবান্ কহিলেন, তৎকালে আমি সেই মহাদেবী ভগবতীর চরণপঙ্কজস্থ নখরশুধাংসু মধ্যে যে এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাতে আর কোন সংশয় হইতেছে না; পরন্তু সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া সশঙ্কচিত্তে ভাবিলাম যে, এ আবার কি? ॥ ২১ ॥ রে বৎস! কেবল আমি নহে আমার সমভিব্যাহারী ভগবান্ বিষ্ণু এবং শঙ্কর পর্য্যন্তও বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন; ফলতঃ তখন, আমরা তিনজনেই তাঁহাকে বিশ্বসংসারের জননী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম ॥২২॥ তদনন্তর, এইরূপে সেই সুধাময় শিবদ্বীপে মহাদেবীর নানাবিধ লীলা বিহারাদি দেখিতে

বয়মপ্যতিরম্যত্বাদ্বভূবিম বিমোহিতাঃ।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে পশ্যন্ ভাবান্মনোরমান্॥ ২৫ ॥
একদা তাং মহাদেবীং দেবীং শ্রীভুবনেশ্বরীম্।
তুষ্টাব ভগবান্ বিষ্ণুর্যুবতীভাবসংস্থিতঃ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

নমো দেব্যৈ প্রকৃত্যৈ চ বিধাত্র্যৈ সততং নমঃ।
কল্যাণ্যৈ কামদায়ৈ চ বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ নমো নমঃ॥ ২৭ ॥
সচ্চিদানন্দরূপিণ্যৈ সংসারারণয়ে নমঃ।
পঞ্চকৃত্যবিধাত্র্যৈ তে ভুবনেশ্যৈ নমো নমঃ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ কূটস্থায়ৈ নমো নমঃ।
অর্দ্ধমাত্রার্থভূতায়ৈ হৃল্লেখায়ৈ নমো নমঃ॥ ২৯ ॥

ইতি দর্শনেনেয়মেব সর্ব্বকারণমিত্যস্মাকং নিশ্চয়ো জাত ইত্যাহ। বিশ্বস্য মাতরমিতি॥ ২২—২৭॥

সংসারারণয়ে সংসারযোনয়ে। পঞ্চকৃত্যবিধাত্র্যৈ পঞ্চবিধং তৎকৃত্যং সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিতিরোভাবাঃ। তদ্বদনুগ্রহকরণং প্রোক্তং সততোদিতস্যাস্যেতিবচনোক্তানি পঞ্চকৃত্যানি-তেষাং বিধাত্রী কর্ত্রী॥ ২৮॥

দেখিতে আমাদিগের পূর্ণশতবর্ষকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। পরন্তু, যতদিন আমরা সে স্থলে অবস্থান করিয়াছিলাম, তাবৎকাল তত্রত্য সেই মহাদেবীর সহচরী বিচিত্র বসনাভরণ পরিশোভিতা মূর্ত্তিমতী প্রমোদরূপিণী দিব্যাঙ্গনারীগণ আমাদিগকে নিজ সখী বলিয়াই মনে করিতেন॥২৩—২৪॥ সেইরূপ আমরাও তাঁহাদিগের সকল বিষয়েই অত্যন্ত রমণীয়তা প্রযুক্ত একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য সে স্থলে যতদিন বাস করিয়াছিলাম, ততদিন সর্ব্বদাই প্রফুল্লান্তঃকরণে কেবল তাঁহাদিগের মনোরম হাবভাবাদি সন্দর্শন করিতাম॥ ২৫ ॥ একদিবস আমাদের সমভিব্যাহারী ভগবান্ বিষ্ণু সেইরূপ যুবতীভাবে থাকিয়াই সদানন্দময়ী মহাদেবী ভগবতী ভুবনেশ্বরীকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২৬॥

ভগবান্ কহিলেন, যিনি এই অনন্ত বিশ্বসংসারের সর্ব্বতোবিধানকর্ত্রী সেই জ্যোতিঃস্বরূপিণী পরমাপ্রকৃতিকে নিরন্তর প্রণাম করি। যিনি ভক্তবৃন্দকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন, সেই সর্ব্বসিদ্ধি-স্বরূপিণী অদ্যা সনাতনী কল্যাণরূপিণীকে বারংবার প্রণাম করি॥২৭॥ যিনি স্বরূপতঃ ত্রিগুণাতীত হইয়াও সমস্ত সংসারের অদ্বিতীয় কারণস্বরূপা সেই সচ্চিদানন্দরূপিণীকে প্রণাম করি। মাতঃ! এই অনন্ত ব্রাহ্মাণ্ডের (সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব এবং নিজ-সৃষ্ট জীবনিবহের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশরূপ) এই পঞ্চবিধ কৃত্যের তুমিই একমাত্র বিধাত্রী, অতএব হে ভুবনেশ্বরি তোমাকে বারংবার প্রণাম করি॥ ২৮ ॥ যিনি এই

জ্ঞাতং ময়াখিলমিদং ত্বয়ি সন্নিবিষ্টং
ত্বত্তোঽস্য সম্ভবলয়াবপি মাতরদ্য।
শক্তিশ্চ তেঽস্য করণে বিততপ্রভাবা
জ্ঞাতাধুনা সকললোকময়ীতি নূনম্ ॥ ৩০ ॥
বিস্তার্য্য সর্ব্বমখিলং সদসদ্বিকারং
সন্দর্শয়স্যবিকলং পুরুষায় কালে।
তত্ত্বৈশ্চ ষোড়শভিরেব চ সপ্তভিশ্চ
ভাসীন্দ্রজালমিব নঃ কিল রঞ্জনায় ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ সর্ব্বং বিবর্ত্তরূপং মিথ্যাজগত্তদধিষ্ঠানাবিকৃতব্রহ্মরূপায়ৈ ইত্যর্থঃ। তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মিথ্যাজগদধিষ্ঠানেতি। কূটস্থায়ৈ দেহদ্বয়াধিষ্ঠানং কূটবন্নির্ব্বিকারং চৈতন্যং কূটস্থং তদ্রূপায়ৈ। অর্দ্ধমাত্রার্থঃ পরং ব্রহ্ম। অর্দ্ধমাত্রাত্মিকা দেবী ব্রহ্মানন্দৈক-বিগ্রহা। ভুবনাধীশ্বরী তুর্য্যাতীতা বিশ্ববিমোহিনীতি শ্রুতেঃ। অকারো ভগবান্ ব্রহ্মা উকারো বিষ্ণুরুচ্যতে। মকারো ভগবান্ রুদ্র অর্দ্ধমাত্রা পরম্পদম্। অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যেতি স্মৃতেশ্চ। তদ্রূপিণ্যৈ। হৃল্লেখায়ৈ প্রত্যগাত্মভূতায়ৈ ॥ ২৯ ॥

ইত্থং নির্গুণব্রহ্মরূপত্বেন বর্ণয়িত্বা কারণব্রহ্মত্বেন স্তৌতি। জ্ঞাতমিতি। ত্বয়ি সন্নিবিষ্টং স্থিতমিত্যর্থঃ। তে ব্রহ্মরূপিণ্যা অস্য জগতঃ করণে যা শক্তির্ম্মায়াখ্যা সকললোকময়ীতি-প্রসিদ্ধাস্তি সা জ্ঞাতা ময়া। নখদর্পণমধ্যেঽনেকব্রহ্মাণ্ডদর্শনাৎ। সর্ব্বং খল্বিদমেবাহং নান্য-দস্তি সনাতনমিতি ভগবত্যুক্তেশ্চ। তস্মাৎ সর্ব্বকারণভূতা ত্বমেবাসীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ইত্থং কারণব্রহ্মরূপিণীং বর্ণয়িত্বা মায়াশক্তিমাত্রাং বর্ণয়তি। বিস্তার্য্যেতি। সৎ আকাশ-বায়ুরূপমমূর্ত্তভূতদ্বয়ম্। অসৎ তেজো জলভূমিরূপং মূর্ত্তং ভূতত্রয়ম্। তয়োর্ব্বিকারং তৎপরি-ণামরূপং সর্ব্বং জগৎ বিস্তার্য্য পুরুষায় চেতনায় ভোক্ত্রে দর্শয়সি। কিমর্থং রঞ্জনায় তস্য নানাপ্রকারৈর্ভোগং কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। এতাদৃশী ষোড়শভিস্তত্ত্বৈঃ সাংখ্যোক্তৈস্তদ্রূপৈঃ পরি-

---

মিথ্যাভূত মায়াময় বিশ্বজগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ (বিবর্ত্তকারণ) সেই কূটস্থ চৈতন্যরূপাকে প্রণাম করি। যিনি চৈতন্যরূপে সমস্ত বিশ্বের অন্তরে এবং বাহিরে নিরন্তর প্রকাশ পাইতে-ছেন, সেই অর্দ্ধমাত্রার্থস্বরূপা হৃল্লেখাকে বারংবার প্রণাম করি ॥২৯॥ মাতঃ! আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই অখিল সংসারের উৎপত্তি ও লয় আপনা হইতেই হইয়া থাকে। ইদানীং এই স্থূলজগৎ আপনাতেই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। আর আপনার নিকট আগমন করিয়া এক্ষণে ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, এই বিশ্বের উৎপাদনার্থে (স্থূলরূপ প্রকটের নিমিত্ত) আপনার শক্তি প্রভাববিস্তারে উন্মুখ হইয়া থাকে। ফলত আপনিই যে এই অখিল-লোকময়ী তাহাতে আর সংশয় নাই ॥৩০॥ জননি! আপনি সৃষ্টিকালে ষোড়শ বিকার ও মহদাদি সপ্ত-বিকৃতিপ্রকৃতিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও বায়ুরূপ দুই অমূর্ত্তভূত এবং তেজঃ প্রভৃতি মূর্ত্তভূতত্রয় অর্থাৎ সমষ্টি পঞ্চভূত ময় এই জগৎকে স্থূলরূপে বিস্তারিত করিয়া ভোক্তৃ-রূপ জীবাত্মাকে তাহার চিত্তরঞ্জন কারক বিবিধ ভোগের নিমিত্ত দর্শন করাইয়া থাকেন।

ন ত্বামৃতে কিমপি বস্তুগতং বিভাতি
ব্যাপ্যৈব সর্ব্বমখিলং ত্বমবস্থিতাসি।
শক্তিং বিনা ব্যবহৃতো পুরুষোঽপ্যশক্তো
বম্ভণ্যতে জননি! বুদ্ধিমতা জনেন ॥ ৩২ ॥
প্রীণাসি বিশ্বমখিলং সততং প্রভাবৈঃ
স্বৈস্তেজসা চ সকলং প্রকটীকরোষি।
অৎস্যেব দেবি! তরসা কিল কল্পকালে
কো বেদ দেবি! চরিতং তব বৈভবস্য ॥ ৩৩ ॥
ত্রাতা বয়ং জননি! তে মধুকৈটভাভ্যাং
লোকাশ্চ তে সুবিততাঃ খলু দর্শিতা বৈ।
নীতাঃ সুখস্য ভবনে পরমাঞ্চ কোটিং
যদ্দর্শনং তব ভবানি! মহাপ্রভাবম্‌ ॥ ৩৪ ॥

ণতা তথা সপ্তভিশ্চ মহদাদ্যৈস্তৈস্তৈস্তদ্রূপৈঃ পরিণতা ত্বন্নোঽস্মাকমিন্দ্রজালমিব বিলক্ষণা ভাসি। অনির্ব্বচনীয়েত্যর্থঃ। যদাহুঃ সাংখ্যাঃ। মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকার ইতি ॥ ৩১ ॥

ত্বামৃতে কিমপি বস্তু নৈবাস্তীতি ব্যাপ্তিমাহ। নত্বামিতি। যদ্বস্তু ভাসতে তন্নামরূপ-বিশিষ্টমেব ভাসতে তচ্চ নামরূপং ত্বদ্রূপমেব ততস্তব ব্যাপ্তিরব্যাহতেতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

প্রীণাসীতি। ইদং বিশ্বং প্রকটীকরোষ্যুৎপাদয়সি তথা প্রীণাসি অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাত্তোষ-য়সি তেন ত্বং করুণাবত্যসীতি ভাসি। প্রলয়কালে সর্ব্বমৎসি ভক্ষয়সি তেন চ ক্রূরেতি-ভাসীতি তে বৈভবস্যৈশ্বর্য্যস্য চরিতং কো বেদ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

অতএব, মাতঃ! আপনার এই সমস্ত অনির্ব্বচনীয় কার্য্যপরম্পরা আমাদিগের বুদ্ধিতে ঠিক্ যেন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ হে ঈশানি! এই বিশ্বমধ্যে আপনি না থাকিলে কোন বস্তুই প্রকাশ পাইতে পারে না। বস্তুত আপনিই যে, নানাপ্রকার নামরূপাদি দ্বারা অনন্তব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জননি! এই জন্যই তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা সর্ব্বদাই এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, অধিক কথা কি, শক্তি ব্যতীত স্বয়ং পরমপুরুষও কোন কার্য্যে সমর্থ নহেন ॥ ৩২ ॥ বিশ্বেশ্বরি! কল্পারম্ভে আপনি স্বীয় তেজোদ্বারা অব্যক্তভাবাপন্ন অখিল সংসারকে প্রকাশ করেন। পরে, নিজ প্রভাবে সৃষ্টজীবনিবহের পোষণ করিয়া থাকেন; আবার প্রলয় সময়ে এতাদৃশ বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষণমাত্রে গ্রাস করিয়া আত্মোদরসাৎ করেন। অতএব, দেবি! এ জগতে এমন পুরুষ কে আছে যে, আপনার সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যশক্তির তত্ত্ব অবগত হইতে পারে? ॥ ৩৩ ॥ জননি! আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই দুর্জ্জয়

নাহং ভবো ন চ বিরিঞ্চিবিবেদ মাতঃ!
কোঽন্যো হি বেত্তি চরিতং তব দুর্ব্বিভাব্যম্।
কানীহ সন্তি ভুবনানি মহাপ্রভাবে!
হ্যস্মিন্ ভবানি! চরিতে রচনাকলাপে ॥ ৩৫ ॥
অস্মাভিরত্র ভুবনে হরিরন্য এব
দৃষ্টঃ শিবঃ কমলজঃ প্রথিতপ্রভাবঃ।
অন্যেষু দেবি! ভুবনেষু ন সন্তি কিন্তে
কিং বিদ্ম দেবি! বিততং তব সুপ্রভাবম্ ॥ ৩৬ ॥
যাচেঽম্ব! তেঽঙ্ঘ্রিকমলং প্রণিপত্য কামং
চিত্তে সদা বসতু রূপমিদং তবৈতৎ।
নামাপি বক্তৃকুহরে সততং তবৈব
সন্দর্শনং তব পদাম্বুজয়োঃ সদৈব ॥ ৩৭ ॥

অস্ত্বন্যত্র কথংচিদস্মাসু তু ত্বমতিকরুণাবত্যসীতি নিদর্শনমাহ। ত্রাতা বয়মিতি। রক্ষিতা মধুকৈটভাভ্যাং সকাশাৎ। সুখস্থ ভবনে মণিদ্বীপে নীতা আনীতাঃ পরমাঞ্চ কোটিং নীতা প্রাপিতাঃ। যদ্যস্মাত্তব মহাপ্রভাবং দর্শনং জাতং তস্মাদিত্যর্থঃ। নহ্যেতৎ করুণামন্তরা সম্ভবতি তস্মাদস্মাসু করুণাবত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

নাহং ভব ইতি। যানীহ নখদর্পণে দৃষ্টানি ভুবনানি তাদৃশান্যন্যানি কানি কতিসংখ্যানি তবাস্মিন্ প্রভাবে চরিতে রচনাকলাপরূপে সন্তি তানি কো বেদ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

দানব মধুকৈটভের হস্তে রক্ষা করিলেন; তাহার পর, পরমসুখময় ধাম মণিদ্বীপে আনয়ন পূর্ব্বক যখন আপনার বিরচিত সুবিস্তৃত লোকসকল এবং নিজ মহাপ্রভাব সন্দর্শন করাইলেন, তখন আমাদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর পরম সুখ লাভ কি হইতে পারে? ॥৩৪॥ মাতঃ! আমি, অথবা ভব কি বিরিঞ্চি আমরা তিন জনেও যখন, আপনার এই দুর্ব্বিভাব্য চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলাম না; তখন, অপরে আর কে জানিতে সমর্থ হইবে? ভবানি! আমরা আপনার ঐ নখদর্পণ মধ্যে যে সমস্ত অসংখ্য লোকপূর্ণ ভুবনব্যাপার দর্শন করিলাম তাহা ব্যতীত আরও অমন কত শত ভুবন যে আপনার মায়াময় রচনাজাল মধ্যে গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? ॥ ৩৫ ॥ দেবি! অদ্য আমরা আপনার প্রদর্শিত এই ভুবনমধ্যে মহাপ্রভাবসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যাহা দর্শন করিলাম ঐরূপ অপরাপর ভুবন সকল মধ্যেও যে, পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাদি বর্ত্তমান নাই তাহা কিরূপে বোধ করিব? কেননা, আপনার অনন্ত প্রভাবের সীমা নাই ॥৩৬॥ হে অম্বিকে! আপনার ঐ চরণকমলে বারংবার প্রণিপাতপূর্ব্বক এই প্রার্থনা করি

ভৃত্যোঽয়মস্তি সততং ময়ি ভাবনীয়ং
ত্বাং স্বামিনীতি মনসা নম্বু চিন্তয়ামি।
এষাবয়োরবিরতা কিল দেবি! ভূয়া-
দ্ব্যাপ্তিঃ সদৈব জননীসুতয়োরিবার্য্যে! ॥ ৩৮ ॥
ত্বং বেৎসি সর্ব্বমখিলং ভুবনপ্রপঞ্চং
সর্ব্বজ্ঞতাপরিসমাপ্তিনিতান্তভূমিঃ।
কিং পামরেণ জগদম্ব! নিবেদনীয়ং
যদ্যুক্তমাচর ভবানি! তবেঙ্গিতং স্যাৎ ॥ ৩৯ ॥
ব্রহ্মা সৃজত্যবতি বিষ্ণুরুমাপতিশ্চ
সংহারকারক ইয়ন্তু জনে প্রসিদ্ধিঃ।
কিং সত্যমেতদপি দেবি! তবেচ্ছয়া বৈ
কর্ত্তুং ক্ষমা বয়মজে! তব শক্তিযুক্তাঃ ॥ ৪০ ॥

অস্মাভিরিতি। যথাস্মিন্ ভুবনে অস্মাভির্ব্রহ্মাদয়ো দৃষ্টাঃ সন্তি তথান্যেষু ভুবনেষু কিং ন সন্তি সন্ত্যেব। কথমিদং ভবিষ্যতীতি চেত্তব বৈভবস্য চরিতং কো বেদ স কোপীত্যর্থঃ। তব বৈভবেন সম্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

জননীসুতয়োর্ম্মাতাপুত্রয়োরিব ব্যাপ্তিঃ সম্বন্ধঃ স্বস্বামিভাবঃ সদৈব ভূয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

যতঃ সর্ব্বজ্ঞতায়াঃ পরিসমাপ্তের্নিতান্তভূমিশ্চরমভূমিস্ত্বমসি। ইঙ্গিতমভিপ্রেতম্ ॥ ৩৯ ॥

কিং সত্যমেতন্ন সত্যমিত্যর্থঃ। যতস্তবেচ্ছয়া তব শক্তিযুক্তা বয়ং কর্ত্তুং ক্ষমা নান্যথা তস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

যেন আপনার এই রূপই নিরন্তর আমার মনোময় মন্দিরে প্রতিভাত হয়; আর আপনারই নাম যেন আমার মুখকুহরে সতত উচ্চারিত হয় এবং আমার চক্ষুর্দ্বয় যেন সর্ব্বদাই আপনার পাদপদ্মযুগল দর্শনে সমর্থ হয় ॥৩৭॥ আর্য্যে! আমি যেন আপনাকে নিত্য স্বামিনী বলিয়া মনে রাখিতে পারি এবং আপনিও আমাকে সর্ব্বদাই যেন এ আমার ভৃত্য এইরূপ মনে করেন; আমাতে এ ভাবটী কখনও যেন বিস্মৃত না হন্। জননি! অধিক আর কি জানাইব, আমাদিগের উভয়ত যেন চিরদিন অখণ্ডিতভাবে মাতৃপুত্রভাব দেদীপ্যমান থাকে ॥ ৩৮ ॥ জগদম্বিকে! এই অখিল বিশ্বমধ্যে এমন কোন বিষয়ই নাই যাহা আপনার অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কারণ, আপনি সর্ব্বজ্ঞতার চরমভূমি। অতএব ভবানি! এ পামর আর আপনাকে অধিক কি জানাইবে। তথাপি যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সে আপনারই অভিপ্রেত মত; অতএব করুণাবিতরণ পূর্ব্বক মদুক্ত প্রার্থনাগুলি গ্রহণ করুন্ ॥ ৩৯ ॥ ভগবতি! ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন আর উমাপতি মহেশ্বর সংহার করিয়া থাকেন, লোকমধ্যে এই কথাই প্রসিদ্ধ; কিন্তু, মা! এইটী কি যথার্থ কথা? বস্তুত আমরা

ধাত্রী ধরাধরসুতে ! ন জগদ্‌বিভর্ত্তি
আধারশক্তিরখিলং তব বৈ বিভর্ত্তি।
সূর্য্যোঽপি ভাতি বরদে ! প্রভয়া যুতস্তে
ত্বং সর্ব্বমেতদখিলং বিরজা বিভাসি ॥ ৪১ ॥
ব্রহ্মাহমীশ্বরবরঃ কিল তে প্রভাবাৎ
সর্ব্বে বয়ং জনিযুতা ন যদা তু নিত্যাঃ।
কেঽন্যে সুরাঃ শতমখপ্রমুখাশ্চ নিত্যা-
নিত্যা ত্বমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরাণা ॥ ৪২ ॥
ত্বঞ্চেদ্ভবানি ! দয়সে পুরুষং পুরাণং
জানেঽহমদ্য তব সন্নিধিগঃ সদৈব।
নোচেদহং বিভুরনাদিরনীহ ঈশো
বিশ্বাত্মধীরিতি তমঃপ্রকৃতিঃ সদৈব ॥ ৪৩ ॥

ত্বং প্রথমতো বিরজা নির্গুণাত্মরূপিণী বিভাসি পশ্চাত্তে প্রভয়া যুতঃ সূর্য্যো বিভাতি। তথাচ শ্রুতিঃ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি ॥ ৪১ ॥

তে প্রভাবাত্তব শক্তের্ব্বয়ং সর্ব্বে জনিমন্তো জন্মবন্তো ন নিত্যাস্ততোঽন্যোঽস্মদপেক্ষয়া জন্মবান্ কো নিত্যঃ স্যাৎ ন কোপীত্যর্থঃ। কিন্তু ত্বমেব নিত্যেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ত্বঞ্চেদিতি। যদি পুরুষং পুরাণং ত্বং দয়সে দয়াঙ্করোষি ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিরূপব্রহ্মবিদ্যা-প্রদানেন তদা স স্বস্বরূপং জানীয়াদিতি শেষঃ। ইদং তব সন্নিধিগোঽহং জানে নিশ্চিনোমি।

যে আপনারই শক্তিবলে বলীয়ান্ হইয়া আপনারই ইচ্ছামত সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে সমর্থ, এ কথা মহাত্মা তত্ত্বদর্শী ব্যতীত অপরে কে বুঝিতে পারে ? ॥ ৪০ ॥ গিরিবর-তনয়ে ! আপনি স্বরূপত গুণাতীতা হইয়াও সৃষ্টিকালে স্বীয় মায়াশক্তিকে সমাশ্রয় করিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন ; অতএব, সত্য সত্য এই পৃথিবী বিশ্ব জগতের ধারয়িত্রী নহে, প্রকৃতপক্ষে আপনার আধারশক্তিই অখিল জগতের ধারণকর্ত্রী ; অন্যের কথা কি, স্বয়ং সূর্যদেবও আপনার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া বিশ্ব সংসার প্রকাশ করিয়া থাকেন্। বরদে ! এ জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা আপনা ভিন্ন প্রকাশ পাইতে পারে, বস্তুত আপনি স্বীয় স্বরূপ শক্তি দ্বারা অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিয়া নিরন্তর স্বয়ম্প্রভারূপে প্রতিভাসিত হইতেছেন ॥ ৪১ ॥ মাতঃ ! আমি, ব্রহ্মা বা মহা-দেব আমরা তিন জনও যখন আপনার প্রভাবে বারংবার জন্মপরিগ্রহ করি সুতরাং নিত্য পদার্থ নহি, তখন, নিরন্তর জন্ম মৃত্যুর অধীন ইন্দ্র প্রভৃতি অপর আর কোন্ দেবতা নিত্য হইতে পারে ? বস্তুত আপনিই একমাত্র নিত্যপদার্থ, কেননা আপনিই এই অনন্ত বিশ্বের উৎপদনকর্ত্রী সনাতনী মূলপ্রকৃতি ॥ ৪২ ॥ ভবানি ! সম্প্রতি আমি আপনার সন্নিকর্ষে বাস

বিদ্যা ত্বমেব ননু বুদ্ধিমতাং নরাণাং
শক্তিস্ত্বমেব কিল শক্তিমতাং সদৈব।
ত্বং কীর্ত্তিকান্তিকমলামলতুষ্টিরূপা
মুক্তিপ্রদা বিরতিরেব মনুষ্যলোকে ॥ ৪৪ ॥
গায়ত্র্যসি প্রথমবেদকলা ত্বমেব
স্বাহা স্বধা ভগবতী সগুণার্দ্ধমাত্রা।
আম্নায় এব বিহিতো নিগমো ভবত্যা
সঞ্জীবনায় সততং সুরপূর্ব্বজানাম্ ॥ ৪৫ ॥
মোক্ষার্থমেব রচয়স্যখিলং প্রপঞ্চং
তেষাং গতাঃ খলু যতো ননু জীবভাবম্।
অংশা অনাদিনিধনস্য কিলানঘস্য
পূর্ণার্ণবস্য বিততা হি যথা তরঙ্গাঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্যথা বিদ্যাবত্ত্বেনানেকাহঙ্কারাদিধর্ম্মবাংস্তমঃপ্রকৃতির্মূঢ়প্রকৃতিরেব স্যাৎ বিভুরহমনাদিরহমনীহোঽহমীশোঽহমিত্যাদয়োঽহঙ্কারধর্ম্মাস্তদ্বান্ স্যাৎ স পুরুষস্তথা নজ্ঞ্যতেবেতি ভাবঃ॥৪৩-৪৪॥
সুরপূর্ব্বজানাং দেবাদিজীবানামপি সঞ্জীবনায় রক্ষণায় মোক্ষায় চাম্নায়রূপঃ শাস্ত্ররূপোঽন্নসত্রস্থানীয়ো নিগম এব বিহিতো ভবত্যৈ তাদৃশী ত্বং দয়াবত্যসীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥
মোক্ষার্থমেবেতি। সমুদ্রতরঙ্গবদনাদিনিধনস্য ব্রহ্মণো যেঽংশা জীবভাবং গতাস্তেষাং মোক্ষপ্রাপ্ত্যর্থমেব স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি প্রপঞ্চং কষ্টেন রচয়স্যেতাদৃশ্যতিদয়াবত্যসীতিভাবঃ ॥৪৬॥

করিয়া ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, যদি আপনি পুরাণপুরুষের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার উদয় করিয়া দেন তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ নিজ স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয়, অন্যথা সর্ব্বদাই বিমূঢ় প্রকৃতি হইয়া কেবল আমি বিভু আমি অনাদি পুরুষ আমিই বিশ্বের আত্মা ঈশ্বর, ইত্যাদি বিবিধ অহঙ্কারে সমাচ্ছন্ন হয় মাত্র !! ॥ ৪৩ ॥ জননি ! অধিক আর কি বলিব, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আপনিই বুদ্ধিমান্ মানবগণের বিদ্যা এবং আপনিই সমস্ত শক্তিমান্, জীবগণের সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ; আপনিই কমলা (লক্ষ্মী) কান্তি, কীর্ত্তি ও বিমল সন্তোষ স্বরূপা। দেবি ! এই মনুষ্যলোক মধ্যে মুক্তিপ্রদ বৈরাগ্যও আপনি ॥ ৪৪ ॥ মাতঃ ! বেদের জননী গায়ত্রীরূপাও আপনি এবং স্বাহা ও স্বধাদি সমস্ত শক্তিই আপনি, ফলত সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্বরূপিণী ত্রিগুণাত্মিকা বা অর্দ্ধমাত্রা-স্বরূপা তুরীয়রূপা এ সমস্তই আপনি ; বিশ্বব্যাপী মহাসাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় সেই অনাদিনিধন (জন্মমরণ-পরিবর্জ্জিত) বিমলানন্দ-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনের অংশ স্বরূপ, যাহারা দেবতা প্রভৃতি জীবত্ব লাভ করিয়াছে তাহাদিগের রক্ষা ও মুক্তির নিমিত্ত আপনি এই অখিল প্রপঞ্চময় সৃষ্টি রচনা এবং বেদাদি শাস্ত্র বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ মাতঃ ! আপনার

জীবো যদা তু পরিবেত্তি তবৈব কৃত্যং
ত্বং সংহরস্যখিলমেতদিতিপ্রসিদ্ধম্।
নাট্যং নটেন রচিতং বিতথেঽন্তরঙ্গে
কার্য্যে কৃতে বিরমসে প্রথিতপ্রভাবা॥ ৪৭॥
ত্রাতা ত্বমেব মম মোহময়াদ্ভবাব্ধে-
স্ত্বামম্বিকে! সততমেমি মহার্ত্তিদে! চ।
রাগাদিভির্ব্বিরচিতে বিতথে কিলান্তে
মামেব পাহি বহুদুঃখকরে চ কালে॥ ৪৮॥
নমো দেবি! মহাবিদ্যে! নমামি চরণৌ তব।
সদা জ্ঞানপ্রকাশং মে দেহি সর্ব্বার্থদে! শিবে!॥ ৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতে মহাপুরাণেঽষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃতশ্রীদেবীস্তোত্রকথনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

জীবো যদেতি। যদা জীবঃ। কৃত্যং কর্ত্তৃত্বাদিকং তবৈব ত্বৎকর্ত্তৃকমেব পরিবেত্তি জানাতি ন স্বকর্ত্তৃকম্। স্বয়ং ত্বসঙ্গোদাসীন এবাহমিতি বিবেকতো জানাতি। তথা অখিল-মেতত্ত্বমেব সংহরসীত্যপি প্রসিদ্ধং জানাতি। তদা ত্বং জীবস্যাসঙ্গত্বাদিজ্ঞানস্য সত্ত্বাদ্বিরমসে উপশমং প্রাপ্নোষি স্বকৃত্যাৎ। তত্র দৃষ্টান্তো যথা বিতথে মিথ্যারূপেঽন্তরঙ্গেঽতিরহস্যে চমৎ-কাররূপে কার্য্যে কৃতে নটেন রচিতং নাট্যং যথা বিরমতে তথেত্যর্থঃ॥ ৪৭॥
ত্রাতা ত্বমেবেতি। মোহময়াদ্ভবাব্ধেঃ সকাশান্মম ত্রাতা ত্বমেব নান্যঃ। এমি অন্য শরণমিতি শেষঃ। মহার্ত্তিদে! চেত্যুত্তরেণ কালে ইত্যনেনান্বেতি। অন্তকালে নাশকালে ইত্যর্থঃ॥৪৮-৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্‌দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

প্রভাবের সীমা নাই, কিন্তু জীব যখন বিবেক বিজ্ঞানবলে জানিতে পারে যে নট রচিত অতি চমৎকৃত অথচ মিথ্যাভুত নাট্যাভিনয়ের ন্যায় এই অনির্ব্বচনীয় রহস্য রূপ জগতের রচনা ও সংহারাদি প্রসিদ্ধ ব্যাপার সমস্তই আপনার কার্য্য এবং নিজে অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় রূপ তখনই আপনি তাহার সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য কলাপ হইতে বিরত হয়েন॥ ৪৭॥ হে অম্বিকে! মোহময় ভবসাগর হইতে আপনিই আমার ত্রাণকর্ত্রী অতএব আমি নিরন্তর আপনার শরণাগত হইলাম; জননি! রাগদ্বেষাদিজনিত মহতীপীড়াপ্রদ সর্ব্বানর্থকর বহুদুঃখজনক অন্তিমকালে আমায় রক্ষা করিবেন॥ ৪৮॥ হে সর্ব্বমঙ্গলরূপিণি! আপনিই ভক্তের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িণী, অতএব হে মহাদেবি! আমি আপনার চরণযুগলে প্রণাম করি; আপনি এইরূপ কৃপা করুন্ যেন ক্ষণকালের জন্যও আমি তত্ত্ববোধ বিস্মৃত না হই॥ ৪৯॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবী-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃত মহাদেবীস্তোত্র কথন নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিরতে বিষ্ণৌ দেবদেবে জনার্দ্দনে।
উবাচ শঙ্করঃ শর্ব্বঃ প্রণতঃ পুরতঃ স্থিতঃ॥ ১॥

শিব উবাচ।

যদি হরিস্তবদেবি বিভাবজ-
স্তদনু পদ্মজ এব তবোদ্ভবঃ।
কিমহমত্র তবাপি ন সদ্গুণঃ
সকললোকবিধৌ চতুরা শিবে!॥ ২॥

ত্বমসি ভূসলিলং পবনস্তথা
খমপি বহ্নিগুণশ্চ তথা পুনঃ।
জননি! তানি পুনঃ করণানি চ
ত্বমসি বুদ্ধিমনোঽপ্যথ হঙ্কৃতিঃ॥ ৩॥

চত্বারিংশৎপদ্যকৈস্তু ষট্‌পদ্যৈরধিকৈরথ।
হরস্তুত্যুত্তরং ব্রহ্মস্তুতিরত্রাপি বর্ণ্যতে॥

ব্রহ্মা নারদং প্রত্যাহ। ইত্যুক্ত্বেতি॥ ১॥

যদীতি। হে দেবি! যদি হরিস্তব বিভাবজঃ পরাক্রমাজ্জাতস্তর্হি তস্য বিষ্ণোরনু পশ্চাজ্জায়মানঃ পদ্মজো ব্রহ্মাপি তবোদ্ভবঃ ত্বজ্জন্য এব। যদেবমস্তি তত্রাহং সদ্গুণস্তমোগুণবান্ তব ত্বজ্জন্যো ন কিং অপি তু ত্বজ্জন্য এব। গুণত্রয়স্য ত্বৎসম্বন্ধিত্বাদস্মাকং চ তদাত্মকত্বাৎ। যতস্ত্বংসকললোকবিধানে চতুরাসি ততোঽস্মাকং জননং ত্বয়া কথং কৃতমিত্যত্র কিমাশ্চর্য্যম্॥ ২॥

ত্বমসীতি। বহ্নিগুণস্বরূপতাপ্রতিপাদনং বহ্নিস্বরূপতাপ্রতিপাদনস্যাপ্যুপলক্ষণম্। করণানি জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। অথ অহঙ্কৃতিরহঙ্কারঃ। শকন্ধাদিত্বাৎ পররূপম্॥ ৩॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ! দেবাদিদেব জনার্দ্দন বিষ্ণু এই বলিয়া বিরত হইলে সর্ব্বসংহারক শঙ্কর প্রণিপাত পূর্ব্বক দেবীর সন্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন॥১॥ দেবি! হরি যদি আপনার প্রভাব হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং তদনন্তর পদ্মযোনিও যদি আপনা হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন, তবে তমোগুণান্বিত হইয়া আমিও আপনার সৃষ্টপদার্থ কেন না হইব? শিবে! সৃষ্টি বিষয়ে আপনার চাতুর্য্য সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইতেছে, অতএব, আমার উৎপত্তি যে আপনা হইতেই হইয়াছে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?॥ ২॥ জননি! আপনিই ভূমি, জল,

ন চ বিদন্তি বদন্তি চ যেঽন্যথা
হরিহরাজকৃতং নিখিলং জগৎ ॥
তব কৃতাশ্রয় এব সদৈব তে
বিরচয়ন্তি জগৎ সচরাচরম্ ॥ ৪ ॥
অবনিবায়ুখবহ্নিজলাদিভিঃ
সবিষয়ৈঃ সগুণৈশ্চ জগদ্ভবেৎ।
যদি তদা কথমদ্য চ তৎস্ফুটং
প্রভবতীতি তবাম্ব! কলামৃতে ॥ ৫ ॥
ভবসি সর্ব্বমিদং সচরাচরং
ত্বমজবিষ্ণুশিবাকৃতিকল্পিতম্।
বিবিধবেশবিলাসকুতূহলৈ-
র্ব্বিরমসে রমসেঽম্ব! যথারুচি ॥ ৬ ॥

ন চ বিদন্তীতি। যে নিখিলং জগদ্বিষ্ণুহরব্রহ্মকৃতমিত্যন্যথা বদন্তি তে ন শাস্ত্রসিদ্ধান্তং বিদন্তি জানন্তি। যতস্তে ত্রয়স্তব কৃতাশ্রয়া কৃতা এব জগদ্বিরচয়ন্তি। তস্মাত্ত্বমেব সকল-জগৎকর্ত্রীতি সিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নন্বু পঞ্চমহাভূতৈরেব জগদুৎপদ্যতাং নেশ্বরস্যোপযোগ ইতিচেত্তত্রাহ অবনীতি। যদি পঞ্চভূতৈর্ব্বিষয়সহিতৈর্গুণসহিতৈঃ শব্দস্পর্শাদিসহিতৈশ্চ জগদ্ভবেদিতিমতং তদা তদ্ভূত-পঞ্চকং তব কলাং চিদংশরূপামৃতে কথং স্ফুটং ভবেৎ তস্য ভূতপঞ্চকস্য দৃশ্যত্বেন কার্য্যত্বাৎ কার্য্যস্য কর্ত্রপেক্ষত্বাৎকশ্চিচ্চেতনঃ কর্ত্তাপেক্ষিত এবেতি ত্বমেব জগৎকর্ত্রীতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েং ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়ত ইতিশ্রুতেরেকৈব ত্বমনেক-রূপা ভবসীত্যাহ। ভবসীতি। বিবিধবেশৈর্ষে বিলাসাঃ ক্রীড়াস্তাসু কুতূহলৈরাশ্চর্য্যৈ রমসে ক্রীড়সে বিরমসে ক্রীড়ানন্তরং প্রলয়কালে বিরামং চ প্রাপ্নোষি। তথাচ ব্যাসসূত্রম্। লোকবত্তু লীলাকৈবল্যমিতি ॥ ৬ ॥

বহ্নি, পবন ও আকাশ এবং আপনিই রসনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় আপনিই বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারস্বরূপা ॥ ৩ ॥ অতএব যাহারা অন্যথা অর্থাৎ এই অখিল জগৎ হরিহর-বিরিঞ্চি-বিরচিত বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারা যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া ভ্রম বশতঃ মিথ্যা বলিয়া থাকে, ফলতঃ। তাহারা নিশ্চয়ই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝিতে পারে না। কেননা, হরি প্রভৃতি তিনজনই আপনাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া আপনার এই চরাচর জগতের রচনা করিতেছে ॥৪॥ জননি! যদি গন্ধরস প্রভৃতি গুণ-সমন্বিত ভূমি জল বহ্নি বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ-মহাভূত দ্বারা জগৎ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই কার্য্যাত্মক সগুণ মহাভূত পঞ্চক আপনার চিদংশ ব্যতিরেকে কিরূপে ব্যক্ত হইল? ॥ ৫ ॥ মাতঃ শিবে! আপনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপিণী হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনিই আবার অখিল চরাচর

সকললোকসিসৃক্ষুরহং হরিঃ
কমলভূশ্চ ভবেম যদাম্বিকে! ।
তব পদাম্বুজপাংশুপরিগ্রহং
সমধিগম্য তদা ননু চক্রিম ॥ ৭ ॥
যদি দয়ার্দ্রমনা ন সদাম্বিকে! ।
কথমহং বিহিতশ্চ তমোগুণঃ ।
কমলজশ্চ রজোগুণসম্ভবঃ
সুবিহিতঃ কিমু সত্ত্বগুণো হরিঃ ॥ ৮ ॥
যদি ন তে বিষমা মতিরম্বিকে!
কথমিদং বহুধা বিহিতং জগৎ ।
সচিবভূপতিভৃত্যজনাবৃতং
বহুধনৈরধনৈশ্চ সমাকুলম্ ॥ ৯ ॥

অস্মাসু যৎ কর্তৃত্বং তত্তু ত্বৎসৃষ্টপদার্থেষ্বেবাকারান্তরোৎপাদকত্বং ঘটং প্রতি কুলালস্যেবেত্যাহ। সকললোকেতি। এতে বয়ং ভবেম জগৎকর্তারো ভবামঃ। কদা। যদা ত্বৎপদরজো ভূজলাদিকং সমধিগম্য প্রাপ্য তস্যাকারবিশেষং চক্রিম কৃতবন্তস্তদেত্যর্থঃ। ইতিপূর্ব্বকল্পীয়কথা স্মারিতা ॥ ৭ ॥

যদি দয়ার্দ্রেতি। যদি দেবি ত্বং দয়াবতী নাসি তদা প্রলয়কালে সুষুপ্তিমূর্চ্ছাগতেভ্যোঽস্মভ্যং তত্তদ্গুণোপাধিকং জ্ঞানযোগ্যং দেহং কো দদ্যাদ্যতো দেহো দত্তস্তস্মাদ্দয়াবতীত্বাত্তব মষ্যপি দয়াং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

ননু মম সর্ব্বে প্রাণিনঃ সমা এবেতিকথং তান্বিহায় ত্বয্যেব দয়া কর্ত্তব্যেতি চেত্তত্রাহ। যদি ন তে ইতি। যদি তব বিষমা মতির্নাস্তি কিন্তু সমৈব তর্হি সর্ব্বে প্রাণিনঃ সমদুঃখসুখাঃ কিমিতি ন কৃতা বিষমাশ্চ কৃতাস্তত্তৎপ্রাণিকৃতকর্ম্মবশাত্তস্মাত্তবাপি জগৎকর্ম্মবশাদ্বিষমা মতিরস্ত্যেবেতি মষ্যপি ভক্তিপ্রেমযুক্তে দয়াং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এইরূপ বিবিধ ক্রীড়া কৌতুক দ্বারা আপনি আপন ইচ্ছানুসারে কখনও লীলা করিতেছেন, কখনও বা (প্রলয়ে) তাহা হইতে বিরত হইতেছেন ॥ ৬ ॥ জননি! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও আমি যখন অখিল জগতের সৃষ্টিকরণাভিলাষী হইয়া তত্তৎকার্য্যের কর্তৃত্বে নিযুক্ত হই, তখন সে কেবল আপনার চরণকমলের ভূজলাদিরূপ স্বচ্ছরজঃ প্রাপ্ত হইয়াই তাহা সম্পাদন করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥ মাতঃ! আপনি যদি দয়াবতীই না হইবেন, তবে বিশ্বস্রষ্টা অজযোনি রজোগুণসম্পন্ন, অখিল-লোকপালক হরি সত্ত্বগুণসম্পন্ন এবং সংসার-সংহারক আমিই বা কিরূপে তমোগুণসম্পন্ন হইতে পারিতাম্? ॥ ৮ ॥ জগদম্বিকে! জীবগণকে কর্ম্মফল প্রদান করিবার নিমিত্ত যদি আপনার বিষমা মতিই না থাকিবে তবে, ভূপতি, অমাত্য ও ভৃত্যজন পরিবৃত এবং বহুধন ও নির্দ্ধন পরিপূরিত এই

তব গুণাস্ত্রয় এব সদা ক্ষমাঃ
প্রকটনাবনসংহরণেষু বৈ।
হরিহরদ্রুহিণাশ্চ ক্রমাত্ত্বয়া
বিরচিতাস্ত্রিজগতাং কিল কারণম্ ॥ ১০ ॥
পরিচিতানি ময়া হরিণা তথা
কমলজেন বিমানগতেন বৈ।
পথি গতৈর্ভুবনানি কৃতানি বা
কথয় কেন ভবানি! নবানি চ ॥ ১১ ॥
সৃজসি পাসি জগজ্জগদম্বিকে!
স্বকলয়া কিয়দিচ্ছসি নাশিতুম্।
রময়সে স্বপতিং পুরুষং সদা
তব গতিং ন হি বিদ্ম বয়ং শিবে! ॥ ১২ ॥

ননু যুষ্মভ্যং পূর্ব্বং জগন্ময়া কেন সাধনেন নির্ম্মিতং তত্রাহ। তব গুণা ইতি। তব গুণত্রয়মেব জগৎ কর্ত্তুং সমর্থমিত্যর্থঃ। তর্হি ভবন্তঃ কথং জগতাং কারণমিতি চেত্তত্রাহ। হরিহরেতি। ত্বৎসৃষ্টপদার্থানাং পঞ্চমহাভূতানামাকারবিশেষরূপাণাং ত্রিজগতাং কারণং বয়ং ত্বয়া রচিতাঃ। ত্বৎসৃষ্টপদার্থেষহঙ্কারাদিষু জগদাকারবিশেষোৎপাদকত্বমেবাস্মাকং কারণত্বং ন ততোঽতিরিক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যদি ত্বদ্গুণানাং কর্ত্তৃত্বং ন স্যাত্তদাহ। পরিচিতানীতি ময়া হরিণা চ বিমানগতেন কমলজেন চ এতৈরস্মাভিঃ পথি গতানি নবানি ভুবনানি দৃষ্টানি তানি কেন কৃতানীতি-কথয়। নহ্যস্মাকং তৎকর্ত্তৃত্বং কিন্তু ত্বদ্গুণানামেবেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তস্মাত্ত্বমেব জগৎস্রষ্ট্রীত্যাহ। সৃজসীতি। কথং জগদেকাকিনী সৃজসীতি তব লীলাং ন বিদ্ম ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অখিল জগৎ বহুপ্রকারে বিভক্ত হইবে কেন? ॥ ৯ ॥ জননি! সর্ব্বকালেই আপনার গুণত্রয়ই জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহরণে সমর্থ, তবে আপনি ইচ্ছানুসারে হরি, হর ও বিরিঞ্চিকে ত্রিজগতের কারণরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ ভবানি! যদি জগতের সৃষ্ট্যাদিতে আপনার গুণত্রয়ের কর্ত্তৃত্বই না থাকিবে তবে আমি হরি ও বিরিঞ্চি যখন বিমানযোগে গগন দিয়া গমন করিয়াছিলাম, তখন পথিমধ্যে বিরচিত নব নব ভুবন সকল কি প্রকারে দেখিতে পাইলাম? আপনি তাহার কারণ বলুন ॥ ১১ ॥ জগদম্বিকে! আপনি স্বকীয়কলা মায়া দ্বারা এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি এবং পালন করিতেছেন আবার তাহার দ্বারাই সংহার করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। আপনি স্বীয়পতি পুরুষের সহিত সততই রমণ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, দেবি! আমরা আপনার কার্য্যবিধি অবগত হইতে কিরূপে সমর্থ

জননি! দেহি পদাম্বুজসেবনং
যুবতিভাবগতানপি নঃ সদা।
পুরুষতামধিগম্য পদাম্বুজা-
দ্বিরহিতাঃ ক্ব লভেম সুখং স্ফুটম্ ॥ ১৩ ॥
ন রুচিরস্তি মমাম্ব! পদাম্বুজং
তব বিহায় শিবে! ভুবনেষ্বলম্।
নিবসিতুং নরদেহমবাপ্য চ
ত্রিভুবনস্য পতিত্বমবাপ্য বৈ ॥ ১৪ ॥
সুদতি! নাস্তি মনাগপি মে রতি-
র্যুবতিভাবমবাপ্য তবান্তিকে।
পুরুষতা ক্ব সুখায় ভবত্যলং
তব পদং ন যদীক্ষণগোচরঃ ॥ ১৫ ॥
ত্রিভুবনেষু ভবত্বিয়মম্বিকে!
মম সদৈব হি কীর্ত্তিরনাবিলা।
যুবতিভাবমবাপ্য পদাম্বুজং
পরিচিতং তব সংসৃতিনাশনম্ ॥ ১৬ ॥
ভুবি বিহায় তবান্তিকসেবনং
ক ইহ বাঞ্ছতি রাজ্যমকণ্টকম্।
ত্রুটিরসৌ কিল যাতি যুগাত্মতাং
ন নিকটং যদি তেঽঙ্ঘ্রিসরোরুহম্ ॥ ১৭ ॥

ভগবতীসান্নিধ্যং প্রার্থয়তে। জননীতি ॥ ১৩—১৫ ॥
পরিচিতং সেবিতম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

হইব? ॥ ১২ ॥ জননি! আমরা রমণীভাব প্রাপ্ত হইয়াছি আপনি আমাদিগকে চরণাম্বুজ সেবনে নিয়োজিত করুন; পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনার পাদপদ্ম-বিরহিত হইলে আমরা কোথায় আর সুবিমল সুখ লাভ করিতে পারিব? ॥ ১৩ ॥ শিবে! আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া ভুবন মধ্যে নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিতেও আমার অভিলাষ নাই ॥ ১৪ ॥ সুবদনে! আপনার নিকট যুবতিভাব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষতায় আমার আর কিছুমাত্রই অনুরাগ নাই, যদি আপনার চরণ কমল নয়ন গোচর না হইল, তবে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে আর কি সুখলাভ হইল? ॥ ১৫ ॥ জগদম্বিকে! আমি

তপসি যে নিরতা মুনয়োঽমলা-
স্তব বিহায় পদাম্বুজপূজনম্।
জননি! তে বিধিনা কিল বঞ্চিতাঃ
পরিভবো বিভবে পরিকল্পিতঃ ॥ ১৮ ॥
ন তপসা ন দমেন সমাধিনা
ন চ তথা বিহিতৈঃ ক্রতুভির্যথা।
তব পদাব্জপরাগনিষেবণা-
দ্ভবতি মুক্তিরজে! ভবসাগরাৎ ॥ ১৯ ॥
কুরু দয়াং দয়সে যদি দেবি! মাং
কথয় মন্ত্রমনাবিলমদ্ভুতম্।
সমভবম্প্রজপন্ সুখিতো হ্যহং
সুবিশদঞ্চ নবার্ণমনুত্তমম্ ॥ ২০ ॥

এতাদৃশস্ত্বৎপদাম্বুজং যে ন ভজন্তি তে হতভাগ্যা ইত্যাহ। তপসীতি। বিভবে ঐশ্বর্য্যে তপোরূপে সত্যপি পরাভবো মোক্ষাৎ সকাশাৎ পরিকল্পিতো জাতস্তেষামিত্যর্থঃ॥ ১৮॥

তস্মান্ন তপসেতি। ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুরিত্যাদিশ্রুতেঃ। অহমেব স্বয়মিদংবদামি জুষ্টন্দেবেভিরুতমানুষেভিঃ। কাময়ে যং যং কাময়ে হ্যহং তন্তমুগ্রঙ্কৃণোমি তম্ব্রহ্মাণস্তমৃষিন্তং সুমেধমিতি শ্রুতেশ্চ। তবপদাব্জনিষেবণাদ্যথা মুক্তিঃ সা চ ঝটিতি ভবতি তথা ন কুত্রাপীতি ভাবঃ॥ ১৯॥

প্রজপন্ সুখিতঃ সমভবমিত্যন্বয়ঃ॥ ২০॥

যে, যুবতিভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনার সংসারযাতনা-প্রশমকারি চরণপদ্মের পরিচর্য্যা লাভ করিলাম, আমার এই নির্ম্মলকীর্ত্তি ত্রিভুবন মধ্যে সততই পরিকীর্ত্তিত হউক॥ ১৬॥ আপনার পাদপদ্মের সান্নিধ্য সেবা পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ব্যক্তি অবনিতলে যাইয়া অকণ্টক রাজ্য লাভে বাসনা করিয়া থাকে? তোমার চরণসরোজ যাহার সন্নিহিত না হয়, এই দুর্ভাগ্যতাজন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া যুগপরিমিত কাল তাহার ফলভোগ করিতে হয়॥ ১৭॥ জননি! যে নির্ম্মলবুদ্ধি মুনিগণ আপনার চরণাম্বুজের পূজা পরিহার করিয়া তপস্যায় নিরত হন, তাঁহারা নিশ্চিতই বিধাতৃকর্ত্তৃক প্রতারিত হন, তাঁহাদের তপোরূপ বিভব বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা মোক্ষপ্রাপ্ত না হইয়া কেবল আপনার গুণত্রয়ের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ১৮॥ আপনার পাদপদ্মের পূজা ব্যতিরেকে কেহই তপস্যা, দম, সমাধি অথবা বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানাদি কোনও প্রকারে সংসারসাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। কেননা, জন্মমৃত্যুবিহীন পদার্থের শরণ গ্রহণ ব্যতীত কদাচ তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই॥ ১৯॥ করুণাময়ি! যদি আপনি

প্রথমজন্মনি চাধিগতো ময়া
তদধুনা ন বিভাতি নবাক্ষরঃ।
কথয় মাং মনুমদ্য ভবার্ণবা-
জ্জননি! তারয় তারয় তারকে! ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী শিবেনাদ্ভুততেজসা।
উচ্চচারাম্বিকা মন্ত্রং প্রস্ফুটঞ্চ নবাক্ষরম্‌ ॥ ২২ ॥
তং গৃহীত্বা মহাদেবঃ পরাং মুদমবাপ হ।
প্রণম্য চরণৌ দেব্যাস্তত্রৈবাবস্থিতঃ শিবঃ ॥ ২৩ ॥
জপন্নবাক্ষরং মন্ত্রং কামদং মোক্ষদং তথা।
বীজযুক্তং শুভোচ্চারং শঙ্করস্তস্থিবাংস্তদা ॥ ২৪ ॥
তং তথাবস্থিতং দৃষ্ট্বা শঙ্করং লোকশঙ্করম্‌।
অবোচন্তাং মহামায়াং সংস্থিতোঽহং পদান্তিকে ॥ ২৫ ॥
ন বেদাস্ত্বামেবং কলয়িতুমিহাসন্ন পটবো
যতস্তে নোচুস্ত্বাং সকলজনধাত্রীমবিকলাম্‌।
স্বাহাভূতা দেবী সকলমখহোমেষু বিহিতাং
তদা ত্বং সর্ব্বজ্ঞা জননি! খলু জাতা ত্রিভুবনে ॥ ২৬ ॥

নন্থ নবার্ণমন্ত্রোঽস্তীত্যেব প্রথমতস্ত্বয়া কথং জ্ঞাতমিতি চেত্তত্রাহ। প্রথমজন্মনীতি। পূর্ব্বজন্মনি ময়া গুরোঃ সকাশাদধিগতঃ প্রাপ্তঃ স্থিতঃ। স ইহ জন্মন্যধুনা ন বিভাতি বিস্মৃতত্বাত্তথাপি সংস্কারস্তু তিষ্ঠতি তস্মাৎ স্মরণজ্ঞাতমিতি ভাবঃ। নবাক্ষর ইতি। নবার্ণশ্চণ্ডিকামন্ত্র ইত্যর্থঃ। তদ্বিধানঞ্চ নবমস্কন্ধান্তিমাধ্যায়ে বক্ষ্যতি। অনেন চ ব্রহ্মাদীনাং জীবত্বং স্পষ্টমেবোক্তম্‌॥২১-২৩॥

বীজযুক্তং বাক্কামমায়াযুক্তম্‌ ॥ ২৪—২৫ ॥

আমার প্রতি দয়া করেন তবে আমাকে সেই অনন্তবীর্য্যজনক নির্ম্মল চণ্ডিকা মন্ত্রের উপদেশ করুন, দেবি! আমি সেই সর্ব্বশ্রেয়স্কর অত্যুত্তম নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া সুখী হইতে পারিব সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ জননি! আমি পূর্ব্বজন্মে গুরুর নিকট হইতে নবাক্ষর মন্ত্র লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহ জন্মে তাহা স্ফুরিত হইতেছে না, তারিণি! এখন আপনি আমাকে সেই মন্ত্রের উপদেশ করিয়া ভবার্ণব হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ! অমিততেজা মহাদেব এইরূপ স্তুতি করিলে পর, দেবী অম্বিকা পরিস্ফুটরূপে নবাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ॥ ২২ ॥ মহাদেব তাহা প্রাপ্তিমাত্রে পরম আনন্দিত হইলেন এবং দেবীর চরণযুগলে প্রণিপাত পূর্ব্বক সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া

কর্ত্তাহং প্রকরোমি সর্ব্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যদ্ভুতং
কোঽন্যস্তীহ চরাচরে ত্রিভুবনে মত্তঃ সমর্থঃ পুমান্।
ধন্যোঽস্ম্যত্র ন সংশয়ঃ কিল যদা ব্রহ্মাস্মি লোকাতিগো
মগ্নোঽহং ভবসাগরে প্রবিততে গর্ব্বাভিবেশাদিতি ॥ ২৭ ॥
অদ্যাহং তব পাদপঙ্কজপরাগাদানগর্ব্বেণ বৈ
ধন্যোঽস্মীতি যথার্থবাদনিপুণো জাতঃ প্রসাদাচ্চ তে।
যাচে ত্বাং ভবভীতিনাশচতুরাং মুক্তিপ্রদাং চেশ্বরীং
হিত্বা মোহকৃতং মহার্ত্তিনিগড়ং ত্বদ্ভক্তিযুক্তং কুরু ॥ ২৮ ॥

ন বেদা ইতি। বেদাস্ত্বামেবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টাং কলয়িতুং জ্ঞাতুম্পটবো নাসন্ ইতি ন কিন্তর্হি পটব এব। যতস্ত্বাং সকলজনধাত্রীমবিকলাং ক্ষুদ্রকর্ম্মণি যজ্ঞাদিষু নোচুস্তদেতত্ত্বন্মহিমজ্ঞানাভাবে সম্ভবতি কিং নৈব সম্ভবতি তস্মাজ্জানন্ত্যেব তে। নমু তর্হি সর্ব্বথা ন জানন্তি মামতো নোচুরিত্যেব কিং ন স্যাত্তত্রাহ। স্বাহাভূতেতি। যদি ত্বাং সর্ব্বথা ন জানন্তি তর্হি ত্বদেকদেশভূতশক্তিঃ স্বাহাভূতা কথং সকলমখহোমেষু বিহিতা তৈস্তস্মাজ্জানন্ত্যের তে। অতএব তব বেদৈকবেদ্যত্বমস্ত্যেব। যতস্ত্বং ক্ষুদ্রকর্ম্মণি ন বিহিতা ততএব ত্বং সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বোত্তরা জাতা নত্বিন্দ্রাদিক্ষুদ্রদেবগণপংক্তিস্থা জাতেতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

ভক্ত্যাভিনিবেশাৎ স্বধন্যতাং বর্ণয়তি কর্ত্তাহমিতি শ্লোকদ্বয়েন। কর্ত্তাহং ধন্যোঽস্মীত্যাদ্যেতাদৃশাভিমানেন কেবলগর্ব্বাভিনিবেশান্মোহসাগরে মগ্নঃ স্থিতঃ। বিলক্ষণগুণাভাবেঽভিমানস্য মূর্খধর্ম্মত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

যদ্যপ্যেতাবৎ কালপর্য্যন্তমেতাদৃশঃ স্থিতস্তথাপ্যদ্যাহং ধন্যোঽস্মীতি বক্তা। যথার্থবাদনিপুণো যথার্থবক্তা জাতোঽস্মি মহাগুণলাভাৎ। কোঽসৌ মহাগুণস্তত্রাহ। তব পাদপঙ্কজ-

---

সর্ব্বৈশ্বর্য্যকামনা-পূরণকারী মোক্ষপ্রদ অথচ অনায়াসে উচ্চরণীয় সেই নবাক্ষর বীজমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৪ ॥ নারদ! অখিল লোকের কল্যাণকর শঙ্করকে সেইরূপে অবস্থিত দেখিয়া আমি পাদপদ্ম সন্নিকর্ষে সংস্থিত হইয়া সেই মহামায়াকে কহিলাম ॥ ২৫ ॥ জননি! বেদ সকল আপনার তত্ত্ব জানিতে পটু নহে এমন নয়, যেহেতু যজ্ঞাদি ক্ষুদ্রকর্ম্মে সর্ব্বজনবিধাত্রী ও নিষ্কল অর্থাৎ পূর্ণরূপিণী আপনার উল্লেখ না করিয়া ইন্দ্রাদি অপ্রধান দেবতাগণেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং ত্বদীয় অংশভূত স্বাহাদেবীকে হোমযজ্ঞাদি কার্য্যের বিধাত্রীরূপে বিধান করিয়াছেন; অতএব, দেবি! আপনি এই অখিল ভুবন মধ্যে চৈতন্যরূপিণী, সর্ব্বজ্ঞা এবং দেবাদি-সমন্বিত সমস্ত লোকের অতীত বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছেন ॥২৬॥ দেবি! আমি এই অতিশয় অদ্ভুত সর্ব্ব চরাচর সমন্বিত অখিল ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব আমি এই অখিলের কর্ত্তা, এই চরাচর ত্রিভুবনে আমার তুল্য ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ অন্য আর কে আছে? আমি সর্ব্বলোকাতীত ব্রহ্মা, অতএব আমিই ধন্য তাহাতে আর সংশয় নাই; এইরূপ গর্ব্বের অভিনিবেশ বশেই আমি এই অতি বিস্তৃত সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি ॥ ২৭ ॥ পরন্ত, জননি! এখন আমি আপনার পাদ-

অতোঽহঞ্চ জাতো বিমুক্তঃ কথং স্যাং
সরোজাদমেয়াত্ত্বদাবিষ্কৃতাদ্বৈ।
তবাজ্ঞাকরঃ কিঙ্করোঽস্মীতি নূনং
শিবে! পাহি মাং মোহমগ্নং ভবাব্ধৌ ॥ ২৯ ॥
ন জানন্তি যে মানবাস্তে বদন্তি
প্রভুং মাং তবাদ্যং চরিত্রং পবিত্রম্।
যজন্তীহ যে যাজকাঃ স্বর্গকামা
ন তে তে প্রভাবং বিদন্ত্যেব কামম্ ॥ ৩০ ॥
ত্বয়া নির্ম্মিতোঽহং বিধিত্বে বিহারং
বিকর্ত্তুং চতুর্দ্ধা বিধায়াদিসর্গম্।
অহং বেদ্মি কোঽন্যো বিবেদাদিমায়ে!
ক্ষমস্বাপরাধং ত্বহঙ্কারজং মে ॥ ৩১ ॥

পরাগস্যাদানং গ্রহণং তস্য যোঽগর্ব্বঃ স এব মহান্ গুণস্তেন। অনেন চ ভক্তিনির্ভরো দর্শিতঃ। যত এতাদৃশী ভক্তির্নিগুর্ণস্যাপি দুরাচারবতো মহত্ত্বপ্রদা। তস্মান্মহার্ত্তিনিগড়ং হিত্বা ত্বদ্ভক্তি-যুক্তস্তুরু ইত্যেব প্রার্থনা মমেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

অত ইতি। হে শিবে! ত্বদাবিষ্কৃতাৎ সরোজাদহঞ্জাতঃ কথং মুক্তঃ স্যামিতিচিন্তয়া যুক্ত-স্তবাজ্ঞাকরঃ কিঙ্করোঽস্মীতি নূনং মাং নিশ্চিত্য ভবাব্ধৌ মোহেনাবিবেকেন মগ্নং মামতো ভক্তিপ্রদানেন পাহি রক্ষ ॥ ২৯ ॥

যে তবাদ্যম্পবিত্রঞ্চরিত্রঞ্জগৎ সর্জ্জনাদিরূপং ন জানন্তি তে মাম্প্রভুংবদন্তি। তথা যে যাজকাঃ স্বর্গকামাস্তেঽপি তে প্রভাবং ন জানন্তি। যতো মোক্ষার্থং ত্বামনারাধ্য স্বর্গার্থ-মিন্দ্রাদিদেবানেব যথেষ্টং যজন্তি মোহিতা এব তব মায়য়ৈতে ইতি ভাবঃ। তদুক্তং ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে। অশ্রুতা সঃ শ্রুতা সশ্চ যজ্বানো যেঽপ্যযজ্বনঃ। স্বর্যন্তো যে নাপেক্ষন্তে ইন্দ্রমগ্নিঞ্চ যে বহ্নিঃ। সিকতা ইব সংযন্তি রশ্মিভিঃ সমুদীরিতাঃ। অস্মাল্লোকাদমুষ্মাচ্চেত্যাহ চারণ্যক-শ্রুতিরিতি ॥ ৩০ ॥

পঙ্কজের পরাগগ্রহণগর্ব্বে যথার্থই ধন্য হইয়াছি এবং আপনার প্রসাদে যথার্থই স্বরূপবক্তা হইয়াছি। মাতঃ! আপনার লীলাময় বিলাস ভবভয়-নাশনে ও মোক্ষপ্রদানে নিপুণতম; অতএব, ঈশ্বরি! আপনার নিকট এই প্রার্থনা যে, আপনি আমার এই মোহজালপ্রসূত মহাদুঃখময় নিগড় অপনয়ন করিয়া আমাকে আপনার প্রতি ভক্তিযুক্ত করুন ॥ ২৮ ॥ মাতঃ শিবে! আমি আপনার আবিষ্কৃত পদ্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া, এক্ষণে কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিব এইরূপ চিন্তাকুলিত চিত্তে ভবার্ণবে মোহদ্বারা নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি, আপনি আমাকে আপনার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর নিশ্চয় করিয়া সেই দুস্তর সাগর হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ২৯ ॥ জননি! যাহারা আপনার পবিত্র চরিতগাথা অবগত নহে, তাহারাই আমাকে

শ্রমং যেঽষ্টধাযোগমার্গে প্রবৃত্তাঃ
প্রকুর্ব্বন্তি মূঢ়াঃ সমাধৌ স্থিতা বৈ।
ন জানন্তি তে নাম মোক্ষপ্রদং বা
সমুচ্চারিতং জাতু মাতর্ম্মিষেণ ॥ ৩২ ॥
বিচারে পরে তত্ত্বসংখ্যাবিধানে
পদে মোহিতা নাম তে সংবিহায়।
ন কিং তে বিমূঢ়া ভবাব্ধৌ ভবানি!
ত্বমেবাসি সংসারমুক্তিপ্রদা বৈ ॥ ৩৩ ॥

ত্বয়েতি। বিহারং সংসারসর্জ্জনাদিরূপং বিশেষেণ কর্ত্তুমহং বিধিত্বে বিধিত্বপদব্যাপ্ত্বয়া নির্ম্মিত উৎপাদিতঃ সন্নপ্যাদিসর্গং চতুর্দ্ধাণ্ডজস্বেদজজরায়ুজোদ্ভিজ্জাদিরূপেণ বিধায়াহঙ্কারাদহমেব বেদ্মি সর্ব্বং মত্তঃ কোঽন্যো বিবেদেতিবৃত্তিমান্ জাতস্তদহঙ্কারজমপরাধং ক্ষমস্ব। নহি ত্বয়া নির্ম্মিতস্যৈবমপরাধো যুক্ত ইতিভাবঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রমমিতি। মিষেণাপি ব্যাজেনাপি যন্নাম শ্রীদেব্যাঃ সমুচ্চারিতং জাতু কদাচিদপি ন নিরন্তরন্তথাপি তন্নামোচ্চারিতং মোক্ষপ্রদন্তবতি। ইত্থং সতি মোক্ষার্থং যেঽষ্টাঙ্গযোগাদিসাধনশ্রমঙ্কুর্ব্বন্তি তে মূঢ়া এব। তদুক্তং মহাকালসংহিতায়াম্। সহেলং বা সলীলং বা যস্যাঃ স্মরণমাত্রতঃ। করামলকবন্মুক্তিস্তাং নসেবেত্ কো জন ইতি ॥ ৩২ ॥

বিচারে পরে। ইতি যথা যোগিনো মূঢ়া এবেত্যাহ। বিচারে ইতি। তত্ত্বসংখ্যাবিধানে তত্ত্বসংখ্যাবিধানবতি বিচারে পদে স্থানে মোহিতা এতে ভবাব্ধৌ কিং ন মূঢ়া এব। যতঃ সংসারমুক্তিপ্রদা ত্বমেবাসি. ততস্ত্বন্নাম বিহায় তস্মিন পদে মোহিতা মূঢাঃ কথং ন স্যুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

এই জগতের প্রভু বলিয়া মনে করে, আর যাহারা আপনার প্রভাব বিদিত নহে তাহারাই স্বর্গকামনায় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ মাতঃ শিবে! আপনি সনাতনী মহামায়া, আপনি সংসার সৃষ্টি প্রভৃতি লীলা করিবার নিমিত্ত আমাকে বিধাতৃপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য উৎপাদন করিলে আমি স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারিপ্রকার জীব সৃষ্টি করিয়া "আমিই সকল জানি অন্য কেহই আমা অপেক্ষা অধিক অবগত নহে" এই অহঙ্কারে অহঙ্কৃত হইয়া যে অপরাধ করিয়াছি তাহা আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৩১ ॥ মাতঃ! কোনও প্রকার ছলক্রমে আপনার নাম উচ্চারণ করিলেই যে মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা যাহারা অবগত নহে সেই সকল মূঢ় মানবই তপস্যায় নিরত বা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় পরিশ্রম করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ জননি! যাহারা আপনার নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ বিচারে প্রবৃত্ত হয় সেই সাংখ্যযোগিগণ যথার্থ বস্তু বিষয়ে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছে সংশয় নাই, ভবানি! তাহারা কি ভবসমুদ্রে পতিত হইয়া মহামোহের কল্লোল-লীলায় পরিপ্লুত হয় নাই? কেননা আপনিই একমাত্র এই অখিল সংসারে মোক্ষদায়িনী রহিয়া-

পরং তত্ত্ববিজ্ঞানমাদ্যৈর্জ্জনৈর্যে-
রজে! চানুভূতং ত্যজন্ত্যেব তে কিম্।
নিমেষার্দ্ধমাত্রং পবিত্রং চরিত্রং
শিবা চাম্বিকাশক্তিরীশেতি নাম ॥ ৩৪ ॥
ন কি ত্বং সমর্থাসি বিশ্বং বিধাতুং
দৃশৈবাশু সর্ব্বং চতুর্দ্ধা বিভক্তম্।
বিনোদার্থমেবং বিধিং মাং বিধায়া-
দিসর্গে কিলেদং করোষীতি কামম্ ॥ ৩৫ ॥
হরিঃ পালকঃ কিং ত্বয়াসৌ মধোর্ব্বা
তথা কৈটভাদ্রক্ষিতঃ সিন্ধুমধ্যে।
হরঃ সংহৃতঃ কিন্ত্বয়াসৌ ন কালে
কথং মে ভ্রুবোর্ম্মধ্যদেশাৎ স জাতঃ ॥ ৩৬ ॥

অস্তু মূঢ়ানামিয়ং বার্ত্তা পূর্ণা জ্ঞানিনস্তু ত্বয়ি প্রেম্ণোঽতিশয়াত্ত্বন্নাম কদাপি ন ত্যজন্তী-ত্যাহ। পরং তত্ত্বেতি। আদ্যৈর্হরিহরাদিভির্জ্জনৈঃ যৈঃ পরং তত্ত্বজ্ঞানমনুভূতং তেঽপি কিং নিমেষার্দ্ধমপি শিবা চাম্বিকাশক্তিরীশেতি নাম ত্যজন্তি নৈব ত্যজন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং ভুবনেশীসংহিতায়াম্। আত্মানুভূতিনিষ্ণাতা দ্বৈতভাববিবর্জ্জিতাঃ। তেঽপি প্রেম্ণা ভজন্ত্যেনামিত্থং সর্ব্বোত্তমা শিবেতি ॥ ৩৪—৩৫ ॥

হরিঃ পালক ইতি। যঃ সিন্ধুমধ্যে ত্বয়া মধোর্ব্বা কৈটভাদ্বা রক্ষিতো হরিরসৌ জগতঃ পালকঃ কিং ভবতি নৈব ভবতীত্যর্থঃ। যঃ স্বরক্ষণে সমর্থো ন স কথমন্যপালনে সমর্থঃ স্যাদিতি ভাবঃ। তথা সর্ব্বসংহারকো যদি হরস্তর্হি ত্বয়াসৌ কিং কালে প্রলয়কালে সংহৃতো নাশিতঃ যদি ন নাশিতস্তর্হি কথং মে ভ্রুবোর্ম্মধ্যদেশাৎ স জাতস্তস্মাৎ সোঽপি সর্ব্বসংহারকো ন। ন হি সর্ব্বসংহারকমন্যঃ সংহরেত্তস্মাম্মুখ্যা সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্রী ত্বমেবাসীতি ভাবঃ ॥৩৬॥

ছেন ॥ ৩৩ ॥ অনাদিনিধনে! হরি ও হর প্রভৃতি যে যে সনাতন পুরুষগণ পরতত্ত্বজ্ঞান অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা আপনার পবিত্র মহিমা এবং শিবা অম্বিকাশক্তি ও ঈশানী প্রভৃতি নাম কি নিমেষ মাত্রের জন্যও পরিত্যাগ করিয়াছেন? ॥ ৩৪ ॥ মাতঃ! আপনি কটাক্ষমাত্রেই স্বেদজাদি চতুর্ব্বিধ জীবনিবহ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং কি পরিচালনে সমর্থ নহেন? বস্তুতঃ কেবল আপনি বিনোদের নিমিত্তই আমাকে বিধাতৃপদে নিযুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু আপন ইচ্ছামাত্রে মহৎ ও অহং তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টির আদ্য উপকরণ সমুদায় সঙ্কলন পূর্ব্বক পূর্ব্বেই এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥৩৫॥ জগদম্বিকে! আপনিই হরিকে এই অখিল লোকের পালন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনি কি প্রলয় সাগর মধ্যে মধু ও কৈটভ নামক ঘোরতর দুই দৈত্যের হস্তে তাঁহাকে রক্ষা করেন নাই? মাতঃ! যিনি আত্মরক্ষণে অসমর্থ তিনি কি অপরের রক্ষণে সমর্থ হইতে পারেন? অতএব আপনি হরি দ্বারা এই

ন তে জন্ম কুত্রাপি দৃষ্টং শ্রুতং বা
কুতঃ সম্ভবস্তে ন কোপীহ বেদ।
কিলাদ্যাসি শক্তিস্ত্বমেকা ভবানি!
স্বতন্ত্রৈঃ সমস্তৈরতো বোধিতাসি ॥ ৩৭ ॥
ত্বয়া সংযুতোঽহং বিকর্ত্তুং সমর্থো
হরিস্ত্রাতুমম্ব! ত্বয়া সংযুতশ্চ।
হরঃ সম্প্রহর্ত্তুং ত্বয়ৈবেহ যুক্তঃ
ক্ষমা নাদ্য সর্ব্বে ত্বয়া বিপ্রযুক্তাঃ ॥ ৩৮ ॥
যথাহং হরিঃ শঙ্করঃ কিং তথান্যে
ন জাতা ন সন্তীহ নো বা ভবিষ্যন্।
ন মুহ্যন্তি কেঽস্মিংস্তবাত্যন্তচিত্রে
বিনোদে বিবাদাস্পদেঽল্পাশয়ানাম্ ॥ ৩৯ ॥
অকর্ত্তাগুণস্পষ্ট এবাদ্য দেবো
নিরীহোঽনুপাধিঃ সদেবাকুলশ্চ।
তথাপীশ্বরস্তে বিতীর্ণং বিনোদং
সুসম্পশ্যতীত্যাহুরেবং বিধিজ্ঞাঃ ॥ ৪০ ॥

স্বতন্ত্রৈর্ব্বেদৈরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥
ত্বয়া বিপ্রযুক্তা বিযুক্তাঃ ক্ষমা নেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
অল্পাশয়ানামল্পবুদ্ধীনাং বিবাদাস্পদে সত্ত্বাসত্ত্বেত্যাদিবিকল্পাস্পদে ॥ ৩৯ ॥

জগতের পালন করিতেছেন। আর আপনি কি জগৎসংহারক হরকে যথাকালে সংহার করেন না অবশ্যই করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে সেই রুদ্রদেব আমার ভ্রূমধ্য হইতে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন? ॥ ৩৬ ॥ ভবানি! আপনার উৎপত্তি কেহ কখন কোথাও দর্শন বা শ্রবণ করে নাই, কোথা হইতে আপনার উদ্ভব হইল তাহাও এই অখিল বিশ্বে কেহই অবগত নহে, আপনি আদ্যা ও অদ্বিতীয়া সনাতনী শক্তি, অতএব অন্য কেহই আপনার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না, কেবল একমাত্র অপৌরুষেয় শ্রুতি সকলই তাহা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥ অম্বিকে! আমি আপনার সহায় বলেই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই, হরি এবং হরও সেইরূপ আপনার প্রভাবেই পালন ও সংহার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আপনার আশ্রয় ব্যতীত আমরা ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে কদাচই সমর্থ নহি ॥ ৩৮ ॥ জননি! আপনার আশ্চর্য্যজনক লীলা ব্যাপারে অদূরদর্শী পণ্ডিতগণে যে পরস্পর বিবাদ করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? কেননা, আমি, হরি বা শঙ্কর কি অন্য

দৃষ্টাদৃষ্টবিভেদেঽস্মিন্ প্রাক্তত্তো বৈ পুমান্ পরঃ।
নান্যঃ কোঽপি তৃতীয়োঽস্তি প্রমেয়ে সুবিচারিতে ॥ ৪১ ॥
ন মিথ্যা বেদবাক্যং বৈ কল্পনীয়ং কদাচন।
বিরোধোঽয়ং ময়াত্যন্তং হৃদয়ে তু বিশঙ্কিতঃ ॥ ৪২ ॥
একমেবাদ্বিতীয়ং যদ্ ব্রহ্ম বেদা বদন্তি বৈ।
সা কি ত্বং বাপ্যসৌ বা কিং সন্দেহং বিনিবর্ত্তয় ॥ ৪৩ ॥
নিঃসংশয়ং ন মে চেতঃ প্রভবত্যবিশঙ্কিতম্।
দ্বিত্বৈকত্ববিচারেঽস্মিন্নিমগ্নং ক্ষুল্লকং মনঃ ॥ ৪৪ ॥

নির্গুণোঽপীশ্বরস্তব বিনোদং সংপশ্যতীতি বিধিজ্ঞাঃ শাস্ত্রজ্ঞা বদন্তীত্যন্বয়ঃ এতাদৃশী ত্বং মহাচমৎকারকর্ত্রী। যস্যাশ্চমৎকৃতিং নিরীহোঽপীশ্বরো বেদিতুমিচ্ছতীতি ॥ ৪০ ॥

ইত্থং দেবীং স্তুত্বা স্বমনসি স্থিতাং শঙ্কাং দূরীকর্ত্তুং পৃচ্ছতি। দৃষ্টাদৃষ্টবিভেদেঽস্মিন্নিতি। দৃষ্টাদৃষ্টয়োর্মূর্ত্তামূর্ত্তয়োর্ব্বিভেদো যস্মিন্ সংসারে দৃশ্যাদৃশ্যরাশিদ্বয়াত্মকে ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ সংসারে ত্বত্তঃ প্রাগাধারভূতস্তবপরঃ পুমান্ ভবতি। আধারাধেয়য়োঃ পূর্ব্বাপরীভাবস্য লোকদৃষ্ট্যোক্তত্বাৎ। নতুবা পূর্ব্বাপরীভাবঃ উভয়োরপ্যনাদিত্বস্য বেদসিদ্ধত্বাৎ। তথাচৈকা ত্বং সচৈক ইতি তত্ত্বদ্বয়ং সিদ্ধম্। অনেন তত্ত্বদ্বয়েনৈব সর্ব্বপ্রপঞ্চনির্ব্বাহে তৃতীয়স্যোপযোগাভাবান্নান্যঃ কোঽপি তৃতীয়োঽস্তি। ইত্থং প্রমেয়ে পদার্থে শ্রুত্যা যুক্ত্যা লাঘবেন চ বিচারিতে পদার্থদ্বয়মেব সিধ্যতি। অবিচারিতে তু মতান্তরেঽনেকানি তত্ত্বানি জাতান্যেবেতি তদুপযোগাভাবঃ ॥ ৪১ ॥

তত্রৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি শ্রুতিবাক্যং কদাপি মিথ্যা নৈব কল্পনীয়ম্। সর্ব্বপ্রমাণমূর্দ্ধন্যত্বাৎ। তত্রৈবং সতি পদার্থদ্বয়মনুভবেন ভাসতে শ্রুতিস্ত্বদ্বৈতং বক্তি তস্মাচ্ছ্রুত্যনুভবয়োর্ম্মহান্ বিরোধো ময়া হৃদয়ে বিশঙ্কিতস্তর্কিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

তত্র শ্রুতিপ্রামাণ্যাদাত্মব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বং বক্তব্যং তদা কিং ত্বমাত্মরূপাস্যুতাসৌ পুরুষ ইতি সন্দেহং বিনিবর্ত্তয়। মিথ্যাপদার্থভজনে শ্রদ্ধায়া অজায়মানত্বাদিতি নির্ণয় আবশ্যক ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

কোনও পুরুষ এমন কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই করিবে না অথবা এক্ষণে বিদ্যমান নাই যে এ বিষয়ে বিমোহিত না হয়, অতএব দেবি! আপনার লীলা অনির্ব্বচনীয় সন্দেহ নাই ॥৩৯॥ শাস্ত্রজ্ঞ মনীষিগণ কহেন যে ঈশ্বর নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধিক, নিরংশ ও নিরীহ হইয়াও আপনার সুবিস্তীর্ণ সংসাররূপ লীলা নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ যে সকল মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তভেদ সংসার মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আপনার পূর্ব্বাধারভূত অপর এক পুরুষ আছেন, সেই প্রমেয় পদার্থ বিচার বিষয়ে আপনাদের এই উভয় ব্যতীত তৃতীয় আর কোন বস্তুই নাই ॥ ৪১ ॥ বেদবাক্য মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করা কদাচই কর্ত্তব্য নহে। অনুভব দ্বারা প্রকৃতি পুরুষরূপ পদার্থদ্বয় প্রতিভাত হইতেছেন কিন্তু শ্রুতি, অদ্বৈতের কথাই কহিতেছেন, অতএব মাতঃ! আমি হৃদয় মধ্যে এ বিষয়ের বিরোধ আশঙ্কা করিতেছি ॥৪২॥ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থ একই, বেদ সকল এই কথাই কহিতেছেন, জননি!

স্বমুখেনাপি সন্দেহং ছেত্তুমর্হসি মামকম্।
পুণ্যযোগাচ্চ মে প্রাপ্তা সঙ্গতিস্তব পাদয়োঃ ॥ ৪৫ ॥
পুমানসি ত্বং স্ত্রী বাসি বদ বিস্তরতো মম।
জ্ঞাত্বাহং পরমাং শক্তিং মুক্তঃ স্যাম্ভবসাগরাৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-স্কন্ধে হরবিরিঞ্চিকৃতস্তোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিত্বৈকত্বেতি। দ্বৈতং সত্যং বাদ্বৈতং সত্যং বেতি বিচারে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥
স্বমুখেনাপি স্বমুখেনৈবেত্যর্থঃ। বহুপুণ্যযোগেন তব পাদয়োঃ সঙ্গতির্লব্ধাস্তি তত এতাদৃশং রহস্যমেব প্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥
যেন জ্ঞানেন তাং পরমাং শক্তিং জ্ঞাত্বা ভবসাগরান্মুক্তঃ স্যামিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সেই পদার্থ কি আপনি? অথবা সেই পুরুষ? আপনি আমার এই সংশয় নিরাকরণ করুন ॥ ৪৩ ॥ আমার চিত্ত নিঃসংশয় রূপে শঙ্কাহীন হইতে সমর্থ হইতেছে না এবং আমার এই ক্ষুদ্র মন এই দ্বৈতাদ্বৈত বিচারসাগরে নিমগ্ন হইয়া তত্ত্বান্বেষণ করিতেও পারিতেছে না; অতএব মাতঃ শিবে! আপনি নিজমুখেই আমার এই সন্দেহ অপনোদন করুন; বিপুল পুণ্যযোগ প্রভাবেই আমরা আপনার চরণ যুগলের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥ আপনি পুরুষ বা স্ত্রী বটেন ইহা আমাকে বিস্তার পূর্ব্বক বলুন, তাহা হইলেই আমি পরমা-শক্তিকে অবগত হইয়া সংসার সাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক শ্রীমদ্দেবীভাগবত মহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে হরবিরিঞ্চিকৃতস্তোত্র বর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি পৃষ্টা ময়া দেবী বিনয়াবনতেন চ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্মমাদ্যা ভগবতী হি সা॥ ১॥

দেব্যুবাচ।

সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্ব্বদৈব মমাস্য চ।
যোঽসৌ সাহমহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥ ২॥

পঞ্চাশীতিমহাপদ্যৈরর্দ্ধশ্লোকাধিকৈরথ।
শ্রীদেব্যা উপদেশশ্চ ব্রহ্মণে কৃত ঈর্য্যতে॥

ব্রহ্মপ্রশ্নোত্তরং শ্রীদেবীনিজরূপোপদেশং চকারেত্যাহ। ইতি পৃষ্টেতি॥ ১॥

সদৈকত্বমিতি। যত্ত্বয়োক্তমদ্বৈতং সত্যং চেদ্দ্বৈতস্য মিথ্যাত্বাদ্দ্বৈতান্তর্গত এব মায়াদিপদার্থঃ সম্ভবতীতি মিথ্যাপদার্থভজনে শ্রদ্ধা ন জায়ত ইতি ত্বং ব্রহ্মরূপিণ্যাসি বা ততো ভিন্নাসি চেতি। তত্রোত্তরমুচ্যতে। সত্যমদ্বৈতমেব তথাপ্যদ্বৈতরূপাদ্ব্রহ্মণো নাহং ভিন্নাস্মি শক্তেশ্চ শক্তাব্যতিরেকাৎ। অগ্ন্যাদিশক্তীনামগ্নের্ব্যতিরেকেণাদর্শনাৎ। দ্বিবিধং হি শক্তিরূপং কার্য্যং কারণঞ্চ। তত্র কার্য্যরূপমাবরণবিক্ষেপাদিরূপং তত্তৎশক্তিমদ্রূপাৎ পৃথগেব ভাসতে। অহমজ্ঞোঽহং সুখী দুঃখী চেত্যাদ্যনুভবাৎ। অগ্নিরূপাদ্ভিন্নত্বেন ভাসমানদাহস্ফোটাদিশক্তিকার্য্যবৎ। যচ্চ কারণভূতং মহামায়ারূপং ন তচ্ছক্তিমতো ব্রহ্মণঃ পৃথগবভাসতে অগ্নের্দাহাদিকার্য্যভিন্নদাহাদিকার্য্যজনকশক্তের্ভেদেনাদর্শনাৎ স্বাত্মন্যাবরণবিক্ষেপভিন্নাবরণবিক্ষেপজনকমহামায়াশক্তেরননুভবাচ্চ। তস্যাঃ সদ্ভাবে তর্হি কিং প্রমাণমিতি চেদাবরণবিক্ষেপরূপকার্য্যান্যথানুপপত্তিঃ শ্রুত্যাদিকং চেতি ব্রূমঃ। তত্রৈবং সতি যথাগ্নৌ হোমেঽগ্নিশক্ত্যাং হোমোঽর্থসিদ্ধো যথাবাগ্নিশক্তৌ হোমেঽগ্নৌ হোমোঽর্থসিদ্ধ এবং ব্রহ্মোপাসনায়ামপি মমোপাসনার্থাদেব সিদ্ধা মমোপাসনায়ামপি ব্রহ্মোপাসনার্থাদেব সিদ্ধা। তথাচোভয়ত্র মায়োপাসনায়াং ব্রহ্মোপাসনায়াঞ্চ মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপমেবোপাস্যং ভবতি। তথাচ মমোভয়াত্মকত্বাদেকস্য ভাগস্য মায়ারূপস্য মম মিথ্যাত্বেঽপি দ্বিতীয়ভাগস্য ব্রহ্মরূপস্য মম সত্যত্বাদদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো ন বোপাসনায়ামশ্রদ্ধা স্যাৎ। অয়ন্তু ভ্রমঃ সর্ব্বেষাং, মায়োপাসনা মায়ায়া এব ব্রহ্মোপাসনা ব্রহ্মণ এবেতি। তস্মাৎ কেবলমায়ায়াঃ কারণভূতায়া ব্রহ্মানধিষ্ঠিতায়া উপাস্যত্বাসম্ভবে ন মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব সর্ব্বেষামুপাস্যমিতি। তদেব চ মম মুখ্যং স্বরূপমিতি ন কশ্চিদ্দোষলেশ ইতি। ইদং সর্ব্বমুপোদ্ঘাতে এব স্পষ্টীকৃতং তদেতৎ সর্ব্বং

ব্রহ্মা বলিলেন নারদ! আমি বিনীতভাবে সেই আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে মধুর বাক্যে বলিলেন, ব্রহ্মন্! সেই পুরুষের এবং আমার সর্ব্বদাই একত্বভাব, আমাদের কোনও ভেদ নাই। যে পুরুষ সেই আমি এবং যে আমি সেই পুরুষ; তবে যে, শক্তি ও শক্তিমানে ভেদবুদ্ধি হয়, একমাত্র মতিবিভ্রমকেই তাহার কারণ

আবয়োরন্তরং সূক্ষ্মং যো বেদ মতিমান্ হি সঃ।
বিমুক্তঃ স তু সংসারান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥
একমেবাদ্বিতীয়ং বৈ ব্রহ্ম নিত্যং সনাতনম্।
দ্বৈতভাবং পুনর্যাতি কাল উৎপৎসুসংজ্ঞকে ॥ ৪ ॥
যথাদীপস্তথোপাধের্যোগাৎ সঞ্জায়তে দ্বিধা।
ছায়েবাদর্শমধ্যে বা প্রতিবিম্বং তথাবয়োঃ ॥ ৫ ॥
ভেদ উৎপত্তিকালে বৈ সর্গার্থং প্রভবত্যজ !।
দৃশ্যাদৃশ্যবিভেদোঽয়ং দ্বৈবিধ্যে সতি সর্ব্বথা ॥ ৬ ॥

মনসি নিধায় শ্রীদেব্যুবাচ। সদৈকত্বমিতি। তদুক্তং পাবকস্যোষ্ণতেবেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ। চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং শিবস্য সহজা ধ্রুবেতি। যোঽসৌ পরমাত্মা স এবাহমস্মি অহং যাস্মি স এব যোঽসৌ পরমাত্মা সোঽস্তি। শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ। মতিবিভ্রমাদিতি। শক্তিঃ শক্তিমতো ভিন্নেতি ভেদো ভ্রমমূলক এবেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

আবয়োঃ শক্তিশক্তিমতোরন্তরম্ভেদঃ। কার্য্যরূপেণ শক্তিঃ শক্তাদ্ভিন্নেতি রূপস্তং যো বেদ অর্থাৎ কারণশক্তিরূপস্য ব্রহ্মণা সহাভেদং যো বেদ স পুরুষো মায়াশক্তিজ্ঞানসময়ে এব তদভিন্নব্রহ্মজ্ঞানবান্ সন্ জ্ঞানসময়ে এব বিমুক্তঃ সন্নপি দেহান্তে সংসারান্মুচ্যতে বিদেহ-কৈবল্যং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। যদ্বাবয়োরন্তরং নাস্ত্যেব ভেদো ন স্বরূপতো ভেদস্তং যো বেদেতি সমানার্থম্ ॥ ৩ ॥

যদ্যেকমেব ব্রহ্ম তর্হীদং দ্বৈতং কস্মাদাগতমিতি চেত্তত্রাহ। একমেবেতি। কালে উৎ-পিৎসুসংজ্ঞকে উৎপাদনেচ্ছাবতি কালে সৃষ্টিকালে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যথা দীপ ইতি। যথা দীপ একঃ সন্নপ্যুপাধিযোগাদনেকধা ভবতি। তথা মায়া তৎ-কার্য্যোপাধিভেদাদাত্মৈকোঽপি দ্বিধানেকদৃশ্যাদৃশ্যকোটিভেদেন দ্বিধা ভবতি। যথা মুখমেক-মপ্যুপাধিদর্পণভেদাৎ প্রতিবিম্বরূপেণ বহুধা ভবতি যথা বা পুরুষস্য ছায়োপাধিভেদাদনে-কধা ভবতি তথৈবাবয়োঃ প্রতিবিম্বং মায়াকার্য্যান্তঃকরণরূপোপাধিম্বনেকধা ভবতি ॥ ৫ ॥

কিমর্থময়ং ভেদো ভবতি তত্রাহ। সর্গার্থমিতি। অয়ম্ভাবঃ। নিয়তকালপরিপাকাণাং কর্ম্মণাং মধ্যে পরিপক্বানামুপভোগেন ক্ষয়াদিতরেষাং চাপরিপক্বানাং ভোগাসম্ভবে ন তদ-র্থায়াঃ সৃষ্টেরনুপযোগাৎ প্রাকৃতঃ প্রলয়ো ভবতি তস্মিন্ প্রলয়ে সর্ব্বং জগদ্বীজরূপেণ মায়ায়াং

বলিয়া জানিবে ॥ ১—২ ॥ যে সাধক আমাদের উভয়ের (শক্তি ও শক্তিমানের) ভেদ-বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে, অর্থাৎ স্বরূপত ভেদ না থাকিলেও কেবল কার্য্যত ভেদমাত্র এইটী যাহার অনুভূত হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয় সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ একটী অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু আছেন তিনি নিত্য সনাতন স্বরূপ হইলেও সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে তিনিই দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ যেমন একমাত্র দীপ উপাধি-যোগে দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হয়, যেমন একমাত্র মুখ, দর্পণরূপ উপাধিযোগে প্রতিবিম্বিত হয় যেমন একমাত্র পুরুষ ছায়ারূপ উপাধিযোগে দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মায়ার কার্য্যরূপ অন্তঃকরণোপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইলেই আমাদের ভেদ প্রতীয়মান হয় ॥ ৫ ॥ হে ব্রহ্মন্ !

নাহং স্ত্রী ন পুমাংশ্চাহং ন ক্লীবং সর্ব্বসংক্ষয়ে।
সর্গে সতি বিভেদঃ স্যাৎ কল্পিতোঽয়ং ধিয়া পুনঃ ॥ ৭ ॥
অহং বুদ্ধিরহং শ্রীশ্চ ধৃতিঃ কীর্ত্তির্ম্মতিঃ স্মৃতিঃ।
শ্রদ্ধা মেধা দয়া লজ্জা ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্ষমাক্ষমা ॥ ৮ ॥
কান্তিঃ শান্তিঃ পিপাসা চ নিদ্রা তন্দ্রা জরাজরা।
বিদ্যাবিদ্যা স্পৃহা বাঞ্ছা শক্তিশ্চাশক্তিরেব চ ॥ ৯ ॥

লীনং ভবতি মায়া চ গ্রস্তসমস্তপ্রপঞ্চা ব্রহ্মাভেদেন তিষ্ঠতি। তদা নিস্তরঙ্গসমুদ্রকল্পং ব্রহ্ম-নিরীহং তথৈব তিষ্ঠতি। যদধিকৃত্যোচ্যতে। নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো-ব্যোমাপরো যদিত্যাদি তুচ্ছেনাভ্ব পিহিতমিত্যন্তম্। পরিপক্কেষু তু কর্ম্মসু তত্তৎকালকর্ম্ম-বশাৎ ক্ষেত্রস্থং বীজং যথোচ্ছূনং ভবতি তত্রৈবাদ্বৈতং নিরীহং ব্রহ্মাপি কালকর্ম্মবশাদুচ্ছূনং ভবতি। পশ্চাদঙ্কুরস্ততঃ শাখাস্তাভ্যঃ পত্রাণি ততঃ পুষ্পং ততঃ ফলমেবমেব ক্ষেত্রবীজবদ-ত্রাপি মায়াবীজাদঙ্কুরাদিকং জায়তে। স চোচ্ছূনতাদিপরিণামো মায়ায়া এব ন ব্রহ্মণস্তস্য নিরবয়বত্বান্মায়ায়াশ্চ সাবয়বত্বাৎ পরিণামে সাবয়ববস্তুন এবাপেক্ষণাৎ। ব্রহ্ম তু বিবর্ত্তোপা-দানং তদ্বিনা মায়ায়াঃ সত্তাস্ফূর্ত্ত্যোরভাবেন পরিণামাযোগাৎ। তথাচ মায়ায়াং তৎকার্য্যে চ ব্রহ্মণোঽনুস্যূতত্বাদ্যাবন্তো মায়াভেদাস্তাবন্ত এব ব্রহ্মণো ভেদাঃ সর্গার্থং জাতা ইতি। যদৈবং জাতং তদা দ্বৈবিধ্যে সতি দৃশ্যাদৃশ্যভেদোঽপি সর্ব্বথা জাতঃ ॥ ৬ ॥

তথাচাহং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যেব ন পুরুষরূপা ক্লীবরূপা বা ন বা স্ত্রীরূপেত্যাহ। নাহং স্ত্রীতি। সর্ব্বসংক্ষয়ে প্রলয়ে ইদং কিমপি নাস্তি অহং পুরুষো বা স্ত্রীবেতি পুনঃ সর্গে সতি জীবানুগ্রহার্থময়ং ভেদো ময়া ধিয়া স্ববৃত্ত্যাত্মিকয়া কল্পিতঃ ॥ ৭ ॥

অনাদি ও অনন্তরূপে প্রবহমান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক প্রলয়কালে জীবের অভুক্ত কর্ম্ম সমুদয় জগতের বীজরূপে মায়ার সহিত অভিন্নভাবে উহাতেই সংলীন হইয়া থাকে এবং মায়া, সমস্ত প্রপঞ্চরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিঃশেষে গ্রাস করিয়া পরব্রহ্মের সহিত অভেদে অবস্থান করে, তখন ব্রহ্মবস্তু নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় নিরীহভাবে অবস্থিতি করে। তদনন্তর জীবের সেই কর্ম্ম কালযোগে পরিপক্ক হইলে ক্ষেত্রস্থিত বীজের ন্যায় সেই নিরীহ ব্রহ্মবস্তু কাল ও কর্ম্মবশে উচ্ছূন হইয়া থাকে, সেই জন্য মায়া সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয় তদনন্তর কর্ম্মবীজযুক্ত সেই মায়া হইতেই বৃক্ষের অঙ্কুর পত্র পুষ্প ফলাদির ন্যায় এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহাতে মায়া ও মায়ার কার্য্যে পরব্রহ্ম অনুস্যূত থাকেন, অতএব সৃষ্টির নিমিত্ত মায়ার যত প্রকার ভেদ হয় ব্রহ্মবস্তুরও ততপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে। যখন এইরূপে সৃষ্টি হয়, তখন উক্তরূপে দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হইলে দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে সর্ব্বথা প্রভেদ প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ পদ্মাসন! একমাত্র প্রলয়কালে আমি, স্ত্রী বা পুরুষ নহি এবং ক্লীবও নহি, কেবল সৃষ্টি কালেই বুদ্ধি দ্বারা আমার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ পদ্মজন্মন্! আমিই বুদ্ধি, আমিই শ্রী এবং আমিই ধৃতি, কীর্ত্তি, মতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, অক্ষান্তি, কান্তি ও শান্তি এবং আমিই পিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, জরা ও অজরা এবং আমিই

বসা মজ্জা চ ত্বক্ চাহং দৃষ্টির্ব্বাগনৃতা নৃতা।
পরা মধ্যা চ পশ্যন্তী নাড্যোঽহং বিবিধাশ্চ যাঃ ॥ ১০ ॥
কিং নাহং পশ্য সংসারে মদ্বিযুক্তং কিমস্তি হি।
সর্ব্বমেবাহমিত্যেবং নিশ্চয়ং বিদ্ধি পদ্মজ! ॥ ১১ ॥
এতৈর্ম্মে নিশ্চিতৈ রূপৈর্ব্বিহীনং কিং বদস্ব মে।
তস্মাদহং বিধে! চাস্মিন্সর্গে বৈ বিততাভবম্ ॥ ১২
নূনং সর্ব্বেষু দেবেষু নানানামধরা হ্যহম্।
ভবামি শক্তিরূপেণ করোমি চ পরাক্রমম্ ॥ ১৩ ॥
গৌরী ব্রাহ্মী তথা রৌদ্রী বারাহী বৈষ্ণবী শিবা।
বারুণী চাথ কৌবেরী নারসিংহী চ বাসবী ॥ ১৪ ॥
উৎপন্নেষু সমস্তেষু কার্য্যেষু প্রবিশামি তান্।
করোমি সর্ব্বকার্য্যাণি নিমিত্তং তং বিধায় বৈ ॥ ১৫ ॥

ভেদানামানন্ত্যেঽপ্যুদাহরণার্থং কাংশ্চিদ্ভেদানাহ। অহম্বুদ্ধিরিতি ॥ ৮—১০ ॥

সর্ব্বমেবাহমিতি। একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয় ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়ত ইতি শ্রুতেৰ্ম্মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব সর্ব্বাকারেণ ভাসত ইতি মদ্বিযুক্তং বস্তু কিমস্তি নৈবাস্তীত্যর্থঃ। যদি স্যাত্তর্হি তদ্বন্ধ্যাপুত্রোপমমসদেব স্যাদিতি ॥ ১১ ॥

বিততা ব্যাপিকা ॥ ১২—১৪ ॥

প্রবিশামি তানিতি। তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশদিতিশ্রুতেঃ। তান্ পদার্থানিত্যর্থঃ। অনেন চান্তর্যামিত্বং ভগবত্যা স্বস্যোক্তম্। নিমিত্তং তমিতি। স করোতীতি তং পুরুষং নিমিত্তমাত্রং বিধায়াহমেব সর্ব্বং করোমীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বিদ্যা, অবিদ্যা, স্পৃহা, বাঞ্ছা, শক্তি ও অশক্তি এবং আমিই বসা, মজ্জা, ত্বক্, দৃষ্টি ও সত্যাসত্য বাক্য এবং আমিই পরা মধ্যা ও পশ্যন্তী প্রভৃতি সার্দ্ধত্রিকোটি সংখ্যক নাড়ীরূপিণী ॥ ৮—১০ ॥ বিধাতঃ! আমি সংসারে কোন্ বস্তু নহি? আমা হইতে বিযুক্ত হইয়া কোন্ বস্তু বিদ্যমান থাকিতে পারে? ফলতঃ আমিই এই প্রপঞ্চময় সংসারে অখিল বস্তুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছি ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিও ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মন্! আমার এই সকল নিত্যকারণ দ্বারা বিহীন হইয়া কোন্ বস্তু থাকিতে পারে? তাহা তুমি আমাকে বল; ফলত কোনস্থলেও তাহা দৃষ্ট হয় না, অতএব আমি এই অখিল সংসারের সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি ॥১২॥ আমি নিশ্চয়ই নানা নাম ধারণ পূর্ব্বক শক্তিরূপে সমস্ত দেবগণে অবস্থিতি করিয়া পরাক্রম ও প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ১৩ ॥ কমলাসন! আমি শঙ্করে গৌরী, ব্রহ্মার ব্রাহ্মী, রুদ্রদেবে রৌদ্রী, বরাহে বারাহী, বিষ্ণুতে বৈষ্ণবী, শিবে শিবা, বরুণে বারুণী, কুবেরে কৌবেরী, নরসিংহে নারসিংহী এবং ইন্দ্রে ইন্দ্রাণী শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছি ॥ ১৪ ॥ বস্তুজাতমাত্রেই উৎপন্ন হইলে সেই সমস্ত পদার্থ মধ্যেই আমি অনুপ্রবিষ্ট হই ফলতঃ সেই

জলে শীতা তথা বহ্নাবৌষ্ণ্যং জ্যোতির্দ্দিবাকরে।
নিশানাথে হিমা কামং প্রভবামি যথা তথা ॥ ১৬ ॥
ময়া ত্যক্তং বিধে! নূনং স্পন্দিতুং ন ক্ষমং ভবেৎ।
জীবজাতঞ্চ সংসারে নিশ্চয়োঽয়ং ব্রুবে ত্বয়ি ॥ ১৭ ॥
অশক্তঃ শঙ্করো হন্তুং দৈত্যান্ কিল ময়োজ্ঝিতঃ।
শক্তিহীনং নরং ব্রুতে লোকশ্চৈবাতিদুর্ব্বলম্ ॥ ১৮ ॥
রুদ্রহীনং বিষ্ণুহীনং ন বদন্তি জনাঃ কিল।
শক্তিহীনং যথা সর্ব্বে প্রবদন্তি নরাধমম্ ॥ ১৯ ॥
পতিতঃ স্খলিতো ভীতঃ শান্তঃ শত্রুবশঙ্গতঃ।
অশক্তঃ প্রোচ্যতে লোকে নারুদ্রঃ কোঽপি কথ্যতে ॥ ২০ ॥
তদ্বিদ্ধি কারণং শক্তির্যথা ত্বং চ সিসৃক্ষসি।
ভবিতা চ যদা যুক্তঃ শক্ত্যা কর্ত্তা তদাখিলম্ ॥ ২১ ॥
তথা হরিস্তথা শম্ভুস্তথেন্দ্রোঽথ বিভাবসুঃ।
শশী সূর্য্যো যমস্ত্বষ্টা বরুণঃ পবনস্তথা ॥ ২২ ॥
ধরা স্থিরা তদা ধর্ত্তুং শক্তিযুক্তা যদা ভবেৎ।
অন্যথা চেদশক্তা স্যাৎ পরমাণোশ্চ ধারণে ॥ ২৩ ॥

হিমা শীতলা চন্দ্রিকেত্যর্থঃ ॥ ১৬—২৪ ॥

পুরুষকে নিমিত্তমাত্র করিয়া আমি সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকি ॥ ১৫ ॥ পরমেষ্ঠিন্! আমি সলিলে শৈত্য; অনলে উষ্ণতা, দিবাকরে জ্যোতিঃ ও নিশাকরে শীতলচন্দ্রিকা; ব্রহ্মন্! এইরূপে আমি সর্ব্ব বস্তুতেই অবস্থিত হইয়া আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ১৬ ॥ আমি তোমাকে নিশ্চয় কহিতেছি যে, এই সংসারে জীবসমূহ শক্তিবিহীন হইলে কদাচ নড়িতেও সমর্থ হয় না ॥১৭॥ অধিক কি শঙ্করও আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে দৈত্য বিনাশে সমর্থ হয় না। আর দেখ লোক সকল দুর্ব্বল ব্যক্তিকে শক্তিহীনই বলিয়া থাকে। কিন্তু রুদ্রহীন বা বিষ্ণুহীন এরূপ কেহই বলে না ॥১৮—১৯॥ পতিত, স্খলিত, ভীত, শান্ত ও শত্রুর বশতাপন্ন মানবগণকে লোকে অশক্ত (শক্তিহীন) বলিয়া থাকে কিন্তু এ ব্যক্তি "রুদ্র-হীন" এরূপ ত কেহ কখনই বলে না ॥ ২০ ॥ অতএব, তুমি যদ্দ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাক, সেই শক্তিকেই সকলের কারণ বলিয়া জানিবে। তুমি যখন শক্তিযুক্ত হইবে তখনই অখিলের সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। হরি, শম্ভু, রুদ্র, বিভাবসু, সূর্য্য, শশধর, শমন, বিশ্বকর্ম্মা, বরুণ ও পবন প্রভৃতি দেবতাগণ শক্তিযুক্ত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য-

তথা শেষস্তথা কূৰ্ম্মো যেঽন্যে সর্ব্বে চ দিগ্‌গজাঃ।
মদ্‌যুক্তা বৈ সমর্থাশ্চ স্বানি কার্য্যাণি সাধিতুম্‌ ॥ ২৪ ॥
জলং পিবামি সকলং সংহরামি বিভাবসুম্‌।
পবনং স্তম্ভয়াম্যদ্য যদিচ্ছামি তথাচরম্‌ ॥ ২৫ ॥
তত্ত্বানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং কদাপি কমলোদ্ভব!।
অসতাং ভাবসন্দেহঃ কর্ত্তব্যো ন কদাচন ॥ ২৬ ॥
কদাচিৎ প্রাগভাবঃ স্যাৎ প্রধ্বংসাভাব এব বা।
মৃৎপিণ্ডেষু কপালেষু ঘটাভাবো যথা তথা ॥ ২৭ ॥

যদিচ্ছামীতি। যদ্‌যদিচ্ছামি তত্তৎ সর্ব্বং স্বাতন্ত্র্যেণ করোমি ন মত্তোঽন্যঃ কোঽপ্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ননু যদি ত্বমেব সর্ব্বস্বরূপা তর্হি তব নিরন্তরং বিদ্যমানত্বাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চস্যাপি বিদ্যমানতাস্ত্যেবেতি জগৎ ময়োৎপাদ্যতে ইতি তব বচনং ন সঙ্গচ্ছেত। অথচ যদি ত্বৎসকাশাত্বত্তোঽতিরিক্তমেব জগদপূর্ব্বমুৎপদ্যত ইতি মতম্‌ তদা ত্বং সর্ব্বরূপাসীতি বচনং ন সঙ্গচ্ছেতেতিশঙ্কাং নিরাকর্ত্তুমাহ। তত্ত্বানাং চৈবেতি। হে ব্রহ্মন্‌! সর্ব্বেষাং তত্ত্বানামসতাং ভাবসন্দেহ উৎপত্তিসন্দেহঃ কদাপি নৈব কর্ত্তব্যঃ। অসত উৎপত্ত্যাদ্যাশ্রয়ত্বাযোগাৎ। ন হ্যসন্‌ বন্ধ্যাপুত্র উৎপত্ত্যাদ্যাশ্রয়ো ভবতি। কিন্তু সদ্রূপেণ সতাং বিদ্যমানানামেব তত্ত্বানামুৎপত্তিরিতি জানীহি ॥ ২৬ ॥

ননু তর্হি সতাং বিদ্যমানানাং তত্ত্বানামুৎপত্ত্যাদ্যাশ্রয়ত্বমপি ন সম্ভবতীতি চেদাবির্ভাবতিরোভাবাবেব সৎকার্য্যবাদে উৎপত্তিপ্রলয়ৌ নান্যাবিত্যাহ। কদাচিদিতি। যথাবিদ্য-

---

সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ২১—২২ ॥ যখন শক্তিসমন্বিত হয় তখনই ধরাদেবী স্থির থাকিয়া বিবিধ জীব নিবহ সম্বলিত পদার্থ সমূহ ধারণ করিতে সমর্থ হয় নতুবা একটী পরমাণু মাত্র ধারণ করিতে ও সমর্থ হয় না ॥২৩॥ সেইরূপ শেষ নাগ, কূর্ম্ম ও দিগ্‌গজগণ এবং অন্যান্য সকলেই মদ্‌যুক্ত (শক্তিবিশিষ্ট) হইয়া স্বস্ব কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মন্‌! আমি যাহা যাহা ইচ্ছা করি তৎসমুদায়ই স্বাতন্ত্র্যভাবে সম্পাদন করিয়া থাকি, আমি ইচ্ছা করিলে সমস্ত জল ও অনলের সংহার করিতে এবং সমীরণকেও স্তম্ভিত করিতে পারি ॥ ২৫ ॥ কমলাসন! এই অখিল বিশ্বমণ্ডল অনাদি ও অনন্তরূপে নিরন্তর প্রবাহমান রহিয়াছে, "আপনি তবে কিরূপে ইহার উৎপাদন করিতেছেন?" এইরূপে সমস্ত অসৎ পদার্থের ভাব সন্দেহ অর্থাৎ উৎপত্তির প্রতি সংশয় কদাচই কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু উৎপত্তি প্রভৃতির আশ্রয়াযোগত্ব (আশ্রয়ের অসংযোগ) অসৎ পদার্থের অনুৎপত্তির প্রতি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। দেখ বন্ধ্যাপুত্র এবং শশবিষাণ ও আকাশকুসুম প্রভৃতির উৎপত্তির আশ্রয়যোগ সম্ভব হইতে পারে না কিন্তু সৎরূপে বিদ্যমান পদার্থ সমূহেরই উৎপত্তি সম্ভব হইয়া থাকে, অতএব এই জগৎ ভিন্ন, খপুষ্পাদির ন্যায় অন্য পদার্থের উৎপত্তির প্রতি সন্দেহ, তুমি একবারেই পরিত্যাগ কর ॥ ২৬ ॥ যদি বল, তবে সৎপদার্থ সমূহের উৎপত্তি

অদ্যাত্র পৃথিবী নাস্তি ক গতেতি বিচারণে।
সঞ্জাতা ইতি বিজ্ঞেয়া অস্যাস্তু পরমাণবঃ॥ ২৮॥
শাশ্বতং ক্ষণিকং শূন্যং নিত্যানিত্যং সকর্তৃকম্।
অহঙ্কারাগ্রিমঞ্চৈব সপ্তভেদৈর্বিবক্ষিতম্॥ ২৯॥
গৃহাণাজ! মহত্তত্ত্বমহঙ্কারস্তদুদ্ভবঃ।
ততঃ সর্ব্বাণি ভূতানি রচয়স্ব যথা পুরা॥ ৩০॥

মানস্যৈব ঘটস্য মৃৎপিণ্ডেষ্বভাবঃ প্রাগভাব আবির্ভাবজনকঃ। যথা বা কপালেষু ঘটাদের্বিদ্যমানস্যৈবাভাবঃ প্রধ্বংসাভাবস্তিরোভাবজনকঃ। তথৈব কারণাত্মনা বিদ্যমানানাস্তত্ত্বানামাবির্ভাবতিরোভাবাবেবোৎপত্তিপ্রলয়ৌ নান্যাবিতি ন সৎকারণবাদে সর্ব্বাত্মত্বং মম ব্যাহতমিতি ভাবঃ॥ ২৭॥

অত্র সৎকার্য্যবাদেঽনুভবমাহ। অদ্যাত্রেতি। অদ্যাত্র পৃথিবী ঘটরূপা নাস্তি ধ্বংসে সতি সা ক গতেতি বিচারণে সতি লোকা অস্যা ঘটরূপায়াঃ পৃথিব্যাঃ পরমাণবো জাতা ইতি বদন্তি। তথাচ পরমাণুরূপেণ ঘটস্য বিদ্যমানতাস্ত্যেবেতি লোকসিদ্ধে এব সৎকার্য্যবাদ ইতি॥ ২৮॥

ইত্থং ভগবত্যুপদিশ্যাজ্ঞাপয়তি। শাশ্বতমিতি। শাশ্বতমিত্যাদিপরস্পরবিরুদ্ধবিশেষণৈর্মহত্তত্ত্বস্যাপি মায়াজন্যত্বাদনির্ব্বচনীয়ত্বং সূচিতম্। অহঙ্কারাস্যাগ্রে প্রথমতো ভবং সপ্তভেদৈর্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্তেত্যেবংরূপৈর্ভেদৈর্বিবক্ষিতম্। মহত্তত্ত্বাদেরন্যেষাং তত্ত্বানাং সত্ত্বাৎ স্বস্যাপি স্বান্তর্ভাববিবক্ষয়া সপ্ততোক্তিঃ॥ ২৯—৩০॥

প্রভৃতির আশ্রয়যোগত্বেরও সম্ভব হয় না, কিন্তু তাহা তুমি বলিতে পার না যেহেতু সৎপদার্থ সমূহের কার্য্যবিচারে আবির্ভাব ও তিরোভাবই উৎপত্তি ও প্রলয় নামে কথিত হয়, উহা অন্য আর কিছুই নহে। তুমি বিচার করিয়া দেখ, মৃৎপিণ্ডে সৎপদার্থরূপ ঘটের প্রাগভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহাই আবার ঘটের আবির্ভাবের কারণ, আর কপাল সকলেও ঘটের প্রধ্বংসাভাব বিদ্যমান, কিন্তু সেই প্রধ্বংসাভাবই আবার ঘটের তিরোভাবের জনক হইয়া থাকে। সেইরূপে কারণাত্মক সৎপদার্থ সমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাবই উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মন্! কারণ বিচারেও আমার সর্ব্বাত্মকত্ব অব্যাহতরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহাতে তোমার সন্দেহের অবসর কিছুই নাই॥ ২৭॥ পদ্মাসন! সৎকার্য্য বিচারে এইরূপ অনুভব হয় যে এখন এখানে ঘটরূপা পৃথিবী নাই যদি তাহার ধ্বংস হইল তবে সেই মৃত্তিকা কোথায় গেল এইরূপ বিচারে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ ঘটরূপা পৃথিবী পরমাণুরূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে॥ ২৮॥ পরমেষ্ঠিন্! নিত্য স্থিতিশীল ও ক্ষণস্থায়ী, অমূর্ত্ত প্রভৃতি নিত্যানিত্য পদার্থ সমুদায়ই সকর্ত্তৃক অর্থাৎ কারণ জন্য জানিবে; কিন্তু অহঙ্কার সেই সমস্ত পদার্থের মধ্যে অগ্রিম অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হয়। এইরূপে মহদাদি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি বিকৃতির সপ্ত প্রকার ভেদ মাত্র, তাহাতে বিশেষ এই যে, অগ্রে প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে

ব্রজন্তু স্বানি ধিষ্ণ্যানি বিরচ্য নিবসন্তু বঃ।
স্বানি স্বানি চ কার্য্যাণি কুর্ব্বন্তু দৈবভাবিতাঃ ॥ ৩১ ॥
গৃহাণেমাং বিধে! শক্তিং সুরূপাং চারুহাসিনীম্।
মহাসরস্বতীং নাম্নী রজোগুণযুতাং বরাম্ ॥ ৩২ ॥
শ্বেতাম্বরধরাং দিব্যাং দিব্যভূষণভূষিতাম্।
বরাসনসমারূঢ়াং ক্রীড়ার্থং সহচারিণীম্ ॥ ৩৩ ॥
এষা সহচরী নিত্যং ভবিষ্যতি বরাঙ্গনা।
মাবমংস্থা বিভূতিং মে মত্বা পূজ্যতমাং প্রিয়াম্ ॥ ৩৪ ॥
গচ্ছ ত্বমনয়া সার্দ্ধং সত্যলোকং ব্রজাশু বৈ।
বীজাচ্চতুর্ব্বিধং সর্ব্বং সমুৎপাদয় সাম্প্রতম্ ॥ ৩৫ ॥
লিঙ্গকোশাশ্চ জীবৈস্তৈঃ সহিতাঃ কর্ম্মভিস্তথা।
বর্ত্তন্তে সংস্থিতাঃ কালে তান্ কুরু ত্বং যথা পুরা ॥ ৩৬ ॥
কালকর্ম্মস্বভাবাখ্যৈঃ কারণৈঃ সকলং জগৎ।
স্বভাবস্বগুণৈর্যুক্তং* পূর্ব্ববৎ সচরাচরম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতঃ পরমস্মাৎ স্থানাদ্ভবন্তো ব্রজন্তু নির্গত্য চেদং কুর্ব্বন্ত্বিত্যাহ। ব্রজন্ত্বিতি। দেবভাবিতাঃ প্রারব্ধেনোৎপাদিতাঃ ॥ ৩১—৩৪ ॥

বীজান্মহত্তত্ত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ বীজে কিঙ্কিমস্তি তত্রাহ লিঙ্গেতি। লিঙ্গশরীরাণি কর্ম্মজীবসহিতানি সন্তি তানি যথা পুরা পূর্ব্ববৎ পৃথক্কুরু ॥ ৩৬ ॥

অহঙ্কার, তদনন্তর অন্যান্য সমস্ত ভূতবর্গ, এইরূপে তুমিও পূর্ব্বের ন্যায় যথাকালে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিতে থাক ॥ ২৯—৩০ ॥ পিতামহ! এক্ষণে তোমরা এস্থান হইতে নিজ নিজ আলয়ে গমন কর এবং এইরূপে বিশ্বসংসারের রচনা করিয়া বাস করিতে থাক এবং দৈবভাবিত অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ত্তৃক উৎপাদিত স্বস্ব কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে থাক ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মন্! তুমি এই দিব্যরূপা, চারুহাসিনী রজোগুণযুতা, শ্বেতাম্বর ধারিণী, দিব্যভূষণে বিভূষিতা, শ্বেতসরোজবাসিনী, মহাসরস্বতী নাম্নী শক্তিকে, ক্রীড়া-সহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ কর ॥ ৩২—৩৩ ॥ এই অত্যুত্তমা ললনা তোমার প্রিয়-সহচরী হইবেন; ইহাঁকে আমার বিভূতি জানিয়া সর্ব্বদাই পূজ্যতমা বিবেচনা করিবে, কদাচই অবমাননা করিবে না ॥ ৩৪ ॥ তুমি ইহাঁর সহিত সত্যলোকে গমন কর এবং এক্ষণে তথায় থাকিয়া মহত্তত্ত্বরূপ বীজ হইতে চতুর্ব্বিধ জীবনিবহের সৃষ্টি কর ॥ ৩৫ ॥ লিঙ্গ শরীর সকল জীব ও কর্ম্ম সমূহের সহিত মিলিত হইয়া একত্র সংস্থিত রহিয়াছে,

---

* সম্ভাবস্ব গুণৈঃ সর্ব্বং ইতি বা পাঠঃ।

মাননীয়স্ত্বয়া বিষ্ণুঃ পূজনীয়শ্চ সর্ব্বদা।
সত্ত্বগুণপ্রধানত্বাদধিকঃ সর্ব্বতঃ সদা ॥ ৩৮ ॥
যদা যদা হি কার্য্যং বো ভবিষ্যতি দুরত্যয়ম্।
করিষ্যতি পৃথিব্যাং বৈ অবতারং তদা হরিঃ ॥ ৩৯ ॥
তির্য্যগ্‌যোনাবথান্যত্র মানুষীং তনুমাশ্রিতঃ।
দানবানাং বিনাশং বৈ করিষ্যতি জনার্দ্দনঃ ॥ ৪০ ॥
ভবোঽয়ং তে সহায়শ্চ ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
সমুৎপাদ্য সুরান্ সর্ব্বান্ বিহরস্ব যথাসুখম্ ॥ ৪১ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা নানাযজ্ঞৈঃ সদক্ষিণৈঃ।
যজিষ্যন্তি বিধানেন সর্ব্বান্ বঃ সুসমাহিতাঃ ॥ ৪২ ॥
মন্নামোচ্চারণাৎ সর্ব্বে মখেষু সকলেষু চ।
সদা তৃপ্তাশ্চ সন্তুষ্টা ভবিষ্যধ্বং সুরাঃ কিল ॥ ৪৩ ॥

ধামগ্রান্তরমাহ। কালকর্ম্মস্বভাবাখ্যৈঃ কারণৈরিতি। এভিঃ কারণৈঃ স্বভাবভূতাঃ স্বগুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ শব্দাদয়শ্চ তৈশ্চ যুক্তং পূর্ব্ববৎ কুর্ব্বিত্যর্থঃ। যো যস্য গুণো যদ্‌যস্য প্রারব্ধং যো যস্য ফলভোগস্য কালো যো যস্য স্বভাবভূতো গুণস্তস্মিন্ কালে তাদৃশকর্ম্মগুণানুরোধেন তাদৃশং ফলং দেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥
মন্নামস্বাহেতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥

তুমি যথাকালে পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিও ॥ ৩৬ ॥ কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব এই সকল কারণে স্বভাবভূত স্বগুণ সমূহ অর্থাৎ সত্ত্বাদি ও শব্দাদি গুণ সমস্ত দ্বারা এই অখিল জগৎকে পূর্ব্বের ন্যায় সংযুক্ত কর, অর্থাৎ যাহার যেরূপ গুণ, যাহার যে প্রারব্ধ কর্ম্ম, যাহার যে ফলযোগের কাল, যাহার যেরূপ স্বভাব ভূতগুণ, সেইকালে তুমি সেইরূপ গুণ ও কর্ম্মানুরোধে তাহাদিগকে ফল প্রদান করিও ॥ ৩৭ ॥ এই বিষ্ণু সত্ত্বগুণ-প্রধান, অতএব তোমা অপেক্ষা সততই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, সেই কারণে তুমি ইঁহার সর্ব্বদাই সম্মান ও পূজা করিও ॥ ৩৮ ॥ যখন যখন তোমাদের দুষ্কর কার্য্য উপস্থিত হইবে তখন এই হরি সেই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অবনীতে অবতীর্ণ হইবে ॥ ৩৯ ॥ এই জনার্দ্দন তির্য্যগ্‌যোনি অথবা মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দুর্দান্ত দানবদিগের বিনাশ সাধন করিবে ॥ ৪০ ॥ এই মহাবল মহাদেব তোমার সহায় হইবে; তুমি যথাকালে সুরগণকে উৎপাদিত করিয়াই যথাসুখে বিহার করিতে থাকিবে ॥ ৪১ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ, সমাহিতচিত্তে নানাবিধ সদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমাদের তৃপ্তি সাধন করিবে ॥ ৪২ ॥ সমস্ত যজ্ঞেই আমার স্বাহা নাম উচ্চারণ হেতু তোমরা সমস্ত দেবতাই

শিবশ্চ মাননীয়ো বৈ সর্ব্বথা যত্তমোগুণঃ।
যজ্ঞকার্য্যেষু সর্ব্বেষু পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৪ ॥
যদা পুনঃ স্বরাণাং বৈ ভয়ং দৈত্যাদ্ভবিষ্যতি।
শক্তয়ো মে তদোৎপন্না হরিষ্যন্তি সুবিগ্রহাঃ ॥ ৪৫ ॥
বারাহী বৈষ্ণবী গৌরী নারসিংহী শচী শিবা।
এতাশ্চান্যাশ্চ কার্য্যাণি কুরু ত্বং কমলোদ্ভব! ॥ ৪৬ ॥
নবাক্ষরমিমং মন্ত্রং বীজধ্যানযুতং সদা।
জপন্ সর্ব্বাণি কার্য্যাণি কুরু ত্বং কমলোদ্ভব! ॥ ৪৭ ॥
মন্ত্রাণামুত্তমোঽয়ং বৈ ত্বং জানীহি মহামতে!।
হৃদয়ে তে সদা ধার্য্যঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৮ ॥
ইত্যুক্ত্বা মাং জগন্মাতা হরিং প্রাহ শুচিস্মিতা।
বিষ্ণো! ব্রজ গৃহাণেমাং মহালক্ষ্মীং মনোহরাম্ ॥ ৪৯ ॥
সদা বক্ষঃস্থলে স্থানে ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।
ক্রীড়ার্থং তে ময়া দত্তা শক্তিঃ সর্ব্বার্থদা শিবা ॥ ৫০ ॥

এতাশ্চান্যাশ্চেত্যস্য হরিষ্যন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
নবাক্ষরমিমং মন্ত্রমিতি। স চ দুর্গায়া নবার্ণঃ প্রসিদ্ধঃ। এতদ্বিধানং নবমস্কন্ধান্তিমাধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥ ৪৭—৫৫ ॥

সতত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইতে পারিবে ॥ ৪৩ ॥ তমঃপ্রধান মহাদেবও সকলের মাননীয়, অতএব সমস্ত যজ্ঞ কার্য্যেই যত্নপূর্ব্বক ইহাঁর পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৪ ॥ প্রজাপতে! যখন দৈত্য হইতে দেবগণের ভয় উৎপন্ন হইবে তখন বারাহী, বৈষ্ণবী, গৌরী, নারসিংহী, সদাশিবা এই সকল এবং অন্যান্য আমার বিভূতিরূপা শক্তি সকল মিলিত হইয়া অত্যুত্তম বিগ্রহধারণ পূর্ব্বক উৎপন্ন হইয়া সেই ভয় হরণ করিবে; অতএব ব্রহ্মন্! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যথাসুখে আপনার কর্ত্তব্য সমুদায় সম্পাদন করিতে থাকিবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ পদ্মজন্মন্! তুমি বীজ ও ধ্যান সমন্বিত এই নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে করিতে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিও। মহামতে! এই মন্ত্র সমস্ত মন্ত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত কামনা ও প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদাই ইহা হৃদয়ে ধারণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৭—৪৮ ॥

নারদ! জগন্মাতা ভগবতী, আমাকে এইরূপ বলিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে ভগবান্ হরিকে কহিলেন, বিষ্ণো! এই মনোরমা মহালক্ষ্মীকে গ্রহণ কর, এই কল্যাণরূপিণী সততই তোমার বক্ষঃস্থলবাসিনী হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই, তোমার বিহারের নিমিত্তই এই

ত্বয়েয়ং নাবমন্তব্যা মাননীয়া চ সর্ব্বদা।
লক্ষ্মীনারায়ণাখ্যোঽয়ং যোগো বৈ বিহিতো ময়া॥ ৫১॥
জীবনার্থং কৃতা যজ্ঞা দেবানাং সর্ব্বথা ময়া।
অবিরোধেন সততং বর্ত্তিতব্যং ত্রিভিঃ সদা॥ ৫২॥
ত্বং চ বেধাঃ শিবস্ত্বেতে দেবা মদ্‌গুণসম্ভবাঃ।
মান্যাঃ পূজ্যাশ্চ সর্ব্বেষাং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥ ৫৩॥
যে বিভেদং করিষ্যন্তি মানবা মূঢ়চেতসঃ।
নিরয়ং তে গমিষ্যন্তি বিভেদান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৪॥
(যো হরিঃ স শিবঃ সাক্ষাদ্ যঃ শিবঃ স স্বয়ং হরিঃ।
এতয়োর্ভেদমাতিষ্ঠন্নরকায় ভবেন্নরঃ॥ ৫৫॥)
তথৈব দ্রুহিণো জ্ঞেয়ো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
অপরো গুণভেদোঽস্তি শৃণু বিষ্ণো! ব্রবীমি তে॥ ৫৬॥
মুখ্যঃ সত্ত্বগুণস্তেঽস্তু পরমাত্মবিচিন্তনে।
গৌণত্বেঽপি পরৌ খ্যাতৌ রজোগুণতমোগুণৌ॥ ৫৭॥

অপরো গুণভেদোঽস্তীতি। যূয়ং তত্তৎকার্য্যেষু তত্তদ্‌গুণযুক্তা ভবিতারঃ। অন্যকার্য্যেষু অন্যগুণযুক্তা ইতি গুণত্রয়াত্মকত্বমেব সর্ব্বেষামিতি ভাবঃ॥ ৫৬॥
যদা যো গুণো মুখ্যস্তদান্যৌ গুণৌ গৌণত্বে এবংস্থিতৌ স্যাতাম্॥ ৫৭—৫৮॥

সর্ব্বার্থসিদ্ধি প্রদায়িনী মহালক্ষ্মীকে তোমারে অর্পণ করিলাম॥ ৪৯—৫০॥ তুমি সর্ব্বদাই ইঁহার সম্মান করিবে কদাচ অবমাননা করিও না। জনার্দ্দন! আমি জগতের হিত সাধনের নিমিত্তই এই লক্ষ্মীনারায়ণ নামক কল্যাণকর যোগ সংবিধান করিয়াছি॥ ৫১॥ দেবতাদিগের জীবন ধারণের নিমিত্ত আমি যজ্ঞ ক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছি; পরন্তু, তোমরা তিনজনে সর্ব্বদাই মিলিত থাকিয়া পরস্পর অবিরোধে কার্য্য সম্পাদন করিবে। তুমি, বিধাতা ও শঙ্কর এই তিনজন আমার তিনটী গুণসম্ভূত দেবতা, অতএব তোমরা এই সংসারের মাননীয় ও পূজনীয় হইবে সন্দেহ নাই॥ ৫২—৫৩॥ যে মূঢ়বুদ্ধি মানব তোমাদিগের ভেদ কল্পনা করিবে তাহারা যে নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই॥ ৫৪॥ যে হরি সেই সাক্ষাৎ শিব, যে শিব সেই স্বয়ং হরি, যে নর এই উভয়ের ভেদ কল্পনা করিবে, সে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইবে॥ ৫৫॥ যেরূপ হরি ও হরে ভেদ নাই, সেইরূপ ব্রহ্মার সহিতও হরি হরের কিছুমাত্র ভেদ নাই জানিও। রমাপতে! তবে অন্যান্য বিষয়ে গুণভেদ আছে, তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর॥ ৫৬॥ পরমাত্মার ধ্যান বিষয়ে তোমাতে মুখ্যরূপে সত্ত্বগুণ অবস্থিতি করুক,

লক্ষ্ম্যা সহ বিকারেষু নানাভেদেষু সর্ব্বদা।
রজোগুণযুতো ভূত্বা বিহরস্বানয়া সহ ॥ ৫৮ ॥
বাগ্‌বীজং কামরাজঞ্চ মায়াবীজং তৃতীয়কম্*।
মন্ত্রোঽয়ং ত্বং রমাকান্ত ! মদ্দত্তঃ পরমার্থদঃ ॥ ৫৯ ॥
গৃহীত্বা জপ তং নিত্যং বিহরস্ব যথাসুখম্।
ন তে মৃত্যুভয়ং বিষ্ণো ! ন কালপ্রভবং ভয়ম্ ॥৬০ ॥
যাবদেষ বিহারো মে ভবিষ্যতি সুনিশ্চয়ঃ।
সংহরিষ্যাম্যহং সর্ব্বং যদা বিশ্বং চরাচরম্।
ভবন্তোঽপি তদা নূনং ময়ি লীনা ভবিষ্যথ ॥ ৬১ ॥
স্মর্ত্তব্যোঽয়ং সদা মন্ত্রঃ কামদো মোক্ষদস্তথা।
উদ্গীতেন চ সংযুক্তঃ কর্ত্তব্যঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ৬২ ॥
কারয়িত্বাথ বৈকুণ্ঠং বস্তব্যং পুরুষোত্তম ! ।
বিহরস্ব যথাকামং চিন্তয়ন্মাং সনাতনীম্ ॥ ৬৩ ॥

বাগ্‌বীজং কামরাজঞ্চেতি। অয়ঞ্চ ত্র্যক্ষরো ভুবনেশীমন্ত্রো ভুবনেশীসংহিতায়াং প্রসিদ্ধঃ। ধ্যানপূজাদিযন্ত্রাদিকঞ্চ তত্রৈব স্পষ্টম্ ॥ ৫৯—৬০ ॥
বিহারঃ ক্রীড়া জগৎসর্জ্জনাদিরূপা ॥ ৬১ ॥

আর রজোগুণ ও তমোগুণ গৌণরূপে অবস্থিত হউক। নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিকারে এবং লক্ষ্মীর সহিত বিহার বিষয়ে রজোগুণযুক্ত হইয়া উহাঁর সহিত সততই বিহার করিতে থাক ॥ ৫৭—৫৮ ॥ রমাকান্ত ! আমি তোমাকে বাগ্‌বীজ, কামবীজ ও মায়াবীজ এই অক্ষরত্রয় সমন্বিত পরমার্থপ্রদ ভুবনেশ্বরীমন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর জপ কর এবং যথাসুখে বিহার করিতে থাক, এই মন্ত্র প্রভাবে তোমার মৃত্যুভয় অথবা কাল-ভয় কিছুই থাকিবে না ॥ ৫৯—৬০ ॥ যখন আমার এই জগৎ সৃষ্ট্যাদিরূপ লীলা সুনিশ্চয় রূপে সম্পাদিত হইবে, যখন আমি এই চরাচর বিশ্বের সংহার করিব, তখন তোমরাও আমাতে লীন হইবে সংশয় নাই ॥ ৬১ ॥ পরন্তু, যদি কল্যাণ কামনা থাকে তাহা হইলে নিরন্তর আমার এই কামমোক্ষপ্রদ মন্ত্রে প্রণব সংযুক্ত করিয়া নিরন্তর জপ করিবে ॥ ৬২ ॥ পুরুষোত্তম ! তুমি অতঃপর বৈকুণ্ঠপুরী রচনা করাইয়া আমার সনাতনী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক যথেচ্ছরূপে বিহার করিতে থাক ॥ ৬৩ ॥

---

*দৈত্যানাং যাতয়াকালে তমোগুণযুতঃ সদা। বিনাশং ঘোররূপাণাং কর্ত্তা বৈ ত্বং ময়া কৃতঃ ॥
গৃহাণেদং মহাভাগ ! বাগ্‌বীজং পরমং মম। কামরাজং দ্বিতীয়ঞ্চ মায়াবীজং তৃতীয়কম্ ॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বাসুদেবং সা ত্রিগুণা প্রকৃতিঃ পরা।
নির্গুণা শঙ্করং দেবমব্রোচদমৃতং বচঃ॥ ৬৪॥

দেব্যুবাচ।

গৃহাণ হর! গৌরীং ত্বং মহাকালীং মনোহরাম্।
কৈলাসং কারয়িত্বা চ বিহরস্ব যথাসুখম্॥ ৬৫॥
মুখ্যস্তমোগুণস্তেহস্তু গৌণৌ সত্ত্বরজোগুণৌ।
বিহরাসুরনাশার্থং রজোগুণতমোগুণৌ॥ ৬৬॥
তপস্তপ্তুং তথা কর্ত্তুং স্মরণং পরমাত্মনঃ।
শর্ব্ব! সত্ত্বগুণঃ শান্তো গৃহীতব্যঃ সদানঘ!॥ ৬৭॥
সর্ব্বথা ত্রিগুণা যূয়ং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকাঃ।
এভির্ব্বিহীনং সংসারে বস্তু নৈবাত্র কুত্রচিৎ॥ ৬৮॥
বস্তুমাত্রং তু যদ্দৃশ্যং সংসারে ত্রিগুণং হি তৎ।
দৃশ্যঞ্চ নির্গুণং লোকে ন ভূতং নো ভবিষ্যতি॥ ৬৯॥
নির্গুণঃ পরমাত্মাসৌ নতু দৃশ্যঃ কদাচন।
সগুণা নির্গুণা চাহং সময়ে শঙ্করোত্তমা॥ ৭০॥

উদ্গীথেনেতি। প্রণবেন সংযুক্তোঽয়ং মন্ত্রো জপ্য ইত্যর্থঃ। তথাচ প্রণবাদিচতুরক্ষরো-মন্ত্রঃ সম্পন্নঃ॥ ৬২—৬৯॥
সময় ইতি। সৃষ্ট্যাদিসময়ে সগুণা সমাধিসময়ে নির্গুণা॥ ৭০॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ! যিনি স্বরূপত গুণাতীতা হইয়াও সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত গুণত্রয়কে সমাশ্রয় করেন, সেই পরমা প্রকৃতি দেবী ভগবতী বাসুদেবকে এইরূপ বলিয়া, তদনন্তর শঙ্করকে এইরূপ অমৃতময় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে হর! এই মহাকাল-রূপিণী মনোরমা গৌরীকে গ্রহণ কর, তুমি কৈলাসপুরী রচনা করাইয়া তাহাতে ইহার সহিত যথাসুখে বিহার করিতে থাক॥ ৬৪—৬৫॥ তোমাতে তমোগুণ প্রধানরূপে এবং সত্ত্ব ও রজোগুণ গৌণরূপে অবস্থিতি করিবে, তুমি অসুরগণের বিনাশের নিমিত্ত রজোগুণ ও তমোগুণ ধারণ পূর্ব্বক সংসারে বিচরণ করিতে থাক॥ ৬৬॥ বিমলাত্মন্! তপশ্চরণ ও পরমাত্মার স্মরণ করিবার নিমিত্ত তুমি সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদাই শান্তিপথ অবলম্বন করিবে॥ ৬৭॥ তোমরা সকলেই সর্ব্বতোভাবে ত্রিগুণ-সমন্বিত হইয়া সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় করিতে থাক। হে ঈশান! এই সংসারে ত্রিগুণ-বিহীন হইয়া কোনও বস্তু কোনও স্থানে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। সংসারে যে যে বস্তু দৃশ্য হইয়া থাকে,

সদাহং কারণং শম্ভো ! ন চ কার্য্যং কদাচন।
সগুণা কারণত্বাদ্বৈ নির্গুণা পুরুষান্তিকে ॥ ৭১ ॥
মহত্তত্ত্বমহঙ্কারো গুণাঃ শব্দাদয়স্তথা।
কার্য্যকারণরূপেণ সংসরন্তে ত্বহর্নিশম্ ॥ ৭২ ॥
সদুদ্ভূতস্ত্বহঙ্কারস্তেনাহং কারণং শিবা।
অহঙ্কারশ্চ মে কার্য্যং ত্রিগুণোঽসৌ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৩ ॥

সদাহমিতি। অহং হে শম্ভো ! কার্য্যং কদাপি নাস্মি মমানাদিসিদ্ধত্বেনোৎপত্ত্যাভাবাৎ। কিন্তু সর্ব্বকারণরূপৈবাস্মীত্যর্থঃ। নন্থ নির্গুণায়াস্তব কারণত্বমপি কথমিতি চেত্তত্রাহ। সগুণেতি। ন মম সদা নির্গুণত্বং কিন্তু পরমাত্মাভিন্নাস্তর্হিতগুণত্রয়সাম্যাবস্থায়ামুদ্ভূতগুণাভাবেন নির্গুণাহম্। সৃষ্ট্যাদি দশায়ান্তু সগুণৈবাস্মি। ততশ্চ কারণত্বং ন বিরুদ্ধ্যত ইতিভাবঃ॥ ৭১ ॥

কারণত্বং বিশদয়তি মহত্তত্ত্বমিতি। শব্দাদয়ঃ শব্দস্পর্শাদয়ো গুণা ইত্যর্থঃ। কার্য্যকারণরূপেণেতি। পূর্ব্বপূর্ব্বস্য কারণত্বমুত্তরোত্তরস্য কার্য্যত্বং তদ্রূপেণ সংসরন্তে পরিণমন্ত্যহর্নিশং ন কদাচিদ্বিরামোঽস্তি॥ ৭২ ॥

তত্র মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কেন ক্রমেণোৎপদ্যতে তত্রাহ। সদুদ্ভূতস্ত্বহঙ্কার ইতি। অহঙ্কারো দ্বিবিধঃ। একঃ পরাহন্তারূপো দ্বিতীয়ো মহত্তত্ত্বাদুৎপন্নঃ। পরাহন্তারূপশ্চ বৃহদারণ্যকে সো বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি বৃত্তিরূপউক্তঃ। তথাচ সৃষ্টিসময়ে যঃ প্রথমো ভাবো ব্যক্তস্য পরাবাণীরূপো যমহমস্মীত্যুৎপন্নঃ পরাহন্তারূপঃ সোঽহঙ্কারঃ সদুদ্ভূতঃ। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদিত্যত্রোক্তত্বাৎ সত উৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তেন হেতুনাহমব্যক্তরূপাকারণং পরাহন্তারূপাহঙ্কারস্যেত্যর্থঃ। স চ পরাহন্তারূপোঽহঙ্কারোঽপি মৎকার্য্যভূতো গুণত্রয়াত্মকঃ প্রতিষ্ঠিতোঽস্তি। সর্ব্বস্যৈব পদার্থজাতস্য গুণত্রয়াত্মকত্বাৎ॥ ৭৩ ॥

তৎসমুদায়ই ত্রিগুণবিশিষ্ট। মহেশ্বর ! দৃশ্য অথচ নির্গুণ এমত বস্তু জগতে কখন হয় নাই এবং হইবেও না॥ ৬৮—৬৯ ॥ পরমাত্মা নির্গুণ, তিনি কদাচই দৃশ্য হয়েন না, হে শঙ্কর ! পরমপ্রকৃতিরূপিণী আমি সৃজনাদির সময় সগুণা আর সমাধি সময়ে নির্গুণা হইয়া থাকি॥ ৭০ ॥ শম্ভো ! আমি অনাদি, অতএব সততই এই সংসারের কারণরূপে বিদ্যমান থাকি কার্য্যরূপ কথনই হই না। শঙ্কর ! আমি যখন কারণরূপিণী হই তখনই সগুণা, আর যখন পুরুষ সন্নিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করি, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হেতু গুণোদ্ভবের অভাবে তখনই আমি নির্গুণা হইয়া থাকি॥ ৭১ ॥ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও শব্দ স্পর্শাদি গুণসমুদয় ইহারা দিবারাত্রই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে কারণরূপে এবং উত্তরোত্তর ক্রমে কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া সংসার কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, কদাচই তাহার বিরাম হয় না॥ ৭২ ॥ অহঙ্কার দুই প্রকার, তন্মধ্যে একটী পরমাহঙ্কাররূপ সৎপদার্থ হইতে উৎপন্ন, অপরটী মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মহেশ ! আমিই সেই পরাহঙ্কার-সৎপদার্থরূপিণী ; বিচারতত্ত্ব-নিপুণ পণ্ডিতগণ সেই পরাহঙ্কাররূপা আমাকেই অব্যক্ত শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন, অতএব অখিলের কল্যাণকারিণী আমিই এই জগতের কারণ,

অহঙ্কারান্মহত্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সা পরিকীর্ত্তিতা।
মহত্তত্ত্বং হি কার্য্যং স্যাদহঙ্কারো হি কারণম্ ॥ ৭৪ ॥
তন্মাত্রাণি ত্বহঙ্কারাদুৎপদ্যন্তে সদৈব হি।
কারণং পঞ্চভূতানাং তানি সর্ব্বসমুদ্ভবে ॥ ৭৫ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ।
মহাভূতানি পঞ্চৈব মনঃ ষোড়শমেব চ ॥ ৭৬ ॥
কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চৈব গণোঽয়ং ষোড়শাত্মকঃ।
পরমাত্মা পুমানাদ্যো ন কার্য্যং ন চ কারণম্ ॥ ৭৭ ॥

তথাচাব্যক্তাৎ প্রথমং পরাহন্তারূপোঽহঙ্কার উৎপন্নস্ততোঽহঙ্কারান্মহত্তত্ত্বমুৎপন্নমিত্যাহ। অহঙ্কারান্মহত্তত্ত্বমিতি বুদ্ধিঃ সমষ্টিবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। এতেন সাংখ্যোক্তং মহত্তত্ত্বমনাশ্রিতং ভবতি। তন্মহত্তত্ত্বং হি কার্য্যম্ অহঙ্কারো হি পরাহন্তারূপস্তস্য মহত্তত্ত্বস্য কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

তস্মাদহঙ্কারো দ্বিতীয় উৎপন্নস্তস্মাদহঙ্কারাত্তন্মাত্রাপরপর্য্যায়াণি সূক্ষ্মভূতান্যুৎপন্নানি। দ্বিতীয়াহঙ্কারস্যোৎপত্তিরনেন বাক্যেনার্থাদ্বোধিতা। কারণং পঞ্চভূতানাং তানীতি। তানি সূক্ষ্মভূতানি পঞ্চীকৃতানাং পঞ্চভূতানাং কারণম্ভবন্তি। অপঞ্চীকৃতভূতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতোৎপত্তির্ভবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য সমুদ্ভবে উৎপত্তিসময়ে ॥ ৭৫ ॥

তত্র পঞ্চভূতানাং সাত্ত্বিকাংশেভ্যঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি ভবন্তি। মনস্তু পঞ্চভূতানাং মিলিতসাত্ত্বিকাংশেভ্যো ভবতি তথা প্রাণোঽপি পঞ্চভূতানাং মিলিতরাজসাংশেভ্যো ভবতি ॥ ৭৬ ॥

তত্র কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ ভূতানি মনশ্চষোড়শমিত্যেবং কার্য্যমিন্দ্রিয়রূপস্কারণং মহাভূতরূপং মিলিত্বায়ং গুণসমুদায়ঃ ষোড়শাত্মকো ভবতি। যদধিকৃত্যোচ্যতে-ষোড়শকস্তু বিকার ইতি। এবমষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শবিকারাশ্চোক্তাঃ। সোঽয়ং সর্ব্বোঽপি পরিণামো মায়ায়া এব ন পরমাত্মন ইত্যাহ। পরমাত্মেতি। পরমাত্মা ন কস্যচিৎ কার্য্যম্ ন কস্যাপি কারণমুপাদানং ভবতি। কিন্তু বিবর্ত্তকারণমেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

অহঙ্কার আমার কার্য্য, আমি তাহাকে ত্রিগুণ সমন্বিত করিয়া জগতের কার্য্যসাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি ॥ ৭৩ ॥ সেই পরাহঙ্কার (সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব) হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বুদ্ধি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব মহত্তত্ত্ব কার্য্য এবং পরাহঙ্কার তাহার কারণ ॥ ৭৪ ॥ পরন্তু মহত্তত্ত্বজাত-কার্য্যরূপ অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি হইয়াছে, এই পঞ্চতন্মাত্রই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কারণ হয়। সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তি কালে এই পঞ্চতন্মাত্রের সাত্ত্বিকাংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রজ অংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ঐ তন্মাত্রপঞ্চকের পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূতের মিলিত সাত্ত্বিক অংশ হইতে মন এই ষোড়শ পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মন এই কার্য্য সমুদায় মহাভূতরূপ কারণে মিলিয়া ষোড়শাত্মক একটী গণ বলিয়া উক্ত হইয়া

এবং সমুদ্ভবঃ শম্ভো ! সর্ব্বেষামাদিসম্ভবে ।
সংক্ষেপেণ ময়া প্রোক্তস্তব তত্র সমুদ্ভবঃ ॥ ৭৮ ॥
ব্রজস্ত্বদ্য বিমানেন কার্য্যার্থং মম সত্তমাঃ ।
স্মরণাদ্দর্শনস্তুভ্যং দাস্যেঽহং বিষমে স্থিতে ॥ ৭৯ ॥
স্মর্ত্তব্যাহং সদা দেবাঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।
উভয়োঃ স্মরণাদেব কার্য্যসিদ্ধিরসংশয়ম্ ॥ ৮০ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা বিসসর্জ্জাস্মান্ দত্ত্বা শক্তীঃ সুসংস্কৃতাঃ ।
বিষ্ণবেঽথ মহালক্ষ্মীং মহাকালীং শিবায় চ ॥ ৮১ ॥
মহাসরস্বতীং মহ্যং স্থানাত্তস্মাদ্বিসর্জ্জিতাঃ ।
স্থলান্তরং সমাসাদ্য তে জাতাঃ পুরুষা বয়ম্ ॥ ৮২ ॥
চিন্তয়ন্তঃ স্বরূপন্তৎ প্রভাবং পরমাদ্ভুতম্ ।
বিমানন্তৎ সমাসাদ্য সংরূঢ়াস্তত্র বৈ ত্রয়ঃ ॥ ৮৩ ॥

এবং সমুদ্ভব ইতি । আদিসম্ভবে আদিসর্গে ঈশ্বরকৃতসৃষ্টৌ সর্ব্বেষামুদ্ভবো মত্তঃ সকাশাদেবং ভবতীতি সংক্ষেপেণাত্রোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

পূর্ব্বোক্তং শ্রীদেব্যা দত্তং মহত্তত্ত্বং গৃহীত্বা চতুর্ম্মুখাদিভিঃ ক্রিয়মাণাব্যষ্টিদেহাদিসৃষ্টির্জীবসৃষ্টিঃ । ইত্থং মহাসৃষ্টিং ব্যষ্টিসৃষ্টঞ্চোক্ত্বানন্তরমাহ । ব্রজস্বিতি বিষমে সঙ্কটে ॥ ৭৯ ॥

ইদানীমুপাসনাস্বরূপমাহ । স্মর্ত্তব্যাহমিতি । পরমাত্মোপাসনায়ামপি ন কেবলং পরমাত্মা স্মর্ত্তব্যো মায়ায়াস্তদভিন্নায়া বহ্নিশক্তিবত্ত্যক্তুমশক্যত্বাত্তথা শক্ত্যুপাসনায়ামপি ন কেবলা শক্তিঃ স্মর্ত্তব্যা । পরমাত্মনস্তদভিন্নস্য বহ্নিবত্ত্যক্তুমশক্যত্বাত্তস্মান্মায়া বিশিষ্টং ব্রহ্মৈবোভয়ত্র দেবতেতি ব্রহ্মোপাসকৈঃ শক্ত্যুপাসকৈশ্চ তদেবোপাস্যঞ্চেয়ং জ্ঞেয়ঞ্চেতি । তদভিপ্রায়েণাহ । উভয়োরিতি সর্ব্বঞ্চেদমুপোদ্বাতে স্পষ্টম্ ॥ ৮০—৮১ ॥

থাকে ॥ ৭৫—৭৭ ॥ শম্ভো ! আদিপুরুষ সনাতন পরমাত্মা কার্য্যও নহেন কারণও নহেন এই প্রপঞ্চ সমুদয় মায়ারই কার্য্য । আদি সৃষ্টিকালে উক্তরূপে সকলেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে । মহেশ্বর ! এই আদি সৃষ্টির বিষয় আমি তোমার নিকট সংক্ষেপেই কহিলাম ॥ ৭৮ ॥ হে সুরসত্তমগণ ! এক্ষণে তোমরা আমার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গমন কর । সঙ্কটস্থল উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিবামাত্রই দর্শন দিব । দেবগণ ! তোমরা সততই আমার এবং সনাতন পরমাত্মার স্মরণ করিও, উভয়ের স্মরণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে কিছুমাত্রই সন্দেহ থাকিবে না ॥ ৭৯—৮০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবী ভুবনেশ্বরী এই বলিয়া আমাদিগকে সেই দিব্যকান্তিময়ী শক্তি সকল প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন । তদনুসারে বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী, মহাদেবকে মহাকালী, এবং আমাকে মহাসরস্বতী প্রদান করিয়া সেইস্থান হইতে বিসর্জ্জন করিলেন ॥ ৮১—৮২

ন দ্বীপোঽসৌ ন সা দেবী সুধাসিন্ধুস্তথৈব চ।
পুনর্দৃষ্টং বিমানং বৈ তত্রাস্মাভির্ন্ন চান্যথা ॥ ৮৪ ॥
আসাদ্য তস্মিন্বিততে বিমানে
প্রাপ্তা বয়ং পঙ্কজসন্নিধৌ চ।
মহার্ণবে যত্র হতৌ দুরত্যয়ৌ
মুরারিণা তৌ মধুকৈটভাখ্যৌ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীদেব্যা উপদেশদানং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

মহৎ দন্তেতিশেষঃ ॥ ৮২—৮৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

আমরা সেখান হইতে স্থানান্তরে আসিয়া দেবীর স্বরূপ ও অত্যদ্ভুত প্রভাব চিন্তা করিতে করিতে পুনর্ব্বার পুরুষ হইয়া পড়িলাম ॥ ৮৩ ॥ সেই বিমান প্রাপ্ত হইয়া আমরা তিনজনে তাহাতে আরোহণ করিয়া দেখি, সেই মণিদ্বীপ নাই, সেই দেবী নাই, কেবল সেই সুধা-সমুদ্রই রহিয়াছে, অনন্তর আমরা সেই বিমান ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না ॥ ৮৪ ॥ আমরা সেই সুবিস্তীর্ণ বিমান প্রাপ্ত হইয়া যেখানে দেবদেব জনার্দ্দন, মধুকৈটভ নামক দুর্দ্দান্ত অসুরদ্বয়কে সংহার করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ সেই মহার্ণবে আমার জন্মপঙ্কজের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৮৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্দেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীর বিভূতি বর্ণন
নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

এবম্প্রভাবা সা দেবী ময়া দৃষ্টাথ বিষ্ণুনা।
শিবেনাপি মহাভাগ! তাস্তা দেব্যঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য পিতুর্ব্বাক্যং নারদো মুনিসত্তমঃ।
প্রপচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রজাপতিমিদং বচঃ ॥ ২ ॥

নারদ উবাচ।

পুমানাদ্যোঽবিনাশী যো নির্গুণোঽচ্যুতিরব্যয়ঃ।
দৃষ্টশ্চৈবানুভূতশ্চ তদ্বদস্ব পিতামহ! ॥ ৩ ॥
ত্রিগুণা বীক্ষিতা শক্তির্নির্গুণা কীদৃশী পিতঃ!।
তস্যাঃ স্বরূপং মে ব্রূহি পুরুষস্য চ পদ্মজ! ॥ ৪ ॥
যদর্থঞ্চ ময়া তপ্তং শ্বেতদ্বীপে মহত্তপঃ।
দৃষ্টা সিদ্ধা মহাত্মানস্তাপসা গতমন্যবঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিপঞ্চাশৎপদ্যৈকেন্তু প্রোক্তং তত্ত্বস্বরূপকম্।
গুণানাং ভেদসংস্থানৈঃ সাধিদৈবমথোচ্যতে॥

তাস্তা দেব্য আবরণদেবতাঃ ॥ ১—২ ॥

অচ্যুতির্নাশরহিতঃ। দৃষ্টশ্চৈবেতি। দৃষ্টোঽনুভূতশ্চ স্যাত্তং যথাদৃষ্টং যথানুভূতঞ্চ বদ ॥ ৩ ॥

যথা ত্রিগুণা স্থূলরূপা শক্তির্মণিদ্বীপে করচরণাদিবিশিষ্টা দৃষ্টা তথা নির্গুণাপি দৃষ্টা- স্যাত্তথাচ সা নির্গুণা কীদৃশীতি তস্যা অপি স্বরূপং ব্রূহি ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ! এইরূপে আমি, বিষ্ণু ও মহাদেব আমরা তিনজনে সেই মহা- প্রভাবশালিনী দেবীকে এবং তাঁহার সেই মহাবৈভবসম্পন্না আবরণরূপিণী দেবীদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দর্শন করিয়াছিলাম ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মুনিসত্তম নারদ পিতার এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া পরম- প্রীতিসহকারে প্রজাপতিকে কহিলেন, লোকপিতামহ! আপনি যে, আদি ও অবিনশ্বর নির্গুণ, অচ্যুত ও অব্যয় পুরুষকে মনে মনে অনুভব করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার বিষয় কীর্ত্তন করুন্ ॥ ২—৩ ॥ পিতঃ! আপনি কর-চরণ-সংযুক্তা ত্রিগুণান্বিতা শক্তি দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অদৃষ্টরূপা নির্গুণা শক্তি কি প্রকার? পদ্মজন্মন্! সেই প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ

পরমাত্মা ন সংপ্রাপ্তো ময়াসৌ দৃষ্টিগোচরঃ।
পুনঃপুনস্তপস্তীব্রং কৃতস্তত্র প্রজাপতে! ॥ ৬ ॥
ভবতা সগুণা শক্তির্দৃষ্টা তাত! মনোরমা।
নির্গুণা নির্গুণশ্চৈব কীদৃশৌ তৌ বদস্ব মে ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি পৃষ্টঃ পিতা তেন নারদেন প্রজাপতিঃ।
উবাচ বচনন্তথ্যং স্মিতপূর্ব্বং পিতামহঃ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

নির্গুণস্য মুনে! রূপং ন ভবেদ্দৃষ্টিগোচরম্।
দৃশ্যঞ্চ নশ্বরং যস্মাদরূপং দৃশ্যতে কথম্ ॥ ৯ ॥
নির্গুণা দুর্গমা শক্তির্নির্গুণশ্চ তথা পুমান্।
জ্ঞানগম্যৌ মুনীনাস্তু ভাবনীয়ৌ তথা পুনঃ ॥ ১০ ॥

এতৎ পরমাত্মদেব্যোর্দর্শনার্থং বহুতপস্তপ্তং তথাপি তৌ ন লব্ধাবিত্যাহ। যদর্থমিতি ॥ ৫—৮ ॥

দৃশ্যঞ্চ নশ্বরমিতি। যস্মাদ্ধেতোর্যদ্যদ্দৃশ্যং তত্তন্নশ্বরমিতি ব্যাপ্তিস্তস্মাৎ পরমাত্মনো নশ্বরত্বাভাবান্ন দৃশ্যত্বং দৃশ্যত্বে নশ্বরত্বং স্যাদেবেত্যর্থঃ। এতেন প্রথমাধ্যায়োক্তস্য সা কা কথমুৎপন্নেতি জনমেজয়প্রশ্নস্যোত্তরং ব্যাসেন নারদব্রহ্মসম্বাদমুখেনোক্তমিতি বোধ্যম্ ॥৯-১০॥

কীর্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন্ ॥ ৪ ॥ প্রজাপতে! সেই নির্গুণ পরমাত্মার এবং নির্গুণা দেবীর দর্শনলালসায়, আমি শ্বেতদ্বীপে মহাতপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ অনেক মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষকেও তন্নিমিত্ত তপস্যা করিতে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আমি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলাম না, পিতঃ! তাহাতেও আমি একবারে ক্ষান্ত হই নাই, বরং পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম, তথাপি তাহার দর্শনলাভে সমর্থ হই না ॥ ৫-৬ ॥ তাত! আপনি সেই মনোরমা সগুণাশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু অদৃশ্যরূপা নির্গুণা শক্তি ও নির্গুণ পুরুষ কি প্রকার? তাঁহাদের কথা কীর্ত্তন করিয়া আমার চিরপ্রার্থিত মনোরথ সফল করুন্ ॥ ৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! নারদ পিতার নিকট এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে, লোকপিতামহ প্রজাপতি ঈষৎ হাস্য সহকারে তথ্য বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৮॥ মুনিবর! নির্গুণ পুরুষের রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ, দৃশ্য বস্তুমাত্রেই নশ্বর হইয়া থাকে, অতএব তাঁহার রূপ কোথায় এবং তিনি কিরূপে দর্শন গোচর হইবেন? ॥৯॥ নারদ! নির্গুণা শক্তি অথবা নির্গুণ পুরুষ সহজে জ্ঞানগম্য হয়েন না, তবে ইঁহারা উভয়েই মুনিগণের ধ্যানগম্য

অনাদিনিধনৌ বিদ্ধি সদা প্রকৃতিপূরুষৌ।
বিশ্বাসেনাভিগম্যৌ তৌ নাবিশ্বাসেন কর্হিচিৎ ॥ ১১ ॥
চৈতন্যং সর্ব্বভূতেষু যত্তদ্বিদ্ধি পরাত্মকম্।
তেজঃ সর্ব্বত্রগং নিত্যং নানাভাবেষু নারদ ! ॥ ১২ ॥
তচ্চ তাঞ্চ মহাভাগ ! ব্যাপকৌ বিদ্ধি সর্ব্বগৌ।
তাভ্যাং বিহীনং সংসারে ন কিঞ্চিদ্বস্তু বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥
তৌ বিচিন্ত্যৌ সদা দেহে মিশ্রীভূতৌ সদাব্যয়ৌ।
একরূপৌ চিদাত্মানৌ নির্গুণৌ নির্ম্মলাবুভৌ ॥ ১৪ ॥
যা শক্তিঃ পরমাত্মাসৌ যোঽসৌ সা পরমা মতা।
অন্তরং নৈতয়োঃ কোঽপি সূক্ষ্মং বেদ চ নারদ ! ॥ ১৫ ॥
অধীত্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বেদান্ সাঙ্গাংশ্চ নারদ !।
ন জানাতি তয়োঃ সূক্ষ্মমন্তরং বিরতিং বিনা ॥ ১৬ ॥

বিশ্বাসেনেতি। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োরিতি শ্রুত্যনুভববিশ্বাসেনেব জ্ঞেয়াবিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তত্র তয়োর্ব্যাপকত্বমাহ। চৈতন্যমিতি। নানাভাবেষু নানাজীবেষু ॥ ১২ ॥

যথা চৈতন্যং ব্যাপকং তথা তাং তদভিন্নাং শক্তিমপি ব্যাপিকাং বিদ্ধি তস্মাদুভাবপি ব্যাপকৌ। তাভ্যাং বিহীনমিতি। তথা চ শ্রুতিঃ। মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তয়োর্ব্বিভূতিলেশো বৈ জগদেতচ্চরাচরমিতি ॥ ১৩ ॥

তাবিতি। তৌ চ পৃথঙ্নোপাস্যৌ কিন্তু মিশ্রীভূতাবেবোপাস্যৌ। তয়োর্নিরন্তরং মিশ্রীভূতয়োরেব সত্ত্বাৎ পৃথক্ত্বেনৈকস্যাপ্যবস্থানাভাবাদিতি ভাবঃ। অতএব শাস্ত্রে দেব্যা উপাসনা যা উক্তা সা জড়ায়া মিথ্যাভূতায়া উক্তেতি ন ভ্রমিতব্যম্। তথা চ মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব দেবীপদবাচ্যং মায়াপদশক্ত্যাদিপদবাচ্যমিতি সিদ্ধান্তঃ। স্পষ্টং চেদমুপোদ্বলতে ॥ ১৪ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি। যা শক্তিরিতি। অন্তরং ভেদঃ। সূক্ষ্মমপি ন বেদ ॥ ১৫ ॥

ও জ্ঞানগম্য হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ প্রকৃতি ও পুরুষের আদি এবং অন্ত কখনই নাই, বিশ্বাস দ্বারা তাঁহাদিগকে লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ, কদাচই তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ১১ ॥ নারদ ! সমস্ত ভূতগণে যে চৈতন্য অনুভব হয় এবং বিবিধ জীবে যে সর্ব্বত্রগামী নিত্য তেজঃপদার্থ দৃষ্ট হয়, তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥ মহাভাগ ! সেই পুরুষ ও প্রকৃতি সর্ব্বত্রগামী ও সর্ব্ব বস্তুতেই অবস্থিতি করিতেছেন, ইহ সংসারে তদুভয় বিহীন হইয়া কোন বস্তুই বিদ্যমান থাকিতে পারে না ॥ ১৩ ॥ সেই উভয়েই চিদাত্মা, নির্গুণ, নির্ম্মল ও অব্যয় ; এই উভয়ের মিশ্রীভূত একরূপ সততই হৃদয়ে চিন্তা করা কর্ত্তব্য ॥ ১৪ ॥ যিনি শক্তি, তিনিই পরমাত্মা, যিনি পরমাত্মা, তিনিই পরমাশক্তি, নারদ ! ইহাঁদের সূক্ষ্ম প্রভেদ কেহই অবগত হইতে পারে

অহঙ্কারকৃতং সর্ব্বং বিশ্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
কথং তদ্রহিতং পুত্র! ভবেৎ কল্পশতৈরপি॥ ১৭॥
নির্গুণং সগুণঃ পুত্র! কথং পশ্যতি চক্ষুষা।
সগুণঞ্চ মহাবুদ্ধে! চেতসা সংবিচারয়॥ ১৮॥
পিত্তেনাচ্ছাদিতা জিহ্বা চক্ষুশ্চ মুনিসত্তম!।
কটুপীতং বিজানাতি রসং রূপং ন তত্তথা॥ ১৯॥
গুণৈঃ সমাবৃতং চেতঃ কথং জানাতি নির্গুণম্।
অহঙ্কারোদ্ভবং তচ্চ তদ্বিহীনং কথং ভবেৎ॥ ২০॥
যাবন্ন গুণবিচ্ছেদস্তাবত্তদ্দর্শনং কুতঃ।
তং পশ্যতি তদা চিত্তে যদাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ॥ ২১॥

যাবৎপর্য্যন্তং সত্ত্বাদিশুদ্ধ্যা বৈরাগ্যং নাস্তি তাবৎপর্য্যন্তং সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যপ্যধীত্য তয়োঃ পরমাত্মদেব্যোর্ন্নামমাত্রকৃতং সূক্ষ্মমন্তরং ভেদং ন জানাতি কিন্তু স্বরূপত এব মূঢ়ো ভেদং জানাতি। বিরক্তঃ সত্ত্বশুদ্ধস্তু তয়োঃ স্বরূপতো ভেদং নৈব জানাতীতি ভাবঃ॥ ১৬॥

নন্থ তদ্বৈরাগ্যং কুতো দুর্ল্লভমিতি চেত্তত্রাহ। অহঙ্কারেতি। সর্ব্বং বিশ্বং দেহাদিষ্বহঙ্কারেণ ব্যাপ্তং তদ্বিশ্বং কল্পশতৈরপি কথং তদ্রহিতং স্যান্নচ তৎসত্ত্বে বৈরাগ্যং ভবতি ততো বৈরাগ্যং দুর্ল্লভমিতি॥ ১৭॥

তস্মান্নির্গুণং পরমাত্মানং স্বয়ং সগুণোঽহঙ্কারাদিবিশিষ্টঃ পুরুষঃ কথং চক্ষুষা পশ্যতি ন কথমপীত্যর্থঃ। তস্মাদ্যোগ্যতাভাবাৎ সগুণমেবাধিকারপ্রাপ্তিপর্য্যন্তং চেতসা সংবিচারয়োপাস্স্ব॥ ১৮॥

দৃষ্টান্তমাহ পিত্তেনেতি। রসং রূপং নেতি। যথার্থরসং যথার্থরূপং জানাতীত্যর্থঃ॥ ১৯॥

দার্ষ্টান্তিকমাহ গুণৈরিতি। তদ্বিহীনং গুণবিহীনম্। অহঙ্কারস্য গুণত্রয়াত্মকত্বেন তদুদ্ভূতস্য চেতসস্তন্ময়ত্বেন কথং তস্য চেতসো গুণরহিতত্বং স্যাদিত্যর্থঃ॥ ২০॥

না॥১৫॥ নারদ! জীবলোক, সমস্ত শাস্ত্র ও সাঙ্গবেদ চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া কেবল তাঁহাদের নামমাত্র ভেদ জ্ঞাত হয়, বস্তুত বিশুদ্ধ বৈরাগ্য ব্যতিরেকে কেহই সূক্ষ্মপ্রভেদ অবগত হইতে সমর্থ হয় না॥ ১৬॥ বৎস! অহঙ্কারের নিরাকরণ না হইলে তাঁহাদিগকে জানিবার উপায় নাই; এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল বিশ্ব অহঙ্কার রূপ উপাদানে নির্ম্মিত, অতএব কল্পশতকাল বিশেষরূপ আয়াস ও যত্ন করিলেও কিরূপে অহঙ্কাররহিত হইবে? অতএব নারদ! বৈরাগ্য অতিশয় দুর্ল্লভ পদার্থ॥ ১৭॥ জীবগণ, সগুণ হইয়া নির্গুণ পদার্থকে কিরূপে চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে? অতএব হে সুবুদ্ধে! যদি যোগ্যতারই অভাব হইতেছে, তবে তুমি অধিকার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত চিত্ত দ্বারা সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা কর॥ ১৮॥ মুনিসত্তম! রসনা ও দৃষ্টি যদি পিত্ত দ্বারা দূষিত হয়, তবে যেমন কটুরস ও পীতরূপ পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সমস্ত জীবগণের গুণসমাচ্ছন্ন চিত্ত ও নির্গুণ বস্তু অবগতি করিতে অক্ষম হইয়া থাকে। নারদ! সেই চিত্ত অহঙ্কার হইতে

নারদ উবাচ।

স্বরূপং দেবদেবেশ! ত্রয়াণামেব বিস্তরাৎ।
গুণানাং যৎ স্বরূপোঽস্তি হ্যহঙ্কারস্ত্রিরূপকঃ॥ ২২॥
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ তথাপরঃ।
বিভেদেন স্বরূপাণি বদস্ব পুরুষোত্তম!॥ ২৩॥
যজ্জ্ঞাত্বা বিপ্রমুচ্যেঽহং জ্ঞানং ত্বং বদ মে প্রভো!।
গুণানাং লক্ষণান্যেব বিততানি বিভাগশঃ॥ ২৪॥

ব্রহ্মোবাচ।

ত্রয়াণাং শক্তয়স্তিস্রস্তদ্‌ব্রবীমি তবানঘ!।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরর্থশক্তিস্তথাপরা॥ ২৫॥
সাত্ত্বিকস্য জ্ঞানশক্তী রাজসস্য ক্রিয়াত্মিকা।
দ্রব্যশক্তিস্তামসস্য তিস্রশ্চ কথিতাস্তব॥ ২৬॥
তেষাং কার্য্যাণি বক্ষ্যামি শৃণু নারদ! তত্ত্বতঃ।
তামস্যা দ্রব্যশক্তেশ্চ শব্দস্পর্শসমুদ্ভবঃ॥ ২৭॥

ন যাবদ্‌গুণবিচ্ছেদস্তাবত্তয়োঃ পরমাত্মদেব্যোর্দর্শনাশাপি নাস্তীত্যাহ। যাবন্নেতি॥২১-২৪॥
ত্রয়াণামহঙ্কারাণাম্। তিস্রঃ শক্তয়ঃ। জ্ঞানজনিকা শক্তিঃ সাত্ত্বিকস্য ক্রিয়াজনিকা শক্তী রাজসস্য পৃথিব্যাদ্যর্থরূপকার্য্যজনিকা শক্তিস্তামসস্যেত্যাহ ত্রয়াণামিতি॥ ২৫—২৬॥
তামস্যা ইতি। তামসাহঙ্কারসম্বন্ধিদ্রব্যজনকশক্তেঃ সকাশাচ্ছব্দাদিগুণানামুৎপত্তিঃ॥২৭॥

উৎপন্ন, তবে তাহা কিরূপে অহঙ্কার বিহীন হইতে পারিবে॥ ১৯—২০॥ জীবগণও যাবৎ নির্গুণ হইতে না পারে, তাবৎ সেই নির্গুণ পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবনা নাই, নারদ! জীব যখন অহঙ্কারবর্জ্জিত হয়, তখনই চিত্তমধ্যে সেই নির্গুণ পুরুষাদিকে দর্শন করিয়া থাকে সন্দেহ নাই॥ ২১॥

নারদ কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! গুণত্রয়ের স্বরূপ অহঙ্কার ত সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-ভেদে তিন প্রকার, সেই সমুদায়ের স্বরূপগত প্রকার ভেদ আপনি বিস্তারিত ক্রমে বর্ণন করুন; আর যাহা জানিতে পারিলে আমি মুক্তিলাভে সমর্থ হইব সেই জ্ঞানের বিষয় এবং গুণত্রয়ের লক্ষণ সকল বিস্তার পূর্ব্বক বিভাগ ক্রমে কীর্ত্তন করিয়া আমার অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করুন॥ ২২—২৪॥

ব্রহ্মা বলিলেন, হে অনঘ! জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও অর্থশক্তি ভেদে অহঙ্কারের শক্তি তিন প্রকার; তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের জ্ঞানজনিকা শক্তি, রাজসের ক্রিয়াজনিকা শক্তি এবং তামসের অর্থশক্তি জানিবে; নারদ! আমি তোমার নিকট ত্রিবিধ অহঙ্কারের পৃথক্ পৃথক্ শক্তি বিভাগক্রমে বর্ণন করিলাম॥ ২৫—২৬॥ এক্ষণে, তাহাদের কার্য্য সমুদায়

রূপং রসশ্চ গন্ধশ্চ তন্মাত্রাণি প্রচক্ষতে।
শব্দৈকগুণমাকাশং বায়ুঃ স্পর্শগুণস্তথা ॥ ২৮ ॥
স্বরূপৈকগুণোঽগ্নিশ্চ জলং রসগুণাত্মকম্
পৃথ্বী গন্ধগুণা জ্ঞেয়া সূক্ষ্মাণ্যেতানি নারদ! ॥ ২৯ ॥
দশৈতানি মিলিত্বা তু দ্রব্যশক্তিযুতানি বৈ।
তামসাহঙ্কারজোঽয়ং সর্গস্তদনুবৃত্তিকঃ ॥ ৩০ ॥
রাজস্যাশ্চ ক্রিয়াশক্তেরুৎপন্নানি শৃণুষ্ব মে।
শ্রোত্রং ত্বগ্রসনাচক্ষুর্ঘ্রাণং চৈব পঞ্চমম্ ॥ ৩১ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
বাক্পাণিপাদপায়ুশ্চ গুহ্যান্তানি চ পঞ্চ বৈ ॥ ৩২ ॥
প্রাণোঽপানশ্চ ব্যানশ্চ সমানোদানবায়বঃ।
পঞ্চদশ মিলিত্বৈব রাজসঃ সর্গ উচ্যতে ॥ ৩৩ ॥
সাধনানি কিলৈতানি ক্রিয়াশক্তিময়ানি চ।
উপাদানং কিলৈতেষাং চিদনুবৃত্তিরুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

এতেভ্যো গুণেভ্যঃ শব্দৈকগুণমাকাশমিত্যাদিক্রমেণ সূক্ষ্মাণি তন্মাত্রাপরপর্য্যায়াণি পঞ্চভূতান্যুৎপদ্যন্ত ইত্যাহ। শব্দৈকগুণমিতি ॥ ২৮—২৯ ॥
পুনর্বক্ষ্যমাণরীত্যা পঞ্চীকরণে কৃতে সতি দ্রব্যশক্তিযুততামসাহঙ্কারানুবৃত্তিযুক্তো ব্রহ্মাণ্ডসর্গো জায়ত ইত্যাহ। দশৈতানীতি ॥ ৩০ ॥
রাজসাহঙ্কারসম্বন্ধিক্রিয়াজনকশক্তেঃ কার্য্যমাহ। রাজস্যা ইতি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ প্রাণাশ্চোৎপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

তথ্যানুসারে কহিতেছি শ্রবণ কর। তামসাহঙ্কারসম্বন্ধিনী দ্রব্যজনকশক্তি হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং ঐ সমস্ত গুণ হইতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, অগ্নির রূপ, জলের রস ও পৃথিবীর গন্ধ। নারদ! এই সূক্ষ্ম দশটী পদার্থ মিলিত হইয়া পৃথিব্যাদি রূপ কার্য্যজনিকাশক্তিবিশিষ্ট হয়। পরে পঞ্চীকরণ নিষ্পাদিত হইলে দ্রব্যশক্তি বিশিষ্ট তামসাহঙ্কারের অনুবৃত্তিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৭—৩০ ॥ এক্ষণে রাজসীশক্তি হইতে যাহা যাহা উৎপন্ন তৎসমুদায় শ্রবণ কর। শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা, চক্ষুঃ, ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চবিধ বায়ু সমুদায়ে এই পঞ্চদশ পদার্থ মিলিত হইয়া যে সৃষ্টি হয়, তাহাকে রাজস সৃষ্টি বলিয়া থাকে। নারদ! এই ক্রিয়াশক্তিময় সাধন অর্থাৎ করণ-সংজ্ঞক ইন্দ্রিয় সকল আর ইহাদের উপাদান কারণ ইহাদিগকে চিদনুবৃত্তি অর্থাৎ মায়া বলিয়া

জ্ঞানশক্তিসমাযুক্তাঃ সাত্ত্বিকাচ্চ সমুদ্ভবাঃ ।
দিশো বায়ুশ্চ সূর্য্যশ্চ বরুণশ্চাশ্বিনাবপি ॥ ৩৫ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং পঞ্চানাং পঞ্চাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ ।
চন্দ্রো ব্রহ্মা তথা রুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ চতুর্থকঃ ॥ ৩৬ ॥
ইত্যন্তঃকারণাখ্যস্য বুদ্ধ্যাদেশ্চাধিদৈবতম্ ।
চত্বার্য্যেব তথা প্রোক্তাঃ কিলাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ ॥ ৩৭ ॥
মনসা সহ চৈতানি নূনং পঞ্চদশৈব তু ।
সাত্ত্বিকস্য তু সর্গোঽয়ং সাত্ত্বিকাখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥
স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদেন দ্বে রূপে পরমাত্মনঃ ।
জ্ঞানরূপং নিরাকারং নিদানন্তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৩৯ ॥

সাধনানি কিলেতি। সাধনানি করণসংজ্ঞকানীন্দ্রিয়াণ্যেতানীত্যর্থঃ। কিঞ্চ ক্রিয়াশক্তিযুক্তত্বাৎ ক্রিয়াশক্তিময়ানি। এতেষাং সর্ব্বেষামুপাদানং বিবর্ত্তোপাদানন্তু চিদনুবৃত্তিশ্চিদেব বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যদ্বা উপাদানং সমবায়িকারণন্তু চিদনুবৃত্তিশ্চিতোঽনুবৃত্তিরনুস্যূততা যস্যাং মায়ায়াং সা মায়োচ্যত ইত্যর্থঃ। মায়ৈব সর্ব্বেষাং পরিণামোপাদানমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

সমুদ্ভবা অর্শ আদ্যজন্তম্। সাত্ত্বিকাদহঙ্কারাধিষ্ঠাতৃদেবতা দিশো বায়ুশ্চেতি বক্ষ্যমাণা উৎপন্না ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা কথনং কর্ম্মেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতানামুপলক্ষণম্। বৈকারিকাদহঙ্কারাদ্দ্বয়োরপ্যুৎপন্নত্বাৎ। চন্দ্রো ব্রহ্মেতি চতুষ্টয়ন্তু বৃত্তিভেদেন চতুর্দ্ধাভিন্নস্যান্তঃকরণস্যাধিষ্ঠাত্রিতি বোধ্যম্ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

বৃত্তিভেদেনৈব মনসশ্চতুষ্টয়াত্মকত্বং ন স্বরূপতঃ। স্বরূপতস্ত্বেকত্বমেবেতি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ প্রাণা ইতি পঞ্চদশ বস্তূনি একেন মনসা যুক্তানি ষোড়শ বিকারে গণিতানি ষোড়শৈব ভবন্তি নত্বধিকানীতি ভাবঃ। তদুক্তং মূলভূতাত্ততোঽব্যক্তাদ্বিকৃতাৎ পরবস্তুনঃ। আসীৎ কিল মহত্তত্ত্বং গুণান্তঃকরণাত্মকম্। অভূত্তস্মাদহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সৃষ্টিভেদতঃ। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহস্ত্রিধা। বৈকারিকাদহঙ্কারাদ্দেবা বৈকারিকা দশ। দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ। তৈজসাদিন্দ্রিয়াণ্যাসংস্তন্মাত্রাক্রমযোগতঃ। ভূতাদিকাদহঙ্কারাৎ পঞ্চভূতানি জজ্ঞির ইতি শারদায়াম্। অত্রেন্দ্রিয়সৃষ্টিবিষয়ে পঞ্চভূতসৃষ্টিবিষয়ে চ শৈবসাংখ্যবেদান্তিনাং পরস্পরং বহুবিরোধো দৃশ্যতে তথাপি সৃষ্টের্মায়িকত্বেন মিথ্যাত্বাত্তত্রাদরাভাবেন যথা কথঞ্চিদিন্দ্রজালবদ্দৃশ্যমানস্য নিরুক্তির্মূঢ়জনবুদ্ধিশঙ্কানিবারণার্থং কাঞ্চিদপি প্রক্রিয়ামাশ্রিত্য কর্ত্তব্যেত্যভিপ্রায়েণ গ্রন্থকৃদুক্তা সৃষ্টির্মতান্তরবিরুদ্ধেতি ন মন্তব্যমিতি ॥ ৩৮ ॥

থাকে ॥ ৩১—৩৪ ॥ নারদ! সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞানশক্তি সমন্বিত পঞ্চ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অর্থাৎ দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমার দ্বয় এবং বুদ্ধি প্রভৃতি চারি প্রকারে বিভক্ত অন্তঃকরণের চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই চারি অধিষ্ঠাতৃ দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন। এইরূপে উক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ বায়ু এই পঞ্চদশ ও মন এই ষোড়শ পদার্থ সাত্ত্বিক সৃষ্টি বলিয়া উক্ত হইয়া

সাধকস্য তু ধ্যানাদৌ স্থূলরূপং প্রচক্ষতে* ।
শরীরং সূক্ষ্মমেবেদং পুরুষস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪০ ॥
মম চৈব শরীরং বৈ সূত্রমিত্যভিধীয়তে।
স্থূলং শরীরং বক্ষ্যামি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥
শৃণু নারদ ! যত্নেন যচ্ছ্রুত্বা বিপ্রমুচ্যতে।
তন্মাত্রাণি পুরোক্তানি ভূতসূক্ষ্মাণি যানি বৈ ॥ ৪২ ॥
পঞ্চীকৃত্যা তু তান্যেব পঞ্চভূতসমুদ্ভবঃ।
পঞ্চীকরণভেদোঽয়ং শৃণু সংবদতঃ কিল ॥ ৪৩ ॥

ইথং তত্ত্বসৃষ্টিমুপপাদ্যোপাসনার্থং মায়াশক্তিবিশিষ্টব্রহ্মণো ভগবতীপদবাচ্যস্য দ্বিবিধং রূপমাহ স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদেনেতি। নিদানমিতি। জ্ঞানরূপং সর্ব্বাধিষ্ঠানং নিদানং বিবর্ত্তাদিকারণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তত্তু উত্তমাধিকারিজ্ঞানগম্যমেব নতু মধ্যমাধিকারিধ্যানগম্যম্। ততো মধ্যমাধিকারিণ উপাসনার্থং দ্বিতীয়ং স্থূলরূপমস্তীত্যাহ সাধকস্যেতি। সূক্ষ্মমেবেতি। মায়াশক্তে রূপদ্বয়মন্তর্ম্মুখবহির্ম্মুখরূপভেদেন। তত্রান্তর্ম্মুখং রূপন্তু পরাহন্তারূপমুত্তমাধিকারিজ্ঞানবিষয়ো বহির্ম্মুখং রূপন্তু তদপেক্ষয়া স্থূলং ভবতি ততো বহির্ম্মুখমায়াশক্ত্যাকারবিশিষ্টং ব্রহ্মরূপং মধ্যমাধিকারিভিরুপাস্যমিত্যর্থঃ। অক্ষরার্থস্তু পুরুষস্য পরমাত্মনো লিঙ্গদেহাপেক্ষয়া সূক্ষ্মমেবেদং বহির্ম্মুখমায়াকারাপেক্ষয়া তু স্থূলং শরীরং প্রকীর্ত্তিতং ততস্তদুপাস্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

মম চেতি। মম চ যচ্ছরীরং সূত্রং সূত্রসংজ্ঞকস্তদপি পরমাত্মনঃ স্থূলং শরীরমিত্যভিধীয়তে। তত্তদ্বিশিষ্টঃ পরমাত্মাপ্যুপাস্য ইত্যর্থঃ। অথ স্থূলতমং বিরাট্শরীরমাহ স্থূলং শরীরমিতি ॥ ৪১ ॥

প্রথমমস্যোৎপত্তিমাহ শৃণ্বিতি ॥ ৪২ ॥

তান্যেবেতি। তান্যেব সূক্ষ্মভূতানীশ্বরেণ পঞ্চীকৃত্য পঞ্চভূতসমুদ্ভবঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥৪৩॥

থাকে ॥ ৩৫—৩৮ ॥ বৎস ! স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে পরমাত্মার রূপ দুই প্রকার, তন্মধ্যে নিরাকার জ্ঞানরূপ এক প্রকার, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তাহাকেই নিদান অর্থাৎ অখিলের মূলকারণ বলিয়া থাকেন। উহা কেবল উত্তমাধিকারী জ্ঞানীদিগেরই, অন্যের নহে। আর মায়োপহিত ব্রহ্মরূপা ভগবতীর অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ ভেদে সূক্ষ্ম ও স্থূল ভাবে যে দুই রূপ আছে, তাহাও উপাসকদিগের মধ্যমাধমভেদে ধ্যানাদিতে প্রতিভাত হয় ॥৩৯—৪০॥ নারদ ! আমার এই শরীর সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাকে ও পরমাত্মার স্থূল শরীর কহে, অতএব ঐ সূত্রসমন্বিত পরমাত্মারও উপাসনা করা কর্ত্তব্য। নারদ ! আমি এক্ষণে তোমার নিকট পরমাত্মা ব্রহ্মের বিরাট্‌রূপ স্থূল শরীরের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি তুমি ইহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে উহা শ্রবণ করিলে মনুষ্যগণ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥৪১॥ বৎস ! পূর্ব্বে আমি তোমাকে যে সূক্ষ্মভূত রূপ পঞ্চতন্মাত্রের বিবরণ বলিয়াছি ঈশ্বর

---

* তথানন্দানুবৃত্তিশ্চ হ্যুপাদানং প্রচক্ষতে। সাধকসাধনাসাধ্যাত্মাদিরূপং পরমাত্মনঃ।
ইত্যধিকপাঠঃ কচিৎ পুস্তকে দৃশ্যতে ॥

প্রথমং রসতন্মাত্রামুপাদায় মনস্তপি।
কল্পয়েচ্চ তথা তদ্বৈ যথা ভবতি চৌদকম্ ॥ ৪৪ ॥
শিষ্টানাং চৈব ভূতানামংশান্ কৃত্বা পৃথক্ পৃথক্।
উদকে মিশ্রয়েচ্চাংশান্ কৃতে রসময়ে ততঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রথমং রসতন্মাত্রামিতি। রসতন্মাত্রাং মনস্যুপাদায় নিশ্চিত্য দ্বেধা কল্পয়েদিতি শেষঃ। অনন্তরং যথা তৎ স্থূলমুদকং ভবতি তথা কল্পয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

সেই সকলের পঞ্চীকরণ ক্রিয়া দ্বারা স্থূল পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়াছেন। সেই পঞ্চীকরণ আমি বিশেষরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥৪২—৪৩॥ মনে কর উদক নামক ভূতসৃষ্টি করিবার নিমিত্ত প্রথমে রসতন্মাত্রকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইল, এইরূপে অবশিষ্ট সূক্ষ্মভূতরূপ তন্মাত্র চতুষ্টয়ও পৃথক্ পৃথক্ দুইভাগে বিভাজিত হইল। এক্ষণে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অর্দ্ধভাগ রাখিয়া দিয়া, অবশিষ্ট প্রত্যেক অর্দ্ধভাগকে পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভক্ত কর, সেই চারি ভাগের এক এক ভাগ, নিজের অর্দ্ধাংশে যোগ না করিয়া অন্য অর্দ্ধ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই যোগ কর। এইরূপ করিলে জল ও ক্ষিতি আদি স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইবে ॥ ৪৪—৪৫ ॥* এইরূপে জলাদির সৃষ্টি হইলে পর তাহাতে অধিষ্ঠাতৃরূপে চৈতন্য

---

* স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ার একটী চিত্র প্রদান করিতেছি।

	আকাশ	বায়ু	তেজ	জল	ক্ষিতি
আকাশ	॥০	৵০	৵০	৵০	৵০
বায়ু	৵০	॥০	৵০	৵০	৵০
তেজ	৵০	৵০	॥০	৵০	৵০
জল	৵০	৵০	৵০	॥০	৵০
ক্ষিতি	৵০	৵০	৵০	৵০	॥০
স্থূল পঞ্চভূত	১	১	১	১	১

তদা ভূতবিভাগে চ চৈতন্যে চ প্রবেশিতে।
চৈতন্যস্য প্রবেশাত্তু তদাহমিতি সংশয়ঃ॥ ৪৬॥
প্রতীয়মানে তেনৈব বিশেষেণাভিমানতঃ।
আদিনারায়ণো দেবো ভগবানিতি চোচ্যতে॥ ৪৭॥
ঘনীভূতেঽথ ভূতানাং বিভাগে স্পষ্টতাং গতে।
বৃদ্ধিং প্রাপ্য গুণৈশ্চেত্থমেকৈকগুণবৃদ্ধিতঃ॥ ৪৮॥
আকাশস্য গুণশ্চৈকঃ শব্দ এব ন চাপরঃ।
শব্দস্পর্শৌ চ বায়োশ্চ দ্বৌ গুণৌ পরিকীর্ত্তিতৌ॥ ৪৯॥
অগ্নেঃ শব্দশ্চ স্পর্শশ্চ রূপমেতে ত্রয়ো গুণাঃ।
শব্দস্পর্শরূপরসাশ্চত্বারো বৈ জলস্য চ॥ ৫০॥

কয়া কল্পনয়া তথা ভবতি তৎ স্বয়মেবাহ শিষ্টানামিতি। যথা রসতন্মাত্রা দ্বিধা কৃতা তথাবশিষ্টা ভূততন্মাত্রা অপি দ্বিধা কর্ত্তব্যাঃ। তত্র সর্ব্বেষর্দ্ধভাগস্তথৈব স্থাপনীয়োঽবশিষ্টার্দ্ধভাগস্যাংশান্ পৃথক্ পৃথক্ চতুর্দ্ধা কৃত্বা স্বস্বার্দ্ধভাগরহিতেঽর্দ্ধভাগে তানংশান্ মেলয়েৎ। তথা চ রসতন্মাত্রার্দ্ধভাগে উদকে রসতন্মাত্রাতিরিক্তভূততন্মাত্রার্দ্ধভাগচতুঃখণ্ডান্ মিশ্রয়েঃ ন্মেলয়েদেবং কৃতে রসময়ে স্থূলজলং জাতমিত্যর্থঃ॥ ৪৫॥

ততোঽনন্তরমেব তদা ভূতবিভাগে ইতরেষাং চতুর্ণাং ভূতানাং পঞ্চীকরণেন বিভাগে জাতে তস্মিন্ পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতাত্মকেঽধিষ্ঠাতৃতয়া চৈতন্যস্য প্রবেশে জাতেঽপি প্রতিবিম্বতয়া প্রবেশ উচ্যতে চৈতন্যে চ প্রবেশিত ইতি। তস্য প্রতিবিম্বরূপচৈতন্যস্য প্রবেশাৎ পঞ্চভূতাত্মকে দেহে অহমিতি সংশয়স্তাদাত্ম্যরূপঃ সংশয়ো মনোবৃত্তিরূপ উৎপদ্যতে। তস্য দেহেঽহমিতি তাদাত্ম্যমুৎপদ্যত ইতি ফলিতম্॥ ৪৬॥

তৎ স্থূলদেহাভিমানং বিশিষ্টং চৈতন্যং বৈশ্বানর ইত্যাদিভিঃ নারায়ণ ইত্যাদিভিশ্চ সংজ্ঞাভিরুচ্যতে॥ ৪৭॥

পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতানাং গুণবৃদ্ধ্যা স্বরূপমাহ ঘনীভূত ইতি। ঘনীভূতে পঞ্চীকরণেন দৃঢ়ীভূতে সতি বিভাগে আকাশাদিরূপেণ বিভাগে স্পষ্টতাং গতে সতি পূর্ব্বোক্তরসতন্মাত্রগুণৈঃ কারণভূতৈর্বৃদ্ধিং প্রাপ্য কারণগুণাঃ কার্য্যগুণানারভন্ত ইতি ন্যায়াদ্গুণবৃদ্ধিং প্রাপ্যৈকৈকগুণবৃদ্ধিতো যুক্তান্যেকৈকভূতানি ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৪৮॥

কয়া কয়া গুণবৃদ্ধ্যা কিং কিন্তুতং যুক্তমস্তি তন্নাম্না নির্দ্দিশতি আকাশস্যেতি॥৪৯—৫০॥

প্রবিষ্ট হন, তখন সেই পঞ্চভূতাত্মক-দেহে আমিই এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ এইরূপ তাদাত্ম্য ভাবে সংশয়াত্মক মনোবৃত্তির উদয় হয়॥ ৪৬॥ এইরূপ প্রতীয়মান হইলে, সেই স্থূলদেহাভিমানবিশিষ্ট চৈতন্য ভগবান্ আদিদেব নারায়ণ অথবা বৈশ্বানর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন॥৪৭॥ আকাশাদি ভূতগণ পঞ্চীকরণ দ্বারা দৃঢ়ীভূত ও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে, আকাশে এক, বায়ুতে দুই এইরূপ ক্রমে ভূত সকলে এক এক অধিক গুণ দৃষ্ট হয়॥ ৪৮॥ তদনুসারে আকাশের এক শব্দ গুণ ভিন্ন অপর আর কিছুই নাই, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নির

শব্দস্পর্শরূপরসা গন্ধশ্চ পৃথিবীগুণাঃ।
এবং মিলিতযোগৈশ্চ ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিরুচ্যতে ॥ ৫১ ॥
সর্ব্বজীবা মিলিত্বৈব ব্রহ্মাণ্ডাংশসমুদ্ভবাঃ।
চতুরশীতিলক্ষাশ্চ প্রোক্তা বৈ জীবজাতয়ঃ* ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অধিদেবতাসহিতং গুণপ্রভেদৈস্তত্ত্বস্বরূপবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

এবমিতি। এবং পঞ্চীকৃতভূতাত্মকমেব ব্রহ্মাণ্ডমুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সর্ব্বে জীবা। এতে সর্ব্বে জীবা মিলিত্বৈব সর্ব্বজীবাবিদ্যাভিরেব ব্রহ্মাণ্ডস্যোৎপত্তিরিত্যর্থঃ। জীবাবিদ্যাভিরেব ব্রহ্মাণ্ডং কল্পিতং স্বকর্ম্মফলভোগার্থমিতি ভাবঃ। নত্বীশ্বরস্য তৎকল্পনে কিঞ্চিৎ ফলমস্তি। কিন্ত্বহুনেশ্বরোঽপি জীবাবিদ্যাভিরেব কল্পিত ইতি রহস্যম্। কতি জীবাঃ সন্তি তত্রাহ চতুরশীতীতি। তদেতৎ স্থূলতমং রূপমপ্যুপাস্যম্। তথা চ এতাবতা সর্ব্বগ্রন্থেন সর্ব্বা মহাসৃষ্টিরীশ্বরকর্ত্তৃকা জীবসৃষ্টিশ্চোপপাদিতা তস্যাং সৃষ্টৌ বিদ্যমানজীবানামুত্তমাধিকারিণাং জ্ঞানঘনস্তুরীয়ং প্রণবমায়াবীজবাচ্যং ব্রহ্মজ্ঞেয়মুক্তম্। মধ্যমাধিকারিণাস্তু স্থূলসূক্ষ্মকারণদেহাবচ্ছিন্নং ব্রহ্মবৈশ্বানরসূত্রহিরণ্যগর্ভাখ্যাকৃতসংজ্ঞকং ব্যষ্টৌ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞসংজ্ঞকং প্রণবমায়াবীজাবয়ববর্ণত্রয়বাচ্যমুপাস্যমুক্তং ভবতি। চতুষ্পাদেব চ ব্রহ্মমাণ্ডূক্যাদিষু প্রতিপাদিতং তদ্বাচকা বর্ণাশ্চ প্রতিপাদিতা ইতি বোধ্যম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পাঁচটী গুণই নির্দ্দিষ্ট আছে। এইরূপে পঞ্চীকৃত ভূত সমূহের মিলনী প্রক্রিয়া দ্বারা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ ব্রহ্মের বিরাট্‌মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়াছে ॥৪৯—৫১॥ অতএব এইরূপে জীবসমষ্টি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, এই জীবজাতি চতুরশীতিলক্ষ প্রকার ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সৃষ্টিতত্ত্ব-স্বরূপ ও অধিষ্ঠাতৃ দেবতার সহিত গুণভেদ বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

---

* তানি স্থূলশরীরাণি মিলিত্বা সর্ব্বমেব হি। বিরাড়িত্যুচ্যতে ব্রহ্মন্ স্থূলং রূপং পরাত্মনঃ। জ্ঞাতব্যং কথিতং সর্ব্বং ময়া তে মুনিসত্তম।। ইত্যধিকঃ পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

সর্গোঽয়ং কথিতস্তাত! যৎ পৃষ্টোঽহং ত্বয়াধুনা।
গুণানাং রূপসংস্থাং বৈ শৃণু চৈকাগ্রমানসঃ॥ ১॥
সত্ত্বং প্রীত্যাত্মকং জ্ঞেয়ং সুখাৎ প্রীতিসমুদ্ভবঃ।
আর্জ্জবঞ্চ তথা সত্যং শৌচং শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ॥ ২॥
অনুকম্পা তথা লজ্জা শান্তিঃ সন্তোষ এবচ।
এতৈঃ সত্ত্বপ্রতীতিশ্চ জায়তে নিশ্চলা সদা॥ ৩॥
শ্বেতবর্ণং তথা সত্ত্বং ধর্ম্মে প্রীতিকরং সদা।
সচ্ছ্রদ্ধোৎপাদকং নিত্যমসচ্ছ্রদ্ধানিবারকম্॥ ৪॥
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চ তথা পরা।
শ্রদ্ধা তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৫॥

একাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ চতুর্ম্মুখঃ।
গুণানাং রূপসংস্থাং বৈ কথয়ামাস বিস্তরাৎ॥

সর্গোঽয়মিতি। দৃশ্যমাত্রস্য সর্গ ইত্যর্থঃ॥ ১॥

গুণানাং মুমুক্ষিভির্হেয়োপাদেয়ত্বজ্ঞানার্থং স্বরূপং কার্য্যঞ্চাহ প্রীত্যাত্মকমিতি। সত্ত্বাদ্ধি সর্ব্বত্র সুখং ভবতি। সুখে জাতে সর্ব্বপদার্থস্য সুখদত্বাত্তত্র প্রীতিরুৎপদ্যতে। তস্মাদ্ধেতোঃ সত্ত্বং প্রীত্যাত্মকমিত্যর্থঃ॥ ২॥

এতৈল্লক্ষণৈঃ সত্ত্বকার্য্যভূতৈঃ কারণস্য প্রতীতির্নিশ্চয়া জায়তে ময়ি সত্ত্বং নিশ্চলমুৎপন্নমিতি॥ ৩॥

সত্ত্বস্য কার্য্যান্তরাণ্যপ্যাহ শ্বেতবর্ণমিতি॥ ৪॥

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস নারদ! তুমি আমাকে যে দৃশ্য-সৃষ্টির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বর্ণন করিলাম; এক্ষণে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কিরূপ বর্ণ এবং তাহাদিগের সংস্থান কিরূপ তাহা কীর্ত্তন করিতেছি একাগ্রমনে শ্রবণ কর॥ ১॥ বৎস! সত্ত্বগুণকেই প্রীতিজনক জানিবে; কারণ, সত্ত্বগুণ হইতে সুখের উৎপত্তি হয়, সুখ উৎপন্ন হইলে সকল পদার্থই সুখপ্রদ এবং তজ্জন্য সর্ব্বত্রই প্রীতির উৎপত্তি হয়; যখন সরলতা, সত্য, শৌচ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, অনুকম্পা, লজ্জা, শান্তি ও সন্তোষ এই সকলের উৎপত্তি হয়, তখন এই সকল লক্ষণ দ্বারা সত্ত্বগুণ উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ নিশ্চলা প্রতীতির উদয় হইয়া থাকে॥২-৩॥ সত্ত্বগুণ শ্বেতবর্ণ, ইহা দ্বারা ধর্ম্মে প্রীতি জন্মে, সৎ শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং অসৎ শ্রদ্ধার নিবারণ হইয়া থাকে॥ ৪॥ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ, শ্রদ্ধাকে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও

রক্তবর্ণং রজঃ প্রোক্তমপ্রীতিকরমদ্ভুতম্ ।
অপ্রীতির্দুঃখযোগত্বাদ্ভবত্যেব সুনিশ্চিতা ॥ ৬ ॥
প্রদ্বেষোঽথ তথা দ্রোহো মৎসরঃ স্তম্ভ এব চ ।
উৎকণ্ঠা চ তথানিদ্রাশ্রদ্ধা তত্র চ রাজসী ॥ ৭ ॥
মানো মদস্তথা গর্ব্বো রজসা কিল জায়তে ।
প্রত্যেতব্যং রজস্ত্বেতৈর্ল্লক্ষণৈশ্চ বিচক্ষণৈঃ ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণবর্ণং তমঃ প্রোক্তং মোহদঞ্চ বিষাদকৃৎ ।
আলস্যঞ্চ তথাজ্ঞানং নিদ্রা দৈন্যং ভয়স্তথা ॥ ৯ ॥
বিবাদশ্চৈব কার্পণ্যং কৌটিল্যং রোষ এব চ ।
বৈষম্যঞ্চাতিনাস্তিক্যং পরদোষানুদর্শনম্ ॥ ১০ ॥
প্রত্যেতব্যং তমস্ত্বেতৈর্ল্লক্ষণৈঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ ।
তামস্যা শ্রদ্ধয়া যুক্তং পরতাপোপপাদকম্ ॥ ১১ ॥
সত্ত্বং প্রকাশয়িতব্যং নিয়ন্তব্যং রজঃ সদা ।
সংহর্ত্তব্যং তমঃ কামং জনেন শুভমিচ্ছতা ॥ ১২ ॥

নমু শ্রদ্ধা কিমনেকবিধাস্তি যস্মাদত্রোচ্যতেঽসচ্ছ্রদ্ধানিবারকমিতি চেদস্ত্যেবেত্যাহ সাত্ত্বিকীতি। সাত্ত্বিক্যতিরিক্তা সতী শ্রদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অপ্রীতিকরমিতি। রজো হি দুঃখপ্রদং সর্ব্বত্র দুঃখে জাতে সর্ব্বপদার্থেম্বপ্রীতির্জ্জায়ত ইত্যপ্রীতিকরমুচ্যতে। তদেবাহ অপ্রীতিরিতি ॥ ৬—৭ ॥

রজসেতি। রজঃকার্য্যাণ্যেতানীত্যর্থঃ। প্রত্যেতব্যমিতি। এতৈর্ল্লক্ষণৈ রজঃকার্য্যভূতৈর্ম্ময়ি কারণভূতো রজোগুণোঽস্তীতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

পরতাপোপপাদকমিতি পূর্ব্বান্বয়ি তমোগুণলক্ষণম্ ॥ ১১ ॥

তামসীভেদে তিন প্রকার কহিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ রজোগুণ রক্তবর্ণ, অদ্ভুত ও অপ্রীতিকর ; কারণ, ইহা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি হয়, দুঃখ হইতেই সকল বস্তুতে অপ্রীতির উৎপত্তি হয় ইহা নিশ্চিতই রহিয়াছে ॥৬॥ যখন দ্বেষ, দ্রোহ, মৎসর, স্তম্ভ, উৎকণ্ঠা, অনিদ্রা, অশ্রদ্ধা, অভিমান, দম্ভ ও গর্ব্ব এই সকলের উৎপত্তি হয়, তখন বিচক্ষণ ব্যক্তি এই সকল লক্ষণ দ্বারা আমাতে রজোগুণের উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ প্রত্যয় করিবেন ॥ ৭—৮ ॥ তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ, মোহজনক ও বিষাদকর। তমোগুণ হইতে আলস্য, অজ্ঞান, নিদ্রা, দৈন্য, ভয়, বিবাদ, কৃপণতা, কুটিলতা, ক্রোধ, বুদ্ধি-বৈষম্য, অতিশয় নাস্তিকতা, পরদোষদর্শন এই সকলের উৎপত্তি হয়। বুধগণ এই সকল লক্ষণ দ্বারা প্রত্যয় করিবেন যে আমাতে তমোগুণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই তমোগুণ যখন তামসীশ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হয় তখন পরের দুঃখোৎপাদক হইয়া থাকে ॥ ৯—১১ ॥ শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সত্ত্বগুণকে প্রকাশ করিবেন,

অন্যোন্যাভিভবাচ্চৈতে বিরুধ্যন্তি পরস্পরম্।
তথান্যোন্যাশ্রয়াঃ সর্ব্বে ন তিষ্ঠন্তি নিরাশ্রয়াঃ ॥ ১৩ ॥
সত্ত্বং ন কেবলং কাপি ন রজো ন তমস্তথা।
মিলিতাশ্চ সদা সর্ব্বে তেনান্যোন্যাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪ ॥
অন্যোন্যমিথুনাশ্চৈব বিস্তারং কথয়াম্যহম্।
শৃণু নারদ! যজ্‌জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ১৫ ॥
সন্দেহোঽত্র ন কর্ত্তব্যো জ্ঞাত্বৈবভ্যুক্তং ময়া বচঃ।
জ্ঞাতং তদনুভূতং যৎ পরিজ্ঞাতং ফলে সতি ॥ ১৬ ॥
শ্রবণাদ্দর্শনাচ্চৈব সপদ্যেব মহামতে!।
সংস্কারানুভবাচ্চৈব পরিজ্ঞাতং ন জায়তে ॥ ১৭ ॥

কিমর্থমেতানি লক্ষণান্যুক্তানি তত্রাহ সত্ত্বং প্রকাশয়িতব্যমিতি। সত্ত্ববৃদ্ধির্যথা ভবতি তথা কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। ন হি তৎ সত্ত্বলক্ষণজ্ঞানমন্তরা সম্ভবতি। হেয়োপাদেয়য়োঃ স্বরূপ-জ্ঞানস্যাপেক্ষিতত্বাদিতি ভাবঃ॥ ১২ ॥

অন্যোন্যেতি। এতেঽন্যোন্যাভিভবাৎ পরস্পরাভিভবাদ্বিরুধ্যন্তীতি স্বভাব এষাম্। ততশ্চ সত্ত্বস্থৈর্য্যেণেতরয়োরভিভবঃ কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ॥ ১৩—১৫ ॥

ময়েত্যুক্তং বচো জ্ঞাত্বেত্যন্বয়ঃ। জ্ঞাতং তদনুভূতমিতি। হে মহামতে! শ্রবণাদ্দর্শনা-চ্চৈব সপদি তৎকালমেব ফলে সতি যৎ পরিজ্ঞানং ফলজনকত্বেন পরিজ্ঞাতং, তদেব জ্ঞাতং শ্রুতমনুভূতঞ্চ ভবতি। যত্তু সংস্কারানুভবাৎ সংস্কারজন্যস্মরণাজ্‌জ্ঞাতং তত্র তৎকালে-তৎপদার্থস্যানুভবাভাবে ফলস্যাভাবান্ন তজ্‌জ্ঞাতং জায়তে। ন হি গঙ্গাতীরে আম্রা দৃষ্টা ইতি স্মরণেন কিঞ্চিৎ ফলমস্তি তদুত্তরং তদনুভবস্যৈব সফলত্বাৎ। তথা চ যত্র কর্ম্মণি ফলং ন দৃশ্যতে তৎ কৃতমকৃতমেব। তাদৃশঞ্চ রাজসতামসংবা কর্ম্ম ভবতীতি ভাবঃ॥১৬-১৭॥

রজোগুণকে নিয়মিত করিয়া রাখিবেন এবং তমোগুণকে নিঃশেষরূপে সংহার করি-বেন ॥১২॥ এই তিন গুণ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, নিরাশ্রয় হইয়া অবস্থান করিতে পারে না, ইহাদের স্বভাব এই যে, ইহারা পরস্পরকে জয় করিবার জন্য বিরোধ করিয়া থাকে। অতএব বুধগণ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করিয়া অপর গুণদ্বয়কে পরাজয় করি-বেন ॥ ১৩ ॥ কেবলমাত্র সত্ত্ব, রজ অথবা তমোগুণ কোথাও থাকিতে পারে না, অতএব তাহারা সকলে মিলিত হইয়া সর্ব্বদাই পরস্পরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ নারদ! এক্ষণে কোন গুণ কোন গুণের সহিত মিলিত হইয়া মিথুন ভাব প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর, ভক্তিযুক্ত হইয়া ইহা শ্রবণ করিলে জীবগণ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৫ ॥ আমি এই সকল বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াই বলিতেছি, ইহাতে কদাচ সন্দেহ করিও না, এই বিষয় অনুভূত হইলে এবং ইহার ফল প্রকাশ হইলেই ইহার যাথার্থ্য বিশেষরূপে জানিতে পারা যায় ॥ ১৬ ॥ হে মহামতে!

শ্রুতং তীর্থং পবিত্রঞ্চ শ্রদ্ধোৎপন্না চ রাজসী।
নির্গতস্তত্র তীর্থে বৈ দৃষ্টঞ্চৈব যথাশ্রুতম্॥ ১৮॥
স্নাতস্তত্র কৃতং কৃত্যং দত্তং দানঞ্চ রাজসম্।
স্থিতস্তত্র কিয়ৎ কালং রজোগুণসমাবৃতঃ॥ ১৯॥
রাগদ্বেষান্ন নির্মুক্তঃ কামক্রোধসমাবৃতঃ।
পুনরেব গৃহং প্রাপ্তো যথাপূর্ব্বং তথাস্থিতঃ॥ ২০॥
শ্রুতঞ্চ নানুভূতং বৈ তেন তীর্থং মুনীশ্বর!।
ন প্রাপ্তঞ্চ ফলং যস্মাদশ্রুতং বিদ্ধি নারদ!॥ ২১॥
নিষ্পাপত্বং ফলং বিদ্ধি তীর্থস্য মুনিসত্তম!।
কৃষেঃ ফলং যথা লোকে নিষ্পন্নান্নস্য ভক্ষণম্॥ ২২॥
পাপদেহে বিকারা যে কামক্রোধাদয়ঃ পরে।
লোভো মোহস্তথা তৃষ্ণা দ্বেষো রাগস্তথা মদঃ॥ ২৩॥

তদেবাহ শ্রুতমিতি। রাজসীতি। ফলং ভবতু বা মা বা লোকা গচ্ছন্তি ময়াপি গন্তব্যং মিত্যেবংরূপেত্যর্থঃ॥ ১৮॥
রাজসং ফলং ভবতু বা মা বেত্যুক্তরূপম্॥ ১৯—২০॥
তত্র ফলাভাবাত্তত্তীর্থং তেন ন শ্রুতং নাপ্যনুভূতমিত্যর্থঃ॥ ২১॥
কিং তত্র তীর্থস্য ফলং তত্রাহ নিষ্পাপত্বমিতি॥ ২২॥

শ্রবণ, দর্শন ও সংস্কারহেতুক অনুভব দ্বারা তৎক্ষণাৎ অবগতি করিতে কেহই সমর্থ হয় না॥ ১৭॥ কোন ব্যক্তি পবিত্র তীর্থের কথা শ্রবণ করিল, পরে ফল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা না জানিয়াই সেই তীর্থে গমন করিবার নিমিত্ত তাহার রাজসী শ্রদ্ধার উদয় হইল। তদনুসারে সে ব্যক্তি তীর্থে গমন করিয়া পূর্ব্বে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিল সেইরূপই দর্শন করিল। অনন্তর তথায় স্নান করিয়া সমুদয় তীর্থকার্য্য সমাধান পূর্ব্বক রাজসিক দান করিল। অর্থাৎ ফল হউক বা না হউক সে বিষয়ে কোন লক্ষ্য না করিয়াই দান ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিল এবং রজোগুণে পরিপূর্ণ হইয়া কিয়ৎকাল সেই তীর্থে অবস্থিতি করিল। দেখ নারদ, ঐই ব্যক্তি বহুকাল তীর্থবাস করিলেও রাগদ্বেষাদি হইতে নির্মুক্ত হইল না, পূর্ব্বে যেরূপ কামক্রোধাদির বশীভূত ছিল সেইরূপ থাকিয়াই পুনর্ব্বার নিজগৃহে আগমন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। মুনিবর! সে ব্যক্তি তীর্থের নাম শ্রবণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তীর্থ যে কি পদার্থ তাহা অনুভব করিতে পারে নাই; অথবা, যখন সে ব্যক্তি তীর্থের ফল প্রাপ্ত হইল না তখন তাহাকে অশ্রুত বলিয়াও জানিতে পার॥ ১৮—২১॥ হে মুনিসত্তম! লোকমধ্যে উৎপন্ন শস্যাদির উপভোগ যেমন কৃষি কর্ম্মের ফল, সেইরূপ পাপ হইতে নির্মুক্ত হওয়াই তীর্থদর্শনাদির ফল জানিও॥২২॥ নারদ! কামক্রোধাদি এবং লোভ, মোহ,

অসূয়ের্ষ্যা ক্ষমা শান্তিঃ পাপান্যেতানি নারদ!।
ন নির্গতানি দেহাত্তু তাবৎ পাপযুতো নরঃ॥ ২৪॥
কৃতে তীর্থে যদৈতানি দেহান্ন নির্গতানি চেৎ।
নিষ্ফলঃ শ্রম এবৈকঃ কর্ষকস্য যথা তথা॥ ২৫॥
শ্রমেণাপীড়িতং ক্ষেত্রং কৃষ্টা ভূমিঃ সুদুর্ঘটা।
উপ্তং বীজং মহার্ঘঞ্চ হিতা বৃত্তিরুদাহৃতা॥ ২৬॥
অহোরাত্রং পরিক্লিষ্টো রক্ষণার্থং ফলোৎসুকঃ।
কালে সুপ্তস্তু হেমন্তে বনে ব্যাঘ্রাবৃতে ভৃশম্॥ ২৭॥
ভক্ষিতং শলভৈঃ সর্ব্বং নিরাশশ্চ কৃতঃ পুনঃ।
তদ্বত্তীর্থশ্রমঃ পুত্র! কষ্টদো ন ফলপ্রদঃ॥ ২৮॥
সত্ত্বং সমুৎকটং জাতং প্রবৃদ্ধং শাস্ত্রদর্শনাৎ।
বৈরাগ্যং তৎফলং জাতং তামসার্থেষু নারদ!॥ ২৯॥

ননু পাপস্যামূর্ত্তত্বাৎ পাপং ন গতমিতি কথং জ্ঞায়ত ইতি চেৎ পাপকার্য্যাণাং কামাদীনাং দৃশ্যমানত্বে তেন কার্য্যেণ কারণস্য পাপস্যানুমানাদিত্যাহ পাপদেহে বিকারা ইতি॥ ২৩—২৫॥

আপীড়িতং আ সমন্তাদ্বদ্ধম্। মহার্ঘমমূল্যং বীজমিত্যর্থঃ। হিতা বৃত্তিরিয়ং বৃত্তির্হিতা-কল্যাণকরী উদাহৃতা যদ্যপি তথাপি ফলাভাবে নিরাশঃ কৃত ইত্যর্থঃ॥ ২৬—২৭॥

দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি তদ্বদিতি॥ ২৮॥

তৃষ্ণা, দ্বেষ, অনুরাগ, মদ, অসূয়া, ঈর্ষ্যা, অক্ষমা, অশান্তি এই সকলের দ্বারাই পাপের অনুমান হয়; অতএব যে পর্য্যন্ত এই সমস্ত দেহ হইতে নির্গত না হয়, সেই পর্য্যন্ত মানবগণ পাপপঙ্কে মগ্ন থাকে, তীর্থ দর্শন করিলে ঐ সকল যদি দেহ হইতে বহির্গত না হয়, তবে কৃষকের কর্ষণাদির ন্যায় তাহার তীর্থ পর্য্যটনাদির পরিশ্রম মাত্রই সার হইয়া থাকে॥ ২৩—২৫॥ দেখ, লোকে কল্যাণকরী বৃত্তি বলে বুলিয়া, কৃষক বহু পরিশ্রমে ক্ষেত্র পরিষ্কার ও কঠিনা ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে দুর্মূল্য বীজ বপন করিল; পরে, ফল প্রাপ্তির আশায় তাহার রক্ষার নিমিত্ত দিবারাত্র ক্লেশ স্বীকার করিতে লাগিল এবং হেমন্তকালে ব্যাঘ্রাদিপরিবৃত বনমধ্যে শুইয়া রহিল, কিন্তু পতঙ্গদল আসিয়া তাহার শস্য সকল ভক্ষণ করিয়া তাহাকে ফল হইতে বঞ্চিত ও নিরাশ করিল, সুতরাং তাহার সেই সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইয়া গেল। নারদ! তীর্থশ্রমও সেইরূপ ফলপ্রদ না হইয়া কষ্টপ্রদই হইয়া থাকে॥ ২৬—২৮॥ বেদান্তাদিশাস্ত্রদর্শনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সত্ত্বগুণ যখন প্রচুররূপে উৎপন্ন হয়, তখন তাহার ফলে, তামস ও রাজস বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে, এবং সত্ত্বগুণ বল পূর্ব্বক রজঃ ও তমোগুণ এই উভয়কেই পরাভব করিয়া থাকে।

প্রসহ্যাভিভবত্যেব তদ্রজস্তমসী উভে।
রজঃ সমুৎকটং জাতং প্রবৃদ্ধং লোভযোগতঃ ॥ ৩০ ॥
তত্তথাভিভবত্যেব তমঃসত্ত্বে তথা উভে।
তমস্তথোৎকটং ভূত্বা প্রবৃদ্ধং মোহযোগতঃ ॥ ৩১ ॥
তৎ সত্ত্বরজসী চোভে সম্যগ্যাভিভবত্যপি।
বিস্তরং কথয়াম্যদ্য যথাভিভবতীতি বৈ ॥ ৩২ ॥
যদা সত্ত্বং প্রবৃদ্ধং বৈ মতির্ধর্ম্মে স্থিতা তদা।
ন চিন্তয়তি বাহ্যার্থং রজস্তমঃসমুদ্ভবম্ ॥ ৩৩ ॥
অর্থং সত্ত্বসমুদ্ভূতং গৃহ্লাতি চ ন চান্যথা।
অনায়াসকৃতঞ্চার্থং ধর্ম্মং যজ্ঞঞ্চ বাঞ্ছতি ॥ ৩৪ ॥
সাত্ত্বিকেষ্বেব ভোগেষু কামং বৈ কুরুতে তদা।
রাজসেষু ন মোক্ষার্থী তামসেষু পুনঃ কুতঃ ॥ ৩৫ ॥
এবং জিত্বা রজঃ পূর্ব্বং ততশ্চ তমসো জয়ঃ।
সত্ত্বঞ্চ কেবলং পুত্র! তদা ভবতি নির্ম্মলম্ ॥ ৩৬ ॥

একৈকস্য কারণবশাদুৎকটত্বে জাতেঽন্যয়োরভিভবো ভবতীত্যাহ সত্ত্বমিতি। শাস্ত্রং বিবেকশাস্ত্রং বেদান্তস্তদ্দর্শনং সত্ত্বোদ্রেকে কারণমুক্তম্। তেন দর্শনেন তামসার্থেষু রাজসেষু চ বৈরাগ্যং ফলম্ ॥ ২৯ ॥
তৎ সত্ত্বং প্রসহ্য বলাৎকারেণ ॥ ৩০—৩২ ॥
বিবৃদ্ধসত্ত্বস্য লক্ষণমাহ যদা সত্ত্বমিতি ॥ ৩৩ ॥
ন চান্যথা রজস্তমঃসমুদ্ভূতং বাহ্যার্থং ন গৃহ্লাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
মোক্ষার্থী সন্ রাজসেষু তামসেষু ন কামং কুরুত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥
রজস্তমোজয়ানন্তরং সত্ত্বমেব নির্ম্মলং ভবতীত্যত আহ এবং জিত্বেতি ॥ ৩৬—৩৮ ॥

আবার লোভবশত যখন রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উৎকট হইয়া উঠে তখন সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে, এইরূপে মোহযোগে তমোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উৎকট হইলে সত্ত্ব ও রজোগুণকে সম্যক্‌রূপেই অভিভব করিয়া থাকে। নারদ! গুণনিকরের এই অভিভবের বিষয় আমি বিস্তাররূপে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৯—৩২ ॥ যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায় তখন মতি ধর্ম্ম বিষয়েই স্থির থাকে, তম ও রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বাহ্যবস্তু সকলের নিমিত্ত চিন্তা করে না, কেবল সত্ত্বগুণোৎপন্ন পদার্থ গ্রহণ করে, অন্য কিছুই গ্রহণ করে না, বরং অনায়াস কৃত অর্থ, ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদিতে এবং সাত্ত্বিক ভোগে কামনা করে। তখন সেই ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া রাজস ও তামস বিষয়ের কামনা পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৩৩—৩৫ ॥ নারদ! এইরূপে প্রথমে রজোগুণ জয় করিয়া তদনন্তর তমোগুণ জয় করিলে তখন কেবল

যদা রজঃ প্রবৃদ্ধং বৈ ত্যক্ত্বা ধর্ম্মান্ সনাতনান্।
অন্যথা কুরুতে ধর্ম্মান্ শ্রদ্ধাং প্রাপ্য তু রাজসীম্ ॥ ৩৭ ॥
রাজসাদর্থসংবৃদ্ধিস্তথা ভোগস্তু রাজসঃ।
সত্ত্বং বিনির্গতং তেন তমসশ্চাপি নিগ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥
যদা তমোবিবৃদ্ধং স্যাদুৎকটং সম্বভূব হ।
তদা বেদে ন বিশ্বাসো ধর্ম্মশাস্ত্রে তথৈব চ ॥ ৩৯ ॥
শ্রদ্ধাঞ্চ তামসীং প্রাপ্য করোতি চ ধনাত্যয়ম্।
দ্রোহং সর্ব্বত্র কুরুতে ন শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৪০ ॥
জিত্বা সত্ত্বং রজশ্চৈব ক্রোধনো দুর্ম্মতিঃ শঠঃ।
বর্ত্ততে কামচারেণ ভাবেষু বিততেষু চ ॥ ৪১ ॥
এবং সত্ত্বং ন ভবতি রজশ্চৈকং তমস্তথা।
সদৈবাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে গুণা মিথুনধর্ম্মিণঃ ॥ ৪২ ॥
রজো বিনা ন সত্ত্বং স্যাদ্রজঃ সত্ত্বং বিনা ক্বচিৎ।
তমো বিনা ন চৈবৈতে বর্ত্তন্তে পুরুষর্ষভ! ॥ ৪৩ ॥
তমস্তাভ্যাং বিহীনস্তু কেবলং ন কদাচন।
সর্ব্বে মিথুনধর্ম্মাণো গুণাঃ কার্য্যান্তরেষু বৈ ॥ ৪৪ ॥

যদা তমোগুণস্য বৃদ্ধিঃ স্যাৎ তদা নরস্য ধর্ম্মাদিশাস্ত্রে বিশ্বাসো ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯-৪১
গুণানাং মিথুনধর্ম্মত্বং সূচয়তি এবমিতি ॥ ৪২—৪৫ ॥)

সত্ত্বগুণ নির্ম্মল হয় ॥ ৩৬ ॥ যখন রজোগুণ বাড়িয়া উঠে তখন মানবগণ রাজসী শ্রদ্ধা প্রা হইয়া সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অন্যথা করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ রাজস প্রবৃ দ্বারা ধনবৃদ্ধির এবং তখন রাজস ভোগেই কামনা হইয়া থাকে। রজোগুণ সত্ত্বগুণে বহির্গত করিয়া দেয় এবং তমোগুণের নিগ্রহ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ নারদ! এইরূপে যখ তমোগুণ বাড়িয়া উৎকট হইয়া উঠে, তখন বেদে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না। তামসী শ্র প্রাপ্ত হইয়া জীব ধন বিনাশ করে এবং সর্ব্বত্রই কলহ, বিবাদ ও দ্রোহে নিরত হইয়া কদা শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তখন তমোগুণপ্রধান সেই ব্যক্তি সত্ত্ব ও রজোগুণে জয় করিয়া ক্রোধনস্বভাব দুর্ম্মতি ও শঠ হইয়া সকল বিষয়েই যথেচ্ছাচারে প্রবৃ হয় ॥ ৩৯—৪১ ॥ নারদ! এইরূপে সত্ত্ব, রজ কিংবা তমোগুণ কেহই একাকী থাকি পারে না, মিথুনধর্ম্মী গুণত্রয় সর্ব্বদাই অন্যান্যের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ৪২ রজোগুণ ব্যতিরেকে সত্ত্ব, সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে রজ এবং তমোগুণ ব্যতিরেকে ঐ উভয় এবং রজ ও সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে কেবল তমোগুণ, থাকিতে পারে না। গুণ সকল ভিন্ন ভি

অন্যোন্যসংশ্রিতাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি ন বিয়োজিতাঃ।
অন্যোন্যজনকাশ্চৈব যতঃ প্রসবধর্ম্মিণঃ॥ ৪৫ ॥
সত্ত্বং কদাচিচ্চ রজস্তমসী জনয়ত্যুত।
কদাচিত্তু রজঃ সত্ত্বতমসী জনয়ত্যপি॥ ৪৬ ॥
কদাচিত্তু তমঃ সত্ত্বরজসী জনয়ত্যুভে।
জনয়ন্ত্যেবমন্যোন্যং মৃৎপিণ্ডশ্চ ঘটং যথা॥ ৪৭ ॥
বুদ্ধিস্থাস্তে গুণাঃ কামান্ বোধয়ন্তি পরস্পরম্।
দেবদত্তবিষ্ণুমিত্রযজ্ঞদত্তাদয়ো যথা॥ ৪৮ ॥
যথা স্ত্রীপুরুষশ্চৈব মিথুনৌ চ পরস্পরম্।
তথা গুণাঃ সমায়ান্তি যুগ্মভাবং পরস্পরম্॥ ৪৯ ॥
রজসো মিথুনে সত্ত্বং সত্ত্বস্য মিথুনে রজঃ।
উভে তে সত্ত্বরজসীতমসো মিথুনে বিদুঃ॥ ৫০ ॥

পরস্পরজনকত্বমুপপাদয়তি সত্ত্বং কদাচিচ্চেতি॥ ৪৬—৪৭॥

কস্মিন্ স্থলে স্থিতা গুণা ইত্থং কার্য্যং কুর্ব্বন্তি তত্রাহ বুদ্ধিস্থা ইতি। যথা একৈকোৎকটত্বেপ্যেকৈকং স্বকার্য্যং চোক্তং কুর্ব্বন্তি তথা মিথুনীভূয়াপ্যুভয়গুণকং কার্য্যমুৎপাদয়ন্তীতি দৃষ্টান্তমুখেনাহ দেবদত্তেতি। যথা দেবদত্তাদয়স্ত্রয়ো মিলিত্বা কার্য্যং কুর্ব্বন্তি যথা বা স্ত্রীপুরুষৌ মিথুনীভূয় কার্য্যমুৎপাদয়তস্তথেত্যর্থঃ॥ ৪৮॥

যুগ্মভাবং মিথুনীভাবং পরস্পরং যান্তীত্যর্থঃ॥ ৪৯॥

তদেব দর্শয়তি রজসো মিথুনে সত্ত্বমিতি। রজঃসত্ত্বরূপমেকং মিথুনমিত্যর্থঃ। এবমন্যদপ্যূহ্যম্। যথা রজসো মিথুনে সত্ত্বং গৌণং স্ত্রীস্থানাপন্নং যথা বা সত্ত্বস্য মিথুনে রজো গৌণং

কার্য্যে মিথুনধর্ম্মী হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে॥ ৪৩—৪৪॥ ইহারা বিয়োজিত হইয়া অবস্থিতি করে না অন্যান্যের আশ্রয়ে থাকিয়া অন্যান্যের জনক হয়; কারণ, এই গুণ সকল প্রসবধর্ম্মী, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ কখনও রজ ও তমোগুণ উৎপাদন করে এবং রজোগুণ কদাচিৎ সত্ত্ব এবং তমোগুণের আবার কখনও তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণের উৎপত্তি করে এইরূপে পরস্পরে মৃৎপিণ্ডের ঘটোৎপাদনের ন্যায় পরস্পরের উৎপাদন করিয়া থাকে॥৪৫-৪৭॥ দেবদত্ত, বিষ্ণুমিত্র ও যজ্ঞদত্ত এই তিনজনে মিলিয়া যেমন কার্য্য সম্পাদন করে সেইরূপ তিনটি গুণ মিলিত হইয়া জীব বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্ব্বক বিষয়াদির জ্ঞান জন্মাইয়া দিয়া থাকে॥৪৮॥ স্ত্রী ও পুরুষ যেমন মিথুনভাব প্রাপ্ত হয় গুণ সকলও সেইরূপ পরস্পর যুগ্মভাব ধারণ করে॥ ৪৯॥ আর রজোগুণের মিথুনে সত্ত্ব অর্থাৎ রজঃ সত্ত্বরূপ এক মিথুন ও সত্ত্বের মিথুনে রজ অর্থাৎ সত্ত্ব রজোরূপ এক মিথুন, এইরূপে সত্ত্ব ও রজঃ তমোগুণের সহিত পৃথক্ পৃথক মিলিয়া এক এক মিথুন হইয়া থাকে॥ ৫০॥

नारद উবাচ।

ইত্যেতৎ কথিতং পিত্রা গুণরূপমনুত্তমম্।
শ্রুত্বাপ্যেতৎ স এবাহং ততোঽপৃচ্ছং পিতামহম্॥ ৫১॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং গুণানাং রূপসংস্থানকীর্ত্তনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

স্ত্রীসংস্থানাপন্নং তথৈব সত্ত্বতমো মিথুনং রজস্তমো মিথুনমিত্যাহ উভে তে সত্ত্বরজসী ইতি। সত্ত্বস্য মিথুনে তমস্তমসো মিথুনে সত্ত্বং তথা রজসো মিথুনে তমস্তমসো মিথুনে রজ ইত্যর্থঃ। একং প্রধানং পুরুষভাবাপন্নমিতরদ্গৌণং স্ত্রীভাবাপন্নমিত্যর্থঃ। এতেষাং মিথুনানাং বুদ্ধৌ বর্ত্তমানতোৎপদ্যমানোভয়াত্মককার্য্যেণ প্রত্যেতব্যা॥ ৫০—৫১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নারদ কহিলেন, দ্বৈপায়ন! আমি পিতার নিকট এইরূপে গুণ সমুদয়ের বিষয় শ্রবণ করিয়াও পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম॥ ৫১॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে গুণগণের রূপ সংস্থান কীর্ত্তন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

গুণানাং লক্ষণং তাত! ভবতা কথিতং কিল।
ন তৃপ্তোঽস্মি পিবন্মিষ্টং ত্বন্মুখাৎ প্রচ্যুতং রসম্॥ ১॥
গুণানাস্তু পরিজ্ঞানং যথাবদনুবর্ণয়।
যেনাহং পরমাং শান্তিমধিগচ্ছামি চেতসি॥ ২॥

ব্যাস উবাচ।

ইতিপৃষ্টস্তু পুত্রেণ নারদেন মহাত্মনা।
উবাচ চ জগৎকর্ত্তা রজোগুণসমুদ্ভবঃ॥ ৩॥

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু নারদ! বক্ষ্যামি গুণানাং পরিবর্ণনম্।
সম্যঙ্নাহং বিজানামি যথামতি বদামি তে॥ ৪॥
সত্ত্বন্তু কেবলং নৈব কুত্রাপি পরিলক্ষ্যতে।
মিশ্রীভাবাত্তু তেষাং বৈ মিশ্রত্বং প্রতিভাতি বৈ॥ ৫॥

অষ্টাধিকৈস্তু চত্বারিংশৎপদ্যৈর্নারদেন চ।
গুণানাং লক্ষণং পৃষ্টং পুনরেবোপবর্ণ্যতে॥

মুমুক্ষুভির্গুণানাং হেয়োপাদেয়ত্বজ্ঞানার্থং স্বরূপং কার্য্যঞ্চ পুনরাহ গুণানামিতি॥১—৪॥
সত্ত্বন্তু কেবলমিতি। একৈকগুণোঽন্যগুণাসহায়ঃ কুত্রাপি ন তিষ্ঠতি। তেষাং গুণানাং পরস্পরং মিশ্রীভাবাত্তু মিশ্রত্বমেব সর্ব্বদাস্তি॥ ৫॥

নারদ কহিলেন, পিতঃ! আপনি গুণত্রয়ের লক্ষণ বর্ণন করিলেন, কিন্তু আমি আপনার মুখাম্বুজ-নির্গলিত অতি সুমধুর রস পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। আপনি যথাযথরূপে গুণসমূহের পরিজ্ঞান বর্ণন করুন যাহা শ্রবণ করিলে আমি মনোমধ্যে পরম শান্তি লাভ করিতে পারিব॥ ১—২॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রজোগুণোৎপন্ন জগৎকর্ত্তা কমলযোনি, মহাত্মা নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩॥ নারদ! গুণসমূহের পরিজ্ঞান, আমি সম্যক্‌রূপে অবগত নহি, তবে আমার এ বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান আছে সেইরূপ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৪॥ বিশুদ্ধ একমাত্র সত্ত্বগুণ কোথাও পরিলক্ষিত হয় না সেই গুণ

যথা কাচিদ্বরা নারী সর্ব্বভূষণভূষিতা।
হাবভাবযুতা কামং ভর্ত্তৃপ্রীতিকরী ভবেৎ ॥ ৬ ॥
মাতাপিত্রোস্তথা সৈব বন্ধুবর্গস্য প্রীতিদা।
দুঃখং মোহং সপত্নীষু জনয়ত্যপি সৈব হি ॥ ৭ ॥
এবং সত্ত্বেন তেনৈব স্ত্রীত্বমাপাদিতেন চ।
রজসস্তমসশ্চৈব জনিতা বৃত্তিরন্যথা ॥ ৮ ॥
রজসা স্ত্রীকৃতেনৈবং তমসা চ তথা পুনঃ।
অন্যোন্যস্য সমাযোগাদন্যথা প্রতিভাতি বৈ ॥ ৯ ॥
অবস্থানাৎ স্বভাবেষু ন বৈ জাত্যন্তরাণি চ।
লক্ষ্যন্তে বিপরীতানি যোগান্নারদ! কুত্রচিৎ ॥ ১০ ॥

মিশ্রীভাবাদেব গুণানাং সুখদুঃখমোহাত্মকত্বং ভবতি নান্যথেতি দৃষ্টান্তমুখেনাহ যথা-কাচিদিতি ॥ ৬—৭ ॥

যথৈকৈব স্ত্রী সুখদুঃখমোহাত্মিকা ব্যক্তিভেদেন ভিন্নং প্রতি কালভেদেন বা একাং ব্যক্তিং প্রতি ভবতি তথৈব সত্ত্বং ভবতীত্যাহ এবং সত্ত্বেনেতি। স্ত্রীত্বমাপাদিতেনেতি-স্ত্রীস্থানাপন্নমিত্যর্থঃ। তেন সত্ত্বেন কস্যচিৎ পুরুষস্য সুখজনিকা বৃত্তির্জ্জনিতা ভবতি তস্যৈব পুরুষস্য কালান্তরেঽন্যথা দুঃখমোহাত্মিকরজসঃ সম্বন্ধিনী তমসো বা সম্বন্ধিনী বৃত্তির্জ্জনিতা ভবতি ॥ ৮ ॥

এবং রজো যদা স্ত্রীকৃতং স্ত্রীভাবাপন্নং তথা তমো যদা স্ত্রীভাবাপন্নং স্ত্রীস্থানিত্বেন কল্পিতং তদা তেন রজসা তমসা বা দুঃখাত্মিকা মোহাত্মিকা বা কস্যচিৎ পুরুষস্য বৃত্তির্জ্জনিতা ভবতি তস্যৈব পুরুষস্য কালান্তরে সুখবৃত্তিরুৎপাদ্যতে। ন চৈতদ্গুণানামন্যগুণসহায়তা-ভাবে সম্ভবতি তস্মান্মিশ্রীভূতা এব গুণা ইতি জ্ঞেয়মিত্যাহ অন্যোন্যস্যেতি ॥ ৯ ॥

অবস্থানাৎস্বভাবেষ্বিতি। যদি গুণা একৈকা এব স্যুর্ন মিশ্রীভূতাস্তদা তেষাং স্বভাবে-ষ্ববস্থানাদেকরূপৈব বৃত্তিঃ স্যান্ন জাত্যন্তরাণি স্যুঃ। লক্ষ্যন্তে তু বিপরীতানি জাত্যন্তরাণি।

সকলের পরস্পর মিশ্রণদ্বারা মিশ্রভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ যেমন হাবভাবসম্পন্না সর্ব্ব-ভূষণে বিভূষিতা কোনও কামিনী, এক পক্ষে পতি, মাতা, পিতা ও বন্ধুবর্গের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রীতি, এবং অপর পক্ষে সপত্নীগণের দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে; সত্ত্বগুণকে যদি সেই রমণীয় রমণীরূপে কল্পনা করা যায়, সেইরূপে তবে তাহা কোনও পুরুষের সত্ত্বসম্বন্ধি সুখ জনক মনোবৃত্তি, কালভেদে কোনও পুরুষের দুঃখাত্মক রজঃ-সম্বন্ধি মনো-বৃত্তি কাহারও মোহাত্মক তমঃ-সম্বন্ধি মনোবৃত্তি উৎপাদিত করিয়া থাকে। এইরূপ, রজ বা তমোগুণকে যদি সেই কামিনী স্থানীয় করা যায় তাহা হইলে সেই রজো বা তমো গুণ কোনও পুরুষের দুঃখাত্মক ও মোহাত্মক মনোবৃত্তি, কালভেদে তাহারই আবার সুখাত্মক মনোবৃত্তি উৎপাদন করে। গুণান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ সম্ভব হয় না অতএব গুণ সমুদায়ের মিশ্রভাবই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬—৯ ॥ নারদ! গুণত্রিতয় যখন স্ব স্ব

যথা রূপবতী নারী যৌবনেন বিভূষিতা।
লজ্জামাধুর্য্যযুক্তা চ তথা বিনয়সংযুতা ॥ ১১ ॥
কামশাস্ত্রবিধিজ্ঞা চ ধর্ম্মশাস্ত্রেঽপি সম্মতা।
ভর্ত্তুঃ প্রীতিকরী ভূত্বা সপত্নীনাঞ্চ দুঃখদা ॥ ১২ ॥
মোহদুঃখস্বভাবস্থা সত্ত্বস্তেত্যুচ্যতে জনৈঃ।
তথা সত্ত্বং বিকুর্ব্বাণমন্যভাবং বিভাতি বৈ ॥ ১৩ ॥
চৌরৈরুপক্রতানাং হি সাধূনাং সুখদা ভবেৎ।
দুঃখা মূঢ়া চ দস্যুনাং সৈব সেনা তথাগুণাঃ।
বিপরীতপ্রতীতিং বৈ জনয়ন্তি স্বভাবতঃ ॥ ১৪ ॥
যথাচ দুর্দ্দিনং জাতং মহামেঘঘনাবৃতম্।
বিদ্যুৎস্তনিতসংযুক্তং তিমিরেণাবগুণ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥
সিঞ্চদ্ভূমিং প্রবর্ষদ্বৈ তমোরূপমুদাহৃতম্ ॥ ১৬ ॥

কদাচিৎ সুখাত্মকং কদাচিদ্দুঃখাত্মকং কদাচিন্মোহাত্মকমিতি তস্মান্মিশ্রীভূতা এব গুণা ইতি-ভাবঃ ॥ ১০ ॥

যথা রূপবতীত্যারভ্য চৌরৈরুপক্রতেতি পর্য্যন্তং পাঠঃ পুনরুক্তার্থকোঽপি দৃষ্টান্তদার্ষ্টা-ন্তিকয়োরুপসংহারার্থমিতি বোধ্যম্ ॥ ১১—১৩ ॥

দৃষ্টান্তান্তরমাহ চৌরৈরিতি। সেনা রাজসেনা ॥ ১৪ ॥

জনয়ন্তি এতে দৃষ্টান্তার্থা যথা তথা গুণাঃ বিপরীতপ্রতীতিং জনয়ন্তীত্যর্থঃ। যথেতি। দুর্দ্দিনং মেঘাচ্ছন্নো দিবসঃ ॥ ১৫ ॥

স্বভাবে অবস্থান করে তখন তাহাদের প্রত্যেকেরই কোনও অন্যথা ভাব লক্ষিত হয় না, কিন্তু যখন মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় তখনই জাত্যন্তর অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবের বিপরীত ভাব ধারণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ যেমন যৌবন ভূষিতা লজ্জা ও মাধুর্য্য-সমন্বিতা ধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞা বিনীতা কামকলাবতী রসবতী ও রূপবতী যুবতী বল্লভের প্রেয়সী ও প্রীতিকরী এবং সপত্নীগণের দুঃখদায়িনী হয় সেইরূপ গুণগণও পাত্র ও কালভেদে বিপরীত ভাব ধারণ করে সন্দেহ নাই। দেখ নারদ! যেমন লোকে এই এক রমণীই সপত্নীগণের পক্ষে মোহ ও দুঃখপ্রদা এবং পতিপ্রভৃতি বন্ধুগণের পক্ষে সুখদায়িনী, সেইরূপ সত্ত্বগুণ বিকৃত হইয়াই দুঃখজনক ও মোহজনক স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১—১৩ ॥ নারদ! এ বিষয়ে আরও প্রমাণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন সেনাগণ, চৌরকর্ত্তৃক উপক্রত সাধুগণের সুখপ্রদ এবং দস্যুগণের দুঃখ ও মোহপ্রদ হয়. যেমন মহামেঘ সমূহ দ্বারা ঘনরূপে, আচ্ছন্ন, বিদ্যুৎ ও গভীর গর্জ্জনান্বিত, নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, ঘোরতর ধারাসারে ধরাতল প্লাবী দুর্দ্দিন, বীজ ও উপকরণ সমন্বিত কৃষকগণের সুখপ্রদ এবং যে দুর্ভাগ্য গৃহস্থগণের গৃহ সকল তৃণাদি

যদেতৎ কর্ষকাণাং বৈ তদেবাত্রীব দুর্দ্দিনম্।
বীজোপস্করযুক্তানাং সুখদং প্রভবত্যুত ॥ ১৭ ॥
অপ্রচ্ছন্নগৃহাণাঞ্চ দুর্ভগানাং বিশেষতঃ।
তৃণকাষ্ঠগৃহীতৃণাং দুঃখদং গৃহমেধিনাম্ ॥ ১৮ ॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকাণাং বৈ মোহদং প্রবদন্ত্যপি।
স্বভাবস্থা গুণাঃ সর্ব্বে বিপরীতা বিভান্তি বৈ ॥ ১৯ ॥
লক্ষণানি পুনস্তেষাং শৃণু পুত্র! ব্রবীম্যহম্।
লঘুপ্রকাশকং সত্ত্বং নির্ম্মলং বিশদং সদা ॥ ২০ ॥
যদাঙ্গানি লঘূন্যেব নেত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি চ।
নির্ম্মলঞ্চ তথা চেতো গৃহ্লাতি বিষয়ান্ন তান্।
তদা সত্ত্বং শরীরে বৈ মন্তব্যঞ্চ সমুৎকটম্ ॥ ২১ ॥
জৃম্ভাং স্তম্ভঞ্চ তন্দ্রাঞ্চ চলং চৈব রজঃ পুনঃ।
যদা তদুৎকটং জাতং দেহে যস্য চ কস্যচিৎ ॥ ২২ ॥

---

* তমোরূপং নিবিড়ান্ধকারপ্রায়ম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

প্রোষিতভর্ত্তৃকাণাং বিরহিণীনাং কামিনীনাম্। স্বভাবস্থা ইতি। এতে যথা দৃষ্টান্তা এবমেতে গুণাঃ স্বভাবস্থা অন্যগুণসাহায্যেন বিপরীতা ভান্তি তস্মান্মিশ্রীভূতা এবেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

সত্ত্বাদিগুণোদ্রেকে সতি জায়মানানি লক্ষণান্যাহ লক্ষণানীতি ॥ ২০ ॥

লঘুস্বরূপমাহ যদাঙ্গানীতি। লঘূন্যেব ন ভারবন্তি। তান্ রাজসাংস্তামসান্ বা বিষয়ান্ন গৃহ্লাতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

জৃম্ভামিতি। জৃম্ভাং স্তম্ভং শরীরগুরুতাং তন্দ্রাঞ্চ যদা পশ্যতি তদা চলং রজঃ সমুৎকটং জাতমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

দ্বারা আচ্ছাদিত ও তৃণ কাষ্ঠাদি সংগৃহীত হয় নাই, তাহাদিগের দুঃখপ্রদ এবং প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা কামিনীগণের মোহপ্রদ হয়, সেইরূপ স্বভাবস্থিত গুণ সকল ও অন্য গুণের সাহায্যে বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪—১৯ ॥ বৎস! আমি তোমাকে পুনর্ব্বার গুণ সমূহের লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, প্রকাশক, লঘু ও বিশদ ॥ ২০ ॥ যখন নয়নাদি ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ সকল লঘু (ভারবত্তা রহিত) এবং চিত্ত নির্ম্মল হইয়া রাজস ও তামসাদি ভোগ্যবিষয় গ্রহণ করে না তখন শরীরে সমধিক সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে জানিবে। যখন জৃম্ভা, স্তম্ভ ও তন্দ্রাদি দৃষ্ট হয় তখন রজোগুণের আধিক্য হইয়াছে বিবেচনা করিবে। যাহার দেহে উৎকট তমোগুণের উৎপত্তি হইয়াছে, সে কলহ অন্বেষণ করে গ্রামান্তর গমন করে এবং সর্ব্বদাই চঞ্চলচিত্ত ও বিবাদে উদ্যত হয়; তাহার দেহ যেন গুরু আবরণে আবৃত হইয়া থাকে। তখন অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সকল গুরু ও আবৃত এবং মন শূন্য

কলিং মৃগয়তে কর্ত্তুং গন্তুং গ্রামান্তরং তথা।
চলচিত্তশ্চ সোঽত্যর্থং বিবাদে চোদ্যতস্তথা ॥ ২৩ ॥
গুরুমাবরণং কামং তমো ভবতি তদ্‌যদা।
তদাঙ্গানি গুরূণ্যাশু প্রভবন্ত্যাবৃতানি চ ॥ ২৪ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনঃ শূন্যং নিদ্রাং নৈবাভিবাঞ্ছতি।
গুণানাং লক্ষণান্যেবং বিজ্ঞেয়ানীহ নারদ ! ॥ ২৫ ॥

নারদ উবাচ।

বিভিন্নলক্ষণাঃ প্রোক্তাঃ পিতামহ ! গুণাস্ত্রয়ঃ।
কথমেকত্র সংস্থানে কার্য্যং কুর্ব্বন্তি শাশ্বতম্ ॥ ২৬ ॥
পরস্পরং মিলিত্বা হি বিভিন্নাঃ শত্রবঃ কিল।
একত্রস্থাঃ কথং কার্য্যং কুর্ব্বন্তীতি বদস্ব মে ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু পুত্র ! প্রবক্ষ্যামি গুণাস্তে দীপবৃত্তয়ঃ।
প্রদীপশ্চ যথা কার্য্যং প্রকরোত্যর্থদর্শনম্ ॥ ২৮ ॥

তমোলক্ষণমাহ কলিমিতি। কলিঃ কলহঃ। এতানি লক্ষণানি যদা ভবন্তি তদা তত্তম উৎকটং জাতমিতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

গুরুমাবরণমিত্যস্যার্থমাহ তদাঙ্গানীতি। আবৃতানি তমসেত্যর্থঃ। শূন্যং জ্ঞানশূন্যম্ ॥২৫॥

মিশ্রীভূতা গুণাঃ কার্য্যং কুর্ব্বন্তীতি শ্রুত্বা নারদঃ শঙ্কতে বিভিন্নেতি। যথা শত্রবো মিলিতাঃ কার্য্যং ন কুর্ব্বন্তি তথা গুণাঃ পরস্পরং শত্রবঃ সন্তঃ কথং মিলিত্বা কার্য্যং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

হয়, সে, নিদ্রা কামনা করে না। নারদ ! গুণ সকলের লক্ষণ এইরূপ জানিও ॥ ২১—২৫ ॥

নারদ কহিলেন, পিতঃ ! আপনি গুণত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সকল কহিলেন, কিন্তু যখন তাহারা একত্র অবস্থিত হয় তখন তাহারা কিরূপে কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া থাকে ? ॥ ২৬ ॥ শত্রু সকল যেরূপ একত্র মিলিয়া কার্য্য করে না তাহারা সর্ব্বদাই বিভিন্ন থাকে সেইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মী গুণ সকল কি প্রকারে একত্র মিলিয়া কার্য্য সাধন করিবে ? তাহা আমাকে বলুন ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, নারদ ! গুণ সকল দীপবৃত্তি অর্থাৎ প্রদীপের ন্যায় ধর্ম্ম বিশিষ্ট, প্রদীপ যেমন দ্রব্য প্রদর্শন রূপ কার্য্য করে ইহারাও সেইরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। দেখ, বর্ত্তিকা তৈল ও বহ্নিশিখা পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ; তৈল অগ্নির বিরুদ্ধ হইলেও তাহার সহিত সঙ্গত হয়। তৈল, বর্ত্তিকা এবং অগ্নি পরস্পর বিরোধী হইয়াও ইহারা সংকলে

বর্ত্তিস্তৈলং যথার্চিশ্চ বিরুদ্ধানি পরস্পরম্।
বিরুদ্ধং হি তথা তৈলমগ্নিনা সহ সঙ্গতম্॥ ২৯॥
তৈলং বর্ত্তিবিরোধ্যেব পাবকোঽপি পরস্পরম্।
একত্রস্থাঃ পদার্থানাং প্রকুর্ব্বন্তি প্রদর্শনম্॥ ৩০॥*

নারদ উবাচ।

এবং প্রকৃতিজাঃ প্রোক্তা গুণাঃ সত্যবতীসুত!।
বিশ্বস্য কারণং তে বৈ ময়া পূর্ব্বং যথাশ্রুতম্॥ ৩১॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তং নারদেনাথ মম সর্ব্বং সবিস্তরম্।
গুণানাং লক্ষণং সর্ব্বং কার্য্যঞ্চৈব বিভাগশঃ॥ ৩২॥
আরাধ্যা পরমা শক্তির্যয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
সগুণা নির্গুণা চৈব কার্য্যভেদে সদৈব হি॥ ৩৩॥

দীপবৃত্তয় ইতি। তথাচ যথা দীপবর্ত্তিকা তৈলানি পরস্পরবিরুদ্ধান্যপি মিলিত্বা ঘটার্থ-প্রকাশনমেকং কুর্ব্বন্তি তদ্বদ্গুণা অপীতি ভাবঃ॥ ২৮—৩০॥

ইত্থমেতাবৎ পর্য্যন্তং ব্রহ্মণা নারদং প্রত্যুক্তং নারদো ব্যাসং প্রত্যুক্তবানিত্যাহ এবং প্রকৃতিজা ইতি। অত্র নারদ উবাচেত্যনেনৈব ব্রহ্মনারদসম্বাদসমাপ্তেঃ সিদ্ধত্বাৎ সা পুরাণে-নোক্তেতি বোধ্যম্॥ ৩১॥

তে বৈ বিশ্বস্য কারণন্তে বৈ প্রকৃতিসম্বন্ধিনো গুণা এব নান্যো বিশ্বস্য কারণমিত্যর্থঃ। ইত্যুক্তমিতি। হে রাজন্ জনমেজয়! যত্ত্বয়া পৃষ্টং তদেবোদ্দিশ্য ময়া পৃষ্টো নারদো মাং প্রত্যেবমুক্তবানিত্যর্থঃ॥ ৩২॥

একত্র অবস্থিত থাকিয়া দ্রব্য প্রদর্শন রূপ কার্য্য করিয়া থাকে। নারদ! গুণ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও সেইরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করে॥ ২৮—৩০॥

নারদ কহিলেন, সত্যবতীনন্দন! কমলযোনি গুণসমূহকে এইরূপ প্রকৃতিজাত বলিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং এই গুণ সকলই বিশ্বের কারণ। পূর্ব্বে আমি পিতামহের নিকট প্রকৃতির গুণ যেরূপ শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তোমার নিকটও সেইরূপ বর্ণনা করিলাম॥ ৩১॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি মহর্ষি নারদের নিকট পূর্ব্বে তদুদ্দেশে প্রশ্ন করিলে তিনি গুণত্রয়ের লক্ষণ ও কার্য্য সকল বিভাগক্রমে বিস্তার পূর্ব্বক এইরূপ কহিয়াছিলেন॥ ৩২॥ রাজন্! শাস্ত্রমধ্যে যেখানে যাহাই উক্ত হউক

---

* তথা সত্ত্বাদয়ঃ কার্য্যং পুরুষার্থ সহস্থিতাঃ। বিরুদ্ধা অপি কুর্ব্বন্তি ত্রয়স্তে মিলিতাঃ কিল।"
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রচিৎ দৃশ্যতে।

অকর্ত্তা পুরুষঃ পূর্ণো নিরীহঃ পরমোঽব্যয়ঃ ।
করোত্যেষা মহামায়া বিশ্বং সদসদাত্মকম্ ॥ ৩৪ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রঃ শচীপতিঃ ।
অশ্বিনৌ বসবস্ত্বষ্টা কুবেরো যাদসাম্পতিঃ ॥ ৩৫ ॥
বহ্নির্ব্বায়ুস্তথা পূষা সেনানীশ্চ বিনায়কঃ ।
সর্ব্বে শক্তিযুতাঃ শক্তাঃ কর্ত্তুং কার্য্যাণি স্বানি চ ॥ ৩৬ ॥
অন্যথা তেপ্যশক্তা বৈ প্রস্পন্দিতুমনীশ্বরাঃ ।
সা চৈব কারণং রাজন্! জগতঃ পরমেশ্বরী ॥ ৩৭ ॥
সমারাধয় তাং ভূপ ! কুরু যজ্ঞং জনাধিপ ! ।
পূজনং পরয়া ভক্ত্যা তস্যা এব বিধানতঃ ॥ ৩৮ ॥
মহালক্ষ্মীর্ম্মহাকালী তথা মহাসরস্বতী ।
ঈশ্বরী সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ৩৯ ॥

ইত্থং সম্বাদশ্রবণেন জনমেজয়স্য সর্ব্বপ্রশ্নসমাধানে জাতেঽপি সম্বাদনির্গলিতার্থং নিগমনস্থানীয়ং ব্যাস আহ আরাধ্যেতি । হে রাজন্ ! যতো যয়া দেব্যা সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং যা চ জগৎসৃষ্টিস্থিতিক্ষয়তিরোধানানুগ্রহপঞ্চকৃত্যকর্ত্রী উৎপত্তিস্থিতিক্ষয়রহিতা গুণত্রয়সমুদ্ভূতপঞ্চভূতসমুদ্ভূতদেহবতামেকৈকগুণাভিমানিব্রহ্মাদিজীবানাং সৃষ্টিস্থিতিক্ষয়কারিণী সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী শ্রীদেবী হেয়গুণাংস্তৎকার্য্যাণি চ জ্ঞাত্বা কর্ম্মোপাসনাদিভির্ব্বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণাদিভিশ্চ হেয়গুণাংস্তৎকার্য্যাণি চ নিরুধ্য গ্রাহ্যং সত্ত্বগুণং তৎকার্য্যাণি চ জ্ঞাত্বা তং সম্পাদ্য সত্ত্বগুণোদ্রেকেণ যুক্তেন পুরুষেণ সৈব সর্ব্বোৎকৃষ্টা দেবী সর্ব্ববেদান্ততাৎপর্য্যভূমিরারাধ্যা জ্ঞেয়া চ মোক্ষকামেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

কার্য্যভেদে মোক্ষরূপে কার্য্যে ব্রহ্মাভিন্না নির্গুণা আরাধ্যা তদন্যকামে তু সগুণা গুণবিশিষ্টৈয়মেব মায়া বিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী শ্রীদেবী জগৎকর্ত্রী ন কেবলং ব্রহ্ম ন বা ব্রহ্মাদয়ো দেবা ইত্যাহ । অকর্ত্তেতি ॥ ৩৪—৩৬ ॥

তাহার সার মর্ম্ম এই যে, যিনি এই অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যিনি কার্য্যভেদে সর্ব্বদাই সগুণা ও নির্গুণা, সেই পরমাশক্তিকেই পরমারাধ্যা বলিয়া জানিবে ॥ ৩৩ ॥ পুরুষ অব্যয়, পরম ও পূর্ণ হইলেও নিরীহ ; তিনি কোনও কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হন না ; এই মহামায়াই সৎ ও অসদাত্মক বিশ্বকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, অশ্বিনীদ্বয়, বসুগণ, বিশ্বকর্ম্মা, কুবের, বরুণ, বহ্নি, বায়ু, পূষা, ষড়ানন ও গণপতি, ইঁহারা সকলে শক্তিযুক্ত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্যসাধনে সমর্থ হন, নতুবা স্পন্দনাদিতেও অশক্ত হইয়া থাকেন ; অতএব নরপতে! সেই পরমেশ্বরী মহামায়াকেই এই জগতের কারণ জানিও ॥ ৩৫—৩৭ ॥ নরনাথ ! তুমি তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ কর এবং পরম ভক্তি সহকারে সেই পরমাশক্তিরই পূজা কর ॥ ৩৮ ॥ রাজন্ ! সেই মহামায়াই মহালক্ষ্মী, তিনিই মহাকালী এবং তিনিই মহা সরস্বতী ; তিনি সমস্ত ভূতগণের ঈশ্বরী এবং

সর্ব্বকামার্থদা শান্তা সুখসেব্যা দয়ান্বিতা।
নামোচ্চারণমাত্রেণ বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদা ॥ ৪০ ॥
দেবৈরারাধিতা পূর্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরৈঃ।
মোক্ষকামৈশ্চ বিবিধৈস্তাপসৈর্ব্বিজিতাত্মভিঃ ॥ ৪১ ॥
অস্পষ্টমপি তন্নাম প্রসঙ্গেনাপি ভাষিতম্।
দদাতি বাঞ্ছিতানর্থান্ দুর্ল্লভানপি সর্ব্বথা ॥ ৪২ ॥
ঐ ঐ ইতি ভয়ার্ত্তেন দৃষ্ট্বা ব্যাঘ্রাদিকং বনে।
বিন্দুহীনমপীত্যুক্তং বাঞ্ছিতং প্রদদাতি বৈ ॥ ৪৩ ॥
তত্র সত্যব্রতস্যৈব দৃষ্টান্তো নৃপসত্তম !।
প্রত্যক্ষ এব চাস্মাকং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ৪৪ ॥
ব্রাহ্মণানাং সমাজেষু তস্যোদাহরণং বুধৈঃ।
কথ্যমানং ময়া রাজন্! শ্রুতং সর্ব্বং সবিস্তরম্ ॥ ৪৫ ॥

সা চৈব কারণমিতি। যানি ময়া নারদং প্রতি জগৎকারণানি শঙ্কিতানি তানি তানি সর্ব্বাণি ন স্বস্বশক্তিং বিহায় জগৎ কর্ত্তুং সমর্থানি তস্মাৎ সা শক্তিরেব জগৎকারণং সৈব সর্ব্বোৎকৃষ্টা ধ্যেয়া জ্ঞেয়া চেতি মম নারদস্য সম্বাদে নারদস্য ব্রহ্মণশ্চ সম্বাদে নির্ণীতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

যজ্ঞমম্বামথমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪১ ॥

অস্পষ্টং যথাবদ্বর্ণরহিতমিত্যর্থঃ। প্রসঙ্গেনাপি দেবতানামবুদ্ধিরহিতেনাপি পুরুষেণান্যপ্রসঙ্গেনাপীত্যর্থঃ। ইতরদেবতাস্বারধনেনৈব যৎকিঞ্চিৎ ফলং দদতি। ইয়ন্তু অশুদ্ধনামোচ্চারণে প্রসঙ্গেনাপি কৃতে পুরুষার্থচতুষ্টয়ং দদাতীতি কথং ন সর্ব্বৈঃ সেব্যেতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

তদুদাহরণমাহ। ঐ ঐ ইতি ॥ ৪৩ ॥

সমস্ত কারণের কারণরূপিণী ॥৩৯॥ সেই শান্তিরূপা সুখসেব্যা করুণাময়ীর আরাধনা করিলে, তিনি ভক্তজনের সকল কামনাই পরিপূর্ণ করেন ; অধিক কি, তাঁহার নামোচ্চারণ করিলেই তিনি বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিয়া থাকেন ॥৪০॥ পুরাকালে মুক্তিকামনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সমস্ত দেবগণ এবং বহুতর জিতেন্দ্রিয় তাপসগণও তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ মহারাজ ! অধিক কি বলিব যদি অস্পষ্টরূপেও তাঁহারি নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে তিনি অতিদুর্লভ বাঞ্ছিতার্থ সকলও প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ বনমধ্যে ব্যাঘ্রাদিদর্শনে ভয়াতুর হইয়া ঐং ঐং বীজ দ্বয়ের বিন্দু পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ ঐ এইরূপ উচ্চারণ করিলেও তিনি বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করেন ॥ ৪৩ ॥ নৃপসত্তম ! এতদ্বিষয়ে সত্যব্রতের একটী দৃষ্টান্ত আছে। বুধবর লোমশ মুনি ব্রাহ্মণসমাজে আমার এবং বহু তত্ত্বদর্শী মুনিগণের প্রত্যক্ষে তাহার উদাহরণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমি তদ্বিবরণ সবিস্তার শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৪৪—৪৫ ॥

অনক্ষরো মহামূর্খো নাম্না সত্যব্রতো দ্বিজঃ ॥ ৪৬ ॥
শ্রুত্বাক্ষরং কোলমুখাৎ সমুচ্চার্য্য স্বয়ং ততঃ।
বিন্দুহীনং প্রসঙ্গেন জাতোঽসৌ বিবুধোত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥
ঐকারোচ্চারণাদ্দেবী তুষ্টা ভগবতী তদা।
চকার কবিরাজং তং দয়ার্দ্রা পরমেশ্বরী ॥ ৪৮ ॥*

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে গুণবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

প্রত্যক্ষ এবেতি। অস্মাকং মুনীনাং ভগবতীনামমহিমস্বরূপং নানাপ্রকারকজাত-সিদ্ধিভির্ব্বারংবারং প্রত্যক্ষমেবাস্তি ন সংশয়োঽস্মাকমত্রেতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥
অক্ষরমিতি। ঐকারাক্ষরমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥
হে রাজন্নেতাদৃশী দয়ার্দ্রা ভগবতী সর্ব্বোৎকৃষ্টা ভক্তকামকল্পদ্রুমাস্তীতি সৈবারাধ্যেতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

মহারাজ! সত্যব্রত নামে এক নিরক্ষর মহামূর্খ ব্রাহ্মণ, শূকরের মুখ হইতে ঐকার অক্ষর শ্রবণ এবং প্রসঙ্গক্রমে ঐ অক্ষর স্বয়ং উচ্চারণ করিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল ॥ ৪৬—৪৭ ॥ তাঁহার ঐকার উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া করুণাময়ী পরমেশ্বরী দেবী ভগবতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে গুণলক্ষণবর্ণন-নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

---

* ত্রৈলোক্যে বিশ্রুতশ্চাসীৎ স হি সত্যব্রতো দ্বিজঃ। অনারাধ্য মহাকালীং শ্রদ্ধয়া চ মহেশ্বরীম্ ॥
অতস্ত্বাং নৃপশার্দ্দূল! প্রব্রবীমি পুনঃ পুনঃ। যজ্ঞং কুরু মহারাজ! বিধিং তে কথয়াম্যহম্ ॥"
ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

কোঽসৌ সত্যব্রতো নাম ব্রাহ্মণো দ্বিজসত্তমঃ।
কস্মিন্দেশে সমুৎপন্নঃ কীদৃশশ্চ বদস্ব মে ॥ ১ ॥
কথং তেন শ্রুতঃ শব্দঃ কথমুচ্চারিতঃ পুনঃ।
সিদ্ধিশ্চ কীদৃশী জাতা তস্য বিপ্রস্য * তৎক্ষণাৎ ॥ ২ ॥
কথং তুষ্টা ভবানী সা সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বসংস্থিতা।
বিস্তরেণ বদস্বাদ্য কথামেতাং মনোরমাম্ ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা রাজ্ঞা ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
উবাচ পরমোদারং বচনং রসবচ্ছুচি ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্।
শ্রুতাং মুনিসমাজেষু ময়া পূর্ব্বং কুরূদ্বহ ॥ ৫ ॥

পঞ্চষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈর্ব্বাগ্‌বীজমহিমা মহান্।
সত্যব্রতকথাযোগাৎ প্রোচ্যতে ভক্তিকারকঃ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে প্রশ্নবীজমুপলভ্য কোঽসৌ সত্যব্রতঃ কথং তেন প্রসঙ্গেনাস্পষ্টনামোচ্চারণং কৃতং কা চ তেন সিদ্ধির্জ্জাতেতি পরমভাবুকো রাজা পৃচ্ছতি কোঽসাবিতি ॥১—৫॥

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি যে সত্যব্রতের নামোল্লেখ করিলেন, এই ব্রাহ্মণসত্তম সত্যব্রত কে? ইনি কোন্ দেশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? ইঁহার স্বভাবাদি কিরূপ? তৎসমুদয় বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥ মহর্ষে! সেই সত্যব্রত, কি প্রকারে সেই শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন, কি প্রকারেই বা সেই অস্পষ্ট নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই বিপ্রের কি রূপই বা সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল? ॥ ২ ॥ সেই সর্ব্বব্যাপিনী সর্ব্বজ্ঞা ভগবতী ভবানী কি জন্যই বা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, এই মনোরম পবিত্র আখ্যান আপনি বিস্তারিত রূপে বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! রাজা জনমেজয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সত্যবতীসুত ব্যাসদেব অতিউদারভাব-সম্পন্ন রসময়ী পবিত্র বচনাবলী দ্বারা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥

---

* মূর্দ্ধন্ত ইতি বা পাঠঃ।

একদাহং কুরুশ্রেষ্ঠ ! কুর্ব্বংস্তীর্থাটনং শুচি।
সংপ্রাপ্তো নৈমিষারণ্যং পাবনং মুনিসেবিতম্ ॥ ৬ ॥
প্রণম্যাহং মুনীন্ সর্ব্বান্ স্থিতস্তত্র বরাশ্রমে।
বিধিপুত্রাস্তু যত্রাসন্ জীবন্মুক্তা মহাব্রতাঃ ॥ ৭ ॥
কথাপ্রসঙ্গ এবাসীত্তত্র বিপ্রসমাগমে।
জমদগ্নিস্তু পপ্রচ্ছ মুনীনেবং সমাস্থিতঃ ॥ ৮ ॥

জমদগ্নিরুবাচ।

সন্দেহোঽস্তি মহাভাগা মম চেতসি তাপসাঃ !।
সমাজেষু মুনীনাং বৈ নিঃসন্দেহো ভবাম্যহম্ ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো মঘবা বরুণোঽনলঃ।
কুবেরঃ পবনস্ত্বষ্টা সেনানীশ্চ গণাধিপঃ ॥ ১০ ॥
সূর্য্যোঽশ্বিনৌ ভগঃ পূষা নিশানাথো গ্রহাস্তথা।
আরাধনীয়তমঃ কোঽত্র বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ ॥ ১১ ॥
সুখসেব্যশ্চ সততং চাশুতোষশ্চ মানদাঃ !।
ব্রবন্তু মুনয়ঃ শীঘ্রং সর্ব্বজ্ঞাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ১২ ॥

(সত্যব্রতবিবরণং বক্তুমাহ একদেতি ॥ ৬ ॥
জীবন্মুক্তা জীবদ্দশায়াং মায়াবন্ধরহিতাঃ ॥ ৭—১০ ॥)

রাজন্ ! তুমি কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, অতএব আমি পূর্ব্বে মুনিজন সমাজে যাহা শুনিয়াছিলাম সেই কল্যাণদায়িনী পৌরাণিকী কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥ কুরুবর ! আমি এক সময়ে পবিত্র তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে মুনিজন-সেবিত পরম-পাবন নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলাম ॥ ৬ ॥ এই সময় সেই অত্যুত্তম আশ্রমে মহাব্রত জীবন্মুক্ত সনক-সনাতনপ্রভৃতি বিধাতৃপুত্রগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন ; আমিও সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক সমস্ত মুনিগণকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলাম। অনন্তর, সেই বিপ্রসমাজে কথাপ্রসঙ্গ উত্থিত হইল ; পরে, তত্রস্থিত মহর্ষি জমদগ্নি, মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৭—৮ ॥

হে মহাভাগ মহাতাপস মুনিগণ ! আমার মনোমধ্যে এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, মহর্ষিগণের সমাজে আমি সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিব এইরূপ অভিলাষ করিয়াছি ॥ ৯ ॥ হে সংশিতব্রত মানপ্রদ মহর্ষিগণ ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ তাহাতে কোনও সংশয় নাই ; এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, অনল, কুবের, পবন, বিশ্বকর্ম্মা, ষড়ানন, গণপতি, সূর্য্য, অশ্বিনীদ্বয়, ভগ, পূষা, চন্দ্র ও গ্রহগণ ইহাঁদের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

এবং প্রশ্নে কৃতে তত্র লোমশো বাক্যমব্রবীৎ।
জমদগ্নে! শৃণুষ্বৈতদ্‌যৎ পৃষ্টং বৈ ত্বয়াধুনা ॥ ১৩ ॥
সেবনীয়তমা শক্তিঃ সর্ব্বেষাং শুভমিচ্ছতাম্‌।
পরা প্রকৃতিরাদ্যা চ সর্ব্বগা সর্ব্বদা শিবা ॥ ১৪ ॥
দেবানাং জননী সৈবং ব্রহ্মাদীনাং মহাত্মনাম্‌।
আদিপ্রকৃতির্ম্মূলং সা সংসারপাদপস্য বৈ ॥ ১৫ ॥
স্মৃতা চোচ্চারিতা দেবী দদাতি কিল বাঞ্ছিতম্‌।
সর্ব্বদেবার্দ্রচিত্তা সা বরদানায় সেবিতা ॥ ১৬ ॥
ইতিহাসং প্রবক্ষ্যামি শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ শুভম্‌।
অক্ষরোচ্চারণাদেব যথা প্রাপ্তং দ্বিজেন বৈ ॥ ১৭ ॥

আরাধনীয়তমঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ পূজ্যতমশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥

পরা প্রকৃতিঃ সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী। তদুক্তং গীতাসু। ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্‌। জীবরূপাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগদিতি। জীবরূপাং চৈতন্যরূপাম্‌। তথা সূতসংহিতায়াম্‌। চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ। অনুপ্রবিষ্টা যা সম্বিন্নির্ব্বিকল্পা স্বয়ম্প্রভা ॥ সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী। সা শিবা পরমা দেবী শিবা ভিন্না শিবঙ্করীতি। শিবাভিন্না ব্রহ্মাভিন্নেত্যর্থঃ। জগদঙ্কুররূপিণ্যা শক্ত্যা যদবচ্ছিন্নং চৈতন্যং সা মূলপ্রকৃতিঃ পরা শক্তিরিতি চোচ্যতে ইতি তট্টীকায়াং মাধবঃ ॥ ১৪ ॥

সংসারবৃক্ষস্য মূলং মূলভূতেত্যর্থঃ। সেবিতা সতী বরদানার্থং সদৈবার্দ্রচিত্তা যা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

আরাধ্য ও সুখসেব্য; কাহার আরাধনা করিলে তিনি শীঘ্র সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা আপনারা সত্বর আমাকে বলুন ॥ ১০—১২ ॥

জমদগ্নি মুনিসমাজে এইরূপ প্রশ্ন করিলে তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি লোমশ কহিতে লাগিলেন, জমদগ্নে! আপনি এখন যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণ শ্রবণ করুন ॥ ১৩ ॥ শক্তিদেবীই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরমারাধ্য দেবতা; যাঁহারা কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহাদিগের শক্তির আরাধনা করাই কর্ত্তব্য। তিনি পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ মায়োপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপিণী; তিনিই সর্ব্বকামপ্রদা, শিবঙ্করী, সর্ব্বত্রব্যাপিনী ও ব্রহ্মাদি মহাত্মা দেবগণের জননী। তিনিই আদ্যা প্রকৃতি এবং সংসার-মহীরুহের মূলরূপিণী ॥ ১৪—১৫ ॥ সেই দেবীকে স্মরণ করিলে কিংবা তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে তিনি জীবের সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করিয়া থাকেন। তাঁহার আরাধনা করিলে বর দানের নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্ত হন ॥ ১৬ ॥ মুনিগণ! এক ব্রাহ্মণ এই দেবীর বীজমন্ত্রের একটী অক্ষর

কোশলেষু দ্বিজঃ কশ্চিদ্দেবদত্তেতি বিশ্রুতঃ ।
অনপত্যশ্চকারেষ্টিং পুত্রায় বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৮ ॥
তমসাতীরমাস্থায় কৃত্বা মণ্ডপমুত্তমম্ ।
দ্বিজানাহূয় বেদজ্ঞান্ সত্রকর্ম্মবিশারদান্ ॥ ১৯ ॥
কৃত্বা বেদীং বিধানেন স্থাপয়িত্বা বিভাবসূন্ ।
পুত্রেষ্টিং বিধিবত্তত্র চকার দ্বিজসত্তমঃ ॥ ২০ ॥
ব্রহ্মাণং কল্পয়ামাস সুহোত্রং মুনিসত্তমম্ ।
অধ্বর্য্যুং যাজ্ঞবল্ক্যঞ্চ হোতারঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ২১ ॥
প্রস্তোতারং তথা পৈলং * উদ্গাতারঞ্চ গোভিলম্ ।
সভ্যানন্যান্ মুনীন্ কৃত্বা বিধিবৎ প্রদদৌ বসু ॥ ২২ ॥
উদ্গাতা সামগঃ শ্রেষ্ঠঃ সপ্তস্বরসমন্বিতম্ ।
রথন্তরমগায়ত্তু স্বরিতেন সমন্বিতম্ ॥ ২৩ ॥
তদাস্য স্বরভঙ্গোঽভূৎ কৃতে শ্বাসে মুহুর্ম্মুহুঃ ।
দেবদত্তশ্চ কোপাশু গোভিলং প্রত্যুবাচ হ ॥ ২৪ ॥

যথাপ্রাপ্তং ফলমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥
পুত্রায় পুত্রার্থম্ ॥ ১৮ ॥
তমসানাম্নী নদী তত্তীরম্ ॥ ১৯—২৪ ॥

উচ্চারণমাত্রেই যেরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মঙ্গলময় ইতিহাস আপনাদের নিকট বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১৭ ॥

কোশল দেশে দেবদত্ত নামে বিখ্যাত কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি অনপত্য থাকায় পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত যথাবিধি পুত্রেষ্টি যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥ সেই দ্বিজসত্তম তমসানদীর তীরদেশে মণ্ডপ ও বেদী নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞকর্ম্মে বিশারদ বেদজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রগণকে আহ্বান করত হুতাশন স্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধানে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই যজ্ঞে মুনিসত্তম সুহোত্র ব্রহ্মা, যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্য্যু, বৃহস্পতি হোতা, পৈল প্রস্তোতা, গোভিল উদ্গাতা এবং অন্যান্য মুনিগণকে সদস্যরূপে পরিকল্পিত করিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অর্থ প্রদান করিলেন ॥২১—২২॥ সেই যজ্ঞে উৎকৃষ্ট সামগায়ক উদ্গাতা গোভিল, সপ্তস্বরসমন্বিত রথন্তর সাম স্বরিতস্বরে গান করিতে লাগিলেন। তখন মুহুর্মুহুঃ শ্বাস হইয়া গোভিলের স্বরভঙ্গ হইল, তদ্দর্শনে দেবদত্ত কুপিত হইয়া গোভিলকে বলিতে

---

* কণ্ডুং ইতি বা পাঠঃ ।

মূর্খোঽসি মুনিমুখ্যাদ্য স্বরভঙ্গস্ত্বয়া কৃতঃ।
কাম্যকর্ম্মণি সঞ্জাতে পুত্রার্থং যজতশ্চ মে ॥ ২৫ ॥
গোভিলস্তু তদোবাচ দেবদত্তং সুকোপিতঃ।
মূর্খস্তে ভবিতা পুত্রঃ শঠঃ শব্দবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বপ্রাণিশরীরে তু শ্বাসোচ্ছ্বাসঃ সুদুর্গ্রহঃ।
ন মেঽত্র দূষণং কিঞ্চিৎ স্বরভঙ্গে মহামতে! ॥ ২৭ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য গোভিলস্য মহাত্মনঃ।
শাপাদ্ভীতো দেবদত্তস্তমুবাচাতিদুঃখিতঃ ॥ ২৮ ॥
কথং ক্রুদ্ধোঽসি বিপ্রেন্দ্র! বৃথা ময়ি নিরাগসি।
অক্রোধনা হি মুনয়ো ভবন্তি সুখদাঃ সদা ॥ ২৯ ॥
স্বল্পেঽপরাধে বিপ্রেন্দ্র! কথং শপ্তস্ত্বয়া হ্যহম্।
অপুত্রোঽহং সুতপ্তঃ প্রাক্ তাপযুক্তঃ পুনঃ কৃতঃ ॥ ৩০ ॥
মূর্খপুত্রাদপুত্রত্বং বরং বেদবিদো বিদুঃ।
তথাপি ব্রাহ্মণো মূর্খঃ সর্ব্বেষাং নিন্দ্য এব হি ॥ ৩১ ॥

কাম্যেতি। কাম্যকর্ম্মভ্রংশে কাম্যসিদ্ধির্ন স্যাদিতি ভাবঃ। সঞ্জাতে প্রাপ্তে ॥ ২৫ ॥
শব্দবিবর্জ্জিতো মূকঃ ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বপ্রাণিশরীরে শ্বাসোচ্ছ্বাসঃ সুদুর্গ্রহঃ স্বাধীনো নাস্তি তথাচ মদপরাধাভাবে দুর্ব্বাক্যং বদতস্তব পুত্রস্তথৈব স্যাদিতি ॥ ২৭—৩০ ॥

আরম্ভ করিলেন ॥২৩—২৪॥ গোভিল! আপনি মুনিগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াও অদ্য নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন; যেহেতু আমার পুত্রনিমিত্তক কাম্যকর্ম্মসময়ে আপনি স্বরভঙ্গ করিলেন, ইহাতে আমার কাম্য সিদ্ধির বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা ॥২৫॥ তখন গোভিল অত্যন্ত কুপিত হইয়া দেবদত্তকে কহিলেন, তোমার পুত্র, মূর্খ শঠ ও শব্দবর্জ্জিত মূক হইবে ॥ ২৬ ॥ দেখ, প্রাণিগণের দেহে শ্বাস ও উচ্ছ্বাস অত্যন্ত দুর্দ্দম্য, এই স্বরভঙ্গ বিষয়ে আমার কিছুই দোষ নাই, তুমি মহাবুদ্ধি হইয়াও কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না ॥ ২৭ ॥ দেবদত্ত মহাত্মা গোভিলের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাপভয়ে ভীত ও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, বিপ্রবর! আমি নিরপরাধ, আমার প্রতি আপনি বিনা কারণে ক্রুদ্ধ হইলেন কেন? দেখুন, মুনিগণ ক্রোধহীন এবং সর্ব্বদাই সুখপ্রদ হইয়া থাকেন ॥ ২৮—২৯ ॥ হে দ্বিজেন্দ্র! আমার অপরাধ অত্যন্ত অল্প, তাহাতেও আপনি আমাকে এরূপ কঠোর অভিশাপ প্রদান করিলেন কেন? আমি পুত্রহীন বলিয়া পূর্ব্বাবধিই সুতপ্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আপনি আবার আমাকে অধিকতর উত্তাপিত করিলেন ॥ ৩০ ॥ কারণ, বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া

পশুবচ্ছূদ্রবচ্চৈব ন যোগ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
কিংকরোমীহ মূর্খেণ পুত্রেণ দ্বিজসত্তম! ॥ ৩২ ॥
যথা শূদ্রস্তথা মূর্খো ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
ন পূজার্হো ন দানার্হো নিন্দ্যশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৩৩ ॥
দেশে বৈ বসমানশ্চ ব্রাহ্মণো বেদবর্জ্জিতঃ।
করদঃ শূদ্রবচ্চৈব মন্তব্যঃ স চ ভূভুজা ॥ ৩৪ ॥
নাসনে পিতৃকার্য্যেষু দেবকার্য্যেষু স দ্বিজঃ।
মূর্খঃ সমুপবেশ্যশ্চ কার্য্যস্য ফলমিচ্ছতা ॥ ৩৫ ॥
রাজ্ঞা শূদ্রসমো জ্ঞেয়ো ন যোজ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
কর্ষকস্তু দ্বিজঃ কার্য্যো ব্রাহ্মণো বেদবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥
বিনা বিপ্রেণ কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং কুশবটেন বৈ।
ন তু বিপ্রেণ মূর্খেণ শ্রাদ্ধং কার্য্যং কদাচন ॥ ৩৭ ॥
আহারাদধিকং চান্নং ন দাতব্যমপণ্ডিতে।
দাতা নরকমাপ্নোতি গৃহীতা তু বিশেষতঃ* ॥ ৩৮ ॥

তদুক্তং বরং পুত্রাদপুত্রত্বং মূর্খশ্চেত্তবিতা সুত ইতি ॥ ৩১—৩৩ ॥
দেশে বসমানো বাসং কুর্ব্বাণঃ ॥ ৩৪—৩৮ ॥

থাকেন যে, মূর্খপুত্র অপেক্ষা পুত্র না হওয়াই উত্তম, তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণের পুত্র মূর্খ হইলে সে সকলেরই নিন্দনীয় হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ মূর্খপুত্র পশুর ও শূদ্রের ন্যায় সকল কর্ম্মেরই অযোগ্য; হে দ্বিজোত্তম! আমি ইহ লোকে মূর্খপুত্র লইয়া কি করিব? ॥ ৩২ ॥ মূর্খ ব্রাহ্মণ শূদ্রের ন্যায়, সুতরাং পূজার ও দানের পাত্র হইতে পারে না; সে সকল কর্ম্মেই অযোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ দেশমধ্যে বাস করিলে রাজা তাহাকে শূদ্রের ন্যায় বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ যিনি কর্ম্মফল লাভের অভিলাষ করেন, তিনি পিতৃকার্য্যের ও দেবকার্য্যের আসনে কদাচই মূর্খ ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইবেন না ॥৩৫॥ রাজা মূর্খ ব্রাহ্মণকে শূদ্র সমান জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে কোনও ধর্ম্মকর্ম্মে নিয়োজিত না করিয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥৩৬॥ বিপ্র-গ্রহণ না করিয়া কুশবট নির্ম্মাণদ্বারা বরং শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে তথাপি শ্রাদ্ধে কদাচই মূর্খ ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিবে না ॥ ৩৭ ॥ অপণ্ডিত ব্যক্তিকে পরিমিত আহারের উপযুক্ত অন্ন প্রদান করিবে কদাচই অধিক অন্ন প্রদান করিবে না, তাহা করিলে দাতা বিশেষত গৃহীতা

* সুমূর্খস্য চ বিপ্রস্য বস্তান্নমুদরে গতম্। পচ্যন্তে নরকে ঘোরে সর্ব্বে বৈ তস্য পূর্ব্বজাঃ।
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

ধিগ্রাজ্যং তস্য রাজ্ঞো বৈ যস্য দেশেঽবুধা জনাঃ।
পূজ্যন্তে ব্রাহ্মণা মূর্খা দানমানাদিকৈরপি ॥ ৩৯ ॥
আসনে পূজনে দানে যত্র ভেদো ন চাম্বপি।
মূর্খপণ্ডিতয়োর্ভেদো জ্ঞাতব্যো বিবুধেন বৈ ॥ ৪০ ॥
মূর্খা যত্র সুগর্ব্বিষ্ঠা দানমানপরিগ্রহৈঃ।
তস্মিন্ দেশে ন বস্তব্যং পণ্ডিতেন কথঞ্চন ॥ ৪১ ॥
অসতামুপকারায় দুর্জ্জনানাং বিভূতয়ঃ।
পিচুমর্দ্দঃ ফলাঢ্যোঽপি কাকৈরেবোপভুজ্যতে ॥ ৪২ ॥
ভুক্ত্বান্নং বেদবিদ্বিপ্রো বেদাভ্যাসং করোতি বৈ।
ক্রীড়ন্তি পূর্ব্বজাস্তস্য স্বর্গে প্রমুদিতাঃ কিল ॥ ৪৩ ॥
গোভিলাতঃ কিমুক্তং বৈ ত্বয়া বেদবিদুত্তম!।
সংসারে মূর্খপুত্রত্বং মরণাদতিগর্হিতম্ ॥ ৪৪ ॥
কৃপাং কুরু মহাভাগ! শাপস্যানুগ্রহং প্রতি।
দীনোদ্ধারণশক্তোঽসি পতামি তব পাদয়োঃ ॥ ৪৫ ॥

দেশেঽবুধা ইতি চ্ছেদঃ॥ ৩৯—৪১ ॥
অসতামিতি। যথা পিচুমর্দ্দো নিম্বঃ ফলাঢ্যোঽপি কাকৈরেবোপভুজ্যতে স যথাসতাং কাকানামুপকারায় তথেত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৬ ॥

নরকাগামী হয় ॥ ৩৮ ॥ যে রাজার রাজ্যে অপণ্ডিত মূর্খ ব্রাহ্মণগণ বাস করে এবং তাহারা দানমানাদি দ্বারা সম্মানিত হয় তাঁহার সেই রাজ্যে ধিক্!! ॥ ৩৯ ॥ যেখানে আসন, পূজন ও দানাদিতে বিন্দুমাত্রও ভেদ লক্ষিত হইবে না, সেখানে বুধগণ বুদ্ধি দ্বারা মূর্খ ও পণ্ডিতের প্রভেদ বুঝিয়া লইবেন ॥ ৪০ ॥ যেখানে দান ও মান পরিগ্রহ করিয়া মূর্খেরা অত্যন্ত গর্ব্বিত হয়, সেই স্থানে পণ্ডিত ব্যক্তি কদাচই বাস করিবেন না ॥৪১॥ দুর্জ্জনদিগের সম্পত্তি অসজ্জনের উপকারের নিমিত্তই হইয়া থাকে; কারণ, নিম্ববৃক্ষসকল ফলাঢ্য হইলেও কেবল কাকেরই উপভোগের নিমিত্তই হয় ॥ ৪২ ॥ আর, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অন্ন ভোজন করিয়াও বেদাভ্যাস করিলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ প্রমুদিত হইয়া স্বর্গধামে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ অতএব হে গোভিল! আপনি বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য হইয়াও এ কি কহিলেন? দেখুন, সংসারে মূর্খপুত্রপ্রাপ্তি অপেক্ষা মরণও বরং ভাল; অতএব, কি জন্য আপনি মহামুনি এবং মহাজ্ঞানী হইয়াও আমাকে মূর্খপুত্রপ্রাপ্তির অভিসম্পাত প্রদান করিলেন? ॥ ৪৪ ॥ হে মহাভাগ! আপনি দীনজনের উদ্ধরণে সমর্থ, আমি আপনার চরণতলে নিপতিত হইতেছি. কৃপা করিয়া আমার অভিশাপ বিষয়ে অনুগ্রহ করুন ॥ ৪৫ ॥

লোমশ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দেবদত্তস্তু পতিতস্তস্য পাদয়োঃ।
স্তবন্ দীনহৃদত্যর্থং কৃপণঃ সাশ্রুলোচনঃ ॥ ৪৬ ॥
গোভিলস্তু দয়োৎপন্না দৃষ্ট্বা তং দীনচেতসম্।
ক্ষণকোপা মহান্তো বৈ পাপিষ্ঠাঃ কল্পকোপনাঃ ॥ ৪৭ ॥
জলং স্বভাবতঃ শীতং পাবকাতপযোগতঃ।
উষ্ণং ভবতি তচ্ছীঘ্রং তদ্বিনা শিশিরং ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥
দয়াবান্ গোভিলস্ত্বাহ দেবদত্তং সুদুঃখিতম্।
মূর্খো ভূত্বা সুতস্তে বৈ বিদ্বানপি ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥
ইতি দত্তবরঃ সোঽথ মুদিতোঽভূদ্দ্বিজর্ষভঃ।
ইষ্টিং সমাপ্য বিপ্রান্ বৈ বিসসর্জ্জ যথাবিধি ॥ ৫০ ॥
কালেন কিয়তা তস্য ভার্য্যা রূপবতী সতী।
গর্ভং দধার কালে সা রোহিণী রোহিণীসমা ॥ ৫১ ॥
গর্ভাধানাদিকং কর্ম্ম চকার বিধিবদ্দ্বিজঃ।
পুংসবনবিধানঞ্চ শৃঙ্গারকরণং তথা ॥ ৫২ ॥
সীমন্তোন্নয়নং চৈব কৃতং বেদবিধানতঃ।
দদৌ দানানি মুদিতো মন্ত্রেষ্টিং সফলাং তথা ॥ ৫৩ ॥

কল্পকোপনাঃ বহুকালপর্য্যন্তং কোপবন্তঃ ॥ ৪৭—৫৩ ॥

লোমশ কহিলেন, মুনিগণ! দেবদত্ত এই বলিয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন এবং দীন ও সাশ্রুলোচন হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতহৃদয়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন, তাঁহাকে দীনচিত্ত দর্শন করিয়া গোভিলের দয়ার উদয় হইল, কারণ যাঁহারা মহান্, ক্ষণকাল পরেই তাঁহাদের কোপ শান্তি হইয়া যায়, আর পাপিষ্ঠগণের ক্রোধ বহুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে ॥৪৭॥ জল স্বভাবতই শীতল কিন্তু পাবক বা আতপযোগে উষ্ণ হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার অভাবে শীঘ্রই শীতল হইয়া থাকে ॥৪৮॥ তখন দয়াবান গোভিল সুদুঃখিত দেবদত্তকে কহিলেন, তোমার পুত্র মূর্খ হইয়াও তৎপরে বিদ্বান্ হইবে ॥ ৪৯ ॥ সেই দ্বিজবর দেবদত্ত এইরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত হর্ষলাভ করিলেন; অনন্তর, সেই যজ্ঞ সমাপন করিয়া বিপ্রগণকে যথাবিধি দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিলেন ॥৫০॥ কালবশে তাঁহার রূপবতী পতিব্রতা রোহিণীতুল্য রোহিণীনাম্নী ভার্য্যা গর্ভধারণ করিল ॥ ৫১ ॥ দেবদত্ত গর্ভাধান পুংসবন প্রভৃতি শুদ্ধিসাধন কর্ম্মসমূহ বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিলেন ॥৫২॥ তিনি বেদবিধি

শুভেঽহ্নি সুষুবে পুত্রং রোহিণী রোহিণীযুতে।
দিনে লগ্নে শুভেঽত্যর্থং জাতকর্ম্ম চকার সঃ ॥ ৫৪ ॥
পুত্রদর্শনকং কৃত্বা নামকর্ম্ম চকার চ।
উতথ্য ইতি পুত্রস্য কৃতং নাম পুরাবিদা ॥ ৫৫ ॥
স চাষ্টমে তথা বর্ষে শুভে বৈ শুভবাসরে।
তস্যোপনয়নং কর্ম্ম চকার বিধিবৎ পিতা ॥ ৫৬ ॥
বেদমধ্যাপয়ামাস গুরুস্তং বৈ ব্রতে স্থিতম্।
নোচ্চচার তথোতথ্যঃ সংস্থিতো মূকবত্তদা ॥ ৫৭ ॥
বহুধা পাঠিতঃ পিত্রা ন দধার মতিং শঠঃ।
মূঢ়বত্তিষ্ঠতেঽত্যর্থং তং শুশোচ পিতা তদা ॥ ৫৮ ॥
এবং কুর্ব্বন্ সদাভ্যাসং জাতো দ্বাদশবার্ষিকঃ।
ন বেদ বিধিবৎ কর্ত্তুং সন্ধ্যাবন্দনকং বিধিম্ ॥ ৫৯ ॥
মূর্খোঽভূদিতি লোকেষু গতা বার্ত্তাতিবিস্তরম্।
ব্রাহ্মণেষু চ সর্ব্বেষু তাপসেষিতরেষু চ ॥ ৬০ ॥

(রোহিণীযুতে রোহিণীনক্ষত্রসংযুক্তে শুভেদিনে ॥ ৫৪—৫৫ ॥
স চাষ্টমে ইতি। গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নমিতি বচনাৎ গর্ভাদষ্টমে বর্ষে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৬৩ ॥)

অনুসারে সীমন্তোন্নয়ন সমাপন পূর্ব্বক তাঁহার পুত্রেষ্টি যাগ সফল হইল বিবেচনা করিয়া হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ বস্ত্র দান করিলেন ॥ ৫৩ ॥ অনন্তর রোহিণী, রোহিণীযুক্ত সুলগ্নে ও শুভদিনে পুত্র প্রসব করিলে দেবদত্ত নবজাত পুত্রের জাতক্রিয়াদি সম্পাদন পূর্ব্বক পুত্র দর্শন করিলেন। পরে, সেই পুরাবিৎ দেবদত্ত পুত্রের উতথ্য এই নাম রক্ষা করিলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ অনন্তর, পুত্র অষ্টমবর্ষে উপনীত হইলে দেবদত্ত তাহার উপনয়ন ক্রিয়া যথাবিধি সম্পাদন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ তৎপরে গুরু উতথ্যকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী করিয়া তাহাকে বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলে সে কোনও বাক্য উচ্চারণ না করিয়া কেবল মূঢ়ের ন্যায় বসিয়া থাকিত। তাহার পিতা তাহাকে বহুপ্রকারে পড়াইলেও সেই শঠ মুনিবালক কিছুতেই মনোযোগ করিল না কেবল মূঢ়ের ন্যায় বসিয়াই রহিল, তদ্দর্শনে তাহার পিতা অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইলেন ॥ ৫৭—৫৮ ॥ এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল তথাপি সে বিধি পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি শিক্ষা করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৫৯ ॥ দেবদত্তের পুত্র উতথ্য অতিশয় মূর্খ হইল এই জনরব, সমস্ত ব্রাহ্মণ তাপস এবং অন্যান্য ইতর জনগণের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়িল ॥ ৬০ ॥ উতথ্য

জহাস লোকস্তং বিপ্রং যত্র তত্র গতং বনে।
পিতা মাতা নিনিন্দাথ মূর্খং তমতিভর্ৎসয়ন্ ॥ ৬১ ॥
নিন্দিতোঽথ জনৈঃ কামং পিতৃভ্যামথ বান্ধবৈঃ।
বৈরাগ্যমগমদ্বিপ্রো জগাম বনমপ্যসৌ ॥ ৬২ ॥
অন্ধো বরস্তথা পঙ্গুর্ন মূর্খস্তু বরঃ সুতঃ।
ইত্যুক্তোঽসৌ পিতৃভ্যাং বৈ বিবেশ কাননং প্রতি ॥ ৬৩ ॥
গঙ্গাতীরে শুভে স্থানে কৃত্বোটজমনুত্তমম্।
বন্যাং বৃত্তিঞ্চ সঙ্কল্প্য স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ ॥ ৬৪ ॥
নিয়মঞ্চ পরং কৃত্বা নাসত্যং প্রব্রবীম্যহম্।
স্থিতস্তত্রাশ্রমে রম্যে ব্রহ্মচর্য্যব্রতো হি সঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সত্যব্রতকথাযোগেন বাগ্‌বীজমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

উটজং কুটিম্। বন্যাং বৃত্তিং ফলমূলাশনরূপাম্ ॥ ৬৪—৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

বনস্থলীর যে কোন স্থলে গমন করিলে লোক সকল তাহাকে দেখিয়া উপহাস করিত এবং তাহার পিতা ও মাতা সেই মূর্খ পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া সততই নিন্দা করিত ॥ ৬১ ॥ এইরূপে সকল লোক জনক জননী এবং বান্ধবগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইলে উতথ্যের চিত্তে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল ॥ ৬২ ॥ একদিন তাহার পিতা মাতা, বরং অন্ধ এবং পঙ্গু পুত্র ভাল তথাপি মূর্খ পুত্র কোন কার্য্যেরই নহে, তাহা হইতে দুঃখলাভ ব্যতীত কোনও প্রকার সুখলাভের সম্ভাবনা থাকে না, এইরূপ ভর্ৎসনা করিলে উতথ্য বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৬৩ ॥ অনন্তর, গঙ্গাতীরে বিঘ্নবিহীন সুশোভন স্থানে এক উত্তম কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বনজাত ফলমূল দ্বারা আহারক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিল। উতথ্য উত্তম রূপ নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক "আমি কখনই মিথ্যা কহিব না" এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করত সেই রমণীয় আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৬৪—৬৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সত্যব্রতকথা উপলক্ষে বাগ্‌বীজের মাহাত্ম্যকথন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ।

ন বেদাধ্যয়নং কিঞ্চিজ্জানাতি ন জপং তথা।
ধ্যানং ন দেবতানাঞ্চ ন চৈবারাধনং তথা ॥ ১ ॥
নাসনং বেদ বিপ্রোঽসৌ প্রাণায়ামং তথা পুনঃ।
প্রত্যাহারস্তু নো বেদ ভূতশুদ্ধিঞ্চ কারণম্ ॥ ২ ॥
ন মন্ত্রং কীলকং জাপ্যং গায়ত্রীঞ্চ ন বেদ সঃ।
শৌচং স্নানবিধিং চৈব তথাচমনকং পুনঃ ॥ ৩ ॥
প্রাণাগ্নিহোত্রং নো বেদ বলিদানং ন চাতিথিম্।
ন সন্ধ্যাং সমিধো হোমং বিবেদ চ তথা মুনিঃ ॥ ৪ ॥
সোঽকরোৎ প্রাতরুত্থায় যৎকিঞ্চিদ্দন্তধাবনম্।
স্নানঞ্চ শূদ্রবত্তত্র গঙ্গায়াং মন্ত্রবর্জ্জিতম্ ॥ ৫ ॥
ফলান্যাদায় বন্যানি মধ্যাহ্নেঽপি যদৃচ্ছয়া।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যপরিজ্ঞানং ন জানাতি শঠস্তথা ॥ ৬ ॥
সত্যং ব্রূতে স্থিতস্তত্র নানৃতং বদতে পুনঃ।
জনৈঃ সত্যতপা নাম কৃতমস্য দ্বিজস্য বৈ ॥ ৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশস্তিরেব পদ্যৈঃ সুত্যব্রতস্য হ।
বাগ্‌বীজোচ্চারণাৎ সিদ্ধির্জ্জাতেতি পরিগীয়তে।

বনং গতস্যোতথ্যস্য বৃত্তমাহ লোমশঃ ন বেদেতি ॥ ১ ॥
কারণং সর্ব্বেশ্বরঞ্চ ন বেদ ॥ ২—৪ ॥
তর্হি তত্র কিমকরোত্তত্রাহ সোঽকরোদিতি ॥ ৫—৬ ॥
সত্যমেব তপো যস্য স সত্যতপা অয়ঞ্চ ঋষিঃ সত্য ইতি সত্যতপারাধীতর ইতি তৈত্তিরীয়শ্রুতিপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৭ ॥

লোমশ কহিলেন, মুনিগণ! দেবদত্তপুত্র উতথ্য বেদাধ্যয়ন, জপ, ধ্যান, দেবতাদিগের আরাধনা, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ভূতশুদ্ধি, মন্ত্র, কীলক, গায়ত্রী, শৌচ, স্নানবিধি, আচমন, প্রাণাগ্নিহোত্র, বলিদান, আতিথ্য, সন্ধ্যা, সমিধাহরণ ও হোম এই সকল বিষয়ের কিছুই জানিত না, প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া যথাকথঞ্চিৎরূপে দন্তধাবন এবং গঙ্গাজলে শূদ্রের ন্যায় মন্ত্রবর্জ্জিত স্নান করিত ॥১—৫॥ সেই শঠের ভক্ষ্যাভক্ষ্য জ্ঞান ছিল না, মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত হইলে যদৃচ্ছাক্রমে বন্যফল আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিত ॥ ৬ ॥ কিন্তু সেই

নাহিতং কস্যচিৎ কুর্য্যান্ন তথাপি হিতং কচিৎ।
সুখং স্বপিতি তত্রৈব নির্ভয়শ্চিন্তয়ন্নিতি ॥ ৮ ॥
কদা মে মরণং ভাবি দুঃখং জীবামি কাননে।
জীবিতং ধিক্ চ মূর্খস্য তরসা মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৯ ॥
দৈবেনাহং কৃতো মূর্খো নান্যোঽত্র কারণং মম।
প্রাপ্য চৈবোত্তমং জন্ম বৃথা জাতং মমাধুনা ॥ ১০ ॥
যথা বন্ধ্যা সুরূপা চ যথা বা নিষ্ফলো দ্রুমঃ।
অদুগ্ধদোহা ধেনুশ্চ তথাহং নিষ্ফলঃ কৃতঃ ॥ ১১ ॥
কিং নু নিন্দাম্যহং দৈবং নূনং কর্ম্ম মমেদৃশম্।
ন দত্তং পুস্তকং কৃত্বা ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে ॥ ১২ ॥
ন বৈ বিদ্যা ময়া দত্তা পূর্ব্বজন্মনি নির্ম্মলা।
তেনাহং কর্ম্মযোগেন শঠোঽস্মি চ দ্বিজাধমঃ ॥ ১৩ ॥
ন চ তীর্থে তপস্তপ্তং সেবিতা ন চ সাধবঃ।
ন দ্বিজাঃ পূজিতা দ্রব্যৈস্তেন জাতোঽস্মি দুষ্টধীঃ* ॥ ১৪ ॥

নাহিতং কস্যচিৎ কুর্য্যাদিতি। জানাতীতি শেষঃ। চিন্তয়ন্নিতীতি ইতি বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ ॥ ৮—১০ ॥
অদুগ্ধদোহেতি। ন বিদ্যতে দুগ্ধং পয়ো দোহে দোহনে যস্যাঃ সা ॥ ১১ ॥

স্থানে অবস্থিতি করিয়া সদা সত্য কথা বলিত কদাচই মিথ্যা কহিত না, সেই হেতু তত্রস্থিত জনগণ তাহার "সত্যতপা" এই নাম রাখিয়াছিল ॥ ৭ ॥ সেই উতথ্য কাহারও অহিত বা হিত করিত না, সেই স্থানেই সুখে নিদ্রা যাইত; কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিত যে, কখন্ আমার মরণ হইবে; বন মধ্যে এইরূপ দুঃখে থাকিয়া আর কতদিন বাঁচিতে হইবে, মূর্খের জীবনে ধিক্, মূর্খের সত্বর মরণই উত্তম কল্প ॥ ৮—৯ ॥ দৈবই আমাকে মূর্খ করিয়াছেন, এ বিষয়ে অন্য কোনও কারণ দেখিতে পাই না; হায়! আমি অত্যুত্তম মানব জন্ম লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু দৈববশে তাহা বিফল হইল ॥ ১০ ॥ হায়! রূপবতী বন্ধ্যা, দুগ্ধহীনা ধেনু এবং ফলহীন পাদপ যেমন নিষ্ফল হয়, সেইরূপ দৈব আমার জীবনকেও বিফল করিল ॥ ১১ ॥ অহো! আমি দৈবনিন্দাই বা কেন করিতেছি ইহা আমারই কর্ম্মফল, আমি পূর্ব্বে পুস্তক প্রস্তুত করিয়া মহাত্মা ব্রাহ্মণকে দান করি নাই বলিয়াই আমার এইরূপ মূর্খতা ঘটিয়াছে ॥ ১২ ॥ আমি পূর্ব্বজন্মে প্রিয়শিষ্যগণকে বিমল বিদ্যা দান করি

---

*দ্বিজাতাসন্ত তেনাহং জাতোঽস্মিন্ জন্মনি কিল।
ইতি বা পাঠঃ।

বর্ত্তন্তে মুনিপুত্রাশ্চ বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
অহং সুমূঢ়ঃ সঞ্জাতো দৈবযোগেন কেনচিৎ ॥ ১৫ ॥
ন.জানামি তপস্তপ্তুং কিং করোমি সুসাধনম্।
মিথ্যায়ং মেঽত্র সঙ্কল্পো ন মে ভাগ্যং শুভং কিল ॥ ১৬ ॥
দৈবমেব পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্।
বৃথা শ্রমকৃতং কার্য্যং দৈবাদ্ভবতি সর্ব্বথা ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ শক্রাদ্যাঃ কিল দেবতাঃ।
কালস্য বশগাঃ সর্ব্বে কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ১৮ ॥
এবংবিধান্ বিতর্কাংস্তু কুর্ব্বাণোঽহর্নিশং দ্বিজঃ।
স্থিতস্তত্রাশ্রমে তীরে জাহ্নব্যাঃ পাবনে স্থলে ॥ ১৯ ॥
বিরক্তঃ স তু সঞ্জাতঃ স্থিতস্তত্রাশ্রমে দ্বিজঃ।
কালাতিবাহনং শান্তশ্চকার বিজনে বনে ॥ ২০ ॥

কিংস্বিতি। দৈবং বিধিং কিমু কিমর্থং নিন্দামি যতো মম কর্ম্মৈবেদৃশং ভবতি বিধেঃ কর্ম্মানুরূপমেব ফলদাতৃত্বাৎ ॥ ১২—১৫ ॥

ইদং ন ময়া কৃতমিতি সঙ্কল্পঃ পশ্চাত্তাপোঽপি মিথ্যৈব যতো ভাগ্যং মে শুভং নাস্তি ততঃ পশ্চাত্তাপেঽপি ন সৎকর্ম্ম ভবিতুমর্হতীতি ॥ ১৬ ॥

বৃথেতি। শ্রমেণ পৌরুষেণ কৃতং কার্য্যং দৈবাৎ সর্ব্বথা বৃথা ভবতি ॥ ১৭—২১ ॥

নাই সেই কারণেই শঠ ও দ্বিজাধম মূর্খ হইয়াছি ॥ ১৩ ॥ আমি, তীর্থস্থানে তপস্যা করি নাই, সাধুজনের সেবা করি নাই, দ্রব্যজাত দ্বারা দ্বিজগণের পূজা করি নাই সেই সমস্ত কারণেই আমি দুষ্টবুদ্ধি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি ॥ ১৪ ॥ বহুতর মুনিপুত্র বেদ ও শাস্ত্রার্থের পারগামী হইয়াছেন, কিন্তু আমি কোন দৈবযোগবশত এইরূপ মূঢ় হইয়া কালযাপন করিতেছি ॥ ১৫ ॥ আমি ত তপস্যা করিতে জানি না, তবে আর কি প্রকারে তপস্যা সাধন করিব, আমার তপশ্চরণবিষয়ের সঙ্কল্প করাই বৃথা; আমার ভাগ্য অতিশয় মন্দ, অতএব আমার সৎসঙ্কল্প কোনমতেই সম্পন্ন হইয়া উঠিবে না ॥ ১৬ ॥ আমি দৈবকেই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ মনে করি, নিরর্থক পৌরুষকে ধিক্; যেহেতু উদ্যোগ ও পরিশ্রমাদি দ্বারা কৃত কার্য্য সকল দৈবদ্বারা সর্ব্বতোভাবেই নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥ কাল অত্যন্ত দুরতিক্রমনীয়; কারণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র ও শক্রাদি দেবতাগণ সকলেই কালের অধীন ॥১৮॥

ঋষিগণ! সেই দ্বিজপুত্র উতথ্য এবংবিধ বিবিধ বিতর্ক করিয়া জাহ্নবীর সুপবিত্র তীরস্থিত সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥১৯॥ পরে, সেই আশ্রমস্থলে বাস করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়েই বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অতিকষ্টে

এবং স্থিতস্য তু বনে বিমলোদকে বৈ
বর্ষাণি তত্র নব পঞ্চ গতানি কামম্ ।
নারাধনং ন চ জপং ন বিবেদ মন্ত্রং
কালাতিবাহনমসৌ কৃতবান্ বনে বৈ ॥ ২১ ॥
জানাতি তস্য বিততং ব্রতমেব লোকঃ
সত্যং বদত্যপি মুনিঃ কিল নাম জাতম্ ।
জাতং যশশ্চ সকলেষু জনেষু কামং
সত্যব্রতোঽয়মনিশং ন মৃষাভিভাষী ॥ ২২ ॥
তত্রৈকদা তু মৃগয়াং রমমাণ এব
প্রাপ্তো নিষাদনিশঠো ধৃতচাপবাণঃ ॥
ক্রীড়ন্ বনেঽতিবিপুলে যমতুল্যদেহঃ
ক্রূরাকৃতির্হননকর্ম্মণি চাতিদক্ষঃ ॥ ২৩ ॥
তেনাতিকৃষ্টেন শরেণ বিদ্ধঃ
কোলঃ কিরাতেন ধনুর্দ্ধরেণ ।
পলায়মানো ভয়বিহ্বলশ্চ
মুনেঃ সমীপং বিদ্রুতো জগাম ॥ ২৪ ॥

সত্যং বদতীতি ব্রতমিত্যন্বয়ঃ । অতএব সত্যতপা ইতি নাম জাতমিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥
কোলো বরাহঃ ॥ ২৪—২৫ ॥ .

সেই বিজনবনে কাল যাপন করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ এইরূপে বিমলজল-সমন্বিত অরণ্য মধ্যে বাস করিতে করিতে তাহার চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল । তথাপি তাহার আরাধনা, জপ ও মন্ত্রাদি কিছুরই জ্ঞান হইল না, কেবলমাত্র সেই বনে বাস করিয়া কালযাপন করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥ জনগণ, তাঁহার একমাত্র ব্রত অবগত ছিল যে, এই মুনি সততই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, এই জন্যই ইঁহার সত্যব্রত নাম হইয়াছে এবং তাঁহার এই এক যশঃ সকল লোক মধ্যে প্রথিত হইল যে, ইনি “সত্যব্রত” ইনি কখনই মিথ্যা কথা কহেন না ॥ ২২ ॥

একদিন দ্বিতীয় যমের ন্যায় ক্রূরাকৃতি এবং মৃগয়ায় অতিশয় নিপুণ নিশঠ নামে নিষাদ ধনুঃশর ধারণ পূর্ব্বক মৃগয়ায় উৎসুক হইয়া মৃগয়া ক্রীড়া করিতে করিতে সেই সুবিস্তীর্ণ অরণ্যমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৩ ॥ অনন্তর, সেই ধনুর্ধারী কিরাত আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা এক বরাহকে বিদ্ধ করিলে সে ভয়বিহ্বলচিত্তে পলায়ন পূর্ব্বক

বিকম্পমানো রুধিরার্দ্রদেহো
যদা জগামাশ্রমমণ্ডলং বৈ।
কোলস্তদাতীব দয়ার্দ্রভাবং
প্রাপ্তো মুনিস্তত্র সমীক্ষ্য দীনম্ ॥ ২৫ ॥
অগ্রে ব্রজন্তং রুধিরার্দ্রদেহং
দৃষ্ট্বা মুনিঃ শূকরমাশু বিদ্ধম্।
দয়াভিবেশাদতিকম্পমানঃ
সারস্বতং বীজমথোচ্চচার ॥ ২৬ ॥
অজ্ঞাতপূর্ব্বঞ্চ তথাশ্রুতঞ্চ
দৈবান্মুখে বৈ সমুপাগতঞ্চ।
ন জ্ঞাতবান্ বীজমসৌ বিমূঢ়ো
মমজ্জ শোকে স মুনির্ম্মহাত্মা ॥ ২৭ ॥
কোলঃ প্রবিশ্যাশ্রমমণ্ডলং তদ্
স্থিতো নিকুঞ্জে প্রবিলীয় গূঢ়ম্।
অপ্রাপ্তমার্গো দৃঢ়নির্ব্বিণ্ণচেতাঃ
প্রবেপমানঃ শরপীড়িতত্বাৎ ॥ ২৮ ॥

সারস্বতং বীজমিতি। ঐঐ ইতি শব্দং চকারেত্যর্থঃ। স্বভাব এবায়ং মনুষ্যাণাং দুঃখাতুরং দৃষ্ট্বা ঐঐ ইতি শব্দ উচ্চারণীয় ইতি ॥ ২৬ ॥
ন জ্ঞাতবানিতি। ময়া যদুচ্চারিতং তদ্বীজমস্তীতি ন জ্ঞাতবান্ অথ চ তং শূকরং দৃষ্ট্বা শোকে মমজ্জ চ ॥ ২৭ ॥
নিকুঞ্জে নিবিড়বৃক্ষদেশে প্রবিলীয়াদৃশ্যো ভূত্বা ॥ ২৮ ॥

অতিশয় বেগে ধাবমান হইয়া সেই সত্যব্রত মুনির সন্নিধানে উপস্থিত হইল ॥ ২৪ ॥ শূকর আশ্রমে আসিয়া ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার দেহ রুধিরধারায় আর্দ্র হইয়া গেল; মুনি সেই দীন ভাবাপন্ন বরাহকে দর্শন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন ॥ ২৫ ॥ শরবিদ্ধ শূকর রুধির ধারায় আর্দ্র হইয়া সম্মুখে গমন করিতেছে ইহা দর্শন করিয়াই সত্যব্রতের মানসে দয়ার আবেশ হইল, তাহাতে তিনি কম্পমান হইতে লাগিলেন এবং দুঃখাতুর জীবদর্শনে মানুষতা সুলভ স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ ঐ এইরূপ বিন্দুহীন সরস্বতীর বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ॥ ২৬ ॥ সেই মূর্খ ব্রাহ্মণপুত্র ঐকারাক্ষর যে সারস্বত বীজ তাহা পূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করেন নাই এবং অন্য কোনও রূপে জানিতে পারেন নাই; দৈবাৎ তাহা মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল সেই জন্য তিনিও বলিয়া ফেলিলেন; কিন্তু সেই মহাত্মা

ততঃ ক্ষণাদাকরণান্তকৃষ্টং
চাপং দধানোঽতিকরালদেহঃ ।
প্রাপ্তস্তদন্তে স চ মৃগ্যমাণো
নিষাদরাজঃ কিল কাল এব ॥ ২৯ ॥
দৃষ্ট্বা মুনিং তত্র কুশাসনে স্থিতং
নাম্না তু সত্যব্রতমদ্বিতীয়ম্ ।
ব্যাধঃ প্রণম্য প্রমুখে স্থিতোঽসৌ
পপ্রচ্ছ কোলঃ ক্ব গতো দ্বিজেশ ! ॥ ৩০ ॥
জানামি তেঽহং সুব্রতং প্রসিদ্ধং
তেনাদ্য পৃচ্ছে মম বাণবিদ্ধম্ ।
ক্ষুধার্দ্দিতং মে সকলং কুটুম্বং
বিভর্ত্তুকামঃ কিল আগতোঽস্মি ॥ ৩১ ॥
বৃত্তির্ম্মমৈষা বিহিতা বিধাত্রা
নান্যাস্তি বিপ্রেন্দ্র ! ঋতং ব্রবীমি ।
ভর্ত্তব্যমেবেহ কুটুম্বমঞ্জসা
কেনাপ্যুপায়েন শুভাশুভেন ॥ ৩২ ॥

তত ইতি । শূকরে আশ্রমং প্রবিশ্যানন্তরং নিবিড়বনে গতে সতি ততোঽনন্তরমেবা-করণান্তং কৃষ্টং করণং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং তৎপর্য্যন্তং কৃষ্টং চাপং দধান ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥
কিল আগতোঽস্মীত্যত্র সন্ধ্যভাব আর্ষঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

মুনি শূকরকে অত্যন্ত আতুর দেখিয়া শোকে নিমগ্ন হইলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর শরপীড়িত, অত্যন্ত খিন্নচিত্ত শূকর কাঁপিতে কাঁপিতে আশ্রমমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল এবং আর পথ না পাইয়া নিবিড় নিকুঞ্জ মধ্যে লীন হইয়া গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥ ক্ষণকাল পরেই, ভীষণমূর্ত্তি দ্বিতীয় যমের ন্যায় সেই নিষাদরাজ, আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সেই শূকরের অন্বেষণ করিতে করিতে সত্যব্রতের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৯ ॥ সেইস্থানে সত্যব্রত মুনিকে মৌনাবলম্বী এবং কুশাসনে একাকী উপবিষ্ট দেখিয়া ব্যাধ প্রণামান্তে তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজবর ! বাণবিদ্ধ শূকর কোন্ দিকে গমন করিল ? ব্রহ্মন্ ! আমি আপনার সুপ্রসিদ্ধ সত্যব্রতের বিষয় অবগত আছি, এই জন্যই আপনাকে বাণবিদ্ধ শূকরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি । আমার পরিবারবর্গ সকলেই ক্ষুধায় কাতর, তাহাদিগের পোষণ কামনায় মৃগয়ায় আগমন করিয়াছি, পশুমারণ কর্ম্মই আমার বিধি নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি, আমার ইহাভিন্ন অন্য কোনও জীবনো-

সত্যং ব্রবীত্বদ্য সত্যব্রতোঽসি
ক্ষুধাতুরো বর্ত্ততে পোষ্যবর্গঃ।
ক্বাসৌ গতঃ শূকরো বাণবিদ্ধঃ
পৃচ্ছাম্যহং বাড়ব! ব্রূহি তূর্ণম্॥ ৩৩॥
তেনেতি পৃষ্টঃ স মুনির্মহাত্মা
বিতর্কমগ্নঃ প্রবভূব কামম্।
সত্যব্রতং মেঽদ্য ভবেন্ন ভগ্নং
ন দৃষ্ট ইত্যুচ্চরিতেন কিং বৈ॥ ৩৪॥
গতোঽত্র কোলঃ শরবিদ্ধদেহঃ
কথং ব্রবীম্যদ্য মৃষামৃষা বা।
ক্ষুধার্দ্দিতোঽয়ং পরিপৃচ্ছতীব
দৃষ্ট্বা হনিষ্যত্যপি শূকরং বৈ॥ ৩৫॥
সত্যং ন সত্যং খলু যত্র হিংসা
দয়ান্বিতং চানৃতমেব সত্যম্।
হিতং নরাণাং ভবতীহ যেন
তদেব সত্যং ন তথান্যথৈব॥ ৩৬॥

সত্যমিতি। ভবান্ সত্যং ব্রবীতু॥ ৩৩॥

বিতর্কমগ্নঃ সন্দেহমগ্নঃ। সন্দেহমেবাহ সত্যমিতি। ন দৃষ্ট ইত্যুচ্চারিতে মম সত্যব্রতং ভগ্নং ন ভবেৎ কিং অপিতু ভবেদেব॥ ৩৪॥

অতো গতঃ কোলঃ শরবিদ্ধদেহ ইত্যমৃষা সত্যং বক্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ কথং ব্রবীমীতি। হিংসাদোষভয়াদপি সত্যং কথং ব্রবীমীতি। তত উভয়তো দোষান্মৃষা বামৃষা কথং ব্রবীমীতি। কথং ব্রবীমীতি বাক্যস্ত দেহলীদীপকন্যায়েনান্বয়ঃ। সত্যে উক্তেঽয়ং হনিষ্যত্যেবেত্যাহ। ক্ষুধার্দ্দিত ইতি॥ ৩৫॥

পায় নাই, ইহা আপনাকে সত্যই বলিতেছি, অনিন্দিত হউক বা নিন্দিতই হউক যে কোনও উপায় দ্বারা কুটুম্ববর্গের পোষণ করা কর্ত্তব্য, তন্নিমিত্তই আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি॥ ৩০—৩২॥ হে ব্রহ্মন্! আপনি সত্যব্রত নামে বিখ্যাত, আমার পোষ্যবর্গ উপবাসী, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই বাণবিদ্ধ শূকর কোথায় গেল আপনি সত্বর সত্য করিয়া এবিষয়ের উত্তর প্রদান করুন॥ ৩৩॥ সেই নিষাদ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা সত্যব্রত মুনি সংশয় সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি যদি "দেখিনাই" এই বাক্য উচ্চারণ করি তবে আমার সত্যব্রত কি ভঙ্গ হইবে না? অবশ্যই ভঙ্গ হইবে॥ ৩৪॥ শরবিদ্ধ শূকর এই স্থান দিয়া গিয়াছে সত্য, তবে কিরূপে মিথ্যা বলিব?

হিতং কথং স্যাদুভয়োর্ব্বিরুদ্ধয়ো-
স্তদুত্তরং কিং ন যথা মৃষা বচঃ।
বিচারয়ন্ বাড়বধর্ম্মসঙ্কটে
ন প্রাপ বক্তুং বচনং যথোচিতম্ ॥ ৩৭ ॥
বাণাহতং বীক্ষ্য দয়ান্বিতেন
কোলং তদন্তে সমুদাহৃতং বচঃ।
তেন প্রসন্না নিজবীজতঃ শিবা
বিদ্যাং দুরাপাং প্রদদৌ চ তস্মৈ ॥ ৩৮ ॥
বীজোচ্চারণতো দেব্যা বিদ্যা প্রস্ফুরিতাখিলা।
বাল্মীকেশ্চ যথাপূর্ব্বং তথা স হ্যভবৎ কবিঃ ॥ ৩৯ ॥

সত্যং ন সত্যমিতি। যেন সত্যভাষণেন হিংসা ভবতি তৎ সত্যং সত্যং ন ভবতি কিন্তু দয়ান্বিতং দয়য়ান্যকল্যাণার্থং প্রযুজ্যমানমপ্যনৃতং সত্যমেব ভবতি ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপ্যন্যকল্যাণার্থমনৃতমপি সত্যং তথাচ মমানৃতকথনেঽত্র দোষো নাস্তি তথাপ্যভয়ং সংরক্ষিতং স্যাচ্চেৎ সর্ব্বতো বরমিতি মনসি বিচারয়ন্নাহ হিতং কথং স্যাদিতি। উভয়োর্ব্বিরুদ্ধয়োঃ প্রসঙ্গে মম হিতং কথং স্যাত্তস্যোত্তরং চ ময়া কিং বক্তব্যং যেন মম বচো মৃষা ন স্যাদিতি বিচারয়ন্ সন্ হে বাড়ব! হে জমদগ্নে! ধর্ম্মসঙ্কটে যথোচিতং বচনং বক্তুং ন প্রাপ ন সমর্থো বভূব ॥ ৩৭ ॥

বাণাহতমিতি। হে জমদগ্নে! অস্মিন্ সময়ে নিজবীজতো নিজবীজবাগ্‌ভববীজোচ্চারতো দেবী প্রসন্না সতী দুরাপাং বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং তস্মৈ সত্যব্রতায় দদৌ। যয়া বিদ্যয়া বাণাহতং কোলং বীক্ষ্য তদন্তে বিচারান্তে দয়ান্বিতেন সত্যব্রতেন বচঃ সমুদাহৃতম্। যদ্বা যদ্বচঃ ঐঐ-ইতি সমুদাহৃতং তেন বচসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

তদেবাহ বীজোচ্চারণত ইতি ॥ ৩৯—৪০ ॥

আবার এই ব্যক্তি ক্ষুধার্দ্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ শূকরকে দেখিতে পাইয়াই বিনাশ করিবে তবে সত্যই বা কিরূপে বলিব ?॥ ৩৫ ॥ যে সত্যভাষণে হিংসা হয় সে সত্য সত্যই নহে, কিন্তু দয়াদ্বারা অন্যের কল্যাণের নিমিত্ত প্রযুক্ত মিথ্যা সত্যই হইয়া থাকে। ফলত যদ্দ্বারা ইহলোকে প্রাণিগণের হিতসাধন হয় তাহাই সত্য অন্য কিছুই সত্য নহে ॥৩৬॥ জমদগ্নে! সত্যব্রত এইরূপে ধর্ম্মের সঙ্কটস্থলে পতিত হইয়া এই উভয় বিরুদ্ধ বিষয়ের মধ্যে কিরূপে হিতসাধন হয় এবং আমারও মিথ্যা না হয় এমন উত্তর কি ? এইরূপ বহু বিচার করিয়াও এবিষয়ের যথোচিত বাক্য প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৩৭ ॥ সত্যব্রত, সেই শরাহত শূকরকে দেখিয়া দয়া প্রকাশ পুরঃসর যে বীজাক্ষর উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই বীজের উচ্চারণহেতু ভগবতী মঙ্গলদায়িনী দেবী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দুর্লভ বিদ্যা প্রদান করিলেন ॥ ৩৮ ॥ দেবীর বীজ উচ্চারণহেতু তাঁহার অখিল বিদ্যা প্রস্ফুরিত হইল,

তমুবাচ দ্বিজো ব্যাধং সম্মুখস্থং ধনুর্দ্ধরম্‌।
সত্যকামস্তু ধর্ম্মাত্মা শ্লোকমেকং দয়াপরঃ ॥ ৪০ ॥
যা পশ্যতি ন সা ব্রূতে যা ব্রূতে সা ন পশ্যতি।
অহো ব্যাধ! স্বকার্য্যার্থিন্‌! কিং পৃচ্ছসি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥
ইত্যুক্তস্তু তদা তেন গতোঽসৌ পশুহা পুনঃ।
নিরাশঃ শূকরে তস্মিন্‌ পরাবৃত্তো নিজালয়ে ॥ ৪২ ॥
ব্রাহ্মণস্তু কবির্জ্জাতঃ প্রচেতস ইবাপরঃ।
প্রসিদ্ধঃ সর্ব্বলোকেষু নাম্না সত্যব্রতো দ্বিজঃ ॥ ৪৩ ॥

যদুক্তং ত্বয়া বরাহঃ কেন মার্গেণ গত ইতি তত্র দর্শনবদনয়োরেককর্তৃত্বে এবেদং সম্ভবতি ন চ দর্শনবদনকর্তৃত্বমেকস্যাস্তি কিন্তু ভিন্নস্যৈবেত্যাহ যা পশ্যতীতি। যা অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যা সর্ব্বসাক্ষিণী সা পশ্যতি। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং ভাতীতিশ্রুত্যা সর্ব্বপ্রকাশকত্বস্য চিতিশক্তেরেব প্রতিপাদনাৎ। তথাচ সা পশ্যতি সা যা পশ্যতি ন সা ব্রূতে বদনকর্তৃত্বং বুদ্ধেরেব ন চিতিশক্তেঃ। যা ব্রূতে বুদ্ধির্ন সা পশ্যতি ন বিষয়ং প্রকাশয়তি তস্যাঃ জড়ত্বাৎ। নন্‌ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য যথা লোকে চিতিশক্তিজড়শক্ত্যোরেকত্বমাধ্যাসিকং স্বীকৃত্য য এব পশ্যতি স এব ব্রূতে ইতি ব্যবহারো দৃশ্যতে তথা ভবতা ব্যবহারঃ কুতো ন ক্রিয়ত ইতি চেদধ্যাসকারণস্যাবিদ্যারূপস্য মষ্যভাবাদিত্যভিপ্রায়ঃ। ইত্থং সত্যহো ব্যাধ! স্বকার্য্যার্থিন্মাং প্রতি পুনঃ পুনঃ কিং পৃচ্ছসি নৈতৎ প্রষ্টুং যোগ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

পরাবৃত্ত ইতি। অয়ং জ্ঞানী বর্ত্ততে পূজ্যো নাতিশয়প্রশ্নার্হোঽয়মিতি মত্বা পরাবৃত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

প্রচেতা বরুণঃ স চ শ্রুতিসিদ্ধো জ্ঞানী ॥ ৪৩—৪৪ ॥

তখন তিনি পুরাতন মুনি বাল্মীকির ন্যায় তৎক্ষণেই সৎকবি হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর সেই ধর্ম্মাত্মা দয়াপর দ্বিজবর সত্যকামনা করিয়া সম্মুখস্থিত ধনুর্দ্ধারী নিষাদকে এই শ্লোক কহিলেন ॥ ৪০ ॥

"যেশক্তি, দর্শন করে, সেই নাহি বলে।
যে বলে সে নাহি দেখে, দেখ সব স্থলে ॥
নিজ কার্য্য কামনায়, রে নিষাদজন!।
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিছ কিসের কারণ* ॥" ৪১ ॥

পশুঘাতক ব্যাধ, দ্বিজবরের সেই বাক্য শ্রবণান্তর শূকরের প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়া নিজালয়ে ফিরিয়া গেল ॥ ৪২ ॥ সেই দ্বিজবর, বরুণের ন্যায় কবি এবং সকল লোকে

---

* তুমি পুনঃ পুনঃ এরূপ অসঙ্গত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? এই বলিয়া সত্যব্রত ব্যাধের প্রশ্ন করণ-প্রবৃত্তির সংকোচ করিয়া দিলেন। ইহা দ্বারা তাঁহার সত্যব্রত ভঙ্গ হইল না।

সারস্বতং ততো বীজং জজাপ বিধিপূর্ব্বকম্।
পণ্ডিতশ্চাতিবিখ্যাতো দ্বিজোঽসৌ ধরণীতলে ॥ ৪৪ ॥
প্রতিপর্ব্বস্থ গায়ন্তি ব্রাহ্মণা যদ্‌যশঃ সদা।
আখ্যানং চাতিবিস্তীর্ণং স্তবন্তি মুনয়ঃ কিল ॥ ৪৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা সদনং তস্য সমাগম্য তদাশ্রমে।
যেন ত্যক্তঃ পুরা তেন গৃহং নীতোঽতিমানতঃ ॥ ৪৬ ॥
তস্মাদ্রাজন্! সদা সেব্যা পূজনীয়া চ ভক্তিতঃ।
আদিশক্তিঃ পরা দেবী জগতাং কারণং হি সা ॥ ৪৭ ॥
তস্যা যজ্ঞং মহারাজ! কুরু বেদবিধানতঃ।
সর্ব্বকামপ্রদং নিত্যং নিশ্চয়ং কথিতং পুরা ॥ ৪৮ ॥
স্মৃতা সম্পূজিতা ভক্ত্যা ধ্যাতা চোচ্চারিতা স্তুতা।
দদাতি বাঞ্ছিতানর্থান্ কামদা তেন কীর্ত্ত্যতে ॥ ৪৯ ॥

অত্রত্যমেব সত্যব্রতমুনেরাখ্যানং লঘুস্তবে শ্রীমদাচার্য্যৈরপি সংগৃহীতম্। দৃষ্ট্বা সম্ভ্রমকারি বস্তু সহসা ঐঐইতি ব্যাহৃতং যেনাকূতবশাদপীহ বরদে! বিন্দুং বিনাপ্যক্ষরম্। তস্যাপি ধ্রুবমেব দেবি! তরসা জাতে তবানুগ্রহে বাচঃ সূক্তিসুধারসদ্রবমুচো নির্গান্তি বক্ত্রাম্বুজাৎ ॥ বন্নিত্যে! তব কামরাজমপরং মন্ত্রাক্ষরং নিষ্কলং তৎসারস্বতমিত্যবৈতি বিরলঃ কশ্চিজ্জনশ্চেদ্ভুবি। আখ্যানং প্রতিপর্ব্ব সত্যতপসো যৎ কীর্ত্তয়ন্তো দ্বিজাঃ প্রারম্ভে প্রণবাস্পদপ্রণয়তাং নীত্বোচ্চরন্তি স্ফুটমিতি ॥ তথা পৃথ্বীধরাচার্য্যৈরপি। ঋক্‌সাময়োর্যজুষি সন্ধিবশাদুদীর্ণং বীজং সরস্বতি! সকৃত্তব যে জপন্তি। তে সত্যবাক্যমুনিবদ্বিদিতত্রয়ীকা আথর্ব্বণাদিকমবাপ্য সুখীভবন্তীতি ॥ ৪৫ ॥

যেন ত্যক্তস্তেন পিত্রেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

এতাদৃশমহৎফলদাত্রী যৎকিঞ্চিন্মিষেণ স্মৃতা ভগবতী তস্মাদন্যদেবতা বিহায়েয়মেবারাধ্যেত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ৪৭—৪৮ ॥

সত্যব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর তিনি বিধিপূর্ব্বক সারস্বত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, এই দ্বিজ তৎপ্রভাবে অবনীতলে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৪ ॥ ব্রাহ্মণগণ প্রতি পর্ব্ব সময়ে সততই তাঁহার যশোগান, এবং মুনিগণ সর্ব্বদাই তাঁহার সুবিস্তীর্ণ আখ্যান কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥ তাঁহার যশোঘোষণা শ্রবণ করিয়া যিনি পূর্ব্বে সেই পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই পিতা দেবদত্ত তদীয় আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক সম্মান ও আদর করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব হে রাজন্! জগতের কারণরূপিণী আদিশক্তি সেই পরমাদেবীর সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা ও সেবা করাই কর্ত্তব্য ॥ ৪৭ ॥ মহারাজ! তুমি বৈদিক বিধানে সর্ব্ব কামপ্রদ ও নিত্য এবং নিশ্চিত ফলপ্রদ দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, আমি এবিষয়ের কথা পূর্ব্বেই

অনুমানমিদং রাজন্! কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা বুধৈঃ।
দৃষ্ট্বা রোগযুতান্ দীনান্ ক্ষুধিতান্নির্দ্ধনান্ শঠান্ ॥ ৫০ ॥
জনানার্ত্তাংস্তথা মূর্খান্ পীড়িতান্ বৈরিভিঃ সদা।
দাসানাজ্ঞাকরান্ ক্ষুদ্রান্ বিকলান্ বিহ্বলানথ ॥ ৫১ ॥
অতৃপ্তান্ ভোজনে ভোগে সদার্ত্তানজিতেন্দ্রিয়ান্।
তৃষ্ণাধিকানশক্তাংশ্চ সদাধিপরিপীড়িতান্ ॥ ৫২ ॥
তথা বিভবসম্পন্নান্ পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনান্।
পুষ্টদেহাংশ্চ সম্ভোগৈঃ সংযুতান্ বেদবাদিনঃ ॥ ৫৩ ॥
রাজলক্ষ্ম্যা যুতান্ শূরান্ বশীকৃতজনানথ।
স্বজনৈরবিযুক্তাংশ্চ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতান্ ॥ ৫৪ ॥
ব্যতিরেকান্বয়াভ্যাঞ্চ বিচেতব্যং বিচক্ষণৈঃ।
এভির্ন্ন পূজিতা দেবী সর্ব্বার্থফলদা শিবা ॥ ৫৫
সমারাধিতা চ তথা নৃভিরেভিঃ সদাম্বিকা।
যতোঽমী সুখিনঃ সর্ব্বে সংসারেঽস্মিন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

তেন কারণেন কামদেতি লোকে কীর্ত্ত্যতে ॥ ৪৯ ॥
(অনুমানমিতি। কার্য্যদর্শনাৎ কারণস্যানুমানং পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদিবৎ অত্র দুঃখরূপকার্য্যদর্শনাৎ ভগবত্যা অপূজনরূপকারণং সুখরূপকার্য্যদর্শনাৎ ভগবত্যাঃ পূজনরূপকারণমনুমেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫৬ ॥)

তোমাকে কহিয়াছি ॥৪৮॥ মানবগণ, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার স্মরণ, পূজন, নামোচ্চাচরণ, ধ্যান ও স্তব করিলে, তিনি বাঞ্ছিত ফলপ্রদান করেন বলিয়া কামদা শব্দে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥ রাজন্! বিচক্ষণ বুধগণ, রোগযুক্ত ও দীন এবং ক্ষুধিত, নির্দ্ধন, শঠ, আর্ত্ত, মূর্খ বৈরিপীড়িত, কিঙ্কর, ক্ষুদ্র, বিকল, বিহ্বল, ভোগে ও ভোজনে অতৃপ্ত, সর্ব্বদাই পীড়িত, অজিতেন্দ্রিয়, অধিকতর লোভী, অশক্ত, সর্ব্বদাই মনোব্যথায় পরিপীড়িত লোকগণকে এবং বিভবসম্পন্ন, পুত্রপৌত্র-সমন্বিত, সমৃদ্ধিমান্, পুষ্টদেহ, ভোগ্যসমন্বিত, বেদবাদী বিদ্বান্ রাজলক্ষ্মী-সমন্বিত, শূর, বহুজন যাহার বশীভূত, সর্ব্বদাই স্বজন সংযুক্ত ও সর্ব্বলক্ষণ-সমন্বিত ব্যক্তিগণকে দর্শন করিয়া অন্বয়ব্যতিরেকে বিচার দ্বারা অনুমান করিবেন যে, এই এই ব্যক্তি অম্বিকা দেবীর আরাধনা করে নাই, এই জন্য ইহারা অসুখী আর এই এই ব্যক্তি অম্বিকা দেবীর আরাধনা করিয়াছেন, এই হেতু ইহারা সংসার মধ্যে সুখী হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৫০—৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি রাজন্! শ্রুতং তত্র ময়া মুনিসমাগমে।
লোমশস্য মুখাৎ কামং দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য রাজেন্দ্র! কর্ত্তব্যঞ্চ সদার্চ্চনম্।
ভক্ত্যা পরময়া দেব্যাঃ প্রীত্যা চ পুরুষর্ষভ! ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সত্যব্রতবাগ্বীজসিদ্ধিবর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সুখিনো জনান্ দৃষ্টৈস্তৈর্ভগবত্যারাধিতাস্তীত্যনুমানং কর্ত্তব্যম্। দুঃখিনো দৃষ্ট্বা যত এতে দুঃখিনস্তস্মাদেতৈর্ভগবতী নারাধিতেত্যনুমানং কর্ত্তব্যমিতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! এইরূপে আমি মুনিগণের সমাজমধ্যে মহর্ষি লোমশের মুখ হইতে দেবীর উত্তম মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৫৭ ॥ হে রাজেন্দ্র! এই সকল বিবেচনা করিয়া ভক্তি ও প্রীতিসহকারে পরমাদেবী ভগবতীর সর্ব্বদা পূজা করাই একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত মহা-পুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনে সত্যব্রতের উপাখ্যান বর্ণননামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

বদ যজ্ঞবিধিং সম্যগ্‌দেব্যাস্তস্যাঃ সমন্ততঃ।
শ্রুত্বা করোম্যহং স্বামিন্! যথাশক্তি হ্যতন্দ্রিতঃ॥ ১॥
পূজাবিধিঞ্চ মন্ত্রাংশ্চ হোমদ্রব্যমসংশয়ম্।
ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যাশ্চ দক্ষিণাশ্চ তথা পুনঃ॥ ২॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি দেব্যা যজ্ঞং বিধানতঃ।
ত্রিবিধস্তু সদা জ্ঞেয়ং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা॥ ৩॥
সাত্ত্বিকং রাজসঞ্চৈব তামসঞ্চ তথাপরম্।
মুনীনাং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং নৃপাণাং রাজসং স্মৃতম্॥ ৪॥
তামসং রাক্ষসানাং বৈ জ্ঞানিনাস্তু গুণোজ্‌ঝিতম্।
বিমুক্তানাং জ্ঞানময়ং বিস্তরাৎ প্রব্রবীমি তে॥ ৫॥

সপ্তাশীতিমহাপদ্যৈরম্বাযজ্ঞবিধির্ম্মহান্।
যথাবৎ প্রোচ্যতে যেন মুক্তো ভবতি মানবঃ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে অম্বাযজ্ঞস্য মহাফলত্বং শ্রুত্বা তদ্‌যজ্ঞবিধিং রাজা পৃচ্ছতি বদ যজ্ঞেতি॥১-২॥
ত্রিবিধমিতি। সর্ব্বং কর্ম্ম বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণানুষ্ঠানেন ত্রিবিধং জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ॥ ৩॥
ত্রৈবিধ্যমাহ সাত্ত্বিকমিতি॥ ৪॥
জ্ঞানিনাং বিমুক্তানাং গুণোজ্‌ঝিতং জ্ঞানময়মিত্যর্থঃ॥ ৫॥

রাজা জনমেজয় কহিলেন, প্রভো! আপনি সেই দেবীর যজ্ঞবিধি যথাযথরূপে কীর্ত্তন করুন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে বিশেষরূপে উদ্যোগী হইয়া যথাশক্তি তাহা সম্পাদন করিব॥১॥ মুনিবর! সেই যজ্ঞের দ্রব্যসম্ভার,পূজাবিধি ও মন্ত্র সকল এবং তাহাতে কতগুলি ব্রাহ্মণ আবশ্যক করে, তাহার দক্ষিণাই বা কিরূপ দিতে হয় তৎসমুদয় বিস্তার পূর্ব্বক বলুন॥ ২॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবী যজ্ঞের বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর। সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বদাই বিধিদৃষ্ট অনুষ্ঠান দ্বারা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিন প্রকার; তন্মধ্যে মুনিগণের সাত্ত্বিক, নৃপগণের রাজসিক ও রাক্ষসগণের কর্ম্ম তামস বলিয়া উক্ত হয়; আর এক প্রকার কর্ম্ম আছে তাহা গুণ বর্জ্জিত, বিমুক্ত জ্ঞানিগণেই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া

দেশঃ কালস্তথা দ্রব্যং মন্ত্রাশ্চ ব্রাহ্মণাস্তথা।
শ্রদ্ধা চ সাত্ত্বিকী যত্র তং যজ্ঞং সাত্ত্বিকং বিদুঃ ॥ ৬ ॥
দ্রব্যশুদ্ধিঃ ক্রিয়াশুদ্ধির্মন্ত্রশুদ্ধিশ্চ ভূমিপ!।
ভবেদ্‌যদি তদা পূর্ণং ফলং ভবতি নান্যথা ॥ ৭ ॥
অন্যায়োপার্জ্জিতেনৈব দ্রব্যেণ সুকৃতং কৃতম্।
ন কীর্ত্তিরিহ লোকে চ পরলোকে ন তৎফলম্ ॥ ৮ ॥
তস্মান্ন্যায়ার্জ্জিতেনৈব কর্ত্তব্যং সুকৃতং সদা।
যশসে পরলোকায় ভবত্যেব সুখায় চ ॥ ৯ ॥
প্রত্যক্ষং তব রাজেন্দ্র! পাণ্ডবৈস্তু মখঃ কৃতঃ।
রাজসূয়ঃ ক্রতুবরঃ সমাপ্তবরদক্ষিণঃ ॥ ১০ ॥
যত্র সাক্ষাদ্ধরিঃ কৃষ্ণো যাদবেন্দ্রো মহামনাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ পূর্ণবিদ্যাশ্চ ভারদ্বাজাদয়স্তথা ॥ ১১ ॥
কৃত্বা যজ্ঞং সুসংপূর্ণং মাসমাত্রেণ পাণ্ডবৈঃ।
প্রাপ্তং মহত্তরং কষ্টং বনবাসশ্চ দারুণঃ ॥ ১২ ॥

তত্র সাত্ত্বিকরূপমাহ দেশ ইতি। সাত্ত্বিকো দেশো বারাণস্যাদিঃ। কাল উত্তরায়ণাদিঃ। দ্রব্যং ন্যায়ার্জ্জিতম্। মন্ত্রা বৈদিকাঃ। ব্রাহ্মণাঃ শ্রোত্রিয়াঃ। শ্রদ্ধাস্তিক্যবুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী বিষয়-সৌন্দর্য্যজনিতরাগাদ্যকলুষিতা ॥ ৬—৯ ॥

থাকেন, তোমাকে তৎসমস্তই বিস্তার পূর্ব্বক বলিব ॥ ৩—৫ ॥ রাজেন্দ্র! বারাণসী প্রভৃতি সাত্ত্বিকদেশ, উত্তরায়ণাদি সাত্ত্বিককাল, ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য, বৈদিক মন্ত্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, বিষয়রাগাদিরহিতা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, যেখানে এই সমস্তই সংঘটিত হয় তাহাকেই সাত্ত্বিক যজ্ঞ জানিবে। নরনাথ! উক্ত সমস্ত দ্রব্য সাত্ত্বিক এবং যদি দ্রব্যশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি ও মন্ত্র-শুদ্ধি হয় তবে সেই যজ্ঞ পূর্ণ হয় এবং তাহার ফল অবশ্যই হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৬-৭ ॥ যদি ন্যায়বর্জ্জিত বিগর্হিত কার্য্যদ্বারা উপার্জ্জিত দ্রব্যে সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তবে তাহাতে ইহলোকে কীর্ত্তি লাভ হয় না এবং পরলোকেও তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারাই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, তাহাতে ইহলোকে যশঃ, পরলোকে সদ্গতি ও সুখলাভ হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৮—৯ ॥ রাজেন্দ্র! পাণ্ডব-গণ যে অত্যুত্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার ফল ত তুমি শ্রবণ করিয়াছ, সেই রাজসূয় মহাযজ্ঞ সমাপ্ত এবং সমাপনকালে তদনুরূপ প্রভূত দক্ষিণাও প্রদত্ত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥ সেই যজ্ঞে মহাবুদ্ধি যাদবেন্দ্র কৃষ্ণরূপী সাক্ষাৎ হরি, এবং ভারদ্বাজাদি পূর্ণবিদ্য ব্রাহ্মণও বিদ্যা-মান ছিলেন ॥ ১১ ॥ কিন্তু যজ্ঞ সমাপনের পর তিনমাস মধ্যেই পাণ্ডবগণ মহত্তর কষ্ট এবং

পীড়নঞ্চৈব পাঞ্চাল্যাস্তথা দ্যূতে পরাজয়ঃ।
বনবাসো মহৎ কষ্টং ক্ব গতং মখজং ফলম্ ॥ ১৩ ॥
দাসত্বঞ্চ বিরাটস্য কৃতং সর্ব্বৈর্ম্মহাত্মভিঃ।
কীচকেন পরিক্লিষ্টা দ্রৌপদী চ প্রমদ্বরা ॥ ১৪ ॥
আশীর্ব্বাদা দ্বিজাতীনাং ক্ব গতাঃ শুদ্ধচেতসাম্।
ভক্তির্ব্বা বাসুদেবস্য ক্ব গতা তত্র সঙ্কটে ॥ ১৫ ॥
ন রক্ষিতা তদা বালা কেনাপি দ্রুপদাত্মজা।
প্রাপ্তকেশগ্রহা কালে সাধ্বী চ বরবর্ণিনী ॥ ১৬ ॥
কিমত্র চিন্তনীয়ং বৈ ধর্ম্মবৈগুণ্যকারণম্।
কেশবে সতি দেবেশে ধর্ম্মপুত্রে যুধিষ্ঠিরে ॥ ১৭ ॥
ভবিতব্যমিতি প্রোক্তে নিষ্ফলঃ স্যাত্তদাগমঃ।
বেদমন্ত্রাস্তথান্যে বৈ বিতথাঃ স্যুরসংশয়ম্ ॥ ১৮ ॥

যদ্যেতাদৃশী সামগ্রী নাস্তি তর্হি তত্র তৎকর্ম্মণঃ ফলং নৈব ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ প্রত্যক্ষং তবেতি ॥ ১০—১৬ ॥

কিমত্রেতি। পরমেশ্বরে কেশবে সত্যপি ধর্ম্মমূর্ত্তৌ যুধিষ্ঠিরে সত্যপি তাদৃশযজ্ঞোত্তরমেতাদৃশো মহাননর্থো জাতস্তস্মাত্তত্র ধর্ম্মবৈগুণ্যং জাতমিতি কিমত্র চিন্তনীয়ং বিচারণীয়ম্। জাতমেব ধর্ম্মবৈগুণ্যমিত্যেব নিশ্চেতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নন্বু ধর্ম্মবৈগুণ্যং তত্র ন জাতং কিন্তু তেষাং পাণ্ডবানাং ভবিতব্যং প্রারব্ধং তথৈব স্থিতমতস্তথা ফলং জাতমিতি চেত্তত্রাহ ভবিতব্যমিতি প্রোক্তে ইতি। যদি প্রারব্ধমেব মুখ্যং ন পুরুষার্থ ইতিমতং স্বীক্রিয়তে তদাগমোঽনুষ্ঠানপ্রতিপাদকো ব্যর্থ এব স্যাৎ। যথা প্রারব্ধং স্যাত্তথা ভবিষ্যত্যাগমস্তত্র কিং করিষ্যতীতি ॥ ১৮ ॥

নিদারুণ বনবাস ক্লেশ লাভ করিয়াছিলেন ॥১২॥ মহারাজ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যজ্ঞ পরিপূর্ণ হইবার পরই যদি মানিনী দ্রুপদনন্দিনীর পীড়ন ও অবমাননা এবং পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় এবং বনবাসরূপ মহৎ কষ্টপ্রাপ্ত হইল, তবে তাহাদের সেই মহাযজ্ঞের ফল কি হইল? ॥১৩॥ আর যদি সেই মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণ বিরাটের দাসত্ব লাভ করিল এবং যদি অপাংশুলা ভূপাল বালা দ্রৌপদী কীচককর্ত্তৃক ক্লিষ্ট ও অবমানিত হইল, তবে বিশুদ্ধচেতা দ্বিজাতিগণের আশীর্ব্বাদের ফল কি হইল? এবং সেই সঙ্কটস্থলে বাসুদেবের প্রতি ভক্তির ফলই বা কোথায় গেল? ॥ ১৪—১৫ ॥ দ্যূতসভায় আনয়নপূর্ব্বক দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল তখন সেই বরবর্ণিনী দ্রুপদবালাকে কেহই রক্ষা করেন নাই ॥ ১৬ ॥ রাজন্! পরমেশ্বর কেশব এবং ধর্ম্মমূর্ত্তি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিদ্যমান থাকিলেও তাদৃশ মহাযজ্ঞ সমাপনের পর এরূপ মহান্ অনর্থপাত কেন হইল; এই বিষয়ের বিচার করিলে "কোন প্রকার বৈগুণ্য সংঘটিত হইয়াছিল" এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হয় ॥১৭॥ যদি বল যে কোন বৈগুণ্য

সাধনং নিষ্ফলং সর্ব্বমুপায়শ্চ নিরর্থকঃ।
ভবিতব্যং ভবত্যেব বচনে প্রতিপাদকে ॥ ১৯ ॥
আগমোঽপ্যর্থবাদঃ স্যাৎ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা নিরর্থকাঃ।
স্বর্গার্থঞ্চ তপো ব্যর্থং বর্ণধর্ম্মশ্চ বৈ তথা ॥ ২০ ॥
সর্ব্বং প্রমাণং ব্যর্থং স্যাদ্‌ভবিতব্যে কৃতে হৃদি।
উভয়ঞ্চাপি মন্তব্যং দৈবঞ্চোপায় এব চ ॥ ২১ ॥
কৃতে কর্ম্মণি চেৎ সিদ্ধির্ব্বিপরীতা যদা ভবেৎ।
বৈগুণ্যং কল্পনীয়ং স্যাৎ প্রাজ্ঞৈঃ পণ্ডিতমৌলিভিঃ ॥ ২২ ॥
তৎ কর্ম্ম বহুধা প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিঃ কর্ম্মকারিভিঃ।
কর্ত্তৃভেদান্মন্ত্রভেদাদ্‌দ্রব্যভেদাত্তথা পুনঃ ॥ ২৩ ॥
যথা মঘবতা পূর্ব্বং বিশ্বরূপো বৃতো গুরুঃ।
বিপরীতং কৃতং তেন কর্ম্ম মাতৃহিতায় বৈ ॥ ২৪ ॥

বচনে বেদবচনে ফলপ্রতিপাদকে সত্যপি তত্র বিশ্বাসঃ কস্যাপি ন স্যাৎ। যদ্যস্মাকং প্রারব্ধং স্যাত্তদানুষ্ঠানমন্তরাপি তৎ কার্য্যং ভবিষ্যতি নোচেদনুষ্ঠানে কৃতেঽপি ন ভবিষ্যতীতি। ভবিতব্যং ভবত্যেব বচনে প্রতিপাদকে সত্যপি কিং ফলমিত্যক্ষরার্থঃ ॥ ১৯ ॥

নমু তর্হি ফলপ্রতিপাদকবেদঃ কিমর্থমিতি চেৎ সোঽপি ত্বন্মতেঽর্থবাদঃ স্যাদিত্যাহ আগমোঽপীতি। এতানি সর্ব্বাণি দূষণানি ত্বন্মতে স্যুরিত্যর্থঃ। ভবিতব্যমেব মুখ্যমিতিমতে হৃদি কৃতে সতি ॥ ২০ ॥

উভয়মিতি। তস্মাদ্দৈবং পুরুষকারশ্চেত্যুভয়ং ফলসিদ্ধিপ্রতিকারণমিতি বক্তব্যম্। ততশ্চ পুরুষব্যাপারে ব্যঙ্গমেব ফলং ভবতীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

তদেবাহ কৃতে কর্ম্মণীতি ॥ ২২—২৩ ॥

হয় নাই কিন্তু ভবিতব্যতা এইরূপই ছিল তাহারই ফলে সেই সমস্ত সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে আগম ও বেদমন্ত্র এবং অন্যান্য বৈদিক কর্ম্ম সমস্ত নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ১৮ ॥ যদি বল বেদবাক্য ফলপ্রতিপাদক হইলেও যাহা ভবিতব্য তাহা হইবেই হইবে, তবেত সমস্ত সাধন নিষ্ফল ও সমস্ত উপায়ই নিরর্থক হইয়া যায় ॥ ১৯ ॥ আর আগম সকল অর্থবাদ মাত্র অর্থাৎ তাহার বিধান সমস্তই বিফল, ক্রিয়া সমুদায় নিরর্থক, স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্যা ও বর্ণধর্ম্ম সমস্তই বিফল হইয়া যায়; রাজন্! এই মত নিতান্তই দূষণীয়, ইহা মহাত্মাগণের গ্রাহ্য হইতে পারে না ॥২০॥ রাজন্! যদি ভবিতব্যতাকেই মুখ্য প্রমাণ মনে কর তবে সমস্ত প্রমাণই ব্যর্থ হইয়া যায় অতএব দৈব ও পুরুষকার এই উভয়কেই ফল সিদ্ধির কারণ বলিয়া বিবেচনা করা একান্তই কর্ত্তব্য ॥২১॥ কর্ম্ম করিলে যখন বিপরীত ফলের উৎপত্তি হয় তখন প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই কর্ম্মের বৈগুণ্য কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ কৃতবিদ্য যজ্ঞানুষ্ঠাতা পণ্ডিতগণ, কর্ত্তা মন্ত্র ও দ্রব্যভেদে বহুপ্রকার কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥ মহারাজ!

দেবেভ্যো দানবেভ্যস্তু স্বস্তীত্যুক্ত্বা পুনঃপুনঃ।
অসুরা মাতৃপক্ষীয়াঃ কৃতং তেষাঞ্চ রক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥
দৈত্যান্ দৃষ্ট্বাতিসম্পুষ্টাংশ্চুকোপ মঘবা তদা।
শিরাংসি তস্য বজ্রেণ চিচ্ছেদ তরসা হরিঃ ॥ ২৬ ॥
ক্রিয়াবৈগুণ্যমত্রৈব কর্ত্তৃভেদাদসংশয়ম্।
নোচেৎ পঞ্চালরাজেন রোষেণাপি কৃতা ক্রিয়া ॥ ২৭ ॥
ভারদ্বাজবিনাশায় পুত্রস্যোৎপাদনায় চ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সমুৎপন্নো বেদীমধ্যাচ্চ দ্রৌপদী ॥ ২৮ ॥
পুরা দশরথেনাপি পুত্রেষ্টিস্তু কৃতা যদা।
অপুত্রস্য সুতাস্তস্য চত্বারঃ সম্প্রজজ্ঞিরে ॥ ২৯ ॥
অতঃ ক্রিয়া কৃতা যুক্ত্যা সিদ্ধিদা সর্ব্বথা ভবেৎ।
অযুক্ত্যা বিপরীতা স্যাৎ সর্ব্বথা নৃপসত্তম ! ॥ ৩০ ॥

অত্রানেকোদাহরণান্যাহ যথেতি। মাতৃহিতায় মাতৃপক্ষীয়দৈত্যহিতায়েত্যর্থঃ ॥২৪—২৫॥
তস্য বিশ্বরূপস্য ॥ ২৬ ॥
বৈগুণ্যে সতি বিপরীতং ফলং ভবতীত্যুক্ত্বা নোচেদ্বৈগুণ্যং তদাধিকং ফলং ভবতীত্যাহ নোচেদিতি। কর্ম্মবৈগুণ্যং নচেদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥
ভারদ্বাজো দ্রোণঃ। পুত্রোঽপি লব্ধো দ্রৌপদ্যপ্যধিকা লব্ধা ॥ ২৮ ॥
পুরেতি। একপুত্রার্থং কৃতে যত্নে চত্বারঃ পুত্রা উৎপন্না ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

এ বিষয়ের অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপকে গুরু বলিয়া বরণ করেন, কিন্তু সেই বিশ্বরূপ মাতৃপক্ষীয় দৈত্যগণের হিতের নিমিত্ত বিপরীত কর্ম্ম করিলেন ॥২৪॥ বিশ্বরূপ, প্রত্যক্ষে দেবগণের এবং পরোক্ষে অসুরগণের মঙ্গলময় বাক্য পুনঃ পুনঃ বলিয়া পরিশেষে মাতৃপক্ষীয় অসুরগণকেই রক্ষা করিলেন ॥ ২৫ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র তখন অসুর গণকেই অতিশয় পুষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বজ্রদ্বারা বিশ্বরূপের শিরশ্ছেদন করিলেন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! এই স্থলেই কর্ত্তৃভেদে ক্রিয়াবৈগুণ্য ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে তাহার সম্ভাবনা নাই। আর দেখ, পাঞ্চালরাজ, দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদনার্থ রোষ সহকারে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলেও অগ্নিমধ্য হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং বেদীমধ্য হইতে দ্রৌপদীর উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥ আর পুরাকালে অপুত্রক কোশলেন্দ্র রাজা দশরথ যখন একটি পুত্রের নিমিত্ত পুত্রেষ্টি যাগের অনুষ্ঠান করেন তখন তাঁহার চারিটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ॥২৯॥ অতএব হে নৃপসত্তম ! ন্যায়মার্গ দ্বারা ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে তাহা সর্ব্বতোভাবেই সিদ্ধি প্রদান করে, আর অন্যায় মার্গ দ্বারা কৃত হইলে তাহা

পাণ্ডবানাং যথা যজ্ঞে কিঞ্চিদ্বৈগুণ্যযোগতঃ।
বিপরীতং ফলং প্রাপ্তং নির্জ্জিতাস্তে দুরোদরে ॥ ৩১ ॥
সত্যবাদী তথা রাজন্! ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
দ্রৌপদী চ তথা সাধ্বী তথান্যেঽপ্যনুজাঃ শুভাঃ ॥ ৩২ ॥
কুদ্রব্যযোগাদ্বৈগুণ্যং সমুৎপন্নং মখেঽথবা।
সাভিমানৈঃ কৃতাদ্বাপি দূষণং সমুপস্থিতম্ ॥ ৩৩ ॥
সাত্ত্বিকস্তু মহারাজ! দুর্ল্লভো বৈ মখঃ স্মৃতঃ।
বৈখানসমুনীনাং হি বিহিতোঽসৌ মহামখঃ ॥ ৩৪ ॥
সাত্ত্বিকং ভোজনং যে বৈ নিত্যং কুর্ব্বন্তি তাপসাঃ।
ন্যায়ার্জ্জিতঞ্চ বন্যঞ্চ তথা ঋষ্যং সুসংস্কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥
পুরোডাশপরা নিত্যং বিযূপা মন্ত্রপূর্ব্বকাঃ।
শ্রদ্ধাধিকা মখা রাজন্! সাত্ত্বিকাঃ পরমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥
রাজসা দ্রব্যবহুলাঃ সযূপাশ্চ সুসংস্কৃতাঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং বিশাঞ্চৈব সাভিমানাশ্চ বৈ মখাঃ ॥ ৩৭ ॥

উপসংহরতি অত ইতি ॥ ৩০—৩২ ॥

কিং তত্র বৈগুণ্যং পাণ্ডবানাং মখে জাতমিতি চেত্তত্রাহ কুদ্রব্যেতি। অনেকরাজবধপূর্ব্বকং সম্পাদিতত্বাৎ কুদ্রব্যত্বং ধনস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাদ্দুর্ল্লভঃ সাত্ত্বিকো যজ্ঞোঽস্তি স চ বৈখানসাদিসাত্ত্বিকমুনীনামেব সম্ভবতি নান্যস্যেত্যাহ সাত্ত্বিকস্ত্বিতি ॥ ৩৪ ॥

ঋষ্যং ঋষিভ্যো হিতম্ ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বথাই বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥৩০॥ অতএব পাণ্ডবদিগের যজ্ঞেও কোন প্রকার বৈগুণ্য হইয়াছিল বলিয়া বিপরীত ফল ফলিয়াছিল; তদনুসারে সত্যবাদী ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, তাঁহার বীর্য্যবান্ অনুজগণ এবং সাধুশীলা দ্রৌপদী এই সকলেই দুরোদরে নির্জ্জিত হইয়াছিল ॥ ৩১—৩২ ॥ অথবা কুদ্রব্য অর্থাৎ অনেক রাজগণের বিনাশ পূর্ব্বক অন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য যোগেই বৈগুণ্য জন্মিয়াছিল, কিংবা তাহারা অভিমানী হইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই হেতুই দোষ সংঘটিত হয়, ফলতঃ যে কোনরূপেই হউক তাহাদের যজ্ঞে বৈগুণ্য জন্মিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥ মহারাজ! সাত্ত্বিক যজ্ঞ দুর্ল্লভ, এই মহাযজ্ঞ বৈখানসাদি সাত্ত্বিক মুনিগণের পক্ষেই সম্ভব, অন্যের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয় না ॥ ৩৪ ॥ যে তাপসগণ নিত্য নিত্য ন্যায়ার্জ্জিত ঋষিজনের পক্ষে হিতকর পরিষ্কৃত বন্য ও সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজন করেন, তাঁহারাই সমধিক শ্রদ্ধা বিশিষ্ট হইয়া যূপ বিহীন অর্থাৎ পশুহিংসাবর্জ্জিত, পুরোডাশবিশিষ্ট যে যজ্ঞ, মন্ত্র পূর্ব্বক সমাধান করেন তাহাকেই অত্যুত্তম

তামসা দানবানাং বৈ সক্রোধা মদবর্দ্ধকাঃ।
সামর্ষাঃ সস্পৃহাঃ ক্রূরা মখাঃ প্রোক্তা মহাত্মভিঃ॥ ৩৮ ॥
মুনীনাং মোক্ষকামানাং বিরক্তানাং মহাত্মনাম্।
মানসস্তু স্মৃতো যাগঃ সর্ব্বসাধনসংস্মৃতঃ॥ ৩৯ ॥
অন্যেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু কিঞ্চিন্ন্যূনং ভবেদপি।
দ্রব্যেণ শ্রদ্ধয়া বাপি ক্রিয়য়া ব্রাহ্মণৈস্তথা॥ ৪০ ॥
দেশকালপৃথগ্দ্রব্যসাধনৈঃ সকলৈস্তথা।
নান্যো ভবতি পূর্ণো বৈ যথা ভবতি মানসঃ॥ ৪১ ॥
প্রথমন্তু মনঃ শোধ্যং কর্ত্তব্যং গুণবর্জ্জিতম্।
শুদ্ধে মনসি দেহো বৈ শুদ্ধ এব ন সংশয়ঃ॥ ৪২ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থপরিত্যক্তং যদা জাতং মনঃ শুচি।
তদা তস্য মখস্যাসৌ প্রভবেদধিকারবান্॥ ৪৩ ॥

বিযূপাঃ পশুবন্ধনস্তম্ভরহিতা ইত্যর্থঃ। অপশুকা যজ্ঞা ইতি তাৎপর্য্যম্॥ ৩৬—৩৮॥
তত্র সাত্ত্বিকদেবীমখোঽপি বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন দ্বিবিধঃ। বাহ্যস্তু বৈদিকমন্ত্রাদিপূর্ব্বোক্ত-সাত্ত্বিকসাধননির্ব্বৃত্তো গৃহস্থানাং স্বকল্যাণার্থিনামাভ্যন্তরস্তু মোক্ষকামানামিত্যাহ মুনীনামিতি॥ ৩৯॥
মানসমম্বাযজ্ঞং স্তৌতি অন্যেম্বিতি॥ ৪০—৪১॥
মানসাম্বাযজ্ঞস্যাধিকারিণমাহ প্রথমং ত্বিতি॥ ৪২—৪৩॥

সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলা যায়॥ ৩৫—৩৬॥ ক্ষত্র ও বৈশ্যগণ অভিমানী হইয়া বহুল দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক যূপসংযুক্ত সুসংস্কৃত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাহাই রাজস শব্দে উক্ত হইয়া থাকে॥ ৩৭॥ দানবেরা মদগর্ব্ব, ক্রোধ, ক্রূরতা ও অমর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া শত্রু বিনাশাদি অভিলাষ করত যে যজ্ঞ করিয়া থাকে, মহাত্মা মুনিগণ তাহাকেই তামস যজ্ঞ কহিয়া থাকেন॥ ৩৮॥ বিষয় বাসনা বিবর্জ্জিত মোক্ষকামী মহাত্মা মুনিগণ মনে মনে উপযুক্ত সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করত যে যাগ করেন তাহাই মানসযাগ বলিয়া উক্ত হয়॥ ৩৯॥ অন্যান্য সমস্ত যজ্ঞেই দ্রব্য, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া অথবা ব্রাহ্মণাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হইয়া থাকে॥ ৪০॥ মানস যজ্ঞ যেমন পূর্ণ হয়, অন্য কোন যজ্ঞ সেরূপ পূর্ণ হয় না, কারণ সেই সকল যজ্ঞ দেশ, কাল এবং পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যরূপ কারণ দ্বারা কিঞ্চিৎ হীন হইয়া থাকে॥ ৪১॥ রাজন্! মানসিক অম্বাযজ্ঞের অধিকারী প্রভৃতির বিষয় শ্রবণ কর। প্রথমে চিত্তকে শুদ্ধ ও গুণবর্জ্জিত করা একান্ত কর্ত্তব্য; কারণ, মন শুদ্ধ হইলে শরীর ও শুদ্ধ হয় তাহাতে সংশয় নাই॥ ৪২॥ মন যখন ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপ শুদ্ধ হয়, তখনই সেই ব্যক্তি অম্বাযজ্ঞের অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়া থাকে॥ ৪৩॥ অধিকারী

তদাসৌ মণ্ডপং কৃত্বা বহুযোজনবিস্তৃতম্।
স্তম্ভৈশ্চ বিপুলৈঃ শ্লক্ষ্ণৈর্যজ্ঞিয়দ্রুমসম্ভবৈঃ ॥ ৪৪ ॥
বেদীঞ্চ বিশদাং তত্র মনসা পরিকল্পয়েৎ।
অগ্নয়োঽপি তথা স্থাপ্যা বিধিবন্মনসা কিল ॥ ৪৫ ॥
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বরণং তথৈব প্রতিপাদ্য চ।
ব্রহ্মাধ্বর্য্যুস্তথা হোতা প্রস্তোতা বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৬ ॥
উদ্গাতা প্রতিহর্ত্তা চ সভ্যাশ্চান্যে যথাবিধি।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন মনসৈব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥
প্রাণোঽপানস্তথা ব্যানঃ সমানোদান এব চ।
পাবকাঃ পঞ্চ এবৈতে স্থাপ্যা বেদ্যাং বিধানতঃ ॥ ৪৮ ॥
গার্হপত্যস্তদা প্রাণোঽপানশ্চাহবনীয়কঃ।
দক্ষিণাগ্নিস্তথা ব্যানঃ সমানশ্চাবসথ্যকঃ ॥ ৪৯ ॥
সভ্যোদানঃ স্মৃতা হ্যেতে পাবকাঃ পরমোৎকটাঃ।
দ্রব্যঞ্চ মনসা ভাব্যং নির্গুণং পরমং শুচি ॥ ৫০ ॥
মন এব তদা হোতা যজমানস্তথৈব তৎ।
যজ্ঞাধিদেবতা ব্রহ্ম নির্গুণঞ্চ সনাতনম্ ॥ ৫১ ॥

মণ্ডপং মানসম্ ॥ ৪৪—৪৫ ॥
তথৈব মানসমেব ॥ ৪৬—৪৭ ॥
বায়ুষেবাগ্নিভাবনা কার্য্যেত্যাহ পাবকা ইতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥
উদানঃ সভ্যঃ। আর্ষ উকারলোপঃ। নির্গুণং দোষরহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ব্যক্তি, তখন ধৈর্য্যাদিরূপ যজ্ঞীয়দ্রুম সম্ভূত সুদীর্ঘ ও মসৃণ স্তম্ভ সমন্বিত বহুযোজন বিস্তৃত মানস মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সুপ্রশস্ত বেদী মনে মনে কল্পনা এবং সেইরূপ মনে মনেই তাহাতে বিধিপূর্ব্বক বহ্নি স্থাপন করিবে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ সেইরূপেই ব্রাহ্মণগণের বরণ করিয়া ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু, হোতা, প্রস্তোতা, উদ্গাতা প্রতিহর্ত্তা ও সভ্য সকলকে বিধিপূর্ব্বক কল্পনানন্তর মনে মনে যত্নপূর্ব্বক দ্বিজবর গণের যথাবিধি পূজা করিবে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ অনন্তর প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চ বায়ুকে পঞ্চাগ্নি কল্পনা করিয়া বিধানক্রমে বেদীতে স্থাপন করিবে ॥ ৪৮ ॥ তন্মধ্যে প্রাণ বায়ুকে গার্হপত্য, অপানকে আহবনীয়ক, ব্যানকে দক্ষিণাগ্নি, সমানকে অবসথ্যক এবং উদানকে সভ্যরূপে কল্পনা করা কর্ত্তব্য, এই পাবক সকল অত্যন্ত উৎকট অতএব সমাহিত হইয়া ইহাঁদের স্থাপনাদি সম্পাদন করিতে হয়। আর মনে মনে দ্রব্য সকল সংগ্রহ করত পরম পবিত্র ও শুদ্ধ এইরূপ ভাবনা

ফলদা নির্গুণা শক্তিঃ সদা নির্ব্বেদদা শিবা।
ব্রহ্মবিদ্যাখিলাধারা ব্যাপ্য সর্ব্বত্র সংস্থিতা ॥ ৫২ ॥
তদুদ্দেশেন তদ্দ্রব্যং হুনেৎ প্রাণাগ্নিষু দ্বিজঃ।
পশ্চাচ্চিত্তং নিরালম্বং কৃত্বা প্রাণানপি প্রভো ! ॥ ৫৩ ॥
কুণ্ডলীমুখমার্গেণ হুনেদ্‌ব্রহ্মণি শাশ্বতে।
স্বানুভূত্যা স্বয়ং সাক্ষাৎ স্বাত্মভূতাং মহেশ্বরীম্ ॥ ৫৪ ॥
সমাধিনৈব যোগেন ধ্যায়েচ্চেতস্যনাকুলঃ।
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ॥ ৫৫ ॥

মন এবেতি সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমিত্যর্থঃ। তথৈব তদিতি। তদহঙ্কারবৃত্তিবিশিষ্টং মন এব যজমান ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

নির্গুণা শক্তিরিতি। সাম্যাবস্থমায়ারূপিণী ফলদাত্রী যা শক্তিঃ সা চ দেবতেত্যর্থঃ। তথাচ সাম্যবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী ভগবতী দেবতেতি ফলিতম্ ॥ ৫২ ॥

তদুদ্দেশেন মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপভগবত্যুদ্দেশেন দ্রব্যং মনসা কল্পিতং যৎ স্যাত্তদিদং দ্রব্যমেতাবদাহুতিকমেতৈর্ম ন্ত্রৈরেতেষগ্নিষু ময়া হূয়তে ইতি ভাবনাময় এব হোমো ভগবতীপ্রীত্যর্থং কর্ত্তব্য ইতি মানসিকহোমোত্তরং পশ্চান্নিজং চিত্তং নিরালম্বং নিরাশ্রয়ং নির্ব্বিষয়ং কৃত্বা কুণ্ডলীমুখমার্গেণ সুষুম্নারন্ধ্রেণ তান্ প্রাণাগ্নীন্ ব্রহ্মণি ভগবতীপদবাচ্যে হুনেদ্বিলাপয়েৎ ॥ ৫৩ ॥

ইত্থং প্রাণলয়ে জাতে সঙ্কল্পবিকল্পাবপি মনসোঽনায়াসেন লীনৌ ভবত এব প্রাণমনসোর্দুগ্ধাম্বুবন্মিলিতত্বাৎ। তদুক্তম্। দুগ্ধাম্বুবৎ সংমিলিতাবুভৌ তৌ তুল্যক্রিয়ৌ মানসমারুতৌ তৌ। তত্রৈকনাশাদপরস্য নাশস্তত্রৈকবৃত্তেঽপ্যপরপ্রবৃত্তিরিতি। ইত্থং প্রাণলয়ে সঙ্কল্পবিকল্পলয়ে চ সমাধির্ভবতি। তস্মিন্ সমাধৌ স্বাত্মভূতাং মহেশ্বরীং স্বাভিন্নাং ভগবতীং নির্ব্বিকল্পচেতসি ধ্যায়েৎ ॥ ৫৪ ॥

ইত্থং ধ্যায়তো যদৈবং জ্ঞানং ভবতি তদাত্মস্বরূপভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারো জাত ইতি-জ্ঞেয়মিত্যাহ সর্ব্বভূতস্থমাত্মানমিতি। সর্ব্বভূতেষ্বধিষ্ঠানতয়া স্থিতমাত্মানং যদানুভবতি সর্ব্বভূতানি চ রজ্জুসর্পবন্ময়ি কল্পিতানীতি যদা পশ্যতি তদা ভগবতীসাক্ষাৎকারো জাত ইতি বোধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

করিবে ॥ ৪৯—৫০ ॥ মানসিক যজ্ঞে মনই হোতা ও মনই যজমান এবং সনাতন নির্গুণ ব্রহ্মই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যিনি সততই নির্ব্বেদ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই নির্গুণা শক্তিই এই যজ্ঞের ফলদায়িনী। অখিলের আধাররূপিণী ব্রহ্মরূপিণী বিদ্যা সর্ব্বত্রই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, দ্বিজগণ, তাঁহার উদ্দেশেই প্রাণাগ্নিতে হোম করিবেন, অনন্তর চিত্ত ও প্রাণ পবনকে নিরালম্ব করিয়া কুণ্ডলীর মুখমার্গ দিয়া শাশ্বত ব্রহ্মের হোম করিবে। অনন্তর স্বকীয় অনুভূতি দ্বারা, নির্ব্বিকল্পক মানসে সমাধি-যোগে স্বকীয় আত্ম-স্বরূপা সাক্ষাৎ স্বয়ং মহেশ্বরীকে মনোমধ্যে ধ্যান করিবে। এই-রূপে যখন আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত এবং সমস্ত ভূতগণকেই আত্মাতে অবস্থিত

যদা পশ্যতি ভূতাত্মা তদা পশ্যতি তাং শিবাম্ ।
দৃষ্ট্বা তাং ব্রহ্মবিদ্ভূয়াৎ সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৫৬ ॥
তদা মায়াদিকং সর্ব্বং দগ্ধং ভবতি ভূমিপ ! ।
প্রারব্ধকর্ম্মমাত্রন্তু যাবদ্দেহঞ্চ তিষ্ঠতি ॥ ৫৭ ॥
জীবন্মুক্তস্তদা জাতো মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ।
কৃতকৃত্যো ভবেত্তাত ! যো ভজেজ্জগদম্বিকাম্ ॥ ৫৮ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ধ্যেয়া শ্রীভুবনেশ্বরী ।
শ্রোতব্যা চৈব মন্তব্যা গুরুবাক্যানুসারতঃ ॥ ৫৯ ॥
রাজন্নেবং কৃতো যজ্ঞো মোক্ষদো নাত্র সংশয়ঃ ।
অন্যে যজ্ঞাঃ সকামাস্তু প্রভবন্তি ক্ষয়োন্মুখাঃ ॥ ৬০ ॥
অগ্নিষ্টোমেন বিধিবৎ স্বর্গকামো যজেদিতি ।
বেদানুশাসনঞ্চৈতৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬১ ॥

ইত্থমাত্মরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারে জাতে স নরো ব্রহ্মবিদ্ভূয়াৎ। আত্মনো ব্রহ্মণ-শ্চৈকত্বাৎ ॥ ৫৬ ॥

ইত্থং যদা ভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি তদা মায়াবিদ্যাদ্যন্ধকাররূপসকলসংসার-কারণং দগ্ধং ভবতীত্যাহ তদা মায়াদিকমিতি। তর্হি দেহঃ কথং তিষ্ঠতীতি চেৎ প্রারব্ধকর্ম্ম-শেষাদিত্যাহ প্রারব্ধকর্ম্মমাত্রন্ত্বিতি। তস্য মুক্তেষুবৎ স্ববেগসমাপ্তিং বিনা পতনাভাবাৎ ॥৫৭॥

তাবতা জ্ঞানেন জীবন্মুক্তঃ সন্মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ তত্র ন সন্দেহ ইত্যাহ জীবন্মুক্ত ইতি ॥ ৫৮ ॥

শ্রোতব্যা চ সৈবেত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

দর্শন করিবে, তখন জীব সেই কৈবল্য-কল্যাণময়ী মহাবিদ্যা দেবীর দর্শন প্রাপ্ত হইবে। রাজন্! মহাত্মা মুনিগণ সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবীকে দর্শন করিলে পর তখন ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকেন। তখন মায়াদি সংসারকারণ সমস্তই দগ্ধ হইয়া যায়, কেবল দেহাবসান পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে ॥ ৫১—৫৭ ॥ তখন জীবগণ জীবন্মুক্ত, পরে দেহত্যাগান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব বৎস! যে ব্যক্তি জগদম্বিকার ভজনা করে সেই সুধীর ব্যক্তি কৃতকৃত্য হয় সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ অতএব গুরু বাক্যের অনুসারী হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সেই ভুবনেশ্বরীর শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধারা-বাহিক ধ্যান করা একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ৫৯ ॥

মহারাজ! এইরূপে মানস যজ্ঞ করিলে পর তাহা যে মোক্ষপ্রদ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, মানস-যজ্ঞ ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত যজ্ঞই সকাম, অতএব সর্ব্বদাই ক্ষয়োন্মুখ ॥৬০॥ যিনি স্বর্গকামনা করেন, তিনি বিধিপূর্ব্বক অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, বেদের

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি চ যথামতি।
তস্মাত্তু মানসঃ শ্রেষ্ঠো যজ্ঞোঽপ্যক্ষয় এব সঃ॥ ৬২॥
ন রাজ্ঞা সাধিতুং যোগ্যো মখোঽসৌ জয়মিচ্ছতা।
তামসস্তু কৃতঃ পূর্ব্বং সর্পযজ্ঞস্ত্বয়াধুনা॥ ৬৩॥
বৈরং নির্ব্বাহিতং রাজংস্তক্ষকস্য দুরাত্মনঃ।
যৎকৃতে নিহতাঃ সর্পাস্ত্বয়াগ্নৌ কোটিশঃ পরে॥ ৬৪॥
দেবীযজ্ঞং কুরুষ্বাদ্য বিততং বিধিপূর্ব্বকম্।
বিষ্ণুনা যঃ কৃতঃ পূর্ব্বং সৃষ্ট্যাদৌ নৃপসত্তম!॥ ৬৫॥
তথা ত্বং কুরু রাজেন্দ্র! বিধিং তে প্রব্রবীম্যহম্।
ব্রাহ্মণাঃ সন্তি রাজেন্দ্র! বিধিজ্ঞা বেদবিত্তমাঃ॥ ৬৬॥
দেবীবীজবিধানজ্ঞা মন্ত্রমার্গবিচক্ষণাঃ।
যাজকাস্তে ভবিষ্যন্তি যজমানস্ত্বমেব হি॥ ৬৭॥
কৃত্বা যজ্ঞং বিধানেন দত্ত্বা পুণ্যং মখার্জ্জিতম্।
সমুদ্ধর মহারাজ! পিতরং দুর্গতিং গতম্॥ ৬৮॥
বিপ্রাবমানজং পাপং দুর্ঘটং নরকপ্রদম্।
তথৈব শাপজো দোষঃ প্রাপ্তঃ পিত্রা তবানঘ!॥ ৬৯॥

ক্ষয়োন্মুখত্বমেবাহ অগ্নিষ্টোমেনেতি॥ ৬১—৬৬॥

এইরূপ অনুশাসন বাক্য, কিন্তু সেই পুণ্যক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার মরণশীল মনুষ্যলোকে প্রবেশ করিতে হয় ইহা পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, অতএব হে রাজেন্দ্র! মানস যজ্ঞই অক্ষয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ॥ ৬১—৬২॥ এই যজ্ঞ, জয়াকাঙ্ক্ষী রাজগণের অনুষ্ঠান যোগ্য নহে। মহারাজ! পূর্ব্বে আপনি যে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তামস, কারণ, আপনি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তক্ষকের বৈরনির্যাতন সমাধান করিয়াছেন এবং সেই বৈরনির্যাতন উপলক্ষে যজ্ঞাগ্নিতে কোটি কোটি সর্পগণকে দগ্ধ করিয়াছেন, নৃপবর! বিষ্ণু সৃষ্টির আদিতে যে দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে বিধিপূর্ব্বক সেই দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর॥ ৬৩—৬৫॥ রাজেন্দ্র! আমি তোমাকে সমস্ত বিধিই বলিতেছি শ্রবণ কর। বেদজ্ঞ ও বিধিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য এবং দেবীবীজের বিধানবিৎ উত্তম মন্ত্র জ্ঞানী বহু ব্রাহ্মণগণ তোমার যাজক হইবেন এবং তুমি স্বয়ংই যজমান হইবে॥৬৬-৬৭॥ মহারাজ! তুমি বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া তদর্জ্জিত পুণ্যবলে তোমার দুর্গতিগ্রস্ত পিতাকে উদ্ধার কর॥ ৬৮॥ হে অনঘ! বিপ্রের অবমাননা-জনিত পাপ ঘোরতর ও নরকপ্রদ,

তথা দুর্ম্মরণং প্রাপ্তং সর্পদংশেন ভূভুজা ।
অন্তরালে তথা মৃত্যুর্ন ভূমৌ কুশসংস্তরে ॥ ৭০ ॥
ন সংগ্রামে ন গঙ্গায়াং স্নানদানাদিবর্জ্জিতম্ ।
মরণং তে পিতুস্তত্র সৌধে জাতং কুরূদ্বহ ! ॥ ৭১ ॥
কপূণানি* চ সর্ব্বাণি নরকস্য নৃপোত্তম ! ।
তত্রৈকং কারণং তস্য ন জাতং চাতিদুর্ল্লভম্ ॥ ৭২ ॥
যত্র যত্র স্থিতঃ প্রাণী জ্ঞাত্বা কালং সমাগতম্ ।
সাধনানামভাবেঽপি হ্যবশশ্চাতিসঙ্কটে ॥ ৭৩ ॥
যদা নির্ব্বেদমায়াতি মনসা নির্ম্মলেন বৈ ।
পঞ্চভূতাত্মকো দেহো মম কিঞ্চাত্র দুঃখদম্ ॥ ৭৪ ॥
পতত্বদ্য যথাকামং মুক্তোঽহং নির্গুণোঽব্যয়ঃ ।
নাশাত্মকানি তত্ত্বানি তত্র কা পরিদেবনা ॥ ৭৫ ॥

দেবীবীজং মায়াবীজং তদ্বিধানজ্ঞাঃ ॥ ৬৭—৭১ ॥
কপূণানি কুৎসিতানি। ইমানি সর্ব্বাণি দুষ্টসাধনানি সন্তি চেৎ সন্তু যদ্যেকং সাধনং স্যাত্তর্হি মনুষ্যো মুক্ত এব তদপি সাধনং তস্য ন জাতমিতিপ্রাহ তত্রৈকং কারণমিতি ॥ ৭২ ॥
কিং তন্মোক্ষকারণং তদাহ যত্র যত্র স্থিত ইতি। যত্র কুত্রাপি স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

অতএব তোমার পিতাও সেই ব্রহ্মশাপ এবং তজ্জন্য ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬৯ ॥ আর সেই ভূপতির সর্প দংশনে প্রাণ বিয়োগ হয় অতএব তাহার প্রশস্তরূপে মৃত্যু না হইয়া দুর্ম্মরণই ঘটিয়াছে। আরও দেখ ভূমিতলে কুশস্তরের উপর তাহার মৃত্যু না হইয়া আকাশ স্থিত প্রাসাদের তলোপরিই ঘটিয়াছে ॥ ৭০ ॥ রাজন্ ! সংগ্রামে অথবা গঙ্গাতীরে তাহার মৃত্যু হয় নাই। তিনি স্নান দান বর্জ্জিত হইয়া সৌধোপরি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ৭১ ॥ নৃপবর ! নরকলাভের অতি কুৎসিত সমস্ত কারণই তোমার পিতার সম্বন্ধে বিদ্যমান রহিয়াছে ; আর দেখ, মুক্তির জন্য অতিশয় দুর্ল্লভ একটী কারণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু তোমার পিতা তাহাও প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৭২ ॥ সে কারণটী এই যে, প্রাণিগণ যে কোনও স্থানে থাকুক, কাল সমাগত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, অন্য কোন প্রকার সাধন না থাকিলেও এবং মৃত্যুসঙ্কটে অবশ হইলেও যখন বিষয় চিন্তা বিরহিত নির্ম্মল মানসে বৈরাগ্য আসিয়া উদিত হয় তখন এইরূপ চিন্তা করা কর্ত্তব্য যে, আমার এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ এক্ষণে বিনষ্ট হইবেক ইহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখের কারণ নাই, আমি মুক্ত, নির্গুণ ও অব্যয় পুরুষ, মৃত্যু আমার কিছুই করিতে সমর্থ নহে, ভূততত্ত্ব সমস্তই নাশাত্মক তাহার বিনাশে আমার কি অনুতাপ হইতে পারে ? আমি সংসারী নহি, আমি

---

* কারণানি ইতি বা পাঠঃ।

ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী সদা মুক্তঃ সনাতনঃ।
দেহে ন মম সম্বন্ধঃ কর্ম্মণা প্রতিপাদিতঃ॥ ৭৬॥
তানি সর্ব্বাণি ভুক্তানি শুভানি চেতরাণি চ।
মনুষ্যদেহযোগেন সুখদুঃখানুসাধনাৎ॥ ৭৭॥
বিমুক্তোঽতিভয়াদ্ঘোরাদস্মাৎ সংসারসঙ্কটাৎ।
ইত্যেবং চিন্ত্যমানস্তু স্নানদানবিবর্জ্জিতঃ॥ ৭৮॥
মরণং চেদবাপ্নোতি সমুচ্যেজ্জন্মদুঃখতঃ।
এষা কাষ্ঠা পরা প্রোক্তা যোগিনামপি দুর্ল্লভা॥ ৭৯॥
পিতা তে নৃপশার্দ্দূল! শ্রুত্বা শাপং দ্বিজোদিতম্।
দেহে মমত্বং কৃতবান্ন নির্ব্বেদমবাপ্তবান্॥ ৮০॥
নীরোগো মম দেহোঽয়ং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।
কথং জীবাম্যহং কামং মন্ত্রজ্ঞানানয়ন্তু বৈ॥ ৮১॥
ঔষধং মণিমন্ত্রে চ যন্ত্রং পরমকং তথা।
আরোহণং তথা সৌধে কৃতবান্নৃপতিস্তদা॥ ৮২॥
ন স্নানং ন কৃতং দানং ন দেব্যাঃ স্মরণং কৃতম্।
ন ভূমৌ শয়নঞ্চৈব দৈবং মত্বা পরং তথা॥ ৮৩॥

মম কিঞ্চাত্র দুঃখদমিতি। দেহাতিরিক্তোঽহমস্মি। মম দুঃখদং কিমত্রাস্তি ন কিমপীত্যর্থঃ॥ ৭৪—৭৯॥
নির্ব্বেদং বৈরাগ্যম্॥ ৮০—৮২॥

নিত্যমুক্ত সনাতন ব্রহ্ম, এই কর্ম্ম জন্য দেহের সহিত আমার কিছুই সম্বন্ধ নাই॥৭৩—৭৬॥ আমি পূর্ব্বে দুঃখপ্রদ ও সুখদায়ক পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তজ্জন্যই এই মনুষ্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়াছি॥ ৭৭॥ মহারাজ! যে পুরুষ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্নান দান বর্জ্জিত হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয় সে নিশ্চয়ই এই অতি ভয়ঙ্কর ঘোরতর সংসার সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্জন্মের ঘোরতর দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে॥ ৭৮॥ রাজন্! এই আমি যোগিজনেরও অতি দুর্ল্লভ, সাধনের পরকাষ্ঠা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম॥ ৭৯॥ কিন্তু, হে রাজেন্দ্র! তোমার পিতা দ্বিজকথিত শাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেহে মমতা করিয়াছিলেন, সেই কারণেই নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়েন নাই॥ ৮০॥ তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমার দেহ রোগহীন, রাজ্যও নিষ্কণ্টক; অতএব আমি কিরূপে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব, তিনি এই ভাবিয়াই, "মন্ত্রজ্ঞ মানবগণকে আনয়ন কর" এইরূপ আজ্ঞা প্রদান

মগ্নো মোহার্ণবে ঘোরে মৃতঃ সৌধেঽহিনা হতঃ।
কৃত্বা পাপং কলের্যোগাত্তাপসম্ভাবমানজম্ ॥ ৮৪ ॥
অবশ্যমেব নরক এতৈরাচরণৈর্ভবেৎ।
তস্মাত্তং পিতরং পাপাৎ সমুদ্ধর নৃপোত্তম ! ॥ ৮৫ ॥

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
সাশ্রুকণ্ঠোঽতিদুঃখার্ত্তো বভূব জনমেজয়ঃ ॥ ৮৬ ॥
ধিগিদং জীবিতং মেঽদ্য পিতা মে নরকে স্থিতঃ।
তৎ করোমি যথৈবাদ্য স্বর্গং যাত্যুত্তরাসুতঃ ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে অম্বাযজ্ঞবিধিপ্রশ্নো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

দৈবং প্রারব্ধং মুখ্যং মত্বা বৈরাগ্যমাস্থায় ন স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥
অহিনা সর্পেণ হতঃ ॥ ৮৪—৮৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

করেন ॥ ৮১ ॥ তখন সেই নরপতি ঔষধ, মণিমন্ত্র ও যন্ত্রযোগ প্রয়োগ পূর্ব্বক সৌধোপরি আরোহণ করিয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥ তিনি তখন স্বীয় প্রারব্ধকে প্রধান মানিয়া তীর্থস্নান, দান, ভূমিতে শয়ন বা দেবীর স্মরণাদি কোন কর্ম্মই করেন নাই; কলির প্রবেশবশত তাপসের অপমানরূপ পাপ করিয়া কেবল ঘোরতর মোহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সৌধের উপরিভাগে তক্ষক কর্তৃক দষ্ট হইয়া নিহত হইয়াছিলেন ॥ ৮৩—৮৪ ॥ এই সকল পাপাচরণ দ্বারা সেই নৃপতি অবশ্যই নরকে পড়িয়াছেন, অতএব হে নৃপোত্তম ! তুমি আপনার পিতারে পাপ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৮৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রাজা জনমেজয় অমিততেজা ব্যাসদেবের নিকট এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তখন অশ্রুজল বিগলিত হইয়া তাঁহার কপোল ও কণ্ঠস্থল দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥ তখন তিনি গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, আমার জীবনে ধিক্ ! আমার পিতা এখনি নরকে নিপতিত রহিয়াছেন যে কোনও উপায়ে আমার পিতা স্বর্গলাভ করিতে পারেন এক্ষণে আমি তাহাই করিব ॥ ৮৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে অম্বাযজ্ঞ বিধিবর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

হরিণা তু কথং যজ্ঞঃ কৃতঃ পূর্ব্বং পিতামহ!।
জগৎকারণরূপেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১ ॥
কে সহায়াস্তু তত্রাসন্ ব্রাহ্মণাঃ কে মহামতে!।
ঋত্বিজো বেদতত্ত্বজ্ঞাস্তম্মে ব্রূহি পরন্তপ! ॥ ২ ॥
পশ্চাৎ কারোম্যহং যজ্ঞং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
শ্রুত্বা বিষ্ণুকৃতং যাগমম্বিকায়াঃ সমাহিতঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

রাজঞ্ছৃণু মহাভাগ! বিস্তরং পরমাদ্ভুতম্।
যথা ভগবতা যজ্ঞঃ কৃতশ্চ বিধিপূর্ব্বকঃ ॥ ৪ ॥
বিসর্জ্জিতা যদা দেব্যা দত্ত্বা শক্তীশ্চ তাস্ত্রয়ঃ।
কাজেশাঃ পুরুষা জাতা বিমানবরমাস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈরষ্টপঞ্চাশৎপদ্যৈরম্বিকামখঃ।
বিষ্ণুনা চ কৃতঃ স্বার্থমিতিসম্যগিহোচ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে বিষ্ণুনা দেবীমখঃ কৃত ইতি শ্রুত্বা পরমভাবুকো জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি হরিণা চেতি। পিতামহ! হে পূর্ব্বজ ব্যাস! ॥ ১—৪ ॥

রাজা কহিলেন, পিতামহ! জগতের কারণরূপী নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু, পুরাকালে কিরূপে অম্বাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? মহামতে! সেই যজ্ঞে কে কে সহায় ছিলেন এবং কোন্ কোন্ বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণই বা ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন তৎসমুদয় আমাকে বিশেষরূপে বলুন। আমি সমাহিত চিত্তে বিষ্ণুকৃত অম্বাযজ্ঞের বিষয় শ্রবণ করিয়া পরে যথাবিধি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ১—৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ! ভগবান্ হরি, কিরূপ বিধিপূর্ব্বক অম্বিকাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই আশ্চর্য্যকর যজ্ঞের কথা বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ দেবী ভুবনেশ্বরী যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে নিজাংশ সম্ভূত তিনটী শক্তি প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন, তখন তাঁহারা বিমানে থাকিয়াই স্ত্রীভাব হইতে পরিমুক্ত হইয়া পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলেন ॥৫॥ সেই সুরোত্তমত্রয় ঘোরতর মহার্ণবে উপনীত হইয়া ধরিত্রীকে উৎপাদন

প্রাপ্তা মহার্ণবং ঘোরং ত্রয়স্তে বিবুধোত্তমাঃ।
চক্রুঃ স্থানানি বাসার্থং সমুৎপাদ্য ধরাং স্থিতাঃ ॥ ৬॥
আধারশক্তিরচলা মুক্তা দেব্যা স্বয়ং ততঃ।
তদাধারা স্থিতা জাতা ধরা মেদঃসমন্বিতা ॥ ৭ ॥
মধুকৈটভয়োর্মেদঃসংযোগান্মেদিনী স্মৃতা।
ধারণাচ্চ ধরা প্রোক্তা পৃথ্বী বিস্তারযোগতঃ ॥ ৮ ॥
মহী চাপি মহীয়স্ত্বাদ্ধৃতা সা শেষমস্তকে।
গিরয়শ্চ কৃতাঃ সর্ব্বে ধারণার্থং প্রবিস্তরাঃ ॥ ৯ ॥
লোহকীলং যথা কাষ্ঠে তথা তে গিরয়ঃ কৃতাঃ।
মহীধরা মহারাজ! প্রোচ্যন্তে বিবুধৈর্জ্জনৈঃ ॥ ১০ ॥
জাতরূপময়ো মেরুর্ব্বহুযোজনবিস্তরঃ।
কৃতো মণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ শোভিতঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ১১ ॥
মরীচির্নারদোঽত্রিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
দক্ষো বশিষ্ঠ ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ প্রথিতাঃ সুতাঃ ॥ ১২ ॥

কদা যজ্ঞঃ কৃত ইত্যাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়ন্ প্রথমং তৎসময়মাহ বিসর্জ্জিতা ইতি। যদা মণিদ্বীপাধিবাসিন্যা ভুবনেশ্বর্য্যা শক্তীর্দত্ত্বা তে ত্রয়ো ব্রহ্মাদয়ো বিসর্জ্জিতাস্তদনন্তরং তে ত্রয়ো যুবতীভাবং বিহায় পুরুষা জাতাঃ। তদনন্তরমিতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্ ॥ ৫—১২ ॥

পূর্ব্বক বাস করিবার নিমিত্ত স্থান নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ তদনন্তর দেবী স্বয়ং তাহাতে অচলা আধারশক্তি প্রদান করিলেন, মেদসমন্বিত ধরণী সেই শক্তিরূপ আধার দ্বারা স্থির হইয়া রহিলেন ॥ ৭ ॥ রাজন্! মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের মেদযোগে উৎপন্ন হইল বলিয়া এই আধাররূপা ধরিত্রীর নাম মেদিনী, অখিল জীবাদিভূত-নিবহের ধারণ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম ধরা, অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া ইহার নাম পৃথ্বী এবং জীবগণের জীবনরক্ষণ ও মহত্ত্ব হেতুক মহয়সী অর্থাৎ অতিমহতী বলিয়া মহী শব্দেও উক্ত হইয়াছে। রাজন্! শেষ নাগ এই ধরাকে শিরোদেশে ধারণ করিয়া রহিলেন। এইরূপে ব্রহ্মা পৃথিবী ধারণ জন্য স্থানে স্থানে সুবিস্তৃত পর্ব্বত সকলের সৃষ্টি করিলেন, লৌহকীলক যেমন কাষ্ঠমধ্যে নিহিত থাকে গিরিগণও সেইরূপ ধরণীর অভ্যন্তরে থাকিয়া উহার দৃঢ়তা সম্পাদনপূর্ব্বক ধারণ করিয়া রহিল; রাজন্! এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ পর্ব্বত সকলকে মহীধর শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥ ৮—১০ ॥ রাজন্! এইরূপে বহুযোজনবিস্তীর্ণ, মণিময় শৃঙ্গে সুশোভিত কনকময় মেরু নামক মহাগিরির সৃষ্টি হইল ॥ ১১ ॥ মরীচি, নারদ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ এবং বশিষ্ঠ ইহাঁরা ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন

মরীচেঃ কশ্যপো জাতো দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ।
তাভ্যো দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ সমুৎপন্না হ্যনেকশঃ ॥ ১৩ ॥
ততস্তু কাশ্যপী সৃষ্টিঃ প্রবৃত্তা চাতিবিস্তরা।
মনুষ্যপশুসর্পাদিজাতিভেদৈরনেকধা ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মণশ্চার্দ্ধদেহাত্তু মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽভবৎ।
শতরূপা তথা নারী সঞ্জাতা বামভাগতঃ ॥ ১৫ ॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ তস্যা ৰভূবতুঃ।
তিস্রঃ কন্যা বরারোহা হ্যভবন্নতিসুন্দরাঃ ॥ ১৬ ॥
এবং সৃষ্টিং সমুৎপাদ্য ভগবান্ কমলোদ্ভবঃ।
চকার ব্রহ্মলোকঞ্চ মেরুশৃঙ্গে মনোহরম্ ॥ ১৭ ॥
বৈকুণ্ঠং ভগবান্ বিষ্ণূ রমারমণমুত্তমম্।
ক্রীড়াস্থানং সুরম্যঞ্চ সর্ব্বলোকোপরি স্থিতম্ ॥ ১৮ ॥
শিবোঽপি পরমং স্থানং কৈলাসাখ্যঞ্চকার হ।
সমাসাদ্য ভূতগণং বিজহার যথারুচি ॥ ১৯ ॥
স্বর্গস্ত্রিবিষ্টপো মেরুশিখরোপরি কল্পিতঃ।
তচ্চ স্থানং সুরেন্দ্রস্য নানারত্নবিরাজিতম্ ॥ ২০ ॥

দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ কশ্যপস্য স্ত্রিয়স্তাভ্যো দেবা দৈত্যাশ্চোৎপন্নাঃ ॥ ১৩—১৫ ॥
অতিসুন্দরাঃ কন্যাঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

হইলেন; ইঁহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র ॥ ১২ ॥ মরীচির কশ্যপ নামে একটী পুত্র এবং দক্ষের ত্রয়োদশটী কন্যা উৎপন্ন হইল। কশ্যপের ঔরসে তাঁহাদিগের গর্ভ হইতে অনেকানেক দেব ও দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ১৩ ॥ তদনন্তর, মনুষ্য পশু ও সর্পাদি জাতিভেদে অনেক প্রকার সুবিস্তীর্ণ কাশ্যপী সৃষ্টির আরম্ভ হইল ॥১৪॥ এদিকে ব্রহ্মার দেহের অর্দ্ধভাগ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু এবং বামভাগ হইতে শতরূপানাম্নী কন্যা উৎপন্ন হইলেন ॥ ১৫ ॥ শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে মনুর দুই পুত্র এবং রূপ লাবণ্যবতী অত্যন্ত সুন্দরী তিনটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল ॥ ১৬ ॥

ভগবান্ কমলযোনি, এইরূপে সৃষ্টি করিয়া মেরুগিরির শৃঙ্গের উপর মনোহর ব্রহ্মলোক নির্ম্মাণ করিলেন ॥১৭॥ ভগবান্ বিষ্ণু সকল লোকের উপরিভাগে লক্ষ্মীর সহিত একত্রে ক্রীড়ার নিমিত্ত বৈকুণ্ঠপুরী নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ১৮ ॥ মহাদেবও পরম মনোহর কৈলাসপুরী রচনা করিয়া ভূতগণের সহিত যথেচ্ছ বিহার করিতে লাগিলেন ॥১৯॥ তৃতীয় ভুবন স্বর্গ মেরুগিরির উপরিভাগে বিরচিত হইল; বিবিধ-রত্নরাজি-বিরাজিত সেই স্থান দেবরাজ ইন্দ্রের নিবাসের

সমুদ্রমথনাৎ প্রাপ্তঃ পারিজাতস্তরূত্তমঃ ।
চতুর্দ্দন্তস্তথা নাগঃ কামধেনুশ্চ কামদা ॥ ২১ ॥
উচ্চৈঃশ্রবাস্তথাশ্বো বৈ রম্ভাদ্যপ্সরসস্তথা ।
ইন্দ্রেণোপাত্তমখিলং জাতং বৈ স্বর্গভূষণম্ ॥ ২২ ॥
ধন্বন্তরিশ্চন্দ্রমাশ্চ সাগরাচ্চ সমুদ্‌ভবৌ ।
স্বর্গে স্থিতৌ বিরাজেতে দেবৌ বহুগণৈর্ব্বৃতৌ ॥ ২৩ ॥
এবং সৃষ্টিঃ সমুৎপন্না ত্রিবিধা নৃপসত্তম ! ।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিভেদৈর্ব্বিবিধকল্পিতা ॥ ২৪ ॥
অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব চোদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ ।
চতুর্ভেদৈঃ সমুৎপন্না জীবাঃ কর্ম্মযুতাঃ কিল ॥ ২৫ ॥
এবং সৃষ্টিং সমাসাদ্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।
বিহারং স্বেষু স্থানেষু চক্রুঃ সর্ব্বে যথেপ্সিতম্ ॥ ২৬ ॥
এবং প্রবর্ত্তিতে সর্গে ভগবান্ প্রভুরচ্যুতঃ ।
মহালক্ষ্ম্যা সমং তত্র চিক্রীড় ভুবনে স্বকে ॥ ২৭ ॥
একস্মিন্ সময়ে বিষ্ণুর্ব্বৈকুণ্ঠে সংস্থিতঃ পুরা ।
সুধাসিন্ধুস্থিতং দ্বীপং সস্মার মণিমণ্ডিতম্ ॥ ২৮ ॥

রমারমণং রমাক্রীড়াস্থানং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ১৮—২৫ ॥
(এবমিতি । এবমিত্থং প্রকারেণ দেব্যাঃ প্রসাদলাভেনেত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥)

নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইল ॥ ২০ ॥ সুররাজ, সমুদ্রমথন সময়ে, তরুবর পারিজাত, ঐরাবত নামক চতুর্দ্দন্ত নাগ, কামপ্রদা কামধেনু, উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ববর এবং রম্ভাদি অপ্সরগণ প্রাপ্ত হইলেন। রজেন্ ! এ সমস্তই স্বর্গের ভূষণ স্বরূপ হইল ॥২১—২২॥ ধন্বন্তরি ও চন্দ্রমা সাগর হইতে সমুত্থিত এবং বহুতর পারিষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বর্গোপরি অবস্থান পূর্ব্বক বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

মহারাজ ! এইরূপে বহুপ্রকার তির্য্যক্, মনুষ্য ও দেবতা ভেদে ত্রিবিধ সৃষ্টি সম্পাদিত হইল ॥ ২৪ ॥ অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ এই চারিপ্রকার জীব শুভাশুভ কর্ম্মফল বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইল ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এইরূপে সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বস্ব স্থানে যথেচ্ছ বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে সৃষ্টিকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইলে পরমপ্রভু ভগবান্ অচ্যুতদেব, স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠভুবনে মহালক্ষ্মীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর এক দিবস ভগবান্ বিষ্ণু, বৈকুণ্ঠধামে উপবিষ্ট আছেন, সেই সময়ে মণিমণ্ডিত মনোহর দ্বীপ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল ॥ ২৮ ॥

যত্র দৃষ্টা মহামায়া মন্ত্রশ্চাসাদিতঃ শুভঃ।
স্মৃত্বা তাং পরমাং শক্তিং স্ত্রীভাবং গমিতো যয়া ॥ ২৯ ॥
যজ্ঞং কর্ত্তুং মনশ্চক্রে অম্বিকায়া রমাপতিঃ।
উত্তীর্য্য ভুবনাত্তস্মাৎ সমাহূয় মহেশ্বরম্ ॥ ৩০ ॥
ব্রহ্মাণং বরুণং শক্রং কুবেরং পাবকং যমম্।
বশিষ্ঠং কশ্যপং দক্ষং বামদেবং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩১ ॥
সম্ভারং কল্পয়ামাস যজ্ঞার্থং চাতিবিস্তরম্।
মহাবিভবসংযুক্তং সাত্ত্বিকঞ্চ মনোহরম্ ॥ ৩২ ॥
মণ্ডপং বিততং তত্র কারয়ামাস শিল্পিভিঃ।
ঋত্বিজো বরয়ামাস সপ্তবিংশতিসুব্রতান্ ॥ ৩৩ ॥
চিতিঞ্চ কারয়ামাস বেদীশ্চৈব সুবিস্তরাঃ।
প্রজেপুর্ব্রাহ্মণা মন্ত্রান্ দেব্যা বীজসমন্বিতান্ ॥ ৩৪ ॥
জুহুবুস্তে হবিঃ কামং বিধিবৎপরিকল্পিতে।
কৃতে তু বিততে হোমে বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ৩৫ ॥

ইত্থমেতাবৎপর্য্যন্তং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা ন স্বতন্ত্রাঃ কিন্তু পরশক্ত্যধীনাঃ পরাশক্তেরুৎপন্নত্বা-ন্মৃত্যুধর্ম্মাণস্তাপত্রয়যুক্তাঃ পাঞ্চভৌতিকদেহবন্তো যাবৎকল্পপর্য্যন্তমায়ুষ্যবন্তো বৈকুণ্ঠব্রহ্ম-লোককৈলাসবাসিন ইতিপ্রথমাধ্যায়োক্তপ্রশ্নস্যোত্তরমুক্তং ভবতি ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিকথনেন চ তৎপ্রশ্নস্যাপ্যুত্তরং নিরূপিতং অম্বাযজ্ঞবিষয়প্রশ্নস্যোত্তরং কিঞ্চিৎপূর্ব্বং দত্তমগ্রে চ দাস্যতীতি বোধ্যম্। এতাবৎপর্য্যন্তং পূর্ব্বং জাতে কথিতে সত্যনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ একস্মিন্ সময় ইতি ॥ ২৮—৩৩ ॥

দেব্যা বীজং মায়াবীজং হৃল্লেখাশক্তিদেব্যাখ্যা ইতি মন্ত্রকোশাৎ। মায়াবীজস্য নামানি মালিনী শিববল্লরী। বাতাবর্ত্তিঃ কলা বাণী বীজং শক্তিশ্চ কুণ্ডলীতি মন্ত্রকোশাচ্চ তেন সম-ন্বিতান্ ॥ ৩৪ ॥

রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু এই স্থানেই মহামায়ার দর্শন এবং কল্যাণদায়ক মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। পূর্ব্বে যাঁহার দ্বারা তিনি স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হন, সেই পরাশক্তিকে স্মরণ করিয়া অম্বিকাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন। অনন্তর স্বীয় ভবন হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, হুতাশন ও যম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, দক্ষ, বামদেব ও বৃহস্পতি প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন এবং যজ্ঞের নিমিত্ত অতি বিস্তর সামগ্রীসম্ভার সকল আহরণ করিতে লাগিলেন। রমাপতি মহাবৈভবযুক্ত মনোহর সাত্ত্বিক স্থান নিরূপিত করিয়া তথায় শিল্পিগণের দ্বারা সুবিস্তৃত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত সপ্তবিংশতি সংখ্যক সুব্রত ঋত্বিক্‌কে বরণ করিলেন ॥ ২৯—৩৩ ॥ সুবিস্তৃত বেদী ও চিতি

বিষ্ণুং তদা সমাভাষ্য সুস্বরা মধুরাক্ষরা।
বিষ্ণো! ত্বং ভব দেবানাং হরে! শ্রেষ্ঠতমঃ সদা ॥ ৩৬॥
মান্যশ্চ পূজনীয়শ্চ সমর্থশ্চ সুরেষ্বপি।
সর্ব্বে ত্বামর্চ্চয়িষ্যন্তি ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সবাসবাঃ ॥ ৩৭ ॥
প্রভবিষ্যন্তি ভো ভক্ত্যা মানবা ভুবি সর্ব্বতঃ।
বরদস্ত্বঞ্চ সর্ব্বেষাং ভবিতা মানবেষু বৈ ॥ ৩৮ ॥
কামদঃ সর্ব্বদেবানাং পরমঃ পরমেশ্বরঃ।
সর্ব্বযজ্ঞেষু মুখ্যস্ত্বং পূজ্যঃ সর্ব্বৈশ্চ যাজ্ঞিকৈঃ ॥ ৩৯ ॥
ত্বাং জনাঃ পূজয়িষ্যন্তি বরদস্ত্বং ভবিষ্যসি।
শ্রয়িষ্যন্তি চ দেবাস্ত্বাং দানবৈরতিপীড়িতাঃ ॥ ৪০ ॥
শরণং ত্বঞ্চ সর্ব্বেষাং ভবিতা পুরুষোত্তম!।
পুরাণেষু চ সর্ব্বেষু বেদেষু বিততেষু চ।
ত্বং বৈ পূজ্যতমঃ কামং কীর্ত্তিস্তব ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

জুহুবুরিতি। তে ব্রাহ্মণা বিধিবৎ পরিকল্পিতে বহ্নৌ যথেষ্টং হবিরষ্টদ্রব্যরূপং জুহুবুঃ কোটিহোমাদিকং চক্রুরিত্যর্থঃ। তদুক্তং ভুবনেশ্বরীসংহিতায়াম্। 'অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষন্যগ্রোধসমিধস্তিলাঃ। সিদ্ধার্থপায়সাজ্যানি দ্রব্যাণ্যষ্টৌ বিদুর্ব্বুধাঃ।' যথেষ্টসংখ্যাপূর্ত্তিরেকৈকদ্রব্যেণ যথাবিভাগং কৃত্বা কর্ত্তব্যা দ্রব্যন্যূনতায়ামন্তিমদ্রব্যাবৃত্তিরাধিক্যেঽন্তিমদ্রব্যাহুতিদ্বয়ং ত্রয়ং বা একীকৃত্যৈকৈকমন্ত্রেণ হোমঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

নির্ম্মিত হইলে, ব্রাহ্মণগণ বীজসমন্বিত দেবীমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর হুতাশনে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইতে লাগিল। এইরূপে যখন বিধিপূর্ব্বক পরিকল্পিত হইয়া হোম কার্য্য বাহুল্যরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল, তখন মোহন ও মধুর স্বরে ভগবান্ বিষ্ণুকে সম্ভাষণ করিয়া এই আকাশবাণী উচ্চারিত হইল যে, বিষ্ণো! তুমি সর্ব্বদাই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠতম হও। তুমি সমস্ত দেবগণের মধ্যে মাননীয়, পূজনীয় ও প্রভাবশালী হইবে। দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ব্রহ্মাদি সমস্ত সুরগণই তোমার অর্চ্চনা করিবেন ॥ ৩৫-৩৭ ॥ হে অচ্যুত! পৃথিবীতলের সকল স্থলেই যে মানবগণ তোমার প্রতি ভক্তি সমন্বিত হইবে তাহারা নিশ্চয়ই প্রভাবসম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই, আর তুমি সকল মানবগণের বরপ্রদ ও কামপ্রদ হইবে। বিষ্ণো! তুমিই সর্ব্ব দেবগণের শ্রেষ্ঠ, তুমিই সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর এবং সকল যজ্ঞেই মুখ্য ও যাজ্ঞিকগণের পূজনীয় হইবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥ জনগণ তোমার পূজা করিবে এবং তুমি তাহাদিগকে বরদান করিবে। হে পুরুষোত্তম! দেবতারা যে যে সময় অসুরগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইবে তখনই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তুমিই সকলের রক্ষাকর্ত্তা হইবে সন্দেহ নাই। আর সমস্ত পুরাণ ও সুবিস্তৃত অখিল বেদমধ্যে

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভূতলে।
তদাংশেনাবতীর্য্যাশু কর্ত্তব্যং ধর্ম্মরক্ষণম্ ॥ ৪২ ॥
অবতারাঃ সুবিখ্যাতাঃ পৃথিব্যাং তব ভাগশঃ।
ভবিষ্যন্তি ধরায়াং বৈ মাননীয়া মহাত্মনাম্ ॥ ৪৩ ॥
অবতারেষু সর্ব্বেষু নানাযোনিষু মাধব!।
বিখ্যাতঃ সর্ব্বলোকেষু ভবিতা মধুসূদন! ॥ ৪৪ ॥
অবতারেষু সর্ব্বেষু শক্তিস্তে সহচারিণী।
ভবিষ্যতি মমাংশেন সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধিনী ॥ ৪৫ ॥
বারাহী নারসিংহী চ নানাভেদৈরনেকধা।
নানাযুধাঃ শুভাকারাঃ সর্ব্বাভরণমণ্ডিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
তাভির্যুক্তঃ সদা বিষ্ণো! সুরকার্য্যাণি মাধব!।
সাধয়িষ্যসি তৎ সর্ব্বং মদ্দত্তবরদানতঃ ॥ ৪৭ ॥
তাস্ত্বয়া নাবমন্তব্যাঃ সর্ব্বদা গর্ব্বলেশতঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন মাননীয়াশ্চ সর্ব্বথা ॥ ৪৮ ॥
নূনন্তা ভারতে খণ্ডে শক্তয়ঃ সর্ব্বকামদাঃ।
ভবিষ্যন্তি মনুষ্যাণাং পূজিতাঃ প্রতিমাসু চ ॥ ৪৯ ॥

প্রভবিষ্যন্তীতি। ত্বয়ীতি শেষঃ। ভক্ত্যা তৎসহিতা মানবা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৮—৪১ ॥
(যদা যদেতি। হে বিষ্ণো! যস্মিন্ যস্মিন্ সময়ে ধর্ম্মস্য গ্লানির্গোব্রাহ্মণদেবাদ্যভিভবযজ্ঞবিঘাতাদিরূপেত্যর্থঃ। তদা সত্বরমবনীতলে অবতীর্য্য ধর্ম্মাভিভবস্য কারণমপনীয় ধর্ম্মরক্ষণং করিষ্যসীতি মহৎ তে কার্য্যং ভবেদিতি-ভাবঃ ॥ ৪২ ॥)

তুমিই পূজ্যতম-রূপে পরিকীর্ত্তিত হইবে ॥ ৪০—৪১ ॥ হে কেশব! ভূমিতলে যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে তখনই তুমি অংশে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মরক্ষা করিবে ॥৪২॥ মধুসূদন! ধরাতলে বিভাগক্রমে, নানাযোনিতে তত্রত্য মহাত্মা ব্যক্তিগণের মাননীয়, সর্ব্বলোকে বিখ্যাত, সর্ব্ব অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমার অনেক অবতার হইবে ॥৪৩-৪৪॥ সমস্ত অবতারেই আমার অংশে উৎপন্ন সমস্ত কার্য্যসাধনী শক্তিসকল তোমার সহচারিণী হইবে ॥ ৪৫ ॥ বারাহী, নারসিংহী প্রভৃতি বিবিধ শক্তি সকল বিবিধ আয়ুধযুক্ত ও সমস্ত আভরণে বিভূষিত হইয়া তোমার সহকারিণী হইবে সন্দেহ নাই। হে বিষ্ণো! তুমি তাহাদের সহিত সততই মিলিত হইয়া মদ্দত্ত বরপ্রভাবে সুরকার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৬—৪৭ ॥ তুমি কিঞ্চিন্মাত্রও গর্ব্বপ্রকাশ করিয়া তাহাদের অবমাননা করিবে না, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদিগের পূজা ও সম্মান করিবে ॥ ৪৮ ॥ ভারতবর্ষে এই সর্ব্ব-

তাসাং তব চ দেবেশ! কীর্ত্তিঃ স্যাদখিলেষ্বপি।
দ্বীপেষু সপ্তস্বপি চ বিখ্যাতা ভুবি মণ্ডলে॥ ৫০॥
তাশ্চ ত্বাং বৈ মহাভাগ! মানবা ভুবি মণ্ডলে।
অর্চ্চয়িষ্যন্তি বাঞ্ছার্থং সকামাঃ সততং হরে!॥ ৫১॥
অর্চ্চাসু চোপহারৈশ্চ নানাভাবসমন্বিতাঃ।
পূজয়িষ্যন্তি বেদোক্তৈর্ম্মন্ত্রৈর্নামজপৈস্তথা॥ ৫২॥
মহিমা তব ভূর্ল্লোকে স্বর্গে চ মধুসূদন!।
পূজনাদ্দেবদেবেশ! বৃদ্ধিমেষ্যতি মানবৈঃ॥ ৫৩॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি দত্ত্বা বরান্ বাণী বিররাম খসম্ভবা।
ভগবানপি প্রীতাত্মা হ্যভবচ্ছ্রবণাদিব॥ ৫৪॥
সমাপ্য বিধিবদ্‌যজ্ঞং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ॥ ৫৫॥
বিসর্জ্জয়িত্বা তান্ দেবান্ ব্রহ্মপুত্রান্মুনীনথ।
জগামানুচরৈঃ সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠং গরুড়ধ্বজঃ॥ ৫৬॥
স্বানি স্বানি চ ধিষ্ণ্যানি পুনঃ সর্ব্বে সুরাস্ততঃ।
মুনয়ো বিস্মিতা বার্ত্তাং কুর্ব্বন্তস্তে পরস্পরম্॥ ৫৭॥

অতএব দেবীপ্রসাদাদ্বিষ্ণোরধিকা লোকে প্রসিদ্ধিঃ॥ ৪৩—৫২॥
মহিমেতি। এবং তব মহিমা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ৫৩॥

কামপ্রদ শক্তিসকল মানবগণ কর্তৃক প্রতিমাতে পূজিত হইবে॥ ৪৯॥ হে দেবাধিপ! সেই শক্তিসকলের এবং তোমার কীর্ত্তি এই সপ্তদ্বীপে অধিক কি অখিল ভুবনে বিখ্যাত হইবে সন্দেহ নাই॥৫০॥ হরে! অবনিমণ্ডলস্থিত মানবগণ ফল-কামনা করিয়া বাসনা সিদ্ধির নিমিত্ত এই শক্তিগণের এবং তোমার নিয়তই অর্চ্চনা করিবে॥ ৫১॥ নানাবিধ কামনা-সমন্বিত মনুষ্যগণ ঐ অর্চ্চনায়, বিবিধ উপহারে বেদমন্ত্র ও নামজপ দ্বারা তোমাদিগের পূজা করিবে॥ ৫২॥ বিষ্ণো! তুমি সমস্ত অমরগণের ঈশ্বর হইবে এবং তোমার মহিমা ভূর্লোকে অধিক কি স্বর্গলোকেও মানবগণের অর্চ্চনা দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে॥ ৫৩॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! আকাশসম্ভবা বাণী, এইরূপ বর দান করিয়া বিরত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন॥ ৫৪॥ অনন্তর, সর্ব্বেশ্বর হরি, এইরূপে যথাবিধানে যজ্ঞ সমাপন করিয়া দেবগণ ও ব্রহ্মনন্দন মুনিগণকে বিদায় দিয়া গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক অনুচরগণের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। সুরগণ সকলেই

যযুঃ প্রমুদিতাঃ কামং স্বাশ্রমান্ পাবনানথ ॥ ৫৮ ॥
শ্রুত্বা বাণীং পরমবিশদাং ব্যোমজাং শ্রোত্ররম্যাং
সর্ব্বেষাং বৈ প্রকৃতিবিষয়ে ভক্তিভাবশ্চ জাতঃ।
চক্রুঃ সর্ব্বে দ্বিজমুনিগণাঃ পূজনং ভক্তিযুক্তা-
স্তস্যাঃ কামং নিখিলফলদং চাগমোক্তং মুনীন্দ্রাঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃতাম্বাযজ্ঞবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

খসম্ভবা আকাশজন্যা ॥ ৫৪—৫৮ ॥
প্রকৃতিবিষয়ে মূলপ্রকৃতৌ। তস্যাঃ প্রকৃতের্ভুবনেশ্বর্য্যাঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিতে লাগিলেন। মুনিগণ বিস্মিত হইয়া পরস্পর যজ্ঞাদি বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন॥৫৫—৫৮॥ রাজন্! সেই বিশদাক্ষরসমন্বিত শ্রবণ-মনোহর আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেরই প্রকৃতি-বিষয়ে ভক্তিভাবের উদয় হইল; তখন সমস্ত দ্বিজ, মুনি ও মুনীন্দ্রগণ ভক্তিযুক্ত হইয়া বাহুল্যরূপে সেই পরমাপ্রকৃতি দেবীর অখিলফলপ্রদা বেদবিহিত পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুর অম্বাযজ্ঞানুষ্ঠানবর্ণন নামক
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥
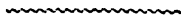
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

শ্রুতো বৈ হরিণা কৃপ্তো যজ্ঞো বিস্তরতো দ্বিজ!।
মহিমানং তথাম্বায়া বদ বিস্তরতো মম॥ ১॥
শ্রুত্বা দেব্যাশ্চরিত্রং বৈ কুর্ব্বে মখমনুত্তমম্।
প্রসাদাত্তব বিপ্রেন্দ্র! ভবিষ্যামি চ পাবনঃ॥ ২॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
ইতিহাসং পুরাণঞ্চ কথয়ামি সুবিস্তরম্॥ ৩॥
কোশলেষু নৃপশ্রেষ্ঠঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ।
পুষ্পপুত্রো মহাতেজা ধ্রুবসন্ধিরিতি স্মৃতঃ॥ ৪॥
ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ বর্ণাশ্রমহিতে রতঃ।
অযোধ্যায়াং সমৃদ্ধায়াং রাজ্যং চক্রে শুচিব্রতঃ॥ ৫॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্যে তথা দ্বিজাঃ।
স্বাং স্বাং বৃত্তিং সমাস্থায় তদ্রাজ্যে ধর্ম্মতোঽভবন্॥ ৬॥

ত্রিপঞ্চাশৎপদ্যৈকেন্তু রাজপ্রশ্নোত্তরং ততঃ।
বৈভবং প্রোচ্যতে সম্যগ্‌যথাবস্তুবনেশিতুঃ॥
বিষ্ণুকৃতমম্বাযজ্ঞং শ্রুত্বা পুনর্ভগবতীমহিম্নো বুভুৎসুর্জ্জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি। শ্রুত ইতি॥১-৫॥

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! আমি বিষ্ণুকৃত অম্বাযজ্ঞের বিষয় বিশেষ রূপে শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে অম্বিকাদেবীর মহিমা-গাথা বিস্তার পূর্ব্বক বলুন। আমি দেবীর চরিত-কথা শ্রবণান্তর সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অম্বাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। হে বিপ্রেন্দ্র! তাহাতে আমি আপনার প্রসাদেই পবিত্র হইব সন্দেহ নাই॥ ১—২॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবীর চরিতবিষয়ক পরমোত্তম পৌরাণিক ইতিহাস বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৩॥ পূর্ব্বকালে কোশলদেশে পুষ্পনামক নৃপতির পুত্র, ধ্রুবসন্ধি নামে বিখ্যাত এক মহাতেজা সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন। সেই সত্যসন্ধ শুভাভি-লাষী ধর্ম্মাত্মা নৃপতিবর ব্রাহ্মণাদিচতুর্ব্বর্ণ প্রজাপুঞ্জের হিত সাধনে মনোনিবেশ করিয়া সুসমৃদ্ধ অযোধ্যানগরীতে বাস করত রাজকার্য্য পর্য্যালোচন করিতে লাগিলেন॥ ৪—৫॥ তাঁহার রাজ্যপালনগুণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং অন্যান্য দ্বিজগণ ধর্ম্মানুযায়ী নিজ

ন চৌরাঃ পিশুনা ধূর্ত্তাস্তস্য রাজ্যে চ কুত্রচিৎ।
দম্ভাঃ কৃতঘ্না মূর্খাশ্চ বসন্তি কিল মানবাঃ ॥ ৭ ॥
এবং বৈ বর্ত্তমানস্য নৃপস্য কুরুসত্তম!।
দ্বে পত্ন্যৌ রূপসম্পন্নে হ্যাসতুঃ কামভোগদে ॥ ৮ ॥
মনোরমা ধর্ম্মপত্নী সুরূপাতিবিচক্ষণা।
লীলাবতী দ্বিতীয়া চ সাপি রূপগুণান্বিতা ॥ ৯ ॥
বিজহার স পত্নীভ্যাং গৃহেষূপবনেষু চ।
ক্রীড়াগিরৌ দীর্ঘিকাসু সৌধেষু বিবিধেষু চ ॥ ১০ ॥
মনোরমা শুভে কালে সুষুবে পুত্রমুত্তমম্‌।
সুদর্শনাভিধং পুত্রং রাজলক্ষণসংযুতম্‌ ॥ ১১ ॥
লীলাবত্যপি তৎপত্নী মাসেনৈকেন ভামিনী।
সুষুবে সুন্দরং পুত্রং শুভে পক্ষে দিনে তথা ॥ ১২ ॥
চকার নৃপতিস্তত্র জাতকর্ম্মাদিকং দ্বয়োঃ।
দদৌ দানানি বিপ্রেভ্যঃ পুত্রজন্মপ্রমোদিতঃ ॥ ১৩ ॥
প্রীতিং তয়োঃ সমাং রাজা চকার সুতয়োর্নৃপ!।
নৃপশ্চকার সৌহার্দ্দেষন্তরং ন কদাচন ॥ ১৪ ॥

ধর্ম্মতো ধর্ম্মেণ যুক্তা অভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥
(ধর্ম্মায় ধর্ম্মকার্য্যায় যা পত্নী সহধর্ম্মিণীত্যর্থঃ ॥ ৯-১১ ॥

নিজ বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ তাঁহার রাজত্ব কালে চৌর, খল, ধূর্ত্ত, দাম্ভিক, কৃতঘ্ন এবং মূর্খ মানবগণ, কোনও স্থানে বাস করিতে পারিত না ॥ ৭ ॥ সেই প্রজারঞ্জন রাজার রূপযৌবনসম্পন্ন ও প্রীতিপ্রদ দুই যুবতী বনিতা ছিল ॥ ৮ ॥ তাহার মধ্যে মনোরমা প্রধানা ধর্ম্মপত্নী এবং লীলাবতী দ্বিতীয়া পত্নী; তাহারা উভয়েই পরমরূপবতী, বুদ্ধিমতী ও গুণবতী ছিলেন ॥৯॥ রাজা ধ্রুবসন্ধি পত্নীদ্বয়ের সহিত গৃহ, উপবন, ক্রীড়াপর্ব্বত, দীর্ঘিকা এবং বিবিধ প্রকার মনোহর সৌধমধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ কিছু দিন গত হইলে মনোরমা শুভদিনে রাজলক্ষণ-সমন্বিত একটী পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। পরে রাজা এই পুত্রটীর সুদর্শন এই নাম রক্ষা করিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর, তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী লীলাবতীও একমাস মধ্যেই শুভপক্ষে ও শুভদিনে এক সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন ॥১২॥ রাজা তখন পুত্রদ্বয়ের জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিলেন এবং পুত্রজন্ম-জনিত প্রমোদে প্রফুল্লিত হইয়া বিপ্রগণকে বহুতর ধন দান করিলেন ॥ ১৩ ॥ নরপতি, এই পুত্রদ্বয়ের প্রতি সমান প্রীতি করিতে লাগিলেন, কদাচই স্নেহের প্রভেদ করিতেন না ॥১৪॥

চূড়াকর্ম্ম তয়োশ্চক্রে বিধিনা নৃপসত্তমঃ।
যথাবিভবমেবাসৌ প্রীতিযুক্তঃ পরন্তপঃ ॥ ১৫ ॥
কৃতচূড়ৌ সুতৌ কামং জহ্রতুর্নৃপতের্ম্মনঃ।
ক্রীড়মানাবুভৌ কান্তৌ লোকানামনুরঞ্জকৌ ॥ ১৬ ॥
তয়োঃ সুদর্শনো জ্যেষ্ঠো লীলাবত্যাঃ সুতঃ শুভঃ।
শত্রুজিৎসংজ্ঞকঃ কামং চাটুবাক্যো বভূব হ ॥ ১৭ ॥
নৃপতেঃ প্রীতিজনকো মঞ্জুবাক্ চারুদর্শনঃ।
প্রজানাং বল্লভঃ সোঽভূত্তথা মন্ত্রিজনস্য বৈ ॥ ১৮ ॥
যথা তস্মিন্নৃপঃ প্রীতিং চকার গুণযোগতঃ।
মন্দভাগ্যান্মন্দভাবো ন তথা বৈ সুদর্শনে ॥ ১৯ ॥
এবং গচ্ছতি কালে তু ধ্রুবসন্ধির্নৃপোত্তমঃ।
জগাম বনমধ্যেঽসৌ মৃগয়াভিরতঃ সদা ॥ ২০ ॥
নিঘ্নন্ মৃগান্রুরূন্ কম্বূন্ শূকরান্ গবয়ান্ শশান্।
মহিষান্ শরভান্ খড়্গাংশ্চিক্রীড় নৃপতির্ব্বনে ॥ ২১ ॥

তথা শুভে ইত্যর্থঃ ॥ ১২-১৭ ॥
চাটূনি মনোহরাণি বাক্যানি যস্য ॥ ১৮ ॥)
মন্দভাগ্যাদিতি। সুদর্শনস্য মন্দভাগ্যাত্তস্মিন্ সুদর্শনে মন্দভাবো নৃপতির্যথা শত্রুজিতি প্রীতিং চকার তথা সুদর্শনে প্রীতিং ন চকারেত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

অনন্তর, সেই পরন্তপ নরপতি প্রীতিযুক্ত হইয়া নিজবৈভবের অনুরূপ যথাবিধি তাহাদের চূড়াকরণ সম্পাদন করিলেন ॥ ১৫ ॥ এই শোভন-দর্শন পুত্রদ্বয়কে দর্শন করিলে লোকের আনন্দ হইত। এক্ষণে ইহাদিগকে কৃতচূড় ও ক্রীড়া করিতে দেখিয়া রাজার মন আনন্দ রসে আপ্লুত হইল ॥১৬॥ এই পুত্রযুগলের মধ্যে সুদর্শন জ্যেষ্ঠ; কিন্তু লীলাবতীর শুভদর্শন পুত্র শত্রুজিৎ অত্যন্ত প্রিয়ভাষী হইল। তাহার মনোরম রূপদর্শন এবং মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এই সকল গুণ বর্ত্তমান থাকায় শত্রুজিৎ প্রজাজনের ও মন্ত্রিগণেরও বল্লভ হইয়া উঠিল ॥ ১৭—১৮ ॥ নানাবিধ গুণযুক্ত বলিয়া রাজা শত্রুজিতের প্রতি যেরূপ প্রীতিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, সুদর্শনের মন্দ্যভাগ্যবশত তাঁহার প্রতি সেরূপ প্রীতিমান্ হইলেন না ॥ ১৯ ॥

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে একদিন রাজা ধ্রুবসন্ধি বনে গমন করিয়া নিরন্তর মৃগয়ায় নিরত হইলেন। তিনি মৃগ, রুরু, করী, শূকর, গবয়, শশক, মহিষ, শরভ ও গণ্ডারগণকে নিহত করিয়া বনমধ্যে মৃগয়াক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২০—২১ ॥ রাজা

ক্রীড়মানে নৃপে তত্র বনে ঘোরেঽতিদারুণে।
উদতিষ্ঠন্নিকুঞ্জাত্তু সিংহঃ পরমকোপনঃ ॥ ২২ ॥
রাজ্ঞা শিলীমুখেনাদৌ বিদ্ধঃ ক্রোধবশং গতঃ।
দৃষ্ট্বাগ্রে নৃপতিং সিংহো ননাদ মেঘনিঃস্বনঃ ॥ ২৩ ॥
কৃত্বাচোর্দ্ধং স লাঙ্গূলং প্রসারিতবৃহৎসটঃ।
হন্তুং নৃপতিমাকাশাদুৎপপাতাতিকোপনঃ ॥ ২৪ ॥
নৃপতিস্তং সমালোক্য দধারাসিং করে তদা।
বামে চর্ম্ম সমাদায় স্থিতঃ সিংহ ইবাপরঃ ॥ ২৫ ॥
সেবকাস্তস্য যে সর্ব্বে তেঽপি বাণান্ পৃথক্ পৃথক্।
অমুঞ্চন্ কুপিতাঃ কামং সিংহোপরি রুষান্বিতাঃ ॥ ২৬ ॥
হাহাকারো মহানাসীৎ সম্প্রহারশ্চ দারুণঃ।
উৎপপাত ততঃ সিংহো নৃপস্যোপরি দারুণঃ ॥ ২৭ ॥
তং পতন্তং সমালোক্য খড়্গেনাভিহনন্নৃপঃ।
সোঽপি ক্রূরৈর্নখাগ্রৈশ্চ তত্রাগত্য বিদারিতঃ ॥ ২৮ ॥
স নখৈরাহতো রাজা পপাত চ মমার বৈ।
চুক্রুশুঃ সৈনিকাস্তত্র নির্জ্জঘ্নুর্ব্বিশিখৈস্তদা ॥ ২৯ ॥

কম্বূনিতি। কম্বুঃ শঙ্খে স্ত্রিয়াং পুংসি শম্বূকে বলয়ে গজে ইতি মেদিনীকোষাদ্গজানিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৭ ॥
সোঽপি রাজাপি। তত্রাগত্য সিংহেনেতি শেষঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

সেই ঘোরতর নিদারুণ বনে মৃগয়া-ক্রীড়া করিতেছেন এমন সময়ে এক সিংহ অতি কুপিত হইয়া নিকুঞ্জ স্থান হইতে উল্লম্ফন প্রদান পূর্ব্বক রাজার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃগরাজ প্রথমেই রাজার শরদ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল; এক্ষণে রাজাকে সম্মুখে দর্শন করিয়া মেঘগম্ভীর রবে ধ্বনি করিয়া উঠিল ॥২২—২৩॥ সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় সুদীর্ঘ লাঙ্গূল উৎক্ষিপ্ত এবং বৃহৎ কেশর জাল প্রসারিত করিয়া নৃপতিকে হনন করিবার নিমিত্ত লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আকাশমার্গে উত্থিত হইল; তদ্দর্শনে রাজা তৎক্ষণাৎ বাম করে চর্ম্ম ও দক্ষিণ করে অসি ধারণ পূর্ব্বক অপর সিংহের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ রাজার অনুচরগণ, সকলেই কুপিত হইয়া রোষভরে সিংহের উপর পৃথক্ পৃথক্ শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ তখন তথায় মহা হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল এবং সিংহের উপর নিদারুণ প্রহার হইতে লাগিল। কিন্তু, সেই দারুণ সিংহ সেই সময়ে রাজার উপর আসিয়া নিপতিত হইল ॥ ২৭ ॥ নরপতি, তাহাকে নিজের উপর নিপতিত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া অসিদ্বারা

মৃতঃ সিংহোঽপি তত্রৈব ভূপতিশ্চ তথা মৃতঃ।
সৈনিকৈর্ম্মন্ত্রিমুখ্যাশ্চ তত্রাগত্য নিবেদিতাঃ ॥ ৩০ ॥
পরলোকগতং ভূপং শ্রুত্বা তে মন্ত্রিসত্তমাঃ।
সংস্কারং কারয়ামাসুর্গত্বা তত্র বনান্তিকে ॥ ৩১ ॥
পরলোকক্রিয়াং সর্ব্বাং বশিষ্ঠো বিধিপূর্ব্বকম্।
কারয়ামাস তত্রৈবং পরলোকসুখাবহাম্ ॥ ৩২ ॥
প্রজাঃ প্রকৃতয়শ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ।
সুদর্শনং নৃপং কর্ত্তুং মন্ত্রং চক্রুঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৩ ॥
ধর্ম্মপত্নীসুতঃ শান্তঃ সুরূপশ্চ সুলক্ষণঃ।
অয়ং নৃপাসনার্হশ্চ হ্যব্রুবন্মন্ত্রিসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥
বশিষ্ঠোঽপি তথৈবাহ যোগ্যোঽয়ং নৃপতেঃ সুতঃ।
বালোঽপি ধর্ম্মবান্ রাজা নৃপাসনমিহার্হতি ॥ ৩৫ ॥
কৃতে মন্ত্রে মন্ত্রিবৃদ্ধৈর্যুধাজিন্নাম পার্থিবঃ।
তত্রাজগাম তরসা শ্রুত্বা তুজ্জয়িনীপতিঃ ॥ ৩৬ ॥

(তত্র অযোধ্যায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥
প্রজা ইতি। সর্ব্বে সুদর্শনং নৃপং কর্ত্তুং মন্ত্রণাং চক্রুঃ। এতেন জ্যেষ্ঠপুত্রস্যৈব রাজ্যাসনার্হত্বং সূচিতম্ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

আঘাত করিলেন, কিন্তু সেই সিংহ খরতর নখরাগ্র দ্বারা রাজাকে বিদারিত করিয়া ফেলিল॥২৮॥ রাজা সিংহের নখাঘাতে আহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন সৈন্যগণ আর্ত্তরব করিতে করিতে শরপ্রহার দ্বারা সিংহের প্রাণ বিনাশ করিল ॥ ২৯ ॥ এইরূপে সেই স্থানে নরপতি ও পশুপতি পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে সৈন্যগণ রাজপুরে আগমনপূর্ব্বক মন্ত্রিগণকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল ॥ ৩০ ॥ মন্ত্রিগণ, রাজার পরলোক-গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সেই বনস্থলীতে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সৎকার করাইলেন ॥৩১॥ মহর্ষি বশিষ্ঠ, পরলোকে মঙ্গলপ্রদ তাঁহার সমস্ত পারলৌকিক কার্য্য সেই স্থানেই বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করাইলেন ॥ ৩২ ॥ প্রজা ও পৌরগণ এবং মহামুনি বশিষ্ঠ ইহাঁরা সকলেই সুদর্শনকে রাজা করিবার নিমিত্ত পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ মন্ত্রিপ্রবরগণ কহিলেন যে, সুদর্শন রাজার ধর্ম্মপত্নী-গর্ভজাত পুত্র শান্ত, সুরূপ ও রাজলক্ষণে বিভূষিত ; অতএব, এই রাজপুত্রই নৃপাসনের যথার্থ যোগ্যপাত্র। মহর্ষি বশিষ্ঠও বলিলেন, এই রাজপুত্র বালক হইলেও ধার্ম্মিক, অতএব এই বালকই রাজা হইবার ও রাজাসনে উপবেশন করিবার যথার্থ উপযুক্ত ॥ ৩৪—৩৫ ॥

মৃতং জামাতরং শ্রুত্বা লীলাবত্যাঃ পিতা তদা।
তত্রাজগাম ত্বরিতো দৌহিত্রপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৩৭ ॥
বীরসেনস্তথায়াতঃ সুদর্শনহিতেচ্ছয়া।
কলিঙ্গাধিপতিশ্চৈব মনোরমাপিতা নৃপঃ ॥ ৩৮ ॥
উভৌ তৌ সৈন্যসংযুক্তৌ নৃপৌ সাধ্বসসংস্থিতৌ।
চক্রতুর্ম্মন্ত্রিমুখ্যৈস্তৈর্ম্মন্ত্রং রাজ্যস্য কারণাৎ ॥ ৩৯ ॥
যুধাজিত্তু তদাপৃচ্ছজ্জ্যেষ্ঠঃ কঃ সুতয়োর্দ্বয়োঃ।
রাজ্যং প্রাপ্নোতি জ্যেষ্ঠো বৈ ন কনীয়ান্ কদাচন ॥ ৪০ ॥
বীরসেনোঽপি তত্রাহ ধর্ম্মপত্নীসুতঃ কিল।
রাজ্যার্হঃ স যথা রাজন্! শাস্ত্রজ্ঞেভ্যো ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪১ ॥
যুধাজিৎ পুনরাহেদং জ্যেষ্ঠোঽয়ঞ্চ যথা গুণৈঃ।
রাজলক্ষণসংযুক্তো ন তথায়ং সুদর্শনঃ* ॥ ৪২ ॥
বিবাদোঽত্র সুসম্পন্নো নৃপয়োস্তত্র লুব্ধয়োঃ।
কঃ সন্দেহমপাকর্ত্তুং ক্ষমঃ স্যাদতিসঙ্কটে ॥ ৪৩ ॥

শ্রুত্বেতি। স্বদৌহিত্রস্য শত্রুজিতো রাজ্যাপ্রাপ্তিমাকর্ণ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥
সাধ্বসসংস্থিতৌ ভয়সংস্থিতৌ ভয়ঙ্করাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিলে উজ্জয়িনী রাজ্যের অধিপতি যুধাজিৎ নামক রাজা সেই মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া সত্বর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ তিনি লীলাবতীর পিতা, সুতরাং জামতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া যাহাতে দৌহিত্রের রাজ্যলাভ হয় এই কামনায় তথায় আগমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর, মনোরমার পিতা কলিঙ্গ দেশের অধিপতি রাজা বীরসেন নিজদৌহিত্র সুদর্শনের হিতসাধনার্থ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ সৈন্যসংযুক্ত প্রবল পরাক্রান্ত সেই ভূপতিদ্বয় নিজ নিজ দৌহিত্রের রাজ্যলাভ জন্য প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ তখন যুধাজিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন রাজপুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে? যে জ্যেষ্ঠ সেই কি কেবল রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, কনিষ্ঠ পুত্র কি কদাচই রাজ্য প্রাপ্ত হয় না? ॥৪০॥ তখন বীরসেন কহিলেন, রাজন্! যে ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্র, সেই রাজ্য পাইবে, আমি শাস্ত্রবিদ্ জ্ঞানিগণের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৪১ ॥ বীরসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া যুধাজিৎ পুনর্ব্বার কহিলেন, এই রাজপুত্র শত্রুজিৎ যেরূপ রাজলক্ষণসম্পন্ন এবং গুণজ্যেষ্ঠ সুদর্শন তদ্রূপ নহে,

---

* অভিলেষুঃ সুদর্শনং কর্ত্তুং মন্ত্রিবরা নৃপম্। বশিষ্ঠশ্চ মহাতেজা বামদেবস্তথৈবচ ॥
ইত্যধিকপাঠঃ কেষুচিৎ পুস্তকেষু দৃশ্যতে ॥

যুধাজিন্মন্ত্রিণঃ প্রাহ যূয়ং স্বার্থপরাঃ কিল।
সুদর্শনং নৃপং কৃত্বা ধনং ভোক্তুং কিলেচ্ছথ ॥ ৪৪ ॥
যুষ্মাকন্তু বিচারোঽয়ং ময়া জ্ঞাতস্তথেঙ্গিতৈঃ।
শত্রুজিৎ সবলস্তস্মাৎ সম্মতো বৈ নৃপাসনে ॥ ৪৫ ॥
ময়ি জীবতি কঃ কুর্য্যাৎ কনীয়াংসং নৃপং কিল।
ত্যক্ত্বা জ্যেষ্ঠং গুণার্হঞ্চ সেনয়া চ সমন্বিতম্ ॥ ৪৬ ॥
নূনং যুদ্ধং করিষ্যামি তেন খড়্গস্য মেদিনী।
ধারয়া চ দ্বিধা ভূয়াদ্ যুষ্মাকং তত্র কা কথা ॥ ৪৭ ॥
বীরসেনস্তু তচ্ছ্রুত্বা যুধাজিতমভাষত।
বালৌ দ্বৌ সদৃশপ্রজ্ঞৌ কো ভেদোঽত্র বিচক্ষণ ! ॥ ৪৮ ॥
এবং বিবদমানৌ তৌ সংস্থিতৌ নৃপতী যদা।
প্রজাশ্চ ঋষয়শ্চৈব বভূবুর্ব্যগ্রমানসাঃ ॥ ৪৯ ॥

জ্যেষ্ঠঃ ক ইতি। যদ্যপি বয়সা জ্যেষ্ঠঃ সুদর্শনস্তথাপি গুণেন জ্যেষ্ঠঃ শত্রুজিদেব ভবতীতি যুধাজিতোঽভিপ্রায়ঃ ॥ ৪০—৪৪ ॥
তস্মাৎ সুদর্শনাৎ সবলো ধর্ম্মপত্নীজন্যত্বাচ্ছত্রুজিদেব নৃপাসনে সম্মতো নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥
(জ্যেষ্ঠং রাজলক্ষণাদিবিশেষগুণৈরিতি শেষঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥
সদৃশী তুল্যা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যয়োস্তৌ। ন হি কশ্চিদেতয়োর্জ্ঞানজ্যেষ্ঠোঽস্তীতি ভাবঃ ॥৪৮-৪৯॥

অতএব কিরূপে সে রাজ্যার্হ হইতে পারে ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! অনন্তর, সেই রাজ্যলুব্ধ নৃপদ্বয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বিবাদ ঘটিয়া উঠিল। এইরূপ অতিশয় সঙ্কটস্থলে সন্দেহ নিরসন করিতে কে সমর্থ হইয়া থাকে ? ॥ ৪৩॥ তখন যুধাজিৎ মন্ত্রিগণকে কহিলেন, তোমরা স্বার্থপর, সুদর্শনকে রাজা করিয়া প্রচুর ধনলাভের অভিলাষ করিতেছ ॥ ৪৪ ॥ তোমাদিগের বিচার এইরূপ তাহা আমি ইঙ্গিত দ্বারা জানিতে পারিয়াছি ; যাহা হউক বহুগুণের আধার হেতু সুদর্শন অপেক্ষা শত্রুজিৎই প্রবল অধিকারী ; অতএব, এই পুত্রই তোমাদিগের রাজাসন প্রাপ্ত হইবার একান্ত উপযুক্ত, অন্য কেহই নহে। আর, আমি বাঁচিয়া থাকিতে কোন্ ব্যক্তি সেনাসমন্বিত ও গুণজ্যেষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া গুণহীনকে রাজা করিতে পারে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আমি নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব এবং এই যুদ্ধহেতু আমার খড়্গ ধারায় নিশ্চয়ই পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হইবে, ইহাতে তোমাদিগের আর কি কথা আছে ॥৪৭॥ বীরসেন ইহা শুনিয়া যুধাজিৎকে কহিলেন, আমিত এই বালকদ্বয়ের বুদ্ধি সমানই দেখিতেছি। আপনি ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহাদের উভয়ে কি প্রভেদ আছে তাহা আপনিই বিবেচনা করিয়া বলুন ॥ ৪৮ ॥

সমাজগ্মুশ্চ সামন্তাঃ সসৈন্যাঃ ক্লেশতৎপরাঃ।
বিগ্রহং চাভিকাঙ্ক্ষন্তঃ পরস্পরমতন্দ্রিতাঃ ॥ ৫০ ॥
নিষাদা হ্যাযযুস্তত্র শৃঙ্গবেরপুরাশ্রয়াঃ।
রাজদ্রব্যমুপাহর্তুং মৃতং শ্রুত্বা মহীপতিম্ ॥ ৫১ ॥
পুত্রৌ চ বালকৌ শ্রুত্বা বিগ্রহঞ্চ পরস্পরম্।
চৌরাস্তত্র সমাজগ্মুর্দ্দেশদেশান্তরাদপি ॥ ৫২ ॥
সংমর্দ্দস্তত্র সঞ্জাতঃ কলহে সমুপস্থিতে।
যুধাজিদ্বীরসেনৌ চ যুদ্ধকামৌ বভূবতুঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে ধ্রুবসন্ধিমৃত্যুবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অরাজকে জনপদে বহবো দোষা ভবন্তীতি সূচয়ন্নাহ সমাজগ্মুরিতি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

মহারাজ! সেই নৃপতিদ্বয় এইরূপে বিবাদ করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, প্রজাগণ ও ঋষিগণ তদ্দর্শনে চঞ্চলচিত্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ শত শত সামন্ত রাজগণ পরস্পরের বিবাদ কামনা করিয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে বহুক্লেশ স্বীকার করিয়াও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫০ ॥ শৃঙ্গবেরপুরবাসী নিষাদ সকল, মহীপতির মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজার দ্রব্যসমস্ত লুঠ করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইল ॥৫১॥ রাজপুত্র দুইটীকে বালক এবং তাঁহাদের উভয় পক্ষের পরস্পর বিবাদ শ্রবণ করিয়া দেশদেশান্তর হইতে চৌরগণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল ॥ ৫২ ॥ এইরূপে সেই রাজদ্বয়ের বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই রাজ্যমধ্যে ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল; এদিকে যুধাজিৎ ও বীরসেন যুদ্ধ কামনায় সজ্জিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ভুবনেশ্বরীর বৈভবকথনে
কোশলরাজ ধ্রুবসন্ধির মৃত্যুবর্ণন নামক
চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

সংযুগে চ সতি তত্র ভূপয়ো-
রাহবায় সমুপাত্তশস্ত্রয়োঃ।
ক্রোধলোভবশয়োঃ সমং ততঃ
সম্বভূব তুমুলস্তু বিমর্দ্দঃ॥ ১॥
সংস্থিতঃ স সমরে ধৃতচাপঃ
পার্থিবঃ পৃথুলবাহুর্যুধাজিৎ।
সংযুতঃ স্ববলবাহনাদিকৈ-
রাহবায় কৃতনিশ্চয়ো নৃপঃ॥ ২॥
বীরসেন ইহ সৈন্যসংযুতঃ
ক্ষাত্রধর্ম্মমনুস্মৃত্য সঙ্গরে।
পুত্রিকাত্মজহিতায় পার্থিবঃ
সংস্থিতঃ সুরপতেঃ সমতেজাঃ॥ ৩॥
স বাণবৃষ্টিং বিসসর্জ্জ পার্থিবো
যুধাজিতং বীক্ষ্য রণে স্থিতঞ্চ।
গিরিং তড়িত্বানিব তোয়বৃষ্টিভিঃ
ক্রোধান্বিতঃ সত্যপরাক্রমোঽসৌ॥ ৪॥

একষষ্টিশ্লোকবর্যৈর্যুধাজিদ্বীরসেনয়োঃ।
দৌহিত্রার্থং মহাযুদ্ধমভূদিতি তু বর্ণ্যতে।

তৌ যুধাজিদ্বীরসেনৌ যুদ্ধকামৌ জাতৌ তদুত্তরং সংগ্রামঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ সংযুগে চ সতীতি। আহবায় যুদ্ধার্থং সংগৃহীতশস্ত্রয়োঃ সংগ্রামে সতি বিমর্দ্দঃ সঙ্ঘর্ষো বভূব॥ ১॥ পৃথুলবাহুঃ পুষ্টবাহুশ্চাসৌ যুধাজিচ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। স সমরে সংস্থিতঃ॥ ২—৪॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই ভূপতিদ্বয়ের সমর উপস্থিত হইলে উভয়েই লোভ ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন, তখন সংগ্রামস্থলে ঘোরতর সংঘর্ষ হইয়া উঠিল॥ ১॥ একদিকে দীর্ঘবাহু রাজা যুধাজিৎ ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যাদি সমভিব্যাহারে যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন॥ ২॥ অপর দিকে সুরপতিতুল্য তেজঃসম্পন্ন

তং বীরসেনো বিশিখৈঃ শিলাশিতৈঃ
সমাবৃণোদাশুগমৈরজিহ্মগৈঃ।
চিচ্ছেদ বাণৈশ্চ শিলীমুখানসৌ
তেনৈব মুক্তানতিবেগপাতিনঃ ॥ ৫ ॥
গজরথতুরগাণাং সম্বভূবাতিযুদ্ধং
সুরনরমুনিসংঘৈর্বীক্ষিতং চাতিঘোরম্‌।
বিততবিহগবৃন্দৈরাবৃতং ব্যোম সদ্যঃ
পিশিতমশিতুকামৈঃ কাকগৃধ্রাদিভিশ্চ ॥ ৬ ॥
তত্রাদ্ভুতক্ষতজসিন্ধুরুবাহ ঘোরা
বৃন্দেভ্য* এব গজবীরতুরঙ্গমানাম্‌।
ত্রাসাবহা নয়নমার্গগতা নরাণাং
পাপাত্মনাং রবিজমার্গভবেব কামম্‌ ॥ ৭ ॥

তং যুধাজিতং তেনৈব যুধাজিতৈব। অসৌ বীরসেনঃ॥ ৫ ॥
পিশিতং মাংসম্‌। বিহগবৃন্দৈঃ পক্ষিবৃন্দৈঃ ॥ ৬ ॥
ক্ষতজং রক্তং তস্য সিন্ধুর্নদী উবাহ নির্গতা গজবীরতুরঙ্গমানাং বৃন্দেভ্যঃ সমুদায়েভ্যঃ। কীদৃশী। রবিজঃ সূর্য্যজো যমস্তস্য লোকস্য মার্গে ভবা যা বৈতরণী নদী সা পাপাত্মনাং পাপিনাং যথা নয়নমার্গগতা ত্রাসাবহা তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

রাজা বীরসেনও নিজ দৌহিত্রের হিতের নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক সেই যুদ্ধস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥ তখন, সেই সত্যপরাক্রম রাজা বীরসেন যুধাজিত্‌কে যুদ্ধস্থলে দর্শন করিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং বারিধর যেমন গিরির উপর বারিবর্ষণ করে সেইরূপে তাঁহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ বীরসেন শিলাশাণিত সুতীক্ষ্ণ বেগগামী শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলে যুধাজিৎও সত্বর অতিবেগে শিলামুখ সমূহ দ্বারা তাঁহার সেই শর সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫ ॥ মহারাজ! সেই সময় অশ্বারোহী গজারোহী ও রথারূঢ় যোধগণের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন সুরগণ, নরগণ ও মুনিগণ বিস্মিত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই কাক গৃধ্রাদি বিহঙ্গগণ ছিন্ন সৈন্যগণের মাংস ভক্ষণে অভিলাষী হইয়া আকাশমার্গে সমুড্ডীন হইল ॥ ৬ ॥ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে গজ, বাজী ও বীরগণের দেহভূধর হইতে অদ্ভুতাকার শোণিতনদী সমুৎপন্ন হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। যেমন শমনমার্গে প্রবাহিতা বৈতরণী পাপাত্মাগণের ভয়াবহ হয়, সেইরূপ এই নদীও সমস্ত নরগণের দৃষ্টিপথে উদিত হইয়া

---

* দেহেভ্যঃ। ইত্যপি পাঠঃ ॥

কীর্ণানি ভিন্নপুলিনে নরমস্তকানি
কেশাবৃতানি চ বিভান্তি যথৈব সিন্ধৌ।
তুম্বীফলানি বিহিতানি বিহর্ত্তুকামৈ-
র্বালৈর্যথা রবিসুতাপ্রভবৈশ্চ নূনম্ ॥ ৮ ॥
বীরং মৃতং ভুবি গতং পতিতং রথাদ্বৈ
গৃধ্রঃ পলার্থমুপরি ভ্রমতীতি মন্যে।
জীবোঽপ্যসৌ নিজশরীরমবেক্ষ্য কান্তং
কাঙ্ক্ষত্যহোঽতিবিবশোঽপি পুনঃ প্রবেষ্টুম্ ॥ ৯ ॥
আজৌ হতোঽপি নৃবরঃ সুবিমানরূঢ়ঃ
স্বাঙ্কে স্থিতাং সুরবধূং প্রবদত্যভীষ্টম্।
পশ্যাধুনা মম শরীরমিদং পৃথিব্যাং
বাণাহতং নিপতিতং করভোরু! কান্তম্ ॥ ১০ ॥
একো হতস্তু রিপুণৈব গতোঽন্তরীক্ষং
দেবাঙ্গনাং সমধিগম্য যুতো বিমানে।
তাবৎপ্রিয়া হুতবহে সুসমর্প্য দেহং
জগ্রাহ কান্তমবলা সবলা স্বকীয়া ॥ ১১ ॥

কীর্ণানীতি। ভিন্নং নাশিতং প্রবাহবেগেন পুলিনং তটং যেন তস্মিন্ প্রবাহে রক্তময়ে কেশাবৃতানি নরমস্তকানি যোধমস্তকানি কীর্ণানি বিক্ষিপ্তানি কথং বিভান্তি যথা রবিসুতা যমুনা তত্তীরপ্রভবৈর্ব্বিহর্ত্তুকামৈর্ব্বালৈস্তুম্বীফলানি সিন্ধৌ যমুনায়াং বিহিতানি স্থাপিতানি তথৈব তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বীরমিতি মৃতং বীরং দৃষ্ট্বা তস্যোপরি গৃধ্রো ভ্রমতি যত্তদহমসৌ জীবো নিজশরীরং কান্তং রণে পতিতং পুনঃ প্রবেষ্টুং কাঙ্ক্ষতীচ্ছতীতি মন্যে ॥ ৯ ॥

ত্রাসাবহ হইয়া উঠিল ॥ ৭ ॥ ঐ নদী বেগে প্রবাহিত হইলে তাহার পুলিনদেশে কেশাবৃত নরমুণ্ড সকল নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে বোধ হইল যেন যমুনার তীরজাত বালক সকল ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত তুম্বীফল সকল রাখিয়া দিয়াছে ॥ ৮ ॥ কোন বীর প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতলে পতিত হইলে, কোনও গৃধ্র তাহার মাংস ভক্ষণের নিমিত্ত আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সেই জীব, আপনার মনোহর কলেবর দর্শন করিয়া অত্যন্ত অনায়ত্ত হইলেও তাহাতে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কামনা করিতেছে ॥ ৯ ॥ কোনও বীরবর যুদ্ধে নিহত হইবামাত্র দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া উৎসঙ্গস্থিতা দেবাঙ্গনাকে আপনার অভীষ্ট প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন যে, হে করভোরু! আমার কেমন মনোহর শরীর শরাহত হইয়া এখন অবনিতলে নিপতিত রহিয়াছে তাহা

যুদ্ধে মৃতৌ চ সুভটৌ দিবি সঙ্গতৌ তা-
বন্যোন্যশস্ত্রনিহতৌ সহ সম্প্রয়াতৌ।
তত্রৈব জগ্মতুরলং পরমাহিতাস্ত্রা-
বেকাপ্সরোঽর্থবিহতৌ কলহাকুলৌ চ॥ ১২॥
কশ্চিদ্‌যুবা সমধিগম্য সুরাঙ্গনাং বৈ
রূপাধিকাং গুণবতীং কিল ভক্তিযুক্তঃ।
স্বীয়ান্ গুণান্ প্রবিততান্ প্রবদংস্তদাসৌ
তাং প্রেমদামনুচকার চ যোগযুক্তঃ॥ ১৩॥
ভৌমং রজোঽতিবিততং দিবি সংস্থিতঞ্চ
রাত্রিং চকার তরণিঞ্চ সমাবৃণোদ্‌যৎ।
মগ্নং তদেব রুধিরাম্বুনিধাবকস্মাৎ
প্রাদুর্ব্বভূব রবিরপ্যতিকান্তিযুক্তঃ॥ ১৪॥

তস্মিন্ধারাতীর্থে মৃতানাং স্বর্গতানাং বৃত্তমাহ আজাবিতি। আজৌ যুদ্ধে। সুরবধূং স্বর্বেশ্যাম্॥ ১০॥

তদ্বদেবান্যস্য বৃত্তমাহ একো হত ইতি। দেবাঙ্গনাং স্বর্বেশ্যাং সমধিগম্য প্রাপ্য তয়া যুতো বিমানে যাবত্তিষ্ঠতি তাবদেব তস্য মৃতদেহস্য প্রিয়া স্ত্রী হুতবহেঽগ্নৌ সতী ভূত্বা দেহং সমর্প্য পত্যা সহ স্বদেহং দগ্ধ্বা দিব্যদেহা ভূত্বা সবলা স্বকীয়া তস্যৈব স্ত্রী কান্তং স্বপতিং জগ্রাহেত্যর্থঃ॥ ১১॥

তস্মিন্ যুদ্ধে মৃতানামন্যমপি চমৎকারমাহ যুদ্ধে মৃতাবিতি। অত্র যৌ ভটৌ পরস্পরং যুদ্ধং কৃত্বা দিবং গতৌ তৌ তত্রাপ্যেকা যাপ্সরাঃ সমানপুণ্যসাধ্যা তদর্থং তত্রাপি কলহাকুলৌ ভূত্বা সঞ্জগ্মতুরিতি চমৎকারঃ॥ ১২॥

কশ্চিদিতি। কশ্চিদ্‌যুবা যুদ্ধে মৃতঃ স্বাপেক্ষয়াধিকগুণবতীং প্রাপ্য সা ময়ি গুণাভাবাদ্বিরজ্যেতেতি ভিয়া যথা সা স্বস্মিন্ প্রেমদানুকূলগুণদর্শনেন ভবিষ্যতি তথা স্বীয়ান্ গুণান্ প্রবদন্ সন্ তাং প্রেমদামুদ্দিশ্যানুচকার তদ্গুণানুরূপমেবানুকরণং কৃতবানিত্যর্থঃ যোগযুক্তঃ প্রেমযুক্তঃ॥ ১৩॥

অবলোকন কর॥ ১০॥ এক বীর রণস্থলে অরিকর্ত্তৃক নিহত হইয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবাঙ্গনা প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত যখন বিমানে বসিয়া রহিয়াছে, সেই সময়ে তাহার পূর্ব্বপ্রেয়সী প্রজ্বলিত অনলমধ্যে শরীর সমর্পণ পূর্ব্বক পতিদেহের সহিত স্বীয় শরীর দগ্ধ করিয়া দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক সেই স্বকীয়া নায়িকা পুণ্যবলান্বিতা যুবতী নিজ কান্তকে তাহার নিকট হইতে আকর্ষণ করিয়া লইল॥ ১১॥ দুই বীর পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া এক সময়েই স্বর্গে গমন করিল, পরে একমাত্র অপ্সরার নিমিত্ত পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়া অন্তরীক্ষেই অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল॥ ১২॥ কোন যুবাপুরুষ আপন অপেক্ষা রূপগুণবতী সুরাঙ্গনা লাভ করিয়া, তাহার

কশ্চিদ্গতস্তু গগনং কিল দেবকন্যাং
সম্প্রাপ্য চারুবদনাং কিল ভক্তিযুক্তাম্।
নাঙ্গীচকার চতুরো ব্রতনাশভীতো
যাস্যত্যয়ং মম বৃথা হ্যনুকূলশব্দঃ॥ ১৫॥
সংগ্রামে সংবৃতে তত্র যুধাজিৎ পৃথিবীপতিঃ।
জঘান বীরসেনং তং বাণৈস্তীব্রৈঃ সুদারুণৈঃ॥ ১৬॥
নিহতঃ স পপাতোর্ব্ব্যাং ছিন্নমূর্দ্ধা মহীপতিঃ।
প্রভগ্নং তদ্বলং সর্ব্বং নির্গতঞ্চ চতুর্দ্দিশম্॥ ১৭॥
মনোরমা হতং শ্রুত্বা পিতরং রণমূর্দ্ধনি।
ভয়ত্রস্তাথ সঞ্জাতা পিতুর্বৈরমনুস্মরন্॥ ১৮॥
হনিষ্যতি যুধাজিদ্বৈ পুত্রং মম দুরাশয়ঃ।
রাজ্যলোভেন পাপাত্মা সেতিচিন্তাপরাভবৎ॥ ১৯॥

ভৌমং রজ ইতি। যদ্যুদ্ধসময়ে সেনয়োঃ সংমর্দ্দাদুত্থিতং ভৌমং রজো দিবি গতং তরণিং সূর্য্যং সমাবৃণোদ্যচ্চ দিবসেঽপি রাত্রিং চকার তদ্রজো যুদ্ধমধ্যেঽকস্মাদনায়াসেন রুধিরাম্বুনিধৌ রক্তসমুদ্রে মগ্নং যদাভবত্তদাতিকান্তিযুক্তো রবিরপি সহসা প্রাদুর্ব্বভূবেত্যাশ্চর্য্যমেবং মহাভয়ঙ্করং যুদ্ধমভূদিতি তাৎপর্য্যম্॥ ১৪॥

প্রতি প্রেমভক্তিসমন্বিত হইল এবং যাহাতে সেই সুন্দরী আপনার প্রতি আসক্ত হয় সেইরূপে আপনার গুণ বর্ণন পূর্ব্বক, প্রণয়সহকারে সেই প্রণয়িনীর গুণের অনুকরণ করিতে লাগিল॥ ১৩॥ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে ভূমিতলস্থ রজোরাশি সৈন্যগণের বিমর্দ্দহেতু বিস্তৃত হইয়া অন্তরীক্ষে উত্থান ও অবস্থান পূর্ব্বক দিবাকরকে আচ্ছাদিত করিয়া দিবাভাগকে রাত্রি করিয়া তুলিল, কিয়ৎক্ষণ পরে সেই রজোরাশি শোণিতসমুদ্রে নিমগ্ন হইলে অকস্মাৎ সূর্য্যদেব অতিশয় কান্তিযুক্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন॥১৪॥ কোনও ব্রহ্মচারী রণস্থলে নিহত হইয়া গগনে গমন করিলেন, তৎক্ষণাৎ একটী চারুনয়না দেবকন্যা ভক্তিযুক্ত চিত্তে তাঁহাকে বরণ করিতে বাঞ্ছা করিলে, সেই চতুর ব্যক্তি 'আপনার ব্রহ্মচারীরূপ প্রিয়শব্দ বিফল হইবে' এই ভাবিয়া ব্রতভঙ্গ-ভয়ে তাহাকে অঙ্গীকার করিলেন না॥ ১৫॥

মহারাজ! সেই সংগ্রাম অতিশয় ঘোরতররূপে আরম্ভ হইলে পৃথিবীপতি যুধাজিৎ সুদারুণ সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা বীরসেনকে আঘাত করিলেন, মহীপতি বীরসেন তদ্দ্বারা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তখন তাঁহার সমস্ত সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল॥১৬—১৭॥ মনোরমা রণস্থলে পিতার মরণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, দুষ্টাশয় পাপাত্মা যুধাজিৎ রাজ্যলোভ বশতঃ এবং আমার পিতার শত্রুতা স্মরণ করিয়া নিশ্চয়ই পুত্রকে নিহত করিবে॥১৮-১৯॥

কিংকরোমি ক্ব গচ্ছামি পিতা মে নিহতো রণে।
ভর্ত্তা চাপি মৃতোঽদ্যৈব পুত্রোঽয়ং মম বালকঃ ॥ ২০ ॥
লোভোঽতীব চ পাপিষ্ঠস্তেন কো ন বশীকৃতঃ।
কিং ন কুর্য্যাত্তদাবিষ্টঃ পাপং পার্থিবসত্তমঃ ॥ ২১ ॥
পিতরং মাতরং ভ্রাতৃন্ গুরূন্ স্বজনবান্ধবান্।
হন্তি লোভসমাবিষ্টো জনো নাত্র বিচারণা ॥ ২২ ॥
অভক্ষ্যভক্ষণং লোভাদগম্যাগমনং তথা।
করোতি কিল তৃষ্ণার্ত্তো ধর্ম্মত্যাগং তথা পুনঃ ॥ ২৩ ॥
ন সহায়োঽস্তি মে কশ্চিন্নগরেঽত্র মহাবলঃ।
যদাধারে স্থিতা চাহং পালয়ামি সুতং শুভম্ ॥ ২৪ ॥
হতে পুত্রে নৃপেণাদ্য কিং করিষ্যাম্যহং পুনঃ।
ন মে ত্রাতাস্তি ভুবনে যেনাহং সুস্থিতা হ্যহম্ ॥ ২৫ ॥
সাপি বৈরযুতা কামং সপত্নী সর্ব্বদা ভবেৎ।
লীলাবতী ন মে পুত্রে ভবিষ্যতি দয়াবতী ॥ ২৬ ॥
যুধাজিতি সমায়াতে ন মে নিঃসরণং ভবেৎ।
জ্ঞাত্বা বালং সুতং সোঽদ্য কারাগারং নয়িষ্যতি ॥ ২৭ ॥

কশ্চিদিতি। অনুকূলঃ শব্দঃ অয়ং ব্রহ্মচারীত্যনুকূলশব্দো যোগ্যঃ শব্দো বৃথা স্যাদিতি ভিয়েত্যর্থঃ ॥ ১৫—২৩ ॥
পালয়ামি পালয়িষ্যামি ॥ ২৪—২৭ ॥

এক্ষণে পিতা ত রণস্থলে নিহত হইলেন, বিপিনবাসী দুর্দ্দান্তসিংহ স্বামীকে বিনাশ করিল, আমার এই পুত্রও নিতান্ত বালক, এখন আমি কি করি, কোথাই বা গমন করি ॥ ২০ ॥ লোভ, অতিশয় পাপকর, তদ্দ্বারা কোন্ ব্যক্তি বশীভূত না হয়; যে রাজা, ভূপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মিষ্ঠ, লোভের বশীভূত হইলে সেও সমস্ত পাপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥ লোভাকৃষ্ট ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু ও বন্ধু বান্ধবদিগকে হনন করিয়া থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ বিষয়-তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি লোভহেতুই অগম্যাগমন, লোভ হেতুই অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং লোভহেতুই ধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ এই নগরমধ্যে এমত প্রবল সহায় কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই নগরীমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক এই প্রিয়সন্তানকে পালন করিতে পারি ॥ ২৪ ॥ রাজা যুধাজিৎ যদি এই পুত্রকে বিনাশ করে তবে আমি কি করিতে পারিব, এই ভুবনমধ্যে আমার এমত ত্রাণকর্ত্তা কেহই নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি সুস্থির হইতে

শ্রূয়তে হি পুরেন্দ্রেণ মাতুর্গর্ভগতঃ শিশুঃ।
কৃন্তিতঃ সপ্তধা পশ্চাৎ কৃতান্তে সপ্তসপ্তধা ॥ ২৮ ॥
প্রবিশ্য চোদরং মাতুঃ করে কৃত্বাল্পকং পবিম্।
একোনপঞ্চাশদপি তেঽভবন্মরুতো দিবি ॥ ২৯ ॥
সপত্ন্যৈ গরলং দত্তং সপত্ন্যা নৃপভার্য্যয়া।
গর্ভনাশার্থমুদ্দিশ্য পুরৈতদ্বৈ ময়া শ্রুতম্ ॥ ৩০ ॥
জাতস্তু বালকঃ পশ্চাদ্দেহে বিষযুতঃ কিল।
তেনাসৌ সগরো নাম বিখ্যাতো ভুবি মণ্ডলে ॥ ৩১ ॥
জীবমানোঽথ ভর্ত্তা বৈ কৈকেয্যা নৃপভার্য্যয়া।
রামঃ প্রব্রাজিতো জ্যেষ্ঠো মৃতো দশরথো নৃপঃ ॥ ৩২ ॥
মন্ত্রিণস্ত্ববশাঃ কামং যে মে পুত্রং সুদর্শনম্।
রাজানং কর্ত্তুকামা বৈ যুধাজিদ্বশগাশ্চ তে ॥ ৩৩ ॥
ন মে ভ্রাতা তথা শূরো যো মে বন্ধাৎ প্রমোচয়েৎ।
মহৎ কষ্টঞ্চ সম্প্রাপ্তং ময়া বৈ দৈবযোগতঃ ॥ ৩৪ ॥

এবমনর্থাঃ পূর্ব্বং বহবো জাতা ইত্যাহ শ্রূয়তে হীতি ॥ ২৮ ॥
অল্পকমল্পং পবিং বজ্রম্ ॥ ২৯ ॥
কথান্তরমাহ সপত্ন্যা ইতি। গর্ভনাশার্থং গর্ভনাশরূপমর্থমুদ্দিশ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

পারি ॥ ২৫ ॥ আর সেই সপত্নী লীলাবতীও সততই শত্রুতা সাধন করিবে, সে কখনই আমার পুত্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে না ॥ ২৬ ॥ যুধাজিৎ এইস্থানে আগমন করিলে আমি আর নগর হইতে বাহির হইতে পারিব না, সে অদ্যই আমার পুত্রকে বালক বুঝিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৭ ॥ আমি শুনিয়াছি যে, পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র একটী ক্ষুদ্র বজ্র করে গ্রহণ করিয়া উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিমাতার গর্ভস্থিত শিশু পুত্রকে প্রথমে সপ্তভাগে ছিন্ন করিয়া পরে সেই সপ্ত ভাগের প্রত্যেক ভাগকে পুনর্ব্বার সপ্ত সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন তাহাতেই ত্রিদিব মধ্যে উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ২৮—২৯ ॥ আরও শুনিয়াছি যে, পুরাকালে এক রাজপত্নী, সপত্নীর গর্ভবিনাশের নিমিত্ত গরল প্রদান করিয়াছিল। সেই গর্ভস্থ শিশুসন্তান বিষযুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সেই হেতু সেই বালক পৃথিবীমধ্যে সগর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৩০—৩১ ॥ ভর্ত্তা বাঁচিয়াছিলেন তথাপি রাজভার্য্যা কৈকেয়ী, রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে কাননে নির্ব্বাসিত করিলেন, রাজা দশরথও সেই কারণেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন ॥ ৩২ ॥ মন্ত্রিগণ এখন স্বাধীন নহেন, পূর্ব্বে তাঁহারা আমার সুদর্শনকে রাজা করিতে চাহিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু

উদ্যমঃ সর্ব্বথা কার্য্যঃ সিদ্ধির্দ্দৈবাদ্ধি জায়তে।
উপায়ং পুত্ত্ররক্ষার্থং করোম্যদ্য ত্বরান্বিতা ॥ ৩৫ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা বালা বিদল্লং চাতিমানিনম্।
নিপুণং সর্ব্বকার্য্যেষু চিন্ত্যং মন্ত্রিবরোত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥
সমাহূয় তমেকান্তে প্রোবাচ বহুদুঃখিতা।
গৃহীত্বা বালকং হস্তে রুদতী দীনমানসা ॥ ৩৭ ॥
পিতা মে নিহতঃ সঙ্খ্যে পুত্ত্রোঽয়ং বালকস্তথা।
যুধাজিদ্বলবান্ রাজা কিং বিধেয়ং বদস্ব মে ॥ ৩৮ ॥
তামুবাচ বিদল্লোঽসৌ নাত্র স্থাতব্যমেব চ।
গমিষ্যামো বনে কামং বারাণস্যাঃ পুনঃ কিল ॥ ৩৯ ॥
তত্র মে মাতুলঃ শ্রীমান্ বর্ত্ততে বলবত্তরঃ।
সুবাহুরিতি বিখ্যাতো রক্ষিতা স ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥
যুধাজিদ্দর্শনোৎকণ্ঠমনসা নগরাদ্বহিঃ।
নির্গত্য রথমারুহ্য গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অবশাঃ ন স্বাধীনাঃ ॥ ৩৩—৩৮ ॥
বারাণস্যা বনে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

এখন তাঁহারা যুধাজিতের বশবর্ত্তী হইয়াছেন ॥ ৩৩ ॥ আমার এমত শৌর্য্যশালী ভ্রাতা কেহই নাই যে আমাকে বন্ধন হইতে মোচন করিতে সমর্থ হইবে, অতএব দেখিতেছি যে, এখন আমি দৈবযোগে মহৎ সঙ্কটেই পতিত হইলাম ॥ ৩৪ ॥ কার্য্যসিদ্ধি, দৈবের অধীন হইলেও উদ্যোগ করা মনুষ্যগণের একান্ত কর্ত্তব্য, যেহেতু কার্য্যের উদ্যোগ না করিলে দৈবও প্রসুপ্ত থাকেন। অতএব আমি সত্বরই পুত্ত্ররক্ষার নিমিত্ত উপায় স্থির করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

মহারাজ! সেই বালা মনোরমা এইরূপে চিন্তা করিয়া সমস্ত-কার্য্যকুশল ও মতিমান্ বিদল্ল নামক মন্ত্রিবরকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে দীন মানসে বালকের হস্তধারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন, মন্ত্রিবর! আমার পিতা রণস্থলে নিহত হইয়াছেন, এই পুত্ত্র অত্যন্ত বালক, আর যুধাজিৎ একজন বলবান্ রাজা, এই সকল বিবেচনা করিয়া এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য তাহা আপনি বলুন ॥ ৩৬—৩৮ ॥ তখন মন্ত্রিবর বিদল্ল সেই রাজপত্নী মনোরমাকে কহিলেন, এখানে অবস্থিতি করা কদাচই কর্ত্তব্য নহে, আমরা শীঘ্রই বারাণসীর বনমধ্যে গমন করিব। তথায় সুবাহু নামে বিখ্যাত আমার একজন মাতুল আছেন তিনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং সৈন্যবলে বলীয়ান্ তিনিই আমাদিগের

ইত্যুক্তা তেন সা রাজ্ঞী গত্বা লীলাবতীং প্রতি।
উবাচ পিতরং দ্রষ্টুং গচ্ছাম্যদ্য সুলোচনে! ॥ ৪২ ॥
ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য সৈরন্ধ্রীসংযুতা তদা।
বিদল্লেন চ সংযুক্তা নিঃসৃতা নগরাদ্‌বহিঃ ॥ ৪৩ ॥
ত্রস্তা হ্যার্ত্তাতিকৃপণা পিতুঃ শোকসমাকুলা।
দৃষ্ট্বা যুধাজিতং ভূপং পিতরং গতজীবিতম্ ॥ ৪৪ ॥
সংস্কার্য্য চ ত্বরাযুক্তা বেপমানা ভয়াকুলা।
দিনদ্বয়েন সম্প্রাপ্তা রাজ্ঞী ভাগীরথীতটম্ ॥ ৪৫ ॥
নিষাদৈর্লুণ্ঠিতা তত্র গৃহীতং সকলং বসু।
রথঞ্চাপি গৃহীত্বা তে নির্গতা দস্যবঃ শঠাঃ ॥ ৪৬ ॥
রুদতী সুতমাদায় চারুবস্ত্রা মনোরমা।
নির্যযৌ জাহ্নবীতীরে সৈরন্ধ্রীকরলম্বিতা ॥ ৪৭ ॥
আরুহ্য চ ভয়াচ্ছীঘ্রমুড়ুপং সা ভয়াকুলা।
তীর্ত্বা ভাগীরথীং পুণ্যাং যযৌ ত্রিকূটপর্ব্বতম্ ॥ ৪৮ ॥

নগরান্নির্গমনোপায়মাহ যুধাজিদ্দর্শনোৎকণ্ঠেতি। যুধাজিদ্রাজস্য দর্শনোৎকণ্ঠচেতসা ময়া দর্শনার্থং রাজ্ঞো গম্যত ইত্যভিপ্রায়ং বহির্দ্দর্শয়িষ্যেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥
পিতরং যুধাজিতম্ ॥ ৪২—৪৩ ॥
পিতরং গতজীবিতমিতি। বীরসেনঞ্চ পিতরং সংস্কার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

রক্ষক হইবেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ আমি যেন যুধাজিৎ রাজার দর্শনের নিমিত্তই উৎকণ্ঠিত চিত্তে গমন করিতেছি এইরূপ ছল করিয়া নগরের বহির্দ্দেশে নির্গত হইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিব সন্দেহ নাই ॥ ৪১ ॥ বিদল্লের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী মনোরমা লীলাবতীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, সুলোচনে! অদ্য আমি পিতা যুধাজিতকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিব"। এই বলিয়া পুত্র ও পরিচারিকা সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিদল্লের সহিত মিলিত হইয়া নগরের বহির্দ্দেশে নির্গত হইলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ পিতৃশোকে সমাকুলা, ভয়সন্ত্রস্তা, কাতরা ও দীনা মনোরমা যুধাজিতের দর্শন পূর্ব্বক পিতা বীরসেনের অগ্নিসংস্কারাদি সমাধা করিয়া, ভয়ব্যাকুলচিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে সত্বর গমন পূর্ব্বক দুই দিনের পর ভাগীরথীর তীর প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ সেইস্থানে নিষাদগণ তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইল এবং সেই শঠ দস্যুগণ রথখানি গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন কেবল মনোরমার পরিধেয় সুচারু বস্ত্রমাত্র অবশিষ্ট রহিল, মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে পরিচারিণীর কর ধারণ পূর্ব্বক জাহ্নবীর তীর-

ভারদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্তা ত্বরয়া চ ভয়াকুলা।
সংবীক্ষ্য তাপসাংস্তত্র সঞ্জাতা নির্ভয়া তদা ॥ ৪৯ ॥
মুনিনা সা ততঃ পৃষ্টা কাসি কস্য পরিগ্রহঃ।
কষ্টেনাত্র কথং প্রাপ্তা সত্যং ব্রূহি শুচিস্মিতে! ॥ ৫০ ॥
দেবী বা মানুষী বাসি বালপুত্রা বনে কথম্।
রাজ্যভ্রষ্টেব বামোরু! ভাসি ত্বং কমলেক্ষণে! ॥ ৫১ ॥
এবং সা মুনিনা পৃষ্টা নোবাচ বরবর্ণিনী।
রুদতী দুঃখসন্তপ্তা বিদল্লঞ্চ সমাদিশৎ ॥ ৫২ ॥
বিদল্লস্তমুবাচেদং ধ্রুবসন্ধির্নৃপোত্তমঃ।
তস্য ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী নাম্না চেয়ং মনোরমা ॥ ৫৩ ॥
সিংহেন নিহতো রাজা সূর্য্যবংশী মহাবলঃ।
পুত্রোঽয়ং নৃপতেস্তস্য নাম্না চৈব সুদর্শনঃ ॥ ৫৪ ॥
অস্যাঃ পিতাতিধর্ম্মাত্মা দৌহিত্রার্থে মৃতো রণে।
যুধাজিদ্ভয়সংত্রস্তা সম্প্রাপ্তা বিজনে বনে ॥ ৫৫ ॥

ত্রিকুটপর্ব্বতং চিত্রকূটম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥
কস্য পরিগ্রহঃ কস্য স্ত্রীত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

দেশে গমন করিয়া উড়ুপে আরোহণ পূর্ব্বক ভয়াকুলিত চিত্তে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিকুট পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ৪৬—৪৮ ॥ সেই ভয়াকুলা দেবী সত্বর গমন করিয়া মহর্ষি ভারদ্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন, তথায় তাপসগণকে দর্শন করিয়া তাহার ভয় দূর হইল ॥ ৪৯ ॥ ভারদ্বাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কমলেক্ষণে! তুমি কে, কাহার পত্নী, এত কষ্ট সহ্য করিয়া এখানে আগমন করিলে কেন? এই সমস্ত বিষয় তুমি সত্য করিয়া বল ॥ ৫০ ॥ শুচিস্মিতে! তুমি দেবী না মানবী, তোমার পুত্রও অতি শিশু, তুমি এই বিজন বনমধ্যে আগমন করিলে কেন? হে বামোরু! তুমি যেন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছ, আমার এইরূপ বোধ হইতেছে ॥৫১॥ মুনিবর এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বরবর্ণিনী মনোরমা দুঃখসন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন স্বয়ং কিছুই বলিতে না পারিয়া বিদল্লকে তদ্বিষয় নিবেদন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন ॥৫২॥ তখন বিদল্ল কহিলেন, ধ্রুবসন্ধি নামে এক নরপতি কোশল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, ইনি তাঁহারই ধর্ম্মপত্নী, ইহাঁর নাম মনোরমা। সেই সূর্য্যবংশীয় মহাবল রাজা বনস্থলে সিংহকর্তৃক নিহত হন। এই বালক সুদর্শন তাঁহারই পুত্র ॥৫৩—৫৪॥ এই মনোরমার পিতা অতিশয় ধর্ম্মশীল, তিনি দৌহিত্রের নিমিত্ত রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি যুধাজিতের ভয়ে ভীত হইয়া বিজনবনে উপস্থিত হইয়া-

ত্বামেব শরণং প্রাপ্তা বালপুত্রা নৃপাত্মজা।
ত্রাতা ভব মহাভাগ! ত্বমস্যা মুনিসত্তম!॥ ৫৬॥
আর্ত্তস্য রক্ষণে পুণ্যং যজ্ঞাধিকমুদাহৃতম্।
ভয়ত্রস্তস্য দীনস্য বিশেষফলদং স্মৃতম্॥ ৫৭॥

ঋষিরুবাচ।

নির্ভয়া বস কল্যাণি! পুত্রং পালয় সুব্রতে!।
ন তে ভয়ং বিশালাক্ষি! কর্ত্তব্যং শক্রসম্ভবম্॥ ৫৮॥
পালয়স্ব সুতং কান্তং রাজা তেঽয়ং ভবিষ্যতি।
নাত্র দুঃখং তথা শোকঃ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি॥ ৫৯॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা মুনিনা রাজ্ঞী স্বস্থা সা সম্বভূব হ।
উটজে মুনিনা দত্তে বীতশোকা তদাবসৎ॥ ৬০॥

বিদল্লং স্বমন্ত্রিণং বক্তুং সমাদিশদাজ্ঞাপিতবতী॥ ৫২—৫৫॥

(ত্বামেবেতি। বালপুত্রেতি বিশেষণেন যুধাজিন্ মহান্ শত্রুরস্যাঃ পিতরং নিহত্য বালকমিমং হন্তুমিচ্ছুঃ বালোঽয়ং তৎপ্রতিকর্ত্তুমক্ষমস্তত ইদানীং ভগবতঃ শরণমাগতা মুনিসত্তমস্ত্বমুভয়ো রক্ষণে সমর্থোঽসীতি ভাবো ব্যজ্যতে॥ ৫৬—৫৮॥

মুনিরাশ্বাসয়ন্নাহ পালয়স্বেতি। অয়ং তে পুত্রো রাজা ভবিষ্যতি। অস্যাকৃতিকমনীয়ত্বাদি নৃপতিলক্ষণত্বং দৃষ্ট্বাহং কথয়ামীতি মহর্ষেরভিপ্রায়ঃ॥ ৫৯—৬০॥)

ছেন॥ ৫৫॥ এই নৃপতনয়ার পুত্র বালক, ইনি এক্ষণে আপনার শরণ লইতেছেন, হে মুনিসত্তম! আপনি ইহাঁকে পরিত্রাণ করুন॥ ৫৬॥ আর্ত্ত ব্যক্তিমাত্রকে রক্ষা করিলে যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিকতর পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ভয়ত্রস্ত ও দীন ব্যক্তিকে রক্ষা করিলে যে তাহা হইতেও বিশেষ ফল লাভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ৫৭॥

ভারদ্বাজ কহিলেন, চারুলোচনে! তুমি এই আশ্রমে নির্ভয়ে বাস কর, এই স্থানেই থাকিয়া তোমার পুত্রকে প্রতিপালন কর, কল্যাণি! শক্র হইতে তোমার কোনও ভয়ের আশঙ্কা নাই॥ ৫৮॥ তুমি এই সুন্দর পুত্রটীকে প্রতিপালন কর; তোমার এই পুত্র নিশ্চয়ই রাজা হইবে, আর এই আশ্রমে থাকিলে কখনই তোমার শোক বা দুঃখ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না॥ ৫৯॥

ব্যাস কহিলেন, মহামুনি ভারদ্বাজ এইরূপ বলিলে পর রাজপত্নী মনোরমা সুস্থ হইলেন। মুনিবর, তাঁহাদিগকে পর্ণকুটীর প্রদান করিলে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন॥ ৬০॥ এইরূপে সেই মনোরমা মুনিবর ভারদ্বাজের আশ্রমে প্রিয়

সৈরন্ধ্রীসহিতা তত্র বিদল্লেন চ সংযুতা।
সুদর্শনং পালয়ানা ত্ববসৎ সা মনোরমা ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে যুধাজিদ্বীরসেনয়োর্যুদ্ধবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

সৈরন্ধ্রীসহিতা তত্র বিদল্লেন চ সংযুতা ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

দাসীর এবং বিদল্লের সহিত অবস্থিতি করিয়া সুদর্শনকে প্রতিপালন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যকথনে যুধাজিৎ ও বীর-সেনের যুদ্ধ এবং মনোরমার বনগমন বর্ণননামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

যুধাজিত্ত্বথ সংগ্রামাদ্গত্বাযোধ্যাং মহাবলঃ।
মনোরমাঞ্চ পপ্রচ্ছ সুদর্শনজিঘাংসয়া ॥ ১ ॥
সেবকান্ প্রেষয়ামাস ক্ব গতেতি মুহুর্ব্বদন্।
শুভে দিনেঽথ দৌহিত্রং স্থাপয়ামাস চাসনে ॥ ২ ॥
মন্ত্রিভিশ্চ বশিষ্ঠেন মন্ত্রৈরাথর্ব্বণৈঃ শুভৈঃ।
অভিষিক্তশ্চ সম্পূর্ণৈঃ কলশৈর্জ্জলপূরিতৈঃ ॥ ৩ ॥
ভেরীশঙ্খনিনাদৈশ্চ তূর্য্যাণাং চাথ নিঃস্বনৈঃ।
উৎসবস্তু নগর্য্যাং বৈ সম্বভূব কুরূদ্বহ! ॥ ৪ ॥
বিপ্রাণাং বেদপাঠৈশ্চ বন্দিনাং স্তুতিভিস্তথা।
অযোধ্যা মুদিতেবাসীজ্জয়শব্দৈঃ সুমঙ্গলৈঃ ॥ ৫ ॥
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা স্তুতিবাদিত্রনিঃস্বনা।
নবে তস্মিন্মহীপালে পূর্বভৌ নূতনেব সা ॥ ৬ ॥

ষষ্টিশ্লোকৈর্যুধাজিত্তু সুদর্শনজিঘাংসয়া।
ভারদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্ত ইতি সম্যগিহোচ্যতে ॥

ভারদ্বাজাশ্রমে মনোরমায়াং গতায়ামনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ যুধাজিত্ত্বথেতি।. মনোরমাং চকারাত্তৎপুত্রঞ্চ ॥ ১—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, যুদ্ধ জয়ের পর মহারাজ যুধাজিৎ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সংগ্রাম স্থল হইতে অযোধ্যা নগরীতে গমন করিয়া সুদর্শনকে বিনাশ করিবার অভিলাষে মনোরমা ও সুদর্শন কোথায় রহিয়াছে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥ তাহারা কোথায় গেল, মুহুর্মুহু এইরূপ বলিয়া তাহাদিগের অন্বেষণের নিমিত্ত সেবকগণকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর, শুভদিনে নিজ দৌহিত্রকে রাজাসনে স্থাপন করিলেন ॥২॥ মন্ত্রিগণ ও মহর্ষি বশিষ্ঠ অভিষেক কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া অথর্ব্ববেদোক্ত মঙ্গলপ্রদ মন্ত্রে সংস্কৃত বারিপূরিত পূর্ণকলস দ্বারা শত্রুজিৎকে অভিষিক্ত করিলেন ॥৩॥ কুরুবর! সেই সময় শঙ্খনাদ হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে ভেরী ও তূর্য্য বাদ্যের ধ্বনি হইতে লাগিল এবং নগরী মধ্যে মহান্ উৎসব হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণদিগের বেদপাঠ, বন্দিগণের স্তুতিপাঠ এবং মঙ্গল সূচক জয়-শব্দ দ্বারা অযোধ্যাপুরী যেন আহ্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিল ॥৫॥ নব ভূপতি শত্রুজিৎ রাজসিংহাসনে

কেচিৎ সাধুজনা যে বৈ চক্রুঃ শোকং গৃহে স্থিতাঃ।
সুদর্শনং বিচিন্ত্যাদ্য ক্ব গতোহসৌ নৃপাত্মজঃ॥ ৭॥
মনোরমাতিসাধ্বী সা ক্ব গতা সুতসংযুতা।
পিতাস্যা নিহতঃ সঙ্খ্যে রাজ্যলোভেন বৈরিণা॥ ৮॥
ইত্যেবং চিন্তমানাস্তে সাধবঃ সমবুদ্ধয়ঃ।
অতিষ্ঠন্দুঃখিতাস্তত্র শত্রুজিদ্বশবর্ত্তিনঃ॥ ৯॥
যুধাজিদপি দৌহিত্রং স্থাপয়িত্বা বিধানতঃ।
রাজ্যঞ্চ মন্ত্রিসাৎ কৃত্বা চলিতঃ স্বাং পুরীং প্রতি॥ ১০॥
শ্রুত্বা সুদর্শনং তত্র মুনীনামাশ্রমে স্থিতম্।
হন্তুকামো জগামাশু চিত্রকূটং স পর্ব্বতম্॥ ১১॥
নিষাদাধিপতিং শূরং পুরস্কৃত্য বলাভিধম্।*
দুর্দ্দর্শাখ্যমগাদাশু শৃঙ্গবেরপুরাধিপম্॥ ১২॥
শ্রুত্বা মনোরমা তত্র বভূবাতিসুদুঃখিতা।
আগচ্ছন্তং বালপুত্রা ভয়ার্ত্তা সৈন্যসংযুতম্॥ ১৩॥

পূর্ন্নগরী নূতনেব বভৌ॥ ৬—৮॥
(সমবুদ্ধয়ঃ সর্ব্বভূতেষু সমদর্শিন ইত্যর্থঃ॥ ৯—১২॥

আরোহণ করিলে প্রজাগণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, চতুর্দ্দিকে স্তুতিধ্বনি ও বাদিত্র নিস্বন হইতে লাগিল, ইহাতে অযোধ্যানগরী নবীনার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥ ৬॥ মহারাজ! অযোধ্যানগরীতে এরূপ উৎসব হইলেও কোন কোন সাধু ব্যক্তি ঘরে বসিয়া সুদর্শনের স্মরণ পূর্ব্বক শোক করিতে লাগিলেন, হায়! সেই রাজপুত্র কোথায় গেল, সেই সাধ্বী রাজপত্নী মনোরমাই বা পুত্রের সহিত কোথায় গমন করিল; আহা! বৈরিগণ রাজ্যলোভে তাহার পিতাকেও রণস্থলে বিনাশ করিয়াছে॥ ৭—৮॥ সর্ব্বজীবে সমদর্শী সাধুগণ এইরূপ চিন্তাযুক্ত, দুঃখিত ও শত্রুজিতের বশবর্ত্তী হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন॥ ৯॥ যুধাজিৎও দৌহিত্রকে বিধিপূর্ব্বক রাজ্যে সংস্থাপিত করিয়া মন্ত্রিগণের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় পুরীর অভিমুখে গমন করিলেন॥ ১০॥

অনন্তর, যুধাজিৎ শ্রবণ করিলেন যে সুদর্শন মুনিগণের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে। তখন তিনি সত্বর চিত্রকূট পর্ব্বতে যাত্রা করিয়া বলনামক নিষাদপতিকে সঙ্গে লইয়া দুর্দ্দর্শ নামক শৃঙ্গবের পতির নিকট সত্বর গমন করিলেন॥১১—১২॥ যুধাজিৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছেন মনোরমা ইহা শ্রবণ করিয়া এবং আপনার পুত্রটি বালক এই ভাবিয়া

---

* বলাধিকং। ইতি বা পাঠঃ॥

তমুবাচাতিশোকার্ত্তা মুনিং সাশ্রুবিলোচনা।
কিং করোমি ক গচ্ছামি যুধাজিৎ সমুপস্থিতঃ॥ ১৪॥
পিতা মে নিহতোঽনেন দৌহিত্রো ভূপতিঃ কৃতঃ।
সুতং মে হন্তুকামোঽত্র সমায়াতি বলান্বিতঃ॥ ১৫॥
পুরা শ্রুতং ময়া স্বামিন্! পাণ্ডবা বৈ বনে স্থিতাঃ।
মুনীনামাশ্রমে পুণ্যে পাঞ্চাল্যা সহিতাস্তদা॥ ১৬॥
গতাস্তে মৃগয়াং পার্থা ভ্রাতরঃ পঞ্চ এব তে।
দ্রৌপদী সংস্থিতা তত্র মুনীনামাশ্রমে শুভে॥ ১৭॥
ধৌম্যোঽত্রির্গালবঃ পৈলো জাবালির্গৌতমো ভৃগুঃ।
চ্যবনশ্চাত্রিগোত্রশ্চ কণ্বশ্চৈব জতুঃ ক্রতুঃ॥ ১৮॥
বীতিহোত্রঃ সুমন্তুশ্চ যজ্ঞদত্তোঽথ বৎসলঃ।
রাশাসনঃ কহোড়শ্চ যবক্রীর্যজ্ঞকৃৎ ক্রতুঃ॥ ১৯॥
এতে চান্যে চ মুনয়ো ভারদ্বাজাদয়ঃ শুভাঃ।
বেদপাঠযুতাঃ সর্ব্বে সংস্থিতাশ্চাশ্রমে স্থিতাঃ॥ ২০॥
দাসীভিঃ সহিতা তত্র যাজ্ঞসেনী স্থিতা মুনে!।
আশ্রমে চারুসর্ব্বাঙ্গী নির্ভয়া মুনিসংবৃতে॥ ২১॥
পার্থা মৃগানুগাস্তাবৎ প্রযাতাশ্চ বনাদ্বনম্।
ধনুর্ব্বাণধরা বীরাঃ পঞ্চৈব শত্রুতাপনাঃ॥ ২২॥

বালো বালকঃ পুত্রো যস্যা এতেন রক্ষকাভাবত্বং সূচিতম্॥ ১৩—২০॥)

অত্যন্ত দুঃখিত ও ত্রাসযুক্ত হইলেন এবং অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিতে লাগিলেন, ঋষিবর! যুধাজিৎ এখানে সসৈন্যে আগমন করিতেছেন, আমি এখন কি করি এবং কোথায় বা যাই॥ ১৩—১৪॥ তিনি আমার পিতাকে নিহত করিয়া আপন দৌহিত্রকে রাজা করিয়াছেন, তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া আমার এই শৈশব পুত্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে এখানে আগমন করিতেছেন॥ ১৫॥ প্রভো! আমি শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে পাণ্ডবগণ বন গমন করিয়া মুনিগণের পবিত্র আশ্রমে দ্রৌপদীর সহিত বাস করিয়াছিলেন, একদিন তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতায় একেবারেই মৃগয়া করিতে গমন করিলে, পাঞ্চালরাজতনয়া দ্রৌপদী, বেদপাঠে নিরত ধৌম্য, অত্রি, গালব, পৈল, জাবালি, গৌতম, ভৃগু, চ্যবন, অত্রিগোত্র কণ্ব, জতু, ক্রতু, বীতিহোত্র, সুমন্তু, যজ্ঞদত্ত, বৎসল, রাশাসন, কহোড়, যবক্রী, যজ্ঞকৃৎ ও ক্রতু এবং অন্যান্য পুণ্যাত্মা ও মহাত্মা

তাবৎ সিন্ধুপতিঃ শ্রীমান্মার্গস্থো বলসংযুতঃ।
আগতশ্চাশ্রমাভ্যাসে শ্রুত্বা তু নিগমধ্বনিম্‌॥ ২৩॥
শ্রুত্বা বেদধ্বনিং রাজা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্‌।
উত্ততার রথাত্তূর্ণং দর্শনাকাঙ্ক্ষয়া নৃপঃ॥ ২৪॥
যদা নিরগমত্তত্র ভৃত্যদ্বয়সমন্বিতঃ।
বেদপাঠযুতান্‌ বীক্ষ্য মুনীনুদ্যমসংস্থিতঃ॥ ২৫॥
কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্বামিন্‌! সংস্থিতোঽথ জয়দ্রথঃ।
আশ্রমে মুনিভির্জুষ্টে ভূপতিঃ সংবিবেশ হ॥ ২৬॥
তত্রোপবিষ্টং রাজানং দ্রষ্টুকামাঃ স্ত্রিয়স্তদা।
আযযুর্ম্মুনিভার্য্যাশ্চ কোঽয়মিত্যব্রুবন্নৃপম্‌॥ ২৭॥
তাসাং মধ্যে বরারোহা যাজ্ঞসেনী সমাগতা।
জয়দ্রথেন দৃষ্টা সা রূপেণ শ্রীরিবাপরা॥ ২৮॥
তাং বিলোক্যাসিতাপাঙ্গীং দেবকন্যামিবাপরাম্‌।
পপ্রচ্ছ নৃপতির্ধৌম্যং কেয়ং শ্যামা বরাননা॥ ২৯॥

বলাভিধং নিষাদাধিপতিং শৃঙ্গবেরপুরাধিপং দুর্দ্দর্শাখ্যং পুরস্কৃত্য রাজাগাদিত্যর্থঃ॥২১-২৫॥

ভারদ্বাজাদি ঋষিগণে পরিপূর্ণ সেই আশ্রমে দাসীগণের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥ ১৬—২১॥ এদিকে শত্রুবিনাশন মহাবীর পার্থগণ যখন ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক মৃগগণের অনুসরণ করিয়া বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীমান্‌ সিন্ধুপতি জয়দ্রথ সৈন্যসহিত আশ্রমমার্গে গমন করিতে করিতে, বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া আশ্রম সন্নিধানে আগমন করিলেন॥ ২২—২৩॥ সেই নরপতি পবিত্রাত্মা মহর্ষিগণের বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত সত্বর রথ হইতে অবতরণ করিলেন॥ ২৪॥ তখন তিনি দুইটিমাত্র ভৃত্য সঙ্গে করিয়া মুনিগণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বেদপাঠে নিরত অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবসর প্রতীক্ষায় অবস্থিত রহিলেন। প্রভো! রাজা জয়দ্রথ এইরূপে মুনিগণের আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলে পর মুনিপত্নীগণ, এ ব্যক্তি কে, ইহা জিজ্ঞাসা করত সেই রাজাকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন॥ ২৫—২৭॥ তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যাঙ্গী যাজ্ঞসেনীও আগমন করিলে জয়দ্রথ দ্বিতীয়া কমলার ন্যায় তাঁহাকে দর্শন করিলেন॥ ২৮॥ জয়দ্রথ দেবকন্যার ন্যায় কান্তিমতী সেই অসিতাপাঙ্গী রাজতনয়ারে দর্শন করিয়া মহর্ষি ধৌম্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌম্য! মনোরমা শ্যামা ও কমলাননা এই অঙ্গনা কে? ইনি কাহার ভার্য্যা বা কাহার তনয়া, ইহাঁর নামই বা কি? আহা! ইহার রূপলাবণ্য দর্শনে বোধ হয় যেন

ভার্য্যা কস্য সুতা কস্য নাম্না কা বরবর্ণিনী ।
রূপলাবণ্যসংযুক্তা শচীব বসুধাং গতা ॥ ৩০ ॥
বর্ব্বূরবনমধ্যস্থা লবঙ্গলতিকা যথা ।
রাক্ষসীবৃন্দগা নূনং রম্ভেবাভাতি ভামিনী ॥ ৩১ ॥
সত্যং বদ মহাভাগ ! কস্যেয়ং বল্লভাবলা ।
রাজপত্নী বচাভাতি নৈষা মুনিবধূর্দ্বিজ ! ॥ ৩২ ॥

ধৌম্য উবাচ ।

পাণ্ডবানাং প্রিয়া ভার্য্যা দ্রৌপদী শুভলক্ষণা ।
পাঞ্চালী সিন্ধুরাজেন্দ্র ! বসত্যত্র বরাশ্রমে ॥ ৩৩ ॥

জয়দ্রথ উবাচ ।

ক্ব গতাঃ পাণ্ডবাঃ পঞ্চ শূরাঃ সম্প্রতি বিশ্রুতাঃ ।
বসন্ত্যত্র বনে বীরা বীতশোকা মহাবলাঃ ॥ ৩৪ ॥

ধৌম্য উবাচ ।

মৃগয়ার্থং গতাঃ পঞ্চ পাণ্ডবা রথসংস্থিতাঃ ।
আগমিষ্যন্তি মধ্যাহ্নে মৃগানাদায় পার্থিবাঃ ॥ ৩৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য উদতিষ্ঠদসৌ নৃপঃ ।
দ্রৌপদীসন্নিধৌ গত্বা প্রণম্যেদমুবাচ হ ॥ ৩৬ ॥

স্বামিন্ ! হে ভারদ্বাজ ! ॥ ২৬—২৭ ॥
(তাসাং মুনিপত্নীনাম্ । যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী ॥ ২৮—৩০ ॥)
বর্ব্বূরাঃ কণ্টকবৃক্ষাঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥

শচীদেবী অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২৯—৩০ ॥ এই ভামিনী কণ্টক বৃক্ষের মধ্যস্থিত লবঙ্গলতিকার ন্যায় এবং রাক্ষসী বৃন্দের মধ্যগতা রম্ভার ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৩১ ॥ মহাভাগ ! আপনি সত্য করিয়া বলুন এই অবলা কাহার প্রেয়সী ? হে দ্বিজ ! আমার বোধ হইতেছে ইনি মুনিবধূ নহেন কোনও রাজার বনিতা হইবেন ॥ ৩২ ॥

ধৌম্য কহিলেন, সিন্ধুরাজ ! এই শুভলক্ষণা অঙ্গনা, পাঞ্চালরাজার তনয়া দ্রৌপদী, ইনি পাণ্ডবগণের ভার্য্যা, এক্ষণে এই পবিত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

জয়দ্রথ কহিলেন, সেই সর্ব্বত্র বিখ্যাত শৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন মহাবল পাণ্ডবগণ এক্ষণে কোথায় গিয়াছেন, তাহারা বিগত শোক হইয়া এই বনেই কি বাস করিতেছেন ? ॥ ৩৪ ॥

ধৌম্য কহিলেন, সিন্ধুরাজ ! পঞ্চ পাণ্ডুপুত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন, তাহারা মধ্যাহ্ন সময়ে মৃগ লইয়া আগমন করিবেন ॥ ৩৫ ॥ মুনিবরের সেই

কুশলন্তে বরারোহে! ক গতাঃ পতয়শ্চ তে।
একাদশ গতান্যদ্য বর্ষাণি চ বনে কিল ॥ ৩৭ ॥
দ্রৌপদী তু তদোবাচ স্বস্তি তেঽস্তু নৃপাত্মজ!।
বিশ্রমস্বাশ্রমাভ্যাসে ক্ষণাদায়াস্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ৩৮ ॥
এবং ব্রুবন্ত্যাং তস্যাস্তু লোভাবিষ্টঃ স ভূপতিঃ।
জহার দ্রৌপদীং বীরোঽনাদৃত্য মুনিসত্তমান্ ॥ ৩৯ ॥
কস্যচিন্নৈব বিশ্বাসঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ।
কুর্ব্বন্ দুঃখমবাপ্নোতি দৃষ্টান্তস্তত্র বৈ বলিঃ ॥ ৪০ ॥
বিরোচনসুতঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মিষ্ঠঃ সত্যসঙ্গরঃ।
যজ্ঞকর্ত্তা চ দাতা চ শরণ্যঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ৪১ ॥
নাধর্ম্মে নিরতঃ কাপি প্রহ্লাদস্য চ পৌত্রকঃ।
একোনশতযজ্ঞান্ বৈ স চকার সদক্ষিণান্ ॥ ৪২ ॥
সত্ত্বমূর্ত্তিঃ সদা বিষ্ণুঃ সেব্যঃ স যোগিনামপি।
নির্ব্বিকারোঽপি ভগবান্ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৩ ॥

(বনে বসতাং পাণ্ডবানাং একাদশ বর্ষাণি গতানি। অতঃ পাণ্ডবা হি অতিদুর্ভাগ্যা ইতি সূচিতম্ ॥ ৩৭—৩৯ ॥
লোভাক্রষ্টঃ কোঽপি ন বিশ্বসনীয় ইত্যত আহ কস্যচিন্নৈবেতি ॥ ৪০—৪৮ ॥)

বাক্য শ্রবণে সিন্ধুরাজ উঠিয়া দ্রৌপদীর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন, বর-বর্ণিনি! আপনার মঙ্গল ত? আপনার বল্লভগণ কোথায় গমন করিয়াছেন? অদ্য একাদশ বৎসর গত হইল আপনারা বনমধ্যে বাস করিতেছেন ॥৩৬—৩৭॥ তখন দ্রৌপদী কহিলেন, রাজপুত্র! তোমার মঙ্গল হউক তুমি আশ্রম সন্নিধানে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর পাণ্ডবগণ এখনি আগমন করিবেন ॥ ৩৮ ॥ পাঞ্চালী এই কথা বলিলে সেই বীর্য্যবান্ রাজা লোভাবিষ্ট হইয়া মুনিসত্তমগণকে অনাদর করত দ্রৌপদীকে হরণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ প্রভো! কাহার প্রতি কোনও প্রকারে বিশ্বাস করা বুধগণের কর্ত্তব্য নহে, যদি কেহ কখন করেন তবে তিনি অবশ্যই দুঃখে পতিত হইবেন, বলিরাজাই এই বিষয়ের প্রবল দৃষ্টান্তস্থল। বিরোচনের পুত্র শ্রীমান্ ধর্ম্মনিরত, যজ্ঞকর্ত্তা, দাতা, শরণ্য সাধুজনের সম্মত এবং মহাযোদ্ধা ছিলেন, তাহার মন কখন অধর্ম্ম পথে গমন করিত না, তিনি নবনবতি সংখ্যক সদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪০—৪২ ॥ কিন্তু, যোগিগণ সততই যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন সেই সত্ত্বমূর্ত্তি নির্ব্বিকার ভগবান্ বিষ্ণু, দেবতাদিগের কার্য্য সাধনার্থ, কপট বামনরূপে কশ্যপ ঋষি হইতে উৎপন্ন হইয়া, ছলপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য এবং সসাগরা পৃথিবী হরণ

কশ্যপাচ্চ সমুদ্ভূতো বিষ্ণুঃ কপটবামনঃ।
রাজ্যঞ্ছলেন হৃতবান্ মহীঞ্চৈব সসাগরাম্ ॥ ৪৪ ॥
সোঽভবৎ সত্যবাগ্রাজা বলির্বৈরোচনিস্তদা।
কপটং কৃতবান্ বিষ্ণুরিন্দ্রার্থে তু ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪৫ ॥
অন্যঃ কিং ন করোত্যেবং কৃতং বৈ সত্ত্বমূর্ত্তিনা।
বামনং রূপমাস্থায় যজ্ঞপাতং* চিকীর্ষতা ॥ ৪৬ ॥
ন চ বিশ্বসিতব্যং বৈ কদাচিৎ কেনচিত্তথা।
লোভশ্চেতসি চেৎ স্বামিন্! কীদৃক্ পাপকৃতং ভয়ম্ ॥ ৪৭ ॥
লোভাহতাঃ প্রকুর্ব্বন্তি পাপানি প্রাণিনঃ কিল।
পরলোকাদ্ভয়ং নাস্তি কস্যচিৎ কর্হিচিন্মুনে! ॥ ৪৮ ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা পরস্বাদানহেতুতঃ।
প্রপতন্তি নরাঃ সম্যগ্ লোভোপহতচেতসঃ ॥ ৪৯ ॥
দেবানারাধ্য সততং বাঞ্ছন্তি চ ধনং নরাঃ।
ন দেবাস্তৎ করে কৃত্বা সমর্থা দাতুমঞ্জসা ॥ ৫০ ॥
অন্যস্মানীয় তে বিত্তং প্রযচ্ছন্তি মনীষিতম্।
বাণিজ্যেনাথ দানেন চৌর্য্যেণাপি বলেন বা ॥ ৫১ ॥

প্রপতন্তি নরকে ইতি শেষঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

করিয়াছিলেন ॥ ৪৩—৪৪ ॥ প্রভো! আমি শ্রবণ করিয়াছি সেই বিরোচনতনয় সদাশয় রাজা, অঙ্গীকৃত প্রদানপুরঃসর সত্যবাদী হইয়াছিলেন, কিন্তু বিষ্ণু কপটাচার করিয়া ইন্দ্রের অভীষ্ট সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥ যজ্ঞ ব্যাঘাত করিবার বাসনায় বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক সত্ত্বমূর্ত্তি বিষ্ণুই যদি এরূপ কার্য্য করিলেন, তবে অন্য প্রাকৃত ব্যক্তি যে সেইরূপ কার্য্য করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ॥ ৪৬ ॥ অতএব কোনও প্রকারে কদাচিৎ কাহাকেও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে, প্রভো! যাহার চিত্তে লোভ বিদ্যমান রহিল, তাহার আবার পাপের ভয় কি? ॥ ৪৭ ॥ মুনিবর! প্রাণিগণ লোভে আবিষ্ট হইয়াই পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে কখন কাহারও পরলোকে ইষ্টানিষ্টের ভয় হয় না। মানবগণ লোভ হেতু সম্যক্‌রূপে অভিভূতচিত্ত হইয়া বাক্য, কর্ম্ম ও মানস দ্বারা পরস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক পাতিত্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮—৪৯ ॥ দেখুন, নরগণ নিয়তই দেবতার আরাধনা করিয়া ধন কামনা করে, কিন্তু দেবতাগণ তাহা হস্ত দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতে সমর্থ হন না,

---

* পক্ষপাতং ইতি বা পাঠঃ।

বিক্রয়ার্থং গৃহীত্বা চ ধান্যবস্ত্রাদিকং বহু।
দেবানর্চ্চয়তে বৈশ্যো মহর্দ্ধির্মে ভবেদিতি ॥ ৫২ ॥
অত্র কিং পরবিত্তেচ্ছা বাণিজ্যে ন পরন্তপ!।
গ্রহণকালে সম্প্রাপ্তে মহার্ঘঞ্চাপি কাঙ্ক্ষতি ॥ ৫৩ ॥
এবং হি প্রাণিনঃ সর্ব্বে পরস্বাদানতৎপরাঃ।
বর্ত্তন্তে সততং ব্রহ্মন্! বিশ্বাসঃ কীদৃশঃ পুনঃ ॥ ৫৪ ॥
বৃথা তীর্থং বৃথা দানং বৃথাধ্যয়নমেব চ।
লোভমোহবৃতানাং বৈ কৃতং তদকৃতং ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥
তস্মাদেনং মহাভাগ! বিসর্জ্জয় গৃহং প্রতি।
সপুত্ত্রাহং বসিষ্যামি জানকীব দ্বিজোত্তম! ॥ ৫৬ ॥
ইত্যুক্তোঽসৌ মুনিস্তাবদ্গত্বা যুধাজিতং নৃপম্।
উবাচ বচনং রাজ্ঞে ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৭ ॥

সর্ব্বো ব্যবহারো লোভমূলক এবেতি দর্শয়তি অন্যস্থানীয় তে ইতি। তে দেবা অন্যস্য পুরুষস্য বিত্তমানীয় তেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি মনীষিতং ধনং বাণিজ্যাদিব্যবহারেণ বা তস্মাদ্দেবা অপি পরস্বাদানতৎপরা এবেত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

তাঁহারা ইহা বাণিজ্য, দান, চৌর্য্য বা বলাদি দ্বারা অন্যের নিকট হইতে আনয়ন পূর্ব্বক প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫০—৫১ ॥ বৈশ্যগণ বহুতর ধান্য বস্ত্রাদি বিক্রয়ের নিমিত্ত গ্রহণ পূর্ব্বক আমার মহৎ ঋদ্ধিলাভ হইবে ভাবিয়া দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥ হে সংযতাত্মন্! এই বাণিজ্য বিষয়ে কি পর ধন গ্রহণেচ্ছা নাই? অবশ্যই আছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদিগের নিকট হইতে লোকগণের যে সময় দ্রব্য ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় তখন তাহারা এই দ্রব্য মহার্ঘ হউক এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ হে তপোধন! এইরূপে সকল প্রাণিগণ পর ধন গ্রহণের নিমিত্ত তৎপর হয়, তবে তাহাদিগের প্রতি কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? ॥ ৫৪ ॥ যাহারা লোভ ও মোহে আচ্ছন্ন, তাহাদের তীর্থ পর্য্যটন, ধনাদি দান ও বেদাদি অধ্যয়ন সমস্তই বিফল হয়, যদিও তাহারা তীর্থাদি করিয়া থাকেন, তথাপি তৎসমস্তই অকৃতের ন্যায় হইয়া যায় ॥ ৫৫ ॥ অতএব হে মহাভাগ! আপনি যুধাজিৎকে গৃহের প্রতি প্রতিনিবৃত্ত করুন, তাহা হইলে আমি পুত্ত্রের সহিত এই স্থানে জানকীর ন্যায় অবস্থিতি করিব ॥ ৫৬ ॥

মনোরমা এইরূপ নিবেদন করিলে তেজঃশালী মহর্ষি ভারদ্বাজ যুধাজিতের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি নিজপুরে অথবা যথা ইচ্ছা গমন কর, মনোরমার পুত্ত্র

গচ্ছ রাজন্ ! যথাকামং স্বপুরং নৃপসত্তম ! ।
নেয়ং মনোরমাভ্যেতি বালপুত্রা সুদুঃখিতা ॥ ৫৮ ॥

যুধাজিদুবাচ ।

মুনে ! মুঞ্চ হঠং সৌম্য ! বিসর্জ্জয় মনোরমাম্ ।
ন চ যাস্যাম্যহং মুক্ত্বা নেষ্যাম্যদ্য বলাৎ পুনঃ ॥ ৫৯ ॥

ঋষিরুবাচ ।

নয়স্ব যদি শক্তিস্তে বলেনাদ্য মমাশ্রমাৎ ।
বিশ্বামিত্রো যথা ধেনুং বশিষ্ঠস্য মুনেঃ পুরা ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শনহননেচ্ছয়া যুধাজিতো ভারদ্বাজাশ্রমগমনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

গ্রহণকাল ইতি । যস্মাদ্যাবৎপরিমিতং বার্দ্ধুষিকং গ্রাহ্যং তস্মাত্তদপেক্ষয়াধিকং কাঙ্ক্ষতি ॥ ৫৩—৫৯ ॥

বিশ্বামিত্র ইতি । স যথা নীতবাংস্তথা ত্বং নয় । তস্য গতিবত্তবাপি গতির্ভবিষ্যতীতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

বালক, সেই রাজদুহিতা অত্যন্ত দুঃখিত রহিয়াছে, অতএব সে এখন তোমার নিকট আসিতে পারিবে না ॥ ৫৭—৫৮ ॥

যুধাজিৎ কহিলেন, হে সৌম্য ! আপনি হঠকারিতা পরিত্যাগ করিয়া মনোরমাকে প্রদান করুন ; আমি তাহাকে কখনই ছাড়িয়া যাইব না, যদি সহজে প্রদান না করেন, তাহা হইলে আমি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব ॥ ৫৯ ॥ ঋষি কহিলেন, মহারাজ ! যদি তোমার শক্তি থাকে তবে, পূর্ব্বে যেমন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রম হইতে ধেনু হরণ করিয়াছিল, সেইরূপ তুমিও আমার আশ্রম হইতে বলপূর্ব্বক মনোরমাকে লইয়া যাও ॥ ৬০ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যকথনে সুদর্শনের হননেচ্ছায় যুধাজিতের ভারদ্বাজাশ্রমে গমন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য মুনেস্তত্রাবনীপতিঃ।
মন্ত্রিবৃদ্ধং সমাহূয় পপ্রচ্ছ তমতন্দ্রিতঃ॥ ১॥
কিং কর্ত্তব্যং সুবুদ্ধেঽত্র ময়াদ্য বদ সুব্রত!।
বলান্নয়ামি তাং কামং সপুত্রাঞ্চ সুভাষিণীম্*॥ ২॥
রিপুরল্পোঽপি নোপেক্ষ্যঃ সর্ব্বথা শুভমিচ্ছতা।
রাজযক্ষ্মেব সম্বৃদ্ধো মৃত্যবে পরিকল্পয়েৎ॥ ৩॥
নাত্র সৈন্যং ন যোদ্ধাস্তি যো মামত্র নিবারয়েৎ।
গৃহীত্বা হন্মি তং তত্র দৌহিত্রস্য রিপুং কিল॥ ৪॥
নিষ্কণ্টকং ভবেদ্রাজ্যং যতাম্যদ্য বলাদহম্।
হতে সুদর্শনে নূনং নির্ভয়োঽসৌ ভবেদিতি॥ ৫॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্গৈস্তু বিশ্বামিত্রকথোত্তরম্।
কামবীজস্য সম্প্রাপ্তী রাজপুত্রস্য কথ্যতে।

মুনিবাক্যশ্রবণোত্তরং রাজা যৎকৃতবাংস্তদাহ ইত্যাকর্ণ্যেতি। অবনীপতির্যুধাজিৎ॥১॥
স্বমতমাহ নয়ামি নেষ্যামি॥ ২—৩॥
হন্মি হনিষ্যামি॥ ৪॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা যুধাজিৎ মহর্ষির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার দৃঢ়তার কথা বুঝিতে পারিয়া শীঘ্রই প্রধান বৃদ্ধমন্ত্রিকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাবুদ্ধে! এখন আমার কর্ত্তব্য কি? আমি সেই সুভাষিণী মনোরমাকে পুত্রের সহিত বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে চাই, কারণ আত্মহিতাভিলাষী মানবগণ ক্ষুদ্র রিপুকেও উপেক্ষা করিবে না, যদি করে তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্র বৈরিও রাজযক্ষ্মার ন্যায় সম্যক্‌রূপে বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে॥ ১—৩॥ আর দেখুন, এস্থলে সৈন্যও নাই যোদ্ধাও নাই, অতএব আমাকে কেহই বাধা দিতে সমর্থ হইবে না, আমি যথেচ্ছরূপে দৌহিত্রশত্রুকে গ্রহণ করিয়া বিনাশ করিতে পারিব॥ ৪॥ অদ্য আমি তাহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে যত্ন করিব কারণ, সুদর্শন হত হইলে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইবে এবং আমার দৌহিত্রও নির্ভয় হইবে সন্দেহ নাই॥ ৫॥

---

* সপুত্রাঞ্চাপি ভামিনীম্। ইতি বা পাঠঃ।

প্রধান উবাচ।

সাহসং ন হি কর্ত্তব্যং শ্রুতং রাজন্মুনের্ব্বচঃ।
বিশ্বামিত্রস্য দৃষ্টান্তঃ কথিতস্তেন মারিষ! ॥ ৬ ॥
পুরা গাধিসুতঃ শ্রীমান্ বিশ্বামিত্রোঽতিবিশ্রুতঃ।
বিচরন্ স নৃপশ্রেষ্ঠো বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যগাৎ ॥ ৭ ॥
নমস্কৃত্য চ তং রাজা বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্।
উপবিষ্টো নৃপশ্রেষ্ঠো মুনিনা দত্তবিষ্টরঃ ॥ ৮ ॥
নিমন্ত্রিতো বশিষ্ঠেন ভোজনায় মহাত্মনা।
সসৈন্যশ্চ স্থিতো রাজা গাধিপুত্রো মহাযশাঃ ॥ ৯ ॥
নন্দিন্যাসাদিতং সর্ব্বং ভক্ষ্যভোজ্যাদিকঞ্চ যৎ।
ভুক্ত্বা রাজা সসৈন্যশ্চ বাঞ্ছিতং তত্র ভোজনম্ ॥ ১০ ॥
প্রতাপং তঞ্চ নন্দিন্যাঃ পরিজ্ঞায় স পার্থিবঃ।
যযাচে নন্দিনীং রাজা বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ১১ ॥

যতামি যত্নং করিষ্যামি ॥ ৫ ॥
রাজ্ঞো মতস্য শ্রবণান্তরং মন্ত্রী মুনিনা বিশ্বামিত্রস্য দৃষ্টান্ত উক্তস্তদভিপ্রায়মুপবর্ণ্য রাজানং সাহসান্নিবারয়তীত্যাহ সাহসমিতি ॥ ৬ ॥
দৃষ্টান্তমুপপাদয়ন্ দৃষ্টান্তোক্তেরভিপ্রায়মাহ পুরেতি। গাধিরাজস্য সুতঃ ॥ ৭ ॥
মুনিনা বশিষ্ঠেন ॥ ৮—৯ ॥
নন্দিন্যাসাদিতং নন্দিন্যা কামধুকন্যয়া স্বস্তনেভ্যো নিষ্কাশ্য দত্তং বাঞ্ছিতং যস্য যদপেক্ষিতং তৎ ॥ ১০—১১ ॥

মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আপনার সাহস করা কর্ত্তব্য নহে, আপনি ত মুনিবরের বাক্য শ্রবণ করিলেন; ইনি আপনাকে বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়াছেন ॥ ৬ ॥ মহারাজ! পূর্ব্বে গাধিরাজের পুত্র বিশ্বামিত্র অতি বিখ্যাত রাজা ছিলেন, একদিন সেই নৃপবর ভ্রমণ করিতে করিতে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭ ॥ প্রতাপান্বিত রাজা বিশ্বামিত্র তাঁহাকে প্রণাম করিলে ঋষিবর তাঁহাকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন, রাজাও তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর মহাত্মা বশিষ্ঠ, তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে সেই মহাযশা গাধিপুত্র সৈন্যগণের সহিত সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৯ ॥ বশিষ্ঠের নন্দিনী নামে একটি ধেনু ছিল, ঋষিবর তাঁহার দুগ্ধ হইতে সমস্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন, রাজা সমস্ত সৈন্যের সহিত সেই সুমিষ্ট ভোজনীয় দ্রব্য সকল ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং নন্দিনীর প্রভাব জানিতে পারিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের নিকট নন্দিনীকে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, মুনিবর! যে সকল

বিশ্বামিত্র উবাচ।

মুনে! ধেনুসহস্রং তে ঘটোঘ্নীনাং দদাম্যহম্।
নন্দিনীং দেহি মে ধেনুং প্রার্থয়ামি পরন্তপ! ॥ ১২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

হোমধেনুরিয়ং রাজন্ন দদামি কথঞ্চন।
সহস্রঞ্চাপি ধেনূনাং তবেদং তব তিষ্ঠতু ॥ ১৩ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

অযুতং বাথ লক্ষং বা দদামি মনসেপ্সিতম্।
দেহি মে নন্দিনীং সাধো! গ্রহীষ্যামি বলাদথ ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কামং গৃহাণ নৃপতে! বলাদদ্য যথারুচি।
নাহং দদামি তে রাজন্! স্বেচ্ছয়া নন্দিনীং গৃহাৎ ॥ ১৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা নৃপতির্ভৃত্যানাদিদেশ মহাবলান্।
নয়ধ্বং নন্দিনীং ধেনুং বলদর্পসুসংস্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥
তে ভৃত্যা জগৃহুর্ধেনুং হঠাদাক্রম্য যন্ত্রিতাম্।
বেপমানা মুনিং প্রাহ সুরভিঃ সাশ্রুলোচনা ॥ ১৭ ॥

ঘটোঘ্নীনাং ঘটবদূধো যাসাং গবাং তাসাং বহুদুগ্ধবতীনামিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১২ ॥
ন দদামি ন দাস্যামি। তবেদং তবৈব তিষ্ঠতু ॥ ১৩—১৪ ॥
গৃহান্নিষ্কাশ্যেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

ধেনুর আলান কলসের ন্যায় বৃহৎ আমি আপনাকে সেইরূপ সহস্র ধেনু প্রদান করিব, কিন্তু আমি প্রার্থনা করিতেছি এই নন্দিনী ধেনু আমাকে প্রদান করুন ॥ ১০-১২ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! এইটী আমার হোমধেনু, আমি ইহাকে কোনক্রমেই প্রদান করিতে পারি না, আপনার সহস্র ধেনু আপনারই থাকুক ॥ ১৩ ॥

বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে সাধুবর! আমি আপনাকে অযুত বা লক্ষ অথবা আপনার ইচ্ছামত ধেনু প্রদান করিব, আপনি আমাকে এই নন্দিনী ধেনুটী প্রদান করুন, আর যদি সহজে না দেন, তাহা হইলে আমি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিব ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! আপনার যেরূপ অভিরুচি, যেরূপ অভিলাষ, আপনি বলপূর্ব্বক সেই রূপেই গ্রহণ করুন, রাজন্! আমি আপন ইচ্ছানুসারে গৃহ হইতে নন্দিনীকে প্রদান করিতে পারিব না ॥ ১৫ ॥ মহারাজ! বশিষ্ঠের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বিশ্বামিত্র, বলশালী ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন তোমরা আপন বলদর্পে এই

মুনে ! ত্যজসি মাং কস্মাৎ কর্ষয়ন্তি সুযন্ত্রিতাম্* ।
মুনিস্তাং প্রত্যুবাচেদং ত্যজে নাহং সুদুগ্ধদে ! ॥ ১৮ ॥
বলান্নয়তি রাজাসৌ পূজিতোঽদ্য ময়া শুভে ! ।
কিং করোমি ন চেচ্ছামি ত্যক্তুং ত্বাং মনসা কিল ॥ ১৯ ॥
ইত্যুক্তা মুনিনা ধেনুঃ ক্রোধযুক্তা বভূব হ ।
হম্বারবং চকারাশু ক্রূরশব্দং সুদারুণম্ ॥ ২০ ॥
উদ্গতাস্তত্র দেহাত্তু দৈত্যা ঘোরতরাস্তদা ।
সায়ুধাস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি ব্রুবন্তঃ কবচাবৃতাঃ ॥ ২১ ॥
সৈন্যং সর্ব্বং হতং তৈস্তু নন্দিনী প্রতিমোচিতা ।
একাকী নির্গতো রাজা বিশ্বামিত্রোঽতিদুঃখিতঃ ॥ ২২ ॥
হন্ত পাপোঽতিদীনাত্মা নিন্দন্ ক্ষাত্রবলং মহৎ ।
ব্রাহ্মং বলং দুরারাধ্যং মত্বা তপসি সংস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥
তপ্ত্বা বহূনি বর্ষাণি তপো ঘোরং মহাবনে ।
ঋষিত্বং প্রাপ গাধেয়স্ত্যক্ত্বা ক্ষাত্রং বিধিং পুনঃ ॥ ২৪ ॥

যন্ত্রিতাং হস্তপাদাদিষু বদ্ধাম্ ॥ ১৭—১৯ ॥

ধেনুকে বন্ধন করিয়া লইয়া চল ॥ ১৬ ॥ ভৃত্যগণ এই আদেশ পাইয়া ধেনুকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে সুরভিনন্দিনী কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রুপূর্ণলোচনে মুনিবরকে কহিলেন ; তপোধন ! আমাকে কি পরিত্যাগ করিতেছেন, নতুবা ইহারা আমাকে বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিতেছে কেন ? মুনি কহিলেন, নন্দিনি ! তোমার দুগ্ধে আমার সমস্ত হোমকার্য্য সম্পন্ন হয় ; আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই। কল্যাণি ! আমি এই রাজাকে সম্মান পূর্ব্বক আতিথ্যাদি দ্বারা তোমার দুগ্ধে ভোজন করাইয়াছি, সেই জন্ত ইনি বলপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে তোমাকে লইয়া যাইতেছেন, আমি কি করিব, নন্দিনি ! তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা নাই ॥ ১৭—১৯॥ মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধেনু ক্রোধান্বিতা হইয়া ঘোরতর হম্বারব করিয়া উঠিলেন ॥ ২০ ॥ তখন তাঁহার দেহ হইতে সেই স্থানেই আয়ুধধারী কবচযুক্ত ঘোরতর দৈত্য সকল বহির্গত হইয়া কহিতে লাগিল, থাক্ থাক্ এখনিই প্রতিফল প্রদান করিতেছি ॥ ২১ ॥ অনন্তর, সেই দৈত্যগণ বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্যগণকেই বিনাশ করিল। রাজাও অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে একাকী সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২২ ॥ হায় ! সেই পাপমতি রাজা কাতর হইয়া অতিশয় দীনভাবে মহৎ ক্ষত্রিয় বলের নিন্দা করিলেন এবং ব্রহ্মবল অত্যন্ত দুর্লভ ভাবিয়া তপশ্চারণে প্রবৃত্ত

---

* কর্ষত্যদ্য সুসংস্থিতাম্ । ইতি বা পাঠঃ।

তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র ! মা কৃথা বৈরমদ্ভুতম্‌।
কুলনাশকরং নূনং তাপসৈঃ সহ সংযুগম্‌ ॥ ২৫ ॥
মুনিবর্য্যং ব্রজাদ্য ত্বং সমাশ্বাস্য তপোনিধিম্‌।
সুদর্শনোঽপি রাজেন্দ্র ! তিষ্ঠত্বত্র যথাসুখম্‌ ॥ ২৬ ॥
বালোঽয়ং নির্ধনঃ কিং তে করিষ্যতি নৃপাহিতম্‌।
বৃথা তে বৈরভাবোঽয়মনাথে দুর্ব্বলে শিশৌ ॥ ২৭ ॥
দয়া সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যা দৈবাধীনমিদং জগৎ।
ঈর্ষ্যয়া কিং নৃপশ্রেষ্ঠ ! যদ্ভাব্যং তদ্ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥
বজ্রং তৃণায়তে রাজন্‌ ! দৈবযোগান্ন সংশয়ঃ।
তৃণং বজ্রায়তে ক্বাপি সময়ে দৈবযোগতঃ ॥ ২৯ ॥
শশকো হন্তি শার্দ্দূলং মশকো বৈ যথা গজম্‌।
সাহসং মুঞ্চ মেধাবিন্‌ ! কুরু মে বচনং হিতম্‌ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য যুধাজিন্নৃপসত্তমঃ।
প্রণম্য তং মুনিং মূর্দ্ধ্না জগাম স্বপুরং নৃপঃ ॥ ৩১ ॥

হম্বেতি গবাং শব্দস্যানুকরণম্‌ ॥ ২০—২৪ ॥

তথা হে রাজন্মুনিনা দৃষ্টান্তো দত্তোঽয়ং তস্যেদং তাৎপর্য্যং ত্বয়াপি সাহসং ক্রিয়তে চেত্তবাপি তথৈবাবস্থা ভবিষ্যতীতি যস্মাদেবং তস্মাদিত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ২৫—৩২ ॥

হইলেন ॥ ২৩ ॥ গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র মহাবনে অবস্থিতি করিয়া বহুকাল ঘোরতর তপস্যা করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষিধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

অতএব রাজেন্দ্র ! আপনিও কদাচ তাপসদিগের সহিত কুলবিনাশকর এবং ঘোরতর শত্রুতাজনক সমর করিবেন না ॥ ২৫ ॥ আপনি মুনিবরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া এক্ষণে গৃহে গমন করুন। সুদর্শনও এইস্থানে যথাসুখে অবস্থিতি করুক ॥ ২৬ ॥ রাজন্‌ ! এই বালক নির্ধন, এ আপনার কি অপকার করিবে? এই অনাথ, দুর্ব্বল, শিশুর প্রতি আপনার শত্রুতাভাব প্রকাশ করা বিফল ॥ ২৭ ॥ এই জগৎ দৈবের অধীন, অতএব সর্ব্বত্রই দয়া করা কর্ত্তব্য ; নৃপবর ! ঈর্ষ্যা করিয়া কি হইবে ? যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই ঘটিবে ॥ ২৮ ॥ রাজন্‌ ! দৈবযোগে কখন বজ্রও তৃণতুল্য এবং তৃণও বজ্রতুল্য হইয়া থাকে ॥২৯॥ মহারাজ ! আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান্‌, বিবেচনা করিয়া দেখুন, দৈবযোগে শশকও শার্দ্দূলরাজকে এবং মশকও গজরাজকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় ; অতএব, আপনি সাহস পরিত্যাগ করিয়া মদুক্ত হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ৩০ ॥

মনোরমাপি স্বস্থাভূদাশ্রমে তত্র সংস্থিতা।
পালয়ামাস পুত্ত্রস্তং সুদর্শনমৃতব্রতম্ ॥ ৩২ ॥
দিনে দিনে কুমারোঽসৌ জগামোপচয়ং ততঃ।
মুনিবালগতঃ ক্রীড়ন্নির্ভয়ঃ সর্ব্বতঃ শুভঃ ॥ ৩৩ ॥
একস্মিন্ সময়ে তত্র বিদল্লং সমুপাগতম্।
ক্লীবেতি মুনিপুত্ত্রস্তমামন্ত্রয়ত্তদন্তিকে ॥ ৩৪ ॥
সুদর্শনস্তু তচ্ছ্রুত্বা দধারৈকাক্ষরং স্ফুটম্।
অনুস্বারাযুতং তচ্চ প্রোবাচাতি পুনঃপুনঃ ॥ ৩৫ ॥
বীজং বৈ কামরাজাখ্যং গৃহীতং মনসা তদা।
জজাপ বালকোঽত্যর্থং ধৃত্বা চেতসি সাদরম্ ॥ ৩৬ ॥
ভাবিযোগান্মহারাজ! কামরাজাখ্যমদ্ভুতম্।
স্বভাবেনৈব তেনেত্থং গৃহীতং বালকেন বৈ ॥ ৩৭ ॥
তদাসৌ পঞ্চমে বর্ষে প্রাপ্য মন্ত্রমনুত্তমম্।
ঋষিচ্ছন্দোবিহীনঞ্চ ধ্যানং ন্যাসবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৮ ॥

উপচয়ং বৃদ্ধিম্ ॥ ৩৩ ॥

একস্মিন্নিতি। কংস্মিশ্চিৎ সময়ে বিদল্লং মন্ত্রিণং মুনিপুত্ত্রো হাস্যবশাৎ ক্লীবেতি নাম্নামন্ত্রয়ৎ ॥ ৩৪ ॥

সুদর্শনস্থিতি। তদ্বাক্যং সুদর্শনঃ শ্রুত্বা তস্য নাম্ন আদ্যমেকাক্ষরং প্রারব্ধবশাদনুস্বারাযুতমনুস্বারেণ বিহীনমপি চিত্তে দধার স্থাপয়ামাস পুনঃপুনঃ প্রোবাচ জজাপ চেত্যর্থঃ।

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! নৃপসত্তম যুধাজিৎ মন্ত্রিবরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনতমস্তকে মুনিবরের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিজ নগরীতে গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥ মনোরমাও সুস্থচিত্তে সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ব্রতনিরত সুদর্শনকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ সেই প্রিয়দর্শন রাজকুমার দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তথায় মুনিবালকগণের সহিত মিলিত হইয়া নির্ভয়ে সর্ব্বত্র ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥ একদিন বিদল্লমন্ত্রী সেই স্থানে উপস্থিত হইলে মুনিবালকগণ আমোদ করিয়া সুদর্শনের সন্নিধানে তাঁহাকে "ক্লীব ক্লীব" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ সুদর্শন সেই ক্লীব শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে একাক্ষর "ক্লী" এই শব্দ ধরিয়া লইল এবং অনুস্বার বর্জ্জিত সেই কামরাজাখ্য বীজ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥ তখন রাজপুত্র সেই কামরাজাখ্য বীজ গ্রহণ করিয়া সাদরে মনে মনে নিরন্তর জপ করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ মহারাজ! ভবিতব্যতার বলবত্তা হেতু বালক সুদর্শন এই প্রকারে কামরাজ নামক অদ্ভুত বীজমন্ত্র স্বীয় স্বভাব দ্বারাই গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

প্রজপন্মনসা নিত্যং ক্রীড়ত্যপি স্বপিত্যপি।
বিসস্মার ন তং মন্ত্রং জ্ঞাত্বা সারমিতি স্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
বর্ষে চৈকাদশে প্রাপ্তে কুমারোঽসৌ নৃপাত্মজঃ।
মুনিনা চোপনীতোঽথ বেদমধ্যাপিতস্তথা ॥ ৪০ ॥
ধনুর্ব্বেদং তথা সাঙ্গং নীতিশাস্ত্রং বিধানতঃ।
অভ্যস্তা সকলা বিদ্যা তেন মন্ত্রবলাদিব ॥ ৪১ ॥
কদাচিৎ সোঽপি প্রত্যক্ষং দেবীরূপং দদর্শ হ।
রক্তাম্বরং রক্তবর্ণং রক্তসর্ব্বাঙ্গভূষণম্ ॥ ৪২ ॥
গরুড়ে বাহনে সংস্থাং বৈষ্ণবীং শক্তিমদ্ভুতাম্।
দৃষ্ট্বা প্রসন্নবদনঃ স বভূব নৃপাত্মজঃ ॥ ৪৩ ॥
বনে তস্মিন্ স্থিতঃ সোঽথ সর্ব্ববিদ্যার্থতত্ত্ববিৎ।
মাতরং সেবমানস্তু বিজহার নদীতটে ॥ ৪৪ ॥
শরাসনঞ্চ সম্প্রাপ্তং বিশিখাশ্চ শিলাশিতাঃ।
তূণীরং কবচং তস্মৈ দত্তং চাম্বিকয়া বনে ॥ ৪৫ ॥
এতস্মিন্ সময়ে পুত্রী কাশীরাজস্য সুপ্রিয়া।
নাম্না শশিকলা দিব্যা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৪৬ ॥

তেন বকারে উক্তেঽপ্যপাংশূচ্চারণাদ্বকারমশ্রুত্বা ক্লীত্যেব নাম চমৎকৃতমস্তীত্যভিপ্রায়েণ জজাপেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৪৯ ॥

রাজপুত্র পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে, ঋষি ও ছন্দোবিহীন ধ্যান ও ন্যাসবর্জ্জিত এই অত্যুত্তম মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদিন কি ক্রীড়াকালে কি শয়ন সময়ে সর্ব্বদাই ইহা মনে মনে জপ করিতে লাগিল; নিজে স্বভাবতই ইহাকে সার পদার্থ জানিয়া আর বিস্মৃত হইল না ॥ ৩৮—৩৯ ॥ নৃপনন্দন ক্রমে ক্রমে একাদশ বর্ষে উপনীত হইলে, মুনিবর তাহার উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। রাজপুত্রও সেই মন্ত্রবলে সাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ ও সমস্ত নীতিশাস্ত্র বিধি পূর্ব্বক অল্প দিনের মধ্যেই অধ্যয়ন করিয়া ফেলিল ॥ ৪০—৪১ ॥ একদিন সুদর্শন রক্তবর্ণ, রক্তবস্ত্রধারী ও রক্তবর্ণ ভূষণে বিভূষিত দেবীরূপ দর্শন করিল এবং গরুড়বাহনে অবস্থিত অদ্ভুত বৈষ্ণবীশক্তি সন্দর্শন করিয়া রাজকুমারের বদনপদ্ম বিকসিত হইয়া উঠিল ॥ ৪২—৪৩ ॥ অনন্তর বহুবিদ্যা-বিশারদ সুদর্শন সেই বনমধ্যে অবস্থিতি করিয়া জননীর সেবা করত নদীতটে বিহার করিয়া বেড়াইত ॥ ৪৪ ॥ একদিন, জগজ্জননী সেই ক্ষত্রিয় বালককে কানন মধ্যে শরাসন, শিলাশাণিত শর, তূণীর ও কবচ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

শুশ্রাব নৃপপুত্ত্রং তং বনস্থঞ্চ সুদর্শনম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং শূরং কামমিবাপরম্॥ ৪৭॥
বন্দীজনমুখাচ্ছ্রুত্বা রাজপুত্ত্রং সুসম্মতম্।
চকমে মনসা তং বৈ বরং বরয়িতুং ধিয়া॥ ৪৮॥
স্বপ্নে তস্যাঃ সমাগম্য জগদম্বা নিশান্তরে।
উবাচ বচনঞ্চেদং সমাশ্বাস্য সুসংস্থিতাম্॥ ৪৯॥
বরং বরয় সুশ্রোণি! মম ভক্তঃ সুদর্শনঃ।
সর্ব্বকামপ্রদস্তেঽস্তু বচনান্মম ভামিনি!॥ ৫০॥
এবং শশিকলা দৃষ্ট্বা স্বপ্নে রূপং মনোহরম্।
অম্বায়া বচনং স্মৃত্বা জহর্ষ ভৃশমানিনী॥ ৫১॥
উত্থিতা সা মুদা যুক্তা পৃষ্টা মাত্রা পুনঃপুনঃ।
প্রমোদকারণং বালা নোবাচাতিত্রপান্বিতা॥ ৫২॥
জহাস মুদমাপন্না স্মৃত্বা স্বপ্নং মুহুর্ম্মুহুঃ।
সখীং প্রাহ তদান্যাং বৈ স্বপ্নবৃত্তং সবিস্তরম্॥ ৫৩॥

বরং বরয় যত্তবেষ্টং তদ্বরয় প্রার্থয়। অথচ মম ভক্তঃ সুদর্শনস্তব কামপ্রদঃ পতিরস্তু মে বচনাৎ॥ ৫০—৫৫॥

মহারাজ! এই সময়ে সর্ব্বসুলক্ষণা অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী শশিকলা নাম্নী কাশী-রাজের প্রিয়তমা কন্যা, শ্রবণ করিলেন যে, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন শৌর্য্যসমন্বিত, দ্বিতীয় কন্দর্পের ন্যায় পরম সুন্দর রাজপুত্র সুদর্শন বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৪৬—৪৭॥ নৃপনন্দিনী স্তুতিপাঠকের মুখে সেই অভিমত রাজপুত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মনে মনে কামনা করিলেন এবং তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন॥৪৮॥ অনন্তর, একদিন যামিনীশেষে জগদম্বিকা রাজনন্দিনীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক স্বপ্নযোগে কহিলেন, নিতম্বিনি! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, সুদর্শন আমার ভক্ত, সে আমার বাক্যে তোমার সকল কামনাই পরিপূর্ণ করিবে॥ ৪৯—৫০॥ মানিনী শশিকলা এইরূপে স্বপ্নযোগে জগদম্বিকার মনোহর রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার মধুর বচন স্মরণ করিতে করিতে আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন॥৫১॥ অনন্তর, রাজবালা প্রফুল্লবদনে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, তাঁহার জননী তাঁহার হর্ষ সন্দর্শনে আন্তরিক সন্তোষের অনুমান করিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও শশিকলা লজ্জাপ্রযুক্ত আমোদের কারণ প্রকাশ করিলেন না॥৫২॥ তিনি স্বপ্ন স্মরণে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া পুনঃ পুনঃ হাস্য করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে এক সখীর নিকট এই বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করিয়াছিলেন॥ ৫৩॥

কদাচিৎ সা বিহারার্থমবাপোপবনং শুভম্।
সখীযুক্তা বিশালাক্ষী চম্পকৈরুপশোভিতম্ ॥ ৫৪ ॥
পুষ্পাণি চিন্বতী বালা চম্পকাধঃস্থিতাবলা।
অপশ্যদ্ব্রাহ্মণং মার্গে আগচ্ছন্তং ত্বরান্বিতম্ ॥ ৫৫ ॥
তং প্রণম্য দ্বিজং শ্যামা বভাষে মধুরং বচঃ।
কুতো দেশান্মহাভাগ! কৃতমাগমনং ত্বয়া ॥ ৫৬ ॥

দ্বিজ উবাচ।

ভারদ্বাজাশ্রমাদ্বালে! নূনমাগমনং মম।
জাতং বৈ কার্য্যযোগেন কিং পৃচ্ছসি বদস্ব মে ॥ ৫৭ ॥

শশিকলোবাচ।

তত্রাশ্রমে মহাভাগ! বর্ণনীয়ং কিমস্তি বৈ।
লোকাতিগং বিশেষেণ প্রেক্ষণীয়তমং কিল ॥ ৫৮ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ধ্রুবসন্ধিসুতঃ শ্রীমানাস্তে সুদর্শনো নৃপঃ।
যথার্থনামা সুশ্রোণি! বর্ত্ততে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৯ ॥
তস্য লোচনমত্যন্তং নিষ্ফলং প্রতিভাতি মে।
যেন দৃষ্টো ন বামোরু! কুমারস্তু সুদর্শনঃ ॥ ৬০ ॥

(তমিতি শ্যামা পারিভাষিকোক্তলক্ষণা উত্তমা স্ত্রী। তদুক্তং, শীতকালে ভবেদুষ্ণা উষ্ণকালে চ শীতলা। সর্ব্বাঙ্গেষনবদ্যাঙ্গী সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা ইতি ॥ ৫৬—৬০ ॥)

কোন সময়ে সেই বিশালাক্ষী শশিকলা বিহারার্থ সখীর সহিত চম্পক শোভিত এক মনোহর উপবনে গমন করেন ॥ ৫৪ ॥ রাজবালা চম্পকতলে অবস্থিত হইয়া পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে আগমন করিতেছেন দেখিতে পাইলেন ॥ ৫৫ ॥ সর্ব্বসুলক্ষণা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রিয় সম্ভাষণে কহিলেন, মহাভাগ! আপনি কোন্‌দেশ হইতে আগমন করিতেছেন? ॥ ৫৬ ॥ ব্রাহ্মণ বলিলেন, বালিকে! আমি কার্য্যবশতঃ ভারদ্বাজ মুনির আশ্রম হইতে আসিতেছি, তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতেছ বল ॥ ৫৭ ॥

শশিকলা কহিলেন, মহাভাগ! সেই আশ্রমে অলৌকিক ও বর্ণনীয়, বিশেষতঃ দেখিতে অতি সুন্দর এমন কোন বস্তু আছে কি? ॥ ৫৮ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, নিতম্বিনি! সেখানে ধ্রুবসন্ধিনামক নরপতির পুত্র পুরুষমধ্যে পরমসুন্দর শ্রীমান্ সুদর্শন তথায় অবস্থিতি করিতেছেন ॥৫৯॥ হে বামোরু! যে ব্যক্তি রাজকুমার

একত্র নিহিতা ধাত্রা গুণাঃ সর্ব্বে সিসৃক্ষুণা।
গুণানামাকরং দ্রষ্টুং মন্যে তেনৈব কৌতুকাৎ॥ ৬১॥
তব যোগ্যঃ কুমারোঽসৌ ভর্ত্তা ভবিতুমর্হতি।
যোগোঽয়ং বিহিতোঽপ্যাসীন্মণিকাঞ্চনয়োরিব॥ ৬২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিশ্বামিত্রকথাকথনপূর্ব্বককামবীজপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

কৌতুকাৎ সর্ব্বগুণানামেকমাকরং দ্রষ্টুং তেনৈব বিধাত্রৈকস্মিন্ সুদর্শনে সর্ব্বে গুণা নিহিতা ইত্যহং মন্যে॥ ৬১—৬২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

সুদর্শনকে কখন দর্শন করে নাই, আমার বোধ হয় তাহার লোচনযুগল নিতান্তই নিষ্ফল॥ ৬০॥ হে কল্যাণি! আমার মনে হয় সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা যেন গুণ সমূহের আকর দেখিবার নিমিত্ত কৌতুকান্বিত হইয়া সমস্ত গুণকেই একাধারে রক্ষা করিয়াছেন॥ ৬১॥ শোভনে! অধিক আর কি বলিব সেই রাজকুমার তোমার পতি হইবারই একান্ত উপযুক্ত; আমি বিবেচনা করি বিধাতা নিশ্চয়ই মণিকাঞ্চনের ন্যায় তোমাদের মিলন স্থির করিয়া রাখিয়াছেন॥ ৬২॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-
বতের তৃতীয়স্কন্ধে বিশ্বামিত্র কথা ও রাজপুত্রের কামবীজ
প্রাপ্তি বর্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥
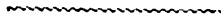
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা তদ্বচনং শ্যামা প্রেমযুক্তা বভূব হ।
প্রতস্থে ব্রাহ্মণস্তস্মাৎস্থানাদুক্ত্বা সমাহিতঃ ॥ ১ ॥
সা তু পূর্ব্বানুরাগাদ্ধে মগ্না প্রেম্নাতিচঞ্চলা।
কামবাণহতেবাস গতে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমে ॥ ২ ॥
অথ কামার্দ্দিতা প্রাহ সখীং ছন্দোঽনুবর্ত্তিনীম্।
বিকারশ্চ সমুৎপন্নো দেহে যচ্ছ্রবণাদনু ॥ ৩ ॥
অজ্ঞাতরসবিজ্ঞানং কুমারং কুলসম্ভবম্।
তুনোতি মদনঃ পাপঃ কিং করোমি ক্ব যামি চ ॥ ৪ ॥
স্বপ্নেষু বা ময়া দৃষ্টঃ পঞ্চবাণ ইবাপরঃ।
তপতে মে মনোঽত্যর্থং বিরহাকুলিতং মৃদু ॥ ৫ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎ পদ্যৈরথ নিজাং সুতাম্।
বিবাহয়িতুমুদ্যুক্তঃ কাশীরাজ ইতীর্য্যতে ॥

ইত্থং শশিকলাং সুদর্শনসমাচারং ব্রাহ্মণ উক্ত্বা গতবানিত্যাহ শ্রুত্বেতি ॥ ১—২ ॥
যচ্ছ্রবণাদনু দেহে বিকার উৎপন্ন ইতি সখীং প্রাহেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥
অজ্ঞাতং রসবিজ্ঞানং যস্য। এতস্য শৃঙ্গাররসবিজ্ঞানং লোকৈর্ন্ন জ্ঞাতমিত্যর্থঃ। অধুনৈব সম্প্রাপ্তযৌবন ইত্যর্থঃ ॥ ৪—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, সেই শ্যামা* নৃপনন্দিনী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রেমান্বিতা হইলেন এবং বিপ্রবরও সেই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১ ॥ রাজনন্দিনী পূর্ব্বাবধি সেই নৃপনন্দনের প্রতি অনুরাগ হেতু তদীয় প্রেমনিমগ্না এবং চঞ্চলাচিত্তা ছিলেন, এখন ঐ দ্বিজবর গমন করিলে তিনি কামবাণে আহত হইয়া পড়িলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর স্মরপীড়িতা শশিকলা ছন্দোনুবর্ত্তিনী প্রিয়সখীকে কহিলেন, সখি! আমার এখনও সেই সৎকুলজ রাজকুমারের রসজ্ঞান হয় নাই, তথাপি ব্রাহ্মণ মুখে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া দেহে ও মানসে কামবিকারের উদয় হইল। পাপ মদন আমাকে অত্যন্ত যাতনা প্রদান করিতেছে, বল সখি! এখন কি করি, কোথায় যাই? ॥ ৩—৪ ॥ প্রিয়সখি! আমি তাঁহাকে স্বপ্নযোগে দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় দর্শন করিয়াছি, তদবধি আমার কোমল মানস, তাঁহার বিরহে একান্ত আকুলিত হইয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে ॥ ৫ ॥

---

* যে নারী শীতকালে উষ্ণা ও উষ্ণকালে শীতলা এবং যাহার সর্ব্বাঙ্গ অনিন্দিত তাহাকে শ্যামা কহে।

চন্দনং দেহলগ্নং মে বিষবম্ভাতি ভামিনি ! ।
স্রগিয়ং সর্পবচ্চৈব চন্দ্রপাদাশ্চ বহ্নিবৎ ॥ ৬ ॥
ন চ হর্ম্ম্যে বনে শং মে দীর্ঘিকায়াং ন পর্ব্বতে ।
ন দিবা ন নিশায়াং বা ন সুখং সুখসাধনৈঃ ॥ ৭ ॥
ন শয্যা ন চ তাম্বূলং ন গীতং ন চ বাদনম্ ।
প্রীণয়ন্তি মনো মেঽদ্য ন তৃপ্তে মম লোচনে ॥ ৮ ॥
প্রয়াম্যদ্য বনে তত্র যত্রাসৌ বর্ত্ততে শঠঃ ।
ভীতাস্মি কুললজ্জায়াঃ পরতন্ত্রা পিতুস্তথা ॥ ৯ ॥
স্বয়ংবরং পিতা মেঽদ্য ন করোতি করোমি কিম্ ।
দাস্যামি রাজপুত্রায় কামং সুদর্শনায় বৈ ॥ ১০ ॥
সন্ত্যন্যে পৃথিবীপালাঃ শতশঃ সংভৃতর্দ্ধয়ঃ ।
রমণীয়া ন মে তেঽদ্য রাজ্যহীনোঽপ্যসৌ মতঃ ॥ ১১ ॥

শং কল্যাণং হর্ম্ম্যে গৃহে ন বনেঽপি ন দীর্ঘিকায়াং বাপ্যামপি ন ॥ ৭ ॥
ন প্রীণয়ন্তি এতে উপচারা ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥
শঠ ইত্যনেনাতিপ্রেমবিরহাকুলচিত্তত্বং সূচিতম্ । প্রয়ামি যাস্যামি পরন্তু কুললজ্জায়াঃ সকাশাদ্ভীতাস্মি তথাপি পিতুঃ পরতন্ত্রাস্মি ততো ন ময়া গন্তুং শক্যতে ইতিভাবঃ ॥ ৯ ॥
যদ্যদ্য মে সুদর্শনেনৈব বিবাহং করিষ্যতি তর্হি সুদর্শনায় রাজপুত্রায় কামং মৈথুনং দাস্যামি ॥ ১০ ॥
সন্ত্যন্যে ইতি । ন মে তে মতা ইতিশেষঃ ॥ ১১—১২ ॥

হে ভামিনি ! আমার এই দেহলগ্ন চন্দন বিষের ন্যায়, এই মালা ভুজঙ্গের ন্যায় এবং চন্দ্রকিরণ অনলের ন্যায় বোধ হইতেছে ॥ ৬ ॥ সখি ! কি প্রাসাদ, কি বন, কি দীর্ঘিকা-কি পর্ব্বত, কি দিবা, কি নিশা কিছুতেই আমার শান্তিলাভ হইতেছে না, সুখসাধন বস্তু সকল বিপরীত ভাব ধারণ পূর্ব্বক আমাকে নিয়ত দুঃখ প্রদান করিতেছে ॥৭॥ শয্যা, তাম্বূল, গীত, বাদ্য কিছুতেই আমার মন ও নয়ন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না ॥৮॥ সখি ! সেই বঞ্চক যে বনে অবস্থান করিতেছে আমি অদ্যই তথায় গমন করিতাম, কিন্তু পিতার ও কুল-লজ্জার অধীন বলিয়াই ভয় করিতেছি ॥ ৯ ॥ আমার পিতা এখনও স্বয়ংবর করিতেছেন না আমি কি করিব, যদি তিনি সুদর্শনের সহিত বিবাহ দিতেন তবে অদ্যই আমি সেই রাজ-কুমারকে আলিঙ্গন ও রতিদান করিতাম ॥ ১০ ॥ সখি ! দেখ দেখি বিধাতার কি আশ্চর্য্য লীলা ! অন্যান্য শত শত সমৃদ্ধিসম্পন্ন পৃথিবীপতি রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে রমণীয় বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না, কিন্তু সেই রাজপুত্র রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তিনি আমার মন হরণ করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ।

একাকী নির্ধনশ্চৈব বলহীনঃ সুদর্শনঃ।
বনবাসী ফলাহারস্তস্যাংশ্চিত্তে সুসংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥
বাগ্‌বীজস্য জপাৎ সিদ্ধিস্তস্যা এষাপ্যুপস্থিতা।
সোঽপি ধ্যানপরোঽত্যন্তং জজাপ মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১৩ ॥
স্বপ্নে পশ্যত্যসৌ দেবীং বিষ্ণুমায়ামখণ্ডিতাম্।
বিশ্বমাতরমব্যক্তাং সর্ব্বসম্পৎকরাম্বিকাম্ ॥ ১৪ ॥
শৃঙ্গবেরপুরাধ্যক্ষো নিষাদঃ সমুপেত্য তম্।
দদৌ রথবরং তস্মৈ সর্ব্বোপস্করসংযুতম্ ॥ ১৫ ॥
চতুর্ভিস্তুরগৈর্যুক্তং পতাকাবরমণ্ডিতম্।
জৈত্রং রাজসুতং জ্ঞাত্বা দদৌ চোপায়নং তদা ॥ ১৬ ॥
সোঽপি জগ্রাহ তং প্রীত্যা মিত্রত্বেন সুসংস্থিতম্।
বন্যৈর্মূলফলৈঃ সম্যগর্চ্চয়ামাস শম্বরম্ ॥ ১৭ ॥
কৃতাতিথ্যে গতে তস্মিন্নিষাদাধিপতৌ তদা।
মুনয়ঃ প্রীতিযুক্তাস্তে তমূচুস্তাপসা মিথঃ ॥ ১৮ ॥

তস্যাশ্চিত্তে সুসংস্থিত ইতি ইয়ং যা চিত্তস্থৈবংস্থিতিঃ সা বাগ্‌বীজস্য জপং করোতি যা শশিকলা তজ্জাপাদ্যা সিদ্ধিস্তস্যাঃ সকাশাদেবোপস্থিতা ॥ ১৩—১৫ ॥
জৈত্রং জয়কারিণম্ ॥ ১৬ ॥
তং রথমুপায়নভূতং জগ্রাহ মিত্রত্বেন স্থিতং শম্বরং নিষাদমর্চ্চয়ামাস ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, এইরূপে সেই অসহায়, বনবাসী, ফলমূলাহারী, ধনহীন ও বলবীর্য্য-বিহীন সুদর্শন সততই রাজতনয়ার মনোমন্দিরে বিরাজ করিতে লাগিল॥১২॥ শশিকলারও সরস্বতী-বীজমন্ত্র জপহেতু, এই রাজপুত্রে অনুরাগরূপ ফলসিদ্ধির সঞ্চার হইয়াছিল। সুদর্শন ধ্যানরত হইয়া অত্যুত্তম কামরাজ-মন্ত্র নিরন্তর জপ করিতে করিতে একদিন স্বপ্নযোগে সেই পূর্ণরূপা, বৈষ্ণবীশক্তি, অব্যক্তা সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী বিশ্বমাতা অম্বিকার দর্শন পাইয়াছিল ॥ ১৩—১৪ ॥ এই সময়ে শৃঙ্গবেরপুরের অধিপতি নিষাদরাজ সুদর্শনকে সমস্ত উপকরণ-সমন্বিত এক উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিবার মানসে ভারদ্বাজের পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিল। এই রথখানি অশ্ব-চতুষ্টয়যুক্ত, উত্তম পতাকায় সুশোভিত ও সর্ব্বত্র বিজয়শীল, অতএব ইহা এই রাজপুত্রের উপযুক্ত জানিয়া উপহার স্বরূপ তাহাকে প্রদান করিয়াছিল ॥ ১৫—১৬ ॥ সুদর্শনও মিত্রদত্ত সেই উত্তম রথ গ্রহণ করিয়া বনজাত ফলমূল দ্বারা নিষাদরাজের সম্যক্‌রূপে পূজা করিল ॥১৭॥ নিষাদপতি আতিথ্য গ্রহণান্তর গমন করিলে মুনিগণ ও তাপসগণ প্রীতিসহকারে কহিতে

রাজপুত্র ! ধ্রুবং রাজ্যং প্রাপ্স্যসি ত্বঞ্চ সর্ব্বথা।
স্বল্পৈরহোভিরব্যগ্রঃ প্রতাপান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥
প্রসন্না তেঽম্বিকা দেবী বরদা বিশ্বমোহিনী ॥
সহায়স্তু সুসম্পন্নো ন চিন্তাং কুরু সুব্রত ! ॥ ২০ ॥
মনোরমাং তথোচুস্তে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
পুত্রস্তেঽদ্য ধরাধীশো ভবিষ্যতি শুচিস্মিতে ! ॥ ২১ ॥
সা তানুবাচ তন্বঙ্গী বচনং বোঽস্তু সৎফলম্।
দাসোঽয়ং ভবতাং বিপ্রাঃ কিং চিত্রং সদুপাসনাৎ ॥ ২২ ॥
ন সৈন্যং সচিবাঃ কোশো ন সহায়শ্চ কশ্চন।
কেন যোগেন পুত্ত্রো মে রাজ্যং প্রাপ্তুমিহার্হতি ॥ ২৩ ॥
আশীর্ব্বাদৈশ্চ বো নূনং পুত্ত্রোঽয়ং মে মহীপতিঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো ভবন্তো মন্ত্রবিত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

রথারূঢ়ঃ স মেধাবী যত্র যাতি সুদর্শনঃ।
অক্ষৌহিণীসমাবৃত ইবাভাতি স তেজসা ॥ ২৫ ॥

তং রাজপুত্রম্ ॥ ১৮—২৩ ॥
অন্যৎ সাধনং মৎপুত্রস্য রাজ্যপ্রাপ্তৌ ন দৃশ্যতে ভবতামাশীর্ব্বাদৈরেব কেবলং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
রথারূঢ় ইতি। এক এব সন্নক্ষৌহিণীসমাবৃত ইব ভাতি ॥ ২৫ ॥

লাগিলেন, রাজপুত্র ! ব্যগ্র হইও না, তুমি আপন প্রতাপে অল্প দিনের মধ্যে নিশ্চয় রাজ্য প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৮—১৯ ॥ হে সুব্রত ! বিশ্বমোহিনী বরপ্রদা অম্বিকা-দেবী তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন ; তোমার সহায়ও সুসম্পন্ন হইয়াছে অতএব তুমি আর চিন্তা করিও না ॥ ২০ ॥ ধৃতব্রত মুনিগণ মনোরমাকেও কহিলেন, শুচিস্মিতে ! তুমি আর ভাবনা করিও না, তোমার পুত্র শীঘ্রই পৃথিবীপতি হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ অনন্তর কৃশাঙ্গী মনোরমা মুনিগণের মধুর বচন শ্রবণ করিয়া বলিল, বিপ্রগণ ! আপনা-দিগের বাক্য সফল হউক, সজ্জনগণের উপাসনা দ্বারা যে রাজ্যলাভ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ২২ ॥ সৈন্য নাই, সচিব নাই, সহায় নাই, সম্পত্তিও নাই, তবে কিরূপে কি উপায়ে আমার পুত্র রাজ্যপ্রাপ্ত হইতে পারে ? ॥ ২৩ ॥ আপনারা মন্ত্রবিদ্-গণের শ্রেষ্ঠ, আপনাদের আশীর্ব্বাদ-বলেই আমার পুত্র নিশ্চয় মহীপতি হইবে নচেৎ অপর কোন উপায় নাই ॥ ২৪ ॥

প্রতাপো মন্ত্রবীজস্য নান্যঃ কশ্চন ভূয়তে।
এবং বৈ জপতস্তস্য প্রীতিযুক্তস্য সর্ব্বথা ॥ ২৬ ॥
সম্প্রাপ্য সদ্গুরোর্ব্বীজং কামরাজাখ্যমদ্ভুতম্।
জপেদ্‌যস্তু শুচিঃ শান্তঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি বাপি সুদুর্লভম্।
প্রসন্নায়াঃ শিবায়াশ্চ যদপ্রাপ্যং নৃপোত্তম! ॥ ২৮ ॥
তে মন্দাস্তেঽতিদুর্ভাগ্যা রোগৈস্তে সমভিদ্রুতাঃ।
যেষাং চিত্তে ন বিশ্বাসো ভবেদম্বার্চ্চনাদিষু ॥ ২৯ ॥
যা মাতা সর্ব্বদেবানাং যুগাদৌ পরিকীর্ত্তিতা।
আদিমাতেতি বিখ্যাতা নাম্না তেন কুরূদ্বহ! ॥ ৩০ ॥
বুদ্ধিঃ কীর্ত্তির্ধৃতির্লক্ষ্মীঃ শক্তিঃ শ্রদ্ধা মতিঃ স্মৃতিঃ।
সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সা বৈ প্রত্যক্ষং বৈ বিভাসতে ॥ ৩১ ॥
ন জানন্তি নরা যে বৈ মোহিতা মায়য়া কিল।
ন ভজন্তি কুতর্কজ্ঞা দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ॥ ৩২ ॥

কুত এবমিতিচেন্মন্ত্রমহিমাঽয়মিত্যাহ প্রতাপ ইতি। এবং বৈ এবং ফলং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

গুরোর্মন্ত্রমপ্রাপ্য জপত এবং সিদ্ধিরনুভূতা যস্তু সদ্গুরোর্ব্বীজং কামরাজাখ্যমদ্ভুতং সম্প্রাপ্য জপেৎ স সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াদিত্যাহ সম্প্রাপ্যেতি ॥ ২৭ ॥

প্রসঙ্গাজ্জনমেজয়ায় শ্রীদেবীমহিমানমনুবদতি ব্যাসঃ ন তদস্তীতি। শিবায়াঃ সকাশাদিত্যর্থঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, সেই মেধাবী সুদর্শন রথারূঢ় হইয়া যেখানে গমন করিতে লাগিল, সেই স্থানেই নিজতেজে অক্ষৌহিণী-পরিবৃতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥২৫॥ হে ভূপ! ইহা বীজমন্ত্রের প্রতাপ, অন্য কোন সামান্য পদার্থ নহে, সুদর্শন প্রীতিসহকারে একাগ্রমনে জপ করিয়াই উক্তরূপ প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥ যে ব্যক্তি শুচি ও শান্ত হইয়া কামরাজ নামক আশ্চর্য্য-জনক বীজমন্ত্র সদ্গুরুর নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর জপ করে, নিশ্চয়ই তাহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় ॥২৭॥ হে নৃপোত্তম! স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে এমন কোনও বস্তু নাই যাহা শিবাদেবী প্রসন্না হইলে প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না ॥ ২৮ ॥ যাহারা অম্বাদেবীর অর্চ্চনাদিতে বিশ্বাস না করে তাহারা অত্যন্ত মন্দমতি ও দুর্ভাগ্য এবং নিরন্তর রোগাক্রান্ত হইয়া সর্ব্বদা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ হে কুরুবর! সৃষ্টিকালে অম্বাদেবীই সমস্ত দেবতাগণের জননী, সেই হেতু তিনি আদিমাতা বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥ তিনি বুদ্ধি, কীর্ত্তি, ধৃতি, লক্ষ্মী, শক্তি, শ্রদ্ধা, মতি, স্মৃতি

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা শম্ভুর্বাসবো বরুণো যমঃ।
বায়ুরগ্নিঃ কুবেরশ্চ ত্বষ্টা পূষাশ্বিনৌ ভগঃ ॥ ৩৩ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ।
সর্ব্বে ধ্যায়ন্তি তাং দেবীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ॥ ৩৪ ॥
কো ন সেবেত বিদ্বান্বৈ তাং শক্তিং পরমাত্মিকাম্।
সুদর্শনেন সা জ্ঞাতা দেবী সর্ব্বার্থদা শিবা ॥ ৩৫ ॥
ব্রহ্মৈব সাতিদুষ্প্রাপা বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপিণী।
যোগগম্যা পরাশক্তির্মুমুক্ষূণাঞ্চ বল্লভা ॥ ৩৬ ॥
পরমাত্মস্বরূপং কো বেত্তুমর্হতি তাং বিনা।
যা সৃষ্টিং ত্রিবিধাং কৃত্বা দর্শয়ত্যখিলাত্মনে ॥ ৩৭ ॥
সুদর্শনস্তু তাং দেবীং মনসা পরিচিন্তয়ন্।
রাজ্যলাভাৎ পরং প্রাপ্য সুখং বৈ কাননে স্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

বুদ্ধিঃ কীর্ত্তিরিতি। ইত্যাদিরূপৈঃ সর্ব্বেষাং কল্যাণকর্ত্রী প্রত্যক্ষং স্পষ্টমেব বিভাসতে ॥ ৩১—৩৪ ॥

সুদর্শনেনেতি। তস্মাত্তস্য কথমেবং ফলং ন স্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মরূপিণ্যাঃ সম্বিদ এব দেবীপদবাচ্যত্বমিতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবী সাব্রবীদহং ব্রহ্মরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগদিতি মুমুক্ষূণাঞ্চ বল্লভেতি। মুমুক্ষবো হি সর্ব্বং বিহায় মহাপ্রেম্ণা স্বাত্মরূপাং সম্বিদমেব পরিশীলয়ন্তি তস্মাত্তেষাং প্রিয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব দেবী তত্র ব্রহ্মভাগরূপেণ বর্ণনং কৃত্বা মায়াভাগরূপেণাপি বর্ণয়তি পরমাত্মস্বরূপমিতি। সর্ব্বপুরাণতন্ত্রাদিষু বেদেষু চেত্থমেব রীতিঃ। দেব্যা মায়াবিশিষ্ট-

---

প্রভৃতি রূপে এই জগতীতলে প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ৩১ ॥ যে যে নরগণ মায়ায় মোহিত, তাহারা দেবীর স্বরূপ জানিতে পারে না এবং যাহারা কুতর্ক-পিশাচের কুহকজালে নিহতচিত্ত, তাহারাই কল্যাণময়ী বিশ্বেশ্বরী দেবীকে ভজনা করে না ॥ ৩২ ॥ রাজন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শম্ভু, ইন্দ্র, বরুণ, যম, বায়ু, অগ্নি, কুবের, বিশ্বকর্ম্মা, পূষা, ভগ, আশ্বিনদ্বয়, আদিত্য, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, এই সকলেই সেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী দেবীর ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ কোন্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, সেই পরাশক্তির সেবা না করে? সুদর্শন সেই সর্ব্বার্থদায়িনী কল্যাণরূপিণীর স্বরূপ জানিতে পারিয়াছিল ॥ ৩৫ ॥ তিনিই দুর্লভ ব্রহ্মবস্তু, তিনিই বিদ্যা ও অবিদ্যারূপিণী এবং তিনিই মুক্তিকাম যোগিন্দ্রগণের যোগগম্যা পরাশক্তি ॥ ৩৬ ॥ রাজন্! যিনি সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ সৃষ্টি করিয়া অখিলাত্মাকে প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহার আশ্রয় ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি পরমাত্মার স্বরূপ বিদিত হইতে সমর্থ হয়? ॥ ৩৭ ॥ সুদর্শন অরণ্যমধ্যে অবস্থিত হইয়াও

সাপি চন্দ্রকলাত্যর্থং কামবাণপ্রপীড়িতা।
নানোপচারৈরনিশং দধার দুঃখিতং বপুঃ ॥ ৩৯ ॥
তাবত্তস্যাঃ পিতা জ্ঞাত্বা কন্যাং পুত্রবরার্থিনীম্।
সুবাহুঃ কারয়ামাস স্বয়ংবরমতন্দ্রিতঃ ॥ ৪০ ॥
স্বয়ংবরস্তু ত্রিবিধো বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
রাজ্ঞাং বিবাহযোগ্যো বৈ নান্যেষাং কথিতঃ কিল ॥ ৪১ ॥
ইচ্ছাস্বয়ংবরশ্চৈকো দ্বিতীয়শ্চ পণাভিধঃ।
যথা রামেণ ভগ্নং বৈ ত্র্যম্বকস্য শরাসনম্ ॥ ৪২ ॥
তৃতীয়ঃ শৌর্য্যশুল্কশ্চ শূরাণাং পরিকীর্ত্তিতঃ।
ইচ্ছাস্বয়ংবরং তত্র চকার নৃপসত্তমঃ ॥ ৪৩ ॥
শিল্পিভিঃ কারিতা মঞ্চাঃ শুভৈরাস্তরণৈর্যুতাঃ।
ততশ্চ বিবিধাকারাঃ সুক্লৃপ্তাঃ সভ্যমণ্ডপাঃ ॥ ৪৪ ॥
এবং কৃতেঽতিসম্ভারে বিবাহার্থং সুবিস্তরে।
সখীং শশিকলা প্রাহ দুঃখিতা চারুলোচনা ॥ ৪৫ ॥
ইদং মে মাতরং ব্রূহি ত্বমেকান্তে বচো মম।
ময়া বৃতঃ পতিশ্চিত্তে ধ্রুবসন্ধিসুতঃ শুভঃ ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মরূপত্বাৎ কচিন্মায়োপসর্জ্জনব্রহ্মরূপত্বেন বর্ণনং কচিদ্ব্রহ্মোপসর্জ্জনমায়ারূপত্বেন বর্ণনমিতীদং চাস্মাভিরসকৃদুক্তং ন বিস্মর্ত্তব্যম্ ॥ ৩৭—৪২ ॥

সেই দেবীকে মনে মনে চিন্তা করিয়া রাজ্যলাভ-জনিত সুখ অপেক্ষাও অধিকতর সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥ এবং শশিকলাও স্মরসায়কে সাতিশয় পীড়িত ও দুঃখিত হইয়া নানাবিধ পরিচর্য্যা দ্বারা দেহ ধারণমাত্র করিতেছিল ॥ ৩৯ ॥ তখন রাজা সুবাহু নিজ কন্যাকে বরাকাঙ্ক্ষিণী জানিয়া বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক স্বয়ংবর করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে রাজাদিগের বিবাহযোগ্য স্বয়ম্বর তিন প্রকার, কিন্তু অন্যের পক্ষে তাহা নহে। সেই ত্রিবিধ স্বয়ংবর যথা—ইচ্ছা-স্বয়ংবর প্রথম; পণ্য-স্বয়ংবর দ্বিতীয়, যেমন রামচন্দ্র শিবশরাসন ভগ্ন করিয়া জানকীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং শূরগণের শৌর্য্য-শুল্ক-স্বয়ংবর তৃতীয়; এই তিন প্রকার স্বয়ংবরের মধ্যে নৃপসত্তম সুবাহু ইচ্ছা-স্বয়ংবর করিয়াছিলেন ॥৪১-৪৩॥ রাজা শিল্পিগণের দ্বারা সুশোভন আস্তরণ সমন্বিত মঞ্চ এবং বিবিধ প্রকার সুসজ্জিত সভামণ্ডপ সকল নির্ম্মাণ করাইলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে স্বয়ংবর সভা নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত এবং সামগ্রী-সম্ভার সমাহৃত হইলে চারুলোচনা শশিকলা সুদুঃখিত হইয়া সখীকে কহিল, তুমি মাতার নিকট গমন করিয়া আমার বচনানুসারে তাঁহাকে নির্জ্জনে

নান্যং বরং বরিষ্যামি তমৃতে বৈ সুদর্শনম্।
স মে ভর্ত্তা নৃপসুতো ভগবত্যা প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ৪৭॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা সা সখী গত্বা মাতরং প্রাহ সত্বরা।
বৈদর্ভীং বিজনে বাক্যং মধুরং মঞ্জুভাষিণী॥ ৪৮॥
পুত্রী তে দুঃখিতা প্রাহ সাধ্বি! ত্বাং মন্মুখেন যৎ।
শৃণু ত্বং কুরু কল্যাণি! তদ্ধিতং ত্বরিতাধুনা॥ ৪৯॥
ভারদ্বাজাশ্রমে পুণ্যে ধ্রুবসন্ধিসুতোঽস্তি যঃ।
স মে ভর্ত্তা বৃতশ্চিত্তে নান্যং ভূপং বৃণোম্যহম্॥ ৫০॥

ব্যাস উবাচ।

রাজ্ঞী তদ্বচনং শ্রুত্বা স্বপতৌ গৃহমাগতে।
নিবেদয়ামাস তদা পুত্রীবাক্যং যথাতথম্॥ ৫১॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা বিস্মিতঃ প্রহসন্মুহুঃ।
ভার্য্যামুবাচ বৈদর্ভীং সুবাহুস্তু শ্রুতং বচঃ॥ ৫২॥

শৌর্য্যশুল্কশ্চ শৌর্য্যং শুল্কং যস্মিন্ স ইত্যর্থঃ। যস্য শৌর্য্যং বর্ত্ততে তেন সর্ব্বান্ রাজ্ঞো জিত্বা কন্যাহরণীয়েতি॥ ৪৩—৫১॥

কহিবে, আমি ধ্রুবসন্ধির সুশোভন পুত্র সুদর্শনকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, আমি, সেই রাজকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না, দেবী ভগবতী তাঁহাকেই আমার ভর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন॥ ৪৫—৪৭॥

ব্যাস বলিলেন, সখী রাজকুমারীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর গমন পূর্ব্বক তাঁহার মাতা বৈদর্ভীকে মধুর বচনে নির্জ্জনে কহিল, সাধ্বি! আপনার তনয়া দুঃখিত হইয়া আমার দ্বারা যাহা বলিয়া পাঠাইলেন তাহা শ্রবণ করুন এবং যাহা হিতকর হয় তাহাই অবিলম্বে সম্পাদন করুন॥ ৪৮—৪৯॥ তিনি বলিলেন "ভারদ্বাজ ঋষির পবিত্র আশ্রমে ধ্রুবসন্ধি রাজার পুত্র আছেন, তাঁহাকেই আমি মনে মনে বরণ করিয়াছি, আর অন্য কোনও ভূপতিকে বরণ করিব না"॥ ৫০॥

ব্যাস বলিলেন, রাজমহিষী তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার পতি গৃহে আগমন করিলে তাঁহাকে তনয়ার বাক্য যথাযথরূপে সমস্তই নিবেদন করিলেন॥ ৫১॥ তাহা শুনিয়া রাজা সুবাহু বিস্মিত হইলেন, পরে মুহুর্মুহু হাস্য করিয়া নিজ মহিষী বিদর্ভরাজতনয়াকে তথ্য বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, সুভ্রু! সেই রাজপুত্র সুদর্শন বালক, রাজ্য হইতে বনে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, এক্ষণে অসহায় হইয়া মাতার সহিত নির্জ্জন বনে বাস করি-

সুভ্রু ! জানাসি বালোঽসৌ রাজ্যান্নিষ্কাষিতো বনে।
একাকী সহ মাত্রা বৈ বসতে নির্জ্জনে বনে ॥ ৫৩ ॥
তৎকৃতে নিহতো রাজা বীরসেনো যুধাজিতা।
স কথং নির্ধনো ভর্ত্তা যোগ্যঃ স্যাচ্চারুলোচনে ! ॥ ৫৪ ॥
ব্রূহি পুত্রীং ততো বাক্যং কদাচিদপি বিপ্রিয়ম্।
আগমিষ্যন্তি রাজানঃ স্থিতিমন্তঃ স্বয়ংবরে ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে কাশীরাজকন্যায়া বিবাহোদ্যোগ বর্ণনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

সুনৃতমিত্যপি পাঠঃ ॥ ৫২—৫৪ ॥
ব্রূহীতি। অস্মিন্ স্বয়ংবরে স্থিতমন্তঃ প্রতিষ্ঠিতা রাজান আগমিষ্যন্তি তস্মাদেতাদৃশং সর্ব্বেষাং বিপ্রিয়ং বাক্যং কদাপি ত্বয়া ন বক্তব্যমিতিশেষঃ। ইতি পুত্রীং ব্রূহীতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

তেছে ॥ ৫২—৫৩ ॥ তাহারই নিমিত্ত রাজা বীরসেন যুধাজিৎ কর্ত্তৃক সমরে নিহত হইয়াছেন, হে চারুলোচনে ! সেই নির্ধন বনুগত অসহায় বালক কিরূপে তাহার ভর্ত্তা হইবে ? ॥ ৫৪ ॥ অতএব শশিকলাকে বলিও তোমার স্বয়ংবর-সভায় বহুতর মর্য্যাদাশালী মহৎ মহৎ রাজগণ আগমন করিবেন তুমি তাহাদের যাহাকে হয় মনোনীত করিবে, অতএব এরূপ অপ্রিয় বাক্য আর উচ্চারণ করিও না ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কাশিরাজের কন্যা শশিকলারস্বয়ংবরের উদ্যোগ বর্ণন নামক অষ্টাদশঅধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ভর্ত্রা সাভিহিতা বালাং পুত্রীং কৃত্বাঙ্কসংস্থিতাম্।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং সমাশ্বাস্য শুচিস্মিতাম্॥ ১॥
কিং বৃথা সুদতি! ত্বং হি বিপ্রিয়ং মম ভাষসে।
পিতা তে দুঃখমাপ্নোতি বাক্যেনানেন সুব্রতে!॥ ২॥
সুদর্শনোঽতিদুর্ভাগ্যো রাজ্যভ্রষ্টো নিরাশ্রয়ঃ।
বলকোশবিহীনশ্চ পরিত্যক্তস্তু বান্ধবৈঃ॥ ৩॥
মাত্রা সহ বনং প্রাপ্তঃ ফলমূলাশনঃ কৃশঃ।
ন তে যোগ্যো বরোঽয়ং বৈ বনবাসী চ দুর্ভগঃ॥ ৪॥
রাজপুত্রাঃ কৃতপ্রজ্ঞা রূপবন্তঃ সুসম্মতাঃ।
তবার্হাঃ পুত্রি! সন্ত্যন্যে রাজচিহ্নৈরলঙ্কৃতাঃ॥ ৫॥
ভ্রাতাস্য বর্ত্ততে কান্তঃ স রাজ্যং কোশলেষু বৈ।
করোতি রূপসম্পন্নঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ॥ ৬॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্গৈস্তু সুদর্শনযুতা নৃপাঃ।
স্বয়ংবরে সমাজগ্মুরিতি সম্যক্কথোচ্যতে॥

ভর্ত্তা সেতি। সা রাজপত্নী ভর্ত্রা রাজ্ঞেত্যর্থঃ॥ ১—৪॥
রাজচিহ্নৈশ্ছত্রচামরাদিভিঃ॥ ৫—৭॥

ব্যাস বলিলেন, সুবাহু এইরূপ বলিলে পর রাজমহিষী নিজতনয়া শুচিস্মিতা শশিকলাকে ক্রোড়ে বসাইয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মধুর বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন, চারুলোচনে! তুমি সর্ব্বদা ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাক অতএব কেন আমার অপ্রিয় কথা বলিতেছ? রাজা তোমার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন॥ ১-২॥ সেই সুদর্শন অতি দুর্ভাগ্য, রাজভ্রষ্ট, নিরাশ্রয়, বলকোষ-বিহীন, বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, মাতার সহিত বনে নির্ব্বাসিত, ফলমূলাহারী এবং কৃশ অতএব এরূপ বনবাসী ভাগ্যবিহীন ব্যক্তি তোমার যোগ্য বর নহে। বহুতর কৃতবিদ্য রূপবান্, সকলের সুসম্মত, রাজচিহ্নে অলঙ্কৃত, তোমার যোগ্য রাজপুত্র আছেন, তাঁহারা এই স্বয়ংবরে আগমন করিবেন॥ ৩—৫॥ ঐ সুদর্শনের সর্ব্বসুলক্ষণ-সমন্বিত ও মনোহর রূপগুণ-সম্পন্ন এক ভ্রাতা আছেন, তিনি কোশল দেশে

অন্যচ্চ কারণং সুভ্রু ! শৃণু যচ্চ ময়া শ্রুতম্।
যুধাজিৎ সততং তস্য বধকামোঽস্তি ভূমিপঃ ॥ ৭ ॥
দৌহিত্রঃ স্থাপিতস্তেন রাজ্যে কৃত্বাতিসঙ্গরম্।
বীরসেনং নৃপং হত্বা সংমন্ত্র্য সচিবৈঃ সহ ॥ ৮ ॥
ভারদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্তো হন্তুকামঃ সুদর্শনম্।
মুনিনা বারিতঃ পশ্চাজ্জগাম নিজমন্দিরম্ ॥ ৯ ॥

শশিকলোবাচ।

মাতর্ম্মমেপ্সিতঃ কামে বনস্থোঽপি নৃপাত্মজঃ।
শর্য্যাতিবচনেনৈব সুকন্যা চ পতিব্রতা ॥ ১০ ॥
চ্যবনঞ্চ যথা প্রাপ্য পতিশুশ্রূষণে রতা।
ভর্ত্তৃশুশ্রূষণং স্ত্রীণাং স্বর্গদং মোক্ষদং তথা।
অকৈতবকৃতং নূনং সুখদং ভবতি স্ত্রিয়াঃ ॥ ১১ ॥
ভগবত্যা সমাদিষ্টং স্বপ্নে বরমনুত্তমম্।
তমৃতেঽহং কথং চান্যং সংশ্রয়ামি নৃপাত্মজম্ ॥ ১২ ॥

অতিসঙ্গরমতিসংগ্রামম্ ॥ ৮—৯ ॥

এবং মাতুর্ব্বচনং বাক্যং সুদর্শনপ্রত্যাখ্যানাভিপ্রায়কং শ্রুত্বা শশিকলোবাচ মাতর্ম্মমে-প্সিত ইতি। কামে মন্মনোরথবিষয়ে। তত্র দৃষ্টান্তমাহ শর্য্যাতীতি ॥ ১০ ॥

যথেতি। যথা শর্য্যাতে রাজ্ঞো বচনেন সুকন্যানাম্নী শর্য্যাতিসুতা চ্যবনং বৃদ্ধং পতিং প্রাপ্য পতিশুশ্রূষণে রতা তথৈব মম রাজ্যাদিলোভো নাস্তি কিন্তু ভর্ত্তৃশুশ্রূষণমেবাভিলষিতং তত্তু মম সুদর্শনে পত্যাবস্ত্যেবেতি ভাবঃ। ভর্ত্তৃশুশ্রূষণমেব স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্ম ইত্যাহ। ভর্ত্রিতি ॥ ১১ ॥

রাজত্ব করিতেছেন ॥ ৬ ॥ আমি অন্য আর এক বিশেষ কারণ শুনিয়াছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর, যুধাজিৎ নামক ভূপাল সুদর্শনকে বধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান্ আছেন ॥ ৭ ॥ তিনি সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধে বীরসেনকে নিহত করিয়া আপন দৌহিত্রকে সেই রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ সুদর্শনকে বিনাশ করিবার মানসে যুধাজিৎ ভারদ্বাজের আশ্রম পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন; পরে মুনি কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া নিজ গৃহে প্রতিগমন করেন ॥ ৯ ॥

শশিকলা কহিলেন, জননি ! বনস্থ হইলেও সেই রাজপুত্র আমার মনোরথ বিষয়ে সুসম্মত; শর্য্যাতির বাক্যে পতিব্রতা সুকন্যা যেমন চ্যবনকে প্রাপ্ত হইয়া পতিশুশ্রূষায় নিরত ছিলেন, আমিও এখন সেই রাজপুত্রকে লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিব। পতির শুশ্রূষা করিলে নারীগণ স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়; অতএব,

মচ্চিত্তভিত্তৌ লিখিতো ভগবত্যা সুদর্শনঃ।
তং বিহায় প্রিয়ং কান্তং করিষ্যেঽহং ন চাপরম্ ॥ ১৩ ॥
ব্যাস উবাচ।
প্রত্যাদিষ্টাথ বৈদর্ভী তয়া বহুনিদর্শনৈঃ।
ভর্ত্তারং সর্ব্বমাচষ্ট পুত্র্যোক্তং বচনং ভৃশম্ ॥ ১৪ ॥
বিবাহস্য দিনাদর্ব্বাগাপ্তং শ্রুতসমন্বিতম্।
দ্বিজং শশিকলা তত্র প্রেষয়ামাস সত্বরম্ ॥ ১৫ ॥
যথা ন বেদ মে তাতো তথা গচ্ছ সুদর্শনম্।
ভারদ্বাজাশ্রমে ব্রূহি মদ্বাক্যাত্তরসা বিভো ! ॥ ১৬ ॥
পিত্রা মে সম্ভৃতঃ কামং মদর্থেন স্বয়ংবরঃ।
আগমিষ্যন্তি রাজানো বলযুক্তা হ্যনেকশঃ ॥ ১৭ ॥
ময়া ত্বং বৈ বৃতশ্চিত্তে সর্ব্বথা প্রীতিপূর্ব্বকম্।
ভগবত্যা সমাদিষ্টঃ স্বপ্নে মম সুরোপম ! ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ সুদর্শনবিষয়ে মম ভগবত্যা আজ্ঞাপ্যাস্তীত্যাহ। ভগবত্যেতি। সমাদিষ্টস্তং সুদর্শনং বরং পতিমৃতে ইত্যন্বয়ঃ। সংশ্রয়ামি সংশ্রয়িষ্যামি ॥ ১২-১৩ ॥
প্রত্যাদিষ্টা প্রত্যাখ্যাতা ॥ ১৪ ॥
অস্মিন্ সময়ে শশিকলা যৎ কৃতবতী তদাহ। বিবাহস্যেতি ॥ ১৫—১৬ ॥
মদর্থেন মৎপ্রয়োজনেন স্বয়ংবরঃ সম্ভৃতঃ সম্পাদিতঃ ॥ ১৭ ॥

সরলভাবে পতিসেবায় নিরত থাকিলে তাহাদের সুখলাভ হয়, সন্দেহ নাই॥ ১০—১১ ॥ আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি দেবী ভগবতী তাঁহাকেই আমার বর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই রাজপুত্র ব্যতীত আমি কিরূপে অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি॥ ১২ ॥ দেবী ভুবনেশ্বরী আমার চিত্তভিত্তিতে সুদর্শনকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই প্রিয়তম কমনীয় কান্তকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকেও বরণ করিতে পারিব না॥ ১৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এইরূপে বিদর্ভরাজ তনয়া বহুতর নিদর্শন দ্বারা নিরস্ত হইয়া শশিকলার বাক্য সমুদায় রাজার নিকট নিবেদন করিলেন॥ ১৪ ॥ অনন্তর শশিকলা ব্যস্ত হইয়া বিবাহের পূর্ব্ব দিনে একজন বেদজ্ঞ ও বিশ্বস্ত বিপ্রবরকে ভারদ্বাজের আশ্রমে এই বলিয়া পাঠাইলেন, দ্বিজবর! যাহাতে আমার পিতা জানিতে না পারেন আপনি সেই-রূপে সুদর্শনের নিকট গমন পূর্ব্বক আমার বাক্য সকল তাঁহাকে বলুন॥ ১৫—১৬ ॥ পিতা আমার নিমিত্ত এক স্বয়ংবর সভা করিয়াছেন, বহুতর সৈন্যসমন্বিত পরাক্রমশালী রাজগণ তাহাতে উপস্থিত হইবেন, হে অমরোপম! দেবী ভগবতী স্বপ্নযোগে আমাকে তোমার বিষয়ে আদেশ করিলে আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমাকে প্রীতি পূর্ব্বক মনে মনে বরণ করি-

বিষমগ্নি হুতাশে বা প্রপতামি প্রদীপিতে।
বরয়ে ত্বদৃতে নান্যং পিতৃভ্যাং প্রেরিতাপি বা ॥ ১৯ ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা সংবৃতস্ত্বং ময়া বরঃ।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন শর্ম্মাবাভ্যাং ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥
আগন্তব্যং ত্বয়াত্রৈব দৈবং কৃত্বা পরং বলম্।
যদধীনং জগৎ সর্ব্বং বর্ত্ততে সচরাচরম্ ॥ ২১ ॥
ভগবত্যা যদাদিষ্টং ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি।
যদ্বশে দেবতাঃ সর্ব্বা বর্ত্তন্তে শঙ্করাদয়ঃ ॥ ২২ ॥
বক্তব্যোঽসৌ ত্বয়া ব্রহ্মন্নেকান্তে বৈ নৃপাত্মজঃ।
যথা ভবতি মে কার্য্যং তৎ কর্ত্তব্যং ত্বয়ানঘ! ॥ ২৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা দক্ষিণাং দত্ত্বা মুনির্ব্ব্যাপারিতস্তয়া।
গত্বা সর্ব্বং নিবেদ্যাশু তত্র প্রত্যাগতো দ্বিজঃ ॥ ২৪ ॥
সুদর্শনস্তু তজ্জ্ঞাত্বা নিশ্চয়ং গমনে তদা।
চকার মুনিনা তেন প্রেরিতঃ পরমাদরাৎ ॥ ২৫ ॥

হে সুরোপম ত্বং ভগবত্যা স্বপ্নে সমাদিষ্টো দর্শিত আজ্ঞপ্তো ময়া চিত্তে বৃত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৮—২২ ॥

বক্তব্যোঽসাবিতি। হে ব্রহ্মন্মদ্বাক্যান্নৃপাত্মজঃ সুদর্শনস্ত্বয়ৈবং বক্তব্যঃ ॥ ২৩ ॥

তত্র শশিকলা যদ্দেশে তত্র প্রত্যাগতঃ ॥ ২৪ ॥

য়াছি ॥১৭—১৮॥ আমি বিষ ভক্ষণ করিব, অথবা প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিব ইহাও শ্রেয়, তথাপি তোমা ব্যতিরেকে পিতা মাতার আদেশমত অন্যকে বরণ করিব না ॥১৯॥ আমি মন, কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা তোমাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি, ভগবতীর প্রসাদে আমাদের অবশ্যই সুখ সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ এই চরাচর অখিল জগৎ যাহার অধীন সেই দৈব-বলের উপর নির্ভর করিয়া তুমি এই স্থানে অবশ্যই আগমন করিবে ॥ ২১ ॥ শঙ্করাদি দেবগণ যাঁহার বশবর্ত্তী সেই দেবী ভগবতী যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা কদাচ মিথ্যা হইবে না ॥ ২২ ॥ হে ব্রহ্মন্! আপনি ধার্ম্মিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য অতএব আপনি সেই নৃপতিপুত্রকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া এই সকল বাক্য বলিবেন; অধিক আর কি বলিয়া দিব, যাহাতে আমার কার্য্য সাধন হয় তাহা আপনি অবশ্য অবশ্যই করিবেন ॥ ২৩ ॥ এই বলিয়া দাক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বিপ্রবরকে সুদর্শন সন্নিধানে পাঠাইয়া দিলেন, তিনি তথায় গমন পূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিয়া সত্বর প্রত্যাগত হইলেন ॥ ২৪ ॥ সুদর্শন ইহা অবগত হইয়া তথায় গমন করিতে স্থির নিশ্চয় হইলে মহর্ষি ভারদ্বাজ তাঁহাকে পরম সমাদরে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

গমনায়োদ্যতং পুত্রং তমুবাচ মনোরমা।
বেপমানাতিদুঃখার্ত্তা জাতত্রাসাশ্রুলোচনা ॥ ২৬ ॥
কুত্র গচ্ছসি তত্রাদ্য সমাজে ভূভৃতাং কিল।
একাকী কৃতবৈরশ্চ কিং বিচিন্ত্য স্বয়ংবরে ॥ ২৭ ॥
যুধাজিদ্ধন্তুকামস্ত্বাং সমেষ্যতি মহীপতিঃ।
ন তেঽন্যোঽস্তি সহায়শ্চ তস্মান্মা ব্রজ পুত্রক ! ॥ ২৮ ॥
একপুত্রাতিদীনাস্মি তবাধারা নিরাশ্রয়া।
নার্হসি ত্বং মহাভাগ ! নিরাশাং কর্ত্তুমদ্য মাম্ ॥ ২৯ ॥
পিতা মে নিহতো যেন সোঽপি তত্রাগতো নৃপঃ।
একাকিনং গতং তত্র যুধাজিত্ত্বাং হনিষ্যতি ॥ ৩০ ॥

সুদর্শন উবাচ।

ভবিতব্যং ভবত্যেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
আদেশাচ্চ জগন্মাতুর্গচ্ছাম্যদ্য স্বয়ংবরে ॥ ৩১ ॥
মা শোকং কুরু কল্যাণি ! ক্ষত্রিয়াসি বরাননে ! ।
ন বিভেমি প্রসাদেন ভগবত্যা নিরন্তরম্ ॥ ৩২ ॥

মুনিনা ভারদ্বাজেন প্রেরিতো গমনে নিশ্চয়ং চকার ॥ ২৫—২৬ ॥
কিং বিচিন্ত্যেতি। কিমাশ্রয়ং বিচিন্ত্য স্বয়ংবরে গচ্ছসীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৭—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, পুত্রকে গমনোদ্যত দেখিয়া মনোরমা দুঃখিতা ও কম্পমানা হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন ॥ ২৬ ॥ সুদর্শন! তুমি এখন কোথায় যাইতেছ? যেখানে তোমার বিষম বৈরি সকল বিদ্যমান তুমি একাকী কি ভাবিয়া সেই রাজাদিগের স্বয়ংবর সভায় গমন করিতেছ। পুত্র! তুমি এখন বালক, রাজা যুধাজিৎ তোমার বিনাশের বাসনা করিয়া তথায় আগমন করিবে, সেখানে তোমার কেহই সহায় নাই অতএব তুমি কদাচই গমন করিও না ॥ ২৭—২৮ ॥ তুমি আমার একমাত্র পুত্র, আমি অতি দীন ও নিরাশ্রয়, আমার অন্য কোন অবলম্বন নাই, অতএব এসময় আমাকে নিরাশ করা তোমার উচিত হয় না ॥ ২৯ ॥ দেখ সুদর্শন! যে যুধাজিৎ আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, সেই দুর্দান্ত রাজা তথায় আগমন করিবে, তুমি একাকী সেস্থলে গমন করিলে সে তোমাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিবে ॥ ৩০ ॥ সুদর্শন কহিলেন মাতঃ! যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই হইবে, এ বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই, জগন্মাতার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য গন্তুকামং সুদর্শনম্।
দৃষ্ট্বা মনোরমা পুত্রমাশীর্ভিশ্চাভ্যমোদয়ৎ ॥ ৩৩ ॥
অগ্রতস্তেঽম্বিকা পাতু পৃষ্ঠে পদ্মদলেক্ষণা।
পার্ব্বতীপার্শ্বয়োঃ পাতু শিবা সর্ব্বত্র সাম্প্রতম্ ॥ ৩৪ ॥
বারাহী বিষমে মার্গে দুর্গা দুর্গেষু কর্হিচিৎ।
কালিকা কলহে ঘোরে পাতু ত্বাং পরমেশ্বরী ॥ ৩৫ ॥
মণ্ডপে তত্র মাতঙ্গী তথা সৌম্যা স্বয়ংবরে।
ভবানী ভূপমধ্যে তু পাতু ত্বাং ভবমোচনী ॥ ৩৬ ॥
গিরিজা গিরিদুর্গেষু চামুণ্ডা চত্বরেষু চ।
কামগা কাননেম্বেবং রক্ষতু ত্বাং সনাতনী ॥ ৩৭ ॥
বিবাদে বৈষ্ণবী শক্তিরবতাত্ত্বাং রঘূদ্বহ!।
ভৈরবী চ রণে সৌম্য! শত্রূণাং বৈ সমাগমে ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্বদা সর্ব্বদেশেষু পাতু ত্বাং ভুবনেশ্বরী।
মহামায়া জগদ্ধাত্রী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩৯ ॥

আদেশাদাজ্ঞয়া ॥ ৩১—৩৩ ॥
অগ্রতস্তেঽম্বিকা পাতু। তে তবাগ্রতোঽগ্রদেশে স্থিতাম্বিকা ত্বাং পাত্বিত্যর্থঃ। উত্তরত্রাপ্যেবমেবার্থঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

আমি অদ্য স্বয়ংবর সভায় গমন করিব ॥ ৩১ ॥ কল্যাণি! আপনি শোক করিবেন না আমি ভগবতীর প্রসাদে কাহাকেও কখন ভয় করি না ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুদর্শন এই বলিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমনেচ্ছুক হইল দেখিয়া মনোরমা তাহাকে আশীর্ব্বচন দ্বারা আনন্দিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ পুত্র! অম্বিকাদেবী তোমাকে অগ্রভাগে রক্ষা করুন, পদ্মলোচনা পশ্চাৎভাগে, পার্ব্বতী উভয় পার্শ্বে, শিবাদেবী সর্ব্বত্রে, বারাহী বিষম মার্গে, দুর্গা রাজদুর্গে, কালিকা ঘোর কলহে, পরমেশ্বরী মণ্ডপস্থানে, মাতঙ্গী স্বয়ংবর স্থানে, ভবমোচনী ভবানী ভূপগণের মধ্যে, গিরিজা গিরিদুর্গে, চামুণ্ডা চত্বরস্থানে, সনাতনী কামগা কানন মধ্যে রক্ষা করুন ॥৩৪-৩৭॥ হে রঘুকুলোদ্ভব! বৈষ্ণবী শক্তি তোমাকে বিবাদে রক্ষা করুন, ভৈরবী রণে ও শত্রুসমাগমে রক্ষা করুন ॥ ৩৮ ॥ রে পুত্রক! সচ্চিদানন্দময়ী, জগদ্ধাত্রী মহামায়া ভুবনেশ্বরী তোমাকে সর্ব্বদাই সকল স্থলে রক্ষা করুন ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং তদা মাতা বেপমানা ভয়াকুলা।
উবাচাহং ত্বয়া সার্দ্ধমাগমিষ্যামি সর্ব্বথা ॥ ৪০ ॥
নিমিষার্দ্ধং বিনা ত্বাং বৈ নাহং স্থাতুমিহোৎসহে।
সহৈব নয় মাং বৎস! যত্র তে গমনে মতিঃ ॥ ৪১ ॥
ইত্যুক্ত্বা নিঃসৃতা মাতা ধাত্রেয়ীসংযুতা তদা।
বিপ্রৈর্দ্দত্তাশিষঃ সর্ব্বে নির্যযুর্হর্ষসংযুতাঃ ॥ ৪২ ॥
বারাণস্যাং ততঃ প্রাপ্তো রথেনৈকেন রাঘবঃ।
জ্ঞাতঃ সুবাহুনা তত্র পূজিতশ্চার্হণাদিভিঃ ॥ ৪৩ ॥
নিবেশার্থং গৃহং দত্তমন্নপানাদিকং তথা।
সেবকং সমনুজ্ঞাপ্য পরিচর্য্যার্থমেব চ ॥ ৪৪ ॥
মিলিতাস্তথ রাজানো নানাদেশাধিপাঃ কিল।
যুধাজিদপি সম্প্রাপ্তো দৌহিত্রেণ সমন্বিতঃ ॥ ৪৫ ॥
করূষাধিপতিশ্চৈব তথা মদ্রেশ্বরো নৃপঃ।
সিন্ধুরাজস্তথা বীরো যোদ্ধা মাহিষ্মতীপতিঃ ॥ ৪৬ ॥

গিরিসম্বধিনো যে দুর্গাস্তেষু। পূর্ব্বোক্তা দুর্গাস্তু স্থলদুর্গাঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥
রাঘবঃ রঘুকুলোৎপন্নঃ সুদর্শনঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥
দৌহিত্রেণ শত্রুজিতা ॥ ৪৫—৪৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর মনোরমা তাহাকে এই বলিয়া ভয়ে ব্যাকুল অন্তঃকরণে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, সুদর্শন! আমি তোমার সঙ্গে গমন করিব, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না ॥ ৪০ ॥ তোমা ব্যতিরেকে আমি নিমেষ মাত্রও এখানে অবস্থিতি করিতে পারিব না, বৎস! যেখানে গমন করিতে তোমার বাসনা হইয়াছে, আমাকেও তথায় লইয়া চল ॥ ৪১ ॥ এই বলিয়া তখন তাহার মাতা ধাত্রীর সহিত নির্গত হইলেন, বিপ্রগণ আশীর্ব্বচন প্রদান করিলে সকলেই সেস্থান হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৪২ ॥ রঘুকুলনন্দন সুদর্শন একই রথে আরোহণ পূর্ব্বক বারাণসীতে উপনীত হইলে, তত্রত্য রাজা সুবাহু তাহার আগমন অবগত হইয়া সৎকারাদি দ্বারা যথাযোগ্য পূজা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ বাসের নিমিত্ত গৃহ ও অন্ন পানাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করিয়া পরিচর্য্যার নিমিত্ত ভৃত্যদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর নানাদেশ হইতে বহুতর নৃপতিগণ আসিয়া মিলিত হইলেন এবং যুধাজিৎও নিজ দৌহিত্র শত্রুজিৎকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ করূষাধিপতি, মদ্ররাজ, সিন্ধুরাজ, প্রসিদ্ধ বীর ও যোদ্ধৃবর মাহিষ্মতীর অধীশ্বর, পাঞ্চাল-

পাঞ্চালঃ পর্ব্বতীয়শ্চ কামরূপোঽতিবীর্য্যবান্।
কার্ণাটশ্চোলদেশীয়ো বৈদর্ভশ্চ মহাবলঃ ॥ ৪৭ ॥
অক্ষৌহিণীত্রিষষ্টিশ্চ মিলিতা সংখ্যয়া তদা।
বেষ্টিতা নগরী সা তু সৈন্যৈঃ সর্ব্বত্র সংস্থিতৈঃ ॥ ৪৮ ॥
এতে চান্যে চ বহবঃ স্বয়ংবরদিদৃক্ষয়া।
মিলিতাস্তত্র রাজানো বরবারণসংযুতাঃ ॥ ৪৯ ॥
অন্যোন্যনৃপপুত্রাস্ত ইত্যূচুর্ম্মিলিতাস্তদা।
সুদর্শনো নৃপসুতো হ্যাগতোঽস্তি নিরাকুলঃ ॥ ৫০ ॥
একাকী রথমারুহ্য মাত্রা সহ মহামতিঃ।
বিবাহার্থমিহায়াতঃ কাকুৎস্থঃ কিং নু সাম্প্রতম্ ॥ ৫১ ॥
এতান্ রাজসুতাংস্ত্যক্ত্বা সসৈন্যান্ সায়ুধানথ।
কিমেনং রাজপুত্রী সা বরিষ্যতি মহাভুজম্ ॥ ৫২ ॥
যুধাজিদথ রাজেশস্তানুবাচ মহীপতীন্।
অহমেনং হনিষ্যামি কন্যার্থে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
কেরলাধিপতিঃ প্রাহ তং তদা নীতিবিত্তমঃ।
নাত্র যুদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং রাজন্নিচ্ছাস্বয়ংবরে ॥ ৫৪ ॥

কামরূং দেশম্পাতীতি কামরূপঃ ॥ ৪৭—৫০ ॥
কিং নু সাম্প্রতমিতি। যুধাজিৎপ্রমুখাস্ত্রিষষ্ট্যক্ষৌহিণীসহিতাঃ প্রাণহারকাঃ শত্রবঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ। অস্মিন্ সমাজে একাকিন আগমনং কিং নু সাম্প্রতং যোগ্যং ন যোগ্যমিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৫১—৫৩ ॥

রাজ, পর্ব্বতীয়রাজ, কর্ণাটরাজ, বীর্য্যবান্ কামরূপাধিপতি, চোলরাজ এবং মহাবল বিদর্ভ-রাজ ত্রিষষ্টি অক্ষৌহিণী সেনার সহিত মিলিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বারাণসীর চারিদিক সর্ব্বত্রই সেনা দ্বারা পরিপূরিত হইল ॥ ৪৬-৪৮ ॥ অন্যান্য নৃপতিগণ স্বয়ংবর দর্শন মানসে উত্তম উত্তম হস্তি আরোহণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ তখন রাজ-পুত্রগণ, বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, রাজকুমার সুদর্শনও এখানে আসিয়া নিরাকুল চিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৫০ ॥ কাকুৎস্থ কুলোৎপন্ন মহামতি সহায়বিহীন সুদর্শন বিবাহের নিমিত্তই কি রথারোহণ পূর্ব্বক মাতার সহিত এখানে আগমন করিয়া-ছেন? ॥ ৫১ ॥ এই সৈন্যসংযুক্ত, সায়ুধ রাজপুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রাজপুত্রী কি এই মহাভুজ সুদর্শনকে বরণ করিবেন? ॥ ৫২ ॥ অনন্তর রাজবর যুধাজিৎ সমস্ত মহীপতি-গণকে কহিলেন, আমি কন্যার নিমিত্ত ইহাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব ॥ ৫৩ ॥ তাঁহার সেই

বলেন হরণং নাস্তি নাত্র শুল্কস্বয়ংবরঃ।
কন্যেচ্ছয়াত্র বরণং বিবাদঃ কীদৃশস্ত্বিহ ॥ ৫৫ ॥
অন্যায়েন ত্বয়া পূর্ব্বমসৌ রাজ্যাৎ প্রবাসিতঃ।
দৌহিত্রায়ার্পিতং রাজ্যং বলবন্নৃপসত্তম!॥ ৫৬ ॥
কাকুৎস্থোঽয়ং মহাভাগ! কোসলাধিপতেঃ সুতঃ।
কথমেনং রাজপুত্রং হনিষ্যসি নিরাগসম্ ॥ ৫৭ ॥
লপ্স্যসে তৎফলং নূনমনয়স্য নৃপোত্তম!।
শাস্তাস্তি কশ্চিদায়ুষ্মন্! জগতোঽস্য জগৎপতিঃ ॥ ৫৮ ॥
ধর্ম্মো জয়তি নাধর্ম্মঃ সত্যং জয়তি নানৃতম্।
মানয়ং কুরু রাজেন্দ্র! ত্যজ পাপমতিং কিল ॥ ৫৯ ॥
দৌহিত্রস্তব সম্প্রাপ্তঃ সোঽপি রূপসমন্বিতঃ।
রাজ্যযুক্তস্তথা শ্রীমান্ কথং তং ন বরিষ্যতি ॥ ৬০ ॥

নীতিসত্তমো নীতিজ্ঞঃ। ইচ্ছাস্বয়ংবরে কন্যায়া যস্মিন্নিচ্ছা ভবতি স তয়া বরণীয় ইতি মর্য্যাদায়াঃ সত্ত্বান্নাত্র যুদ্ধং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বলেনেতি। অস্মিন্নিচ্ছাস্বয়ম্বরে বলেন হরণং নাস্তি তত্ত্ব শৌর্য্যশুল্কে এব বর্ত্ততে নাত্র শুল্কোঽস্তি কিন্তর্হি তত্রাহ। কন্যেচ্ছয়েতি ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চাস্যাপরাধাভাবেন কথমেনং হনিষ্যসীত্যাহ। অন্যায়েনেতি ॥ ৫৬—৫৭ ॥

জগৎপতিঃ পরমেশ্বরোঽস্ত্যেব শাস্তা কশ্চিদ্বিলক্ষণঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

কথং তং ন বরিষ্যতীতি। যদি কন্যায়া ইচ্ছাস্তি তর্হি তং কথং ন বরিষ্যতি যদি নাস্তি তর্হি তব বিবাদেনাপি কিং ফলম্। কন্যেচ্ছায়াঃ স্বতন্ত্রত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া নীতিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য কেরলরাজ কহিতে লাগিলেন, রাজন্! ইচ্ছা-স্বয়ংবরে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে ॥৫৪॥ এস্থানে শুল্ক-স্বয়ংবর হইবে না সুতরাং বলপূর্ব্বক কন্যা হরণের ব্যবস্থাও নাই,এখানে কন্যা আপন ইচ্ছায় বরণ করিবে,অতএব ইহাতে আবার বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? ॥৫৫॥ তুমি পূর্ব্বে অন্যায় করিয়া উহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছ এবং শ্রেষ্ঠ নৃপতি হইয়াও বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়া নিজ দৌহিত্রকে প্রদান করিয়াছ ॥ ৫৬ ॥ হে মহাভাগ! সুদর্শন কাকুৎস্থ কুলোৎপন্ন ও কোশলাধিপতির তনয়, তুমি এই নিরপরাধ রাজপুত্রকে কেন বিনাশ করিবে? ॥ ৫৭ ॥ আয়ুষ্মন্! তুমি নিশ্চয় জানিও যে এই জগতে কেহ না কেহ ঈশ্বর আছেন, তিনিই এই অখিলের শাসন করিয়া থাকেন, তুমি যদি কোন দুর্নয়ের অনুষ্ঠান কর, তবে অবশ্যই তাঁহার নিকট হইতে যথোচিত ফল প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই ॥৫৮॥ রাজেন্দ্র! ধর্ম্ম ও সত্যেরই সর্ব্বত্র জয় এবং অধর্ম্ম ও মিথ্যার পরাজয় হইয়া থাকে, অতএব তুমি নীচ অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া আপনার কলুষিত মতি প্রশমিত কর ॥ ৫৯ ॥ তোমার দৌহিত্রও এখানে উপস্থিত হইয়াছে, সে রূপবান্ ও শ্রীমান্ এবং

অন্যে রাজসুতাঃ কামং বর্ত্তন্তে বলবত্তরাঃ।
কন্যাস্বয়ংবরে কন্যা স্বীকরিষ্যতি সাম্প্রতম্ ॥ ৬১ ॥
কৃতে তথা বিবাহঃ কঃ প্রবদন্তু মহীভুজঃ।
পরস্পরং বিরোধোঽত্র ন কর্ত্তব্যো বিজানতা ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শনাদিনৃপগণানাং স্বয়ংবরসভাগমনং নাম ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

কং বা সাম্প্রতং স্বীকরিষ্যতি তং স্বীকরোতু ॥ ৬১—৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

রাজ্যসমন্বিত, রাজকন্যা তাহাকে বরণ না করিবে কেন ? ॥ ৬০ ॥ আরও বিবেচনা করিয়া দেখ অন্যান্য বহুতর বলবান্ রাজপুত্রও কন্যা-স্বয়ংবরে উপস্থিত হইয়াছেন, রাজতনয়া তাহাদিগকেও বরণ করিতে পারে। অতএব এই মহীপালগণ সকলেই বলুন, যদি সেইরূপে বরণ কার্য্য সমাধা হয় তবে তাহাতে আর বিবাদ কি আছে ? এরূপ জানিয়া শুনিয়া ইহাতে বিবাদ বিসম্বাদ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে ॥ ৬১—৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শন ও রাজগণের স্বয়ংবরসভা-গমন নামক ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি বাদিনি ভূপালে কেরলাধিপতৌ তদা।
প্রত্যুবাচ মহাভাগ! যুধাজিদপি পার্থিবঃ॥ ১॥
নীতিরিয়ং মহীপাল! যদ্ব্রবীতি ভবানিহ।
সমাজে পার্থিবানাং বৈ সত্যবাগ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২॥
যোগ্যেষু বর্ত্তমানেষু কন্যারত্নং কুলোদ্বহ!।
অযোগ্যোঽর্হতি ভূপালো ন্যায়োঽয়ং তব রোচতে॥ ৩॥
ভাগং সিংহস্য গোমায়ুর্ভোক্তুমর্হতি বা কথম্।
তথা সুদর্শনোঽয়ং বৈ কন্যারত্নং কিমর্হতি॥ ৪॥
বলং বেদো হি বিপ্রাণাং ভূভুজাং চাপজং বলম্।
কিমন্যায্যং মহারাজ! ব্রবীম্যহমিহাধুনা॥ ৫॥

একসপ্ততিপদ্যৈস্তু রাজ্ঞাং তত্র পরস্পরম্।
সংবাদস্তু বিনির্ব্বর্ত্ত্য কন্যাবোধ উদীর্য্যতে॥

কেরলাধিপতিবাক্যানন্তরং যুধাজিদ্বাক্যমাহেত্যাহ। ইতি বাদিনীতি। মহাভাগ! হে জনমেজয়!॥ ১॥

নীতিরিয়মিতি। ইয়ং নীতিঃ কিমিত্যর্থঃ॥ ২॥

অয়ং ন্যায়স্তবৈব রোচতে। নান্যস্যেত্যাহ॥ ৩॥

অসাম্প্রতং তব মতমিত্যাহ ভাগমিতি। সিংহস্য ভাগং গোমায়ুঃ শৃগালঃ কথং ভোক্তুমর্হতি ন কথমপীত্যর্থঃ॥ ৪—৫॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ! কেরল দেশের অধিপতি এইরূপ বলিলে রাজা যুধাজিৎও প্রত্যুত্তরে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১॥ রাজন্! আপনি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, আপনি এই রাজসমাজে যাহা যাহা বলিলেন সে সকলই সত্য ও নীতিসম্মত। নৃপবর! আপনি সৎকুলজাত, অতএব আপনিই বলুন দেখি যে, এই সকল যোগ্যপাত্র বিদ্যমান থাকিতেও অযোগ্য ব্যক্তি কন্যারত্ন লাভ করিবে? এই নীতিই কি আপনার অভিমত?॥ ২—৩॥ যেমন শৃগাল কখন সিংহের ভাগ ভোগ করিতে যোগ্য হয় না, সেইরূপ সুদর্শনও এই কন্যারত্ন লাভ করিবার উপযুক্ত নহে॥ ৪॥ বিপ্রগণের বেদই বল, ক্ষত্রিয় রাজার ধনুর্ব্বাণই বল, ইহা সর্ব্বত্রই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; অতএব, মহারাজ! আমি এ বিষয়ে কি অন্যায়

বলং শুল্কং যথা রাজ্ঞাং বিবাহে পরিকীর্ত্তিতম্।
বলবানেব গৃহ্ণাতু নাবলস্তু কদাচন ॥ ৬ ॥
তস্মাৎ কন্যাং পণং কৃত্বা নীতিরত্র বিধীয়তাম্।
অন্যথা কলহঃ কামং ভবিষ্যতি মহীভুজাম্ ॥ ৭ ॥
এবং বিবাদে সংবৃত্তে রাজ্ঞাং তত্র পরস্পরম্।
আহূতস্তু সভামধ্যে সুবাহুর্নৃপসত্তমঃ ॥ ৮ ॥
সমাহূয় নৃপাঃ সর্ব্বে তমূচুস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
রাজন্নীতিস্ত্বয়া কার্য্যা বিবাহেঽত্র সমাহিতঃ ॥ ৯ ॥
কিং তে চিকীর্ষিতং রাজংস্তদ্বদস্ব সমাহিতঃ।
পুত্র্যাঃ প্রদানং কস্মৈ তে রোচতে নৃপ! চেতসি ॥ ১০ ॥

সুবাহুরুবাচ।

পুত্র্যা মে মনসা কামং বৃতঃ কিল সুদর্শনঃ।
ময়া নিবারিতাত্যর্থং ন সা প্রত্যেতি মে বচঃ ॥ ১১ ॥

যদুক্তমিচ্ছাস্বয়ংবর ইতি তত্রাহ। বলং শুল্কমিতি। নির্ব্বলরাজানাং স স্বয়ংবরো বীর্য্যবতাং রাজ্ঞাস্তু বলমেব শুল্কং পরিকীর্ত্তিতম্। শুল্কং বরাদিদেয়ে স্যাদ্বরাদর্থগ্রহে স্ত্রিয়ামিতি মেদিনীকোশাচ্ছুল্কং বরাদর্থগ্রহরূপং পরিকীর্ত্তিতং নান্যৎ। তস্য শুল্কবিবাহরূপস্য স্পষ্টং রূপমাহ বলবানেবেতি। যতো রাজ্ঞাং বলমেব শুল্কং তস্মাৎ কন্যাং বলবানেব গৃহ্ণাত্ববলস্তু কদাচ ন কদাপি ন গৃহ্ণাত্বিতি পণং কৃত্বাত্র বিবাহে নীতির্মমাভিলষিতোঽয়ং ন্যায়ো বিধীয়তাং ক্রিয়তাম্। অস্বীকারে দোষমাহ। অন্যথেতি ॥ ৬—৮ ॥

রাজন্নিতি। পণরূপা পূর্ব্বোক্তা রাজভির্নিশ্চিতা নীতির্ন্যায়স্ত্বয়া কার্য্যাত্র স্বয়ংবরে ইত্যস্মদভিলষিতমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তব যচ্চিকীর্ষিতং তত্তু ত্বমপি বদেত্যাহ কিং তে ইতি। ত্বয়া পণস্তু ন কৃতোঽথ বিবাহার্থং প্রবৃত্তোঽসি তস্মাৎ পুত্র্যাঃ প্রদানং কস্মৈ তে রোচতে তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কামং যথেষ্টং সুদর্শনো বৃতঃ। প্রত্যেতি স্বীকরোতি ॥ ১১ ॥

বলিতেছি তাহা আপনিই বলুন ॥ ৫ ॥ রাজাদিগের বলই শুল্ক, তদনুসারে বালবান্ ব্যক্তিই কন্যারত্ন গ্রহণ করুক, দুর্ব্বল ক্ষত্রিয় কখনই তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না, এইরূপ পণ করিয়া এই বিবাহে নীতি বিধান করুন, তাহা না হইলে মহীপালগণের মধ্যে নিশ্চয়ই কলহ উপস্থিত হইবে ॥ ৬—৭ ॥

সেই স্বয়ংবর সভায় এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, নৃপসত্তম সুবাহুকে তথায় আহ্বান করা হইল ॥ ৮ ॥ তত্ত্বদর্শী নৃপতিগণ সকলেই সুবাহুকে কহিলেন, রাজন্! আপনি মনোযোগী হইয়া এই বিবাহ কার্য্যে একটী সুনীতি স্থাপন করুন্ ॥ ৯ ॥ আপনার অভিলাষ কি? আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমাহিত চিত্তে তাহা প্রকাশ করুন। হে নৃপ!

কিং করোমি সুতায়া মে ন বশে বর্ত্ততে মনঃ ।
সুদর্শনস্তথৈকাকী সম্প্রাপ্তোঽস্তি নিরাকুলঃ ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

সম্পন্নভূভুজঃ* সর্ব্বে সমাহূয় সুদর্শনম্ ।
ঊচুঃ সমাগতং শান্তমেকাকিনমতন্দ্রিতম্ ॥ ১৩ ॥
রাজপুত্র ! মহাভাগ ! কেনাহূতোঽসি সুব্রত ! ।
একাকী যঃ সমায়াতঃ সমাজে ভূভৃতামিহ ॥ ১৪ ॥
ন বৈ সৈন্যং ন সচিবা ন কোশো ন বৃহদ্‌বলম্ ।
কিমর্থঞ্চ সমায়াতস্তত্ত্বং ব্রূহি মহামতে ! ॥ ১৫ ॥
যুদ্ধকামা নৃপতয়ো বর্ত্তন্তেঽত্র সমাগমে ।
কন্যার্থং সৈন্যসম্পন্নাঃ কিং ত্বং কর্ত্তুমিহেচ্ছসি ॥ ১৬ ॥
ভ্রাতা তে সুবলঃ শূরঃ সম্প্রাপ্তোঽস্তি জিঘৃক্ষয়া ।
যুধাজিচ্চ মহাবাহুঃ সাহায্যং কর্ত্তুমাগতঃ ॥ ১৭ ॥

মে সুতায়া মনো বশে নাস্তীত্যর্থঃ । তথা যথা তস্যাঃ কন্যায়া অভিপ্রায়স্তথৈব সুদর্শনো-প্যনাহূতো ময়াত্র প্রাপ্তঃ । তেন জানামি নূনং কন্যয়ৈবায়মাহূত ইতি ॥ ১২ ॥

সুবাহুবচনং শ্রুত্বা কেনাহূতস্ত্বং কিমর্থমত্রাগতোঽসীত্যভিপ্রায়েণ সুদর্শনং পপ্রচ্ছুরিত্যাহ সম্পন্নভূভুজ ইতি । শিষ্টা ভূভুজ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৭ ॥

কাহাকে কন্যা প্রদান করিতে আপনার অভিলাষ হয়, তাহা আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১০ ॥

সুবাহু কহিলেন, আমার তনয়া মনে মনে সুদর্শনকে বরণ করিয়াছে, আমি বহুবার বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার বাক্য গ্রহণ করে নাই । আমি কি করিব, এক্ষণে আমার কন্যার মানস, তাহার বশীভূত নহে । এদিকে সুদর্শন অনিমন্ত্রিত হইলেও একাকী এখানে আগমন করিয়া নিরাকুল-চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১১—১২ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর প্রধান প্রধান মহীপালগণ সকলেই সুদর্শনকে আহ্বান করিলেন ; সুদর্শনও একাকী শান্তভাবে আগমন করিলে তাঁহারা সুস্থির ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুব্রত ! তোমাকে কোন্ ব্যক্তি আহ্বান করিয়াছে ? তুমি অসহায় হইয়া এই মহারাজগণের সমাজে আগমন করিয়াছ কেন ? ॥ ১৩—১৪ ॥ তোমার সৈন্য নাই, সচিব নাই, সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আর তোমার কোনও বিশেষরূপ বল দৃষ্ট হইতেছে না, মতিমন্ ! তবে তুমি কেন একাকী এখানে আগমন করিয়াছ তাহা বিশেষ করিয়া বল ॥ ১৫ ॥ এই রাজসমাজে সৈন্য সম্পন্ন মহাবল নরপতিগণ কন্যার নিমিত্ত যুদ্ধার্থী

---

* সংমন্ত্র্য ভূভুজঃ । ইতি বা পাঠঃ ।

গচ্ছ বা তিষ্ঠ রাজেন্দ্র ! যাথাতথ্যমুদাহৃতম্‌।
ত্বয়ি সৈন্যবিহীনে চ যথেষ্টং কুরু সুব্রত ! ॥ ১৮ ॥
সুদর্শন উবাচ।
ন বলং ন সহায়ো মে ন কোশো দুর্গসংশ্রয়ঃ।
ন মিত্রাণি ন সৌহার্দ্দী ন নৃপা রক্ষকা মম ॥ ১৯ ॥
অত্র স্বয়ংবরং শ্রুত্বা দ্রষ্টুকাম ইহাগতঃ।
স্বপ্নে দেব্যা প্রেরিতোঽস্মি ভগবত্যা ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥
নান্যচ্চিকীর্ষিতং মেঽদ্য মামাহ জগদীশ্বরী।
তয়া যদ্বিহিতং তচ্চ ভবিতাদ্য ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
ন শত্রুরস্তি সংসারে কোঽপ্যত্র জগতীশ্বরাঃ !।
সর্ব্বত্র পশ্যতো মেঽদ্য ভবানীং জগদম্বিকাম্‌ ॥ ২২ ॥
যঃ করিষ্যতি শত্রুত্বং ময়া সহ নৃপাত্মজাঃ !।
শাস্তা তস্য মহাবিদ্যা নাহং জানামি শত্রুতাম্‌ ॥ ২৩ ॥

ত্বয়ি সৈন্যবিহীনে দৃষ্টে সত্যস্মাভির্দ্দয়াবশাদ্‌যাথাতথ্যমর্শ আদ্যজন্তম্‌। যাথাতথ্যবিশিষ্টং বাক্যং সত্যং বাক্যমুদাহৃতমুক্তং তদুত্তরং গচ্ছাথবা তিষ্ঠ যথেষ্টং স্যাত্তথাকুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥১৮-১৯॥
কেনাহূতঃ কিমর্থমাগতোঽসীত্যস্যোত্তরমাহ অত্রেতি। ন কেনাপ্যাহূতঃ কিন্তু ভগবতী-প্রেরণয়ৈব স্বয়ংবরং দ্রষ্টুমাগতোঽস্মীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, এস্থলে তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ॥ ১৬ ॥ তোমার ভ্রাতাও বলশালী এবং শৌর্য্যবীর্য্য সম্পন্ন, সে কন্যা গ্রহণ লালসায় এখানে উপস্থিত হইয়াছে, মহাবাহু যুধাজিৎও তাহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ হে সুব্রত ! তোমাকে সৈন্যবিহীন দেখিয়া, যেরূপ ঘটনা, তাহা আমরা তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে তুমি অন্যত্র যাও বা এইস্থানে থাক, তোমার যাহা অভিলাষ হয়, বিবেচনা পূর্ব্বক সেইরূপ অনুষ্ঠান কর ॥ ১৮ ॥ সুদর্শন কহিলেন, আমার সৈন্য, সহায়, কোষ, দুর্গ, বন্ধুবান্ধব অথবা রক্ষাকারক রাজা কেহই নাই ; এইস্থানে স্বয়ংবর হইবে শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ এক কথা এই যে দেবী ভগবতী স্বপ্নযোগে আমাকে এখানে আসিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন; তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমি এখানে আগমন করিয়াছি তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ১৯—২০ ॥ এক্ষণে আমার অন্য কোনও কার্য্যের অভিলাষ নাই, ভগবতী ভুবনেশ্বরী আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়াছি। তিনি যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাই অদ্য সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ হে মহীশ্বরগণ ! আমি জগদীশ্বরী জগদম্বিকা ভগবতী ভবানীকে সর্ব্বত্রই দর্শন করিতেছি, অতএব এই জগতীতলে আমার

যদ্ভাবি তদ্ধৈ ভবিতা নান্যথা নৃপসত্তমাঃ ! ।
কা চিন্তা হ্যত্র কর্ত্তব্যা দৈবাধীনোঽস্মি সর্ব্বদা ॥ ২৪ ॥
দেবভূতমনুষ্যেষু সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা ।
সর্ব্বেষাং তৎকৃতা শক্তির্নান্যথা নৃপসত্তমাঃ ! ॥ ২৫ ॥
সা যং চিকীর্ষতে ভূপং তং করোতি নৃপাধিপাঃ ! ।
নির্দ্ধনং বা নরং কামং কা চিন্তা বৈ তদা মম ॥ ২৬ ॥
তামৃতে পরমাং শক্তিং ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ।
ন শক্তাঃ স্পন্দিতুং দেবাঃ কা চিন্তা মে তদা নৃপাঃ ! ॥ ২৭ ॥
অশক্তো বা সশক্তো বা যাদৃশস্তাদৃশস্ত্বহম্ ।
তদাজ্ঞয়া নৃপাদ্যেব সম্প্রাপ্তোঽস্মি স্বয়ংবরে ॥ ২৮ ॥
সা যদিচ্ছতি তৎ কুর্য্যান্মম কিং চিন্তনেন বৈ ।
নাত্র শঙ্কা প্রকর্ত্তব্যা সত্যমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

কিং ত্বং কর্ত্তুমিহেচ্ছসীত্যস্যোত্তরমাহ নান্যদিতি। মাং জগদীশ্বরী যদাহ ত্বয়া তত্র গন্তব্যমিতি তস্মাত্তদ্বাক্যপরিপালনাদন্যন্মম চিকীর্ষিতং নাস্ত্যেব। যুদ্ধং ভবিষ্যতি তদা তব কাবস্থেতি চেত্তত্রাহ তয়েতি ॥ ২১—২৬ ॥
তামৃতে ইতি। তদুক্তং সূতসংহিতায়াং যজ্ঞবৈভবখণ্ডে ত্রয়োদশাধ্যায়ে। যস্তু ব্রহ্মত্বমাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ। যস্তু বিষ্ণুত্বমা-

---

কেহই শত্রু নাই তবে যে ব্যক্তি আমার সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইবে, মহাবিদ্যা মহামায়া তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন; শত্রুতা কাহাকে বলে আমিও অবগত নহি ॥২২-২৩॥ হে নৃপসত্তমগণ! যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই ঘটিবে, কদাচই অন্যথা হইবে না আমি সর্ব্বদাই দৈবের অধীন রহিয়াছি, অতএব এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া কি ফলোদয় হইবে? ॥ ২৪ ॥ নৃপবরগণ! কি দেবতা, কি ভূতযোনি, কি মনুষ্য সকল প্রাণীতেই দেবীদত্ত শক্তি বিদ্যমান আছে, কদাচই তাহার অন্যথা হয় না ॥২৫॥ রাজেন্দ্রগণ! তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই ভূপতি, ধনপতি বা নির্ধন করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আমার চিন্তার বিষয় কি? ॥২৬॥ যখন সেই পরাশক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শম্ভু প্রভৃতি দেবতাগণও নড়িতে চড়িতে সমর্থ নহেন, তবে তাহাতে আমার চিন্তার বিষয় কি আছে? ॥ ২৭ ॥ নৃপগণ! আমি অশক্তই হই, অথবা শক্তই হই, কিংবা একজন সামান্য ব্যক্তিই হই আমি সেই দেবী ভগবতীর আদেশে এই স্বয়ংবর সভায় আগমন করিয়াছি ॥ ২৮ ॥ তিনি যাহা ইচ্ছা করিতেছেন তাহাই করিবেন আমার সে চিন্তায় প্রয়োজন নাই। হে মহাভাগগণ! আপনারা এ বিষয়ে কোনও আশঙ্কা করিবেন না, আমি আপনাদিগকে সত্য কথাই

জয়ে পরাজয়ে লজ্জা ন মেঽত্রাণৃপি পার্থিবাঃ ! ।
ভগবত্যাস্তু লজ্জাস্তি তদধীনোঽস্মি সর্ব্বদা ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য তদাকর্ণ্য বচনং রাজসত্তমাঃ।
ঊচুঃ পরস্পরং প্রেক্ষ্য নিশ্চয়জ্ঞা নরাধিপাঃ ॥ ৩১ ॥
সত্যমুক্তং ত্বয়া সাধো ! ন মিথ্যা কর্হিচিদ্ভবেৎ।
তথাপ্যুজ্জয়নীনাথস্ত্বাং হন্তুং পরিকাঙ্ক্ষতি ॥ ৩২ ॥
ত্বৎকৃতেন দয়াদিষ্টাস্ত্বাং ব্রবীমো মহামতে ! ।
যদ্‌যুক্তং তত্ত্বয়া কার্য্যং বিচার্য্য মনসানঘ ! ॥ ৩৩ ॥

সুদর্শন উবাচ।

সত্যমুক্তং ভবদ্ভিশ্চ কৃপাবদ্ভিঃ সুহৃজ্জনৈঃ।
কিং ব্রবীমি পুনর্বাক্যমুক্ত্বা নৃপতিসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥
ন মৃত্যুঃ কেনচিদ্ভাব্যঃ কস্যচিদ্‌বা কদাচন।
দৈবাধীনমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্‌ ॥ ৩৫ ॥

পন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ। যস্তু রুদ্রত্বমাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থক ইতি ॥ ২৭—৩২ ॥

ত্বৎকৃতেন ত্বদাচরণেন দয়য়াদিষ্টাঃ প্রেরিতাঃ তস্মাত্ত্বাং বয়ং ব্রুবীমো ব্রূমো নান্যথেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

কহিলাম। জয় বা পরাজয় বিষয়ে আমার অনুমাত্রও লজ্জা নাই; কারণ, আমি সর্ব্বদাই সেই ভগবতীর অধীন, অতএব তদ্বিষয়ের যে লজ্জা, তাহা তাঁহারই আছে ॥ ২৯-৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরপতিগণ তাঁহার সেইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া এবং ভগবতীর প্রতি তাহার স্থির নিশ্চয়তা জানিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া সুদর্শনকে কহিতে লাগিলেন, সাধো ! তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহা সত্য, কদাচই মিথ্যা নহে, তথাপি উজ্জয়িনীপতি যুধাজিৎ, তোমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৩১—৩২ ॥ হে বুদ্ধিমন্‌ ! তোমার শরীরে যে পাপের লেশ মাত্র নাই তাহা আমরা জানিয়াছি; তোমার নিমিত্ত আমাদিগের মানসে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল, সেই হেতু তোমাকে এই বিষয় জানাইলাম, এক্ষণে মনে মনে তদ্বিষয়ের বিচার করিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত হয় তাহাই কর ॥ ৩৩ ॥

সুদর্শন কহিলেন, আপনারা কৃপালু ও সদাশয়, আপনারা যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য, আমি বালক হইয়া আপনাদিগকে আর কি বলিব ? ॥ ৩৪ ॥ নৃপবরগণ ! কোনও ব্যক্তি কখন কাহারও মৃত্যু ঘটাইতে সমর্থ হয় না, এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎই দৈবের

স্ববশোঽয়ং ন জীবোঽস্তি স্বকর্ম্মবশগঃ সদা।
তৎ কর্ম্ম ত্রিবিধং প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৩৬ ॥
সঞ্চিতং বর্ত্তমানঞ্চ প্রারব্ধঞ্চ তৃতীয়কম্।
কালকর্ম্মস্বভাবৈশ্চ ততং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ৩৭ ॥
ন দেবো মানুষং হন্তুং শক্তঃ কালাগমং বিনা।
হতং নিমিত্তমাত্রেণ হন্তি কালঃ সনাতনঃ ॥ ৩৮ ॥
যথা পিতা মে নিহতঃ সিংহেনামিত্রকর্ষণঃ।
তথা মাতামহোঽপ্যেবং যুদ্ধে যুধাজিতা হতঃ ॥ ৩৯ ॥
যত্নকোটিং প্রকুর্ব্বাণো হন্যতে দৈবযোগতঃ।
জীবেদ্বর্ষসহস্রাণি রক্ষণেন বিনা নরঃ ॥ ৪০ ॥
নাহং বিভেমি ধর্ম্মিষ্ঠাঃ কদাচিচ্চ যুধাজিতঃ।
দৈবমেব পরং মত্বা সুস্থিতোঽস্মি সদা নৃপাঃ ! ॥ ৪১ ॥
স্মরণং সততং নিত্যং ভগবত্যাঃ করোম্যহম্।
বিশ্বস্য জননী দেবী কল্যাণং সা করিষ্যতি ॥ ৪২ ॥
পূর্ব্বার্জ্জিতং হি ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যশুভং তথা।
স্বকৃতস্য চ ভোগেন কীদৃক্ শোকো বিজানতাম্ ॥ ৪৩ ॥

ন কেবলং কর্ম্মবশগঃ কিন্তু কালকর্ম্মস্বভাববশগশ্চেত্যাহ কালেতি। স্বভাবো মূলভূতা প্রকৃতিঃ। ততং ব্যাপ্তং তদ্বশগমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥
তদেবোপপাদয়তি ন দেব ইতি ॥ ৩৮—৪৩ ॥

অধীন ॥ ৩৫ ॥ জীবগণের মধ্যে কেহই নিজবশে অবস্থিত নহে, সকলে সর্ব্বদাই নিজ নিজ কর্ম্মের বশবর্ত্তী। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ কহেন, সঞ্চিত, বর্ত্তমান ও প্রারব্ধভেদে কর্ম্ম তিন প্রকার; এই অখিল জগৎ, কাল কর্ম্ম ও স্বভাব কর্ত্তৃক বিস্তারিত রহিয়াছে, সময় উপস্থিত না হইলে দেবতারাও মনুষ্যদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হন না; জীবগণ কোনও নিমিত্ত-কারণ দ্বারা নিহত হয়, কিন্তু সনাতন কালই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন ॥৩৬-৩৮॥ সেইরূপে আমার পিতা শত্রুগণের সংহারক হইলেও সিংহ দ্বারা এবং মাতামহ যুধাজিতের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন ॥ ৩৯ ॥ জীবগণ জীবনের জন্য কোটি কোটি যত্ন করিলেও সহসা দৈবযোগে নিহত হয় এবং কেহ রক্ষা না করিলেও দৈবযোগে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে সন্দেহ নাই॥৪০॥ হে পরম ধার্ম্মিক নরপতিগণ! আমি যুধাজিৎ হইতে কদাচই ভয় করি না, দৈবকেই প্রধান মানিয়া সর্ব্বদা সুস্থির চিত্তে অবস্থিতি করিতেছি ॥৪১॥ আমি নিত্য নিত্য সততই ভগবতীর স্মরণ করিয়া থাকি, যিনি বিশ্বসংসারের জননী সেই

স্বকর্ম্মফলযোগেন প্রাপ্য দুঃখমচেতনঃ।
নিমিত্তকারণে বৈরং করোত্যল্পমতিঃ কিল॥ ৪৪ ॥
ন তথাহং বিজানামি বৈরং শোকং ভয়ং তথা।
নিঃশঙ্কমিহ সম্প্রাপ্তঃ সমাজে ভূভৃতামিহ॥ ৪৫ ॥
একাকী দ্রষ্টুকামোঽহং স্বয়ংবরমনুত্তমম্।
ভবিষ্যতি চ যদ্ভাব্যং প্রাপ্তোঽস্মি চণ্ডিকাজ্ঞয়া॥ ৪৬॥
ভগবত্যাঃ প্রমাণং মে নান্যং জানামি সংযতঃ।
তৎকৃতঞ্চ সুখং দুঃখং ভবিষ্যতি চ নান্যথা॥ ৪৭ ॥
যুধাজিৎ সুখমাপ্নোতু ন মে বৈরং নৃপোত্তমাঃ!।
যঃ করিষ্যতি মে বৈরং স প্রাপ্স্যতি ফলং তথা॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে তথা তেন সন্তুষ্টা ভূভুজঃ স্থিতাঃ।
সোঽপি স্বমাশ্রমং প্রাপ্য সুস্থিতঃ সম্বভূব হ॥ ৪৯ ॥
অপরেঽহ্নি শুভে কালে নৃপাঃ সংমন্ত্রিতাঃ কিল।
সুবাহুনা নৃপেণাথ রুচিরে বৈ স্বমণ্ডপে॥ ৫০ ॥

অচেতনো বুদ্ধিরহিতো মূঢ়ঃ। নিমিত্তকারণে দুঃখস্যেত্যর্থঃ॥ ৪৪—৪৫ ॥
একাকীত্যাদি পূর্ব্বান্বয়ি ॥ ৪৬ ॥
ভগবত্যা বাক্যমিতি শেষঃ ॥ ৪৭—৫২ ॥

দেবীই আমার কল্যাণ বিধান করিবেন॥ ৪২ ॥ দেখ, শুভই হউক আর অশুভই হউক, পূর্ব্বার্জ্জিত নিজকর্ম্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, নিজ নিজ কৃতকর্ম্ম অবশ্যই ভোক্তব্য, যে ব্যক্তি ইহা জানিতে পারেন সে ব্যক্তি আর শোক করিবেন কেন? ॥ ৪৩ ॥ মোহাচ্ছন্ন অল্পমতি মানবগণ নিজকৃত কর্ম্মযোগে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া সামান্য কারণেই শত্রুতা করিয়া থাকে ॥৪৪॥ আমি সেরূপ শত্রুতাজনিত শোক বা ভয় কিছুই জানি না; আমি নিঃশঙ্কচিত্তে এই ভূপতিগণের সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি॥ ৪৫ ॥ আমি চণ্ডিকার আজ্ঞায় এই অত্যুত্তম স্বয়ংবর দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি; যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে॥ ৪৬ ॥ ভগবতীর বাক্যই আমার প্রমাণ, আমি অন্য কিছুই জানি না, একান্ত মনে তাঁহাকেই জানি; তিনি যেরূপ সুখ দুঃখের বিধান করিয়াছেন কদাচই তাহার অন্যথা হইবে না॥ ৪৭ ॥ রাজগণ! যুধাজিৎ সুখলাভ করুন, তাঁহার প্রতি আমার বৈরভাব নাই, যিনি আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিবেন তিনি অবশ্যই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই॥ ৪৮ ॥

দিব্যাস্তরণযুক্তেষু মঞ্চেষু রচিতেষু চ।
উপবিষ্টাশ্চ রাজানঃ শুভালঙ্করণৈর্যুতাঃ ॥ ৫১ ॥
দিব্যবেশধরাঃ কামং বিমানেম্বমরা ইব।
দীপ্যমানাঃ স্থিতাস্তত্র স্বয়ংবরদিদৃক্ষয়া ॥ ৫২ ॥
ইতি চিন্তাপরাঃ সর্ব্বে কদা সাপ্যাগমিষ্যতি।
ভাগ্যবন্তং নৃপশ্রেষ্ঠং শ্রুতপুণ্যং বরিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥
যদি সুদর্শনং দৈবাৎ স্রজা সম্ভূষয়েদিহ।
বিবাদো বৈ নৃপাণাঞ্চ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
ইত্যেবং চিন্ত্যমানাস্তে ভূপা মঞ্চেষু সংস্থিতাঃ।
বাদিত্রঘোষঃ সুমহানুত্থিতো নৃপমণ্ডপে ॥ ৫৫ ॥
অথ কাশীপতিঃ প্রাহ সুতাং স্নাতাং স্বলঙ্কতাম্।
মধূকমালাসংযুক্তাং ক্ষৌমবাসোবিভূষিতাম্ ॥ ৫৬ ॥
বিবাহোপস্করৈর্যুক্তাং দিব্যাং সিন্ধুসুতোপমাম্।
চিন্তাপরাং সুবসনাং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রুতপুণ্যং কং বরিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥
সিন্ধুসুতা লক্ষ্মীঃ। চিন্তাপরাং ভগবতীধ্যানপরাম্ ॥ ৫৭—৬১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সুদর্শন এইরূপ কহিলে পর নরপতিগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন, সুদর্শনও আপন আশ্রমে গমন করিয়া সুস্থিরচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ পরদিন নরপতি সুবাহু সমস্ত সমাগত নৃপতিগণকেই স্বয়ংবর সভায় নিজ নিজ মনোহর মণ্ডপে আহ্বান করিলেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর রাজগণ মনোহর অলঙ্কারসমূহে সুশোভিত হইয়া সুরচিত দিব্য আস্তরণ পরিশোভিত মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন তথায় তাঁহারা দিব্য বেশধারী বিমান স্থিত অমর বৃন্দের ন্যায় রত্ন-সমূহের সমুজ্জ্বল প্রভাজালে দীপ্যমান হইয়া স্বয়ংবর দর্শনাভিলাষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কখন্ সেই রাজবালা আগমন করিয়া কোন্ ভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে বরণ করিবে ॥ ৫৩ ॥ এই স্বয়ংবর সভায় যদি দৈববশে সুদর্শনকে মাল্য প্রদান করে তাহা হইলে অবশ্যই নৃপতিগণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৫৪ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভূপগণ মঞ্চো-পরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমত সময়ে সেই নৃপতিগণের সভামণ্ডপে সুমহৎ বাদিত্র নির্ঘোষ সমুত্থিত হইল ॥ ৫৫ ॥ অনন্তর কাশিপতি সুবাহু, কন্যার সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন যে শশিকলা স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিবিধ অলঙ্কারে ও মধূকমালায়

উত্তিষ্ঠ পুত্রি! সুমনসে! করে ধৃত্বা শুভাং স্রজম্।
ব্রজ মণ্ডপমধ্যেঽদ্য সমাজং পশ্য ভূভুজাম্॥ ৫৮॥
গুণবান্ রূপসম্পন্নঃ কুলীনশ্চ নৃপোত্তমঃ।
তব চিত্তে বসেদ্যস্তু তং বৃণুষ্ব সুমধ্যমে!॥ ৫৯॥
দেশদেশাধিপাঃ সর্ব্বে মঞ্চেষু রচিতেষু চ।
সংবিষ্টাঃ পশ্য তম্বঙ্গি! বরয়স্ব যথারুচি॥ ৬০॥

ব্যাস উবাচ।

তং তথা ভাষমাণং বৈ পিতরং মিতভাষিণী।
উবাচ বচনং বালা ললিতং ধর্ম্মসংযুতম্॥ ৬১॥

শশিকলোবাচ।

নাহং দৃষ্টিপথে রাজ্ঞাং গমিষ্যামি পিতঃ! কিল।
কামুকানাং নরেশানাং গচ্ছন্ত্যন্যাশ্চ যোষিতঃ॥ ৬২॥
ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রুতং তাত! ময়েদং বচনং কিল।
এক এব বরো নার্য্যা নিরীক্ষ্যঃ স্যান্ন চাপরঃ॥ ৬৩॥
সতীত্বং নির্গতং তস্যা যা প্রযাতি বহূনথ।
সঙ্কল্পয়ন্তি তে সর্ব্বে দৃষ্টা মে ভবতাদিতি॥ ৬৪॥

অন্যা ব্যভিচারিণ্যঃ॥ ৬২—৬৩॥

সুশোভিত এবং সমস্ত বিবাহ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। নৃপতি, ক্ষৌমবসনে বিভূষিত তনয়ারে চিন্তাতুরা নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত কহিলেন, বৎসে! উঠ উঠ, করকমলে সুশোভন মালা ধারণ করিয়া মণ্ডপ মধ্যে গমন পূর্ব্বক রাজগণের সমাজ অবলোকন কর॥ ৫৬—৫৮॥ তম্বঙ্গি! গুণবান্, রূপবান্ ও আভিজাত্যসম্পন্ন যে নৃপসত্তম, তোমার মনোমন্দিরে বাস করিতেছেন, তুমি তাঁহাকেই বরণ কর॥৫৯॥ হে শোভনাঙ্গি! দেশদেশান্তরের অধিরাজগণ সুরচিত মঞ্চোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তুমি যাইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন কর এবং যাহাকে তোমার অভিরুচি হয় তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান কর॥ ৬০॥

ব্যাস বলিলেন, সুবাহু এইরূপ বলিলে পর মিতভাষিণী শশিকলা তাহাকে ধর্ম্মসংযুক্ত সুললিত মনোহর মধুর বচন বলিতে আরম্ভ করিলেন॥৬১॥ পিতঃ! আমি কামুক নরপতিগণের দৃষ্টিপথে গমন করিব না, তথায় আমার ন্যায় রমণীগণ গমন করে না, ব্যভিচারিণী কামিনীরাই গমন করিয়া থাকে॥৬২॥ পিতঃ! আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি যে, নারীগণ

স্বয়ংবরে স্রজং ধৃত্বা যদা গচ্ছতি মণ্ডপে।
সামান্যা সা তদা জাতা কুলটেবাপরা বধূঃ॥ ৬৫॥
বারস্ত্রী বিপণে গত্বা যথা বীক্ষ্য নরান্ স্থিতান্।
গুণাগুণপরিজ্ঞানং করোতি নিজমানসে॥ ৬৬॥
নৈকভাবা যথা বেশ্যা বৃথা পশ্যতি কামুকম্।
তথাহং মণ্ডপে গত্বা কুর্ব্বে বারস্ত্রিয়া কৃতম্॥ ৬৭॥
বৃদ্ধৈরেতৈঃ কৃতং ধর্ম্মং ন করিষ্যামি সাম্প্রতম্।
পত্নীব্রতং তথা কামং চরিষ্যেঽহং ধৃতব্রতা॥ ৬৮॥
সামান্যা প্রথমং গত্বা কৃত্বা সঙ্কল্পিতং বহু।
বৃণোতি চৈকং তদ্বদ্বৈ বৃণোমি কথমদ্য বৈ॥ ৬৯॥
সুদর্শনো ময়া পূর্ব্বং বৃতঃ সর্ব্বাত্মনা পিতঃ!।
তম্বৃতে নান্যথা কর্ত্তুমিচ্ছামি নৃপসত্তম!॥ ৭০॥

সঙ্কল্পয়ন্তীতি। মাং দৃষ্ট্বৈবং মে ভবতাদিতি তে সঙ্কল্পয়ন্তি। ভবতাদিত্যাশীর্লোটি তাতঙ্॥ ৬৪—৬৬॥
কুর্ব্বে ইতি। বারস্ত্রিয়া কৃতং কথং কুর্ব্বে ইত্যর্থঃ॥ ৬৭॥
নমু বৃদ্ধসম্প্রদায় এবমেবাস্তি স চ ত্বয়াপ্যাশ্রয়ণীয় ইতি চেত্তত্রাহ বৃদ্ধৈরিতি॥ ৬৮॥

একমাত্র বরকেই নিরীক্ষণ করিবেন অপরকে নিরীক্ষণ করিবেন না॥ ৬৩॥ যে নারী বহুজনের নিকট গমন করে তাহাকে সকলেই "আমার হউক" বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার সতীত্ব বিদুরিত হইয়া যায়॥৬৪॥ বরার্থিনী রমণী যখন বরমাল্য ধারণ করিয়া স্বয়ংবর সভায় রাজমণ্ডপে গমন করে, তখন সে কুলটার ন্যায় সামান্য বধূ হইয়া থাকে। যেমন বারবধূ বিপণি স্থানে গমন পূর্ব্বক বহুতর নরগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিজ মানসে গুণাগুণ পরিজ্ঞান করে, স্বয়ংবরগামিনী রমণীকেও সেইরূপ করিতে হয়॥৬৫—৬৬॥ বেশ্যা যেমন একজনেরও প্রতি বদ্ধভাব না হইয়া কামুক জনগণকে নিরন্তর অবলোকন করে, আমি রাজগণের সভামণ্ডপে গমন করিয়া বারবনিতার ন্যায় সেইরূপ কার্য্য কিরূপে সম্পাদন করিব?॥ ৬৭॥ বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের এইরূপ অনুমোদন করিলেও আমি এক্ষণে তাহার অনুসরণ করিব না, আমি পাতিব্রত্য ধারণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে পত্নীব্রতের আচরণ করিব॥৬৮॥ সামান্য রমণী যেমন প্রথমে গমন পূর্ব্বক বহুতর ব্যক্তিকে সংকল্প করিয়া পরে এক ব্যক্তিকে বরণ করে আমি কদাচই সেরূপ করিতে পারিব না॥ ৬৯॥ পিতঃ! আমি প্রথমেই কায়মনো বাক্যে সুদর্শনকে বরণ করিয়াছি; তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য ব্যক্তিকে বরণ করিয়া তাহার অন্যথা করিতে কোনমতেই আমার ইচ্ছা নাই॥ ৭০॥ হে নৃপসত্তম! যদি

বিবাহবিধিনা দেহি কন্যাদানং শুভে দিনে।
সুদর্শনায় নৃপতে! যদীচ্ছসি শুভং মম ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং রাজ্ঞাং পরস্পরসংবাদকথনপূর্ব্বকং কন্যায়া বোধবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

তত্র দোষমাহ সামান্যেতি। যথা কাচিৎ সামান্যা স্ত্রী প্রথমং সভায়াং গত্বা মনসি বহু-পুরুষসঙ্গং সঙ্কল্পিতং কৃত্বা পশ্চাৎ স্বভাগ্যে লিখিতমেকমেব বৃণোতি তথা সামান্যাবৎ কথ-মদ্য পুরুষং বৃণোম্যহং পতিব্রতা সতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯—৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

আপনি আমার কল্যাণ চিন্তা করেন, তবে শুভদিনে শুভলগ্নে বিবাহের বিধান অনুসারে সুদর্শনকে কন্যা প্রদান করুন ॥ ৭১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে স্বয়ংবর সভায় রাজগণের পরস্পর কথোপকথন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।
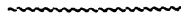
ব্যাস উবাচ।

সুবাহুরপি তচ্ছ্রুত্বা যুক্তমুক্তং তয়া তদা।
চিন্তাবিষ্টো বভূবাশু কিং কর্ত্তব্যমিতঃ পরম্॥ ১॥
সঙ্গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্যাঃ সপরিগ্রহাঃ।
উপবিষ্টাশ্চ মঞ্চেষু যোদ্ধুকামা* মহাবলাঃ॥ ২॥
যদি ব্রবীমি তান্ সর্ব্বান্ সুতা নায়াতি সাম্প্রতম্।
তথাপি কোপসংযুক্তা হন্যুর্মাং দুষ্টবুদ্ধয়ঃ॥ ৩॥
ন মে সৈন্যবলং তাদৃঙ্ন দুর্গবলমদ্ভুতম্।
যেনাহং নৃপতীন্ সর্ব্বান্ প্রত্যাদেষ্টুমিহোৎসহে॥ ৪॥
সুদর্শনস্তথৈকাকী হ্যসহায়োঽধনঃ শিশুঃ।
কিং কর্ত্তব্যং নিমগ্নোঽহং সর্ব্বথা দুঃখসাগরে॥ ৫॥
ইতিচিন্তাপরো রাজা জগাম নৃপসন্নিধৌ।
প্রণম্য তানুবাচাথ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ॥ ৬॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ ষষ্টিপদ্যৈরাজ্ঞাং কোলাহলে সতি।
কন্যায়াঃ সম্মতৌ রাজা স্থিত ইত্যেতদুচ্যতে॥

কন্যাবাক্যোত্তরং চিন্তাগ্রস্তো রাজা যচ্চকার তদুচ্যতে সুবাহুরপীতি। কন্যয়া তু সম্যগুক্তং পরন্তু ময়া কিং কর্ত্তব্যমিতি চিন্তাবিষ্টো বভূবেত্যর্থঃ॥ ১—২॥
নায়াতীতি। ইতীতি শেষঃ॥ ৩॥
প্রত্যাদেষ্টুং প্রত্যাখ্যাতুম্॥ ৪—৬॥

ব্যাস বলিলেন, কাশীরাজ সুবাহু স্বীয় কন্যা শশিকলার যুক্তিযুক্ত বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া এখন শীঘ্র কি কর্ত্তব্য এই বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন॥ ১॥ পরাক্রান্ত ভূপাল সকল যুদ্ধ কামনায় সৈন্য সমূহ সঙ্গে করিয়া নিজ নিজ অনুচরগণের সহিত এখানে আগমন পূর্ব্বক স্বয়ংবর মঞ্চে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এখন যদি আমি তাঁহাদিগকে বলি যে মদীয় তনয়া শশিকলা স্বয়ংবর সভায় আসিতেছে না, তাহা হইলে সেই দুর্বুদ্ধি ভূপালগণ ক্রোধান্ধ হইয়া আমাকে বিনাশ করিবে॥ ২—৩॥ আমার তাদৃশ সৈন্যবল অথবা দুর্গবল নাই যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই নৃপতিগণের বাক্য অস্বীকার করত তাহাদিগকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হইব॥ ৪॥ সুদর্শনও একাকী, অসহায়, নির্ধন ও বালক, এখন আমার কর্ত্তব্য

---

* যোদ্ধুকামাঃ ইতি বা পাঠঃ।

কিং কর্ত্তব্যং নৃপাঃ কামং নৈতি মে মণ্ডপে সুতা।
বহুশঃ প্রের্য্যমাণাপি সা মাত্রাপি ময়াপি চ ॥ ৭ ॥
মূর্দ্ধ্না পতামি পাদেষু রাজ্ঞাং দাসোঽস্মি সাম্প্রতম্।
পূজাদিকং গৃহীত্বাদ্য ব্রজন্তু সদনানি বঃ ॥ ৮ ॥
দদামি বহুরত্নানি বস্ত্রাণি চ গজান্ রথান্।
গৃহীত্বাদ্য কৃপাং কৃত্বা ব্রজন্তু ভবনান্যুত ॥ ৯ ॥
ন বশে মে সুতা বালা যদি ম্রিয়েত খেদিতা।
তদা মে স্যান্মহদ্দুঃখং তেন চিন্তাতুরোঽস্ম্যহম্ ॥ ১০ ॥
ভবন্তঃ করুণাবন্তো মহাভাগ্যা মহৌজসঃ।
কিমেতয়া দুহিত্রা মে মন্দয়া দুর্ব্বিনীতয়া ॥ ১১ ॥
অনুগ্রাহ্যোঽস্মি বঃ কামং দাসোঽহমিতি সর্ব্বথা।
সুতা সুতেব মন্তব্যা ভবদ্ভিঃ সর্ব্বথা মম ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা সুবাহুবচনং নোচুঃ কেচন ভূমিপাঃ।
যুধাজিৎ ক্রোধতাম্রাক্ষস্তমুবাচ রুষান্বিতঃ ॥ ১৩ ॥

. . . . জনন্যা ॥ ৭ ॥
বঃ সদনানি যূয়ং ব্রজন্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥
খেদিতা তাড়িতা সতী যদি ম্রিয়েতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কি? হায়! আমি এক্ষণে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলাম ॥ ৫ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নরপতি সুবাহু বিনয়াবনত হইয়া রাজগণের নিকট গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৬॥ ভূপতিগণ! আমি এখন কি করি? আমি এবং তাহার জননী বহুবার স্বয়ংবর সভায় আসিতে বলিলেও আমার কন্যা আসিতে সম্মত হইতেছে না ॥ ৭ ॥ আমি আপনাদিগের দাস আপনাদের চরণতলে উত্তমাঙ্গ নিপাতিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, এক্ষণে পূজাদি গ্রহণ পূর্ব্বক আপনারা নিজ নিজ ভবনে গমন করুন। আমি বহুতর রত্ন, বস্ত্র, গজ ও রথ প্রদান করিতেছি গ্রহণ পূর্ব্বক কৃপাপরতন্ত্র হইয়া গৃহে গমন করুন ॥ ৮—৯ ॥ আমার তনয়া এখন বালিকা, তাহাকে তাড়না করিলে যদি প্রাণ পরিত্যাগ করে তাহা হইলে আমার আত্যন্তিক দুঃখ হইবে এই নিমিত্তই আমি অত্যন্ত চিন্তাতুর হইতেছি ॥ ১০ ॥ আপনারা সৌভাগ্যশালী, তেজস্বী ও করুণাবান্, আমার এই দুর্ব্বিনীত মন্দভাগ্য কন্যা গ্রহণে আপনাদের প্রয়োজন কি? ॥ ১১ ॥ আমি আপনাদিগের দাস, অতএব আমার প্রতি করুণা প্রকাশ এবং আমার কন্যাকে আপনাদিগের তনয়ার ন্যায় মনে করা একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ১২ ॥

রাজন্মূর্খোঽসি কিং ব্রূষে কৃত্বা কার্য্যং সুনিন্দিতম্।
স্বয়ংবরঃ কথং মোহাদ্রচিতঃ সংশয়ে সতি ॥ ১৪ ॥
মিলিতা ভূভুজঃ সর্ব্বে ত্বয়াহূতাঃ স্বয়ংবরে।
কথমদ্য নৃপা গন্তুং যোগ্যাস্তে স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ১৫ ॥
অবমান্য নৃপান্ সর্ব্বাংস্ত্বং কিং সুদর্শনায় বৈ।
দাতুমিচ্ছসি পুত্রীঞ্চ কিমনার্য্যমতঃপরম্ ॥ ১৬ ॥
বিচার্য্য পুরুষেণাদৌ কার্য্যং বৈ শুভমিচ্ছতা।
আরব্ধব্যং ত্বয়া তত্তু কৃতং রাজন্নজানতা ॥ ১৭ ॥
এতান্ বিহায় নৃপতীন্ বলবাহনসংযুতান্।
বরং সুদর্শনং কর্ত্তুং কথমিচ্ছসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৮ ॥
অহং ত্বাং হন্মি পাপিষ্ঠ! তথা পশ্চাৎ সুদর্শনম্।
দৌহিত্রায়াদ্য মে কন্যাং দাস্যামীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥

কিমেতয়েতি। এতয়া দুষ্টয়া মন্দভাগ্যয়া ভবতাং কিং ফলং ভবিষ্যতি যদর্থমেতাবানাগ্রহো ভবদ্ভিঃ ক্রিয়তে ॥ ১১—১৫ ॥

অবমান্যেতি। পুত্রীং দাতুং কিমিচ্ছসি। যদীচ্ছসি তর্হি অতোঽস্মাৎ পরমধিকমনার্য্যমশ্লাঘ্যং কিমস্তি। মহানপরাধস্তব তদেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বিচার্য্যেতি। শুভমিচ্ছতা পুরুষেণাদৌ কার্য্যং সাধ্যমসাধ্যং বেতি বিচার্য্য পশ্চাদারব্ধব্যম্। ত্বয়া তু রাজন্নজানতা তৎ কার্য্যং কৃতমতঃ ফলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুবাহুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূপালগণ কেহ কিছুই বলিলেন না, কিন্তু যুধাজিৎ ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া রোষভরে কাশীরাজকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥ রাজন্! তুমি নিতান্ত মূর্খ, অত্যন্ত নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া এখন কি বলিতেছ; যদি তোমার সন্দেহ ছিল, তবে না বুঝিয়া মোহবশে স্বয়ংবর সভা রচনা করিলে কেন? ॥ ১৪ ॥ তুমি আহ্বান করিয়াছ বলিয়া ভূপালগণ সকলেই স্বয়ংবর সভায় আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, এখন তাঁহারা কিরূপে নিজ নিজ ভবনে গমন করিতে পারেন ॥১৫ ॥ সমস্ত নরপতিগণের অবমাননা করিয়া তুমি কি সুদর্শনকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অনার্য্য কার্য্য আর কি হইতে পারে? ॥ ১৬ ॥ কল্যাণাকাঙ্ক্ষী পুরুষগণের প্রথমে বিচার করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তুমি বিবেচনা না করিয়াই কার্য্যারম্ভ করিয়াছ, ইহার ফল অবশ্যই পাইতে হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ তুমি এখন এই বলবাহনসম্পন্ন পৃথিবীন্দ্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া, নিঃসহায় ও নির্ধন সুদর্শনকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? ॥ ১৮ ॥ পাপাধম! আমি অদ্য তোমাকে বধ করিব, পশ্চাৎ সুদর্শনকে বিনাশ করিয়া দৌহিত্রকে কন্যা প্রদান করিব,

মিয় তিষ্ঠতি কোঽন্যোঽস্তি যঃ কন্যাং হর্ত্তুমিচ্ছতি।
সুদর্শনঃ কিয়ানদ্য নির্দ্ধনো নির্ব্বলঃ শিশুঃ॥ ২০॥
ভারদ্বাজাশ্রমে পূর্ব্বং মুক্তো মুনিকৃতে ময়া।
নাদ্যাহং মোচয়িষ্যামি সর্ব্বথা জীবিতং শিশোঃ॥ ২১॥
তস্মাদ্বিচার্য্য সম্যক্ ত্বং পুত্র্যা চ ভার্য্যয়া সহ।
দৌহিত্রায় প্রিয়াং কন্যাং দেহি মে সুভ্রুবং কিল॥ ২২॥
সম্বন্ধী ভব দত্ত্বা ত্বং পুত্রীমেতাং মনোরমাম্*।
উচ্চাশ্রয়ঃ প্রকর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদা শুভমিচ্ছতা॥ ২৩॥
সুদর্শনায় দত্ত্বা ত্বং পুত্রীং প্রাণপ্রিয়াং শুভাম্।
একাকিনেঽপ্যরাজ্যায় কিং সুখং প্রাপ্তুমিচ্ছসি॥ ২৪॥
"কুলং বিত্তং বলং রূপং রাজ্যং দুর্গং সুহৃজ্জনম্।
দৃষ্ট্বা কন্যা প্রদাতব্যা নান্যথা সুখমৃচ্ছতি॥ ১॥"
পরিচিন্তয় ধর্ম্মং ত্বং রাজনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
কুরু কার্য্যং যথাযোগ্যং মা কৃথা মতিমন্যথা॥ ২৫॥

দৌহিত্রায়ৈবেমাং কন্যাং দাস্যামীতি মে বিনিশ্চয়োঽস্তি॥ ১৯—২০॥
মুনিকৃতে মুনিসঙ্কোচার্থম্॥ ২১—২২॥
সম্বন্ধী ভবেতি। মমেতি শেষঃ॥ ২৩—২৬॥

ইহাই আমার স্থির নিশ্চয় জানিও॥ ১৯॥ আমি বিদ্যমান থাকিতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে কন্যা হরণের ইচ্ছা করিতে পারে? বলহীন, নির্ধন ও শিশু সুদর্শনের ক্ষমতাত গনণায় আনিবারই যোগ্য নহে॥ ২০॥ পূর্ব্বে ভারদ্বাজের আশ্রমে মুনিজনের অনুরোধ মানিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য আমি সেই শিশুর জীবন কোন-মতেই রাখিব না॥ ২১॥ অতএব, তুমি ভার্য্যা ও কন্যার সহিত এই বিষয়ের পরামর্শ করিয়া, আপনার প্রিয়তমা মনোরমা কন্যা আমার দৌহিত্রকে প্রদান কর॥ ২২॥ তুমি আমার দৌহিত্রকে এই পরমাসুন্দরী কন্যাদান করিয়া আমার সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হও, দেখ, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মানবগণের সর্ব্বদা মহদাশ্রয়ই কর্ত্তব্য॥ ২৩॥ প্রাণতুল্য প্রিয়তমা এই কল্যাণী কন্যাকে রাজ্যভ্রষ্ট অসহায় সুদর্শনকে প্রদান করিয়া কি সুখ লাভের প্রত্যাশা করিতেছ?॥ ২৪॥ "কুল, বিত্ত, বল, রূপ, রাজ্য, দুর্গ ও সুহৃদ্ সহায়াদি দর্শন করিয়া কন্যাদান করা কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই।" তুমি রাজনীতি ও সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব চিন্তা করিয়া যথাযোগ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, নীতি ও ধর্ম্মপথ পরিহার

* সম্বন্ধী ভব মে রাজন্। সহায়োঽস্মি সদা তব। ইতি পাঠোঽপি কুত্রচিৎ দৃশ্যতে।

সুহৃদসি মমাত্যর্থং হিতন্তে প্রব্রবীম্যহম্।
সমানয় সুতাং রাজন্! মণ্ডপে তাং সখীবৃতাম্ ॥ ২৬ ॥
সুদর্শনমৃতে চেয়ং বরিষ্যতি যদাপ্যসৌ।
বিগ্রহো মে তদা ন স্যাদ্বিবাহোঽস্তু তবেপ্সিতঃ ॥ ২৭ ॥
অন্যে নৃপতয়ঃ সর্ব্বে কুলীনাঃ সবলাঃ সমাঃ।
বিরোধঃ কীদৃশস্ত্বেনং বৃণোদ্যদি নৃপোত্তম! ॥ ২৮ ॥
অন্যথাহং হরিষ্যেঽদ্য বলাৎ কন্যামিমাং শুভাম্।
মা বিরোধং সুদুঃসাধ্যং গচ্ছ পার্থিবসত্তম! ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

যুধাজিতা সমাদিষ্টঃ সুবাহুঃ শোকসংযুতঃ।
নিঃশ্বসন্ ভবনং গত্বা ভার্য্যাং প্রাহ শুচাবৃতঃ ॥ ৩০ ॥
পুত্রীং ব্রূহি সুধর্ম্মজ্ঞে! কলহে সমুপস্থিতে।
কিং কর্ত্তব্যং ময়া শক্যং ত্বদ্বশোঽস্মি সুলোচনে! ॥ ৩১ ॥

বহু যদি ত্বয়া প্রার্থ্যতে তর্হীদং স্বীকরোমীত্যাহ সুদর্শনমৃত ইতি। সুদর্শনং বিহায় যং বা কং বা নৃপতিমিয়ং কন্যা বরিষ্যতি তদাসৌ বিগ্রহো ন স্যাত্তদা তবেপ্সিতো বিবাহোঽস্তু নোচেন্নেতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

বিরোধঃ কীদৃশ ইতি। বিরোধঃ কিংবিষয় ইত্যর্থঃ। স্বয়মেব বদতি এনং বৃণোদ্যদীতি। এনং সুদর্শনমিয়ং কন্যা যদি বৃণোদ্বৃণুয়াত্তর্হি তদ্বিষয়ে বিরোধো নান্যরাজবিষয় ইত্যর্থঃ ॥২৮॥

অন্যথেতি। যদি সুদর্শনায় দাস্যসীত্যর্থঃ। অতো নিরর্থকং ময়া সহ বিরোধং দুঃসাধ্যং মা গচ্ছ মা ব্রজেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

করিয়া অন্যমতে কদাচই কার্য্য করিও না ॥ ২৫ ॥ তুমি আমার অত্যন্ত সুহৃৎ এই নিমিত্তই তোমাকে হিতকথা কহিতেছি, রাজন্! তুমি নিজ তনয়াকে সখীপরিবৃত করিয়া স্বয়ংবর সভামণ্ডপে আনয়ন কর ॥২৬॥ এই বালা, সুদর্শন ব্যতিরেকে অন্য যাহাকে বরণ করে করুক তাহাতে আমার বিগ্রহ করিবার বাসনা নাই, তাহা হইলে তোমার অভিলাষ অনুসারেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে ॥২৭॥ হে নৃপোত্তম! অন্যান্য নৃপতিগণ সকলেই কুলীন ও সৈন্যবলসমন্বিত এবং সর্ব্বতোভাবেই তোমার সদৃশ, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও বরণ করিলে কোনও বিরোধ সংঘটিত হইতে পারে না; কিন্তু যদি এই কন্যা সুদর্শনকে বরণ করে, তবে নিশ্চয়ই বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিব, অতএব হে নৃপসত্তম! ভয়ঙ্কর বিবাদ বিসম্বাদ না করিতে হয় তাহার উপায় কর ॥ ২৮—২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, এইরূপে যুধাজিৎ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কাশীরাজ সুবাহু অত্যন্ত শোকান্বিত হইলেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিয়া শোক-

ব্যাস উবাচ।

সা শ্রুত্বা পতিবাক্যন্তু গত্বা প্রাহ সুতান্তিকম্।
বৎসে! রাজাতিদুঃখার্ত্তঃ পিতা তেঽদ্যাপি বর্ত্ততে॥ ৩২॥
ত্বদর্থে বিগ্রহঃ কামং সমুৎপন্নোঽদ্য ভূভৃতাম্।
অন্যং বরয় সুশ্রোণি! সুদর্শনমৃতে নৃপম্॥ ৩৩॥
যদি সুদর্শনং বৎসে! হঠাত্ত্বং বৈ বরিষ্যসি।
যুধাজিৎ ত্বাঞ্চ মাঞ্চৈব হনিষ্যতি বলান্বিতঃ॥ ৩৪॥
সুদর্শনঞ্চ* রাজাসৌ বলমত্তঃ প্রতাপবান্।
দ্বিতীয়স্তে পতিঃ পশ্চাদ্ভবিতা কলহে সতি॥ ৩৫॥
তস্মাৎ সুদর্শনং ত্যক্ত্বা বরয়ান্যং নৃপোত্তমম্।
সুখমিচ্ছসি চেন্মহ্যং তুভ্যং বা মৃগলোচনে!॥ ৩৬॥
ইতি মাত্রা বোধিতাং তাং পশ্চাদ্রাজাপ্যবোধয়ৎ।
উভয়োর্ব্বচনং শ্রুত্বা নির্ভয়োবাচ কন্যকা॥ ৩৭॥

পুত্রীং ব্রূহীতি। এতাদৃশে কলহে জাতে প্রাপ্তে ময়া শক্যং যৎ কিং কর্ত্তব্যং তস্মাত্ত্বদ্বশোঽস্মি তব যদ্যুক্তং ভাসতে তথা কুর্ব্বিতি পুত্রীং ব্রূহীত্যর্থঃ॥ ৩১—৪২॥

সন্তপ্তচিত্তে মহিষীকে কহিলেন, সুলোচনে! আমি এক্ষণে তোমারই বশবর্ত্তী হইয়াছি তুমি শশিকলাকে বুঝাইয়া বল, যে বিষম কলহ উপস্থিত, এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি?॥ ৩০—৩১॥

ব্যাস বলিলেন, রাজমহিষী পতিবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তনয়ার নিকট গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎসে! তোমার পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছেন, তোমার নিমিত্ত নিশ্চয়ই নৃপতিগণের মধ্যে বিগ্রহ উপস্থিত হইল, অতএব হে সুশ্রোণি! তুমি সুদর্শন ব্যতিরেকে অন্যকে বরণ কর॥ ৩২—৩৩॥ বৎসে! যদি বিবেচনা না করিয়া হঠকারিতা দ্বারা সুদর্শনকেই বরণ কর তবে সৈন্যসমন্বিত বলবীর্য্যমত্ত প্রতাপান্বিত রাজা যুধাজিৎ তোমাকে, আমাকে এবং সুদর্শনকে বিনাশ করিবে সন্দেহ নাই। এইরূপে কলহ উপস্থিত হইলে পর তোমার দ্বিতীয় পতি হইবারও সম্ভাবনা, অতএব এই সময়েই বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই একান্ত কর্ত্তব্য॥ ৩৪—৩৫॥ মৃগনয়নে! তন্নিমিত্তই বলিতেছি যে যদি তোমার এবং আমার সুখ ও মঙ্গল কামনা থাকে তবে অন্য এক নৃপতিকে বরণ করা তোমার একান্তই কর্ত্তব্য॥ ৩৬॥ মাতা এইরূপে বুঝাইলে পর রাজাও তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইলেন। উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া শশিকলা নির্ভয়চিত্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩৭॥

---

* ত্বাং হরিষ্যতি। ইতি বা পাঠঃ।

কন্যোবাচ।

সত্যমুক্তং নৃপশ্রেষ্ঠ ! জানাসি চ ব্রতং মম।
নান্যং বৃণোমি ভূপালং সুদর্শনমৃতে ক্বচিৎ ॥ ৩৮ ॥
বিভেষি যদি রাজেন্দ্র ! নৃপেভ্যঃ কিল কাতরঃ।
সুদর্শনায় দত্ত্বা মাং বিসর্জ্জয় পুরাদ্বহিঃ ॥ ৩৯ ॥
স মাং রথে সমারোপ্য নির্গমিষ্যতি তে পুরাৎ।
ভবিতব্যন্তু পশ্চাদ্বৈ ভবিষ্যতি ন চান্যথা ॥ ৪০ ॥
নাত্র চিন্তা ত্বয়া কার্য্যা ভবিতব্যে নৃপোত্তম !।
যদ্ভাবি তদ্ভবত্যেব সর্ব্বথা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

রাজোবাচ।

ন পুত্রি ! সাহসং কার্য্যং মতিমদ্ভিঃ কদাচন।
বহুভির্ন্ন বিরোদ্ধব্যমিতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৪২ ॥
বিস্রক্ষ্যামি কথং কন্যাং দত্ত্বা রাজসুতায় চ।
রাজানো বৈরসংযুক্তাঃ কিং ন কুর্য্যুরসাম্প্রতম্ ॥ ৪৩ ॥
যদি তে রোচতে বৎসে ! পণং সংবিদধাম্যহম্।
জনকেন যথাপূর্ব্বং কৃতঃ সীতাস্বয়ংবরে ॥ ৪৪ ॥

পণে কৃতে কলহো ন ভবিষ্যতীত্যাহ যদি ত্বদিতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥

নৃপবর ! আপনি যাহা কহিলেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমার দৃঢ়ব্রতের কথাত আপনি অবগত আছেন, আমি সুদর্শন ব্যতিরেকে অন্য কোনও ভূপতিকে বরণ করিব না ॥ ৩৮ ॥ রাজেন্দ্র ! আপনি যদি রাজগণের ভয়ে ভীত ও কাতর হন, তবে আমাকে সুদর্শনের করে সম্প্রদান করিয়া নগর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিউন, তিনি আমাকে রথে আরোপিত করিয়া নগর হইতে নির্গত হইবেন, তাহার পর যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে, কদাচই তাহার অন্যথা হইবে না ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে নৃপোত্তম ! ভবিতব্য বিষয়ে আপনি কিছুই ভাবনা করিবেন না, যাহা হইবার, তাহা অবশ্যই হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৪১ ॥

রাজা কহিলেন, বৎসে ! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কদাচই অতিশয় সাহস করেন না, বেদজ্ঞগণ কহিয়া থাকেন যে বহু ব্যক্তির সহিত বিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪২ ॥ আমি রাজপুত্রকে কন্যাদান করিয়া তাহার সহিত নিজ কন্যাকে কিরূপে বিসর্জ্জন দিব ? রাজগণ বৈর-ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন। এমন অকার্য্য কিছুই নাই যাহা তাঁহারা এখন সম্পাদন করিতে না পারেন ? ॥ ৪৩ ॥ বৎসে ! যদি তোমার অভিমত হয়, তবে পূর্ব্বে জনকরাজ যেমন সীতার

শৈবং ধনুর্যথা তেন ধৃতং কৃত্বা পণং তথা।
তথাহমপি তন্বঙ্গি! করোম্যদ্য দুরাসদম্॥ ৪৫॥
বিবাদো যেন রাজ্ঞাং বৈ কৃতে সতি শমং ব্রজেৎ।
পালয়িষ্যতি যঃ কামং স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥ ৪৬॥
সুদর্শনস্তথান্যো বা যঃ কশ্চিদ্বলবত্তরঃ।
পালয়িত্বা পণং ত্বাং বৈ বরয়িষ্যতি সর্ব্বথা॥ ৪৭॥
এবং কৃতে নৃপাণাস্তু বিবাদঃ শমিতো ভবেৎ।
সুখেনাহং বিবাহং তে করিষ্যামি ততঃপরম্॥ ৪৮॥

কন্যোবাচ।

সন্দেহেনৈব মজ্জামি মূর্খকৃত্যমিদং যতঃ।
ময়া সুদর্শনঃ পূর্ব্বং ধৃতশ্চেতসি নান্যথা॥ ৪৯॥
কারণং পুণ্যপাপানাং মন এব মহীপতে!।
মনসা বিধৃতং ত্যক্ত্বা কথমন্যং বৃণে পিতঃ!॥ ৫০॥
কৃতে পণে মহারাজ! সর্ব্বেষাং বশগা হ্যহম্।
একঃ পালয়িতা দ্বৌ বা বহবো বা ভবন্তি চেৎ॥ ৫১॥

কামং পণম্॥ ৪৬—৫০॥
সর্ব্বেষামিতি। যে যে পণং সাধয়িষ্যন্তি তেষাং সর্ব্বেষাং বশগা ভবিষ্যামীত্যর্থঃ। ন হ্যেকেনৈব পণঃ সাধনীয় ইতি পণসময়ে নিয়মঃ ক্রিয়তে কিন্তু সমুদায়োদ্দেশেনেতি।

স্বয়ংবরে পণ করিয়াছিলেন, আমিও তোমার নিমিত্ত সেইরূপ পণ সংস্থাপন করি॥ ৪৪॥ তিনি যেমন শৈবধনু পণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ দুঃসাধ্য পণ সংস্থাপন করিতে পারি। তাহা হইলে রাজগণের বিবাদও প্রশমিত হইতে পারে। কারণ, যে ব্যক্তি পণ প্রতিপালনে সমর্থ হইবেন সেই ব্যক্তিই তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন; তাহাতে সুদর্শনই হউন অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তিই হউন, যে বলবান্ হইবে সেই ব্যক্তিই পণ প্রতিপালন পূর্ব্বক তোমাকে বরণ করিবেন॥ ৪৫—৪৭॥ এইরূপ করিলে নৃপতিগণের বিবাদ প্রশমিত হইয়া যাইবে, আমিও তাহার পর সুখে তোমার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব॥ ৪৮॥

কন্যা কহিলেন, পিতঃ! আপনার বাক্য শুনিয়া আমি সংশয় সাগরে নিমগ্ন হইলাম; কারণ, আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা মূর্খের কার্য্য বলিয়াই বোধ হইতেছে; আমি পূর্ব্বেই মনে মনে সুদর্শনকে বরণ করিয়াছি তাহার আর অন্যথা হইবে না॥ ৪৯॥ মহীপতে! মনই পাপ পুণ্যের কারণ হইয়া থাকে, যাহাকে আমি মনে মনে ধারণ করিয়াছি, তাহাকে পরি-

কিং কর্ত্তব্যং তদা তাত ! বিবাদে সমুপস্থিতে।
সংশয়াধিষ্ঠিতে কার্য্যে মতিং নাহং করোম্যতঃ ॥ ৫২ ॥
মা চিন্তাং কুরু রাজেন্দ্র ! দেহি সুদর্শনায় মাম্।
বিবাহং বিধিনা কৃত্বা শং বিধাস্যতি চণ্ডিকা ॥ ৫৩ ॥
যন্নামকীর্ত্তনাদেব দুঃখৌঘো বিলয়ং ব্রজেৎ।
তাং স্মৃত্বা পরমাং শক্তিং কুরু কার্য্যমতন্দ্রিতঃ ॥ ৫৪ ॥
গত্বা বদ নৃপেভ্যস্ত্বং কৃতাঞ্জলিপুটোঽদ্য বৈ।
আগন্তব্যঞ্চ শ্বঃ সর্ব্বৈরিহ ভূপৈঃ স্বয়ংবরে ॥ ৫৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা ত্বং বিসৃজ্যাশু সর্ব্বং নৃপতিমণ্ডলম্।
বিবাহং কুরু রাত্রৌ মে বেদোক্তবিধিনা নৃপ ! ॥ ৫৬ ॥
পারিবর্হং যথা যোগ্যং দত্ত্বা তস্মৈ বিসর্জ্জয়।
গমিষ্যতি গৃহীত্বা মাং ধ্রুবসন্ধিসুতঃ কিল ॥ ৫৭ ॥

এতদেবাহ একঃ পালয়িতেতি। ত্রিভির্যদি বা দ্বাভ্যাং বা পণঃ সাধ্যতে তদৈকা কন্যা কস্য ভাবিন্যতীতি বিবাদে সমুপস্থিতে কিং কর্ত্তব্যম্। ন কশ্চিদত্রোপায়ো বিদ্যতে তস্মাদ্বাভ্যাং ত্রিভ্যো বা সা কন্যা দেয়েতিপ্রসঙ্গঃ স্যাত্ততশ্চ মহাননর্থঃ পণে কৃতে সতি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সংশয়াধিষ্ঠিতে সংশয়বিষয় ইত্যর্থঃ। অয়ং বা পতিরয়ং বা পতিরিতি পতিবিষয়ে সংশয়ে কুলটাবদহং মতিং ন করোমি পতিব্রতা সতীতিভাবঃ ॥ ৫২ ॥

ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে কিরূপে বরণ করিতে পারি ॥৫০॥ মহারাজ ! পণ করিলে আমি সকলেরই বশবর্ত্তিনী হইব, যদি একজন, দুইজন অথবা বহু ব্যক্তি সেই পণ প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়, তবেত আমি সকলেরই বশীভূতা হইব সন্দেহ নাই, পিতঃ! তাহাতেও বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে, তখন আমি কি করিব, অতএব সংশয়সংযুক্ত কার্য্যে আমি কিছুতেই সম্মতি প্রদান করিতে পারিব না ॥ ৫১-৫২ ॥ রাজেন্দ্র ! আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না, আপনি আমাকে বিবাহ বিধি দ্বারা সুদর্শনে সমর্পণ করুন, তাহাতে চণ্ডিকা দেবী অবশ্যই আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন ॥ ৫৩ ॥ রাজন্ ! যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে দুঃখরাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরমাশক্তিকে স্মরণ করিয়া সাবধানে কার্য্য সাধন করুন ॥ ৫৪ ॥ আপনি অদ্য নৃপতিগণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলুন, আপনারা সকলেই কল্য স্বয়ংবর সভায় আগমন করিবেন ॥ ৫৫ ॥ এই বলিয়া সমস্ত ভূপতিমণ্ডলকে বিদায় দিয়া রাত্রিযোগে বেদোক্ত বিধানে আমার পাণিপীড়ন কার্য্য সমাধান করুন। তদনন্তর যথাযোগ্য বিবাহের দানদ্রব্য প্রদানানন্তর রাজপুত্র সুদর্শনকে বিদায় দিউন, তাহা হইলে ধ্রুবসন্ধি তনয় সুদর্শন আমাকে লইয়া গমন করিবেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥

কদাচিত্তে নৃপাঃ ক্রুদ্ধাঃ সংগ্রামং কর্ত্তুমুদ্যতাঃ।
ভবিষ্যন্তি তদা দেবী সাহায্যং নঃ করিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥
সোঽপি রাজসুতৈস্তৈস্তু সংগ্রামং সংবিধাস্যতি।
দৈবান্মৃধে মৃতে তস্মিন্মরিষ্যাম্যহমপ্যুত ॥ ৫৯ ॥
স্বস্তি তেঽস্তু গৃহে তিষ্ঠ দত্ত্বা মাং সহসৈন্যকঃ।
একৈবাহং গমিষ্যামি তেন সার্দ্ধং রিরংসয়া ॥ ৬০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজাসৌ কৃতনিশ্চয়ঃ।
মতিং চক্রে তথাকর্ত্তুং বিশ্বাসং প্রতিপদ্য চ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে কাশীপতেঃ কন্যায়া মতানুসরণং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বিবাহং বিধিনা কৃত্বা সুদর্শনায় মাং দেহীতিপূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৫৩—৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

তাহাতেও যদি নৃপগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে উদ্যত হন, তবে দেবী ভগবতী আমাদিগের সহায় হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ সুদর্শনও তখন সেই রাজপুত্রগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন, তাহাতে যদি দৈবাৎ রণস্থলে তাঁহার মৃত্যু হয়, তবে আমিও প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামিনী হইব ॥ ৫৯ ॥ রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক আপনি আমাকে সুদর্শনে সমর্পণ করিয়া সসৈন্যে গৃহে অবস্থান করুন; তাঁহার সহিত প্রণয়-বাসনায় আমি একাকিনীই তাঁহার সঙ্গে গমন করিব ॥ ৬০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহু নিজ তনয়ার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে বিশ্বাস করিলেন এবং কৃতনিশ্চয় হইয়া সেইরূপে শশিকলার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিতে মানস করিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মকমহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কাশীপতির কন্যামতানুসরণ নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা সুতাবাক্যমনিন্দিতাত্মা
নৃপাংশ্চ গত্বা নৃপতির্জ্জগাদ।
ব্রজন্তু কামং শিবিরাণি ভূপাঃ
শ্বো বা বিবাহং কিল সংবিধাস্যে ॥ ১ ॥
ভক্ষ্যাণি পেয়ানি ময়ার্পিতানি
গৃহ্ণন্তু সর্ব্বে ময়ি সুপ্রসন্নাঃ।
শ্বো ভাবি কার্য্যং কিল মণ্ডপেঽত্র
সমেত্য সর্ব্বৈরিহ সংবিধেয়ম্ ॥ ২ ॥
নায়াতি পুত্রী কিল মণ্ডপেঽদ্য
করোমি কিং ভূপতয়োঽত্র কামম্।
প্রাতঃ সমাশ্বাস্য সুতাং নয়িষ্যে
গচ্ছন্তু তস্মাচ্ছিবিরাণি ভূপাঃ ॥ ৩ ॥

অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপদ্যৈরথ বর্ণ্যতে।
সুদর্শনবিবাহশ্চ সুবাহোশ্চৈব কন্যয়া ॥

কন্যাবাক্যং শ্রুত্বা যচ্চকার রাজা তদাহ শ্রুত্বেতি। কামং যথেষ্টম্। শ্বো বা শ্ব এব ॥ ১ ॥
কার্য্যং বিবাহরূপম্ ॥ ২ ॥
নয়িষ্যে আনয়িষ্যে ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই উদারাত্মা কাশীপতি সুবাহু, কন্যার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নৃপতিগণের সমীপে আসিয়া কহিলেন, রাজেন্দ্রগণ! আপনারা এখন আপন আপন শিবিরে গমন করুন, আমি কল্য কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ১ ॥ রাজগণ সকলেই আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মদ্দত্ত পান ভোজনাদি গ্রহণ করুন, আপনারা কল্য এই সভামণ্ডপে আগমন করিয়া বিবাহ কার্য্যের বিধান করিয়া দিবেন ॥ ২ ॥ ভূপগণ! অদ্য আমার তনয়া এই সভামণ্ডপে আগমন করিল না, তাহাতে আমি আর কি করিব, কল্য প্রাতঃকালে আশ্বাসিত করিয়া তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করিব, অতএব আপনারা এক্ষণে স্ব স্ব শিবিরে গমন করুন ॥ ৩ ॥ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের

ন বিগ্রহো বুদ্ধিমতাং নিজাশ্রিতে
কৃপা বিধেয়া সততং হ্যপত্যে।
বিধায় তাং প্রাতরিহানয়িষ্যে
সুতাং তু গচ্ছন্তু নৃপা যথেষ্টম্ ॥ ৪ ॥
ইচ্ছাপণং বা পরিচিন্ত্য চিত্তে
প্রাতঃ করিষ্যাম্যথ সংবিবাহম্।*
সর্ব্বৈঃ সমেত্যাত্র নৃপৈঃ সমেতৈঃ
স্বয়ংবরঃ সর্ব্বমতেন কার্য্যঃ ॥ ৫ ॥
শ্রুত্বা নৃপাস্তেঽবিতথং বিদিত্বা
বচো যযুঃ স্বানি নিকেতনানি।
বিধায় পার্শ্বে নগরস্য রক্ষাং
চক্রুঃ ক্রিয়ামধ্যদিনোদিতাশ্চ ॥ ৬ ॥
সুবাহুরপ্যার্য্যজনৈঃ সমেত-
শ্চকার কার্য্যাণি বিবাহকালে।
পুত্রীং সমাহূয় গৃহে সুগুপ্তে
পুরোহিতৈর্বেদবিদাং বরিষ্ঠৈঃ ॥ ৭ ॥

ন বিগ্রহ ইতি। বিগ্রহো ন যুক্ত ইতি শেষঃ। প্রাতরিহ সুতামানয়িষ্যে। অধুনা তাং কৃপাং বিধায় যথেষ্টং নৃপা গচ্ছন্তু ॥ ৪ ॥

কথং শ্বো বিবাহং করিষ্যসীতি চেত্তত্রাহ ইচ্ছাপণং বেতি। ইচ্ছাপণং বা শৌর্য্যপণং বা যথা ভবতাং মনীষিতং বর্ত্ততে তথা চিত্তে পণং পরিচিন্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অবিতথং সত্যং নগরস্য পার্শ্বে আসমন্তাদ্রক্ষাং বিধায় কদাচিদ্রাজা ছলং বিধাস্যতীতি শঙ্কয়া ॥ ৬ ॥

বিবাদ অথবা বিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে, তাঁহারা নিজাশ্রিত সন্তানের প্রতি সতত কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক তনয়াকে বুঝাইয়া প্রাতঃকালে এই স্থানে আনয়ন করিব, আপনারা এক্ষণে যথাভিলষিত স্থানে গমন করুন ॥ ৪ ॥ কল্য প্রাতঃকালে ইচ্ছাপণ অথবা শৌর্য্যপণ যাহা ভাল হয় তাহা বিবেচনা করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করা হইবে, অথবা আপনারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, সকলের অভিমত স্বয়ংবর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ॥৫॥ নৃপতিগণ সুবাহুর বাক্য শ্রবণানন্তর তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং নগরের চারি দিকে রক্ষা বিধান পূর্ব্বক নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিয়া মধ্যাহ্ন কার্য্য

---

* সম্প্রচারম্। ইতি বা পাঠঃ।

স্নানাদিকং কর্ম্ম বরস্য কৃত্বা
বিবাহভূষাকরণং তথৈব।
আনায্য বেদীরচিতে গৃহে বৈ
তস্যার্হণাং ভূমিপতিশ্চকার ॥ ৮ ॥
সবিষ্টরং চাচমনীয়মর্ঘ্যং
বস্ত্রদ্বয়ং গামথ কুণ্ডলে দ্বে।
সমর্প্য তস্মৈ বিধিবন্নরেন্দ্র
ঐচ্ছৎ সুতাদানমহীনসত্ত্বঃ ॥ ৯ ॥
সোঽপ্যগ্রহীৎ সর্ব্বমদীনচেতাঃ
শশাম চিন্তাথ মনোরমায়াঃ।
কন্যাং সুকেশীং নিধিকন্যকাসমাং*
মেনে তদাত্মানমনুত্তমঞ্চ ॥ ১০ ॥
সুপূজিতং ভূষণবস্ত্রদানৈ-
র্বরোত্তমং তং সচিবাস্তদানীম্।
নিন্যুশ্চ তে কৌতুকমণ্ডপান্ত-
র্মুদান্বিতা বীতভয়াশ্চ সর্ব্বে ॥ ১১ ॥

আর্য্যজনৈঃ পুরোহিতাদিভিঃ ॥ ৭ ॥
তস্য জামাতুঃ। অর্হণাং পূজাম্ ॥ ৮—৯ ॥
মনোরমায়াশ্চিন্তা মম পুত্রায় কন্যাং দাস্যতি বা ন দাস্যতীতি সা শশাম। নিধিকন্যকা-সমাং কুবেরকন্যকাসমাং মেনে। আত্মানং স্বমুত্তমমল্পং কন্যাপেক্ষয়া মেনে মহতাং বিবাহে এষৈব রীতিঃ ॥ ১০—১১ ॥

সকল নির্ব্বাহ করিলেন ॥ ৬ ॥ এদিকে রাজা সুবাহুও প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া বৈবাহিক কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি বিবাহকালে সুগুপ্ত গৃহমধ্যে কন্যাকে আনয়ন করিয়া বেদবিদাগ্রগণ্য পুরোহিতগণের দ্বারা বরের স্নানাদি কার্য্য সম্পাদন পুরঃসর তাহার বেশ ভূষাদি কার্য্য সমুদায় সমাধান করাইলেন; অনন্তর, বরকে গৃহমধ্যে বিরচিত বেদীতে আনয়ন করিয়া তাহার বরোচিত পূজাবিধান সম্পাদন করিলেন ॥৭—৮॥ তদনন্তর উদারচেতা মহীপতি আসন, আচমনীয়, অর্ঘ্য, ক্ষৌম বস্ত্রযুগল, গো ও কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ পূর্ব্বক সুদর্শনকে কন্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৯ ॥ উন্নতমনা সুদর্শনও নৃপতিদত্ত তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন। ইহা দেখিয়া

---

* কন্যাঞ্চ বারাংনিধিপুত্রীতুল্যাম্। ইতি বা পাঠঃ।

সমাপ্তভূষাং বিধিবদ্বিধিজ্ঞাঃ
স্ত্রিয়শ্চ তাং রাজসুতাং সুযানে।
আরোপ্য নিন্যুর্ব্বরসন্নিধানং
চতুষ্কযুক্তে কিল মণ্ডপে বৈ ॥ ১২ ॥
অগ্নিং সমাধায় পুরোহিতোঽসৌ
হুত্বা যথাবচ্চ তদন্তরালে।
আহ্বায়য়ত্তৌ কৃতকৌতুকৌ তু
বধূবরৌ প্রেমযুতৌ নিকামম্‌ ॥ ১৩ ॥
লাজাবিসর্গং বিধিবদ্বিধায়
কৃত্বা হুতাশস্য প্রদক্ষিণাঞ্চ।
তৌ চক্রতুস্তত্র যথোচিতং তৎ
সর্ব্বং বিধানং কুলগোত্রজাতম্‌ ॥ ১৪ ॥
শতদ্বয়ং চাশ্বযুজাং রথানাং
সুভূষিতঞ্চাপি শরৌঘসংযুতম্‌।
দদৌ নৃপেন্দ্রস্তু সুদর্শনায়
সুপূজিতং পারিবর্হং বিবাহে ॥ ১৫ ॥

চতুষ্কযুক্তে বেদীযুক্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥
আহ্বায়য়ৎ পিত্রাদিনেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥
লাজাবিসর্গং লাজাহোমম্‌ ॥ ১৪—১৫ ॥

মনোরমার উৎকণ্ঠা প্রশমিত হইল। মনোরমা সেই সুশোভনা কন্যাকে কুবেরতনয়ার ন্যায় ভাবিতে ভাবিতে আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর রাজসচিবগণ নির্ভয়ে ও আহ্লাদ সহকারে বসন ভূষণাদি দ্বারা সুপূজিত বরোত্তম সুদর্শনকে উত্তম যানে আরোপিত করিয়া কৌতুকমণ্ডপের মধ্যভাগে লইয়া গেলেন ॥ ১১ ॥ এদিকে বিধিবেদিনী গৃহিণীগণ রাজকন্যার বিবাহোচিত বেশভূষা সমাপিত করিয়া উত্তম যানে আরোপণ পূর্ব্বক বেদীবিশিষ্ট মণ্ডপে বরসন্নিধানে লইয়া গিয়া উপবেশন করাইলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর, রাজপুরোহিত মণ্ডপমধ্যে অগ্নিস্থাপন করিয়া যথাবিধি হোম করিলেন, তদনন্তর প্রেমসংযুক্ত বধূবরের কৌতুক মঙ্গলকার্য্য বিধি পূর্ব্বক সমাধা করিয়া পিত্রাদি দ্বারা তাহাদিগকে আহ্বান করাইলেন। তৎপরেই বর ও বধূ যথাবিধি লাজাহোম সমাপন পূর্ব্বক হুতাগ্নির প্রদক্ষিণ সম্পাদন করিলেন। এইরূপে গোত্রনিষ্ঠ ও কুলপ্রচলিত সমস্ত কার্য্যই যথাবিধানে যথোচিতরূপে সম্পাদন করিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥ অনন্তর, মহারাজ সুবাহু

মদোৎকটান্ হেমবিভূষিতাংশ্চ
গজান্ গিরেঃ শৃঙ্গসমানদেহান্।
শতং সপাদং নৃপসূনবেঽসৌ
দদাবথ প্রেমযুতো নৃপেন্দ্রঃ ॥ ১৬ ॥
দাসীশতং কাঞ্চনভূষিতঞ্চ
করেণুকানাঞ্চ শতং সুচারু।
সমর্পয়ামাস বরায় রাজা
বিবাহকালে মুদিতোঽনুবেলম্ ॥ ১৭ ॥
অদাৎ পুনর্দাসসহস্রমেকং
সর্ব্বায়ুধৈঃ সংভৃতভূষিতঞ্চ।
রত্নানি বাসাংসি যথোচিতানি
দিব্যানি চিত্রাণি তথাবিকানি ॥ ১৮ ॥
দদৌ পুনর্বাসগৃহাণি তস্মৈ
রম্যাণি দীর্ঘাণি বিচিত্রিতানি।
সিন্ধূদ্ভবানাং তুরগোত্তমানা-
মদাৎ সহস্রদ্বিতয়ং সুরম্যম্ ॥ ১৯ ॥
ক্রমেলকানাঞ্চ শতত্রয়ং বৈ
প্রত্যাদিশদ্ভারভৃতাং সুচারু।
শতদ্বয়ং বৈ শকটোত্তমানাং
তস্মৈ দদৌ ধান্যরসৈঃ প্রপূরিতম্ ॥ ২০ ॥

সপাদং পঞ্চবিংশত্যধিকং শতমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥
করেণুকানাং শতম্ ॥ ১৭ ॥
সম্ভৃতং ভূষিতমিতি কর্ম্মধারয়ঃ। আবিকানি ঊর্ণাবস্ত্রাণি ॥ ১৮—১৯ ॥

প্রেমসংযুক্ত হইয়া বিবাহকালে রাজপুত্র সুদর্শনকে, শররাশি পরিপূরিত সুশোভিত ও অশ্বযুক্ত দুইশত রথ, এবং হেমবিভূষিত গিরিশৃঙ্গ তুল্য দেহধারী পঞ্চবিংশাধিক একশত মদমত্ত মাতঙ্গ, স্বর্ণাভরণ ভূষিত শত দাসী ও শত সংখ্যক সুচারুদর্শনা হস্তিনী প্রদান করিলেন ॥ ১৫—১৭ ॥ আর তিনি তাঁহাকে সর্ব্বায়ুধ সম্পন্ন ও বিভূষিত এক সহস্র দাস ও বহুতর রত্ন বস্ত্র এবং দিব্য বিচিত্র ঊর্ণাবসন এবং মনোরম সুপ্রশস্ত বাস গৃহ এবং অত্যুত্তম দুই সহস্র সিন্ধুজাত অশ্ব, ভারবাহী তিনশত অত্যুত্তম উষ্ট্র এবং ধান্যরস পরিপূরিত

মনোরমাং রাজসুতাং প্রণম্য
জগাদ বাক্যং বিহিতাঞ্জলিঃ পুরঃ।
দাসোঽস্মি তে রাজসুতে! বরিষ্ঠে
তদ্‌ব্রূহি যৎ স্যাত্তু মনোগতন্তে॥ ২১॥
তং চারুবাক্যং নিজগাদ সাপি
স্বস্ত্যস্তু তে ভূপ! কুলস্য বৃদ্ধিঃ।
সম্মানিতাহং মম সূনবে ত্বয়া
দত্তা যতো রত্নবরা স্বকন্যা॥ ২২॥
ন বন্দিপুত্রী নৃপ! মাগধী বা
স্তৌমীহ কিং ত্বাং স্বজনং মহত্তরম্।
সুমেরুতুল্যস্তু কৃতঃ সুতোঽদ্য মে
সম্বন্ধিনা ভূপতিনোত্তমেন॥ ২৩॥
অহোঽতিচিত্রং নৃপতেশ্চরিত্রং
পরং পবিত্রং তব কিং বদামি।
যদ্‌ভ্রষ্টরাজ্যায় সুতায় মেঽদ্য
দত্তা ত্বয়া পূজ্যসুতা বরিষ্ঠা॥ ২৪॥

ক্রমেলকানাং উষ্ট্রাণাঞ্চ॥ ২০॥

ইত্থং পারিবর্হং বরায় দত্ত্বা বরমাতরং তোষয়তি মনোরমামিতি॥ ২১॥

হে ভূপতে! কুলস্য বৃদ্ধিরপ্যস্ত্বিত্যর্থঃ। মম দুর্ভগায়াঃ সূনবে ত্বয়া কন্যা দত্তা ততস্তব কল্যাণং ভবত্বস্মাচ্চাধিকং ন কিঞ্চিন্মমাভিলষণীয়মস্তি॥ ২২॥

অথাস্মিন্ সময়ে তব মহত্তরা স্তুতিঃ কর্ত্তব্যা পরন্তু সা স্তুতিঃ স্তুতিবিষয়স্য পরকীয়ত্বে স্তুতিং কর্ত্তুং বন্দিজনবৎ কবিতাশক্তিমত্ত্বে এবং সম্ভবতি ন চাত্রৈতদুভয়মস্তি তব স্বজনত্বা-ন্মম চ কুলীনায়া বন্দিজনত্বাভাবাদিত্যাহ ন বন্দিপুত্রীতি॥ ২৩॥

দুইশত শকট প্রদান করিলেন॥ ১৮—২০॥ অনন্তর, রাজা রাজতনয়া মনোরমাকে প্রণাম করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক কহিলেন, নৃপসুতে! আমি আপনার দাস হইলাম, এক্ষণে আপনার মনোগত কি? তাহা আমাকে বলুন॥ ২১॥ রাজার সেই শ্রবণ-মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোরমা কহিলেন, মহারাজ! আপনার কুশল এবং কুলবৃদ্ধি হউক; আমার পুত্রকে আপনি কন্যারত্ন প্রদান করিয়া আমার সম্মান বৃদ্ধি করিলেন আপনার কুশল ও কুলবৃদ্ধি ব্যতিরেকে আমার অন্য কোনও অভিলাষ নাই॥ ২২॥ রাজন্! আপনি নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনি কন্যা প্রদান পূর্ব্বক পুত্রকে সম্বন্ধবন্ধ করিয়া তাহাকে সুমেরু তুল্য মহান্ করিয়া তুলিলেন, আপনি মহত্তর ও আমার স্বজন, আমি বন্দীজনের

বনাধিবাসায় কিলাধনায়
পিত্রা বিহীনায় বিসৈন্যকায়।
সর্ব্বানিমান্ ভূমিপতীন্ বিহায়
ফলাশনায়ার্থবিবর্জ্জিতায় ॥ ২৫ ॥
সমানবিত্তেঽথ কুলে বলে চ
দদাতি পুত্রীং নৃপতিশ্চ ভূপ !।
ন কোঽপি মে ভূপসুতেঽর্থহীনে
গুণান্বিতাং রূপবতীঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ২৬ ॥
বৈরন্তু সর্ব্বৈঃ সহ সংবিধায়
নৃপৈর্ব্বরিষ্ঠৈর্ব্বলসংযুতৈশ্চ।
সুদর্শনায়াথ সুতার্পিতা মে
কিং বর্ণয়ে ধৈর্য্যমিদং ত্বদীয়ম্ ॥ ২৭ ॥
নিশম্য বাক্যানি নৃপঃ প্রহৃষ্টঃ
কৃতাঞ্জলির্ব্বাক্যমুবাচ ভূয়ঃ।
গৃহাণ রাজ্যং মম সুপ্রসিদ্ধং
ভবামি সেনাপতিরদ্য চাহম্ ॥ ২৮ ॥

পূজ্যাস্তু সুতা ॥ ২৪ ॥
কথম্ভূতায় মম সুতায় তত্রাহ বনাধিবাসায়েতি ॥ ২৫ ॥
বলে বলবতীত্যর্থঃ। হে ভূপ ! মেঽর্থহীনে সুতে ন কোঽপি দদ্যাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৬—২৭ ॥
নিশম্যেতি। রাজ্যং ত্বং গৃহাণাহং তু তব সেনাধিপতির্ভবামি ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

তনয়া বা স্তুতিপাঠিকা নহি, অতএব আপনার এই সমস্ত মহৎ কার্য্যের নিমিত্ত আমি কি স্তুতি করিতে সমর্থ হইব ॥ ২৩ ॥ মহারাজ ! আপনার চরিত্র অতি বিচিত্র ও পবিত্র, তাহা আপনাকে আর কি বলিব, যেহেতু আপনি সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট, বনবাসী, পিতৃহীন, ধনহীন, সৈন্যবিহীন, ফলমূলভোজী মদীয় পুত্রকে কন্যারত্ন প্রদান করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ নৃপতিগণ প্রায়ই সমানকুল, সমানবল ও সমানবিত্তশালী ব্যক্তিকেই কন্যা প্রদান করিয়া থাকেন, কোনও রাজা মদীয় পুত্রের ন্যায় অর্থহীন রাজ-পুত্রকে রূপবতী কন্যা প্রদান করেন না ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! সৈন্যবল সমন্বিত সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভূপতিগণের সহিত শত্রুতা করিয়া মদীয় পুত্র সুদর্শনকে সুতা সমর্পণ করিলেন, এ বিষয়ে আপনার যে কতদূর ধৈর্য্য, আমি স্ত্রীজাতি হইয়া তাহার আর কি বর্ণনা করিতে পারি ? ॥ ২৭ ॥ কাশীরাজ সুবাহু, মনোরমার সুমধুর বচন শ্রবণ করিয়া অধিকতর হৃষ্ট

নোচেত্তদর্দ্ধং প্রতিগৃহ্য চাত্র
সুতান্বিতা রাজ্যফলানি ভুঙ্ক্ষ্ব।
বিহায় বারাণসিকানিবাসং
বনে পুরে বা স মতো ন মেঽস্তি ॥ ২৯ ॥
নৃপাস্তু সন্ত্যেব রুষান্বিতা বৈ
গত্বা করিষ্যে প্রথমন্তু সান্ত্বনম্‌।
ততঃ পরং দ্বাবপরাবুপায়ৌ
নো চেত্ততো যুদ্ধমহং করিষ্যে ॥ ৩০ ॥
জয়াজয়ৌ দৈববশৌ তথাপি
ধর্ম্মে জয়ো নৈব কৃতেঽপ্যধর্ম্মে।
তেষাং কিলাধর্ম্মবতাং নৃপাণাং
কথং ভবিষ্যত্যনুচিন্তিতং বৈ ॥ ৩১ ॥
আকর্ণ্য তদ্ভাষিতমর্থবচ্চ
জগাদ বাক্যং হিতকারকং তম্‌।
মনোরমা মানমবাপ্য তস্মাৎ
সর্ব্বাত্মনা মোদযুতা প্রসন্না ॥ ৩২ ॥

বনেঽথবা পুরে স বাসো মে মতো ন মান্যোঽস্তি। এতাদৃশক্ষেত্রবাসং বিহায় নান্যত্র গন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

কুপিতনৃপভয়ং ত্বয়া নৈব কর্ত্তব্যমিত্যাহ নৃপাস্থিতি। দ্বাবপরাবুপায়ৌ দানভেদৌ তৈস্ত্রিভিস্তেষাং সান্ত্বনং জাতং চেদ্বরম্‌। নোচেদ্‌যুদ্ধমহং করিষ্যে ত্বয়া ন ভীতিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

নমু যুদ্ধে তব পরাজয়ে মম ভয়ং তদবস্থমেবেতি চেত্তত্রাহ জয়াজয়াবিতি। যদ্যপি তৌ দৈববশৌ তথাপি যতো ধর্ম্মস্ততো জয় ইতিনিয়মাদ্ধর্ম্মে ময়ৈতাদৃশে কৃতে জয় এব মম

হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, দেবি! আপনি আমার এই সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য গ্রহণ করুন, আমি এক্ষণে সেনাপতি হইয়া এই রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করিতে থাকিব ॥ ২৮ ॥ অথবা এই রাজ্যের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া এই স্থানেই পুত্রের সহিত রাজ্য ভোগ করুন; বারাণসীবাস পরিত্যাগ করিয়া বনে বা অন্য নগরে বসবাস আমার অভিমত নহে ॥ ২৯ ॥ রাজগণ রোষান্বিত হইয়াছেন, আমি প্রথমে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া সান্ত্বনা করিব, তাহাতে ক্ষান্ত না হইলে দান ও ভেদ নামক উপায় দ্বয় অবলম্বন করিব, তাহাতেও শান্ত না হইলে পরিশেষে অবশ্যই যুদ্ধ করিব। দেবি! জয় পরাজয় দৈবায়ত্ত; তথাপি ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় হইয়া থাকে, তবে অধার্ম্মিক নৃপতিবর্গের জয়লাভ-

রাজন্! শিবং তেঽস্তু কুরুষ্ব রাজ্যং
ত্যক্ত্বা ভয়ং ত্বং স্বসুতৈঃ সমেতঃ।
সুতোঽপি মে নূনমবাপ্য রাজ্যং
সাকেতপুর্য্যাং প্রচরিষ্যতীহ ॥ ৩৩ ॥
বিসর্জ্জয়াস্মান্নিজসদ্ম গন্তুং
শিবং ভবানী তব সংবিধাস্যতি।
ন কাপি চিন্তা মম ভূপ! বর্ত্ততে
সঞ্চিন্তয়ন্ত্যাঃ পরমাম্বিকাং বৈ ॥ ৩৪ ॥
দোষা গতা বিবিধবাক্যপদৈ রসালৈ-
রন্যোন্যভাষণপদৈরমৃতোপমৈশ্চ।
প্রাতর্নৃপাঃ সমধিগম্য কৃতং বিবাহং
রোষান্বিতা নগরবাহ্যগতাস্তথোচুঃ ॥ ৩৫ ॥
অদ্যৈব তং নৃপকলঙ্কধরঞ্চ হত্বা
বালং তথৈব কিল তং নবিবাহযোগ্যম্।
গৃহ্ণীম তাং শশিকলাং নৃপতেশ্চ লক্ষ্মীং
লজ্জামবাপ্য নিজসদ্ম কথং ব্রজেম ॥ ৩৬ ॥

ভবিষ্যতি। অধর্ম্মেঽপি অধর্ম্মে তু কৃতেনৈব জয়স্তস্মাত্তেষামনুচিন্তিতমভিলষিতং কথং ভবেন্ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

রাজ্যমবাপ্যেতি। অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকাশ্রীভুবনেশ্বরীভগবতীপ্রসাদাদিতি রহস্যম্। সাকেতপুর্য্যামযোধ্যায়াম্ ॥ ৩৩ ॥

তদেবাহ বিসর্জ্জয়েতি। পরমাম্বিকাং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৩৪ ॥

দোষা গতেতি। এবং বধূবরয়োঃ সম্বন্ধিনোর্ভাষণৈরেব দোষা রাত্রির্গতানন্তরং প্রাতঃ কৃতং বিবাহং নৃপাঃ সমধিগম্য জ্ঞাত্বা নগরবাহ্যগতাস্তথা বক্ষ্যমাণপ্রকারেণোচুঃ ॥ ৩৫ ॥

রূপ অভিলষিতসিদ্ধি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ॥ ৩০—৩১ ॥ রাজার সেই সারগর্ভ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া মনোরমা অত্যন্ত সম্মান লাভানন্তর প্রহৃষ্ট হইয়া প্রসন্ন মানসে হিতকর বাক্যাবলি বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩২॥ রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ভয় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সুতগণের সহিত রাজত্ব করুন, আমার পুত্র সুদর্শনও অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী ভগবতী ভুবনেশ্বরীর প্রসাদে অযোধ্যার অধীশ্বর হইয়া এই সংসারমধ্যে বিচরণ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥ ভগবতী ভবানী আপনার মঙ্গলবিধান করুন, আপনি আমাদিগকে গৃহ গমনের নিমিত্ত বিদায় করুন; নৃপবর! আমি নিয়তই পরমাদেবী অম্বিকার চিন্তা করিয়া থাকি, অতএব আমার অন্য কোনও চিন্তার অবসর নাই ॥ ৩৪ ॥

শৃণ্বন্তু তূর্য্যনিনদান্ কিল বাদ্যমানান্
শঙ্খস্বনানভিভবন্তি মৃদঙ্গশব্দাঃ।
গীতধ্বনিঞ্চ বিবিধং নিগমস্বনঞ্চ
মন্যামহে নৃপতিনাত্র কৃতো বিবাহঃ ॥ ৩৭ ॥
অস্মান্ প্রতার্য্য বচনৈর্ব্বিধিবচ্চকার
বৈবাহিকেন বিধিনা করপীড়নং বৈ।
কর্ত্তব্যমদ্য কিমহো প্রবিচিন্তয়ন্তু
ভূপাঃ পরস্পরমতিঞ্চ সমর্থয়ন্তু ॥ ৩৮ ॥
এবং বদৎসু নৃপতিম্বথ কন্যকায়াঃ
কৃত্বা বিবাহবিধিমপ্রতিমপ্রভাবঃ।
ভূপান্নিমন্ত্রয়িতুমাশু জগাম রাজা
কাশীপতিঃ স্বসুহৃদৈঃ প্রথিতপ্রভাবৈঃ ॥ ৩৯ ॥
আগচ্ছন্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা নৃপাঃ কাশীপতিং তদা।
নোচুঃ কিঞ্চিদপি ক্রোধান্মৌনমাধায় সংস্থিতাঃ ॥ ৪০ ॥

অদ্যৈবেতি। অস্মৎপ্রতারণকর্ত্তারং সুবাহুং তং বালং সুদর্শনঞ্চ হত্বা তাং কন্যাং লক্ষ্মীং রাজ্ঞো লক্ষ্মীঞ্চ গৃহ্লীমো যদ্যেতন্ন ক্রিয়তে তর্হি লজ্জামবাপ্য নিজসদ্ম নিজগৃহং কথং ব্রজেম॥৩৬॥ বিবাহনিশ্চয়ঃ কথং ভবতা জ্ঞাত ইতি চেত্তত্রোচুঃ শৃণ্বিতি। মৃদঙ্গশব্দা মধুরা অপি নিজবাহুল্যাৎ ক্রূরান্ শঙ্খস্বনানভিভবন্তি এতৈর্লক্ষণৈর্ব্বিবাহঃ কৃত ইতি মন্যামহে ॥ ৩৭ ॥

মনোরমা ও রাজা সুবাহু, এইরূপে প্রীতিপ্রদ অমৃতোপম বিবিধ সদালাপ করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে রজনী প্রভাত হইল; প্রাতঃকালে রাজগণ, কন্যার পাণিগ্রহণ কার্য্য সমাধা হইয়াছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত রোষান্বিত হইলেন এবং নগরের বহির্দ্দেশে গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ অদ্যই সেই নৃপতি কুলের কলঙ্ক স্বরূপ সুবাহুকে এবং বিবাহের অযোগ্য সেই বালককে নিহত করিয়া রাজলক্ষ্মী ও শশিকলাকে গ্রহণ করিব, অন্যথা আমরা এইরূপে লজ্জা পাইয়া কিরূপে গৃহে প্রতিগমন করিব? ॥ ৩৬ ॥ ভূপালগণ! তোমরা শ্রবণ কর, বাদ্যমান তূর্য্যনিনাদ এবং মৃদঙ্গধ্বনিকে শঙ্খনিঃস্বন অভিভূত করিয়া সমুত্থিত হইতেছে। ঐ শোন! বিবিধ সঙ্গীতধ্বনি এবং বেদধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। ইহাতে নিশ্চিতই বোধ হইতেছে যে নরপতি সুবাহু সুদর্শনের সহিত নিজ কন্যা শশিকলার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিল ॥ ৩৭ ॥ অহো! এই রাজা আমাদিগকে বাক্যদ্বারা প্রতারিত করিয়া বৈবাহিক বিধি অনুসারে নিজ নন্দিনীর পাণিপীড়ন কার্য্য সম্পাদন করিল; ভূপগণ! তোমরা এক্ষণে এই বিষয়ের কর্ত্তব্যতা অবধারণ করিয়া সকলেই সেই বিষয়ে ঐক্যমত্য

স গত্বা প্রণিপত্যাহ কৃতাঞ্জলিরভাষত।
আগন্তব্যং নৃপৈঃ সর্ব্বৈর্ভোজনার্থং গৃহে মম ॥ ৪১ ॥
কন্যয়াসৌ বৃতো ভূপঃ কিং করোমি হিতাহিতম্।
ভবদ্ভিস্তু শমঃ কার্য্যো মহান্তো হি দয়ালবঃ ॥ ৪২ ॥
তন্নিশম্য বচস্তস্য নৃপাঃ ক্রোধপরিপ্লুতাঃ।
প্রত্যূচুর্ভুক্তমস্মাভিঃ স্বগৃহং নৃপতে ব্রজ ॥ ৪৩ ॥
কুরু কার্য্যাণ্যশেষাণি যথেষ্টং সুকৃতং কৃতম্।
নৃপাঃ সর্ব্বে প্রয়ান্ত্বদ্য স্বানি স্বানি গৃহাণি বৈ ॥ ৪৪ ॥
সুবাহুরপি তচ্ছ্রুত্বা জগাম শঙ্কিতো গৃহম্।
কিং করিষ্যন্তি সংবিগ্নাঃ ক্রোধযুক্তা নৃপোত্তমাঃ ॥ ৪৫ ॥
গতে তস্মিন্মহীপালাশ্চক্রুশ্চ সময়ং পুনঃ।
রুদ্ধ্বা মার্গং গ্রহীষ্যামঃ কন্যাং হত্বা সুদর্শনম্ ॥ ৪৬ ॥

করপীড়নং কন্যাকরগ্রহণং চকারান্তর্ভাবিতণিজর্থত্বাৎ কারয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪২ ॥

হে নৃপতে! স্বগৃহং ব্রজেত্যেবাস্মাকং প্রার্থনা ভবতোঽন্যৎ সর্ব্বমেবাস্মাভির্ভুক্তং পূর্ণকামা বয়ং জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

সুকৃতং কৃতং হে রাজংস্ত্বয়া সুকৃতং পুণ্যং কৃতং সম্যক্ সম্পাদিতম্। অস্মদবজ্ঞয়েত্যর্থঃ। ইত্থং রাজানমুক্ত্বা পরস্পরং বদন্তি নৃপা ইতি ॥ ৪৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বাস্ততিনিন্দাফলকং বাক্যং শ্রুত্বা নেমে সান্ত্বনাযোগ্যা ইতি মত্বৈতে সংবিগ্না দুঃখেন ক্রোধযুক্তাঃ কিং করিষ্যন্তীতি ন জানে ইতি শঙ্কিতো গৃহং জগাম ॥ ৪৫ ॥

অবলম্বন কর ॥ ৩৮ ॥ নৃপতিগণ এইরূপ বলিতেছেন এমত সময়ে অতুল্যপ্রভাব কাশীপতি রাজা সুবাহু, কন্যার বিবাহ কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত প্রথিতপ্রভাব সুহৃদগণের সহিত গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ নরপতিগণ কাশীপতিকে সমাগত দেখিয়া কিছুই বলিলেন না, পরন্তু রোষভরে পরিপূরিত হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া রহিলেন ॥ ৪০ ॥ সুবাহু রাজগণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আপনারা সকলেই ভোজন করিবার নিমিত্ত আমার গৃহে আগমন করুন ॥ ৪১ ॥ ভূপালগণ! মদীয়কন্যা শশিকলা, একান্তই সেই সুদর্শনকেই বরণ করিল, আমি তদ্বিষয়ে হিতাহিত কিছুই করিতে পারিলাম না; আপনারা দয়াবান্ ও মহান্, অতএব এ বিষয়ে সকলেই ক্ষান্ত হউন ॥ ৪২ ॥ নৃপগণ, তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, আমরা সকলেই ভোজন করিয়াছি, আমাদের কামনা পরিপূর্ণ হইয়াছে তুমি এখন গৃহে গমন কর ॥ ৪৩ ॥ তোমার যথেষ্ট সদাচরণ করা হইয়াছে এক্ষণে তোমার অন্যান্য সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন কর, রাজগণ এক্ষণে নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান

কেচনোচুঃ কিমস্মাকং হন্ত তেন নৃপেণ বৈ।
দৃষ্ট্বা তু কৌতুকং সর্ব্বং গমিষ্যামো যথাগতম্ ॥ ৪৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা তে নৃপাঃ সর্ব্বে মার্গমাক্রম্য সংস্থিতাঃ।
চকারোত্তরকার্য্যাণি সুবাহুঃ স্বগৃহং গতঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শনবিবাহো নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সময়ং সঙ্কেতম্ ॥ ৪৬ ॥
কেচনোচুরিতি। উদাসীনা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥
উত্তরকার্য্যাণি বরবধূপ্রস্থাপনবিষয়াণি ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

করুন ॥ ৪৪ ॥ রাজগণের বাক্য শ্রবণে কাশীপতি, অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং প্রধান প্রধান নৃপগণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন এক্ষণে আমার কি অনিষ্ট করেন এই ভাবিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মানসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ রাজা সুবাহু গমন করিলে ভূপালগণ মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমরা গমনমার্গ অবরোধ পূর্ব্বক সুদর্শনকে নিহত করিয়া কন্যা রত্ন গ্রহণ করিব ॥ ৪৬ ॥ তন্মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন সেই নৃপতিপুত্রকে নিহত করিবার প্রয়োজন কি আছে? আমরা সকলেই কৌতুক দর্শন পূর্ব্বক যথেচ্ছ প্রতিগমন করিব ॥ ৪৭ ॥ এই বলিয়া সেই ভূপতিগণ গমনমার্গ রোধ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, রাজা সুবাহুও গৃহে গমন করিয়া বরবধূর প্রস্থান বিষয়ক কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শনের বিবাহ নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তস্মৈ গৌরবভোজ্যানি বিধায় বিধিবত্তদা।
বাসরাণি চ ষড্রাজা ভোজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ১ ॥
এবং বিবাহকার্য্যাণি কৃত্বা সর্ব্বাণি পার্থিবঃ।
পারিবর্হং প্রদত্ত্বাথ মন্ত্রয়ন্ সচিবৈঃ সহ ॥ ২ ॥
দূতৈস্তু কথিতং শ্রুত্বা মার্গসংরোধনং কৃতম্।
বভূব বিমনা রাজা সুবাহুরমিতদ্যুতিঃ ॥ ৩ ॥
সুদর্শনস্তদোবাচ শ্বশুরং সংশিতব্রতঃ।
অস্মান্ বিসর্জ্জয়াশু ত্বং গমিষ্যামো হ্যশঙ্কিতাঃ ॥ ৪ ॥
ভারদ্বাজাশ্রমং পুণ্যং গত্বা তত্র সমাহিতাঃ।
নিবাসায় বিচারো বৈ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা নৃপ! ॥ ৫ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ মহারণে।
শত্রবো নিহতা দেব্যেত্যেবমর্থোঽত্র বর্ণ্যতে ॥

তস্মৈ ইতি। গৌরবভোজ্যানি গৌরবেণ মানেন ভোজ্যানি মানপুরঃসরং ভোজ্যানীত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

মার্গসংরোধনং কৃতং রাজভিরিতি শেষঃ ॥ ৩—৪ ॥

ভারদ্বাজাশ্রমমিতি। ভারদ্বাজমুনেরাজ্ঞয়া বয়মত্রাগতাঃ পুনস্তমৃষিং দ্রষ্টুং ভারদ্বাজাশ্রমং গত্বা স্থাস্যামঃ পশ্চাদস্মাভিস্তস্মিন্নাশ্রমে স্থেয়মুত তব গৃহে স্থেয়মিতি বিচারঃ কর্ত্তব্যো ন মধ্যে ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহু জামাতার সম্মান পুরঃসর যথাবিধি অনুসারে বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া প্রীতমানসে তাঁহাকে ছয়দিন ভোজন করাইলেন ॥ ১ ॥ এইরূপে সমস্ত বিবাহ কার্য্য সমাধা করিয়া সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করত বরবধূকে বিবাহ-দেয় বিবিধ প্রকার রত্ন-ভূষণাদি প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর, অমিতদ্যুতি কাশীপতি দূত মুখ হইতে নরপতিগণ সুদর্শনের গমনমার্গ রুদ্ধ করিয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিমনা হইয়া রহিলেন ॥ ৩॥ তখন দৃঢ়ব্রত সুদর্শন শ্বশুরকে কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগকে সত্বর বিদায় করুন, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে গমন করিব ॥৪॥ নৃপবর! অগ্রে আমরা সুপবিত্র ভারদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া তদনন্তর কোন স্থানে বাস করিব তাহার সম্যক্‌রূপ বিচার

নৃপেভ্যশ্চ ন কর্ত্তব্যং ভয়ং কিঞ্চিত্ত্বয়ানঘ ! ।
জগন্মাতা ভবানী মে সাহায্যং বৈ করিষ্যতি ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তথেতি মতমাজ্ঞায় জামাতুর্নৃপসত্তমঃ ।
বিসসর্জ্জ ধনং দত্ত্বা প্রতস্থে সোঽপি সত্বরঃ ॥ ৭ ॥
বলেন মহতাবিষ্টো যযাবনু নৃপোত্তমঃ ।
সুদর্শনো বৃতস্তত্র চচাল পথি নির্ভয়ঃ ॥ ৮ ॥
রথৈঃ পরিবৃতঃ শূরঃ সদারো রথসংস্থিতঃ ।
গচ্ছন্দদর্শ সৈন্যানি নৃপাণাং রঘুনন্দনঃ ॥ ৯ ॥
সুবাহুরপি তান্‌ বীক্ষ্য চিন্তাবিষ্টো বভূব হ ।
বিধিবৎ স শিবাং চিত্তে জগাম শরণং মুদা ॥ ১০ ॥
জজাপৈকাক্ষরং মন্ত্রং কামরাজমনুত্তমম্‌ ।
নির্ভয়ো বীতশোকশ্চ পত্ন্যা সহ নবোঢ়য়া ॥ ১১ ॥
ততঃ সর্ব্বে মহীপালাঃ কৃত্বা কোলাহলং তদা ।
উত্থিতাঃ সৈন্যসংযুক্তা হর্ত্তুকামাস্তু কন্যকাম্‌ ॥ ১২ ॥

ইদমুত্তরং পূর্ব্বং রাজ্ঞা মদ্‌গৃহে স্থেয়মিত্যুক্তং তথেতি বোধ্যম্‌ ॥ ৬ ॥
সোঽপি সুদর্শনোঽপি ॥ ৭ ॥
অনু পশ্চান্নৃপোত্তমঃ সুবাহুঃ। বৃতো বিবাহিতঃ ॥ ৮—৯ ॥
সুদর্শনঃ শিবাং শরণং জগাম পত্ন্যা সহ নির্ভয়ো জাতো মন্ত্রজপপ্রভাবাদিত্যর্থঃ ॥১০-১২॥

করিব ॥ ৫ ॥ বিমলাত্মন্‌ ! আপনি নৃপগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় করিবেন না, জগন্মাতা ভগবতী ভবানী অবশ্যই আমার সাহায্য করিবেন ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! নৃপতিসত্তম সুবাহু জামাতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপুল ধন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিলেন, সুদর্শনও সত্বর হইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন ॥৭॥ তদনন্তর নৃপসত্তম সুবাহু, মহতী সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিলেন। এইরূপে সুদর্শন বিবাহ করিয়া পথিমধ্যে নির্ভয়চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন ॥৮॥ রঘুনন্দন বীরবর সুদর্শন নববধূর সহিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক রথসমূহে পরিবৃত হইয়া গমন করিতে করিতে রাজগণের সৈন্য সকল দেখিতে পাইলেন ॥ ৯ ॥ রাজা সুবাহু তাহাদিগকে দর্শন করিয়া চিন্তাবিষ্ট হইলেন। কিন্তু, সুদর্শন আনন্দিত মনে সম্পূর্ণরূপে শিবরূপিণী শঙ্করীর শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ১০ ॥ তিনি অত্যুত্তম একাক্ষর কামরাজ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন এবং তৎপ্রভাবে নবোঢ়া পত্নীর সহিত বীতশোক ও নির্ভয় হইয়া অবস্থিতি

কাশীরাজস্তু তান্ দৃষ্ট্বা হন্তুকামো বভূব হ।
নিবারিতস্তদাত্যর্থং রাঘবেণ জিগীষতা ॥ ১৩ ॥
তত্রাপি নেদুঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চানকদুন্দুভিঃ।
সুবাহোশ্চ নৃপাণাঞ্চ পরস্পরজিঘাংসতাম্ ॥ ১৪ ॥
শত্রুজিত্তু সুসংবৃত্তঃ স্থিতস্তত্র জিঘাংসয়া।
যুধাজিৎ তৎসহায়ার্থং সন্নদ্ধঃ প্রবভূব হ ॥ ১৫ ॥
কেচিচ্চ প্রেক্ষকাস্তস্থ সহানীকৈঃ স্থিতাস্তদা।
যুধাজিদগ্রতো গত্বা সুদর্শনমুপস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
শত্রুজিত্তেন সহিতো হন্তুং ভ্রাতরমানুজঃ।
পরস্পরং তে বাণৌঘৈস্ততক্ষুঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ॥ ১৭ ॥
সংমর্দ্দঃ সুমহাংস্তত্র সম্প্রবৃত্তঃ সুমার্গণৈঃ।
কাশীপতিস্তদা তূর্ণং সৈন্যেন বহুনাবৃতঃ।
সাহায্যার্থং জগামাশু জামাতরমনিন্দিতম্ ॥ ১৮ ॥

রাঘবেণ সুদর্শনেন ॥ ১৩ ॥
পরস্পরজিঘাংসতাং রাজ্ঞাং শঙ্খা ভের্য্যশ্চ নেদুরিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥
অগ্রতঃ সর্ব্বসৈন্যস্য তু সুদর্শনমুপস্থিতঃ প্রাপ্তস্তেন যুধাজিতা সহিতঃ শত্রুজিচ্চোপস্থিত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

করিতে লাগিলেন ॥১১॥ অনন্তর মহীপালগণ সকলেই কন্যাহরণ-কামনায় সৈন্যগণের সহিত কোলাহল শব্দে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইল ॥ ১২ ॥ কাশীরাজ, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া নিধন করিতে ইচ্ছা করিলে, জয়াভিলাষী রঘুনন্দন সুদর্শন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন পরস্পর হননেচ্ছুক. নরপতিগণের ও সুবাহুর শঙ্খ, ভেরী ও রণঢক্কা ঘোরশব্দে নিনাদিত হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ শত্রুজিৎ, শত্রুসংহার বাসনায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, যুধাজিৎ তাঁহার সাহায্যার্থ সুসজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ কোন কোন বীরগণ, নিজ নিজ সৈন্যগণের সহিত উদাসীনভাবে কেবল মাত্র দর্শন করত অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর যুধাজিৎ সুদর্শনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন, যুধাজিতের সহিত অনুজ শত্রুজিৎও ভ্রাতাকে বিনাশ করিবার অভিলাষে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন যোধগণ ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া শরসমূহ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ১৬—১৭ ॥ সেই সংগ্রামস্থলে সুতীক্ষ্ণ সায়কসমূহ দ্বারা ঘোরতর সংমর্দ্দ হইয়া উঠিলে, কাশীপতি বহুতর সৈন্যসমভিব্যাহারে জামাতার সাহায্যার্থ সত্বর গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে দারুণে লোমহর্ষণে।
প্রাদুর্ব্বভূব সহসা দেবী সিংহোপরিস্থিতা ॥ ১৯ ॥
নানায়ুধধরা রম্যা বরভূষণভূষিতা।
দিব্যাম্বরপরীধানা মন্দারস্রকৃসুসংযুতা ॥ ২০ ॥
তাং দৃষ্ট্বা তেঽথ ভূপালা বিস্ময়ং পরমং গতাঃ।
কেয়ং সিংহসমারূঢ়া কুতো বেতি সমুত্থিতা ॥ ২১ ॥
সুদর্শনস্তু তাং বীক্ষ্য সুবাহুমিতি চাব্রবীৎ।
পশ্য রাজন্! মহাদেবীমাগতাং দিব্যদর্শনাম্ ॥ ২২ ॥
অনুগ্রহায় মে নূনং প্রাদুর্ভূতা দয়ান্বিতা।
নির্ভয়োঽহং মহারাজ! জাতোঽস্মি নির্ভয়াদপি ॥ ২৩ ॥
সুদর্শনঃ সুবাহুশ্চ তামালোক্য বরাননাম্।
প্রণামং চক্রতুস্তস্যা মুদিতৌ দর্শনেন চ ॥ ২৪ ॥
ননাদ চ তথা সিংহো গজাস্ত্রস্তাশ্চকম্পিরে।
ববুর্ব্বাতা মহাঘোরা দিশশ্চাসন্ সুদারুণাঃ ॥ ২৫ ॥
সুদর্শনস্তদা প্রাহ নিজং সেনাপতিং প্রতি।
মার্গে ব্রজ ত্বং তরসা ভূপালা যত্র সংস্থিতাঃ ॥ ২৬ ॥

কিমর্থং ভ্রাতরং সুদর্শনং হন্তুম্। অনুজ এবানুজঃ। প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ততশ্চুশ্চিচ্ছিদুস্তে ত্রয়ঃ ॥ ১৭—২০ ॥
বিস্ময়মেবাহ। কেয়মিতি ॥ ২১—২৩ ॥

এইরূপে সেই নিদারুণ লোমহর্ষণ সমর উপস্থিত হইলে, সিংহাধিরূঢ়া দেবী ভগবতী সহসা তথায় আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৯ ॥ তাঁহার দেহকান্তি অতিশয় মনোহর, তিনি বিবিধ উৎকৃষ্ট ভূষণে বিভূষিত হইয়া বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে দিব্য অম্বর ও গলদেশে আজানুলম্বিত মনোহর মন্দারমালা শোভা পাইতেছে। ভূপালসকল তাঁহাকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন এই সিংহসমারূঢ়া রমণী কে, কোথা হইতেই বা সহসা উপস্থিত হইলেন ॥২০-২১॥ সুদর্শন তাঁহাকে দর্শন করিয়া কাশীপতি সুবাহুকে কহিলেন, রাজন্! দিব্যদর্শনা দয়ান্বিতা মহাদেবী আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন অবলোকন করুন, মহারাজ! এক্ষণে আমি নির্ভয় হইতেও নির্ভয় হইলাম ॥ ২২—২৩ ॥ সুদর্শন ও সুবাহু সেই বরাননা মহাদেবীকে দর্শন করিয়া হর্ষভরে পুলকিত হইলেন এবং ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন ॥ ২৪ ॥ তখন মহাদেবীর বাহন সিংহ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া উঠিল, সেই

কিং করিষ্যন্তি রাজানঃ কুপিতা দুষ্টচেতসঃ।
শরণার্থঞ্চ সম্প্রাপ্তা দেবী ভগবতী হি নঃ ॥ ২৭ ॥
নিরাতঙ্কৈশ্চ গন্তব্যং মার্গেঽস্মিন্ ভূপসঙ্কুলে।
স্মৃতা ময়া মহাদেবী রক্ষণার্থমুপাগতা ॥ ২৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং সেনাপতিস্তেন পথাব্রজৎ ॥ ২৯ ॥
যুধাজিত্তু সুসংক্রুদ্ধস্তানুবাচ মহীপতীন্।
কিং স্থিতা ভয়সন্ত্রস্তা নিম্নস্তু কন্যকান্বিতম্ ॥ ৩০ ॥
অবমন্য চ নঃ সর্ব্বান্ বলহীনো বলাধিকান্।
কন্যাং গৃহীত্বা সংযাতি নির্ভয়স্তরসা শিশুঃ ॥ ৩১ ॥
কিং ভীতাঃ কামিনীং বীক্ষ্য সিংহোপরি সুসংস্থিতাম্।
নোপেক্ষ্যো হি মহাভাগা হন্তব্যোঽত্র সমাহিতৈঃ ॥ ৩২ ॥
হত্বৈনং সংগ্রহীষ্যামঃ কন্যাং চারুবিভূষণাম্।
নায়ং কেশরিণাদত্তাং ছেত্তুমর্হতি জম্বুকঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্যা দর্শনেন মুদিতাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৪—২৭ ॥
(আতঙ্কাশূন্যতায়াঃ কারণমাহ স্মৃতেতি। যেষাং দেবী স্বয়ং রক্ষাকর্ত্রী তেষাং ন কুতোঽপ্যাতঙ্কেতি ভাবঃ ॥ ২৮—২৯ ॥
যুধাজিদিতি। সুসংক্রুদ্ধঃ নির্ব্বিঘ্নেন সেনাপতিগমনদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে মাতঙ্গগণ কম্পিত হইতে লাগিল; সেই সময়ে ঘোরতর বায়ু বহিতে লাগিল এবং দিক্ সকল নিদারুণ ভাব ধারণ করিল ॥২৫॥ সুদর্শন তখন আপন সেনাপতিকে কহিলেন, ভূপাল সকল মার্গ রোধ করিয়া যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি সত্বর সেই স্থানে গমন কর। দুষ্টচেতা নৃপতিগণ প্রকুপিত হইলেও আমাদের কি করিতে পারিবে? দেবী ভগবতী আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২৬—২৭ ॥ তোমরা নিরাকুল হইয়া সেই ভূপসঙ্কুল মার্গমধ্যে গমন কর, আমি স্মরণ করিবামাত্র মহাদেবী কৃপান্বিত হইয়া আমাদিগের রক্ষণার্থ আগমন করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

সেনাপতি সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পথেই গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন যুধাজিৎ অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া মহীপতিগণকে কহিতে লাগিলেন, আপনারা ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া রহিলেন কেন? এই কন্যাহারী সুদর্শনকে নিহত করুন॥ ২৯-৩০ ॥ এই বলহীন শিশু, বলাধিক সকল ভূপালকে অবমাননা করিয়া কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ভয়চিত্তে বলপূর্ব্বক গমন করিতেছে, আর আপনারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না, ইহা অত্যন্তই আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৩১ ॥ আপনারা কি সিংহোপরিস্থিত একটি কামনীকে দর্শন করিয়া ভীত হইতেছেন?। হে মহাভাগ ভূপতিগণ! এই বালককে কদাচই উপেক্ষা করিবেন না,

ইত্যুক্ত্বা সৈন্যসংযুক্তঃ শত্রুজিৎসহিতস্তদা।
যোদ্ধুকামঃ সুসংপ্রাপ্তো যুধাজিৎ ক্রোধসংবৃতঃ ॥ ৩৪ ॥
মুমোচ বিশিখাংস্তূর্ণং সমপুঙ্খাঞ্ছিলাশিতান্।
ধনুরাকৃষ্য কর্ণান্তং কর্ম্মারপরিমার্জ্জিতান্ ॥ ৩৫ ॥
হন্তুকামঃ সুদুর্মেধাঃ সুদর্শনমথোপরি।
সুদর্শনস্তু তান্ বাণৈশ্চিচ্ছেদাপততঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩৬ ॥
এবং যুদ্ধে প্রবৃত্তেঽথ চুকোপ চণ্ডিকা ভৃশম্।
দুর্গা দেবী মুমোচাথ বাণান্ যুধাজিতং প্রতি ॥ ৩৭ ॥
নানারূপা তদা জাতা নানাশস্ত্রধরা শিবা।
সম্প্রাপ্তা তুমুলং তত্র চকার জগদম্বিকা ॥ ৩৮ ॥
শত্রুজিন্নিহতস্তত্র যুধাজিদপি পার্থিবঃ।
পতিতৌ তৌ রথাভ্যাস্তু জয়শব্দস্তদাভবৎ ॥ ৩৯ ॥

নৃপানুত্তেজয়িতুমাহ অবমন্যেতি ॥ ৩১—৩২ ॥)
কেসরিণা আদত্তাং গৃহীতাম্। আদত্তামিতি চ্ছেদঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥
কর্ম্মারেণ লোহকারেণ পরিমার্জ্জিতাংস্তীক্ষ্ণীকৃতান্ ॥ ৩৫ ॥
সুদর্শনং হন্তুকামঃ সুদর্শনস্যৈবোপরীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥
তত্র সম্প্রাপ্তা জগদম্বিকা তুমুলং যুদ্ধঞ্চকারেত্যন্বয়ঃ। যদ্যপি মনুষ্যেষু ভগবত্যাঃ শস্ত্রধারণমনুচিতং তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদনুচিতমপি কর্ম্ম ভগবতী করোতীত্যনেন বোধিতম্ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

মনোযোগ পূর্ব্বক ইহাকে নিহত করুন ॥ ৩২ ॥ ইহাকে হনন করিয়া এই চারুভূষণা কামিনীকে গ্রহণ করিব। এই শৃগাল সিংহ-গৃহীত কামিনীকে ছিনাইয়া লইতে কখনই সমর্থ হইবে না ॥ ৩৩ ॥

রাজা যুধাজিৎ এই বলিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে যুদ্ধ বাসনায় শত্রুজিতের সহিত সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ সেই সুদুর্ব্বুদ্ধি রাজা সুদর্শনের নিধনবাসনায় আকর্ণ ধনুরাকর্ষণ পূর্ব্বক শিলাশাণিত ও কর্ম্মার-পরিমার্জ্জিত সমপুঙ্খ সায়ক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; সুদর্শন সেই সংবেগপাতী শায়ক সকলকে শর-সমূহ দ্বারা তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইলে চণ্ডিকাদেবী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং যুধাজিতের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ বিবিধ অস্ত্রধারিণী কল্যাণময়ী জগদম্বিকা দুর্গাদেবী নানারূপ ধারণ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ সেই ভীষণ সংগ্রামে শত্রুজিৎ ও রাজা যুধাজিৎ নিহত হইল। দুই জনেই রথ হইতে নিপতিত হইলে

বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা ভূপাঃ সর্ব্বে বিলোক্য তান্।
নিধনং মাতুলস্যাপি ভাগিনেয়স্য সংযুগে ॥ ৪০ ॥
সুবাহুরপি তদ্দৃষ্ট্বা নিধনং সংযুগে তয়োঃ।
তুষ্টাব পরমপ্রীতো দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্ ॥ ৪১ ॥

সুবাহুরুবাচ।

নমো দেব্যৈ জগদ্ধাত্র্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
দুর্গায়ৈ ভগবত্যৈ তে কামদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৪২ ॥
নমঃ শিবায়ৈ শান্ত্যৈ তে বিদ্যায়ৈ মোক্ষদে ! নমঃ।
বিশ্বব্যাপ্ত্যৈ জগন্মাতর্জ্জগদ্ধাত্র্যৈ নমঃ শিবে ! ॥ ৪৩ ॥
নাহং গতিং তব ধিয়া পরিচিন্তয়ন্ বৈ
জানামি দেবি ! সগুণঃ কিল নির্গুণায়াঃ।
কিং স্তৌমি বিশ্বজননি ! প্রকটপ্রভাবাং
ভক্তার্ত্তিনাশনপরাং পরমাঞ্চ শক্তিম্ ॥ ৪৪ ॥

মাতুলস্যাপীতি। মাতুলভাগিনেয়ৌ সুবাহো রাজ্ঞঃ। তৌ চ যুধাজিৎপক্ষপাতিনৌ স্থিতৌ ॥ ৪০—৪৩ ॥

নাহমিতি। অহং সগুণো গুণত্রয়বদ্ধাত্মমতির্ধিয়া তব নির্গুণায়াঃ মায়ানন্তমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণ্যা গতিং পরাক্রমং ব্যাপ্তিং বা পরিচিন্তয়ন্ বাঙ্মনসয়োরবিষয়ত্বান্ন জানামি। তদা কিং স্তৌমি স্তুতিবিষয়স্যৈব জ্ঞানাভাবাৎ ॥ ৪৪ ॥

সুদর্শনের পক্ষ হইতে মহান্ জয়শব্দ সমুত্থিত হইল ॥ ৩৯ ॥ সুবাহুর মাতুল ও ভাগিনেয় যুধাজিতের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারাও এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। ভূপাল সকল তাঁহাদের মরণ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৪০ ॥ রাজা সুবাহুও যুদ্ধস্থলে তাঁহাদের নিধন দর্শন পূর্ব্বক পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবীর স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

আমি শিবরূপিণী জগদ্ধাত্রী দেবীকে নমস্কার করি, কামপ্রদা ভগবতী দুর্গাদেবীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। যিনি মঙ্গলময়ী শান্তি ও বিদ্যারূপিণী তাঁহাকে নিয়তই নমস্কার করি। মাতর্মোক্ষদে! শিবে! আপনি বিশ্বব্যাপিনী, জগন্মাতা ও জগদ্ধাত্রী আমি আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৪২—৪৩ ॥ হে বিশ্বজননি ! দেবি ! আপনি নির্গুণা, আমি সগুণ, অতএব বাক্য মনের অগোচর আপনার প্রভাব পরাক্রমাদি বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিয়াও জানিতে সমর্থ নহি। জননি! আপনি পরমাশক্তি, সততই ভক্তজনের দুঃখ বিনাশের নিমিত্ত তৎপর থাকেন, আপনার প্রভাব সর্ব্বত্রই প্রকটিত রহিয়াছে আমি আপনার কি স্তুতি

বাগ্দেবতা ত্বমসি সর্ব্বগতৈব বুদ্ধি-
র্বিদ্যা মতিশ্চ গতিরপ্যসি সর্ব্বজন্তোঃ।
ত্বাং স্তৌমি কিং ত্বমসি সর্ব্বমনোনিয়ন্ত্রী
কিং স্তূয়তে হি সততং খলু চাত্মরূপম্‌॥ ৪৫॥
ব্রহ্মা হরশ্চ হরিরপ্যনিশং স্তুবন্তো
নান্তং গতাঃ সুরবরাঃ কিল তে গুণানাম্‌।
কাহং বিভেদমতিরম্ব! গুণৈর্বৃতো বৈ
বক্তুং ক্ষমস্তব চরিত্রমহোঽপ্রসিদ্ধঃ॥ ৪৬॥
সৎসঙ্গতিঃ কথমহো ন করোতি কামং
প্রাসঙ্গিকাপি বিহিতা খলু চিত্তশুদ্ধিঃ।
জামাতুরস্য বিহিতেন সমাগমেন
প্রাপ্তং ময়াদ্ভুতমিদং তব দর্শনং বৈ॥ ৪৭॥

ত্বাং স্তৌমীতি। যতস্ত্বং সর্ব্বমনোনিয়ন্ত্রী ততস্ত্বাং কিং স্তৌমি মনসো বিষয়ত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। কিং স্তূয়ত ইতি। সর্ব্বব্যাপকমাত্মরূপং কিং স্তূয়তে ন স্তূয়তে। মনোবিষয়ত্বাভাবাৎ তথৈব তদাত্মাভিন্নাং ত্বাং মনোবিষয়ত্বাভাবাৎ কিং স্তৌমি ন কিমপীত্যর্থঃ॥ ৪৫॥

ব্রহ্মা হরশ্চেতি। এতাদৃশা ব্রহ্মাদয়ো মহান্তোঽনিশং স্তুবন্তোঽপি তব গুণানামন্তং ন গতাঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যস্যাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন বিজানন্তি তস্মাদুচ্যতেঽজ্ঞেয়া যস্যাঃ অন্তো ন বিদ্যতে তস্মাদুচ্যতেঽনন্তেতি। যদেত্থমস্তি তদাহমপ্রসিদ্ধো গুণৈঃ সত্ত্বাদিভির্বদ্ধো বিভেদমতির্জীবব্রহ্মভেদমতিরজ্ঞস্তব চরিত্রং বক্তুং ক্ব কস্মিন্‌ কালে ক্ষমো ন কস্মিন্নপীত্যর্থঃ॥ ৪৬॥

মম চিত্তশুদ্ধ্যভাবাদ্যদ্যপি ভবত্যা দর্শনযোগ্যতা নাস্তি তথাপি ভবচ্চরণকমলনিমগ্নান্তঃকরণানাং সতাং সঙ্গত্যা কঃ কামো ন সিধ্যেদপি তু সিধ্যত্যেবেত্যাহ সৎসঙ্গতিরিতি সৎসঙ্গতিঃ কামং মনোরথং কথং ন করোতি সম্পাদয়তি অপিতু করোত্যেব। ভগবত্যা স্বস্মিন্‌ ভক্তিং কুর্ব্বাণাপেক্ষয়া স্বভক্তে ভক্তিং কুর্ব্বাণেঽধিকপ্রেমযুক্তত্বাৎ। তদুক্তং দেবীপুরাণে মদ্ভক্ত্যপেক্ষয়া ভক্তে মম ভক্তিস্তু সিদ্ধিদেতি। নমু চিত্তশুদ্ধিং বিনা কথং মদ্দর্শনার্হ

করিব?॥ ৪৪॥ দেবি! আপনি প্রাণিগণের বাগ্দেবী সর্ব্বত্রগতা বুদ্ধি, মতি ও গতি এবং আপনিই সকলের মনোনিয়ন্ত্রী; অতএব আমি আপনার কি স্তব করিব? দেবি আপনি আত্মরূপিণী, আমি বাঙ্মনের অগোচর পরমাত্মময়ীর স্তব করিতে কিরূপে সমর্থ হইব?॥ ৪৫॥ ব্রহ্মা হরি, হর এবং প্রধান প্রধান দেবগণ নিরন্তর স্তুতি করিয়াও আপনার গুণগণের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই, অম্বিকে! আমি কীটাণুকীট তুল্য অপ্রসিদ্ধ এবং গুণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্বদ্ধ, অজ্ঞ আমি, জীবব্রহ্মের প্রভেদ জ্ঞান কিরূপে বুঝিব, মাতঃ! আমি তোমার দুরবগাহ চরিত্র বর্ণনে কস্মিন্‌ কালেও সমর্থ হইব না॥ ৪৬॥ জননি! সৎসঙ্গ

ব্রহ্মাপি বাঞ্ছতি সদৈব হরো হরিশ্চ
সেন্দ্রাঃ সুরাশ্চ মুনয়ো বিদিতার্থতত্ত্বাঃ।
যদ্দর্শনং জননি! তেঽদ্য ময়া দুরাপং
প্রাপ্তং বিনা দমশমাদিসমাধিভিশ্চ ॥ ৪৮ ॥
ক্বাহং সুমন্দমতিরাশু তবাবলোকং
কেদং ভবানি! ভবভেষজমদ্বিতীয়ম্।
জ্ঞাতাসি দেবি! সততং কিল ভাবযুক্ত-
ভক্তানুকম্পনপরামরবর্গপূজ্যা ॥ ৪৯ ॥
কিং বর্ণয়ামি তব দেবি! চরিত্রমেতদ্
যদ্রক্ষিতোঽস্তি বিষমেঽত্র সুদর্শনোঽয়ম্।
শত্রূ হতৌ সুবলিনৌ তরসা ত্বয়া যদ্-
ভক্তানুকম্পি চরিতং পরমং পবিত্রম্ ॥ ৫০ ॥

তেতি চেৎ সা চিত্তশুদ্ধির্ভবদ্ভক্তদর্শনপ্রসঙ্গেনানায়াসেনাপি বিহিতা ভবতি কৃতা ভবতি। এতাদৃশো ভবদ্ভক্তদর্শনমহিমেতি ভাবঃ। কোঽসৌ মম ভক্তস্তবৈতাদৃশো মিলিত ইতি চেদস্য জামাতুঃ সুদর্শনস্য তব ভক্তস্য যদ্দৈবেন বিহিতেন সমাগমেন চ প্রাপ্তং ময়াদ্ভুতমিদং তব দর্শনং বৈ ॥ ৪৭ ॥

ইদানীং স্বস্য ধন্যতাং বর্ণয়তি ব্রহ্মাপীতি। শমদমাদিসমাধিভির্বিনাপি প্রাপ্তং ততো মৎসমোঽন্যঃ কো বা ধন্যোঽস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

কেন না মনোরথ সিদ্ধি সম্পাদন করিবে? আমার এই চিত্তশুদ্ধি প্রাসঙ্গিকক্রমেই সম্পাদিত হইয়াছে; জননি! আমার এই জামাতা আপনার একান্ত ভক্ত, দৈববশে তাঁহার সহিত আমার সঙ্গতি সংঘটিত হইয়াছে তাহাতেই আমি আপনার দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪৭ ॥ জননি! ব্রহ্মা, হরি, হর, ইন্দ্রাদি সুরগণ ও বিদিততত্ত্ব মুনিগণও যাহার কামনা করিয়া থাকেন, অদ্য শম দমাদি ও সমাধি ব্যতিরেকেও আমি আপনার সেই দুর্লভ দর্শন প্রাপ্ত হইলাম; অতএব দেবি! ত্রিভুবনে আমার তুল্য ধন্য ব্যক্তি আর কে আছে? ॥ ৪৮ ॥ ভবানি! সুমন্দমতি আমিই বা কোথায়? এবং একমাত্র ভবরোগের ঔষধ স্বরূপ ভবদীয় দর্শনই বা কোথায়? তথাপি হে সুরপূজ্যে! আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম, জননি! আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি ভাবযুক্ত ভক্তগণের প্রতি নিয়তই অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥ দেবি! আপনি যে এই বিষম সমর সঙ্কটে সুদর্শনকে রক্ষা করিলেন এবং দুইজন অতিশয় বলবান্ ব্যক্তি নিহত করিলেন তদ্বিষয়ে আপনার চরিত্র কথা আর কি বর্ণন করিব? বুঝিলাম আপনার পবিত্র চরিত্র ভক্তগণের প্রতি

নাশ্চর্য্যমেতদিতি দেবি ! বিচারিতেঽর্থে
ত্বং পাসি সর্ব্বমখিলং স্থিরজঙ্গমং বৈ।
ত্রাতস্ত্বয়া চ বিনিহত্য রিপুর্দয়াতঃ
সংরক্ষিতোঽয়মধুনা ধ্রুবসন্ধিসূনুঃ ॥ ৫১ ॥
ভক্তস্য সেবনপরস্য যশোঽতিদীপ্তং
কর্ত্তুং ভবানি ! রচিতং চরিতং ত্বয়েতৎ।
নোচেৎ কথং সুপরিগৃহ্য সুতাং মদীয়াং
যুদ্ধে ভবেৎ কুশলবাননবদ্যশীলঃ ॥ ৫২ ॥
শক্তাসি জন্মমরণাদিভয়ান্ বিহন্তুং
কিঞ্চিত্রমত্র কিল ভক্তজনস্য কামম্।
ত্বং গীয়সে জননি ! ভক্তজনৈরপারা
ত্বং পাপপুণ্যরহিতা সগুণাগুণা চ ॥ ৫৩ ॥
ত্বদ্দর্শনাদহমহো সুকৃতী কৃতার্থো
জাতোঽস্মি দেবি ! ভুবনেশ্বরি ! ধন্যজন্মা।
বীজং ন তেন ভজনং কিল বেদ্মি মাত-
র্জ্ঞাতস্তবাদ্য মহিমা প্রকটপ্রভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

জ্ঞাতাসীতি। অথাপি ময়া জ্ঞাতাসি দৃষ্টাসি ততো মদন্যঃ কোঽস্তি ধন্যঃ। কথম্ভূতা ত্বং ভাবযুক্তভক্তেষ্বনুকম্পনপরা ॥ ৪৯—৫২ ॥

নিয়তই অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ দেবি ! এইরূপ বিচারিত বিষয়েই বা বিচিত্রতা ও আশ্চর্য্য কিছুই দৃষ্ট হয় না, যেহেতু আপনিই ত এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল বিশ্বের রক্ষা করিতেছেন, তদনুসারে আপনি এক্ষণে করুণাবশে ভক্তের শত্রুকে নিহত করিয়া এই ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শনকে রক্ষা করিলেন ॥ ৫১ ॥ ভবানি ! আপনি স্বীয় সেবানিরত ভক্তজনের রক্ষার নিমিত্তই যে কেবল এইরূপ চরিত প্রকাশ করেন তাহা নহে, ভক্তগণের যশোরাশি প্রদীপ্ত করিবার নিমিত্তও করিয়া থাকেন ; নতুবা এই ভবদীয় ভক্ত সাধুচরিত সুদর্শন মদীয় কন্যার পাণিপীড়ন পুরঃসর যুদ্ধস্থলে বিজয় লাভ করিয়া কুশলী হইলেন কেন ? ॥ ৫২ ॥ জননি ! আপনি জন্ম ও মরণ ভয় বিনাশে একান্তই সমর্থ ; আপনি যে ভক্তজনের মনোরথ সাধন করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ? ভক্তগণ আপনাকে পাপপুণ্য-বিরহিতা অপারা এবং সগুণা ও নির্গুণা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥ দেবি ! ভুবনেশ্বরি ! আমি আপনার দর্শন লাভ করিয়া সুকৃতী

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী প্রসন্নবদনা শিবা।
উবাচ তং নৃপং দেবী বরং বরয় সুব্রত ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে মহারণে সুদর্শনশত্রুসংহারো নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

কামং মনোরথং কর্ত্তুং শক্তাসীতি কিং চিত্রমিত্যন্বয়ঃ। অতএব ত্বং ভক্তৈকগীয়সে ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

ও কৃতার্থ হইলাম, মাতঃ! আমি ভজন সাধন ও বীজমন্ত্রাদি কিছুই জানিনা, অদ্য কেবল আপনার মহিমার প্রকটিত প্রভাব মাত্র অবগত হইলাম ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহু এইরূপে কৈবল্যকল্যাণময়ী ভগবতীর স্তুতি করিলে দেবী প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে সুব্রত! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে মহারণে সুদর্শনের শত্রুসংহার বর্ণন নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভবান্যাঃ স নৃপোত্তমঃ।
প্রোবাচ বচনং তত্র সুবাহুর্ভক্তিসংযুতঃ॥ ১॥

সুবাহুরুবাচ।

একতো দেবলোকস্য রাজ্যং ভূমণ্ডলস্য চ।
একতো দর্শনন্তে বৈ ন চ তুল্যং কদাচন॥ ২॥
দর্শনাৎ সদৃশং কিঞ্চিত্রিষু লোকেষু নাস্তি মে।
কং বরং দেবি! যাচেঽহং কৃতার্থোঽস্মি ধরাতলে॥ ৩॥
এতদিচ্ছাম্যহং মাতর্যাচিতুং বাঞ্ছিতং বরম্।
তব ভক্তিঃ সদা মেঽস্তু নিশ্চিতা হ্যনপায়িনী॥ ৪॥
নগরেঽত্র ত্বয়া মাতঃ! স্থাতব্যং মম সর্ব্বদা।
দুর্গা দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শক্তিরিহ সংস্থিতা॥ ৫॥
রক্ষা ত্বয়া চ কর্ত্তব্যা সর্ব্বদা নগরস্য হ।
যথা সুদর্শনস্ত্রাতো রিপুসঙ্ঘাদনাময়ঃ॥ ৬॥

পঞ্চাশদ্ভিস্তথা শ্লোকৈঃ শ্রীদেবীমহিমোচ্যতে।
দুর্গাদেব্যা নিবাসশ্চ কাশ্যাং কৃত ইতীর্য্যতে॥

তস্যা ইতি॥ ১—৪॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপসত্তম সুবাহু ভক্তিসমন্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১॥ দেবি! একদিকে দেবলোকের ও ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজ্য এবং অপরদিকে আপনার দর্শন, যদি এই উভয়ের তুলনা করা যায় তাহা হইলে ঐ রাজ্যাদি কদাচই আপনার দর্শনের তুল্য হইতে পারে না। দেবি! আপনার দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু ত্রিভুবন মধ্যে কিছুই দৃষ্ট হয় না, তবে জননি! আমি আর কোন্ বর প্রার্থনা করিব, আমি আপনার দর্শনলাভ করিয়া এই ধরণীমণ্ডলে ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছি॥ ২—৩॥ মাতঃ শিবে! আমার বাঞ্ছিত এই বর আপনার নিকট প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, সততই যেন আপনার প্রতি আমার ভক্তি অবিনাশিনী ও অচলা হয়। জননি! আপনি নিয়তই যেন আমার এই নগরী মধ্যে অবস্থিতি করেন, আপনি দুর্গাদেবী এই নামে বিখ্যাত হইয়া শক্তিরূপে এই স্থানে অবস্থান করেন ইহাই

তথাত্র রক্ষা কর্ত্তব্যা বারাণস্যাস্ত্বয়াম্বিকে ! ।
যাবৎ পুরী ভবেদ্ভূমৌ সুপ্রতিষ্ঠা সুসংস্থিতা ॥ ৭ ॥
তাবত্ত্বয়াঽত্র স্থাতব্যং দুর্গে ! দেবি ! কৃপানিধে ! ।
বরোঽয়ং মম তে দেয়ঃ কিমন্যৎ প্রার্থয়াম্যহম্ ॥ ৮ ॥
বিবিধান্ সকলান্ কামান্ দেহি মে বিদ্বিষো জহি ।
অভদ্রাণাং বিনাশঞ্চ কুরু লোকস্য সর্ব্বদা ॥ ৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সম্প্রার্থিতা দেবী দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী ।
তমুবাচ নৃপং তত্র স্তুত্বা বৈ সংস্থিতং পুরঃ ॥ ১০ ॥

দুর্গোবাচ ।

রাজন্ ! সদা নিবাসো মে মুক্তিপুর্য্যাং ভবিষ্যতি ।
রক্ষার্থং সর্ব্বলোকানাং যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ১১ ॥
অথো সুদর্শনস্তত্র সমাগম্য মুদান্বিতঃ ।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব জগদম্বিকাম্ ॥ ১২ ॥
অহো কৃপা তে কথয়াম্যহং কিং
ত্রাতস্ত্বয়া যৎ কিল ভক্তিহীনঃ ।
ভক্তানুকম্পী সকলো জনোঽস্তি
বিমুক্তভক্তেরবনং ব্রতং তে ॥ ১৩ ॥

ত্বং পরাশক্তির্দুর্গাদেবীতি নাম্না সংস্থিতা ভবেতি শেষঃ ॥ ৫—১১ ॥
অথো ইত্যোকারান্তো নিপাতঃ ॥ ১২ ॥

আমি আপনার নিকট কামনা করিতেছি ॥ ৪—৫ ॥ দেবি ! অম্বিকে আপনি যেমন সুদর্শনকে বিঘ্নবিহীন করিয়া পরিত্রাণ করিলেন, সেইরূপে এই স্থানে অবস্থিত হইয়া, যে পর্য্যন্ত এই বারাণসীপুরী পৃথিবীতলে সুসংস্থিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে তাবৎকাল আপনি ইহার রক্ষা করুন ; দুর্গে ! আমি প্রার্থনা করিতেছি আমাকে এই বর প্রদান করুন। দেবি ! আপনি আমাকে অন্যান্য বিবিধ প্রকার মনোরথ প্রদান এবং আমার শত্রু সংহার করুন ; আর এই লোক মধ্যে সমস্ত অভদ্র জনগণের বিনাশ সাধন করুন। করুণাময়ি ! ইহা হইতে আর অপর কি প্রার্থনা করিব ॥ ৬—৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহু দুর্গতিবিনাশিনী দুর্গাকে এইরূপে স্তুতি ও প্রার্থনা করিয়া পুরোভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে দেবী তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্ ! যাবৎ পর্য্যন্ত

ত্বং দেবি ! সর্ব্বং সৃজসি প্রপঞ্চং
শ্রুতং ময়া পালয়সি স্বসৃষ্টম্।
ত্বমৎসি সংহারপরে চ কালে
ন তেঽত্র চিত্রং মম রক্ষণং বৈ ॥ ১৪ ॥
করোমি কিং তে বদ দেবি ! কার্য্যং
ক বা ব্রজামীত্যনুমোদয়াশু।
কার্য্যে বিমূঢ়োঽস্মি তবাজ্ঞয়াহং
গচ্ছামি তিষ্ঠে বিহরামি মাতঃ ! ॥ ১৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

তং তথা ভাষমাণন্তু দেবী প্রাহ দয়ান্বিতা।
গচ্ছাযোধ্যাং মহাভাগ ! কুরু রাজ্যং কুলোচিতম্ ॥ ১৬ ॥

ভক্তানুকম্পীতি। সকলোঽপি জনো দেবাদিলোকো ভক্তানুকম্প্যস্তি বিমুক্তভক্তের্ভক্তি-রহিতস্য পুরুষস্য স্ববনং ন কোঽপি করোতি তে তব ব্রতং তু তাদৃশভক্তিরহিতস্য পুরুষস্যা-প্যবনং কর্ত্তব্যমিতি ॥ ১৩—১৪ ॥

মেদিনী বর্ত্তমান থাকিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত সমস্ত লোকগণের রক্ষার নিমিত্ত আমি এই মুক্তিনগরী বারাণসীতে অবস্থিতি করিব সন্দেহ নাই ॥ ১০—১১ ॥ অনন্তর সুদর্শন হৃষ্টচিত্তে সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পরমাপ্রীতি ও ভক্তি সহকারে জগদম্বিকার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২ ॥ জগদম্বিকে ! এই অখিল ভুবন মধ্যে সকলেই ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জননি ! আমি দেখিতেছি যে, আপনার ভক্তিবিহীন ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করাই দৃঢ়তর ব্রত হইয়াছে ; কারণ, আমি ভক্তিহীন হইলেও আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিলেন ; অতএব জননি ! আপনার অপার করুণাসিন্ধুর বর্ণনে আমি কিরূপে সমর্থ হইব ? ॥ ১৩ ॥ দেবি ! আমি শ্রবণ করিয়াছি আপনি এই অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিজসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের পালন করিতে-ছেন এবং যথাকালে তাহার সংহার করিবেন ; অতএব মাতঃ ! আপনি যে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে ? ॥ ১৪ ॥ দেবি ! এক্ষণে আমি আপনার কি কার্য্য সম্পাদন করিব এবং কোথায় গমন করিব, আপনি শীঘ্র তাহার অনুমোদন করুন। মাতঃ ! এক্ষণে কর্ত্তব্যকার্য্যে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি, অতএব আমাকে আজ্ঞা করুন আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিব, অথবা অন্য কোথাও গমন করিব কিংবা যথেচ্ছ বিহার করিব ॥ ১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুদর্শন এইরূপ নিবেদন করিলে দেবী দয়াপ্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, মহাভাগ ! তুমি অযোধ্যায় গমন কর এবং কুলোচিত রাজ্য প্রতিপালন করিতে

স্মরণীয়া সদাহং তে পূজনীয়া প্রযত্নতঃ।
শং বিধাস্যাম্যহং নিত্যং রাজ্যে তে নৃপসত্তম! ॥ ১৭ ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
মম পূজা প্রকর্ত্তব্যা বলিদানবিধানতঃ ॥ ১৮ ॥
অর্চ্চা মদীয়া নগরে স্থাপনীয়া ত্বয়ানঘ!।
পূজনীয়া প্রযত্নেন ত্রিকালং ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৯ ॥
শরৎকালে মহাপূজা কর্ত্তব্যা মম সর্ব্বদা।
নবরাত্রবিধানেন ভক্তিভাবযুতেন চ ॥ ২০ ॥
চৈত্রেঽশ্বিনে তথাষাঢ়ে মাঘে কার্য্যো মহোৎসবঃ।
নবরাত্রে মহারাজ! পূজা কার্য্যা বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মম ভক্তিসমন্বিতৈঃ।
কর্ত্তব্যা নৃপশার্দ্দূল! তথাষ্টম্যাং সদা বুধৈঃ ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
নতা সুদর্শনেনাথ স্তুতা চ বহুবিস্তরম্ ॥ ২৩ ॥
অন্তর্হিতাং তু তাং দৃষ্ট্বা রাজানঃ সর্ব্ব এব তে।
প্রণেমুস্তং সমাগম্য যথা শক্রং সুরাস্তথা ॥ ২৪ ॥

করোমীতি। কিং তে কার্য্যং ময়া কর্ত্তব্যমিতি বদেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৮ ॥
অর্চ্চা প্রতিমা ॥ ১৯—২০ ॥
চৈত্রে মাঘেঽশ্বিনে আষাঢ়ে নবরাত্রে ইত্যন্বয়ঃ। ইতি নবরাত্রচতুষ্টয়েঽপীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

থাক ॥ ১৬ ॥ নৃপসত্তম! তুমি সততই আমার স্মরণ এবং যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে, আমি তোমার রাজ্যমধ্যে নিয়তই কল্যাণ বিধান করিব ॥ ১৭ ॥ বিশেষতঃ অষ্টমী চতুর্দ্দশী ও নবমীতে বিধিপূর্ব্বক আমার পূজা ও বলি প্রদান করিও ॥ ১৮ ॥ হে অনঘ! তুমি নগরী মধ্যে আমার প্রতিমা স্থাপন করিয়া যত্নপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিবে ॥ ১৯ ॥ শরৎকালে ভক্তিভাব-সমন্বিত চিত্তে নবরাত্র বিধান দ্বারা আমার মহাপূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২০ ॥ মহারাজ! চৈত্র, মাঘ, আশ্বিন ও আষাঢ় মাসে অর্থাৎ এই নবরাত্র চতুষ্টয়ে আমার মহোৎসব এবং বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে ভক্তি-যুক্ত মানসে আমার পূজা করা মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২১—২২ ॥

ব্যাস বলিলেন, বিপদ্-বিনাশিনী দুর্গা এইরূপ বলিলে পর, সুদর্শন তাঁহাকে বহুবিস্তর স্তব ও প্রণাম করিলেন। দেবী ও উক্ত প্রকারে উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত

সুবাহুরপি তং নত্বা স্থিতশ্চাগ্রে মুদান্বিতঃ।
ঊচুঃ সর্ব্বে মহীপালা অযোধ্যাধিপতিং তদা ॥ ২৫ ॥
ত্বমস্মাকং প্রভুঃ শাস্তা সেবকাস্তে বয়ং সদা।
কুরু রাজ্যমযোধ্যায়াং পালয়াস্মান্নৃপোত্তম ! ॥ ২৬ ॥
ত্বৎপ্রসাদান্মহারাজ ! দৃষ্টা বিশ্বেশ্বরী শিবা।
আদিশক্তির্ভবানী সা চতুর্বর্গফলপ্রদা ॥ ২৭ ॥
ধন্যস্ত্বং কৃতকৃত্যোঽসি বহুপুণ্যো ধরাতলে।
যস্মাচ্চ ত্বৎকৃতে দেবী প্রাদুর্ভূতা সনাতনী ॥ ২৮ ॥
ন জানীমো বয়ং সর্ব্বে প্রভাবং নৃপসত্তম !।
চণ্ডিকায়াস্তমোযুক্তা মায়য়া মোহিতাঃ সদা ॥ ২৯ ॥
ধনদারসুতানাঞ্চ চিন্তনেঽভিরতাঃ সদা।
মগ্না মহার্ণবে ঘোরে কামক্রোধঝষাকুলে ॥ ৩০ ॥
পৃচ্ছামস্ত্বাং মহাভাগ ! সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহামতে !।
কেয়ং শক্তিঃ কুতো জাতা কিংপ্রভাবা বদস্ব তৎ ॥ ৩১ ॥

বুধৈর্মহোৎসবঃ তথা পূজা চ কার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ২২—২৪ ॥
অযোধ্যাধিপতিং সুদর্শনম্ ॥ ২৫—২৭ ॥
ত্বৎকৃতে ত্বদর্থম্ ॥ ২৮—৩১ ॥

হইলেন ॥ ২৩ ॥ সমস্ত রাজগণ, তাঁহার অন্তর্ধান দর্শন করিয়া সুরগণ যেরূপ দেবরাজের নিকট গমন করেন সেইরূপ সুদর্শনের সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ২৪ ॥ কাশীপতি সুবাহুও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে অগ্রে অবস্থিত রহিলেন, তখন সমস্ত ভূপালগণ, অযোধ্যাপতি সুদর্শনকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫ ॥ নৃপবর ! আপনি আমাদিগের প্রভু ও শাসনকর্ত্তা, আমরা সর্ব্বদাই আপনার সেবক, আপনি অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করুন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! আপনার প্রসাদেই আমরা চতুর্বর্গ ফলপ্রদা আদ্যাশক্তি কল্যাণময়ী বিশ্বেশ্বরী সনাতনী ভবানী দেবীকে দর্শন করিলাম ॥ ২৭ ॥ রাজন্ ! আপনার নিমিত্তই সেই নিত্যরূপা পরমাপ্রকৃতি দেবী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, অতএব আপনিই এই ধরাতলে বহুপুণ্য, কৃতকৃত্য ও ধন্যপুরুষ ॥ ২৮ ॥ নৃপোত্তম ! আমরা সেই মহামায়া চণ্ডিকাদেবীর মায়ায় সর্ব্বদাই বিমোহিত, অতএব আমরা কেহই তাঁহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহি ॥ ২৯ ॥ আমরা ধন পুত্র ও কলত্রাদির চিন্তনেই নিরন্তর নিরত, অতএব আমরা কামক্রোধাদিরূপ গ্রাহ-সঙ্কুল ঘোরতর মোহার্ণবে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি ॥ ৩০ ॥ মহাভাগ ! আপনি মহামতি ও

ভব ত্বং নৌশ্চ সংসারে সাধবোঽতিদয়াপরাঃ।
তস্মান্নো বদ কাকুৎস্থ! দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥
যৎপ্রভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামস্ত্বং ব্রূহি নৃবরোত্তম! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা তৈস্তু ধ্রুবসন্ধিসুতো নৃপঃ।
বিচিন্ত্য মনসা দেবীং তানুবাচ মুদান্বিতঃ ॥ ৩৪ ॥

সুদর্শন উবাচ।

কিং ব্রবীমি মহীপালাস্তস্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
ব্রহ্মাদয়ো ন জানন্তি সেশাঃ সুরগণাস্তথা ॥ ৩৫ ॥
সর্ব্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মীর্ব্বরেণ্যা শক্তিরুত্তমা।
সাত্ত্বিকীয়ং মহীপালা জগৎপালনতৎপরা ॥ ৩৬ ॥
সৃজতে যা রজোরূপা সত্ত্বরূপা চ পালনে।
সংহারে চ তমোরূপা ত্রিগুণা সা সদা মতা ॥ ৩৭ ॥

ভব ত্বং নৌশ্চেতি। ত্বং সংসারে সংসাররূপে সমুদ্রে নৌর্ভব নৌকা ভবাস্মাংস্তারয়িতুম্। যতঃ সাধবোঽতিদয়াপরা ভবন্তি ॥ ৩২—৩৫ ॥

চতুর্ব্যূহাত্মকং হি ভগবত্যাঃ স্বরূপং ক্রমেণ দর্শয়তি। সর্ব্বস্যাদ্যেতি। একা পালয়িত্রী সাত্ত্বিকী মহালক্ষ্মীর্ব্বিষ্ণুশক্তিঃ সর্ব্বপ্রপঞ্চস্যাদ্যেয়ম্। দ্বিতীয়া তু সৃজতি যা রজোরূপা সত্ত্বরূপা চ পালনে ইতিপুনরুক্তিরনুবাদরূপা। সংহারে তমোরূপা যা সেয়ং তৃতীয়া শক্তিঃ। এতাসাং নামানি প্রথমস্কন্ধ এবোক্তানি। তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তী রাজসী তামসী তথা। মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয় ইতি। নন্থ রহস্যে তু সত্ত্বাখ্যেনাতিশুদ্ধেন গুণে-

---

সর্ব্বজ্ঞ; এজন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই শক্তি কে, কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইঁহার প্রভাব কিরূপ? তৎসমুদায় আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ৩১ ॥ হে কাকুৎস্থ! সাধুগণ সততই কৃপাপরবশ, অতএব আপনি করুণা করিয়া আমাদিগের সংসারসাগরের তরণিস্বরূপ হইয়া অত্যুত্তম দেবীর মাহাত্ম্য কথা আমাদের নিকট বর্ণন করুন ॥ ৩২ ॥ নরপতে! সেই দেবীর প্রভাব ও স্বরূপ যেরূপ এবং যাহা হইতে তাঁহার উদ্ভব, তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমাদিগের বলবতী বাসনা জন্মিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ধ্রুবসন্ধিতনয় রাজা সুদর্শন, আনন্দিত হইয়া মনে মনে দেবীকে স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ রাজগণ! যাঁহার অদ্ভুত চরিত ইন্দ্রাদি সুরগণ অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর্য্যন্তও অবগত নহেন, আমি সেই মহামায়ার মহৎ চরিত কিরূপে বর্ণন করিব ॥ ৩৫ ॥ হে মহীপালগণ! ভগবতী

নির্গুণা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বকামফলপ্রদা।
সর্ব্বেষাং কারণং সা হি ব্রহ্মাদীনাং নৃপোত্তমাঃ!॥ ৩৮॥
নির্গুণা সর্ব্বথা জ্ঞাতুমশক্যাযোগিভির্নৃপাঃ!।
সগুণা সুখসেব্যা সা চিন্তনীয়া সদা বুধৈঃ॥ ৩৯॥

রাজান ঊচুঃ।

বাল এব বনং প্রাপ্তস্ত্বস্তু নূনং ভয়াতুরঃ।
কথং জ্ঞাতা ত্বয়া দেবী পরমা শক্তিরুত্তমা॥ ৪০॥
উপাসিতা কথং চৈব পূজিতা চ কথং নৃপ!।
যা প্রসন্না তু সাহায্যং চকার ত্বরয়ান্বিতা॥ ৪১॥

নেন্দুপ্রভাং দধাবিতি বচনেন মহালক্ষ্মী রজোগুণা সরস্বতী সত্ত্বগুণেতি লভ্যত ইতি চেন্ন। কল্পভেদেন গুণভেদব্যবস্থায়াঃ সুস্থত্বাৎ। এতাসাং শক্তীনাং শক্তস্বরূপাব্যতিরেকাদ্ব্রহ্মাশ্রয়ং বিহায়াবস্থানাসম্ভবে ন তদ্গুণবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব মহালক্ষ্ম্যাদিনামকমিতি বোধ্যম্॥৩৬-৩৭॥
নির্গুণেতি। অথ যা গুণত্রয়কারণভূতা সাম্যাবস্থাত্মিকা সা নির্গুণা। তস্যা অপি পরাশক্তিত্বেন ব্রহ্মাশ্রয়ং বিনাবস্থানাসম্ভবেন সাম্যাবস্থমায়োপাধিকং ব্রহ্মৈব পরা শক্তির্মায়া ভুবনেশ্বরী শব্দবাচ্যং ভবতি। সর্ব্বং চেদমুপোদ্বাতে স্পষ্টম্। তত্র নির্গুণা সর্ব্বেষাং কারণমিত্যাহ। সর্ব্বেষাং কারণং সা হীতি। সর্ব্বকারণস্থানবস্থাভিয়া কস্মাদপ্যুৎপত্ত্যভাবেন নিত্যত্বমুক্তং তেন চ কেয়ং শক্তিঃ কুতো জাতেত্যস্যোত্তরং দত্তং ভবতি॥ ৩৮॥
রূপচতুষ্টয়মধ্যেপ্যাহ নির্গুণেতি। অযোগিভিরিতি চ্ছেদঃ। অযোগিভির্নির্ব্বিকল্পসমাধিরহিতৈর্নির্গুণা জ্ঞাতুমশক্যা যোগিবুদ্ধিগম্যৈব সেত্যর্থঃ। তথাচ শ্বেতাশ্বতরে তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি। মধ্যমাধিকারিণামযোগিনাং তু

ভবানী চারি রূপে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন, যিনি সকলের আদি সেই সর্ব্বপূজ্যা উত্তমা সাত্ত্বিকীশক্তি, মহালক্ষ্মীরূপে এই অখিল জগতের পালনকার্য্যে নিরন্তর নিরত রহিয়াছেন। যিনি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত, তিনিই রজোগুণরূপা এবং যিনি সংহারকার্য্যে নিরত, তিনিই তমোরূপা শক্তি; আর যিনি ব্রহ্মাদি অখিলের কারণ সেই সর্ব্বকামার্থদায়িনী পরমাশক্তি নির্গুণাই চতুর্থশক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন॥ ৩৬—৩৮॥ হে রাজন্যবর্গ! যাঁহারা যোগী নহেন, তাঁহারা নির্গুণাশক্তিকে কোনরূপে অবগত হইতে সমর্থ হন না, সগুণা শক্তিই সুখসেব্যা, মধ্যমাধিকারী বুধগণ নিরন্তর তাঁহারই ধ্যান ও পূজা করিয়া থাকেন॥ ৩৯॥

রাজগণ কহিলেন, নরপতে! আপনি বাল্যকালেই ভয়াতুর হইয়া বনগমন করিয়াছিলেন, তবে কি প্রকারে আপনি পরমোত্তমা দেবী মহামায়াকে জানিতে পারিলেন? কিরূপেই বা তাঁহার পূজা ও উপাসনা করিলেন? যাহাতে তিনি সত্বর প্রসন্ন হইয়া আপনার সাহায্য করিলেন॥ ৪০—৪১॥

সুদর্শন উবাচ।

বালভাবান্ময়া প্রাপ্তং বীজং তস্যাঃ সুসম্মতম্।
স্মরামি প্রজপন্নিত্যং কামবীজাভিধং নৃপাঃ ! ॥ ৪২ ॥
ঋষিভিঃ কথ্যমানা সা ময়া জ্ঞাতাম্বিকা শিবা।
স্মরামি তাং দিবারাত্রং ভক্ত্যা পরময়া পরাম্ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য বচস্তস্য রাজানো ভক্তিতৎপরাঃ।
তাং মত্বা পরমাং শক্তিং নির্য্যযুঃ স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ৪৪ ॥
সুবাহুরগমৎ কাশ্যাং তমাপৃচ্ছ্য সুদর্শনম্।
সুদর্শনোঽপি ধর্ম্মাত্মা নির্জ্জগাম সুকোশলান্ ॥ ৪৫ ॥
মন্ত্রিণস্তু নৃপং শ্রুত্বা হতং শত্রুজিতং মৃধে।
জিতং সুদর্শনঞ্চৈব বভূবুঃ প্রেমসংযুতাঃ ॥ ৪৬ ॥
আগচ্ছন্তং নৃপং শ্রুত্বা তং সাকেতনিবাসিনঃ।
উপায়নান্যুপাদায় প্রযযুঃ সংমুখে জনাঃ ॥ ৪৭ ॥
তথা প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বে নানোপায়নপাণয়ঃ।
ধ্রুবসন্ধিসুতং মত্বা মুদিতাঃ প্রযযুঃ প্রজাঃ ॥ ৪৮ ॥

সগুণা মহালক্ষ্ম্যাদিরূপা চিন্তনীয়েত্যর্থঃ। তদ্দ্বারা মূলপ্রকৃতেরেব সর্ব্বত্রোপাস্যত্বমিতি রহস্যম্। সর্ব্বং চেদং মৎকৃতশক্তিতত্ত্ববিমর্শিন্যাং স্পষ্টম্ ॥ ৩৯—৪৭ ॥

সুদর্শন কহিলেন, নৃপগণ ! আমি বাল্যকালে তাঁহার কামবীজ নামক অত্যুত্তম বীজমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই বীজ প্রতিদিনই স্মরণ ও জপ করিতাম। পরে, ঋষিগণের নিকট হইতে আমি সেই নিত্য কল্যাণময়ী অম্বিকাকে অবগত হইয়াছিলাম, এবং তদবধিই পরমভক্তি সহকারে দিবারাত্রই সেই পরাৎপরা দেবীকে স্মরণ করিয়া থাকি ॥ ৪২—৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজগণ সুদর্শনের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণানন্তর সেই দেবীকেই পরমাশক্তি মনে করিয়া তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিসমন্বিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥ কাশিপুরাধিপতি সুবাহুও সুদর্শনকে সম্ভাষণ করিয়া নিজ নগরীতে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা সুদর্শনও কোশলরাজ্যের অভিমুখে গমন করিলেন ॥৪৫॥ মন্ত্রিগণ শত্রুজিৎ নরপতির সমরে মরণ এবং সুদর্শনের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রেমান্বিত হইলেন ॥ ৪৬ ॥ সাকেত নগরবাসী সেনাগণ ও প্রজাবর্গ সুদর্শনের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহাকে ধ্রুবসন্ধির পুত্র জানিয়া হৃষ্টচিত্তে বিবিধ উপহার দ্রব্য সমভিব্যাহারে তাঁহার

স্ত্রিয়োপসংযুতঃ সোঽথ প্রাপ্যাযোধ্যাং সুদর্শনঃ।
সম্মান্য সর্ব্বলোকাংশ্চ যযৌ রাজা নিবেশনম্ ॥ ৪৯ ॥
বন্দিভিস্তূয়মানস্তু বন্দ্যমানশ্চ মন্ত্রিভিঃ।
কন্যাভিঃ কীর্য্যমাণশ্চ লাজৈঃ সুমনসৈস্তথা ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে দেব্যাঃ কাশীনিবাসবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

প্রকৃতয়োঽযোধ্যাবাসিনো মহাজনাঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥
সুমনসৈঃ পুষ্পৈঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

সম্মুখে গমন করিল ॥ ৪৭—৪৮ ॥ সুদর্শন, নববধূর সহিত প্রফুল্লচিত্তে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত প্রজাবর্গের যথোচিত সম্মাননা করিলেন। অনন্তর মন্ত্রিগণ আসিয়া তাঁহার বন্দনা করিল, কন্যাগণ তাঁহার উপর লাজাঞ্জলি ও পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে তাহার স্তুতিগান করিতে আরম্ভ করিল; এইরূপে রাজা সুদর্শন নানাবিধ মাঙ্গলিক কার্য্য দ্বারা সম্মানিত হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দুর্গাদেবীর কাশীবাস এবং সুদর্শনের অযোধ্যাগমন নামক চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

গত্বাযোধ্যাং নৃপশ্রেষ্ঠো গৃহং রাজ্ঞঃ সুহৃদ্‌বৃতঃ।
শত্রুজিন্মাতরং প্রাহ প্রণম্য শোকসঙ্কুলাম্॥ ১॥
মাতর্ন তে ময়া পুত্রঃ সংগ্রামে নিহতঃ কিল।
ন পিতা তে যুধাজিচ্চ শপে তে চরণৌ তথা॥ ২॥
দুর্গয়া তৌ হতৌ সংখ্যে নাপরাধো মমাত্র বৈ।
অবশ্যম্ভাবিভাবেষু প্রতীকারো ন বিদ্যতে॥ ৩॥
ন শোকোঽত্র ত্বয়া কার্য্যো মৃতপুত্রস্য মানিনি!।
স্বকর্ম্মবশগো জীবো ভুঙ্‌ক্তে ভোগান্ সুখাসুখান্॥ ৪॥
দাসোঽস্মি তব ভো মাতর্যথা মম মনোরমা।
তথা ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞে! ন ভেদোঽস্তি মনাগপি॥ ৫॥
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
তস্মান্ন শোচিতব্যং তে সুখে দুঃখে কদাচন॥ ৬॥

ষট্‌শ্লোকৈরধিকৈশ্চত্বারিংশৎপদ্যৈর্নিজাম্বিকাম্।
তোষয়িত্বা পুরে দেবী স্থাপিতেত্যুচ্যতে পরা॥

সুদর্শনস্যাযোধ্যাগমনোত্তরং কৃত্যমাহ গত্বেতি॥ ১—২॥
সংখ্যে যুদ্ধে॥ ৩॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপবর সুদর্শন সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যায় রাজগৃহে গমনপূর্ব্বক শোকাকুলা শত্রুজিতের জননী লীলাবতীকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! আপনার চরণ স্পর্শ করত শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার পুত্র শত্রুজিৎকে এবং আপনার পিতা যুধাজিৎকে সংগ্রামে বিনাশ করি নাই, দেবী দুর্গা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। জননি! আপনি অভিমান করিবেন না; যাহা অবশ্য ঘটিবে সে বিষয়ের কোন প্রতীকার নাই; অতএব, আপনি মৃতপুত্রের নিমিত্ত শোক করিবেন না, আপনি জানিবেন যে, জীবগণ আপন আপন কর্ম্মবশেই সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে॥ ১—৪॥ জননি! আমি আপনার দাস, যেমন মনোরমা আমার পূজনীয়া আপনিও সেইরূপ তাহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই জানিবেন॥ ৫॥ মাতঃ! স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে; অতএব, সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে আপনি

দুঃখে দুঃখাধিকান্ পশ্যেৎ সুখে পশ্যেৎ সুখাধিকান্।
আত্মানং শোকহর্ষাভ্যাং শত্রুভ্যামিব নার্পয়েৎ ॥ ৭ ॥
দৈবাধীনমিদং সর্ব্বং নাত্মাধীনং কদাচন।
ন শোকেন তদাত্মানং শোষয়েন্মতিমান্নরঃ ॥ ৮ ॥
যথা দারুময়ী যোষা নটাদীনাং প্রচেষ্টতে।
তথা স্বকর্ম্মবশগো দেহী সর্ব্বত্র বর্ত্ততে ॥ ৯ ॥
অহং বনগতো মাতর্নাভবং দুঃখমানসঃ।
চিন্তয়ন্ স্বকৃতং কর্ম্ম ভোক্তব্যমিতি বেদ্মি চ ॥ ১০ ॥
মৃতো মাতামহোঽত্রৈব বিধুরা জননী মম।
ভয়াতুরা গৃহীত্বা মাং নির্যযৌ গহনং বনম্ ॥ ১১ ॥
লুণ্ঠিতা তস্করৈর্মার্গে বস্ত্রমাত্রা তথা কৃতা।
পাথেয়ঞ্চ হৃতং সর্ব্বং বালপুত্রা নিরাশ্রয়া ॥ ১২ ॥
মাতা গৃহীত্বা মাং প্রাপ্তা ভারদ্বাজাশ্রমং প্রতি।
বিদল্লোঽয়ং সমায়াতস্তথা ধাত্রেয়িকাঽবলা ॥ ১৩ ॥
মুনিভির্মুনিপত্নীভির্দয়াযুক্তৈঃ সমন্ততঃ।
পোষিতাঃ ফলনীবারৈর্বয়ং তত্র স্থিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥

সুখাসুখানিত্যর্থ আদ্যজন্তম্ ॥ ৪—৭ ॥
আত্মাধীনমন্তঃকরণাধীনং ন নাত্মানং নান্তঃকরণং শোষয়েৎ ॥ ৮ ॥

কদাচই হর্ষ বা শোক করিবেন না ॥ ৬ ॥ (দুঃখ উপস্থিত হইলে অধিকতর দুঃখ দর্শন এবং সুখ উপস্থিত হইলে অধিকতর সুখ দর্শন হয় বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে অতিশয় শোক ও হর্ষ শত্রুতুল্য বলিয়া তাহাদের হস্তে কদাচ আত্মাকে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৭ ॥ জননি! এই অখিল জগৎ দৈবের অধীন, আপনার কিছুই নহে; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কদাচই শোক দ্বারা আত্মাকে পরিশোষিত করিবেন না ॥ ৮ ॥) দারুময়ী পুত্তলিকা যেমন রঙ্গভূমে নটাদির বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করে, সেইরূপ জীবগণও সর্ব্বদাই নিজ নিজ কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ মাতঃ! আমি জানি যে নিজকৃত কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, অতএব আমি বন মধ্যে গমন করিয়াও দুঃখিতচিত্ত হই নাই ॥ ১০ ॥ আপনি জানেন যে আমার মাতামহ এই স্থানেই নিহত হইয়াছেন, আমার জননী তাহাতে শোকাতুর ও ভয়াতুর হইয়া আমাকে লইয়া গহন বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ তথায় তস্করগণ পথিমধ্যে সমস্ত পাথেয়াদি লুণ্ঠন করিয়া বস্ত্রমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছিল; আমি তখন তাঁহার একমাত্র বালক পুত্র; নিরাশ্রয়া জননী আমাকে

দুঃখং ন মে তদা হ্যাসীৎ সুখং নাদ্য ধনাগমে।
ন বৈরং ন চ মাৎসর্য্যং মম চিত্তে তু কর্হিচিৎ ॥ ১৫ ॥
নীবারভক্ষণং শ্রেষ্ঠং রাজভোগাৎ পরন্তপে!।
তদাশী নরকং যাতি ন নীবারাশনঃ কচিৎ ॥ ১৬ ॥
ধর্ম্মস্যাচরণং কার্য্যং পুরুষেণ বিজানতা।
সঙ্গিতেন্দ্রিয়বর্গং বৈ যথা ন নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥
মানুষ্যং দুর্লভং মাতঃ! খণ্ডেঽস্মিন্ ভারতে শুভে।
আহারাদিসুখং নূনং ভবেৎ সর্ব্বাসু যোনিষু ॥ ১৮ ॥
প্রাপ্য তং মানুষং দেহং কর্ত্তব্যং ধর্ম্মসাধনম্।
স্বর্গমোক্ষপ্রদং নৃণাং দুর্লভং চান্যযোনিষু ॥ ১৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা তেন লীলাবত্যতিলজ্জিতা।
পুত্রশোকং পরিত্যজ্য তমাহাশ্রুবিলোচনা ॥ ২০ ॥

দারুময়ী পুত্তলী। নটাদীনামিত্যস্য বশগেতি শেষঃ ॥ ৯—১৫ ॥
তদাশী রাজভোগাশী ॥ ১৬ ॥
যথা ন নরকং ব্রজেত্তথা ধর্ম্মাচরণং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭—২০ ॥

সঙ্গে লইয়া এই বিদল্লমন্ত্রী ও অবলা ধাত্রীর সহিত ভারদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন ॥ ১২—১৩ ॥ তথায় দয়ালু মুনি ও মুনিপত্নীগণের সহিত বাস করিয়া বন্যফল ও নীবার দ্বারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এইরূপে আমরা সকলে সেই স্থানে বাস করিয়াছিলাম ॥ ১৪ ॥ মাতঃ! আমার তখন দুঃখ ছিল না এবং এই ধনাগম সময়েও সুখ নাই অধিক কি আমার মানসে বৈর মাৎসর্য্যাদি কিছুই নাই ॥ ১৫ ॥ জননি! আমার বিবেচনায় রাজ্য ভোগ অপেক্ষা বরং নীবার ভোজন ভাল; যেহেতু রাজ্যভোগী ব্যক্তিগণ নরকগামী হয়, কিন্তু নীবারভোজী ব্যক্তিগণ কদাচই সেরূপ হয়েন না ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া নরকে যাইতে না হয় এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মের আচরণ করা জ্ঞানিগণের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ১৭ ॥ মাতঃ! এই কল্যাণময় ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম একান্তই দুর্ল্লভ। আহার-বিহারাদি জন্য সুখ সকল যোনিতেই সম্ভব হইয়া থাকে; কিন্তু, মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া অন্য যোনিতে দুর্ল্লভ, স্বর্গমোক্ষপ্রদ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা মানবগণের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ১৮—১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুদর্শন এইরূপ বলিলে পর লীলাবতী অত্যন্ত লজ্জান্বিতা হইলেন এবং পুত্রশোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, পুত্র সুদর্শন!

সাপরাধাস্মি পুত্ত্রাহং কৃতা পিত্রা যুধাজিতা।
হত্বা মাতামহং তেঽত্র হৃতং রাজ্যন্তু যেন বৈ॥ ২১॥
ন তং বারয়িতুং শক্তা তদাহং ন সুতং মম।
যৎ কৃতং কর্ম্ম তেনৈব নাপরাধোঽস্তি মে সুত !* ॥ ২২॥
তৌ মৃতৌ স্বকৃতেনৈব কারণং ত্বং তয়োর্ন চ।
নাহং শোচামি তং পুত্ত্রং সদা শোচামি তৎকৃতম্॥ ২৩॥
পুত্ত্রস্ত্বমসি কল্যাণ! ভগিনী মে মনোরমা।
ন ক্রোধো ন চ শোকো মে ত্বয়ি পুত্ত্র! মনাগপি॥ ২৪॥
কুরু রাজ্যং মহাভাগ! প্রজাঃ পালয় সুব্রত!।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন প্রাপ্তমেতদকণ্টকম্॥ ২৫॥

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য বচো মাতুর্নত্বা তাং নৃপনন্দনঃ।
জগাম ভবনং রম্যং যত্র পূর্ব্বং মনোরমা॥ ২৬॥

লীলাবতী তু তব নাপরাধঃ কিন্তু পিত্রা তু তবানিষ্টং কৃতং তজ্জন্যোযোঽপরাধঃ স মমৈবেত্যাহ সাপরাধাস্মীতি॥ ২১॥

ন সুতং শত্রুজিতং বারয়িতুং শক্তাহং তদা তস্য মৎপিত্রধীনত্বাদিতি ভাবঃ। যৎকৃতমিতি। যদ্যদ্দুষ্টং কর্ম্ম কৃতং তত্তৎ সর্ব্বং তেনৈব যুধাজিতা কৃতম্॥ ২২॥

আমার জনক যুধাজিৎ তোমার মাতামহকে নিহত করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমিই অত্যন্ত অপরাধিনী হইয়াছি॥ ২০—২১॥ আমি তখন আমার পিতা ও পুত্রকে নিবারণ করিতে সমর্থ হই নাই, তখন যে যে দুষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তৎ সমস্তই পিতা যুধাজিৎ করিয়াছিলেন, অতএব বৎস! সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্রই অপরাধ নাই॥ ২২॥ আমার পিতা ও পুত্র, উভয়েই নিজ নিজ কার্য্য দোষেই নিহত হইয়াছেন, তোমাকে তাঁহাদের বিনাশের কারণ কিরূপে বলা যাইতে পারে? পুত্র! আমি আমার পুত্রের নিমিত্ত শোক করিতেছি না, তাহার কার্য্যের নিমিত্তই শোক করিতেছি॥ ২৩॥ হে সুভগ! তুমিই আমার পুত্র, মনোরমা আমার ভগিনী; বৎস! তোমার প্রতি আমার ক্রোধ অথবা তোমার রাজ্যলাভ জন্য দুঃখ কিছুমাত্রই নাই; বৎস! তুমি অতিশয় ভাগ্যশালী এজন্য ভগবতীর প্রসাদে এই অকণ্টক রাজ্যলাভ করিয়াছ, একণে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক রাজ্য করিতে থাক॥ ২৪—২৫॥

---

* জিত্বা চ ত্বাং বিলোক্যৈব পিত্রা পূর্ব্বধিবাসিতম্। মনোরমাং তথা দৃষ্ট্বা ত্রপা মে মহতী সুত!॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রচিৎ দৃশ্যতে।

ন্যবসত্তত্র গত্বা তু সর্ব্বানাহূয় মন্ত্রিণঃ ।
দৈবজ্ঞানথ পপ্রচ্ছ মুহূর্ত্তং দিবসং শুভম্ ॥ ২৭ ॥
সিংহাসনং তথা হৈমং কারয়িত্বা মনোহরম্ ।
সিংহাসনে স্থিতাং দেবীং পূজয়িষ্যে সদাপ্যহম্ ॥ ২৮ ॥
স্থাপয়িত্বাসনে দেবীং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদাম্ ।
রাজ্যং পশ্চাৎ করিষ্যামি যথা রামাদিভিঃ কৃতম্ ॥ ২৯ ॥
পূজনীয়া সদা দেবী সর্ব্বৈর্নাগরিকৈর্জনৈঃ ।
माননীয়া শিবা শক্তিঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদা ॥ ৩০ ॥
ইত্যুক্তা মন্ত্রিণস্তে তু চক্রুর্বৈ রাজশাসনম্ ।
প্রাসাদং কারয়ামাসুঃ শিল্পিভিঃ সুমনোরমম্ ॥ ৩১ ॥
প্রতিমাং কারয়িত্বাথ মুহূর্ত্তেঽথ শুভে দিনে ।
দ্বিজানাহূয় বেদজ্ঞান্ স্থাপয়ামাস ভূপতিঃ ॥ ৩২ ॥
হবনং বিধিবৎ কৃত্বা পূজয়িত্বাথ দৈবতান্ ।
প্রাসাদে মতিমান্ দেব্যাঃ স্থাপয়ামাস ভূমিপঃ ॥ ৩৩ ॥

ত্বং তয়োর্ম্মরণে কারণং নৈবাসি ॥ ২৩—২৭ ॥

কস্মৈ প্রয়োজনায় মুহূর্ত্তপ্রশ্ন ইতি চেত্তত্রাহ। সিংহাসনং তথা হৈমমিতি। দেবীস্থাপনার্থমিত্যর্থঃ ২৮—২৯ ॥

অথ মন্ত্রিণ আজ্ঞাপয়তি। পূজনীয়েতি ॥ ৩০—৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! নৃপনন্দন সুদর্শন লীলাবতীর সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত পুরঃসর মনোরমা যেখানে পূর্ব্বেই গমন করিয়াছেন সেই মনোরম ভবনে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া দৈবজ্ঞদিগকে শুভদিন ও শুভ মুহূর্ত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, আমি মনোহর হৈম সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইব এবং তাহাতে দুর্গাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া সততই তাঁহার পূজা করিব ॥ ২৭—২৮ ॥ মন্ত্রিগণ! আমি অগ্রে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গদায়িনী দেবীকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া পরে রামচন্দ্র প্রভৃতি নৃপগণ যেরূপ রাজ্য পালন করিয়াছিলেন সেইরূপে রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইব ॥ ২৯ ॥ আর নিখিল নগরবাসী নরগণেরও সেই সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিপ্রদা সর্ব্বজন-মাননীয়া কল্যাণময়ী শক্তিদেবীর পূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥ অনন্তর, মন্ত্রিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া নগরমধ্যে রাজশাসন প্রচার করিলেন এবং শিল্পিদিগের দ্বারা মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন ॥ ৩১ ॥ তদনন্তর নরপতি সুদর্শন দেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া বেদজ্ঞ দ্বিজগণকে আনয়ন

উৎসবস্তত্র সংবৃত্তো বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ।
ব্রাহ্মণানাং বেদঘোষৈর্গানৈস্তু বিবিধৈর্নৃপ! ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

প্রতিষ্ঠাপ্য শিবাং দেবীং বিধিবদ্বেদবাদিভিঃ।
পূজাং নানাবিধাং রাজা চকারাতিবিধানতঃ ॥ ৩৫ ॥
কৃত্বা পূজাবিধিং রাজা রাজ্যং প্রাপ্য স্বপৈতৃকম্।
বিখ্যাতশ্চাম্বিকা দেবী কোশলেষু বভূব হ ॥ ৩৬ ॥
রাজ্যং প্রাপ্য নৃপঃ সর্ব্বসামন্তকনৃপানথ।
বশে চক্রেঽতিধর্ম্মাত্মা সদ্ধর্ম্মবিজয়ী নৃপঃ ॥ ৩৭ ॥
যথা রামস্য রাজ্যেঽভূদ্দিলীপস্য রঘোর্যথা।
প্রজানাং বৈ সুখং তদ্বন্মর্য্যাদাপি তথাভবৎ ॥ ৩৮ ॥
ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ চতুষ্পাদভবত্তথা।
নাধর্ম্মে রমতে চিত্তং কেষামপি মহীতলে ॥ ৩৯ ॥

প্রাসাদে মতিমান্ দেব্যা ইতি। মূর্ত্তিমিতি শেষঃ। পূর্ব্বং সামান্যতঃ স্থাপনমুক্তমত্র তু ক্রমেণেতি ন পুনরুক্তিঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

কৃত্বেতি। কৃত্বা বিখ্যাতো বভূবেত্যন্বয়ঃ। অম্বিকা চ দেবী বিখ্যাতা বভূবেত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

(রামাদিরাজ্যবৎ প্রজানাং সুখাদিকং জাতমিতি বিশদীকর্ত্তুমাহ ধর্ম্ম ইতি ॥ ৩৯ ॥

পূর্ব্বক শুভদিনে ও শুভমুহূর্ত্তে দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন ॥ ৩২ ॥ মতিমান্ নৃপতি যথাবিধি পূজা ও হোমকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক প্রাসাদে দেবীর প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ৩৩ ॥ জনমেজয়! তথায় বিবিধ বাদিত্র নিঃস্বন, ব্রাহ্মণগণের বেদ শব্দ এবং বহুবিধ সংগীত ধ্বনির সহিত নানাবিধ উৎসব হইতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুদর্শন বেদবাদি বিপ্রগণের দ্বারা শিবাদেবীর প্রতিষ্ঠা কার্য্য এইরূপে সম্পাদন পুরঃসর বিধানানুসারে বিবিধ প্রকারে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সুদর্শন, আপন পৈতৃক রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া এইরূপ বিধানানুসারে দেবীর পূজাবিধি সংস্থাপন করিলেন। তাহাতে তিনি এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত অম্বিকাদেবী কোশল-রাজ্যমধ্যে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৬ ॥ ধর্ম্মবিজয়ী সদাশয় সুদর্শন রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া সামন্ত রাজগণকে ধর্ম্মবলেই আপন বশে আনয়ন করিলেন ॥৩৭॥ প্রজাগণ, মহারাজ দিলীপ রঘু এবং রামচন্দ্রের রাজ্যের ন্যায় সুদর্শনের রাজ্যে সুখ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল ॥৩৮॥ তখন বর্ণাশ্রমি জনগণের ধর্ম্ম চতুষ্পাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অবনীতলে কাহারও অধর্ম্মে মতি রহিল না ॥ ৩৯ ॥

গ্রামে গ্রামে চ প্রাসাদাংশ্চক্রুঃ সর্ব্বে জনাধিপাঃ ।
দেব্যাঃ পূজা তদা প্রীত্যা কোশলেষু প্রবর্ত্তিতা ॥ ৪০ ॥
সুবাহুরপি কাশ্যাস্তু দুর্গায়াঃ প্রতিমাং শুভাম্ ।
কারয়িত্বা চ প্রাসাদং স্থাপয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪১ ॥
তত্র তস্যা জনাঃ সর্ব্বে প্রেমভক্তিপরায়ণাঃ ।
পূজাং চক্রুর্ব্বিধানেন যথা বিশ্বেশ্বরস্য হ ॥ ৪২ ॥
বিখ্যাতা সা বভূবাথ দুর্গা দেবী ধরাতলে ।
দেশে দেশে মহারাজ ! তস্যা ভক্তির্ব্যবর্দ্ধত ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্বত্র ভারতে লোকে সর্ব্ববর্ণেষু সর্ব্বথা ।
ভজনীয়া ভবানী তু সর্ব্বেষামভবত্তদা ॥ ৪৪ ॥
শক্তিভক্তিরতাঃ সর্ব্বে মানিনশ্চাভবন্নৃপ ! ।
আগমোক্তৈরথ স্তোত্রৈর্জপধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৪৫ ॥

দেবীপূজামাহাত্ম্যবিস্তৃতিং বর্ণয়িতুমাহ গ্রামে গ্রামে ইতি ॥ ৪০ ॥

এবং অযোধ্যায়াং দেবীমাহাত্ম্যবিস্তারমুক্ত্বা কাশ্যামপি তদ্বক্তুমাহ সুবাহুরিতি। কারয়িত্বা নিজানুচরবর্গৈরিতি শেষঃ ॥ ৪১ ॥

তত্র কাশ্যাং সর্ব্বে জনাঃ প্রগাঢ়প্রীতিভক্তিপূর্ণেন মনসা বিশ্বেশ্বরবত্তাং পূজয়ামাসেত্যর্থঃ। এতেনস্যা মাহাত্ম্যং ভক্তমনোরথপ্রদত্বঞ্চ সূচিতম্ ॥ ৪২ ॥

বিখ্যাতেতি। তস্যা মাহাত্ম্যাধিক্যাৎ ভক্তির্ববৃধে ইতিভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

সর্ব্বত্রেতি। বিশেষেণ ভজনীয়ত্বমাহ ভারতে ইতি ॥ ৪৪ ॥

নৃপ ইতি জনমেজয়সম্বোধনম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, গ্রামে গ্রামে দেবীর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন, এইরূপে কোশল রাজ্যের সর্ব্বত্রে দেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইল ॥৪০॥ এদিকে রাজা সুবাহুও কাশীতে দুর্গা দেবীর প্রাসাদ ও প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ৪১ ॥ কাশীবাসি জনগণ সকলেই প্রেমভক্তি-পরায়ণ হইয়া বিশ্বেশ্বরের ন্যায় বিধি পূর্ব্বক দেবীর পূজা করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ অনন্তর, সেই দুর্গাদেবী ধরণীতলে বিখ্যাত হইলেন। মহারাজ ! এইরূপে দেশ-বিদেশে তাঁহার প্রতি ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ তখন ভগবতী ভবানী দেবী, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সর্ব্ববর্ণের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজনেরই ভজনীয়া ও পূজনীয়া হইলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে সকলেই ভগবতীর জপ ও ধ্যান এবং আগমোক্ত স্তোত্র দ্বারা নিরন্তর স্তুতি পরায়ণ ও শক্তিভক্তিতে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বত্রই মাননীয় হইয়া উঠিল ॥ ৪৫ ॥ মহারাজ ! তদবধি সমস্ত লোকগণ প্রত্যেক

নবরাত্রেষু সর্ব্বেষু চক্রুঃ সর্ব্বে বিধানতঃ।
অর্চ্চনং হবনং যাগং দেব্যা ভক্তিপরা জনাঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে অযোধ্যায়াং কাশ্যাঞ্চ দেবীসংস্থাপনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নবরাত্রেষিতি। সর্ব্বেষু নবরাত্রেষু শরৎকালীনপ্রভৃতিষু ইত্যর্থঃ। হবনং হোমঃ। বিধানতঃ আগমোক্তবিধিনা ॥ ৪৬ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নবরাত্রিতেই ভক্তিপরায়ণ হইয়া বিধি পূর্ব্বক দেবীর অর্চ্চনা, হোম ও যাগ করিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে অযোধ্যা এবং কাশীপুরীতে দেবীর প্রতিষ্ঠা বর্ণন নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥*॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

নবরাত্রে তু সম্প্রাপ্তে কিং কর্ত্তব্যং দ্বিজোত্তম!।
বিধানং বিধিবদ্‌ ব্রূহি শরৎকালে বিশেষতঃ॥ ১॥
কিং ফলং খলু কস্তত্র বিধিঃ কার্য্যো মহামতে!।
এতদ্বিস্তরতো ব্রূহি কৃপয়া দ্বিজসত্তম!॥ ২॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্‌! প্রবক্ষ্যামি নবরাত্রব্রতং শুভম্‌।
শরৎকালে বিশেষেণ কর্ত্তব্যং বিধিপূর্ব্বকম্‌॥ ৩॥
বসন্তে চ প্রকর্ত্তব্যং তথৈব প্রেমপূর্ব্বকম্‌।
দ্বাবৃতূ যমদংষ্ট্রাখ্যৌ নূনং সর্ব্বজনেষু বৈ॥ ৪॥
শরদ্বসন্তনামানৌ দুর্গমৌ প্রাণিনামিহ।
তস্মাদ্‌যত্নাদিদং কার্য্যং সর্ব্বত্র শুভমিচ্ছতা॥ ৫॥
দ্বাবেব সুমহাঘোরাবৃতূ রোগকরৌ নৃণাম্‌।
বসন্তশরদাবেব জননাশকরাবুভৌ॥ ৬॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্গৈস্তু নবরাত্রবিধিং নৃপঃ।
পপ্রচ্ছ তস্মৈ প্রোবাচ ব্যাস ইত্যেতদুচ্যতে॥

নবরাত্রোৎসবঃ কর্ত্তব্য ইতি পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে উক্তং তস্য বিধিং জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি নবরাত্রে তু সম্প্রাপ্ত ইতি॥ ১—৩॥

জনমেজয় কহিলেন, দ্বিজসত্তম! নবরাত্রের সময় উপস্থিত হইলে মনুষ্যগণের কি করা কর্ত্তব্য? বিশেষতঃ শরৎকালে নবরাত্র ব্রতোপলক্ষে কিরূপ বিধানে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি তৎসমুদায় বিধিপূর্ব্বক আমাকে বলুন॥১॥ হে মহাবুদ্ধে! সেই নবরাত্র ব্রতের ফল কি এবং তাহাতে কিরূপ বিধি কর্ত্তব্য তাহা আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন॥ ২॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্‌! মঙ্গলময় নবরাত্র ব্রতের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর, এই ব্রত প্রীতিপূর্ব্বক বসন্তকালে বিশেষতঃ শরৎকালেই বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। শরৎ ও বসন্ত নামক ঋতুদ্বয় সমস্ত লোকমধ্যে যমদংষ্ট্রা নামে বিখ্যাত এবং উহা প্রাণিগণের পক্ষে অত্যন্ত দুর্গম; অতএব, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী জনগণ সর্ব্বত্রই যত্ন পূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন॥ ৩—৫॥

তস্মাত্তত্র প্রকর্ত্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং বুধৈঃ।
চৈত্রেঽশ্বিনে শুভে মাসে ভক্তিপূর্ব্বং নরাধিপ ! ॥ ৭ ॥
অমাবাস্যাঞ্চ সম্প্রাপ্য সম্ভারং কল্পয়েচ্ছুভম্।
হবিষ্যঞ্চাশনং কার্য্যমেকভুক্তন্তু তদ্দিনে ॥ ৮ ॥
মণ্ডপস্তু প্রকর্ত্তব্যঃ সমে দেশে শুভে স্থলে।
হস্তষোড়শমানেন স্তম্ভধ্বজসমন্বিতঃ ॥ ৯ ॥
গৌরমৃদ্‌গোময়াভ্যাঞ্চ লেপনং কারয়েত্ততঃ।
তন্মধ্যে বেদিকা শুভ্রা কর্ত্তব্যা চ সমা স্থিরা ॥ ১০ ॥
চতুর্হস্তা চ হস্তোচ্ছ্রা পীঠার্থং স্থানমুত্তমম্।
তোরণানি বিচিত্রাণি বিতানঞ্চ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১ ॥
রাত্রৌ দ্বিজানথামন্ত্র্য দেবীতত্ত্ববিশারদান্।
আচারনিরতান্ দান্তান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্ ॥ ১২ ॥

ঋতুদ্বয়ে কিমিত্যবশ্যং কর্ত্তব্যং তত্রাহ দ্বাবৃতূ ইতি ॥ ৪—৭ ॥

অমাবাস্যাং চেতি। পূর্ব্বেদ্যুরমাবাস্যায়াং পূজাসামগ্রী সম্পাদনীয়েত্যর্থঃ। একভুক্তন্ত্বিতি। অমাবস্যায়ামেকবারং ভোজনং হবিষ্যাশনরূপং কার্য্যম্ ॥ ৮ ॥

অমাবাস্যায়ামেব মণ্ডপাদিকং কার্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যাহ মণ্ডপস্ত্বিতি। শুভে স্থলে ইত্যনেন ভূশোধনাদিকমুক্তং ভবতি। সমে স্থলে নিম্নোন্নতরহিতে প্রাচীসাধনযুতে ইত্যর্থঃ। হস্তষোড়শেতি। তদুক্তং শারদায়াম্। পঞ্চভিঃ সপ্তভির্হস্তৈর্নবভির্বা মিতান্তরম্। ষোড়শস্তম্ভসংযুক্তং চত্বারস্তেষু মধ্যগা ইতি। তত্র সপ্তভির্নবভির্হস্তৈর্মিলিত্বা ষোড়শহস্তাঃ সম্পন্নাঃ ইদং চোত্তমমানম্ ॥ ৯—১১ ॥

মহারাজ ! শরৎ ও বসন্ত এই দুই ঋতুতে নরগণ ঘোরতর রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে সেই হেতু অনেকের প্রাণ নষ্ট হয়; অতএব, নরপতে ! সেই শুভজনক চৈত্র ও আশ্বিন মাসে ভক্তি পূর্ব্বক চণ্ডিকাদেবীর পূজা করা জ্ঞানীগণের একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ৬—৭ ॥ ব্রতের পূর্ব্বদিনে অমাবস্যা তিথি প্রাপ্ত হইলে পূজার সামগ্রী সম্ভার আহরণ করিবে ঐ তিথিতে একবার মাত্র হবিষান্ন ভোজন করিয়া ঐ দিনেই সমদেশে বিশুদ্ধস্থানে ষোড়শ হস্ত পরিমাণ স্তম্ভ ও ধ্বজ-সমন্বিত মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে; অনন্তর গৌরমৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা ঐ মণ্ডপ লেপন করাইয়া তন্মধ্যে প্রশস্ত চারিহস্ত ও উচ্চে একহস্ত পরিমিত সমান ও সুদৃঢ় বেদী নির্ম্মাণ করিবে এবং তন্মধ্যে দেবীর পীঠের নিমিত্ত উত্তম স্থান রচনা করিবে; এই মণ্ডপমধ্যে বিচিত্র তোরণ সকল রচনা করিয়া উপরিভাগে শূন্যে বিতান যোজনা করিবে ॥ ৮—১১ ॥ রাত্রিকালে, আচারনিষ্ঠ দান্ত ও বেদবেদাঙ্গ-পারগ বিশেষতঃ দেবীর পূজাবিধান-বিশারদ দ্বিজগণকে আমন্ত্রণ করিবে। অনন্তর, প্রতিপদ্ দিবসে নদী, নদ, দীর্ঘিকা, কূপ অথবা নিজগৃহে বিধিপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিয়া অগ্রে নিত্য-

প্রতিপদ্দিবসে কার্য্যং প্রাতঃস্নানং বিধানতঃ।
নদ্যাং নদে তড়াগে বা বাপ্যাং কূপে গৃহেঽথ বা॥ ১৩॥
প্রাতর্নিত্যং পুরঃ কৃত্বা দ্বিজানাং বরণং ততঃ।
অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং সর্ব্বং কর্ত্তব্যং মধুপূর্ব্বকম্॥ ১৪॥
বস্ত্রালঙ্করণাদীনি দেয়ানি চ স্বশক্তিতঃ।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং বিভবে সতি কর্হিচিৎ॥ ১৫॥
বিপ্রৈঃ সন্তোষিতৈঃ কার্য্যং সম্পূর্ণং সর্ব্বথা ভবেৎ।
নব পঞ্চ ত্রয়শ্চৈকো দেব্যাঃ পাঠে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৬॥
বরয়েদ্‌ব্রাহ্মণং শান্তং পারায়ণকৃতে তদা।
স্বস্তিবাচনকং কার্য্যং বেদমন্ত্রবিধানতঃ॥ ১৭॥
বেদ্যাং সিংহাসনং স্থাপ্য ক্ষৌমবস্ত্রসমন্বিতম্।
তত্র স্থাপ্যাম্বিকা দেবী চতুর্হস্তায়ুধান্বিতা॥ ১৮॥
রত্নভূষণসংযুক্তা মুক্তাহারবিরাজিতা।
দিব্যাম্বরধরা সৌম্যা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা॥ ১৯॥

অমাবাস্যায়ামেব রাজ্ঞাবৃদ্ধিত্বং নিমন্ত্রণং কার্য্যমিত্যাহ রাত্রাবিতি॥ ১২—১৩॥
মধুপূর্ব্বকং মধুপর্কপূর্ব্বকমিত্যর্থঃ॥ ১৪—১৫॥
বিপ্রৈঃ সন্তোষিতৈঃ কার্য্যং নিজং সম্পূর্ণং ভবেন্নান্যথা তস্মাত্তেষাং সন্তোষঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ। দেব্যাঃ পাঠে সপ্তশত্যাখ্যস্তোত্রপাঠে কর্ত্তব্যে দেবীভাগবতপাঠে কর্ত্তব্যে চেত্যর্থঃ। তদুক্তং দুর্গাতরঙ্গিণ্যাং যামলে। নবরাত্রে তু দেবেশি! দৌর্গং ভাগবতং পঠেৎ। জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন সমাহিত ইতি। মহেশঠক্কুরকৃতদুর্গাপ্রদীপে দেবীযামলে চ। দেবীভাগবতং ভক্ত্যা পঠেন্নিত্যমতন্দ্রিতঃ। নবরাত্রে বিশেষেণ শ্রীদেবীপ্রীতয়ে মুদেতি। দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ শক্ত্যনুসারেণ লঘুগুর্ব্বনুষ্ঠানানুসারেণ চ॥ ১৬॥
একব্রাহ্মণপক্ষে আহ বরয়েদিতি। তত্রাদৌ স্বস্তিবাচনং কার্য্যমিত্যাহ॥ ১৭॥

কর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিবে, তৎপরে পাদ্য অর্ঘ্য ও মধুপর্কাদি দ্বারা বিপ্রগণকে বরণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় শক্তি অনুসারে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিবে; বৈভব থাকিলে কদাচই তাহাতে বিত্তশাঠ্য বা কৃপণতা করিবে না, কারণ বিপ্রগণ সন্তুষ্ট হইলেই সর্ব্বতো-ভাবে কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন। রাজন্! এই ব্রতে দেবীর প্রীতির নিমিত্ত চণ্ডীপাঠে ও দেবীভাগবত পাঠে, নয়জন অথবা পাঁচজন, কিংবা তিনজন বা একজন ব্রাহ্মণ নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য, এতদ্ভিন্ন পারায়ণের নিমিত্ত এক শান্তচিত্ত দ্বিজবরকে বরণ করিবে; এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া পরে কৃতিব্যক্তি বেদোক্ত মন্ত্রবিধানে স্বস্তিবাচন করিবে॥ ১২-১৭॥

মহারাজ! এইরূপে কর্ম্মারম্ভ হইলে বেদীর উপর ক্ষৌমবসনযুগ্ম-সমন্বিত সিংহাসন সংস্থাপন পুরঃসর, আয়ুধবিশিষ্ট ভুজচতুষ্টয়সম্পন্না বা অষ্টাদশভুজা মুক্তাহারে বিরাজিতা,

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরা সিংহে স্থিতা শিবা।
অষ্টাদশভুজা বাপি প্রতিষ্ঠাপ্যা সনাতনী ॥ ২০ ॥
অর্চ্চাভাবে তথা যন্ত্রং নবার্ণমন্ত্রসংযুতম্।
স্থাপয়েৎ পীঠপূজার্থং কলসং তত্র পার্শ্বতঃ ॥ ২১ ॥
পঞ্চপল্লবসংযুক্তং বেদমন্ত্রৈঃ সুসংস্কৃতম্।
সুতীর্থজলসম্পূর্ণং হেমরত্নৈঃ সমন্বিতম্ ॥ ২২ ॥
পার্শ্বে পূজার্থসম্ভারান্ পরিকল্প্য সমন্ততঃ।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষান্ কারয়েন্মঙ্গলায় বৈ ॥ ২৩ ॥
তিথৌ হস্তান্বিতায়াঞ্চ নন্দায়াং পূজনং বরম্।
প্রথমে দিবসে রাজন্! বিধিবৎ কামদং নৃণাম্ ॥ ২৪ ॥

তদনন্তরং দেবীস্থাপনমাহ বেদ্যামিতি ॥ ১৮—১৯ ॥

অষ্টাদশভুজা বা প্রতিমা কার্য্যা। তদ্ধ্যানং স্বক্স্রক্পরশুগদেষুকুলিশমিত্যাদিকং প্রাধানিকরহস্যাজ্জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০ ॥

অর্চ্চাভাবে প্রতিমায়া অপ্যভাবে তস্মিন্ সিংহাসনে নবার্ণমন্ত্রসংযুতং মধ্যে লিখিতং নবার্ণমন্ত্রেণ সংযুতং প্রত্যাসত্যা নবার্ণমন্ত্রস্যৈব যন্ত্রং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ। তদ্যন্ত্রং তদাবরণদেবতাশ্চ মন্ত্রমহোদধ্যাদিগ্রন্থেষু স্পষ্টাঃ। স্থাপয়েদিতি। তত্র বেদ্যাং পার্শ্বতঃ সিংহাসনস্য দক্ষিণভাগে কলসং কলসস্থাপনবিধানেন স্থাপয়েৎ। স চ বিধিগ্রন্থান্তরে স্পষ্ট এব। ক্বচিৎ-সিহাসনস্যাগ্রেঽপি কলসস্থাপনমুক্তম্। নন্থ স্থানদ্বয়ে দেবীস্থাপনস্য কিং প্রয়োজনমিতি চেন্ন। সিংহাসনে নিত্যপূজা মূর্ত্তেঃ স্থাপনস্য কলসে তু নৈমিত্তিকনবরাত্রপূজার্থং দেব্যাঃ স্থাপনস্যাভিহিতত্বাত্তথাচ কলসে এব প্রাণাদিস্থাপনং সিংহাসনস্থমূর্ত্তৌ তু পূর্ব্বং জাতমেবেতি ন তত্র তদ্বিধেয়ম্। তদুক্তং দেবীপুরাণে। নিত্যপূজাকৃতেরগ্রে কলসং স্থাপয়েত্তত ইতি নিত্যপূজাকৃতের্নিত্যপূজামূর্ত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

কলসস্থাপনপ্রকারমাহ পঞ্চপল্লবেতি ॥ ২২ ॥

পার্শ্বে স্বস্যেতি শেষঃ ॥ ২৩ ॥

নন্দায়াং হস্তনক্ষত্রযুতানন্দাপ্রতিপত্তিথিস্তস্যাং পূজনং সর্ব্বোত্তমমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিতা, দিব্যাম্বর-সমন্বিতা সর্ব্ব-সুলক্ষণসম্পন্না, সিংহোপরি সংস্থিতা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী সনাতনী বিশ্বজননী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিবে ॥ ১৮-২০ ॥ যদি প্রতিমার অভাব হয়, তাহা হইলে সেই সিংহাসনে পীঠপূজার্থ নবাক্ষর মন্ত্র সংযুত যন্ত্র এবং তাহার পার্শ্বে পঞ্চপল্লব সমন্বিত, উত্তম তীর্থজলে পরিপূরিত, সুবর্ণ রত্নসমন্বিত ও বেদমন্ত্রে সুসংস্কৃত কলস স্থাপন করিবে ॥ ২১—২২ ॥ আপন পার্শ্বদেশে পূজার সামগ্রাসম্ভার সর্ব্বতঃ সংস্থাপিত রাখিয়া মঙ্গলের নিমিত্ত গীত ও বাদিত্র নির্ঘোষ করাইবে ॥ ২৩ ॥

রাজন্! প্রথম দিন যদি নন্দা অর্থাৎ প্রতিপত্তিথি হস্তানক্ষত্রযুক্ত হয়, তবে তাহাতে বিধিপূর্ব্বক পূজা করাই সর্ব্বোত্তম, ইহাতে নরগণের বিশেষ ফল লাভ হয় সন্দেহ নাই ॥২৪॥

নিয়মং প্রথমং কৃত্বা পশ্চাৎ পূজাং সমাচরেৎ।
উপবাসেন নক্তেন চৈকভক্তেন বা পুনঃ ॥ ২৫ ॥
করিষ্যামি ব্রতং মাতর্নবরাত্রমনুত্তমম্।
সাহায্যং কুরু মে দেবি! জগদম্ব! মমাখিলম্ ॥ ২৬ ॥
যথাশক্তি প্রকর্ত্তব্যো নিয়মো ব্রতহেতবে।
পশ্চাৎ পূজা প্রকর্ত্তব্যা বিধিবন্মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥ ২৭ ॥
চন্দনাগুরুকর্পূরৈঃ কুসুমৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ।
মন্দারকরজাশোকচম্পকৈঃ করবীরকৈঃ ॥ ২৮ ॥
মালতীব্রহ্মকাপুষ্পৈস্তথাবিল্বদলৈঃ শুভৈঃ।
পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধূপৈর্দীপৈর্বিধানতঃ ॥ ২৯ ॥
ফলৈর্নানাবিধৈরর্ঘ্যং প্রদাতব্যঞ্চ তত্র বৈ।
নারিকেলৈর্মাতুলিঙ্গৈর্দাড়িমীকদলীফলৈঃ ॥ ৩০ ॥
নারঙ্গৈঃ পনসৈশ্চৈব তথা পূর্ণফলৈঃ শুভৈঃ।
অন্নদানং প্রকর্ত্তব্যং ভক্তিপূর্ব্বং নরাধিপ* ! ॥ ৩১ ॥
মাংসাশনং যে কুর্ব্বন্তি তৈঃ কার্য্যং পশুহিংসনম্।
মহিষাজবরাহাণাং বলিদানং বিশিষ্যতে ॥ ৩২ ॥

নিয়মং সঙ্কল্পম্। তৎ স্বরূপমাহ উপবাসেনেতি ॥ ২৫—২৬ ॥
উপবাসাদ্যশক্তাবাহ যথাশক্তীতি ॥ ২৭ ॥
করজং পুষ্পজাতিবিশেষঃ ॥ ২৮ ॥
ব্রহ্মকাপুষ্পৈর্ব্রাহ্মীপুষ্পৈরিত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥
পূর্ণফলৈর্বিল্বফলৈঃ ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্ব রাত্রিতে উপবাস অথবা পূর্ব্ব দিবসে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভক্ষণ পূর্ব্বক পরদিন প্রথমেই সঙ্কল্প করিয়া পশ্চাৎ পূজার অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৫ ॥ দেবীর নিকট প্রার্থনা করিবে যে, মাতর্জ্জগদম্বিকে! আমি অত্যুত্তম নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিব আপনি আমাকে সকল বিষয়েই সাহায্য করুন ॥ ২৬ ॥ ব্রতের নিমিত্ত যথাশক্তি নিয়ম অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ বিধি অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পূজা করিবে ॥ ২৭ ॥ চন্দন, অগুরু কর্পূর, মন্দার, করজ, অশোক, চম্পক, করবীর মালতী ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি উত্তম উত্তম সুগন্ধি পুষ্প সকল ও উত্তম উত্তম বিল্বদল, ধূপ ও দীপাদি দ্বারা জগদ্ধাত্রীর বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া নারিকেল, মাতু-

---

* নৈবেদ্যানি বিচিত্রাণি সর্ব্বান্নসংযুতানি চ। ওদনং পায়সঞ্চৈব পূপাংশ্চ বটকাংস্তথা।
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

দেব্যগ্রে নিহতা যান্তি পশবঃ স্বর্গমব্যয়ম্।
ন হিংসা পশুজা তত্র নিঘ্নতাং তৎকৃতেঽনঘ! ॥ ৩৩ ॥
অহিংসা যাজ্ঞিকী প্রোক্তা সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ে।
দেবতার্থে বিসৃষ্টানাং পশূনাং স্বর্গতির্ধ্রুবা ॥ ৩৪ ॥
হোমার্থঞ্চৈব কর্ত্তব্যং কুণ্ডঞ্চৈব ত্রিকোণকম্।
স্থণ্ডিলং বা প্রকর্ত্তব্যং ত্রিকোণং মানতঃ শুভম্ ॥ ৩৫ ॥
ত্রিকালং পূজনং নিত্যং নানাদ্রব্যৈর্মনোহরৈঃ।
গীতবাদিত্রনৃত্যৈশ্চ কর্ত্তব্যশ্চ মহোৎসবঃ ॥ ৩৬ ॥

মাংসাশনং যে কুর্ব্বন্তীতি। যদ্যপি মাংসাশনং ব্রাহ্মণৈরপি ক্রিয়তে তথাপি ব্রাহ্মণস্য কালিকাপুরাণাদিষু সাক্ষাদ্বলিদানস্য নিষেধকথনাৎ ক্ষত্রিয়বিষয়ক এবায়ং বিধিরিতি বোধ্যম্। তথাচ শারদায়াং ব্রাহ্মণো নিয়তঃ শুদ্ধঃ সাত্ত্বিকং বলিমাহরেদিতি। তথা হিংসাযুক্তো বলিস্ত্বাদ্যবর্ণং হিত্বা প্রশস্যতে ইতি। আদ্যবর্ণং ব্রাহ্মণবর্ণং হিত্বা ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। তথা কালিকাপুরাণে। সিংহব্যাঘ্রাদিকং দত্ত্বা চাত্মবধ্যামবাপ্নুয়াৎ। মদ্যং দত্ত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে। অবশ্যং বিহিতো যত্র বলিস্তত্র দ্বিজঃ পুনঃ। পিষ্টেনাপি ঘৃতেনাপি নির্ম্মিতস্তু সমর্পয়েদিতি। ছান্দোগ্যশ্রুতিরপি। অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্য ইতি ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানীত্যপি ॥ ৩২ ॥

নন্থ দেব্যতিরিক্তদেবতাসু শাস্ত্রেবলিদানমনুক্ত্বা দেব্যুপাসনায়ামেব কিমিতি বলিদানং শাস্ত্রেষূক্তমিতি চেদত্র সমাহিতং দুর্গাপ্রদীপে যামলে। ব্রহ্মবিদ্যাজীবদশানিহন্ত্রীতি শ্রুতৌ শ্রুতং তত্তস্মাৎ কারণাদ্দেব্যা বলিদানং প্রিয়ং মতমিতি। যতঃ কারণাদ্দেবী ব্রহ্মবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী ভবতি ব্রহ্মবিদ্যায়াশ্চ স্বভাবো জীবদশা নাশয়িতব্যেতি তস্মাদ্দেব্যাঃ প্রিয়ো বলির্ভবতীতি তদর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ন হিংসা পশুজা তত্রেতি অহিংসা যাজ্ঞিকী প্রোক্তেতি চ ক্ষত্রিয়োদ্দেশেনৈব তস্য চিত্তে জায়মানহিংসাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং ন ব্রাহ্মণোদ্দেশেনেতি বোধ্যম্ ॥ ৩৪ ॥

মানত ইতি। হোমানুসারেণৈকহস্তাদিদশহস্তান্তমানত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং শারদায়াম্। দশহস্তান্তমন্বেষামিতি। মুষ্টিমাত্রমিতং কুণ্ডং শতার্দ্ধে সম্প্রচক্ষতে। শতহোমেঽরত্নি-

---

লিঙ্গ, দাড়িম, কদলী, নারঙ্গ, পনস ও বিল্বাদি বিবিধ ফল দ্বারা অর্ঘ্যপ্রদান পুরঃসর ভক্তিসমন্বিত চিত্তে অন্ন প্রদান করিবে ॥ ২৮—৩১ ॥ যাহারা মাংসভোজী তাহারা দেবীর পূজায় পশু হিংসা করিতে পারিবে এবং তজ্জন্য ছাগ অথবা বন্যবরাহের বলি প্রদানই উত্তম কল্প ॥৩২॥ হে অনঘ! দেবীর অগ্রে নিহত পশুগণ অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে; অতএব পশুঘাতী ব্যক্তিগণের পশু হনন নিমিত্ত পাতক জন্মে না। রাজন্! দেবতাদিগের বলিকার্য্যে কৃতোৎসর্গ পশুগণের নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হয়, এজন্য সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্তে যাজ্ঞিকী হিংসা অহিংসা বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে ॥৩৩—৩৪॥ হোমের নিমিত্ত তাহার পরিমাণ অনুসারে একহস্ত হইতে দশহস্ত পর্য্যন্ত ত্রিকোণ কুণ্ড এবং ত্রিকোণ স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য ॥ ৩৫ ॥ প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় বিবিধ মনোহর দ্রব্যে দেবীর পূজা করিয়া পরিশেষে গীত ও নৃত্যাদি

নিত্যং ভূমৌ চ শয়নং কুমারীণাঞ্চ পূজনম্।
বস্ত্রালঙ্করণৈর্দ্দিব্যৈর্ভোজনৈশ্চ সুধাময়ৈঃ ॥ ৩৭ ॥
একৈকাং পূজয়েন্নিত্যমেকবৃদ্ধ্যা তথা পুনঃ।
দ্বিগুণং ত্রিগুণং বাপি প্রত্যেকং নবকঞ্চ বা ॥ ৩৮ ॥
বিভবস্যানুসারেণ কর্ত্তব্যং পূজনং কিল।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং রাজন্ শক্তিমখে সদা ॥ ৩৯ ॥
একবর্ষা ন কর্ত্তব্যা কন্যাপূজাবিধৌ নৃপ!।
পরমজ্ঞা তু ভোগানাং গন্ধাদীনাঞ্চ বালিকা ॥ ৪০ ॥
কুমারিকা তু সা প্রোক্তা দ্বিবর্ষা যা ভবেদিহ।
ত্রিমূর্ত্তিশ্চ ত্রিবর্ষা চ কল্যাণী চতুরব্দিকা ॥ ৪১ ॥
রোহিণী পঞ্চবর্ষা চ ষড়্বর্ষা কালিকা স্মৃতা।
চণ্ডিকা সপ্তবর্ষা স্যাদষ্টবর্ষা চ শাম্ভবী ॥ ৪২ ॥

মাত্রমিত্যাদি। অত্র হোমস্তু তত্তৎকল্পোক্ত এব গ্রাহ্যো যো যত্রোক্তো নিত্যনৈমিত্তিককাম্য-ভেদেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥

সুধাময়ৈরমৃতময়ৈর্মিষ্টৈরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

কুমারীপূজনে পক্ষানাহ একৈকামিতি। প্রত্যহমেকৈকামিত্যেকঃ পক্ষঃ। একৈক-বৃদ্ধ্যেতি তু দ্বিতীয়ঃ। দ্বিগুণত্রিগুণবৃদ্ধ্যেতি তু তৃতীয়চতুর্থপক্ষৌ। প্রত্যেকং প্রত্যহং নবকঞ্চ বা নব নব কুমারীণাং পূজনমিত্যুত্তমঃ পক্ষঃ ॥ ৩৮ ॥

শক্তিমখেঽম্বাযজ্ঞে ॥ ৩৯ ॥

একবর্ষা ন কর্ত্তব্যেতি। তত্র হেতুর্যতঃ সা গন্ধাদিভোগানামজ্ঞা ততঃ ॥ ৪০ ॥

দ্বিবর্ষাদিদশবর্ষান্তানাং পূজ্যানাং কুমারীণাং নামানি তৎপূজাফলং তাসাং পূজামন্ত্রা-শ্চোচ্যন্তে। কুমারিকা তু সেতি ॥ ৪১—৪২ ॥

দ্বারা উৎসব করিবে ॥ ৩৬ ॥ প্রতিদিন ভূমিতলে শয়ন করিবে এবং সুধা সদৃশ সুমিষ্ট ভোজ্য-দ্রব্য ও দিব্য বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা কুমারীগণের পূজা করিবে ॥ ৩৭ ॥ প্রতিদিন এক একটী অথবা প্রত্যহ এক একটী বৃদ্ধি করিয়া কিংবা প্রতি দিবস দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ অথবা প্রতিদিন নয় নয়টী করিয়া কুমারী পূজা কর্ত্তব্য ॥ ৩৮ ॥ রাজন্! বৈভবানুসারে দেবীর প্রীতির নিমিত্ত কুমারী পূজা করিবে, তাহাতে কদাচই বিত্তশাঠ্য বা কৃপণতা প্রকাশ করিবে না ॥ ৩৯ ॥

মহারাজ! কুমারী পূজার নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ করুন; একবর্ষীয় কুমারী পূজা করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাহারা গন্ধাদি ভোগ্য বস্তুর রসাস্বাদ গ্রহণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ॥ ৪০ ॥ এ বিষয়ে দ্বিবর্ষীয়া কন্যাই কুমারী, ত্রিবর্ষীয়া ত্রিমূর্ত্তি, চতুর্বর্ষীয়া কল্যাণী, পঞ্চবর্ষীয়া রোহিণী, ষড়্বর্ষীয়া কালিকা, সপ্তবর্ষীয়া চণ্ডিকা, অষ্টবর্ষীয়া শাম্ভবী, নববর্ষীয়া দুর্গা, দশবর্ষীয়া সুভদ্রা নামে কথিত হইয়া থাকে; ইহার অধিক বয়স্ক কন্যা সর্ব্ব কার্য্যেই গর্হিত, অতএব তাহা

নববর্ষা ভবেদ্দুর্গা সুভদ্রা দশবার্ষিকী।
অত ঊর্দ্ধং ন কর্ত্তব্যা সর্ব্বকার্য্যবিগর্হিতা ॥ ৪৩ ॥
এভিশ্চ নামভিঃ পূজা কর্ত্তব্যা বিধিসংযুতা।
তাসাং ফলানি বক্ষ্যামি নবানাং পূজনে সদা ॥ ৪৪ ॥
কুমারী পূজিতা কুর্য্যাদ্দুঃখদারিদ্র্যনাশনম্‌।
শত্রুক্ষয়ং ধনায়ুষ্যবলবৃদ্ধিং করোতি বৈ ॥ ৪৫ ॥
ত্রিমূর্ত্তিপূজনাদায়ুস্ত্রিবর্গস্য ফলং ভবেৎ।
ধনধান্যাগমশ্চৈব পুত্রপৌত্রাদিবৃদ্ধয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
বিদ্যার্থী বিজয়ার্থী চ রাজ্যার্থী যশ্চ পার্থিবঃ।
সুখার্থী পূজয়েন্নূনং কল্যাণীং সর্ব্বকামদাম্‌ ॥ ৪৭ ॥
রোহিণীং রোগনাশায় পূজয়েদ্বিধিবন্নরঃ।
কালিকাং শত্রুনাশার্থং পূজয়েদ্ভক্তিপূর্ব্বকম্‌ ॥ ৪৮ ॥
ঐশ্বর্য্যধনকামশ্চ চণ্ডিকাং পরিপূজয়েৎ।
পূজয়েচ্ছাম্ভবীং নিত্যং নৃপ! সংমোহনায় চ ॥ ৪৯ ॥
দুঃখদারিদ্র্যনাশায় সংগ্রামে বিজয়ায় চ।
ক্রূরশত্রুবিনাশার্থং তথোগ্রকর্ম্মসাধনে ॥ ৫০ ॥
দুর্গাঞ্চ পূজয়েদ্ভক্ত্যা পরলোকসুখায় চ।
বাঞ্ছিতার্থস্য সিদ্ধ্যর্থং সুভদ্রাং পূজয়েৎ সদা ॥ ৫১ ॥

ন কর্ত্তব্যা পূজার্থং ন কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৫১ ॥

দিগকে পূজার নিমিত্ত কুমারী কল্পনা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪১—৪৩ ॥ এই সকল নাম দ্বারা বিধি পূর্ব্বক দেবীর পূজা করিবে। নববিধ কুমারী পূজনের ফল বলিতেছি শ্রবণ কর ॥৪৪॥ কুমারীর পূজা করিলে দুঃখ নাশ দারিদ্র্যভঞ্জন, শত্রুক্ষয়, ধন, আয়ু এবং বলবৃদ্ধি হয় ॥ ৪৫ ॥ ত্রিমূর্ত্তি পূজা করিলে আয়ু বৃদ্ধি, ত্রিবর্গের ফললাভ, ধনাগম ও পুত্র পৌত্রাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ যে ব্যক্তি বিদ্যার্থী বিজয়ার্থী রাজ্যার্থী ও সুখাভিলাষী হইবেন তিনি সর্ব্বকামদায়িনী কল্যাণী কুমারীর পূজা করিবেন ॥ ৪৭ ॥ মানবগণ, রোগবিনাশের নিমিত্ত বিধি পূর্ব্বক রোহিণীর পূজা করিবে। শত্রু বিনাশের নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক কালিকা পূজা, এবং ঐশ্বর্য্য ও ধন কামনায় ভক্তিসহকারে চণ্ডিকা পূজা করিবে। রাজন্‌! শত্রু সম্মোহনের নিমিত্ত, দুঃখ ও দারিদ্র্য বিনাশের এবং সংগ্রামে বিজয় লাভের নিমিত্ত শাম্ভবীর পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৮—৪৯ ॥ অতিশয় নিষ্ঠুর শত্রু নিপাতের নিমিত্ত এবং পারলৌকিক

শ্রীরস্ত্বিতি চ মন্ত্রেণ পূজয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ ।
শ্রীযুক্তমন্ত্রৈরথবা বীজমন্ত্রৈরথাপি বা ॥ ৫২ ॥
কুমারস্য চ তত্ত্বানি যা সৃজত্যপি লীলয়া ।
কাদীনপি চ দেবাংস্তাং কুমারীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৩ ॥
সত্ত্বাদিভিস্ত্রিমূর্ত্তির্যা তৈর্হি নানাস্বরূপিণী ।
ত্রিকালব্যাপিনী শক্তিস্ত্রিমূর্ত্তিং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৪ ॥
কল্যাণকারিণী নিত্যং ভক্তানাং পূজিতানিশম্ ।
পূজয়ামি চ তাং ভক্ত্যা কল্যাণীং সর্ব্বকামদাম্ ॥ ৫৫ ॥
রোহয়ন্তী চ বীজানি প্রাগ্‌জন্মসঞ্চিতানি বৈ ।
যা দেবী সর্ব্বভূতানাং রোহিণীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৬ ॥
কালী কালয়তে সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।
কল্পান্তসময়ে যা তাং কালিকাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৭ ॥
চণ্ডিকাং চণ্ডরূপাঞ্চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনীম্ ।
তাং চণ্ডপাপহরিণীং চণ্ডিকাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমন্ত্রযুক্তৈরন্যৈর্ম ন্ত্রৈর্বা ॥ ৫২ ॥

তান্ মন্ত্রানেবাহ কুমারস্য চেতি । কুমারস্য বালকস্য স্কন্দস্য বা তত্ত্বানি রহস্যভূতানি বস্তূনি যা সৃজতীত্যর্থঃ । কাদীন্ ব্রহ্মাদীনপি দেবান্ ॥ ৫৩ ॥

সত্ত্বাদিভিঃ সত্ত্বাদিগুণৈস্ত্রিমূর্ত্তির্মহালক্ষ্ম্যাদিরূপিণী । তৈঃ সত্ত্বাদিগুণৈরেব নানারূপিণী প্রস্তাররীত্যা ত্রিকালব্যাপিনী কালত্রয়াবাধ্যা চিদ্রূপিণী ॥ ৫৪—৫৫ ॥

রোহয়ন্তী অঙ্কুরীভূতানি কুর্ব্বন্তী ॥ ৫৬—৫৮ ॥

সুখের নিমিত্ত দুর্গার অর্চ্চনা করিবে। নরগণ, বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত সুভদ্রার পূজা করিবেন ॥ ৫০—৫১ ॥ মানবগণ, ভক্তি তৎপর হইয়া শ্রীরস্তু ইত্যাদি মন্ত্রে অথবা শ্রীযুক্ত মন্ত্রে কিংবা বীজমন্ত্র দ্বারা কুমারীগণের পূজা করা কর্ত্তব্য। ৫২ ॥ যিনি অবলীলাক্রমে কুমার কার্ত্তিকেয়ের রহস্যভূত পবিত্র তত্ত্ব সকলের এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি সেই কুমারী দেবীর পূজা করিতেছি ॥ ৫৩ ॥ যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় ভেদে ত্রিমূর্ত্তি হইয়াছেন, এবং সেই গুণত্রিতয়ের বহুল প্রভেদে বহুরূপিণী হইয়াছেন, ত্রিকালব্যাপিনী সেই ত্রিমূর্ত্তিকে আমি পূজা করিতেছি ॥ ৫৪ ॥ যিনি পূজিতা হইয়া নিয়তই কল্যাণ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বকামদায়িনী কুমারী কল্যাণীকে আমি ভক্তিসহকারে পূজা করিতেছি॥ ৫৫ ॥ যিনি সমস্ত জীবগণের পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত করিয়া থাকেন সেই রোহিণীদেবীকে আমি ভক্তি সমন্বিত চিত্তে পূজা করিতেছি ॥ ৫৬ ॥ যিনি কল্পান্ত সময়ে কালীরূপে চরাচর সহিত এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সঙ্কলন

অকারণাৎ সমুৎপত্তির্যন্ময়ৈঃ* পরিকীর্ত্তিতা।
যস্যাস্তাং সুখদাং দেবীং শাম্ভবীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৯ ॥
দুর্গা ত্রায়তি ভক্তং যা সদা দুর্গার্ত্তিনাশিনী।
দুর্জ্ঞেয়া সর্ব্বদেবানাং তাং দুর্গাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৬০ ॥
সুভদ্রাণি চ ভক্তানাং কুরুতে পূজিতা সদা।
অভদ্রনাশিনীং দেবীং সুভদ্রাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৬১ ॥
এভির্মন্ত্রৈঃ পূজনীয়াঃ কন্যকাঃ সর্ব্বদা বুধৈঃ।
বস্ত্রালঙ্করণৈর্মাল্যৈর্গন্ধৈরুচ্চাবচৈরপি ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রবিধিকীর্ত্তনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

অকারণাদিতি। যস্যাঃ সমুৎপত্তির্যন্ময়ৈর্যৎস্বরূপৈর্বেদৈরকারণাদেব পরিকীর্ত্তিতা। যস্যা আবির্ভাবো কারণাদেব ভবতি। স্বস্মাদেব স্বয়মাবির্ভবতি নান্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬১ ॥ নবরাত্রপূজাক্রমস্ত্বনুষ্ঠানগ্রন্থাদবসেয়ঃ। গৌরবাদত্র ন লিখ্যতে ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

করিয়াছেন সেই কালিকা দেবীকে আমি ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিতেছি ॥ ৫৭ ॥ যিনি চণ্ডরূপিণী বলিয়া চণ্ডিকা নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, যিনি চণ্ড মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিয়াছেন, সেই প্রচণ্ড পাপহারিণী চণ্ডিকা দেবীকে আমি ভক্তিনম্র মানসে পূজা করিতেছি ॥ ৫৮ ॥ বেদ ব্রহ্ম যাঁহার স্বরূপ, সেই বেদে অকারণেই যাঁহার উৎপত্তি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সর্ব্বসুখপ্রদা শাম্ভবী দেবীকে আমি পূজা করিতেছি ॥ ৫৯ ॥ যিনি ভক্তগণকে পরিত্রাণ করেন এবং যিনি নিয়তই বিপদ্ বিনাশ করিয়া থাকেন, অখিল দেবগণও যাহাকে জানিতে সমর্থ নহেন, আমি সেই দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবীকে ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিতেছি॥ ৬০ ॥ যিনি পূজিতা হইয়া ভক্তগণের অমঙ্গল বিনাশ করিয়া নিরন্তর কল্যাণবিধান করেন সেই সুভদ্রা দেবীকে আমি ভক্তি সমন্বিত মানসে অর্চ্চনা করিতেছি ॥ ৬১ ॥ বুধগণ এই সকল মন্ত্রে বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য গন্ধাদি ও অন্যান্য নানাপ্রকার দ্রব্য দ্বারা সর্ব্বদাই কুমারী প্রভৃতি কন্যাগণের পূজা করিবেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রবিধানকীর্ত্তন নামক ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* যন্ময়ৈঃ। ইতি বা পাঠঃ।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

হীনাঙ্গীং বর্জ্জয়েৎ কন্যাং কুষ্ঠযুক্তাং ব্রণাঙ্কিতাম্।
গন্ধস্ফুরিতহীনাঙ্গীং* বিশালকুলসম্ভবাম্† ॥ ১ ॥
জাত্যন্ধাং কেকরাং কাণীং কুরূপাং বহুরোমশাম্।
সন্ত্যজেদ্রোগিণীং কন্যাং রক্তপুষ্পাদিনাঙ্কিতাম্ ॥ ২ ॥
ক্ষামাং গর্ভসমুদ্ভূতাং‡ গোলকাং কন্যকোদ্ভবাম্।
বর্জ্জনীয়াঃ সদা চৈতাঃ সর্ব্বপূজাদিকর্ম্মসু ॥ ৩ ॥
অরোগিণীং সুরূপাঙ্গীং সুন্দরীং ব্রণবর্জ্জিতাম্।
একবংশসমুদ্ভূতাং কন্যাং সম্যক্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪ ॥
ব্রাহ্মণী সর্ব্বকার্য্যেষু জয়ার্থে নৃপবংশজা।
লাভার্থে বৈশ্যবংশোত্থা ক্ষেমে চ শূদ্রবংশজা ॥ ৫ ॥

সপ্তাধিকৈস্তু পঞ্চাশৎপদৈরথ কুমারিকাঃ।
কথয়িত্বা বর্জ্জনীয়া মাহাত্ম্যং পি চোচ্যতে॥

বর্জনীয়াঃ কুমারিকা আহ হীনাঙ্গীমিতি। ন্যূনাঙ্গীমিত্যর্থঃ। গন্ধেন দুর্গন্ধেন স্ফুরিতং যুক্তমতএব হীনমঙ্গং যস্যাস্তাম্। বিশালং বেঃ শালঙ্কটচৌ। বিশালকুলসম্ভবাং দুষ্টকুল সম্ভবামিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

রক্তপুষ্পাদিনাঙ্কিতাং রক্তপুষ্পং স্ত্রীরজ আদির্যৌবনচিহ্নন্তেনান্বিতাম্ ॥ ২ ॥

ক্ষামাং কৃশাম্। গর্ভসমুদ্ভূতামতিবালামেকদিনাদিজাতাম্। গোলকাং মৃতভর্তৃমাতৃজাতাং বিধবাজন্যামিত্যর্থঃ। কন্যকোদ্ভবামবিবাহিতকন্যাজন্যাম্ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! হীনাঙ্গী, কুষ্ঠরোগিণী, ব্রণান্বিতা, দুর্গন্ধদূষিতাঙ্গী ও দুষ্টকুল-সম্ভবা কুমারীগণকে নবরাত্রপূজায় গ্রহণ করিবেন না ॥১॥ আর যাহারা জন্মান্ধা, কেকরাক্ষী (যাহার চক্ষু টেরা,) কাণী (একচক্ষুঃহীনা) কুরূপা, বহুরোমান্বিতা, রোগিণী ও রজস্বলা অথবা অন্য কোন যৌবনচিহ্নযুক্তা, অতিকৃশা, সদ্যোজাতা, বিধবার গর্ভোৎপন্না অথবা অবিবাহিতার গর্ভজাতা, সেই সকল কুমারীগণ, সর্ব্বদা পূজাদি সমস্ত কার্য্যেই বর্জ্জনীয় ॥২—৩॥ রাজন্! অরোগিণী, সুরূপাঙ্গী, সুন্দরী, ব্রণবর্জ্জিতা ও যাহারা জারজ নহে সেই সকল কুমারীগণের পূজা করাই কর্ত্তব্য ॥৪॥ সমস্ত কার্য্যেই ব্রাহ্মণবংশজা, জয়ের নিমিত্ত

---

* প্রস্থিস্ফুটিত শীর্ণাঙ্গীং। ইতি বা পাঠঃ। † বিলাসকুলসম্ভবাম্। ইতি বা পাঠঃ।
‡ দাসীগর্ভসমুদ্ভূতাম্। ইতি বা পাঠঃ।

ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মজাঃ পূজ্যাঃ রাজন্যৈর্ব্রহ্মক্ষত্রজাঃ।
বৈশ্যৈস্ত্রিবর্গজাঃ পূজ্যাশ্চতস্রঃ পাদসম্ভবৈঃ॥ ৬॥
কারুভিশ্চৈব বংশোত্থা যথাযোগ্যং প্রপূজয়েৎ।
নবরাত্রবিধানেন ভক্তিপূর্ব্বং সদৈব হি॥ ৭॥
অশক্তো নিয়তং পূজাং কর্ত্তুং চেন্নবরাত্রকে।
অষ্টম্যাঞ্চ বিশেষেণ কর্ত্তব্যং পূজনং সদা॥ ৮॥
পুরাষ্টম্যাং ভদ্রকালী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
প্রাদুর্ভূতা মহাঘোরা যোগিনীকোটিভিঃ সহ॥ ৯॥
অতোঽষ্টম্যাং বিশেষেণ কর্ত্তব্যং পূজনং সদা।
নানাবিধোপহারৈশ্চ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ॥ ১০॥
পায়সৈরামিষৈর্হোমৈর্ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনৈঃ।
ফলপুষ্পোপহারৈশ্চ তোষয়েজ্জগদম্বিকাম্॥ ১১॥
উপবাসে হ্যশক্তানাং নবরাত্রব্রতে পুনঃ।
উপোষণত্রয়ং প্রোক্তং যথোক্তং ফলদং নৃপ!॥ ১২॥

একবংশসমুদ্ভূতামজারজামিত্যর্থঃ॥ ৪—৫॥
পাদসম্ভবৈঃ শূদ্রৈশ্চতস্রো বর্ণচতুষ্টয়জন্যাঃ কন্যা পূজ্যা ইত্যর্থঃ॥ ৬॥
কারুভিরিতি। কারুর্বিশ্বকর্ম্মণি না ত্রিষু কারকশিল্পিনোরিতি মেদিনীকোশাৎ কারুভিঃ শিল্পিভিঃ স্বস্ববংশোত্থাঃ পূজ্যাঃ। শূদ্রাপেক্ষয়ৈতেষ্বয়ং বিশেষঃ॥ ৭—৯॥
অত ইতি। তদুক্তমীশানসংহিতায়াম্। একাদশীকোটিসহস্রতুল্যা জন্মাষ্টমী পর্ব্বতরাজপুত্র্যাঃ। ততোঽপি শুক্লা গণিতা শতেন পরাশরব্যাসবশিষ্ঠমুখ্যৈরিতি॥ ১০॥

ক্ষত্রকুলজা, লাভের নিমিত্ত এবং বৈশ্যবংশজা মঙ্গলের জন্য শূদ্র কুলোৎপন্না কুমারীর পূজা করিবে॥ ৫॥ রাজেন্দ্র! নবরাত্রবিধানে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বংশজা; ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের কুলোৎপন্না; বৈশ্য, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবংশজা এবং শূদ্রগণ, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বংশজা কুমারীর ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবেক, কিন্তু শিল্পজীবিগণ নিজ নিজ বংশোৎপন্না কুমারীকে যথাযোগ্য পূজা করিবেক॥ ৬—৭॥ নবরাত্র ব্রতে যদি নরগণ নিয়ত পূজা করিতে অক্ষম হয়, তবে অষ্টমীতেই বিশেষ রূপ পূজা করিবে॥ ৮॥ পুরাকালে দক্ষযজ্ঞনাশিনী ভদ্রকালী কোটি কোটি যোগিনীগণের সহিত ঘোরতর রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; অতএব, গন্ধ মাল্য ও অনুলেপনাদি নানাবিধ উপহার দ্বারা বিশেষ রূপে অষ্টমীতেই পূজা করিবে॥ ৯—১০॥ এই তিথিতে পায়স ও আমিষ দ্রব্য প্রদান, হোম ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ফলপুষ্পাদি বহুবিধ উপহার দ্বারা জগদম্বিকার পূজা করিবে॥ ১১॥ নৃপবর। নবরাত্র ব্রতে যাঁহারা উপবাসে

সপ্তম্যাঞ্চ তথাষ্টম্যাং নবম্যাং ভক্তিভাবতঃ।
ত্রিরাত্রকরণাৎ সর্ব্বং ফলং ভবতি পূজনাৎ॥ ১৩॥
পূজাভিশ্চৈব হোমৈশ্চ কুমারীপূজনৈস্তথা।
সম্পূর্ণং তদ্‌ব্রতং প্রোক্তং বিপ্রাণাঞ্চৈব ভোজনৈঃ॥ ১৪॥
ব্রতানি যানি চান্যানি দানানি বিবিধানি চ।
নবরাত্রব্রতস্যাস্য নৈব তুল্যানি ভূতলে॥ ১৫॥
ধনধান্যপ্রদং নিত্যং সুখসন্তানবৃদ্ধিদম্।
আয়ুরারোগ্যদঞ্চৈব স্বর্গদং মোক্ষদং তথা॥ ১৬॥
বিদ্যার্থী বা ধনার্থী বা পুত্রার্থী বা ভবেন্নরঃ।
তেনেদং বিধিবৎ কার্য্যং ব্রতং সৌভাগ্যদং শিবম্॥ ১৭॥
বিদ্যার্থী সর্ব্ববিদ্যাং বৈ প্রাপ্নোতি ব্রতসাধনাৎ।
রাজ্যভ্রষ্টো নৃপো রাজ্যং সমবাপ্নোতি সর্ব্বথা॥ ১৮॥
পূর্ব্বজন্মনি যৈর্নূনং ন কৃতং ব্রতমুত্তমম্।
তে ব্যাধিনো দরিদ্রাশ্চ ভবন্তি পুত্রবর্জ্জিতাঃ॥ ১৯॥
বন্ধ্যা চ যা ভবেন্নারী বিধবা ধনবর্জ্জিতা।
অনুমা তত্র কর্ত্তব্যা নেয়ং কৃতবতী ব্রতম্॥ ২০॥

আমিষৈর্মাংসৈঃ। ইদং ক্ষত্রিয়াদিপরম্॥ ১১—১৩॥
বিপ্রাণাং চৈব ভোজনৈরেতৈঃ সর্ব্বৈর্ব্রতং সম্পূর্ণং ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৪—১৯॥

অশক্ত, তাঁহারা তিন দিন উপবাস করিলেই যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥১২॥ সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথিতে ভক্তিভাবে ত্রিরাত্র করিয়া পূজা করিলে সমস্ত ফল লাভ হইয়া থাকে॥ ১৩॥ দেবীর পূজা, হোম, কুমারী পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজন এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা নবরাত্র ব্রত সম্পূর্ণ হইয়া থাকে॥ ১৪॥ জনমেজয়! ভূতলে অন্যান্য যে কিছু ব্রত ও দান কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই এই নবরাত্র ব্রতের তুল্য ফলপ্রদ নহে॥ ১৫॥ এই ব্রতের অনুষ্ঠানে ধন, ধান্য, সন্তান বৃদ্ধি, সুখসমৃদ্ধি, আয়ু, আরোগ্য এবং স্বর্গ অধিক কি মোক্ষ পর্য্যন্তও লাভ হইয়া থাকে॥ ১৬॥ বিদ্যার্থী, ধনার্থী অথবা পুত্রার্থী হইয়া বিধি পূর্ব্বক এই কল্যাণকর সৌভাগ্যপ্রদ নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সফলমনোরথ হইবে সন্দেহ নাই॥ ১৭॥ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে বিদ্যার্থী ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যা এবং রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি সমস্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন॥ ১৮॥ যাহারা পূর্ব্বজন্মে এই অত্যুত্তম পুণ্যপ্রদ ব্রতের অনুষ্ঠান করে নাই, তাহারা এই জন্মে ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র ও পুত্রবর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে॥ ১৯॥ যে নারী বন্ধ্যা, বিধবা ও পুত্রবর্জ্জিতা; তাহাদিগকে দর্শন

নবরাত্রব্রতং প্রোক্তং ন কৃতং যেন ভূতলে।
স কথং বিভবং প্রাপ্য মোদতেঽত্র তথা দিবি ॥ ২১ ॥
রক্তচন্দনসংমিশ্রৈঃ কোমলৈর্ব্বিল্বপত্রকৈঃ।
ভবানী পূজিতা যেন স ভবেন্নৃপতিঃ ক্ষিতৌ ॥ ২২ ॥
নারাধিতা যেন শিবা সনাতনী
দুঃখার্ত্তিহা সিদ্ধিকরী জগদ্ধরা।
দুঃখাবৃতঃ শত্রুযুতশ্চ ভূতলে
নূনং দরিদ্রো ভবতীহ মানবঃ ॥ ২৩ ॥
যাং বিষ্ণুরিন্দ্রো হরপদ্মজৌ তথা
বহ্নিঃ কুবেরো বরুণো দিবাকরঃ।
ধ্যায়ন্তি সর্ব্বার্থসমাপ্তিনন্দিতা
স্তাং কিং মনুষ্যা ন ভজন্তি চণ্ডিকাম্ ॥ ২৪ ॥
স্বাহাস্বধানামমনুপ্রভাবৈ-
স্তৃপ্যন্তি দেবাঃ পিতরস্তথৈব।
যজ্ঞেষু সর্ব্বেষু মুদা হরন্তি
যন্নামযুগ্মং শ্রুতিভির্মুনীন্দ্রাঃ। ২৫ ॥

ইয়ং বিধবা ব্রতং ন কৃতবতীত্যনুমানুমিতিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। যত ইয়ং বিধবা জাতা তত ইতি ভাবঃ ॥ ২০—২৩ ॥

সর্ব্বার্থানাং সমাপ্তিঃ সমবাপ্তিঃ প্রাপ্তিস্তয়া নন্দিতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

করিয়া এই অনুমান করিবে যে, তাহারা পূর্ব্ব জন্মে কখন এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে নাই ॥ ২০ ॥ এই অবনিতলে যে ব্যক্তি উপরোক্ত নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করে নাই, সে কিরূপে বিভব প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দে ও সুখ সম্ভোগে বাস করিতে পারিবে? ॥ ২১ ॥ যিনি রক্তচন্দনলিপ্ত কোমল বিল্বদল দ্বারা ভগবতী ভবানী দেবীর পূজা করিয়াছেন, তিনিই এই পৃথিবীতলে রাজা হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ যে মানব এই অখিল জগতের ঈশ্বরী, সর্ব্বার্থ সিদ্ধিকারিণী দুঃখার্ত্তিবিনাশিনী কল্যাণরূপিণী ভগবতী ভবানীর আরাধনা করে নাই, সে ব্যক্তি এই অবনীতে দুঃখিত দরিদ্র ও শত্রুসংযুত হইয়া বাস করিয়া থাকে ॥২৩॥ হরি, হর, ব্রহ্মা, বাসব, বহ্নি, বরুণ, কুবের ও দিবাকর, ইহাঁরা সর্ব্ববিধ বৈভবে ও পরমানন্দে পরিপূর্ণ থাকিয়াই যখন সেই সচ্চিদানন্দময়ী জগদম্বিকার ধ্যান করিয়া থাকেন, তখন মনুষ্যগণ, সেই সর্ব্বার্থসাধিকা চণ্ডিকাদেবীর ভজনা করে না কেন? ॥ ২৪ ॥ স্বাহা ও স্বধা নামক মন্ত্র প্রভাবে দেবগণ ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া

যস্যেচ্ছয়া সৃজতি বিশ্বমিদং প্রজেশো
নানাবতারকলনং কুরুতে হরিশ্চ।
নূনং করোতি জগতঃ কিল ভস্ম শম্ভু-
স্তাং শর্ম্মদাং ন ভজতে নু কথং মনুষ্যঃ॥ ২৬॥
নৈকোঽস্তি সর্ব্বভুবনেষু তয়া বিহীনো
দেবো নরোঽথ বিহগঃ কিল পন্নগো বা।
গন্ধর্ব্বরাক্ষসপিশাচনগেষু নূনং
যঃ স্পন্দিতুং ভবতি শক্তিযুতো যথেচ্ছম্॥ ২৭॥
তাং ন সেবেত কশ্চণ্ডীং সর্ব্বকামার্থদাং শিবাম্।
ব্রতং তস্যা ন কঃ কুর্য্যাদ্বাঞ্ছন্নর্থচতুষ্টয়ম্॥ ২৮॥
মহাপাতকসংযুক্তো নবরাত্রব্রতঞ্চরেৎ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২৯॥

স্বাহেতি। স্বাহাস্বধানামরূপো যো মনুস্তৎপ্রভাবৈর্মুদা হর্ষেণ হরন্তি বদন্তি। যন্নাম-যুগ্মং স্বাহাস্বধেত্যেবং রূপং শ্রুতিভির্বেদমন্ত্রান্তে ইত্যর্থঃ। যতস্তূপ্যন্তি ততো যজ্ঞেষু শ্রাদ্ধেষু চ বেদমন্ত্রান্তে স্বাহা স্বধেতি প্রযুক্ত ইত্যর্থঃ॥ ২৫॥

ব্যাসো জনান্ শোচতি যস্যেচ্ছয়েতি। (যস্যা ইচ্ছয়া ইত্যত্র সন্ধিরার্ষঃ)॥ ২৬॥

নৈকোঽস্তীতি। তয়া শক্ত্যা বিহীনঃ সন্ যথেচ্ছং স্পন্দিতুং শক্তিযুতঃ সামর্থ্যযুতো ভবতি এতাদৃশো নৈকোঽপ্যস্তীত্যর্থঃ॥ ২৭॥

অর্থচতুষ্টয়ং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপং বাঞ্ছন্নিত্যর্থঃ॥ ২৮॥

মুচ্যত ইতি। তদুক্তমুমাসংহিতায়াম্। প্রায়শ্চিত্তং ন পাপানাং যেষাং তেষাস্তু নাশনে। প্রায়শ্চিত্তমিদং প্রোক্তং জগদম্বাপদস্মৃতিঃ। স্মরণেনৈব দুর্গায়া নিমিষার্দ্ধেন যৎ ফলম্। ন তদ্বক্তুং সমর্থোঽস্তি শিবো বর্ষশতৈরপি। বিষ্ণুনামসহস্রেভ্যঃ শিবনাম বিশিষ্যতে। শিবনাম-

---

থাকেন সেই স্বাহা ও স্বধা যাহার নামান্তর মাত্র; মুনিবরগণ যাহার উক্ত নামদ্বয় সমস্ত যজ্ঞেই শ্রুতির সহিত কীর্ত্তন করেন; যাঁহার ইচ্ছার অধীন হইয়া প্রজাপতি এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, দেবদেব জনার্দ্দন নানাবিধ রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই বিশ্বের পালন করেন এবং শঙ্কর এই অখিল জগৎ সংহার করেন, মানবগণ সেই সর্ব্বশর্ম্মপ্রদায়িনী ভবানীকে কেননা ভজনা করিবে॥ ২৫—২৬॥ এই অখিল সংসার মধ্যে সেই শক্তিরূপিণী প্রকৃতি দেবী ব্যতিরেকে কেহই থাকিতে পারে না; কি দেব কি মানব কি বিহগ, পন্নগ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পিশাচ ও নগাদি সকলে শক্তিযুক্ত হইয়াই যথেচ্ছ নড়িতে চড়িতে সমর্থ হয় সন্দেহ নাই॥ ২৭॥ অতএব কোন্ ব্যক্তি সেই সর্ব্বকামার্থদায়িনী চণ্ডিকাদেবীর পূজা না করিবে? আর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের বাসনা করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার ব্রতানুষ্ঠান না করিবে?॥ ২৮॥ মহাপাতকী মানব নবরাত্র

পুরা কশ্চিদ্‌বণিগ্‌ দীনো ধনহীনঃ সুদুঃখিতঃ।
কুটুম্বী চাভবৎ কশ্চিৎ কোশলে নৃপসত্তম! ॥ ৩০ ॥
অপত্যানি বহূন্যস্যাভবন্‌ ক্ষুৎপীড়িতানি চ।
ভক্ষ্যং কিঞ্চিত্তু সায়াহ্নে প্রাপুস্তস্য চ বালকাঃ ॥ ৩১ ॥
ভুঙ্‌ক্তে স্ম কার্য্যকর্ত্তাসৌ পরস্যাথ বুভুক্ষিতঃ।
কুটুম্বভরণং তত্র চকারাতিনিরাকুলঃ ॥ ৩২ ॥
সদা ধর্ম্মরতঃ শান্তঃ সদাচারশ্চ সত্যবাক্‌।
অক্রোধনশ্চ ধৃতিমান্নির্মদশ্চানসূয়কঃ ॥ ৩৩ ॥
সম্পূজ্য দেবতা নিত্যং পিতৃনপ্যতিথীংস্তথা।
ভুঞ্জানে পোষ্যবর্গেঽথ কৃতবান্‌ ভোজনং বণিক্‌ ॥ ৩৪ ॥
এবং গচ্ছতি কালে বৈ সুশীলো নামতো গুণৈঃ।
দারিদ্র্যার্ত্তো দ্বিজং শান্তং পপ্রচ্ছাতিবুভুক্ষিতঃ ॥ ৩৫ ॥

সুশীল উবাচ।

ভো ভূদেব! কৃপাং কৃত্বা বদস্বাদ্য মহামতে!।
কথং দারিদ্র্যনাশঃ স্যাদিতি মে নিশ্চয়েন বৈ ॥ ৩৬ ॥

সহস্রেভ্যো দেবীনাম বিশিষ্যতে। স সাধকো মহাজ্ঞানী যশ্চ দুর্গাপদানুগঃ। ন চ ভুক্তির্ন বা মুক্তির্ন গতির্নগনন্দিনি!। বিনা দুর্গাং জগদ্ধাত্রীং নিষ্ফলং জীবনং ভবেদিতি। চরমে জন্মনি পরং শ্রীদেবীভক্তিমান্‌ ভবেদিতি ॥ ২৯ ॥

দীনো দুঃখী ॥ ৩০ ॥

সায়াহ্নে কিঞ্চিৎ প্রাপুর্নোদরপরিমিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ব্রতানুষ্ঠান করিলে সমস্ত পাপ হইতেই যে মুক্তিলাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ের আর বিচারে প্রয়োজন নাই ॥২৯॥

মহারাজ! পূর্ব্বকালে কোন এক ধনহীন দুঃখী বণিক্‌ কোশল রাজ্যে বহু কুটুম্ববর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিত ॥ ৩০ ॥ তাহার অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল, তাহারা ক্ষুধায় পীড়িত ও কাতর হইয়া দিনান্তে সায়াহ্নকালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইত ॥৩১॥ ঐ বণিক্‌ও ক্ষুধাতুর হইয়া পরের কার্য্য করিয়া সায়াহ্নকালে ভোজন করিত; এইরূপে সে অত্যন্ত আকুল হইয়া আপনার পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিত ॥ ৩২ ॥ এই বণিক্‌ শান্তচিত্ত, সদাচার, সত্যবাদী, সততই ধর্ম্ম তৎপর, ক্রোধহীন, ধৃতিমান্‌, মদবর্জ্জিত ও অসূয়াপরিশূন্য ছিল; সে প্রতিদিন, দেবতা, পিতৃ ও অতিথিগণের পূজা করিয়া পোষ্যবর্গ ভোজন করিলে পর, আপনি আহার করিত ॥ ৩৩—৩৪ ॥ এইরূপে কিছুকাল গত হইলে

ধনেষণা মে নৈবাস্তি ধনী স্যামিতি মানদ ! ।
কুটুম্বভরণার্থং বৈ পৃচ্ছামি ত্বাং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥
পুত্রী সুতস্তু মে বালো ভক্ষার্থী রোদতে ভৃশম্ ।
তাবন্মাত্রং গৃহে নান্নং মুষ্টিমেকাং দদাম্যহম্ ॥ ৩৮ ॥
বিসর্জ্জিতো যতো গেহাদ্গতো বালো রুদন্ময়া ।
অতো মে দহ্যতেঽত্যর্থং কিং করোমি ধনং বিনা ॥ ৩৯ ॥
বিবাহোঽস্তি সুতায়া মে নাস্তি বিত্তং করোমি কিম্ ।
দশবর্ষাধিকায়াস্তু দানকালোঽপি যাত্যলম্ ॥ ৪০ ॥
তেন শোচামি বিপ্রেন্দ্র ! সর্ব্বজ্ঞোঽসি দয়ানিধে ! ।
তপো দানং ব্রতং কিঞ্চিদ্‌ব্রূহি মন্ত্রজপং তথা ॥ ৪১ ॥
যেনাহং পোষ্যবর্গস্য করোমি দ্বিজ ! পোষণম্ ।
তাবন্মে স্যাদ্ধনপ্রাপ্তির্নাধিকং প্রার্থয়ে কিল ॥ ৪২ ॥

ভুঙ্‌ক্তে স্মেতি । বুভুক্ষিতঃ পরস্য কার্য্যকর্ত্তাসাবপি সায়াহ্নে এব ভুঙ্‌ক্তে স্মেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২—৩৮ ॥

সুশীল নামক সেই সুশীল বণিক্ একদিন দারিদ্র্যপীড়িত ও ক্ষুধিত হইয়া শান্তচিত্ত এক দ্বিজবরকে জিজ্ঞাসা করিল ; ভো ! ভূদেব ! কিরূপে দারিদ্র্য বিনাশ হয় আপনি কৃপা করিয়া নিশ্চিত রূপে অদ্য আমাকে তাহা বলুন ॥৩৫—৩৬॥ মহামতে ! যাহাতে আমার মান রক্ষা হয় তাহা করুন ; আমার ধন বাসনা নাই, ধনী হইব এরূপ কামনাও করি না, দ্বিজোত্তম ! আমি কেবল কুটুম্বভরণের নিমিত্তই আপনাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৩৭ ॥ আমার তনয় তনয়া সকল বালক, তাহারা ক্ষুধাতুর হইয়া অত্যন্ত রোদন করিয়া থাকে, আমার এতাবৎমাত্র অন্নও গৃহে নাই যে তাহাদিগকে মুষ্টি মাত্র প্রদান করিতে পারি ॥৩৮॥ হায় ! অদ্য আমার বালকপুত্র ভোজনের নিমিত্ত রোদন করিতেছিল, আমি তর্জ্জনাদি দ্বারা তাহাকে গৃহ হইতে দূরীকৃত করিয়াছি, দ্বিজবর ! যখন আমার পুত্র ক্ষুধাতুর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইল, সেই অবধি আমার হৃদয় সন্তাপানলে দগ্ধ হইতেছে, আমার ধন নাই আমি কি করিব ? ॥৩৯॥ আমার তনয়ার বিবাহকাল উপস্থিত, ধন নাই আমি কি করি, হায় ! তাহার বয়ঃক্রম দশ বৎসরেরও অধিক হইল, তাহার সম্প্রদান কাল গত হইয়া যাইতেছে ॥৪০॥ হে দ্বিজেন্দ্র ! আমি সেই নিমিত্তই শোক করিতেছি, আপনি দয়ানিধি ও সর্ব্বজ্ঞ, আমাকে তপস্যা, দান, ব্রত ও মন্ত্র জপ প্রভৃতির মধ্যে যাহা কিছু একটী উপায় বলিয়া দিউন, আমি সেই উপায়ে পোষ্যবর্গের পরিপোষণ করিব, বিপ্রবর ! যাহাতে পরিবারবর্গের পোষণ হয় আমি সেই পরিমিত ধনই প্রার্থনা করিতেছি ; অধিক প্রার্থনা করি

ত্বৎপ্রসাদাৎ কুটুম্বং মে সুখিতং প্রভবেদিহ।
তৎ কুরুষ্ব মহাভাগ! জ্ঞানেন পরিচিন্ত্য চ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতিপৃষ্টস্তথা তেন ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ।
উবাচ পরমপ্রীতস্তং বৈশ্যং নৃপসত্তম! ॥ ৪৪ ॥
বৈশ্যবর্য্যং কুরুষ্বাদ্য নবরাত্রব্রতং শুভম্।
পূজনং ভগবত্যাশ্চ হবনং ভোজনং তথা ॥ ৪৫ ॥
বেদপারায়ণং শক্তিজপহোমাদিকং তথা।
কুরুষ্বাদ্য যথাশক্তি তব কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥
এতস্মাদপরং কিঞ্চিদ্‌ব্রতং নাস্তি ধরাতলে।
নবরাত্রাভিধং বৈশ্য! পাবনং সুখদং তথা ॥ ৪৭ ॥
জ্ঞানদং মোক্ষদঞ্চৈব সুখসন্তানবর্দ্ধনম্।
শত্রুনাশকরং কামং নবরাত্রব্রতং সদা ॥ ৪৮ ॥
রাজ্যভ্রষ্টেন রামেণ সীতাবিরহিতেন চ।
কিষ্কিন্ধায়াং ব্রতং চৈতৎ কৃতং দুঃখাতুরেণ বৈ ॥ ৪৯ ॥
প্রতপ্তেনাপি রামেণ সীতাবিরহবহ্নিনা।
বিধিবৎ পূজিতা দেবী নবরাত্রব্রতেন বৈ ॥ ৫০ ॥

ময়া বিসর্জ্জিতো যতো রুদন্ বালো গেহাদ্গতোঽস্ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯—৫০ ॥

নাই ॥ ৪১—৪২ ॥ হে মহাভাগ! আপনার প্রসাদে আমার পরিজনবর্গ যাহাতে এই সংসারে সুখী হইতে পারে, আপনি আপনার জ্ঞান দ্বারা চিন্তা করিয়া সেইরূপ উপায় করিয়া দিউন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! ব্রতধারী ব্রাহ্মণ বৈশ্যকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম প্রীতিসহকারে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, বৈশ্যবর! তুমি এক্ষণে কল্যাণদায়ক নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবতীর পূজা ও হোম এবং ব্রাহ্মণ ভোজন, বেদ-পারায়ণ, শক্তিমন্ত্র জপ ও হোমাদির যথাশক্তি অনুষ্ঠান কর, তাহাতে অবশ্যই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে ॥৪৪—৪৬॥ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রত অবনীতলে আর নাই, এই ব্রত অতি পবিত্র ও সুখদায়ক ॥ ৪৭ ॥ এই নবরাত্র ব্রত জ্ঞান ও মোক্ষপ্রদ শত্রুনাশক এবং সুখ ও সন্তান বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥৪৮॥ পূর্ব্বে রামচন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট ও সীতার বিরহে আকুল এবং অতিশয় দুঃখিত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥৪৯॥ রাম সীতার বিরহানলে অত্যন্ত

তেন প্রাপ্তাথ বৈদেহী কৃত্বা সেতুং মহার্ণবে।
হত্বা মন্দোদরীনাথং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্ ॥ ৫১ ॥
মেঘনাদং সুতং হত্বা কৃত্বা ভূপং বিভীষণম্।
পশ্চাদযোধ্যামাগত্য প্রাপ্তং রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৫২ ॥
নবরাত্রব্রতস্যাস্য প্রভাবেন বিশাংবর !।
সুখং ভূমিতলে প্রাপ্তং রামেণামিততেজসা ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি বিপ্রবচঃ শ্রুত্বা স বৈশ্যস্তং দ্বিজং গুরুম্।
কৃত্বা জগ্রাহ সন্মন্ত্রং মায়াবীজাভিধং নৃপ ! ॥ ৫৪ ॥
জজাপ পরয়া ভক্ত্যা নবরাত্রমতন্দ্রিতঃ।
নানাবিধোপহারৈশ্চ পূজয়ামাস সাদরম্ ॥ ৫৫ ॥
নবসংবৎসরং চৈব মায়াবীজপরায়ণঃ।
নবমে বৎসরান্তে তু মহাষ্টম্যাং মহেশ্বরী ॥ ৫৬ ॥

(তেনেতি। তেন নবরাত্রব্রতানুষ্ঠানেন হেতুনেত্যর্থঃ। মহার্ণবে সেতুকরণং মহাবল-কুম্ভকর্ণাদিবীরাণাং বিনাশশ্চ কিষ্কিন্ধ্যায়াং দেবীপূজনস্য ফলং, মন্দোদরীনাথহননমকণ্টক রাজ্যপ্রাপ্ত্যাদিকঞ্চ লঙ্কায়াং দেবীপূজনস্য ফলমিতি নির্গলিতার্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

নবরাত্রেতি। অমিতপ্রভাবেণ রামেণাপি তৎকৃতমিত্যহো ! দেবীমাহাত্ম্যমিতি ॥৫৩॥)

মায়াবীজাভিধং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

(জজাপেতি। অতন্দ্রিতো জাগরঃ। পরয়া ভক্ত্যা জজাপ ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমিতি শেষঃ। বিবিধোপহারৈর্বলিভিঃ সাদরং শ্রদ্ধাপূর্ব্বকমিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

নবসংবৎসরমিতি। মায়াবীজপরায়ণঃ মায়াবীজজপনিরতঃ। দেব্যাপ্রসাদকালমাহ। নবমে বৎসরান্ত ইতি নবমে বৎসরান্তে দশমে প্রাপ্তে সতীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

সন্তাপিত হইয়াও নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা বিধি পূর্ব্বক দেবীর পূজা করিয়াছিলেন ॥৫০॥ সেই ফলেই তিনি মহাসাগরে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ এবং লঙ্কেশ্বর রাবণকে বিনাশ করিয়া মৈথিলীকে প্রাপ্ত হন এবং বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিয়া পরিশেষে অযোধ্যায় আসিয়া অকণ্টক রাজ্যলাভ করেন ॥ ৫১—৫২ ॥ বৈশ্যবর ! অমিততেজা রামচন্দ্র নবরাত্র ব্রতের প্রভাবেই ভূমিতলে সুখ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপবর ! সেই বণিক্ বিপ্রবরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে গুরু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মায়াবীজ নামক মন্ত্র গ্রহণ করিল এবং আলস্য পরিশূন্য হইয়া পরম ভক্তিসহকারে নবরাত্র জপ করিয়া পরম যত্নে নানাবিধ উপহার দ্বারা দেবীর পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে মায়াবীজের জপানুষ্ঠানে রত হইয়া নব বৎসর যাপন করি-লেন, পরে নবম বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহেশ্বরী দেবী মহাষ্টমীর নিশীথ সময়ে প্রত্যক্ষরূপে

অর্দ্ধরাত্রে তু সঞ্জাতে প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ।
নানাবরপ্রদানৈশ্চ কৃতকৃত্যং চকার তম্‌॥ ৫৭॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বর্জ্জনীয়কুমারীবর্ণনপুরঃসরং দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

দেব্যা অধিষ্ঠান সময়মাহ অর্দ্ধরাত্র ইতি। প্রত্যক্ষং দর্শনমিত্যনেন দেব্যা ভূরিভক্ত-বৎসলত্বং সূচিতম্‌। কৃতকৃত্যং দারিদ্র্যখণ্ডনেন সদ্গতিপ্রদানেন চেত্যর্থঃ॥ ৫৭॥)

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

দর্শন দিয়া নানাবিধ বর প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও কৃতার্থ করিয়া দারিদ্র্যসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিলেন॥ ৫৪—৫৫॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বর্জ্জনীয়াকুমারীর বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক দেবীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কথং রামেণ তচ্চীর্ণং ব্রতং দেব্যাঃ সুখপ্রদম্ ।
রাজ্যভ্রষ্টঃ কথং সোঽথ কথং সীতা হৃতা পুনঃ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাজা দশরথঃ শ্রীমানযোধ্যাধিপতিঃ পুরা ।
সূর্য্যবংশবরশ্চাসীদ্দেবব্রাহ্মণপূজকঃ ॥ ২ ॥
চত্বারো জজ্ঞিরে তস্য পুত্রা লোকেষু বিশ্রুতাঃ ।
রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্না ভরতশ্চেতি নামতঃ ॥ ৩ ॥
রাজ্ঞঃ প্রিয়করাঃ সর্ব্বে সদৃশা গুণরূপতঃ ।
কৌশল্যায়াঃ সুতো রামঃ কৈকেয্যা ভরতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥
সুমিত্রাতনয়ৌ জাতৌ যমলৌ দ্বৌ মনোহরৌ ।
তে জাতা বৈ কিশোরাশ্চ ধনুর্ব্বাণধরাঃ কিল ॥ ৫ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্নবরাত্রপ্রসঙ্গতঃ ।
রামায়ণকথা রাজ্ঞা পৃষ্টা ব্যাসেন চোচ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে রাজ্যভ্রষ্টেন রামেণ নবরাত্রব্রতং কৃতং তেন তৎকল্যাণং জাতমিতি বর্ণিতং তৎপ্রশ্নবীজমুপলভ্য রাজা পৃচ্ছতি কথং রামেণ তচ্চীর্ণমিতি ॥ ১ ॥
সূর্য্যবংশে বর উৎকৃষ্টঃ ॥ ২—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! রামচন্দ্র কিরূপে সেই সুখপ্রদ দেবীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? তাঁহার রাজ্যভ্রষ্ট হইবার কারণ কি? কিরূপে কোন্ ব্যক্তি সীতাকে হরণ করিয়াছিল? এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে অযোধ্যানগরে দশরথ নামে সূর্য্যবংশীয় এক সমৃদ্ধিশালী রাজা ছিলেন; তিনি সর্ব্বদাই দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিতেন ॥ ২ ॥ তাঁহার রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামক চারিটী লোকবিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয়। ইঁহারা চারি জনেই রূপে ও গুণে তুল্য ছিলেন এবং চারি জনেই রাজার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তন্মধ্যে রামচন্দ্র কৌশল্যার পুত্র, ভরত কৈকেয়ীর পুত্র এবং সুভদর্শন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দুইজনই সুমিত্রার যমজ পুত্র ছিলেন। রাজপুত্র চতুষ্টয় কিশোর অবস্থায়

সূনবঃ কৃতসংস্কারা ভূপতেঃ সুখবর্দ্ধকাঃ।
কৌশিকেন তদাগত্য প্রার্থিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৬ ॥
রাঘবং মখরক্ষার্থং সূনুং ষোড়শবার্ষিকম্।
তস্মৈ সোঽথ দদৌ রামং কৌশিকায় সলক্ষ্মণম্ ॥ ৭ ॥
তৌ সমেত্য মুনিং মার্গে জগ্মতুশ্চারুদর্শনৌ।
তাটকা নিহতা মার্গে রাক্ষসী ঘোরদর্শনা ॥ ৮ ॥
রামেণৈকেন বাণেন মুনীনাং দুঃখদা সদা।
যজ্ঞরক্ষা কৃতা তত্র সুবাহুর্নিহতঃ শঠঃ ॥ ৯ ॥
মারীচোঽথ মৃতপ্রায়ো নিক্ষিপ্তো বাণবেগতঃ।
এবং কৃত্বা মহৎ কর্ম্ম যজ্ঞস্য পরিরক্ষণম্ ॥ ১০ ॥
গতাস্তে মিথিলাং সর্ব্বে রামলক্ষ্মণকৌশিকাঃ।
অহল্যা মোচিতা শাপান্নিষ্পাপা সা কৃতাবলা ॥ ১১ ॥
বিদেহনগরে তৌ তু জগ্মতুর্মুনিনা সহ।
বভঞ্জ শিবচাপঞ্চ জনকেন পণীকৃতম্ ॥ ১২ ॥

কৌশিকেন বিশ্বামিত্রেণ। রঘুনন্দনো দশরথঃ ॥ ৬—৯
মারীচসুবাহূ দৈত্যৌ ॥ ১০—১২ ॥

ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া শরশরাসন ধারণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥৩—৫॥ এইরূপে পুত্র সকল কৃতসংস্কার হইয়া রাজা দশরথের সুখ বর্দ্ধন করিতে লাগিল; অনন্তর, এক দিবস মহর্ষি বিশ্বামিত্র, অযোধ্যায় আগমন করিয়া রাজা দশরথের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আমার যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত রামচন্দ্রকে প্রদান করুন। রাজা মহর্ষির বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া সেই ষোড়শবর্ষীয় পুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে মুনির সহিত প্রেরণ করিলেন ॥ ৬—৭ ॥ চারুদর্শন রাম ও লক্ষ্মণ মুনির সহিত মিলিত হইয়া পথিমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন, সেই মার্গে তাড়কা নাম্নী এক ঘোরদর্শনা রাক্ষসী বনমধ্যে বাস করিয়া সর্ব্বদাই মুনিগণকে দুঃখ দিত, রামচন্দ্র এই রাক্ষসীকে এক শরাঘাতেই নিহত করিলেন। অনন্তর, সুবাহুকে বধ করিয়া এবং মারীচ নামক নিশাচরকে বাণবেগে মৃতপ্রায় করত বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। এইরূপে যজ্ঞরক্ষণ রূপ মহৎকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও মুনিবর কৌশিক তিনজনে মিলিত হইয়া মিথিলা যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে অহল্যাকে শাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার পাপমোচন করিলেন ॥৮—১১॥ অনন্তর মুনির সহিত তাঁহারা দুইজনে বিদেহনগরে উপনীত হইলেন; এই সময় জনক রাজা, হরধনু ভঙ্গ করিলে সীতাকে প্রদান করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া

উপযেমে ততঃ সীতাং জানকীঞ্চ রমাংশজাম্।
লক্ষ্মণায় দদৌ রাজা পুত্রীমেকাং তথোর্ম্মিলাম্॥ ১৩॥
কুশধ্বজসুতে কন্যে প্রাপতুর্ভ্রাতরাবুভৌ।
তথা ভরতশত্রুঘ্নৌ সুশীলৌ শুভলক্ষণৌ॥ ১৪॥
এবং দারক্রিয়াস্তেষাং ভ্রাতৃণাং চাভবন্নৃপ!।
চতুর্ণাং মিথিলায়ান্তু যথাবিধি বিধানতঃ॥ ১৫॥
রাজ্যযোগ্যং সুতং দৃষ্ট্বা রাজা দশরথস্তদা।
রাঘবায় ধুরং দাতুং মনশ্চক্রেঽগ্রজায় বৈ॥ ১৬॥
সম্ভারং বিহিতং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ী পূর্ব্বকল্পিতৌ।
বরৌ সম্প্রার্থয়ামাস ভর্ত্তারং বশবর্ত্তিনম্॥ ১৭॥
রাজ্যং সুতায় চৈকেন ভরতায় মহাত্মনে।
রামায় বনবাসঞ্চ চতুর্দ্দশ সমাস্তথা॥ ১৮॥
রামস্তু বচনাত্তস্যাঃ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ।
জগাম দণ্ডকারণ্যং রাক্ষসৈরুপসেবিতম্॥ ১৯॥
রাজা দশরথঃ পুত্রবিরহেণ প্রপীড়িতঃ।
জহৌ প্রাণানমেয়াত্মা পূর্ব্বশাপমনুস্মরন্॥ ২০॥

উপযেমে বিবাহং কৃতবান্ স্বীকৃতবানিতি বা॥ ১৩॥
কুশধ্বজো জনকবন্ধুঃ॥ ১৪—১৫॥
ধুরং রাজ্যভারম্॥ ১৬—১৭॥

ছিলেন; রামচন্দ্র সেই শিবশরাসন ভগ্ন করিয়া লক্ষ্মীর অংশজাতা সীতাকে বিবাহ করিলেন। রাজা জনক, আপনার অন্য কন্যা উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ দিলেন॥ ১২-১৩॥ সুশীল ও সুলক্ষণ সম্পন্ন ভরত ও শত্রুঘ্ন কুশধ্বজের মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি নামক কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করিলেন॥ ১৪॥ রাজন্! এইরূপে মিথিলানগরীতে সেই চারি ভ্রাতার যথাবিধি বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল॥ ১৫॥ রাজা দশরথ, তখন জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যভার গ্রহণের উপযুক্ত দর্শন করিয়া, তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার মানস করিলেন॥১৬॥ কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত সামগ্রীসম্ভার সংগৃহীত হইতেছে দেখিয়া আপনার বশবর্ত্তী স্বামীর নিকট পূর্ব্বকল্পিত বরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন॥১৭॥ একবরে নিজপুত্র মহাত্মা ভরতের রাজ্য এবং অন্যবরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থিত হইল॥ ১৮॥ রামচন্দ্র, সেই কৈকেয়ীর বাক্যে সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত রাক্ষসপরিসেবিত দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন॥ ১৯॥ মহাত্মা রাজা দশরথ পুত্র বিরহে পরিপীড়িত হইয়া অন্ধক মুনির শাপ

ভরতঃ পিতরং দৃষ্ট্বা মৃতং মাতৃকৃতেন বৈ।
রাজ্যমৃদ্ধং ন জগ্রাহ ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২১ ॥
পঞ্চবট্যাং বসন্রামো রাবণাবরজাং বনে।
শূর্পণখাং বিরূপাং বৈ চকারাতিস্মরাতুরাম্ ॥ ২২ ॥
খরাদয়স্তু তাং দৃষ্ট্বা ছিন্ননাসাং নিশাচরাঃ।
চক্রুঃ সংগ্রামমতুলং রামেণামিততেজসা ॥ ২৩ ॥
স জঘান খরাদীংশ্চ দৈত্যানতিবলান্বিতান্।
মুনীনাং হিতমন্বিচ্ছন্রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৪ ॥
গত্বা শূর্পণখা লঙ্কাং খরদূষণঘাতনম্।
দূষিতা কথয়ামাস রাবণায় চ রাঘবাৎ ॥ ২৫ ॥
সোঽপি শ্রুত্বা বিনাশং তং জাতঃ ক্রোধবশঃ খলঃ।
জগাম রথমারুহ্য মারীচস্যাশ্রমং তদা ॥ ২৬ ॥
কৃত্বা হেমমৃগং নেতুং প্রেষয়ামাস রাবণঃ।
সীতাপ্রলোভনার্থায় মায়াবিনমসম্ভবম্ ॥ ২৭ ॥
সোঽথ হেমমৃগো ভূত্বা সীতাদৃষ্টিপথং গতঃ।
মায়াবী চাতিচিত্রাঙ্গশ্চরন্ প্রবলমন্তিকে ॥ ২৮ ॥

একেন বরেণ ভরতায় রাজ্যং দ্বিতীয়েন বরেণার্থাদ্রামায় বনবাসং বব্রে ইত্যর্থঃ ॥১৮-২৬॥

স্মরণ পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২০ ॥ ভরত, নিজ মাতার নিমিত্ত পিতার মরণ দর্শন করিয়া, ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রিয় কামনায় সেই সুসমৃদ্ধ রাজ্য গ্রহণ করিলেন না ॥ ২১ ॥

রামচন্দ্র বন গমন করিয়া পঞ্চবটী নামক বিজন অরণ্যে বসতি করিলেন; অনন্তর, এক দিবস রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী শূর্পণখা কামাতুর হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলে কর্ণ ও নাসা ছেদন পূর্ব্বক তাহাকে বিরূপ করিয়া দিলেন ॥ ২২ ॥ তাহার নাসাচ্ছেদ দর্শন করিয়া খরদূষণাদি রাক্ষস সকল বিপুল বিক্রমশালী রামচন্দ্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিল ॥২৩॥ সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র মুনিগণের হিত কামনা করিয়া বহুতর সৈন্যসমন্বিত খরাদি নিশাচর-গণকে সসৈন্যে নিধন করিলেন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর শূর্পণখা লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক রাম হইতে আপনার নাসাচ্ছেদন এবং খরদূষণের নিধন বার্ত্তা রাবণকে নিবেদন করিল ॥ ২৫ ॥ ক্রূর-প্রকৃতি রাবণ, তাহাদের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল এবং সত্বর রথে আরোহণ করিয়া মারীচের আশ্রমে গমন করিল ॥ ২৬ ॥ রাবণ, সীতাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রলোভন জন্য সেই অদ্ভুত মায়াবী রাক্ষসকে হেমমৃগ রূপে পাঠাই

তং দৃষ্ট্বা জানকী প্রাহ রাঘবং দৈবনোদিতা।
চর্ম্মানয়স্ব কান্তেতি স্বাধীনপতিকা যথা॥ ২৯॥
অবিচার্য্যাথ রামোঽপি তত্র সংস্থাপ্য লক্ষ্মণম্।
সশরং ধনুরাদায় যযৌ মৃগপদানুগঃ॥ ৩০॥
সারঙ্গোঽপি হরিং দৃষ্ট্বা মায়াকোটিবিশারদঃ।
দৃশ্যাদৃশ্যো বভূবাথ জগাম চ বনান্তরম্॥ ৩১॥
গত্বা দূরতরং রামঃ ক্রোধাকৃষ্টধনুঃ পুনঃ।
জঘান চাতিতীক্ষ্ণেন শরেণ কৃত্রিমং মৃগম্॥ ৩২॥
মহতোঽতিবলাত্তেন চুক্রোশ ভৃশদুঃখিতঃ।
হা লক্ষ্মণ! হতোঽস্মীতি মায়াবী নশ্বরঃ খলঃ॥ ৩৩॥
স শব্দস্তুমুলস্তাবজ্জানক্যা সংশ্রুতস্তদা।
রাঘবস্যেতি সা মত্বা দীনা দেবরমব্রবীৎ॥ ৩৪॥
গচ্ছ লক্ষ্মণ! তূর্ণং ত্বং হতোঽসৌ রঘুনন্দনঃ।
ত্বামাহ্বয়তি সৌমিত্রে! সাহায্যং কুরু সত্বরম্॥ ৩৫॥

কৃত্বেতি। সীতাপ্রলোভনপ্রয়োজনায় তং হেমমৃগং কৃত্বা সীতাং নেতুমিত্যন্বয়ঃ। রামং দূরদেশং নেতুমিতি বা॥ ২৭—৩০॥
সারঙ্গো মৃগরূপঃ পশুঃ॥ ৩১—৩২॥
স মারীচো মৃগরূপস্তেন রামেণ নিহতোঽতিবলাচ্চুক্রোশ॥ ৩৩—৩৫॥

দিল॥ ২৭॥ মায়াবী মারীচ হেমমৃগের আকার ধারণ পূর্ব্বক জানকীর দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইল। অনন্তর, সেই চিত্রিতাঙ্গ কুরঙ্গ, সীতার সন্নিহিত স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল॥ ২৮॥ হেমমৃগের মনোহর তনুকান্তি অবলোকন করিয়া, সীতাদেবী দৈবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বাধীনপতিকা কামিনীর ন্যায় রামচন্দ্রকে কহিলেন, প্রভো! এই হৈমমৃগের চর্ম্ম আনয়ন কর॥ ২৯॥ দৈবনির্ব্বন্ধ বশত রামচন্দ্রও বিচার না করিয়াই লক্ষ্মণকে তথায় রাখিয়া ধনুঃশর গ্রহণ পূর্ব্বক মৃগের অনুগমন করিলেন॥ ৩০॥ কোটি মায়া-বিশারদ কুরঙ্গও রামরূপী হরিকে দর্শন করিয়া কখন দৃশ্য এবং কখন অদৃশ্য হইয়া একবন হইতে বনান্তরে গমন করিতে লাগিল॥ ৩১॥ রামচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, বহুদূর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধে শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরাসন দ্বারা সেই মায়ারূপী মৃগকে প্রহার করিলেন॥ ৩২॥ খলস্বভাব মায়াবী রাক্ষস অতি বেগে আহত ও অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া মৃত্যুকালে "হা লক্ষণ হত হইলাম" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল॥ ৩৩॥ সেই উচ্চতর তুমুল চীৎকার শব্দ জানকীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সেই স্বর রামচন্দ্রের

তত্রাহ লক্ষ্মণঃ সীতামম্ব ! রামবধাদপি ।
নাহং গচ্ছেঽদ্য মুক্ত্বা ত্বামসহায়ামিহাশ্রমে ॥ ৩৬ ॥
আজ্ঞা মে রাঘবস্যাত্র তিষ্ঠেতি জনকাত্মজে ! ।
তদতিক্রমভীতোঽহং ন ত্যজামি তবান্তিকম্‌ ॥ ৩৭ ॥
হৃতং বৈ রাঘবং দৃষ্ট্বা বনে মায়াবিনা কিল ।
ত্যক্ত্বা ত্বাং নাধিগচ্ছামি পদমেকং শুচিস্মিতে ! ॥ ৩৮ ॥
কুরু ধৈর্য্যং ন মন্যেঽদ্য রামং হন্তুং ক্ষমং ক্ষিতৌ ।
নাহং ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি বিলঙ্ঘ্য রামভাষিতম্‌ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রুদতী সুদতী প্রাহ তং তদা বিধিনোদিতা ।
অক্রূরা বচনং ক্রূরং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্‌ ॥ ৪০ ॥

রামবধাদপীতি। রামবধে জাতেঽপি ত্বামসহায়ামাশ্রমে মুক্ত্বাহং ন গচ্ছে। আত্মনেপদমার্ষম্‌। কিং পুনঃ রামে জীবতি সতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

হৃতং বৈ ইতি। যদা বধে জাতেঽপি ন গমিষ্যামি তদা হৃতমেব দূরদেশং প্রতি মায়াবিনেতি জ্ঞাত্বা কথং গমিষ্যামীতি ভাবঃ। যদ্বা রাঘবসদৃশং পরাক্রমিণং মায়াবিনা কেন চিদ্দৈত্যেন দুষ্টোপদ্রবযুক্তে তাদৃশে দেশে ত্বাং ত্যক্ত্বা পদমেকমপি নাধিগচ্ছামি ন গামিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

রামং হন্তুং ক্ষিতৌ ক্ষমঃ সমর্থস্তং ন মন্যে নৈব তাদৃশোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

মনে করিয়া দীনমনে দেবরকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র যাও, রঘুনন্দন বুঝি হত হইলেন ঐ শ্রবণ কর, "সৌমিত্রে! শীঘ্র আসিয়া আমার সাহায্য কর" এই বলিয়া তিনি তোমাকে আহ্বান করিতেছেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ তখন লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন, মাতঃ! আপনি এই আশ্রমে একাকিনী রহিয়াছেন, অতএব রামচন্দ্রের নিধন হইলেও আমি আপনাকে ছাড়িয়া এস্থান হইতে গমন করিতে পারিব না ॥ ৩৬ ॥ জনকনন্দিনি! রামচন্দ্র আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তুমি এই স্থানে থাক, আমি যদি আপনার সন্নিধান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করি, তবে তাঁহার সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, অতএব আমি সেই ভয়েই এই স্থান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ৩৭ ॥ বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে কোনও মায়াবী এই স্থান হইতে রামচন্দ্রকে লইয়া গিয়াছে, অতএব আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া একপাদও গমন করিতে পারিব না ॥৩৮॥ আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন, আমি বিবেচনা করি, এই অবনীতলে কোন ব্যক্তিই রামচন্দ্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে; আমি রামের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এস্থান হইতে কোনমতেই গমন করিব না ॥ ৩৯ ॥

অহং জানামি সৌমিত্রে ! সানুরাগঞ্চ মাং প্রতি ।
প্রেরিতং ভরতেনৈব মদর্থমিহ সঙ্গতম্ ॥ ৪১ ॥
নাহং তথাবিধা নারী স্বৈরিণী কুহকাধম ! ।
মৃতে রামে পতিং ত্বাং ন কর্ত্তুমিচ্ছামি কামতঃ ॥ ৪২ ॥
নাগমিষ্যতি চেদ্রামো জীবিতং সংত্যজাম্যহম্ ।
বিনা তেন ন জীবামি বিধুরা দুঃখিতা ভৃশম্ ॥ ৪৩ ॥
গচ্ছ বা তিষ্ঠ সৌমিত্রে ! ন জানেঽহং তবেপ্সিতম্ ।
ক গতং তেঽত্র সৌহার্দ্দং জ্যেষ্ঠে ধর্ম্মরতে কিল ॥ ৪৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা লক্ষ্মণো দীনমানসঃ ।
প্রোবাচ রুদ্ধকণ্ঠস্তু তাং তদা জনকাত্মজাম্ ॥ ৪৫ ॥
কিমাত্থ ক্ষিতিজে ! বাক্যং ময়ি ক্রূরতরং কিল ।
কিং বদস্যত্যনিষ্টং তে ভাবি জানে ধিয়া হ্যহম্* ॥ ৪৬ ॥

মদর্থং মৎপ্রাপ্ত্যর্থম্ ॥ ৪১ ॥
হে কুহক ! হে অধম । স্বৈরিণী কুলটা ॥ ৪২—৪৫ ॥
কিং বদসীতি । এতাদৃশবদনেন তেঽত্যনিষ্টং ভবতীত্যাহং ধিয়া জানে জানামি ॥ ৪৬

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! তখন সুদতী রাম-যুবতী ক্রূরস্বভাবা না হইলেও দৈবনির্ব্বন্ধ বশত রোদন করিতে করিতে নিষ্ঠুর বচনে নির্ম্মল-চিত্ত লক্ষ্মণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০ ॥ সুমিত্রা-নন্দন ! তুমি যে আমার প্রতি অনুরাগী তাহা আমি জানি, তুমি ভরত-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত আমাদের সহিত এখানে মিলিত হইয়াছ, তাহাও আমি বিলক্ষণ অবগত আছি ॥৪১॥ রে মায়াবিন্ ক্ষত্রিয়াধম ! আমি সেরূপ স্বেচ্ছাচারিণী রমণী নহি, রামচন্দ্র নিহত হইলে আমি কদাচই স্বেচ্ছাক্রমে তোমাকে পতি করি না ॥ ৪২ ॥ যদি রামচন্দ্র, ফিরিয়া না আইসেন, তবে আমি নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জ্জন করিব ; আমি রামচন্দ্র ব্যতিরেকে অত্যন্ত শোকার্ত্তা ও দুঃখিতা হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে কদাচই সমর্থ হইব না ॥ ৪৩ ॥ সৌমিত্রে ! তুমি এখন যাও বা থাক, তাহাতে আর আমি কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু তোমার মনে কি আছে তাহা আমি জানি না ; কিন্তু, এইমাত্র বলিতে চাই যে ধর্ম্মনিরত জ্যেষ্ঠের প্রতি তোমার যে সৌহার্দ্দ্য ছিল তাহা এখন কোথায় গেল ? ॥ ৪৪ ॥

* বিধিনা প্রেরিতা ত্রবে ময়ি ত্বং দারুণং বচঃ । অকল্যাণমহং মন্যে ভ্রাতুর্মম চ তেঽনঘে ! ॥
বাগ্বাণণোদিতো যামি ত্যক্ত্বা ত্বাং রঘুনন্দনম্ । ন দোষোঽস্ত্যত্র বৈদেহি ! ভবিতব্যং শুভাশুভে ॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥

ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ বীরস্তাং ত্যক্ত্বা প্ররুদন্ ভৃশম্।
অগ্রজস্য পদং পশ্যন্ শোকার্ত্তঃ পৃথিবীপতে! ॥ ৪৭ ॥
গতেঽথ লক্ষ্মণে তত্র রাবণঃ কপটাকৃতিঃ।
ভিক্ষুবেষং ততঃ কৃত্বা প্রবিবেশ তদাশ্রমে ॥ ৪৮ ॥
জানকী তং যতিং মত্বা দত্ত্বার্ঘ্যং বন্যমাদরাৎ।
ভৈক্ষ্যং সমর্পয়ামাস রাবণায় দুরাত্মনে ॥ ৪৯ ॥
তাং পপ্রচ্ছ স দুষ্টাত্মা নম্রপূর্ব্বং মৃদুস্বরঃ।
কাসি পদ্মপলাসাক্ষি! বনে চৈকাকিনী প্রিয়ে! ॥ ৫০ ॥
পিতা কস্তেঽথ বামোরু! ভ্রাতা কঃ কঃ পতিস্তব।
মূঢ়েবৈকাকিনী চাত্র স্থিতাসি বরবর্ণিনী ॥ ৫১ ॥
নির্জ্জনে বিপিনে কিং ত্বং সৌধার্হা ত্বমসি প্রিয়ে!।
উটজে মুনিপত্নীব দেবকন্যাসমপ্রভা ॥ ৫২ ॥

অগ্রজস্য রামস্য পদং পদচিহ্নং ভূম্যাং পশ্যংস্তেন মার্গেণ যযাবিত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫১
সৌধার্হা সৌধযুক্তমহাগৃহে বস্তুমর্হা ॥ ৫২ ॥

সীতাদেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অত্যন্ত দুঃখিতচিত্ত হইলেন এবং অন্তর্বাষ্পে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া সীতাকে কহিলেন, অযোনিজে! আপনি আমাকে ক্রূরতর নিষ্ঠুর বাক্য কেন বলিতেছেন? এরূপ অযোগ্য বাক্য বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পষ্টই জানিতে পারিতেছি যে আপনার শীঘ্রই অতিশয় অনিষ্ট সংঘটন হইবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ রাজন্! এই বলিয়া তেজস্বী লক্ষ্মণ সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় রোদন করিতে করিতে বহির্গত হইলেন এবং শোকার্ত্ত হইয়া অগ্রজের পাদচিহ্ন দর্শন করিয়া সেই মার্গে গমন করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥ এদিকে লক্ষ্মণ গমন করিলে রাবণ, কপট ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিল ॥ ৪৮ ॥ জানকী দুরাত্মা রাবণকে যোগী মনে করিয়া আদর পূর্ব্বক অর্ঘ্য ও বন্যফল প্রদান করিলেন ॥ ৪৯ ॥ দুষ্টাত্মা রাবণ সীতাকে নম্রভাবে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, সুন্দরি! তোমার লোচন পদ্মপলাশের ন্যায় মনোহর, অতএব তোমাকে সামান্যা রমণী বলিয়া বোধ হইতেছে না, তুমি একাকিনী এই বিজন বনমধ্যে বাস করিতেছ, কেন? হে বামোরু! তোমার পিতা কে? এবং তোমার ভ্রাতা ও পতিই বা কে? তুমি বরবর্ণিনী হইয়া মুগ্ধবুদ্ধি রমণীর ন্যায় একাকিনী এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছ কেন? সুন্দরি! তুমি সুধাধবলিত গৃহে বাস করিবার উপযুক্ত; তুমি কি জন্য দেবকন্যার ন্যায় প্রভাজালে পরিশোভিত হইয়াও মুনিপত্নীর ন্যায় এই বিজন বিপিন মধ্যে পর্ণ কুটীরে বাস করিতেছ? ॥ ৫০—৫২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ বিদেহজা।
দিব্যং দিষ্ট্যা যতিং জ্ঞাত্বা মন্দোদর্য্যাঃ পতিং তদা ॥ ৫৩ ॥
রাজা দশরথঃ শ্রীমাংশ্চত্বারস্তস্য বৈ সুতাঃ।
তেষাং জ্যেষ্ঠঃ পতির্ম্মেঽস্তি রামনামেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৫৪ ॥
বিবাসিতোঽথ কৈকেয্যা কৃতে ভূপতিনা বনে।
চতুর্দ্দশ সমা রামো বসতেঽত্র সলক্ষ্মণঃ ॥ ৫৫ ॥
জনকস্য সুতা চাহং সীতানাম্নীতি বিশ্রুতা।
ভংক্ত্বা শৈবং ধনুঃ কামং রামেণাহং বিবাহিতা ॥ ৫৬ ॥
রামবাহুবলেনাত্র বসামো নির্ভয়া বনে।
কাঞ্চনং মৃগমালোক্য হন্তুং মে নির্গতঃ পতিঃ ॥ ৫৭ ॥
লক্ষ্মণোঽপি পুনঃ শ্রুত্বা রবং ভ্রাতুর্গতোঽধুনা।
তয়োর্ব্বাহুবলাদত্র নির্ভয়াহং বসামি বৈ ॥ ৫৮ ॥
ময়েদং কথিতং সর্ব্বং বৃত্তান্তং বনবাসজম্।
তেঽত্রাগত্যার্হণাং তে বৈ করিষ্যন্তি যথাবিধি ॥ ৫৯ ॥
যতির্বিষ্ণুস্বরূপোঽসি তস্মাত্ত্বং পূজিতো ময়া।
আশ্রমো বিপিনে ঘোরে কৃতোঽস্তি রাক্ষসংকুলে ॥ ৬০ ॥

দিব্যং দিষ্ট্যেতি। মন্দোদর্য্যাঃ পতিং রাবণং দিষ্ট্যা প্রারব্ধবশেন যতিং দিব্যং জ্ঞাত্বা ॥ ৫৩—৫৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, জনকতনয়া মন্দোদরীপতি রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ভাগ্যবশে তাহাকে দিব্য যোগী মনে করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৫৩॥ আপনি শুনিয়া থাকিবেন অযোধ্যানগরীতে দশরথ নামে সমৃদ্ধি সম্পন্ন এক রাজা আছেন। তাঁহার চারিপুত্র, তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যিনি রামনামে বিখ্যাত, তিনিই আমার পতি। রাজা কৈকেয়ীকে বর দিয়া ছিলেন, তাহা দ্বারাই রামচন্দ্র চতুর্দ্দশবর্ষ বনে নির্বাসিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত এই বনে বাস করিতেছেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ আমি জনক রাজার দুহিতা আমার নাম সীতা, রামচন্দ্র শিবশরাশন ভগ্ন করিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥ আমি রামচন্দ্রের বাহুবলেই এই বিজন বনে নির্ভয়ে বাস করিতেছি, কাঞ্চন মৃগ অবলোকন করিয়া আমার নিমিত্ত সেই মৃগকে মারিবার জন্য তিনি এখান হইতে নির্গত হইয়াছেন ॥৫৭॥ লক্ষণও তাঁহার স্বর শুনিয়া এখনি গমন করিলেন, যোগিবর! আমি সেই দুই জনের বাহুবলেই এই স্থানে বাস করিতেছি ॥ ৫৮ ॥ আমি আপনার নিকট বনবাসের বৃত্তান্ত সমস্তই

তস্মাত্ত্বাং পরিপৃচ্ছামি সত্যং ব্রূহি মমাগ্রতঃ।
কোঽসি ত্রিদণ্ডিরূপেণ বিপিনে ত্বং সমাগতঃ॥ ৬১॥

রাবণ উবাচ।

লঙ্কেশোঽহং মরালাক্ষি! শ্রীমান্মন্দোদরীপতিঃ।
ত্বৎকৃতে তু কৃতং রূপং ময়েত্থং শোভনাকৃতে!॥ ৬২॥
আগতোঽহং বরারোহে ভগিন্যা প্রেরিতোঽত্র বৈ।
জনস্থানে হতৌ শ্রুত্বা ভ্রাতরৌ খরদূষণৌ॥ ৬৩॥
অঙ্গীকুরু নৃপং মাং ত্বং ত্যক্ত্বা তং মানুষং পতিম্।
হৃতরাজ্যং গতশ্রীকং নির্ধনং বনবাসিনম্॥ ৬৪॥
পট্টরাজ্ঞী ভব ত্বং মে মন্দোদর্য্যুপরি স্ফুটম্।
দাসোঽস্মি তব তন্বঙ্গি! স্বামিনী ভব ভামিনি!॥ ৬৫॥
জেতাহং লোকপালানাং পতামি তব পাদয়োঃ।
করং গৃহাণ মেঽদ্য ত্বং সনাথং কুরু জানকি!॥ ৬৬॥

(যতেঃ পরিচয়মিচ্ছন্তী প্রাহ যতিরিতি॥ ৬০॥
তস্মাদিতি। তস্মাৎ রাক্ষসসঙ্কুলবিজনারণ্যে আশ্রমকরণাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ। রাক্ষসানামীদৃশবেশেনাগমনসম্ভবাৎ পরিপৃচ্ছামীতিভাবঃ॥ ৬১॥
সীতাং বশীকর্ত্তুং রাবণঃ স্বীয়ৈশ্বর্য্যং প্রকটয়ন্নাহ লঙ্কেশোঽহমিতি)॥ ৫২॥

বলিলাম; এক্ষণে তাঁহারা আগমন করিয়া আপনার যথাবিধি পূজা করিবেন॥ ৫৯॥ যতি ব্যক্তি বিষ্ণু স্বরূপ, সেই হেতু আমি আপনার পূজা করিলাম। যোগিবর! এই রাক্ষসপরিসেবিত ঘোরতর অরণ্যমধ্যে আমাদিগের আশ্রম, এই নিমিত্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার নিকট সত্য করিয়া বলুন, ত্রিদণ্ডিরূপে এই বনমধ্যে আগমন করিলেন, অতএব আপনি কে?॥ ৬০—৬১॥

রাবণ কহিল, কুটিলনয়নে! আমি মন্দোদরীর স্বামী শ্রীমান্ লঙ্কেশ্বর, শোভনে! তোমার নিমিত্তই আমি এই যতিবেশ ধারণ করিয়াছি॥ ৬২॥ সুন্দরি! জনস্থানে খরদূষণ নামক ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হইয়াছে বলিয়া ভগিনী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি এখানে আগমন করিয়াছি॥ ৬৩॥ এক্ষণে তুমি হতরাজ্য শ্রীহীন, ধনহীন ও বনবাসী মানুষ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা কর। হে তন্বঙ্গি! আমি রাজাধিরাজ রাবণ, তুমি মন্দোদরীর উপরি পরিস্ফুটরূপে পট্টমহিষী হও, আমি তোমার দাস, তুমি এক্ষণে আমার স্বামিনী হও॥ ৬৪—৬৫॥ জনকনন্দিনি! আমি লোকপালগণের জেতা হইয়াও তোমার চরণ কমলতলে নিপতিত হইতেছি তুমি আমায় অঙ্গীকার করিয়া আমাকে কৃতার্থ ও চরিতার্থ

পিতা তে যাচিতঃ পূর্ব্বং ময়া বৈ ত্বৎকৃতেঽবলে ! ।
জনকো মামুবাচেত্থং পণবন্ধো ময়া কৃতঃ ॥ ৬৭ ॥
রুদ্রচাপভয়ান্নাহং সম্প্রাপ্তস্তু স্বয়ংবরে ।
মনো মে সংস্থিতং তাবন্নিমগ্নং বিরহাতুরম্ ॥ ৬৮ ॥
বনেঽত্র সংস্থিতাং শ্রুত্বা পূর্ব্বানুরাগমোহিতঃ ।
আগতোঽস্ম্যসিতাপাঙ্গি ! সফলং কুরু মে শ্রমম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে রামায়ণবর্ণনং নাম অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

রুদ্রচাপভয়াদিতি। মমারাধ্যো যো রুদ্রস্তস্য চাপভঙ্গে ময়া কৃতে তস্যাবমানো ভবিষ্যতীতি হেতোর্ম্ময়া স্বয়ংবরে নাগতং ন পুনর্মম বলং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬৮—৬৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

কর ॥ ৬৬ ॥ পূর্ব্বে আমি তোমার জনক জনকরাজের নিকট তোমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি কহিয়াছিলেন যে, আমি ধনুর্ভঙ্গরূপ পণবন্ধন করিয়াছি। ভগবান্ রুদ্রদেব আমার গুরু, তাঁহার শরাশন ভগ্ন করিতে হইবে এই ভয়ে আমি তোমার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই, কিন্তু তদবধিই আমার মন তোমার বিরহসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। হে অসিতাপাঙ্গি ! তুমি এই বনে অবস্থিতি করিতেছ ইহা শ্রবণ করিয়া সেই পূর্ব্বানুরাগে বিমোহিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার এই পরিশ্রম সফল কর ॥ ৬৭—৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রব্রত প্রসঙ্গে রামায়ণবর্ণন নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য বচো দুষ্টং জানকী ভয়বিহ্বলা।
বেপমানা স্থিরং কৃত্বা মনো বাচমুবাচ হ ॥ ১ ॥
পৌলস্ত্য! কিমসদ্বাক্যং ত্বমাত্থ স্মরমোহিতঃ।
নাহং বৈ স্বৈরিণী কিন্তু জনকস্য কুলোদ্ভবা ॥ ২ ॥
গচ্ছ লঙ্কাং দশাস্য! ত্বং রামস্ত্বাং বৈ হনিষ্যতি।
মৎকৃতে মরণং তত্র ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা পর্ণশালায়াং গতা সা বহ্নিসন্নিধৌ।
গচ্ছ গচ্ছেতি বদতী রাবণং লোকরাবণম্ ॥ ৪ ॥
সোঽথ কৃত্বা নিজং রূপং জগামোটজমন্তিকম্।
বলাজ্জগ্রাহ তাং বালাং রুদতীং ভয়বিহ্বলাম্ ॥ ৫ ॥
রামরামেতি ক্রন্দন্তীং লক্ষ্মণেতি মুহুর্মুহুঃ।
গৃহীত্বা নির্গতঃ পাপো রথমারোপ্য সত্বরঃ ॥ ৬ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈঃ সীতাহৃতেঃ পরম্।
রামঃ শোকং চকারেতি ভণ্যতে বিস্তরাদিহ।

রাবণবাক্যশ্রবণোত্তরং যজ্জাতং তদাহ তদাকর্ণ্যেতি ॥ ১—৩ ॥
বহ্নিসন্নিধাবগ্নিহোত্রসম্বন্ধিগার্হপত্যসন্নিধৌ। লোকান্ দুঃখাদিনা রাবয়তি স লোকরাবণঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, জানকী সেই দুষ্টবাক্য শ্রবণানন্তর ভয়ে বিহ্বল ও কম্পমান হইয়া চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। পৌলস্ত্যকুল-তিলক! তুমি স্মরমোহিত হইয়া এরূপ অসদ্বাক্য কেন বলিতেছ? আমি জনকের কুলে উৎপন্ন হইয়াছি অতএব স্বেচ্ছাচারিণী নহি ॥ ১—২ ॥ দশানন! তুমি সত্বর লঙ্কায় গমন কর, নতুবা রামচন্দ্র তোমার প্রাণ বিনাশ করিবেন, আমার নিমিত্ত তোমার মৃত্যু হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ এই বলিয়া সীতাদেবী, "যাও যাও" বলিতে বলিতে অগ্নিহোত্র গৃহস্থিত গার্হপত্য অগ্নি সন্নিধানে গমন করিলেন। যাঁহার দৌর্জ্জন্যজনিত ক্লেশ পরম্পরায় লোক সকল ত্রাহি ত্রাহি রবে চীৎকার করিতে থাকে, সেই দুষ্টবুদ্ধি রাবণ, স্বকীয় বেশ ধারণ পূর্ব্বক কুটীর নিকটে গমন করিয়া, ক্রন্দনশীলা বালা ও ভয়-বিহ্বলা জানকীয়ে ধারণ করিল ॥ ৪—৫ ॥ সীতা

গচ্ছন্নরুণপুত্রেণ মার্গে রুদ্ধো জটায়ুষা ।
সংগ্রামোঽভূন্মহারৌদ্রস্তয়োস্তত্র বনান্তরে ॥ ৭ ॥
হত্বা তং তাং গৃহীত্বা চ গতোঽসৌ রাক্ষসাধিপঃ ।
লঙ্কায়াং ক্রন্দতী তাত ! কুররীব দুরাত্মনা ॥ ৮ ॥
অশোকবনিকায়াং সা স্থাপিতা রাক্ষসীযুতা ।
স্ববৃত্তান্নৈব চলিতা সামদানাদিভিঃ কিল ॥ ৯ ॥
রামোঽপি তং মৃগং হত্বা জগামাদায় নির্বৃতঃ ।
আয়ান্তং লক্ষ্মণং বীক্ষ্য কিং কৃতং তেঽনুজাসমম্ ॥ ১০ ॥
একাকিনীং প্রিয়াং হিত্বা কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ ।
শ্রুত্বা স্বনন্তু পাপস্য রাঘবস্ত্বব্রবীদিদম্ ॥ ১১ ॥
সৌমিত্রিস্ত্বব্রবীদ্বাক্যং সীতাবাগ্‌বাণতাড়িতঃ ।
প্রভোঽত্রাহং সমায়াতঃ কালযোগান্ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥
তদা তৌ পর্ণশালায়াং গত্বা বীক্ষ্যাতিদুঃখিতৌ ।
জানক্যন্বেষণে যত্নমুভৌ কর্ত্তুং সমুদ্যতৌ ॥ ১৩ ॥

নিজং রাক্ষসরূপম্ ॥ ৫—৭ ॥
তং জটায়ুষং হত্বা তাং জানকীঞ্চ গৃহীত্বা গত ইত্যন্বয়ঃ । লঙ্কায়ামিত্যস্যোত্তরেণান্বয়ঃ । দুরাত্মনা লঙ্কায়ামশোকবনিকায়াং কুররীব ক্রন্দতী স্থাপিতেত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥
হে অনুজ লক্ষ্মণ ! অসমং বিষমম্ ॥ ১০ ॥

রাম রাম ও লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, পাপমতি রাবণ তাঁহাকে ধরিয়া সত্বর রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে নির্গত হইল ॥ ৬ ॥ পথিমধ্যে অরুণপুত্র জটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই বনমধ্যে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল, দুষ্টবুদ্ধি রাক্ষসেশ্বর রাবণ তাহাকে বিনাশ করিল। সেই দুরাত্মা সীতারে গ্রহণ করিয়া লঙ্কায় গমন করিল। অনন্তর, সীতা কুররীর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলে রাবণ তাঁহাকে রাক্ষসী-গণে পরিবেষ্টিত করিয়া অশোক-বনমধ্যে রাখিয়া দিল। লঙ্কাপতি সীতাকে অনেক সান্ত্বনা প্রয়োগ পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য দানাদির প্রলোভন দেখাইল, কিন্তু তিনি কিছুতেই নিজ নির্ম্মল ও পবিত্র চরিত্র হইতে বিচলিত হইলেন না ॥ ৭—৯ ॥

এদিকে রামচন্দ্র, সেই মৃগকে বধ করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক সুস্থির চিত্তে আগমন করিতে-ছেন, এমত সময়ে লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি কি বিষম কর্ম্মই করিয়াছ, তুমি পাপিষ্ঠ মায়াবীর স্বর শ্রবণ করিয়া একাকিনী প্রেয়সীরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানে আগমন করিলে কেন? লক্ষ্মণ কহিলেন, প্রভো! আমি সীতাদেবীর বাক্যবাণে বিতাড়িত হইয়া দৈব বশতই এখানে আগমন করিয়াছি, সন্দেহ নাই ॥ ১০—১২ ॥ তখন

মার্গমাণৌ তু সম্প্রাপ্তৌ যত্রাসৌ পতিতঃ খগঃ।
জটায়ুঃ প্রাণশেষস্তু পতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৪ ॥
তেনোক্তং রাবণেনাদ্য হৃতাসৌ জনকাত্মজা।
ময়া নিরুদ্ধঃ পাপাত্মা পাতিতোঽহং মৃধে পুনঃ ॥ ১৫ ॥
ইত্যুক্ত্বাসৌ গতপ্রাণঃ সংস্কৃতো রাঘবেণ বৈ।
কৃত্বৌর্দ্ধদৈহিকং রামলক্ষ্মণৌ নির্গতৌ ততঃ ॥ ১৬ ॥
কবন্ধং ঘাতয়িত্বাসৌ শাপাচ্চামোচয়ৎপ্রভুঃ।
বচনাত্তস্য হরিণা সখ্যং চক্রেঽথ রাঘবঃ ॥ ১৭ ॥
হত্বা চ বালিনং বীরং কিষ্কিন্ধারাজ্যমুত্তমম্।
সুগ্রীবায় দদৌ রামঃ কৃতসখ্যায় কার্য্যতঃ ॥ ১৮ ॥
তত্রৈব বার্ষিকান্মাসাংস্তস্থৌ লক্ষ্মণসংযুতঃ।
চিন্তয়ন্ জানকীং চিত্তে দশাননহৃতাং প্রিয়াম্ ॥ ১৯ ॥
লক্ষ্মণং প্রাহ রামস্তু সীতাবিরহপীড়িতঃ।
সৌমিত্রে! কৈকয়সুতা জাতা পূর্ণমনোরথা ॥ ২০ ॥

শ্রুত্বেতি। পাপস্য দুষ্টস্য মারীচেঃ স্বনং শ্রুত্বা প্রিয়ামেকাকিনীং হিত্বা কিমর্থং ত্বমিহাগত ইতীদং রাঘবোঽব্রবীৎ ॥ ১১—১৩ ॥
পাতিতস্তেনেতি শেষঃ ॥ ১৫—১৬ ॥
তস্য কবন্ধস্য। হরিণা বানরেণ সুগ্রীবেণ ॥ ১৭—২০ ॥

তাঁহারা দুইজনে পর্ণশালায় গমন করিয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৩ ॥ রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে, প্রাণমাত্রাবশিষ্ট খগরাজ জটায়ু যেখানে পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত রহিয়াছেন, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥ জটায়ু কহিলেন, অদ্য লঙ্কেশ্বর রাবণ, সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি সেই পাপাত্মাকে রোধ করিয়াছিলাম তাহাতে সে আমার সহিত সংগ্রাম করিয়া অস্ত্রাঘাতে আমাকে অবনীতলে পাতিত করিয়াছে। এই বলিয়া পক্ষিরাজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে রামচন্দ্র তাঁহার দেহসৎকার ও ঔর্দ্ধদৈহিক কর্ম্ম সমাধা করিলেন, তদনন্তর উভয়েই সেই স্থান হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৫—১৬ ॥ অনন্তর, প্রভু রামচন্দ্র কবন্ধকে নিপাতিত করিয়া তাহাকে শাপ হইতে বিমোচিত করিলেন এবং তাহারই বাক্যে বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাবন্ধনে সম্বদ্ধ হইলেন ॥ ১৭ ॥ তৎপরে রামচন্দ্র কার্য্যবশত বালীকে বিনাশ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য নববন্ধু সুগ্রীবকে প্রদান করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত সীতার বিষয় নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে বর্ষা চারি মাস লক্ষ্মণের সহিত সেই স্থানেই অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৯ ॥ রামচন্দ্র

ন প্রাপ্তা জানকী নূনং নাহং জীবামি তাং বিনা।
নাগমিষ্যাম্যযোধ্যায়াম্তে জনকনন্দিনীম্ ॥ ২১ ॥
গতং রাজ্যং বনে বাসো মৃতস্তাতো হৃতা প্রিয়া।
পীড়য়ন্মাং স দুষ্টাত্মা দৈবোঽগ্রে কিং করিষ্যতি ॥ ২২ ॥
দুর্জ্ঞেয়ং ভবিতব্যং হি প্রাণিনাং ভরতানুজ !।
আবয়োঃ কা গতিস্তাত ! ভবিষ্যতি সুদুঃখদা ॥ ২৩ ॥
প্রাপ্য জন্ম মনোর্ব্বংশে রাজপুত্রাবুভৌ কিল।
বনেঽতিদুঃখভোক্তারৌ জাতৌ পূর্ব্বকৃতেন চ ॥ ২৪ ॥
ত্যক্ত্বা ত্বমপি ভোগাংস্তু ময়া সহ বিনির্গতঃ।
দৈবযোগাচ্চ সৌমিত্রে ! ভুঙ্‌ক্ষ্ব দুঃখং দুরত্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥
ন কোঽপ্যস্মৎকুলে পূর্ব্বং মৎসমো দুঃখভাঙ্ নরঃ।
অকিঞ্চনোঽক্ষমঃ ক্লিষ্টো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥
কিং করোম্যদ্য সৌমিত্রে ! মগ্নোঽস্মি দুঃখসাগরে।
ন চাস্তি তরণোপায়ো হ্যসহায়স্য মে কিল ॥ ২৭ ॥

(ন প্রাপ্তেতি। সীতায়ত্তজীবিতত্বাৎ তাং বিনা ন জীবামীতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥
গতমিতি। রাজ্যভ্রংশাদিনা কষ্টস্যাবশেষো ন রক্ষিতঃ। ন জানে অতঃপরং দৈবং কিং কষ্টাৎ কষ্টতরমস্মাকং পাতয়িষ্যতি যতঃ স দুষ্টাত্মেতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥
পূর্ব্বমস্য প্রতীকারো নাস্তীত্যাহ। দুর্জ্ঞেয়মিতি ॥ ২৩ ॥
সুখাভ্যস্তস্য দুঃখভোগঃ অতিশয়ক্লেশকর ইত্যাহ প্রাপ্য জন্মেতি ॥ ২৪—২৬ ॥

সীতার বিরহে একান্ত পরিপীড়িত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে ! কেকয়রাজ-তনয়ার মনোরথ এখন পরিপূর্ণ হইল ॥২০॥ জানকীরে আর পাওয়া যাইবে না, জানকী ব্যতিরেকে আমিও অযোধ্যায় গমন করিব না দেখ, জানকী ব্যতিরেকে আমি প্রাণ ধারণ করিতেও সমর্থ হইব না ॥ ২১ ॥ রাজ্য গেল, বনে বসতি হইল, পিতা প্রাণত্যাগ করিলেন, প্রিয়াকেও হারাইলাম ; দুষ্টাত্মা দৈব, এখন আমাকেত এইরূপ পীড়া দিতেছে, পরে যে কি করিবে, তাহা আমি এখন কিরূপে বলিব ? ॥ ২২ ॥ বৎস লক্ষ্মণ ! ভবিতব্য প্রাণিগণের অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ইহার পর আমাদিগের যে কি হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না ॥ ২৩ ॥ দেখ, আমরা উভয়ে মনুর বংশে রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে বনবাসের দুঃখভাগী হইলাম ॥ ২৪ ॥ লক্ষ্মণ ! তুমিও দৈবযোগে রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সহিত নির্গত হইয়াছ, এক্ষণে আমার সহিত দুস্তর দুঃখরাশি ভোগ করিতে থাক ॥ ২৫ ॥ আমাদের কুলে পূর্ব্বে আমার মত দুঃখভাগী কখনও কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই, কেবল আমাদিগের কুলের কথা কেন আমার ন্যায় ক্লেশযুক্ত, অক্ষম ও অকিঞ্চন

ন বিত্তং ন বলং বীর ! ত্বমেকঃ সহচারকঃ।
কোপং কস্মিন্ করোম্যদ্য ভোগেঽস্মিন্ স্বকৃতেঽনুজ ! ॥২৮॥
গতং হস্তগতং রাজ্যং ক্ষণাদিন্দ্রসভোপমম্।
বনে বাসস্তু সম্প্রাপ্তঃ কো বেদ বিধিনির্ম্মিতম্ ॥ ২৯ ॥
বালভাবাচ্চ বৈদেহী চলিতা চাবয়োঃ সহ।
নীতা দৈবেন দুষ্টেন শ্যামা দুঃখতরাং দশাম্ ॥ ৩০ ॥
লঙ্কেশস্য গৃহে শ্যামা কথং দুঃখং ভবিষ্যতে।
পতিব্রতা সুশীলা চ ময়ি প্রীতিযুতা ভৃশম্ ॥ ৩১ ॥
ন চ লক্ষ্মণ ! বৈদেহী সা তস্য বশগা ভবেৎ।
স্বৈরিণীব বরারোহা কথং স্যাজ্জনকাত্মজা ॥ ৩২ ॥
ত্যজেৎ প্রাণান্নিয়ন্তৃত্বে মৈথিলী ভরতানুজ !।
ন রাবণস্য বশগা ভবেদিতি সুনিশ্চিতম্ ॥ ৩৩ ॥
মৃতা চেজ্জানকী বীর ! প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্।
মৃতা চেদসিতাপাঙ্গী কিং মে দেহেন লক্ষ্মণ ! ॥ ৩৪ ॥

অকিঞ্চনস্য মে নাস্তি কোঽপ্যুপায় ইত্যত আহ কিং করোমীতি ॥ ২৭—৩০ ॥)
কথং দুঃখং ভবিষ্যতীত্যনুভবিষ্যতীত্যর্থঃ। তন্ন বেদ্ম্যহমিতি শেষঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

ব্যক্তি কথন হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ২৬ ॥ সৌমিত্রে ! আমি দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলাম, আমার সহায় নাই, অন্য কোন উপায়ও নাই, আমি এখন কি করিব ? ॥২৭॥ আমার বল নাই, বিত্ত নাই, হে বীর ! তুমিই কেবল আমার একমাত্র সহচর, ভাই ! এই নিজকৃত কর্ম্মভোগে আমি কাহার উপর কোপ করিব ॥ ? ২৮ ॥ হায় ! ইন্দ্রসভাসদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হস্তগত রাজ্য ক্ষণকাল মধ্যে হারাইয়া বনবাস প্রাপ্ত হইলাম, লক্ষ্মণ ! বিধি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম কোন্ ব্যক্তি অবগত হইতে পারে ? ॥২৯॥ আহা ! কোমলাঙ্গী বৈদেহী বালস্বভাববশে আমাদের সহিত বনে আসিল, দুর্দ্দান্ত দৈব সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনোরমা কামিনীকে দুস্তর দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিল ॥ ৩০ ॥ সেই শ্যামা জনকনন্দিনী আমার প্রতি অত্যন্তই প্রীতিমতী, তিনি সততই সাধুচরিত্রা ও পতিব্রতা, অতএব লঙ্কেশ্বরের গৃহে কিরূপে দুঃখভোগে সমর্থ হইবেন ? ॥ ৩১ ॥ লক্ষ্মণ ! সীতাদেবী কথনই রাবণের বশবর্ত্তিনী হইবেন না, সেই বরবর্ণিনী পতিব্রতা জনকনন্দিনী কিরূপে স্বৈরিণীর ন্যায় আচরণ করিতে সমর্থ হইবেন ? ॥ ৩২ ॥ লক্ষ্মণ ! তুমি নিশ্চয় জানিও যে রাবণ আপনার প্রভুত্ব বলে যদি জনকজার প্রতি বল প্রয়োগ করে, তবে সীতা বরং প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন তথাপি তাহার বশবর্ত্তিনী হইবেন না ॥ ৩৩ ॥ লক্ষ্মণ ! জানকী যদি জীবন বিসর্জ্জন করেন তবে আমি নিশ্চয়ই

এবং বিলপমানং তং রামং কমললোচনম্ ।
লক্ষ্মণঃ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা সান্ত্বয়ন্নৃতয়া গিরা ॥ ৩৫ ॥
ধৈর্য্যং কুরু মহাবাহো ! ত্যক্ত্বা কাতরতামিহ ।
আনয়িষ্যামি বৈদেহীং হত্বা তং রাক্ষসাধমম্ ॥ ৩৬ ॥
আপদি সম্পদি তুল্যা ধৈর্য্যাদ্ভবন্তি তে ধীরাঃ ।
অল্পধিয়স্তু নিমগ্নাঃ কষ্টে ভবন্তি বিভবেঽপি ॥ ৩৭ ॥
সংযোগো বিপ্রযোগশ্চ দৈবাধীনাবুভাবপি ।
শোকস্তু কীদৃশস্তত্র দেহেঽনাত্মনি চ ক্বচিৎ ॥ ৩৮ ॥
রাজ্যাদ্যথা বনে বাসো বৈদেহ্যা হরণং যথা ।
তথা কালে সমীচীনে সংযোগোঽপি ভবিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥
প্রাপ্তব্যং সুখদুঃখানাং ভোগান্নিবর্ত্তনং ক্বচিৎ ।
নান্যথা জানকীজানে ! তস্মাচ্ছোকং ত্যজাধুনা ॥ ৪০ ॥

নিয়ন্তৃত্বে রাবণেন নিয়ন্তৃত্বে স্বীকৃতে সতীত্যর্থঃ । নিয়ন্তৃত্বং স্বীকৃত্য যদি বলাৎকারং কুর্য্যাদিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

আপদি সম্পদি সত্যামিত্যর্থঃ । তুল্যাঃ সমচিত্তা ইত্যর্থঃ । নিমগ্নাঃ কষ্টে ইতি । অল্পধিয়স্তু বিভবেঽপি সতি কষ্টে নিমগ্না ভবন্তি ॥ ৩৭ ॥

(সংযোগাদের্দৈবাধীনত্বাৎ বৃথা শোকাদিকং মা কুরু ইত্যত আহ সংযোগ ইতি । অনাত্মনি দেহে শোকঃ কীদৃশঃ অকর্ত্তব্যঃ এব ইতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

রাজ্যাদিতি । সমীচীনে দৈবেন পুরুষকারেণ চানীতে সমুপস্থিতে বা কালে ইত্যর্থঃ । দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ ফলহেতবঃ । ত্রয়মেতন্নরাণাস্তু পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহমিতি বচনাৎ ॥ ৩৯ ॥

প্রাণ পরিত্যাগ করিব ; কারণ, সেই অসিতাপাঙ্গী সীতাই যদি প্রাণ-পরিত্যাগ করিলেন, তবে আমার এই দেহে প্রয়োজন কি ? ॥ ৩৪ ॥

কমললোচন রামচন্দ্র এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিলে ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ বীরবর ! আপনি কাতরতা পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যধারণ করুন, আমি সত্বরই সেই রাক্ষসাধম রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতা-দেবীকে আনয়ন করিব ॥ ৩৬ ॥ ধীরগণ, ধৈর্য্যধারণ হেতু আপদে এবং সম্পদে অবিচলিত-চিত্তই থাকেন, স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, সম্পদ্ সত্বেও কষ্টে নিমগ্ন হয় ॥ ৩৭ ॥ সংযোগ ও বিয়োগ উভয়ই দৈবের অধীন ; তবে এই অনাত্মা দেহের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন কি ? ॥৩৮॥ যেরূপে রাজ্য হইতে বনবাস হইয়াছে এবং যেরূপে সীতা বিয়োগ ঘটিয়াছে, সেইরূপ উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলেই আবার সীতার সহিত সংযোগ হইবে ॥ ৩৯ ॥ হে

বানরাঃ সন্তি ভূয়াংসো গমিষ্যন্তি চতুর্দ্দিশম্।
শুদ্ধিং জনকনন্দিন্যা আনয়িষ্যন্তি তে কিল ॥ ৪১ ॥
জ্ঞাত্বা মার্গস্থিতিং তত্র গত্বা কৃত্বা পরাক্রমম্।
হত্বা তং পাপকর্ম্মাণমানয়িষ্যামি মৈথিলীম্ ॥ ৪২ ॥
সসৈন্যং ভরতং বাপি সমাহূয় সহানুজম্।
হনিষ্যামো বয়ং শত্রুং কিং শোচসি বৃথাগ্রজ! ॥ ৪৩ ॥
রঘুণৈকরথেনৈব জিতা সর্ব্বা দিশঃ পুরা।
তদ্বংশজঃ কথং শোকং কর্ত্তুমর্হসি রাঘব! ॥ ৪৪ ॥
একোঽহং সকলাং জেতুং সমর্থোঽস্মি সুরাসুরান্।
কিংপুনঃ সসহায়ো বৈ রাবণং কুলপাংসনম্ ॥ ৪৫ ॥
জনকং বা সমানীয় সাহায্যে রঘুনন্দন! ।
হনিষ্যামি দুরাচারং রাবণং সুরকণ্টকম্ ॥ ৪৬ ॥
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রনেমিরিবৈকান্তং ন ভবেদ্রঘুনন্দন! ॥ ৪৭ ॥

প্রাপ্তব্যমিতি। ক্কচিৎ সুখদুঃখানাং বা নিবর্ত্তনমস্তি সুখদুঃখয়োশ্চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীলত্বা দিত্যর্থঃ। অতঃ শোকস্ত্যাজ্য ইতিভাবঃ ॥ ৪০—৪৩ ॥)

অধুনা রামমুত্তেজয়িতুমাহ রঘুণেতি ॥ ৪৪ ॥

একোঽহমিতি। ত্রিভুবনজয়সমর্থস্য মে রাবণস্তু তৃণবৎ প্রতিভাতি। অতঃশোকো ন কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

জানকীবল্লভ! কোনও সময়ে সুখভোগ ও দুঃখভোগ অবশ্যই বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই; অতএব আপনি এক্ষণে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্য ধারণ করুন ॥ ৪০ ॥ বহুতর বানর আমাদের সহায় হইয়াছে, ইহারা চারিদিকে গমন করিয়া জনকনন্দিনীর সমাচার আনয়ন করিবে ॥ ৪১ ॥ প্রভো! লঙ্কার গমনমার্গ অবগত হইয়া সেখানে গমন ও পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পাপকর্ম্মা রাবণকে নিহত করিয়া মৈথিলীকে আনয়ন করিব ॥ ৪২ ॥ অথবা সৈন্য ও শত্রুঘ্ন সহিত ভরতকে আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়াই শত্রু সংহার করিব, তবে আপনি বৃথা শোক করিতেছেন কেন? ॥ ৪৩ ॥ প্রভো! আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজ বীরবর রঘু, পূর্ব্বে একাকী দশ দিক্ জয় করিয়াছিলেন, আপনি সেই বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া কিরূপে শোক করিতেছেন? ॥ ৪৪ ॥ আমি একাকীই সুরাসুর সকলকেই পরাজয় করিতে সমর্থ, তবে যদি সহায় পাই তাহা হইলে রাক্ষসকুলকলঙ্ক রাবণকে যে সংহার করিব তাহাতে আর সন্দেহ কি? ॥ ৪৫ ॥ হে মহাবাহো! আমরা সাহায্যের নিমিত্ত

মনোঽতিকাতরং যস্য সুখদুঃখসমুদ্ভবে।
স শোকসাগরে মগ্নো ন সুখী স্যাৎ কদাচন॥ ৪৮॥
ইন্দ্রেণ ব্যসনং প্রাপ্তং পুরা বৈ রঘুনন্দন!।
নহুষঃ স্থাপিতো দেবৈঃ সর্ব্বৈর্মঘবতঃ পদে॥ ৪৯॥
স্থিতঃ পঙ্কজমধ্যে চ বহুবর্ষগণানপি।
অজ্ঞাতবাসং মঘবা ভীতস্ত্যক্ত্বা নিজং পদম্॥ ৫০॥
পুনঃ প্রাপ্তং নিজস্থানং কালে বিপরিবর্ত্তিতে।
নহুষঃ পতিতো ভূমৌ শাপাদজগরাকৃতিঃ॥ ৫১॥
ইন্দ্রানীং কাময়ানস্তু ব্রাহ্মণানবমন্য চ।
অগস্তিকোপাৎ সঞ্জাতঃ সর্পদেহো মহীপতিঃ॥ ৫২॥
তস্মাচ্ছোকো ন কর্ত্তব্যো ব্যসনে সতি রাঘব!।
উদ্যমে চিত্তমাস্থায় স্থাতব্যং বৈ বিপশ্চিতা॥ ৫৩॥
সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহাভাগ! সমর্থোঽসি জগৎপতে!।
কিং প্রাকৃত ইবাত্যর্থং কুরুষে শোকমাত্মনি॥ ৫৪॥

সুখদুঃখানামস্থিরত্বং বিজ্ঞায় দুঃখং ন কর্ত্তব্যমিত্যাহ সুখস্যানন্তরমিতি॥ ৪৭—৪৯॥)
অজ্ঞাতবাসং কৃতবানিতি শেষঃ॥ ৫০—৫৪॥

জনকরাজকে আনয়ন করিয়া সেই দুরাচার সুরকণ্টক রাবণকে নিহত করিব॥ ৪৬॥ রঘুনন্দন! চক্রনেমির ন্যায় সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ উপস্থিত হইয়া থাকে, সুখ এবং দুঃখ একবারে কখনই হয় না। সুখ ও দুঃখে যাহার মন অত্যন্ত অভিভূত হয়, সেই ব্যক্তি শোকসাগরে নিমগ্ন হয় এবং সে কদাচই সুখী হইতে পারে না॥ ৪৭—৪৮॥ দেখুন, পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন দেবগণ একত্রিত হইয়া নহুষরাজকে ইন্দ্রত্ব পদে সংস্থাপিত করিলেন॥ ৪৯॥ সেই সময় দেবরাজ ভীত হইয়া আপনার পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুতর বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন॥ ৫০॥ কাল পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি আপন পদ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন, এবং নহুষরাজ ঋষিশাপে ভূমিতলে পতিত হইয়া অজগর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিলেন॥ ৫১॥ মহীপতি নহুষ ইন্দ্রাণী দেবীকে কামনা এবং ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া মহর্ষি অগস্তির কোপবশে ভুজঙ্গ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন॥ ৫২॥ অতএব হে রাঘব! বিপদ উপস্থিত হইলে শোক করা কর্ত্তব্য নহে; বিপদ্‌কালে উদ্যমে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করা পণ্ডিতগণের একান্তই কর্ত্তব্য॥ ৫৩॥ হে জগতীপতে! আপনি মহাভাগ, সর্ব্বজ্ঞ ও সকল কার্য্যেই সমর্থ; এক্ষণে প্রাকৃত জনের ন্যায় অতিশয় শোকে অভিভূত হইতেছেন কেন?॥ ৫৪॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি লক্ষ্মণবাক্যেন বোধিতো রঘুনন্দনঃ।
ত্যক্ত্বা শোকং তথাত্যর্থং বভূব বিগতজ্বরঃ॥ ৫৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সীতাহরণরামশোকবর্ণনং নাম একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

অত্যর্থমতিশয়িতম্। (প্রতীকারশ্রবণাৎ ভবিষ্যে কালেঽপি সীতাসংযোগ স্মরণেন আত্যন্তিকসন্তাপস্য বিগমাৎ বিগতজ্বরত্বম্॥ ৫৫॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এইরূপ সান্ত্বনা বাক্যে সেই কঠোরতর শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থিরচিত্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥ ৫৫॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সীতাহরণানন্তর রামের দুঃখ বর্ণন নামক ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং তৌ সম্বিদং কৃত্বা যাবত্তূষ্ণীং বভূবতুঃ।
আজগাম তদাকাশান্নারদো ভগবানৃষিঃ ॥ ১ ॥
রণয়ন্মহতীং বীণাং স্বরগ্রামবিভূষিতাম্।
গায়ন্ বৃহদ্রথং সাম তদা তমুপতস্থিবান্ ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বা তং রাম উত্থায় দদাবথ বৃষং শুভম্।
আসনং চার্ঘ্যপাদ্যঞ্চ কৃতবানমিতদ্যুতিঃ ॥ ৩॥
পূজাং পরমিকাং কৃত্বা কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ।
উপবিষ্টঃ সমীপে তু কৃতাজ্ঞো মুনিনা হরিঃ ॥ ৪ ॥
উপবিষ্টং তদা রামং সানুজং দুঃখমানসম্।
পপ্রচ্ছ নারদঃ প্রীত্যা কুশলং মুনিসত্তমঃ ॥ ৫ ॥
কথং রাঘব! শোকার্ত্তো যথা বৈ প্রাকৃতো নরঃ।
হৃতাং সীতাঞ্চ জানামি রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ৬ ॥

ত্রিষষ্টিশ্লোকবর্গোঽস্ত্র নারদো ব্রতমাহ হি।
রামশ্চকার তচ্চাপি সম্যগেতদিহোচ্যতে ॥

লক্ষ্মণভাষণানন্তরং জায়মানং কৃত্যমাহ। এবং তাবিতি। সম্বিদং বিচারম্ ॥ ১ ॥
তং রামমুপতস্থিবান্ ॥ ২ ॥
রামস্তং দৃষ্ট্বোত্থায় বৃষং শ্রেষ্ঠমাসনং দদৌ ॥ ৩—৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাম ও লক্ষ্মণ এইরূপ বিচার করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে ভগবান্ নারদঋষি, স্বরগ্রামসমন্বিত আপনার মহতীবীণা যোগে রথন্তর-সামবেদ গান করিতে করিতে আকাশমার্গ হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন॥ ১—২ ॥ অমিততেজা রামচন্দ্র, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সত্বর উত্তম আসন ও পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং মুনিবর আজ্ঞা করিলে ভগবান্ তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন করিলেন॥ ৩—৪ ॥ রামচন্দ্র অনুজের সহিত দুঃখিতচিত্তে উপবেশন করিলে মুনিসত্তম নারদ প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রঘুনন্দন! আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া রহিয়াছেন কেন? দুরাত্মা রাবণ যে সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে তাহা আমি জানি। ত্রিদশভবনে অবস্থিতি করিতে

স্বরসদ্মগতশ্চাহং শ্রুতবাঞ্জনকাত্মজাম্।
পৌলস্ত্যেন হৃতাং মোহান্মরণং স্বমজানতা ॥ ৭ ॥
তব জন্ম চ কাকুৎস্থ! পৌলস্ত্যনিধনায় বৈ।
মৈথিলীহরণং জাতমেতদর্থং নরাধিপ! ॥ ৮ ॥
পূর্ব্বজন্মনি বৈদেহী মুনিপুত্রী তপস্বিনী।
রাবণেন বনে দৃষ্টা তপস্যন্তী শুচিস্মিতা ॥ ৯ ॥
প্রার্থিতা রাবণেনাসৌ ভব ভার্য্যেতি রাঘব!।
তিরস্কৃতস্তয়াসৌ বৈ জগ্রাহ কবরং বলাৎ ॥ ১০ ॥
শশাপ তৎক্ষণং রাম! রাবণং তাপসী ভৃশম্।
কুপিতা ত্যক্তুমিচ্ছন্তী দেহং সংস্পর্শদূষিতম্ ॥ ১১ ॥
দুরাত্মংস্তব নাশার্থং ভবিষ্যামি ধরাতলে।
অযোনিজা বরা নারী ত্যক্ত্বা দেহং জহাবপি ॥ ১২ ॥
সেয়ং রমাংশসম্ভূতা গৃহীতা তেন রক্ষসা।
বিনাশার্থং কুলস্যৈব ব্যালী স্রগিব সম্ভ্রমাৎ ॥ ১৩ ॥

কবরং কেশপাশম্ ॥ ১০ ॥
সংস্পর্শদূষিতং পরস্পর্শদূষিতং দেহং ত্যক্তুমিচ্ছন্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ১১—১২ ॥
ব্যালী স্রগিবেতি। সম্ভ্রমাদ্ব্যালী স্রগিব স্রগ্‌বুদ্ধ্যা মালাবুদ্ধ্যা গৃহীতা ব্যালীব সর্পিণীবেত্যর্থঃ। রমায়াঃ শাপেন পূর্ব্বজন্মনি মুনিপুত্রীত্বং জাতং তৎকথা তু স্কান্দে প্রসিদ্ধা সৈব দ্বিতীয়জন্মনি সীতাভবৎ ॥ ১৩ ॥

করিতে শুনিলাম যে পুলস্ত্যকুলজ রাবণ আপনার মরণ না বুঝিয়া মোহবশে জানকীরে হরণ করিয়াছে। হে কাকুৎস্থকুলতিলক! পৌলস্ত্যকুলের নিধনের নিমিত্তই আপনার জন্মগ্রহণ হইয়াছে, অতএব তজ্জন্যই এক্ষণে এই জানকী হরণ সংঘটিত হইল ॥ ৫—৮ ॥ রাঘব! জানকীদেবী পূর্ব্বজন্মে মুনিতনয়া ও তপস্বিনী ছিলেন। তিনি তপোবনে তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত আছেন, এমত সময়ে রাবণ আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া প্রার্থনা করিল, শুচিস্মিতে! তুমি আমার ভার্য্যা হও। ইহা শুনিয়া তিনি রাবণকে তিরস্কার করিলে দুষ্টমতি দশানন বলপূর্ব্বক তাহার কবরীবন্ধন ধারণ করিল। তখন তাপসী অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং দুষ্টের স্পর্শে দূষিত দেহ পরিত্যাগে স্থিরনিশ্চয় হইয়া রাবণকে অভিশাপ দিলেন, দুরাত্মন্! আমি তোমার বিনাশের নিমিত্ত অযোনিজা রমণী হইয়া অবনীতলে জন্মগ্রহণ করিব। এই বলিয়া তিনি আপনার প্রাণ ত্যাগ করিলেন ॥ ৯—১২ ॥ হে পরন্তপ! রাক্ষসাধিপতি রাবণ নিজ কুল বিনাশের নিমিত্ত মালাভ্রমে তীক্ষ্ণবিষা সর্পিণী র

তব জন্ম চ কাকুৎস্থ! তস্য নাশায় চামরৈঃ।
প্রার্থিতস্য হরেরংশাদজবংশেঽপ্যজন্মনঃ ॥ ১৪ ॥
কুরু ধৈর্য্যং মহাবাহো! তত্র সা বর্ত্ততে বশা।
সতী ধর্ম্মরতা সীতা ত্বাং ধ্যায়ন্তী দিবানিশম্ ॥ ১৫ ॥
কামধেনুপয়ঃ পাত্রে কৃত্বা মঘবতা স্বয়ম্।
পানার্থং প্রেষিতং তস্যাঃ পীতং চৈবামৃতং তথা ॥ ১৬ ॥
সুরভীদুগ্ধপানাৎ সা ক্ষুৎতৃড়্ দুঃখবিবর্জ্জিতা।
জাতা কমলপত্রাক্ষী বর্ত্ততে বীক্ষিতা ময়া ॥ ১৭ ॥
উপায়ং কথয়াম্যদ্য তস্য নাশায় রাঘব!।
ব্রতং কুরুষ্ব শ্রদ্ধাবানাশ্বিনে মাসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৮ ॥
নবরাত্রোপবাসঞ্চ ভগবত্যাঃ প্রপূজনম্।
সর্ব্বসিদ্ধিকরং রাম! জপহোমবিধানতঃ ॥ ১৯ ॥
মেধ্যৈশ্চ পশুভির্দেব্যা বলিং দত্ত্বা বিশংসিতৈঃ।
দশাংশং হবনং কৃত্বা সুশক্তস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ২০ ॥

অজো নাম রঘুপুত্রস্তস্য বংশে ॥ ১৪ ॥

যত এতাদৃশঃ পরমেশ্বরস্ত্বং সীতা চ পরমেশ্বর্য্যংশভূতা ততঃ কুরু ধৈর্য্যমিত্যাহ কুরু ধৈর্য্যমিতি। ত্বাং ধ্যায়ন্তীত্যনেন পাতিব্রত্যভঙ্গো ন জাত ইতি বোধিতম্ ॥ ১৫ ॥

উদরক্ষুধয়া পীড়িতা সতী রাবণস্য বশ্যা ভবিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ। কামধেনুপয় ইতি ॥ ১৬—১৭ ॥

অস্বেতত্তস্যাঃ পাতিব্রত্যং যদি সা প্রাপ্স্যতি তর্হি তদুপযোগায় নোচেন্মম কিং ফলং তস্যেতি চেত্তত্রাহ উপায়মিতি ॥ ১৮—১৯ ॥

ন্যায় সেই রমার অংশভূতা সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে ॥ ১৩ ॥ হে কাকুৎস্থ! সেই দুর্দান্ত রাবণের বিনাশের নিমিত্ত অমরগণ প্রার্থনা করিলে জন্ম, জরা ও মরণ বর্জ্জিত হরির অংশ হইতে অবনীধামে অজবংশে আপনার জন্ম হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ হে মহাবাহো! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, সীতাদেবী দিবারাত্র আপনাকেই ধ্যান করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার পানের নিমিত্ত অমৃত ও কামধেনুর দুগ্ধ পাত্রে করিয়া নিত্য নিত্য প্রেরণ করেন, তিনি তাহাই পান করিয়া থাকেন। প্রভো! সুরধেনুর পয়ঃপানে পদ্মপলাশাক্ষী সীতাদেবী ক্ষুধাতৃষ্ণাদি বর্জ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, আমি নিত্যনিত্য তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছি ॥ ১৬—১৭ ॥ রঘুনন্দন! এখন তোমাকে আমি রাবণের নিধনোপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। আপনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই আশ্বিনমাসেই ব্রতানুষ্ঠানে নিরত হউন ॥ ১৮ ॥ নবরাত্র উপবাস করিয়া ভগবতীর পূজা ও বিধিপূর্ব্বক জপ হোমাদির অনু-

বিষ্ণুনাচরিতং পূর্ব্বং মহাদেবেন ব্রহ্মণা।
তথা মঘবতা চীর্ণং স্বর্গমধ্যস্থিতেন বৈ ॥ ২১ ॥
সুখিনা রাম! কর্ত্তব্যং নবরাত্রব্রতং শুভম্‌।
বিশেষেণ চ কর্ত্তব্যং পুংসা কষ্টগতেন বৈ ॥ ২২ ॥
বিশ্বামিত্রেণ কাকুৎস্থ! কৃতমেতন্ন সংশয়ঃ।
ভৃগুণাথ বশিষ্ঠেন কশ্যপেন তথৈব চ ॥ ২৩ ॥
গুরুণা হৃতদারেণ কৃতমেতন্মহাব্রতম্‌।
তস্মাত্ত্বং কুরু রাজেন্দ্র! রাবণস্য বধায় চ ॥ ২৪ ॥
ইন্দ্রেণ বৃত্রনাশায় কৃতং ব্রতমনুত্তমম্‌।
ত্রিপুরস্য বিনাশায় শিবেনাপি পুরা কৃতম্‌ ॥ ২৫ ॥
হরিণা মধুনাশায় কৃতং মেরৌ মহামতে!।
বিধিবৎ কুরু কাকুৎস্থ! ব্রতমেতদতন্দ্রিতঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

কা দেবী কিম্প্রভাবা সা কুতো জাতা কিমাহ্বয়া।
ব্রতং কিং বিধিবৎ ব্রূহি সর্ব্বজ্ঞোঽসি দয়ানিধে! ॥ ২৭ ॥

বিশংসিতৈঃ শস্তৈঃ। দশাংশং হবনং জপদশাংশমিত্যর্থঃ ॥ ২০—২৫ ॥

মধুনাশায়েতি। যদ্যপি তস্মিন্‌ সময়ে ব্রতং কর্ত্তুমবকাশো ন জাতো নিদ্রোত্তরমব্যবহিতকালে এব যুদ্ধস্য জায়মানত্বাৎ তথাপি মম জয়ো ভবত্বহং ব্রতং করিষ্যামীতি তস্মিন্‌ সময়ে সঙ্কল্প্যানন্তরং কৃতমিত্যত্র তাৎপর্য্যাৎ ॥ ২৬—২৭ ॥

ষ্ঠান করিলে সর্ব্ব কামনাই পরিপূর্ণ হয় সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ রঘুকুলতিলক! পবিত্র ও প্রশস্ত পশুদ্বারা দেবীর বলি প্রদান ও জপ এবং জপের দশাংশ হোম করিলে নিশ্চয়ই সীতার সমুদ্ধারে সমর্থ হইবেন ॥২০॥ পূর্ব্বে বিষ্ণু, ত্রিলোচন ও পদ্মাসন, এবং স্বর্গস্থিত দেবরাজও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ অতএব হে রাঘব! সুখী ব্যক্তির বিশেষতঃ কষ্টসঙ্কটে নিপতিত পুরুষগণের এই কল্যাণকর ব্রতের অনুষ্ঠান করা একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ২২ ॥ হে কাকুৎস্থ! বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ ইহাঁরা সকলেই এই ব্রতের আচরণ করিয়াছিলেন। সোম সুরগুরুর ভার্য্যা তারারে হরণ করিলে, তিনিও এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব রাজেন্দ্র! আপনিও রাবণ বধের নিমিত্ত এই ব্রতের আচরণ করুন ॥ ২৩—২৪ ॥ হে মহামতে! ইন্দ্র বৃত্রবিনাশের নিমিত্ত ত্রিলোচন ত্রিপুরবিনাশার্থ এবং নারায়ণ মধুকৈটভবিনাশের নিমিত্ত পূর্ব্বে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অতএব আপনিও সমাহিতচিত্তে বিধিপূর্ব্বক এই ব্রতানুষ্ঠানে দৃঢ়সঙ্কল্প হউন ॥ ২৫—২৬ ॥

নারদ উবাচ।

শৃণু রাম! সদা নিত্যা শক্তিরাদ্যা সনাতনী।
সর্ব্বকামপ্রদা দেবী পূজিতা দুঃখনাশিনী॥ ২৮॥
কারণং সর্ব্বজন্তূনাং ব্রহ্মাদীনাং রঘূদ্বহ!।
তস্যাঃ শক্তিং বিনা কোঽপি স্পন্দিতুং ন ক্ষমো ভবেৎ॥২৯॥

প্রশ্নচতুষ্টয়স্য ক্রমেণোত্তরমাহ শৃণু রামেতি। হে রাম! যা নিত্যা কালত্রয়াবাধ্যা আদ্যা সর্ব্বাদিকারণভূতা ব্রহ্মরূপা যা চ সনাতন্যনাদিসিদ্ধা শক্তির্জ্জড়রূপা মায়াখ্যা বহ্নৌ বহ্নিশক্তিবদব্রহ্মণি স্থিতা। এতদুভয়াত্মকমায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মরূপং তত্ত্বং সা দেবী দেবীপদবাচ্যং ভবতি। যথা গজশরীরে প্রবিষ্টং চৈতন্যং গজনামকং ভবতি তথা জগৎকরণমায়াশরীরে প্রবিষ্টং প্রথমতশ্চৈতন্যং মুখ্যতয়া মায়াশক্তিপ্রকৃতিসংজ্ঞকং ভবতি অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্টং প্রথমং দেবীতত্ত্বং ভবতি তদনন্তরং দেবীতত্ত্বমেব তত্তদ্গুণোপাধিষু প্রবিষ্টং ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিসংজ্ঞাং ভজতে তদেব পঞ্চতন্মাত্রাসু প্রবিষ্টং তথা মহাভূতেষু প্রবিষ্টং তত্তৎসংজ্ঞাং ভজতে ইতি দেবীরূপমেব সর্ব্বমিতি সর্ব্ববেদসিদ্ধান্তো জাগর্ত্তি ন পুনর্বৈষ্ণবশৈবমতাপভ্রংশাঃ। কীদৃশী সা যা পূজিতা সতী দুঃখনাশিনী জননমরণাদিসর্ব্বসংসারদুঃখনাশিনী সর্ব্বকামপ্রদা ধর্ম্মকামার্থমোক্ষপ্রদা ভবতি। এতেন কা দেবীতি রামপ্রশ্নস্যোত্তরং দত্তং ভবতি। ইদং ভগবত্যাঃ স্বরূপং বৃহদারণ্যকে গার্গিব্রাহ্মণে স্পষ্টম্। তত্র হি পৃথিব্যাদিকং কস্মিন্নোতম্প্রোতং চেতি গার্গ্যা প্রথমে প্রশ্নে কৃতে যাজ্ঞবল্ক্যেন পরাকাশশব্দিতায়াং চিদম্বরশক্তৌ মায়ায়ামোতম্প্রোতং চেত্যুত্তরিতে পুনঃ সা চিদম্বরশক্তিঃ পরাকাশশব্দিতা মায়া কস্মিন্নোতা চ প্রোতা চেত্যভিপ্রায়েণ সা হোবাচ। যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্যদিবো যদবাক্পৃথিব্যাং যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিন্নেব তদোতং চ প্রোতং চেতি গার্গ্যা প্রশ্নে কৃতে ব্রহ্মণ্যেব সা শক্তিরোতা চ প্রোতা চেত্যভিপ্রায়েণ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সহোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরাদ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চেত্যাক্ষতে। আকাশ এব তদোতং চ প্রোতং চেতি কস্মিন্নাকাশ ওতপ্রোতশ্চেতি সহোবাচ এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমিত্যাদিনোত্তরং দত্তবান্। তেন চ গ্রন্থেনেদমেব ভগবতীস্বরূপং প্রতিপাদিতং ভবতি স্পষ্টীকৃতং চৈতস্মাভির্বৃহদারণ্যকটীকায়াং নীলকণ্ঠ্যামিতীহোপরম্যতে। অথ কিম্প্রভাবা সেতি পৃষ্টস্যোত্তরমাহ কারণমিতি। সর্ব্বজন্তূনামিতীদং সর্ব্বজড়াপ্রপঞ্চস্যোপলক্ষণম্। তথাচ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমেবাস্যাঃ প্রভাব ইত্যর্থঃ তথাচ শ্রুতিঃ। তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বমিতি। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তয়োর্নিভূতিলেশো বৈ জগদেতচ্চরাচরমিতি॥ ২৮॥

অধুনা কুতো জাতেতি পৃষ্টস্যোত্তরমাহ তস্যাঃ শক্তিং বিনেতি। তস্যা ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ সম্বিদঃ শক্তির্ম্মায়াখ্যা তাং বিনা কোঽপি প্রাণী স্পন্দিতুং চলিতুং ক্ষমঃ সমর্থো নৈব ভবেৎ॥ ২৯॥

রাম কহিলেন, জ্ঞাননিধে! সেই দেবী কে? তাঁহার প্রভাব কিরূপ, কোথা হইতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম কি, সেই ব্রতই বা কি প্রকার? আপনি করুণাবিতরণ পূর্ব্বক তৎসমস্তই বিস্তারিত রূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ২৭॥

নারদ কহিলেন, রাঘব! শ্রবণ করুন, সেই দেবী নিত্যা ও সনাতনী আদ্যাশক্তি, তাঁহার পূজা করিলে তিনি সকল দুঃখ দূর করিয়া সমস্ত কামনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন॥২৮॥

বিষ্ণোঃ পালনশক্তিঃ সা কর্তৃশক্তিঃ পিতুর্ম্মম।
রুদ্রস্থ নাশশক্তিঃ সা ত্বন্যা শক্তিঃ পরা শিবা॥ ৩০॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্ভুবনত্রয়ে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিস্তদুৎপত্তিঃ কুতো ভবেৎ॥ ৩১॥
ন ব্রহ্মা ন যদা বিষ্ণুর্ন রুদ্রো ন দিবাকরঃ।
ন চেন্দ্রাদ্যাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ন ধরা ন ধরাধরাঃ॥ ৩২॥
তদা সা প্রকৃতিং পূর্ণা পুরুষেণ পরেণ বৈ।
সংযুতা বিহরত্যেব যুগাদৌ নির্গুণা শিবা॥ ৩৩॥
সা ভূত্বা সগুণা পশ্চাৎ করোতি ভুবনত্রয়ম্।
পূর্ব্বং সংসৃজ্য ব্রহ্মাদীন্ দত্ত্বা শক্তীশ্চ সর্ব্বশঃ॥ ৩৪॥
তাং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাৎ।
সা বিদ্যা পরমা জ্ঞেয়া বেদাদ্যা বেদকারিণী॥ ৩৫॥

কিঞ্চ বিষ্ণোরিতি। বিষ্ণ্বাদীনাং শক্তিত্রয়মপি সৈবেত্যর্থঃ। কা সা তত্রাহ অন্যা শক্তিরিতি। পরা শিবা যাত্বন্যা শক্তিঃ পরব্রহ্মশক্তিঃ সৈব বিষ্ণ্বাদিশক্তিত্রয়রূপিণীত্যর্থঃ॥ ৩০॥

কিং বহুনা যচ্চ কিঞ্চিদিতি। যদেতাদৃশো যদীয়ায়াঃ শক্তের্ম্মহিমা তদা তাদৃশশক্তিমত্যা ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যা উৎপত্তিঃ কুতো ভবেন্ন কুতোঽপীত্যর্থঃ। নহি সর্ব্বকারণস্যোৎপত্তিঃ কস্মাদপি সম্ভবত্যনবস্থাপাতাদিতি ভাবঃ॥ ৩১॥

সর্ব্বাদিত্বমেব বর্ণয়ন্নুৎপত্তিরাহিত্যং দ্রঢ়য়তি ন ব্রহ্মেতি॥ ৩২॥

যদা সর্ব্বাভাবস্তদা সা প্রকৃতিঃ পূর্ণা পুরুষেণ পরচিদ্রূপেণ সংযুতা নির্গুণা সাম্যাবস্থারূপা যুগাদৌ বিহরতি॥ ৩৩॥

সা ভূত্বেতি। সৈব পশ্চাৎ সগুণা গুণত্রয়সম্ভিন্না ভূত্বা তত্তদ্গুণোপাধিভিঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মাদীন্ সংসৃজ্যোৎপাদয়িত্বা তেভ্যঃ শক্তীশ্চ দত্ত্বা ভুবনত্রয়ং করোতি॥ ৩৪॥

তিনি ব্রহ্মাদি অখিল জীবগণের কারণ, তাঁহার শক্তি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি নড়িতে চড়িতেও সমর্থ হয় না॥ ২৯॥ সেই পরাৎপরা শিবাদেবীই বিষ্ণুর পালনশক্তি, বিধাতার সৃষ্টিশক্তি, এবং মহেশ্বরের সংহারশক্তি॥ ৩০॥ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে যে কোনও স্থানে যে কিছু নশ্বর ও নিত্য বস্তু বিদ্যমান আছে, তিনিই তৎসমুদায়ের শক্তি; অতএব তাঁহার উৎপত্তি আর কোথা হইতে হইবে?॥ ৩১॥ তাঁহার উৎপত্তির কারণ ব্রহ্মা নহেন, বিষ্ণু নহেন, রুদ্র নহেন, সূর্য্য নহেন, ইন্দ্রাদি সুরগণ নহেন, ধরা নহেন, ধরাধরও নহেন, অতএব তিনিই নির্গুণা কৈবল্যরূপিণী পূর্ণা প্রকৃতি, তিনি প্রলয়কালে পরমপুরুষের সহিত মিলিত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন॥ ৩২—৩৩॥ তিনিই অবার সগুণা হইয়া প্রথমে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত শক্তি প্রদান পূর্ব্বক এই ভুবনত্রয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন॥ ৩৪॥ তিনিই পরমাবিদ্যা বেদাদ্যা ও বেদকারিণী, জীবগণ তাঁহার

অসংখ্যাতানি নামানি তস্যা ব্রহ্মাদিভিঃ কিল ।
গুণকর্ম্মবিধানৈস্তু কল্পিতানি চ কিং ব্রুবে ॥ ৩৬ ॥
অকারাদিক্ষকারান্তৈঃ স্বরৈর্ব্বর্ণৈস্তু যোজিতৈঃ ।
অসংখ্যেয়ানি নামানি ভবন্তি রঘুনন্দন ! ॥ ৩৭ ॥

রাম উবাচ ।

বিধিং মে ব্রূহি বিপ্রর্ষে ! ব্রতস্যাস্য সমাসতঃ ।
করোম্যদ্যৈব শ্রদ্ধাবান্ শ্রীদেব্যাঃ পূজনং তথা ॥ ৩৮ ॥

নারদ উবাচ ।

পীঠং কৃত্বা সমে স্থানে সংস্থাপ্য জগদম্বিকাম্ ।
উপবাসান্নবৈব ত্বং কুরু রাম ! বিধানতঃ ॥ ৩৯ ॥
আচার্য্যোঽহং ভবিষ্যামি কর্ম্মণ্যস্মিন্মহীপতে ! ।
দেবকার্য্যবিধানার্থমুৎসাহং প্রকরোম্যহম্ ॥ ৪০ ॥

তাং জ্ঞাত্বেতি । তাং ব্রহ্মরূপিণীং জ্ঞাত্বা নির্ব্বিকল্পচেতসা স্বাভেদেন সাক্ষাৎকৃত্য জন্তু-র্জীবো জন্মাদিরূপসংসাররূপবন্ধনান্মুচ্যতে । তথাচ শ্রুতিঃ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি । সা বিদ্যেতি । পরমা যা বিদ্যা নির্ব্বিকল্পবৃত্তিরূপা সা ভগবতী ব্রহ্মরূপিণী জ্ঞেয়া । ব্রহ্মণো বিদ্যাশরীরত্বাৎ । তদুক্তং শক্তিঃ শরীরমধিদৈবতমন্তরাত্মা জ্ঞানং ক্রিয়াঃ করণমাসনজাল-মিচ্ছা । ঐশ্বর্য্যমায়তনমাবরণানি চ ত্বাং কিন্তন্ন যন্তবসি দেবি ! শশাঙ্কমৌলেঃ । এতাদৃশ্যা ভগবত্যাশ্চিদ্রূপিণ্যা উৎপত্তির্মনসাপি ন সম্ভাব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ কিমাহ্বয়েতি পৃষ্টস্যোত্তরমাহ । অসংখ্যাতানীতি । হে রাম ! শ্রীভগবত্যা নামৈক-মস্তীতি চেন্ময়া বক্তব্যং কিন্তু যাবন্তঃ পদার্থাস্তে সর্ব্বে ভগবতীরূপাঃ । একৈব সর্ব্বত্র বর্ত্ততে তস্মাদুচ্যতে একেতিশ্রুতেঃ একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতিশ্রুতেঃ । তথাচ যাবন্তঃ পদার্থা-স্তেষাং গুণকর্ম্মভেদেন বিধানেন ব্রহ্মাদিভিরসংখ্যেয়ানি নামানি কল্পিতানি যদেখং রাম বর্ত্ততে তদেদং নাম ভবতীদং নেতি কথং ব্রুবে তস্মাৎ সর্ব্বাণি নামান্যস্যা এব ভবন্তীত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত ইতি ॥ ৩৬ ॥

স্বরূপ জানিতে পারিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মাদি-দেবগণ, গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে তাঁহার অসংখ্য নাম কল্পনা করিয়া থাকেন । তাহা আমি বর্ণন করিতে সমর্থ নহি ॥ ৩৬ ॥ হে রঘুনন্দন ! বিবিধ স্বরবর্ণ সংযোজিত অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ সমূহ দ্বারা তাঁহার অসংখ্য নাম বিরচিত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

রাম কহিলেন, বিপ্রবর ! আপনি সংক্ষেপে সেই ব্রতের বিধি সমস্ত আমাকে উপদেশ করুন, আমি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অদ্যই দেবীর পূজা করিব ॥ ৩৮ ॥

নারদ বলিলেন, রাঘব ! সমতল স্থানে পীঠ রচনা করিয়া তথায় জগদম্বিকার সংস্থাপন পুরঃসর বিধিপূর্ব্বক নয় দিন উপবাস করুন ॥ ৩৯ ॥ রাজন্ ! আমি এই কর্ম্মে আচার্য্য হইয়া দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত উৎসাহ সহকারে ইহা সম্পাদন করিব ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং সত্যং মত্বা রামঃ প্রতাপবান্।
কারয়িত্বা শুভং পীঠং স্থাপয়িত্বাম্বিকাং শিবাম্ ॥ ৪১ ॥
বিধিবৎ পূজনং তস্যাশ্চকার ব্রতবান্ হরিঃ।
সম্প্রাপ্তে চাশ্বিনে মাসি তস্মিন্ গিরিবরে তদা ॥ ৪২ ॥
উপবাসপরো রামঃ কৃতবান্ ব্রতমুত্তমম্।
হোমঞ্চ বিধিবত্তত্র বলিদানঞ্চ পূজনম্ ॥ ৪৩ ॥
ভ্রাতরৌ চক্রতুঃ প্রেম্ণা ব্রতং নারদসম্মতম্।
অষ্টম্যাং মধ্যরাত্রে তু দেবী ভগবতী হি সা ॥ ৪৪ ॥
সিংহারূঢ়া দদৌ তত্র দর্শনম্প্রতিপূজিতা।
গিরিশৃঙ্গে স্থিতোবাচ রাঘবং সানুজং গিরা।
মেঘগম্ভীরয়া চেদং ভক্তিভাবেন তোষিতা ॥ ৪৫ ॥

দেব্যুবাচ।

রাম রাম মহাবাহো! তুষ্টাস্ম্যদ্য ব্রতেন তে।
প্রার্থয়স্ব বরং কামং যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৪৬ ॥
নারায়ণাংশসম্ভূতস্ত্বং বংশে মানবেঽনঘে।
রাবণস্য বধায়ৈব প্রার্থিতস্ত্বমরৈরসি ॥ ৪৭ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি অকারাদিক্ষকারান্তৈরিতি ॥ ৩৭—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর সেই প্রতাপবান্ ভগবান্ হরি মুনিবরের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সত্য মনে করিয়া আশ্বিনমাস উপস্থিত হইলে সেই গিরিশৃঙ্গের উপর সুশোভন পীঠ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় জগদম্বিকা শিবা দেবীকে সংস্থাপিত করিলেন এবং বিধিপূর্ব্বক সেই ব্রতের অনুষ্ঠান ও দেবীর পূজা করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ রঘুবর উপবাস করিয়া সেই মহা ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, বিধিপূর্ব্বক হোম, বলিদান ও পূজা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ ভ্রাতৃদ্বয় ভক্তিভাবে অষ্টমীর মহারাত্রে সেই নারদ সম্মত ব্রত সম্পূর্ণ করিলে তখন মহাদেবী ভগবতী পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া সিংহোপরি আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন এবং গিরিশৃঙ্গে অবস্থিতি করিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে ও মধুর বচনে রাম লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, রাম! আমি তোমার ব্রতানুষ্ঠানে পরিতুষ্ট হইলাম, যাহা তোমার মনের অভিলাষ তাহা এখন আমার নিকট প্রার্থনা কর ॥ ৪৪—৪৬ ॥ রাম! তুমি রাবণ বধের নিমিত্ত দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুর নির্ম্মল ও পবিত্র বংশে নারায়ণের অংশে

পুরা মৎস্যতনুং কৃত্বা হত্বা ঘোরঞ্চ রাক্ষসম্।
ত্বয়া বৈ রক্ষিতা বেদাঃ সুরাণাং হিতমিচ্ছতা ॥ ৪৮ ॥
ভূত্বা কচ্ছপরূপস্ত্বং ধৃতবান্ মন্দরং গিরিম্।
অকূপারং প্রমথ্যানং কৃত্বা দেবানপোষয়ৎ ॥ ৪৯ ॥
কোলরূপং পুরা কৃত্বা দশনাগ্রেণ মেদিনীম্।
ধৃতবানসি যদ্রাম! হিরণ্যাক্ষং জঘান চ ॥ ৫০ ॥
নারসিংহীং তনুং কৃত্বা হিরণ্যকশিপুং পুরা।
প্রহ্লাদং রাম! রক্ষিত্বা হতবানসি রাঘব! ॥ ৫১ ॥
বামনং বপুরাস্থায় পুরা চ্ছলিতবান্ বলিম্।
ভূত্বেন্দ্রস্যানুজঃ কামং দেবকার্য্যপ্রসাধকঃ ॥ ৫২ ॥
জমদগ্নিসুতস্ত্বং বৈ বিষ্ণোরংশেন সংগতঃ।
কৃত্বান্তং ক্ষত্রিয়াণাস্তু দানং ভূমেরদাদ্দ্বিজে ॥ ৫৩ ॥
তদেদানীং তু কাকুৎস্থ! জাতো দশরথাত্মজঃ।
প্রার্থিতস্তু সুরৈঃ সর্ব্বৈ রাবণেনাতিপীড়িতৈঃ ॥ ৫৪ ॥
কপয়স্তে সহায়া বৈ দেবাংশা বলবত্তরাঃ।
ভবিষ্যন্তি নরব্যাঘ্র! মচ্ছক্তিসংযুতা হ্যমী ॥ ৫৫ ॥

অকূপারঃ সমুদ্রঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥

জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৪৭ ॥ তুমিই পুরাকালে দেবতাগণের হিত কামনায় মৎস্যতনু পরিগ্রহ করিয়া ঘোরতর রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া বেদ সকলের রক্ষা করিয়াছ ॥ ৪৮ ॥ তুমিই কচ্ছপ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া মন্দরগিরি ধারণপূর্ব্বক পয়োনিধি মন্থন করিয়া দেবতাদিগের পুষ্টিসাধন করিয়াছ ॥ ৪৯ ॥ রাম! তুমিই পুরাকালে বরাহাবতার হইয়া দশনাগ্রভাগে মেদিনীমণ্ডল ধারণ করিয়াছি এবং নারসিংহ তনু পরিগ্রহ পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুর দেহ পর্ব্বত-খরতর-নখরাগ্র-কুলিশে বিদারণ করিয়া প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছ ॥ ৫০—৫১ ॥ রঘুনন্দন! তুমিই পুরাকালে বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের অনুজরূপে বলিকে ছলনা করিয়া দেবতাগণের কার্য্য সাধন করিয়াছ ॥৫২॥ কৌশল্যানন্দন! তুমিই যমদগ্নির পুত্ররূপে বিপ্রবংশে অংশাবতার হইয়া ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূলরূপে সংহার পূর্ব্বক ভগবান্ কশ্যপ ঋষিকে অখিল ভূমণ্ডল প্রদান করিয়াছ ॥৫৩॥ সেইরূপ একণে তুমি রাবণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত সুরগণের প্রার্থনায় নির্ম্মল কাকুৎস্থকুলে দশরথের পুত্র হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ ॥ ৫৪ ॥ অতএব দেবতাদিগের অংশোৎপন্ন মদীয় শক্তি সমন্বিত অত্যন্ত বলশালী কপীন্দ্রগণ তোমার সহায় হইবে। তোমার

শেষাংশোঽপ্যনুজস্তেঽয়ং রাবণাত্মজনাশকঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ কর্ত্তব্যোঽত্র ত্বয়ানঘ! ॥ ৫৬ ॥
বসন্তে সেবনং কার্য্যং ত্বয়া তত্রাতিশ্রদ্ধয়া।
হত্বাথ রাবণং পাপং কুরু রাজ্যং যথাসুখম্ ॥ ৫৭ ॥
একাদশসহস্রাণি বর্ষাণি পৃথিবীতলে।
কৃত্বা রাজ্যং রঘুশ্রেষ্ঠ! গন্তাসি ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবী রামস্তু প্রীতমানসঃ।
সমাপ্য তদ্ব্রতং চক্রে প্রয়াণং দশমীদিনে ॥ ৫৯ ॥
বিজয়াপূজনং কৃত্বা দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ।
নারদায় প্রতস্থেঽসৌ সমুদ্রাভিমুখো হরিঃ ॥ ৬০ ॥
কপিপতিবলযুক্তঃ সানুজঃ শ্রীপতিশ্চ,
প্রকটপরমশক্ত্যা প্রেরিতঃ পূর্ণকামঃ।
উদধিতটগতোঽসৌ সেতুবন্ধং বিধায়া-
ত্যহনদমরশত্রুং রাবণং গীতকীর্ত্তিঃ ॥ ৬১ ॥
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
স ভুক্ত্বা বিপুলান্ ভোগান্ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ৬২ ॥

দ্বিজে দ্বিজাধিকরণে ॥ ৫৪—৫৮ ॥
ইত্যুক্ত্বেতি। ইতি বরং দত্ত্বেত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬২ ॥

অনুজ লক্ষ্মণ শেষনাগের অবতার, এই অতুল ভুজবলশালী পুরুষ, রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবে তাহাতে তুমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না ॥ ৫৫—৫৬॥ তুমি রাবণকে সংহার করিয়া বসন্তকালে শ্রদ্ধার সহিত আমার পূজা করিয়া যথাসুখে রাজত্ব করিতে থাকিবে ॥৫৭॥ রঘুবর! তুমি একাদশ সহস্র বৎসর এই পৃথিবীতলে রাজ্য করিয়া পুনর্ব্বার ত্রিদশ ভবনে গমন করিবে ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলে রামচন্দ্র অত্যন্ত প্রীতচিত্ত হইলেন এবং সেই কল্যাণকর ব্রত সমাপন পূর্ব্বক দশমীদিনে বিজয়া-পূজা সমাধা এবং মহর্ষি নারদকে বহুবিধ বস্তু দান করিয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৯-৬০॥ রাজন্! এইরূপে প্রত্যক্ষীভূত মহাশক্তি মহাদেবী কর্ত্তৃক প্রেরিত ও পূর্ণকাম হইয়া কমলাপতি রামচন্দ্র অনুজের সহিত কপিসৈন্য সমভিব্যাহারে সিন্ধুতটে গমন করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক সুরশত্রু রাবণকে সংহার করিলেন। তাঁহার এই অতুল কীর্ত্তি ত্রৈলোক্য মণ্ডলের সর্ব্বত্রই

সন্ত্যন্যানি পুরাণানি বিস্তরাণি বহূনি চ।
শ্রীমদ্ভাগবতস্যাস্য ন তুল্যানীতি মে মতিঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণেঽষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে রামায়ণবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

দেব্যা ভাগবতস্যাস্য তৃতীয়স্কন্ধবিস্তরম্। (১৮৭৬ ॥) সার্দ্ধৈঃ ষড়ব্ধিশৈলেন্দুপদ্যৈর্ব্যাসো ব্যরীরচৎ ॥

ন তুল্যানীতি। তানি পুরাণান্যেকৈকগুণোপাধিব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিপ্রতিপাদকানীদন্তু দেবী-ভাগবতং তদ্‌গুণমূলভূতসাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপপরাশক্তিপ্রতিপাদকমতো ন তত্তু-ল্যানি তানি পুরাণানীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোঽভিধানতঃ ॥ ১ ॥
দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্ যঃ কৃতবান্ শুভাম্ ॥ ২ ॥
তৃতীয়স্কন্ধ এতস্যাঃ সমাপ্তো ভূচ্ছুভার্থদঃ।
তেন তুষ্যতু সা দেবী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে তিলকাখ্যে ত্রিংশদধ্যায়ঃ
সমাপ্তঃ।

পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল ॥৬১॥ যে মানব ভক্তি সমন্বিত চিত্তে দেবীর এই অত্যদ্ভুত চরিত কথা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি বিপুল সুখসম্ভোগ প্রাপ্ত হইয়া অন্তকালে পরমপদ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই ॥৬২ ॥ মহারাজ ! অন্যান্য বহুতর পুরাণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু কোনটিই এই শ্রীমদ্দেবীভাগ-বতের তুল্য নহে, ইহা আমার স্থির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত নারদের নবরাত্র ব্রত বর্ণন ও রাম-
চন্দ্রের তদনুষ্ঠান বর্ণন নামক ত্রিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ * ॥

সমাপ্তশ্চায়ং তৃতীয়স্কন্ধঃ।

চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

বাসবেয়! মুনিশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বজ্ঞাননিধেঽনঘ!।
প্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং স্বামিন্নস্মাকং কুলবর্দ্ধন! ॥ ১ ॥
শূরসেনসুতঃ শ্রীমান্ বসুদেবঃ প্রতাপবান্।
শ্রুতং ময়া হরির্যস্য পুত্রভাবমবাপ্তবান্ ॥ ২ ॥
দেবানামপি পূজ্যোঽভূন্নাম্না চানকদুন্দুভিঃ।
কারাগারে কথং বদ্ধঃ কংসস্য ধর্ম্মতৎপরঃ ॥ ৩ ॥

গণেশায় নমঃ।

যদুন্মেষনিমেষাভ্যাং জগতঃ প্রলয়োদ্ভবৌ।
বন্দে তাং ভুবনেশানীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥
অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশদ্ভিঃ পদ্যৈরনুত্তমম্।
কৃষ্ণাবতারসম্প্রশ্নো রাজ্ঞা কৃত উদীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বাঽধ্যায়ান্তে রামাবতারপর্য্যন্তমবতারাঃ শ্রীভগবত্যধীনাস্তয়া যথা যথা প্রের্য্যন্তে তথা-তথা তে কুর্ব্বন্তীত্যুক্তং ন তু কৃষ্ণাবতারস্তদধীন উক্তঃ। তথা চ তস্যেশ্বরশক্তিযুক্তত্বে ন তস্য দুর্দ্দশা তদাশ্রিতানাং যাদবানাং পাণ্ডবানাং দুর্দ্দশা কিমিতি জাতেত্যভিপ্রায়েণ। কিঞ্চ জগতঃ কারণং শ্রীভুবনেশ্বরী ভগবতী মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণীতি সর্ব্ববেদসিদ্ধং তস্যাশ্চ বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যরাহিত্যেনোচ্চাবচসৃষ্টিকল্পনং কিংনিমিত্তমভবদিতি তন্নিমিত্তপরিচয়ার্থঞ্চ জনমে-জয়ঃ পৃচ্ছতি বাসবেয় মুনিশ্রেষ্ঠেতি। বাসব্যাঃ সুগন্ধায়াঃ অপত্যং বাসবেয়ঃ। স্ত্রীভ্যো ঢগিতি ঢক্। হে ব্যাস! ॥ ১—৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞাননিধে! প্রভো! হে বিমলাত্মন্! মুনিবর! বাস-বেয়! আপনি নিয়তই অস্মৎকুলের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন, আমি আপনাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিতেছি ॥ ১ ॥ মুনিবর! আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, স্বয়ং ভগবান্ হরি যাঁহার পুত্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রতাপবান্ আনকদুন্দুভি দেবগণেরও পূজনীয়, সেই শ্রীমান্ শূরসেন-তনয় বসুদেব, সতত ধর্ম্মনিরত থাকিয়াও কি

দেবক্যা ভার্য্যয়া সার্দ্ধং কিমাগঃ কৃতবানসৌ।
দেবক্যা বালষট্‌কস্য বিনাশশ্চ কৃতঃ পুনঃ ॥ ৪ ॥
তেন কংসেন কস্মাদ্বৈ যয়াতিকুলজেন চ।
কারাগারে কথং জন্ম বাসুদেবস্য বৈ হরেঃ ॥ ৫ ॥
গোকুলে চ কথং নীতো ভগবান্ সাত্বতাম্পতিঃ।
গতো জন্মান্তরং কস্মাৎ পিতরৌ নিগড়ে স্থিতৌ ॥ ৬ ॥
দেবকীবসুদেবৌ চ কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
কথং ন মোচিতৌ বদ্ধৌ পিতরৌ হরিণামুনা ॥ ৭ ॥
জগৎ কর্ত্তুং সমর্থেন স্থিতেন জনকোদরে।
প্রাক্তনং কিং তয়োঃ কর্ম্ম দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং মহাত্মভিঃ ॥ ৮ ॥
জন্ম বৈ বাসুদেবস্য যত্রাসীৎ পরমাত্মনঃ।
কে তে পুত্রাশ্চ কা বালা যা কংসেন বিপোথিতা ॥ ৯ ॥

আগোঽপরাধঃ। যেনাপরাধেন কারাগারে বদ্ধস্তাদৃশমাগঃ কিং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥
যযাতেঃ কুলমুত্তমমেব তদুদ্ভবেনাপি কংসেন কুলীনেনেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥
গতো জন্মান্তরমিতি। ক্ষত্রিয়বংশজঃ সন্ গোপালবংশজত্ববিশিষ্টং লোকদৃষ্ট্যা জন্মান্তরং কস্মাদ্গত ইত্যর্থঃ। পিতরাবিত্যস্যোত্তরত্রান্বয়ঃ ॥ ৬—৭ ॥
নন্নু প্রাক্তনকর্ম্মবশাত্তৌ বদ্ধৌ তত্র হরিঃ কিং করিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ প্রাক্তনং কিমিতি। যত্র পরমাত্মনো জন্মাভবত্তত্র প্রাক্তনং কিমবশিষ্টম্। যন্মহাত্মভিরপি দুর্জ্ঞেয়ম্। ন হি তস্মিন্ সতি পরমেশ্বরস্য জন্ম স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

নিমিত্ত কংসের কারাগারে বদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ২—৩ ॥ দেবকী-ভার্য্যার সহিত তিনি কি অপরাধ করিয়াছিলেন? কি নিমিত্ত যযাতিকুলনন্দন কংসরাজ, দেবকীর ছয়টী শিশু পুত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কি নিমিত্তই বা হরি বসুদেবের পুত্র হইয়া কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? ॥ ৪—৫ ॥ কেনই বা সাত্বত কুলপতি ভগবান্ বাসুদেব গোকুলে নীত হইয়াছিলেন, ক্ষত্রবংশে উৎপন্ন হইয়া কেনই বা তিনি লোকমধ্যে গোপালকুলজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন; অপ্রমিত তেজঃসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের জনকজননী বসুদেব ও দেবকী কি নিমিত্ত নিগড়-নিবদ্ধ হইয়াছিলেন, যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করিতে সমর্থ, সেই অপ্রমিত-প্রভাব হরি জননীর জঠরদেশে অবস্থিত হইয়াও কি নিমিত্ত নিগড়বদ্ধ পিতা মাতাকে কারাগার হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিয়া দিলেন না। তাঁহারা যে মহাত্মাগণেরও দুর্জ্ঞেয় আপন আপন প্রাক্তন কর্ম্মফলে কারাবন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যেস্থানে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেস্থানে কি আর প্রাক্তন কর্ম্মের ফলভোগ হইতে পারে? আর, বসুদেবের ঔরসে ও দেবকী গর্ভে সমুৎপন্ন হইয়া পরিশেষে যাহারা কংস কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল তাহারা পূর্ব্বজন্মে কে ছিল? ॥ ৬-৮ ॥

শিলায়াং নির্গতা ব্যোম্নি জাতা হ্যষ্টভুজা পুনঃ।
গার্হস্থ্যঞ্চ হরের্ব্রূহি বহুভার্য্যস্য চানঘ! ॥ ১০ ॥
কার্য্যাণি তত্র তান্যেব দেহত্যাগঞ্চ তস্য বৈ।
কিংবদন্ত্যা শ্রুতং যত্তন্মনো মোহয়তীব মে ॥ ১১ ॥
চরিতং বাসুদেবস্য ত্বমাখ্যাহি যথাতথম্।
নরনারায়ণৌ দেবৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ ॥ ১২ ॥
ধর্ম্মপুত্রৌ মহাত্মানৌ তপশ্চেরতুরুত্তমম্।
যৌ মুনী বহুবর্ষাণি পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ॥ ১৩ ॥
নিরাহারৌ জিতাত্মানৌ নিঃস্পৃহৌ জিতষড়্গুণৌ।
বিষ্ণোরংশৌ জগৎস্বেম্নে তপশ্চেরতুরুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥
তয়োরংশাবতারৌ হি জিষ্ণুকৃষ্ণৌ মহাবলৌ।
প্রসিদ্ধৌ মুনিভিঃ প্রোক্তৌ সর্ব্বজ্ঞৈর্নারদাদিভিঃ ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ কে তে পুত্রা ইতি। শিলায়াং যে বিপোথিতা ইতি শেষঃ। তে কে পূর্ব্বজন্মনি স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥

কিংবদন্ত্যা জনশ্রুত্যা মনো মোহয়তীবেতি। কচিদীশ্বরবচ্চরিতেন কচিজ্জীববচ্চরিতেন কিময়মীশ্বরো বা জীবো বেতি মনসো মোহো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ নরনারায়ণাবিতি ॥ ১২—১৩ ॥

জিতষড়্গুণৌ জিতকামক্রোধাদিষট্কৌ। জগৎস্বেম্নে জগৎকল্যাণায় ॥ ১৪—১৫ ॥

যে বালিকা কংস কর্ত্তৃক শিলায় আহত ও তৎক্ষণাৎ অষ্টভুজা হইয়া আকাশপথে উত্থিত হইয়াছিলেন তিনিই বা কে? হে বিমলাত্মন্! যিনি বহুতর রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীহরি কিরূপে গৃহস্থ ধর্ম্মের আচরণ করিলেন; এবং তিনি সেই জন্মে যে যে কর্ম্ম করিয়া যেরূপে দেহত্যাগ করেন তৎসমুদায় আমার নিকট বর্ণন করুন। আমি কিংবদন্তীতে যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদয় যেন আমার মনকে মোহিত করিয়া আনিতেছে। ভগবন্! তাহাতে শুনিতেছি যে বাসুদেবের চরিত্র কখন ঈশ্বরের ন্যায় কখনও বা সামান্য জীবের ন্যায়, অতএব তিনি ঈশ্বর অথবা সামান্য মানব এইরূপ সংশয়বিজৃম্ভিত মোহে আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে আপনি বাসুদেবের চরিত যথার্থরূপে বর্ণন করিয়া আমার এই মোহ বিদূরিত করুন ॥ ৯—১১ ॥

হে ভগবন্! পূর্ব্বে, ধর্ম্মপুত্র মহাত্মা পুরাতন মুনি, ঋষিশ্রেষ্ঠ, নরনারায়ণ নামক দেবতা দ্বয় পবিত্র বদরিকাশ্রমে বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অত্যুত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ১২—১৩ ॥ এই মুনিদ্বয় বিষ্ণুর অংশ, ইহাঁরা জগতের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত, নিস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয় ও নিরাহার হইয়া কামক্রোধাদি রিপুবর্গের পরাজয় পূর্ব্বক অনুত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন ॥১৪॥ সর্ব্ব-

বিদ্যমানশরীরৌ তৌ কথং দেহান্তরং গতৌ।
নরনারায়ণৌ দেবৌ পুনঃ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ কথম্ ॥ ১৬ ॥
যৌ চক্রতুস্তপশ্চোগ্রং মুক্ত্যর্থং মুনিসত্তমৌ।
তৌ কথং প্রাপতুর্দেহৌ প্রাপ্তযোগৌ মহাতপৌ ॥ ১৭ ॥
শূদ্রঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠস্তু মৃতো বৈশ্যত্বমাপ্নুয়াৎ।
বৈশ্যঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠস্তু দেহান্তে ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ ॥ ১৮ ॥
ক্ষত্রিয়স্তু শুভাচারো মৃতো বৈ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণো নিঃস্পৃহঃ শান্তো ভবরোগাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥
বিপরীতমিদং ভাতি নরনারায়ণৌ চ তৌ।
তপসা শোষিতাত্মানৌ ক্ষত্রিয়ৌ তৌ বভূবতুঃ ॥ ২০ ॥
কেন তৌ কর্ম্মণা শান্তৌ জাতৌ শাপেন বা পুনঃ।
ব্রাহ্মণৌ ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ কারণং তন্মুনে! বদ ॥ ২১ ॥

বিদ্যমানশরীরৌ তাবিতি। পূর্ব্বদেহং পরিত্যজ্যৈব দেহান্তিরোগমনং সম্ভবতি ন চ তদিহাস্তি। তথা চ কথং তয়োর্দ্দেহান্তরগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ যৌ চক্রতুরিতি। মুক্ত্যর্থং তপস্যতোর্দ্দেহান্তরগমনফলং বিরুদ্ধং কথমভূদিতিপ্রশ্নার্থঃ ॥ ১৭ ॥

যদ্যত্তপসা যদ্যদ্ফলং ভবতি তদাহ শূদ্র ইতি ॥ ১৮—১৯ ॥

এবং নিয়মে সতি নরনারায়ণয়োর্ব্রাহ্মণয়োর্জ্ঞানিনোর্ব্বিপরীতং ক্ষত্রিয়জন্মফলং কথমভূদিত্যাহ বিপরীতমিতি ॥ ২০ ॥

বিপরীতফলকারণং তর্কয়তি কেন তাবিতি ॥ ২১ ॥

জ্ঞানসম্পন্ন নারদাদি মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, সুপ্রসিদ্ধ মহাবল অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত পুরাতন মুনিদ্বয়ের অংশাবতার ॥১৫॥ সেই নরনারায়ণ দেবতাদ্বয় পূর্ব্বদেহ বিদ্যমান সত্ত্বেও কিরূপে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন?॥ ১৬॥ আর যে মুনীন্দ্রযুগল মুক্তির নিমিত্ত উগ্রতর তপস্যা করিয়া যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিরূপে দেহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন?॥ ১৭ ॥ হে ব্রহ্মন্! আমরা শুনিয়াছি, স্বধর্ম্ম নিরত শূদ্র, দেহান্তে বৈশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ বৈশ্য সদাচারনিষ্ঠ হইলে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়া থাকে এবং সদাচার সম্পন্ন ক্ষত্র, দেহ পরিহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া থাকে। আর ব্রাহ্মণ যদি নিঃস্পৃহ ও শান্তিপথাবলম্বী হয়েন তাহা হইলে ভবযন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮—১৯ ॥ ভগবন্! সেই নরনারায়ণ, তপস্যা দ্বারা শরীর শোষণ করিয়াও যে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, এ বিষয় নিয়মের বিপরীত বলিয়াই আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে॥ ২০ ॥ তাঁহারা যোগী হইলেও কি কর্ম্ম দ্বারা পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? অথবা তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়া শাপপ্রযুক্তই ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন?

যাদবানাং বিনাশশ্চ ব্রহ্মশাপাদিতি শ্রুতিঃ ।
কৃষ্ণস্যাপি হি গান্ধর্য্যাঃ শাপেনৈব কুলক্ষয়ঃ ॥ ২২ ॥
প্রদ্যুম্নহরণং চৈব শম্বরেণ কথং কৃতম্ ।
বর্ত্তমানে বাসুদেবে দেবদেবে জনার্দ্দনে ।
পুত্রস্য সূতিকাগেহাদ্ধরণঞ্চাতিদুর্ঘটম্ ॥ ২৩ ॥
দ্বারকাদুর্গমধ্যাদ্ বৈ হরিবেশ্মাদ্দুরত্যয়াৎ ।
ন জ্ঞাতং বাসুদেবেন তৎ কথং দিব্যচক্ষুষা ॥ ২৪ ॥
সন্দেহোঽয়ং মহান্ ব্রহ্মন্নিঃসন্দেহং কুরু প্রভো ! ।
যৎ পত্ন্যো বাসুদেবস্য দস্যুভির্লুণ্ঠিতা হৃতাঃ ॥ ২৫ ॥
স্বর্গতে দেবদেবে তু তৎ কথং মুনিসত্তম ! ।
সংশয়োঽন্যোঽস্তি মে ব্রহ্মংশ্চিত্তান্দোলনকারকঃ ॥ ২৬ ॥
বিষ্ণোরংশঃ সমুদ্ভূতঃ শৌরির্ভূভারহারকৃৎ ।
স কথং মথুরারাজ্যং ভয়াত্যক্ত্বা জনার্দ্দনঃ ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চ যাদবানামিতি । স কথং জাত ইতি বদেতি শেষঃ । কৃষ্ণস্যাপীতি । গান্ধার্য্যাঃ শাপেনেশ্বরস্যাপি কৃষ্ণস্য কুলক্ষয়ঃ কথং জাত ইত্যপি বদেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বাসুদেবে বর্ত্তমানে পুত্রস্য হরণং কথং কৃতমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চ তেন কৃতং হরণং বাসুদেবেন দিব্যচক্ষুষা কথং ন জ্ঞাতম্ । যদর্থং মহামোহে নিমগ্ন ইত্যাহ ন জ্ঞাতমিতি ॥ ২৪ ॥

কিঞ্চ যৎ পত্ন্য ইতি ॥ ২৫ ॥

স্বর্গতে বৈকুণ্ঠং গতে ॥ ২৬ ॥

যাহাই হউক, হে মুনে ! আপনি আমার নিকট ইহার কারণ বর্ণন পূর্ব্বক সংশয় অপনোদন করুন ॥ ২১ ॥ আমি শুনিয়াছি যে ব্রহ্মশাপে যদুকুল ধ্বংস হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার হইলেও গান্ধারীর অভিশাপে তাঁহার কুলক্ষয় হইয়াছিল ॥ ২২ ॥ অসুররাজ শম্বর কি নিমিত্ত প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়াছিল, দেবদেব বাসুদেব জনার্দ্দন বিদ্যমান থাকিলেও সূতিকাগার হইতে পুত্রের হরণ অত্যন্ত দুর্ঘট বলিয়া মনে হয় ॥ ২৩ ॥ শম্বরাসুর দুরতিক্রম্য দ্বারকা মধ্যস্থিত হরির গৃহ হইতে প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেও বাসুদেব দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেন না কেন ? ॥ ২৪ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! বাসুদেব দেহত্যাগ করিলে দস্যুগণ তাঁহার পত্নীগণকে যে লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥ হে মুনিসত্তম ! দেবদেব বাসুদেব স্বর্গগত হইলেই উক্ত ব্যাপার কেন সংঘটিত হইল, ব্রহ্মন্ ! ইহা ব্যতীত আমার আর একটী গুরুতর সংশয় আছে যাহা মানসপথে উদিত হইয়া চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে ॥ ২৬ ॥ সাধো ! শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ হইতে

দ্বারবত্যাং গতঃ সাধো ! সসৈন্যঃ সসুহৃদ্গণঃ।
অবতারো হরেঃ প্রোক্তো ভূভারহরণায় বৈ ॥ ২৮ ॥
পাপাত্মনাং বিনাশায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ।
তৎ কথং বাসুদেবেন চৌরাস্তে ন নিপাতিতাঃ ॥ ২৯ ॥
যৈর্হৃতা বাসুদেবস্য পত্ন্যঃ সংলুণ্ঠিতাশ্চ তাঃ।
স্তেনাস্তে কিং ন বিজ্ঞাতাঃ সর্ব্বজ্ঞেন সতা পুনঃ ॥ ৩০ ॥
ভীষ্মদ্রোণবধঃ কামং ভূভারহরণে মতঃ।
অবিতাশ্চ মহাত্মানঃ পাণ্ডবা ধর্ম্মতৎপরাঃ ॥ ৩১ ॥
কৃষ্ণভক্তাঃ সদাচারা যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ।
তে কৃত্বা রাজসূয়ঞ্চ যজ্ঞরাজং বিধানতঃ ॥ ৩২ ॥
দক্ষিণা বিবিধা দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যোঽতিভাবতঃ।
পাণ্ডুপুত্রাস্তু দেবাংশা বাসুদেবাশ্রিতা মুনে ! ॥ ৩৩ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণোরিতি ॥ ২৭—৩০ ॥

ভীষ্মদ্রোণাদয়ো ধর্ম্মাত্মানোঽপি ভূভারকারকা ইতি জ্ঞাত্বা তেষাং বধস্তস্য মত ইষ্টো জাতস্তথা সতি তেষাং স্তেনানাং কথং তেন বধো ন কৃত ইতি বদেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩১ ॥

কিঞ্চ কৃষ্ণভক্তা ইতি ॥ ৩২—৩৩ ॥

উৎপন্ন; মুনিগণও কহিয়া থাকেন যে ভূভার হরণের নিমিত্ত ভগবান্ হরি অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ, জরাসন্ধের ভয়ে মথুরারাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সৈন্য ও সুহৃদ্গণের সহিত দ্বারবতী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। এ বিষয় আমার আশ্চর্য্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। আর দেখুন যদি অমেয়াত্মা বাসুদেব, পৃথিবীর ভার হরণ, পাপাত্মাগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তবে যে সকল দুষ্ট তস্কর তাঁহার পত্নীগণের লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল; তাহাদিগকে পূর্ব্বে তিনি বিনাশ করেন নাই কেন? তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কি সেই চৌরগণকে জানিতেন না? ॥ ২৭—৩০ ॥ তিনি ধর্ম্মনিরত মহাত্মা পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতি মহাত্মা ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম দ্রোণাদিকে ভূভার বিবেচনা করিয়া কিরূপে তাহাদের বধ সাধন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় জন্মিয়া রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডুপুত্রগণ সদাচার দেবাংশ সম্ভূত কৃষ্ণভক্ত, তাঁহারা ভক্তিভাবে বিধিপূর্ব্বক রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ প্রকার দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বাসুদেবের আশ্রিত হইয়াছিলেন, তথাপি হে মুনে! তাঁহারা কিজন্য ঘোরতর দুঃখ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের সুকৃতিরাশি কোথায় অপহৃত হইয়াছিল, মুনিবর! তাহারা এমন কি ঘোরতর পাপ

ঘোরং দুঃখং কথং প্রাপ্তাঃ ক গতং সুকৃতঞ্চ তৎ।
কিং তৎ পাপং মহারৌদ্রং যেন তে পীড়িতাঃ সদা ॥ ৩৪ ॥
দ্রৌপদী চ মহাভাগা বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা।
রমাংশজা চ সাধ্বী চ কৃষ্ণভক্তিযুতা তথা ॥ ৩৫ ॥
সা কথং দুঃখমতুলং প্রাপ ঘোরং পুনঃ পুনঃ।
দুঃশাসনেন সা কেশে গৃহীতা পীড়িতা ভৃশম্ ॥ ৩৬ ॥
রজস্বলা সভায়াস্তু নীতা ভীতৈকবাসসা।
বিরাটনগরে দাসী জাতা মৎস্যস্য সা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥
ধর্ষিতা কীচকেনাথ রুদতী কুররী যথা।
হৃতা জয়দ্রথেনাথ ক্রন্দমানাতিদুঃখিতা ॥ ৩৮ ॥
মোচিতা পাণ্ডবৈঃ পশ্চাদ্বলবদ্ভির্ম্মহাত্মভিঃ।
পূর্ব্বজন্মকৃতং কিং তদ্ পাতকং যেন পীড়িতাঃ ॥ ৩৯ ॥
দুঃখান্যনেকান্যাপ্তাস্তে কথয়াদ্য মহামতে !।
রাজসূয়ং ক্রতুবরং কৃত্বা তে মম পূর্ব্বজাঃ ॥ ৪০ ॥

ক গতং সুকৃতঞ্চ তদিতি। নমু পূর্ব্বমেবোক্তং রাজসূয়ঃ সাঙ্গো যজ্ঞো ন জাত ইতি তৎকথমত্র শঙ্কাতে ক গতং সুকৃতঞ্চ তদিতি চেন্ন। এতাদৃশবাসুদেবাদিসর্ব্বজ্ঞপুরুষসান্নিধ্যে কথং সাঙ্গো যজ্ঞো ন জাত ইত্যত্রৈব প্রশ্নতাৎপর্য্যাৎ। তদেবাহ কিং তৎ পাপমিতি। যেন পাপেন সাঙ্গো যজ্ঞো ন জাত ইতি কৃত্বা দুঃখেন পীড়িতাস্তৎ পাপং কিমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
কিঞ্চ দ্রৌপদীতি ॥ ৩৫—৩৯ ॥
কিঞ্চ রাজসূয়মিতি ॥ ৪০ ॥

করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে নিরন্তরই ক্লেশরাশি ভোগ করিতে হইয়াছিল ॥৩২-৩৪॥ মহাভাগা দ্রৌপদী বেদিমধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি লক্ষ্মীর অংশজাতা, সাধ্বী ও কৃষ্ণভক্তিসমন্বিতা; তিনিই বা কি নিমিত্ত অতুলনীয় ঘোরতর দুঃখ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? হায়! দ্রৌপদী দুঃশাসন কর্ত্তৃক কেশাকর্ষণে অতিশয় প্রপীড়িতা এবং রজস্বলা একবস্ত্রা ও ভীতা হইলেও সেই দুষ্ট কর্ত্তৃক রাজসভায় আনীতা হইয়াছিলেন, তিনি বিরাটনগরে মৎস্যরাজের দাসী, ও কুররীর ন্যায় রোদন করিলেও কীচক কর্ত্তৃক ধর্ষিতা ও অপমানিতা হইয়াছিলেন; হায়! সেই দ্রৌপদী অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিলেও জয়দ্রথ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া পরিশেষে বলবান্ মহাত্মা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক মোচিত হইয়াছিলেন; মুনে! পূর্ব্বজন্মে সেই পাণ্ডবগণ এমন কি পাপ করিয়াছিলেন যদ্দ্বারা তাহাদিগকে এরূপ ঘোরতর মহাক্লেশে পড়িতে হইয়াছিল? ॥ ৩৫—৩৯ ॥ হে মহামতে! আমার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও কি কারণে এবংবিধ অনেক প্রকার দুঃখ

দুঃখং মহত্তরং প্রাপ্তাঃ পূর্ব্বজন্মকৃতেন বৈ।
দেবাংশানাং কথং তেষাং সংশয়োঽয়ং মহান্ হি মে ॥ ৪১ ॥
সদাচারৈস্তু কৌন্তেয়ৈর্ভীষ্মদ্রোণাদয়ো হতাঃ।
ছলেন ধনলোভার্থং জানানৈর্নশ্বরং জগৎ ॥ ৪২ ॥
প্রেরিতা বাসুদেবেন পাপে ঘোরে মহাত্মনা।
কুলং ক্ষয়িতবন্তস্তে হরিণা পরমাত্মনা ॥ ৪৩ ॥
বরং ভিক্ষাটনং সাধো নীবারৈর্জীবনং বরম্।
যোধান্ন হত্বা লোভেন শিল্পেন জীবনং বরম্ ॥ ৪৪ ॥
বিচ্ছিন্নস্তু ত্বয়া বংশো রক্ষিতো মুনিসত্তম!।
সমুৎপাদ্য সুতানাশু গোলকাঞ্চক্রনাশনান্* ॥ ৪৫ ॥

মম পূর্ব্বজাঃ পূর্ব্বজন্মকৃতপাপেন দুঃখং প্রাপ্তা ইতি বক্তব্যং তদপি ন সম্ভবতি। দেবাংশানাং তেষাং পূর্ব্বজন্মাভাবাদ্ দেবানাঞ্চ পরমেশ্বরাধিকারিপুরুষত্বাৎ পাপসম্ভাবনাভাবস্তথা চ দেবাংশানাং তেষাং কথং দুঃখসম্ভব ইত্যয়ং সংশয়ো মে বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চ সদাচারৈস্ত্বিতি। নশ্বরং মিথ্যাজগজ্জানানৈর্জ্ঞানবদ্ভিঃ সদাচারৈঃ কথং হতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

কিঞ্চ প্রেরিতা ইতি। বাসুদেবেনেশ্বরেণ কথং পাপে প্রেরিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

লোভেন যোধান্ন হত্বা ন বিনাশ্য ভিক্ষাটনাদিনা জীবনং বরম্। ন তু লোভেন যোধান্ হত্বা রাজ্যভোগো বর ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চ বিচ্ছিন্নস্ত্বিতি ॥ ৪৫ ॥

ভোগ করিয়াছিলেন তাহা আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ৪০ ॥ যদি বলেন তাঁহারা পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্মবশে অতি মহত্তর দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভব হইতে পারে না; কারণ, তাঁহারা দেবাংশ, অতএব তাঁহাদের এরূপ দুঃখভোগ কিজন্য ঘটিয়াছিল, এতদ্বিষয়ে আমার মহৎ সংশয় রহিয়াছে ॥ ৪১ ॥ কুন্তীপুত্রগণ সদাচার সম্পন্ন হইয়া এবং এই জগতের নশ্বরতা জানিয়াও ধনলোভে কি নিমিত্ত ছলপূর্ব্বক ভীষ্মদ্রোণাদির বধ সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥ তাঁহারা, পরমাত্মস্বরূপ মহাত্মা বাসুদেব হরি কর্ত্তৃক ঘোরতর পাপকার্য্যে প্রেরিত হইয়া আপনাদের কুলক্ষয় করিয়াছিলেন ইহাত আমার নিকট অতিশয় আশ্চর্য্য বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে ॥৪৩॥ হে সাধো! বরং ভিক্ষাটনও ভাল, বরং নীবার কণিকায় প্রাণ ধারণও ভাল, বরং শিল্পকর্ম্ম দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করাও ভাল তথাপি লোভবশে অন্যায় যুদ্ধে যোধগণের বধ সাধন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৪ ॥ হে মুনিসত্তম! আপনিই, অতুল পরাক্রমী গোলক পুত্র সকল † উৎপন্ন করিয়া এই বিচ্ছিন্ন বংশের রক্ষা

---

* মাতৃশাসনাৎ। ইতি বা পাঠঃ।

† পতি, মৃত হইলে সেই নারীর গর্ভে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রের নাম গোলক।

সোঽল্পেনৈব তু কালেন বিরাটতনয়াসুতঃ।
তাপসস্য গলে সর্পং ন্যস্তবান্ কথমদ্ভুতম্ ॥ ৪৬ ॥
ন কোঽপি ব্রাহ্মণং দ্বেষ্টি ক্ষত্রিয়স্য কুলোদ্ভবঃ।
তাপসং মৌনসংযুক্তং পিত্রা কিং তৎ কৃতং মুনে! ॥ ৪৭ ॥
এতৈরন্যৈশ্চ সন্দেহৈর্বিকলং মে মনোঽধুনা।
স্থিরং কুরু পিতঃ! সাধো! সর্ব্বজ্ঞোঽসি দয়ানিধে! ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়স্য সন্দেহকথনপুরঃসরং কৃষ্ণাবতারপ্রশ্নকথনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ত্বাদৃশমহানুভাবাদুৎপন্নে বংশে জায়মানঃ সঃ বিরাটতনয়া উত্তরা তস্যাঃ সুতঃ পরিক্ষিত্তাপসস্য গলে সর্পং কথং ন্যস্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করিয়াছিলেন ॥৪৫॥ আর সেই সংকুলসম্ভূত উত্তরাত্মজ মহানুভব পিতৃদেব, অকস্মাৎ কিজন্য তাপস ব্রাহ্মণের গলদেশে, মৃতসর্প বিন্যস্ত করিয়াছিলেন? এই বিষয় আমার মহৎ আশ্চর্য্য বলিয়াই বোধ হইতেছে ॥ ৪৬ ॥ ক্ষত্রকুলোদ্ভব কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না; পিতৃদেব কি মৌনব্রতধারী তাপসের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন? আপনি কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন? ॥ ৪৭ ॥ মুনিবর! এই সকল এবং অন্যান্য বহুতর সন্দেহজালে জড়িত হইয়া আমার মন এক্ষণে অত্যন্ত বিকল ও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, হে দয়ানিধে! সাধো আপনি সর্ব্বজ্ঞ; আপনি কৃপা করিয়া আমার এই চঞ্চল মানসের স্থিরতা সম্পাদন করুন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়ের প্রশ্ন নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং পৃষ্টঃ পুরাণজ্ঞো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
পরিক্ষিতসুতং শান্তং ততো বৈ জনমেজয়ম্।
উবাচ সংশয়চ্ছেত্তৃ বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ।

রাজন্! কিমেতদ্বক্তব্যং কর্ম্মণাং গহনা গতিঃ।
দুর্জ্ঞেয়া কিল দেবানাং মানবানাঞ্চ কা কথা ॥ ২ ॥
যদা সমুত্থিতং চৈতদ্‌ব্রহ্মাণ্ডং ত্রিগুণাত্মকম্।
কর্ম্মণৈব সমুৎপত্তিঃ সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥
অনাদিনিধনা জীবাঃ কর্ম্মবীজসমুদ্ভবাঃ।
নানাযোনিষু জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ পুনঃপুনঃ ॥ ৪ ॥

ষষ্টিশ্লোকৈর্ব্বিচিত্রস্য প্রপঞ্চস্য চ কারণম্।
দেবাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ম্মৈবেত্যেতদুচ্যতে ॥

ইত্থং জনমেজয়েনানেকবিধান্ কৃতান্ প্রশ্নান্ শ্রুত্বা তেষাং সর্ব্বেষাং প্রশ্নানাং সমাধানং প্রপঞ্চস্য দেবাদীনাঞ্চ কর্ম্মাধীনত্বমিতি ব্যাস উবাচেতি শৌনকাদীন্ প্রতি সূত আহ এবং পৃষ্টঃ পুরাণজ্ঞ ইতি ॥ ১ ॥

কিমুবাচ তদাহ রাজন্! কিমিতি। এতত্ত্বয়া পৃষ্টং কিং বক্তব্যং যতো দেবানামপি কর্ম্মণাং গহনা কষ্টা গতির্দুর্জ্ঞেয়া ভবতি। যদা দেবাদীনামপি কর্ম্মণৈবং গতিস্তদা মানবানাং কা কথা। তস্মাৎ কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কর্ম্মাধীনত্বমেব সর্ব্বেষামাহ যদেতি। অত্র তদেতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

কর্ম্মবীজসমুদ্ভবাঃ কর্ম্মরূপকারণজন্যাঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, অনন্তর সত্যবতীতনয় পুরাণবিদ্ বাক্যবিশারদ ব্যাসদেব, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পরীক্ষিৎপুত্র প্রশান্তচেতা জনমেজয়কে সংশয়চ্ছেদি বাক্য সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ রাজন্! এ বিষয়ে অধিক বক্তব্য আর কি আছে? আপনি জানিবেন এই সংসারে কর্ম্মের গতি সহজেই বোধগম্য হয় না; ইহার বিচিত্র গতি দেবতারাও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন, মনুষ্যদিগের পক্ষে আর কি বলিব ॥ ২ ॥ যখন এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ উৎপন্ন হয়, তখন কর্ম্মের দ্বারাই সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ কর্ম্মরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন জীব

কর্ম্মণা রহিতো দেহসংযোগো ন কদাচন ॥ ৫ ॥
শুভাশুভৈস্তথা মিশ্রৈঃ কর্ম্মভির্ব্বেষ্টিতং ত্রিদম্ ।
ত্রিবিধানি হি তান্যাহুর্বুধাস্তত্ত্ববিদশ্চ যে ॥ ৬ ॥
সঞ্চিতানি ভবিষ্যাণি প্রারব্ধানি তথা পুনঃ ।
বর্ত্তমানানি দেহেঽস্মিংস্ত্রৈবিধ্যং কর্ম্মণাং কিল ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং তদ্বশত্বং নরাধিপ ! ।
সুখদুঃখজরামৃত্যুহর্ষশোকাদয়স্তথা ॥ ৮ ॥
কামক্রোধৌ চ লোভশ্চ সর্ব্বে দেহগতা গুণাঃ ।
দৈবাধীনাশ্চ সর্ব্বেষাং প্রভবন্তি নরাধিপ ! ॥ ৯ ॥

দেহসংযোগোঽয়ং ত্রিবিধকর্ম্মরহিতঃ কদাপি ন তিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥

তত্র কর্ম্মাণি ত্রিবিধানি সন্তীত্যাহ শুভাশুভৈরিতি। শুভানি সাত্ত্বিকানি। অশুভানি তামসানি। মিশ্রাণি রাজসানি। তেষাং স্বরূপঞ্চ তৃতীয়স্কন্ধে সত্ত্বাদিগুণনিরূপণপ্রকরণে স্পষ্টীকৃতম্ ॥ ৬ ॥

তানি চ প্রত্যেকং ত্রিবিধানীত্যাহ সঞ্চিতানীতি এবং কর্ম্মণাং ত্রৈবিধ্যং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যদ্যপি ব্রহ্মাদয় ঈশ্বরাঃ সন্তি তথাপি তে কর্ম্মণৈবেশ্বরা জাতা ইতি কর্ম্মবশ্যত্বং তেষামস্ত্যেবেত্যাহ ব্রহ্মাদীনামিতি। পূর্ব্বজন্মনি কশ্চিদ্বিদ্যমানো জীবঃ কর্ম্মোপাসনাতিশয়েন হিরণ্যগর্ভো ভবতি। সো বিভেৎ স নৈব রেমে ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুতেঃ। কর্ম্মভির্ব্বদ্ধ এবং স পূর্ব্বজন্মকৃতশ্রবণাদিসাধনসংস্কারবশাদেব হিরণ্যগর্ভজন্মনি জ্ঞানবাংশ্চ ভবতীত্যেতদপি বৃহদারণ্যক এবোক্তম্। কর্ম্মাধীনস্ত তস্য হিরণ্যগর্ভস্যৈবাবতারা এতে ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ইতি। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ইত্যাদিশ্রুত্যোক্তম্। তথাচ কর্ম্মাধীনহিরণ্যগর্ভাংশত্বাদ্‌ব্রহ্মাদীনামপি কর্ম্মাধীনত্বং ভবত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

দৈবাধীনাঃ কর্ম্মাধীনা ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সকলের আদি ও অন্ত নাই, ইহারা ঐ কর্ম্ম-বীজ দ্বারাই নানাবিধ যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ও পুনঃ পুনঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কারণ, কর্ম্মক্ষয় হইলে জীবকে কদাচই আর দেহের সহিত সংযুক্ত হইতে হয় না ॥ ৪—৫ ॥ জীবগণের কর্ম্ম শুভ, অশুভ ও মিশ্র, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক কর্ম্ম শুভ, তামস কর্ম্ম অশুভ এবং রাজসিক কর্ম্ম মিশ্রিত, তত্ত্বদর্শি পণ্ডিতগণ জীবের কর্ম্ম এই তিন প্রকার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥ উক্ত তিন প্রকার কর্ম্মের প্রত্যেকই আবার সঞ্চিত, ভবিষ্য ও প্রারব্ধভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত ; এই তিন প্রকার কর্ম্ম জীবদেহে নিয়তই বিদ্যমান থাকে ॥ ৭ ॥ হে নৃপতে ! ব্রহ্মাদি সকলেই সেই কর্ম্মের বশীভূত। আর সুখ, দুঃখ, জরা, মৃত্যু, হর্ষ, শোকাদি এবং কাম, ক্রোধ ও লোভাদি দেহগত গুণ সকল কর্ম্মজনিত অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ৮—৯ ॥ অতএব রাগ দ্বেষাদি শারীরিক ধর্ম্ম সকল সর্ব্বভাবেই

রাগদ্বেষাদয়ো ভাবাঃ সর্ব্বেঽপি প্রভবন্তি হি।
দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরশ্চাঞ্চ তথা পুনঃ ॥ ১০ ॥
বিকারাঃ সর্ব্ব এবৈতে দেহেন সহ সঙ্গতাঃ।
পূর্ব্ববৈরানুযোগেন স্নেহযোগেন বা পুনঃ ॥ ১১ ॥
উৎপত্তিঃ সর্ব্বজন্তূনাং বিনা কর্ম্ম ন বিদ্যতে।
কর্ম্মণা ভ্রমতে সূর্য্যঃ শশাঙ্কঃ ক্ষয়রোগবান্ ॥ ১২ ॥
কপালী চ তথা রুদ্রঃ কর্ম্মণৈব ন সংশয়ঃ।
অনাদিনিধনঞ্চৈতৎ কারণং কর্ম্মসম্ভবে ॥ ১৩ ॥
তেনেহ শাশ্বতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
নিত্যানিত্যবিচারেঽত্র নিমগ্না মুনয়ঃ সদা ॥ ১৪ ॥
ন জানন্তি কিমেতদ্বৈ নিত্যং বানিত্যমেব চ।
মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং জগন্নিত্যং প্রতীয়তে ॥ ১৫ ॥

দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরশ্চাং সর্ব্বেষামপি কর্ম্মাধীনত্বস্য তুল্যত্বাদিত্যাহ দেবানামিতি ॥ ১০ ॥

পূর্ব্ব বৈরানুযোগেনেত্যৰ্দ্ধং পূর্ব্বান্বয়ি ॥ ১১ ॥

কর্ম্মাধীনত্বং নিগময়তি উৎপত্তিরিতি ॥ ১২ ॥

নম্নু কস্মাদেতাদৃশং দুর্ঘটং কর্ম্মোৎপন্নমিতি চেত্তত্রাহ অনাদিতি। বীজাঙ্কুরবদেতস্যানাদিত্বাদনাদিত্বম্। অনিধনত্বন্তু মোক্ষপর্য্যন্তাবস্থানাৎ। তদেতাদৃশকর্ম্মসম্ভবে সর্ব্বস্যোৎপত্তৌ কারণং ভবতীত্যর্থঃ। তেন কারণেন সর্ব্বং জগচ্ছাশ্বতং প্রবাহরূপেণ নিত্যং ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ কৈবল্যশ্রুতিঃ। পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধ ইতি। কর্ম্মণ এব কারণত্বং দর্শয়তি। তথাচ নৈতাদৃশং কর্ম্ম কস্মাদপ্যুৎপন্নং ভবিতুমিত্যর্থঃ। অতএবাহুঃ ষড়স্মাকমনাদয় ইতি ॥ ১৩ ॥

ইত্থং কর্ম্মসত্তাবে আগমং প্রদর্শ্যার্থাপত্তিমপ্যাহ নিত্যানিত্যেতি। ইদং জগন্নিত্যং প্রলয়রহিতমাহোস্বিদনিত্যং প্রলয়সহিতং ভবতি ইতিবিচারে সদা মুনয়ো নিমগ্নাঃ ॥ ১৪ ॥

প্রভুত্ব করিয়া থাকে। দেব মানব ও তির্য্যগ্জাতির পূর্ব্ব বৈরানুযোগ জন্য ক্রোধ ঈর্ষা দ্বেষাদি এবং স্নেহযোগ জন্য দয়া দাক্ষিণ্যাদি সকলপ্রকার বিকারই দেহের সহিত কর্ম্মসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ॥ ১০—১১ ॥ রাজন্! কর্ম্ম ব্যতিরেকে কোন জীবেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। কর্ম্ম দ্বারাই সূর্য্যদেব, গগনমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কর্ম্ম দ্বারাই নিশাকর, রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং রুদ্রদেব কর্ম্ম দ্বারাই কপাল মালা ধারণ করিয়াছেন। অতএব, এই কর্ম্মের আদিও নাই এবং মোক্ষের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বিনাশও নাই, এই কর্ম্মকেই জগতের উৎপত্তি বিষয়ে একমাত্র কারণ বলিয়া জানিবে ॥১২-১৩॥ এই জন্যই স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই অখিল জগৎ নিত্য, কিন্তু মুনিগণ, ইহার

কার্য্যাভাবঃ কথং বাচ্যঃ কারণে সতি সর্ব্বথা।
মায়া নিত্যা কারণঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা কিল ॥ ১৬ ॥
কর্ম্মবীজং ততো নিত্যং চিন্তনীয়ং সদা বুধৈঃ।
ভ্রমত্যেব জগৎ সর্ব্বং রাজন্! কর্ম্মনিয়ন্ত্রিতম্ ॥ ১৭ ॥
নানাযোনিষু রাজেন্দ্র! নানাধর্ম্মময়েষু চ।
ইচ্ছয়া চ ভবেজ্জন্ম বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥ ১৮ ॥
যুগেযুগেম্বনেকাসু নীচযোনিষু তৎকথম্।
ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠসংবাসং সুখভোগাননেকশঃ।
বিন্মূত্রমন্দিরে বাসং স্বতন্ত্রঃ কোঽভিবাঞ্ছতি ॥ ১৯ ॥

কুতো নিমগ্নাস্তত্রাহ ন জানন্তীতি। যতো নিত্যং বানিত্যং বেত্তি ন জানন্তি অতো নিমগ্না ইত্যর্থঃ। নন্থ জগন্নশ্বরং ভাতি ততো নিত্যকোটিঃ কথমুত্থিতেতি চেদগুনিত্যোত্যাহ মায়ায়ামিতি। কারণস্থ নিত্যত্বে কার্য্যমপি সদৈব স্থাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তদেবাহ কার্য্যাভাব ইতি অতো হেতোর্নিত্যত্বকোটিঃ সমুত্থিতেত্যর্থঃ। নন্থ মায়ৈবা-নিত্যা স্থাদিতি চেন্নেত্যাহ মায়া নিত্যেতি। মোক্ষপর্য্যন্তং নিত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তর্হি প্রত্যক্ষোপলভ্যমানস্থ জগতো নশ্বরত্বস্থ কা গতিরিতি চেত্তদন্যথাঽনুপপত্ত্যা কর্ম্ম-রূপবীজস্থ সহকারিকারণস্থানিত্যত্বং কল্পনীয়মিত্যাহ কর্ম্মবীজন্ততোঽনিত্যমিতি। অনিত্যং কর্ম্মবীজং সহকারিকারণং বুদ্ধৌ চিন্তনীয়মিত্যর্থঃ। তস্মাজ্জগত উৎপত্তিপ্রলয়ান্যথানুপপ-ত্ত্যাপি কর্ম্মসদ্ভাবঃ সিদ্ধ ইতি ভাবঃ। তস্মিংশ্চানিত্যে কর্ম্মণি স্বীকৃতে যদা প্রারব্ধং কর্ম্মো-ত্তিষ্ঠতি তদা মায়া বিসৃজতি যদা প্রারব্ধং সর্ব্বপ্রাণিনাং নশ্যতি তদা কারণভূতায়া মায়ায়া নিত্যত্বেঽপি সহকারিকারণস্থ কর্ম্মণোঽভাবাজ্জগতঃ প্রলয়ো ভবতীতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥১৭॥

যদি কর্ম্মনিয়ন্ত্রিতং জগন্ন স্থাত্তদেশ্বরাণাং কথমেতাদৃশী গতির্ভবেদিত্যাহ নানাযোনি-ম্বিতি। ইচ্ছয়া যদি নানাযোনিষু অধর্ম্মময়েষু দেশেষু জন্ম ন স্থাত্তদা দেবাদীনাং কর্ম্মনিয়-ন্ত্রিতত্বং ন স্থান্ন চেচ্ছয়া কশ্চন দুঃখেষু পততি তস্মাদ্দেবাদীনামপি কর্ম্মনিয়ন্ত্রিতত্বমেবেতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

নিত্যানিত্য বিচারে সর্ব্বদা নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ এই জগৎ নিত্য কি অনিত্য তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে জানিতে পারেন না, যেখানে মায়া বিদ্যমান সেখানে জগৎ নিত্য বলিয়াই প্রতীত হয়; কারণ, যেখানে কারণ সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান, সেখানে কার্য্যাভাব কিরূপে বলা যাইতে পারে। মায়া নিত্য ও সর্ব্বদাই সকলের কারণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১৫-১৬ ॥ অতএব রাজন্! বুধগণ, কর্ম্মবীজ নিত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। হে নৃপ! এই অখিল জগৎ কর্ম্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই নিরন্তরই পরি-বর্ত্তিত হইতেছে ॥১৭॥ রাজেন্দ্র! এই জগৎ অমিততেজা বিষ্ণুর ইচ্ছা দ্বারা নানাবিধ ধর্ম্মময় নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে ॥ ১৮ ॥ নৃপতে! যদি অমিতপরাক্রমশালী বিষ্ণুর জন্ম ইচ্ছাক্রমেই হইয়া থাকে তবে কি জন্য তিনি অধর্ম্মময় নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? কি জন্যই বা ভগবান্ বিষ্ণু যুগে যুগে অনেকানেক নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন?

পুষ্পাবচয়লীলা চ জলকেলিঃ সুখাসনম্।
ত্যক্ত্বা গর্ভগৃহে বাসং কোঽভিবাঞ্ছতি বুদ্ধিমান্॥ ২০ ॥
তূলিকাং মৃদুসংযুক্তাং দিব্যাং শয্যাং বিনির্ম্মিতাম্।
ত্যক্ত্বাঽধোমুখবাসঞ্চ কোঽভিবাঞ্ছতি পণ্ডিতঃ॥ ২১ ॥
গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ নানাভাবসমন্বিতম্।
মুক্ত্বা কো নরকে বাসং মনসাপি বিচিন্তয়েৎ॥ ২২ ॥
সিন্ধুজাদ্ভুতভাবানাং রসং ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজম্।
বিন্মূত্ররসপানঞ্চ ক ইচ্ছেন্মতিমান্নরঃ॥ ২৩ ॥
গর্ভবাসাৎ পরো নাস্তি নরকো ভুবনত্রয়ে।
তদ্ভীতাশ্চ প্রকুর্ব্বন্তি মুনয়ো দুস্তরং তপঃ॥ ২৪ ॥
হিত্বা ভোগঞ্চ রাজ্যঞ্চ বনে যান্তি মনস্বিনঃ।
যদ্ভীতাস্তু বিমূঢ়াত্মা কস্তং সেবিতুমিচ্ছতি॥ ২৫ ॥
গর্ভে তুদন্তি কৃময়ো জঠরাগ্নিস্তপত্যধঃ।
বপাসংবেষ্টনং ক্রূরং কিং সুখং তত্র ভূপতে!॥ ২৬ ॥

ইচ্ছয়া দেবাদীনাং নানাজন্মভোক্তৃত্বমিতি বক্তারমুপহসতি। যুগেযুগেম্বিতি॥ ১৯—২১॥
অধোমুখবাসং বাল্যাবস্থায়াং গর্ভে বা॥ ২৫॥
যদ্ভীতাস্থিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥ ২৬॥

কোন্ স্বতন্ত্র ব্যক্তি বৈকুণ্ঠবাস এবং বিবিধ সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিপূরিত মন্দির মধ্যে বাস করিতে বাসনা করিয়া থাকে?॥ ১৯॥ কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পুষ্পচয়ন, লীলাবিলাস, জলকেলি ও সুখাসন বিসর্জ্জন দিয়া গর্ভ গৃহে বাস করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে॥ ২০॥ তুলিকাপূর্ণ, সুকোমল মনোরম দিব্য শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি অধোমুখে গর্ভবাস করিতে অভিলাষী হয়?॥ ২১॥ হে নরেন্দ্র! নানাবিধ হাবভাব-পরিপূর্ণ নৃত্য গীত ও বাদ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন্ ব্যক্তি নরকে বাস করিতে মনে মনেও চিন্তা করিতে পারে?॥ ২২॥ রাজেন্দ্র! ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মীর অনুপম মনোরম অদ্ভুত ভাবের দুস্ত্যজ্য মোহনরস পরিবর্জ্জন পুরঃসর বিষ্ঠামূত্রের রসপান করিতে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে॥ ২৩॥ হে জনমেজয়! এই ভবনত্রয়ে গর্ভবাসের তুল্য নরক আর কিছুই নাই, ইহারই ভয়ে ভীত হইয়া মুনিগণ, দুশ্চর তপস্যা করিয়া থাকেন॥ ২৪॥ মনীষিগণ, যাহার ভয়ে ভীত হইয়া রাজ্য ও বিষয় সম্ভোগ পরিহার পূর্ব্বক বনগমন করেন, এমন মূঢ় ব্যক্তি কে আছে যে, সেই নরকের সেবা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা পূর্ব্বক কামনা করিয়া থাকে॥ ২৫॥ দেখ, গর্ভবাসকালে ক্রিমিগণ দংশন করিতে এবং জঠরাগ্নি অধোভাগে তাপ দান করিতে থাকে, তাহাতে আবার গর্ভবেষ্টন মাংস দ্বারা নিয়তই নির্দ্দয়রূপে বদ্ধ

বরং কারাগৃহে বাসো বন্ধনং নিগড়ৈর্ব্বরম্।
অল্পমাত্রং ক্ষণং নৈব গর্ভবাসঃ কচিচ্ছুভঃ॥ ২৭॥
গর্ভবাসে মহদ্দুখং দশমাসনিবাসনম্।
তথা নিঃসরণে দুঃখং যোনিযন্ত্রেঽতিদারুণে॥ ২৮॥
বালভাবে তথা দুঃখং মূকাজ্ঞভাবসংযুতম্।
ক্ষুত্তৃষ্ণাবেদনাশক্তঃ পরতন্ত্রোঽতিকাতরঃ॥ ২৯॥
ক্ষুধিতে রুদিতে বালে মাতা চিন্তাতুরা তদা।
ভেষজং পাতুমিচ্ছন্তী জ্ঞাত্বা ব্যাধিব্যথাং দৃঢ়াম্॥ ৩০॥
নানাবিধানি দুঃখানি বালভাবে ভবন্তি বৈ।
কিং সুখং বিবুধা দৃষ্ট্বা জন্ম বাঞ্ছন্তি চেচ্ছয়া॥ ৩১॥
সংগ্রামমমরৈঃ সার্দ্ধং সুখং ত্যক্ত্বা নিরন্তরম্।
কর্ত্তুমিচ্ছেচ্চ কো মূঢ়ঃ শ্রমদং সুখনাশনম্॥ ৩২॥
সর্ব্বথৈব নৃপশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ।
কৃতকর্ম্মবিপাকেন প্রাপ্নুবন্তি সুখাসুখে॥ ৩৩॥
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
দেহবদ্ভির্নৃভির্দেবৈস্তির্য্যগ্ভিশ্চ নৃপোত্তম!॥ ৩৪॥

গর্ভবেষ্টনমাংসং বপা॥ ২৭—৩৭॥

হইয়া থাকিতে হয়। রাজেন্দ্র! তাহাতে কিছুই ত সুখ দৃষ্ট হয় না॥ ২৬॥ কারাগৃহে নিবাস, ও নিগড় দ্বারা বন্ধনও বরং ভাল, তথাপি অল্পক্ষণমাত্রও গর্ভবাস শুভকর নহে॥২৭॥ প্রথমত দশমাস গর্ভবাসে এবং তৎপরে নিদারুণ যোনিযন্ত্র দিয়া নির্গমনকালেও জীবকে মহৎ দুঃখ অনুভব করিতে হয়॥ ২৮॥ বাল্যাবস্থায় বাক্যনিস্ফুরণের অভাব ও অজ্ঞানতা নিবন্ধন ক্ষুধা তৃষ্ণা জানাইতে অশক্ত, সুতরাং পরাধীন ও অতিশয় কাতর হইয়া জীবগণ দুঃখ প্রাপ্ত হয়॥২৯॥ আবার, বালক ক্ষুধিত হইয়া রোদন করিলে তৎশ্রবণে মাতা ও চিন্তাতুর হইয়া থাকেন। তখন তিনি বালকের ব্যাধির যাতনা অধিকতর জানিয়া ঔষধ পান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন॥ ৩০॥ এইরূপে বাল্যাবস্থাতেও নানাবিধ দুঃখ সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব দেবগণ কি সুখ দেখিয়া এই ঘোরতর দুঃখসঙ্কুল সংসারে স্বেচ্ছাক্রমে জন্মগ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করিবেন॥ ৩১॥ হে নৃপ! নিরন্তর সন্তোষ সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন্ মূঢ় ব্যক্তি, অমরগণের সহিত শ্রমদায়ক ও সুখনাশক সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন।॥ ৩২॥ নৃপেন্দ্র! ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সকলেই কৃতকর্ম্মের বিপাক হেতু সর্ব্বতোভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন॥ ৩৩॥ নৃপোত্তম! কি অমর কি নর কি তির্য্যগ্জাতি যে

তপসা দানযজ্ঞৈশ্চ মানবশ্চেন্দ্রতাং ব্রজেৎ।
ক্ষীণে পুণ্যেঽথ শক্রোঽপি পতত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ৩৫॥
রামাবতারযোগেন দেবা বানরতাং গতাঃ।
তথা কৃষ্ণসহায়ার্থং গোপযাদবতাং গতাঃ॥ ৩৬॥
এবং যুগে যুগে বিষ্ণুরবতারাননেকশঃ।
করোতি ধর্ম্মরক্ষার্থং ব্রহ্মণা প্রেরিতো ভৃশম্॥ ৩৭॥
পুনঃপুনর্হরেরেবং নানাযোনিষু পার্থিব!।
অবতারা ভবন্ত্যন্যে রথচক্রবদদ্ভুতাঃ॥ ৩৮॥
দৈত্যানাং হননং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং হরিণা স্বয়ম্।
অংশাংশেন পৃথিব্যাং বৈ কৃত্বা জন্ম মহাত্মনা॥ ৩৯॥
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণজন্মকথাং শুভাম্।
স এব ভগবান্বিষ্ণুরবতীর্ণো যদোঃ কুলে॥ ৪০॥
কশ্যপস্য মুনেরংশো বসুদেবঃ প্রতাপবান্।
গোবৃত্তিরভবদ্রাজন্! পূর্ব্বশাপানুভাবতঃ॥ ৪১॥

রথচক্রবৎ পরিবর্ত্তনমিত্যর্থঃ॥ ৩৮—৪০॥

ইত্থং সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য সামান্যতঃ কর্ম্মজন্যত্বমুপপাদিতম্। অয়ং ভাবঃ সচ্চিদানন্দরূপিণ্যা ভগবত্যা নিত্যতৃপ্তায়া জগৎকল্পনেন কিঞ্চিৎ ফলমস্তি। কিন্তু নানাকর্ম্মভির্ব্বদ্ধাঃ প্রাণিনো জগৎসর্জ্জনাভাবে বিষয়াভাবাদ্ভোগাসম্ভবে ন তথৈব বদ্ধাঃ স্যুরিতি তেষাং ভোগেন কর্ম্মক্ষয়ার্থং স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি কেবলং প্রাণিদয়ামবলম্ব্যৈব ভগবত্যা জগৎসর্জ্জনে প্রবৃত্তিঃ।

কোনও দেহধারী মাত্রকেই আপন আপন কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে তাহাতে কিছুমাত্রই সন্দেহ নাই॥ ৩৪॥ হে পার্থিব! মনুষ্য তপস্যা দান ও যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু পুণ্য ক্ষীণ হইলে, ইন্দ্রও স্বস্থান হইতে নিপতিত হইয়া থাকেন॥ ৩৫॥ দেখ, রামাবতার সময়ে দেবগণ, তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত বানর হইয়া এবং কৃষ্ণাবতারে গোপ ও যাদব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন॥ ৩৬॥ এইরূপে যুগে যুগে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু, ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত অনেকবার অবনিমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন॥ ৩৭॥ হে পৃথিবীন্দ্র! এইরূপে ভগবান্ হরি রথচক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া নানাযোনিতে বহুবার অদ্ভুতরূপে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন॥ ৩৮॥ অমেয়াত্মা হরি স্বয়ং অংশাংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যসংহাররূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মসম্পাদন করিয়া থাকেন॥ ৩৯॥ অতএব আমি আপনাকে সেই কল্যাণদায়িনী কৃষ্ণকথাই বলিব। সেই ভগবান্ বিষ্ণুই যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন॥৪০॥ রাজন্! কশ্যপমুনির অংশোৎপন্ন প্রভাবসম্পন্ন বসুদেব পূর্ব্বশাপ হেতু জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক

কশ্যপস্য চ দ্বে পত্ন্যৌ শাপাদত্র মহীতলে।
অদিতিঃ সুরসা চৈবমাসতুঃ পৃথিবীপতে! ॥ ৪২ ॥
দেবকী রোহিণী চোভে ভগিন্যৌ ভরতর্ষভ!।
বরুণেন মহাঞ্ছাপো দত্তঃ কোপাদিতি শ্রুতম্ ॥ ৪৩ ॥

রাজোবাচ।

কিং কৃতং কশ্যপেনাগো যেন শপ্তো মহানৃষিঃ।
সভার্য্যঃ স কথং জাতস্তদ্বদস্ব মহামতে! ॥ ৪৪ ॥
কথঞ্চ ভগবান্বিষ্ণুস্তত্র জাতোঽস্তি গোকুলে।
বাসী বৈকুণ্ঠনিলয়ে রমাপতিরখণ্ডিতঃ ॥ ৪৫ ॥
নিদেশাৎ কস্য ভগবান্ বর্ত্ততে প্রভুরব্যয়ঃ।
নারায়ণঃ সুরশ্রেষ্ঠো যুগাদিঃ সর্ব্বধারকঃ ॥ ৪৬ ॥

তত্র যথা যথা যস্য কর্ম্ম বর্ত্ততে তথা তথা তস্য ফলং দেয়মিতি ন ভগবত্যা বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষ-প্রসক্তিঃ। ন চ প্রপঞ্চে সতি কর্ম্মোদ্ভবস্তস্মিন্ সতি তন্নিমিত্তঃ প্রপঞ্চ ইত্যন্যোন্যাশ্রয়ো বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষপ্রসক্তিশ্চ তদবস্থৈবেতি চেন্ন, বীজাঙ্কুরবৎ কর্ম্মণাং প্রপঞ্চস্য চানাদিত্বাৎ। যদাহুঃ ষড়স্মাকমনাদয় ইতি। অতএব বৃহদারণ্যকে পূর্ব্বজন্মনি কৃতকর্ম্মোপাসনস্য যজমানস্য হিরণ্যগর্ভপদপ্রাপ্তৌ সত্যাং কর্ম্মবদ্ধত্বাদেবেশ্বরস্যাপি হিরণ্যগর্ভস্য ভয়ারত্যাদিকং সো বিভেৎ স নৈব রেমে ইত্যাদিনোক্তম্। অনন্তরং চ সো বেদাহং ব্রহ্মাস্মি ইত্যনেন তত্ত্বজ্ঞানমপ্যুক্তম্। যদা হিরণ্যগর্ভস্যাপি কর্ম্মবদ্ধত্বং তদা তদবতারেষু হরিব্রহ্মাদিষু তদবতারাবতারেষু রাম-কৃষ্ণাদিষু কর্ম্মবদ্ধত্বে কা কথেতি। অধুনা শাপাদিবিশেষকর্ম্মবদ্ধত্বং চ বদন্ পূর্ব্বপ্রশ্নানা-মুত্তরমপ্যাহ কশ্যপস্য মুনেরংশ ইতি। গোবৃত্তিঃ পশুপালবৃত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

কশ্যপস্য ঋষেঃ পত্ন্যাবদিতিঃ সুরসা চেত্যেবং নাম্না বভূবতুস্তে বরুণশাপাদ্দেবকীরোহিণীচ জাতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

যেন শপ্ত ইতি। যেনাগসাপরাধেন সভার্য্যঃ স ঋষিঃ কথং শপ্তো জাত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

গোকুলে বৈকুণ্ঠাপেক্ষয়াঽতিনিকৃষ্টে ॥ ৪৫ ॥

পশু পালন বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন ॥ ৪১ ॥ নৃপবর! কশ্যপ ঋষির দুই পত্নী অদিতি ও সুরসা অভিশাপ বশে দেবকী ও রোহিণী দুই ভগিনীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে ভরতর্ষভ! আমরা এরূপ শুনিয়াছি যে জলাধিপতি বরুণ কোন সময়ে কোপ-ভরে তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মহামতে! মহর্ষি কশ্যপ কি অপরাধ করিয়াছিলেন যদ্দ্বারা তিনি ভার্য্যার সহিত পশুজীবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠবাসী অখণ্ডিতাত্মা বিষ্ণুই বা কি জন্য গোকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ যিনি, ভগবান্ ও নারায়ণ, যিনি সুরশ্রেষ্ঠ ও নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, যিনি সর্ব্বাধার ও অব্যয় সেই সর্ব্বযুগাদি, বৈকুণ্ঠবাসী হৃষীকেশ কি নিমিত্ত আপন ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নর-

স কথং সদনং ত্যক্ত্বা কর্ম্মবানিব মানুষে।
করোতি জননং কস্মাদত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৪৭ ॥
প্রাপ্য মানুষদেহন্তু করোতি চ বিড়ম্বনম্।
ভাবান্নানাবিধাংস্তত্র মানুষে দুষ্টজন্মনি ॥ ৪৮ ॥
কামঃ ক্রোধোঽমর্ষশোকৌ বৈরং প্রীতিশ্চ কর্হিচিৎ।
সুখং দুঃখং ভয়ং নৃণাং দৈন্যমার্জবমেব চ ॥ ৪৯ ॥
দুষ্কৃতং সুকৃতং চৈব বচনং হননং তথা।
পোষণং চলনং তাপো বিমর্শশ্চ বিকত্থনম্ ॥ ৫০ ॥
লোভো দম্ভস্তথা মোহঃ কপটং শোচনং তথা।
এতে চান্যে তথা ভাবা মানুষ্যে সম্ভবন্তি হি ॥ ৫১ ॥
স কথং ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্যক্ত্বা সুখমনশ্বরম্।
করোতি মানুষং জন্ম ভাবৈরেতৈরভিদ্রুতম্ ॥ ৫২ ॥
কিং সুখং মানুষং প্রাপ্য ভুবি জন্ম মুনীশ্বর !।
কিংনিমিত্তং হরিঃ সাক্ষাদ্গর্ভবাসং করোতি বৈ ॥ ৫৩ ॥
গর্ভদুঃখং জন্মদুঃখং বালভাবে তথা পুনঃ।
যৌবনে কামজং দুঃখং গার্হস্থ্যেঽতিমহত্তরম্ ॥ ৫৪ ॥
দুঃখান্যেতান্যবাপ্নোতি মানুষে দ্বিজসত্তম !।
কথং স ভগবান্ বিষ্ণুরবতারান্ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৫ ॥

কস্য নিদেশাদাজ্ঞয়ৈতাদৃশো বর্ত্ততে ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥
দুষ্টত্বমেবোপপাদয়তি কামঃ ক্রোধ ইতি ॥ ৪৯ ॥

লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষের কর্ম্ম করিয়াছিলেন এ বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ রহিয়াছে ॥৪৬-৪৭॥ তিনি মানবদেহ ধারণ করিয়া নানাবিধ বিড়ম্বনা ভোগ এবং নানাবিধ দুষ্টভাব অনুভব করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ কারণ, মনুষ্য জন্মে কখন কাম, ক্রোধ, অমর্ষ, শোক ও বৈর ; কখন প্রীতি, কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখনও মানুষতাসুলভ দৈন্য, সুকৃত দুষ্কৃত, বচন ও হনন, পোষণ ও চলন, তাপ, বিমর্শ ও শ্লাঘা লোভ, দম্ভ ও মোহ, কাপট্য ও অনুশোচনা এই সকল ও অন্যান্য নানাপ্রকার ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৪৯-৫১॥ অতএব সেই ভগবান্ বিষ্ণু, নিত্য সুখ পরিহার করিয়া কি নিমিত্ত এই সকল দুষ্টভাব পরিপ্লুত মানুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥ হে মুনিবর ! ভূতলে মানুষজন্ম গ্রহণে এমন কি সুখ আছে যে, সেই সাক্ষাৎ হরিও যাহার নিমিত্ত গর্ভবাস স্বীকার করিয়াছিলেন? ॥৫৩॥ হে মুনীন্দ্র ! যে মনুষ্যজন্মে গর্ভবাসে, উৎপত্তিকালে, বালভাবে ও যৌবনেও দুঃখ এবং গার্হস্থ্য আচরণে ত দুঃখের

প্রাপ্য রামাবতারং হি হরিণা ব্রহ্মযোনিনা।
দুঃখং মহত্তরং প্রাপ্তং বনবাসেঽতিদারুণে ॥ ৫৬ ॥
সীতাবিরহজং দুঃখং সংগ্রামশ্চ পুনঃপুনঃ।
কান্তাত্যাগোঽপ্যনেনৈবমনুভূতো মহাত্মনা ॥ ৫৭ ॥
তথা কৃষ্ণাবতারেঽপি জন্ম রক্ষাগৃহে পুনঃ।
গোকুলে গমনং চৈব গবাং চারণমিত্যুত ॥ ৫৮ ॥
কংসস্য হননং কষ্টাদ্দ্বারকাগমনং পুনঃ।
নানাসংসারদুঃখানি ভুক্তবান্ ভগবান্ কথম্ ॥ ৫৯ ॥
স্বেচ্ছয়া কঃ প্রতীক্ষেত মুক্তো দুঃখানি জ্ঞানবান্।
সংশয়ং ছিন্ধি সর্ব্বজ্ঞ! মম চিত্তপ্রশান্তয়ে ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে কর্ম্ম ফল প্রাধান্য কথনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

বচনং বিশ্বাসভাষণম্। বিমর্শো বিচারঃ। বিকত্থনং বল্গনম্ ॥ ৫০—৫৬ ॥
এবমিদং সর্ব্বমনুভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥
রক্ষাগৃহে কারাগৃহে ॥ ৫৮—৫৯ ॥
নহ্যেতৎ স্বেচ্ছয়া কশ্চিৎ করোতি কিন্তু স্বাধীনতয়ৈবেত্যাহ স্বেচ্ছয়েতি ॥ ৬০ ॥

ইতিশ্রীদেবীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সীমা নাই, হে দ্বিজসত্তম! তবে সেই ভগবান্ বিষ্ণু কি জন্য পুনঃ পুনঃ মানুষ জন্মে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? ॥ ৫৪-৫৫ ॥ দেখুন, সেই ব্রহ্মসম্ভব হরি, রামাবতার প্রাপ্ত হইয়া নিদারুণ বনবাসে অতি মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই মহাত্মা, জনকাত্মজার বিরহজনিত দুঃখ; পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম, প্রিয়তমা কান্তার বিয়োগ প্রভৃতি মহত্তর দুঃখকর বিষয় সকল অনুভব করিয়াছিলেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ এইরূপে কৃষ্ণাবতারে, কারাগৃহে জন্ম, গোকুলে গমন ও গোচারণ, কংসনাশ, অতি কষ্টে দ্বারকায় গমন প্রভৃতি নানাবিধ সংসার দুঃখ কেন ভোগ করিয়াছিলেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ হে ভগবন্! আপনি সমস্তই অবগত আছেন; অতএব বলুন, কোন জ্ঞানবান্ মুক্ত ব্যক্তি দুঃখ লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, আপনি আমার চিত্ত শান্তির নিমিত্ত এই মহান্ সংশয় ছিন্ন করিয়া আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করুন ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে কর্ম্মফল-প্রাধান্যবর্ণন নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কারণানি বহূন্যত্রাপ্যবতারে হরেঃ কিল।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেবানামংশাবতরণেষ্বপি ॥ ১ ॥
বসুদেবাবতারস্য কারণং শৃণু তত্ত্বতঃ।
দেবক্যাশ্চৈব রোহিণ্যা অবতারস্য কারণম্* ॥ ২ ॥
একদা কশ্যপঃ শ্রীমান্ যজ্ঞার্থং ধেনুমাহরৎ।
যাচিতোঽয়ং বহুবিধং ন দদৌ ধেনুমুত্তমাম্† ॥ ৩ ॥
বরুণস্তু ততো গত্বা ব্রহ্মাণং জগতঃ প্রভুম্।
প্রণম্যোবাচ দীনাত্মা স্বদুঃখং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৪ ॥
কিং করোমি মহাভাগ! মত্তোঽসৌ ন দদাতি গাম্।
শাপো ময়া বিসৃষ্টোঽস্মৈ গোপালো ভব মানুষে ॥ ৫ ॥

সার্দ্ধপঞ্চাধিকৈঃ পঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈরনন্তরম্।
অদিতেঃ শাপকথনং বিস্তরাদিহ বর্ণ্যতে ॥

দেবকী কেন শাপেন জাতেতি রাজ্ঞা পৃষ্টে ব্যাস উবাচ কারণানীতি। মুখ্যং কারণং তু কর্ম্মৈত্যুক্তমবান্তরকারণানি তু বহূনি সন্তীত্যর্থঃ। ন হরের্দ্দেবক্যা এব কিন্তু সর্ব্বেষাং দেবানামবতারেষ্বিত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

ধেনুমিতি জাত্যেকবচনং উত্তরত্র ধেনব ইতি বচনাৎ। বরুণস্য সম্বন্ধিনীমাহরদাহৃতবান্। বরুণেন স্বধেন্বর্থে যাচমানোঽপি কশ্যপো ন দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

মত্ত উন্মত্তঃ অতো ময়া শাপো বিসৃষ্টঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এই হরির অবতারে, এবং অখিল দেবগণের অংশাবতারে বহুতর কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ এক্ষণে আপনি বসুদেব, দেবকী ও রোহিণীর অবতারের কারণ বিশেষরূপে শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥ এক দিবস শ্রীমান্ কশ্যপ ঋষি যজ্ঞের নিমিত্ত বরুণদেবের কামধনু অপহরণ করিয়া আনেন; অনন্তর বরুণদেব ঐ ধেনুর নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিলেও তিনি তাঁহাকে ঐ উত্তমা ধেনু প্রদান করিলেন না ॥ ৩ ॥ তদনন্তর বরুণদেব, অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং জগৎপ্রভু ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া বিনয় সহকারে আপন দুঃখ নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ৪ ॥ মহাভাগ! মহর্ষি কশ্যপ

---

* শাপাত্তু বরুণস্য বৈ। ইতি বা পাঠঃ।

† একদা কশ্যপঃ শ্রীমান্ যজ্ঞার্থং বরুণস্য হ। জহার যাজ্ঞীয়া গাবঃ পয়োদাঃ সুরভি সমাঃ ॥
অদিতিঃ সুরভিশ্চৈব ভার্য্যে দ্বে তস্য সুপ্রিয়ে। তস্যাঃ প্রিয়ার্থং তেনাদ্য রক্ষিতা গাঃ পয়োযুতাঃ ॥
ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

ভার্য্যে দ্বে অপি তত্রৈব ভবেতাং চাতিদুঃখিতে।
যতো বৎসা রুদন্ত্যত্র মাতৃহীনাঃ সুদুঃখিতাঃ ॥ ৬ ॥
মৃতবৎসাদিতিস্তস্মাদ্ভবিষ্যতি ধরাতলে।
কারাগারনিবাসা চ তেনাপি বহুদুঃখিতা ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য যাদোনাথস্য পদ্মভূঃ।
সমাহূয় মুনিং তত্র তমুবাচ প্রজাপতিঃ ॥ ৮ ॥
কস্মাত্ত্বয়া মহাভাগ ! লোকপালস্য ধেনবঃ।
হৃতাঃ পুনর্ন দত্তাশ্চ কিমন্যায়ং করোষি বৈ ॥ ৯ ॥
জানন্ ন্যায়ং মহাভাগ ! পরবিত্তাপহারণম্।
কৃতবান্ কথমন্যায়ং সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহামতে ! ॥ ১০ ॥
অহো লোভস্য মহিমা মহতোঽপি ন মুঞ্চতি।
লোভং নরকদং নূনং পাপাকরমসম্মতম্ ॥ ১১ ॥
কশ্যপোঽপি ন তং ত্যক্তুং সমর্থঃ কিং করোম্যহম্।
সর্ব্বদৈবাধিকস্তস্মাল্লোভো বৈ কলিতো ময়া ॥ ১২ ॥

তত্রৈব মানুষে এব। বৎসা রুদন্তি ত্বয়াদত্তানাং গবামিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
তস্মাৎ তেন কারণেনেত্যর্থঃ। তেনাপি তেনৈব কারণেন ইতি শাপে দত্তেঽপি ন দদাতীত্যাশ্চর্য্যং ব্রহ্মাণং প্রত্যুক্তবানিতি ভাবঃ ॥ ৭—১০ ॥

এক্ষণে উন্মত্ত প্রায় তিনি কোন প্রকারেই আমাকে ধেনু প্রদান করিলেন না। আমি, মাতৃবিরহে অতিশয় দুঃখিত বৎসগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে, এই বলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছি যে, আপনি নরলোকে গোপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করুন্ এবং আপনার ভার্য্যাদ্বয়, অতিশয় দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে জন্মলাভ করুক" ॥ ৫—৬ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! বৎসগণের সেই কষ্ট দর্শন করিয়া অতিশয় রোষভরে পুনর্ব্বার অদিতিকে কহিয়াছি যে তুমি, ধরাতলে মৃতবৎসা, কারাবাসিনী এবং বহুদুঃখভাগিনী হইবে ॥ ৭ ॥

জনমেজয় ! পদ্মযোনি ব্রহ্মা, বরুণের সেই বচন শ্রবণ পূর্ব্বক মুনিবর কশ্যপকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ॥ ৮ ॥ মহাভাগ ! আপনি কি নিমিত্ত লোকপাল বরুণদেবের ধেনু সকল হরণ করিয়াছেন ? কি নিমিত্তই বা ধেনু সকল পুনঃ প্রদান না করিয়া অন্যায় করিয়াছেন ? ॥ ৯ ॥ ভগবন্ ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও মতিমান্ হইয়া এবং ন্যায়ের তথ্য অবগত হইয়াও পরধন অপহরণ করিয়া কি জন্য অন্যায়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? ॥১০॥ অহো ! লোভের কি অপূর্ব্ব মহিমা ! মহৎ ব্যক্তিগণও লোভের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয়েন না। লোভ,

ধন্যাস্তে মুনয়ঃ শান্তা জিতো যৈর্লোভ এব চ।
বৈখানসৈঃ শমপরৈঃ প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখৈঃ ॥ ১৩ ॥
সংসারে বলবাঞ্ছত্রুর্লোভোঽমেধ্যবরঃ সদা।
কশ্যপোঽপি দুরাচারঃ কৃতস্নেহো* দুরাত্মনা ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মাপি তং শশাপাথ কশ্যপং মুনিসত্তমম্।
মর্য্যাদা রক্ষণার্থং হি পৌত্রং পরমবল্লভম্ ॥ ১৫ ॥
অংশেন ত্বং পৃথিব্যাং বৈ প্রাপ্য জন্ম যদোঃ কুলে।
ভার্য্যাভ্যাং সংযুতস্তত্র গোপালত্বং করিষ্যসি ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং শপ্তঃ কশ্যপোঽসৌ বরুণেন চ ব্রহ্মণা।
অংশাবতরণার্থায় ভূভারহরণায় চ ॥ ১৭ ॥
তথা দিত্যাদিতিঃ শপ্তা শোকসন্তপ্তয়া ভৃশম্।
জাতাজাতা বিনশ্যেরংস্তব পুত্রাস্তু সপ্ত বৈ ॥ ১৮ ॥

অহো লোভস্তেতি। যো লোভো মহতোঽপীতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্। তানপি ন মুঞ্চতীত্যর্থঃ। লোভং নরকদমিত্যস্যোত্তরত্র তমিত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ১১—১৩ ॥

অমেধ্যবর ইতি চ্ছেদঃ যতো দুরাত্মনা কৃতস্নেহস্ততো দুরাচার ইত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৭ ॥

পাপের আকর, সজ্জনগণের অসম্মত এবং নিশ্চয়ই নরকপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ মহর্ষি কশ্যপও এই লোভকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না, তবে আমি আর কি করিব? এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার দৈব হইতেও লোভকে অধিকতর প্রভাববিশিষ্ট বলিয়া অবধারণ করিলাম ॥ ১২ ॥ যে সকল মহর্ষিগণ, শান্তিপরায়ণ প্রশান্তচেতা ও প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ এবং বৈখানস বৃত্তি অবলম্বন করিয়া লোভকে পরাজিত করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য ॥১৩॥ সংসারে লোভই বলবান্ শত্রু, লোভের তুল্য অপবিত্র ও ঘৃণিত বস্তু সংসারে আর নাই; হায়! সেই লোভ, মহর্ষি কশ্যপকেও সামান্য স্নেহে বদ্ধ ও দুরাচার করিয়া তুলিল! ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ অনন্তর, প্রজাপতি ব্রহ্মাও ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরমপ্রিয়তম আপন পৌত্র কশ্যপকে অভিশাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি পৃথিবীতলে যদুকুলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া গোপালন কার্য্য সম্পাদন করিবে ॥ ১৫-১৬ ॥

মহারাজ! অংশাবতার ও ভূভার হরণের নিমিত্ত ব্রহ্মা ও বরুণ, মহর্ষি কশ্যপকে এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥ আর দিতি, অত্যন্ত শোকসন্তপ্তা হইয়া অদিতিকে এই বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন যে, তোমার সাতটী পুত্র জন্মিয়া জন্মিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥১৮॥

---

* কৃতস্তেন। ইতি বা পাঠঃ।

জনমেজয় উবাচ।

কস্মাদ্দিত্যা চ ভগিনী শপ্তেন্দ্রজননী মুনে!।
কারণং বদ শাপে চ শোকস্তু মুনিসত্তম!॥ ১৯॥

সূত উবাচ।

পারিক্ষিতেন পৃষ্টস্তু ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
রাজানং প্রত্যুবাচেদং কারণং সুসমাহিতঃ॥ ২০॥

ব্যাস উবাচ।

রাজন্! দক্ষসুতে দ্বে তু দিতিশ্চাদিতিরুত্তমে।
কশ্যপস্য প্রিয়ে ভার্য্যে বভূবতুরুরুক্রমে॥ ২১॥
অদিত্যা মঘবা পুত্রো যদাভূদতিবীর্য্যবান্।
তদা তু তাদৃশং পুত্রং চকমে দিতিরোজসা॥ ২২॥
পতিমাহাসিতাপাঙ্গী পুত্রং মে দেহি মানদ!।
ইন্দ্রতুল্যবলং বীরং ধর্ম্মিষ্ঠং বীর্য্যবত্তমম্॥ ২৩॥
তামুবাচ মুনিঃ কান্তে! স্বস্থা ভব ময়োদিতে।
ব্রতান্তে ভবিতা তুভ্যং শতক্রতুসমঃ সুতঃ॥ ২৪॥

অদিতেঃ শাপান্তরমপ্যাহ তথেতি॥ ১৮॥
শোকস্ত্বিতি। অস্মিন্বিষয়ে মম শোকো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৯—২৩

জনমেজয় কহিলেন, মুনিসত্তম! দিতি, ইন্দ্রজননী ভগিনী অদিতিকে কি কারণে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহার শাপের কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন, এই বিষয় শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে শোকের উদয় হইতেছে॥ ১৯॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়, সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি সমাহিত হইয়া রাজাকে এইরূপে সেই সেই বিষয়ের কারণ কহিতে আরম্ভ করিলেন॥২০॥ রাজন্! দিতি ও অদিতি নামে প্রজাপতি দক্ষের দুইটী তনয়া ছিল; এই সুব্রতা কামিনী দুইটী মহর্ষি কশ্যপের প্রিয়তমা ভার্য্যা হন॥২১॥ অদিতির গর্ভে অতিশয় বীর্য্যবান্ দেবরাজ ইন্দ্র উৎপন্ন হইলে, দিতি আপনার সেইরূপ বীর্য্যবান্ ও তেজঃসম্পন্ন পুত্র কামনা করিলেন॥২২॥ সেই অসিতাপাঙ্গী দিতি পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, স্বামিন্! আপনি সকলের মানদান করিয়া থাকেন, অতএব প্রার্থনা করি আমাকে ইন্দ্রতুল্য বলশালী বীর, ধীর, ধর্ম্মিষ্ঠ ও বীর্য্যবান্ পুত্র প্রদান করুন॥ ২৩॥ মহর্ষি কহিলেন, কান্তে! সুস্থ হও আমি তোমাকে যে ব্রতাচরণের কথা কহিতেছি, সেই ব্রত সমাপন হইলেই তুমি ইন্দ্র তুল্য

সা তথেতি প্রতিশ্রুত্য চকার ব্রতমুত্তমম্‌।
নিষিক্তং মুনিনা গর্ভং বিভ্রাণা সুমনোহরম্‌ ॥ ২৫ ॥
ভূমৌ চকার শয়নং পয়োব্রতপরায়ণা।
পবিত্রা ধারণাযুক্তা বভূব বরবর্ণিনী ॥ ॥ ২৬ ॥
এবঞ্জাতঃ সুসম্পূর্ণো যদা গর্ভোঽতিবীর্য্যবান্‌।
শুভ্রাংশুমতিদীপ্তাঙ্গীং দিতিং দৃষ্টা তু দুঃখিতা* ॥ ২৭ ॥
মঘবৎসদৃশঃ পুত্রো ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
দিত্যাস্তদা মম সুতস্তেজোহীনো ভবেৎ কিল ॥ ২৮ ॥
ইতিচিন্তাপরা পুত্রমিন্দ্রঞ্চোবাচ মানিনী।
শক্রুস্তেঽদ্য সমুৎপন্নো দিতিগর্ভেঽতিবীর্য্যবান্‌ ॥ ২৯ ॥
উপায়ং কুরু নাশায় শক্রোরদ্য বিচিন্ত্য চ।
উৎপত্তিরেব হন্তব্যা দিত্যা গর্ভস্য শোভন ! ॥ ৩০ ॥
বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং সপত্নীভাবমাস্থিতাম্‌।
দুনোতি হৃদয়ে চিন্তা সুখমর্ম্মবিনাশিনী ॥ ৩১ ॥

ময়োদিতং যদ্‌ব্রতং তস্যাস্তে ইত্যর্থঃ। তস্যাঃ কিঞ্চিৎপুত্রজনকং ব্রতমুক্তমিতি তাৎপর্য্যম্‌ ॥ ২৪—২৬ ॥

শুভ্রাংশুং শ্বেতবর্ণাং গর্ভিণীস্বভাবত্বাচ্ছুক্লবর্ণত্বেত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩১ ॥

পুত্র লাভ করিবে ॥ ২৪ ॥ আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব এই বলিয়া দিতি সেই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, মহর্ষি কশ্যপ তাঁহার উদরে গর্ভ নিষেক করিলেন। দিতি সেই গর্ভ যথানিয়মে ধারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ বরবর্ণিনী দিতি, নিয়মান্বিত ও পবিত্র থাকিয়া একান্তচিত্তে পয়োব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে সেই তেজঃসম্পন্ন গর্ভ যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন অদিতি, দিতিকে শ্বেতবর্ণা ও দীপ্তাঙ্গী দর্শন করিয়া দুঃখিত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যখন দিতির ইন্দ্রতুল্য মহাবল পুত্র উৎপন্ন হইবে তখন আমারপুত্র তেজোহীন হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২৭—২৮॥ অভিমানিনী অদিতি, এইরূপ চিন্তান্বিতা হইয়া আপন পুত্র অমররাজকে কহিলেন, বৎস ! অতিশয় বীর্য্যবান্‌ তোমার এক শত্রু, এক্ষণে দিতির গর্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৯ ॥ তুমি এখন হইতেই শত্রুবিনাশের নিমিত্ত উপায় চিন্তা কর। হে সুশোভন ! দিতির গর্ভ যাহাতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই বিনাশ পায়, তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান্‌ হও ॥ ২৯—৩০॥ সপত্নীভাবে গর্ব্বিতা সেই অসিতাপাঙ্গী দিতিকে দর্শন করিয়া,

---

* বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং সপত্নীং ভাবমাস্থিতাম্‌। অদিতিশ্চিন্তয়ামাস কিং করোমীতি দুঃখিতা ॥ ইতি বা পাঠঃ।

রাজযক্ষ্মেব সংবৃদ্ধো নষ্টো নৈব ভবেদ্রিপুঃ।
তস্মাদঙ্কুরিতং হন্যাদ্বুদ্ধিমানহিতং কিল ॥ ৩২ ॥
লোহশঙ্কুরিব ক্ষিপ্তো গর্ভো বৈ হৃদয়ে মম।
যেন কেনাপ্যুপায়েন পাতয়াদ্য শতক্রতো! ॥ ৩৩ ॥
সামদানবলেনাপি হিংসনীয়স্ত্বয়া সুত!।
দিত্যা গর্ভো মহাভাগ! মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা মাতৃবচঃ শক্রো বিচিন্ত্য মনসা ততঃ।
জগামাপরমাতুঃ স সমীপমমরাধিপঃ ॥ ৩৫ ॥
ববন্দে বিনয়াৎ পাদৌ দিত্যাঃ পাপমতির্নৃপ!।
প্রোবাচ বিনয়েনাসৌ মধুরং বিষগর্ভিতম্ ॥ ৩৬ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

মাতস্ত্বং ব্রতযুক্তাসি ক্ষীণদেহাতিদুর্ব্বলা।
সেবার্থমিহ সম্প্রাপ্তঃ কিং কর্ত্তব্যং বদস্ব মে ॥ ৩৭ ॥
পাদসংবাহনং তেঽহং করিষ্যামি পতিব্রতে!।
গুরুশুশ্রূষণাৎ পুণ্যং লভতে গতিমক্ষয়াম্ ॥ ৩৮ ॥

অহিতং শত্রুম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥

(সামদানেতি। চেৎ যদি মম প্রিয়ং অভিলষসি তদা ত্বয়া দিত্যা গর্ভো হিংসনীয়ো বিনাশ্য ইত্যর্থঃ। দিতিগর্ভনাশনাৎ মে অন্যৎ কিমপি প্রিয়ং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

সুখনাশিনী ও মর্ম্মঘাতিনী চিন্তা আমার হৃদয়কে একান্ত পরিতাপিত করিতেছে ॥ ৩১ ॥ দেখ শক্র, রাজযক্ষ্মার ন্যায় বদ্ধমূল হইলে আর তাহাকে বিনাশ করা যায় না, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, শত্রুকে অঙ্কুরিত অবস্থাতেই বিনাশ করিবেন ॥ ৩২ ॥ হে শতক্রতো! দিতির গর্ভ, লৌহ শঙ্কুর ন্যায় আমার হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তুমি যে কোন উপায়ে ইহার নিপাত সাধন কর ॥ ৩৩ ॥ মহাভাগ! যদি তুমি আমার প্রিয়কামনা করিয়া থাক, তবে সাম দানাদি অথবা বল দ্বারা দিতির গর্ভ বিনাশ করিয়া আমার সন্তাপিত চিত্তকে সুশীতল কর ॥ ৩৪ ॥

মহারাজ! অমররাজ ইন্দ্র, মাতার বচন শ্রবণানন্তর মনে মনে বহুবিধ চিন্তা করিয়া বিমাতার নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই পাপমতি বিনয়ান্বিত হইয়া দিতির পাদ বন্দন পূর্ব্বক বিষগর্ভিত মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ মাতঃ! আপনি ব্রতাচরণে ক্ষীণদেহ ও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছেন, আমি আপনার সেবার নিমিত্ত আগমন

ন মে কিমপি ভেদোঽস্তি তবাদিত্যা শপে কিল।
ইত্যুক্ত্বা চরণৌ স্পৃষ্ট্বা সংবাহনপরোঽভবৎ ॥ ৩৯ ॥
সংবাহনসুখং প্রাপ্য নিদ্রামাপ সুলোচনা।
শ্রান্তা ব্রতকৃশা সুপ্তা বিশ্বস্তা পরমা সতী ॥ ৪০ ॥
তাং নিদ্রাবশমাপন্নাং বিলোক্য প্রাবিশত্তনুম্।
রূপং কৃত্বাতিসূক্ষ্মঞ্চ শস্ত্রপাণিঃ সমাহিতঃ ॥ ৪১ ॥
উদরং প্রবিশেশাশু তস্যা যোগবলেন বৈ।
গর্ভং চকর্ত্ত বজ্রেণ সপ্তধা পবিনায়কঃ ॥ ৪২ ॥
রুরোদ চ তদা বালো বজ্রেণাভিহতস্তথা।
মা রুদেতি শনৈর্ব্বাক্যমুবাচ মঘবানমুম্ ॥ ৪৩ ॥
শকলানি পুনঃ সপ্ত সপ্তধা কর্ত্তিতানি চ।
তদা চৈকোনপঞ্চাশন্মরুতশ্চাভবন্নৃপ ! ॥ ৪৪ ॥
তদা প্রবুদ্ধা সুদতী জ্ঞাত্বা গর্ভং তথাকৃতম্।
ইন্দ্রেণ চ্ছলরূপেণ চুকোপ ভৃশদুঃখিতা ॥ ৪৫ ॥

পাপে বিমাতৃগর্ভবিনাশরূপে মতির্যস্য। বিষগর্ভিতং দুষ্টাভিপ্রায়ত্বাৎ ॥ ৩৬—৩৮ ॥)
অদিত্যা মম মাত্রা সহ তব ভেদঃ কিমপি মে নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥
পবিনায়কঃ পবিধারকঃ ॥ ৪২ ॥
মঘবানমুমিতি। মঘবা বহুলমিতি সিদ্ধম্। অমুং বালম্ ॥ ৪৩ ॥

করিলাম, এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন ॥ ৩৭ ॥ হে পতিব্রতে ! আমি আপনার পদসেবা করিতে ইচ্ছা করি ; কারণ গুরুসেবা করিলে পুণ্য ও অক্ষয়গতি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ মাতঃ ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার অন্তঃকরণে অদিতি ও আপনাতে কিছুমাত্র ভেদ বুদ্ধি নাই। এই বলিয়া চরণস্পর্শন পূর্ব্বক পাদসংবাহন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩৯॥ ব্রতপরিশ্রান্তা কৃশা সুলোচনা দিতি সংবাহনের সুখ প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্র বচনে বিশ্বাস করিয়া, গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন ॥ ৪০॥ বজ্রপাণি ইন্দ্র, তাঁহাকে সুষুপ্তা দেখিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপ ধারণ পূর্ব্বক সাবধানে যোগবলে তাঁহার উদর মধ্যে আশু প্রবেশ করিলেন এবং বজ্র দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার গর্ভ সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ উদরস্থ বালক বজ্রদ্বারা আহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল, ইন্দ্র, কাঁদিও না কাঁদিও না বলিয়া বালককে বারংবার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক নিবৃত্ত হইল না দেখিয়া সেই সপ্ত খণ্ডের প্রত্যেককেই পুনর্ব্বার সপ্ত সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিলেন। নৃপবর ! তাহা হইতেই উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণের উৎপত্তি হইল ॥ ৪৩—৪৪ ॥ সুদতী দিতি তখন জাগরিতা

ভগিনীকৃতং সা বুদ্ধা শশাপ কুপিতা তদা।
অদিতিং মঘবন্তঞ্চ সত্যব্রতপরায়ণা॥ ৪৬ ॥
যথা মে কর্ত্তিতো গর্ভস্তব পুত্রেণ ছদ্মনা।
তথা তন্নাশমায়াতু রাজ্যং ত্রিভুবনস্য তু ॥ ৪৭ ॥
যথা গুপ্তেন পাপেন মম গর্ভো নিপাতিতঃ।
অদিত্যা পাপচারিণ্যা যথা মে ঘাতিতঃ সুতঃ ॥ ৪৮ ॥
তস্যাঃ পুত্রাস্তু নশ্যন্তু জাতা জাতাঃ পুনঃপুনঃ।
কারাগারে বসত্বেষা পুত্রশোকাতুরা ভৃশম্।
অন্যজন্মনি চাপ্যেবং মৃতাপত্যা ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুৎসৃষ্টং তদা শ্রুত্বা শাপং মরীচিনন্দনঃ।
উবাচ প্রণয়োপেতো বচনং শময়ন্নিব ॥ ৫০ ॥
মা কোপং কুরু কল্যাণি ! পুত্রস্তে বলবত্তরাঃ।
ভবিষ্যন্তি সুরাঃ সর্ব্বে মরুতো মঘবৎসখাঃ ॥ ৫১ ॥
শাপোঽয়ং তব বামোরু ! ত্বষ্টাবিংশেঽথ দ্বাপরে।
অংশেন মানুষং জন্ম প্রাপ্য ভোক্ষ্যতি ভামিনী ॥ ৫২ ॥

সপ্তধেতি। সপ্তশকলেষু মধ্যে একৈকং শকলং সপ্তধা সপ্তধা কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৯ ॥
মরীচিনন্দনঃ কশ্যপঃ ॥ ৫০ ॥
মঘবৎসখাঃ। রাজাহঃসখিভ্যষ্টজিতি টচ্‌সমাসান্তঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

হইয়া জানিতে পারিলেন যে, কপটচারী ইন্দ্র তাঁহার গর্ভচ্ছেদ করিয়াছে, তাহাতে তিনি অতিশয় দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ৪৫ ॥ এই সকল কার্য্য তাঁহার ভগিনীকৃত জানিয়া সত্যবাদিনী ব্রতপরায়ণা দিতি, অদিতি ও ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তোমার পুত্র ছল পূর্ব্বক যেমন আমার গর্ভ কর্ত্তন করিয়াছে, তেমনি তাহার ত্রিভুবন রাজ্য বিনষ্ট হউক ॥ ৪৬—৪৭ ॥ আর পাপচারিণী অদিতি যেমন গোপনে আমার গর্ভ নিপাত করাইয়া আমার পুত্র নাশ করিয়াছে তেমনি তাহার পুত্র সকল পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া জন্মিয়াই বিনাশ পাইবে, পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হইয়া কারাগারে বসতি করিবে এবং জন্মান্তরেও মৃত-বৎসা হইবে ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! মরীচিনন্দন মহর্ষি কশ্যপ, অভিশাপ বচন শ্রবণ পূর্ব্বক প্রণয়বচনে তাঁহার কোপ শান্তি করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ কল্যাণি ! তুমি কোপ করিও না, তোমার পুত্র সকল অতিশয় বলবান্ এবং মরুৎ নামক দেবগণ হইয়া ইন্দ্রের

বরুণেনাপি দত্তোঽস্তি শাপঃ সন্তাপিতেন চ।
উভয়োঃ শাপযোগেন মানুষীয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

পতিনাশ্বাসিতা দেবী সন্তুষ্টা সা ভবত্তদা।
নোবাচ বিপ্রিয়ং কিঞ্চিত্ততঃ সা বরবর্ণিনী ॥ ৫৪ ॥
ইতি তে কথিতং রাজন্! পূর্ব্বশাপস্য কারণম্।
অদিতির্দেবকী জাতা স্বাংশেন নৃপসত্তম! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে অদিতিশাপকথনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইয়মদিতিঃ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সখা হইবে ॥ ৫১ ॥ হে বামোরু! তোমার এই অভিশাপ বিফল হইবে না, অষ্টাবিংশমন্বন্তরে দ্বাপরযুগান্তে ইহার ফল ফলিবে; তখন ঈর্ষ্যাকলুষিতা কোপনা অদিতি অংশ দ্বারা মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া ইহার ফলভোগ করিবে ॥ ৫২ ॥ বরুণও সন্তাপিত হইয়া ইহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তোমাদের উভয়ের শাপযোগে এই অদিতি মানুষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

মহারাজ! তখন বরবর্ণিনী দেবী দিতি, পতি কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া সন্তোষ লাভ করিলেন, তদনন্তর আর কিছু অপ্রিয় বাক্য বলিলেন না ॥ ৫৪ ॥ রাজন্! এই আমি তোমার নিকট পূর্ব্ব শাপের কারণ বর্ণন করিলাম। হে নৃপসত্তম! এইরূপে অদিতি আপন অংশ দ্বারা দেবকী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দেবকী বসুদেবের পূর্ব্বশাপ বর্ণন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

বিস্মিতোঽস্মি মহাভাগ! শ্রুত্বাখ্যানং মহামতে!
সংসারোঽয়ং পাপরূপঃ কথং মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ ১॥
কশ্যপস্যাপি দায়াদস্ত্রিলোকীবিভবে সতি।
কৃতবানীদৃশং কর্ম্ম কো ন কুর্য্যাজ্জুগুপ্সিতম্॥ ২॥
গর্ভে প্রবিশ্য বালস্য হননং দারুণং কিল।
সেবামিষেণ মাতুশ্চ কৃত্বা শপথমদ্ভুতম্॥ ৩॥
শাস্তা ধর্ম্মস্য গোপ্তা চ ত্রিলোক্যাঃ পতিরপ্যুত।
কৃতবানীদৃশং কর্ম্ম কো ন কুর্য্যাদসাম্প্রতম্॥ ৪॥

অর্দ্ধাধিকৈকদ্বিপঞ্চাশৎপদৈরেণ নিরন্তরম্।
অধর্ম্মে চ স্থিতং সর্ব্বং জগদিত্যেতদীর্য্যতে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে ইন্দ্রাদীনামপি মহতাং গর্ভহননাদ্যধর্ম্মচরণং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো রাজা পৃচ্ছতি বিস্মিতোঽস্মীতি। অয়ং পাপরূপঃ সংসারঃ। অস্মাদ্বন্ধনাৎ সংসাররূপান্মনুষ্যঃ কথং মুচ্যেত। নাস্মান্মোচনাশা ভবতীত্যর্থঃ॥ ১॥

কুত ইতি চেত্তত্রাহ কশ্যপস্যাপীতি। দায়াদঃ পুত্রঃ উত্তমকুলোৎপন্নোঽপীত্যর্থঃ। ত্রৈলোক্যাধিপত্যোঽপি জুগুপ্সিতং কর্ম্ম কৃতবাংস্তদান্যঃ কো ন কুর্য্যাজ্জুগুপ্সিতং নিন্দ্যং কর্ম্ম। সর্ব্বোঽপি কুর্য্যাদেব। ততশ্চ সংসারান্মোক্ষো দুর্লভ ইতি ভাবঃ॥ ২॥

কিং তজ্জুগুপ্সিতং কর্ম্ম কৃতবাংস্তত্রাহ গর্ভে প্রবিশ্যেতি। শপথং কৃত্বা হননং কৃতবানিত্যর্থঃ॥ ৩—৪॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ! এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। হে মহামতে! আমি দেখিতেছি এই সংসারই পাপের স্বরূপ, তবে জীবগণ সংসারে আসিয়া কিরূপে মুক্তি লাভ করিবে তদ্বিষয়ের আশাত কিছুই করা যাইতে পারে না॥ ১॥ কারণ, যিনি পরম পবিত্র কশ্যপ ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ত্রৈলোক্য যাঁহার বিভব, সেই দেবরাজ ইন্দ্রও যখন এরূপ গর্হিত কার্য্য করিলেন, তখন আর কোন্ ব্যক্তি জুগুপ্সিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইবে॥ ২॥ সেবা করিবার ছলে গুরুতর শপথ করিয়া মাতার গর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক বালকের প্রাণ বিনাশ করা অতিশয় নিদারুণ কার্য্য সন্দেহ নাই॥ ৩॥ যিনি, অখিলের শাসক ও ধর্ম্মের রক্ষক, যিনি ত্রিলোকের অধিপতি, যখন তিনিও এরূপ ঘৃণিত কর্ম্ম করিলেন, তবে আর কোন্ ব্যক্তি গর্হিত ও দুর্বিত্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত না

পিতামহা মে সংগ্রামে কুরুক্ষেত্রেঽতিদারুণম্‌।
কৃতবন্তস্তথাশ্চর্য্যং দুষ্টং কর্ম্ম জগদ্গুরো ! ॥ ৫ ॥
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো ধর্ম্মাংশোঽপি যুধিষ্ঠিরঃ।
সর্ব্বে বিরুদ্ধধর্ম্মেণ বাসুদেবেন নোদিতাঃ ॥ ৬ ॥
অসারতাং বিজানন্তঃ সংসারস্য সুমেধসঃ।
দেবাংশাশ্চ কথং চক্রুর্নিন্দিতং ধর্ম্মতৎপরাঃ ॥ ৭ ॥
কাস্থা ধর্ম্মস্য বিপ্রেন্দ্র ! প্রমাণং কিং বিনিশ্চিতম্‌।
চলচিত্তোঽস্মি সংজাতঃ শ্রুত্বা চৈতৎ কথানকম্‌ ॥ ৮ ॥
আপ্তবাক্যং প্রমাণং চেদাপ্তঃ কঃ পরদেহবান্‌।
পুরুষো বিষয়াসক্তো রাগী ভবতি সর্ব্বথা ॥ ৯ ॥

ন কেবলং স এব কৃতবান্‌ কিন্ত্বন্যোঽপি ধর্ম্মাত্মানো মৎপিতামহাদয়োঽপি দুষ্টং কর্ম্ম গুরুজ্যেষ্ঠবধাদিকং কৃতবন্তস্তদেতদাশ্চর্য্যমিত্যাহ পিতামহা ম ইতি ॥ ৫ ॥

তথান্যেঽপীত্যাহ ভীষ্মো দ্রোণ ইতি। বাসুদেবেন বিরুদ্ধধর্ম্মেণ গুরুজ্যেষ্ঠবধাদিরূপেণ নোদিতাঃ প্রেরিতাঃ। ন হীশ্বরস্যাধর্ম্মে প্রেরকত্বং যুক্তম্‌ ॥ ৬ ॥

তদেবাহ অসারতামিতি। ন হি সংসারেঽসারতাং জানতাং তদাগ্রহেণাধর্ম্মাচরণং সাম্প্রতম্‌ ॥ ৭ ॥

এতাদৃশানাং যদেত্থমাচরণং তদা ধর্ম্মস্যাবস্থানে কা আস্থা কা শ্রদ্ধা ন কাপীত্যর্থঃ। কিঞ্চ প্রমাণভূতং বস্তু কিমস্তি বিনিশ্চিতম্‌। ন কিমপীত্যর্থঃ। ধর্ম্মস্যাচরণে এতে ধর্ম্মাত্মানঃ প্রমাণমিতি স্থিতম্‌। যদা ত্বেত এবাধর্ম্মাচরণবন্তস্তদা প্রমাণং কিমবশিষ্টং ন কিমপীত্যর্থঃ। ধর্ম্মস্যাচরণে এতাদৃশং কথানকং শ্রুত্বা চলচিত্তোঽস্মীত্যাহ চলচিত্তোঽস্মীতি ॥ ৮ ॥

কিঞ্চাগমোপ্যুচ্ছিন্নঃ। এতাদৃশাচরণবতামাপ্তত্বাভাবাদাপ্তবাক্যমাগম ইত্যস্য বিষয়াভাবাদিত্যাহ আপ্তবাক্যমিতি। আপ্তঃ কঃ ন কোঽপ্যস্তীত্যর্থঃ। যো যো হি পরদেহবানুৎকৃষ্টদেহবান্‌ দেহতাদাত্ম্যবানিত্যর্থঃ। স সর্ব্বোঽপি পুরুষো বিষয়াসক্তো রাগী সর্ব্বথা ভবতি। ততো নাপ্তোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

হইবে ॥ ৪ ॥ হে জগদ্‌গুরো ! আমার পিতামহগণ কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামস্থলে অতিশয় নিদারুণ নিন্দিত কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন ইহাও অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৫ ॥ দেখুন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ অধিক কি ধর্ম্মের অংশাবতার যুধিষ্ঠিরও সেই নিন্দিত কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন ; তাহারা সকলেই দেবাংশ, ধর্ম্মনিরত ও বুদ্ধিমান্‌ হইয়া এবং সংসারের অসারতা জানিয়াও বাসুদেব কর্ত্তৃক গুরুবধাদিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মে প্রেরিত হইয়া কিরূপে ঘৃণিত কর্ম্মের আচরণ করিলেন ? ॥ ৬—৭ ॥ হে বিপ্রকুলেন্দ্র ! এতাদৃশ মহান্‌ ব্যক্তিগণের যখন ধর্ম্ম বিষয়ে এরূপ আচরণ, তখন ধর্ম্মের অবস্থিতি বিষয়ে আস্থা বা শ্রদ্ধা কি আছে ? আর তদ্বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণই বা কি ? হে মুনীন্দ্র ! এই সকল আখ্যান শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত একান্তই বিচলিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥ যদি

রাগো দ্বেষো ভবেন্নূনমর্থনাশাদসংশয়ম্।
দ্বেষাদসত্যবচনং বক্তব্যং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১০ ॥
জরাসন্ধবিঘাতার্থং হরিণা সত্ত্বমূর্ত্তিনা।
ছলেন রচিতং রূপং ব্রাহ্মণস্য বিজানতা ॥ ১১ ॥
তদাপ্তঃ কঃ প্রমাণং কিং সত্ত্বমূর্ত্তিরপীদৃশঃ।
অর্জ্জুনোঽপি তথৈবাত্র কার্য্যে যজ্ঞবিনির্ম্মিতে ॥ ১২ ॥
কীদৃশোঽয়ং কৃতো যজ্ঞঃ কিমর্থং শমবর্জ্জিতঃ।
পরলোকপদার্থং বা যশসে বান্যথা কিল ॥ ১৩ ॥
ধর্ম্মস্য প্রথমঃ পাদঃ সত্যমেতচ্ছ্রুতের্ব্বচঃ।
দ্বিতীয়স্তু তথাশৌচং দয়াপাদস্তৃতীয়কঃ ॥ ১৪ ॥

তদেবাহ রাগদ্বেষ ইতি। যতঃ সর্ব্বস্য পুরুষস্যার্থনাশাদ্দ্বেষো ভবেদেবাসংশয়ম্। দ্বেষাচ্চ স্বার্থসিদ্ধয়ে অসত্যবচনং বক্তব্যমেবেতি নিয়মস্ততো নাপ্তোঽস্তীত্যর্থঃ। আপ্তো হি হিতকারী যথার্থবক্তা। যদা তু সর্ব্বে স্বহিতকারিণঃ স্বহিতার্থমনর্থমপ্যাচরন্তি তদাপ্তঃ ক তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

আপ্তাসম্ভবমেবাহ জরাসন্ধেতি ॥ ১১ ॥

অত্যন্তসাত্ত্বিকবিষ্ণোরপি স্বহিতার্থছলকর্ত্তৃত্বাদাপ্তস্যাভাবো যথা তথা অর্জ্জুনোঽপি যজ্ঞরূপে বিনির্ম্মিতে উৎপাদিতে কার্য্যে ছলকারী ভবতি তস্মাদাপ্তো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

কথমর্জ্জুনস্য ছলকারিত্বমতদাহ কীদৃশোঽয়মিতি। যত্র শিশুপালবধাদিরূপোঽনর্থো জাতঃ স যজ্ঞঃ কীদৃশঃ। সাত্ত্বিকো বা রাজসো বা কৃতঃ। স চ শমবর্জ্জিতঃ কিমর্থং কৃতঃ নাহি কিমত্র ছলং নাস্তীতি স চ পরলোকার্থে বা যশসে বান্যফলার্থং বা কৃতঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তদপি ফলং ন সম্ভবতীত্যাহ ধর্ম্মস্য প্রথমঃ পাদ ইতি ॥ ১৪ ॥

আপ্তবাক্যেই ধর্ম্মবিষয়ের প্রমাণ কহেন তবে উৎকৃষ্ট-দেহধারী আপ্ত ব্যক্তিই বা কে আছেন? সমস্ত বিষয়াসক্ত পুরুষগণ সর্ব্বতোভাবে বিষয়ে অনুরাগী হইয়া থাকে অতএব তাহারা আপ্ত হইতে পারে না ॥ ৯ ॥ আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি যে স্বার্থনাশ হইলেই রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়, এবং স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সেই দ্বেষ হইতে অসত্য বাক্য সকল উক্ত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের নিমিত্ত জানিয়া শুনিয়াও ছলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ সাত্ত্বিকমূর্ত্তি বাসুদেবও যেরূপে স্বার্থসাধনার্থ ছল অবলম্বন করিলেন, অর্জ্জুনও সেইরূপ যজ্ঞকার্য্য সাধনের নিমিত্ত ছলাবলম্বী হইলেন, তবে আপ্তই বা কে? আর প্রমাণই বা কি? ॥ ১২ ॥ যেখানে শিশুপাল-বধাদিরূপ অনর্থের উৎপত্তি সেই যজ্ঞই বা কিরূপ; এই যজ্ঞ কি জন্য শান্তিবিবর্জ্জিত হইল? ইহা পরলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত বা যশের নিমিত্ত অথবা অন্য কোন অভিপ্রেত সাধনার্থ সম্পাদিত হইয়াছিল? ॥ ১৩ ॥ পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, "সত্য ধর্ম্মের প্রথম পাদ, শৌচ দ্বিতীয় পাদ, দয়া তৃতীয় পাদ এবং দান চতুর্থ পাদ ইহা শ্রুতিবাক্য;" এই

দানং পাদশ্চতুর্থশ্চ পুরাণজ্ঞা বদন্তি বৈ।
তৈর্ব্বিহীনঃ কথং ধর্ম্মস্তিষ্ঠেদিহ সুসম্মতঃ॥ ১৫॥
ধর্ম্মহীনং কৃতং কর্ম্ম কথং তৎফলদং ভবেৎ।
ধর্ম্মে স্থিরা মতিঃ ক্বাপি ন কস্যাপি প্রতীয়তে॥ ১৬॥
ছলার্থঞ্চ যদা বিষ্ণুর্বামনোঽভূজ্জগৎপ্রভুঃ।
যেন বামনরূপেণ বঞ্চিতোঽসৌ বলির্নৃপঃ॥ ১৭॥
বিহর্ত্তা শতযজ্ঞস্য বেদাজ্ঞাপরিপালকঃ।
ধর্ম্মিষ্ঠো দানশীলশ্চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্থানাৎ প্রভ্রংশিতোঽকস্মাদ্বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা॥ ১৮॥
জিতং কেন তয়োঃ কৃষ্ণ বলিনা বামনেন বা।
ছলকর্ম্মবিদা চায়ং সন্দেহোঽত্র মহান্মম॥ ১৯॥
বঞ্চয়িত্বা বঞ্চিতেন সত্যং বদ দ্বিজোত্তম!।
পুরাণকর্ত্তা ত্বমসি ধর্ম্মজ্ঞশ্চ মহামতিঃ॥ ২০॥

তৈঃ পাদৈঃ॥ ১৫॥

ধর্ম্মহীনমিতি। তথাচ পাণ্ডবৈঃ সত্যদয়াবিবর্জ্জিতৈঃ কৃতং যজ্ঞরূপং কর্ম্ম কথং তৎফলদং ভবেন্ন কথমপীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সোঽপি দাম্ভিকো যজ্ঞস্ততস্তৎকর্ত্তারঃ কথমাপ্তা ভবেযুরিত্যর্থঃ॥ ১৬॥

কিঞ্চ ছলার্থঞ্চেতি। যদা বিষ্ণুরপি ছলার্থং বামনোঽভূত্তদাপ্তঃ কোঽবশিষ্ট ইতিভাবঃ। কিং বামনেন কৃতমিতিচেত্তত্রাহ যেনেতি॥ ১৭—১৮॥

সম্বেতে ছলিনস্তত্র মম জাতামাশঙ্কাম্প্রথমং বদ পশ্চান্ময়া পৃষ্টস্যার্থস্যোত্তরং বদেত্যভিপ্রায়েণাহ জিতং কেনেতি হে কৃষ্ণ ব্যাস!। তয়োর্ম্মধ্যে বলিনা বা জিতং বামনেন বা জিতং চানয়োর্ম্মধ্যে ক উৎকৃষ্ট ইত্যর্থঃ॥ ১৯—২০॥

পাদবিহীন ধর্ম্ম, সকলের সুসম্মত হইয়া এই সংসারে উত্তমরূপে অবস্থিতি করিতে পারে না॥ ১৪—১৫॥ পাণ্ডবগণ সত্য ও দয়াদি বর্জ্জিত হইয়া যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, অতএব তাহা কি প্রকারে ফলপ্রদ হইতে পারে? ধর্ম্মবিষয়ে যে কোথাও কাহারও মতি স্থির ছিল এমত প্রতীতি হয় না, অতএব তাঁহারা দম্ভপূর্ণ হইয়াই যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহারা কিরূপে আপ্ত হইতে পারেন?॥ ১৬॥ জগদ্বিভু বিষ্ণু ছল করিবার নিমিত্তই বামনাবতার হইয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ বামনরূপে বলিরাজকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন। হে মুনে! যখন ভগবান্ বিষ্ণুই এবংবিধ ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তবে আর কোন্ ব্যক্তি আপ্ত হইবার নিমিত্ত অবশিষ্ট রহিলেন?॥ ১৭॥ বলিরাজ শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, বেদাজ্ঞার প্রতিপালক, ধর্ম্মিষ্ঠ, দানশীল, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, জগৎপ্রভু বিষ্ণু

ব্যাস উবাচ।

জিতং বৈ বলিনা রাজন্! দত্তা যেন চ মেদিনী।
ত্রিবিক্রমোঽপি নাম্না যঃ প্রথিতো বামনোঽভবৎ॥ ২১॥
ছলনার্থমিদং রাজন্! বামনত্বং নরাধিপ!।
সম্প্রাপ্তং হরিণা ভূয়ো দ্বারপালত্বমেবচ॥ ২২॥
সত্যাদন্যতরং নাস্তি মূলং ধর্ম্মস্য পার্থিব!।
দুঃসাধ্যং দেহিনা রাজন্! সত্যং সর্ব্বাত্মনা কিল॥ ২৩॥
মায়া বলবতী ভূপ! ত্রিগুণা বহুরূপিণী।
যয়েদং নির্ম্মিতং বিশ্বং গুণৈঃ শবলিতং ত্রিভিঃ॥ ২৪॥
তস্মাচ্ছলবতা সত্যং কুতোঽবিঘ্নং ভবেন্নৃপ!।
মিশ্রেণ জনিতশ্চৈব স্থিতিরেষা সনাতনী॥ ২৫॥

বলিরেব স্বসত্যান্ন চলিত ইতি স বিষ্ণোরধিক ইতি প্রতিভাতি। তথাচেশ্বরস্যাপ্যুভঙ্গ-ছলকর্ত্তৃত্বাচ্চেতি গূঢ়োঽভিসন্ধির্নৃপস্যেতি রাজবাক্যং শ্রুত্বা রাজাভিপ্রেতমেব ব্যাস আহ জিতং বৈ বলিনেতি। ভূমিং দাস্যামীতি প্রতিজ্ঞাতস্য সত্যস্য পরিপালনাৎ তদেবাহ দত্তেতি॥ ২১—২২॥

সত্যং স্তৌতি। সত্যাদন্যতরদিতি॥ ২৩—২৪॥

এরূপ বহুতর সদ্‌গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে কেন যে স্থানভ্রষ্ট করিলেন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। হে দ্বৈপায়ন! এ বিষয়ে বঞ্চিত বলির জয় হইল? কি ছলকর্ম্মজ্ঞ বামন-দেবের জয় হইল? ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট কে? এই বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ রহিয়াছে। দ্বিজোত্তম! আপনি পুরাণকর্ত্তা, ধর্ম্মজ্ঞ ও উদারচেতা, আপনি এ বিষয়ের যথার্থ তথ্য প্রকাশ করিয়া আমার সন্দেহ-দোলিত চিত্তবৃত্তির স্থৈর্য্য সম্পাদন করুন॥ ১৮—২০॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বলিরাজ ভূমিদান করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন, তাহার প্রতিপালন পূর্ব্বক সত্য রক্ষা করেন বলিয়া বলিরাজেরই জয়লাভ হইয়াছিল। হে নরেন্দ্র! ত্রিবিক্রম যিনি বামন বলিয়া বিখ্যাত, তিনি ছলাবলম্বী হইয়া-ছিলেন বলিয়া বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ নিজ শরীর দ্বারাই ছলাবলম্বীর ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, হে পার্থিব! সত্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মূল ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, আপনি দেখুন, সেই সত্যাপহারী হরি ছলের ফলে, বলির দ্বারপালত্ব লাভ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; অতএব, রাজন্! সর্ব্বতোভাবে সত্য রক্ষা, দেহিগণের পক্ষে দুঃসাধ্য জানিবে॥ ২১—২৩॥ রাজন্! ত্রিগুণাত্মিকা বহুরূপিণী অঘটনঘটনাপটীয়সী মায়াই বলবতী, সেই মায়া আপনার বিমিশ্রিত গুণত্রয় দ্বারা এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন জানিবেন॥ ২৪॥ অতএব ছলশালী ব্যক্তিগণ কিরূপে সত্যকে অক্ষুণ্ণরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, এই

বৈখানসাশ্চ মুনয়ো নিঃসঙ্গা নিষ্প্রতিগ্রহাঃ।
সত্যযুক্তা ভবন্ত্যত্র বীতরাগা গতশ্রমাঃ ॥ ২৬ ॥
দৃষ্টান্তদর্শনার্থায় নির্ম্মিতাস্তে চ তাদৃশাঃ।
অন্যৎ সর্ব্বং শবলিতং গুণৈরেভিস্ত্রিভির্নৃপ ! ॥ ২৭ ॥
নৈকং বাক্যং পুরাণেষু বেদেষু নৃপসত্তম ! ।
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু চাঙ্গেষু সগুণৈরচিতেষ্বিহ ॥ ২৮ ॥
সগুণঃ সগুণং কুর্য্যান্নির্গুণো ন করোতি বৈ।
গুণাস্তে মিশ্রিতাঃ সর্ব্বে ন পৃথগ্‌ভাবসঙ্গতাঃ ॥ ২৯ ॥
নির্ব্যলীকে স্থিরে ধর্ম্মে মতিঃ কস্যাপি ন স্থিরা।
ভবোদ্ভবে মহারাজ ! মায়য়া মোহিতস্য বৈ ॥ ৩০ ॥

তস্মাদিতি। তথা মায়য়া চ্ছলবতা পুরুষেণ সত্যং কুতোঽবিদ্ধমনাশ্রিতং ভবেন্ন কুতোঽপীত্যর্থঃ। অবিদ্ধমিতি চ্ছেদঃ। মিশ্রেণেতি। প্রায়োঽয়ং জনো মিশ্রেণ রজোগুণেন জনিতো নির্ম্মিতঃ। তথাচৈতাদৃশস্য রজোগুণযুক্তস্য সত্যং দুর্লভমেব ভবতি ॥ ২৫ ॥

যদ্যপি রাজন্মায়য়া কলুষিতঃ সর্ব্বজনো ভবতি তথাপি তয়ৈব মায়য়া ছলরহিতা অপি প্রাণিনঃ সত্যপরিপালকা বৈখানসাদ্যা মুনয়ো দৃষ্টান্তপ্রদর্শনায় কল্পিতাস্তথাচ তাদৃশমায়াবিশিষ্টপরমেশ্বরস্য ভগবতীপদবাচ্যস্যাপ্তত্বং ভবিষ্যতি তস্যা বাচো বেদরূপায়া আপ্তবাক্যত্বং তস্য প্রামাণ্যং চ ভবিষ্যতীতি ন কাপি চিন্তাস্তীতি তাৎপর্য্যেণাহ বৈখানসাশ্চ মুনয় ইতি ॥ ২৬ ॥

অন্যদিতি। তাদৃশঋষিভ্যোঽন্যজ্জীবজাতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

নৈকং বাক্যমিতি। যতঃ সর্ব্বস্য জীবজাতস্য গুণমিশ্রিতত্বম্। তত এব তেষাং মতেনার্থস্য ভিন্নত্বাত্তদনুভবানুবাদিনাং পুরাণানাং স্মৃতীনাং বেদেষ্বপি তদনুভবানুবাদস্যার্থবাদভাগে সত্ত্বাদ্বেদবাক্যানাঞ্চ নৈকং বাক্যং কিন্তু ভিন্নং ভিন্নমেব প্রতিভাতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বিশ্ব মিশ্রগুণে অর্থাৎ রজোগুণ দ্বারা নির্ম্মিত; অতএব রজোগুণাত্মক এই সংসারে অক্ষুণ্ণ নির্ম্মল সত্য দুর্লভ, রাজন্! ইহাকেই সনাতনী মর্য্যাদা অর্থাৎ বিধিনির্দ্দিষ্ট নিত্যকার্য্য বলিয়া জানিবেন ॥ ২৫ ॥ যদি বলেন, বৈখানস মুনিগণ নির্ম্মল সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন; তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা নিঃসঙ্গ, নিষ্পরিগ্রহ, বিগতরাগ ও শ্রম রহিত; এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। উক্ত মুনিগণ ভিন্ন সমস্তই ত্রিগুণ-সমন্বিত, অতএব মুনিগণের সহিত অপরের তুলনা হইতে পারে না ॥ ২৬—২৭ ॥ হে নৃপসত্তম! সগুণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিরচিত ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণাদি ও সাঙ্গবেদে একরূপ উক্তি হয় নাই, প্রণেতাগণের গুণের বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২৮ ॥ কারণ, সগুণ ব্যক্তি সগুণ কার্য্যই করিয়া থাকেন; কিন্তু নির্গুণ ব্যক্তি সগুণ কার্য্য করেন না; গুণ সকল মিশ্রিত হইলে কদাচ পৃথক্ ভাব অবলম্বন করে না, তাহারা যে যে গুণের সহিত পরস্পর মিশ্রিত হয়, সেই সেই গুণেরই ভাব প্রকাশ করিয়া

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি তদাসক্তং মনস্তথা।
করোতি বিবিধান্ ভাবান্ গুণৈস্তৈঃ প্রেরিতং ভৃশম্ ॥ ৩১ ॥
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তাঃ প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ।
সর্ব্বে মায়াবশা রাজন্! সানুক্রীড়তি তৈরিহ ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বান্ বৈ মোহয়ত্যেষা বিকুর্ব্বত্যনিশং জগৎ।
অসত্যো জায়তে রাজন্! কার্য্যবান্ প্রথমং নরঃ ॥ ৩৩ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থাংশ্চিন্তয়ানো ন প্রাপ্নোতি যদা নরঃ।
তদর্থং ছলমাদত্তে ছলাৎ পাপে প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৪ ॥
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ বৈরিণো বলবত্তরাঃ।
কৃতাকৃতং ন জানন্তি প্রাণিনস্তদ্বশঙ্গতাঃ ॥ ৩৫ ॥
বিভবে সত্যহঙ্কারঃ প্রবলঃ প্রভবত্যপি।
অহঙ্কারাদ্ভবেন্মোহো মোহান্মরণমেব চ ॥ ৩৬ ॥

তদেবাহ সগুণ ইতি ॥ ২৯—৩১ ॥
সানুক্রীড়তীতি। সা মায়া তৈঃ সহানুক্রীড়তীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥
কার্য্যকারণভাবমাহ অসত্য ইতি। কার্য্যবান্ কার্য্যেচ্ছাবান্ পুরুষঃ প্রথমমসত্যো ভবত্য সত্যেনাপি কার্য্যং সম্পাদয়িষ্যামীত্যসত্যাভিসন্ধিমান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥
বিভবে সতীতি। এতাদৃশাসত্যাদিস্বীকারেণাপি কার্য্যসিদ্ধৌ সত্যামহঙ্কারো ভবতি ততো মোহো মোহান্মরণং নাশো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

থাকে ॥২৯॥ মহারাজ! এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই মায়ার দ্বারা মোহিত হয়; অতএব ছলাদিশূন্য নির্ম্মল ও অটল ধর্ম্মে কাহারও মতি স্থির থাকিতে পারে না ॥ ৩০ ॥ ইন্দ্রিয়গণ, বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ভোগমার্গে বিচরণ করাইয়া থাকে; মন সেই ইন্দ্রিয়গণেরই আসক্ত, অতএব গুণত্রয় দ্বারা অতিশয়িত রূপে প্রেরিত হইয়া নানাবিধ ভাবে বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ রাজন্! ব্রহ্মা হইতে স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণিগণই মায়ার বশীভূত, সেই মায়া তাহাদিগকে লইয়া বিবিধ প্রকারে ক্রীড়া করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ এই মায়াই সকলকে বিমোহিত করিতেছে এবং নিয়তই জগতের বিকৃতি সাধন করিতেছে। হে নরেন্দ্র! নরগণ প্রথমে কার্য্যবশে অসত্যের আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ তাহারা যখন ইন্দ্রিয়ার্থ-ভোগ্যাদির চিন্তা করিয়া প্রাপ্ত না হয় তখন ছল অবলম্বন করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য পাপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥৩৪॥ কাম, ক্রোধ ও লোভ ইহারা প্রাণিগণের অতিশয় বলবান্ শত্রু; জীবগণ ইহাদের বশীভূত হইয়া কার্য্যাকার্য্যের বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩৫ ॥ বৈভব বিদ্যমান থাকিলে অহঙ্কার প্রবল হইয়া নিজ প্রভাব প্রকাশ করে; সেই অহঙ্কার হইতে মোহ এবং মোহ হইতে পরিশেষে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

সঙ্কল্পা বহুবস্তত্র বিকল্পাঃ প্রভবন্তি চ।
ঈর্ষ্যাসূয়া তথা দ্বেষঃ প্রাদুর্ভবতি চেতসি ॥ ৩৭ ॥
আশা তৃষ্ণা তথা দৈন্যং দম্ভোঽধর্ম্মমতিস্তথা।
প্রাণিনাং প্রভবন্ত্যেতে ভাবা মোহসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩৮ ॥
যজ্ঞদানানি তীর্থানি ব্রতানি নিয়মাস্তথা।
অহঙ্কারাভিভূতস্তু করোতি পুরুষোঽন্বহম্ ॥ ৩৯ ॥
অহম্ভাবকৃতং সর্ব্বং প্রভবেদ্ বৈ ন শৌচবৎ*।
রাগলোভাৎ কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গং শুদ্ধিবর্জ্জিতম্ ॥ ৪০ ॥
প্রথমং দ্রব্যশুদ্ধিশ্চ দ্রষ্টব্যা বিবুধৈঃ কিল।
অদ্রোহেণার্জ্জিতং দ্রব্যং প্রশস্তং ধর্ম্মকর্ম্মণি ॥ ৪১ ॥
দ্রোহার্জ্জিতেন দ্রব্যেণ যৎ করোতি শুভং নরঃ।
বিপরীতং ভবেত্তত্তু ফলকালে নৃপোত্তম ! ॥ ৪২ ॥

অন্যান্যপি মোহকার্য্যাণ্যাহ সঙ্কল্পা ইতি ॥৩৭---৩৮ ॥

যেঽপি যজ্ঞাদিকর্ত্তারস্তেঽপি মায়াজন্যাহঙ্কারেণ যুক্তাঃ কুর্ব্বন্তীতি তে মায়াবশগা এবেত্যাহ যজ্ঞদানানীতি ॥ ৩৯ ॥

স চাহঙ্কারো মহাদুষ্ট ইতি বৈরাগ্যার্থমাহ অহম্ভাবকৃতমিতি। শৌচবচ্ছুদ্ধিবন্নেত্যর্থঃ। রাগলোভাদিতি। সর্ব্বাঙ্গমপি কর্ম্ম রাগলোভাৎ কৃতং শুদ্ধিবর্জ্জিতং ভবতি। ততোঽহঙ্কারবদ্রাগলোভাবপি ত্যাজ্যাবিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

অতোঽহঙ্কারং রাগলোভৌ বিহায় প্রথমং দ্রব্যশুদ্ধির্দ্রষ্টব্যেত্যাহ প্রথমমিতি ॥ ৪১-৪২ ॥

সংসারে জীবগণের মনে বহুতর সংকল্প, বিকল্প, ঈর্ষা, অসূয়া ও দ্বেষাদি প্রাদুর্ভূত হয়, অনন্তর আশা, তৃষ্ণা, দৈন্য, দম্ভ ও বিপথগামিনী বুদ্ধি, এই সকল মোহ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া প্রাণিগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে থাকে ॥ ৩৭-৩৮ ॥ পুরুষগণ, অহঙ্কার দ্বারা অভিভূত হইয়াই দিন দিন যজ্ঞ, দান, তীর্থসেবা, ব্রত ও নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ এই সমস্ত যজ্ঞাদি অহঙ্কারভাব দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া শৌচাদির ন্যায় মালিন্য দূর করিতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ রাগ বা লোভবশত কোনও কার্য্য করিলে তাহা সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ হয় না ॥ ৪০ ॥ অতএব যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে প্রথমে তাহার দ্রব্যশুদ্ধি দর্শন করাই বুধগণের কর্ত্তব্য। হিংসাদি না করিয়া যে দ্রব্য উপার্জ্জন করা যায়, সেই দ্রব্য ধর্ম্ম্যকর্ম্মে প্রশস্ত ॥ ৪১ ॥ হে নৃপোত্তম ! নরগণ দ্রোহার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারা শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা ফলদান কালে বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥৪২॥

---

* ভবেদ্ বৈ গজশৌচবৎ। ইতি বা পাঠঃ।

মনোঽতিনির্ম্মলং যস্য স সম্যক্ ফলভাগ্‌ভবেৎ।
তস্মিন্ বিকারযুক্তে তু ন যথার্থফলং লভেৎ ॥ ৪৩ ॥
কর্ত্তারঃ কর্ম্মণাং সর্ব্ব আচার্য্য-ঋত্বিজাদয়ঃ।
স্যুস্তে বিশুদ্ধমনসস্তদা পূর্ণং ভবেৎ ফলম্ ॥ ৪৪ ॥
দেশকালক্রিয়াদ্রব্যকর্ত্তৄণাং শুদ্ধতা যদি।
মন্ত্রাণাঞ্চ তদা পূর্ণং কর্ম্মণাং ফলমশ্নুতে ॥ ৪৫ ॥
শত্রূণাং নাশমুদ্দিশ্য স্ববৃদ্ধিং পরমাং তথা।
করোতি সুকৃতং তদ্বদ্বিপরীতং ভবেৎ কিল ॥ ৪৬ ॥
স্বার্থাসক্তঃ পুমান্নিত্যং ন জানাতি শুভাশুভম্।
দৈবাধীনঃ সদা কুর্য্যাৎ পাপমেব ন সৎকৃতম্ ॥ ৪৭ ॥
প্রাজাপত্যাঃ সুরাঃ সর্ব্বে হ্যসুরাশ্চ তদুদ্ভবাঃ।
সর্ব্বে তে স্বার্থনিরতাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ ॥ ৪৮ ॥
সত্ত্বোদ্ভবাঃ সুরাঃ সর্ব্বেঽপ্যুক্তা বেদেষু মানুষাঃ।
রজোদ্ভবাস্তামসাস্তু তির্য্যঞ্চঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

মনঃশুদ্ধিফলমাহ মনোঽতিনির্ম্মলমিতি ॥ ৪৩ ॥
কর্ম্মশুদ্ধিমাহ কর্ত্তার ইতি ॥ ৪৪—৪৫ ॥
তচ্চ কর্ম্ম পরনাশায় ন কর্ত্তব্যমিত্যাহ শত্রূণামিতি ॥ ৪৬ ॥
স্বার্থমপি ন কর্ম্ম কুর্য্যাৎ কিন্ত্বীশ্বরারাধনবুদ্ধ্যৈবেত্যাহ স্বার্থাসক্ত ইতি। স্বার্থকরণে দোষমুক্তাবয়তি ন জানাতীতি। দৈবাধীনঃ প্রারব্ধাধীনঃ সৎকৃতং পুণ্যম্ ॥ ৪৭ ॥
পরস্পরেতি। যতঃ স্বার্থপরাস্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

যাহার মন অতিশয় নির্ম্মল সেই ব্যক্তিই সম্যক্ শুভফল লাভ করিয়া থাকে; বিকৃতমনা ব্যক্তিগণ যথার্থ ফললাভে সমর্থ হয় না ॥ ৪৩ ॥ যদি কার্য্যকালে আচার্য্য ঋত্বিক্ প্রভৃতি কর্ম্মকর্ত্তাগণ বিশুদ্ধমনা হয়েন এবং যদি দেশ কাল ক্রিয়া দ্রব্য যজমান ও মন্ত্র এই সকল পরিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই কর্ম্মের ফল সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে ॥ ৪৪-৪৫ ॥ শত্রুবিনাশ এবং আপনার উন্নতির উদ্দেশে ক্রিয়া করিলে তাহা বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে; অতএব পরবিনাশার্থ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৬ ॥ স্বার্থনিরত পুরুষগণ শুভাশুভ কর্ম্ম বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না, তাহারা দৈবের অধীন হইয়া পাপই করিয়া থাকে, পুণ্যকার্য্য করিতে ক্ষমবান হয় না ॥ ৪৭ ॥ সমস্ত সুরগণ ও অসুরগণ প্রজাপতি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহারা সকলেই স্বার্থনিরত বলিয়াই পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥ বেদে উক্ত হইয়াছে যে, সুরগণ সত্ত্বগুণ হইতে, মানুষগণ রজোগুণ হইতে এবং তির্য্যগ্‌গণ তমোগুণ

সত্ত্বোদ্ভবানাং তৈর্ব্বৈরং পরস্পরমনাবৃতম্।
তিরশ্চামত্র কিং চিত্রং জাতিবৈরসমুদ্ভবে ॥ ৫০ ॥
সদা দ্রোহপরা দেবাস্তপোবিঘ্নকরাস্তথা।
অসন্তুষ্টা দ্বেষপরাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ ॥ ৫১ ॥
অহঙ্কারসমুদ্ভূতঃ সংসারোঽয়ং যতো নৃপ!।
রাগদ্বেষবিহীনস্তু স কথং জায়তে নৃপ! ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে জগতোঽধর্ম্মেস্থিতিবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

মানুষা রজোদ্ভবা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৯—৫২ ॥

তস্মাদ্দেবাদিভির্ম্মম পূর্ব্বজাদিভিশ্চ কথং পাপং কৃতমিতিশঙ্কাবসর এব নাস্তি। মায়ান্তঃপাতিত্বাৎ সর্ব্বস্য জীবজাতস্য মায়াপ্রেরণয়ৈবাচরণাদতঃ সংসারনাশায় মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপিণ্যেব ভগবত্যারাধ্যেতি ভাবঃ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥৪৯॥ রাজন্! যদি সত্ত্বসঞ্জাত সুরগণই পরস্পর নিয়তই বৈরিতা করেন, তবে তির্য্যগ্গণের যে জাতিবৈরিতা সংঘটিত হইবে তদ্বিষয়ে আর বিচিত্রতা কি? ॥ ৫০ ॥ যখন দেবগণ নিয়তই অসন্তুষ্ট, দ্বেষকলুষিত, পরস্পর বিরোধী এবং পরের তপোবিঘ্নকারক, তখন নিশ্চয়ই জানিবেন যে, এই সংসার অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন, অতএব কিরূপে তাহা রাগদ্বেষাদি পরিশূন্য হইতে পারিবে? ॥ ৫১—৫২ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জগতের অধর্ম্মে অবস্থিতিবর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অথ কিং বহুনোক্তেন সংসারেঽস্মিন্নৃপোত্তম!।
ধর্ম্মাত্মা দ্রোহবুদ্ধিস্তু কশ্চিদ্ভবতি কর্হিচিৎ ॥ ১ ॥
রাগদ্বেষাবৃতং বিশ্বং সর্ব্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
আদ্যে যুগেঽপি রাজেন্দ্র! কিমদ্য কলিদূষিতে ॥ ২ ॥
দেবাঃ সের্ষ্যাশ্চ সদ্রোহাশ্ছলকর্ম্মরতাঃ সদা।
মানুষাণাং তিরশ্চাঞ্চ কা বার্ত্তা নৃপ! গণ্যতে ॥ ৩ ॥
দ্রোহপরে দ্রোহপরো ভবেদিতি সমানতা।
অদ্রোহিণি তথা শান্তে বিদ্বেষঃ খলতা স্মৃতা ॥ ৪ ॥
যঃ কশ্চিত্তাপসঃ শান্তো জপধ্যানপরায়ণঃ।
ভবেত্তস্য জপে বিঘ্নকর্ত্তা বৈ মঘবা পরম্ ॥ ৫ ॥

একাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈশ্চ নিখিলং জগৎ।
মায়য়াবৃতমিত্যুক্ত্বা নারায়ণকথোচ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে রাগদ্বেষবিহীনস্তু স কথং জায়তে নৃপেত্যুক্তং তদেব বিশদয়তি অথ কিমিতি। কশ্চিদিতি শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥

দেবাঃ সের্ষ্যা ইত্যুক্তং তত্রোদাহরণমাহ দ্রোহপরে ইতি। দ্রোহপরে জনে দ্রোহপরো ভবেদিতি সমানতা সাম্যতা সর্ব্বত্র বর্ত্ততে। অদ্রোহিণি শান্তে তু বিদ্বেষো যঃ সা খলতা দুষ্টতা সা কচিদেবাস্তি ন সর্ব্বত্রেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রো দেবরাজোঽপি সংস্তাং খলতাং স্বীকৃতবাংস্ততঃ পরং কিমবশিষ্টমিত্যাহ যঃ কশ্চিদিতি। তাপসো দ্রোহাভাববাংস্তস্মিঞ্জপবিঘ্নকর্ত্তৃতা খলতেন্দ্রস্য ॥ ৫ ॥

দ্বৈপায়ন কহিলেন, হে নৃপসত্তম! বহুবাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন কি, এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, এই সংসারে হিংসা দ্বেষাদিজনিত কলুষিত বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকেন এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল ॥১॥ রাজেন্দ্র! সত্যযুগেও এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব, রাগদ্বেষাদি দ্বারা পরিবৃত ছিল, এখন কলুষিত কলিকাল উপস্থিত, এ সময়ে যে সংসার রাগদ্বেষাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ॥ ২ ॥ নৃপবর! দেবগণ যখন দ্বেষ ও ঈর্ষাসমন্বিত এবং প্রবঞ্চনা-পরায়ণ, তখন আর তির্য্যক্ ও মনুষ্যগণের কথা কি বলিব ॥ ৩ ॥ হে পৃথিবীপতে! দ্রোহকারী জীবে দ্রোহপর হইবে এ বিষয়ে সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু হিংসাবর্জ্জিত শান্ত জীবে বিদ্বেষ করিলেই খলতা হইল ॥ ৪ ॥ যে কোনও

সতাং সত্যযুগং সাক্ষাৎ সর্ব্বদৈবাসতাং কলিঃ।
মধ্যমো মধ্যমানাং তু ক্রিয়াযোগৌ যুগে স্মৃতৌ ॥ ৬ ॥
কশ্চিৎ কদাচিদ্ভবতি সত্যধর্ম্মানুবর্ত্তকঃ।
অন্যথান্যযুগানাং বৈ সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৭ ॥
বাসনাকারণং রাজন্! সর্ব্বত্র ধর্ম্মসংস্থিতৌ।
তস্যাং বৈ মলিনায়াস্তু ধর্ম্মোঽপি মলিনো ভবেৎ।
মলিনা বাসনা সত্যং বিনাশায়েতি সর্ব্বথা ॥ ৮ ॥

নন্বেবং চেৎ কথং ধর্ম্মস্থিতিঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ সতামিতি। সর্ব্বযুগেষু ত্রিবিধা নরাঃ সন্তি সাধবোঽসাধবো মধ্যমাশ্চ। তত্র সতাং সর্ব্বং যুগং সত্যযুগমেব। অসতাং সর্ব্বং যুগং কলিরেব। যস্মিন্ যুগে ক্রিয়াযোগৌ ব্যবস্থিতৌ স মধ্যমঃ কালো দ্বাপরত্রেতাত্মকো মধ্যমানাং ভবতি। তথাচ যে সাধবো মধ্যমাশ্চ তদাশ্রয়েণ ধর্ম্মঃ স্থাস্যতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

নন্বু তর্হি সাধবো নৈব সন্তীতি কথং পূর্ব্বমুক্তমিতি চেন্বহবো ন সন্তীত্যভিপ্রায়েণেত্যাহ কশ্চিৎ কদাচিদিতি। অন্যথা বহবস্ত্বন্যযুগানাং যে ধর্ম্মাস্তৎপরায়ণাঃ সর্ব্বে ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নন্বু কিমিতি বহবস্তথা ভবন্তি সর্ব্বেঽপি সত্যভাজঃ সাধবঃ কুতো ন ভবন্তীতি চেত্তত্রাহ বাসনেতি। শুদ্ধবাসনানাং পুণ্যসাধ্যত্বাদল্পত্বম্। মলিনবাসনানাং স্বভাবত্বাদ্বহুত্বম্। তথাচ বাসনাবহুত্বাত্তাদৃশানামপি বহুত্বমিত্যর্থঃ। যদ্যপি বহুত্বং তেষাং তথাপি মলিনাবাসনাবিনাশায়ৈব ভবন্তীতি নিশ্চিত্য তাসামাচরণং কদাপি ন কুর্য্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

শান্ত তাপস জপপরায়ণ ও ধ্যাননিমগ্ন থাকিলে অমররাজ তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকেন অতএব ইন্দ্রের খলতা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৫ ॥ (রাজন্! সর্ব্বযুগেই সাধু, অসাধু ও মধ্যম এই তিন প্রকার মানব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যাঁহারা সাধু তাঁহাদের সর্ব্বদাই সত্যযুগ, যাহারা অসাধু তাহাদের সর্ব্বদাই কলিযুগ; আর যে যে যুগে ক্রিয়া ও যোগ ব্যবস্থিত সেই দ্বাপরাত্মক ও ত্রেতাত্মক যুগই সর্ব্বদা মধ্যমদিগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে ॥ ৬ ॥) রাজন্! আপনি জানিবেন যে, কদাচিৎ কোনও ব্যক্তি সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের সকল ব্যক্তিই তত্তদ্‌যুগধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিত ॥ ৭ ॥ হে রাজেন্দ্র! ধর্ম্মস্থিতি বিষয়ে সর্ব্বত্রই বাসনাকে কারণ বলিয়া অবগতি করিবেন, সেই বাসনা মলিনা হইলে ধর্ম্মও মলিন হইয়া থাকে। আপনি জানিবেন যে, শুদ্ধ বাসনা পুণ্যসাধ্য বলিয়া তাহা অল্পই হয়, আর মলিনা বাসনা স্বভাবতই অধিকতর হইয়া থাকে। এই মলিনা বাসনাই জীবগণকে সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট করিয়া থাকে। অতএব ইহার আচরণ কদাচই কর্ত্তব্য নহে। (নৃপোত্তম! এই সকল বচনপরম্পরা দ্বারা কৃষ্ণ ও ইন্দ্রাদির ছল ও অধর্ম্মাচরণ এবং পাণ্ডবগণের অধর্ম্মশীলতার কারণ বুঝিয়া লইবেন; এক্ষণে, মুক্তির নিমিত্ত তপশ্চরণশীল নরনারায়ণের দেহান্তর প্রাপ্তি কথা শ্রবণ করুন ॥ ৮ ॥)

ব্রহ্মণো হৃদয়াজ্জাতঃ পুত্রো ধর্ম্ম ইতি স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণঃ সত্যসম্পন্নো বেদধর্ম্মরতঃ সদা ॥ ৯ ॥
দক্ষস্য দুহিতারো হি বৃতা দশ মহাত্মনা।
বিবাহবিধিনা সম্যঙ্মুনিনা গৃহধর্ম্মিণা ॥ ১০ ॥
তাস্বজীজনয়ৎ পুত্রান্ ধর্ম্মঃ সত্যবতাং বরঃ।
হরিং কৃষ্ণং নরঞ্চৈব তথা নারায়ণং নৃপ ! ॥ ১১ ॥
যোগাভ্যাসরতো নিত্যং হরিঃ কৃষ্ণো বভুব হ ॥ ১২ ॥
নরনারায়ণৌ চৈব চেরতুস্তপ উত্তমম্।
প্রালেয়াদ্রিং সমাগত্য তীর্থে বদরিকাশ্রমে ॥ ১৩ ॥
তপস্বিষু ধুরীণৌ তৌ পুরাণৌ মুনিসত্তমৌ।
গৃণন্তৌ তৎপরং ব্রহ্ম গঙ্গায়া বিপুলে তটে ॥ ১৪ ॥
হরেরংশৌ স্থিতৌ তত্র নরনারায়ণাবৃষী।
পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু চক্রাতে তপ উত্তমম্ ॥ ১৫ ॥
তাপিতঞ্চ জগৎ সর্ব্বং তপসা সচরাচরম্।
নরনারায়ণাভ্যাঞ্চ শক্রঃ ক্ষোভং তদা যযৌ ॥ ১৬ ॥

ইত্থমেতৎপর্য্যন্তং কিমর্থং শাপো জাতো দেবকীবসুদেবয়োঃ কথং কৃষ্ণেন্দ্রপ্রভৃতয়ো দেবাশ্ছলেনাধর্ম্মাচরণবন্তঃ পাণ্ডবাদয়শ্চ কথমধর্ম্মশীলা ইত্যস্যোত্তরং দত্তমধুনা নরনারায়ণয়োর্ম্মুক্ত্যর্থং তপঃ কুর্ব্বতোঃ কথং দেহান্তরপ্রাপ্তির্মনুষ্যদেহেনেতিপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ ব্রহ্মণো হৃদয়াদিতি ॥ ৯—১২ ॥

প্রালেয়াদ্রিং হিমালয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তৎপরং ব্রহ্ম গায়ত্রীসংজ্ঞকমিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৬ ॥

ব্রহ্মার হৃদয় হইতে ধর্ম্মনামক এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ, সত্য-সম্পন্ন এবং সর্ব্বদাই বেদধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন ॥ ৯ ॥ সেই মহাত্মা গৃহস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী মুনিবর ধর্ম্ম, দক্ষপ্রজাপতির দশটি কন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ সত্যনিষ্ঠগণের অগ্রগণ্য সেই ধর্ম্ম, তাঁহাদিগের গর্ভে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ নামে চারিটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ তন্মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ, নিয়তই যোগাভ্যাসে নিরত হইয়া রহিলেন ॥ ১২ ॥ নর এবং নারায়ণও হিমালয় পর্ব্বতে আগমন করিয়া বদরিকাশ্রম তীর্থে অত্যুত্তম তপস্যা আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥ সেই তপস্বিপ্রধান পুরাণ-মুনিদ্বয় গঙ্গার সুপ্রশস্ত তটদেশে গায়ত্রীসংজ্ঞক পরব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥ হরির অংশ হইতে সমুৎপন্ন নরনারায়ণ নামক ঋষিদ্বয় পূর্ণ সহস্রবৎসর সেই স্থানে উত্তম তপস্যা করিলেন ॥ ১৫ ॥ তাঁহাদের তপস্তেজে চরাচর অখিল জগৎ পরিতপ্ত হইয়া উঠিল। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ও

চিন্তাবিষ্টঃ সহস্রাক্ষো মনসা সমকল্পয়ৎ।
কিং কর্ত্তব্যং ধর্ম্মপুত্রৌ তাপসৌ ধ্যানসংযুতৌ ॥ ১৭ ॥
সিদ্ধার্থৌ সুভৃশং শ্রেষ্ঠমাসনং সংগ্রহীষ্যতঃ।
বিঘ্নঃ কথং প্রকর্ত্তব্যস্তপো যেন ভবেন্ন হি ॥ ১৮ ॥
উৎপাদ্য কামং ক্রোধঞ্চ লোভং বাপ্যতিদারুণম্।
ইত্যুদ্দিশ্য সহস্রাক্ষঃ সমারুহ্য গজোত্তমম্ ॥ ১৯ ॥
বিঘ্নকামস্তু তরসা জগাম গন্ধমাদনম্।
গত্বা তত্রাশ্রমে পুণ্যে তাবপশ্যচ্ছতক্রতুঃ ॥ ২০ ॥
তপসা দীপ্তদেহৌ তু ভাস্করাবিব চোদিতৌ।
ব্রহ্মবিষ্ণূ কিমেতৌ বৈ প্রকটৌ বা বিভাবসূ।
ধর্ম্মপুত্রাবৃষীবেতৌ তপসা কিং করিষ্যতঃ ॥ ২১ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য তৌ দৃষ্ট্বা তদোবাচ শচীপতিঃ।
কিং বাং কার্য্যং মহাভাগৌ ব্রূতাং ধর্ম্মসুতৌ কিল ॥ ২২ ॥
দদামি বাং বরং শ্রেষ্ঠং দাতুং যাতোঽস্ত্যহং ঋষী।
অদেয়মপি দাস্যামি তুষ্টোঽস্মি তপসা কিল ॥ ২৩ ॥

কুতশ্চিন্তা কিঞ্চ কল্পিতবাংস্তদুভয়মপ্যাহ কিং কর্ত্তব্যমিতি ॥ ১৭ ॥

আসনং মমেতি শেষঃ। বিঘ্ন ইতি। কামং ক্রোধং বোৎপাদ্য যেন বিঘ্নেন তপো ন ভবেৎ স তাদৃশো বিঘ্নঃ কথং কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—২২ ॥

সংক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৬ ॥ সহস্রলোচন চিন্তাবিষ্ট হইয়া মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন যে, এই ধর্ম্মপুত্রদ্বয় তপোনিরত ও ধ্যানপরায়ণ হইয়াছেন, ইহাঁরা তপঃসিদ্ধ হইলে আমার এই অত্যুত্তম রাজাসন অধিকার করিতে পারিবেন, তবে এক্ষণে ইহাঁদের তপস্যা ভঙ্গের নিমিত্ত কি প্রকারে বিঘ্ন উৎপাদন করি ॥ ১৭—১৮ ॥ দেবরাজ, এই উদ্দেশে কাম, ক্রোধ, এবং অতি নিদারুণ লোভকে উৎপাদন করিয়া ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক বিঘ্নাচরণের নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করত সেই পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়া সেই পুরাতন ঋষিদ্বয়কে দর্শন করিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ তাঁহাদিগকে তপস্তেজে ভাস্করের ন্যায় দীপ্তিমান্ দর্শন করিয়া দেবরাজ বিবেচনা করিতে লাগিলেন ইহাঁরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা বিভাবসুই হইবেন ॥ ২১ ॥ ইহাঁরা ধর্ম্মপুত্র এবং ঋষি, ইহাঁরা তপস্যা দ্বারা কি করিবেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া শচীনাথ তাঁহাদিগের সম্মুখে গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ হে মহাভাগ ধর্ম্মতনয় ঋষিদ্বয়! আপনাদিগের কার্য্য বা প্রার্থনা কি বলুন, আমি আপনাদিগকে উত্তম বর প্রদান করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি;

ব্যাস উবাচ।

এবং পুনঃপুনঃ শক্রস্তাবুবাচ পুরঃস্থিতঃ।
নোচতুস্তাবৃষী ধ্যানসংস্থিতৌ দৃঢ়চেতসৌ ॥ ২৪ ॥
ততো বৈ মোহিনীং মায়াঞ্চকার ভয়দাং বৃষঃ।
বৃকান্ সিংহাংশ্চ ব্যাঘ্রাংশ্চ সমুৎপাদ্যাবিভীষয়ৎ ॥ ২৫ ॥
বর্ষং বাতং তথা বহ্নিং সমুৎপাদ্য পুনঃপুনঃ।
ভীষয়ামাস তৌ শক্রো মায়াং কৃত্বা বিমোহিনীম্ ॥ ২৬ ॥
ভয়তোঽপি বশং নীতৌ ন তৌ ধর্ম্মসুতৌ মুনী।
নরনারায়ণৌ দৃষ্ট্বা শক্রঃ স্বভুবনং গতঃ ॥ ২৭ ॥
বরদানে প্রলুব্ধৌ ন ন ভীতৌ বহ্নিবায়ুতঃ।
ব্যাঘ্রসিংহাদিভিঃ ক্রান্তৌ চলিতৌ নাশ্রমাৎ স্বকাৎ ॥ ২৮ ॥
ন তয়োর্ধ্যানভঙ্গং বৈ কর্ত্তুং কোঽপি ক্ষমোঽভবৎ।
ইন্দ্রোঽপি সদনং গত্বা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥ ২৯ ॥

দাতুং যাতো স্ম্যহং ঋষী। হে ঋষী তং বরং দাতুং যাতঃ প্রাপ্তোঽস্মীত্যর্থঃ॥ ২৩—২৪ ॥
বৃষ ইন্দ্রঃ ॥ ২৫—২৭ ॥
নাশ্রমাৎ স্বকাদাশ্রমনিমিত্ততপসো ন চলিতাবিত্যর্থঃ॥ ২৮—২৯ ॥

আমি আপনাদের তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব আপনারা যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহা অদেয় হইলেও আমি প্রদান করিব ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলন, ইন্দ্র তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ঋষিদ্বয় দৃঢ়চিত্ত ও ধ্যানমগ্ন ছিলেন, এজন্য কোন কথাই বলিলেন না, তদ্দর্শনে অমররাজ, অতিশয় ভয়প্রদা মোহিনী-মায়ার অবতারণা করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক প্রভৃতি হিংস্রজন্তু সকল এবং বৃষ্টি বাত্যা ও বহ্নি প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ উৎপাদন পূর্ব্বক ভয় দেখাইতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ শক্র মোহিনী-মায়ার আবির্ভাব করিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারাও সেই ধর্ম্মপুত্র মুনিদ্বয়কে বশে আনিতে পারিলেন না ॥ ২৭ ॥ সেই নরনারায়ণ মুনিদ্বয়, বর গ্রহণে লুব্ধ, অথবা সিংহাদি বা বহ্নি পবনাদি দ্বারা ভীত হইলেন না দেখিয়া দেবরাজ নিজ ভবনে গমন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র গৃহে গমন পূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যখন এই মুনিদ্বয় সিংহ-ব্যাঘ্রাদির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও নিজ আসন হইতে বিচলিত হইলেন না, তখন কেহই ইঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবে না। এই মুনিবরদ্বয়, ভয়লোভাদি দ্বারা বিচলিত হইলেন না, ইঁহারা আদিশক্তি মহাবিদ্যা সনাতনী, ত্রিলোকেশ্বরী অদ্ভুত-

চলিতৌ ভয়লোভাভ্যাং নেমৌ মুনিবরোত্তমৌ।
চিন্তয়ন্তৌ মহাবিদ্যামাদিশক্তিং সনাতনীম্॥ ৩০ ॥
ঈশ্বরীং সর্ব্বলোকানাং পরাং প্রকৃতিমদ্ভুতাম্।
ধ্যায়তাং কঃ ক্ষমো লোকে বহুমায়াবিদপ্যুত ॥ ৩১ ॥
যন্মূলাঃ সকলা মায়া দেবাসুরকৃতাঃ কিল।
তে কথং বাধিতুং শক্তা ধ্যায়ন্তি গতকল্মষাঃ* ॥ ৩২ ॥
বাগ্‌বীজং কামবীজঞ্চ মায়াবীজং তথৈব চ।
চিত্তে যস্য ভবেত্তস্য বাধিতুং কোঽপি ন ক্ষমঃ ॥ ৩৩ ॥
মায়য়া মোহিতঃ শক্রো ভূয়স্তস্য প্রতিক্রিয়াম্।
কর্ত্তুং কামবসন্তৌ তু সমাহূয়াব্রবীদ্বচঃ ॥ ৩৪ ॥

কুতো ন চলিতৌ তত্র নিমিত্তমাহ চিন্তয়ন্তাবিতি। মহাবিদ্যাং শ্রীভুবনেশ্বরীং পরাং প্রকৃতিং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণীম্। বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগদিতিগীতোক্তাম্॥ ৩০ ॥

বহুমায়াবিৎ সোঽপীত্যর্থঃ। ধ্যায়তাং মনো বশয়িতুমিতিশেষঃ॥ ৩১ ॥

যন্মূলা ইতি। যৎপরাশক্তিমূলাঃ সকলা দেবা সুরকৃতমায়া ভবন্তীতি তাং পরাং শক্তিমিতিপূর্ব্বেণান্বয়ঃ তে কথং বাধিতুমিতি। অন্যেন বাধিতুমিত্যর্থঃ। যে গতকল্মষা ধ্যায়ন্তি তে ইত্যন্বয়ঃ॥ ৩২ ॥

তৃতীয়স্কন্ধোক্তং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমাহ বাগ্বীজমিতি। বাধিতুং কোঽপি ন ক্ষম ইতি। তদুক্তং মুণ্ডমালায়াম্। পার্ব্বতীচরণদ্বন্দ্বভজনাৎ কিঙ্করো ভবেৎ। স্বর্গভোগশ্চ মোক্ষশ্চ শাক্তানাং ন ভবেৎ কিমু। শাক্তানাঞ্চৈব নিন্দাং যে কুর্ব্বন্তি হি নরাধমাঃ। তেষাং লোহিতপানং বৈ কুর্ব্বন্তি ভৈরবীগণাঃ। ভৈরবাশ্চৈব ভৈরব্যঃ সদা হিংসন্তি পামরান্। শাক্তান্ হিংসন্তি নিন্দন্তি গর্জ্জন্তি বহুজল্পকাঃ। ছিনত্তি তেষাং দেবেশী শিরাংসি হরবল্লভেতি॥ ৩৩ ॥

রূপিণী পরমা প্রকৃতি শ্রীভুবনেশ্বরীর ধ্যান করিতেছেন, এক্ষণে বহুমায়া বিশারদ হইলেও এমন কে আছে যে ইঁহাদের ধ্যানভঙ্গ করিতে সমর্থ হয়॥ ২৮—৩১ ॥ কারণ যে পরমা শক্তি দেবাসুরকৃত সকল মায়ার মূল, সেই যোগমায়া মহাশক্তির ধ্যানপরায়ণ হইয়া যাঁহারা পাপের হস্ত হইতে নির্মুক্ত রহিয়াছেন, এই ত্রিলোকে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, তাঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয়॥ ৩২ ॥ যাঁহারা সরস্বতীবীজ, কামবীজ, ও মায়াবীজ জপ করিয়া নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়াছেন, যাঁহাদের চিত্তক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরীবীজ উপ্ত হইয়াছে তাঁহাদিগের বিঘ্ন আচরণ করিতে কে সমর্থ হইবে?॥ ৩৩ ॥ মহারাজ! মায়ার কি প্রভাব দেখুন, শাক্তগণের অত্যাচারে কেহই সমর্থ হয় না, ইহা জানিয়াও দেবরাজ মায়ায় মোহিত হইয়া পুনর্ব্বার তৎপ্রতীকারার্থ মন্মথ ও বসন্তকে আহ্বান করিয়া

---

* তাঃ কথং বাধিতুং শক্তাস্তাং ধ্যায়ন্তমকল্মষম্। ইতি বা পাঠঃ।

মনোভব! বসন্তেন রত্যা যুক্তো ব্রজাধুনা।
অপ্সরোভিঃ সমাযুক্তস্তরসা গন্ধমাদনম্ ॥ ৩৫ ॥
নরনারায়ণৌ তত্র পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
কুরুতস্তপ একান্তে স্থিতৌ বদরিকাশ্রমে ॥ ৩৬ ॥
গত্বা তত্র সমীপে তু তয়োর্ম্মন্মথ! মার্গণৈঃ।
চিত্তং কামাতুরং কার্য্যং কুরু কার্য্যং মমাধুনা ॥ ৩৭ ॥
মোহয়োচ্চাটয়েনৌ ত্বং বিশিখৈস্তাড়য়াশু চ।
বশীকুরু মহাভাগ! মুনী ধর্ম্মসুতাবপি ॥ ৩৮ ॥
কো হ্যস্মিন্ সর্ব্বসংসারে দেবো দৈত্যোঽথ মানবঃ।
যস্তে বাণবশং প্রাপ্তো ন যাতি ভৃশতাড়িতঃ ॥ ৩৯ ॥
ব্রহ্মাহং গিরিজানাথশ্চন্দ্রো বহ্নির্ব্বিমোহিতঃ।
গণনা কানয়োঃ কাম! ত্বদ্বাণানাং পরাক্রমে ॥ ৪০ ॥
বারাঙ্গনাগণোঽয়ন্তে সহায়ার্থং ময়েরিতঃ।
আগমিষ্যতি তত্রৈব রম্ভাদীনাং মনোরমঃ ॥ ৪১ ॥

প্রতিক্রিয়াং পরিহারম্ ॥ ৩৪—৩৬ ॥
হে মন্মথ মার্গণৈঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥
ন যাতীতি মোহমিতি শেষঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥
বারাঙ্গনানাং গণঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

কহিতে লাগিলেন, হে মনোভব! তুমি, এক্ষণে বসন্ত ও রতির সহিত মিলিত হইয়া অপ্সরাগণকে সঙ্গে লইয়া সত্বর গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন কর ॥ ৩৪—৩৫ ॥ সেই স্থানে নর-নারায়ণ নামে পুরাতন ঋষিদ্বয়, বদরিকাশ্রমে একান্তে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করি-তেছেন ॥৩৬॥ হে মন্মথ! তুমি তাঁহাদের নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় শায়ক প্রভাবে তাঁহাদের চিত্ত কামাতুর করিয়া আমার এই কার্য্য সম্পাদন কর ॥ ৩৭ ॥ তুমি স্বীয় শরাঘাতে তাঁহাদিগকে মোহিত ও উচ্চাটিত করিবে, কদাচ তাহাতে কুণ্ঠিত হইও না; হে মহাভাগ! এইরূপে তুমি সেই ধর্ম্মপুত্র মুনিদ্বয়কে বশীভূত কর ॥ ৩৮ ॥ কন্দর্প! এই অখিল সংসারে দেব দৈত্য বা মানবগণের মধ্যে এমন কে আছে যে বিতাড়িত হইয়া তোমার বাণের বশীভূত না হইয়াছে? ॥ ৩৯ ॥ ব্রহ্মা, আমি, গিরিজানাথ, চন্দ্র এবং বহ্নিও যখন তোমার বাণে বিমোহিত, তখন তোমার শায়ক যে সেই ঋষিদ্বয়ের প্রতি পরাক্রম প্রকাশে সমর্থ হইবে তদ্বিষয়ে আর কি বিচার করিতে হইবে? ॥ ৪০ ॥ তোমার সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই বারাঙ্গনাগণকে তোমার সহিত প্রেরণ করিলাম, এই রম্ভাদি মনোরম অপ্সরা

একা তিলোত্তমা রম্ভা কার্য্যং সাধয়িতুং ক্ষমা।
ত্বমেবৈকঃ ক্ষমঃ কামং মিলিতৈঃ কস্তু সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥
কুরু কার্য্যং মহাভাগ! দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥ ৪৩ ॥
প্রলোভিতৌ ময়াত্যর্থং বরদানৈস্তপস্বিনৌ।
স্থানান্ন চলিতৌ শান্তৌ বৃথায়ং মে গতঃ শ্রমঃ ॥ ৪৪ ॥
তথা বৈ মায়য়া কৃত্বা ভীষিতৌ তাপসৌ ভৃশম্।
তথাপি নোত্থিতৌ স্থানাদ্দেহরক্ষাপরৌ ন তৌ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শক্রং প্রাহ মনোভবঃ।
বাসবাদ্য করিষ্যামি কার্য্যং তে মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪৬ ॥
যদি বিষ্ণুং মহেশং বা ব্রহ্মাণং বা দিবাকরম্।
ধ্যায়ন্তৌ তৌ তদাস্মাকং ভবিতারৌ বশৌ মুনী ॥ ৪৭ ॥
দেবীভক্তং বশীকর্ত্তুং নাহং শক্তঃ কথঞ্চন।
কামরাজং মহাবীজং চিন্তয়ন্তং মনস্থলম্ ॥ ৪৮ ॥

তব বাঞ্ছিতং তুভ্যং দদামীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥
তৌ ন সামান্যাবিত্যাহ প্রলোভিতাবিতি ॥ ৪৪ ॥

সকলও সেই স্থানে গমন করিবে ॥ ৪১ ॥ তিলোত্তমা রম্ভা অথবা তুমি একাকীই কার্য্য সাধনে সমর্থ, তবে সকলে মিলিত হইয়া যে কার্য্য সাধন করিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ॥ ৪২ ॥ হে মহাভাগ! তুমি কার্য্য সাধন কর, আমি তোমাকে বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিব ॥ ৪৩ ॥ মন্মথ! আমি তপস্বিদ্বয়কে বরদান করিব বলিয়া প্রলোভিত করিয়াছিলাম; কিন্তু, সেই প্রশান্তাত্মা তাপসযুগল, স্বকীয় নিশ্চিতার্থ হইতে বিচলিত হন নাই, তাহাতে আমার যত্ন ও পরিশ্রম সকলই বিফল হইয়া গিয়াছে ॥ ৪৪ ॥ আর আমি ঐ তাপসদ্বয়কে মায়া দ্বারা অত্যন্ত ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহারা স্বস্থান হইতে উত্থিত হন নাই, অতএব বোধ হইতেছে তাঁহারা দেহ রক্ষায় যত্নবান্ নহেন ॥ ৪৫ ॥

ব্যাসদেব বলিলেন, কামদেব দেবরাজের বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন দেবেন্দ্র! অদ্য আমি আপনার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ৪৬ ॥ কিন্তু এক কথা এই যে, যদি সেই তাপসদ্বয় বিষ্ণু, মহেশ্বর, ব্রহ্মা বা দিবাকরের ধ্যানপরায়ণ হয়েন, তবে আমরা তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইব ॥ ৪৭ ॥ নতুবা যে ব্যক্তি কামরাজ মহাবীজ-মন্ত্র চিন্তনে নিরত, আমি সেই দেবীভক্ত ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে কদাচই সমর্থ হইব

তাং দেবীং চেন্মহাশক্তিং সংশ্রিতৌ ভক্তিভাবতঃ।
ন তদা মম বাণানাং গোচরৌ তাপসৌ কিল ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

গচ্ছ ত্বঞ্চ মহাভাগ! সর্ব্বৈস্তত্র সমুদ্যতৈঃ।
কার্য্যং মমাতিদুঃসাধ্যং কর্ত্তা হিতমনুত্তমম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেন সমাদিষ্টা যযুঃ সর্ব্বে সমুদ্যতাঃ।
যত্র তৌ ধর্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ তেপাতে দুষ্করং তপঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে নরনারায়ণকথাবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

মায়য়া কৃত্বা ভয়মিতি শেষঃ ॥ ৪৫—৪৯ ॥

গচ্ছ ত্বঞ্চেতি। তৌ পরাশক্তিদেবীভক্তৌ বর্ত্তেতে তত্র সন্দেহো নাস্তি তথাপি ত্বং যত্নন্তু কুরু যদগ্রে ভবিষ্যতি তত্তবশ্বিত্যর্থঃ। সর্ব্বৈঃ সমুদ্যতৈঃ সহেত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

না ॥ ৪৮ ॥ যদি তাপসদ্বয়, সেই মহাশক্তি মহাদেবীকে ভক্তিভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা মদীয় শরের গোচরীভূত হইবেন না ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি কার্য্যসাধনোদ্যত অনুচরগণের সহিত গমন কর, আমার এই দুঃসাধ্য হিতকর কার্য্যের সাধন কর্ত্তা তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই ॥ ৫০ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই রূপে ইন্দ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাহারা সকলেই যেখানে সেই ধর্ম্মপুত্রদ্বয় নরনারায়ণ দুষ্কর তপস্যা করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিল ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে নরনারায়ণকথাবর্ণন
নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

প্রথমং তত্র সম্প্রাপ্তো বসন্তঃ পর্ব্বতোত্তমে।
পুষ্পিতাঃ পাদপাঃ সর্ব্বে দ্বিরেফালিবিরাজিতাঃ ॥ ১ ॥
আম্রাশ্চ বকুলা রম্যাস্তিলকাঃ কিংশুকাঃ শুভাঃ।
সালাস্তালাস্তমালাশ্চ মধূকাঃ পুষ্পিতা বভুঃ ॥ ২ ॥
বভূবুঃ কোকিলালাপা বৃক্ষাগ্রেষু মনোহরাঃ।
বল্ল্যোঽপি পুষ্পিতাঃ সর্ব্বা আলিলিঙ্গুর্নগোত্তমান্ ॥ ৩ ॥
প্রাণিনঃ স্বাসু ভার্য্যাসু প্রেমযুক্তাঃ স্মরাতুরাঃ।
বভূবুশ্চাতিমত্তাশ্চ ক্রীড়াসক্তাঃ পরস্পরম্ ॥ ৪ ॥
ববুর্মন্দাঃ সুগন্ধাশ্চ সুস্পর্শা দক্ষিণানিলাঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি মুনীনামপি চাভবন্ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈরষ্টপঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈর্নরাগ্রজঃ।
উর্ব্বশীং সসৃজে চেতি কথেয়ং সমুদীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে বসন্তাগমনমুপবর্ণিতম্। তদনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ প্রথমং তত্রেতি। তেন বসন্তাগমনেন পুষ্পিতাঃ পাদপা বৃক্ষাঃ বভুঃ শোভিতা ইত্যর্থঃ। দ্বিরেফালিবিরাজিতাঃ ভ্রমরপংক্তিবিরাজিতাঃ ॥ ১—২ ॥

নগোত্তমান্ বৃহদ্বৃক্ষান্ ॥ ৩—৪ ॥

প্রমাথীনি বলবন্তি স্বাধীনানীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! প্রথমেই ঋতুরাজ বসন্ত সেই মনোহর পর্ব্বতোপরি আবির্ভূত হইলেন। তখন পাদপ সকল পুষ্পিত ও দ্বিরেফ মালায় পরিশোভিত হইয়া উঠিল ॥ ১ ॥ মনোহর আম্র, বকুল, তিলক ও সুশোভন কিংশুক, সাল, তাল, তমাল ও মধূকাদি তরুরাজী, কুসুমমালায় বিরাজিত হইয়া অনুপম শোভা ধারণ করিল ॥২॥ বৃক্ষের উপরিভাগে কোকিল-কুলের মধুর আলাপ শ্রুত হইতে লাগিল, লতাসকল পুষ্পিত হইয়া বনস্পতিগণকে আলিঙ্গন করিল ॥৩॥ প্রাণিগণ স্মরাতুর হইয়া আপন আপন ভার্য্যায় প্রেমযুক্ত ও পরস্পর ক্রীড়াসক্ত হইয়া অতিশয় উন্মত্ত হইয়া উঠিল ॥ ৪ ॥ মন্দ, সুগন্ধ ও সুখস্পর্শ দক্ষিণ পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল, ইন্দ্রিয় সকল বলবান্ হইয়া আর মুনিগণের মানসের বশীভূত রহিল না ॥ ৫ ॥ তখন মীনকেতন, রতির সহিত সম্মিলিত হইয়া পঞ্চবাণ ধারণ পূর্ব্বক সেই বদরিকা-

রতিযুক্তস্ততঃ কামঃ পূরয়ন্ পঞ্চমার্গণান্।
চকার ত্বরিতস্তত্র বাসং বদরিকাশ্রমে ॥ ৬ ॥
রম্ভাতিলোত্তমাদ্যাশ্চ গত্বা তত্র বরাশ্রমে।
গানং চক্রুঃ সুগীতজ্ঞাঃ স্বরতানসমন্বিতম্ ॥ ৭ ॥
তচ্ছ্রুত্বা মধুরোদ্গীতং কোকিলানাঞ্চ কূজিতম্।
ভ্রমরালিবিরাবঞ্চ প্রবুদ্ধৌ তৌ মুনীশ্বরৌ ॥ ৮ ॥
ঋতুরাজমকালে তু দৃষ্ট্বা তৌ পুষ্পিতং বনম্।
জাতৌ চিন্তাপরৌ তত্র নরনারায়ণাবৃষী ॥ ৯ ॥
কিমদ্য শিশিরাপায়ঃ সংবৃত্তঃ সময়ং বিনা।
প্রাণিনো বিহ্বলাঃ সর্ব্বে লক্ষ্যন্তেঽতিস্মরাতুরাঃ ॥ ১০ ॥
কালধর্ম্মবিপর্য্যাসঃ কথমদ্য দুরাসদঃ।
নরং নারায়ণঃ প্রাহ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১১ ॥

নারায়ণ উবাচ।

পশ্য ভ্রাতরিমে বৃক্ষাঃ পুষ্পিতাঃ প্রতিভান্তি বৈ।
কোকিলালাপসংঘুষ্টা ভ্রমরালিবিরাজিতাঃ ॥ ১২ ॥

পূরয়ন্ পঞ্চমার্গণান্ পঞ্চবাণান্ পূর্ণান্ ব্যাপকান কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। পঞ্চবাণৈঃ সর্ব্বাংস্তাড়য়ন্নিতি ভাবঃ ॥ ৬—৭ ॥
ভ্রমরালির্ভ্রমরপংক্তিঃ ॥ ৮—১১ ॥
ইতি মনসি ঋতুকালবিপর্য্যাসং চিন্তয়িত্বা নারায়ণ উবাচ যত্তদাহ পশ্যেতি ॥ ১২ ॥

শ্রমে সত্বর গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ সঙ্গীতনিপুণা রম্ভা ও তিলোত্তমাদি প্রধান প্রধান অপ্সরা সকল সেই মনোরম আশ্রমে গমন পূর্ব্বক স্বর:তান ও লয় সমন্বয়ে গান করিতে লাগিল ॥৭॥ সেই সুমধুর সঙ্গীত, কোকিলগণের মনোহর কূজন ও ভ্রমরগণের সুমধুর কলধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই মহর্ষিদ্বয় জাগরিত হইলেন ॥ ৮ ॥ নরনারায়ণ ঋষিযুগল অকালে ঋতুরাজ বসন্তের উদয় ও বনপাদপগণের পুষ্পোদয় পরিদর্শন করিয়া চিন্তাপরায়ণ হইলেন ॥ ৯ ॥ নিয়ম ব্যতিরেকে এখন কিরূপে বসন্ত ঋতুর উদয় হইল? দেখিতেছি, সকল প্রাণীই অতিশয় স্মরাতুর ও বিহ্বল হইয়া রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ কালধর্ম্মের বিপর্য্যয় অতিশয় দুর্ঘট, কিরূপে তাহা সংঘটিত হইল? তদনন্তর নারায়ণ, বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে নরনামক ঋষিবরকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ভ্রাতঃ! দেখ এই বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়া পরিশোভিত হইতেছে, কোকিলের কলধ্বনি সংঘোষিত হইতেছে, ভ্রমরসকল সুমধুরধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ বিহরণ

শিশিরং ভীমমাতঙ্গং দারয়ন্ স্বখরৈর্নখৈঃ।
বসন্তকেশরী প্রাপ্তঃ পলাশকুসুমৈর্মুনে! ॥ ১৩ ॥
রক্তাশোককরা তন্বী দেবর্ষে! কিংশুকাঙ্ঘ্রিকা।
নীলাশোককচা শ্যামা বিকাসিকমলাননা ॥ ১৪ ॥
নীলেন্দীবরনেত্রা সা বিল্ববৃক্ষফলস্তনী।
প্রোৎফুল্লকুন্দরদনা মঞ্জরীকর্ণশোভিতা ॥ ১৫ ॥
বন্ধুজীবাধরা শুভ্রা সিন্ধুবারনখাদ্ভুতা।
পুংস্কোকিলস্বরা পুণ্যা কদম্ববসনা শুভা ॥ ১৬ ॥
বর্হিবৃন্দকলাপা চ সারসস্বননূপুরা।
বাসন্তীবদ্ধরশনা মত্তহংসগতিস্তথা ॥ ১৭ ॥
পুত্রজীবাংশুকন্যস্তরোমরাজিবিরাজিতা।
বসন্তলক্ষ্মীঃ সম্প্রাপ্তা ব্রহ্মন্! বদরিকাশ্রমে ॥ ১৮ ॥

ভীমমাতঙ্গং শীতভয়প্রদানেন ভীমং ভয়ঙ্করং মাতঙ্গং গজং শিশিরঋতুরূপং পলাশকুসুমাত্মকৈঃ স্বস্য খরৈঃ কঠিনৈর্নখৈর্দারয়ন্ প্রাপ্তো বসন্তকেশরী বসন্তরূপঃ সিংহো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ন কেবলং স্বয়মেব প্রাপ্তঃ কিন্তু লক্ষ্মীনৃসিংহবত্তস্য যা শক্তির্বসন্তলক্ষ্মীঃ সাপি প্রাপ্তেতি বদন্ বসন্তলক্ষ্মীং বর্ণয়তি রক্তাশোকেতি। রক্তো নবীনপল্লবযোগাৎ যোঽশোকোঽশোকবৃক্ষঃ স এব করৌ যস্যাঃ সা। কিংশুকঃ পুষ্পিতপলাশবৃক্ষঃ স এবাঙ্ঘ্রী চরণৌ যস্যাঃ। নীলো যোঽশোকো হরিতপল্লবযোগাৎ স এব কচাঃ কেশা যস্যাঃ ॥ ১৪ ॥

বিল্ববৃক্ষফলান্যেব স্তনৌ যস্যাঃ। মঞ্জর্য্য এব কর্ণৌ যস্যাঃ ॥ ১৫ ॥

সিন্ধুবারমেব নখানি যস্যাঃ ॥ ১৬ ॥

বর্হিবৃন্দো ময়ূরবৃন্দঃ স এব কলাপো ভূষণং যস্যাঃ। সারসঃ পুষ্করাহ্বস্তু সারস ইতি-কোষঃ। তস্য স্বন এব নূপুরে যস্যাঃ। বাসন্তী মাধবীলতা তদ্রূপা বদ্ধা রসনা কটিসূত্রং যয়া সা। চলন্তো যে মত্তা হংসাস্ত এব গতির্যস্যাঃ ॥ ১৭ ॥

করিতেছে ॥ ১২ ॥ ঐ দেখ, বসন্তকেশরী পলাশকুসুমরূপ স্বকীয় খরনখর দ্বারা শিশিররূপ ভীষণ মাতঙ্গকে বিদারিত করিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ হে ব্রহ্মন্! দেখ দেখ কেমন মনোহর সুষমাসম্পন্না বসন্তলক্ষ্মী বদরিকাশ্রমে উদিত হইয়াছেন; দেবর্ষে! রক্তাশোক ইহাঁর করতল; কিংশুক কুসুম ইহাঁর মনোহর চরণ; নীলাশোক ইহাঁর শ্যামল কেশকলাপ; বিকসিত কমল ইহাঁর বদন; নীল ইন্দীবর ইহাঁর নয়ন; বিল্বফল ইহাঁর মনোহর পয়োধর, প্রফুল্ল কুন্দ কুসুম ইহাঁর দশন, মঞ্জরী ইঁহার মোহনকর্ণ, বন্ধুজীব ইহাঁর অধর, সিন্ধুবার অদ্ভুত নখর; পুংস্কোকিল কলধ্বনি ইঁহার কণ্ঠস্বর; কদম্বকুসুম ইঁহার বসন; শিখিকুল ইঁহার ভূষণ; সারসস্বর ইঁহার নূপুরধ্বনি; কুসুমদাম ইঁহার চন্দ্রহার;

অকালে কিমিয়ং প্রাপ্তা বিস্ময়োঽয়ং মমাধুনা।
তপোবিঘ্নকরা নূনং দেবর্ষে! পরিচিন্তয় ॥ ১৯ ॥
শ্রূয়তে সুরনারীণাং গানং ধ্যানবিনাশনম্।
আবয়োস্তপিভঙ্গায় কৃতং মঘবতা কিল ॥ ২০ ॥
ঋতুরাড়ন্যথা কালে প্রীতিং সঞ্জনয়েৎ কথম্।
বিঘ্নোঽয়ং বিহিতো ভাতি ভীতেনাসুরশত্রুণা ॥ ২১ ॥
বাতাঃ সুগন্ধাঃ শীতাশ্চ সমায়ান্তি মনোহরাঃ।
নান্যৎ কারণমস্তীহ শতক্রতুকৃতিং বিনা ॥ ২২ ॥
ইতি ব্রুবতি বিপ্রাগ্র্যে দেবে নারায়ণে বিভৌ।
সর্ব্বে দৃষ্টিপথং প্রাপ্তা মন্মথপ্রমুখাস্তদা ॥ ২৩ ॥
দদর্শ ভগবান্ সর্ব্বান্নরো নারায়ণস্তথা।
বিস্ময়াবিষ্টমনসৌ বভূবতুরুভাবপি ॥ ২৪ ॥

কদম্ববৃক্ষাধো যে পুত্রজীবা বৃক্ষাস্ত এব কদম্ববৃক্ষরূপং যৎ পূর্ব্বোক্তমংশুকং বস্ত্রং তস্মিন্ ন্যস্তা ক্ষিপ্তা আচ্ছাদিতা যা রোমরাজী রোমপংক্তিস্তয়া বিরাজিতা। কদম্ববৃক্ষাণাং বস্ত্রত্ব-কল্পনা তদধঃস্থিতপুত্রজীবানাং রোমরাজিকল্পনেতি বোধ্যম্ ॥ ১৮—১৯ ॥
তপিভঙ্গায় তপিস্তপিক্রিয়া তপশ্চর্য্যেত্যর্থঃ। তস্যা ভঙ্গায় ॥ ২০ ॥
ঋতুরাড়িতি। অন্যথা মদুক্তার্থাভাবেঽকালে সময়াভাবেঽপি ঋতুরাড়্‌বসন্তঃ কথং প্রীতিং জনয়েন্ন কথমপীত্যর্থঃ। অসুরশত্রুণেন্দ্রেণ ॥ ২১—২২ ॥
বিপ্রাগ্র্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠে ॥ ২৩—২৬ ॥

প্রমত্তহংস গতিই ইঁহার গমন; কদম্বকেশর ইঁহার রোমরাজী; ঋষিবর! এই সকল দ্বারা বসন্তলক্ষ্মী কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৪—১৮ ॥ ইনি অকালে উপ-নীত হইলেম কেন? এ বিষয়ে এখন আমার বিস্ময় জন্মিতেছে, তুমি চিন্তা করিয়া দেখ, ইনি নিশ্চিতই তপস্যার বিঘ্নকারিণী ॥১৯॥ ঐ শ্রবণ কর সুরকামিনীগণ, কেমন মনোমোহন ধ্যানবিনাশন গান করিতেছে, বোধ হইতেছে, আমাদিগের তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত দেবরাজ এই সকল উপায় নিয়োজিত করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ ঋতুরাজ অসময়ে প্রীতি জন্মাই-তেছেন কেন? ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে অসুরারি ইন্দ্র, আমাদের তপস্যায় ভীত হইয়া তপোভঙ্গের উপায় স্বরূপ এই সকল বিঘ্ন নিয়োজিত করিয়াছেন ॥ ২১ ॥ দেখ শীতল, সুগন্ধ ও মনোহর পবন প্রবাহিত হইতেছে, শতক্রতুর কার্য্য ব্যতিরেকে ইহাতে আর কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না ॥ ২২ ॥

বিপ্রবর বিভু দেব নারায়ণ, এই সকল বাক্য বলিতেছেন এমন সময়ে মন্মথাদি সকলেই তাঁহাদের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩ ॥ ভগবান্ নর ও নারায়ণ উভয়েই তাহাদিগকে

মন্মথং মেনকাঞ্চৈব রম্ভাঞ্চৈব তিলোত্তমাম্।
পুষ্পগন্ধাং সুকেশীঞ্চ মহাশ্বেতাং মনোরমাম্ ॥ ২৫ ॥
প্রমদ্বরাং ঘৃতাচীঞ্চ গীতজ্ঞাং চারুহাসিনীম্।
চন্দ্রপ্রভাঞ্চ সোমাঞ্চ কোকিলালাপমণ্ডিতাম্ ॥ ২৬ ॥
বিদ্যুন্মালাম্বুজাক্ষীঞ্চ তথা কাঞ্চনমালিনীম্।
এতাশ্চান্যা বরারোহা দৃষ্টান্তাভ্যাং তদান্তিকে ॥ ২৭ ॥
তাসাং ষষ্টসহস্রাণি পঞ্চাশদধিকানি চ।
বীক্ষতৌ বিস্মিতৌ জাতৌ কামসৈন্যং সুবিস্তরম্ ॥ ২৮ ॥
প্রণম্যাগ্রে স্থিতাঃ সর্ব্বা দেববারাঙ্গনাস্তদা।
দিব্যাভরণভূষাঢ্যা দিব্যমাল্যোপশোভিতাঃ ॥ ২৯ ॥
জগুশ্ছলেন তাঃ সর্ব্বাঃ পৃথিব্যামতিদুর্লভম্।
তত্তথাবস্থিতং দিব্যং মন্মথাদিবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩০ ॥
শুশ্রাব ভগবান্ বিষ্ণুর্নরো নারায়ণস্তদা।
শ্রুত্বা প্রোবাচ তাস্তত্র প্রীত্যা নারায়ণো মুনিঃ ॥ ৩১ ॥
আস্যতাং সুখমত্রৈব করোম্যাতিথ্যমদ্ভুতম্।
ভবন্ত্যোঽতিথিধর্ম্মেণ প্রাপ্তাঃ স্বর্গাৎ সুমধ্যমাঃ ॥ ৩২ ॥

বিদ্যুন্মালা চ সা চাম্বুজাক্ষী চেতি। কচিত্তু বিদ্যুন্মালাম্বুজাক্ষ্যৌ চেতি পাঠস্তদা স্ত্রীদ্বয়ম্ ॥ ২৭—২৮ ॥
দেববারাঙ্গনা অপ্সরসঃ ॥ ২৯ ॥

দর্শন করিয়া বিস্মিতচিত্ত হইলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহারা মনোভব, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, পুষ্পগন্ধা, সুকেশী, মহাশ্বেতা, মনোরমা, প্রমদ্বরা, চারুহাসিনী সঙ্গীতজ্ঞা ঘৃতাচী, চন্দ্রপ্রভা, কোকিলভাষিণী সোমা, অম্বুজাক্ষী কাঞ্চনমালিনী বিদ্যুন্মালা, এই সকল ও অন্যান্য বরারোহা অপ্সরাগণকে সন্নিধানে দর্শন করিলেন ॥ ২৫—২৭ ॥ অষ্টসহস্র পঞ্চাশৎ অপ্সরাগণকে এবং কামের সুবিস্তর সৈন্য সকলকে দর্শন করিয়া মুনিদ্বয় বিস্মিত হইলেন ॥ ২৮ ॥ তখন, দিব্যমালায় পরিশোভিতা, দিব্যাভরণা দেববারাঙ্গনাগণ মুনিদ্বয়কে প্রণাম করিয়া সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ সেই অপ্সরা সকল, ক্ষিতিতলে দুর্ল্লভ ও মন্মথবর্দ্ধন স্বর্গীয় সঙ্গীত আরম্ভ করিল ॥ ৩০ ॥ ভগবান্ বিষ্ণুস্বরূপ নরনারায়ণ মুনিদ্বয় সেই সঙ্গীত শ্রবণানন্তর প্রীত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে শোভনমধ্যমা অপ্সরাগণ তোমরা স্বর্গ হইতে অতিথিধর্ম্মেই এইস্থানে আগমন করিয়াছ। তোমরা এইস্থানে সুখে অবস্থিতি কর, আমরা উত্তমরূপে তোমাদের আতিথ্য সম্পাদন করিব ॥ ৩১—৩২ ॥

ব্যাস উবাচ।

সাভিমানস্তু সঞ্জাতস্তদা নারায়ণো মুনিঃ।
ইন্দ্রেণ প্রেষিতা নূনং তপোবিঘ্নচিকীর্ষয়া ॥ ৩৩ ॥
বরাক্যঃ কা ইমাঃ সর্ব্বাঃ সৃজাম্যদ্য নবাঃ কিল।
এতাভ্যো দিব্যরূপাশ্চ দর্শয়ামি তপোবলম্ ॥ ৩৪ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা করেণোরুং প্রতাড্য বৈ।
তরসোৎপাদয়ামাস নারীং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্ ॥ ৩৫ ॥
নারায়ণোরুসম্ভূতা হ্যুর্ব্বশীতি ততঃ শুভা।
দদৃশুস্তাঃ স্থিতাস্তত্র বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৩৬ ॥
তাসাঞ্চ পরিচর্য্যার্থং তাবতীশ্চাতিসুন্দরীঃ।
প্রাদুশ্চকার তরসা তদা মুনিরসম্ভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥
গায়ন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ নানোপায়নপাণয়ঃ।
প্রণেমুস্তা মুনী সর্ব্বাঃ স্থিতাঃ কৃত্বাঞ্জলিং পুরঃ ॥ ৩৮ ॥

যথা শাস্ত্রেণোক্তং তথাবস্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩৩ ॥

অভিমানস্বরূপমাহ বরাক্য ইতি ॥ ৩৪ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্যেতি। তরসা বেগেনোরুং করেণ প্রতাড্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং নারীমুৎপাদয়ামাস ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণেতি। হি যতো নারায়ণোরুসম্ভূতা ততস্তস্মাদ্ধেতোরুর্ব্বশীতি নাম্নাভবদিত্যর্থঃ। উরুমশ্নাত্যাশ্রয়ত্বাৎপত্তিস্থানত্বেনেত্যুর্ব্বশীতি ব্যুৎপত্তেঃ। পৃষোদরাদিত্বাদহ্রস্বত্বম্। দদৃশুরিতি। তা ইন্দ্রেণ প্রেষিতাস্তামুর্ব্বশীং দদৃশুঃ দৃষ্ট্বা পরমং বিস্ময়ং যযুঃ প্রাপুঃ ॥ ৩৬ ॥

তাসাং চেতি। ইন্দ্রপ্রেষিতানাং স্ত্রীণাং পরিচর্য্যার্থং তাবতীঃ পঞ্চাশদধিকষোড়শসহস্রসংখ্যকা অতিসুন্দরীস্তাভ্যোঽপ্যতিসুন্দরীঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র তপস্যার বিঘ্ন করিবার বাসনায় নিশ্চয়ই সেই অপ্সরাগণকে প্রেরণ করিয়াছেন ইহা চিন্তা করিয়া, নরনারায়ণ মুনিদ্বয় অভিমানে পূর্ণ হইয়া মনে করিলেন যে, এই অপ্সরা সকল সামান্য-রূপসম্পন্ন ও জঘন্য আমি এক্ষণে ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দিব্যরূপসম্পন্ন নূতন অপ্সরা-সৃষ্টি করিয়া আমার তপোবল প্রদর্শন করাইব ॥ ৩৩—৩৪ ॥ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কর দ্বারা উরুতাড়ন পূর্ব্বক শীঘ্রই এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী উৎপাদন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই শুভাননা মুনিবরের উরুস্থল হইতে উৎপন্ন হইল বলিয়া উর্ব্বশী নামে বিখ্যাত হইল। অনন্তর, তত্রস্থ অপ্সরা সকল তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল ॥ ৩৬ ॥

পরে নারায়ণ মুনি, ইন্দ্রপ্রেরিত রমণীগণের পরিচর্য্যার নিমিত্ত তাহাদের অপেক্ষা সুন্দরী তাবৎ সংখ্যক নারী সকল নিরুদ্বেগে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৭ ॥ প্রাদুর্ভূত অপ্সরা সকল

তাং বীক্ষ্য বিভ্রমকরীং তপসো বিভূতিং
দেবাঙ্গনা হি মুমুহুঃ প্রবিমোহয়ন্ত্যঃ।
ঊচুশ্চ তৌ প্রমুদিতাননপদ্মশোভা
রোমোদ্গমোল্লসিতচারুনিজাঙ্গবল্ল্যঃ ॥ ৩৯ ॥
কুর্য্যুঃ কথং স্তুতিমহো তপসো মহত্ত্বং
ধৈর্য্যং তথৈব ভবতামভিবীক্ষ্য বালাঃ।
অস্মৎকটাক্ষবিষদিগ্ধশরেণ দগ্ধঃ
কো বা ন তত্র ভবতাং মনসো ব্যথা ন ॥ ৪০ ॥
জাতৌ যুবাং নরহরেঃ পরমাংশভূতৌ
দেবৌ মুনী শমদমাদিনিধী সদৈব।
সেবানিমিত্তমিহ নো গমনং ন কামং
কার্য্যং হরেঃ শতমখস্য বিধাতুমেব ॥ ৪১ ॥

প্রণেমুরিতি। তা নারায়ণোৎপন্নাস্ত্রিয়োঽঞ্জলিং কৃত্বা পুরঃ স্থিতাস্তৌ মুনী নরনারায়ণৌ প্রণেমুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

তদনন্তরমিন্দ্রপ্রেষিতাঃ স্তুতিং চক্রুরিত্যাহ তাং বীক্ষ্যেতি। অন্যান্ প্রবিমোহয়ন্ত্যোঽপি দেবানাং বিভ্রমকরীং স্বস্যাপি মোহকরীং তপসো বিভূতিং দৃষ্ট্বা তৌ নরনারায়ণৌ প্রত্যূচুঃ। কথম্ভূতা রোমোদ্গমেন রোমাঞ্চোদ্গমেন চার্ব্ব্যঃ সুন্দরা নিজাঙ্গবল্ল্যো নিজাঙ্গলতা যাসাং তাঃ ॥ ৩৯ ॥

কুর্য্যুঃ কথমিতি। হে দেবৌ বয়ং বালা মূঢ়া ভবতাং তপসো মহত্ত্বং তথৈব ধৈর্য্যং মনসোঽপ্যবিষয়মভিবীক্ষ্য স্তুতিং কথং কুর্য্যুর্ন কথমপীত্যর্থঃ। অস্মৎকটাক্ষকজ্জলরূপবিষেণ দিগ্ধো যুক্তঃ শরস্তেন দগ্ধঃ কো বা পৃথিব্যাং ন ভবতি অপি তু সর্ব্বো ভবত্যেব। তত্র তস্মিন্ সত্যপি ভবতাং মনসো ব্যথা বিকারো নেতি পরমাশ্চর্য্যং ভবতামিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

নানাবিধ উপহার দ্রব্য হস্তে করিয়া গান ও হাস্য করিতে করিতে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক মুনি দ্বয়ের অগ্রস্থিত হইয়া প্রণাম করিল ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্রপ্রেরিত দেবাঙ্গনাগণ অন্যের মোহনকারিণী হইলেও আপনাদের মানস-বিভ্রমকারিণী তপস্যার ফলসম্পত্তিস্বরূপিণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী উর্ব্বশীরে দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইল এবং তাহাদের অঙ্গবল্লী সকল রোমাঞ্চজালে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তখন তাহারা নিজ নিজ বদনকমলের পরমা শোভা বিস্তারিত করিয়া মুনিদ্বয়কে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৯ ॥ হে দেবযুগল! আমরা বালা, আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই আপনাদিগের তপস্যার মহত্ত্ব ও আপনাদের ধৈর্য্য দর্শন করিয়া আমরা কিরূপে আপনাদের স্তুতি করিতে সমর্থ হইব? অহো! আমাদের কটাক্ষরূপ বিষদিগ্ধ শরে নির্দ্দগ্ধ হয় নাই, পৃথিবীতলে এমন ব্যক্তি দৃষ্ট হন না; কিন্তু, তাহাতে আপনাদিগের মনোবিকার কিছুই লক্ষিত হইল না; অতএব, আপনাদের মাহাত্ম্য অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ॥ ৪০ ॥

ভাগ্যেন কেন যুবয়োঃ কিল দর্শনং নঃ
সম্পাদিতং ন বিদিতং খলু সঞ্চিতং তৎ।
চিত্তং ক্ষমং নিজজনে বিহিতং যুবাভ্যা-
মস্মদ্বিধে কিল কৃতাগসি তাপমুক্তম্॥
কুর্ব্বন্তি নৈব বিবুধাস্তপসো ব্যয়ং বৈ
শাপেন তুচ্ছফলদেন মহানুভাবাঃ॥ ৪২॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্থং নিশম্য বচনং সুরকামিনীনাং
তাবূচতুর্মুনিবরৌ বিনয়ানতানাম্।
প্রীতৌ প্রসন্নবদনৌ জিতকামলোভৌ
ধর্ম্মাত্মজৌ নিজতপোরুচিশোভিতাঙ্গৌ॥ ৪৩॥

অতএব যুবাং ন সাধারণৌ কিন্তু পরমেশ্বরস্যাংশভূতাবেবেত্যস্মাভির্জ্ঞাতাবিত্যাহুঃ জ্ঞাতাবিতি। নরহরের্বিষ্ণোঃ। হে ভগবন্তৌ কপটেনাগতানামপ্যস্মাকং কো বা ভাগ্যোদয়ো জাতো যেন ভবদ্দর্শনমস্মাভির্লব্ধমিত্যাহুঃ সেবানিমিত্তমিতি। নোঽস্মাকং গমনমাগমনমিহ ভবৎসেবানিমিত্তং ন কিন্তু কামং যথেচ্ছং হরেরিন্দ্রস্য শতমখস্য কার্য্যং ভবত্তপোবিঘাতরূপং বিধাতুং কর্ত্তুমেব॥ ৪১॥

তাদৃশদুষ্টানামস্মাকং যুবয়োর্দর্শনং কেন ভাগ্যেন সম্পাদিতং তৎ সঞ্চিতং ভাগ্যং খলু ন বিদিতমস্মাভিঃ। কিঞ্চাস্মদ্বিধেঽস্মৎসদৃশে নিজজনে কৃতাগসি কৃতাপরাধে চিত্তং ক্ষমং শাপাদিকর্ত্তুং সমর্থমপি যুবাভ্যাং তাপমুক্তং সন্তাপরহিতং কৃতম্। অহোঽতিধন্যা ভবতাং ক্ষমেতি ভাবঃ। ইয়ঞ্চ রীতির্ভবদ্বিধানাং মহানুভাবানাং কেনাভিপ্রায়েণেতি তমভিপ্রায়মাহ। কুর্ব্বন্তীতি॥ ৪২—৪৩॥

আমরা জানিলাম আপনারা উভয়ে বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ দেব ও মননশীল এবং শমদমাদিই আপনাদিগের নিধিস্বরূপ। আপনাদের সেবার নিমিত্ত আমাদের এখানে আগমন হয় নাই, আপনাদের তপস্যার বিঘ্নসম্পাদনরূপ দেবরাজ ইন্দ্রের কার্য্য সাধন উদ্দেশেই আমরা এখানে আগমন করিয়াছি॥ ৪১॥ আমরা এতাদৃশ দুর্জ্জন হইলেও আমাদের কোন্ সঞ্চিত ভাগ্যফল দ্বারা আপনাদিগের দর্শন লাভ হইল, তাহা আমরা অবগত নহি। আর আমাদের ন্যায় কৃতাপরাধ ব্যক্তির প্রতি শাপাদি প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াও নিজজন ভাবিয়া যে শাপাদি প্রদান না করিয়া মনস্তাপ বিদূরিত করিলেন, তাহাতে আপনাদের ক্ষমাগুণ অত্যন্ত প্রশংসনীয় হইল। আমরা জানিলাম মহানুভব বুধগণ তুচ্ছফলপ্রদ শাপাদি দ্বারা আপনাদিগের তপস্যার ব্যয় করেন না॥ ৪২॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! জিতকাম ও জিতলোভ সেই ধর্ম্মতনয় মহর্ষি দ্বয় বিনয়াবনত সুরকামিনীগণের এইরূপ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া প্রীত ও প্রসন্নবদন হইলেন এবং

নরনারায়ণাবূচতুঃ।

ব্রুবন্তু বাঞ্ছিতান্ কামান্দদাবস্তুষ্টমানসৌ।
যান্তু স্বর্গং গৃহীত্বেমামুর্ব্বশীং চারুলোচনাম্॥ ৪৪॥
উপায়নমিয়ং বালা গচ্ছত্বদ্য মনোহরা।
দত্তাবাভ্যাং মঘবতঃ প্রীণনায়োরুসম্ভবা॥ ৪৫॥
স্বস্ত্যস্তু সর্ব্বদেবেভ্যো যথেষ্টং প্রব্রজন্তু চ।
ন কস্যাপি তপোবিঘ্নং প্রকর্ত্তব্যমতঃপরম্॥ ৪৬॥

দেব্য উচুঃ।

ক্ব গচ্ছামো মহাভাগ! প্রাপ্তাস্তে পাদপঙ্কজম্।
নারায়ণ সুরশ্রেষ্ঠ! ভক্ত্যা পরময়া মুদা॥ ৪৭॥
বাঞ্ছিতং চেদ্বরং নাথ! দদাসি মধুসূদন!।
তুষ্টঃ কমলপত্রাক্ষ! ব্রবীমো মনসেপ্সিতম্॥ ৪৮॥
পতিস্ত্বং ভব দেবেশ! বরমেনং পরন্তপ!।
ভবামঃ প্রীতিযুক্তাস্ত্বাং সেবিতুং জগদীশ্বর!॥ ৪৯॥

(কামপ্রদানে হেতুগর্ভবিশেষণমাহ তুষ্টমানসাবীতি॥ ৪৪॥)
ইয়ং বালা রাজানমিন্দ্রং প্রত্যুপায়নং গচ্ছতু। আবাভ্যাং নরনারায়ণাভ্যাম্॥ ৪৫—৪৯॥

আপন তপঃপ্রভায় প্রদীপ্তাঙ্গ হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন॥ ৪৩॥ রমণীগণ! আমরা তোমাদের প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা অভিলষিত বর কামনা কর আমরা এখনি তাহা প্রদান করিতেছি। আর তোমরা এই চারুলোচনা উর্ব্বশীকে লইয়া স্বর্গ গমন কর। এই মনোরমা বালিকা উর্ব্বশী দেবরাজের উপহার স্বরূপ তোমাদের সহিত গমন করুক। আমরা অমররাজের প্রীতির নিমিত্ত উরুসম্ভবা এই উর্ব্বশীকে প্রদান করিলাম॥ ৪৪—৪৫॥ এক্ষণে সমস্ত দেবগণের কল্যাণ হউক, তোমরা আপন আপন ইষ্ট স্থানে গমন কর, ইহার পর আর কাহারও তপস্যার বিঘ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইও না॥ ৪৬॥

অপ্সরাগণ কহিল, হে নারায়ণ! হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমরা পরম ভক্তিযোগে আপনার পাদপঙ্কজ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, আমরা এখন কোথায় যাইব?॥ ৪৭॥ হে নাথ! হে মধুসূদন! হে কমললোচন! আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদের মনোরথ আপনার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন॥ ৪৮॥ হে দেবেশ! আপনি জগতের পতি অতএব আপনি আমাদিগের পতি হউন, হে পরন্তপ! আমরা প্রসন্নচিত্তে আপনার সেবায় নিরতই নিযুক্ত থাকিব॥ ৪৯॥

ত্বয়া চোৎপাদিতা নার্য্যঃ সন্ত্যন্যাশ্চারুলোচনাঃ।
উর্ব্বশ্যাদ্যাস্তথা যান্তু স্বর্গং বৈ ভবদাজ্ঞয়া॥ ৫০॥
স্ত্রীণাং ষোড়শসাহস্রং তিষ্ঠত্বত্র শতার্দ্ধকম্।
সেবাং তেঽত্র করিষ্যামো যুবয়োস্তাপসোত্তমৌ!॥ ৫১॥
বাঞ্ছিতং দেহি দেবেশ! সত্যবাগ্ ভব মাধব!।
আশাভঙ্গো হি নারীণাং হিংসনং পরিকীর্ত্তিতম্॥
কামার্ত্তানাঞ্চ মুনিভির্ধর্ম্মজ্ঞৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৫২।
ভাগ্যযোগাদিহ প্রাপ্তাঃ স্বর্গাৎ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
ত্যক্তুং নার্হসি দেবেশ! সমর্থোঽসি জগৎপতে!॥ ৫৩॥

নারায়ণ উবাচ।

পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু তপস্তপ্তং ময়াত্র বৈ।
জিতেন্দ্রিয়েণ চার্ব্বঙ্গ্যঃ! কথং ভঙ্গং করোম্যতঃ॥ ৫৪॥
নেচ্ছা কামে সুখে কাচিৎ সুখধর্ম্মবিনাশকে।
পশূনামপি সাধর্ম্ম্যে রমেত মতিমান্ কথম্॥ ৫৫॥

ত্বয়া পঞ্চাশদধিকষোড়শসহস্রস্ত্রিয় উৎপাদিতাস্তাঃ স্বর্গং গচ্ছন্তু। তাবৎসংখ্যকা এব বয়মত্র স্থাস্যাম ইতি ভাবঃ॥ ৫০—৫১॥

আপনি যে সকল নারীর উৎপাদন করিয়াছেন, সেই চারুনেত্রা রমণীগণও এই স্থানে রহিয়াছে, এক্ষণে উর্ব্বশী প্রভৃতি এই পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র নারীগণ সকলেই আপনার আজ্ঞায় স্বর্গে গমন করুক॥ ৫০॥ আর, আমরা এই পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র রমণী এই স্থানে আপনাদের সেবায় নিযুক্ত থাকি॥ ৫১॥ হে মাধব! আপনি দেবগণের প্রভু অতএব আমাদের বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়া আপনি সত্যভাষী হউন। তত্ত্বদর্শী ধর্ম্মজ্ঞ মুনিগণ কহিয়াছেন যে, কামাতুরা নারীদিগের আশাভঙ্গ করিলে হিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়॥ ৫২॥ আমরা ভাগ্যবশে স্বর্গ হইতে এখানে আগমন করিয়া প্রেমে পরিপ্লুত হইয়াছি। হে দেবেশ! আপনি জগতের স্বামী, আপনি সকল কার্য্যেই সমর্থ; অতএব, আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না॥ ৫৩॥

নারায়ণ কহিলেন, হে তন্বঙ্গী অপ্সরাগণ! আমি এই স্থানে পূর্ণ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যা করিয়াছি, এক্ষণে কিরূপে বিষয়াসঙ্গে লিপ্ত হইয়া সেই তপস্যার ভঙ্গ করিতে পারি?॥৫৪॥ পরমানন্দ ও ধর্ম্মের বিনাশক বিষয়-সম্ভোগ সুখে আমার বাসনা হয় না। কারণ, কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি, পশুর সমান বিষয়সম্ভোগধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে?॥ ৫৫॥

অপ্সরস ঊচুঃ।

শব্দাদীনাঞ্চ পঞ্চানাং মধ্যে স্পর্শসুখং বরম্।
আনন্দরসমূলং বৈ নান্যদস্তি সুখং কিল ॥ ৫৬ ॥
অতোঽস্মাকং মহারাজ! বচনং কুরু সর্ব্বথা।
নির্ভরং সুখমাসাদ্য চরস্ব গন্ধমাদনে ॥ ৫৭ ॥
যদি বাঞ্ছসি নাকং ত্বং নাধিকো গন্ধমাদনাৎ।
রমস্বাত্র শুভে স্থানে প্রাপ্য সর্ব্বাঃ সুরাঙ্গনাঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ঊর্ব্বশীসম্ভবো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

(স্বর্গং প্রাপ্তুং যদি তপঃক্রিয়তে তদা অত্রৈব স্বর্গসুখমনুভব ইত্যত আহ যদি বাঞ্ছসীতি ॥ ৫৮ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

অপ্সরাগণ কহিল, মুনিবর! শব্দাদি পঞ্চের মধ্যে স্পর্শ সুখই আনন্দরসমূলক ও উৎকৃষ্ট, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট সুখ অন্য আর কিছুই নাই; অতএব আপনি আমাদের বচনানুসারে কার্য্য করিয়া আনন্দরস উপভোগ করুন। আপনি এই গন্ধমাদন পর্ব্বতে নিরতিশয় সুখলাভ করিয়া বিচরণ করুন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ আপনি যদি স্বর্গ কামনা করেন, তবে জানিবেন যে, গন্ধমাদন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বর্গ আর নাই। আপনি এই পরম মনোহর সুশোভন স্থানে সুরাঙ্গনাগণের সহিত পরম সুখে বিহার করিয়া পরমানন্দ রস অনুভব করুন ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে উর্ব্বশীজন্মবর্ণন নামক
ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তাসাং ধর্ম্মপুত্রঃ প্রতাপবান্।
বিমর্শমকরোচ্চিত্তে কিং কর্ত্তব্যং ময়াধুনা॥ ১॥
হাস্যোঽহং মুনিবৃন্দেষু ভবিষ্যাম্যদ্য সঙ্গমাৎ।
অহঙ্কারাদিদং প্রাপ্তং দুঃখং নাত্র বিচারণা।
মূলং ধর্ম্মবিনাশস্য প্রথমং যদহঙ্কৃতিঃ॥ ২॥
মূলং সংসারবৃক্ষস্য যতঃ প্রোক্তো মহাত্মভিঃ।
দৃষ্ট্বা মৌনং সমাধায় ন স্থিতোঽহং সমাগতম্॥ ৩॥
বারাঙ্গনাগণং জুষ্টং তেনাসং দুঃখভাজনম্।
উৎপাদিতাস্তথা নার্য্যো ময়া ধর্ম্মব্যয়েন বৈ॥ ৪॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈঃ সমনন্তরম্।
অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং বৈরাগ্যার্থমিহোচ্যতে॥

রমস্বাত্র শুভে স্থানে প্রাপ্য সর্ব্বাঃ সুরাঙ্গনা ইত্যপ্সরসাং প্রার্থনাং শ্রুত্বা নারায়ণো বিচারং কৃতবানিত্যাহ ইত্যাকর্ণ্যেতি। বিমর্শং বিচারম্॥ ১॥

ইতি বিচারং কৃত্বা প্রথমত ইদং সঙ্কটং কস্মান্মূলাদুৎপন্নমিতি তন্মূলং শোধিতবানিত্যাহ অহঙ্কারাদিদং প্রাপ্তমিতি॥ ২॥

নন্বু কুতো ধর্ম্মবিনাশস্য মূলমহঙ্কার ইতি চেত্তত্রাহ মূলমিতি। যতঃ সংসারবৃক্ষস্য মূলমহঙ্কারস্ততস্তস্মিন্ সংসারে যদ্যদ্ভবতি শুভং বাশুভং বা তস্য সর্ব্বস্য মূলমহঙ্কার এবেত্যর্থঃ। কা এতা বরাক্যোঽহমেতদপেক্ষয়াপ্যতিসুন্দরীরুৎপাদয়িষ্যামীত্যহঙ্কারস্বরূপং তু পূর্ব্বমুক্তমেবাত্রাহঙ্কারপদেন স্মারিতং পুনঃ স্বয়মেব বদতি দৃষ্ট্বেতি॥ ৩॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সুমহৎপ্রভাব-সম্পন্ন ধর্ম্মনন্দন নারায়ণ সেই অপ্সরাগণের এবংবিধ বচন শ্রবণ করিয়া নিজের কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ১॥ যদি আমি এক্ষণে বিষয়াসঙ্গে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে মুনিগণের মধ্যে অবশ্যই উপহাসাস্পদ হইব। আর অহঙ্কারই ধর্ম্মবিনাশের আদিম ও প্রধান মূল, অহঙ্কার হইতেই যে, এই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ের বিচারে আর প্রয়োজন নাই॥ ২॥ মহাত্মা মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে অহঙ্কারই সংসারবৃক্ষের মূল। আমি বারাঙ্গনাগণকে দর্শন করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করি নাই, তাহাদের সহিত সম্ভাষণাদি করিয়াছি, তাহাতেই দুঃখভাজন হইলাম। অধিকন্তু ধর্ম্মব্যয় করিয়া নারীগণের উৎপাদন করিয়াছি। ইন্দ্রপ্রেরিত ঐ উত্তম ও মনোরম প্রমদাগণ কামাতুর হইয়া তপোধর্ষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদি অহঙ্কারবশে ইহাদিগকে উৎপাদিত না করিতাম তাহা হইলে আমার এই দুঃখপ্রসঙ্গ উপস্থিতই হইত না।

তাস্তু মাং বাধিতুং বৃত্তাঃ কামার্ত্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
ঊর্ণনাভিরিবাদ্যাহং জালেন স্বকৃতেন বৈ।
বদ্ধোঽস্মি সুদৃঢ়েনাত্র কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ৫ ॥
যদি চিন্তাং সমুৎসৃজ্য সন্ত্যজাম্যবলা ইমাঃ।
শপ্ত্বা ভ্রষ্টা ব্রজিষ্যন্তি সর্ব্বা ভগ্নমনোরথাঃ ॥ ৬ ॥
মুক্তোঽহং সঞ্চরিষ্যামি বিজনে পরমন্তপঃ।
তস্মাৎ ক্রোধং সমুৎপাদ্য ত্যক্ষ্যামি সুন্দরীগণম্ ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা মুনির্নারায়ণস্তদা।
বিমর্শমকরোচ্চিত্তে সুখোৎপাদনসাধনে ॥ ৮ ॥
দ্বিতীয়োঽয়ং মহাশত্রুঃ ক্রোধঃ সন্তাপকারকঃ।
কামাদপ্যধিকো লোকে লোভাদপি চ দারুণঃ ॥ ৯ ॥

বারাঙ্গনাগণং জুষ্টমত্র সমাগতং দৃষ্ট্বাহং মৌনং সমাধায় ন স্থিতঃ কিন্তু তেন সাকং ভাষণাদিকং কৃতং তেনাহং দুঃখভাজনং জাতঃ। কিঞ্চ ধর্ম্মস্য তপসো ব্যয়োঽপি জাতস্তপোবলাত্তাসামুৎপাদনেনেত্যাহ। উৎপাদিতা ইতি ॥ ৪ ॥

তাসামুৎপত্ত্যৈব স্বর্গস্য নির্ব্বাহো জাত ইতি মত্বা তাঃ স্বর্গস্থা দেবাঙ্গনা মাং বাধিতুং প্রবৃত্তাঃ। যদ্যহঙ্কারমবলম্ব্য তা নোৎপাদিতাঃ স্যুস্তদায়ং প্রসঙ্গঃ কিমিত্যুপস্থিতঃ স্যাৎ। তস্মাদূর্ণনাভিরিব লূতাকীট ইব স্বকৃতেনৈব জালেনাহং বদ্ধ ইত্যর্থঃ। ইতি মনসি স্বাপরাধং বিনিশ্চিত্যাতঃপরং কিঙ্কর্ত্তব্যমিতি বিচারয়ামাসেত্যাহ কিং কর্ত্তব্য মিতঃ পরমিতি ॥ ৫ ॥

তত একমুপায়ং বিচারিতবানিত্যাহ যদীতি। যদীমাস্ত্যজামি তর্হি শাপং দত্ত্বা গমিষ্যন্তি ॥ ৬ ॥

তথাপ্যাভির্মুক্তোঽহং তপঃ সঞ্চরিষ্যামীতি মহৎ ফলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। ইতি বিচার্য্য তস্যৈব নিশ্চয়ঃ কৃত ইত্যাহ তস্মাৎ ক্রোধমিতি ॥ ৭ ॥

ইতি নিশ্চিত্য মনসা পুনর্নারায়ণো বিমর্শমকরোদিত্যাহ বিমর্শমিতি ॥ ৮ ॥

এক্ষণে আমি ঊর্ণনাভের ন্যায় নিজকৃত সুদৃঢ়জালে নিজেই নিবদ্ধ হইলাম; অতঃপর আমার কর্ত্তব্য কি ? ॥৩—৫॥ 'এই তপঃপরিপন্থিনী রমণীগণের পরিত্যাগে আবার চিন্তা কি' এই ভাবিয়া যদি এই অবলাগণকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ইহারা ভগ্নমনোরথ হইয়া অভিশাপ মাত্র প্রদান পূর্ব্বক চলিয়া যাইবে তাহা হইলেই আশু বিষম বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া বিজন স্থানে উত্তম তপশ্চরণ করিতে সমর্থ হইব অতএব ক্রোধ উৎপাদন পূর্ব্বক এই সুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করি ॥ ৬—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! নারায়ণ মুনি সুখোৎপাদন সাধনার্থ ঐরূপ চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার মনে-মনে বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ দ্বিতীয় মহাশত্রু ক্রোধ ত্রৈলোক্য মধ্যে

ক্রোধাভিভূতঃ কুরুতে হিংসাং প্রাণবিঘাতিনীম্ ।
দুঃখদাং সর্ব্বভূতানাং নরকারামদীর্ঘিকাম্ ॥ ১০ ॥
যথাগ্নির্ঘর্ষণাজ্জাতঃ পাদপং প্রদহেত্তথা ।
দেহোৎপন্নস্তথা ক্রোধো দেহং দহতি দারুণঃ ॥ ১১ ॥
ব্যাস উবাচ ।
ইতি সঞ্চিন্ত্যমানং তং ভ্রাতরং দীনমানসম্ ।
উবাচ বচনং তথ্যং নরো ধর্ম্মসুতোঽনুজঃ ॥ ১২ ॥
নর উবাচ ।
নারায়ণ মহাভাগ ! কোপং যচ্ছ মহামতে ! ।
শান্তং ভাবং সমাশ্রিত্য নাশয়াহঙ্কৃতিং পরাম্ ॥ ১৩ ॥
পুরাহঙ্কারদোষেণ তপো নষ্টং কিলাবয়োঃ ।
সংগ্রামশ্চাভবত্তাভ্যাং ভাবাভ্যামসুরেণ হ ॥ ১৪ ॥
দিব্যবর্ষসহস্রন্তু প্রহ্লাদেন মহাদ্ভুতম্ ।
দুঃখং বহুতরং প্রাপ্তং তত্রাবাভ্যাং সুরোত্তম ! ॥ ১৫ ॥

কীদৃশো বিমর্শ ইত্যাহ দ্বিতীয়োঽয়মিতি। একোঽহঙ্কারশক্রবলম্বিতস্তস্যেদং ফলং জাতম্ পুনর্দ্বিতীয়স্য ক্রোধস্যাঽবলম্বে বহুদুঃখমেব ভবিষ্যতীত্যর্থঃ তস্য দুষ্টত্বমেবাহ কামাদিতি ॥ ৯ ॥
দীর্ঘিকাং নদীম্ ॥ ১০—১৩ ॥

অত্যন্ত সন্তাপদায়ক ; ইহা কাম হইতেও অধিক বলবান্ এবং লোভ হইতেও অতিশয় নিদারুণ ॥ ৯ ॥ জনগণ ক্রোধে অভিভূত হইয়া প্রাণ-বিনাশিনী হিংসা করিয়া থাকে ; এই হিংসা, নরকের আরাম-ভূমির দীর্ঘিকারূপিণী এবং সর্ব্ব জীবের দুঃখপ্রদা ॥ ১০ ॥ যেমন পাদপগণের পরস্পর সংঘর্ষণ হেতু অগ্নি উৎপন্ন হইয়া নিজ-উৎপত্তি কারণ পাদপগণকেই দহন করে, সেইরূপ দারুণ ক্রোধও দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহকেই দহন করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

দ্বৈপায়ন কহিলেন, নর নামক কনিষ্ঠ ধর্ম্মতনয় ভ্রাতাকে চিন্তাতুর ও দীনমানস দর্শন করিয়া যথার্থবাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ হে নারায়ণ ! আপনি মহাভাগ ও মহামতি ; অতএব ক্রোধভাব পরিহার করিয়া শান্তভাব অবলম্বনপূর্ব্বক দুর্দ্ধর্ষ অহঙ্কারের বিনাশ সাধন করুন ॥ ১৩ ॥ আপনার কি স্মরণ নাই যে পূর্ব্বে অহঙ্কার দোষে আমাদের তপস্যা বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দিব্য সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অসুরেন্দ্র প্রহ্লাদের সহিত অতিশয় অদ্ভুত সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল। হে সুরোত্তম ! তাহাতে আমরা বহুতর দুঃখ প্রাপ্ত

তস্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ্য শান্তো ভব মুনীশ্বর ! ।
শান্তত্বং তপসো মূলং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্‌ ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শান্তোঽভূদ্ধর্ম্মনন্দনঃ ॥ ১৭ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

সংশয়োঽয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ ! প্রহ্লাদেন মহাত্মনা ।
বিষ্ণুভক্তেন শান্তেন কথং যুদ্ধং কৃতং পুরা ॥ ১৮ ॥
কৃতবন্তৌ কথং যুদ্ধং নরনারায়ণাবৃষী ।
তাপসৌ ধর্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ সুশান্তমনসাবুভৌ ॥ ১৯ ॥
সমাগমঃ কথং জাতস্তয়োর্দৈত্যসুতস্য চ ।
সংগ্রামস্তু কথং তাভ্যাং কৃতস্তেন মহাত্মনা ॥ ২০ ॥
প্রহ্লাদোঽপ্যতিধর্ম্মাত্মা জ্ঞানবান্‌ বিষ্ণুতৎপরঃ ।
নরনারায়ণৌ তদ্বত্তাপসৌ সত্যসংস্থিতৌ ॥ ২১ ॥
তেন তাভ্যাং সমুদ্ভূতং বৈরং যদি পরস্পরম্‌ ।
তদা তপসি ধর্ম্মে চ শ্রম এব হি কেবলম্‌ ।
ক্ক জপঃ ক্ক তপশ্চর্য্যা পুরা সত্যযুগেঽপি চ ॥ ২২ ॥

তাভ্যাং ভাবাভ্যামহঙ্কারক্রোধাভ্যাম্‌ ॥ ১৪—১৭ ॥

হইয়াছিলাম। অতএব, হে মুনীন্দ্র ! আপনি ক্রোধভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করুন ; মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, শান্তিই তপস্যার একমাত্র মূল ॥ ১৪—১৬ ॥ ব্যাস বলিলেন, রাজন্‌ ! নর ঋষির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মনন্দন নারায়ণ শান্তভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ১৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনীশ্বর ! মহাত্মা প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত ও প্রশান্তচেতা, পুরাকালে তাঁহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, নরনারায়ণ ঋষি দ্বয়ই বা কিরূপে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিল ॥ ১৮ ॥ এই ধর্ম্মপুত্রদ্বয় উভয়েই তাপস ও প্রশান্ত মানস, ইহাঁদের সহিত দৈত্যসুতের সমাগম কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল ? সেই মহাত্মার সহিত ঋষিদ্বয় কিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন ॥ ১৯-২০ ॥ প্রহ্লাদও অতিশয় ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্‌ ও একান্ত বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। নরনারায়ণও সত্ত্বগুণসম্পন্ন তাপস ; অতএব, প্রহ্লাদের সহিত যদি নরনারায়ণের পরস্পর বৈরভাব সংঘটিত হইয়াছিল তবে পূর্ব্বে সত্যযুগেও তপস্যাধর্ম্মে কেবল শ্রম মাত্রই দৃষ্ট হইতেছে এবং জপ ও তপ সকলই

তাদৃশৈর্ন জিতং চিত্তং ক্রোধাহঙ্কারসংবৃতম্।
ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যমহঙ্কারাঙ্কুরং বিনা॥ ২৩॥
অহঙ্কারাৎ সমুৎপন্নাঃ কামক্রোধাদয়ঃ কিল।
বর্ষকোটিসহস্রস্তু তপঃ কৃত্বাতিদারুণম্।
অহঙ্কারাঙ্কুরে জাতে ব্যর্থং ভবতি সর্ব্বথা॥ ২৪॥
যথা সূর্য্যোদয়ে জাতে তমোরূপং ন তিষ্ঠতি।
অহঙ্কারাঙ্কুরস্যাগ্রে তথা পুণ্যং ন তিষ্ঠতি॥ ২৫॥
প্রহ্লাদোঽপি মহাভাগ! হরিণা সমযুধ্যত।
তদা ব্যর্থং কৃতং সর্ব্বং সুকৃতং কিল ভূতলে॥ ২৬॥
নরনারায়ণৌ শান্তৌ বিহায় পরমং তপঃ।
কৃতবন্তৌ যদা যুদ্ধং ক্ক শমঃ সুকৃতং পুনঃ॥ ২৭॥
ঈদৃগ্‌ভ্যাং সত্ত্বযুক্তাভ্যামজেয়া যদ্যহঙ্কৃতিঃ।
মাদৃশানাঞ্চ কা বার্ত্তা মুনেঽহঙ্কারসংক্ষয়ে॥ ২৮॥
অহঙ্কারপরিত্যক্তো কোঽপ্যস্তি ভুবনত্রয়ে।
ন ভূতো ভবিতা নৈব যস্ত্যক্তস্তেন সর্ব্বথা॥ ২৯॥

কথমিতি। সোঽপি প্রহ্লাদঃ শান্তস্তাবপি নরনারায়ণৌ শান্তৌ তথা চ ক্রোধাহঙ্কারয়োরভাবাৎ কথং যুদ্ধমিত্যর্থঃ॥ ১৮—২৮॥

কোঽপ্যস্তি ভুবনত্রয়ে। এতাদৃশা যদাহঙ্কারযুক্তাস্তদাহঙ্কারবিনির্ম্মুক্তঃ কোঽপ্যস্তি ন কোঽপাত্যর্থ্যঃ॥ ২৯॥

বৃথা বোধ হইতেছে॥ ২১—২২॥ তাদৃশ তপস্বিগণও ক্রোধাবৃত ও অহঙ্কারাচ্ছন্ন চিত্তকে জয় করিতে পারিলেন না? কারণ, অহঙ্কারের অঙ্কুর ব্যতিরেকে ক্রোধ ও মাৎসর্য্য কখনই উদ্ভূত হইতে পারে না॥২৩॥ অহঙ্কার হইতেই কামক্রোধাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোটি-সহস্র বৎসর নিদারুণ তপস্যা করিয়াও যদি অহঙ্কারের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তবে সেই সমস্ত তপই ব্যর্থ হইয়া যায়॥ ২৪॥ যেমন সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকারের বিন্দুমাত্রও থাকিতে পারে না, সেইরূপ অহঙ্কারের অঙ্কুরের অগ্রভাগ উদিত হইলেই কিছুমাত্র পুণ্য অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না॥ ২৫॥ প্রহ্লাদও যদি ভগবান্ হরির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তবে ত! ভূতলে সুকৃত সমস্তই বিফল হইয়া গিয়াছে॥ ২৬॥ শান্তচিত্ত নরনারায়ণ ঋষিদ্বয় পরম পদার্থ তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া যখন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন শান্তি ও সুকৃতি কোথায়?॥ ২৭॥ যখন এবম্ভূত সত্ত্বগুণসম্পন্ন ঋষিদ্বয়ের অহঙ্কার অজেয় হইল, তখন মাদৃশ অসার চিত্ত ব্যক্তিগণের অহঙ্কার বিনাশ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে॥২৮॥ এতাদৃশ

মুচ্যতে লোহনিগড়ৈর্ব্বদ্ধঃ কাষ্ঠময়ৈস্তথা।
অহঙ্কারনিবদ্ধস্তু ন কদাচিদ্বিমুচ্যতে ॥ ৩০ ॥
অহঙ্কারাবৃতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্‌।
ভ্রমত্যেব হি সংসারে বিষ্ঠামূত্রপ্রদূষিতে * ॥ ৩১ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানং কুতস্তাবৎ সংসারে মোহসংবৃতে।
মতং মীমাংসকানাং বৈ সম্মতং ভাতি সুব্রত ! ॥ ৩২ ॥
মহান্তোঽপি সদা যুক্তাঃ কামক্রোধাদিভির্ম্মুনে !।
মাদৃশানাং কলাবস্মিন্‌ কা কথা মুনিসত্তম ! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

কার্য্যং বৈ কারণাদ্ভিন্নং কথং ভবতি ভারত !।
কটকং কুণ্ডলঞ্চৈব সুবর্ণসদৃশং ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

নিগড়ৈঃ শৃঙ্খলাভিঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

মীমাংসকানামিতি। কর্ম্মৈব প্রধানং সর্ব্বৈঃ কর্ত্তব্যম্‌। ন তু ব্রহ্মজ্ঞানাদিকমস্তি সম্ভবতি বেতি মতম্‌ ॥ ৩২—৩৩ ॥

ইত্থং জনমেজয়েনাহঙ্কারময়ত্বং সর্ব্বস্যোক্তং তদেব ব্যাসঃ স্থাপয়তি কার্য্যমিতি। অহঙ্কারস্য সর্ব্বং কার্য্যং তৎকারণাদহঙ্কারাৎ কথং ভিন্নং ভবতি ন হি কটকং কুণ্ডলং বা সুবর্ণাদ্ভিন্নং ভবতি। কিন্তু সুবর্ণসদৃশং সুবর্ণমেব ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

মহান্‌ ব্যক্তিগণ যখন অহঙ্কার নির্ম্মুক্ত ছিলেন না, তখন ভুবনত্রয়ে অহঙ্কার পরিশূন্য আর কে হইতে পারে ?। আমি নিশ্চিতই বুঝিতেছি এই বিশ্বমধ্যে অহঙ্কার নির্ম্মুক্ত ব্যক্তি হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ২৯ ॥ লৌহময় নিগড় অথবা কাষ্ঠময় নিগড় হইতেও মুক্ত হইতে পারা যায়, কিন্তু একবার অহঙ্কার দ্বারা নিবদ্ধ হইলে আর কদাচিৎ তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না ॥ ৩০ ॥ এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল জগৎ অহঙ্কারে আবৃত হইয়া বিষ্ঠামূত্রপ্রদূষিত এই সংসারে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩১ ॥ অতএব এই মোহসংবৃত সংসারে ব্রহ্মজ্ঞান কোথায়? হে সুব্রত ! মীমাংসকগণের কর্ম্ম প্রধান মতই সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ মুনে ! যখন প্রধান প্রধান জনগণও সতত কামক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকেন, তখন কলিযুগে মাদৃশ লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণের আর কি কথা আছে ? ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে ভারতকুলভূষণ ! কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে, কটক ও কুণ্ডল উপাধিভেদে বিভিন্ন হইলেও উভয়েই নিজ কারণ সুবর্ণ

---

* জন্মমৃত্যুজরাময়ে। ইতি বা পাঠঃ।

অহঙ্কারোদ্ভবং সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
পটস্তন্তুবশঃ প্রোক্তস্তদ্বিযুক্তঃ কথং ভবেৎ॥ ৩৫॥
মায়াগুণৈস্ত্রিভিঃ সর্ব্বং রচিতং স্থিরজঙ্গমম্।
সতৃণং স্তম্বপর্যন্তং কা তত্র পরিদেবনা॥ ৩৬॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রস্তে চাহঙ্কারমোহিতাঃ।
ভ্রমন্ত্যস্মিন্মহাগাধে সংসারে নৃপসত্তম!॥ ৩৭॥
বশিষ্ঠনারদাদ্যাশ্চ মুনয়ো জ্ঞানিনঃ পরে।
তেঽভিভূতাঃ সংসরন্তি সংসারেঽস্মিন্ পুনঃপুনঃ॥ ৩৮॥
ন কোঽপ্যস্তি নৃপশ্রেষ্ঠ! ত্রিষু লোকেষু দেহভৃৎ।
এভির্মায়াগুণৈর্মুক্তঃ শান্ত আত্মসুখে স্থিতঃ॥ ৩৯॥
কামক্রোধৌ তথা লোভো মোহোঽহঙ্কারসম্ভবঃ।
ন মুঞ্চন্তি নরং সর্ব্বং দেহবন্তং নৃপোত্তম!॥ ৪০॥
অধীত্য বেদশাস্ত্রাণি পুরাণানি বিচিন্ত্য চ।
কৃত্বা তীর্থাটনং দানং ধ্যানঞ্চৈব সুরার্চ্চনম্॥ ৪১॥

তদেবাহ অহংকারোদ্ভবমিতি। পট স্তন্তুবশস্তন্তুনতিরিক্তো যথা তথা তদ্বিযুক্তমহঙ্কার-বিযুক্তং কথং চরাচরং ভবেন্ন কথমপীত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

যদ্যপ্যহঙ্কারাবৃতমেব সর্ব্বং ভবতি তথাপি মায়াগুণৈস্ত্রিভির্মহত্তত্ত্বাদিকৈঃ সর্ব্বং রচিতম্। তথাচ মায়াময়ত্বাৎ সর্ব্বং মিথ্যা ভবতীতি জ্ঞানিনাং কা পরিদেবনা খেদো ন কাপীত্যর্থঃ॥ ৩৬॥

পুনরহঙ্কারাবৃতত্বং স্থাপয়তি ব্রহ্মাবিষ্ণুরিতি॥ ৩৭—৩৮॥

শান্তে পরমাত্মসুখে স্থিত ইত্যর্থঃ॥ ৩৯—৪০॥

সদৃশই হইয়া থাকে॥ ৩৪॥ বস্ত্রের কারণ তন্তু, অতএব বস্ত্র যেরূপ তন্তু হইতে অভিন্ন, হইতে পারে না, সেইরূপ চরাচর-সহিত এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে তাহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে?॥ ৩৫॥ ক্ষুদ্র তৃণ হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই অখিল জগৎ ত্রিবিধ মায়াগুণে বিরচিত, অতএব তাহা মিথ্যা হইলে জ্ঞানি-গণের তাহাতে পরিদেবনা কি আছে?॥ ৩৬॥ হে নৃপসত্তম! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইঁহারাও অহঙ্কারে মোহিত হইয়া এই অগাধ সংসার সমুদ্রে পরিভ্রমণ করিতেছেন॥ ৩৭॥ বশিষ্ঠ নারদাদি মহাজ্ঞানী মুনিগণও এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও করিতে-ছেন॥ ৩৮॥ হে রাজেন্দ্র! এই ত্রৈলোক্যমণ্ডলে এমন কোনও দেহধারী ব্যক্তি নাই, যিনি মায়াগুণ হইতে একবারে মুক্ত এবং শান্ত ও পরমাত্ম-সুখে অবস্থিত হইতে পারেন॥ ৩৯॥ হে নৃপোত্তম! কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই সকলই অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, ইহারা

করোতি বিষয়াক্তঃ সর্ব্বং কর্ম্ম চ চৌরবৎ।*
বিচারয়তি নো পূর্ব্বং কামমোহমদান্বিতঃ॥ ৪২॥
কৃতে যুগেঽপি ত্রেতায়াং দ্বাপরে কুরুনন্দন!।
বিদ্ধোঽত্রাস্তি চ ধর্ম্মোঽপি কা কথাদ্য কলৌ পুনঃ॥ ৪৩॥
স্পর্দ্ধা সদৈব সদ্রোহা লোভামর্ষৌ চ সর্ব্বদা।
এবংবিধোঽস্তি সংসারো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৪৪॥
সাধবো বিরলা লোকে ভবন্তি গতমৎসরাঃ।
জিতক্রোধা জিতামর্ষা দৃষ্টান্তার্থং ব্যবস্থিতাঃ॥ ৪৫॥

রাজোবাচ।

তে ধন্যাঃ কৃতপুণ্যাস্তে মদমোহবিবর্জ্জিতাঃ।
জিতেন্দ্রিয়াঃ সদাচারা জিতং তৈর্ভুবনত্রয়ম্‌॥ ৪৬॥
দুনোমি পাতকং স্মৃত্বা পিতুর্মম মহাত্মনঃ।
কৃতস্তপস্বিনঃ কণ্ঠে মৃতসর্পো হ্যঘং বিনা॥ ৪৭॥

কৃত্বেতি। শাস্ত্রাণ্যপ্যধীত্য তীর্থাটনাদিকঞ্চ কৃত্বা যস্যাহঙ্কারস্য যোগাদ্বিষয়াসক্তঃ সন্‌ সর্ব্বং কর্ম্ম করোতি চৌরবদ্দাম্ভিকঃ স্বান্তস্থিতহৃগুণাপহারকঃ॥ ৪১—৪২॥
বিদ্ধোত্রাস্তীতি। অত্র কৃতাদিষু যত্র কলৌ স্পর্দ্ধা দ্রোহলোভাদয়ঃ সন্তি তত্র কা কথেত্যর্থঃ॥ ৪৩॥
এবংবিধোঽস্তীতি। যথা ত্বয়া জ্ঞাতোঽহঙ্কারময়ঃ সংসারস্তথৈবাস্তি ন তত্র সন্দেহ ইত্যর্থঃ॥ ৪৪॥
তর্হি সাধবো নৈব সন্তীতি চেন্ন তথা বক্তব্যং শ্রীভগবত্যনুগ্রহবন্তোঽহঙ্কারাদিবাধারহিতা বিরলাঃ সন্ত্যেব বৈখানসাদয়ঃ পূর্ব্বমুক্তা দৃষ্টান্তদর্শনার্থমিত্যাহ সাধব ইতি॥ ৪৫—৪৬॥

শরীরিগণের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করে না॥ ৪০॥ সমস্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং পুরাণ সকলের আলোচনা, তীর্থপর্য্যটন, দান, ধ্যান এবং দেবার্চ্চনা করিয়াও মানবগণ বিষয়াসক্ত হইয়া চৌরের ন্যায় সকল কর্ম্মই করিতে থাকে। তাহারা কামান্ধ, মোহান্ধ ও মদান্ধ হইয়া প্রথমে কিছুই বিচার করিতে সমর্থ হয় না॥ ৪১—৪২॥ হে কুরুনন্দন! এই সংসারে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর, এই তিন যুগেই ধর্ম্ম বিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষত হইয়াছেন, এখন কলিকালের কথা আর কি বলিব॥ ৩৩॥ এই কলিযুগে সর্ব্বদাই দ্রোহ, লোভ ও অমর্ষাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে; অতএব এই কাল যে অতিশয় দূষিত হইবে তাহাতে আর কি কথা আছে?॥ ৪৪॥ এই কালে বিগতমৎসর, জিতক্রোধ জিতামর্ষ সাধু ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল, কেবল আদর্শ প্রদর্শনের নিমিত্ত কোন কোনও শান্তচিত্ত ব্যক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন॥৪৫॥

---

* কুঞ্জরশৌচবৎ। ইতি বা পাঠঃ।

অতস্তস্য মুনিশ্রেষ্ঠ ! ভবিতা কিং মমাগ্রতঃ ।
ন জানে বুদ্ধিসংমোহাৎ কিং বা কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥
মধু পশ্যতি মূঢ়াত্মা প্রপাতং নৈব পশ্যতি ।
করোতি নিন্দিতং কর্ম্ম নরকান্ন বিভেতি চ ॥ ৪৯ ॥
কথং যুদ্ধং পুরা বৃত্তং বিস্তরাত্তদ্বদস্ব মে ।
প্রহ্লাদেন যথাচোগ্রং নরনারায়ণস্য বৈ ॥ ৫০ ॥
প্রহ্লাদস্তু কথং যাতঃ পাতালাত্তদ্বদস্ব মে ।
সারস্বতে মহাতীর্থে পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ॥ ৫১ ॥
নরনারায়ণৌ শান্তৌ তাপসৌ মুনিসত্তমৌ ।
কৃতবন্তৌ তথা যুদ্ধং হেতুনা কেন মানদ ! ॥ ৫২ ॥

সর্ব্বপ্রপঞ্চস্যাহঙ্কারবাধাপীড়িতত্বোক্ত্যাহঙ্কারস্য চ মায়াজন্যত্বোক্ত্যা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপভগবত্যা আরাধনয়াহঙ্কারাদিবাধারহিতো ভবতীতি মুনের্গূঢ়োঽভিসন্ধিঃ। হে মুনে এতাদৃশীং সংসারাবস্থাং দৃষ্ট্বা মৎপিত্রাদীনাঞ্চাচরণং মমাচরণঞ্চ দৃষ্ট্বা কথমস্মাকং গতির্ভবিষ্যতীতিভিয়া চিত্তেঽহং দুনোমি খেদং প্রাপ্নোমীত্যাহ দুনোমীতি ॥ ৪৭ ॥

মমাগ্রতো মৎসম্মুখম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

অস্ত্বেতদ্দুঃখকরং কিয়ানস্য খেদঃ কর্ত্তব্যঃ। প্রকৃতাং যুদ্ধকথাং বিস্তরাদ্বর্ণয়েত্যাহ কথং যুদ্ধমিতি ॥ ৫০—৫২ ॥

রাজা কহিলেন, মুনে ! যাঁহারা মোহবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও সদাচারসম্পন্ন তাঁহারাই ধন্য ও পুণ্যবান্, তাঁহারাই ত্রিলোক জয় করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ মুনিবর ! আমার মহাত্মা পিতা বিনা অপরাধে তপস্বীর কণ্ঠদেশে মৃতসর্প সংযোজনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পাপকার্য্য স্মরণ করিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত ও ক্লিষ্ট হইতেছি ॥৪৭॥ অতএব হে মুনে ! আপনি বলুন আমি তাহার কি প্রতীকার করিতে পারি ? ভগবন্ ! বুদ্ধিদোষে এ বিষয়ে যে কি সংঘটিত হইবে তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না ॥ ৪৮ ॥ মূঢ়াত্মা ব্যক্তিগণ মধুলোভে মধুই দর্শন করে, সম্মুখভাগে যে প্রাণসংহারক পর্ব্বত-প্রপাত রহিয়াছে তাহা তাহারা বুদ্ধিদোষে কখনই দেখিতে পায় না, এইরূপে লোক সকল নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া থাকে, সম্মুখে যে ঘোরতর ভয়ঙ্কর নরক রহিয়াছে, তাহা তাহারা মোহবশত দেখিতে পায় না সুতরাং তাহাতে ভীতও হয় না ॥ ৪৯ ॥ সে যাহাহউক হে মুনীন্দ্র ! পুরাকালে কিরূপে প্রহ্লাদের সহিত নরনারায়ণের ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা আপনি বিস্তারিতরূপে আমাকে বলুন ॥ ৫০ ॥ প্রহ্লাদ, পাতালতল হইতে সারস্বত মহাতীর্থে এবং পুণ্যাকর ও পবিত্র বদরিকাশ্রমে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ৫১ ॥ হে মুনে ! প্রশান্ত-চেতা মুনিবর নরনারায়ণই বা কি হেতু প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া-

বৈরং ভবতি বিত্তার্থং দারার্থং বা পরস্পরম্।
এষণারহিতৌ কস্মাচ্চক্রতুঃ প্রধনং মহৎ ॥ ৫৩ ॥
প্রহ্লাদোঽপি চ ধর্ম্মাত্মা জ্ঞাত্বা দেবৌ সনাতনৌ।
কৃতবান্ স কথং যুদ্ধং নরনারায়ণৌ মুনী ॥ ৫৪ ॥
এতদ্বিস্তরতো ব্রহ্মঞ্ছ্রোতুমিচ্ছামি কারণম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে বিশ্বস্য অহঙ্কারাবৃতত্ববর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

প্রধনং যুদ্ধম্ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ছিলেন ? ॥ ৫২ ॥ ধনসম্পত্তির নিমিত্ত অথবা বনিতার নিমিত্ত সাধারণতঃ পরস্পর বিবাদ হইয়া থাকে ; উক্ত মহর্ষিযুগল বাসনা-বিরহিত ছিলেন, তবে কি নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৫৩ ॥ আর প্রহ্লাদও ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি, তিনি জানিতেন যে নর-নারায়ণ মুনিদ্বয় সনাতন দেবতা, তবে তিনিই বা কেন তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? হে ব্রহ্মন্! ইহার কারণ বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিতেছে ॥ ৫৪—৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে অহঙ্কারাদি বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টমোঽধ্যা

সূত উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা বিপ্রো রাজ্ঞা পারীক্ষিতেন বৈ।
উবাচ বিস্তরাৎ সর্ব্বং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥ ১ ॥
জনমেজয়োঽপি ধর্ম্মাত্মা নির্ব্বেদং পরমং গতঃ।
পিতুর্দুশ্চরিতং মত্বা বৈরাটীতনয়স্য বৈ ॥ ২ ॥
তস্যৈবোদ্ধরণার্থায় চকার সততং মনঃ।
বিপ্রাবমানপাপেন যমলোকং গতস্য বৈ ॥ ৩ ॥
পুন্নামনরকাদ্‌যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং স্বকম্।
পুত্রেতি নাম সার্থং স্যাত্তেন তস্য মুনীশ্বরাঃ ॥ ৪ ॥
সর্পদষ্টং নৃপং শ্রুত্বা হর্ম্ম্যোপরি মৃতং তথা।
বিপ্রশাপাদৌত্তরেয়ং স্নানদানবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ সপ্তচত্বারিংশচ্ছ্লোকৈরতঃ পরম্।
প্রহ্লাদনারায়ণয়োঃ সমাগম উদীর্য্যতে ॥

রাজাপি কিঞ্চিদ্‌যৎ পৃষ্টবানিতি তদভিপ্রায়মাহ জনমেজয়োঽপীতি। বৈরাটী বিরাট-তনয়োত্তরা তস্যাঃ সুতঃ পরিক্ষিত্তস্য চিত্তং দুশ্চরিতং দুরাচারং মত্বেত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥

তেন তস্যেতি। তেন পিতৃত্রাণেন তস্য পিতৃত্রাণকর্ত্তুঃ পুত্রেতি নাম সার্থকমন্বর্থকং স্যান্নান্যথেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ঔত্তরেয়মুত্তরায়া অপত্যম্। স্ত্রীভ্যো ঢগিতি ঢক্ ॥ ৫ ॥

সূত কহিলেন, তাপসবৃন্দ! পরীক্ষিত্তনয় জনমেজয় কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যবতীপুত্র বিপ্রবর ব্যাসদেব, সেই সকল বিষয় বিস্তারিত রূপে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ ধর্ম্মাত্মা জনমেজয় সেই সকল শ্রবণ করিয়া নিজ পিতা উত্তরাতনয় পরীক্ষিতের দুশ্চরিত মনে করিয়া অত্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥২॥ তাঁহার পিতা, বিপ্রের অবমাননারূপ পাপাচরণ নিমিত্তই যমলোকে গমন করেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি সততই মনে মনে চিন্তা করিতেন ॥ ৩ ॥ ঋষিগণ! পুন্নামক নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করে বলিয়া আত্মজের "পুত্র" এই নাম হইয়াছে; অতএব, যে কোনও উপায়ে পিতার পরিত্রাণ করিলেই আত্মজের পুত্র এই নামের সার্থক হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ উত্তরাপুত্র নরপতি পরিক্ষিৎ বিপ্রশাপে, স্নানদান-বর্জ্জিত হইয়া প্রাসাদের উপরিভাগে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন,

পিতুর্গতিং নিশম্যাসৌ নির্ব্বেদং গতবান্নৃপঃ।
পারিক্ষিতো মহাভাগঃ সন্তপ্তো ভয়বিহ্বলঃ॥ ৬॥
পপ্রচ্ছাথ মুনিং ব্যাসং গৃহাগতমনিন্দিতং।
নরনারায়ণস্যেমাং কথাং পরমবিস্তৃতাম্॥ ৭॥

ব্যাস উবাচ।

স যদা নিহতো রৌদ্রো হিরণ্যকশিপুর্নৃপ!।
অভিষিক্তস্তদারাজ্যে প্রহ্লাদো নাম তৎসুতঃ॥ ৮॥
তস্মিন্ শাসতি দৈত্যেন্দ্রে দেবব্রাহ্মণপূজকে।
মখৈর্ভূম্যাং নৃপতয়োঽযজন্ত শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ॥ ৯॥
ব্রাহ্মণাশ্চ তপোধর্ম্মতীর্থযাত্রাশ্চ কুর্ব্বতে।
বৈশ্যাশ্চ স্বস্ববৃত্তিস্থাঃ শূদ্রাঃ শুশ্রূষণে রতাঃ॥ ১০॥
নৃসিংহেন চ পাতালে স্থাপিতঃ সোঽথ দৈত্যরাট্।
রাজ্যং চকার তত্রৈব প্রজাপালনতৎপরঃ॥ ১১॥
কদাচিদ্ভৃগুপুত্রোঽথ চ্যবনাখ্যো মহাতপাঃ।
জগাম নর্ম্মদাং স্নাতুং তীর্থং বৈ ব্যাহৃতীশ্বরম্॥ ১২॥

পিতুর্গতিমিতি। ইতিপূর্ব্বশ্লোকোক্তপ্রকারেণ পিতুর্দুর্গতিং শ্রুত্বেত্যর্থঃ। মহাভারতেঽপি পরিক্ষিদ্রাজস্য দুর্গতিরুক্তা। তদ্বচনঞ্চ অপৃচ্ছৎ স তদা রাজা মন্ত্রিণস্তান্ সুদুঃখিতঃ। উত্তঙ্কস্যৈব সান্নিধ্যে পিতুঃ স্বর্গগতিং প্রতীতি॥ ৬—৭॥
তৎপ্রশ্নোত্তরং ব্যাসো যদুক্তবাংস্তদাহ স যদেতি॥ ৮—১১॥

পিতার এইরূপ দুর্গতি শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎপুত্র মহাভাগ নরপতি জনমেজয় অত্যন্ত সন্তপ্ত ও ভয়বিহ্বল হইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৫—৬॥ অনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ নির্ম্মলাত্মা ব্যাসদেব গৃহে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে নরনারায়ণের এই অত্যন্ত বিস্তৃত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন॥ ৭॥

ঋষিবর ব্যাসদেব জনমেজয়ের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, নৃপতে! যখন অতিশয় উগ্রবীর্য্য অসুররাজ হিরণ্যকশিপু নিহত হইল, তখন প্রহ্লাদ নামক তাঁহার পুত্র সেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন॥ ৮॥ দেব ও ব্রাহ্মণ পূজক সেই দৈত্যবর যখন রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন, তখন অবনিতলস্থিত নরপতিগণ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বিবিধ প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবতাগণের তৃপ্তিসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৯॥ তাঁহার রাজত্ব-কালে ব্রাহ্মণগণ তপস্যা, ধর্ম্ম ও তীর্থযাত্রায় নিরত, বৈশ্যগণ বাণিজ্যাদি স্ব স্ব কার্য্যে আসক্ত এবং শূদ্রগণ সেবায় নিবিষ্টচেতা হইল॥ ১০॥ হরির অবতার নৃসিংহদেব, দৈত্যরাজ

রেবাং মহানদীং দৃষ্ট্বা ততস্তস্থামবাতরৎ।
উত্তরস্তং প্রজগ্রাহ নাগো বিষভয়ঙ্করঃ ॥ ১৩ ॥
গৃহীতো ভয়ভীতস্তু পাতালে মুনিসত্তমঃ।
সস্মার মনসা বিষ্ণুং দেবদেবং জনার্দ্দনম্ ॥ ১৪ ॥
সংস্মৃতে পুণ্ডরীকাক্ষে নির্ব্বিষোঽভূম্মহোরগঃ।
ন প্রাপ চ্যবনো দুঃখং নীয়মানো রসাতলম্ ॥ ১৫ ॥
দ্বিজিহ্বেন মুনিস্ত্যক্তো নির্ব্বিণ্নেনাতিশঙ্কিনা*।
মাং শপেত মুনিঃ ক্রুদ্ধস্তাপসোঽয়ং মহানিতি ॥ ১৬ ॥
চচার নাগকন্যাভিঃ পূজিতো মুনিসত্তমঃ।
বিবেশাপ্যথ নাগানাং দানবানাং মহৎ পুরম্ ॥ ১৭ ॥
কদাচিদ্‌ভৃগুপুত্রং তং বিচরন্তং পুরোত্তমে।
দদর্শ দৈত্যরাজোঽসৌ প্রহ্লাদো ধর্ম্মবৎসলঃ ॥ ১৮ ॥
দৃষ্ট্বা তং পূজয়ামাস মুনিং দৈত্যপতিস্তদা।
পপ্রচ্ছ কারণং কিং তে পাতালাগমনে বদ ॥ ১৯ ॥

ব্যাহৃতীশ্বরং ব্যাহৃতীশ্বরসম্বন্ধিতীর্থম্ ॥ ১২ ॥

প্রহ্লাদকে পাতালতলে স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ সেই স্থানেই প্রজাপালনে নিরত থাকিয়া রাজ্য করিতেন ॥ ১১ ॥ কোনও সময়ে ভৃগুপুত্র মহাতপা চ্যবন মুনি নর্ম্মদা জলে স্নান করিবার নিমিত্ত ব্যাহৃতীশ্বর নামক তীর্থে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ সেই স্থানে মহানদী রেবা দর্শন করিয়া তাহাতে অবতরণ করিতেছেন এমন সময়ে এক ভয়ঙ্কর সর্প আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল ॥ ১৩ ॥ সেই মুনিসত্তম নাগ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পাতালতলে নীত হইলে অতিশয় ভীত হইয়া ভগবান্ দেবদেব জনার্দ্দন বিষ্ণুকে মনে মনে স্মরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণে সেই মহাসর্প নির্ব্বিষ হইয়াছিল, অতএব মুনিবর পাতালতলে নীয়মান হইলেও বিষজনিত কোন প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন না ॥১৫॥ তখন সর্পরাজ মুনিবরের প্রভাব অবগত হইয়া, পাছে সেই তপস্বিবর তাহাকে শাপপ্রদান করেন এই ভয়ে অতিশয় শঙ্কিত ও নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল ॥ ১৬ ॥ মুনিসত্তম চ্যবন নাগকন্যাগণের পূজিত হইয়া তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক সময়ে নাগগণের ও দানবগণের পরম মনোহর পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥১৭॥ ভৃগুনন্দন চ্যবন, কোনও সময়ে অন্তঃপুর মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন এমত সময়ে দৈত্যরাজ ধর্ম্মবৎসল

---

* নির্ব্বিষেণাতিশঙ্কিনা। ইতি বা পাঠঃ।

প্রেষিতোঽসি কিমিন্দ্রেণ সত্যং ব্রূহি দ্বিজোত্তম!।
দৈত্যবিদ্বেষযুক্তেন মম রাজ্যদিদৃক্ষয়া ॥ ২০ ॥

চ্যবন উবাচ।

কিং মে মঘবতা রাজন্! যদহং প্রেষিতঃ পুনঃ।
দূতকার্য্যং প্রকুর্ব্বাণঃ প্রাপ্তবান্নগরে তব ॥ ২১ ॥
বিদ্ধি মাং ভৃগুপুত্রং তং স্বনেত্রং ধর্ম্মতৎপরম্।
মা শঙ্কাং কুরু দৈতেন্দ্র! বাসবপ্রেষিতস্য বৈ ॥ ২২ ॥
স্নানার্থং নর্ম্মদাং প্রাপ্তঃ পুণ্যতীর্থে নৃপোত্তম!।
নদ্যামেবাবতীর্ণোঽহং গৃহীতশ্চ মহাহিনা ॥ ২৩ ॥
জাতোঽসৌ নির্ব্বিষঃ সর্পো বিষ্ণোঃ সংস্মরণাদিব।
মুক্তোঽহং তেন নাগেন প্রভবাৎ স্মরণস্য বৈ ॥ ২৪ ॥
অত্রাগতেন রাজেন্দ্র! ময়াপ্তং তব দর্শনম্।
বিষ্ণুভক্তোঽসি দৈত্যেন্দ্র! তদ্ভক্তং মাং বিচিন্তয় ॥ ২৫ ॥

তস্যাং স্নানার্থমবাতরৎ ॥ ১৩—২০ ॥

কিং মে মঘবতেতি। যদহং প্রেষিতো দূতকার্য্যং কুর্ব্বাণস্তব নগরে প্রাপ্তবানিতি মঘবতেন্দ্রেণ মম কার্য্যং কিমস্তি ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তর্হি কিমর্থমাগতস্তত্রাহ বিদ্ধীতি। স্বনেত্রং জ্ঞানচক্ষুষম্ ॥ ২২—২৪ ॥

প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকন করিলেন ॥ ১৮ ॥ দৈত্যপতি, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তখন তাঁহার পূজা করিলেন এবং পাতালে আসিবার কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৯ ॥ প্রহ্লাদ তাঁহাকে বলিলেন, দ্বিজোত্তম! আপনি কি ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন? তাহা সত্য বলুন, আমার বোধ হইতেছে যে, দৈত্যবিদ্বেষী ইন্দ্রই আপনাকে আমার রাজ্যদর্শন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

চ্যবন কহিলেন, রাজন্! ইন্দ্রের সহিত আমার কোনও কার্য্য ও সংস্রব নাই, তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহার দৌত্যকার্য্য করিবার নিমিত্ত আমি তোমার নগরীতে কেন আগমন করিব?॥ ২১ ॥ আপনি, আমাকে ধর্ম্মতৎপর জ্ঞাননেত্র ভৃগুনন্দন চ্যবন বলিয়া জানিবেন; হে দৈত্যেন্দ্র! ইন্দ্রের প্রেরিত মনে করিয়া কোনও আশঙ্কা করিবেন না ॥ ২২ ॥ রাজেন্দ্র! আমি স্নান করিবার নিমিত্ত নর্ম্মদার পবিত্র তীর্থে গমন করিয়া নদীজলে অবতীর্ণ হইলে এক মহাসর্প আমাকে ধারণ করিল ॥ ২৩ ॥ তখন আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করিলাম, বিষ্ণুস্মরণে সর্প নির্ব্বিষ হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ২৪ ॥ রাজেন্দ্র! আমি এখানে আসিয়া আপনার দর্শন লাভ করিলাম আপনি বিষ্ণুভক্ত, আমাকেও সেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবেন ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তন্নিশম্য বচঃ শ্লক্ষ্ণং হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ ।
পপ্রচ্ছ পরয়া প্রীত্যা তীর্থানি বিবিধানি চ ॥ ২৬ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

পৃথিব্যাং কানি তীর্থানি পুণ্যানি মুনিসত্তম ! ।
পাতালে চ তথাকাশে তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥ ২৭ ॥

চ্যবন উবাচ ।

মনোবাক্কায়শুদ্ধানাং রাজংস্তীর্থং পদে পদে ।
তথা মলিনচিত্তানাং গঙ্গাপি কীকটাধিকা ॥ ২৮ ॥
প্রথমং চেন্মনঃ শুদ্ধং জাতং পাপবিবর্জ্জিতম্ ।
তদা তীর্থানি সর্ব্বাণি পাবনানি ভবন্তি বৈ ॥ ২৯ ॥
গঙ্গাতীরে হি সর্ব্বত্র বসন্তি নগরাণি চ ।
ব্রজাশ্চৈবাকরা গ্রামাঃ সর্ব্বে খেটাস্তথাপরে ॥ ৩০ ॥
নিষাদানাং নিবাসাশ্চ কৈবর্ত্তানাং তথাপরে ।
হূণবঙ্গখসানাঞ্চ ম্লেচ্ছানাং দৈত্যসত্তম ! ॥ ৩১ ॥
পিবন্তি সর্ব্বদা গাঙ্গ্যং জলং ব্রহ্মোপমং সদা ।
স্নানং কুর্ব্বন্তি দৈত্যেন্দ্র ! ত্রিকালং স্বেচ্ছয়া জনাঃ ॥ ৩২ ॥

তত্তত্কমিতি। অয়ং শাক্তোঽপীতি সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যতি ॥ ২৫ ॥
(তন্নিশম্যেতি। পরয়া প্রীত্যা ইত্যনেন প্রহ্লাদস্য পরমভাগবতত্বং বিষ্ণুভক্তত্বং প্রশান্তচিত্তত্বং শান্তরসত্বঞ্চ ব্যজ্যতে ॥ ২৬—২৭ ॥)

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! হিরণ্যকশিপুতনয় প্রহ্লাদ, তাঁহার মধুর বচন শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিসহকারে তাঁহাকে বিবিধ তীর্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৬ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে মুনিসত্তম! পৃথিবীতলে, পাতালে অথবা গগনমণ্ডলে কোন্ কোন্ তীর্থ পুণ্যপ্রদ, সেই সমস্ত আমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন ॥ ২৭ ॥

চ্যবন কহিলেন, রাজেন্দ্র! যাঁহাদের দেহ বাক্য ও মানস বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের পদে পদেই তীর্থ; যাহারা মলিন চিত্ত, তাহাদের নিকট গঙ্গাও কীকটদেশের অপেক্ষা অধিক জুগুপ্সাজনক ও অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ যদি প্রথমে মন পাপবর্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হয়, তবে তাহার পক্ষে সকল তীর্থই পবিত্রকর হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ হে দৈত্যসত্তম! গঙ্গাতীরে বহুতর নগর, বসতি, ব্রজ বা গোষ্ঠ, আকর, গ্রাম, ক্ষুদ্রপল্লী, নিষাদনিবাস এবং কৈবর্ত্তনিবাস, হূণ, বঙ্গ, খস অধিক কি ম্লেচ্ছগণের বহুতর বাসস্থান রহি-

তত্রৈকোঽপি বিশুদ্ধাত্মা ন ভবত্যেব মারিষ!।
কিং ফলং তর্হি তীর্থস্য বিষয়োপহতাত্মনু ॥ ৩৩ ॥
কারণং মন এবাত্র নান্যদ্রাজন্! বিচিন্তয়।
মনঃশুদ্ধিঃ প্রকর্ত্তব্যা সততং শুদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৩৪ ॥
তীর্থবাসী মহাপাপী ভবেত্তত্রান্যবঞ্চনাৎ।
তত্রৈবাচরিতং পাপমানন্ত্যায় প্রকল্পতে ॥ ৩৫ ॥
যথেন্দ্রবারুণং পক্কং মিষ্টং নৈবোপজায়তে।
ভাবদুষ্টস্তথা তীর্থে কোটিস্নাতো ন শুধ্যতি ॥ ৩৬ ॥
প্রথমং মনসঃ শুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা শুভমিচ্ছতা।
শুদ্ধে মনসি দ্রব্যস্য শুদ্ধির্ভবতি নান্যথা ॥ ৩৭ ॥
তথৈবাচারশুদ্ধিঃ স্যাত্ততস্তীর্থং প্রসিধ্যতি।
অন্যথা তু কৃতং সর্ব্বং ব্যর্থং ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৮ ॥
"হীনবর্ণস্য সংসর্গং তীর্থে গত্বা সদা ত্যজেৎ"।
ভূতানুকম্পনং চৈব কর্ত্তব্যং কর্ম্মণা ধিয়া।
যদি পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র! তীর্থং বক্ষ্যাম্যনুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥

কীকটাধিকা কীকটদেশাপেক্ষয়াধিকা ॥ ২৮—৩৪ ॥
কোটিস্নাতঃ কোটিবারং স্নাত ইতি মধ্যমপদলোপী সমাসঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

য়াছে ॥ ৩০—৩১ ॥ তৎতন্নিবাসিজনগণ, স্বেচ্ছাক্রমে সর্ব্বদাই ব্রহ্মোপম গঙ্গোদক পান করিতেছে এবং তজ্জলে স্নানাদি সম্পাদন করিতেছে ॥ ৩২ ॥ হে রাজেন্দ্র! সেই সকলের মধ্যে কেহই বিশুদ্ধাত্মা হইতে পারে না, তবে দেখুন যাহাদের চিত্ত বিষয় দ্বারা আসক্ত সুতরাং যাহারা বিনষ্টচিত্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের আর তীর্থের ফল কি হইতে পারে? ॥ ৩৩ ॥ তীর্থাদি ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ে মনই প্রধান কারণ জানিবেন অন্য কিছুই নহে। যাঁহারা শুদ্ধি কামনা করেন, মনঃশুদ্ধি করাই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য ॥ ৩৪ ॥ তীর্থবাসী ব্যক্তিগণ, তীর্থ স্থানে অন্য ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া মহাপাপী হয়। তীর্থস্থানে পাপাচরণ করিলে তাহার আর ক্ষয় হয় না, সেই পাপ অনন্ত ও অক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ যেমন ইন্দ্রবারুণ ফল পক্ক হইলেও মিষ্ট হয় না, সেইরূপ যাহাদের চিত্তভাব দূষিত, তাহারা কোটিবার তীর্থজলে স্নান করিলেও শুদ্ধ হয় না ॥ ৩৬ ॥ যাঁহারা কল্যাণ কামনা করেন, অগ্রে মনঃশুদ্ধিই তাঁহাদের কর্ত্তব্য, মন শুদ্ধ হইলে তৎপরে দ্রব্যশুদ্ধি তদনন্তর আচারশুদ্ধি এবং তৎপরেই তীর্থভ্রমণ সিদ্ধ হইয়া থাকে; ইহার অন্যথা হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তীর্থে গমন করিয়া হীনবর্ণের সহিত সংসর্গ পরিহার করিয়া বুদ্ধি ও কর্ম্ম দ্বারা জীবগণের প্রতি অনু-

প্রথমং নৈমিষং পুণ্যং চক্রতীর্থঞ্চ পুষ্করম্।
অন্যেষাঞ্চৈব তীর্থানাং সংখ্যা নাস্তি মহীতলে।
পাবনানি চ স্থানানি বহূনি নৃপসত্তম ! ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা নৈমিষং গন্তুমুদ্যতঃ।
নোদয়ামাস দৈত্যান্ বৈ হর্ষনির্ভরমানসঃ ॥ ৪১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

উত্তিষ্ঠন্তু মহাভাগা গমিষ্যামোঽদ্য নৈমিষম্।
দ্রক্ষ্যামঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পীতবাসসমচ্যুতম্ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা বিষ্ণুভক্তেন সর্ব্বে তে দানবাস্তদা।
তেনৈব সহ পাতালান্নির্যযুঃ পরয়া মুদা ॥ ৪৩ ॥
তে সমেত্য চ দৈতেয়া দানবাশ্চ মহাবলাঃ।
নৈমিষারণ্যমাসাদ্য স্নানং চক্রুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ৪৪ ॥
প্রহ্লাদস্তত্র তীর্থেষু চরন্ দৈত্যৈঃ সমন্বিতঃ।
সরস্বতীং মহাপুণ্যাং দদর্শ বিমলোদকাম্ ॥ ৪৫ ॥

(ইত্যুক্তেতি। দানবা বিষ্ণুভক্তেন প্রহ্লাদেন উক্তাঃ সন্তঃ পাতালান্নির্যযুর্নির্গতবন্তঃ। পরয়া মুদা ইত্যনেন প্রহ্লাদস্যানুচরা অপি বিষ্ণুভক্তাঃ সত্ত্বপ্রধানাশ্চ ইত্যপি ব্যজ্যতে ॥ ৩৭—৪৫ ॥)

কম্পা প্রকাশ কর্ত্তব্য। হে রাজেন্দ্র! আপনি পুণ্য তীর্থের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি অত্যুত্তম তীর্থ সকল আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব শ্রবণ করুন ॥ ৩৯ ॥ হে নৃপ! পুণ্যপ্রদ নৈমিষারণ্যই প্রথম, তদনন্তর চক্রতীর্থ তৎপরেই পুষ্করতীর্থ; ইহা ভিন্ন পৃথিবীতলে অন্যান্য বহুতর তীর্থ আছে, তাহাদের সংখ্যা নাই। নৃপোত্তম! ইহা ভিন্ন ভূমণ্ডলে বহুতর পবিত্র স্থানও বিদ্যমান আছে ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ, তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া নৈমিষ গমনে উদ্যত হইয়া হর্ষভরে দৈত্যগণকে কহিলেন, হে মহাভাগগণ! তোমরা সকলেই গাত্রোত্থান কর আমরা সকলে অদ্যই নৈমিষারণ্যে গমন করিয়া, পুণ্ডরীকাক্ষ, পীতবাসা অচ্যুতদেবকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া দানবগণ, মুদিতমানসে তাঁহার সহিত পাতালতল হইতে নির্গত হইল ॥ ৪৩ ॥ সেই মহাবল দৈত্য

তীর্থে তত্র নৃপশ্রেষ্ঠ! প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
মনঃ প্রসন্নং সঞ্জাতং স্নাত্বা সারস্বতে জলে ॥ ৪৬ ॥
বিধিবত্তত্র দৈত্যেন্দ্রঃ স্নানদানাদিকং শুভে।
চকারাতিপ্রসন্নাত্মা তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদস্য তীর্থসমাগমো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

(তীর্থে ইতি। তীর্থে প্রহ্লাদস্য মনসঃ প্রসন্নত্বকথনাদস্য মনঃশুদ্ধিঃ সূচিতা ॥৪৬-৪৭॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ও দানবগণ মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তথায় গমন পূর্ব্বক স্নান করিয়াছিল ॥ ৪৪ ॥ প্রহ্লাদ সেই তীর্থে দৈত্যগণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে মহাপুণ্যপ্রদা নির্ম্মলজলা সরস্বতী নদী দর্শন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ হে নরেন্দ্র! সরস্বতীর বিমল সলিলে স্নান করিয়া মহাত্মা প্রহ্লাদের মন প্রসন্ন হইল ॥ ৪৬ ॥ দৈত্যরাজ সুপ্রসন্ন হইয়া সেই কল্যাণপ্রদ পরমপবিত্র তীর্থে স্নানদানাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদের তীর্থ-সমাগম নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কুর্ব্বংস্তীর্থবিধিং তত্র হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ।
ন্যগ্রোধং সুমহচ্ছায়মপশ্যৎ পুরতস্তদা ॥ ১ ॥
দদর্শ বাণানপরান্নানাজাতীয়কাংস্তদা।
গৃধ্রপক্ষযুতাংস্তীব্রাঞ্ছিলাধৌতান্মহোজ্জ্বলান্ ॥ ২ ॥
চিন্তয়ামাস মনসা কস্যেমে বিশিখাস্ত্বিহ।
ঋষীণামাশ্রমে পুণ্যে তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৩ ॥
এবং চিন্তয়তানেন কৃষ্ণাজিনধরৌ মুনী।
সমুন্নতজটাভারৌ দৃষ্টৌ ধর্ম্মসুতৌ তদা ॥ ৪ ॥
তয়োরগ্রে ধৃতে শুভ্রে ধনুষী লক্ষণান্বিতে।
শার্ঙ্গমাজগবঞ্চৈব তথাক্ষয্যৌ মহেষুধী ॥ ৫ ॥
ধ্যানস্থৌ তৌ মহাভাগৌ নরনারায়ণাবৃষী।
দৃষ্ট্বা ধর্ম্মসুতৌ তত্র দৈত্যানামধিপস্তদা ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চপঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈরনন্তরম্।
প্রহ্লাদনারায়ণয়োর্যুদ্ধমেবানুবর্ণ্যতে ॥

প্রহ্লাদস্য সরস্বতীতীর্থপ্রাপ্ত্যুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ কুর্ব্বংস্তীর্থবিধিমিতি ॥ ১ ॥
অপরানুৎকৃষ্টান্নানাজাতীয়কান্ ভল্লত্বাদিজাতিসম্ভিন্নান্ ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! হিরণ্যকশিপুতনয় সেই স্থানে বিধিপূর্ব্বক তীর্থক্রিয়া করিতে করিতে পুরোভাগে ছায়াপ্রধান একটী বটবৃক্ষ দর্শন করিলেন ॥১॥ অনন্তর, তথায় গৃধ্রপক্ষসমন্বিত, শাণিত, সুতীক্ষ্ণ, মহোজ্জ্বল বাণ সকল সুসজ্জিত রহিয়াছে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই পরম পবিত্র পুণ্যতীর্থরূপ ঋষিগণের আশ্রমে কাহার শর সকল সুরক্ষিত রহিয়াছে? ॥ ২—৩ ॥ প্রহ্লাদ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে কৃষ্ণাজিনধারী সমুন্নত-জটাজালে সুশোভিত ধর্ম্মতনয় মুনিযুগল নরনারায়ণকে এবং তাঁহাদের অগ্রভাগে শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণান্বিত সুশোভিত, শার্ঙ্গ ও আজগব নামক ধনুর্দ্বয় ও অক্ষয় তূণীরযুগল অবস্থাপিত রহিয়াছে ইহা দেখিতে পাইলেন ॥ ৪—৫ ॥ ধর্ম্মপুত্র মহাভাগ নর নারায়ণ ঋষিদ্বয় ধ্যানস্থ ছিলেন, অসুরপালক প্রহ্লাদ তখন তাঁহাদিগকে

ক্রোধরক্তেক্ষণস্তৌ তু প্রোবাচাসুরপালকঃ।
কিং ভবদ্ভ্যাং সমারব্ধো দম্ভো ধর্ম্মবিনাশনঃ ॥ ৭ ॥
ন শ্রুতং নৈব দৃষ্টং হি সংসারেঽস্মিন্ কদাপি হি।
তপসশ্চরণং তীব্রং তথা চাপস্য ধারণম্ ॥ ৮ ॥
বিরোধোঽয়ং যুগে চাদ্যে কথং যুক্তং কলিপ্রিয়ম্।
ব্রাহ্মণস্য তপো যুক্তং তত্র কিং চাপধারণম্ ॥ ৯ ॥
ক জটাধারণং দেহে কেষুধী চ বিড়ম্বনৌ।
ধর্ম্মস্যাচরণং যুক্তং যুবয়োর্দ্দিব্যভাবয়োঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নরঃ প্রোবাচ ভারত!।
কা তে চিন্তাত্র দৈত্যেন্দ্র! বৃথা তপসি চাবয়োঃ ॥ ১১ ॥
সামর্থ্যে সতি যঃ কুর্য্যাত্তৎ সম্পদ্যেত তস্য হি।
আবাং কার্য্যদ্বয়ে মন্দ! সমর্থৌ লোকবিশ্রুতৌ ॥ ১২ ॥
যুদ্ধে তপসি সামর্থ্যং ত্বং পুনঃ কিং করিষ্যসি।
গচ্ছ মার্গে যথাকামং কস্মাদত্র বিকত্থসে ॥ ১৩ ॥

আজগবং পিনাকঃ ॥ ৫—৮ ॥
বিরোধোঽয়মিতি। তপশ্চরণচাপধারণয়োর্ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ধর্ম্মত্বাদেকত্রাবস্থানে বিরোধ ইত্যর্থঃ। অস্বেতৎ কলিপ্রিয়ং কলৌ যোগ্যমেতদনুষ্ঠানমস্মিন্নাদ্যে সত্যযুগে তু কথং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

দর্শন করিয়া ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া কহিতে লাগিলেন, তাপসদ্বয়! আপনাদিগের মানসে কি ধর্ম্মবিনাশক দম্ভ প্রবেশ করিয়াছে? আপনারা কখনও কি দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই যে, এই সংসারে সত্যযুগে তপশ্চরণ এবং উগ্রতর শরাসন ধারণ এ উভয়ের পরস্পর অত্যন্ত বিরোধ রহিয়াছে। ইহা কলিকালের উপযুক্ত, সত্যযুগে এ উভয়ের অনুষ্ঠান কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তপশ্চরণই ব্রাহ্মণের উপযুক্ত ধর্ম্ম, তবে আপনারা চাপধারণ করিতেছেন কেন? ॥৬—৯॥ শিরোদেশে জটাভার ধারণই বা কোথায়? আর বিড়ম্বনা-স্বরূপ তূণ ধারণই বা কোথায়? অতএব, আপনাদের দিব্যভাবসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মাচরণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে ভরতভূষণ! মুনিবর নর প্রহ্লাদের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! আমাদের এই তপস্যা বিষয়ে তোমার বৃথা এত কি চিন্তা পড়িয়াছে? ॥১১॥ যাহার সামর্থ্য থাকে তাহার সমস্তই সম্পন্ন হয়; মন্দবুদ্ধে! আমরা এই উভয়

ব্রাহ্মং তেজো দুরারাধ্যং ন ত্বং বেদ বিমোহিতঃ।
বিপ্রচর্চ্চা ন কর্ত্তব্যা প্রাণিভিঃ সুখমীপ্সুভিঃ ॥ ১৪ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

তাপসৌ মন্দবুদ্ধী স্থো মৃষাবাং গর্ব্বমোহিতৌ।
ময়ি তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্রে ধর্ম্মসেতুপ্রবর্ত্তকে ॥ ১৫ ॥
ন যুক্তমেতত্তীর্থেঽস্মিন্নধর্ম্মাচরণং পুনঃ।
কা শক্তিস্তব যুদ্ধেঽস্তি দর্শয়াদ্য তপোধন! ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য বচস্তস্য নরস্তং প্রত্যুবাচ হ।
যুধ্যস্বাদ্য ময়া সার্দ্ধং যদি তে মতিরিদৃশী ॥ ১৭ ॥
অদ্য তে স্ফোটয়িষ্যামি মূর্দ্ধানমসুরাধম!।
যুদ্ধে শ্রদ্ধা ন তে পশ্চাদ্ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য বচস্তস্য দৈত্যেন্দ্রঃ কুপিতস্তদা।
প্রহ্লাদো বলবানত্র প্রতিজ্ঞামারুরোহ সঃ ॥ ১৯ ॥

বিরোধোঽয়মিত্যুক্তং তত্র কিমধিকারাভাবাদ্বা সামর্থ্যাভাবাদ্বা। নাদ্যঃ। উভয়োরপ্যুভয়ত্রাধিকারাৎ। ন দ্বিতীয়ো যত্র সামর্থ্যাভাবস্তত্র তথাস্ত নাত্র তথাস্তীত্যাহ সামর্থ্যে সতীতি ॥ ১২—১৯ ॥

কার্য্যেই উত্তমরূপে সমর্থ, ইহা ত্রিলোকেই বিখ্যাত আছে ॥ ১২ ॥ আমাদের যুদ্ধ ও তপস্যা এই উভয় কার্য্যেই সামর্থ্য আছে, তুমি এ বিষয়ে কি করিবে? এই পথ পরিষ্কৃত রহিয়াছে যথেচ্ছ গমন কর, এখানে কি নিমিত্ত শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছ? ॥১৩॥ তুমি মূঢ়বুদ্ধি, সুদুর্লভ ব্রহ্মতেজ কিরূপে বিদিত হইতে পারিবে? তুমি জানিও যে যাঁহারা সুখলাভ করিতে অভিলাষ করেন, তাহাদের ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ের বিচার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে ॥১৪॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, তাপসদ্বয়! তোমরা মন্দবুদ্ধি এবং বৃথা গর্ব্বে বিমোহিত; ধর্ম্মসেতুর প্রবর্ত্তক দৈত্যরাজ আমি এই তীর্থে বিদ্যমান থাকিতে এখানে অধর্ম্মাচরণ যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। তপোধন! তোমার যুদ্ধ বিষয়ে কি শক্তি আছে, তাহা অদ্য আমাকে প্রদর্শন করাও ॥ ১৫—১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মুনিবর নর প্রহ্লাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যদি তোমার এইরূপ বুদ্ধিই ঘটিয়া থাকে তবে আমার সহিত অদ্য যুদ্ধ কর ॥১৭॥ রে অসুরাধম! অদ্য যুদ্ধ করিয়া আমি তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব, তাহা হইলে তোমার আর কখন যুদ্ধ করিতে অভিলাষ হইবে না ॥ ১৮ ॥

যেন কেনাপ্যুপায়েন জেষ্যামি তাবুভাবপি।
নরনারায়ণৌ দান্তাবৃষী তাপসমন্বিতৌ * ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বচনং দৈত্যঃ প্রতিগৃহ্য শরাসনম্।
আকৃষ্য তরসা চাপং জ্যাশব্দঞ্চ চকার হ ॥ ২১ ॥
নরোঽপি ধনুরাদায় শরাংস্তীব্রাঞ্ছিলাশিতান্।
মুমোচ বহুশঃ ক্রোধাৎ প্রহ্লাদোপরি পার্থিব! ॥ ২২ ॥

তান্ দৈত্যরাজস্তপনীয়পুঙ্খৈ-
শ্চিচ্ছেদ বাণৈস্তরসা সমেত্য।
সমীক্ষ্য ছিন্নাংশ্চ নরঃ স্বসৃষ্টা-
নন্যান্ মুমোচাশু রুষান্বিতো বৈ ॥ ২৩ ॥
দৈত্যাধিপস্তানপি তীব্রবেগৈ-
শ্ছিত্ত্বা জঘানোরসি তং মুনীন্দ্রম্।
নরোঽপি তং পঞ্চভিরাশুগৈশ্চ
ক্রুদ্ধোঽহনদ্দৈত্যপতিং ভুজান্তে ॥ ২৪ ॥

(তপ্যতে ইতি তাপস্তপস্তেন সমন্বিতৌ ॥ ২০—২২ ॥)
সমীক্ষ্যেতি। নরঃ স্বসৃষ্টান্ স্বেন ত্যক্তান্ বাণাংশ্ছিন্নান্ সমীক্ষ্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মহাবলশালী দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে কোনও উপায়ে এই তপস্বী নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়কে যুদ্ধে পরাজিত করিব ॥ ১৯—২০ ॥ তদনন্তর দৈত্যরাজ শরাসন গ্রহণ করিয়া সত্বর আকর্ষণ পূর্ব্বক জ্যাশব্দ করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! তখন ঋষিবর নরও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধান্বিত হইয়া বহুতর শিলাশাণিত অস্ত্র সকল প্রহ্লাদের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ২১—২২ ॥ অনন্তর, দৈত্যপতি সত্বর হইয়া স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর দ্বারা নরনিক্ষিপ্ত বাণ সকল ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন, ঋষিবর নরও নিজনিক্ষিপ্ত শর সকল ছিন্ন হইল দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং অন্যান্য বহুতর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥ তখন দৈত্যাধিপতি প্রহ্লাদ তীব্রবেগী শর দ্বারা সেই সমস্ত বাণ ছিন্ন করিয়া সেই মুনিবরের উরঃস্থলে আঘাত করিলেন। নরও ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবাণ দ্বারা দৈত্যরাজের বাহুযুগল

---

* তাপসমানিনৌ। ইতি বা পাঠঃ॥

সেন্দ্রাঃ সুরাস্তত্র তয়োর্হি যুদ্ধং
দ্রষ্টুং বিমানৈর্গগনস্থিতাশ্চ।
নরস্য বীর্য্যং যুধি সংস্থিতস্য
তে তুষ্টুবুর্দৈত্যপতেশ্চ ভূয়ঃ ॥ ২৫ ॥
ববর্ষ দৈত্যাধিপ আত্তচাপঃ
শিলীমুখানম্বুধরো যথাপঃ।
গিরৌ নরে চাতিরুষান্বিতোঽসৌ
নরস্তদা গ্লানিমবাপ রাজন্! ॥ ২৬ ॥
গ্লানিং গতং বীক্ষ্য নরং তদাসৌ
নারায়ণঃ ক্রোধযুতো ৰভূব।
আদায় শার্ঙ্গং ধনুরপ্রমেয়ং
মুমোচ ৰাণান্ কিল হেমপুঙ্খান্ ॥ ২৭ ॥
ৰভূব যুদ্ধং তুমুলং তয়োস্তু
জয়ৈষিণোঃ পার্থিব! দেবদৈত্যয়োঃ।
ববর্ষুরাকাশপথে স্থিতাস্তে
পুষ্পানি দিব্যানি প্রহৃষ্টচিত্তাঃ ॥ ২৮ ॥

(নরস্যেতি। তে দেবাঃ যুধি সংগ্রামভূমৌ সম্যক্‌প্রকারেণ স্থিতস্য নরস্য দৈত্যাধিপতেঃ প্রহ্লাদস্য চ বীর্য্যং ভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ তুষ্টুবুঃ। স্বস্বৰাণমোক্ষকালে বিপক্ষৰাণচ্ছেদনকালে চ উভৌ প্রশংসিতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥)

অস্মিন্নেব সময়ে নারায়ণোঽপি ধনুরাদায় যুদ্ধার্থং প্রবৃত্ত ইত্যাহ আদায়েতি ॥ ২৭-২৮ ॥

বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহাদের যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বিমানে আরোহণ করিয়া গগনমণ্ডলে অবস্থান করত কখন নর ঋষির কখন বা প্রহ্লাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ দৈত্যরাজ চাপ গ্রহণ করিয়া, মেঘ যেরূপ পর্ব্বত শৃঙ্গে বারি বর্ষণ করে সেইরূপ নরের উপর অতি রোষভরে নানাবিধ অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; মহারাজ! সেই সময় নরমুনি প্রহ্লাদের শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া অতিশয় গ্লানিযুক্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন নারায়ণ নরকে ক্লান্ত দেখিয়া অতিশয় রুষ্ট হইলেন এবং অপ্রমেয় শার্ঙ্গ শরাসন ধারণ করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শর সকল মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ হে পৃথিবীন্দ্র! তখন পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী নারায়ণ ও প্রহ্লাদের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, দেবগণ আকাশমার্গে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদের উপর হৃষ্টচিত্তে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ

চুকোপ দৈত্যাধিপতির্হরৌ স
মুমোচ বাণানতিতীব্রবেগান্।
চিচ্ছেদ তান্ ধর্ম্মসুতঃ সুতীক্ষ্ণৈ-
র্দ্ধনুর্ব্বিমুক্তৈর্ব্বিশিখৈস্তদাশু ॥ ২৯ ॥
ততো নারায়ণং বাণৈঃ প্রহ্লাদশ্চাতিকর্ষিতৈঃ।
ববর্ষ সুস্থিতং বীরং ধর্ম্মপুত্রং সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥
নারায়ণোঽপি তং বেগান্মুক্তৈর্ব্বাণৈঃ শিলাশিতৈঃ।
তুতোদাতীব পুরতো দৈত্যানামধিপং স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥
সন্নিপাতোঽম্বরে তত্র দিদৃক্ষূণাং বভূব হ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ কুর্ব্বতাং জয়ঘোষণম্ ॥ ৩২ ॥
উভয়োঃ শরবর্ষেণ চ্ছাদিতে গগনে তদা।
দিবাপি রাত্রিসদৃশং বভূব তিমিরং মহৎ ॥ ৩৩ ॥
ঊচুঃ পরস্পরং দেবা দৈত্যাশ্চাতীব বিস্মিতাঃ।
অদৃষ্টপূর্ব্বং যুদ্ধং বৈ বর্ত্ততেঽদ্য সুদারুণম্ ॥ ৩৪ ॥
দেবর্ষয়োঽথ গন্ধর্ব্বা যক্ষকিন্নরপন্নগাঃ।
বিদ্যাধরাশ্চারণাশ্চ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৩৫ ॥
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব প্রেক্ষণার্থং স্থিতৌ মুনী।
নারদঃ পর্ব্বতং প্রাহ নেদৃশং চাভবৎ পুরা ॥ ৩৬ ॥

হরৌ নারায়ণে ॥ ২৯—৩৫ ॥
নেদৃশমিত্যস্য তারকাসুরযুদ্ধমিত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

করিলেন ॥ ২৮ ॥ দৈত্যরাজ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত তীব্রবেগে অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মপুত্র নারায়ণ ধনুর্নির্ম্মুক্ত সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত অস্ত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥২৯॥ তদনন্তর প্রহ্লাদ সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা, যুদ্ধে অটল সেই বীরবর ধর্ম্মপুত্র নারায়ণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ নারায়ণও শিলাশাণিত বাণ সকল বেগভরে নিক্ষেপ করিয়া পুরঃস্থিত দৈত্যপতিকে প্রপীড়িত ও অস্থির করিলেন ॥ ৩১ ॥ এই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত অম্বরতলে দেব ও দৈত্যগণের মহতী জনতা উপস্থিত হইল, তাহারা মধ্যে মধ্যে উভয়ের জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ উভয়ের শরবর্ষণে গগনতল আচ্ছাদিত হইলে দিবাভাগও রাত্রিসদৃশ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। তখন দেবগণ ও দৈত্যগণ, অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া পরস্পর কহি-

তারকাসুরযুদ্ধঞ্চ তথা বৃত্রাসুরস্য চ ।
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধং হরিণা নেদৃশং কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥
প্রহ্লাদঃ প্রবলঃ শূরো যস্মান্নারায়ণেন চ ।
করোতি সদৃশং যুদ্ধং সিদ্ধেনাদ্ভুতকর্ম্মণা ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

দিনে দিনে তথা রাত্রৌ কৃত্বা কৃত্বা পুনঃপুনঃ ।
চক্রতুঃ পরমং যুদ্ধং তৌ তদা দৈত্যতাপসৌ ॥ ৩৯ ॥
নারায়ণস্তু চিচ্ছেদ প্রহ্লাদস্য শরাসনম্ ।
তরসৈকেন বাণেন স চান্যদ্ধনুরাদদে ॥ ৪০ ॥
নারায়ণস্তু তরসা মুক্ত্বান্যঞ্চ শিলীমুখম্ ।
তদেব মধ্যতশ্চাপং চিচ্ছেদ লঘুহস্তকঃ ॥ ৪১ ॥
ছিন্নং ছিন্নং পুনর্দৈত্যো ধনুরন্যৎ সমাদদে ।
নারায়ণস্তু চিচ্ছেদ বিশিখৈরাশু কোপিতঃ ॥ ৪২ ॥
ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রঃ পরিঘং সুসমাদদে ।
জঘান ধর্ম্মজং তূর্ণং বাহোর্ম্মধ্যেঽতিকোপনঃ ॥ ৪৩ ॥

(প্রহ্লাদস্য শূরত্বে কারণমাহ যস্মাদিতি ॥ ৩৮—৪২ ॥
ছিন্নে ধনুষি ইতি । ধনুর্যুদ্ধং পরিত্যজ্য পরিঘাদিভিরস্ত্রৈর্নারায়ণং জঘান ॥ ৪৩—৫০ ॥)

লেন, এরূপ সুদারুণ যুদ্ধ আমরা পূর্ব্বে কখনও দর্শন করি নাই ॥ ৩৩—৩৪ ॥ তখন দেবর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ, পন্নগগণ, বিদ্যাধরগণ ও চারণগণ, সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥ নারদ এবং পর্ব্বত ঋষিও এই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ পর্ব্বতকে কহিলেন, পূর্ব্বে কখনই এরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই ; তারকাসুরের ও বৃত্রাসুরের যুদ্ধ এবং হরির সহিত মধুকৈটভের যে যুদ্ধ হইয়াছিল সে সকল যুদ্ধও এরূপ নহে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ বোধ হইতেছে প্রহ্লাদ অতিশয় বীর্য্যবান্ ; যেহেতু সিদ্ধপুরুষ অদ্ভুতকর্ম্মা নারায়ণের সহিত এ পর্য্যন্তও সদৃশ যুদ্ধই করিতেছে ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! তখন সেই দৈত্য ও তাপস নারায়ণ এই দুইজনে দিবসে দিবসে ও নিশায় নিশায় পুনঃ পুনঃ পরম ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ একবাণে সত্বর প্রহ্লাদের শরাসন ছেদন করিয়া দিলেন প্রহ্লাদও অন্য ধনু গ্রহণ করিলেন ; লঘুহস্ত নারায়ণ সত্বর শর নিক্ষেপ করিয়া সেই চাপ মধ্যভাগে ছেদন করিলেন ; এইরূপে বারংবার শরাসন ছিন্ন করিলে প্রহ্লাদও পুনঃ পুনঃ তাহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, নারায়ণও অস্ত্র দ্বারা তাহা পুনঃ পুনঃ ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯—৪২ ॥ এইরূপে

তমায়ান্তং স বলবান্মার্গণৈর্নবভির্মুনিঃ।
চিচ্ছেদ পরিঘং ঘোরং দশভিস্তমতাড়য়ৎ ॥ ৪৪ ॥
গদামাদায় দৈত্যেন্দ্রঃ সর্ব্বায়সময়ীং দৃঢ়াম্।
জানুদেশে জঘানাশু দেবং নারায়ণং রুষা ॥ ৪৫ ॥
গদয়া চাপি গিরিবৎ সংস্থিতঃ স্থিরমানসঃ।
ধর্ম্মপুত্রোঽতিবলবান্মুমোচাশু শিলীমুখান্ ॥ ৪৬ ॥
গদাং চিচ্ছেদ ভগবাংস্তদা দৈত্যপতের্দৃঢ়াম্।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ প্রেক্ষকা গগনে স্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
স তু শক্তিং সমাদায় প্রহ্লাদঃ পরবীরহা।
চিক্ষেপ তরসা ক্রুদ্ধো বলান্নারায়ণোরসি ॥ ৪৮ ॥
তামাপতন্তীং সংবীক্ষ্য বাণেনৈকেন লীলয়া।
সপ্তধা কৃতবানাশু সপ্তভিস্তং জঘান হ ॥ ৪৯ ॥
দিব্যবর্ষসহস্রন্তু তদ্যুদ্ধং পরমং তয়োঃ।
জাতং বিস্ময়দং রাজন্! সর্ব্বেষাং তত্র চাশ্রমে ॥ ৫০ ॥
তদাজগাম তরসা পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ।
প্রহ্লাদস্যাশ্রমং তত্র জগাদ চ গদাধরঃ।
চতুর্ভুজো রমাকান্তো রথাঙ্গগদপদ্মভৃৎ ॥ ৫১ ॥

আজগাম জগাদ চ প্রহ্লাদং প্রতি ভাষিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সমস্ত ধনু ছিন্ন হইলে পর, দৈত্যরাজ পরিঘ ধারণ করিলেন এবং অতিশয় কুপিত হইয়া নারায়ণের বাহুর মধ্যে সত্বর নিক্ষেপ করিলেন। বলবীর্য্যবান্ ভগবান্ নারায়ণ সেই ঘোরতর পরিঘ আসিতেছে দেখিয়া সত্বর নয় বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহা ছিন্ন করিলেন এবং দশটী বাণ দ্বারা প্রহ্লাদকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪০—৪৪ ॥ অনন্তর, প্রহ্লাদ লৌহময়ী সুদৃঢ়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রোষভরে নারায়ণের জানুদেশ লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। অতিশয় বলবান্ ধর্ম্মনন্দন গদা দর্শনেও স্থিরমানস ও গিরির ন্যায় অচল ভাবে অবস্থিত থাকিয়া সত্বর শরজাল বর্ষণ দ্বারা দৈত্যপতির সেই দৃঢ় গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন গগনস্থিত দর্শকগণ অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥ তখন শত্রুবিনাশী প্রহ্লাদ, কুপিত হইয়া শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর নারায়ণের উরঃস্থল লক্ষ্য করিয়া তীব্রবেগে নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি আসিতেছে দর্শন করিয়া নারায়ণ এক শর দ্বারা অবলীলায় তাহা সপ্তভাগে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সপ্ত শর দ্বারা সত্বর তাঁহাকে বিদ্ধ করি-

দৃষ্ট্বা তমাগতং তত্র হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ ।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ৫২ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

দেবদেব ! জগন্নাথ ভক্তবৎসল মাধব ! ।
কথং ন জিতবানাজাবহমেতৌ তপস্বিনৌ ॥ ৫৩ ॥
সংগ্রামস্তু ময়া দেব ! কৃতঃ পূর্ণং শতং সমাঃ ।
সুরাণাং ন জিতৌ কস্মাদিতি মে বিস্ময়ো মহান্ ॥ ৫৪ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

সিদ্ধাবিমৌ মদংশৌ চ বিস্ময়ঃ কোঽত্র মারিষ ! ।
তাপসৌ ন জিতাত্মানৌ নরনারায়ণৌ জিতৌ ॥ ৫৫ ॥
গচ্ছ ত্বং বিতলং রাজন্ ! কুরু ভক্তিং মমাচলাম্ ।
নাভ্যাং কুরু বিরোধং ত্বং তাপসাভ্যাং মহামতে ! ॥ ৫৬ ॥

(হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ প্রহ্লাদঃ । তং বিষ্ণুম্ ॥ ৫২—৫৩ ॥)
সুরাণাং সুরৈঃ সাকমিত্যর্থঃ । ময়া শতং সমাঃ । শতসংবৎসরং সংগ্রামঃ কৃত এতা-দৃশেন শূরেণ ময়া কস্মাদ্ধেতোর্ন জিতাবিতি মহান্বিস্ময়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥
(জিতাত্মানৌ তাপসৌ নরনারায়ণৌ ন জিতাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥)

লেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ এইরূপে সেই আশ্রমে প্রহ্লাদ ও নারায়ণের দিব্য সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া সর্ব্বজীবের পরম বিস্ময়কর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৫০ ॥ তখন পীতবাসা চতুর্ভুজ গদাধর সত্বর প্রহ্লাদের সন্নিধানে আগমন করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। হিরণ্যকশিপুপুত্র প্রহ্লাদ, চতুর্ভুজ রমাকান্ত, পদ্মধারী চক্রধর নারায়ণকে সেইখানে সমাগত দেখিয়া, পরম ভক্তিসহকারে প্রণাম পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫১—৫২ ॥

হে দেবদেব ! আপনি জগন্নাথ ও ভক্তবৎসল, হে মাধব ! আমি দিব্য পূর্ণ শতবর্ষ ধরিয়া সংগ্রাম করিলাম তথাপি এই তপস্বী দুই জনকে সমরে পরাজয় করিতে পারিলাম না কেন ? এ বিষয়ে আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিয়াছে ॥ ৫৩—৫৪ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, হে ক্ষমাশীল ! এই নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়, সিদ্ধ তাপস, জিতাত্মা এবং আমার অংশসম্ভূত; এজন্য তুমি ইহাঁদিগকে পরাজয় করিতে পার নাই, তাহাতে আর বিস্ময় কি আছে ? হে রাজেন্দ্র ! তুমি এক্ষণে পাতালে গমন কর এবং আমার প্রতি সেইরূপ অচলাভক্তি কর। হে মহামতে ! তাপস দ্বয়ের সহিত তুমি আর বিরোধ করিও না ॥ ৫৫-৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তো দৈত্যরাজো নির্যযাবসুরৈঃ সহ।
নরনারয়ণৌ ভূয়স্তপোযুক্তৌ বভূবতুঃ ॥ ৫৭ ॥*

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে নরনারায়ণাভ্যাং সহ প্রহ্লাদস্য সমরবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

(দৈত্যরাজঃ প্রহ্লাদঃ অসুরৈঃ সহ নির্যযৌ নরনারায়ণাশ্রমাদিতি শেষঃ ॥ ৫৭ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া অসুরগণের সহিত তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং নরনারায়ণ দ্বয় ও পুনর্ব্বার তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদ ও নরনারায়ণের সংগ্রাম বর্ণন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্দ্ধ পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

সন্দেহোঽয়ং মহানত্র পরাশর্য্য ! কথানকে।
নরনারায়ণৌ শান্তৌ বৈষ্ণবাংশৌ তপোধনৌ ॥ ১ ॥
তীর্থাশ্রয়ৌ সত্ত্বযুক্তৌ বন্যাশনপরৌ সদা।
ধর্ম্মপুত্ত্রৌ মহাত্মানৌ তাপসৌ সত্ত্বসংস্থিতৌ ॥ ২ ॥
কথং রাগসমাযুক্তৌ জাতৌ যুদ্ধে পরস্পরম্।
সংগ্রামং চক্রতুঃ কস্মাৎ ত্যক্ত্বা তপিমনুত্তমাম্ ॥ ৩ ॥
প্রহ্লাদেন সমং পূর্ণং দিব্যবর্ষশতং কিল।
হিত্বা শান্তিসুখং যুদ্ধং কৃতবন্তৌ কথং মুনী * ॥ ৪ ॥
কথং তৌ চক্রতুর্যুদ্ধং প্রহ্লাদেন সমং মুনী।
কথয়স্ব মহাভাগ ! কারণং বিগ্রহস্য বৈ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশদ্ভিরথ শ্লোকৈর্দ্বয়ে ভৃগুণা পুনঃ।
শাপো দত্তো যতঃ কৃষ্ণো জাত ইত্যেতদীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়স্থকথাং শ্রুত্বাসম্ভাবিতমেতদিতি পুনঃ পুনর্বিমৃশ্য সংশয়বান্ পৃচ্ছতি জনমে-জয়ঃ সন্দেহোঽয়মিতি ॥ ১—২ ॥

তপিং তপিক্রিয়াম্ ॥ ৩ ॥

বর্ষশতমিতি। অত্র তথোত্তরত্র যুদ্ধস্য শতসংবৎসরপরিমাণকত্বোক্ত্যা পূর্ব্বত্র দিব্যং সহস্রং ত্বিত্যত্র সহস্রশব্দোঽনেকপর্য্যায়ো বহূনামনুরোধস্য ন্যায্যত্বাৎ ॥ ৪—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে পরাশরনন্দন ! আপনার পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মহান্ সংশয় জন্মিয়াছে। নরনারায়ণ দুইজন ধর্ম্মপুত্র, তপোধন, শান্ত, বিষ্ণুর অংশ, তীর্থাশ্রয়ী, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, সতত বন্যফলমূলাহারী মহাত্মা তাপস ও সত্যনিষ্ঠ, হইয়া কি রূপে সংগ্রামে এরূপ অনুরাগবান্ হইয়াছিলেন? এবং কি হেতুই বা পরমকল্যাণকরী তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ দিব্য সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রহ্লাদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কি জন্যই বা শান্তি সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এরূপ দুঃখকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? ॥১—৪॥ হে মহাভাগ মুনিবর ! কি নিমিত্ত তাঁহারা প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? আপনি সেই

---

* ঈদৃশৌ চেন্মনো জেতুং ন শক্তৌ মুনিসত্তমৌ। মাদৃশানাঞ্চ কা বার্ত্তা সমে গুণসমুস্তবে ॥
ন রাজ্যার্থে ন দ্রব্যার্থে ন নরাণাং সমাগমে। ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

কামিনী কনকং কার্য্যং কারণং বিগ্রহস্য বৈ।
যুদ্ধবুদ্ধিঃ কথং জাতা তয়োশ্চ তদ্বিরক্তয়োঃ॥ ৬॥
তথাবিধং তপস্তপ্তং তাভ্যাঞ্চ কেন হেতুনা।
মোহার্থং সুখভোগার্থং স্বর্গার্থং বা পরন্তপ!॥ ৭॥
কৃতমত্যুৎকটং তাভ্যাং তপঃ সর্ব্বফলপ্রদম্।
মুনিভ্যাং শান্তচিত্তাভ্যাং প্রাপ্তং কিং ফলমদ্ভুতম্॥ ৮॥
তপসা পীড়িতো দেহঃ সংগ্রামেণ পুনঃপুনঃ।
দিব্যবর্ষশতং পূর্ণং শ্রমেণ পরিপীড়িতৌ॥ ৯॥
ন রাজ্যার্থে ধনে বাপি ন দারেষু গৃহেষু চ।
কিমর্থন্তু কৃতং যুদ্ধং তাভ্যাং তেন মহাত্মনা॥ ১০॥
নিরীহঃ পুরুষঃ কস্মাৎ প্রকুর্য্যাদ্‌যুদ্ধমীদৃশম্।
দুঃখদং সর্ব্বথা দেহে জানন্ ধর্ম্মং সনাতনম্॥ ১১॥
সুবুদ্ধিঃ সুখদানীহ কর্ম্মাণি কুরুতে সদা।
ন দুঃখদানি ধর্ম্মজ্ঞ! স্থিতিরেষা সনাতনী॥ ১২॥
ধর্ম্মপুত্রৌ হরেরংশৌ সর্ব্বজ্ঞৌ সর্ব্বভূষিতৌ।
কৃতবন্তৌ কথং যুদ্ধং দুঃখং ধর্ম্মবিনাশকম্॥ ১৩॥

(যুদ্ধবুদ্ধিরিতি। তদ্বিরক্তয়োঃ কামিনীকনকাদ্যনুরাগরহিতয়োঃ॥ ৬—১০॥
নিরীহ ইতি। নিরীহঃ বিষয়বাসনাপরিহারাৎ তচ্চেষ্টারহিত ইত্যর্থঃ॥ ১১—১৩॥)

বিগ্রহের কারণ আমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন॥ ৫॥ কামিনী সুবর্ণ অথবা অন্য কোন বৈষয়িক কার্য্য বিগ্রহের কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু, নরনারায়ণ মুনিদ্বয় এ সমস্ত বিষয়েই বিরাগী, তাঁহাদের ঐ সকল বিষয়ে কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, তবে তাঁহাদের যুদ্ধবুদ্ধি কেন জন্মিয়াছিল?॥ ৬॥ হে তপোধন! তাঁহারা কেনই বা সেইরূপ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? হে মুনিবর! তাঁহারা পরের মোহার্থ অথবা সুখভোগার্থ কিংবা স্বর্গলাভার্থ এই উৎকট সর্ব্বফলপ্রদ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন? আর এই শান্তচিত্ত মুনিদ্বয় তপস্যার কি অদ্ভুত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?॥ ৭—৮॥ তাঁহারা তপস্যায় শীর্ণ দেহ হইয়াও পূর্ণ দিব্য সহস্র বৎসর পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম করিয়া শ্রম দ্বারা পরিপীড়িত হইয়াছিলেন না কি?॥ ৯॥ তাঁহারা রাজ্যলাভার্থ বা ধনলাভার্থ অথবা বনিতালাভের নিমিত্ত অথবা কোনও গৃহকার্য্যের নিমিত্ত এরূপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন নাই, তবে কি নিমিত্ত তাহারা সেই মহাত্মা প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন?॥ ১০॥ নিরীহ পুরুষ, ধর্ম্মকে সনাতন জানিয়াও কি নিমিত্ত এরূপ দেহদুঃখপ্রদ যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইবেন?॥১১॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ!

ত্যক্ত্বা তপঃসমাধিং তং সুখারামং মহৎফলম্।
সংযুগং দারুণং কৃষ্ণ ! নৈব মূর্খোঽপি বাঞ্ছতি ॥ ১৪ ॥
শ্রুতো ময়া যযাতিস্তু চ্যুতঃ স্বর্গাৎ মহীপতিঃ।
অহঙ্কারভবাৎ পাপাৎ পাতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৫ ॥
যজ্ঞকৃদ্দানকর্ত্তা চ ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
শব্দোচ্চারণমাত্রেণ পাতিতো বজ্রপাণিনা ॥ ১৬ ॥
অহঙ্কারমৃতে যুদ্ধং ন ভবত্যেব নিশ্চয়ঃ।
কিং ফলং তস্য যুদ্ধস্য মুনেঃ পুণ্যবিনাশনম্ ॥ ১৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

রাজন্ ! সংসারমূলং হি ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অহঙ্কারস্তু সর্ব্বজ্ঞৈর্মুনিভির্ধর্ম্মনিশ্চয়ৈঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ! তত্রৈবং সতি কারণান্তরাভাবাদ্যদ্যুদ্ধং কৃতং তৎ কেবলমহঙ্কারেণৈব কৃতমিতি নিশ্চীয়তে তদপ্যতিদোষকরম্। অহঙ্কারেণ কৃতস্যাতিদোষাধায়কত্বাৎ॥১৪॥

কিং তত্র প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ শ্রুতো ময়েতি ॥ ১৫ ॥

কীদৃশোঽহঙ্কারস্তস্যেতি চেত্তত্রাহ শব্দোচ্চারণমাত্রেণেতি। ময়া জ্যোতিষ্টোমঃ কৃতো ময়াশ্বমেধঃ কৃত ইতি সাভিনিবেশং কর্ম্মণামভিলাষঃ কৃতস্তাদৃশশব্দোচ্চারণমাত্রেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নন্বু তেন যযাতিনাহঙ্কারঃ কৃতোঽস্ত নরনারায়ণাভ্যাং ত্বহঙ্কারো ন কৃত ইতি চেত্তত্রাহ অহঙ্কারমৃত ইতি। নিশ্চয় ইত্যত্র ইতীতিশেষঃ। কিঞ্চ কিম্ফলমিতি তপোবলেন কৃতে যুদ্ধে পুণ্যবিনাশস্য স্পষ্টত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

সুবুদ্ধি ব্যক্তি সততই সুখপ্রদ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা কথনই দুঃখপ্রদ কর্ম্ম করেন না, ইহাই সনাতনী সংসারমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ১২ ॥ ধর্ম্মপুত্রদ্বয় হরির অংশ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বসম্পদে বিভূষিত, তবে তাঁহারা দুঃখকর ও ধর্ম্মনাশক সংগ্রামে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ১৩ ॥ হে মহর্ষে ! ইহ সংসারে মূর্খ ব্যক্তিও তাদৃশ সুখ ও আরাম জনক এবং সর্ব্বফলপ্রদ তপস্যা ও সমাধি পরিত্যাগ করিয়া দারুণ দুঃখদায়ক যুদ্ধ কামনা করে না ॥১৪॥ আমি শুনিয়াছি মহীপতি যযাতি যজ্ঞ দান ও ধর্ম্মনিরত রাজা হইয়াও অহঙ্কারজনিত পাপ হেতুই স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়া পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ আমি অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা ইত্যাদি অহঙ্কার সূচক শব্দোচ্চারণমাত্রই বজ্রপাণি ইন্দ্র তাহাকে পাতিত করিয়াছিলেন, অতএব অহঙ্কার ব্যতিরেকে যুদ্ধ সংঘটিত হয় না, ইহাই স্থিরনিশ্চয়। হে মুনে ! মুনিগণের দেহবল নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে তপোবল দ্বারাই যুদ্ধ করিতে হয় ; অতএব মুনিগণ যুদ্ধ করিলে তপোবিনাশ ব্যতিরেকে আর তাহাতে কি ফল ফলিতে পারে ? ॥ ১৬—১৭ ॥

স কথং মুনিনা ত্যক্তুং যোগ্যো দেহভৃতা কিল।
কারণেন বিনা কার্য্যং ন ভবত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥
তপো দানং তথা যজ্ঞাঃ সাত্ত্বিকাৎ প্রভবন্তি তে।
রাজসাদ্বা মহাভাগ! তামসাৎ কলহস্তথা ॥ ২০ ॥
ক্রিয়া স্বল্পাপি রাজেন্দ্র! নাহঙ্কারং বিনা ক্বচিৎ।
শুভা বাপ্যশুভা বাপি প্রভবত্যপি নিশ্চয়ঃ ॥ ২১ ॥
অহঙ্কারাদ্‌বন্ধকারী নান্যোঽস্তি জগতীতলে।
তেনেদং রচিতং বিশ্বং কথং তদ্রহিতং ভবেৎ ॥ ২২ ॥
ব্রহ্মা রুদ্রস্তথা বিষ্ণুরহঙ্কারযুতাস্ত্বমী।
অন্যেষাং চৈব কা বার্ত্তা মুনীনাং বসুধাধিপ! ॥ ২৩ ॥
অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং ভ্রমতীদং চরাচরম্।
পুনর্জ্জন্ম পুনর্ম্মৃত্যুঃ সর্ব্বং কর্ম্মবশানুগম্ ॥ ২৪ ॥

ত্রিবিধঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ॥ ১৮ ॥

কারণেন বিনেতি। কারণেনাহঙ্কারেণ বিনা রহিতং কার্য্যং জগদ্রূপং নৈব ভবতীতি নিশ্চয়স্তস্মাদ্রাজংস্ত্বয়া যদ্বিনিশ্চিতমহঙ্কারমৃতে যুদ্ধং ন ভবত্যেব নিশ্চয় ইতি তৎ সম্যগেবেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

যদ্‌যচ্চেষ্টিতং তৎ সর্ব্বমহঙ্কারেণৈবেত্যাহ তপো দানমিতি ॥ ২০ ॥

(ক্রিয়েতি। জগতোঽহঙ্কারকারণেনৈবানুস্যূতত্বাৎ স্বল্পাপি ক্রিয়া অহঙ্কারমৃতে ন ভবতীত্যর্থঃ। শুভা কল্যাণদায়িকা সাত্ত্বিকেতি ভাবঃ ॥ ২১—২৪ ॥)

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ধর্ম্মে নিশ্চিতমতি সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কারকেই সংসারের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ অতএব, মুনিগণ দেহধারী হইয়া সেই অহঙ্কারকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না ইহা স্থিরনিশ্চয় জানিবেন ॥ ১৯ ॥ হে মহাভাগ! সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে তপস্যা দান ও যজ্ঞ এবং রাজস বা তামস অহঙ্কার হইতে কলহের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ হে রাজেন্দ্র! অহঙ্কার ব্যতিরেকে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানে স্বল্প মাত্রও ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না। শুভই হউক আর অশুভই হউক অহঙ্কার হইতেই তাহা উৎপন্ন হয় ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ২১ ॥ এই জগতীতলে অহঙ্কার ব্যতিরেকে আর অন্য কোনও বন্ধনকারক বস্তু নাই। অহঙ্কার কর্ত্তৃক এই বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে, অতএব ইহা কিরূপে অহঙ্কার-বিরহিত হইতে পারে? ॥ ২২ ॥ হে রাজন্! যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র, ইঁহারাও অহঙ্কারযুক্ত, তখন ইঁহাদের হইতে ভিন্ন সামান্য মুনিগণ যে অহঙ্কারযুক্ত হইবেন তদ্বিষয়ে আর কি কথা আছে? ॥ ২৩ ॥ অহঙ্কার কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া এই চরাচর

দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাণাং সংসারেঽস্মিন্মহীপতে!।
রথাঙ্গবদসর্ব্বার্থং ভ্রমণং সর্ব্বদা স্মৃতম্ ॥ ২৫ ॥
বিষ্ণোরপ্যবতারাণাং সংখ্যাং জানাতি কঃ পুমান্।
বিততেঽস্মিংস্তু সংসার উত্তমাধমযোনিষু ॥ ২৬ ॥
নারায়ণো হরিঃ সাক্ষাৎ মাৎস্যং বপুরুপাশ্রিতঃ।
কাম্‌ঠং শৌকরঞ্চৈব নারসিংহঞ্চ বামনম্ ॥ ২৭ ॥
যুগে যুগে জগন্নাথো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারানসংখ্যাতান্ করোতি বিধিযন্ত্রিতঃ ॥ ২৮ ॥
বৈবস্বতে মহারাজ! সপ্তমে ভগবান্ হরিঃ।
মন্বন্তরেঽবতারান্ বৈ চক্রে তাঞ্চ্ছৃণু তত্ত্বতঃ ॥ ২৯ ॥
ভৃগুশাপান্মহারাজ! বিষ্ণুর্দ্দেববরঃ প্রভুঃ।
অবতারাননেকাংস্তু কৃতবানখিলেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

রাজোবাচ।

সন্দেহোঽয়ং মহাভাগ! হৃদয়ে মম জায়তে।
ভৃগুণা ভগবান্ বিষ্ণুঃ কথং শপ্তঃ পিতামহ! ॥ ৩১ ॥
হরিণা চ মুনেস্তস্য বিপ্রিয়ং কিং কৃতং মুনে!।
যদ্রোষাদ্ভৃগুণা শপ্তো বিষ্ণুর্দ্দেবনমস্কৃতঃ ॥ ৩২ ॥

ভ্রমণং সর্ব্বদা স্মৃতমিতি। অহঙ্কারেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥
বিষ্ণোরপ্যবতারাণামিতি। অহঙ্কারাভিনিবেশাদেব বিষ্ণোরবতারা যে জাতাস্তেষাং সঙ্খ্যামিত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

বিশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছে। পুনর্জন্ম ও পুনর্ম্মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই কর্ম্মবশেই নিষ্পন্ন হইতেছে ॥ ২৪ ॥ হে মহীন্দ্র! দেবতা তির্য্যক্ ও মনুষ্যগণ এই সংসারে রথচক্রের ন্যায় সততই পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ২৫ ॥ এই সুবিস্তীর্ণ সংসারে উত্তম ও অধম যোনিতে ভগবান বিষ্ণুর অবতারের সংখ্যা যে কত হইতেছে তাহাই বা কে জানিতে পারে? ॥২৬॥ সাক্ষাৎ নারায়ণ হরি, বিধিকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া মৎস্য, কূর্ম্ম, শূকর, নৃসিংহ ও বামন দেহ আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥ বাসুদেব জগন্নাথ জনার্দ্দন যুগে যুগে অসংখ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ মহারাজ! বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরে, ভগবান্ হরির যে সকল অবতার হইয়াছিল তৎসমুদায় যথাতত্ত্ব শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥ হে রাজেন্দ্র! দেবতাপ্রবর অখিলেশ্বর বিভু বিষ্ণু, ভৃগু-শাপহেতু অনেক বার ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি ভৃগোঃ শাপস্য কারণম্।
পুরা কশ্যপদায়াদো হিরণ্যকশিপুর্নৃপঃ॥ ৩৩॥
যদা তদাসুরৈঃ সার্দ্ধং কৃতং সখ্যং পরস্পরম্।
কৃতে সখ্যে জগৎ সর্ব্বং ব্যাকুলং সমজায়ত॥ ৩৪॥
হতে তস্মিন্নৃপে রাজা প্রহ্লাদঃ সমজায়ত।
দেবান্ স পীড়য়ামাস প্রহ্লাদঃ শত্রুকর্ষণঃ॥ ৩৫॥
সংগ্রামো হ্যভবদ্ঘোরঃ শক্রপ্রহ্লাদয়োস্তদা।
পূর্ণং বর্ষশতং রাজংল্লোকবিস্ময়কারকঃ॥ ৩৬॥
দেবৈর্যুদ্ধং কৃতং চোগ্রং প্রহ্লাদস্তু পরাজিতঃ।
নির্ব্বেদং পরমং প্রাপ্তো জ্ঞাত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্॥ ৩৭॥
বিরোচনসুতং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য বলিং নৃপ!।
জগাম স তপস্তপ্তুং পর্ব্বতে গন্ধমাদনে॥ ৩৮॥
প্রাপ্য রাজ্যং বলিঃ শ্রীমান্ সুরৈর্বৈরং চকার হ।
ততঃ পরস্পরং যুদ্ধং জাতং পরমদারুণম্॥ ৩৯॥

প্রশ্নবীজমুপলভ্য রাজোবাচ সন্দেহোঽয়মিতি॥ ৩১—৩৩॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ! আমার হৃদয়ে আবার এক মহাসংশয় উৎপন্ন হইল, ভগবান্ ভৃগু বিষ্ণুকে কি হেতু অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন?॥ ৩১॥ হে মুনে! ভগবান্ হরিই বা তাঁহার কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা দেবতাগণের নমস্কৃত জনার্দ্দন বিষ্ণু ভৃগুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন?॥ ৩২॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ভৃগুর অভিশাপ প্রদানের কারণ কহিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে কশ্যপপুত্র রাজা হিরণ্যকশিপু যখন তখন সুরগণের সহিত সমর করিতেন। এইরূপ নিয়ত সংগ্রামে অখিল জগৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল॥৩৩—৩৪॥ তদনন্তর দৈত্যপতি নৃসিংহকর্ত্তৃক নিহত হইলে শক্রতাপন প্রহ্লাদ রাজা হইয়া পিতৃশত্রু দেবগণকে পরিপীড়িত করিতে লাগিলেন॥ ৩৫॥ তখন দেবরাজ ও দৈত্যরাজের শতবৎসর ব্যাপিয়া লোকবিস্ময়কর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল॥ ৩৬॥ রাজন্! এই যুদ্ধে দেবতারাই উগ্রতর যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রহ্লাদ পরাজিত হইয়াছিলেন। তখন প্রহ্লাদ অতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া সনাতন ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ জানিতে পারিয়া বিরোচনপুত্র বলিকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক তপস্যা করিবার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন॥ ৩৭—৩৮॥ বলিও রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের সহিত শত্রুতা করিতে লাগিল। অনন্তর, পরস্পর

ততঃ সুরৈর্জ্জিতা দৈত্যা ইন্দ্রেণামিততেজসা।
বিষ্ণুনা চ সহায়েন রাজ্যভ্রষ্টাঃ কৃতা নৃপ ! ॥ ৪০ ॥
ততঃ পরাজিতা দৈত্যাঃ কাব্যস্য শরণং গতাঃ।
কিং ত্বং ন কুরুষে ব্রহ্মন্ ! সাহায্যং নঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪১ ॥
স্থাতুং ন শক্নুমো হ্যত্র প্রবিশামো রসাতলম্।
যদি ত্বং ন সহায়োঽসি ত্রাতুং মন্ত্রবিদুত্তমঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সোঽব্রবীদ্দৈত্যান্ কাব্যঃ কারুণিকো মুনিঃ।
মা ভৈষ্ট ধারয়িষ্যামি তেজসা স্বেন ভোঽসুরাঃ ॥ ৪৩ ॥
মন্ত্রৈস্তথৌষধীভিশ্চ সাহায্যং বঃ সদৈব হি।
করিষ্যামি কৃতোৎসাহা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ততস্তে নির্ভয়া জাতা দৈত্যাঃ কাব্যস্য সংশ্রয়াৎ।
দেবৈঃ শ্রুতস্তু বৃত্তান্তঃ সর্ব্বশ্চারমুখাৎ কিল ॥ ৪৫ ॥

যদেতি। অভবদিতিশেষঃ। সখ্যং যুদ্ধম্ ॥ ৩৭—৪৬ ॥

ঘোরতর সংগ্রাম চলিলে সুরগণ অসুরগণকে পরাজিত করিলেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর অমিততেজা ইন্দ্র বিষ্ণুর সাহায্যে দৈত্যগণকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলে পরাজিত দৈত্যগণ কুলগুরু শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিল, ব্রহ্মন্ ! আপনি তপোবলসম্পন্ন ও প্রতাপবান্, আপনি দৈত্যকুলের সাহায্য করিতেছেন না কেন ? হে মন্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ! আপনি আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত যদি সহায়তা না করেন তবে আর আমরা অবনীতলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না, আমাদের শীঘ্রই রসাতলে প্রবেশ করিতে হইবে ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যগণ এইরূপ বলিলে পর পরম করুণাময় মুনিবর শুক্র তাহাদিগকে কহিলেন, দৈত্যগণ ! তোমরা ভয় করিও না, আমি স্বীয় তেজ দ্বারা তোমাদিগকে রক্ষা করিব এবং মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিব ; তোমরা উৎসাহান্বিত হও এবং মনের দুঃখ ও সন্তাপ দূর কর ॥ ৪৩—৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! তদনন্তর দৈত্যগণ শুক্রের আশ্রয় লাভ করিয়া নির্ভয় হইল। দেবগণ এই সমস্ত বৃত্তান্ত চারমুখে অবগত হইলেন এবং ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এই স্থির করিলেন যে, দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রের প্রভাবে আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত না করিতে

তত্র সংমন্ত্র্য তে দেবাঃ শক্রেণ চ পরস্পরম্।
মন্ত্রং চক্রুঃ সুসংবিগ্নাঃ কাব্যমন্ত্রপ্রভাবতঃ ॥ ৪৬ ॥
যোদ্ধুং গচ্ছামহে তূর্ণং যাবন্ন চ্যাবয়ন্তি বৈ।
প্রসহ্য হত্বা শিষ্টাংস্তু পাতালং প্রাপয়ামহে ॥ ৪৭ ॥
দৈত্যান্ জগ্মুস্ততো দেবাঃ সংক্রুদ্ধাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
জঘ্নুস্তান্ বিষ্ণুসহিতা দানবান্ হরিণোদিতাঃ ॥ ৪৮ ॥
বধ্যমানাস্তু তে দৈত্যাঃ সন্ত্রস্তা ভয়পীড়িতাঃ।
কাব্যস্য শরণং জগ্মূ রক্ষ রক্ষেতিচাব্রুবন্ ॥ ৪৯ ॥
তান্ শুক্রঃ পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা দেবৈর্দৈত্যান্মহাবলান্।
মা ভৈষ্টেতি বচঃ প্রাহ মন্ত্রৌষধবলাদ্বিভুঃ।
দৃষ্ট্বা কাব্যং সুরাঃ সর্ব্বে ত্যক্ত্বা তান্ প্রযযুঃ কিল ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুং প্রতি ভৃগুশাপস্য প্রশ্নবীজকথনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

যাবন্ন চ্যাবয়ন্তি বৈ ইতি। যাবদ্দৈত্যা মন্ত্রবলেনাস্মান্ স্বস্থানাচ্চ্যাবয়ন্তি তাবদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥
তান্ প্রযযুঃ কিলেতি। তান্দৈত্যানিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

করিতেই আমরা অতিসত্বর তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করি। এইরূপে সহসা আক্রমণ করত বিনাশ করিয়া অবশিষ্ট অসুরদিগকে পাতালতলে প্রবেশ করাইব ॥৪৫-৪৭॥ দেবগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রোষভরে দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন এবং ইন্দ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর সহিত দৈত্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥ এইরূপে দেবগণ দৈত্যগণকে বধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া 'হে প্রভু রক্ষা করুন্ রক্ষা করুন্' এই বলিয়া শুক্রের শরণাগত হইল ॥ ৪৯ ॥ শুক্রাচার্য্য সেই মহাবল দৈত্যগণকে দেবগণ কর্ত্তৃক পরিপীড়িত দেখিয়া মন্ত্রৌষধ প্রভাবে 'ভয় নাই, ভয় নাই' এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন। অনন্তর, দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে দর্শন করিয়া অসুরগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর শাপপ্রদানের প্রশ্নবীজ বর্ণন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তথা গতেষু দেবেষু কাব্যস্তান্ প্রত্যুবাচ হ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বমুক্তং যচ্ছৃণুধ্বং দানবোত্তমাঃ ॥ ১ ॥
বিষ্ণুর্দ্দৈত্যবধে যুক্তো হনিষ্যতি জনার্দ্দনঃ।
বারাহরূপমাস্থায় হিরণ্যাক্ষো যথা হতঃ ॥ ২ ॥
যথা নৃসিংহরূপেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ।
তথা সর্ব্বান্ কৃতোৎসাহো হনিষ্যতি ন চান্যথা ॥ ৩ ॥
ন মে মন্ত্রবলং সম্যক্ প্রতিভাতি যথা হরিম্।
জেতুং যূয়ং সমর্থাঃ স্ম ময়া ত্রাতাঃ সুরানথ ॥ ৪ ॥
তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষধ্বং কিয়ন্তং দানবোত্তমাঃ।
অহমদ্য মহাদেবং মন্ত্রার্থং প্রব্রজামি বৈ ॥ ৫ ॥

সপ্তাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈঃ শুক্রঋষেরথ।
মন্ত্রলাভার্থগমনকথা সম্যগিহোচ্যতে ॥

এবং কাব্যমন্ত্রসামর্থ্যবশাদ্দেবেষু গতেষু ততো দৈত্যানাহূয় কাব্য উবাচেত্যাহ তথা-গতেষ্বিতি ॥ ১—২ ॥

ন চান্যথেত্যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তস্মান্নৈতয়া বিদ্যমানয়া সামগ্র্যা তেষাং পরাজয়ো ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণাহ ন মে মন্ত্রবলমিতি। সুরানথ সুরানপি জেতুং সমর্থা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪—৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে দর্শন করিয়া সমর পরিহার পূর্ব্বক প্রস্থান করিলে, শুক্রাচার্য্য দানবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দনুজগণ! পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ জনার্দ্দন বিষ্ণু দৈত্যবধে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত দৈত্যগণকেই নিহত করিবেন। পূর্ব্বে তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া অসুরবর হিরণ্যাক্ষকে যেরূপে সংহার করিয়াছিলেন, নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে যেরূপে নিহত করিয়াছিলেন; এক্ষণে, সেইরূপে উৎসাহান্বিত হইয়া সমস্ত দৈত্যগণকে নিহত করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ২-৩ ॥ এক্ষণে, আমার মন্ত্রবল হরির নিকট সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইবে না। আর আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিলে পর তবে তোমরা সুরগণকে জয় করিতে সমর্থ হইবে; অতএব, হে দানবোত্তমগণ! কিছুকাল প্রতীক্ষা কর আমি অদ্যই মন্ত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত মহাদেবের নিকট গমন

প্রাপ্য মন্ত্রান্মহাদেবাদাগমিষ্যামি সাম্প্রতম্।
যুষ্মভ্যং তান্ প্রদাস্যামি যথার্থন্দানবোত্তমাঃ ! ॥ ৬ ॥

দৈত্যা ঊচুঃ।

পরাজিতাঃ কথং স্থাতুং পৃথিব্যাং মুনিসত্তম ! ।
শক্তা ভবামোঽপ্যবলাস্তাবৎ কালং প্রতীক্ষিতুম্ ॥ ৭ ॥
নিহতা বলিনঃ সর্ব্বে কেচিচ্ছিষ্টাশ্চ দানবাঃ।
নাদ্য যুক্তাশ্চ সংগ্রামে স্থাতুমেবং সুখাবহাঃ* ॥ ৮ ॥

শুক্র উবাচ।

যাবদহং মন্ত্রবিদ্যামানয়িষ্যামি শঙ্করাৎ।
তাবত্তবদ্ভিঃ স্থাতব্যং তপোযুক্তৈঃ শমান্বিতৈঃ ॥ ৯ ॥
সামদানাদয়ঃ প্রোক্তা বিদ্বদ্ভিঃ সময়োচিতাঃ।
দেশং কালং বলং বীরৈর্জ্ঞাত্বা শক্তিবলং বুধৈঃ ॥ ১০ ॥
সেবাথ সময়ে কার্য্যা শত্রূণাং শুভকাম্যয়া।
স্বশক্ত্যুপচয়ে কালে হন্তব্যাস্তে মনীষিভিঃ ॥ ১১ ॥

ইতি দৈত্যবাক্যং শ্রুত্বা শুক্র আহ যাবদহমিতি ॥ ৯—১২ ॥

করিব ॥ ৪—৫ ॥ অনন্তর, আমি সেই স্থান হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া সত্বরই প্রত্যাগমন করিতেছি। হে দানবোত্তমগণ ! আমি সেই মন্ত্রবলে তোমাদিগকে যথার্থরূপে রক্ষা করিব ॥ ৬ ॥

দৈত্যগণ কহিল, মুনিবর ! আমরা পরাজিত ও দুর্ব্বল হইয়াছি, এক্ষণে অবনীতে অবস্থান পূর্ব্বক তাবৎ কাল প্রতীক্ষা করিতে কিরূপে সমর্থ হইব ? ॥ ৭ ॥ আমাদের মধ্যে যাহারা বলশালী ছিলেন, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন, আমরা এক্ষণে স্বল্পমাত্র দানব অবশিষ্ট আছি। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের সমরে অবস্থান যুক্তিযুক্ত ও শুভকর বলিয়া বোধ হইতেছে না ॥ ৮ ॥

শুক্র কহিলেন, আমি মহাদেবের নিকট হইতে মন্ত্রবিদ্যা-গ্রহণ করিয়া যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করি, তাবৎকাল তোমরা শান্তিসমন্বিত ও তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া অবস্থিতি কর ॥ ৯ ॥ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, বীরগণ সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই চারি প্রকার উপায়কে সময়ানুসারে দেশ, কাল, বল ও সামর্থ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবেন ॥ ১০ ॥ কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ সময়ের গতি অনুসারে শত্রুগণেরও সেবা করিবে ; কিন্তু, যখন দেখিবে যে, নিজ শক্তির সম্যক্ বৃদ্ধি হইয়াছে তখন শত্রুগণকে বিনাশ করিতে সচেষ্ট হইবে ॥ ১১ ॥

---

* নাদ্য যুক্তস্তু সংগ্রামো দৃশ্যসেব সুখাবহম্। ইতি বা পাঠঃ।

তদদ্য বিনয়ং কৃত্বা সামপূর্ব্বং ছলেন বৈ।
তিষ্ঠধ্বং স্বনিকেতেষু মদাগমনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১২ ॥
প্রাপ্য মন্ত্রান্মহাদেবাদাগমিষ্যামি দানবাঃ।
যুধ্যামহে পুনর্দ্দেবান্মান্ত্রমাস্থায় বৈ বলম্ ॥ ১৩ ॥
ইত্যুক্ত্বাথ ভৃগুস্তেভ্যো জগাম কৃতনিশ্চয়ঃ।
মহাদেবং মহারাজ! মন্ত্রার্থং মুনিসত্তমঃ ॥ ১৪ ॥
দানবাঃ প্রেষয়ামাসুঃ প্রহ্লাদং সুরসন্নিধৌ।
সত্যবাদিনমব্যগ্রং সুরাণাং প্রত্যয়প্রদম্ ॥ ১৫ ॥
প্রহ্লাদস্তু সুরান্ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ।
অসুরৈঃ সহিতস্তত্র বচনং নম্রতাযুতম্ ॥ ১৬ ॥
ন্যস্তশস্ত্রা বয়ং সর্ব্বে নিঃসন্নাহাস্তথৈব চ।
দেবাস্তপশ্চরিষ্যামঃ সংবৃতা বল্কলৈর্যুতাঃ ॥ ১৭ ॥
প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা সত্যাভিব্যাহৃতং তু তৎ।
ততো দেবা ন্যবর্ত্তন্ত বিজ্বরা মুদিতাশ্চ তে ॥ ১৮ ॥

মান্ত্রং মন্ত্রজন্যং বলমাস্থায়াশ্রিত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥
ভৃগুর্ভৃগুপুত্রঃ শুক্র ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥
কাব্যে গতে দেবা আগত্যাস্মান্নাশয়িষ্যন্তীতি ভিয়া সামার্থং প্রহ্লাদং প্রেষয়ামাসুরিত্যাহ দানবা ইতি ॥ ১৫ ॥
নম্রতাযুতং নম্রমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥
নিঃসন্নাহা যুদ্ধার্থং নিরুদ্যোগাঃ অতো যুষ্মাভির্বৈরং বিহায় দয়া বিধেয়েত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অতএব এক্ষণে বিনয়সহকারে ছল প্রকাশ পূর্ব্বক সাম অবলম্বন করিয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া নিজ নিকেতনে অবস্থান কর ॥ ১২ ॥ হে দানবগণ! আমি মহাদেবের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করিলে তখন মন্ত্রবলসমন্বিত হইয়া পুনর্ব্বার দেবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিব ॥ ১৩ ॥

রাজন্! শুক্রাচার্য্য এই বলিয়া মন্ত্র আনয়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥ এদিকে দানবগণ সন্ধি করিবার নিমিত্ত সত্যবাদী, সুস্থিরচিত্ত, বিশেষত সুরগণের বিশ্বাসপ্রদ প্রহ্লাদকে সুরগণের সন্নিধানে, প্রেরণ করিল ॥ ১৫ ॥ রাজবর প্রহ্লাদ অসুরগণের সহিত বিনয়াবনত হইয়া অতি বিনয়সহকারে দেবগণকে এইরূপ বাক্য বলিলেন ॥ ১৬ ॥ অমরগণ! এক্ষণে আমরা সকলেই অস্ত্র ও বর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আমরা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক তপস্যার অনুষ্ঠান করিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ॥ ১৭ ॥ দেবগণ প্রহ্লাদের সেই সত্যবচন শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং সংগ্রাম-

ন্যস্তশস্ত্রেষু দৈত্যেষু বিনিবৃত্তাস্তদা সুরাঃ।
বিশ্রব্ধাঃ স্বগৃহান্ গত্বা ক্রীড়াসক্তাঃ সুসংস্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥
দৈত্যা দম্ভং সমালম্ব্য তাপসাস্তপিসংযুতাঃ।
কশ্যপস্যাশ্রমে বাসং চক্রুঃ কাব্যাগমেচ্ছয়া ॥ ২০ ॥
কাব্যো গত্বাথ কৈলাসং মহাদেবং প্রণম্য চ।
উবাচ বিভুনা পৃষ্টঃ কিং তে কার্য্যমিতি প্রভুঃ ॥ ২১ ॥

শুক্র উবাচ।

মন্ত্রানিচ্ছাম্যহং দেব ! যে ন সন্তি বৃহস্পতৌ।
পরাজয়ায় দেবানামসুরাণাং জয়ায় চ ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সর্ব্বজ্ঞঃ শঙ্করঃ শিবঃ।
চিন্তয়ামাস মনসা কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ২৩ ॥
সুরেষু দ্রোহবুদ্ধ্যাসৌ মন্ত্রার্থমিহ সাম্প্রতম্।
প্রাপ্তঃ কাব্যো গুরুস্তেষাং দৈত্যানাং বিজয়ায় চ ॥ ২৪ ॥
রক্ষণীয়া ময়া দেবা ইতি সঞ্চিন্ত্য শঙ্করঃ।
দুষ্করং ব্রতমত্যুগ্রং তমুবাচ মহেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥

সত্যমভিব্যাহৃতং ভাষণং প্রহ্লাদস্য তচ্ছ্রুত্বা দেবা ন্যবর্ত্তন্ত যুদ্ধাদিতি শেষঃ। মুদিতাশ্চাভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

তপিসংযুতাঃ তপঃক্রিয়াযুক্তাঃ ॥ ২০—২১ ॥

জনিত দুঃখ সন্তাপ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আনন্দিত হইলেন ॥ ১৮ ॥ দৈত্যগণ, শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে দেবগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে গৃহে গমন পূর্ব্বক সুস্থিরচিত্তে আমোদ প্রমোদে রত হইলেন ॥ ১৯ ॥ দৈত্যগণ ও দম্ভ অবলম্বন পূর্ব্বক তপোনিরত তাপস হইয়া কাব্যের আগমন আকাঙ্ক্ষায় কশ্যপের আশ্রমে বাস করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ এদিকে, শুক্রাচার্য্য কৈলাসে গমন পূর্ব্বক মহাদেবকে প্রণাম করিলে মহেশ্বর তাঁহার আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কাব্য কহিলেন, দেব ! যে সকল মন্ত্র বৃহস্পতির নিকট নাই, আমি দেবগণের পরাজয় ও অসুরগণের জয়ের নিমিত্ত, সেই সকল মন্ত্র গ্রহণ করিতে কামনা করিতেছি ॥ ২১—২২ ॥

রাজন্ ! কল্যাণপ্রদ সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব, তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'অতঃপর কি কর্ত্তব্য' মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, দৈত্যগুরু শুক্র সুরগণের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিবে এইরূপ বুদ্ধি করিয়া, অসুরগণের

পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু কণধূমমবাক্‌শিরাঃ।
যদি পাস্যসি ভদ্রং তে ততো মন্ত্রানবাপ্স্যসি ॥ ২৬ ॥
ইত্যুক্তোঽসৌ প্রণম্যেশং বাঢমিত্যব্রবীদ্বচঃ।
ব্রতং চরাম্যহং দেব ত্বয়াজ্ঞপ্তঃ সুরেশ্বর ! ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা শঙ্করং কাব্যশ্চকার ব্রতমুত্তমম্।
ধূমপানরতঃ শান্তো মন্ত্রার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২৮ ॥
ততো দেবাঃ পরিজ্ঞায় কাব্যং ব্রতরতং তদা।
দৈত্যান্ দম্ভরতাংশ্চৈব বভূবুর্ম্মন্ত্রতৎপরাঃ ॥ ২৯ ॥
বিচার্য্য মনসা সর্ব্বে সংগ্রামায়োদ্যতা নৃপ !।
যযুর্ধৃতায়ুধাস্তত্র যত্র তে দানবোত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥
তানাগতান্ সমীক্ষ্যাথ সায়ুধান্দংশিতাংস্তথা।
আসংস্তে ভয়সংবিগ্না দৈত্যা দেবান্ সমন্ততঃ ॥ ৩১ ॥

অসুরাণাং জয়ায় চেতি। প্রভুঃ শুক্রাচার্য্য উবাচেতি শেষঃ ॥ ২২—২৫ ॥
অবাক্‌শিরাঃ সন্ কণধূমং যদি পাস্যসীত্যর্থঃ। এতদ্‌ব্রতং কঠিনময়ং ন করিষ্যতি ততো মন্ত্রানপি ন দাস্যামীতি ভাবঃ ॥ ২৬—২৮ ॥
মন্ত্রতৎপরা বিচারনিষ্ঠাঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

বিজয়ের নিমিত্ত আমার নিকট মন্ত্রগ্রহণ মানসে আগমন করিয়াছে ॥২৩—২৪॥ কিন্তু, দেবগণকে রক্ষা করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য ; তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া কাব্যকে এক দুষ্কর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন যে, পূর্ণ সহস্র বৎসর ঊর্দ্ধপদ ও নিম্নশিরাঃ হইয়া যদি কণধূম (তুষের ধূম) পান করিতে পার তবে তোমার কামনা পূর্ণ হইবে এবং তদ্দ্বারা মন্ত্রলাভ করিতে পারিবে ॥ ২৫—২৬ ॥ শুক্রাচার্য্য এইরূপে উক্ত হইয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, সুরেশ্বর আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন আমি সেইরূপ ব্রতেরই অনুষ্ঠান করিব, এই বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন ॥ ২৭ ॥

রাজন্ ! শুক্রাচার্য্য মহাদেব নিকটে এইরূপ স্বীকার করত মন্ত্রজন্য কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং শমগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক ধূমপানে নিরত হইয়া সেই কঠোরতর অত্যুত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥২৮॥ তদনন্তর দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে ব্রতনিরত ও দৈত্যদিগকে দম্ভযুক্ত জানিতে পারিয়া মন্ত্রণায় তৎপর হইলেন ॥২৯॥ হে নরেন্দ্র ! দেবগণ মনে মনে বিচার করিয়া, যেখানে দানবপ্রবরগণ অবস্থিতি করিতেছিল, অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সমরে উদ্যত হইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ দৈত্যগণ, দেবগণকে আয়ুধ ও কবচ ধারণ পুরঃসর

উৎপেতুঃ সহসা তে বৈ সন্নদ্ধান্ ভয়কর্শিতাঃ।
অব্রুবন্ বচনং তথ্যং তে দেবান্ বলদর্পিতান্॥ ৩২॥
ন্যস্তশস্ত্রে ভয়বতি আচার্য্যে ব্রতমাস্থিতে।
দত্ত্বাভয়ং পুরা দেবাঃ সম্প্রাপ্তা নো জিঘাংশয়া॥ ৩৩॥
সত্যং বঃ ক্ব গতং দেবা ধর্ম্মশ্চ শ্রুতিনোদিতঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা ন হন্তব্যা ভীতাশ্চ শরণং গতাঃ॥ ৩৪॥

দেবা ঊচুঃ।

ভবদ্ভিঃ প্রেষিতঃ কাব্যো মন্ত্রার্থং কুহকেন চ।
তপো জ্ঞাতং হি যুষ্মাকং তেন যুধ্যামহে ভৃশম্॥ ৩৫॥
সজ্জা ভবন্তু যুদ্ধায় সংরদ্ধাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
শত্রুশ্ছিদ্রেণ হন্তব্য এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৩৬॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যা বিচার্য্য চ পরস্পরম্।
পলায়নপরাঃ সর্ব্বে নির্গতা ভয়বিহ্বলাঃ॥ ৩৭॥

উৎপেতুর্দ্দেবান্ প্রত্যাজগ্মুঃ। সন্নদ্ধান্ শস্ত্রাস্ত্রৈর্যুক্তান্॥ ৩২॥
ন্যস্তশস্ত্রে ইতি। এতেষু পুরা প্রথমমভয়ং দত্ত্বা পুনর্জ্জিঘাংসযানোঽস্মান্ প্রাপ্তা ইদং কিমিত্যর্থঃ॥ ৩৩—৩৪॥

চারিদিক্ হইতে সমাগত দেখিয়া ভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল॥ ৩১॥ তাহারা দেবগণকে সহসা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দেখিয়া চমকিয়া উঠিল এবং ভয়ে কাতর হইয়া বলদর্পিত দেবগণকে নাতিগর্ভ বাক্য সকল বলিতে আরম্ভ করিল॥ ৩২॥ দেবগণ! আমরা অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি, আমাদের আচার্য্যদেব ব্রতনিরত হইয়াছেন, আর আপনারা পূর্ব্বে আমাদিগকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, তবে কি জন্য এক্ষণে আমাদিগকে নিধন করিবার নিমিত্ত সুসজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন॥ ৩৩॥ দেবগণ! আপনাদিগের সত্য ও শ্রুতিবিহিত ধর্ম্ম কোথায় গেল? শ্রুতিতে উক্ত আছে যে ন্যস্তশস্ত্র, ভীত ও শরণাগত ব্যক্তিগণকে বিনাশ করিবে না। সেই ধর্ম্ম আপনারা পরিত্যাগ করিতেছেন কেন?॥ ৩৪॥

দেবগণ কহিলেন, তোমরা মন্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত শুক্রাচার্য্যকে ছল পূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছ, তোমাদিগের দুষ্টভাব সংযুক্ত তপস্যা আমরা জানিতে পারিয়াছি; অতএব এক্ষণে, আমরা তোমাদের সহিত নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব॥ ৩৫॥ তোমরা এখন যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া সুসজ্জিত হও। দেখ, 'ছিদ্র পাইলেই শত্রুদিগকে নিহত করিবে' ইহাই সনাতন ধর্ম্ম॥ ৩৬॥

শরণং দানবা জগ্মুর্ভীতাস্তে কাব্যমাতরম্।
দৃষ্ট্বা তানতিসন্তপ্তানভয়ং চ দদাবথ॥ ৩৮॥

কাব্যমাতোবাচ।

ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং ভয়ং ত্যজত দানবাঃ।
মৎসন্নিধৌ বর্ত্তমানান্ন ভীর্ভবিতুমর্হতি॥ ৩৯॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যাঃ স্থিতাস্তত্র গতব্যথাঃ।
নিরায়ুধা হ্যসম্ভ্রান্তাস্তত্রাশ্রমবরেঽসুরাঃ॥ ৪০॥
দেবাস্তান্ বিদ্রুতান্ বীক্ষ্য দানবাংস্তে পদানুগাঃ।
অভিজগ্মুঃ প্রসহ্যৈতানবিচার্য্য বলাবলম্॥ ৪১॥
তত্রাগতাঃ সুরাঃ সর্ব্বে হন্তুং দৈত্যান্ সমুদ্যতাঃ।
বারিতাঃ কাব্যমাত্রাপি জঘ্নুস্তানাশ্রমস্থিতান্॥ ৪২॥
হন্যমানান্ সুরৈর্দৃষ্ট্বা কাব্যমাতাতিকোপিতা।
উবাচ সর্ব্বান্ সনিদ্রাংস্তপসা বৈ করোম্যহম্॥ ৪৩॥
ইত্যুক্ত্বা প্রেরিতা নিদ্রা তানাগত্য পপাত চ।
সেন্দ্রা নিদ্রাবশং যাতা দেবা মূকবদাস্থিতাঃ॥ ৪৪॥

কুহকেন কপটেন তেন হেতুনা ভবতাং তপো দুষ্টভাবেন বর্ত্তত ইত্যস্মাভির্জ্ঞাতং তেন কারণেন দুষ্টান্ প্রতি দুষ্টা ভূত্বা যুধ্যামহে যুদ্ধং কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ॥ ৩৫—৪০॥
পদং পদপদ্ধতিমনুলক্ষ্য লক্ষীকৃত্য গচ্ছন্তোঽভিজগ্মুঃ॥ ৪১—৪২॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দৈত্যগণ দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পরস্পর বিচার করিয়া সকলেই ভয়বিহ্বল হইল এবং সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করিল॥ ৩৭॥ দানবগণ ভীত হইয়া শুক্রমাতার শরণাপন্ন হইলে শুক্রজননী তাহাদিগকে ভয়ে অতিসন্তপ্ত দর্শন করিয়া অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, তোমাদের ভয় নাই ভয় নাই, দানবগণ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, তোমরা যখন আমার সন্নিধানে অবস্থান করিতেছ তখন আর ভয়ের বিষয় কিছুই নাই নির্ভয়ে এই স্থানে অবস্থান কর॥ ৩৮-৩৯॥ অসুরগণ তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া উদ্বেগবিহীন হইল এবং আয়ুধশূন্য হইয়াও সেই আশ্রমে ভয়সম্ভ্রম রহিত হইয়া বাস করিতে লাগিল॥ ৪০॥ এদিকে, দেবগণ দানবদিগকে পলায়িত দেখিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং বলাবল না বুঝিয়া সেই আশ্রমে গমন পূর্ব্বক দৈত্যদিগকে হনন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন কাব্যজননী নিবারণ করিলেও দেবগণ তাহার বাক্য না শুনিয়া আশ্রমস্থিত দৈত্যদিগকে হনন করিতে লাগিলেন॥ ৪১—৪২॥ সুরগণ, অসুরগণকে নিহত করিতেছে দর্শন করিয়া শুক্রজননী অতিশয় রুষ্টা হইয়া

ইন্দ্রং নিদ্রাজিতং দৃষ্ট্বা দীনং বিষ্ণুরভাষত।
মাং ত্বং প্রবিশ ভদ্রং তে নয়ে ত্বাঞ্চ সুরোত্তম ! ॥ ৪৫ ॥
এবমুক্তস্ততো বিষ্ণুং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ।
নির্ভয়ো গতনিদ্রশ্চ বভূব হরিরক্ষিতঃ ॥ ৪৬ ॥
রক্ষিতং হরিণা দৃষ্ট্বা শক্রং তত্র গতব্যথম্।
কাব্যমাতা ততঃ ক্রুদ্ধা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥
মঘবংস্ত্বাং ভক্ষয়ামি সবিষ্ণুং বৈ তপোবলাৎ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামীদৃশং মে তপোবলম্ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তৌ তু তয়া দেবৌ বিষ্ণ্বিন্দ্রৌ যোগবিদ্যয়া।
অভিভূতৌ মহাত্মানৌ স্তব্ধৌ তৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৪৯ ॥
বিস্মিতাস্তু তদা দেবা দৃষ্ট্বা তাবভিবাধিতৌ।
চক্রুঃ কিলকিলাশব্দং ততস্তে দীনমানসাঃ ॥ ৫০ ॥
ক্রোশমানান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং প্রাহ শচীপতিঃ।
বিশেষেণাভিভূতোঽস্মি ত্বত্তোঽহং মধুসূদন ! ॥ ৫১ ॥

সনিদ্রান্নিদ্রাযুক্তানিত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥
হে ইন্দ্র মাং প্রবিশ ত্বামহমন্যত্র নয়ে প্রাপয়ামি ভদ্রং তেঽস্তু তবেত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৮ ॥
যোগবিদ্যয়া তস্যা যোগজশক্ত্যা ॥ ৪৯—৫০ ॥

কহিলেন, আমি তপোবলে এক্ষণেই দেবগণকে নিদ্রাগত করিব ॥ ৪৩ ॥ তিনি এই বলিয়া নিদ্রাকে প্রেরণ করিলেন, নিদ্রা যাইয়া দেবদিগকে মোহিত করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিল। তখন দেবগণ ইন্দ্রের সহিত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মূকের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু, ইন্দ্রকে নিদ্রাদ্বারা পরিভূত ও দীন দর্শন করিয়া কহিলেন, সুরোত্তম ! তুমি আমাতে প্রবেশ কর; ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, আমি তোমাকে অন্যত্র লইয়া যাইব ॥ ৪৫ ॥ ইন্দ্র এইরূপে উক্ত হইয়া বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করিলেন। তখন হরিকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া পুরন্দর বিগতনিদ্র ও নির্ভয় হইলেন ॥ ৪৬ ॥ দেবরাজ, হরিরক্ষিত ও বিগতব্যথ হইল দেখিয়া কাব্যমাতা ক্রুদ্ধা হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ ইন্দ্র ! আমি আজ তপোবলে বিষ্ণুর সহিত তোমাকে ভক্ষণ করিব সমস্ত দেবগণ তাহা দর্শন করিবে। ইন্দ্র ! তুমি আমার তপোবল এইরূপই জানিবে ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! শুক্রমাতা এইরূপ কহিলে বিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়েই যোগবিদ্যায় অভিভূত ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ॥ ৪৯ ॥ দেবগণ তাহাদিগকে অত্যন্ত অভিভূত ও পীড়িত

জহ্যেনাং তরসা বিষ্ণো! যাবন্নৌ ন দহেৎ প্রভো!।
তপসা দর্পিতাং দুষ্টাং মা বিচারয় মাধব! ॥ ৫২ ॥
ইত্যুক্তো ভগবান্ বিষ্ণুঃ শক্রেণ ব্যথিতেন চ।
চক্রং সস্মার তরসা ঘৃণাং ত্যক্ত্বাথ মাধবঃ ॥ ৫৩ ॥
স্মৃতমাত্রং তু সম্প্রাপ্তং চক্রং বিষ্ণুবশানুগম্।
দধার চ করে ক্রুদ্ধো বধার্থং শক্রনোদিতঃ ॥ ৫৪ ॥
গৃহীত্বা তৎ করে চক্রং শিরশ্চিচ্ছেদ রংহসা।
হতাং দৃষ্ট্বা তু তাং শক্রো মুদিতশ্চাভবত্তদা ॥ ৫৫ ॥
দেবাশ্চাতীবসন্তুষ্টা হরিং জয় জয়েতি চ।
তুষ্টুবুর্মুদিতাঃ সর্ব্বে সঞ্জাতা বিগতজ্বরাঃ ॥ ৫৬ ॥
ইন্দ্রাবিষ্ণু তু সঞ্জাতৌ তৎক্ষণাদ্বিগতব্যথৌ।
স্ত্রীবধাচ্ছঙ্কমানৌ তু ভৃগোঃ শাপং দুরত্যয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে শুক্রাচার্য্যস্য মন্ত্রলাভার্থং মহাদেবসমীপগমনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অভিভূতোঽশক্তঃ ॥ ৫১—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং অত্যন্ত দীনমানস হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ শচীপতি, দেবগণকে আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, হে মধুসূদন! আমি আপনার অপেক্ষা বিশেষরূপে অভিভূত হইয়াছি ॥ ৫১ ॥ হে মাধব! আর বিচারের প্রয়োজন নাই এই তপোদর্পিতা দুষ্টা আমাদিগকে যাবৎ দগ্ধ না করে, তন্মধ্যেই সত্বর ইহাকে বিনাশ করুন ॥ ৫২ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু, অতিপীড়িত শক্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া স্ত্রীবধজনিত ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর সুদর্শনকে স্মরণ করিলেন ॥ ৫৩ ॥ বিষ্ণুর বশীভূত চক্র স্মরণ মাত্রেই উপস্থিত হইল; তখন ইন্দ্রের প্রবর্ত্তনায় ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ চক্র ধারণ করিলেন এবং গ্রহণানন্তর ক্রোধভরে সবেগে নিক্ষেপ করিয়া শুক্রমাতার শিরশ্ছেদ করিলেন। তদ্দর্শনে ইন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ দেবগণ ও বিগতসন্তাপ, হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া জয় জয় শব্দে হরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ ইন্দ্র ও বিষ্ণু তখন সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইলেন; কিন্তু, ভৃগুর নিদারুণ দুরতিক্রমণীয় শাপের কথা মনে করিয়া অত্যন্ত শঙ্কা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রলাভ জন্য মহাদেবসমীপগমন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তং দৃষ্ট্বা স্ত্রীবধং ঘোরং চুক্রোধ ভগবান্ ভৃগুঃ।
বেপমানোঽতিদুঃখার্ত্তঃ প্রোবাচ মধুসূদনম্ ॥ ১ ॥

ভৃগুরুবাচ।

অকৃতং তে কৃতং বিষ্ণো! জানন্ পাপং মহামতে!।
বধোঽয়ং বিপ্রজাতায়া মনসা কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥ ২ ॥
আখ্যাতস্ত্বং সত্ত্বগুণঃ স্মৃতো ব্রহ্মা চ রাজসঃ।
তথাসৌ তামসঃ শম্ভুর্ব্বিপরীতং কথং স্মৃতম্ ॥ ৩ ॥
তামসস্ত্বং কথং জাতঃ কৃতং কর্ম্মাতিনিন্দিতম্।
অবধ্যা স্ত্রী ত্বয়া বিষ্ণো! হতা কস্মান্নিরাগসা ॥ ৪ ॥
শপামি ত্বাং দুরাচারং কিমন্যৎ প্রকরোমি তে।
বিধুরোঽহং কৃতঃ পাপ! ত্বয়াহং শক্রকারণাৎ ॥ ৫ ॥

একোনষষ্টিশ্লোকৈস্তু বিষ্ণোঃ শাপাদনন্তরম্।
প্রেষিতা শুক্রসেবার্থং জয়ন্তীতি নিগদ্যতে ॥

ভৃগুপত্নীবধানন্তরং জাতং কৃত্যমাহ তং দৃষ্ট্বেতি ॥ ১ ॥

অকৃতমিতি। তে ত্বয়া অকৃতমকার্য্যং কৃতমিত্যর্থঃ। বিপ্রজাতায়া বিপ্রকন্যায়া অয়ং বধো মনসাপি কর্ত্তুমক্ষমঃ স ত্বয়া সাক্ষাৎ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কথং স্মৃতং কথং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৩—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ জনমেজয়! অনন্তর ভগবান্ ভৃগু বিষ্ণুর স্ত্রীবধরূপ নিদারুণ পাপকার্য্য দর্শন করিয়া ক্রোধে কম্পান্বিত হইতে লাগিলেন এবং অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া মধুসূদনকে কহিলেন ॥ ১ ॥ মধুসূদন! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ হইয়া এবং জানিয়া শুনিয়াও এই অকার্য্য করিলে; কি আশ্চর্য্য! এই বিপ্রকন্যার বধ একবার মনে ধারণ করিতেও সমর্থ হওয়া যায় না আর তুমি তাহা সাক্ষাৎ সম্পাদন করিলে ॥ ২ ॥ দেব! মহর্ষিগণ তোমাকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ব্রহ্মাকে রজোগুণযুক্ত এবং শম্ভুকে তমোগুণসম্পন্ন কহিয়া থাকেন, তবে এক্ষণে তাহার বিপরীত হইল কেন? ॥ ৩ ॥ তুমি কিজন্য তমোগুণযুক্ত হইয়া অতি নিন্দিত কর্ম্ম করিলে? বিষ্ণু! স্ত্রীজাতি অবধ্যা ইহা লোক-প্রসিদ্ধ, তবে বিনা অপরাধে এই অবলা নারীকে কেন বিনাশ করিলে ॥ ৪ ॥ তুমি অত্যন্ত নিন্দিত কার্য্যের

ন শপেঽহং তথা শক্রং শপে ত্বাং মধুসূদন ! ।
সদা ছলপরোঽসি ত্বং কীটযোনির্দুরাশয়ঃ ॥ ৬ ॥
যে চ ত্বাং সাত্ত্বিকং প্রাহুস্তে মূর্খা মুনয়ঃ কিল ।
তামসস্ত্বং দুরাচারঃ প্রত্যক্ষং মে জনার্দ্দন ! ॥ ৭ ॥
অবতারা মৃত্যুলোকে সন্তু মচ্ছাপসম্ভবাঃ ।
প্রায়ো গর্ভভবং দুঃখং ভুঙ্‌ক্ষ্ব পাপাজ্জনার্দ্দন ! ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ততস্তেনাথ শাপেন নষ্টে ধর্ম্মে পুনঃপুনঃ ।
লোকস্য চ হিতার্থায় জায়তে মানুষেষ্বিহ ॥ ৯ ॥

রাজোবাচ ।

ভৃগুভার্য্যা হতা তত্র চক্রেণামিততেজসা ।
গার্হস্থ্যঞ্চ পুনস্তস্য কথং জাতং মহাত্মনঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শপ্ত্বা হরিং রোষাত্তদাদায়শিরস্ত্বরন্ ।
কায়ে সংযোজ্য তরসা ভৃগুঃ প্রোবাচ কার্য্যবিৎ ॥ ১১ ॥

কীটযোনিঃ কৃষ্ণসর্প ইত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥
যৎ পৃষ্টং ভৃগুশাপঃ কথং জাত ইতি সা কথাত্র সমাপিতা তদুপসংহরতি ততস্তেনাথেতি। ধর্ম্মে নষ্টে সতীত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

আচরণ করিয়াছ; এক্ষণে আমি তোমার আর কি করিব? তোমায় অভিশাপ প্রদান করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা হইতেছে। পাপিষ্ঠ! তুমি ইন্দ্রের নিমিত্ত আমাকে অতিশয় দুঃখান্বিত ও কাতর করিয়াছ? আমি ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিব না, তুমি নিয়তই কপটভাব অবলম্বন এবং কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাক; তুমি অত্যন্ত দুষ্টাশয়, আমি তোমাকেই অভিশাপ প্রদান করিব ॥৫—৬॥ জনার্দ্দন! যে সকল মুনিগণ, তোমাকে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বলে তাহারা অতিশয় মূর্খ; তুমি যে অতিশয় দুরাচার অদ্য আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম ॥ ৭ ॥ বিষ্ণু! তুমি আমার অভিশাপে মর্ত্ত্যলোকে বহুবার অবতীর্ণ হইয়া পাপ-কর্ম্মের ফলস্বরূপ প্রায়ই গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু সেই শাপবশেই ধর্ম্মনষ্ট হইলে লোকের হিতের নিমিত্ত এই মনুষ্যলোকে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! তেজঃ-পুঞ্জশালি চক্রদ্বারা ভৃগুভার্য্যা তথায় নিহত হইলে সেই মহাত্মার পুনর্ব্বার গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম কিরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল? ॥ ১০ ॥

অদ্য ত্বাং বিষ্ণুনা দেবি ! হতাং সঞ্জীবয়াম্যহম্।
যদি কৃৎস্নো ময়া ধর্ম্মো জ্ঞায়তে চরিতোঽপি বা ॥ ১২ ॥
তেন সত্যেন জীবেত্ত যদি সত্যম্ব্রবীম্যহম্।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা মম তেজো বলং মহৎ ॥ ১৩ ॥
অদ্ভিস্তাং প্রোক্ষ্য শীতাভির্জীবয়ামি তপোবলাৎ।
সত্যং শৌচং তথা বেদা যদি মে তপসো বলম্ ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

অদ্ভিঃ সম্প্রোক্ষিতা দেবী সদ্যঃ সঞ্জীবিতা তদা।
উত্থিতা পরমপ্রীতা ভৃগোর্ভার্য্যা শুচিস্মিতা ॥ ১৫ ॥
ততস্তাং সর্ব্বভূতানি দৃষ্ট্বা সুপ্তোত্থিতামিব।
সাধু সাধ্বিতি তং তাং তু তুষ্টুবুঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ১৬ ॥
এবং সঞ্জীবিতা তেন ভৃগুণা বরবর্ণিনী।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দ্দেবাঃ সেন্দ্রা বিলোক্য তৎ ॥ ১৭ ॥

অদ্য ত্বামিতি বাক্যং বৌদ্ধস্ত্রীবিষয়ং প্রত্যক্ষায়াস্ত মৃতত্বাদিত্যুক্ত্বা মনসি সঙ্কল্পং করোতি যদীতি ॥ ১২ ॥

যদি সত্যমিতি। যদি চাহং সত্যম্ব্রবীমি তেন সত্যেন তেন ধর্ম্মাচরণেন চেয়ং জীবেদিতি মনসি সঙ্কল্পং কৃত্বা দেবান্ বদতি পশ্যন্ত্বিতি ॥ ১৩—১৫ ॥

তং ভৃগুম্। তাং তৎপত্নীম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! কার্য্যবিদ্ ভৃগু, রোষভরে হরিকে এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিয়া পরে সেই ছিন্ন মস্তক গ্রহণ করত সত্বর দেহোপরি সংযোজন পূর্ব্বক কহিলেন ॥১১॥ দেবি ! অদ্য বিষ্ণু তোমাকে নিহত করিয়াছেন, আমি তোমাকে এখনই জীবিত করিতেছি। যদি আমি সমস্ত ধর্ম্মই অবগত হইয়া থাকি, যদি আমি ধর্ম্মসমূহের আচরণ করিয়া থাকি, যদি আমি সততই সত্য কহিয়া থাকি, তবে সেই ধর্ম্মবলে তুমি জীবন লাভ কর। সমস্ত দেবতাগণ আমার তেজোবল দর্শন করুক। যদি আমার সত্য, বেদাধ্যয়ন ও বেদজ্ঞান থাকে, যদি আমার তপোবল থাকে, তবে তোমাকে অভিমন্ত্রিত শীতলজল দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া তপোবলে এইক্ষণেই জীবিত করিব ॥ ১২—১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ভৃগুকর্ত্তৃক বারিদ্বারা সম্প্রোক্ষিত হইয়া ভৃগুভার্য্যা তৎক্ষণাৎ জীবন লাভ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং পরমপ্রীতি লাভ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিলেন ॥১৫॥ তখন সমস্ত জীবগণ তাঁহাকে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় দর্শন করিয়া ভৃগুকে ও তাঁহাকে চারিদিক্ হইতে সাধু সাধু বলিয়া স্তব করিয়াছিল ॥ ১৬ ॥ রাজন্ ! এইরূপে সেই বরবর্ণিনী ভৃগু হইতে জীবন লাভ করিলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত

ইন্দ্রঃ সুরানথোবাচ মুনিনা জীবিতা সতী।
কাব্যস্তপ্ত্বা তপো ঘোরং কিং করিষ্যতি মন্ত্রবিৎ ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

গতা নিদ্রা সুরেন্দ্রস্য দেহেঽক্ষেমমভূন্নৃপ!।
স্মৃত্বা কাব্যস্য বৃত্তান্তং মন্ত্রার্থমতিদারুণম্ ॥ ১৯ ॥
বিমৃশ্য মনসা শক্রো জয়ন্তীং স্বসুতাং তদা।
উবাচ কন্যাং চার্ব্বঙ্গীং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২০ ॥
গচ্ছ পুত্রি! ময়া দত্তা কাব্যায় ত্বং তপস্বিনে।
সমারাধয় তন্বঙ্গি! মৎকৃতে তং বশং কুরু ॥ ২১ ॥
উপচারৈর্মুনিং তৈস্তৈঃ সমারাধ্য মনঃপ্রিয়ৈঃ।
ভয়ং মে তরসা গত্বা হর তত্র বরাশ্রমে ॥ ২২ ॥
সা পিতুর্ব্বচনং শ্রুত্বা তত্রাগচ্ছন্মনোরমা।
তমপশ্যদ্বিশালাক্ষী পিবন্তং ধূমমাশ্রমে ॥ ২৩ ॥
তস্য দেহং সমালোক্য স্মৃত্বা বাক্যং পিতুস্তদা।
কদলীদলমাদায় বীজয়ামাস তং মুনিম্ ॥ ২৪ ॥

কিং করিষ্যতীতি। প্রথমতোঽস্মাৎ ক্রোধেনৈব গতস্ততো মাতৃবধং শ্রুত্বা দ্বিগুণিত-ক্রোধেন কিং করিষ্যতি ন জানে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অক্ষেমমিতি চ্ছেদঃ। মন্ত্রার্থং মন্ত্রপ্রাপ্ত্যর্থমতিদারুণমধোমুখতয়া ধূমপানাদিকম্ ॥১৯-২১॥

হইলেন ॥ ১৭ ॥ তখন ইন্দ্র দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! এক্ষণে ত শুক্রজননী ভৃগুকর্ত্তৃক জীবন লাভ করিল; কিন্তু, শুক্রাচার্য্য ঘোরতর তপস্যা করিয়া মন্ত্রলাভ করিলে না জানি তিনি আমাদের কি অনিষ্ট সাধন করিবেন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরেন্দ্র! তখন দেবরাজের সেই নিদ্রারূপিণী মায়া বিগত হইলেও শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই অতি দারুণ তপস্যা-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তাঁহার দেহে অসুখের সঞ্চার হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥ অনন্তর, সুরপতি মনে মনে বিবেচনা করিয়া নিজতনয়া তন্বঙ্গী জয়ন্তীকে সম্বোধন পূর্ব্বক সস্মিত বচনে কহিলেন ॥ ২০ ॥ তনয়ে! আমি তোমাকে শুক্রাচার্য্যের সেবায় নিয়োজিত করিলাম, হে তন্বঙ্গি! তথায় গমন করিয়া আমার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত সেই তপশ্চারী শুক্রকে আরাধনা করিয়া বশীভূত কর। সেই উত্তম আশ্রমে সত্বর গমন করিয়া যে যে কার্য্য দ্বারা মুনির মন পরিতুষ্ট হইবে, সেই সেই প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা তুমি তাঁহার আরাধনা করিয়া আমার ভয় হরণ কর ॥২১—২২॥ সেই বিশালাক্ষী মনোরমা জয়ন্তী পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তথায় গমন করিল এবং তথায় উপস্থিত হইয়া

নির্ম্মলং শীতলং বারি সমানীয় সুবাসিতম্।
পানায় কল্পয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া লঘু ॥ ২৫ ॥
ছায়াং বস্ত্রাতপত্রেণ ভাস্করে মধ্যগে সতি।
রচয়ামাস তন্বঙ্গী স্বয়ং ধর্ম্মে স্থিতা সতী ॥ ২৬ ॥
ফলান্যানীয় দিব্যানি পক্কানি মধুরাণি চ।
মুমোচাগ্রে মুনেস্তস্য ভক্ষ্যার্থং বিহিতানি চ ॥ ২৭ ॥
কুশাঃ প্রাদেশমাত্রা হি হরিতাঃ শুকসন্নিভাঃ।
দধারাগ্রেঽথ পুষ্পাণি নিত্যকর্ম্মসমৃদ্ধয়ে ॥ ২৮ ॥
নিদ্রার্থং কল্পয়ামাস সংস্তরং পল্লবান্বিতম্।
তস্মিন্মুনৌ চাদরস্থা চকার ব্যজনং শনৈঃ ॥ ২৯ ॥
হাবভাবাদিকং কিঞ্চিদ্বিকারজননঞ্চ তৎ।
ন চকার জয়ন্তী সা শাপভীতা মুনেস্তদা ॥ ৩০ ॥
স্তুতিং চকার তন্বঙ্গী গীর্ভিস্তস্য মহাত্মনঃ।
সুভাষিণ্যনুকূলাভিঃ প্রীতিকর্ত্রীভিরপ্যুত ॥ ৩১ ॥
প্রবুদ্ধে জলমাদায় দধারাচমনায় চ।
মনোঽনুকূলং সততং কুর্ব্বন্তী ব্যচরত্তদা ॥ ৩২ ॥

তত্র গত্বা মে ভয়ং হরেত্যর্থঃ ॥ ২২—৩৫ ॥

দেখিতে পাইল যে, শুক্রাচার্য্য আশ্রমে তপস্যায় নিরত থাকিয়া ধূমপান করিতেছেন ॥ ২৩ ॥ শুক্রাচার্য্যের দেহ অবলোকন এবং পিতার বাক্য স্মরণ করিয়া জয়ন্তী কদলীদল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন ॥২৪॥ বুদ্ধিশালিনী জয়ন্তী অব্যগ্রা থাকিয়া নির্ম্মল, সুশীতল ও সুবাসিত বারি আনয়ন পূর্ব্বক পরম ভক্তি সহকারে তাঁহার পানের নিমিত্ত ধীরে ধীরে রাখিয়া দিতেন ॥ ২৫ ॥ সেই সুন্দরী জয়ন্তী স্বয়ং ধর্ম্মে নিযুক্তা থাকিয়া এইরূপে শুক্রাচার্য্যের সেবা করিতে লাগিলেন। যখন মার্ত্তণ্ডদেব মস্তকোপরি গমন করিতেন তখন বস্ত্র দ্বারা তাঁহার মস্তকোপরি আতপত্র রচনা করিয়া ছায়া করিয়া দিতেন॥২৬॥ মুনির ভক্ষণের নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত দিব্য সুপক্ক ও সুমধুর ফল সকল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিতেন ॥ ২৭ ॥ তাঁহার নিত্যকর্ম্ম সমাধানের নিমিত্ত শুকশরীরবৎ হরিদ্বর্ণ প্রাদেশ প্রমাণ কুশ এবং পুষ্প সকল তাঁহার অগ্রে রাখিয়া দিতেন ॥ ২৮ ॥ মুনির নিদ্রার নিমিত্ত কোমল পল্লব সকল দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া রাখিতেন এবং সেই মুনির প্রতি ভক্তিসমন্বিতা হইয়া বীজন করিতেন ॥ ২৯ ॥ জয়ন্তী মুনির অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া কখন হাবভাবাদি

ইন্দ্রোঽপি সেবকাংস্তত্র প্রেষয়ামাস চাতুরঃ।
প্রবৃত্তিং জ্ঞাতুকামো বৈ মুনেস্তস্য জিতাত্মনঃ ॥ ৩৩ ॥
এবং বহূনি বর্ষাণি পরিচর্য্যাপরাভবৎ।
নির্ব্বিকারা জিতক্রোধা ব্রহ্মচর্য্যপরা সতী ॥ ৩৪ ॥
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পরিতুষ্টো মহেশ্বরঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস কাব্যং প্রীতমনা হরঃ ॥ ৩৫ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

যচ্চ কিঞ্চিদপি ব্রহ্মন্! বিদ্যতে ভৃগুনন্দন!।
প্রতিপশ্যসি যৎ সর্ব্বং যচ্চ বাচ্যং ন কস্যচিৎ ॥ ৩৬ ॥
সর্ব্বাভিভাবকত্বেন ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং প্রজেশশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং দত্ত্বা বরান্ শম্ভুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
কাব্যস্তামথ সংবীক্ষ্য জয়ন্তীং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥

যচ্চ কিঞ্চিদিতি। হে ব্রহ্মন্! যচ্চ কিঞ্চিদপি বস্তু বিদ্যতে লোকে যচ্চ ত্বং প্রতিপশ্যসি চক্ষুষা যচ্চ কস্যচিৎ কস্যাপি বাচ্যং বচনবিষয়ো ন তস্য সর্ব্বস্যাভিভাবকত্বেন যুক্তস্ত্বং ভবিষ্যসীত্যর্থঃ। সর্ব্বজেতা ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৬—৪২ ॥

মনোবিকারজনক কার্য্য কিছুই করিতেন না ॥৩০॥ সেই সুভাষিণী, কৃশাঙ্গী, প্রীতিকর ও অনুকূল বাক্য দ্বারা মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের স্তুতি করিতেন ॥ ৩১ ॥ মুনিবর জাগরিত হইলে তাঁহার আচমনের নিমিত্ত জল লইয়া সম্মুখে ধারণ করিতেন। এইরূপে মুনির মনের অনুকূল আচরণ করিয়া জয়ন্তী সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ ভয়াতুর ইন্দ্রও সেই জিতেন্দ্রিয় মুনির প্রবৃত্তি জানিবার নিমিত্ত তথায় সেবকগণকে প্রেরণ করিতেন ॥ ৩৩ ॥ এইরূপে ক্রোধবর্জ্জিতা ও ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা ইন্দ্রতনয়া জয়ন্তী বহুকাল শুক্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা রহিলেন ॥ ৩৪ ॥ ক্রমে ক্রমে সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহাদেব পরিতুষ্ট ও প্রীতমনা হইয়া বর প্রদানের নিমিত্ত শুক্রাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে ব্রহ্মন্ ভৃগুনন্দন! এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তুমি নেত্রদ্বারা যাহা কিছু দেখিতেছ এবং যাহা কাহারও বচনগোচর নহে তুমি সেই সকলেরই অভিভাবক হইয়া প্রভুত্ব করিবে ও সর্ব্বজেতা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি সকল জীবগণেরই অবধ্য এবং প্রজাগণের ঈশ্বর ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৬—৩৭ ॥

কাসি কস্যাসি সুশ্রোণি ! ব্রূহি কিং তে চিকীর্ষিতম্।
কিমর্থমিহ সংপ্রাপ্তা কার্য্যং বদ বরোরু ! মে ॥ ৩৯ ॥
কিং বাঞ্ছসি করোম্যদ্য দুষ্করং চেৎ সুলোচনে ! ।
প্রীতোঽস্মি ত্বৎকৃতেনাদ্য বরং বরয় সুব্রতে !* ॥ ৪০ ॥
ততঃ সা তু মুনিং প্রাহ জয়ন্তী মুদিতাননা।
চিকীর্ষিতং মে ভগবংস্তপসা জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৪১ ॥

কাব্য উবাচ।

জ্ঞাতং ময়া তথাপি ত্বং ব্রূহি যন্মনসেপ্সিতম্।
করোমি সর্ব্বথা ভদ্রং প্রীতোঽস্মি পরিচর্য্যয়া ॥ ৪২ ॥

জয়ন্ত্যুবাচ।

শক্রস্যাহং সুতা ব্রহ্মন্ ! পিত্রা তুভ্যং সমর্পিতা।
জয়ন্তী নামতশ্চাহং জয়ন্তাবরজা মুনে ! ॥ ৪৩ ॥

জয়ন্তস্যাবরজা কনিষ্ঠভগিনী ॥ ৪৩—৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবদেব শম্ভু এইরূপ বর প্রদান পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে সুশ্রোণি ! তুমি কে? কাহার কন্যা? তোমার মনের অভিলাষ কি? কি নিমিত্ত তুমি এখানে আগমন করিয়াছ? হে বামোরু ! তোমার কার্য্য কি তাহা বল ॥৩৮—৩৯॥ হে সুলোচনে ! আমি তোমার কার্য্যে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি, তুমি আমার নিকট কি বাঞ্ছা করিতেছ? হে সুব্রতে ! তুমি বর প্রার্থনা কর, অত্যন্ত দুষ্কর হইলেও তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৪০ ॥ ইহা শুনিয়া জয়ন্তীর মুখপদ্ম প্রফুল্লিত হইল, তখন সুব্রতা বালা বিনয় নম্রবচনে তপোধনকে কহিল, ভগবন্ ! আমার মনোরথ আপনি তপোবলে অবগত হউন ॥ ৪১ ॥

কাব্য কহিলেন, আমি তোমার মনোভাব জানিয়াছি, তথাপি তুমি বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়া বল, সর্ব্বথা তোমার মঙ্গল সম্পাদন করিব, আমি তোমার পরিচর্য্যায় অত্যন্ত প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়াছি ॥ ৪২ ॥

জয়ন্তী কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি ইন্দ্রের কন্যা জয়ন্তের কনিষ্ঠা ভগিনী; পিতা আমাকে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি আপনাতে সকামা হইয়াছি একণে আপনি আমার

---

* তপসা তব তক্ত্যা চ মনো মে প্রবনীকৃতম্। বরং বরয় সুশ্রোণি ! তুষ্টোঽস্মি প্রদদামি তে ॥
ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

সকামাস্মি ত্বয়ি বিভো ! বাঞ্ছিতং কুরু মেঽধুনা।
রংস্যে ত্বয়া মহাভাগ ! ধর্ম্মতঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৪ ॥

শুক্র উবাচ।

ময়া সহ ত্বং সুশ্রোণি ! দশ বর্ষাণি ভমিনি ! ।
সর্ব্বৈর্ভূতৈরদৃশ্যা চ রমস্বেহ যদৃচ্ছয়া ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবমুক্ত্বা গৃহং গত্বা জয়ন্ত্যাঃ পাণিমুদ্বহন্।
তয়া সহাবসদ্দেব্যা দশবর্ষাণি ভার্গবঃ ॥ ৪৬ ॥
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মায়য়া সংবৃতঃ প্রভুঃ।
দৈত্যাস্তমাগতং শ্রুত্বা কৃতার্থং মন্ত্রসংযুতম্ ॥ ৪৭ ॥
অভিজগ্মুর্গৃহে তস্য মুদিতাস্তে দিদৃক্ষবঃ।
নাপশ্যন্ রমমাণং তে জয়ন্ত্যা সহ সংযুতম্ ॥ ৪৮ ॥
তদা বিমনসঃ সর্ব্বে জাতা ভগ্নোদ্যমাশ্চ তে।
চিন্তাপরাতিদীনাশ্চ বীক্ষমাণাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৯ ॥
অদৃষ্ট্বা তং সুসংবৃতং প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্।
স্বগৃহান্ দৈত্যবর্য্যাস্তে চিন্তাবিষ্টা ভয়াতুরাঃ ॥ ৫০ ॥

চিন্তাপরাশ্চ তেঽতিদীনাশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

বাঞ্ছা পূরণ করুন। হে মহাভাগ ! আমি ধর্ম্মানুসারে প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে আপনার সহিত রমণ করিব ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ৪৩—৪৪ ॥

শুক্রাচার্য্য কহিলেন, নিতম্বিনি ! তুমি দশ বৎসর কাল সকল ভূতের অদৃশ্য হইয়া যদৃচ্ছায় আমার সহিত রমণ কর ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ ! ভার্গব শ্রেষ্ঠ কাব্য এইরূপ কহিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক জয়ন্তীর পাণি গ্রহণ করিলেন এবং মায়ায় সংবৃত ও জীবগণের অদৃশ্য থাকিয়া সেই দেবীর সহিত দশ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে শুক্রাচার্য্য মন্ত্রলাভ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া গৃহে আগত হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তদীয় গৃহে অভিগমন করিল। কিন্তু, তিনি জয়ন্তীর সহিত রমণ করিতেছিলেন, অতএব অসুরগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না ॥ ৪৬—৪৮ ॥ তখন তাহারা অত্যন্ত বিমনা ও ভগ্নোদ্যম হইয়া, চিন্তান্বিত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া পুনঃপুন তাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ মায়াসংবৃত শুক্রাচার্য্যকে দেখিতে না পাইয়া

রমমাণং তথা জ্ঞাত্বা শক্রঃ প্রোবাচ তং গুরুম্।
বৃহস্পতিং মহাভাগং কিং কর্ত্তব্যমিতঃপরম্ ॥ ৫১ ॥
গচ্ছাদ্য দানবান্ ব্রহ্মন্ মায়য়া ত্বং প্রলোভয়।
অস্মাকং কুরু কার্য্যং ত্বং বুদ্ধ্যা সঞ্চিন্ত্য মানদ ! ॥ ৫২ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং কাব্যং রমমাণং সুসংবৃতম্।
জ্ঞাত্বা তদ্রূপমাস্থায় দৈত্যান্ প্রতি যযৌ গুরুঃ ॥ ৫৩ ॥
গত্বা তত্রাতিভক্ত্যাসৌ দানবান্ সমুপাহ্বয়ৎ।
আগতাস্তেঽসুরাঃ সর্ব্বে দদৃশুঃ কাব্যমগ্রতঃ ॥ ৫৪ ॥
প্রণম্য সংস্থিতাঃ সর্ব্বে কাব্যং মত্বাতিমোহিতাঃ।
ন বিদুস্তে গুরোর্ম্মায়াং কাব্যরূপবিভাবিনীম্ ॥ ৫৫ ॥
তানুবাচ গুরুঃ কাব্যরূপঃ প্রচ্ছন্নমায়য়া।
স্বাগতং মম যাজ্যানাং প্রাপ্তোঽহং বো হিতায় বৈ ॥ ৫৬ ॥
অহং বো বোধয়িষ্যামি বিদ্যাং প্রাপ্তামমায়য়া।
তপসা তোষিতঃ শম্ভুর্যুষ্মৎকল্যাণহেতবে ॥ ৫৭ ॥

সুসংবৃতং মায়য়া আচ্ছন্নম্ ॥ ৫০—৫২ ॥
সুসংবৃতং মায়য়া আচ্ছন্নং তদ্রূপং শুক্রাচার্য্যরূপমাস্থায়াশ্রিত্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥

দৈত্যগণ চিন্তাবিষ্ট ও ভয়াতুর হইয়া আপন আপন ভবনে প্রত্যাগমন করিল ॥ ৫০ ॥ এদিকে শুক্রাচার্য্যকে জয়ন্তীর সহিত ক্রীড়াসক্ত জানিয়া দেবরাজ মহাভাগ সুরগুরু বৃহস্পতিকে কহিলেন, গুরো! অতঃপর আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য তাহা করুন ॥ ৫১ ॥ ব্রহ্মন্! আপনি অদ্য দানবগণের নিকট গমন করুন, হে মানদ! যাহাতে মান রক্ষা হয় তাহা করিবেন, আপনি দৈত্যগণকে মায়াজালে মুগ্ধ করিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক আমাদের কার্য্য করুন ॥ ৫২ ॥ বৃহস্পতি ইন্দ্র বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং কাব্যকে মায়াসংবৃত ও জয়ন্তীর সহিত রমমাণ জানিয়া শুক্রাচার্য্যের রূপধারণ পূর্ব্বক দৈত্যদিগের নিকটে গমন করিলেন ॥ ৫৩ ॥ সেইখানে গমন পূর্ব্বক বৃহস্পতি অতি আদরের সহিত দৈত্যদিগকে আহ্বান করিলেন। তখন অসুরগণ আগমন করিয়া শুক্রাচার্য্যকে সম্মুখে দেখিতে পাইল ॥ ৫৪ ॥ তাহারা অতিশয় আহ্লাদে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে কাব্য মনে করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক অগ্রে অবস্থিত রহিল, কিন্তু তাহা যে কাব্যরূপধারিণী বৃহস্পতির মায়া তাহা তাহারা জানিতে পারিল না ॥ ৫৫ ॥ তখন মায়ায় প্রচ্ছন্ন কাব্যরূপী সুরগুরু দৈত্যদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের কুশল ত? আমি তোমাদের হিতের নিমিত্তই আগমন করিয়াছি ॥ ৫৬ ॥ তোমাদের কল্যাণের নিমিত্ত আমি দুষ্কর তপস্যা দ্বারা শম্ভুকে সন্তুষ্ট করিয়া

তচ্ছ্রুত্বা প্রীতমনসো জাতাস্তে দানবোত্তমাঃ।
কৃতকার্য্যং গুরুং মত্বা জহৃষুস্তে বিমোহিতাঃ ॥ ৫৮ ॥
প্রণেমুস্তে মুদা যুক্তা নিরাতঙ্কা গতব্যথাঃ।
দেবেভ্যশ্চ ভয়ং ত্যক্ত্বা তস্থুঃ সর্ব্বে নিরাময়াঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুং প্রতি ভৃগুশাপকথনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

বিদ্যাং প্রাপ্তাং সদাশিবাদিত্যর্থাৎ ॥ ৫৭—৫৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

যে বিদ্যালাভ করিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে নিষ্কপটে বুঝাইয়া দিব ॥ ৫৭ ॥ তাহা শুনিয়া দানবোত্তমগণ প্রীতমনা হইল এবং গুরু কৃতকার্য্য হইয়াছেন মনে করিয়া আহ্লাদে বিমোহিত হইল ॥ ৫৮ ॥ তাহারা হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং নিরাতঙ্ক ও গতব্যথ হইয়া দেবগণ হইতে ভয়ের আশঙ্কা পরিহার পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দ মানসে বাস করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুশাপ কথন নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥
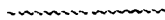
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

কিং কৃতং গুরুণা পশ্চাদ্ভৃগুরূপেণ তিষ্ঠতা।
ছলেনৈব হি দৈত্যানাং পৌরোহিত্যেন ধীমতা ॥ ১ ॥
গুরুঃ সুরাণামনিশং সর্ব্ববিদ্যানিধিস্তথা।
সুতোঽঙ্গিরস এবাসৌ স কথং ছলকৃন্মুনিঃ ॥ ২ ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু সর্ব্বেষু সত্যং ধর্ম্মস্য কারণম্।
কথিতং মুনিভির্যেন পরমাত্মাপি লভ্যতে ॥ ৩ ॥
বাচস্পতিস্তথা মিথ্যাবক্তা চেদ্দানবান্ প্রতি।
কঃ সত্যবক্তা সংসারে ভবিষ্যতি গৃহাশ্রমী ॥ ৪ ॥
আহারাদধিকং ভোজ্যং ব্রহ্মাণ্ডবিভবেঽপি ন।
তদর্থং মুনয়ো মিথ্যা প্রবর্ত্তন্তে কথং মুনে! ॥ ৫ ॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্ণোক্ত দেবানাং গুরুণা তথা।
শুক্ররূপেণ তে দৈত্যা বঞ্চিতা ইতি কথ্যতে॥

ইত্থং দেবগুরুণা শুক্রাচার্য্যরূপেণ দৈত্যেষু সন্তোষিতেষু তদনন্তরং জাতং বৃত্তং পৃচ্ছতি কিং কৃতমিতি। ভৃগুরূপেণ লক্ষণয়া ভৃগুপুত্ররূপেণেত্যর্থঃ। ছলেন কপটেন দৈত্যানাং সম্বন্ধিপৌরহিত্যেন যুক্তেনেতি শেষঃ ॥ ১ ॥
ইত্যেকং প্রশ্নং কৃত্বা দ্বিতীয়ং প্রশ্নমাহ গুরুঃ সুরাণামিতি। ন হি মুনেশ্ছলকর্ত্তৃত্বং যুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রেষ্বিতি। যেন সত্যেন পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম লভ্যতে প্রাপ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মেতি ॥ ৩—৪ ॥

রাজা কহিলেন, ঋষিবর! বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি অসুরগৃহে শুক্ররূপে বাস করিয়া এবং ছল পূর্ব্বক দৈত্যগণের পৌরহিত্যে ব্রতী হইয়া কি করিয়াছিলেন? ॥ ১ ॥ মুনে! বৃহস্পতি সুরগণের গুরু, তিনি সর্ব্বদাই বেদাদির আলোচনা করিয়া থাকেন, বিশেষত তিনি অঙ্গিরা মহর্ষির পুত্রও স্বয়ং মুনি; এবংবিধ গুণসম্পন্ন হইয়াও তিনি কিরূপে ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন? ॥ ২ ॥ মুনিগণ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই কহিয়াছেন যে, সত্যই ধর্ম্মের কারণ এবং সত্য হইতেই পরমাত্মা লাভ হইয়া থাকে; তবে বৃহস্পতি যখন দৈত্যগণের নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন সংসারে কোন্ গৃহাশ্রমী সত্যবক্তা হইবে? মুনিবর! এ বিষয়ে আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ৩—৪ ॥ যদি বলেন লোভে লোক

শব্দপ্রমাণমুচ্ছেদং শিষ্টাভাবে গতং ন কিম্।
ছলকর্ম্মপ্রবৃত্তে বাঽবিগীতত্বং গুরৌ কথম্॥ ৬॥
দেবাঃ সত্ত্বসমুদ্ভূতা রাজসা মানবাঃ স্মৃতাঃ।
তির্য্যঞ্চস্তামসাঃ প্রোক্তা উৎপত্তৌ মুনিভিঃ কিল॥ ৭॥
অমরাণাং গুরুঃ সাক্ষান্মিথ্যাবাদী স্বয়ং যদি।
তদা কঃ সত্যবক্তা স্যাদ্রাজসস্তামসঃ পুনঃ॥ ৮॥
ক্ব স্থিতিস্তস্য ধর্ম্মস্য সন্দেহোঽয়ং মহান্ মম।
কা গতিঃ সর্ব্বজন্তূনাং মিথ্যাভূতে জগত্ত্রয়ে॥ ৯॥
হরির্ব্রহ্মা শচীকান্তস্তথান্যে সুরসত্তমাঃ।
সর্ব্বে ছলবিধৌ দক্ষা মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা॥ ১০॥

নন্বু লোভার্থমসত্যবক্তা জাত ইতি চেত্তত্রাহ আহারাদধিকমিতি। অতিলোভেন বহুতরে ধনে সম্পাদিতেঽপি আহারাদধিকমন্নং কেঽপি ন ভোক্ষ্যন্তি। আহারপরিপূর্ত্তি-পর্য্যন্তং তু প্রারব্ধং দাস্যত্যেবেতি জ্ঞাত্বা কিমর্থং ব্যর্থায়ুঃক্ষপণার্থং লোভং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ॥৫॥
কিঞ্চাবিগীতশিষ্টা হিতকারিণো হ্যাপ্তাস্তেষাং বাক্যং প্রমাণমিত্যাপ্তবাক্যমাগম ইত্যস্যার্থঃ। তত্র মহতাং সর্ব্বেষামেবমাচরণে কাবিগীতত্বমনিন্দিতত্বং তিষ্ঠতি তদভাবে কাপ্তস্তদভাবে শব্দপ্রমাণমুচ্ছেদং নাশং প্রতি কথং ন গতমিত্যাহ শব্দপ্রমাণমিতি। অবিগীতত্ব-মিতি। অবিগীতত্বাভাবেঽনিন্দিতত্বাভাবে শিষ্টত্বস্যাপ্যভাবো যতোঽবিগীতত্বস্যৈব শিষ্টত্বাৎ॥৬॥

অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাও যথার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে না; কারণ, এই অখিলব্রহ্মাণ্ডে যদি কাহারও ঐশ্বর্য্য হয় তথাপি তাহার আহার পূরণ ব্যতিরেকে আর কিছুই প্রয়োজন হয় না, অতএব সেই লোভ নিমিত্ত মুনিগণ কেন মিথ্যায় প্রবৃত্ত হইবেন?॥ ৫॥ মুনীশ্বর! পুরাতন শিষ্ট মুনিগণ যে শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার বাচকপদার্থ অবশ্যই আছে, এইরূপ বিশ্বাসে পণ্ডিতগণ প্রমাণের মধ্যে শিষ্টপ্রযুক্ত শব্দকে এক প্রমাণ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন, এক্ষণে দেখিতেছি শিষ্ট ব্যক্তির অভাবে সেই শব্দ প্রমাণ উচ্ছিন্ন হইয়া গেল? কারণ, ছলকার্য্য-নিরত বৃহস্পতিতে গর্হিত কার্য্য বর্ত্তমান থাকায় তাহার আর শিষ্টত্ব কোথায়?॥ ৬॥ উৎপত্তি বিষয়ে মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, দেবগণ সত্ত্বগুণ হইতে, মানবগণ রজোগুণ হইতে এবং তীর্য্যগ্‌গণ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৭॥ তবে, সেই সত্ত্বগুণাশ্রিত যিনি দেবগণের সাক্ষাৎ গুরু তিনিও যদি স্বয়ং মিথ্যাবাদী হইলেন তবে আর রাজস ও তামসগণের মধ্যে কে সত্যবাদী হইবে?॥ ৮॥ কি আশ্চর্য্য! যদি সমস্ত বিশ্বই মিথ্যায় আচ্ছন্ন হইল, তবে সনাতন ধর্ম্মের স্থান কোথায়? এবং সমস্ত জীবগণেরই বা কি গতি? মুনিবর! এ বিষয়ে আমার মহৎ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে॥ ৯॥ যখন ভগবান্ হরি, ব্রহ্মা ও শচীপতি, এবং অন্যান্য সুরসত্তমগণ সকলেই কাপট্য কর্ম্মে দক্ষ হইলেন, তবে স্বল্পসত্ত্ব ও স্বল্পবুদ্ধি মানবগণের পক্ষে আর কি কথা

কামক্রোধাভিসন্তপ্তা লোভোপহতচেতসঃ।
ছলে দক্ষাঃ সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ১১ ॥
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ বিশ্বামিত্রো গুরুস্তথা।
এতে পাপরতাঃ কাত্র গতির্ধর্ম্মস্য মানদ ! ॥ ১২ ॥
ইন্দ্রোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা বেধাঃ পরদারাভিলম্পটাঃ।
আর্য্যত্বং* ভুবনেষেষু স্থিতং কুত্র মুনে ! বদ ॥ ১৩ ॥
বচনং কস্য মন্তব্যমুপদেশধিয়াঽনঘ ! ।
সর্ব্বে লোভাভিভূতাস্তে দেবাশ্চ মুনয়স্তদা ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

কিং বিষ্ণুঃ কিং শিবো ব্রহ্মা মঘবা কিং বৃহস্পতিঃ।
দেহবান্ প্রভবত্যেব বিকারৈঃ সংযুতস্তদা ॥ ১৫ ॥
রাগী বিষ্ণুঃ শিবো রাগী ব্রহ্মাপি রাগসংযুতঃ।
রাগবান্ কিমকৃত্যং বৈ ন করোতি নরাধিপ !† ॥ ১৬ ॥

তদুচ্ছেদমেব দ্রঢ়য়তি দেবাঃ সত্ত্বসমুদ্ভূতা ইতি ॥ ৭—১২ ॥
আর্য্যত্বং শিষ্টত্বম্ ॥ ১৩—১৪ ॥
ইতি জনমেজয়বাক্যং শ্রুত্বা ব্যাসস্তদুক্তমেব স্থাপয়তি কিং বিষ্ণুরিতি। বিষ্ণুর্ব্বাস্তু ব্রহ্মা-বাস্তু যো যো দেহবান্ স পূর্ব্বোক্তদোষরূপবিকারৈর্যুক্ত এব ভবতি নান্যথেত্যন্বয়ঃ ॥১৫-১৬॥

আছে ? ॥১০॥ হে মানদ ! যখন সকল সুরগণ, বশিষ্ঠ, বামদেব, বিশ্বামিত্র ও বৃহস্পতি প্রভৃতি তপোধন মুনিগণও কামক্রোধে অভিভূত, লোভে বিনষ্টচিত্ত, ছলকর্ম্মে দক্ষ ও পাপে নিরত, তখন ধর্ম্মের আর কি গতি আছে ? ॥ ১১—১২ ॥ হায় ! যখন ইন্দ্র, অগ্নি, চন্দ্রমা, বিধাতা ইহাঁরাও কামের উৎকট প্রলোভনে অভিভূত হইয়া পরদারাসক্ত, তখন এই অখিল ভুবন মধ্যে শিষ্টতা আর কোথায় থাকিবে ? ॥ ১৩ ॥ হে বিমলাত্মন্ ! যখম সমস্ত দেবগণ ও মুনিগণ লোভে অভিভূত হইলেন তবে আর কাহার বাক্য উপদেশ স্বরূপে গ্রহণ করিব ॥ ১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ইন্দ্রই হউন, বৃহস্পতিই হউন, ব্রহ্মাই হউন, বিষ্ণুই হউন অথবা মহাদেবই হউন যিনি দেহ ধারণ করিবেন, তাঁহাকেই পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কার ও লোভাদি বিকারদোষে সংস্পৃষ্ট হইতে হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥ মহারাজ ! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব

---

* আপ্তত্বং। ইতি বা পাঠঃ।
† দেহী দেহগুণৈর্যুক্তঃ কিং চিত্রং নৃপতেঽত্র বৈ। নির্গুণঃ পরমাত্মাসৌ বিদেহঃ পরমঃ পরঃ।
ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

রাগবানপি চাতুর্য্যাদ্বিদেহ ইব লক্ষ্যতে।
সম্প্রাপ্তে সঙ্কটে সোঽপি গুণৈঃ সম্বাধ্যতে কিল।
কারণাদ্রহিতং কার্য্যং কথং ভবিতুমর্হতি ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং গুণা এব হি কারণম্।
পঞ্চবিংশৎসমুদ্ভূতা দেহাস্তেষাং ন চান্যথা ॥ ১৮ ॥
কালে মরণধর্ম্মাস্তে সন্দেহঃ কোঽত্র তে নৃপ!।
পরোপদেশে বিস্পষ্টং শিষ্টাঃ সর্ব্বে ভবন্তি চ ॥ ১৯ ॥
বিপ্লুতির্হি বিশেষেণ স্বকার্য্যে সমুপস্থিতে।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভদ্রোহাহঙ্কারমৎসরাঃ ॥ ২০ ॥
দেহবান্ কঃ পরিত্যক্তুমীশো ভবতি তান্ পুনঃ।
সংসারোঽয়ং মহারাজ! সদৈবেবংবিধঃ স্মৃতঃ ॥ ২১ ॥
নান্যথা প্রভবত্যেব শুভাশুভময়ঃ কিল।
কদাচিদ্ভগবান্বিষ্ণুস্তপশ্চরতি দারুণম্ ॥ ২২ ॥

চাতুর্য্যাদিতি। ধৌর্ত্ত্যাদিত্যর্থঃ। কথং ধৌর্ত্ত্যাদিতি জ্ঞাতমিতি চেত্তত্রাহ সম্প্রাপ্তে ইতি। সঙ্কটস্য প্রসঙ্গে তস্য ধৌর্ত্ত্যং বহির্নিঃসরতীত্যর্থঃ। দৃষ্টাশ্চৈবং বহুবিধাঃ পরোপদেশে চতুরাঃ স্বয়মেকান্তে কামিনীকজ্জলবিষদিগ্ধকটাক্ষশরেণ তাড়িতা মোহিতা জাতা এবেতি ভাবঃ। ইদং রাজন্নাশ্চর্য্যং কিন্তু স্বভাব এব সর্ব্বেষামিত্যাহ কারণাদ্রহিতমিতি। গুণত্রয়ং হি সর্ব্বেষাং কারণম্। তস্য গুণত্রয়স্য প্রারব্ধবশত উপচয়াপচয়ে সতি ক্বচিৎ কদাচিৎ কস্যচিদপি বিষয়াচরণং ভবত্যেব নহি কারণাদ্রহিতং কার্য্যং কদাপি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥
পঞ্চবিংশৎসমুদ্ভূতা আর্ষপ্রয়োগঃ। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বসমুদ্ভূতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

ইহাঁরা সকলেই বিষয়ানুরাগী; অতএব অনুরাগী ব্যক্তি কোন্ অকার্য্য সাধন করিতে না পারে? ॥ ১৬ ॥ হে নরেন্দ্র! অনুরাগী ব্যক্তি চাতুর্য্যবশে কেবল মুক্তের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন; কিন্তু, সঙ্কটস্থল উপস্থিত হইলে তখন স্ব স্ব গুণ দ্বারা তাঁহার ধূর্ত্ততা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন তিনি গুণের বশীভূত কার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব, তদ্বিষয়ে গুণত্রয়কেই কারণ বলিয়া জানিবেন যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কদাপি কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও গুণত্রয়ই কারণ; যেহেতু তাঁহাদের দেহ সকলও প্রধান মহত্তত্ত্বাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥ নৃপবর! ব্রহ্মাদিও মরণ ধর্ম্মশীল অতএব তাহাতে আর আপনার সন্দেহ কি? আপনি জানিবেন যে, সকলেই পরের উপদেশ প্রদান সময়ে উত্তমরূপেই শিষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বকার্য্য উপস্থিত হইলেই স্বভাবের বিপ্লব ঘটিয়া যায়; তখন তাহার কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যাদি সকলেই উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে ॥ ১৯—২০ ॥

কদাচিদ্বিবিধান্ যজ্ঞান্ বিতনোতি সুরাধিপঃ।
কদাচিত্তু রমারঙ্গরঞ্জিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥
রমতে কিল বৈকুণ্ঠে তদ্বশস্তরুণো বিভুঃ।
কদাচিদ্দানবৈঃ সার্দ্ধং যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ২৪ ॥
করোতি করুণাসিন্ধুস্তদ্বাণপীড়িতো ভৃশম্।
কদাচিজ্জয়মাপ্নোতি দৈবাৎ সোঽপি পরাজয়ম্ ॥ ২৫ ॥
সুখদুঃখাভিভূতোঽসৌ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
শেষে শেতে কদাচিদ্বৈ যোগনিদ্রাসমাবৃতঃ ॥ ২৬ ॥
কালে জাগর্ত্তি বিশ্বাত্মা স্বভাবপ্রতিবোধিতঃ।
শর্ব্বো ব্রহ্মা হরিশ্চৈত ইন্দ্রাদ্যা যে সুরাস্তথা ॥ ২৭ ॥
মুনয়শ্চ বিনির্ম্মাণৈঃ স্বায়ুষো বিচরন্তি হি।
নিশাবসানে সঞ্জাতে* জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২৮ ॥
বর্ত্ততে নাত্র সন্দেহো নৃপ! কিঞ্চিৎ কদাপি চ।
স্বায়ুষোঽন্তে পদ্মজাদ্যাঃ ক্ষয়মিচ্ছন্তি পার্থিব! ॥ ২৯ ॥

বিপ্লুতিরিতি। স্বকার্য্যে প্রাপ্তে সর্ব্বেষাং বিপ্লুতিঃ স্বভাবচ্যুতির্ভবতীত্যর্থঃ। অনুপদমেবেতদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২০—২২ ॥

কালবশেন গুণব্যত্যয়মেব দেবাদিষু দর্শয়তি কদাচিদিতি। রমারঙ্গেণ রঞ্জিত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—৩০ ॥

কোনও দেহবান্ ব্যক্তি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। মহারাজ! মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, এই সংসার সর্ব্বদাই এইরূপে চলিয়া আসিতেছে ॥ ২১ ॥ এই শুভাশুভময় সংসার কথনই অন্য ভাব প্রাপ্ত হয় না, ইহা একরূপেই চলিয়া আসিতেছে। দেখুন, ভগবান্ বিষ্ণু কথনও নিদারুণ তপশ্চরণ করিতেছেন; দেবরাজ ইন্দ্রও কখন বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর দেখুন, পরমপ্রভু লীলাময় বিষ্ণু কথনও কমলার কমনীয় বিলাসরঙ্গতরঙ্গে রঞ্জিতচিত্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে বিহার করিয়া থাকেন, আবার কথনও করুণাসিন্ধু হইয়াও দুর্জ্জয় দানবগণের সহিত অতি দারুণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদের শরজালে অতীব পীড়িত হইয়া থাকেন, কখন বা জয়লাভ করেন এবং কখনও বা দৈববশে পরাজিত হইয়া থাকেন; তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই সুখদুঃখের বশীভূত হন সন্দেহ নাই। মহারাজ! সেই নারায়ণ কথনও বিশ্বসংসারকে নিজ কুক্ষিমধ্যে রক্ষা করত যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া শেষশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন আবার যথাকালে প্রকৃতি দ্বারা প্রতিবোধিত হইয়া জাগরিত হইয়া থাকেন। রাজন্! অধিক কি বলিব এই বিশ্বসংসারে মহেশ্বর, ব্রহ্মা, হরি, ইন্দ্রাদি

---

* আত্মনা নীয়তে সর্ব্বম্। ইতি বা পাঠঃ॥

প্রভবন্তি পুনর্ব্বিষ্ণুহরশক্রাদয়ঃ সুরাঃ।
তস্মাৎ কামাদিকান্ ভাবান্ দেহবান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩০ ॥
নাত্র তে বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ কদাচিদপি পার্থিব!।
সংসারোঽয়ন্তু সন্দিগ্ধঃ কামক্রোধাদিভির্নৃপ! ॥ ৩১ ॥
দুর্ল্লভস্তদ্বিনির্ম্মুক্তঃ পুরুষঃ পরমার্থবিৎ।
যো বিভেতীহ সংসারে স দারান্ন করোত্যপি ॥ ৩২ ॥
বিমুক্তঃ সর্ব্বসঙ্গেভ্যো বিচরত্যবিশঙ্কিতঃ।
তস্মাদ্বৃহস্পতের্ভার্য্যা শশিনা লম্ভিতা পুনঃ ॥ ৩৩ ॥
গুরুণা লম্ভিতা ভার্য্যা তথা ভ্রাতুর্যবীয়সঃ।
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্রাগলোভাদিভির্বৃতঃ ॥ ৩৪ ॥
গার্হস্থ্যঞ্চ সমাস্থায় কথং মুক্তো ভবেন্নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন হিত্বা সংসারসারতাম্।
আরাধয়েন্মহেশানীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৩৫ ॥

সন্দিগ্ধঃ সম্যগ্দিগ্ধো যুক্তঃ ॥ ৩১—৩২ ॥
তস্মাদিতি। গুণত্রয়বদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ লম্ভিতোপভুক্তেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥
ভ্রাতুর্যবীয়স ইতি। উতথ্যো জ্যেষ্ঠো বৃহস্পতির্ম্মধ্যম আনর্ত্তঃ কনিষ্ঠস্তস্য ভার্য্যা গুরুণা লম্ভিতা ভুক্তেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
গার্হস্থ্যং সংসারাসক্তিমিত্যর্থঃ। ন হি সংসারাসক্তঃ সন্ সংসারান্মুক্তো ভবেৎ তস্মাৎ সংসারাসক্তিং বিহায় সংসারনাশায়োদ্যোগঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। তথাচ যে সংসারাসক্তিরহি-

সুরগণ ও মুনিগণ সকলেই নিজ নিজ আয়ুর পরিমাণ কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। প্রলয়কালের অবসান হইলে নষ্টপ্রায় এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয় তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। হে রাজন্! নিজ নিজ আয়ুর অবসানে ব্রহ্মাদি সকলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥ ২২—২৯ ॥ আবার যথা সময়ে বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি সুরগণ দেহধারী হইয়া সেই সেই কামাদি ভাব সকল লাভ করিয়া থাকেন। হে পার্থিব! আপনি এ বিষয়ে বিস্মিত হইবেন না, এই সংসার, কাম ক্রোধাদি দ্বারা সংযুক্ত হইয়া নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে ॥৩০—৩১॥ রাজন্! এই সংসারে কামাদি-বিনির্মুক্ত পরমার্থবিৎ পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ। যে ব্যক্তি এই সংসারে ভীত হন, তিনি দারপরিগ্রহ করেন না, তাহাতে তিনি সর্ব্বপ্রকার বিষয়াসঙ্গ হইতে বিমুক্ত এবং শঙ্কাবিহীন হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। এই কারণেই চন্দ্রমা বৃহস্পতির ভার্য্যা হরণ করিয়াছিলেন, গুরুও আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে এই সংসারচক্রে সমস্ত জীবই নিয়ত রাগ লোভাদি দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩২—৩৪ ॥ রাজন্!

তন্মায়াগুণতশ্ছন্নং জগদেতচ্চরাচরম্।
ভ্রমত্যুন্মত্তবৎ সর্ব্বং মদিরামত্তবন্নৃপ! ॥ ৩৬ ॥
তস্যা আরাধনেনৈব গুণান্ সর্ব্বান্ বিমৃদ্য চ।
মুক্তিং ভজেত মতিমান্নান্যঃ পন্থাস্তিতঃ পরঃ ॥ ৩৭ ॥
আরাধিতা মহেশানী ন যাবৎ কুরুতে কৃপাম্।
তাবদ্ভবেৎ সুখং কস্মাৎ কোঽন্যোঽস্তি দয়য়া যুতঃ ॥ ৩৮ ॥
করুণাসাগরামেতাং ভজেত্তস্মাদমায়য়া।
যস্যাস্তু ভজনেনৈব জীবন্মুক্তত্বমশ্নুতে ॥ ৩৯ ॥
মানুষ্যং দুর্ল্লভং প্রাপ্য সেবিতা ন মহেশ্বরী।
নিঃশ্রেণিকাগ্রাৎ পতিতা অধ ইত্যেব বিদ্মহে ॥ ৪০ ॥

তাস্ত এবাপ্তা ইতি নাপ্তবাক্যপ্রমাণোচ্ছেদরূপং দূষণং তবেতি ভাবঃ। নন্ন সংসারাসক্তি-রাহিত্যং তেন সংসারনাশশ্চাত্যন্তাসম্ভাব্যেব স্বভাবভূতগুণানাং নাশাসম্ভবাদিতি চেৎ যস্যা গুণৈরয়ং বদ্ধস্তস্যা এবোপাসনয়া সর্ব্বং ভবিষ্যতীত্যাহ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেনেতি। হিত্বেতি বৈরাগ্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

বিমৃদ্যোপমৃদ্য নাশয়িত্বেত্যর্থঃ। নান্যঃ পন্থা ইতি। তথাচ শ্রুতিঃ। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে ঽয়নায়েতি ॥ ৩৭ ॥

কোঽন্যোঽস্তীতি। যা সর্ব্বকর্ত্রী সা যদি দয়াং ন করোতি তদা তদিচ্ছামুল্লঙ্ঘ্যান্যঃ কঃ সমর্থোঽস্তি সর্ব্বেষাং তদধীনত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

সেবিতেতি যৈরিত্যর্থঃ। নিঃশ্রেণিকাগ্রাদিতি। নিঃশ্রেণিকা সোপানপংক্তিস্তস্যা অগ্রং প্রাপ্য তস্মাদধঃপতিতা ইত্যেব জানীমহ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং আসাদ্য জন্ম মনুজেষু চিরাদ্দুরাপং তত্রাপি পাটবমবাপ্য নিজেন্দ্রিয়াণাম্। নাভ্যর্চ্চয়ন্তি জগতাং জনয়িত্রি! যে ত্বাং নিঃশ্রেণিকাগ্রমধিরুহ্য পুনঃ পতন্তীতি ॥ ৪০ ॥

গার্হস্থ্য অবলম্বন করিলে নরগণ কোনরূপেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে সংসারের সারতা চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দরূপিণী মহেশানীর আরাধনা করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৫ ॥ এই চরাচর জগৎ তাঁহারই মায়াগুণে আচ্ছন্ন হইয়া মদিরামত্তের ন্যায় অথবা উন্মত্তের ন্যায় নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩৬ ॥ মতিমান্ ব্যক্তিরা তাহার আরাধনা দ্বারাই সকল গুণকে পদদলিত করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন; হে রাজেন্দ্র! ইহা ভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য আর কিছুই পথ নাই ॥ ৩৭ ॥ মহেশানীর আরাধনা করিয়া যে পর্য্যন্ত তাঁহার করুণাকণা লাভ করিতে পারা না যায়, সে পর্য্যন্ত আর সুখ কোথায়? তিনি ভিন্ন অন্য আর কাহার প্রকৃত দয়া দৃষ্ট হয় না; অতএব বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সেই করুণাময়ীর ভজনা করা উচিত; কারণ, তাহার আরাধনা করিলেই জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায় ॥৩৮-৩৯॥ যে ব্যক্তি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া মহেশ্বরীর সেবা না করিল, সে ব্যক্তি সোপান-

অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং গুণত্রয়সমন্বিতম্।
অসত্যেনাপি সম্বদ্ধং মুচ্যতে কথমন্যথা ॥ ৪১ ॥
হিত্বা সর্ব্বং ততঃ সর্ব্বৈঃ সংসেব্যা ভুবনেশ্বরী ॥ ৪২ ॥

রাজোবাচ।

কিং কৃতং গুরুণা তত্র কাব্যরূপধরেণ চ।
কদা শুক্রঃ সমায়াতস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ! ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি যৎ কৃতং গুরুণা তদা।
কৃত্বা কাব্যস্বরূপঞ্চ প্রচ্ছন্নেন মহাত্মনা ॥ ৪৪ ॥
গুরুণা বোধিতা দৈত্যা মত্বা কাব্যং স্বকং গুরুম্।
বিশ্বাসং পরমং কৃত্বা বভূবুস্তন্ময়াস্তদা ॥ ৪৫ ॥
বিদ্যার্থং শরণং প্রাপ্তা ভৃগুং মত্বাতিমোহিতাঃ।
গুরুণা বিপ্রলব্ধাস্তে লোভাৎ কো বা ন মুহ্যতি ॥ ৪৬ ॥

অহঙ্কারাবৃতমিতি। যস্যা মায়াজন্যগুণত্রয়েণ তজ্জন্যাহঙ্কারেণ তজ্জন্যাসত্যাদিদোষেণ সম্বদ্ধং জগদ্ভবতি তস্যা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যা আরাধনেনৈব সর্ব্বং গলিতং নষ্টং ভবিষ্যতীতি সৈব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভুবনেশ্বরী সর্ব্বৈরারাধ্যেতি ভাবঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

ইত্থং জনমেজয়স্য ধর্ম্মাত্মনো ধর্ম্মনাশসন্দর্শনক্ষুভিতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণস্য ভগবত্যারাধনাবলম্বেন স্বাস্থ্যমভিধায়াবস্থিতং মুনিং প্রতি তৎস্বাস্থ্যশ্রবণসমুদ্যদানন্দো জনমেজয়ঃ পুনঃ প্রকৃতামেব কথাং পৃচ্ছতি কিং কৃতমিতি। হে পিতামহ শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

তন্ময়াস্তৎপরায়ণাঃ ॥ ৪৫ ॥

ভৃগুং ভৃগুপুত্রধিয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রেণীর উপরিভাগ হইতে অধঃপতিত হইল, ইহাই আমি বিবেচনা করি ॥ ৪০ ॥ এই ত্রিগুণসমন্বিত বিশ্ব অহঙ্কারে আবৃত ও অসত্যে সম্বদ্ধ, অতএব সেই সর্ব্বেশ্বরীর আরাধনা ব্যতিরেকে আর কিরূপে মুক্তিলাভ হইতে পারে। রাজন্! সকল বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই ভুবনেশ্বরীর সেবা করাই সকলের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৪১—৪২ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনে! কাব্যরূপধারী দেবগুরু তখন কি করিয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্যই বা কত দিন পরে দৈত্যগণ সমীপে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কাব্যবেশধারী মহাত্মা বৃহস্পতি প্রচ্ছন্নভাবে তখন কি করিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥৪৪॥ দেবগুরু বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলে দৈত্যগণ তাঁহাকেই আপনাদের গুরু কাব্য ভাবিয়া যথার্থরূপে বিশ্বাস করিয়া তৎপরায়ণ হইয়া

দশবর্ষাত্মকে কালে সংপূর্ণসময়ে তদা।
জয়ন্ত্যা সহ ক্রীড়িত্বা কাব্যো যাজ্যানচিন্তয়ৎ ॥ ৪৭ ॥
আশয়া মম মার্গং তে পশ্যন্তঃ সংস্থিতাঃ কিল।
গত্বা তান্‌ বৈ প্রপশ্যেঽহং যাজ্যানতিভয়াতুরান্‌ ॥ ৪৮ ॥
মা দেবেভ্যো ভয়ং তেষাং মদ্ভক্তানাং ভবেদিতি।
সঞ্চিন্ত্য বুদ্ধিমাস্থায় জয়ন্তীং প্রত্যুবাচ হ ॥ ৪৯ ॥
দেবানেবোপসংযান্তি পুত্রা মে চারুলোচনে!।
সময়স্তেঽদ্য সংপূর্ণো জাতোঽয়ং দশবার্ষিকঃ ॥ ৫০ ॥
তস্মাদ্গচ্ছাম্যহং দেবি! দ্রষ্টুং যাজ্যান্‌ সুমধ্যমে!।
পুনরেবাগমিষ্যামি তবান্তিকমনুদ্রুতঃ ॥ ৫১ ॥
তথেতি তমুবাচাথ জয়ন্তী ধর্ম্মবিত্তমা।
যথেষ্টং গচ্ছ ধর্ম্মজ্ঞ! ন তে ধর্ম্মং বিলোপয়ে ॥ ৫২ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং কাব্যো জগাম ত্বরিতস্ততঃ।
অপশ্যদ্দানবানাং স পার্শ্বে বাচস্পতিং তদা ॥ ৫৩ ॥

এতৎ পর্য্যন্তং শুক্রবৃত্তান্তং বর্ণয়িত্বা কাব্যবৃত্তান্তং বর্ণয়তি দশবর্ষাত্মকে কালে ইতি ॥ ৪৭—৪৯ ॥
উপসংযান্তি শরণং গচ্ছন্তি ॥ ৫০—৫৩ ॥

তাঁহার আজ্ঞাবহ হইল ॥ ৪৫ ॥ বৃহস্পতি-মায়ায় মোহিত ও প্রতারিত দৈত্যগণ বিদ্যা প্রাপ্তির জন্য শুক্রাচার্য্য বোধে তাহার শরণাগত হইল; কারণ, এই সংসারে লোভবশে সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকে ॥৪৬॥ এদিকে যখন দশবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া আসিল, তখন দৈত্যগুরু জয়ন্তীর সহিত ক্রীড়া সমাপন পূর্ব্বক যজমানগণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ তিনি ভাবিতে লাগিলেন, দৈত্যগণ আমার আগমনপথ নিরীক্ষণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে, আমি যাইয়া সেই ভয়াতুর অসুরগণকে অবলোকন করি ॥ ৪৮ ॥ তাহারা আমার ভক্ত; অতএব দেবগণ হইতে যাহাতে তাহাদের ভয় না হয় তাহা করা উচিত এইরূপ চিন্তা করিয়া জয়ন্তীকে কহিলেন, হে চারুলোচনে! আমার পুত্র সকল দেবগণের শরণ লউক, তোমার দশবর্ষ সময় অদ্য সম্পূর্ণ হইল, অতএব হে সুমধ্যমে! আমি এখন আমার যজমানগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি, পুনর্ব্বার শীঘ্রই তোমার নিকটে আগমন করিব ॥ ৪৯—৫১ ॥ পতিব্রতা জয়ন্তী তথাস্তু বলিয়া তাঁহার গমনে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি যথেচ্ছ গমন করুন, আমি আপনার ধর্ম্ম বিলোপ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৫২ ॥ শুক্রাচার্য্য তাহার বচন শ্রবণ করিয়া সত্বর দানবগণ সমীপে উপস্থিত

ছদ্মরূপধরং সৌম্যং বোধয়ন্তং ছলেন তান্।
জৈনং ধর্ম্মং কৃতং স্বেন যজ্ঞনিন্দাপরং তথা ॥ ৫৪ ॥
ভো দেবরিপবঃ! সত্যং ব্রবীমি ভবতাং হিতম্।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মোঽহন্তব্যা হ্যাততায়িনঃ ॥ ৫৫ ॥
দ্বিজৈর্ভোগরতৈর্ব্বেদে দর্শিতং হিংসনং পশোঃ।
জিহ্বাস্বাদপরৈঃ কামমহিংসৈব পরা মতা ॥ ৫৬ ॥
এবং বিধানি বাক্যানি বেদনিন্দাপরাণি চ।
ব্রুবাণং গুরুমাকর্ণ্য বিস্মিতোঽসৌ ভৃগোঃ সুতঃ ॥ ৫৭ ॥
চিন্তয়ামাস মনসা মম দ্বেষ্যো গুরুঃ কিল।
বঞ্চিতাঃ কিল ধূর্ত্তেন যাজ্যা মে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥
ধিগ্লোভং পাপবীজং বৈ নরকদ্বারমূর্জ্জিতম্।
গুরুরপ্যনৃতং ব্রূতে প্রেরিতো যেন পাপ্মনা ॥ ৫৯ ॥
প্রমাণং বচনং যস্য সোঽপি পাষণ্ডধারকঃ।
গুরুঃ সুরাণাং সর্ব্বেষাং ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৬০ ॥

স্বেন বৃহস্পতিনা কৃতং প্রণীতং জৈনং ধর্ম্মং জৈনশাস্ত্রং তান্ দৈত্যাংশ্ছলেন বোধয়ন্ত-মিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বৃহস্পতিমতমাহ ভো দেবরিপব ইতি। আততায়িনোঽপি অহন্তব্যা ইতি চ্ছেদঃ। ন হন্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, দানবগণের সন্নিধানে ছদ্মরূপধারী সৌম্যাকৃতি বৃহস্পতি বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি নিজপ্রণীত জৈনধর্ম্ম ছলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন এবং হিংসাদিদোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক যজ্ঞের নিন্দা করিতেছেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ তিনি কহিতেছেন, অহে দেববৈরিগণ! আমি তোমাদিগের হিতকর সত্য বাক্যই বলিতেছি। অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, অধিক কি আততায়িগণকেও বধ করা কর্ত্তব্য নয় ॥ ৫৫ ॥ তোমরা নিশ্চয়ই জানিবে, (ভোগনিরত দ্বিজগণ, নিজ নিজ রসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই, বেদে পশু-হিংসা-পথপ্রদর্শন করিয়াছেন,) কিন্তু অহিংসার তুল্য উৎকৃষ্ট পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই ॥ ৫৬ ॥

রাজন্! দেবগুরু বেদের নিন্দা করত এই সকল বাক্য বলিতেছেন শ্রবণ করিয়া ভৃগুপুত্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই গুরু নিশ্চয়ই আমার বিদ্বেষী ॥ এই ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক আমার যজমানগণ বঞ্চিত হইয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৫৭—৫৮ ॥ পাপের একমাত্র কারণস্বরূপ যে লোভ কর্ত্তৃক প্রেরিত

কিং কিং ন লভতে লোভান্মলিনীকৃতমানসঃ।
অন্যোঽপি গুরুরপ্যেবং জাতঃ পাষণ্ডপণ্ডিতঃ ॥ ৬১ ॥
শৈলূষবেষ্টিতং সর্ব্বং পরিগৃহ্য দ্বিজোত্তমঃ।
বঞ্চয়ত্যতিসংমূঢ়ান্ দৈত্যান্ যাজ্যান্ মমাপ্যসৌ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যবঞ্চনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বেদোক্তাপি হিংসা ন কর্ত্তব্যেত্যাহ দ্বিজৈরিতি ॥ ৫৬—৬২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হইয়া এই গুরুও মিথ্যা কহিতেছেন সেই পাপবীজ এবং নরকের দ্বার স্বরূপ লোভকে ধিক্ ॥ ৫৯ ॥ কি আশ্চর্য্য! যিনি সকল সুরগণের গুরু এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, যাঁহার বচন প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে, তিনিও আজ পাষণ্ড মত ধারণ করিলেন? অহো! লোভের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! ॥ ৬০ ॥ লোভের বশীভূত হইয়া সুরগুরুও যখন পাষণ্ড পণ্ডিত হইলেন, তবে লোভবশে মলিনমানস মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ কি অকার্য্য না করিবে? ॥ ৬১ ॥ আজ এই সুরগুরু দ্বিজবর হইলেও নটের ন্যায় সমস্তই গ্রহণ করিয়া আমার মূঢ়বুদ্ধি যাজ্য দৈত্যগণকে বঞ্চনা করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে সুরগুরুর দৈত্যবঞ্চনা নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।
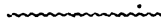
ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা তানুবাচ হসন্নিব।
বঞ্চিতা মৎস্বরূপেণ দৈত্যাঃ কিং গুরুণা কিল ॥ ১ ॥
অহং কাব্যো গুরুশ্চায়ং দেবকার্য্যপ্রসাধকঃ।
অনেন বঞ্চিতা যূয়ং মদ্‌যাজ্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২ ॥
মা শ্রদ্ধধ্বং বচোঽস্যার্য্যা দাম্ভিকোঽয়ং মদাকৃতিঃ।
অনুগচ্ছত মাং যাজ্যাস্ত্যজতৈনং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩ ॥
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য দৃষ্ট্বা তৌ সদৃশৌ পুনঃ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ কাব্যোঽয়মিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ৪ ॥
স তান্ বীক্ষ্য সুসম্ভ্রান্তান্ গুরুর্ব্বাক্যমুবাচ হ।
গুরুর্ব্বো বঞ্চয়ত্যেব মদ্রূপোঽয়ং বৃহস্পতিঃ ॥ ৫ ॥
প্রাপ্তো বঞ্চয়িতুং যুষ্মান্ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
মা বিশ্বাসং বচস্যস্য কুরুধ্বং দৈত্যসত্তমাঃ! ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ সপ্তপঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈরনন্তরম্।
দৈত্যানাং শুক্রসম্প্রাপ্তির্ব্বঞ্চিতানামিহোচ্যতে ॥

দৈত্যাধ্যয়নং বৃহস্পতিকর্ত্তৃকং শ্রুত্বা দৈত্যান্ প্রতি শুক্র উবাচেত্যাহ ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসেতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! শুক্রাচার্য্য মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দৈত্যগণকে হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, দৈত্যগণ! তোমরা মদীয়রূপধারী সুরগুরু বৃহস্পতি কর্ত্তৃক কি জন্য বঞ্চিত হইলে? ॥ ১ ॥ আমি শুক্রাচার্য্য, তোমরা আমার যাজ্য; ইনি দেব-কার্য্যসাধক সুরগুরু বৃহস্পতি, ইনি যে তোমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥২॥ এই দাম্ভিক আমার আকার ধারণ করিয়াছেন, তোমরা ইঁহার বাক্যে কদাচ শ্রদ্ধা করিও না; হে দৈত্যগণ! তোমরা আমার যাজ্য, অতএব আমার অনুবর্ত্তী হও; এই বৃহস্পতিকে পরিত্যাগ কর ॥ ৩ ॥ দৈত্যগণ, তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাদের উভয়েরই তুল্য আকৃতি দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল, এবং উপস্থিত ব্যক্তিকেই শুক্রাচার্য্য বলিয়া নিশ্চয় করিল ॥ ৪ ॥ তখন বৃহস্পতি তাহাদিগকে সরল-স্বভাবান্বিত ও মায়াবিমোহিত

প্রাপ্তা বিদ্যা ময়া শম্ভোর্যুষ্মানধ্যাপয়ামি তাম্।
দেবেভ্যো বিজয়ং নূনং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
ইতি শ্রুত্বা গুরোর্ব্বাক্যং কাব্যরূপধরস্য তে।
বিশ্বাসং পরমং জগ্মুঃ কাব্যোঽয়মিতি নিশ্চয়াৎ ॥ ৮ ॥
কাব্যেন বহুধা তত্র বোধিতাঃ কিল দানবাঃ।
বুবুধুর্ন গুরোর্ম্মায়ামোহিতাঃ কালপর্য্যয়াৎ ॥ ৯ ॥
এবং তে নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো ভার্গবমব্রুবন্।
অয়ং গুরুর্নো ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধিদশ্চ হিতে রতঃ ॥ ১০ ॥
দশবর্ষাণি সততময়ং নঃ শাস্তি ভার্গবঃ।
গচ্ছ ত্বং কুহকো ভাসি নাস্মাকং গুরুরপ্যুত ॥ ১১ ॥
ইত্যুক্ত্বা ভার্গবং মূঢ়া নির্ভৎর্স্য চ পুনঃ পুনঃ।
জগৃহুস্তং গুরুং প্রীত্যা প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ॥ ১২ ॥

স তানিতি। সুসংভ্রান্তান্মোহিতাস্মদ্রূপেণায়ং বৃহস্পতির্ব্বো যুষ্মান্ বঞ্চয়তি বঞ্চয়িষ্যতী ত্যর্থঃ ॥ ৫—৮ ॥

কাব্যেন বাস্তবিকেন। কালপর্য্যয়াৎ কালবৈপরীত্যেন গুরোর্বৃহস্পতের্ম্মায়য়া মোহিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

অবলোকন করিয়া কহিলেন, ইনিই দেবগুরু বৃহস্পতি, এক্ষণে আমার রূপ ধারণ করিয়া তোমাদিগকে বঞ্চনা করাই ইহাঁর অভিপ্রায় ॥ ৫ ॥ ইনি দেব-কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত তোমাদিগকে বঞ্চনা করিতে এই স্থানে আসিয়াছেন, হে অসুরপ্রবরগণ! তোমরা ইহাঁর বাক্যে কখনও বিশ্বাস করিও না ॥ ৬ ॥ আমি শম্ভুর নিকট হইতে যে বিদ্যা লাভ করিয়াছি, তোমাদিগকে তাহাই অধ্যয়ন করাইতেছি। আমি, দেবগণের সহিত যুদ্ধে তোমাদিগকে বিজয়ী করিব,সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥ তখন কাব্যরূপধারী গুরুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দৈত্যগণ "ইনিই কাব্য" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, তদ্বাক্যে সাতিশয় বিশ্বাস সংস্থাপন করিল ॥ ৮ ॥ যাহা হউক, তখন দানব-গুরু শুক্রাচার্য্য যদিও দানবদিগকে বিস্তর বুঝাইয়াছিলেন, তথাপি তাহারা বৃহস্পতির মায়ায় মোহিত হইয়া, বিপরীত কাল-বৈচিত্র্য-নিবন্ধন সে সকল কিছুই বুঝিল না ও তাহাতে কর্ণপাত করিল না ॥ ৯ ॥ তখন তাহারা স্থিরনিশ্চয় হইয়া মহাত্মা শুক্রাচার্য্যকে কহিল, ইনিই আমাদের বুদ্ধিপ্রদ ও হিতনিরত গুরু, ইনিই ধার্ম্মিক-চূড়ামণি ভার্গব, দশবৎসর কাল নিয়তই আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, তুমি আমাদের গুরু নহ, তোমাকে মায়াবী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাও ॥ ১০—১১ ॥ মূঢ়বুদ্ধি দৈত্যগণ ভার্গবকে এই কথা বলিয়া এবং পুনঃ পুনঃ ভৎর্সনা করিয়া, শুক্ররূপী সুরগুরুকে প্রণাম ও অভিবাদন পূর্ব্বক প্রীতমনে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিল ॥ ১২ ॥

কাব্যস্তু তন্ময়ান্ দৃষ্ট্বা চুকোপাথ শশাপ চ।
দৈত্যান্ বিবোধিতাম্মত্বা গুরুণা চাতিবঞ্চিতান্ ॥ ১৩ ॥
যস্মাম্ময়া বোধিতা বৈ গৃহ্ণীয়ুর্ন চ মে বচঃ।
তস্মাৎ প্রনষ্টসংজ্ঞা বৈ পরাভবমবাপ্স্যথ ॥ ১৪ ॥
মদবজ্ঞাফলং কামং স্বল্পে কালে হ্যবাপ্স্যথ।
তদাস্য কপটং সর্ব্বং পরিজ্ঞাতং ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাসৌ জগামাশু ভার্গবঃ ক্রোধসংযুতঃ।
বৃহস্পতির্মুদং প্রাপ্য তস্থৌ তত্র সমাহিতঃ ॥ ১৬ ॥
ততঃ শপ্তান্ গুরুর্জ্ঞাত্বা দৈত্যাংস্তান্ ভার্গবেণ হি।
জগাম তরসা ত্যক্ত্বা স্বরূপং স্বং বিধায় চ ॥ ১৭ ॥
গত্বোবাচ তদা শক্রং কৃতং কার্য্যং ময়া ধ্রুবম্।
শপ্তাঃ শুক্রেণ তে দৈত্যা ময়া ত্যক্তাঃ পুনঃ কিল ॥ ১৮ ॥
নিরাধারা কৃতা নূনং যতধ্বং সুরসত্তমাঃ।
সংগ্রামার্থং মহাভাগাঃ শাপদগ্ধা ময়া কৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

তং গুরুং বৃহস্পতিং শুক্রাচার্য্যরূপেণ জগৃহুঃ ॥ ১২—১৬ ॥

এদিকে কাব্য, দৈত্যদিগকে সুরগুরুর একান্ত অনুবর্ত্তী দেখিয়া এবং বৃহস্পতিবাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক বঞ্চিত হইয়াছে স্থির করিয়া, রোষভরে তাহাদিগকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, যখন আমি বুঝাইয়া দিলেও তোমরা আমার বাক্য গ্রহণ করিলে না, তখন তোমরা সংজ্ঞাহারা হইয়া পরাভব প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৩—১৪ ॥ তোমরা আমার প্রতি যে অবজ্ঞা করিলে, তাহার ফল অল্প কালেই প্রাপ্ত হইবে এবং তখন ঐ সুরগুরুর কপট ভাব সবিশেষ অনুভব করিতে পারিবে ॥ ১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! এই কথা বলিয়া শুক্রাচার্য্য রোষাবেশে সত্বর চলিয়া গেলেন, বৃহস্পতি হৃষ্ট ও সুস্থিরচিত্ত হইয়া সেই স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥১৬॥ তদনন্তর, দৈত্যগণ ভার্গবশাপে অভিশপ্ত হইয়াছে জানিয়া, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজরূপ ধারণ করিয়া সত্বরগমনে শক্র-সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, আমি এক্ষণে নিশ্চিতই কার্য্য সাধন করিয়াছি, কারণ, ভার্গব দৈত্যগণকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং আমিও তাহাদিগকে এ সময়ে পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহারা নিরাশ্রয় হইয়াছে, হে মহাভাগ সুরসত্তমগণ! আমি দৈত্যদিগকে শাপদগ্ধ করিয়াছি, তোমরা

ইতি শ্রুত্বা গুরোর্ব্বাক্যং মঘবা মুদমাপ্তবান্।
জহৃষুশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে প্রতিপূজ্য বৃহস্পতিম্ ॥ ২০ ॥
সংগ্রামায় মতিং চক্রুঃ সংবিচার্য্য মিথঃ পুনঃ।
নির্যযুর্ম্মিলিতাঃ সর্ব্বে দানবাভিমুখাঃ সুরাঃ ॥ ২১ ॥
সুরান্ সমুদ্যতান্ জ্ঞাত্বা কৃতোদ্যোগান্মহাবলান্।
অন্তর্হিতং গুরুং চৈব বভূবুশ্চিন্তয়ান্বিতাঃ ॥ ২২ ॥
পরস্পরমথোচুস্তে মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
সম্প্রসাদ্যো মহাত্মা চ যাতোহসৌ রুষ্টমানসঃ ॥ ২৩ ॥
বঞ্চয়িত্বা গতঃ পাপো গুরুঃ কপটপণ্ডিতঃ।
ভ্রাতৃস্ত্রীলম্পটঃ প্রায়ো মলিনোহন্তর্ব্বহিঃশুচিঃ ॥ ২৪ ॥
কিং কুর্ম্মঃ ক চ গচ্ছামঃ কথং কাব্যং প্রকোপিতম্।
কুর্ব্বীমহি সহায়ার্থং প্রসন্নং হৃষ্টমানসম্ ॥ ২৫ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য তে সর্ব্বে মিলিতা ভয়কম্পিতাঃ।
প্রহ্লাদং পুরতঃ কৃত্বা জগ্মুস্তে ভার্গবং পুনঃ ॥ ২৬ ॥
প্রণেমুশ্চরণৌ তস্য মুনের্ম্মৌনভৃতস্তদা।
ভার্গবস্তানুবাচাথ রোষসংরক্তলোচনঃ ॥ ২৭ ॥

ততঃ শপ্তানিতি। ভার্গবেণ শপ্তান্দৈত্যান্ জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধোহয়ং শুক্রো দৈত্যান্ শিবাৎ প্রাপ্তান্মন্ত্রান্নোপদেক্ষ্যতীতি কৃতকার্যোহমিতি মত্বা জগামেত্যর্থঃ ॥ ১৭—২৩ ॥
অন্তর্ম্মলিনঃ কপটী ॥ ২৪—২৭ ॥

এক্ষণে তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে সচেষ্ট হও ॥ ১৭—১৯ ॥ দেবরাজ দেবগুরুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং সমস্ত সুরগণ সন্তুষ্ট হইয়া বৃহস্পতির অর্চ্চনা পূর্ব্বক নির্জ্জনে পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিয়া সংগ্রামের নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সুরগণ মিলিত হইয়া সংগ্রাম জন্য অসুরগণের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন ॥২০—২১॥ মহাবলশালী অমরগণ, উদ্যোগ সহকারে সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়া আগমন করিতেছেন এবং গুরুদেব অন্তর্হিত হইয়াছেন জানিয়া, দৈত্যগণ একান্ত চিন্তান্বিত হইল ॥ ২২ ॥ তখন পরস্পর বলিল, অহো! আমরা সেই সুরগুরুর মায়ায় মোহিত হইয়াছি, মহাত্মা শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে প্রসন্ন করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥ সেই পাপাশয় ভ্রাতৃ-ভার্য্যা-গামী, অন্তর্ম্মলিন, বহিঃশুচি ও কপট-পণ্ডিত সুরগুরু আমাদিগকে যথার্থই বঞ্চনা করিয়া এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥ আমরা এক্ষণে কি করি? কোথায় যাই? কিরূপে সেই প্রকোপিত কাব্যকে আমাদিগের সাহায্যার্থ

ময়া প্রবোধিতা যূয়ং মোহিতা গুরুমায়য়া।
ন গৃহীতং বচো যোগ্যং তদা যাজ্যা হিতং শুচি ॥ ২৮ ॥
তদাবগণিতশ্চাহং ভবদ্ভিস্তদ্বশঙ্গতৈঃ।
প্রাপ্তং নূনং মদোন্মত্তৈর্ম্মমাবমানজং ফলম্ ॥ ২৯ ॥
তত্র গচ্ছত সদ্‌ভ্রষ্টা যত্রাসৌ কপটাকৃতিঃ।
বঞ্চকঃ সুরকার্য্যার্থী নাহং তদ্বদ্ধি বঞ্চকঃ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং ব্রুবন্তং শুক্রং তু বাক্যং সন্দিগ্ধয়া গিরা।
প্রহ্লাদস্তং তদোবাচ গৃহীত্বা চরণৌ ততঃ ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

ভার্গবাদ্য সমায়াতান্ যাজ্যানস্মাংস্তথাতুরান্।
ত্যক্তুং নার্হসি সর্ব্বজ্ঞ! ত্বদ্ধিতাংস্তনয়ান্ হি নঃ ॥ ৩২ ॥
গতে ত্বয়ি তু মন্ত্রার্থং শৈলূষেণ দুরাত্মনা।
ত্বদ্বেশমধুরালাপৈর্ব্বয়ং তেন প্রবঞ্চিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

হে যাজ্যাঃ ॥ ২৮—৩২ ॥

প্রসন্ন করি? ॥ ২৫ ॥ দৈত্যগণ এইরূপ চিন্তা করত সকলে মিলিত হইয়া ভয়-ব্যাকুলমানসে প্রহ্লাদকে অগ্রে লইয়া ভার্গব-সন্নিধানে গমন করিল ॥ ২৬ ॥ ভার্গব দৈত্যগণকে দর্শন করিয়া মৌনাবলম্বনে অবস্থিত রহিলেন; তাহারা তাঁহার পাদপদ্মে অভিবাদন করিলে শুক্রাচার্য্য ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া, তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ যখন আমি তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও তোমরা কপট গুরুর মায়ায় মোহিত হইয়া আমার পবিত্র হিতকর ও জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ কর নাই, প্রত্যুত তোমরা তাহার বশবর্ত্তী এবং মদে উন্মত্ত হইয়া আমায় অবজ্ঞা করিয়াছ, তখন তোমাদিগকে সেই ফল নিশ্চিতই প্রাপ্ত হইতে হইবে। তোমরা এখন কল্যাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ, অর্থাৎ আপনারাই আপনাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছ; এক্ষণে যেখানে সেই কপটরূপী, সুরকার্য্যার্থী বঞ্চক পণ্ডিত আছেন, সেই খানেই গমন কর; জানিও, আমি তাঁহার ন্যায় বঞ্চক নহি ॥ ২৮—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! শুক্রাচার্য্য এইরূপ সন্দিগ্ধ বাক্য বলিলে, প্রহ্লাদ তৎকালে তাঁহার চরণগ্রহণ পুরঃসর এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে গুরুদেব ভার্গব! আমরা অদ্য কাতরভাবে আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি, হে সর্ব্বজ্ঞ! আমরা আপনার যাজ্য, হিতকর তনয়তুল্য; অতএব, আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৩২ ॥ আপনি মন্ত্রলাভার্থ গমন করিলে,

অজ্ঞানকৃতদোষেণ নৈব কুপ্যতি শান্তিমান্।
সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং বিজানাসি চিত্তং নঃ প্রবণং ত্বয়ি॥ ৩৪॥
জ্ঞাত্বা নস্তপসা ভাবং ত্যজ কোপং মহামতে!।
ব্রুবন্তি মুনয়ঃ সর্ব্বে ক্ষণকোপা হি সাধবঃ॥ ৩৫॥
জলং স্বভাবতঃ শীতং বহ্ন্যাতপসমাগমাৎ।
ভবত্যুষ্ণং বিয়োগাচ্চ শীতত্বমনুগচ্ছতি॥ ৩৬॥
ক্রোধশ্চাণ্ডালরূপো বৈ ত্যক্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ।
তস্মাদ্রোষং পরিত্যজ্য প্রসাদং কুরু সুব্রত!॥ ৩৭॥
যদি ন ত্যজসি ক্রোধং ত্যজস্যস্মান সুদুঃখিতান্।
ত্বয়া ত্যক্তা মহাভাগ! গমিষ্যামো রসাতলম্॥ ৩৮॥

ব্যাস উবাচ।

প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা ভার্গবো জ্ঞানচক্ষুষা।
বিলোক্য সুমনা ভূত্বা তানুবাচ হসন্নিব॥ ৩৯॥
ন ভেতব্যং ন গন্তব্যং দানবা বা রসাতলম্।
রক্ষয়িষ্যামি বো যজ্যান্মন্ত্রৈরবিতথৈঃ কিল॥ ৪০॥

শৈলূষেণ ত্বদ্বেশধারিণা বৃহস্পতিনা॥ ৩৩—৪২॥

সুযোগ পাইয়া সেই নটরূপী ত্বদ্বেশধারী দুরাত্মা বৃহস্পতি মধুরালাপ দ্বারা আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে॥ ৩৩॥ আপনাকে অধিক কি বলিব, প্রগাঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞান-কৃত অপরাধে প্রকুপিত হন না; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আমাদিগের চিত্ত যে আপনাতেই একান্ত আসক্ত, তাহা আপনি জানেন॥ ৩৪॥ হে মহাবুদ্ধে! আপনি তপোবলপ্রভাবে আমাদিগের মনোগত ভাব অবগত হইয়া কোপ পরিহার করুন; মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, সাধুগণের কোপ চিরস্থায়ী নহে॥ ৩৫॥ হে মুনে! জল স্বভাবতই শীতল, বহ্নিদ্বারা তাপযোগে উহা উষ্ণ হয় বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাপ অবগত হইলেই পুনর্ব্বার শীতল হইয়া থাকে॥ ৩৬॥ হে সুব্রত! ক্রোধ চণ্ডাল তুল্য, অতএব বুধগণ তাহাকে পরি-ত্যাগ করিয়া থাকেন; আপনার নিকটে প্রার্থনা যে, আপনি আমাদিগের প্রতি কোপ পরিহার পূর্ব্বক প্রসন্ন হউন॥ ৩৭॥ যদি আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ না করিয়া এরূপ ঘোর-দুঃখাভিভূত আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, হে মহাভাগ! তাহা হইলে আপনাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমরা রসাতলে প্রবেশ করিব॥ ৩৮॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কাব্য, প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞাননেত্রে অবলোকন পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্ত হইলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন॥ ৩৯॥ তোমাদিগকে

হিতং সত্যং ব্রবীম্যদ্য শৃণুধ্বং তত্তু নিশ্চয়ম্ ।
বচনং মম ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রুতং যদ্ব্রহ্মণঃ পুরা ॥ ৪১ ॥
অবশ্যম্ভাবিনো ভাবাঃ প্রভবন্তি শুভাশুভাঃ ।
দৈবং ন চান্যথা কর্ত্তুং ক্ষমঃ কোঽপি ধরাতলে ॥ ৪২ ॥
অদ্য মন্দবলা যূয়ং কালযোগাদসংশয়ম্ ।
দেবৈর্জ্জিতাঃ সকৃচ্চাপি পাতালং প্রতিপৎস্যথ ॥ ৪৩ ॥
প্রাপ্তঃ পর্য্যায়কালো ব ইতি ব্রহ্মাভ্যভাষত ।
ভুক্তং রাজ্যং ভবদ্ভিশ্চ পূর্ণং সর্ব্বং সমৃদ্ধিমৎ ॥ ৪৪ ॥
যুগানি দশপূর্ণানি দেবানাক্রম্য মূর্দ্ধনি ।
দৈবযোগাচ্চ যুষ্মাভির্ভুক্তং ত্রৈলোক্যমূর্জ্জিতম্ ॥ ৪৫ ॥
সাবর্ণিকে মনৌ রাজ্যং পুনস্তত্তু ভবিষ্যতি ।
পৌত্রস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী রাজ্যং প্রাপ্স্যতি তে বলিঃ ॥ ৪৬ ॥
যদা বামনরূপেণ হৃতং দেবেন বিষ্ণুনা ।
তদৈব চ ভবৎপৌত্রঃ প্রোক্তো দেবেন জিষ্ণুনা ॥ ৪৭ ॥

অদ্যেতি। যদ্যপ্যহং মহাদেবাৎ প্রাপ্তমন্ত্রস্তথাপি ভবতাময়ং পরাজয়কালোঽস্ত্যতঃ কালযোগাদ্দেবৈর্জ্জিতাঃ সন্তঃ সকৃদেকবারং পাতালং প্রতিপৎস্যথ গমিষ্যথেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥
তদেব স্পষ্টমাহ প্রাপ্তঃ পর্য্যায়কাল ইতি। ব্যত্যয়কাল ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥
মূর্দ্ধনি দেবানাক্রম্য তেষাং মস্তকে চরণং দত্ত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

আর ভয় করিতে, বা রসাতলে প্রবেশ করিতে হইবে না। তোমরা আমার যাজ্য, আমি তোমাদিগকে অমোঘ মন্ত্র-প্রভাবে অবশ্যই রক্ষা করিব ॥ ৪০ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! ব্রহ্মা পুরাকালে যাহা কহিয়াছিলেন, তদনুযায়ী আমার এই সত্য, হিতকর ও নিশ্চিত বচন শ্রবণ কর ॥৪১॥ যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক অবশ্যই সংঘটিত হইবে। ধরাতলে কেহই দৈবের অন্যথা করিতে পারে না ॥ ৪২ ॥ তোমরা এখন কালযোগে নিশ্চিতই হীনবল হইয়াছ; অতএব, এক্ষণে তোমাদিগকে দেবগণের প্রভাবে পরাভূত হইয়া একবার পাতাল-তলে গমন করিতে হইবে ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন যে, যখন তোমাদের ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করিবার পর্য্যায়কাল উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তোমরা সমৃদ্ধি-পরিপূর্ণ এই ত্রৈলোক্যের আধিপত্য-সুখ ভোগ করিয়াছ। তোমরা দৈববলে অমরবৃন্দকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের মস্তকে চরণ অর্পণ পুরঃসর পূর্ণ দশযুগ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে ত্রিলোক সুখসম্ভোগ করিয়াছ ॥৪৪-৪৫॥ জানিও সাবর্ণিক মন্বন্তরে এই রাজ্য পুনর্ব্বার তোমাদের অধিকৃত হইবে। তখন বলিনামে তোমাদের বংশে ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রহ্লাদ-পৌত্র রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষ খ্যাতাপন্ন হইবে ॥৪৬॥ বৈকুণ্ঠনাথ হরি যখন বামনরূপে বলির রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্

হৃতং যেন বলে রাজ্যং দেববাঞ্ছার্থসিদ্ধয়ে।
ত্বমিন্দ্রো ভবিতা চাগ্রে স্থিতে সাবর্ণিকে মনৌ॥ ৪৮॥
ভার্গব উবাচ।
ইত্যুক্তো হরিণা পৌত্রস্তব প্রহ্লাদ! সাম্প্রতম্।
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং গুপ্তশ্চরতি ভীতবৎ॥ ৪৯॥
একদা বাসবেনাসৌ বলির্গর্দ্দভরূপভাক্।
শূন্যে গৃহে স্থিতঃ কামং ভয়ভীতঃ শতক্রতোঃ॥ ৫০॥
পৃষ্টশ্চ বহুধা তেন বাসবেন বলিস্তদা।
কিমর্থং গার্দ্দভং রূপং কৃতবান্ দৈত্যপুঙ্গব!॥ ৫১॥
ভোক্তা ত্বং সর্ব্বলোকস্য দৈত্যানাঞ্চ প্রশাসিতা।
ন লজ্জা খররূপেণ তব রাক্ষসসত্তম!।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দৈত্যরাজো বলিস্তদা॥ ৫২॥
প্রোবাচ বচনং শক্রং কোঽত্র শোকঃ শতক্রতো!।
যথা বিষ্ণুর্ম্মহাতেজা মৎস্যকচ্ছপতাং গতঃ॥ ৫৩॥
তথাহং খররূপেণ সংস্থিতঃ কালযোগতঃ।
যথা ত্বং কমলে লীনঃ সংস্থিতো ব্রহ্মহত্যয়া॥ ৫৪॥

ইদং বামনরূপেণ হরিণাপি পূর্ব্বমুক্তমস্তীত্যাহ যদেতি। হৃতমিতি রাজ্যমিত্যর্থঃ॥৪৭-৪৮॥

জনার্দ্দন বিষ্ণু, দৈত্যরাজ বলিকে বলিয়াছিলেন যে, আমি দেবগণের বাঞ্ছিতার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ছলে তোমার রাজ্য হরণ করিলাম, আগামী সাবর্ণিক মন্বন্তর-কাল উপস্থিত হইলে, তুমিই ইন্দ্র হইবে সন্দেহ নাই॥ ৪৭—৪৮॥

হে প্রহ্লাদ! ভগবান্ হরির বচনানুসারে তোমার পৌত্র বলি এক্ষণে সর্ব্ব ভূতগণের অদৃশ্য থাকিয়া অত্যন্ত ভীতের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৪৯॥ তিনি বাসব-ভয়ে ভীত হইয়া গর্দ্দভরূপ ধারণ পূর্ব্বক শূন্যগৃহে অবস্থিত আছেন। এমন সময়ে একদিন দেবরাজ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নানাপ্রকারে তাঁহাকে রাসভদেহ ধারণের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন॥৫০—৫১॥ হে দৈত্যবর! তুমি সতত সর্ব্বলোক-সুখ-ভোগ করিতেছ, তুমি দৈত্যগণের শাসন-কর্ত্তা, হে দৈত্যসত্তম! সর্ব্বলোকের উপর তোমার অচল আধিপত্য, অতএব গর্দ্দভরূপ ধারণে তোমার লজ্জার আবির্ভাব হইতেছে না কেন? দৈত্যরাজ বলি তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন॥ ৫২॥ হে শক্র! এ বিষয়ে শোক বা দুঃখ কি আছে? যখন মহাতেজা বিষ্ণুও মৎস্য কচ্ছপের রূপ ধারণ করিয়াছেন, তখন আমি যে কালবশে খরাকার ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছি, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আপনি ব্রহ্মহত্যার

পীড়িতশ্চ তথা হৃদ্য স্থিতোঽহং খররূপধৃক্।
দৈবাধীনস্য কিং দুঃখং কিং সুখং পাকশাসন!।
কালং করোতি বৈ নূনং যদিচ্ছতি যথা তথা ॥ ৫৫ ॥

ভার্গব উবাচ।

ইতি তৌ বলিদেবেশৌ কৃত্বা সংবিদমুত্তমাম্।
প্রবোধং প্রাপতুঃ কামং যথাস্থানঞ্চ জগ্মতুঃ ॥ ৫৬ ॥
ইত্যেতত্তে সমাখ্যাতা ময়া দৈববলিষ্ঠতা।
দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যানাং শুক্রসম্প্রাপ্তিকথনং নাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পৌত্রস্তবেতি। বলিরিত্যর্থঃ। ইতি বামনবাক্যং তব পৌত্রো বলিঃ শ্রুত্বা ভীতবৎ সর্ব্ব-ভূতানামদৃষ্টঃ সন্ গুপ্তশ্চরতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পর যেরূপ মানসসরোবরে সরোজমধ্যে সংলীন হইয়া অবস্থিত ছিলেন, সেইরূপ আমিও অদ্য কাতর হইয়া গর্দ্দভরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছি। পাকশাসন! দৈবাধীন ব্যক্তির দুঃখই বা কি এবং সুখই বা কি? তাহার পক্ষে সকলই সমান; কারণ, কাল যখন যেরূপ ইচ্ছা করে তখন তাহার প্রতি নিশ্চিতই সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ভার্গব বলিলেন, প্রহ্লাদ! বলিও দেবরাজ পরস্পরে এইরূপ সংলাপ করিয়া উভয়ে প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন এবং উভয়ে যথেচ্ছ স্থানে গমন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ অসুরসত্তম! আমি দৈবের বলবত্তাবিষয়ক এই আখ্যানটী তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। তুমি জানিও সুর, অসুর ও নর সহিত এই নিখিল জগৎ দৈবেরই অধীন হইয়া রহিয়াছে ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যগণের শুক্রাচার্য্য
প্রাপ্তি নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।
প্রহ্লাদস্তু সুসংহৃষ্টো বভূব নৃপনন্দন ! ॥ ১ ॥
জ্ঞাত্বা দৈবং বলিষ্ঠঞ্চ প্রহ্লাদস্ত্বামুবাচ হ।
কৃতেঽপি যুদ্ধে ন জয়ো ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ২ ॥
তদা তে জয়িনঃ প্রোচুর্দ্দানবা মদগর্ব্বিতাঃ।
সংগ্রামস্তু প্রকর্ত্তব্যো দৈবং কিং ন বিদামহে ॥ ৩ ॥
নিরুদ্যমানাং দৈবং হি প্রধানমসুরাধিপ ! ।
কেন দৃষ্টং ক্ব বা দৃষ্টং কীদৃশং কেন নির্ম্মিতম্ ॥ ৪ ॥
তস্মাদ্‌যুদ্ধং করিষ্যামো বলমাস্থায় সাম্প্রতম্।
ভবাগ্রে দৈত্যবর্য্য ! ত্বং সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহামতে ! ॥ ৫ ॥
ইত্যুক্তস্তৈস্তদা রাজন্ ! প্রহ্লাদঃ প্রবলারিহা।
সেনানীশ্চ তদা ভূত্বা দেবান্ যুদ্ধে সমাহ্বয়ৎ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধশ্লোকাধিকৈরেকসপ্ততিশ্লোকবর্ষ্যকৈঃ।
দেবদানবয়োর্যুদ্ধশান্তির্দ্দৈব্যা কৃতোচ্যতে ॥

যুদ্ধে যুষ্মাভিঃ কৃতেঽপি জয়ো ন ভবিষ্যতি কিন্তু পরাজয় এবেতি ভার্গববাক্যং শ্রুত্বা প্রহ্লাদো দৈত্যানুবাচেত্যাহ ইতি তস্যেতি ॥ ১—২ ॥
দৈবং কিমিতি। অনুকূলং প্রতিকূলং বেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে মহারাজ জনমেজয় ! প্রহ্লাদ মহাত্মা ভার্গবের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥ ১ ॥ তখন তিনি দৈবকে বলবান্ জানিয়া দৈত্যগণকে কহিলেন, ওহে দৈত্যগণ! সুরগণের সহিত সংগ্রাম করিলেও কদাচই আমাদের জয়লাভ হইবে না ॥ ২ ॥ তখন বিজয়ী মদগর্ব্বিত দানবগণ প্রহ্লাদকে কহিল, সংগ্রাম আমাদের একান্তই কর্ত্তব্য, দৈব কাহাকে বলে আমরা তাহা জানি না। হে অসুরেন্দ্র ! যাহারা উদ্‌যোগবিহীন—অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য, দৈব তাহাদেরই প্রধান আশ্রয় ; দৈব কি প্রকার, ইহাকে কে নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং কে বা তাহা কোথায় দর্শন করিয়াছে ? যাহা হউক আমরা এক্ষণে বল অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। দৈত্যপ্রবর ! আপনি অতিশয় বুদ্ধিশালী ও সর্ব্বজ্ঞ ; এক্ষণে আমাদের প্রধান নায়ক হইয়া যুদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করুন ॥৩—৫॥

তেঽপি তত্রাসুরান্ দৃষ্ট্বা সংগ্রামে সমুপস্থিতান্।
সর্ব্বে সংভৃতসম্ভারা দেবাস্তান্ সমযোধয়ন্ ॥ ৭ ॥
সংগ্রামস্তু তদা ঘোরঃ শক্রপ্রহ্লাদয়োর্ভবৎ।
পূর্ণং বর্ষশতং তত্র মুনীনাং বিস্ময়াবহঃ ॥ ৮ ॥
বর্ত্তমানে মহাযুদ্ধে শুক্রেণ প্রতিপালিতাঃ।
জয়মাপুস্তদা দৈত্যাঃ প্রহ্লাদপ্রমুখা নৃপ ! ॥ ৯ ॥
তদৈবেন্দ্রো গুরোর্ব্বাক্যাৎ সর্ব্বদুঃখবিনাশিনীম্।
সস্মার মনসা দেবীং মুক্তিদাং পরমাং শিবাম্ ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

জয় দেবি মহামায়ে শূলধারিণি চাম্বিকে।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মখড়্গহস্তেঽভয়প্রদে ॥ ১১ ॥
নমস্তে ভুবনেশানি শক্তিদর্শননায়িকে।
দশতত্ত্বাত্মিকে মাতর্মহাবিদ্যাস্বরূপিণি ॥ ১২ ॥

যত্ত্বয়োক্তং দৈবং প্রতিকূলং বর্ত্ততে জয়ো ন ভবিষ্যতীতি তদেতত্ত্বাসণং নিরুদ্যমানাং পৌরুষহীনানাং ভবতি পরাক্রমবদ্ভিস্তু পৌরুষমেব প্রধানতয়া মন্তব্যমদৃষ্টং তু ক বা বর্ত্তে কিং দৃষ্টং বর্ত্ততে কেন বা নির্ম্মিতমিতি কেন দৃষ্টং নৈবাদৃষ্টমস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪—৭ ॥

ভবৎ অভবদিত্যর্থঃ। আগমশাস্ত্রস্যানিত্যত্বাদড়াগমাভাবঃ ॥ ৮—১১ ॥

শক্তিদর্শননায়িকে ইতি। শৈবশাক্তসৌরগাণেশবৈষ্ণবনাস্তিকমতপ্রতিপাদকানি ষড় দর্শনানি সন্তি। তত্র শক্তিদর্শনস্য নায়িকা তন্মতস্য মুখ্যত্বেন প্রতিপাদ্যা শ্রীভুবনেশ্বরী দেবতা-

---

রাজন্ ! দৈত্যগণ এইরূপ কহিলে, প্রবল-বৈরি-বিনাশন প্রহ্লাদ দৈত্যকুলের সেনানী হইয়া দেবগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥ ৬ ॥ সুরগণ অসুরগণকে যুদ্ধে উপস্থিত দেখিয়া সকলে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৭॥ তখন প্রহ্লাদ ও পুরন্দরের পূর্ণ শতবর্ষব্যাপী ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল, এই ভীষণ সংগ্রাম দর্শনে মুনিগণেরও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল ॥ ৮ ॥ হে রাজন্ ! উপস্থিত সেই নিদারুণ সংগ্রামে শুক্রাচার্য্যের অনুগত প্রহ্লাদপ্রমুখ দৈত্যগণের জয়লাভ হইল ॥ ৯ ॥ তখন ইন্দ্র সুরগুরুর বাক্যানুসারে সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী, মুক্তিপ্রদা পরাৎপরা কল্যাণদায়িনী ভুবনেশ্বরীকে মনে মনে স্মরণ করিয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহামায়ে দেবি ! হে শূলধারিণি অম্বিকে ! আপনি নিখিল বিশ্বের অভয়প্রদান জন্য শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও কৃপাণ ধারণ করিয়া থাকেন। হে ভুবনেশানি ! আপনাকে নমস্কার ; আপনি শক্তির প্রাধান্য-প্রতিপাদক দর্শন-শাস্ত্রসকলের নায়িকা এবং শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি মতে নানাবিধ তত্ত্বের ভিন্নতা থাকিলেও আপনি

মহাকুণ্ডলিনীরূপে সচ্চিদানন্দরূপিণি।
প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্যে তে নমো দীপশিখাত্মিকে ॥ ১৩ ॥
পঞ্চকোষান্তরগতে পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণি।
আনন্দকলিকে মাতঃ! সর্ব্বোপনিষদর্চ্চিতে ॥ ১৪ ॥
মাতঃ! প্রসাদসুমুখি! ভব হীনসত্ত্বান্
ত্রায়স্ব নো জননি! দৈত্যপরাজিতান্ বৈ।
ত্বং দেবি! নঃ শরণদা ভুবনে প্রমাণা
শক্তাসি দুঃখশমনেঽখিলবীর্য্যযুক্তে! ॥ ১৫ ॥

স্ত্রীতি তদেতৎ ষড়্দর্শনপূজায়াং স্পষ্টং তদভিপ্রায়েণোচ্যতে শক্তিদর্শননাম্নিকে ইতি। দশতত্ত্বাত্মিকে মাতরিতি শৈবশাক্তসৌরবৈষ্ণবত্রৈপুরাদিমতভেদেন তত্ত্বান্যনেকানি সন্তি। তত্র শক্তিদর্শনমতে শ্রীভুবনেশ্বর্য্যা দশ তত্ত্বানি সন্তি। কচিন্নব তত্ত্বান্যপি। তদুক্তং শারদায়াম্। নিবৃত্ত্যাদ্যাঃ কলাঃ পঞ্চ ততো বিন্দুঃ কলা পুনঃ। নাদঃ শক্তিঃ সদা পূর্ব্বঃ শিবশ্চ প্রকৃতের্বিভুরিতি। তত্ত্বশব্দেন সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য যত্রান্তর্ভাবস্তত্তত্ত্বমুচ্যতে। তথাচ তদভিপ্রায়েণোচ্যতে দশ তত্ত্বাত্মিকে মাতরিতি মহাবিন্দুস্বরূপিণি সিতশোণবিন্দুযুগলমিশ্রণাজ্জায়মানো মিশ্রবিন্দুর্ম্মহাবিন্দুরিতি কামকলারহস্যে স্পষ্টম্। তদ্ব্যাখ্যায়াং চাস্মাভির্ব্বিশদীকৃতং তদ্প্রায়েণোচ্যতে মহাবিন্দুস্বরূপিণীতি। সাম্যাবস্থমায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মমহাবিন্দুস্তৎস্বরূপিণী ॥ ১২ ॥

প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্যে ত ইতি। প্রাণাগ্নিহোত্রপ্রপঞ্চযাগাখ্যৌ দ্বৌ যাগৌ তয়োর্দ্বয়োরপি দেবতা ভুবনেশ্বরী। তদেতত্তন্ত্রেষু স্পষ্টং তদভিপ্রায়েণোচ্যতে প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্যা ইতি। তদ্দেবতে ইত্যর্থঃ। নমো দীপশিখাত্মিকে ইতি। দীপশিখা বহ্নিশিখা তদাত্মিকে ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। তস্য মধ্যে বহ্নিশিখা অণীয়োর্দ্ধা ব্যবস্থিতা। নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরেতি ॥ ১৩ ॥

পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণীতি। ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি বাক্যোক্তানন্দময়কোশপুচ্ছভূতব্রহ্মরূপিণীত্যর্থঃ। সর্ব্বোপনিষদর্চিতে ইতি। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণীতি শ্রুতেঃ ॥ ১৪ ॥

হীনসত্ত্বান্ হীনপরাক্রমান্ ॥ ১৫ ॥

দশতত্ত্বাত্মিকা; হে মাতঃ! আপনিই মহাবিদ্যাস্বরূপিণী, আমি আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১২ ॥ হে মাতঃ! আপনি আধারপদ্মস্থিতা মহাকুণ্ডলিনী; আপনিই সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী; আপনি প্রাণ ও অগ্নিহোত্র-যাগ-স্বরূপিণী, অর্থাৎ আপনিই উক্ত যাগদ্বয়ের অধিদেবতা; জলদোদয়ে যেরূপ বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় আপনি হৃদয়াকাশে সর্ব্বদাই বহ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন; মাতঃ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥ জননি! আপনিই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষে অবস্থিত রহিয়াছেন; আপনি আনন্দময় কোষে ব্রহ্মস্বরূপিণী; মাতঃ আপনি আনন্দকলিকা এবং পরাব্রহ্মবিদ্যারূপ-উপনিষৎ সকলের পরিপূজিতা; জননি! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥ মাতঃ! আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা দৈত্যগণের নিকটে পরাজিত ও হীনতেজ হইয়াছি, আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। হে সর্ব্বশক্তিসম্পন্নে দেবি!

ধ্যায়ন্তি যেঽপি সুখিনো নিতরাং ভবন্তি
দুঃখান্বিতাবিগতশোকভয়াস্তথান্যে ।
মোক্ষার্থিনো বিগতমানবিমুক্তসঙ্গাঃ
সংসারবারিধিজলং প্রতরন্তি সন্তঃ ॥ ১৬ ॥
ত্বং দেবি ! বিশ্বজননি ! প্রথিতপ্রভাবা
সংরক্ষণার্থমুদিতার্ত্তিহরপ্রতাপা ।
সংহর্ত্তুমেতদখিলং কিল কালরূপা
কো বেত্তি তেঽস্য চরিতং নমু মন্দবুদ্ধিঃ ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মা হরশ্চ হরিদশ্বরথো হরিশ্চ
নাহং যমোঽথ বরুণোঽগ্নিসমীরণৌ চ ।
জ্ঞাতুং ক্ষমা ন মুনয়োঽপি মহানুভাবা
যস্যাঃ প্রভাবমতুলং নিগমাগমাশ্চ ॥ ১৮ ॥

দুঃখান্বিতেতি। অন্যে যে ন ধ্যায়ন্তি তে দুঃখান্বিতাশ্চ তে অবিগতশোকভয়াশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। তথা ভবন্তি মোক্ষার্থিনো যে ধ্যায়ন্তীত্যনুষঙ্গঃ ॥ ১৬ ॥

ত্বং দেবি বিশ্বেতি। আর্ত্তিহরঃ প্রতাপো যস্যাঃ। সত্ত্বগুণং বিনা রক্ষণাভাবস্তমোগুণং বিনা সংহারাভাবো মাতুস্ত পুত্রবিষয়ে সত্ত্বগুণ এবাস্তি তব তু জগজ্জনন্যা জগতো রক্ষণামারণাচ্চোভয়গুণবত্ত্বমস্তীতি তবৈতাদৃশবিলক্ষণচরিতং কো বেদ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

মাভূন্মচ্চরিতং মন্দবুদ্ধীনাং বিষয়ঃ সুবুদ্ধীনাং তু বিষয়ঃ স্যাদিতিচেত্তত্রাহ ব্রহ্মা হরশ্চেতি। এতে মহান্তোঽপি ন জানন্তি তদৈতদপেক্ষয়াধিকবুদ্ধিমন্তঃ কে সন্তি। তস্মাদেতদ্বিষয়ে সর্ব্ব এব মন্দবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইতি ॥ ১৮ ॥

কেবল আপনিই এই ভুবনে আশ্রয়দায়িনী হইয়া আমাদিগের দুঃখ প্রশমনে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ দেবি ! যাঁহারা সতত আপনার ধ্যান করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী ; আর যাঁহারা আপনার ধ্যান না করেন তাঁহাদের শোক ও ভয় বিদূরিত হয় না, সুতরাং তাঁহারা কেবল দুঃখভোগ করিয়া থাকেন। মোক্ষার্থী যে সকল ব্যক্তি নিয়ত আপনার ধ্যান ধারণা করেন, সেই সজ্জনগণ অভিমান-বিরহিত ও নিঃসঙ্গ হইয়া যে সংসার-বারিধির অপার পার সন্দর্শন করেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ হে বিশ্ব-জননি দেবি ! বিশ্ব রক্ষণের নিমিত্ত আপনার প্রভাব বিখ্যাত রহিয়াছে ; বলিতে কি, আপনার প্রভাবে বিপন্নের পীড়া প্রশমিত হয় ; আপনি এই অখিল সংসার-সংহার নিমিত্ত কাল-রূপিণী হইয়া রহিয়াছেন, হে অম্ব ! মন্দমতি জনগণের মধ্যে কে আপনার আচরিত অবগত হইতে পারে ? ॥ ১৭ ॥ দিবাকর, আমি, যম, বরুণ, হুতাশন, সমীরণ, মহানুভব মুনিগণ, আগম, নিগম, অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও আপনার অতুল প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহে। মাতঃ ! আমি আপনার চরণে নমস্কার করি ॥ ১৮ ॥ উমে ! যাঁহারা আপনার প্রতি

ধন্যাস্ত এব তব ভক্তিপরা মহান্তঃ
সংসারদুঃখরহিতাঃ সুখসিন্ধুমগ্নাঃ।
যে ভক্তিভাবরহিতা ন কদাপি দুঃখা-
ম্ভোধিং জনিক্ষয়তরঙ্গমুমে! তরন্তি ॥ ১৯ ॥
যে বীজ্যমানাঃ সিতচামরৈশ্চ
ক্রীড়ন্তি ধন্যাঃ শিবিকাধিরূঢ়াঃ।
তৈঃ পূজিতা ত্বং কিল পূর্ব্বদেহে
নানোপহারৈরিতি চিন্তয়ামি ॥ ২০ ॥
যে পূজ্যমানা বরবারণস্থা
বিলাসিনীবৃন্দবিলাসযুক্তাঃ।
সামন্তকৈশ্চোপনতৈর্ব্রজন্তি
মন্যে হি তৈস্ত্বং কিল পূজিতাসি ॥ ২১ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা মঘবতা দেবী বিশ্বেশ্বরী তদা।
প্রাদুর্ব্বভূব তরসা সিংহারূঢ়া চতুর্ভুজা ॥ ২২ ॥

ধন্যা ইতি। যে ভক্তিরহিতাস্তে জনিক্ষয়তরঙ্গবন্তং দুঃখাম্ভোধিং হে উমে ন কদাপি তরন্তি ॥ ১৯—২৮ ॥

ভক্তিপরায়ণ, তাঁহারাই ধন্য, এবং তাঁহারাই মহান্, তাঁহারা সংসারদুঃখ বিরহিত হইয়া সতত সুখসমুদ্রে মগ্ন হইয়া থাকেন। আর যাহারা আপনার প্রতি ভক্তিবিহীন, তাহারা জন্মমৃত্যুস্বরূপ তরঙ্গসমন্বিত দুঃখসমুদ্র পার হইতে কদাচই সমর্থ হয় না ॥ ১৯ ॥ হে দেবি! যাঁহারা সতত শ্বেতচামর দ্বারা বীজ্যমান হইয়া থাকেন এবং যাঁহারা শিবিকারোহণে গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে নানাবিধ উপহারে আপনার পূজা করিয়াছিলেন, সুতরাং এ জন্মে তদনুরূপ ফল পাইয়াছেন ইহা আমি বিবেচনা করিয়া থাকি ॥ ২০ ॥ যাঁহারা মানবমণ্ডলে নিয়তই পূজ্য, যাঁহারা বরবারণারোহণে গমন করিয়া থাকেন, যাঁহারা বিলাসিনীগণের বিলাস-রসে নিমগ্ন হইয়া আনন্দ অনুভব করেন, যাঁহারা অধীনস্থ সামন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিয়া থাকেন, হে দেবি! আমি বিবেচনা করিয়া থাকি যে, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে আপনার পূজা করিয়াছিলেন, তৎফলে ঐ সকল সুখসম্পত্তি লাভের অধিকারী হইয়াছেন ॥ ২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবরাজ এইরূপে স্তব করিতেছেন এরূপ সময়ে দেবী সিংহারোহণে সত্বর প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার ভুজচতুষ্টয় শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্মে সুশোভিত,

শঙ্খচক্রগদাপদ্মান্ বিভ্রতী চারুলোচনা।
রক্তাম্বরধরা দেবী দিব্যমাল্যবিভূষণা ॥ ২৩ ॥
তানুবাচ সুরান্ দেবী প্রসন্নবদনা গিরা।
ভয়ং ত্যজন্তু ভো দেবাঃ! শং বিধাস্যে কিলাধুনা ॥ ২৪ ॥
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী সিংহারূঢ়াতিসুন্দরী।
জগাম তরসা তত্র যত্র দৈত্যা মদান্বিতাঃ ॥ ২৫ ॥
প্রহ্লাদপ্রমুখাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা দেবীং পুরঃস্থিতাম্।
ঊচুঃ পরস্পরং ভীতাঃ কিংকর্ত্তব্যমিতস্তদা ॥ ২৬ ॥
দেবানাং রক্ষণার্থায় সম্প্রাপ্তা চণ্ডিকা কিল।
মহিষান্তকরী নূনং চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী ॥ ২৭ ॥
নিহনিষ্যতি নঃ সর্ব্বানম্বিকা নাত্র সংশয়ঃ।
বক্রদৃষ্ট্যা যয়া পূর্ব্বং নিহতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ২৮ ॥
এবং চিন্তাতুরান্ বীক্ষ্য প্রহ্লাদস্তানুবাচ হ।
যোদ্ধব্যং নাথ গন্তব্যং পলায্য দানবোত্তমাঃ! ॥ ২৯ ॥
নমুচিস্তানুবাচাথ পলায়নপরানিহ।
হনিষ্যতি জগন্মাতা রুষিতা কিল হেতিভিঃ ॥ ৩০ ॥

ন যোদ্ধব্যং কিন্তু পলায্য গন্তব্যমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

তদীয় লোচনত্রয় অতি মনোহর, তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর এবং গলদেশ দিব্য মালায় বিভূষিত ॥ ২৩ ॥ দেবী প্রসন্নবদনে সুরগণকে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, এক্ষণে আমি তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিব ॥ ২৪ ॥ সেই দিব্য সুন্দরী সিংহারূঢ়া দেবী সুরগণকে উক্ত বাক্য বলিয়া যেখানে মদমত্ত অসুরগণ অবস্থিত করিতেছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন ॥২৫॥ তখন প্রহ্লাদাদি অসুরগণ, দেবীকে পুরস্থিত অবলোকন করিয়া ভয়-ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল,এখন কি করা কর্ত্তব্য? এই চণ্ডিকা দেবগণের রক্ষণের নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; ইনি মহিষাসুর ও চণ্ডমুকে বিনাশ করিয়াছেন, ইনিই বক্রদৃষ্টি দ্বারা পূর্ব্বে মধুকৈটভকে সংহার করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই অম্বিকা আমাদিগের সকলকেই বিনাশ করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ২৬—২৮ ॥ প্রহ্লাদ দানবগণকে এইরূপ চিন্তাতুর অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে দানবগণ! এখন যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করাই কর্ত্তব্য। তখন নমুচিনামক দৈত্য, পলায়নপর দানবদিগকে কহিল, তোমরা পলায়ন করিলে এই জগন্মাতা এখনি করধৃত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তোমাদিগকে বিনাশ করি-

তথা কুরু মহাভাগ ! যথা দুঃখং ন জায়তে।
ব্রজাম্যদ্যৈব পাতালং তাং স্তুত্বা তদনুজ্ঞয়া ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

স্তৌমি দেবীং মহামায়াং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্।
সর্ব্বেষাং জননীং শক্তিং ভক্তানামভয়ঙ্করীম্ ॥ ৩২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিষ্ণুভক্তস্তু প্রহ্লাদঃ পরমার্থবিৎ।
তুষ্টাব জগতাং ধাত্রীং কৃতাঞ্জলিপুটস্তদা ॥ ৩৩ ॥
মালাসর্পবদাভাতি যস্যাং সর্ব্বং চরাচরম্।
সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ তস্যৈ হ্রীংমূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ৩৪ ॥
ত্বত্তঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
অন্যে নিমিত্তমাত্রাস্তে কর্ত্তারস্তব নির্ম্মিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
নমো দেবি ! মহামায়ে ! সর্ব্বেষাং জননী স্মৃতা।
কো ভেদস্তব দেবেষু দৈত্যেষু স্বকৃতেষু চ ॥ ৩৬ ॥

দৈত্যান্ প্রত্যুক্ত্বা প্রহ্লাদং প্রত্যাহ মহাভাগেতি ॥ ৩১—৩৩ ॥
মালাসর্পবদিতি। মালায়াং যথা সর্পভ্রমস্তদ্বচ্চরাচরং যস্যাং ভাতি তস্যৈ সর্ব্বাধিষ্ঠানব্রহ্মরূপায়ৈ হ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে শ্রীভুবনেশ্বর্য্যৈ নমোঽস্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
অন্যে ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বেন ॥ ২৯—৩০ ॥ যাহা হউক, যাহাতে উভয়পক্ষ রক্ষা হয় তাহাই করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা ভুবনেশ্বরীকে স্তুতি করিয়া তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অদ্যই পাতালতলে গমন করিব স্থির করিয়াছি ॥ ৩১ ॥ তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, আমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী, সর্ব্বজননী, ভক্তগণের অভয়দায়িনী মহামায়ার স্তব করিতেছি ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই বলিয়া পরমার্থতত্ত্ববিৎ বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলিপুটে দেবী জগদ্ধাত্রীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ মালা দর্শনে যেরূপ সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার ন্যায় যাঁহার আশ্রয়ে এই চরাচর শোভা পাইতেছে, যিনি এই অখিলের অধিষ্ঠানরূপা, সেই হ্রীংকারবীজমূর্ত্তি ভুবনেশ্বরীকে আমি নমস্কার করি ॥৩৪॥ হে দেবি ! আপনা হইতেই স্থাবর জঙ্গমাদি এই অখিল বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি নিমিত্ত কর্ত্তা মাত্র, বাস্তবিক, আপনি সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥ হে মহামায়ে ! আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সকলের জননী, যখন সুর ও অসুরগণ সকলই আপনার সৃষ্ট, তখন আর আপনার দৃষ্টিতে দেবতা ও দৈত্যগণের বিভিন্নতা

মাতুঃ পুত্রেষু কো ভেদোঽপ্যশুভেষু শুভেষু চ ।
তথৈব দেবেষস্মাসু ন কর্ত্তব্যস্ত্বয়াধুনা ॥ ৩৭ ॥
যাদৃশাস্তাদৃশা মাতঃ ! সুতাস্তে দানবাঃ কিল ।
যতস্ত্বং বিশ্বজননী পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৮ ॥
তেঽপি স্বার্থপরা নূনং তথৈব বয়মপ্যুত ।
নান্তরং দৈত্যসুরয়োর্ভেদোঽয়ং মোহসম্ভবঃ ॥ ৩৯ ॥
ধনদারাদিভোগেষু বয়ং সক্তা দিবানিশম্ ।
তথৈব দেবা দেবেশি ! কো ভেদোঽসুরদেবয়োঃ ॥ ৪০ ॥
তেঽপি কশ্যপদায়াদা বয়ং তৎসম্ভবাঃ কিল ।
কুতো বিরোধসম্ভূতির্জ্জাতা মাতস্তবাধুনা ॥ ৪১ ॥
ন তথা বিহিতং মাতস্ত্বয়ি সর্ব্বসমুদ্ভবে ! ।
সাম্যতৈব ত্বয়া স্থাপ্যা দেবেষস্মাসু চৈব হি ॥ ৪২ ॥
গুণব্যতিকরাৎ সর্ব্বে সমুৎপন্নাঃ সুরাসুরাঃ ।
গুণান্বিতা ভবেয়ুস্তে কথং দেহভৃতোঽমরাঃ ॥ ৪৩ ॥

সর্ব্বেষামিতি । দেবাদীনাং দৈত্যাদীনাং চেত্যর্থঃ । তদা স্বেন কৃতেষু দেবেষু দৈত্যেষু কো ভেদঃ । ভেদো নাপেক্ষিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৪১ ॥

ন তথেতি । হে সর্ব্বসমুদ্ভবে সর্ব্বকারণে ত্বয়ি ন তথা বিরোধকর্ত্তৃত্বং বিহিতং শাস্ত্রেণেত্যর্থঃ । তর্হি কিং তত্রাহ সাম্যতৈবেতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

কিরূপে সম্ভবে ? ॥ ৩৬ ॥ যখন উত্তম ও অধম পুত্রগণের মধ্যে মাতার ভেদবুদ্ধি দৃষ্ট হয় না, তখন দেবগণকে ও আমাদিগকে ভিন্নভাবে দর্শন না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা ॥ ৩৭ ॥ দেবি ! আপনি অখিল পুরাণে বিশ্বজননী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, অতএব মাতঃ ! দেবগণ আপনার যেরূপ পুত্র আমরাও সেইরূপ ॥৩৮॥ জননি ! তাঁহারাও যেরূপ স্বার্থপর, আমাদেরও স্বার্থ সেই প্রকার ; সুতরাং দৈত্য ও দেবগণের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, তবে যদি কেহ ভেদবুদ্ধি করেন, তাহা ভ্রান্তিমূলক ॥—৩৯ ॥ দেবি ! ধনদারাদি বিষয়ভোগে আমরা যেরূপ দিবারাত্রই আসক্ত, দেবগণও সেইরূপ ; হে দেবেশি ! তবে অসুরগণের সহিত দেবগণের কি ভেদ আছে ? ॥ ৪০ ॥ মাতঃ ! তাঁহারাও কশ্যপ মহর্ষির পুত্র, আমরাও তদাত্মজ, অতএব এবিষয়ে আপনার স্নেহের বৈলক্ষণ্য কিরূপে হইতে পারে ? ॥৪১॥ হে বিশ্বজননি ! আপনাতে সেরূপ বিরোধ বিধান কোথাও দৃষ্ট হয় না । অতএব আপনি দেবগণের ও অসুরগণের মধ্যে সাম্যভাব স্থাপন করুন ॥৪২॥ সুরগণ ও অসুরগণ, সকলেই গুণ-সমূহ-সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছেন, তবে অমরগণ দেহধারী হইয়া কিরূপে অধিক গুণান্বিত হইতে পারেন ? ॥ ৪৩ ॥

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ সর্ব্বদেহেষু সংস্থিতাঃ।
বর্ত্তন্তে সর্ব্বদা তস্মাৎ কোঽবিরোধী ভবেজ্জনঃ॥ ৪৪ ॥
ত্বয়া মিথো বিরোধোঽয়ং কল্পিতঃ কিল কৌতুকাৎ।
মন্যামহে বিভেদেন নূনং যুদ্ধদিদৃক্ষয়া॥ ৪৫ ॥
অন্যথা খলু ভ্রাতৄণাং বিরোধঃ কীদৃশোঽনঘে!।
ত্বঞ্চেন্নেচ্ছসি চামুণ্ডে! বীক্ষিতুং কলহং কিল॥ ৪৬ ॥
জানামি ধর্ম্মং ধর্ম্মজ্ঞে! বেদ্মি চাহং শতক্রতুম্।
তথাপি কলহোঽস্মাকং ভোগার্থং দেবি! সর্ব্বথা॥ ৪৭ ॥
একঃ কোঽপি ন শাস্তাস্তি সংসারে ত্বাং বিনাম্বিকে!।
স্পৃহাবতস্তু কঃ কর্ত্তুং ক্ষমতে বচনং বুধঃ॥ ৪৮ ॥
দেবাসুরৈরয়ং সিন্ধুর্ম্মথিতঃ সময়ে কচিৎ।
বিষ্ণুনা বিহিতো ভেদঃ সুধারত্নচ্ছলেন বৈ*॥ ৪৯ ॥
ত্বয়াসৌ কল্পিতঃ শৌরিঃ পালকত্বে জগদ্গুরুঃ।
তেন লক্ষ্মীঃ স্বয়ং লোভাদ্গৃহীতামরসুন্দরী॥ ৫০ ॥
ঐরাবতস্তথেন্দ্রেণ পারিজাতোঽথ কামধুক্।
উচ্চৈঃশ্রবাঃ সুরৈঃ সর্ব্বং গৃহীতং বৈষ্ণবেচ্ছয়া॥ ৫১ ॥

কঃ অবিরোধীতি চ্ছেদঃ। তব গুণমহিমা এবায়ং বদ্বিরোধকর্ত্তৃত্বমিতি ভাবঃ॥৪৪—৫১॥

সকল দেহেই কাম, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতির অধিকার আছে, তবে কোন্ ব্যক্তি অবিরোধী হইয়া থাকিতে সমর্থ হয়? ॥৪৪॥ আমরা মনে করিতেছি, আপনিই কৌতুকবশে যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত আমাদের পরস্পর ভেদ ঘটাইয়া এই বিরোধ উপস্থিত করাইয়াছেন ॥৪৫॥ নতুবা হে চামুণ্ডে! যদি আমাদের কলহ দর্শন করিতে আপনার ইচ্ছা না হইবে, তবে আমরা ভ্রাতৃগণে পরস্পর বিরোধ করিব কেন? ॥ ৪৬ ॥ দেবি! ধর্ম্মও জানি, শতক্রতুকেও জানি, তথাপি বিষয়সম্ভোগার্থ আমাদের সর্ব্বদাই কলহ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ হে অম্বিকে! এই সংসারে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও নিখিলশাসনকর্ত্তা দৃষ্ট হয় না। যাঁহারা স্পৃহাবান্ তাঁহাদের বাক্য প্রতিপালন করিতে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি সমর্থ হইতে পারেন ॥৪৮॥ মাতঃ! কোনও সময়ে দেবতা ও অসুরগণে মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, সেই সময় বিষ্ণু সুধা-রত্ন-বণ্টন-চ্ছলে দেব ও অসুর মধ্যে পরস্পর ভেদ ঘটাইয়া দিলেন ॥ ৪৯ ॥ মাতঃ! আপনি তাঁহাকেই জগদ্গুরু ও জগতের পালনকর্ত্তা করিয়াছেন। তিনি লোভবশতই

---

* সুধাং হৃত্বা ছলেন বৈ। ইতি বা পাঠঃ।

অনয়ং তাদৃশং কৃত্বা জাতা দেবাস্তু সাধবঃ।
অন্যায়িনঃ সুরা নূনং পশ্য ত্বং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৫২ ॥
সংস্থাপিতাঃ সুরা নূনং বিষ্ণুনা বহুমানিনা।
নূনং দৈত্যাঃ পরাভুবন্ পশ্য ত্বং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৫৩ ॥
ক ধর্ম্মঃ কীদৃশো ধর্ম্মঃ ক কার্য্যং ক চ সাধুতা।
কথয়ামি চ কস্যাগ্রে সিদ্ধং মৈমাংসিকং মতম্ ॥ ৫৪ ॥
তার্কিকা যুক্তিবাদজ্ঞা বিধিজ্ঞা বেদবাদকাঃ।
উক্ত্বা সকর্ত্তৃকং বিশ্বং বিবদন্তে জড়াত্মকাঃ ॥ ৫৫ ॥
কর্ত্তা ভবতি চেদস্মিন্ সংসারে বিততে কিল।
বিরোধঃ কীদৃশস্তত্র চৈককর্ম্মণি বৈ মিথঃ ॥ ৫৬ ॥
বেদে নৈকমতিঃ কস্মাৎ শাস্ত্রেম্বপি তথা পুনঃ।
নৈকবাক্যং বচন্তেষামপি বেদবিদাং পুনঃ ॥ ৫৭ ॥

সংস্থাপিতাঃ। স্বস্থানেম্বিতি শেষঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥
মৈমাংসিকমিতি। নিরীশ্বরং মতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

অমরসুন্দরী লক্ষ্মীদেবীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত, পারিজাত, কামধেনু, উচ্চৈঃশ্রবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে বিষ্ণুর ইচ্ছায় সুরগণ অন্যান্য উত্তম উত্তম সামগ্রী সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৫১॥ কি আশ্চর্য্য! এতাদৃশ অনার্য্য কার্য্য করিয়াও দেবগণ সাধু হইলেন, বস্তুত দেবগণই অন্যায়কারী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবি! আপনি এ বিষয়ে যথার্থ ধর্ম্ম কি তাহা অবলোকন করুন ॥ ৫২ ॥ বহুমানী বিষ্ণু দেবতাদিগকে স্বপদে সংস্থাপিত এবং দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়াছেন। হে দেবি! আপনি এ বিষয়ে ধর্ম্মলক্ষণ অবলোকন করুন ॥ ৫৩ ॥ ধর্ম্ম কোথায়? ধর্ম্ম কীদৃশ? ধর্ম্মের কার্য্যই বা কি? সাধুতাই বা কীদৃশ? আপনি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন কাহাদের ধর্ম্মরক্ষা হইয়াছে? কাহাদের বা সাধুতা প্রকাশ পাইয়াছে, কাহাদের জয় বা পরাজয় হওয়া উচিত; কারণ এই সমুদায় বিবেচনা করিতে আপনি বিশেষরূপে সমর্থা। হায়! মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত কাহার সম্মুখেই প্রকাশ করি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই জগৎ বিবাদের ক্ষেত্র; কারণ, তার্কিকগণ যুক্তিপথের পক্ষপাতী, বেদবাদী বিধিমার্গের অনুবর্ত্তী এই সকল স্থূলবুদ্ধিগণ এই সংসারকে একজনের কর্ত্তৃত্বে সৃষ্ট ও পালিত বলিয়া স্বীকার করে, ও পরস্পরে বিরোধ করিয়া থাকে ॥ ৫৪—৫৫ ॥ যদি এই অনন্ত সুবিস্তৃত সংসারে একজন কর্ত্তাই থাকিবে, তবে এক কার্য্যে পরস্পরের মতভেদ ও বিরোধ ঘটিবে কেন? বেদে কি জন্য ঐক্যমত দৃষ্ট হয় না এবং শাস্ত্রসকলেরও মত কি জন্য ভিন্ন ভিন্ন, বেদবিদ্গণের

যতঃ স্বার্থপরং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
নিঃস্পৃহঃ কোঽপি সংসারে ন ভবেন্ন ভবিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥
শশিনাথ গুরোর্ভার্য্যা হৃতা জ্ঞাত্বা বলাদপি।
গৌতমস্য তথেন্দ্রেণ জানতা ধর্ম্মনিশ্চয়ম্ ॥ ৫৯ ॥
গুরুণানুজভার্য্যা চ ভুক্তা গর্ভবতী বলাৎ।
শপ্তো গর্ভগতো বালঃ কৃতশ্চান্ধস্তথা পুনঃ ॥ ৬০ ॥
বিষ্ণুনা চ শিরশ্ছিন্নং রাহোশ্চক্রেণ বৈ বলাৎ।
অপরাধং বিনা কামং তদা সত্ত্ববতাম্বিকে! ॥ ৬১ ॥
পৌত্রো ধর্ম্মযতাং শূরঃ সত্যব্রতপরায়ণঃ।
যজ্বা দানপতিঃ শান্তঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বপূজকঃ ॥ ৬২ ॥
কৃত্বাথ বামনং রূপং হরিণা ছলবেদিনা।
বঞ্চিতোঽসৌ বলিঃ সর্ব্বং হৃতং রাজ্যং পুরা কিল ॥ ৬৩ ॥
তথাপি দেবান্ ধর্ম্মস্থান্ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
জয়ন্তি চাটুবাদাশ্চ ধর্ম্মবাদাঃ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৬৪ ॥

ক্রোধেনাহ বেদে নৈকমতিরিতি ॥ ৫৬—৫৯ ॥

শপ্তো গর্ভগতো বাল ইতি। অয়ং ভাবঃ বৃহস্পতিনা কনিষ্ঠবন্ধোরানর্ত্তস্য কামিনী ভুক্তা। চকারাজ্জ্যেষ্ঠবন্ধোরুতথ্যস্য কামিনী মমতা নাম্নী গর্ভবতী বলাদ্ভুক্তা তত্র যদা তাং বলা মৈথুনার্থং জগ্রাহ তদা গর্ভস্থ বাল উবাচাত্র স্থলমতিসঙ্কুচিতং দ্বিতীয়ো গর্ভো ন স্থাস্য

অভিপ্রায়েরও অনৈক্য কি জন্য দেখা যায়? ॥ ৫৬—৫৭ ॥ হে দেবি! এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক অখিল জগৎ স্বার্থপর, এই কারণেই উক্ত প্রকার মত বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। এই সংসারে স্পৃহাহীন ব্যক্তি হয় নাই ও হইবে না ॥ ৫৮ ॥ দেখুন, নিশাকর জানিয়া শুনিয়াও বলপূর্ব্বক গুরুর ভার্য্যা হরণ করিলেন; ইন্দ্র ধর্ম্মের তত্ত্ব নিশ্চয় জানিয়াও গৌতমের ভার্য্যা হরণ করিলেন; দেবগুরু অনুজের ভার্য্যাতে বলপূর্ব্বক গমন করিলেন, এবং জ্যেষ্ঠের গর্ভিণী ভার্য্যাকে বলাৎকার করিয়া গর্ভগত বালককে শাপ দিয়া অন্ধ করিয়া রাখিলেন অধিক কি, সত্ত্বগুণাবলম্বী বিষ্ণু, বিনাপরাধে বলপূর্ব্বক রাহুর মস্তক ছেদন করিলেন। হে অম্বিকে! ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য, সত্যব্রতপরায়ণ, যজ্ঞশীল, বদান্য, শান্ত, সর্ব্বজ্ঞ মদীয় পৌত্র বলি যিনি সকলেরই সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন; ছলাবলম্বী হরি, বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে বঞ্চনা করিয়া তদীয় সমস্ত রাজ্য হরণ করিয়া লইলেন। হায়! তথাপি মনীষিগণ দেবতাদিগকে ধর্ম্মসংস্থাপনকর্ত্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কি আশ্চর্য্য! এই জগতে যাহারা চাটুকার তাহাদেরই জয়, আর যাহারা যথার্থ ধর্ম্মবাদী তাহাদের ক্ষয় ॥ ৫৯—৬৪ ।

এবং জ্ঞাত্বা জগন্মাতর্যথেচ্ছসি তথা কুরু।
শরণা দানবাঃ সর্ব্বে জহি বা রক্ষ বা পুনঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

সর্ব্বে গচ্ছত পাতালং তত্র বাসং যথেপ্সিতম্।
কুরুধ্বং দানবাঃ! সর্ব্বে নির্ভয়া গতমন্যবঃ ॥ ৬৬ ॥
কালঃ প্রতীক্ষ্যো যুষ্মাভিঃ কারণং স শুভেঽশুভে।
সুনির্ব্বেদপরাণাং হি সুখং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৬৭ ॥
ত্রৈলোক্যস্য চ রাজ্যেঽপি ন সুখং লোভচেতসাম্।
কৃতেঽপি ন সুখং পূর্ণং সস্পৃহাণাং ফলৈরপি ॥ ৬৮ ॥
তস্মাত্ত্যক্ত্বা মহীমেতাং প্রয়াস্তদ্য মহীতলম্।
মমাজ্ঞাং পুরতঃ কৃত্বা সর্ব্বে বিগতকল্মষাঃ ॥ ৬৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যাস্তথেত্যুক্ত্বা রসাতলম্।
প্রণম্য দানবাঃ সর্ব্বে গতাঃ শক্ত্যাভিরক্ষিতাঃ ॥ ৭০ ॥

ততো মৈথুনং মা কুর্ব্বিতি। তদগণয়িত্বা তথৈব মৈথুনং কৃতবাংস্তদ্বীর্য্যং গর্ভস্থবালঃ পদাঘাতেন বহিশ্চিক্ষেপ। ততঃ ক্রুদ্ধো বৃহস্পতিস্ত্বমন্ধো ভবেতি গর্ভস্থবালকং শশাপেতি ভারতে ইয়ং কথা প্রসিদ্ধা ॥ ৬০—৬৭ ॥

হে দেবি! আপনি জগতের মাতা এই সকল বিবেচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। জানিবেন, দানবগণ সকলেই আপনার শরণাপন্ন, এক্ষণে তাহাদিগকে বধ কিংবা রক্ষা করা, যাহা ইচ্ছা হয় করুন ॥ ৬১—৬৪ ॥

দেবী কহিলেন, দানবগণ! তোমরা সকলে সমরজনিত ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ভয়ে পাতালপুরে গমন কর এবং তথায় যথেচ্ছ বাস করিতে থাক ॥ ৬৬ ॥ তোমরা এক্ষণে শুভ ও অশুভ প্রাপ্তির কারণস্বরূপ কালের প্রতীক্ষা কর; জানিও, যাহারা নির্ব্বেদপরায়ণ ও বিরাগী, তাহাদের সর্ব্বদাই সকল স্থানেই সুখ বিদ্যমান আছে ॥ ৬৭ ॥ যাহাদের মানস লোভাকৃষ্ট, তাহারা ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অধিক কি সত্যযুগেও লোভপরায়ণ ব্যক্তিগণ ফলপ্রাপ্ত হইলেও সুখলাভ করিতে পারেন নাই ॥ ৬৮ ॥ অতএব তোমরা বিগতপাপ হইয়া আমার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক মহীতল পরিত্যাগ করিয়া পাতালতলে গমন কর ॥ ৬৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, দানবগণ দেবীর বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও তৎকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পাতালতলে গমন করিল ॥ ৭০ ॥

অন্তর্দ্দধে ততো দেবী দেবাঃ স্বভবনং গতাঃ।
ত্যক্ত্বা বৈরং স্থিতাঃ সর্ব্বে তে তদা দেবদানবাঃ ॥ ৭১ ॥
এতদাখ্যানমখিলং যঃ শৃণোতি বদত্যথ।
সর্ব্বদুঃখবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পদমুত্তমম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে দেবদানবযুদ্ধশান্তিকথনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

কৃতেঽপি কৃতযুগেঽপি সম্পৃহাণাং ফলৈঃ প্রাপ্তৈরপি ন সুখমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৮—৭২॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

তদনন্তর দেবী অন্তর্ধান হইলেন এবং দেবগণও নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন। এই-রূপে দেব ও দানবগণ পরস্পর বৈরভাব পরিহার পুরঃসর অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৭১ ॥ মহারাজ! যে ব্যক্তি এই আখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে সুরাসুরসংগ্রামশান্তি নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

জন্মেজয় উবাচ।

ভৃগুশাপান্মুনিশ্রেষ্ঠ! হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
অবতারাঃ কথং জাতাঃ কস্মিন্মন্বন্তরে বিভো! ॥ ১ ॥
বিস্তরাদ্বদ ধর্ম্মজ্ঞ! অবতারকথাং হরেঃ।
পাপনাশকরীং ব্রহ্মন্! শুভাং সর্ব্বসুখাবহাম্ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি অবতারান্ হরের্যথা।
যস্মিন্মন্বন্তরে জাতা যুগে যস্মিন্নরাধিপ! ॥ ৩ ॥
যেন রূপেণ যৎ কার্য্যং কৃতং নারায়ণেন বৈ।
তৎ সর্ব্বং নৃপ! বক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ তবাধুনা ॥ ৪ ॥
ধর্ম্মস্যৈবাবতারোঽভূচ্চাক্ষুষে মনুসম্ভবে।
নরনারায়ণৌ ধর্ম্মপুত্রৌ খ্যাতৌ মহীতলে ॥ ৫ ॥
অথ বৈবস্বতাখ্যেঽস্মিন্ দ্বিতীয়ে তু যুগে পুনঃ।
দত্তাত্রেয়োঽবতারোঽত্রেঃ পুত্রত্বমগমদ্ধরিঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তবিংশতিশ্লোকৈস্তু পরাশরাঃ পরেচ্ছয়া।
হরের্নানাবতারাস্তু জায়ন্ত ইতি কথ্যতে।

ভৃগুশাপং সোপস্করং শ্রুত্বানন্তরং তচ্ছাপেন বিষ্ণোরবতারাঃ কস্মিন্ কস্মিন্ যুগে কতি-জাতা ইতি পৃচ্ছতি ভৃগুশাপাদিতি ॥ ১—৪ ॥

চাক্ষুষে মনুসম্ভবে চাক্ষুষমন্বন্তরে ॥ ৫ ॥

অথেতি। দ্বিতীয়ে যুগে বৈবস্বতে মন্বন্তরে ইত্যর্থঃ। অত্রেঃ পুত্রত্বং হরিরগমৎ স দত্তাত্রেয়াবতার ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে বিভো! ভৃগু-শাপনিবন্ধন বিচিত্রকর্ম্মা হরি কোন্ মন্বন্তরে কোন্ অবতারে কি প্রকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি পাপনাশিনী সর্ব্ব-সুখদায়িনী ও কল্যাণবিধায়িনী সেই হরির অবতার-কথা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন ॥১-২॥

ব্যাস বলিলেন, হে নরেন্দ্র! যে যে মন্বন্তরে ও যে যে যুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তৎ সমুদায় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ ভগবান্ নারায়ণ যে আকার ধারণ করিয়া যে যে কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সংক্ষেপে তৎসমুদায় তোমার নিকটে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ চাক্ষুষ মন্বন্তরে ধর্ম্মের অবতার প্রকাশিত হয়, তাহাতে নরনারায়ণ নামক ধর্ম্মপুত্রদ্বয় অবতীর্ণ হইয়া মহীতলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর,

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রস্ত্রয়োঽমী দেবসত্তমাঃ।
পুত্রত্বমগমন্ ভূপ! তস্যাত্রের্ভার্য্যয়া বৃতাঃ ॥ ৭ ॥
অনসূয়াত্রিপত্নী চ সতীনামুত্তমা সতী।
যয়া সম্প্রার্থিতা দেবাঃ পুত্রত্বমগমংস্ত্রয়ঃ ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মাভূৎ সোমরূপস্তু দত্তাত্রেয়ো হরিঃ স্বয়ম্।
দুর্ব্বাসা রুদ্ররূপোঽসৌ পুত্রত্বং তে প্রপেদিরে ॥ ৯ ॥
নৃসিংহস্যাবতারস্তু দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
চতুর্থে তু যুগে জাতো দ্বিধারূপো মনোহরঃ ॥ ১০ ॥
হিরণ্যকশিপোঃ সম্যগ্বধায় ভগবান্ হরিঃ।
চক্রে রূপং নারসিংহং দেবানাং বিস্ময়প্রদম্ ॥ ১১ ॥
বলের্নিয়মনার্থায় শ্রেষ্ঠে ত্রেতাযুগে তথা।
চকার রূপং ভগবান্ বামনং কশ্যপান্মুনেঃ ॥ ১২ ॥
ছলয়িত্বা মখে ভূপং রাজ্যং তস্য জহার হ।
পাতালে স্থাপয়ামাস বলিং বামনরূপধৃক্ ॥ ১৩ ॥

অত্রের্ভার্য্যয়া বৃতাঃ প্রার্থিতাঃ ॥ ৭ ॥
তদেবাহ অনসূয়েতি ॥ ৮—৯ ॥

বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে দ্বিতীয়যুগে ভগবান্ হরি, অত্রি ঋষির পুত্র হইয়া দত্তাত্রেয় নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ অত্রিপত্নী অনসূয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন প্রধান দেবতাকে সন্তান রূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তদনুসারে তাঁহারা ঋষিপত্নীর কামনা পূর্ণ করিতে তাঁহার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন ॥ ৭ ॥ অনসূয়া, সতীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, অতএব তিনি প্রার্থনা করিবামাত্রই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার পুত্র হইতে স্বীকার করেন ॥ ৮ ॥ তন্মধ্যে ব্রহ্মা সোমরূপে; স্বয়ং হরি দত্তাত্রেয়রূপে এবং রুদ্রদেব দুর্ব্বাসারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ চতুর্থ যুগে ভগবান্ দেবতাদিগের কার্য্যসাধন নিমিত্ত মনোহর দ্বিরূপ, অর্থাৎ মৃগেন্দ্রমুখ ও অবশিষ্টাঙ্গ নরাকার, ধারণ করিয়া নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ তিনি হিরণ্যকশিপুর বিনাশ নিমিত্তই দেবগণেরও বিস্ময়কর নরসিংহ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন ॥ ১১ ॥ ভগবান্ হরি, বলির প্রভাব প্রশমিত করিবার নিমিত্ত যুগশ্রেষ্ঠ ত্রেতায় মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে বামনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ সেই বামনরূপধারী হরি যজ্ঞস্থলে ছলপূর্ব্বক বলির রাজ্য হরণ করিয়া তাঁহাকে পাতালে সংস্থাপিত

যুগে চৈকোনবিংশেঽথ ত্রেতাখ্যে ভগবান্ হরিঃ।
জমদগ্নিসুতো জাতো রামো নাম মহাবলঃ॥ ১৪॥
ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ শ্রীমান্ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দত্তবান্ মেদিনীং কৃৎস্নাং কশ্যপায় মহাত্মনে॥ ১৫॥
যো বৈ পরশুরামাখ্যো হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
অবতারস্তু রাজেন্দ্র! কথিতঃ পাপনাশনঃ॥ ১৬॥
ত্রেতাযুগে রঘোর্ব্বংশে* রামো দশরথাত্মজঃ।
নরনারায়ণাংশৌ দ্বৌ জাতৌ ভুবি মহাবলৌ॥ ১৭॥
অষ্টাবিংশে যুগে শস্তৌ দ্বাপরেঽর্জ্জুনশৌরিণৌ।
ধরাভারাবতারার্থং জাতৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ ভুবি॥ ১৮॥
কৃতবন্তৌ মহাযুদ্ধং কুরুক্ষেত্রেঽতিদারুণম্।
এবং যুগে যুগে রাজন্নবতারা হরেঃ কিল॥ ১৯॥
ভবন্তি বহবঃ কামং প্রকৃতেরনুরূপতঃ।
প্রকৃতেরখিলং সর্ব্বং বশমেতজ্জগত্ত্রয়ম্॥ ২০॥
যথেচ্ছতি তথৈবেয়ং ভ্রাময়ত্যনিশং জগৎ।
পুরুষস্য প্রিয়ার্থং সা রচয়ত্যখিলং জগৎ॥ ২১॥

দ্বিধারূপো মনুষ্যসিংহাত্মকঃ॥ ১০—১৯॥
এতে সর্ব্বেঽপ্যবতারাঃ শ্রীভগবতীচ্ছয়ৈব জায়ন্তে তদধীনৈবৈতেষাং চেষ্টেত্যাহ ভবন্তীতি॥ ২০—২২॥

করিয়াছিলেন॥ ১৩॥ অনন্তর ত্রেতানামক একোনবিংশ যুগে ভগবান্ হরি, জমদগ্নি ঋষির মহাবল পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরশুরাম নামে বিখ্যাত হন॥১৪॥ তিনি রূপবান্ সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন; তাঁহা হইতেই ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূলিত হয় এবং তিনি মহাত্মা কশ্যপ ঋষিকে অখিল অবনীরাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন॥ ১৫॥ রাজেন্দ্র! তিনিই অদ্ভুতকর্ম্মা হরির পরশুরাম নামক পাপ-বিনাশন অবতার॥ ১৬॥ অনন্তর ভগবান্ হরি, ত্রেতাযুগে রঘুকুলে রামনামে দশরথ-পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তদনন্তর অষ্টাবিংশতি দ্বাপর যুগে নর-নারায়ণের অংশে মহাবল অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে অবনীতলে জন্মগ্রহণ করেন। এই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, ভূমির ভার নাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে অতি নিদারুণ সংগ্রাম সমাধা করেন। রাজন্! এইরূপে যুগে যুগে হরির প্রকৃতির অনুরূপ বহুতর অবতার হইয়া থাকে। রাজেন্দ্র! এই অখিল জগত্ত্রয়, প্রকৃতির বশেই অবস্থিত রহিয়াছে জানিবে॥১৭-২০॥

---

* চতুর্ব্বিংশে। ইতি বা পাঠঃ॥

স্রষ্টা পুরা হি ভগবান্ জগদেতচ্চরাচরম্।
সর্ব্বাদিঃ সর্ব্বগশ্চাসৌ দুর্জ্ঞেয়ঃ পরমোঽব্যয়ঃ ॥ ২২ ॥
নিরালম্বো নিরাকারো নিঃস্পৃহশ্চ পরাৎপরঃ।
উপাধিতস্ত্রিধা ভাতি যস্যাঃ সা প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২৩ ॥
উৎপত্তিকালযোগাৎ সা ভিন্না ভাতি শিবা তদা।
সা বিশ্বং কুরুতে কামং সা পালয়তি কামদা।
কল্পান্তে সংহরত্যেব ত্রিরূপা বিশ্বমোহিনী ॥ ২৪ ॥
তয়া যুক্তোঽসৃজদ্‌ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ পাতি তয়ান্বিতঃ।
রুদ্রঃ সংহরতে কামং তয়া সংমিলিতঃ শিবঃ* ॥ ২৫ ॥

যস্যা মায়ারূপায়া উপাধিতস্ত্রিধা ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রভেদেন সাত্ত্বিকরাজসতামসভেদেন বা ভাতি পরমাত্মা সা মায়াপ্রকৃতিশব্দবাচ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ননু সা কিং ব্রহ্মণো ভিন্না নেত্যাহ উৎপত্তীতি। উৎপত্তিকালে যদা সা বহির্ম্মুখতাং প্রয়াতি তদা সা ভিন্না ভাতি। অন্তর্ম্মুখা তু ব্রহ্মাভিন্নৈব বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ। সা বিশ্বমিতি ॥ ২৪—২৬ ॥

এই প্রকৃতি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, সেইরূপেই জগতকে নিরন্তরই ভ্রমণ করাইতেছেন। প্রকৃতি, পুরুষের প্রিয়-সাধনার্থই নিরন্তর এই অখিল জগৎ রচনা করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥ যে মায়ার উপাধি হইতে পরাৎপর, সর্ব্বাদি সর্ব্বগত দুর্জ্ঞেয় পরম অব্যয় নিরবলম্বন নিরাকার নিঃস্পৃহ ভগবান্, এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে অথবা সাত্ত্বিক রাজস ও তামসরূপে প্রতিভাত হইয়া আছেন, সেই মায়াকেই পরমা প্রকৃতি বলিয়া জানিও ॥২২-২৩॥ সেই শিবা প্রকৃতি, উৎপত্তি ও কালযোগে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সেই ত্রিরূপা বিশ্বমোহিনীই বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন করিতেছেন, এবং কল্পান্তে সংহার করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ রাজন্! এই প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইলেই ব্রহ্মা সৃষ্টি, বিষ্ণু পালন, এবং কল্যাণময় মহাদেব সংহার কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

---

* সা বধ্নাতি জগৎ কৃৎস্নং মায়াপাশেন মোহিতম্। অহং মমেতিপাশেন সুদৃঢ়েন নরাধিপ! ॥
যোগিনো মুক্তসঙ্গাশ্চ মুক্তিকামা মুমুক্ষবঃ। তামেব সমুপাসন্তে দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ॥
বিদ্যাবিদ্যেতি তস্যা বৈ দ্বে রূপে বিদ্ধি পার্থিব!। বিদ্যয়া মুচ্যতে জন্তুর্ব্বধ্যতে চান্যয়া পুনঃ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বে তস্যা বশানুগাঃ। অবতারান্ প্রকুর্ব্বন্তি যন্ত্রিতা ইব দামভিঃ ॥
কদাচিচ্চ সুখং ভুঙ্‌ক্তে বৈকুণ্ঠে ক্ষীরসাগরে। কদাচিৎ কুরুতে যুদ্ধং দানবৈর্ব্বলবত্তরৈঃ ॥
হরিঃ কদাচিৎ যজ্ঞান্ বৈ বিততান্ প্রকরোতি চ। কদাচিচ্চ তপস্তীব্রং তীর্থে চরতি সুব্রতঃ ॥
কদাচিচ্ছেতে শেষেঽসৌ যোগনিদ্রামুপাশ্রিতঃ। ন স্বতন্ত্রঃ কদাচিচ্চ ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥
তথা ব্রহ্মা তথা রুদ্রস্তথেন্দ্রো বরুণো যমঃ। কুবেরোঽগ্নিঃ সমীরশ্চ তথান্যে সুরসত্তমাঃ ॥
মুনয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ বশিষ্ঠাদ্যাস্তথা পরে। সর্ব্বেঽস্যাবশগা নিত্যং পাঞ্চালীব নটস্য চ ॥
নসি প্রোতা যথা গাবঃ প্রচরন্তি বশানুগাঃ। তথৈব দেবতাঃ সর্ব্বে কালপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥
হর্ষশোকাদয়ো ভাবা নিদ্রাতন্দ্রালসাদয়ঃ। সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা রাজন্! দেহিনাং দেহসংযুতাঃ ॥
অমরা নির্জ্জরাঃ প্রোক্তা দেবাশ্চ গ্রন্থকারকৈঃ। অভিধানতশ্চার্থতো বা ন তে হি তাদৃশাঃ কচিৎ ॥

সা চৈবোৎপাদ্য কাকুৎস্থং পুরা বৈ নৃপসত্তমম্ ॥
কুত্রচিৎ স্থাপয়ামাস দানবানাং জয়ায় চ ॥ ২৬ ॥
এবমস্মিংশ্চ সংসারে সুখদুঃখান্বিতাঃ কিল ।
ভবন্তি প্রাণিনঃ সর্ব্বে বিধিতন্ত্রনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে হরেরবতারকথনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

তিনিই পুরাকালে নৃপসত্তম কাকুৎস্থকে উৎপাদন করিয়া দানবগণকে জয় করিবার নিমিত্ত কোনও স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! এইরূপে প্রাণিগণ এই সংসারে বিধিনিয়মে আবদ্ধ হইয়া কখন সুখী, কখন বা দুঃখী হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর অবতারবর্ণন
নামকষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

উৎপত্তিস্থিতিনাশাখ্যা ভাবা যেষাং নিরন্তরম্ । অমরাস্তে কথং বাচ্যা নির্জ্জরাশ্চ পুনঃ কথম্ ॥
দুঃখাভিভূতা জায়ন্তে কালে যে বিবুধোত্তমাঃ । কথং দেবা প্রবক্তব্যা ব্যসনং ক্রীড়নং কথম্ ॥
ক্ষণাদুৎপত্তিনাশশ্চ দৃশ্যতেঽস্মিন্ন সংশয়ঃ । জলজানাঞ্চ কীটানাং মশকানাং তথা পুনঃ ॥
তদুপমানকথনে মাসায়ুষাং সমঃ স্মৃতঃ । ততো বর্ষায়ুষশ্চাপি শতবর্ষায়ুষস্ততঃ ॥
মনুষ্যা অমরা দেবাস্তস্মাদ্‌ব্রহ্মা পরঃ স্মৃতঃ । রুদ্রস্ততস্তথা বিষ্ণুঃ ক্রমশশ্চোত্তরোত্তরম্ ॥
নূনং দেহবতো নাশো মৃতস্যোৎপত্তিরেব চ । চক্রবৎ ভ্রমণং রাজন্ ! সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥
মোহজালাবৃতো জন্তুর্ম্মুচ্যতে ন কদাচন । মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং মোহজালং ন নশ্যতি ॥
উৎপিৎসুকাল উৎপত্তিঃ সর্ব্বেষাং নৃপ জায়তে । তথৈব নাশঃ কল্পান্তে ব্রহ্মাদীনাং যথাক্রমম্ ॥
নিমিত্তং যত্তু যন্নাশে সংঘাতে পতিতং নৃপ ! । নান্যথা তদ্ভবেন্নূনং বিধিনা নির্ম্মিতঞ্চ যৎ ॥
জন্ম মৃত্যুঃ সুখং দুঃখং নির্ম্মিতং জন্মসম্ভবে । তত্তথৈব ভবেৎ কামং নান্যথেতি বিনির্ণয়ঃ ॥
সর্ব্বেষাং সুখদৌ দেবৌ প্রত্যক্ষৌ শশিভাস্করৌ । ন নশ্যতি তয়োঃ পীড়া যৎ কচিদ্রাহুসম্ভবা ॥
ভাস্করস্য সুতো মন্দঃ ক্ষয়ী চন্দ্রঃ কলঙ্কবান্ । পশ্য রাজন্ ! বিধেস্তন্ত্রং দুর্ব্বারো মহতামপি ॥
বেদকর্ত্তা জগদ্ধাতা বুদ্ধিদস্তু চতুর্ভুজঃ । সোঽপি বিক্লবতাং প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা পুত্রীং সরস্বতীম্ ॥
শিবস্যাপি মৃতা ভার্য্যা সতী দগ্ধা কলেবরম্ । সোঽভবদ্দুঃখসন্তপ্তঃ কামার্ত্তশ্চ জনার্দ্দিহা ॥
কামার্ত্তো দগ্ধদেহস্তু কালিন্দ্যাং পতিতঃ শিবঃ । সাপি শ্যামজলা জাতা তন্নিদাঘবশান্নৃপ ! ॥
কামার্ত্তোরমমাণস্তু নগ্নঃ সোপিভৃগোর্ব্বনম্ । গতঃ শপ্তোঽথ ভৃগুণা দৃষ্ট্বা কামাতুরং ভৃশম্ ॥
পতত্বদ্যৈব তে লিঙ্গং নির্লজ্জাধম কামুক ! । তরসা পতিতং তত্তু শিবস্য বচনান্মুনেঃ ॥
দুঃখিতোঽসৌ তপস্তপ্ত্বা শঙ্করো লোকশঙ্করঃ । উপযেমে গিরেঃ পুত্রীং পার্ব্বতীং চাতিসুন্দরীম্ ॥
বিষ্ণুঃ প্রাপ্য দেবকার্য্যং সঞ্জাতো বৃষভঃ কিল ॥ পপৌ চামৃতবাপীঞ্চ দানবৈর্নির্ম্মিতাং মুদা ।
ইন্দ্রোঽপি চ বৃষো ভূত্বা ককুৎস্থং নৃপসত্তমম্ । ককুদি স্থাপয়ামাস দানবানাং জয়ায় বৈ ॥
কচিৎ পুস্তকেষু ইত্যধিকপাঠো দৃশ্যতে ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

বারাঙ্গনাস্ত্বয়া খ্যাতা নরনারায়ণাশ্রমে।
একং নারায়ণং শান্তং কাময়ানাঃ স্মরাতুরাঃ ॥ ১ ॥
শপ্তুকামস্তদা জাতো মুনির্নারায়ণশ্চ তাঃ।
নিবারিতো নরেণাথ ভ্রাত্রা ধর্ম্মবিদা মুনে! ॥ ২ ॥
কিং কৃতং মুনিনা তেন ব্যসনে সমুপস্থিতে।
তাভিঃ সঙ্কল্পিতেনার্থকামার্থাভির্ভৃশং মুনে! ॥ ৩ ॥
শক্রেণোৎপাদিতাভিশ্চ বহুপ্রার্থনয়া পুনঃ।
যাচিতেন বিবাহার্থং কিং কৃতং তেন জিষ্ণুনা ॥ ৪ ॥
ইত্যেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং তস্য মোক্ষদম্।
নারায়ণস্য মে ব্রূহি বিস্তরেণ পিতামহ! ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি যথা তস্য মহাত্মনঃ।
ধর্ম্মপুত্রস্য ধর্ম্মজ্ঞ! বিস্তরেণ বদামি তে ॥ ৬ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্মৈরথ সুরাঙ্গনাঃ।
নারায়ণাশ্রমে প্রাপ্তাঃ কথা তাসামিহোচ্যতে ॥

এতাবৎপর্য্যন্তং প্রাসঙ্গিকীং কথাং সমাপ্য প্রকৃতাং নারায়ণাশ্রমে প্রাপ্তানাং বারাঙ্গনানাং কথাং পৃচ্ছতি বারাঙ্গনা ইতি। বারাঙ্গনাভিঃ স্মরাতুরাভিঃ প্রার্থিতো নারায়ণ-

---

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! আপনি কহিয়াছেন যে, নরনারায়ণের আশ্রমে স্বর্গবারাঙ্গনাগণ কামাতুর হইয়া শান্তচিত্ত একমাত্র নারায়ণকেই কামনা করিয়াছিল ॥ ১ ॥ সেই সময় নারায়ণমুনি তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তদীয় ভ্রাতা নর ঋষি তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন ॥২॥ এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই সঙ্কট সময় সমুপস্থিত হইলে নারায়ণমুনি কি করিয়াছিলেন? অমরনাথ ইন্দ্র যে সকল কামাভিলাষিণী সুরবারাঙ্গনাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা বহুবার পরিণয় প্রার্থনা জানাইলে সেই জিষ্ণু নারায়ণ ঋষি কি করিলেন? ॥ ৩—৪ ॥ হে পিতামহ! সেই নারায়ণের এই সকল মোক্ষপ্রদ চরিত্র শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে, আপনি তাহা সবিস্তার বর্ণন করিয়া আমার অভিলাষ পরিপূরণ করুন ॥ ৫ ॥

শপ্তুকামস্তু সংদৃষ্টো নরেণাথ যদা হরিঃ।
বারিতোঽসৌ সমাশ্বাস্য মুনির্নারায়ণস্তদা ॥ ৭ ॥
শান্তকোপস্তদোবাচ তাস্তপস্বী মহামুনিঃ।
স্মিতপূর্ব্বমিদং বাক্যং মধুরং ধর্ম্মনন্দনঃ ॥ ৮ ॥
অস্মিন্ জন্মনি চার্ব্বঙ্গ্যঃ কৃতসঙ্কল্পবানহম্।
আবাভ্যাং চ ন কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা দারসংগ্রহঃ ॥ ৯ ॥
তস্মাদ্গচ্ছন্তু ত্রিদিবং কৃপাং কৃত্বা মমোপরি।
ধর্ম্মজ্ঞা ন প্রকুর্ব্বন্তি ব্রতভঙ্গং পরস্য বৈ ॥ ১০ ॥
শৃঙ্গারেঽস্মিন্ রসে নূনং স্থায়ী ভাবো রতিঃ স্মৃতঃ।
কথং করোমি সম্বন্ধং তদভাবে সুলোচনাঃ ॥ ১১ ॥
কারণেন বিনা কার্য্যং ন ভবেদিতি নিশ্চয়ঃ।
কবিভিঃ কথিতং শাস্ত্রে স্থায়ী ভাবো রসঃ কিল ॥ ১২ ॥
ধন্যঃ সুচারুসর্ব্বাঙ্গঃ সভাগ্যোঽহং ধরাতলে।
প্রীতিপাত্রং যতো জাতো ভবতীনামকৃত্রিমম্ ॥ ১৩ ॥

তা বারাঙ্গনাঃ শপ্তুং প্রবৃত্তো নরেণ নিবারিত ইতি পূর্ব্বমুক্তং তদনন্তরং নারায়ণঃ কিং কৃত-বানিতি তদ্ব্রূহীতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ১—৮ ॥
আবাভ্যাং নরনারায়ণাভ্যাম্ ॥ ৯—১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেই মহাত্মা ধর্ম্মপুত্রের আচরণ আমি তোমার নিকটে বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ নারায়ণ হরি যখন শাপ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন নরঋষি তদ্দর্শনে তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক নিবারণ করিলেন ॥ ৭ ॥ তখন মহামুনি তপোধন ধর্ম্মনন্দন নারায়ণ, আপনার রোষভাব পরিত্যাগ করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক তাহাদিগকে মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ হে সুন্দরি-সকল! এই জন্মে আমরা তপশ্চরণের সংকল্প করিয়াছি, সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের দারপরিগ্রহ করা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নয়; অতএব, তোমরা আমাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ পুরঃসর স্বর্গে গমন কর। জানিও যাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ, তাঁহারা কদাচই অন্যের ব্রতভঙ্গ করিতে অভিলাষ করেন না ॥ ৯—১০ ॥ সুলোচনাগণ! শৃঙ্গাররসে রতিই স্থায়িভাব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, আমাদের এক্ষণে তাহার অভাব; অতএব আমরা কিরূপে সে সম্বন্ধ সংযোজনা করিতে পারি? ॥ ১১ ॥ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, ইহাই স্থির নিশ্চয়। কবিগণ, শাস্ত্রে রসকেই স্থায়িভাব কহিয়াছেন ॥ ১২ ॥ যাহা হউক আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল নিশ্চয়ই সুশোভন, আমিই ধরাতলে ধন্য ও সৌভাগ্যবান্,

ভবতীভিঃ কৃপাং কৃত্বা রক্ষণীয়ং ব্রতং মম।
ভবিষ্যামি মহাভাগাঃ! পতিরপ্যন্যজন্মনি ॥ ১৪ ॥
অষ্টাবিংশে বিশালাক্ষ্যো দ্বাপরেঽস্মিন্ ধরাতলে।
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং প্রভবিষ্যামি সর্ব্বথা ॥ ১৫ ॥
তদা ভবত্যো মদ্দারাঃ প্রাপ্য জন্ম পৃথক্ পৃথক্।
ভূপতীনাং সুতা ভূত্বা পত্নীভাবং গমিষ্যথ ॥ ১৬ ॥
ইত্যাশ্বাস্য হরিস্তাস্ত প্রতিশ্রুত্য পরিগ্রহম্।
ব্যসর্জ্জয়ৎ স ভগবান্ জগ্মুশ্চ বিগতজ্বরাঃ ॥ ১৭ ॥
এবং বিসর্জ্জিতাস্তেন গতাঃ স্বর্গং তদাঙ্গনাঃ।
শক্রায় কথয়ামাসুঃ কারণং সকলং পুনঃ ॥ ১৮ ॥
আশ্রুত্য মঘবাংস্তাভ্যো বৃত্তান্তং তস্য বিস্তরাৎ।
তুষ্টাব তং মহাত্মানং নারীর্দৃষ্ট্বা তথোর্ব্বশীঃ ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

অহো ধৈর্য্যং মুনেঃ কামং তথৈব চ তপোবলম্।
যেনোর্ব্বশ্যঃ স্বতপসা তাদৃগ্রূপাঃ প্রকল্পিতাঃ ॥ ২০ ॥

শৃঙ্গারেঽস্মিন্নিতি। অস্মিন্ শৃঙ্গাররসে স্থায়ী ভাবো রসস্ত রতিরেব। সা চ ময়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারণেন ত্যক্তা। ততো ভবতীনাং সম্বন্ধং কথং করোমি করিষ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৮ ॥

নতুবা আমি তোমাদিগেরও অকৃত্রিম প্রণয়াস্পদ হইলাম কেন? ॥ ১৩ ॥ তোমরা সৌভাগ্যবতী অতএব কৃপা করিয়া আমার ব্রতরক্ষা কর; আমার এই প্রার্থনা যে জন্মান্তরে আমি তোমাদের পতি হইতে পারি ॥ ১৪ ॥ হে বিশালাক্ষি সুন্দরি সকল! অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমি ধরাতলে নিশ্চিতই অবতীর্ণ হইব; তখন তোমরাও প্রত্যেকেই পৃথিবীতলে রাজকন্যারূপে পৃথক্ পৃথক্ জন্মগ্রহণ করিয়া আমার পত্নীভাব প্রাপ্ত হইবে ॥১৫—১৬॥ নারায়ণ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাহারাও মনের উৎকণ্ঠা পরিহার করিয়া সুরপুরে গমন করিল এবং ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল ॥১৭—১৮॥ সুরপতি সুরাঙ্গনাদিগের মুখে সেই ঋষিদ্বয়ের বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিয়া এবং নারায়ণ ঋষির উরুজাত উর্ব্বশীপ্রভৃতি সুন্দরীদিগকে দর্শন করিয়া মহাত্মা নারায়ণের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, অহো! মুনির কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্যশক্তি? কি চমৎকার তপঃপ্রভাব? আহা! তিনি আপনার তপোবলে উর্ব্বশী প্রভৃতি এই সকল অনুপম সুন্দরীদিগকে আপ-

ইতি স্তুত্বা প্রসন্নাত্মা বভূব সুররাট্ ততঃ ।
নারায়ণোঽপি ধর্ম্মাত্মা তপস্যভিরতোঽভবৎ ॥ ২১ ॥
ইত্যেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং মুনের্ব্বৃত্তান্তমদ্ভুতম্ ।
নারায়ণস্য সকলং নরস্য চ মহামুনেঃ ॥ ২২ ॥
তৌ হি কৃষ্ণার্জ্জুনৌ বীরৌ ভূভারহরণায় চ ।
জাতৌ তৌ ভরতশ্রেষ্ঠ ! ভৃগোঃ শাপবশাদিহ ॥ ২৩ ॥

রাজোবাচ ।

কৃষ্ণাবতারচরিতং বিস্তরেণ বদস্ব মে ।
সন্দেহো মম চিত্তেঽস্তি তং নিবারয় মানদ ! ॥ ২৪ ॥
যয়োঃ পুত্রত্বমাপন্নৌ হর্য্যনন্তৌ মহাবলৌ ।
দেবকীবসুদেবৌ তৌ দুঃখভাজৌ কথং মুনে ! ॥ ২৫ ॥
কংসেন নিগড়ে বদ্ধৌ পীড়িতৌ বহুবৎসরান্ ।
যয়োঃ পুত্রো হরিঃ সাক্ষাত্তপসা তোষিতোঽভবৎ ॥ ২৬ ॥
জাতোঽসৌ মথুরায়াস্তু গোকুলে স কথং গতঃ ।
কংসং হত্বা দ্বারবত্যাং নিবাসং কৃতবান্ কথম্ ॥ ২৭ ॥

উর্ব্বশীরিতি বহুবচনেন উর্ব্বশীসদৃশত্বাৎ পঞ্চাশদধিকষোড়শসহস্রপরিমিতাস্তাসাং পরিচর্য্যার্থং যা উৎপাদিতাঃ পূর্ব্বমুক্তাস্তা গৃহ্যন্তে। তথাচ নারায়ণেনোৎপাদিতস্ত্রীভিঃ সহোর্ব্বশী স্বর্গং প্রতি প্রেষিতেতি ভাবঃ ॥ ১৯—২১ ॥

নার উরুদেশ হইতে উৎপাদিত করিয়াছেন ? ॥ ২০ ॥ সুররাজ এইরূপে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া নিরুদ্বেগ হইলেন ; এদিকে ধর্ম্মাত্মা নারায়ণও আপনার তপস্যায় অভিনিবিষ্ট হইলেন ॥২১॥ রাজেন্দ্র ! এই আমি আপনার নিকট মহামুনি নরনারায়ণের সমস্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত সম্যক্প্রকারে কহিলাম ॥ ২২ ॥ হে ভরতভূষণ ! সেই নরনারায়ণ ভৃগুর শাপ হেতু ভূভারহরণের নিমিত্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুননামক বীরদ্বয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

রাজা কহিলেন, হে মানদ মুনে ! এক্ষণে কৃষ্ণাবতার চরিত বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়া আমার মনের সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ২৪ ॥ মুনিবর ! মহাবল হরি ও অনন্ত, যাঁহাদের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই বসুদেব ও দেবকী দুঃখভাজন হইলেন কেন ? তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দ্দন যাঁহাদের পুত্র হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বহুকাল কংসের কারাগারে নিগড়নিবদ্ধ হইয়া থাকিবার তাৎপর্য্য কি ? ॥ ২৫—২৬ ॥ কৃষ্ণ, মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়া কিজন্য গোকুলে গমন করিলেন এবং কংসকে বধ করিয়া কিজন্য সমুদ্রমধ্যবর্ত্তিনী দ্বারকাবতী নগরীতেই বা বাস করিলেন ? ॥ ২৭ ॥ তাঁহার জনক জননী ও

পিত্রাদিসেবিতং দেশং সমৃদ্ধং পাবনং কিল।
ত্যক্ত্বা দেশান্তরেঽনার্য্যে গতবান্ স কথং হরিঃ ॥ ২৮ ॥
কুলঞ্চ দ্বিজশাপেন কথমুৎসাদিতং হরেঃ।
ভারাবতারণং কৃত্বা বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
দেহং মুমোচ তরসা জগাম চ দিবং হরিঃ ॥ ২৯ ॥
পাপিষ্ঠানাঞ্চ ভারেণ ব্যাকুলাভূচ্চ মেদিনী।
তে হতা বাসুদেবেন পার্থেনামিতকর্ম্মণা ॥ ৩০ ॥
লুণ্ঠিতা যৈর্হরেঃ পত্ন্যস্তে কথং ন নিপাতিতাঃ ॥ ৩১ ॥
ভীষ্মো দ্রোণস্তথা কর্ণো বাহ্লীকোঽপ্যথ পার্থিবঃ।
বৈরাটোঽথ বিকর্ণশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্থিবঃ ॥ ৩২ ॥
সোমদত্তাদয়ঃ সর্ব্বে নিহতাঃ সমরে মুনে!।
তেষামুত্তারিতো ভারশ্চৌরাণাং ন হৃতঃ কথম্ ॥ ৩৩ ॥
কৃষ্ণপত্ন্যঃ কথং দুঃখং প্রাপ্তাঃ প্রান্তে পতিব্রতাঃ।
সন্দেহোঽয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ! চিত্তে মে পরিবর্ত্ততে ॥ ৩৪ ॥
বসুদেবস্তু ধর্ম্মাত্মা পুত্রদুঃখেন তাপিতঃ।
ত্যক্তবান্ স কথং প্রাণানপমৃত্যুং জগাম হ ॥ ৩৫ ॥

আনার্য্যে শ্রেষ্ঠে ॥ ২৮—৩২ ॥

আত্মীয়বর্গ লোকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন যে পবিত্র দেশে বাস করিতেন, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য জঘন্য দেশান্তরে বসতির কারণ কি? ॥২৮॥ কিজন্যই বা দ্বিজশাপে যদুপতির নিজ কুল উৎসাদিত হইল? কিরূপেই বা সনাতন বাসুদেব পৃথিবীর ভারাবতরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ পুরঃসর স্বর্গে গমন করিলেন? পাপিষ্ঠগণের ভারে বসুমতী ব্যাকুলা হইয়াছিলেন, সেই পাপিষ্ঠগণ অমিতকর্ম্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের করে নিহত হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা হরির পত্নীদিগকে লুণ্ঠন করিয়াছিল, সেই দুষ্টদিগকে নিপাতিত না করিবার তাৎপর্য্য কি? ॥ ২৯-৩১ ॥ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, নরপতি বাহ্লীক, বিরাট; বিকর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা সোমদত্ত প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গকে বিনষ্ট করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করা হইল, কিন্তু তস্করদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের ভার হরণ করা না হইল কেন? ॥৩২—৩৩॥ পতিব্রতা কৃষ্ণপত্নীগণ কিহেতু অবশেষে দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এ বিষয়ে আমার মানসে সন্দেহের আবির্ভাব হইয়াছে ॥৩৪॥ ধর্ম্মাত্মা বসুদেব, পুত্র-দুঃখে তাপিত হইয়া কি নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং কি কারণেই বা তাঁহার অপমৃত্যু ঘটিল? ॥ ৩৫ ॥ হে মুনিসত্তম! পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ-

পাণ্ডবা ধর্ম্মসংযুক্তাঃ কৃষ্ণে চ নিরতাঃ সদা।
তে কথং দুঃখভোক্তারো হ্যভবন্মুনিসত্তম ! ॥ ৩৬ ॥
দ্রৌপদী চ মহাভাগা কথং দুঃখস্য ভাগিনী।
বেদীমধ্যাচ্চ সংজাতা লক্ষ্ম্যংশসম্ভবা কিল ॥ ৩৭ ॥
সভায়াঞ্চ সমানীতা রজোদোষসমন্বিতা।
বলাদ্দুঃশাসনেনাথ কেশগ্রহণকর্শিতা ॥ ৩৮ ॥
পীড়িতা সিন্ধুরাজ্ঞাথ বনমধ্যগতা সতী।
তথৈব কীচকেনাপি পীড়িতা রুদতী ভৃশম্ ॥ ৩৯ ॥
পুত্রাঃ পঞ্চৈব তস্যাস্তু নিহতা দ্রৌণিনা গৃহে।
সুভদ্রায়াঃ সুতো যুদ্ধে বাল এব নিপাতিতঃ ॥ ৪০ ॥
তথাচ দেবকীপুত্রাঃ ষট্ কংসেন নিষূদিতাঃ।
সমর্থেনাপি হরিণা দৈবং ন কৃতমন্যথা ॥ ৪১ ॥
যাদবানাং তথা শাপঃ প্রভাসে নিধনং পুনঃ।
কুলক্ষয়ে তথা তীব্রে তৎপত্নীনাঞ্চ লুণ্ঠনম্ * ॥ ৪২ ॥

চৌরাণাং ন হৃতঃ কথমিতি। এবং তাদৃশসামর্থ্যবতাং চৌরাণাং ভারঃ কথং ন হৃতঃ ॥ ৩৩—৪০ ॥

নিরত ও ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, তবে তাঁহাদের এত দুঃখ ভোগ করিবার কারণ কি ? ॥ ৩৬ ॥ যে দ্রৌপদী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা এবং যজ্ঞ-বেদি-মধ্য হইতে সমুৎপন্না, তিনিই বা কিজন্য এত দূর দুঃখভাগিনী হইলেন ? ॥৩৭॥ সেই বালা রজস্বলা থাকিলেও দুঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভাস্থলে আনয়ন করিলেন কেন এবং কিহেতুই বা বনবাসকালে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তাঁহাকে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া প্রদান করিয়াছিলেন ? সেই ভামিনী পাণ্ডবগেহিনী রোদন করিলেও কিহেতু কীচক তাঁহার উৎপীড়ন ও অবমাননা করিয়াছিল ? ॥ ৩৮—৩৯ ॥ কিহেতুই বা তাঁহার গৃহস্থিত পঞ্চপুত্রকে অশ্বত্থামা নিধন করিয়াছিলেন ? সুভদ্রার বালক পুত্রেরই বা যুদ্ধস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার কারণ কি ? ॥ ৪০ ॥ কংসরাজ কেনই বা দেবকীর ষট্‌পুত্রকে নিহত করিয়াছিল ? কি জন্যই বা ভগবান্ হরি দৈবের অন্যথা করণে সমর্থ হইয়াও তাহা না করিলেন ? ॥ ৪১ ॥ কি আশ্চর্য্য ! যাদবগণের প্রতি ব্রহ্মশাপ, প্রভাসে তাঁহাদের নিধন, একবারে যদুকুলের ধ্বংস এবং তাঁহার পত্নীগণের লুণ্ঠন, এই সকল গুরুতর বিষয়েও কি তিনি দৈবকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন ? ॥৪২॥ যদি তিনি সকলের

---

* পিত্রোশ্চ নিধনে চৈব দৈবমেব পুরস্কৃতম্। ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥

বিষ্ণুনা চেশ্বরেণাপি সাক্ষান্নারায়ণেন চ।
উগ্রসেনস্য সেবা বৈ দাসবৎ সততং কৃতা ॥ ৪৩ ॥
সন্দেহোঽয়ং মহাভাগ! তত্র নারায়ণে মুনৌ।
সর্ব্বজন্তুসমানত্বং ব্যবহারে নিরন্তরম্ ॥ ৪৪ ॥
হর্ষশোকাদয়ো ভাবাঃ সর্ব্বেষাং সদৃশাঃ কথম্।
ঈশ্বরস্য হরের্জাতা কথমপ্যন্যথা গতিঃ ॥ ৪৫ ॥
তস্মাদ্বিস্তরতো ব্রূহি কৃষ্ণস্য চরিতং মহৎ।
অলৌকিকেন হরিণা কৃতং কর্ম্ম মহীতলে ॥ ৪৬ ॥
হতা আয়ুঃক্ষয়ে দৈত্যাঃ ক্লেশেন মহতা পুনঃ।
কৈশ্বর্য্যশক্তিঃ প্রথিতা হরিণা মুনিসত্তম! ॥ ৪৭ ॥
রুক্মিণীহরণে নূনং গৃহীত্বাথ পলায়নম্।
কৃতং হি বাসুদেবেন চৌরবচ্চরিতং তদা ॥ ৪৮ ॥
মথুরামণ্ডলং ত্যক্ত্বা সমৃদ্ধং কুলসম্মতম্।
জরাসন্ধভয়াত্তেন দ্বারকাগমনং কৃতম্ ॥ ৪৯ ॥
তদা কেনাপি ন জ্ঞাতো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
কিঞ্চিৎ প্রব্রূহি মে ব্রহ্মন্! কারণং ব্রজগোপনম্ ॥৫০ ॥

সমর্থেনেশ্বরেণ হরিণৈতেষাং দৈবমন্যথা কথং ন কৃতং নহীশ্বরস্য কিঞ্চিদ্দুর্ঘটমস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

ঈশ্বর এবং স্বয়ং নারায়ণ হইবেন তবে সর্ব্বদা উগ্রসেনের প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করিলেন কেন? ॥ ৪৩ ॥ মহাভাগ! সেই নারায়ণ মুনির প্রতি এই সন্দেহ হয় যে, তাঁহার ব্যবহার নিরন্তরই সাধারণ জীবের ন্যায়, তাঁহার হর্ষ শোকাদি ভাব সকল কিজন্য সাধারণ লোকের তুল্য? যদি তিনি নারায়ণ হরি পরমেশ্বর, তবে কিহেতু তাঁহার ভাব ঐশ্বরিক না হইয়া সাধারণ জন্তুর ন্যায় হইয়াছিল? ॥ ৪৪—৪৫ ॥ অতএব, লোকাতীতপ্রভাব হরি মহীতলে যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আপনি তৎসমুদায় এবং তাঁহার দিব্য লীলাকাণ্ড বিশেষ বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন ॥৪৬॥ হে মুনিসত্তম! আয়ুঃক্ষয় হইলেই জীবের জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে, তবে অতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া দৈত্যগণকে বধ করিয়া ঈশ্বর হরির কি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে? ॥ ৪৭॥ রুক্মিণীহরণকালে ভগবান্ রুক্মিণীকে গ্রহণ করিয়া পলায়নপরায়ণ হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চৌরের ন্যায় আচরণ করা হইয়াছিল সন্দেহ নাই ॥৪৮॥ জরাসন্ধের ভয়ে মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন, কুলসম্মত মথুরামণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারকা নগরে পলায়ন করিবার উদ্দেশ্য কি? ॥ ৪৯॥ যখন তিনি এই সমস্ত কার্য্য করেন, তখন কি

এতে চান্যে চ বহবঃ সন্দেহা বাসবীসুত।
নাশয়াদ্য মহাভাগ! সর্ব্বজ্ঞোঽসি দ্বিজোত্তম! ॥ ৫১ ॥
গোপ্যস্তথৈকঃ সন্দেহো হৃদয়ান্ন নিবর্ত্ততে।
পাঞ্চাল্যাঃ পঞ্চভর্ত্তৃত্বং লোকে কিং ন জুগুপ্সিতম্ ॥ ৫২ ॥
সদাচারং প্রমাণং হি প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
পশুধর্ম্মঃ কথং তৈস্তু সমর্থৈরপি সংশ্রিতঃ ॥ ৫৩ ॥
ভীষ্মেণাপি কৃতং কিংবা দেবরূপেণ ভূতলে।
গোলকৌ তৌ সমুৎপাদ্য যত্তু বংশস্য রক্ষণম্ ॥ ৫৪ ॥
ধিগ্ধর্ম্মনির্ণয়ঃ কামং মুনিভিঃ পরিদর্শিতঃ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রোৎপাদনলক্ষণঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়প্রশ্নকথনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

নরনারায়ণে পরমেশ্বরে মুনৌ সর্ব্বজন্তুসমানত্বং সর্ব্বজীবসমানত্বং কথমিতি সন্দেহঃ ॥৪৪ ৫৫॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

তাঁহাকে ঈশ্বর ভগবান্ হরি বলিয়া কেহ জানিতে পারে নাই? ব্রহ্মন্! যদি তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইবেন তবে ব্রজে লুক্কায়িত থাকিলেন কেন? ইহাঁর কারণ কি তাহা আমার নিকটে বলুন ॥৫০॥ হে মুনে! এই সকল এবং অন্যান্য বহুতর সন্দেহ আমার অন্তরে নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে, আপনি দ্বিজোত্তম সর্ব্বজ্ঞ ও মহাভাগ, আপনার নিকটে প্রার্থনা যে, আমার এই সকল সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ৫১ ॥ তপোধন! আমার মনে আর একটী অতি গোপনীয় সন্দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা কিছুতেই অপনীত হইতেছে না। মুনিবর! পাঞ্চালীর যে পঞ্চস্বামী হইয়াছিল তাহা কি লোকসমাজে ঘৃণা কর ও লজ্জাজনক নহে? পণ্ডিতগণ সদাচারকেই ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; তবে, সেই পাণ্ডবগণ সম্যক্ প্রকারে ক্ষমতাপন্ন হইয়াও কেন পশুধর্ম্মের আচরণ করিয়াছিলেন? ॥ ৫২-৫৩॥ পৃথিবীতলে দেবরূপে অবস্থান করিয়া ভীষ্মই বা কি করিলেন? জিজ্ঞাসা করি গোলক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা করা কি তাঁহার সদৃশ কার্য্য হইয়াছে? ॥ ৫৪ ॥ মুনিগণ "যে কোনও উপায়েই হউক পুত্রোৎপাদন করিবে" এইরূপ ব্যবস্থা প্রদান পূর্ব্বক যে ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই ধর্ম্মনির্ণয়ে ধিক্! ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়ের প্রশ্নকথন নামক
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণস্য চরিতং মহৎ।
অবতারকারণঞ্চ দেব্যাশ্চরিতমদ্ভুতম্ ॥ ১ ॥
ধরৈকদা ভরাক্রান্তা রুদতী চাতিমর্শিতা।
গোরূপধারিণী দীনা ভীতাগচ্ছৎ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ২
পৃষ্টা শক্রেণ কিন্তেঽদ্য বর্ত্ততে ভয়মিত্যথ।
কেন বৈ পীড়িতাসি ত্বং কিং তে দুঃখং বসুন্ধরে! ॥ ৩ ॥
তচ্ছ্রুত্বেলা তদোবাচ শৃণু দেবেশ! মেঽখিলম্।
দুঃখং পৃচ্ছসি যত্ত্বং মে ভারাক্রান্তাস্মি মানদ! ॥ ৪ ॥
জরাসন্ধো মহাপাপী মাগধেষু পতির্ম্মম।
শিশুপালস্তথা চৈদ্যঃ কাশীরাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫ ॥

ষষ্টিশ্লোকৈর্দুষ্টরাজভারাক্রান্তা তু মেদিনী।
ব্রহ্মাণং শরণং গত্বা স্বদুঃখং সা ন্যবেদয়ৎ ॥

কৃষ্ণাবতারং বর্ণয়েতি রাজবাক্যং শ্রুত্বা ব্যাস আহ শৃণু রাজন্নিতি। তত্র কৃষ্ণাবতারস্য কারণং নান্যদস্তি কিন্তু শ্রীসচ্চিদানন্দরূপিণ্যাঃ সকলজগন্নিয়ন্ত্র্যাঃ সৃষ্ট্যাদিপঞ্চকৃত্যবিধায়িন্যাঃ সকলান্তর্যামিন্যা ভগবত্যা লীলয়ৈব জগৎ স্রষ্টুং প্রবৃত্তায়াঃ প্রেরণৈব কারণমিত্যভিপ্রায়েণৈবাহ অবতারকারণঞ্চেতি। দেব্যাশ্চরিতং প্রেরণরূপম্ ॥ ১—৩ ॥
ইলা পৃথ্বী ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কৃষ্ণের সুবিস্তৃত চরিত্র ও অবতার কথা এবং দেবী ভুবনেশ্বরীর বিচিত্র চরিত্রাদির বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ কোনও সময়ে পৃথিবী দুষ্টরাজগণের ভারে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত ও ভীত হইয়াছিলেন। তখন তিনি গোরূপধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে দীনমনে দেবলোকে গমন করেন ॥ ২ ॥ দেবরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বসুন্ধরে! এক্ষণে তোমার ভয়ের কারণ কি? কে তোমাকে পীড়িত করিয়াছে? তোমার কি দুঃখ ঘটিয়াছে? এ সমস্তই আমার নিকট বল? ॥ ৩ ॥ পৃথিবী ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মানদ! আপনি যখন আমার দুঃখের ও পীড়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন আপনার নিকটে সমস্ত কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন, আমি এক্ষণে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছি ॥ ৪ ॥ ঘোরপাপী মগধরাজ জরাসন্ধ পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছে। এইরূপ চেদিপতি শিশুপাল, দুর্দ্দান্ত

রুক্মী চ বলবান্ কংসো নরকশ্চ মহাবলঃ।
শাল্বঃ সৌভপতিঃ ক্রূরঃ কেশী ধেনুকবৎসকৌ ॥ ৬ ॥
সর্ব্বধর্ম্মবিহীনাশ্চ পরস্পরবিরোধিনঃ।
পাপাচারা মদোন্মত্তাঃ কালরূপাশ্চ পার্থিবাঃ ॥ ৭ ॥
তৈরহং পীড়িতা শক্র ! ভারাক্রান্তাক্ষমা বিভো !।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি চিন্তা মে মহতী স্থিতা ॥ ৮ ॥
পীড়িতাহং বরাহেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
শক্র ! জানীহি হরিণা দুঃখাদ্দুঃখতরং গতা ॥ ৯ ॥
যতোঽহং দুষ্টদৈত্যেন কশ্যপস্যাত্মজেন বৈ।
হৃতাহং হিরণ্যাক্ষেণ মগ্না তস্মিন্মহার্ণবে ॥ ১০ ॥
তদা শূকররূপেণ বিষ্ণুনা নিহতোঽপ্যসৌ।
উদ্ধৃতাহং বরাহেণ স্থাপিতা হি স্থিরা কৃতা ॥ ১১ ॥
নোচেদ্রসাতলে স্বস্থা স্থিতা স্যাং সুখশায়িনী *।
ন শক্তাস্ম্যদ্য দেবেশ ! ভারং বোঢ়ুং দুরাত্মনাম্ ॥ ১২ ॥

(সৌভপতিরিতি শাল্বস্য বিশেষণম্। তথাচ মহাভারতে। শাল্বস্য নগরং সৌভং গতোঽহং ভরতর্ষভ ! ॥ ৬—৮ ॥)
পীড়িতাহং বরাহেণেতি। যদি বরাহেণাহং জলান্নোদ্ধৃতা স্যাত্তদা কিমিত্যেতাদৃশং দুঃখং মম ভবেত্তস্মাত্তেনৈবাহং পীড়িতেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কাশীরাজ, রুক্মী, বলবান্ কংস, মহাবল নরক, সৌভপতি শাল্ব, ক্রূরমতি কেশী, ধেনুক ও বৎসক ইহারা সকলেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেবরাজ ! অধিক কি বলিব এই সমস্ত রাজগণই ধর্ম্মবিবর্জ্জিত, পরস্পর বিরোধী, মদোন্মত্ত ও পাপাচারে রত; ইহারা কালস্বরূপ রাজা হইয়া আমাকে নিরন্তর পরিপীড়িত করিতেছে, আমি তাহাদের ভার বহনে অসমর্থ হইয়াছি, এখন কোথায় যাই কি করি এই মহতী চিন্তা আমার অন্তঃকরণে সমুদিত থাকিয়া আমাকে নিরন্তরই পীড়া প্রদান করিতেছে ॥ ৫—৮ ॥ হে বাসব ! বলিতে কি, প্রভাবশালী বরাহরূপী বিষ্ণুই আমার কষ্টের কারণ হইয়াছেন; শক্র ! তাঁহার জন্যই আমি দুঃখের উপর দুঃখান্তরে নিপতিত হইয়াছি; কারণ, যখন কশ্যপ-পুত্র দুষ্ট দৈত্য হিরণ্যাক্ষ আমাকে হরণ করিয়া মহার্ণবে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তখন বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে নিধন করিয়া আমাকে উদ্ধার করত স্থিরভাবে রক্ষা করেন ॥১০-১১॥ তিনি যদি সেই সময় আমাকে উদ্ধৃত না করিতেন, তাহা হইলে আমি রসাতলগর্ত্তে সুখে কালযাপন করিতাম। হে দেবেন্দ্র ! আমি এখন আর উক্ত দুরাত্মাদিগের ভার বহন

* অভবং কালত্রয়ঃ কিল। ইতি বা পাঠঃ।

অগ্রে দুষ্টঃ সমায়াতি হ্যষ্টাবিংশস্তথা কলিঃ।
তদাহং পীড়িতা শক্র! গন্তাস্ম্যাশু রসাতলম্॥ ১৩॥
তস্মাত্ত্বং দেবদেবেশ! দুঃখরূপার্ণবস্য চ।
পারদো ভব ভারং মে হর পাদৌ নমামি তে॥ ১৪॥

ইন্দ্র উবাচ।

ইলে! কিং তে করোম্যদ্য ব্রহ্মাণং শরণং ব্রজ।
অহং তত্র গমিষ্যামি স তে দুঃখং হরিষ্যতি॥ ১৫॥
তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতা পৃথ্বী ব্রহ্মলোকং গতা তদা।
শক্রোঽপি পৃষ্ঠতঃ প্রাপ্তঃ সর্ব্বদেবপুরঃসরঃ॥ ১৬॥
সুরভীমাগতাং তত্র দৃষ্ট্বোবাচ প্রজাপতিঃ।
মহীং জ্ঞাত্বা মহারাজ! ধ্যানেন সমুপস্থিতাম্॥ ১৭॥
কস্মাদ্রোদিষি কল্যাণি! কিং তে দুঃখং বদাধুনা।
পীড়িতাসি চ কেন ত্বং পাপাচারেণ ভূর্ব্বদ॥ ১৮॥

ধরোবাচ।

কলিরায়াতি দুষ্টোঽয়ং বিভেমি তদ্ভয়াদহম্।
পাপাচারাঃ প্রজাস্তত্র ভবিষ্যন্তি জগৎপতে!॥ ১৯॥

তদেবাহ যতোঽহমিতি॥ ১০—১৭॥
হে ভূর্হে ধরণি॥ ১৮॥

করিতে সমর্থ হইতেছি না॥ ১২॥ সুরেন্দ্র! শীঘ্রই সম্মুখে দুষ্ট অষ্টাবিংশ কলি আগমন করিতেছে, তাহার যেরূপ প্রভাব, তাহাতে বোধ হয় সেই সময় আমাকে উৎপীড়িত হইয়া রসাতলে গমন করিতে হইবে॥ ১৩॥ অতএব হে দেবেশ্বর! আমি আপনার চরণযুগলে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি আমার ভারহরণ করিয়া এই অপার দুঃখসাগর হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন॥ ১৪॥

সুরপতি কহিলেন, পৃথিবি! আমি তোমার কি করিব, তুমি ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ কর; আমিও তথায় গমন করিতেছি, তাঁহা হইতেই তোমার দুঃখ দূরীভূত হইবে॥ ১৫॥ তখন, পৃথিবী ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; এ দিকে ইন্দ্রও সমস্ত দেবগণের সহিত পৃথিবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন॥১৬॥ মহারাজ! পিতামহ ব্রহ্মা পৃথিবীকে সমাগতা দেখিয়া ধ্যানযোগে তাঁহার আগমনকারণ অবগত হইলেন এবং কহিলেন, কল্যাণি! তুমি কেন রোদন করিতেছ? তোমার এক্ষণে কি দুঃখ হইয়াছে? কোন দুরাচার তোমাকে প্রপীড়িত করিয়াছে বল॥ ১৭—১৮॥

রাজানশ্চ দুরাচারাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ।
চৌরকর্ম্মরতাঃ সর্ব্বে রাক্ষসাঃ পূর্ব্ববৈরিণঃ ॥ ২০ ॥
তান্ হত্বা নৃপতীন্ ভারং হর মেঽদ্য পিতামহ!।
পীড়িতাস্মি মহারাজ! সৈন্যভারেণ ভূভৃতাম্ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

নাহং শক্তস্তথা দেবি! ভারাবতরণে তব।
গচ্ছাবঃ সদনং বিষ্ণোর্দ্দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ২২ ॥
স তে ভারাপনোদং বৈ করিষ্যতি জনার্দ্দনঃ।
পূর্ব্বং ময়াপি তে কার্য্যং চিন্তিতং সুবিচার্য্য চ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বেদকর্ত্তাসৌ পুরস্কৃত্য সুরাংশ্চ গাম্।
জগাম বিষ্ণুসদনং হংসারূঢ়শ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ২৪ ॥
তত্র গত্বা সুরশ্রেষ্ঠং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
তুষ্টাব বেদবাক্যৈশ্চ ভক্তিপ্রবণমানসঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি ব্রহ্মবাক্যং শ্রুত্বা ধরোবাচ কলিরায়াতীতি ॥ ১৯—২১ ॥
তথেতি ইন্দ্রবদিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৬ ॥

পৃথিবী কহিলেন, হে জগতীপতে! দুষ্ট কলি সম্মুখেই আগমন করিতেছে, ইহার প্রভাবে প্রজা সকল ঘোর পাপাচারী হইবে, অতএব আমি কলিভয়ে একান্ত শঙ্কিত হইয়াছি ॥ ১৯ ॥ এই কলির প্রারম্ভে রাজরূপে অবতীর্ণ পূর্ব্ববৈরি অসুরগণ অতিশয় দুরাচার, পরস্পর বিরোধী ও চৌর-কর্ম্মকুশল হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ পিতামহ! এক্ষণে এই দুর্বৃত্ত নৃপগণক নিহত করিয়া আমার ভার হরণ করুন; হে মহাপ্রভো! আমি সেই ভূপতিগণের সৈন্যভারে অত্যন্তই পীড়িত হইতেছি ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবি! ইন্দ্রের ন্যায় আমিও তোমার ভারাপনয়নে সমর্থ নহি, চল আমরা দুইজনে চক্রধারী বিষ্ণুর নিকটে গমন করি ॥ ২২ ॥ সেই জনার্দ্দনই তোমার ভারাপনয়ন করিবেন। আমি পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া তোমার কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই বলিয়া বেদকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, পৃথিবী ও সুরগণকে অগ্রে করিয়া হংসবাহনে আরোহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুসন্নিধানে গমন করিলেন এবং ভক্তিভাবে বেদবাক্য দ্বারা সেই দেবদেব জনার্দ্দনের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

সহস্রশীর্ষা ত্বমসি সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
ত্বং বেদপুরুষঃ পূর্ব্বং দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ২৬ ॥
ভূতপূর্ব্বং ভবিষ্যচ্চ বর্ত্তমানঞ্চ যদ্বিভো!।
অমরত্বং ত্বয়া দত্তমস্মাকং চ রমাপতে! ॥ ২৭ ॥
এতাবান্মহিমা তেঽস্তি কো ন বেত্তি জগত্রয়ে।
ত্বং কর্ত্তাপ্যবিতা হন্তা ত্বং সর্ব্বগতিরীশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতীড়িতঃ প্রভুর্বিষ্ণুঃ প্রসন্নো গরুড়ধ্বজঃ।
দর্শনঞ্চ দদৌ তেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যোঽমলাশয়ঃ ॥ ২৯ ॥
প্রপচ্ছ স্বাগতং দেবান্‌ প্রসন্নবদনো হরিঃ।
ততস্ত্বাগমনে তেষাং কারণঞ্চ সবিস্তরম্‌ ॥ ৩০ ॥
তমুবাচাব্জজো নত্বা ধরাদুঃখঞ্চ সংস্মরন্‌।
ভারাবতরণং বিষ্ণো! কর্ত্তব্যং তে জনার্দ্দন! ॥ ৩১ ॥
ভুবি কৃত্বাবতারং ত্বং দ্বাপরান্তে সমাগতে।
হত্বা দুষ্টান্নৃপানুর্ব্ব্যা হর ভারং দয়ানিধে! ॥ ৩২ ॥

ভূতপূর্ব্বমিতি। পূর্ব্বং ভূতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥
কো ন বেত্তি কোঽপি ন বেত্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥
কারণং পপ্রচ্ছেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, আপনি সহস্রশীর্ষা—অর্থাৎ অসংখ্যমস্তক, আপনি সহস্রাক্ষ,—অর্থাৎ অসংখ্যনেত্র আপনি সহস্রপাৎ অর্থাৎ—অসংখ্যচরণ এবং আপনি বেদপুরুষ দেবদেব ও সনাতন ॥২৬॥ হে বিভো! যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্যৎ ও যাহা বর্ত্তমান সেই সমস্তই আপনি; হে রমাপতে! আপনিই আমাদিগকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ আপনিই এই জগতের কর্ত্তা, পালয়িতা ও হন্তা এবং আপনিই জগতের এক মাত্র গতি ও ঈশ্বর; আপনাতে যে এই সমস্ত মহিমা বিদ্যমান আছে তাহা ত্রিভুবনে কে না অবগত আছে? ॥ ২৮ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মা এইরূপে স্তব করিলে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু প্রসন্ন হইলেন এবং সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ২৯ ॥ তদনন্তর, ভগবান্‌ তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ বিস্তারিত রূপে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩০॥ তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধরণীর সমস্ত দুঃখের কারণ স্মরণ পূর্ব্বক বলিলেন; হে প্রভো! এক্ষণে পৃথিবীর ভার হরণ করা আপনার কর্ত্তব্য ॥৩১॥

বিষ্ণুরুবাচ।

নাহং স্বতন্ত্র এবাত্র ন ব্রহ্মা ন শিবস্তথা।
নেন্দ্রোঽগ্নির্ন যমস্ত্বষ্টা ন সূর্য্যো বরুণস্তথা ॥ ৩৩ ॥
যোগমায়াবশে সর্ব্বমিদং স্থাবরজঙ্গমম্।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং গ্রথিতং গুণসূত্রতঃ ॥ ৩৪ ॥
যথা সা স্বেচ্ছয়া পূর্ব্বং কর্ত্তুমিচ্ছতি সুব্রত!।
তথা করোতি সুহিতা বয়ং সর্ব্বেঽপি তদ্বশাঃ ॥ ৩৫ ॥
যদ্যহং স্যাং স্বতন্ত্রো বৈ চিন্তয়ন্তু ধিয়া কিল।
কুতোঽভবং মৎস্যবপুঃ কচ্ছপো বা মহার্ণবে ॥ ৩৬ ॥
তির্য্যগ্‌যোনিষু কো ভোগঃ কা কীর্ত্তিঃ কিং সুখং পুনঃ।
কিং পুণ্যং কিং ফলং তত্র ক্ষুদ্রযোনিগতস্য মে ॥ ৩৭ ॥
কোলো বাথ নৃসিংহো বা বামনো বাভবং কুতঃ।
জমদগ্নিসুতঃ কস্মাৎ সম্ভবেয়ং পিতামহ! ॥ ৩৮ ॥

তে ত্বয়েত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥
যোগমায়েতি। গুণত্রয়জনকসাম্যাবস্থামায়াস্তমুখা যোগমায়েত্যুচ্যতে ॥ ৩৪—৩৫ ॥
যদ্যহমিতি। ন হি স্বতন্ত্রঃ কশ্চিৎ স্বেচ্ছয়া দুঃপাস্তোধৌ নিমজ্জতি ॥ ৩৬ ॥
নন্বু ভোগাদ্যর্থং ত্বমবতারং গৃহীতবানিতি চেত্তত্রাহ তির্য্যগ্‌যোনিষ্বিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

দয়ানিধে! দ্বাপরযুগের শেষভাগ সমাগত হইলে আপনি ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্ট নরপতিগণকে সংহার করিয়া অবনীর ভার অপনয়ন করুন ॥ ৩২ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, আমি এবিষয়ে স্বাধীন নহি; কেবল আমি কেন ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, যম, বিশ্বকর্ম্মা, সূর্য্য ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণের মধ্যেও কেহই স্বাধীন নহেন। এই অখিল স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ, যোগমায়ার বশে অবস্থিত এবং ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সকলেই তাঁহারই গুণসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে ॥৩৩-৩৪॥ হে সুব্রত! সেই হিতকারিণী ইচ্ছাময়ী আপনার ইচ্ছায় যাহা করিতে অভিলাষ করেন তাহাই করেন, আমরা সকলেই তাঁহার বশীভূত ইহা জানিবেন ॥৩৫॥ তোমরা মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি আমি স্বাধীন হইতাম, তাহা হইলে কিজন্য মহার্ণবে অবস্থিতি করিয়া মৎস্য ও কচ্ছপদেহ ধারণ করিব? ব্রহ্মন্! তির্য্যগ্‌যোনিতে সম্পৎ-সম্ভোগ, কীর্ত্তি বা সুখ কি আছে? ক্ষুদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার কি পুণ্য বা ফলপ্রাপ্তি আছে? আমি কেনই বা শূকর দেহধারী হই? কেনই বা নৃসিংহদেহ ও বামনবপু ধারণ করি? কেনই বা জমদগ্নির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করি? বিশেষত তাদৃশ মহাত্মা জমদগ্নির পুত্র এবং দ্বিজোত্তম হইয়াও কিজন্য নৃশংসের কার্য্য করি? হায়! আমি

নৃশংসং বা কথং কর্ম্ম কৃতবানস্মি ভূতলে।
ক্ষতজৈস্তু হ্রদান্ সর্ব্বান্ পূরয়েয়ং কথং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥
তৎ কথং জমদগ্নেশ্চ পুত্রো ভূত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
ক্ষত্রিয়ান্ হতবানাজৌ নির্দ্দয়ো গর্ভগানপি ॥ ৪০ ॥
রামো ভূত্বাথ দেবেন্দ্র! প্রাবিশদ্দণ্ডকং বনম্।
পদাতিশ্চীরবাসাশ্চ জটাবল্কলবান্ পুনঃ ॥ ৪১ ॥
অসহায়ো হ্যপাথেয়ো ভীষণে নির্জ্জনে বনে।
কুর্ব্বন্নাখেটকং তত্র ব্যচরং বিগতত্রপঃ ॥ ৪২ ॥
ন জ্ঞাতবান্ মৃগং হৈমং মায়য়াপিহিতস্তদা।
উটজে জানকীং ত্যক্ত্বা নির্গতস্তৎপদানুগঃ ॥ ৪৩ ॥
লক্ষ্মণোঽপি চ তাং ত্যক্ত্বা নির্গতো মৎপদানুগঃ।
বারিতোপি ময়াত্যর্থং মোহিতঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥ ৪৪ ॥
ভিক্ষুরূপং ততঃ কৃত্বা রাবণঃ কপটাকৃতিঃ।
জহার তরসা রক্ষো জানকীং শোককর্শিতাম্ ॥ ৪৫ ॥
দুঃখার্ত্তেন ময়া তত্র রুদিতং চ বনে বনে।
সুগ্রীবেণ চ মিত্রত্বং কৃতং কার্য্যবশান্ময়া ॥ ৪৬ ॥

ক্ষতজৈ রুধিরৈঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥
আখেটকং মৃগহননাদিরূপম্ ॥ ৪২—৪৬ ॥

নির্দ্দয় হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে অধিক কি গর্ভগত সন্তানদিগকেও সংহার করিয়াছি। আমি স্বাধীন হইলে কিজন্য এ সকল কঠোর ও বীভৎস কার্য্য করিব? ॥৩৬—৪০॥ হে দেবেন্দ্র! আরও দেখ, আমি রামাবতারে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া চীর, জটা ও বল্কল ধারণ পূর্ব্বক, অসহায় ও পাথেয়শূন্য হইয়া পদব্রজে ভীষণ নির্জ্জন বনে নির্লজ্জের ন্যায় পশু-হননাদিরূপ ব্যাধের কার্য্য করিয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়াছি॥ ৪১—৪২ ॥ আমি মায়ায় মোহিত হইয়া সুবর্ণমৃগের স্বরূপ অবগত হইতে পারি নাই, সুতরাং পর্ণশালায় জানকীরে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে নির্গমন পূর্ব্বক সেই মৃগ-পদবীর অনুসরণ করিয়াছি। আমি বহুবার নিবারণ করিলেও লক্ষ্মণ প্রাকৃতিক গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ করিয়াছিল॥ ৪৩—৪৪ ॥ তখন কপটমূর্ত্তি রাক্ষসরাজ রাবণ, ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া শোকসংক্ষীণা জনকতনয়াকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছিল ॥ ৪৫ ॥ আমি প্রিয়া-বিরহ-দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া বনে বনে রোদন করিয়া বেড়াইয়াছি এবং কার্য্যবশে বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছি ॥ ৪৬ ॥

অন্যায়েন হতো বালী শাপাচ্চৈব নিবারিতঃ*।
সহায়ান্ বানরান্ কৃত্বা লঙ্কায়াং চলিতং পুনঃ ॥ ৪৭ ॥
বদ্ধোঽহং নাগপাশৈশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মমানুজঃ।
বিসংজ্ঞৌ পতিতৌ দৃষ্ট্বা বানরা বিস্ময়ং গতাঃ ॥ ৪৮ ॥
গরুড়েন তদাগত্য মোচিতৌ ভ্রাতরৌ কিল।
চিন্তা মে মহতী জাতা দৈবং কিং বা করিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥
হৃতং রাজ্যং বনে বাসো মৃতস্তাতঃ প্রিয়া হৃতা।
যুদ্ধং কষ্টং দদাত্যেবমগ্রে কিং বা করিষ্যতি ॥ ৫০ ॥
প্রথমং তু মহাদুঃখমরাজ্যস্য বনাশ্রয়ঃ।
রাজপুত্র্যান্বিতস্যৈব ধনহীনস্য মে সুরাঃ! ॥ ৫১ ॥
বরাটিকাপি পিত্রা মে ন দত্তা বননির্গমে।
পদাতিরসহায়োঽহং ধনহীনশ্চ নির্গতঃ ॥ ৫২ ॥
চতুর্দ্দশৈব বর্ষাণি নীতানি চ তদা ময়া।
ক্ষাত্রং ধর্ম্মং পরিত্যজ্য ব্যাধবৃত্ত্যা মহাবনে ॥ ৫৩ ॥

(অন্যায়েন অধর্ম্মযুদ্ধেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥)
দদাত্যেবমিতি। দৈবমিত্যনুষঙ্গঃ দৈবং বিধির্দ্দাতীত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫২ ॥

আমি অন্যায় পূর্ব্বক বানররাজ বালীকে নিহত করিয়া তাহাকে শাপ-বিমুক্ত করিয়াছি ; তদনন্তর, বানরগণকে সহায় করিয়া লঙ্কায় গমন করিয়াছি ॥ ৪৭ ॥ যৎকালে অনুজ লক্ষ্মণ ও আমি, দুই জনেই নাগপাশে বদ্ধ ও চেতনা-বিহীন হইয়া নিপতিত হই, সে সময় বানরগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল ॥৪৮॥ অনন্তর, গরুড় আগমন করিয়া আমাদের ভ্রাতৃদ্বয়কে নাগপাশ হইতে মুক্ত করিল ; তখন আমি এই চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, দৈব না জানি আমাদের অদৃষ্টে কি অমঙ্গল সংযোজনা করেন ॥৪৯॥ আমার রাজ্য হৃত হইল, বনে বসতি ঘটিল, পিতা পরলোক গত হইলেন, জানকী অপহৃতা হইল, এক্ষণে নিদারুণ যুদ্ধে অতিশয় ক্লেশ হইতেছে, না জানি দৈব ইহার পর আমায় আরও কি ঘোর কষ্টে নিপাতিত করেন ? ॥ ৫০ ॥ হে সুরগণ! ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে যে, আমি প্রথমেই রাজ্য-হীন ও ধনহীন হইয়া বন গমন পূর্ব্বক রাজপুত্রী সীতার সহিত নিবিড় বিপিনাশ্রয়ী হই ॥ ৫১ ॥ বন গমনকালে পিতা আমাকে একটি বরাটিকা ও (এক কড়া কড়ি) প্রদান করেন নাই, আমি ধনহীন ও অসহায় হইয়া পদব্রজে অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া-

---

* পাপঞ্চ ন নিবারিতম্ : ইতি বা পাঠান্তরম্।

দৈবাৎ যুদ্ধে জয়ঃ প্রাপ্তো নিহতোঽসৌ মহাসুরঃ।
আনীতা চ পুনঃ সীতা প্রাপ্তাযোধ্যা ময়া তথা॥ ৫৪॥
বর্ষাণি কতিচিত্তত্র সুখং সংসারসম্ভবম্।
প্রাপ্তং রাজ্যঞ্চ সংপূর্ণং কোশলানধিতিষ্ঠতা॥ ৫৫॥
পুরৈবং বর্ত্তমানেন প্রাপ্তরাজ্যেন বৈ তদা।
লোকাপবাদভীতেন ত্যক্তা সীতা বনে ময়া॥ ৫৬॥
কান্তাবিরহজং দুঃখং পুনঃ প্রাপ্তং দুরাসদম্।
পাতালং সা গতা পশ্চাদ্ধরাং ভিত্ত্বা ধরাত্মজা॥ ৫৭॥
এবং রামাবতারেঽপি দুঃখং প্রাপ্তং নিরন্তরম্।
পরতন্ত্রেণ মে নূনং স্বতন্ত্রঃ কো ভবেত্তদা॥ ৫৮॥
পশ্চাৎ কালবশাৎ প্রাপ্তঃ স্বর্গো মে ভ্রাতৃভিঃ সহ।
পরতন্ত্রস্য কা বার্ত্তা বক্তব্যা বিবুধেন বৈ॥ ৫৯॥

(দৈবমেব বলবদিতি প্রতিপাদয়িতুমাহ। চতুর্দ্দশৈব বর্ষাণীতি। স্বধর্ম্মপরিত্যাগোঽতিগর্হিতোঽপি দৈববশাদেব ময়া পরিগৃহীত ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ৫৩—৫৭॥)

এবং রামাবতারে ইতি। ইয়ং কথা রামায়ণাদিষু প্রসিদ্ধাস্তীতি ন বিবিচ্য দর্শিতা॥ ৫৮—৫৯॥

ছিলাম॥ ৫২॥ আমি মহাবনে গমন করিয়া অগত্যা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর যাপন করিয়াছিলাম॥৫৩॥ পরে, দৈবানুগ্রহেই সেই মহাসুর রাবণকে নিহত করিয়া যুদ্ধে জয়ী হই এবং সীতাকে পুনরায় অযোধ্যায় আনয়ন করি॥৫৪॥ তথায় কোশল নিবাসী-প্রজাগণের শাসনকর্ত্তা হইয়া কতিপয় বৎসর সংসার-সম্ভূত সুখ অনুভব পূর্ব্বক পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হই॥ ৫৫॥ পূর্ব্বে সীতাহরণাদি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তৎপরেই রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিল; তখন লোকগণ সীতার অপবাদ জল্পনা করিলে আমি ভীত হইয়া তাঁহারে বনবাসে বিসর্জ্জন দিলাম; সে সময় আমাকে পুনর্ব্বার পত্নী-বিরহ-জনিত দুস্তর দুঃখ ভোগ করিতে হইল। তদনন্তর ধরাত্মজা ধরাতল-ভেদ করিয়া পাতালতলে গমন করিলেন॥ ৫৬—৫৭॥

দেবগণ! রামাবতারে আমিও যখন এইরূপে পরাধীন হইয়া নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিয়াছি, তখন অপরে কে আর স্বাধীন আছে তাহা বল দেখি॥ ৫৮॥ তদনন্তর, কালবশে ভ্রাতৃগণের সহিত আমার স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। যাহা হউক পরতন্ত্র ব্যক্তির কতদূর দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতেই বলিতে সমর্থ হইয়া থাকেন॥ ৫৯॥ হে পদ্মাসন! তুমি

পরতন্ত্রোঽস্ম্যহং নূনং পদ্মযোনে! নিশাময়।
তথাত্বমপি রুদ্রশ্চ সর্ব্বে চান্যে সুরোত্তমাঃ॥ ৬০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ভারাক্রান্তায়াঃ পৃথিব্যাঃ সুরলোকগমনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

ন হ্যেতাদৃশীং বিড়ম্বনাং স্বতন্ত্রঃ কশ্চিৎ স্বেচ্ছয়া স্বস্য করোতি। তস্মাদনেকদৃষ্টৈরেবং বিধৈর্ব্বিজানীহি হে ব্রহ্মন্নহম্পরতন্ত্র এবেতি সমুদায়ার্থঃ॥ ৬০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি নিশ্চিতই পরাধীন, কেবল আমি কেন আমার ন্যায় তুমি ও রুদ্র এবং সমস্ত সুরোত্তম গণ সকলেই পরাধীন জানিও॥ ৬০॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে ভারপীড়িত পৃথিবীর স্বর্গগমন নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনরাহ প্রজাপতিম্ ।
যন্মায়ামোহিতঃ সর্ব্বস্তত্ত্বং জানাতি নো জনঃ* ॥ ১ ॥
বয়ং মায়াবৃতাঃ কামং ন স্মরামো জগদ্গুরুম্ ।
পরমং পুরুষং শান্তং সচ্চিদানন্দমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
অহং বিষ্ণুরহং ব্রহ্মা শিবোঽহমিতি মোহিতাঃ ।
ন জানীমো বয়ং ধাতঃ ! পরং বস্তু† সনাতনম্ ॥ ৩ ॥
যন্মায়ামোহিতশ্চাহং সদা বর্ত্তে পরাত্মনঃ ।
পরবান্ দারুপাঞ্চালী মায়িকস্য যথা বশে ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ ষট্চত্বারিংশৎপদ্যৈর্হরিভুর্জঃ ।
বিষ্ণ্বাজ্ঞয়া পরাশক্তেঃ স্তুতিং চক্রুঃ সমাহিতাঃ ॥

ইত্যুক্ত্বেতি। হে ব্রহ্মন্নহমীশ্বর ইতি ভ্রমস্তবাস্তি নাসৌ যুক্ত ইত্যাহ যন্মায়ামোহিত ইতি। যন্মায়ামোহিতো যদ্যস্মাৎ পরমাত্মনো যা মায়াশক্তিস্তয়া মোহিতঃ সর্ব্বো জনস্তত্ত্বং পরমাত্মতত্ত্বং ন জানাতি ॥ ১ ॥

তয়া মায়য়া বৃতা আচ্ছাদিতা বয়ম্ তস্মাত্তং জগদ্গুরুং জগজ্জনকং ন স্মরামো মায়া-ভ্রমণেন ভ্রান্তা এব স্ম ইত্যর্থঃ। ততশ্চেতরজীববদস্মাকং বিদ্যমানত্বান্নেশ্বরত্বমিতি ভাবঃ ॥২॥

তদেব ভ্রান্তত্বং স্বস্যাহ অহং বিষ্ণুরিতি ॥ ৩ ॥

যন্মায়েতি। যদ্যস্মাৎ কারণাদিত্যর্থঃ। পরবান্ পরাধীন ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা দারুপাঞ্চালী কাষ্ঠপুত্তলী মায়িকস্য বশে ভবতি তথাহং পরাধীনো বর্ত্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বিষ্ণু পুনর্ব্বার প্রজাপতিকে কহিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! সকলেই সেই ভগবতী মহামায়ার মায়ায় মোহিত হইয়া পরম তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না ॥ ১ ॥ আমরাও মায়ায় মোহিত বলিয়াই শান্ত, পরমপুরুষ, জগদ্গুরু, সচ্চিদানন্দ-ময় অব্যয় পরমাত্মাকে কোনমতেই জানিতে পারিতেছি না ॥ ২ ॥ বিধাতঃ! আমি বিষ্ণু, আমি ব্রহ্মা, আমি রুদ্র, এইরূপ গর্ব্বে মোহিত থাকিয়া আমরা সনাতন পরম বস্তু চিনিতে পারিতেছি না ॥ ৩ ॥ যেমন কাষ্ঠপুত্তলিকা ইন্দ্রজালিকের বশে থাকিয়া তাহার ইচ্ছানুসারে নৃত্যাদি করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ পরমাত্মার মায়ায় মোহিত হইয়া পরাধীনভাবে

---

* যদ্বশে চ বয়ং সর্ব্বে তত্ত্বং জানামি পদ্মজ!। ইতি বা পাঠঃ। † ব্রহ্ম। ইতি বা পাঠঃ ॥

ভবতাপি তথা দৃষ্টা বিভূতিস্তস্য চাদ্ভুতা।
কল্পাদৌ ভবযুক্তেন ময়াপি চ সুধার্ণবে ॥ ৫ ॥
মণিদ্বীপেঽথ মন্দারবিটপে রাসমণ্ডলে*।
সমাজে তত্র সা দৃষ্টা শ্রুতা ন বচসাপি চ ॥ ৬ ॥
তস্মাত্তাং পরমাং শক্তিং স্মরন্ত্বদ্য সুরাঃ শিবাম্।
সর্ব্বকামপ্রদাং মায়ামাদ্যাং শক্তিং পরাত্মনঃ ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা হরিণা দেবা ব্রহ্মাদ্যা ভুবনেশ্বরীম্।
সস্মরুর্ম্মনসা দেবীং যোগমায়াং সনাতনীম্ ॥ ৮ ॥

ননু স পরমাত্মা ক্ব বর্ত্ততে কীদৃশশ্চাস্তীতি চেৎ স ব্যাপকঃ সর্ব্বত্রৈবাস্তি সচ্চিদানন্দরূপঃ। ন চক্ষুষা স দ্রষ্টুং শক্যো নির্গুণত্বান্নিরবয়বত্বাচ্চ। কথং তর্হি তস্য ধ্যানাদিকং কর্ত্তব্যমিতি চেত্তস্য পরমাত্মনো যা মুখ্যা মূর্ত্তিস্তস্যা ধ্যানেনৈবেতি ব্রূমঃ। সা মূর্ত্তিঃ কথমস্তীতি চেত্তত্রাহ ভবতাপীতি। বিভূতির্মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। তথাচ যা মণিদ্বীপে পূর্ব্বং ভবতা দৃষ্টা ভগবতী সৈব পরমাত্মনো মুখ্যমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শ্রুতা ন বচসাপি চেতি। যাবৎ পর্য্যন্তং সা ন দৃষ্টা স্থিতা তাবৎ পর্য্যন্তং বচসাপি ন শ্রুতাতিরহস্যভূতেত্যর্থঃ। ভক্তানুগ্রহার্থং পরমাত্মনৈবাকারবিশেষো মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণা সংগৃহীত ইতি তত্ত্বম্। মন্দারবিটপাঃ সন্ত্যস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা অর্শআদ্যজন্তো মন্দারবিটপশব্দঃ। রাসমণ্ডলে রাসঃ ক্রীড়াবিশেষস্তস্য মণ্ডলে স্থানে মণিদ্বীপ ইত্যর্থঃ। সমাজে সর্ব্বদেবতানামিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাদিতি। যস্মাদহং নেশ্বরস্তস্মাত্তামিত্যর্থঃ। আদ্যাং শক্তিং পরাত্মন ইতি। অত্র কেবলমায়ায়া উপাস্যত্বকথনেঽপি তস্যা ব্রহ্মাশ্রয়ং বিহায়াবস্থানাসম্ভবাৎ কেবলায়া গ্রহণেঽপি মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণ এব গ্রহণং ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণ ক্বচিৎ কেবলায়া উপাস্যত্বোক্তিরিতি বোধ্যম্। স্পষ্টীকৃতং চৈতদস্মাভিঃ শক্তিতত্ত্ববিমর্শিন্যাম্। সর্ব্বথাপি ব্রহ্মোপাসনাশক্তিসহিতব্রহ্মণ এব যথা তথা শক্ত্যুপাসনাপি ব্রহ্মবিশিষ্টশক্তেরেবেতি ন শক্ত্যুপাসনায়াং ব্রহ্মাংশত্যাগ ইত্যসকৃদাবেদিতমেবাধস্তাৎ। মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মণ এব ভগবতীত্বাত্তস্য চ ভাগদ্বয়বত্ত্বাৎ ক্বচিদ্ব্রহ্মভাগমাদায় বর্ণনে ক্বচিৎ মায়াভাগমাদায় বর্ণনেঽপি দোষাভাবঃ। অতএব সর্ব্বত্র শ্রুতিপুরাণতন্ত্রাদিষু ক্বচিদ্ভগবত্যা ব্রহ্মরূপত্বেন বর্ণনং ক্বচিন্মায়ারূপত্বেন বর্ণনং সঙ্গচ্ছতে ॥ ৭ ॥

নিরন্তরই পরিভ্রমণ করিতেছি ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মন্! কল্পাদিতে মহেশ্বর তুমি ও আমি মন্দারবৃক্ষসুশোভিত রাসক্রীড়ার স্থানস্বরূপ মণিদ্বীপে দেবগণসমাজে পরমাত্মার সেই অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম, আমি আর একবার ও সুধার্ণবমধ্যে ঐ অদ্ভুতমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাবৎ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দর্শন না করিয়াছিলাম তাবৎ পর্য্যন্ত তাঁহার বিষয় কিছুই শুনিতে পাই নাই ॥ ৫—৬ ॥ অতএব, হে সুরগণ! অদ্য তোমরা পরমাত্মার আদ্যা শক্তি, শিবরূপিণী শক্তিকে স্মরণ কর তিনিই তোমাদের অভিলাষ পূরণ করিবেন ॥ ৭ ॥

---

* মন্দারবিটপ্যারাসমণ্ডলে। ইতি পাঠান্তরম্।

স্মৃতমাত্রা তদা দেবী প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ।
পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরা দেবী জপারুণা।
দৃষ্ট্বা প্রমুদিতা দেবাস্তুষ্টুবুস্তাং সুদর্শনাম্॥ ৯॥

দেবা উচুঃ।

ঊর্ণনাভাদ্‌যথা তন্তুর্ব্বিস্ফুলিঙ্গা বিভাবসোঃ।
তথা জগদ্‌যদেতস্যা নির্গতং তাং নতা বয়ম্॥ ১০॥
যন্মায়াশক্তিসংকৢপ্তং জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
তাং চিতং ভুবনাধীশাং স্মরামঃ করুণার্ণবাম্॥ ১১॥
যদজ্ঞানাদ্ভবোৎপত্তির্যজ্‌জ্ঞানাদ্ভবনাশনম্।
সংবিদ্রূপাঞ্চ তাং দেবীং স্মরামঃ সা প্রচোদয়াৎ॥ ১২॥

ভুবনেশ্বরীং মণিদ্বীপে দৃষ্টাং পরমাত্মনো মূর্ত্তিম্॥ ৮॥

পাশাঙ্কুশেতি। আয়ুধক্রমস্তস্মাভিস্তৃতীয়স্কন্ধব্যাখ্যায়ামুক্তো বেদিতব্যঃ॥ ৯॥

ঊর্ণনাভাদিতি। যথা ঊর্ণনাভাৎ কীটবিশেষাচ্চেতনাদনায়াসেন তন্তুর্জড়ো বিজাতীয় উৎপদ্যতে। যথা বা বিভাবসোরগ্নেরনায়াসেন সজাতীয়াঃ স্ফুলিঙ্গা উৎপদ্যন্তে। তথা যজ্জগচ্চেতনাচেতনাত্মকমনায়াসেন তস্যা ভগবত্যাঃ সকাশান্নির্গতং তাং শ্রীভুবনেশ্বরীং বয়ং নতাঃ স্ম ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বমিতি। যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তীতি চ॥ ১০॥

যন্মায়েতি। যস্যা মায়াশক্ত্যা সংকৢপ্তং সর্ব্বং চরাচরং জগদ্ভবতি স্বয়ং তু নির্ব্বিকারৈব তাং চিতং চিদ্রূপাং ভুবনাধীশাং ভুবনেশ্বরীং করুণার্ণবাং স্মরামঃ। মায়াশক্ত্যেতি পদেন জগতো মিথ্যাত্বং বোধিতম্। মায়ায়া মিথ্যাত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ। ত্রয়মেতৎ স্বপ্নং সুষুপ্তং মায়ামাত্রং চিদেকরসো হ্যয়মাত্মেতি॥ ১১॥

যজ্জ্ঞানাদিতি। যস্যা ভগবত্যা জ্ঞানাদ্ভবনাশনং রজ্জুজ্ঞানাৎ সর্পস্য নাশনমিব ভবতি। তাং সংবিদ্রূপাং দেবীং স্মরামঃ। সা স্মৃতা দেবী স্মরণে নিরন্তরমস্মাকং প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তু॥১২॥

মহারাজ! ভগবান্ হরি এইরূপ বলিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই সনাতনী যোগমায়া ভুবনেশ্বরী দেবীকে মনে মনে স্মরণ করিলেন॥ ৮॥ স্মরণমাত্র রক্তজবার ন্যায় অরুণবর্ণা দেবী ভুবনেশ্বরী পাশ, অঙ্কুশ বর ও অভয় ধারণ পূর্ব্বক প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূত হইলেন। তখন দেবগণ দেবীকে দর্শন করিয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৯॥

যেমন ঊর্ণনাভ হইতে তন্তু এবং বিভাবসু হইতে বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ যাঁহা হইতে এই অখিল জগৎ নির্গত হইয়াছে, আমরা ভক্তিনম্রহৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম করি॥ ১০॥ যাঁহার মায়াশক্তি প্রভাববশে এই চরাচর জগন্মণ্ডল বিরচিত হইয়াছে, সেই চিৎস্বরূপা করুণার্ণবরূপিণী ভুবনেশ্বরী দেবীকে আমরা নমস্কার করি॥১১॥ যাঁহার স্বরূপতত্ত্ব

মহালক্ষ্ম্যৈ চ বিদ্মহে সর্ব্বশক্ত্যৈ চ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥ ১৩ ॥

মাতর্নমামি ভুবনার্ত্তিহরে! প্রসীদ
শং নো বিধেহি কুরু কার্য্যমিদং দয়ার্দ্রে!।
ভারং হরস্ব বিনিহত্য সুরারিবর্গং
মহ্যা মহেশ্বরি! সতাং কুরু শং ভবানি! ॥ ১৪ ॥

যদ্যম্বুজাক্ষি! দয়সে ন সুরান্ কদাচিৎ
কিং তে ক্ষমা রণমুখেঽসিশরৈঃ প্রহর্ত্তুম্।
এতত্ত্বয়ৈব গদিতং নন্থু যক্ষরূপং
ধৃত্বা তৃণং দহ হুতাশ! পদাভিলাপৈঃ ॥ ১৫ ॥

অথ দেব্যথর্ব্বশিরসি স্থিতাং গায়ত্রীং স্তোত্রপ্রসঙ্গেনাহ মহালক্ষ্ম্যৈ চ বিদ্মহে ইতি। অত্র পদদ্বয়ে চতুর্থী দ্বিতীয়ার্থেঽর্থস্তু স্পষ্ট এব ॥ ১৩ ॥

মহ্যাঃ পৃথিব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

যদ্যম্বুজাক্ষি কমলাক্ষি! যদি ত্বং কদাচিৎ সুরান্ দেবান্ ন দয়সে ন দয়াং করোষি তর্হি তে রণমুখেঽসিশরৈঃ প্রহর্ত্তুং ক্ষমাঃ কিং ন কথমপীত্যর্থঃ। এতত্ত্বদনুগ্রহং বিনা ন ক্ষমাঃ কস্মিন্নপি কার্য্যে ইত্যেতত্ত্বয়ৈব গদিতং বোধিতম্। নন্থু নিশ্চয়েন। কেন গদিতমিত্যত আহ যক্ষরূপং ধৃত্বেতি। অনেন চ তলবকারোপনিষদুক্তকথা স্মারিতা। তত্র হি দেবাসুরসংগ্রামে পরমেশ্বরী প্রসাদাদেব দেবৈর্জয়ে লব্ধে তে তামগণয্যাস্মাকমেবায়ং জয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেত্যভিমানবন্তো বভূবুঃ। ততস্তেষামভিমানখণ্ডনপুরঃসরমনুগ্রহং কর্ত্তুং যক্ষরূপেণ ভগবতী প্রাদুর্ভূতা। ততঃ কিমিদং যক্ষরূপমস্তীতি পরীক্ষার্থং প্রথমমগ্নিগতঃ তমাগ্নিং যক্ষরূপা ভগবত্যুবাচ কোঽসীতি। তামগ্নিরাহ। অগ্নির্ব্বাহমস্মি জাতবেদা বা অহমস্মীতি। ততো যক্ষরূপিণী প্রোবাচ তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি। ততোঽগ্নিরুবাচ ইদমপি সর্ব্বং দহেয়ং পৃথিব্যামিতি। ততো যক্ষরূপং তস্মিংস্তৃণং নিদধৌ তস্যাগ্রে তৃণং স্থাপিতবৎ এতদ্দহেতি চ যক্ষরূপমুবাচ। তত্তৃণং দগ্ধুং জাতবেদাঃ সর্ব্বপ্রকারেণোদ্যোগং কৃতবাংস্তথাপি তত্তৃণং

জানিতে না পারিলেই এই জগৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং যাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব জ্ঞাত হইলেই এই অখিল জগৎ মিথ্যাভ্রমে বিনষ্ট হয়, সেই সম্বিৎস্বরূপিণী দেবীকে আমরা স্মরণ করি এবং তিনিও আমাদিগকে সেই স্মরণে ও ধ্যানে নিয়োগ করুন ॥ ১২ ॥ আমরা সেই মহালক্ষ্মীকে জানিতে বাসনা করি এবং সেই সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণীকে ধ্যান করি; সেই দেবী কৃপাপুরঃসর আমাদিগকে তাঁহার ধ্যানাদিবিষয়ে প্রেরণ করুন ॥ ১৩ ॥ হে নিখিল-দুঃখবিনাশিনি জননি! আমরা আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন; হে করুণাময়ি! আপনি এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন; হে বিশ্বেশ্বরি! আপনি অসুরবর্গকে নিহত করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করত আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন ॥ ১৪ ॥ হে কমললোচনে! আপনি যদি সুরগণের প্রতি করুণা প্রকাশ না

কংসঃ কুজোঽথ যবনেন্দ্রসুতশ্চ কেশী
বার্হদ্রথো বকবকীখরশাল্বমুখ্যাঃ।
যেঽন্যে তথা নৃপতয়ো ভুবি সন্তি তাংস্ত্বং
হত্বা হরস্ব জগতো ভরমাশু মাতঃ!॥ ১৬॥
যে বিষ্ণুনা ন নিহতাঃ কিল শঙ্করেণ
যে বা বিগৃহ্য জলজাক্ষি! পুরন্দরেণ।
তে তে মুখং সুখকরং সুসমীক্ষমাণাঃ
সংখ্যে শরৈর্ব্বিনিহতা নিজলীলয়া তে॥ ১৭॥
শক্তিং বিনা হরিহরপ্রমুখাঃ সুরাশ্চ
নৈবেশ্বরা বিচলিতুং তব দেবদেবি!।
কিং ধারণাবিরহিতঃ প্রভুরপ্যনন্তো
ধর্ত্তুং ধরাঞ্চ রজনীশকলাবতংসে!॥ ১৮॥

দগ্ধুং ন শশাকেত্যেবং প্রকারেণ বায়্বগ্ন্যোরপ্যভিমানখণ্ডনোত্তরং উমারূপধারণেন তেষামনুগ্রহঃ কৃত ইত্যুক্তম্। নহ্যেতত্তবানুগ্রহং বিনা সম্ভবতি। তস্মাদস্মাসু তব দয়াস্ত্বেবেতি ভাবঃ। অক্ষরার্থস্তু যক্ষরূপং যজনীয়রূপম্। সর্ব্বোত্তমতেজোময়রূপং ধৃত্বা হে হুতাশ! তৃণং দহ ইত্যাদি পদাভিলাপৈঃ পদানামুচ্চারণৈর্গদিতমিত্যন্বয়ঃ। স্পষ্টীকৃতং চৈতদস্মাভিঃ কেনোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং চন্দ্রিকাভিধানায়াম্॥ ১৫॥

কুজো ভৌমঃ। যবনেন্দ্রসুতঃ কালীয়যবনঃ। বকী পূতনা। খরঃ খরাসুরঃ॥ ১৬॥

কিয়াংস্তবানুগ্রহোঽস্মাসু বর্ত্তত ইতি কিয়দ্বর্ণনীয়মিত্যাহ যে বিষ্ণুনা ন নিহতা ইতি। তে তে দৈত্যাস্তে তব সুখকরং মুখং সুসমীক্ষমাণাঃ সংখ্যে যুদ্ধে লীলয়া ত্বয়া শরৈর্ব্বিনিহতা ইত্যহো ভগবত্যা সামর্থ্যমস্মাসু চাব্যাজকরুণেতি ভাবঃ॥ ১৭॥

শক্তিং বিনেতি। হে দেবদেবি! হে রজনীশকলাবতংসে চন্দ্রখণ্ডমৌলে! সর্ব্বে সুরাস্তব শক্তিং বিনা চলিতুমপি নেশ্বরাঃ। নত্বনন্তো ধারণাযুক্তো ধরাং বিভর্ত্তি ন মচ্ছক্তিযুক্ত এব-

---

করেন, তবে তাহারা রণস্থলে অস্ত্রশস্ত্র-নিকর দ্বারা শত্রুগণকে প্রহার করিতে কদাচিৎ সমর্থ হয় না। দেবি! আপনি যক্ষরূপ ধারণ পূর্ব্বক "হে হুতাশন! তুমি এই তৃণ দহন কর" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন॥ ১৫॥ মাতঃ! কংস, ভৌম, কালযবন, কেশী, বৃহদ্রথতনয় জরাসন্ধ, বক, পূতনা, খর ও শাল্ব প্রভৃতি এবং অন্যান্য বহুতর পাপিষ্ঠ নরপতিগণ অবনিতলে অবস্থিতি করিতেছে, আপনি তাহাদিগকে সংহার করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করুন॥ ১৬॥ হে কমললোচনে মাতঃ! যে সকল অসুরগণ ইন্দ্রের বিষ্ণুর ও মহেশ্বরের হস্তে নিহত হয় নাই, আপনি তাহাদিগকে অবলীলায় নিধন করিয়াছেন এবং তাহারা তৎকালে আপনার সুখকর আনন অবলোকন করিতে করিতে জীবনলীলা সংবরণ করিয়াছে॥ ১৭॥ হে চন্দ্রশেখরে দেবি! হরিহর-ব্রহ্মাদি দেবতাগণ,

ইন্দ্র উবাচ।

বাচা বিনা বিধিরলং ভবতীহ বিশ্বং
কর্ত্তুং হরিঃ কিমু রমারহিতোঽথ পাতুম্।
সংহর্ত্তুমীশ উময়োজ্ঝিত ঈশ্বরঃ কিং
তে তাভিরেব সহিতাঃ প্রভবঃ প্রজেশাঃ ॥ ১৯ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

কর্ত্তুং প্রভুর্ন দ্রুহিণো ন কদাচনাহং
নাপীশ্বরস্তব কলারহিতস্ত্রিলোক্যাঃ ॥
কর্ত্তুং প্রভুস্ত্বমনঘেঽত্র তথা বিহর্ত্তুং
ত্বং বৈ সমস্তবিভবেশ্বরি! ভাসি নূনম্ ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী তানাহ বিবুধেশ্বরান্।
কিং তৎ কার্য্যং বদন্ত্বদ্য করোমি বিগতজ্বরাঃ ॥ ২১ ॥

মন্তেঽপি ইতি চেৎ সাধারণা কিং ত্বচ্ছক্তেরস্ত্যাস্তি কিন্তু ত্বচ্ছক্তিরেবেত্যভিপ্রায়েণাহ কি ধারণাবিরহিত ইতি ॥ ১৮ ॥

ইত্থং দেবসংঘস্তত্যুত্তরং পৃথগিন্দ্রঃ স্তৌতি বাচা বিনেতি। হে ভগবতি! বাচা সরস্বত্যা বিনা বিধির্ব্রহ্মা বিশ্বং কর্ত্তুমলং সমর্থো ভবতীহ কিমু ন কিমপীত্যর্থঃ। কিন্তু তে এতেঽপি প্রজেশাস্তাভিঃ সরস্বতীলক্ষ্মীগৌরীসংজ্ঞকাভিস্তব শক্তিভির্যুক্তা এব প্রভবঃ সমর্থা ইত্যর্থঃ ॥১৯॥

অথেন্দ্রস্তত্যনন্তরং বিষ্ণুঃ স্তৌতি কর্ত্তুং প্রভুরিতি। জগৎ কর্ত্তুং প্রভুর্ন দ্রুহিণো ন কদাচিদহং নাপীশ্বরঃ শিবস্তব কলারহিতঃ সন্। কিঞ্চ ত্রিলোক্যাঃ প্রভুরপি কর্ত্তুং ন

শক্তি ব্যতিরেকে পদমাত্র চলিতেও সমর্থ নহেন; দেবি! অধিক কথা কি, ধারণাশক্তি না থাকিলে নাগরাজ অনন্ত কখনও ক্ষণমাত্র ধরা-ধারণ করিতে সমর্থ হইতেন না ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে ভগবতি! সরস্বতী-ব্যতিরেকে ব্রহ্মা কি বিশ্বনির্ম্মাণে কখনও সমর্থ হইতেন, রমা-ব্যতিরেকে দেবদেব বিষ্ণু কি বিশ্বপালন করিতে পারিতেন, উমা-ব্যতিরেকে মহেশ্বর কি বিশ্ব-সংহারে সমর্থ হইতেন, কদাচই নহে; সেই প্রজাপ্রভু দেবতাত্রয়, আপনার অংশরূপা সরস্বতী প্রভৃতি শক্তিসমন্বিত হইয়াই বিশ্বকার্য্য পরিচালনে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, বিমলে! আপনার শক্তিবিরহিত হইয়া বিধাতা কদাচই জগতের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন না, আমিও জগৎপালন করিতে কদাচই সমর্থ হইতে পারি না এবং মহেশ্বরও বিশ্বসংহার করিতে সমর্থ হন না; অতএব, হে দেবি! আপনিই বিশ্ববৈভবের ঈশ্বরী থাকিয়া বিশ্বমধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন ॥ ২০ ॥

অসাধ্যমপি লোকেঽস্মিংস্তৎ করোমি সুরেপ্সিতম্।
শংসন্তু ভবতাং দুঃখং ধরায়াশ্চ সুরোত্তমাঃ! ॥ ২২ ॥

দেবা ঊচুঃ।

বসুধেয়ং ভরাক্রান্তা সম্প্রাপ্তা বিবুধান্ প্রতি।
রুদতী বেপমানা চ পীড়িতা দুষ্টভূভুজৈঃ ॥ ২৩ ॥
ভারাপহরণং চাস্যাঃ কর্ত্তব্যং ভুবনেশ্বরি!।
দেবানামীপ্সিতং কার্য্যমেতদেবাধুনা শিবে! ॥ ২৪ ॥
ঘাতিতস্তু পুরা মাতস্ত্বয়া মহিষরূপভৃৎ।
দানবোঽতিবলাক্রান্তস্তৎসহায়াশ্চ কোটিশঃ ॥ ২৫ ॥
তথা শুম্ভো নিশুম্ভশ্চ রক্তবীজস্তথাপরঃ।
চণ্ডমুণ্ডৌ মহাবীর্য্যৌ তথৈব ধূম্রলোচনঃ ॥ ২৬ ॥
দুর্ম্মুখো দুঃসহশ্চৈব করালশ্চাতিবীর্য্যবান্।
অন্যে চ বহবঃ ক্রূরাস্ত্বয়ৈব বিনিপাতিতাঃ ॥ ২৭ ॥
তথৈব চ সুরারীংশ্চ জহি সর্ব্বান্মহীশ্বরান্।
ভারং হর ধরায়াশ্চ দুর্দ্ধরং দুষ্টভূভুজাম্ ॥ ২৮ ॥

প্রভুরিতি পূর্ব্বানুষঙ্গেণ যোজনীয়ম্। তথা বিহর্ত্তুং নাশিতুমপি ন প্রভুঃ। কিন্তু হে সমস্তবিভবেশ্বরি! নূনং নিশ্চয়েন ত্বমেব ভাসি। সর্ব্বশক্ত্যাত্মনা সর্ব্বপ্রভুত্বেন সর্ব্বোৎকর্ষেণেতি ভাবঃ ॥ ২০—২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবগণ এইরূপে ভুবনেশ্বরীর স্তব করিলে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে সুরোত্তমগণ! তোমরা নিশ্চিন্ত হও; তোমাদের কি কার্য্য তাহা বল, জানিও ইহ লোকে অত্যন্ত অসাধ্য হইলেও যাহা সুরগণের অভিলষিত হইবে তাহা সম্পাদন করিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে তোমাদিগের ও পৃথিবীর দুঃখের বিষয় বর্ণনা কর ॥ ২১—২২ ॥

দেবগণ কহিলেন, দুষ্ট নৃপতিগণ এই বসুধাকে অতিশয় পরিপীড়িত করিয়াছে, বসুন্ধরা এক্ষণে আর তাহাদের ভার বহন করিতে পারিতেছেন না, সেই জন্য রোদনপূর্ব্বক কাঁপিতে কাঁপিতে দেবগণের নিকট উপনীত হইয়াছেন ॥ ২৩ ॥ হে ভুবনেশ্বরি! এক্ষণে এই পৃথিবীর ভারাবতরণ করাই আপনার কর্ত্তব্য; শিবে! এক্ষণে এই কার্য্যই দেবতাদিগের অভীষ্ট জানিবেন ॥ ২৪ ॥ মাতঃ! আপনি পূরাকালে, মহিষরূপী অতি বলশালী দানবকে কোটি কোটি সহায়গণের সহিত দলিত করিয়াছেন। অধিক কি, শুম্ভ, নিশুম্ভ, রক্তবীজ, মহাবলশালী চণ্ডমুণ্ড, ধূম্রলোচন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, অতি বীর্য্যবান্ করাল এবং অন্যান্য বহুতর

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী দেবানাহাম্বিকা শিবা।
সম্প্রহস্যাসিতাপাঙ্গী মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ২৯ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

ময়েদং চিন্তিতং পূর্ব্বমংশাবতরণং সুরাঃ! ।
ভারাবতরণঞ্চৈব যথা স্যাদ্দুষ্টভূভুজাম্ ॥ ৩০ ॥
ময়া সর্ব্বে নিহন্তব্যা দৈত্যাংশা যে মহীভুজঃ।
মাগধাদ্যা মহাভাগাঃ স্বশক্ত্যা মন্দতেজসঃ ॥ ৩১ ॥
ভবদ্ভিরপি স্বৈরংশৈরবতীর্য্য ধরাতলে।
মচ্ছক্তিযুক্তৈঃ কর্ত্তব্যং ভারাবতরণং সুরাঃ! ॥ ৩২ ॥
কশ্যপো ভার্য্যয়া সার্দ্ধং দিবিজানাং প্রজাপতিঃ* ।
যাদবানাং কুলে পূর্ব্বং ভবিতানকদুন্দুভিঃ ॥ ৩৩ ॥
তথৈব ভৃগুশাপাদ্বৈ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
অংশেন ভবিতা তত্র বসুদেবসুতো হরিঃ ॥ ৩৪ ॥

যদুক্তং ভবদ্ভিস্ত্বয়া পূর্ব্বে যথা নিপাতিতা দৈত্যাস্তথৈব তেঽপি নাশয়িতব্যা ইতি তৎ কিং নবীনমেতৎ কিন্তু সর্ব্বপ্রপঞ্চকৃত্যং সৃষ্ট্যাদিকং মদধীনমেব তস্মান্মদন্যঃ কো বা নাশয়িতা স্যাদেতেষামতো ময়ৈবৈতে নিহন্তব্যা ইত্যভিপ্রায়েণাহ ময়া সর্ব্বে ইতি ॥ ৩০—৩২ ॥

ক্রূরতর দানবদিগকে সংহার করিয়াছেন ॥ ২৫—২৭ ॥ এক্ষণে, সেইরূপে সুরবৈরি নৃপতিগণকে বিনাশ করিয়া সেই দুষ্ট ভূপতিগণের গুরুতর ভার হইতে পৃথিবীকে পরিত্রাণ করুন ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবগণ দেবীকে এইরূপ বলিলে, কল্যাণরূপিণী অসিতাপাঙ্গী দেবী অম্বিকা হাস্য করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ সুরগণ! যাহাতে অংশাবতার এবং দুষ্ট ভূপতিগণের ভার হরণ ঘটে, তাহা আমি পূর্ব্বেই চিন্তা করিয়াছি ॥ ৩০ ॥ মগধরাজ জরাসন্ধ প্রভৃতি মহৈশ্বর্য্যশালী যে সকল অসুরাংশসম্ভূত নরপতি প্রদীপ্ত হইয়াছে আমি সেই সকলকেই নিজ শক্তির দ্বারা হীনবল করিয়া বিনষ্ট করিব ॥ ৩১ ॥ হে সুরগণ! তোমরাও আমার শক্তিসমন্বিত নিজ নিজ অংশে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া ভার হরণ করিবে ॥ ৩২ ॥ দেব প্রজাপতি মহর্ষি কশ্যপ প্রথমেই ভার্য্যার সহিত যদুকুলে আনকদুন্দুভি বসুদেব হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৩৩ ॥ অব্যয়াত্মা ভগবান্ বিষ্ণুও ভৃগুশাপ-

---

* কশ্যপোঽদিতি সংযুক্তঃ শাপাচ্চ যাদসাং পতেঃ। ইতি পাঠান্তরম্।

তদাহং প্রভবিষ্যামি যশোদায়াঞ্চ গোকুলে।
কার্য্যং সর্ব্বং করিষ্যামি সুরাণাং সুরসত্তমাঃ! ॥ ৩৫ ॥
কারাগারে গতং বিষ্ণুং* প্রাপয়িষ্যামি গোকুলে।
শেষঞ্চ দেবকীগর্ভাৎ প্রাপয়িষ্যামি রোহিণীম্‌ ॥ ৩৬ ॥
মচ্ছক্ত্যোপচিতৌ তৌ চ কর্ত্তারৌ দুষ্টসঙ্ক্ষয়ম্‌।
দুষ্টানাং ভূভুজাং কামং দ্বাপরান্তে সুনিশ্চিতম্‌ ॥ ৩৭ ॥
ইন্দ্রাংশোঽপ্যর্জ্জুনঃ সাক্ষাৎ করিষ্যতি বলক্ষয়ম্‌।
ধর্ম্মাংশোঽপি মহারাজো ভবিষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৮ ॥
বায্বংশো ভীমসেনশ্চ অশ্বিন্যংশৌ যমাবপি।
বসোরংশোঽথ গাঙ্গেয়ঃ করিষ্যতি বলক্ষয়ম্‌ ॥ ৩৯ ॥
ব্রজন্তু চ ভবন্তোঽদ্য ধরা ভবতু সুস্থিরা।
ভারাবতরণং নূনং করিষ্যামি সুরোত্তমাঃ! ॥ ৪০ ॥
কৃত্বা নিমিত্তমাত্রাংস্তান্‌ স্বশক্ত্যাহং ন সংশয়ঃ।
কুরুক্ষেত্রে করিষ্যামি ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ সঙ্ক্ষয়ম্‌ ॥ ৪১ ॥
অসূয়েৰ্ষ্যামতিস্তৃষ্ণা মমতাভিমতা স্পৃহা।
জিগীষা মদনো মোহো দোষৈর্নঙ্ক্ষ্যন্তি যাদবাঃ ॥ ৪২ ॥

মদবতারাৎ পূর্ব্বং প্রথমং যাদবানাং কুলে আনকদুন্দুভির্ব্বসুদেবো ভবিতা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥
তথৈবেতি। স যথা শাপাদংশেন ভবিতা তথৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥
উপচিতৌ বর্দ্ধিতৌ। ভূভুজামিতি ক্বিবন্তোঽয়ং শব্দঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

বশতঃ বসুদেবের পুত্র হইয়া অংশে অবতীর্ণ হইবেন ॥ ৩৪ ॥ সুরগণ! সেই সময়ে আমিও গোকুলে যশোদার জঠরে জন্মগ্রহণ করিব এবং দেবগণের সকল কার্য্যই সম্পাদন করিব ॥ ৩৫ ॥ কারাগারগত বিষ্ণুকে গোকুলে এবং দেবকীর গর্ভ হইতে অনন্তদেবকে রোহিণীর গর্ভে প্রেরণ করিব ॥ ৩৬ ॥ তাঁহারা উভয়ে আমার শক্তি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাপরশেষে দুষ্ট নৃপতিগণকে সংহার করিবেন সন্দেহ নাই ॥৩৭॥ ইন্দ্রের অংশসম্ভূত অর্জ্জুনও সেই দুর্বৃত্ত রাজগণের বলসংক্ষয় করিবেন। তখন ধর্ম্মের অংশে মহারাজ যুধিষ্ঠির, বায়ুর অংশে ভীমসেন, অশ্বিনীযুগলের অংশে নকুল ও সহদেব এবং বসুর অংশে গঙ্গাপুত্র ভীষ্মদেব জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের বলসংক্ষয় করিবেন ॥ ৩৮—৩৯ ॥ সুরগণ! এখন তোমরা সুস্থির হইয়া গমন কর, ধরণীও সুস্থির হউক; তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, আমি অবশ্যই বসুন্ধরার ভার হরণ করিব ॥ ৪০ ॥ আমি তাহাদিগকে নিমিত্তমাত্র করিয়া নিজ

---

* কারাগারে হরিং জাতম্‌। ইতি বা পাঠঃ।

ব্রাহ্মণস্য চ শাপেন বংশনাশো ভবিষ্যতি।
ভগবানপি শাপেন ত্যক্ষ্যত্যেতৎ কলেবরম্ ॥ ৪৩ ॥
ভবন্তোঽপি নিজাংশৈশ্চ সহায়াঃ শার্ঙ্গধন্বনঃ।
প্রভবন্তু সনারীকা মথুরায়াঞ্চ গোকুলে ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবী যোগমায়া পরাত্মনঃ।
সধরা বৈ সুরাঃ সর্ব্বে জগ্মুঃ স্বান্যালয়ানি চ ॥ ৪৫ ॥
ধরাপি সুস্থিরা জাতা তস্যা বাক্যেন তোষিতা।
ঔষধিবীরুধোপেতা বভূব জনমেজয়! ॥ ৪৬ ॥
প্রজাশ্চ সুখিনো জাতা দ্বিজাশ্চাপুর্ম্মহোদয়ম্।
সন্তুষ্টা মুনয়ঃ সর্ব্বে বভূবুর্দ্ধর্ম্মতৎপরাঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ভগবতীস্তববর্ণনং নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

যমৌ যমলৌ নকুলসহদেবাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪৬ ॥
ভগবতীবচনেন দুষ্টনাশে বিশ্বস্তাঃ সন্তুষ্টা বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

শক্তিদ্বারা নিশ্চয়ই কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়গণের সংহার করিব ॥ ৪১ ॥ অসূয়া, ঈর্ষ্যা, দুর্ম্মতি, তৃষ্ণা, মমতা, অভিমান, স্পৃহা, জয়েচ্ছা, মদন ও মোহ এই সকল দোষেই যাদবগণ নিধনপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৪২ ॥ ব্রাহ্মণের অভিশাপেই যদুবংশ ধ্বংস হইবে। ভগবান্‌ও অভিশাপবশেই কলেবর পরিত্যাগ করিবেন ॥৪৩॥ এক্ষণে, তোমরাও স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হইয়া ভগবানের সহায় জন্য সস্ত্রীক গোকুলে ও মথুরায় জন্মগ্রহণ কর ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই সকল কথা কহিয়া পরমাত্মার মায়াস্বরূপিণী ভুবনেশ্বরী দেবী অন্তর্হিত হইলেন, দেবগণ ও বসুন্ধরা আপন আপন আলয়ে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্ জনমেজয়! তখন ধরাদেবী দেবীবাক্যে পরিতুষ্ট ও সুস্থির হইয়া নানাবিধ ওষধি ও বীরুধ সকল দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ সে সময়ে প্রজাগণ যেরূপ সুখী হইল, দ্বিজগণেরও যেরূপ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে থাকিল, মুনিগণও তদনুরূপ সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে তৎপর হইলেন ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে ভুবনেশ্বরীর স্তববর্ণন নামক একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শৃণু ভারত! বক্ষ্যামি ভারাবতরণং তথা।
কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে চ ক্ষপিতং যোগমায়য়া॥ ১॥
যদুবংশে সমুৎপত্তির্বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
ভৃগুশাপপ্রতাপেন মহামায়াবলেন চ॥ ২॥
ক্ষিতিভারসমুত্তারনিমিত্তমিতি মে মতিঃ।
মায়য়া বিহিতো যোগো বিষ্ণোর্জ্জন্ম ধরাতলে॥ ৩॥
কিং চিত্রং নৃপ! দেবী সা ব্রহ্মবিষ্ণুসুরানপি।
নর্ত্তয়ত্যনিশং মায়া ত্রিগুণা ন পরান্ কিমু॥ ৪॥

সার্দ্ধাষ্টাশীতিপদ্যৈস্তু দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনম্।
ক্রিয়তে বাসুদেবাদ্যাদ্যবতারকথোচ্যতে॥

ইত্থং দেবাদিষ্বতারসঙ্কল্পং জাতমভিধায় পুনরবতারকথাং প্রবর্ত্তয়তি শৃণু ভারতেতি। প্রভাসে কুরুক্ষেত্রে চ যোগমায়য়া ক্ষপিতং নাশনং সৈন্যস্যেত্যর্থঃ। ক্ষপিতমিত্যত্র ভাবে ক্তঃ॥ ১—২॥

যদ্যপ্যবতারে কারণদ্বয়মুক্তং তথাপি মুখ্যং কারণং মহামায়েচ্ছৈব শাপস্তু গৌণনিমিত্তত্বেন মায়য়ৈব বিহিত ইত্যাহ ক্ষিতিভারেতি। ক্ষিতিভারসমুত্তারনিমিত্তং যদ্ধরাতলে বিষ্ণোর্জ্জন্ম তদ্রূপোঽয়ং যোগঃ স মায়য়ৈব বিহিতো নান্যৎ কারণং তত্রেতি মে মতিঃ সিদ্ধান্তঃ॥৩॥

ননু মায়া কিমেতাদৃশী সর্ব্বনিয়ন্ত্রী বর্ত্ততে যয়া বিষ্ণোরপি জন্মাপাদিতমিতি চেদ্বর্ত্তত এব সর্ব্বনিয়ন্ত্রীত্যাহ কিং চিত্রমিতি। যদা ব্রহ্মাদীনন্তর্যামিরূপেণ নর্ত্তয়তি তদা পরান্ জীবান্নর্ত্তয়তীতি কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ৪॥

ব্যাস বলিলেন, হে ভরতকুলভূষণ! আমি তোমার নিকটে পৃথিবীর ভারাবতরণ, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস তীর্থে সৈন্যগণের সংহার এবং ভৃগুশাপে অমিততেজা ভগবান্ হরি মহামায়ার প্রভাবে যেরূপে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেন, সে সমস্তই কহিতেছি শ্রবণ কর॥ ১—২॥ রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু যে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করেন, আমার বিবেচনায় তাহা মায়াকৃত যোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে; মহামায়াই ক্ষিতির ভারাবতরণ নিমিত্ত সেইরূপ করিয়াছিলেন ইহাই আমার স্থির সিদ্ধান্ত॥ ৩॥ নৃপতে! যে ত্রিগুণা মায়াদেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকেও নিরন্তর নৃত্য করাইয়া থাকেন, তিনি যে অপরকে মোহিত

গর্ভবাসোদ্ভবং দুঃখং বিণ্মূত্রস্নায়ুসংযুতম্।
বিষ্ণোরাপাদিতং সম্যগ্ যয়া বিগতলীলয়া ॥ ৫ ॥
পুরা রামাবতারেঽপি নির্জ্জরা বানরাঃ কৃতাঃ।
বিদিতং তে যথা বিষ্ণুর্দুঃখপাশেন মোহিতঃ।
অহং মমেতিপাশেন সুদৃঢ়েন নরাধিপ ! ॥ ৬ ॥
যোগিনো মুক্তসঙ্গাশ্চ ভক্তিকামা মুমুক্ষবঃ।
তামেব সমুপাসন্তে দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ॥ ৭ ॥
যদ্ভক্তিলেশলেশাংশলেশলেশলবাংশকম্।
লব্ধা মুক্তো ভবেজ্জন্তুস্তাং ন সেবেত কো জনঃ ॥ ৮ ॥
ভুবনেশীত্যেব বক্ত্রে দদাতি ভুবনত্রয়ম্।
মাং পাহীত্যস্য বচসো দেয়াভাবাদৃণান্বিতা ॥ ৯ ॥

যয়া বিগতলীলয়া প্রসিদ্ধলীলয়া যয়েত্যর্থঃ। দুঃখস্য বিণ্মূত্রস্নায়ুসংযুতত্বমেকদেহাশ্রিত-ত্বেন ॥ ৫ ॥

যথাবিষ্ণোর্জ্জন্ম মানুষং মায়য়াপাদিতং তথা পুরা রামাবতারেঽপি নির্জ্জরা দেবা বানরাঃ কৃতাঃ। কিঞ্চ বিষ্ণুর্দেবো রামচন্দ্রো দুঃখপাশেন মোহিতঃ কৃত এতদুভয়মপি তে বিদিত-মস্ত্যেব ন তদ্বক্তব্যমস্তীত্যাহ পুরেতি। অহং মমেতি। পাশেন সুদৃঢ়েনেত্যেতদ্দুঃখপাশে-নেত্যনেনান্বেতি ॥ ৬ ॥

যতো মায়াধীনং সর্ব্বং তস্মাত্তাং মায়ামেব সর্ব্বযোগিনঃ সমুপাসত ইত্যাহ যোগিন ইতি। মুক্তসঙ্গাস্ত্যক্তসর্ব্বৈষণাঃ। ন কেবলং মুমুক্ষব এব ভগবতীং সমারাধয়ন্তি। কিং তর্হি ভুক্তি-কামা ভোগেচ্ছাবন্তোঽপীত্যর্থঃ। তদুক্তং যত্রাস্তি মোক্ষো ন হি তত্র ভোগো যত্রাস্তি ভোগো ন হি তত্র মোক্ষঃ। শ্রীসুন্দরীপাদযুগার্চ্চকানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এবেতি। শিব-পুরাণেঽপি। ভোগমোক্ষপ্রদাত্রী চ শিবৈব পরিকীর্ত্তিতেতি ॥ ৭ ॥

নন্বু যোগিনোঽন্যেনাং কিং সমারাধয়ন্তীতি চেৎ কিমেতত্তবাশ্চর্য্যং জাতমেতাদৃশীং কো ন সেবেতেত্যাহ যদ্ভক্তিলেশেতি ॥ ৮ ॥

ভুবনেশীতি। যঃ কশ্চন পুরুষো হে ভুবনেশি ! মাং পাহীতি বিবক্ষয়া যাবদ্ভুবনেশীতি সম্বোধনান্তমুচ্চারয়তি তাবদেব ভুবনেশীতি নাম বক্ত্রে উচ্চারণকর্ত্রে উচ্চারণকাল এব

করিবেন তদ্বিষয়ে আর বিচিত্রতা কি ? ॥ ৪ ॥ রাজন্ ! সেই মহামায়ার লীলা ত প্রসিদ্ধই আছে, অধিক কি তিনি বিষ্ণুকেও সম্যক্রূপে বিষ্ঠা মূত্র ও স্নায়ু-পরিপূরিত গর্ভে বাস করা-ইয়া দুঃখ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ পুরাকালে রাম-অবতারে তিনি দেবতাগণকে বানর করিয়াছিলেন ; রাজন্ ! আমি আমার ইত্যাদিরূপ সুদৃঢ় মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু যে কি দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, তাহা ত তুমি বিশেষরূপে অবগত আছ ॥ ৬ ॥ মুক্তসঙ্গ মুমুক্ষু যোগিগণ ভক্তিলাভের আশায় সেই শিবরূপিণী বিশ্বেশ্বরী দেবীকে উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥ রাজন্ ! যাঁহার ভক্তিলেশের কণামাত্র লাভ করিয়া জীবগণ মুক্তিপ্রাপ্ত হয়,

বিদ্যাবিদ্যেতি তস্যা দ্বে রূপে জানীহি পার্থিব ! ।
বিদ্যয়া মুচ্যতে জন্তুর্ব্বধ্যতেঽবিদ্যয়া পুনঃ ॥ ১০ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বে তস্যা বশানুগাঃ ।
অবতারাঃ সর্ব্ব এব যন্ত্রিতা ইব দামভিঃ ॥ ১১ ॥
কদাচিচ্চ সুখং ভুঙ্‌ক্তে বৈকুণ্ঠে ক্ষীরসাগরে ।
কদাচিৎ কুরুতে যুদ্ধং দানবৈর্ব্বলবত্তরৈঃ ॥ ১২ ॥
হরিঃ কদাচিদ্‌যজ্ঞান্‌ বৈ বিততান্‌ প্রকরোতি চ ।
কদাচিচ্চ তপস্তীব্রং তীর্থে চরতি সুব্রত ! ॥ ১৩ ॥
কদাচিচ্ছয়নে শেতে যোগনিদ্রামুপাশ্রিতঃ ।
ন স্বতন্ত্রঃ কদাচিচ্চ ভগবান্মধুসূদনঃ ॥ ১৪ ॥
তথা ব্রহ্মা তথা রুদ্রস্তথেন্দ্রো বরুণো যমঃ ।
কুবেরোঽগ্নী রবীন্দু চ তথান্যে সুরসত্তমাঃ ॥ ১৫ ॥

ভুবনত্রয়ং দদাতি পরমেশ্বরং করোতি। পশ্চাত্তেন পুরুষেণ মাং পাহীত্যুক্তে ত্রৈলোক্যাদধিকপদার্থস্য দেয়স্যাভাবাত্তস্য ভক্তস্য শিবা ঋণী ভবতি। এতাদৃশীং ভক্তকামদুঘাং ভক্তফলপ্রদানাতুরাং কো ন সেবেতেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯ ॥

নন্বেকস্যা এব বন্ধকত্বং মোচকত্বঞ্চ কথং সম্ভবতীতি চেদ্রূপভেদস্বীকারেণোভয়স্যাপি সম্ভবাদিত্যাহ বিদ্যাবিদ্যেতি। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানা ইতি শ্রুতেঃ সম্প্রাপ্য বিদ্যাং গুরুবক্ত্রগম্যামিতি শ্রুতেশ্চ ॥ ১০ ॥

যৈতাদৃশী তদধীনং সর্ব্বং বর্ত্তত ইত্যাহ ব্রহ্মাবিষ্ণুরিতি ॥ ১১—১৮ ॥

কোন্‌ ব্যক্তি তাঁহার সেবা না করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥ মনুষ্যের মধ্যে যদি কেহ ভুবনেশ্বরী এই নাম উচ্চারণ করে, তবে তিনি তাহাকে ত্রিভুবন প্রদান করিয়া থাকেন ; আর যদি কেহ "আমাকে রক্ষা করুন" এই বাক্য উচ্চারণ করে, তবে বিশ্বেশ্বরী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মধ্যে দেয় বস্তু দেখিতে না পাইয়া তাঁহার নিকট ঋণী হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥৯॥ পার্থিব ! তাঁহার বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুই প্রকার রূপ জানিবে, জীবগণ ঐ বিদ্যা দ্বারা মুক্তি এবং অবিদ্যা দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১০॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং তাঁহাদের অবতারগণ রজ্জুবদ্ধের ন্যায় তাঁহার অধীনে অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ১১ ॥ ভগবান্‌ হরি কখনও বৈকুণ্ঠে কখনও ক্ষীরসমুদ্রে অবস্থান করিয়া সুখসম্ভোগ, কখনও বলবান্‌ দানবগণের সহিত যুদ্ধ, কোনও সময়ে বহুবিস্তৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান, কখনও তীব্রতর তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন এবং কখনও বা যোগমায়ার আশ্রয়ে শয়ন করিয়া থাকেন, অতএব ভগবান্‌ মধুসূদন কখনও স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হন না ॥ ১২—১৪ ॥ রাজন্‌ ! বিষ্ণুর ন্যায় ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের, অগ্নি, রবি, চন্দ্র, অন্যান্য সুরসত্তমগণ, সনকাদি মুনিগণ ও বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ

মুনয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ বশিষ্ঠাদ্যা স্তথাপরে ।
সর্ব্বেঽস্যাবশগা নিত্যং পাঞ্চালীব নরস্তু চ ॥ ১৬ ॥
নসিপ্রোতা যথা গাবো বিচরন্তি বশানুগাঃ ।
তথৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কালপাশনিযন্ত্রিতাঃ ॥ ১৭ ॥
হর্ষশোকাদয়ো ভাবা নিদ্রাতন্দ্রালসাদয়ঃ ।
সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা রাজন্ দেহিনাং দেহসংশ্রিতাঃ ॥ ১৮ ॥
অমরা নির্জ্জরাঃ প্রোক্তা দেবাশ্চ গ্রন্থকারকৈঃ ।
অভিধানতশ্চার্থতো ন তে নূনং তাদৃশাঃ ক্বচিৎ ॥ ১৯ ॥
উৎপত্তিস্থিতিনাশাখ্যা ভাবা যেষাং নিরন্তরম্ ।
অমরাস্তে কথং বাচ্যা নির্জ্জরাশ্চ কথং পুনঃ ॥ ২০ ॥
কথং দুঃখাভিভূতা বা জায়ন্তে বিবুধোত্তমাঃ ।
কথং দেবাশ্চ বক্তব্যা ব্যসনে ক্রীড়নং কথম্ ॥ ২১ ॥
ক্ষণাদুৎপত্তিনাশশ্চ দৃশ্যতেঽস্মিন্নসংশয়ঃ ।
জলজানাঞ্চ কীটানাং মশকানাস্তথা পুনঃ ॥ ২২ ॥

অভিধানত ইতি। নির্জ্জরা দেবা অভিধানতো নাম্নৈবামরা ন ত্বর্থত ইত্যর্থঃ। প্রলয়-কালে মরণাৎ ॥ ১৯ ॥

তদেবাহ উৎপত্তীতি ॥ ২০ ॥

ষড়্ভাববিকারাণাং দেহধর্ম্মত্বাদমরত্বং চ যথা ন সম্ভবতি তথা দুঃখে সতি ক্রীড়ায়া অসম্ভবাদ্দেবত্বমপি ন সম্ভবতীত্যাহ কথং দেবাশ্চেতি। ক্রীড়ার্থকদিবুধাতোরেতদ্রূপম্ ॥২১॥

জলজানামিতি। যতো দেবা আয়ুষোঽন্তে মরাঃ স্মৃতাঃ। ম্রিয়ন্তে ইতি মরাঃ ॥ ২২ ॥

সকলেই নৃত্যপুত্তলীকার ন্যায় নিয়তই সেই ভুবনেশ্বরীর বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন ॥১৫—১৬॥ নাসাবিদ্ধ বলীবর্দ্দ যেমন মানবের বশবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করে, সেইরূপ সমস্ত দেবগণ, কালপাশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া রহিয়াছেন ॥১৭॥ রাজেন্দ্র ! হর্ষ, শোক, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যাদি ভাব সকল, সর্ব্বদাই দেহিমাত্রের দেহ-গৃহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥ গ্রন্থকারগণ, দেবতাদিগকে অমর অর্থাৎ মরণ-ধর্ম্মবিহীন এবং নির্জ্জর অর্থাৎ জরাধর্ম্মবিহীন কহিয়াছেন, কিন্তু তাহা নামমাত্রেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, বস্তুত অর্থগত তাহা কখনই হইতে পারে না ; কারণ, যাহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশধর্ম্ম নিয়তই রহিয়াছে, তাহাদিগকে কিরূপে অমর অথবা নির্জ্জর বলা যাইতে পারে ? দেবগণ দুঃখে অভিভূত হন কেন ? কিরূপেই বা তাঁহারা দেবপদ বাচ্য হন ; কারণ, বিপদ উপস্থিত হইলে কিরূপে ক্রীড়া হইতে পারে ? দৃষ্ট হয় যে, এই সংসারে জলজ কীট ও মশকগণ উৎপন্ন হইয়া ক্ষণমধ্যেই বিনষ্ট হইয়া থাকে, এইরূপ দেবগণও আয়ুঃশেষে মরণধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে দেবগণ ঐ সকল মরণধর্ম্ম

উপমা ন কথং চৈষামায়ুষোঽন্তে মরাঃ স্মৃতাঃ।
ততো বর্ষায়ুষশ্চাপি শতবর্ষায়ুষস্তথা ॥ ২৩ ॥
মনুষ্যা হ্যমরা দেবাস্তস্মাদ্‌ব্রহ্মা পরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪ ॥
রুদ্রস্তথা তথা বিষ্ণুঃ ক্রমশশ্চ ভবন্তি হি।
নশ্যন্তি ক্রমশশ্চৈব বর্দ্ধন্তি চোত্তরোত্তরম্ ॥ ২৫ ॥
নূনং দেহবতো নাশো মৃতস্যোৎপত্তিরেব চ।
চক্রবদ্‌ভ্রমণং রাজন্! সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥
মোহজালাবৃতো জন্তুর্মুচ্যতে ন কদাচন।
মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং মোহজালং ন নশ্যতি ॥ ২৭ ॥
উৎপিৎসুকাল উৎপত্তিঃ সর্ব্বেষাং নৃপ! জায়তে।
তথৈব নাশঃ কল্পান্তে ব্রহ্মাদীনাং যথাক্রমম্ ॥ ২৮ ॥
নিমিত্তং যস্ত্ত যন্নাশে স ঘাতয়তি তং নৃপ!।
নান্যথা তদ্ভবেন্নূনং বিধিনা নির্ম্মিতং তু যৎ ॥ ২৯ ॥

তস্মান্ ম্রিয়মাণানাং জলজকীটমশকানামুপমা কথমেষাং ন ভবতি ভবত্যেবেত্যর্থঃ। ততো বর্ষায়ুষশ্চাপীতি। ততো জন্মাদিষড়্‌ভাববিকারাদ্‌যথা মনুষ্যা বর্ষায়ুষঃ কেচিৎ কেচিচ্ছতবর্ষায়ুষস্তথৈব দেবা অমরা অপি সন্তি যথা যস্য তপশ্চর্য্যা। তস্মান্মনুষ্যামরসংঘাদ্‌ব্রহ্মা পরোঽধিকায়ুষ্যবান্ ॥ ২৩—২৪ ॥

তথা রুদ্রস্তথা বিষ্ণুরপ্যধিকায়ুষ্যবান্ পরন্ত সর্ব্বেঽপি ক্রমশো ভবন্ত্যুৎপদ্যন্তে নশ্যন্তি চেতি ষড়্‌ভাববিকারবন্ত এব সর্ব্বে ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

তদেবাহ। নূনং দেহবত ইতি ॥ ২৬—২৮ ॥

সর্ব্বেষাং জন্মনাশৌ মায়ৈব করোতি। তত্র যস্য যথা কর্ম্ম তদনুরোধেন তস্য নিমিত্তং কল্পয়িত্বা তেন নিমিত্তেন নাশয়তি তস্মাদ্‌যন্নাশে যো নিমিত্তং স তং ঘাতয়তি হন্তীত্যর্থঃ। স্বার্থে ণিচ্। তদ্‌যদ্ভগবতীজনিতবিধিনা নির্ম্মিতং তদন্যথা নৈব ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

শীল জীবের উপমাস্থল না হইবেন কেন? কেনই বা তাঁহাদের "মর" এই নাম না হইবে? ॥ ১৯—২৩ ॥ জন্মাদি বিকারবান্ বলিয়া মনুষ্যগণের মধ্যে কেহ একবৎসর কেহ বা শতবৎসর কাল আয়ুলাভ করিয়া থাকে। আবার দেবগণ মনুষ্য হইতে, প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবগণ হইতে, রুদ্রদেব ব্রহ্মা হইতে এবং বিষ্ণু রুদ্র হইতে অধিকতর আয়ুঃপ্রাপ্ত হন; এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলেই বিনষ্ট ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন ॥২৪—২৫॥ যাহারা দেহধারণ করে, নিশ্চিতই তাহাদের বিনাশ হয়, যাহাদের মরণ হয় এবং তাহারা নিশ্চিতই উৎপন্ন হইয়া থাকে; রাজন্! এইরূপে এই সংসারে সকল জীবই চক্রের ন্যায় নিয়ত ভ্রমণ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥ জীবগণ মোহজালে আচ্ছন্ন, তাহারা কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যতক্ষণ মায়া বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মোহজাল বিদূরিত হয়

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখং বা সুখমেব বা।
তত্তথৈব ভবেৎ কামং নান্যথেহ বিনির্ণয়ঃ ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বেষাং সুখদৌ দেবৌ প্রত্যক্ষৌ শশিভাস্করৌ।
ন নশ্যতি তয়োঃ পীড়া কচিত্তদ্বৈরিসম্ভবা ॥ ৩১ ॥
ভাস্করস্য সুতো মন্দঃ ক্ষয়ী চন্দ্রঃ কলঙ্কবান্।
পশ্য রাজন্ বিধেঃ সূত্রং দুর্ব্বারং মহতামপি ॥ ৩২ ॥
বেদকর্ত্তা জগদ্ধর্ত্তা বুদ্ধিদস্তু চতুর্মুখঃ।
সোঽপি বিক্লবতাং প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা পুত্রীং সরস্বতীম্ ॥ ৩৩ ॥
শিবস্যাপি মৃতা ভার্য্যা সতী দগ্ধ্বা কলেবরম্।
সোঽভবদ্দুঃখসন্তপ্তঃ কামার্ত্তশ্চ জনার্ত্তিহা ॥ ৩৪ ॥
কামাগ্নিদগ্ধদেহস্তু কালিন্দ্যাং পতিতঃ শিবঃ।
সাপি শ্যামজলা জাতা তন্নিদাঘবশান্নৃপ ! ॥ ৩৫ ॥

তত্তথৈবেতি বিধিনির্ম্মিতপ্রকারেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥
তদ্বৈরিসম্ভবা রাহুসম্ভবেত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥
জনার্ত্তিহাপি কামার্ত্তো জাত এতাদৃশো মহামায়াপ্রভাব ইতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥
তন্নিদাঘবশাত্তৎসন্তাপবশাদিত্যর্থঃ। সন্তাপেনাপি শ্যামবর্ণত্বং কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূত্তদেত্যাদৌ প্রসিদ্ধম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

না ॥ ২৭ ॥ হে নৃপ ! সৃষ্টিকালে ব্রহ্মাদি সকল বস্তুরই যথাক্রমে উৎপত্তি এবং প্রলয়কালে বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ তাহাতে যাহার নাশ বিষয়ে যে কারণ হয়, সে তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকে। ভগবতীর ইচ্ছায় বিধাতা যাহা রচনা করেন তাহার আর অন্যথা হয় না ॥২৯॥ এই সংসারে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে যে, বিধির নিয়তি অনুসারে অখিল জীবগণের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ অথবা সুখ, এই সমস্ত ব্যাপারই সম্পাদিত হইয়া থাকে, কখনই তাহার অন্যথা হয় না ॥ ৩০ ॥ দেখ, প্রত্যক্ষ দেবতা, চন্দ্র ও সূর্য্য সকলকেই সুখ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাঁদের বৈরিকৃত পীড়া কখনই বিনষ্ট হয় না ॥ ৩১ ॥ সূর্য্যের পুত্র নিয়তই অপকারী বলিয়া তাঁহার "মন্দ" এই নাম হইয়াছে, চন্দ্র, রাজযক্ষ্মা রোগগ্রস্ত ও কলঙ্কী ; রাজন্ ! সামান্য ব্যক্তির সম্বন্ধে আর কি বলিব ? মহদ্ব্যক্তিগণের প্রতিও বিধি-নিয়তির এইরূপ প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা চতুরানন ব্রহ্মা, বেদকর্ত্তা ও বুদ্ধিপ্রদ ; তিনিও নিজ-তনয়া সরস্বতীকে দর্শন করিয়া কামাতুর হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ শিবভার্য্যা সতী প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, মহাদেব নিখিল দুঃখবিনাশন হইলেও অত্যন্ত কামার্ত্ত হইয়া সাতিশয় দুঃখ সন্তপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥ সে সময়ে তিনি কামাগ্নি দ্বারা দগ্ধদেহ হইয়া কালিন্দীজলে নিপতিত হইলে তাঁহার সন্তাপে তাপিতা

কামার্ত্তো রমমাণস্তু নগ্নঃ সোঽপি ভৃগোর্ব্বনম্।
গতঃ প্রাপ্তোঽথ ভৃগুণা শপ্তঃ কামাতুরো ভৃশম্ ॥ ৩৬ ॥
পতত্বদ্যৈব তে লিঙ্গং নির্লজ্জেতি ভৃশং কিল।
পপৌ চামৃতবাপীঞ্চ দানবৈর্নির্ম্মিতাং মুদে ॥ ৩৭ ॥
ইন্দ্রোঽপি চ বৃষো ভূত্বা বাহনত্বং গতঃ ক্ষিতৌ।
আদ্যস্তু সর্ব্বলোকস্য বিষ্ণোরেব বিবেকিনঃ ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্বজ্ঞত্বং গতং কুত্র প্রভুশক্তিঃ কুতো গতা।
যদ্ধেমমৃগবিজ্ঞানং ন জ্ঞাতং হরিণা কিল ॥ ৩৯ ॥
রাজন্! মায়াবলং পশ্য রামো হি কামমোহিতঃ।
রামো বিরহসন্তপ্তো রুরোদ ভৃশমাতুরঃ ॥ ৪০ ॥
যোঽপৃচ্ছৎ পাদপান্ মূঢ়ঃ ক গতা জনকাত্মজা।
ভক্ষিতা বা হৃতা কেন রুদন্নুচ্চতরং ততঃ ॥ ৪১ ॥
লক্ষ্মণাহং মরিষ্যামি কান্তাবিরহদুঃখিতঃ।
ত্বং চাপি মমদুঃখেন মরিষ্যসি বনেঽনুজ! ॥ ৪২ ॥

হে নির্লজ্জ! তে লিঙ্গমদ্যৈব পতত্বিতি ভৃশং শপ্ত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। পপাবিতি। শিব ইবেত্যর্থঃ। ইয়ং কথা শিবপুরাণে স্পষ্টা ॥ ৩৭ ॥

হইয়া ঐ নদীও শ্যামবর্ণা হন ॥ ৩৫ ॥ রাজন! মহাদেব যৎকালে কামার্ত্ত ও নগ্ন হইয়া ভৃগুর বনে গমন পূর্ব্বক রমণ করিতে থাকেন, সেই সময় তপোধন ভৃগু তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, তুমি অতিশয় নির্লজ্জ, অতএব "এখনিই তোমার লিঙ্গ পতিত হউক" এই বলিয়া তাঁহার প্রতি দারুণ অভিসম্পাত করেন, তখন মহাদেব আনন্দ উপভোগের নিমিত্ত দানবগণের বিনির্ম্মিত অমৃতবাপিকা সলিল পান করিতে থাকেন ॥ ৩৬-৩৭ ॥ দেবরাজ ইন্দ্রও ক্ষিতিতলে বৃষ হইয়া ককুৎস্থের বাহন হইয়াছিলেন। অধিক কি, অখিল লোকের আদিভূত, বিবেকী ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব্বজ্ঞতাও প্রভু-শক্তিই বা কোথায় গেল? কি আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি হেমমৃগের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না ॥৩৮—৩৯॥ রাজেন্দ্র! আপনি যোগমায়াবল অবলোকন করুন, রামচন্দ্র কামে মোহিত, এবং সীতার বিরহানলে সন্তপ্ত ও অত্যন্ত কাতর হইয়া অতিশয় রোদন করিয়াছিলেন। তিনি একান্ত বিমুগ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বৃক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, জনকাত্মজা সীতা কোথায় গেল? হিংস্র জন্তুগণ কি তাঁহাকে ভক্ষণ করিল? অথবা কোনও দুর্বৃত্ত তাঁহাকে হরণ করিয়া লইল? ॥ ৪০—৪১ ॥ ভাই লক্ষ্মণ! আমি প্রিয়ার বিরহানলে দগ্ধ হইয়া এখনই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, হায়! তাহা হইলে তুমিও আমার বিরহ-বহ্নিতে জীবন

আবয়োর্ম্মরণং জ্ঞাত্বা মাতা মম মরিষ্যতি ।
শত্রুঘ্নোঽপ্যতিদুঃখার্ত্তঃ কথং জীবিতুমর্হতি ॥ ৪৩ ॥
সুমিত্রা জীবিতং জহ্যাৎ পুত্রব্যসনকর্শিতা ।
পূর্ণকামাথ কৈকেয়ী ভবেৎ পুত্রসমন্বিতা ॥ ৪৪ ॥
হা সীতে ! ক্ব গতাসি ত্বং মাং বিহায় স্মরাতুরম্ ।
এহ্যেহি মৃগশাবাক্ষি ! মাং জীবয় কৃশোদরি ! ॥ ৪৫ ॥
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি ত্বদধীনঞ্চ জীবিতম্ ।
সমাশ্বাসয় দীনং মাং প্রিয়ং জনকনন্দিনি ! ॥ ৪৬ ॥
এবং বিলপতা তেন রামেণামিততেজসা ।
বনে বনে চ ভ্রমতা নেক্ষিতা জনকাত্মজা ॥ ৪৭ ॥
শরণ্যঃ সর্ব্বলোকানাং রামঃ কমললোচনঃ ।
শরণং বানরাণাং স গতো মায়াবিমোহিতঃ ॥ ৪৮ ॥
সহায়ান্ বানরান্ কৃত্বা ববন্ধ বরুণালয়ম্ ।
জঘান রাবণং বীরং কুম্ভকর্ণং মহোদরম্ ॥ ৪৯ ॥
আনীয় চ ততঃ সীতাং রামো দিব্যমকারয়ৎ ।
সর্ব্বজ্ঞোঽপি হৃতাং মত্বা রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ৫০ ॥

বিষ্ণোঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং বদন্তি তর্হি তৎকুত্র গতমিত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ৩৮—৫০ ॥

বিসর্জ্জন করিবে, আমাদের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে জননী জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, শত্রুঘ্নও অতিশয় দুঃখে কাতর হইয়া জীবন ধারণে সমর্থ হইবে না, সুমিত্রা মাতাও পুত্র-মরণ-নিবন্ধন শোকানলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন ; তখন ভরতের সহিত কৈকেয়ীর মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪২—৪৪ ॥ হা সীতে ! আমি কন্দর্পশরে পীড়িত হইতেছি তুমি আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় গমন করিলে ? হে মৃগলোচনে ! হে কৃশোদরি ! তুমি এস ! সত্বর আমায় প্রাণদান কর ॥ ৪৫ ॥ আমি কি করি, কোথায় যাই, আমার জীবন তোমার অধীন, হে জনকনন্দিনি ! আমি তোমার প্রিয়, এক্ষণে তোমার বিরহে অতিশয় দীন হইয়াছি, তুমি আসিয়া আমায় আশ্বাস প্রদান কর ॥ ৪৬ ॥ অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন রামচন্দ্র এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু জনকতনয়াকে দেখিতে পান নাই ॥ ৪৭ ॥ কি আশ্চর্য্য ! যে কমললোচন রামচন্দ্র সকল লোকের শরণ্য, তিনি মায়ায় বিমোহিত হইয়া বানরগণেরও শরণাগত হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে সহায় করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক, মহোদর বীরবর কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ তদনন্তর সীতাকে স্বসমীপে আনয়ন করিয়া

কিং ব্রবীমি মহারাজ ! যোগমায়াবলং মহৎ।
যয়া বিশ্বমিদং সর্ব্বং ভ্রামিতং ভ্রমতে কিল ॥ ৫১ ॥
এবং নানাবতারেঽত্র বিষ্ণুঃ শাপবশং গতঃ।
করোতি বিবিধাশ্চেষ্টা দৈবাধীনঃ সদৈব হি ॥ ৫২ ॥
তবাহং কথয়িষ্যামি কৃষ্ণস্যাপি বিচেষ্টিতম্‌।
প্রভবং মানুষে লোকে দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫৩ ॥
কালিন্দীপুলিনে রম্যে হ্যাসীন্মধুবনং পুরা।
লবণো মধুপুত্রস্তু তত্রাসীদ্দানবো বলী ॥ ৫৪ ॥
দ্বিজানাং দুঃখদঃ পাপো বরদানেন গর্ব্বিতঃ।
নিহতোঽসৌ মহাভাগ লক্ষ্মণস্যানুজেন বৈ ॥ ৫৫ ॥
শত্রুঘ্নেনাথ সংগ্রামে তং নিহত্য মহোৎকটম্‌।
বাসিতা মথুরা নাম পুরী পরমশোভিতা ॥ ৫৬ ॥
স তত্র পুষ্করাক্ষৌ দ্বৌ পুত্রৌ শত্রুনিসূদনঃ।
নিবেশ্য রাজ্যে মতিমান্‌ কালে প্রাপ্তে দিবং গতঃ ॥ ৫৭ ॥

ইত্থং সর্ব্বদেবানাং নানাবিধা দুর্দ্দশা মায়য়ৈব তত্তদনাদিকর্ম্মযোগেন কৃতেত্যাহ কিং ব্রবীমীতি। এতেনাদৌ অধ্যায়ারম্ভে মধ্যে বা জনমেজয়েন দেবাদীনামিত্থং দশা কিমিতি জাতা ইতি যচ্ছঙ্কিতং তস্য সর্ব্বস্যাপ্যুত্তরমিদমুক্তমিতি বেদিতব্যম্‌। তস্মাদেতাদৃশানেকদুর্দ্দশাপ্রহাণা যাদিশক্তির্ম্মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী ভগবতী সর্ব্বপ্রকারেণ সর্ব্বৈরারাধ্যেতি রহস্যম্‌ ॥ ৫১—৬০ ॥

স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও দুরাত্মা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে ইহা মনে করিয়া তাঁহাকে দিব্য করাইয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ মহারাজ ! যোগমায়ার বল অতি মহৎ, তাঁহার প্রভাবের কথা কি বলিব ; এই অখিল বিশ্বমণ্ডল তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৫১ ॥ এইরূপে নানা অবতারে ভগবান্‌ বিষ্ণু শাপের বশীভূত ও দৈবের অধীন হইয়া নিরন্তরই নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥ রাজন্‌ ! আমি এক্ষণে দেবগণের কার্য্য সাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণের মনুষ্যলোকে উৎপত্তি এবং তাঁহার চরিত কথা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বকালে কালিন্দীর মনোহর পুলিনদেশে মধুবন নামে একটি স্থান ছিল, মধুপুত্র লবণ নামে এক মহাবল দানব সেই স্থানে বাস করিত ॥ ৫৪ ॥ সেই পাপাশয় বরলাভে গর্ব্বিত হইয়া দ্বিজদিগকে অতিশয় দুঃখ দান করিত। পরে লক্ষ্মণের অনুজ শত্রুঘ্ন সেই দুর্দ্দম্য দৈত্যকে সংগ্রামে দলিত করিয়া সেই স্থানে মথুরা নামে পরম মনোহর এক পুরী নির্ম্মাণ করেন ॥ ৫৫—৫৬ ॥ শত্রু-বিনাশন মতিমান্‌ শত্রুঘ্ন আপনার কমললোচন পুত্রদ্বয়কে সেই

সূর্য্যবংশক্ষয়ে তাং তু যাদবাঃ প্রতিপেদিরে।
মথুরাং মুক্তিদাং রাজন্! যযাতিতনয়াঃ পুরা ॥ ৫৮ ॥
শূরসেনাভিধঃ শূরস্তত্রাভূন্মেদিনীপতিঃ।
মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ বুভুজে বিষয়ান্নৃপ! ॥ ৫৯ ॥
তত্রোৎপন্নঃ কশ্যপাংশঃ শাপাচ্চ বরুণস্য বৈ।
বসুদেবোঽতিবিখ্যাতঃ শূরসেনসুতস্তদা ॥ ৬০ ॥
বৈশ্যবৃত্তিরতঃ সোঽভূন্মৃতে পিতরি মাধবঃ।
উগ্রসেনো বভূবাথ কংসস্তস্যাত্মজো মহান্ ॥ ৬১ ॥
অদিতির্দ্দেবকী জাতা দেবকস্য সুতা তদা।
শাপাদ্বৈ বরুণস্যাথ কশ্যপানুগতা কিল ॥ ৬২ ॥
দত্তা সা বসুদেবায় দেবকেন মহাত্মনা।
বিবাহে রচিতে তত্র বাগভূদ্গগনে তদা ॥ ৬৩ ॥
কংস কংস মহাভাগ! দেবকীগর্ভসম্ভবঃ।
অষ্টমস্তু সুতঃ শ্রীমাংস্তব হন্তা ভবিষ্যতি ॥ ৬৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং কংসো বিস্মিতোঽভূন্মহাবলঃ।
দেববাচং তু তাং মত্বা সত্যাং চিন্তামবাপ সঃ ॥ ৬৫ ॥

মাধবো লক্ষ্মীপতিঃ ॥ ৬১—৬৫ ॥

রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে স্বর্গে গমন করেন ॥ ৫৭ ॥ পরে, সূর্য্য-বংশের ক্ষীণদশা ঘটিলে যযাতি-কুলোৎপন্ন যাদবগণ, সেই মুক্তিপ্রদা মথুরাপুরী অধিকার করেন ॥ ৫৮ ॥ হে রাজেন্দ্র! শূরসেন নামে শূরবর এক যাদব নৃপতি সেই স্থানে রাজা হইয়া মথুরার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে থাকেন ॥ ৫৯ ॥ তথায় বরুণের অভিশাপে কশ্যপের অংশে বসুদেব নামে বিখ্যাত শূরসেনের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৬০ ॥ তিনি বৈশ্যবৃত্তি অর্থাৎ কৃষিকার্য্যাদিতে নিরত হন। পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে শ্রীমান্ উগ্রসেন মথুরার আধিপত্য লাভ করেন; কিছু দিন গত হইলে কংস নামে তাঁহার এক অতি তেজস্বী তনয় উৎপন্ন হয় ॥ ৬১ ॥ এদিকে দেবক নৃপতির অদিতির অংশে দেবকী নামে একটী তনয়া জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি বরুণের অভিশাপে কশ্যপের অনুগমন করিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥ মহাত্মা দেবক নৃপতি নিজতনয়া দেবকীর সহিত বসুদেবের উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করাইলেন ॥ ৬৩ ॥ এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে কংসের প্রতি এই আকাশবাণী হয় যে, মহাভাগ কংস! এই দেবকীর গর্ভজাত অষ্টম সন্তান তোমার জীবন-হন্তা হইবে ॥ ৬৪ ॥ মহাবল কংস সেই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল এবং তাহা সত্য মনে করিয়া অত্যন্ত চিন্তানিরত

কিং করোমীতি সঞ্চিন্ত্য বিমর্শমকরোত্তদা।
নিহত্যৈনাং ন মে মৃত্যুর্ভবেদদ্যৈব সত্বরম্ ॥ ৬৬ ॥
উপায়ো নান্যথা চাস্মিন্ কার্য্যে মৃত্যুভয়াবহে।
ইয়ং পিতৃস্বসা পূজ্যা কথং হন্মীত্যচিন্তয়ৎ ॥ ৬৭ ॥
পুনর্ব্বিচারয়ামাস মরণং মেঽস্ত্যহো স্বসা।
পাপেনাপি প্রকর্ত্তব্যা দেহরক্ষা বিপশ্চিতা ॥ ৬৮ ॥
প্রায়শ্চিত্তেন পাপস্য শুদ্ধির্ভবতি সর্ব্বদা।
প্রাণরক্ষা প্রকর্ত্তব্যা বুধৈরপ্যেনসা তথা ॥ ৬৯ ॥
বিচিন্ত্য মনসা কংসঃ খড়্গমাদায় সত্বরঃ।
জগ্রাহ তাং বরারোহাং কেশেষ্বাকৃষ্য পাপকৃৎ ॥ ৭০ ॥
কোষাৎ খড়্গমুপাকৃষ্য হন্তুকামো দুরাশয়ঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং নবোঢ়াং তাং চকর্ষ হ ॥ ৭১ ॥
হন্যমানাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা হাহাকারো মহানভূৎ।
বসুদেবানুগা বীরা যুদ্ধায়োদ্যতকার্ম্মুকাঃ ॥ ৭২ ॥

নিহত্যৈনাং স্থিতস্যেতি শেষঃ॥ ৬৬ ॥
ইত্থং বিমর্শং প্রথমতঃ কৃত্বা পুনর্ব্বিচারান্তরমকরোদিত্যাহ ইয়ং পিতৃস্বসেতি। মম পিতুঃ স্থানীয়াদ্দেবকাদুৎপন্না মম স্বসা ভগিনস্তীত্যর্থঃ। শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সাধুত্বম্ ॥ ৬৭ ॥

হইল ॥ ৬৫ ॥ তখন কংস কি করি এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিল। একবার মনে করিল, অদ্য সত্বরই ইহাঁকে বিনাশ করি, তাহা হইলে আর আমার মৃত্যু হইবে না; কারণ, এই ভয়াবহ মৃত্যুজনক কার্য্যের অন্য কোনও উপায়ও দেখিতেছি না। আবার মনে করিল, ইনি আমার পিতৃব্যকন্যা ভগিনী, সুতরাং পূজনীয়া, ইহাঁকেই বা কিরূপে বিনাশ করি? ॥ ৬৬—৬৭ ॥ অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিল যে, ইনি আমার পূজনীয়া ভগিনী হইলেও আমার মৃত্যুরূপিণী হইতেছেন, অতএব ইহাঁকে বিনাশ করিলে আমার পাপস্পর্শ হইতে পারে না; যেহেতু, পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, পাপকার্য্য দ্বারাও আপনার দেহ রক্ষা করা কর্ত্তব্য ॥ ৬৮ ॥ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সর্ব্বদাই পাপের শুদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব পাপকার্য্য সাধন করিয়াও আপনার প্রাণরক্ষা করা বুধগণের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৬৯ ॥ পাপাশয় কংস মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সত্বর খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক তাহার কেশ গ্রহণ করিল এবং বরারোহা দেবকীর বিনাশ-বাসনায় কোষ হইতে খড়্গ আকর্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্ব লোকের সমক্ষে সেই নববিবাহিতা কামিনীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৭০—৭১ ॥ কংসকে দেবকীসংহারে সমুদ্যত দেখিয়া সকলেই মহা-কোলাহল করিয়া উঠিল, তখন

মুঞ্চ মুঞ্চেতি প্রোচুস্তং তে তদাদ্ভুতসাহসাঃ ।
কৃপয়া মোচয়ামাসুর্দ্দেবকীং দেবমাতরম্ ॥ ৭৩ ॥
তদ্‌যুদ্ধমভবদ্ঘোরং বীরাণাঞ্চ পরস্পরম্ ।
বসুদেবসহায়ানাং কংসেন চ মহাত্মনা ॥ ৭৪ ॥
বর্ত্তমানে তথা যুদ্ধে দারুণে লোমহর্ষণে ।
কংসং নিবারয়ামাসুর্বৃদ্ধা যে যদুসত্তমাঃ ॥ ৭৫ ॥
পিতৃষ্বসেয়ং তে বীর ! পূজনীয়া চ বালিশা ।
ন হন্তব্যা ত্বয়া বীর ! বিবাহোৎসবসঙ্গমে ॥ ৭৬ ॥
স্ত্রীহত্যা দুঃসহা বীর ! কীর্ত্তিঘ্নী পাপকৃত্তমা ।
ভূতভাষিতমাত্রেণ ন কর্ত্তব্যা বিজানতা ॥ ৭৭ ॥
অন্তর্হিতেন কেনাপি শত্রুণা তব চাস্য বা ।
উদিতেতি কুতো ন স্যাদ্বাগনর্থকরী বিভো !* ॥ ৭৮ ॥
যশসস্তে বিঘাতায় বসুদেবগৃহস্য চ ।
অরিণা রচিতা বাণী গুপ্তমায়াবিদা নৃপ ! ॥ ৭৯ ॥

ইতি দ্বিতীয়বিচারোত্তরং তৃতীয়বিচারং পুনরকরোদিত্যাহ পুনরিতি । যতো মে মরণং
স্বসা ভগিনীয়ং ভবতি ততোঽবশ্যং হন্তব্যৈবেতি শেষঃ ॥ ৬৮—৭৬ ॥
ভূতভাষিতমাত্রেণাকাশবাণ্যেত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥
তব শত্রুণাস্য বসুদেবস্য বা শত্রুণান্তর্হিতেনোদিতেতি কুতো ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

বসুদেব-বশবর্ত্তী বীরগণ, যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত শরাসন সংযোজিত করিল ॥ ৭২ ॥ সেই অদ্ভুত সাহসশালী বীরগণ, দেবকীকে পরিত্যাগ কর বলিয়া বারংবার কংসকে বলিতে লাগিল । পরে তাহারা করুণা করিয়া দেবমাতা দেবকীকে দুরাত্মা কংসের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইল ॥ ৭৩ ॥ তখন মহাবল কংসের সহিত সেই বসুদেব-সহায় বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ৭৪ ॥ তখন নিদারুণ লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে দেখিয়া বৃদ্ধ যাদবগণ কংসকে নিবারণ করিয়া কহিল, ইনি দেবকী তোমার ভগিনী ইহাকে তোমার সম্মাননা করা উচিত, তুমি যে ইহাঁকে বিনাশ করিবে এই বালিকা তাহা একবারও ভাবে নাই ; অতএব হে বীর ! এই বিবাহের উৎসবকালে ইহাকে বধ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না ॥ ৭৫-৭৬ ॥ যোদ্ধৃপ্রবর ! নারীহত্যায় যশোনাশ ও ঘোরতর পাপ হইয়া থাকে এবং তাহা মানবের পক্ষে একান্ত অসহনীয় । আর জ্ঞানী ব্যক্তির সামান্য আকাশবাণীর উপর বিশ্বাস করিয়া স্ত্রীহত্যা করা কখনই কর্ত্তব্য নয়॥৭৭॥ হয়ত তোমার অথবা বসুদেবের

* বিতং ন ভবেৎ কিংবা নূনং মায়াবিদা কিল ! ইতি পাঠান্তরম্ ।

বিভেষি বীরস্ত্বং ভূত্বা ভূতভাষিতভাষয়া।
যশোমূলবিঘাতার্থমুপায়স্ত্বরিণা কৃতঃ ॥ ৮০ ॥
পিতৃষ্বসা ন হন্তব্যা বিবাহসময়ে পুনঃ।
ভবিতব্যং মহারাজ! ভবেচ্চ কথমন্যথা ॥ ৮১ ॥
এবং তৈর্ব্বোধ্যমানোঽসৌ নিবৃত্তো নাভবদ্‌যদা।
তদা তং বসুদেবোঽপি নীতিজ্ঞঃ প্রত্যভাষত ॥ ৮২ ॥
কংস! সত্যং ব্রবীম্যদ্য সত্যাধারং জগত্রয়ম্।
দাস্যামি দেবকীপুত্রানুৎপন্নাংস্তব সর্ব্বশঃ ॥ ৮৩ ॥
জাতং জাতং সুতং তুভ্যং ন দাস্যামি যদি প্রভো!।
কুম্ভীপাকে তদা ঘোরে পতন্তু মম পূর্ব্বজাঃ ॥ ৮৪ ॥
শ্রুত্বাথ বচনং সত্যং পৌরবা যে পুরঃ স্থিতাঃ।
ঊচুস্তে ত্বরিতাঃ কংসং সাধু সাধু পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৫ ॥

বসুদেবস্য গৃহস্য বসুদেবপত্ন্যাঃ ॥ ৭৯—৮০ ॥
পিতৃষ্বসেতি। পিতৃস্থানীয়াদ্দেবকাদুৎপন্না তব স্বসা ভগিনীত্যর্থঃ। পিতৃব্যভগিনীতি ফলিতম্। মধ্যমপদলোপী সমাসঃ। ভবিতব্যমিতি। যদ্যেতৎপুত্রসকাশাত্তব বধো দৈবেন

কোনও শত্রু অন্তর্হিত থাকিয়া ঐ অনর্থকর বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে; তাহা না হইবার কোনও কারণ ত সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৭৮ ॥ আমাদের বোধ হয় তোমার যশোনাশ ও বসুদেবের গৃহনাশের নিমিত্তই ইন্দ্রজালিক মায়াবিদ্যা-বিশারদ কোনও শত্রু এই আকাশবাণী রচনা করিয়া থাকিবে ॥ ৭৯ ॥ হে নৃপ! তুমি বীরবর হইয়াও ভূতবাক্যে ভয় করিতেছ? আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে তোমার যশোবৃক্ষের মূলোৎপাটন নিমিত্তই বৈরিগণ এইরূপ উপায় করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮০ ॥ মহারাজ! ভবিতব্যের অন্যথা কখনই হয় না, অতএব বিবাহকালে এই পূজনীয়া ভগিনীকে হনন করা উচিত হইতেছে না? ॥ ৮১ ॥

রাজন্ জনমেজয়! যাদববৃদ্ধগণ এইরূপে বুঝাইয়া দিলেও যখন কংসরাজ নিবৃত্ত হইল না তখন নীতিশাস্ত্রজ্ঞ বসুদেব তাঁহাকে কহিলেন, কংস! এই ত্রিভুবন সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, যে দেবকীগর্ভে আমার যতগুলি সন্তান উৎপন্ন হইবে, জাতমাত্র সেই সমস্তগুলিই আমি তোমাকে সমর্পণ করিব ॥ ৮২—৮৩ ॥ যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইবে, জন্মিবামাত্র যদি তোমাকে সেই সমস্ত প্রদান না করি, তবে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ কুম্ভীপাক-নরকে নিপতিত হইবেন ॥ ৮৪ ॥ সম্মুখস্থিত পুরুবংশীয়গণ, তাঁহার সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কংসরাজকে কহিলেন।

ন মিথ্যা ভাষতে কাপি বসুদেবো মহামনাঃ।
কেশং মুঞ্চ মহাভাগ! স্ত্রীহত্যাপাতকং তথা ॥ ৮৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং প্রবোধিতঃ কংসো যদুবৃদ্ধৈর্ম্মহাত্মভিঃ।
ক্রোধং ত্যক্ত্বা স্থিতস্তত্র সত্যবাক্যানুমোদিতঃ ॥ ৮৭ ॥
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্ব্বাদিত্রাণি চ সস্বনুঃ।
জয়শব্দস্তু সর্ব্বেষামুৎপন্নস্তত্র সংসদি ॥ ৮৮ ॥
প্রসাদ্য কংসং প্রতিমোচ্য দেবকীং
মহাযশাঃ শূরসুতস্তদানীম্‌।
জগাম গেহং স্বজনানুবৃত্তো
নবোঢ়য়া বীতভয়স্তরস্বী ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে দেবকীপরিণয়কথনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

নিশ্চিতঃ স্যাত্তদাস্যা বধেন কিং ভবিষ্যতি কেনাপি প্রকারেণ তব বধো ভবিষ্যত্যেব নহি ভবিতব্যং কচিদন্যথা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮১—৮৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

বসুদেব মহাশয় ব্যক্তি, ইনি কখনও মিথ্যা কথা কহেন না, অতএব হে মহাভাগ। এক্ষণে দেবকীর কেশকলাপ পরিত্যাগ করিয়া নারীহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হও ॥ ৮৫—৮৬ ॥

রাজন্‌! মহাত্মা যাদব-বৃদ্ধগণ কংসরাজকে এইরূপে বুঝাইয়া দিলে, তিনি বসুদেবের সত্যবাক্যের অনুমোদন করিয়া ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক অবস্থিত রহিলেন ॥ ৮৭ ॥ তখন দুন্দুভিধ্বনি ও বাদিত্রস্বনে সেই স্থান পরিপূরিত হইল, এবং সকলের ঘন ঘন জয়শব্দ সমুচ্চারিত হইতে লাগিল ॥ ৮৮ ॥ তখন শূরসেনসুত মহাযশা বসুদেব, এইরূপে কংসরাজকে প্রসন্ন করিয়া দেবকীকে মোচন করিলেন এবং স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া নবোঢ়া বধূর সহিত নির্ভয়ে নিজ ভবনাভিমুখে সত্বর গমন করিলেন ॥ ৮৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দেবকীপরিণয়কথন-
নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অথ কালে তু সম্প্রাপ্তে দেবকী দেবরূপিণী।
গর্ভং দধার বিধিবদ্বসুদেবেন সঙ্গতা ॥ ১ ॥
পূর্ণেঽথ দশমে মাসে সুষুবে সুতমুত্তমম্।
রূপাবয়বসম্পন্নং দেবকী প্রথমং যদা ॥ ২ ॥
তদাহ বসুদেবস্তাং সত্যবাক্যানুমোদিতঃ।
ভাবিত্বাচ্চ মহাভাগে! দেবকীং দেবমাতরম্ ॥ ৩ ॥
বরোরু! সময়ং মে ত্বং জানাসি স্বসুতার্পণে।
মোচিতা ত্বং মহাভাগে! শপথেন ময়া যদা ॥ ৪ ॥
ইমং পুত্রং সুকেশান্তে! দাস্যামি ভ্রাতৃসূনবে।
খলে কংসে বিনাশার্থং দৈবঃ কিং বা করিষ্যতি।
বিচিত্রকর্ম্মণাং পাকো দুর্জ্ঞেয়ো হ্যকৃতাত্মভিঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চতুষ্পঞ্চাশদ্ভিঃ শ্লোকৈরনন্তরম্।
দেবকীতনয়ান সপ্ত জঘানেতি কথোচ্যতে ॥

বিবাহোত্তরং গৃহাগমনে জাতেঽনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ। অথেতি। বসুদেবেন সঙ্গতা মিথুনীভাবং প্রাপ্তা ॥ ১—৩ ॥

বরোরু সময়মিতি। হে মহাভাগে! ময়া শপথেন যদা ত্বং মোচিতা তদা ময়া কৃতং স্বসুতার্পণে সময়ং পণং জানাসীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

ততঃ কিমিতি চেত্তত্রাহ ইমং পুত্রমিতি। হে সুকেশান্তে! শোভনকেশান্তে! ততঃ পণসত্যতায়ৈ ইমং পুত্রং তে ভ্রাতৃসূনবে ত্বৎপিতৃভ্রাতুরুগ্রসেনস্য সূনবে পুত্রায় কংসায় দাস্যামীত্যর্থঃ। নম্বেতত্ত্বয়া দয়ালুনা কথং ক্রিয়ত ইতি চেত্তত্রাহ বিচিত্রকর্ম্মণামিতি ॥ ৫—৬॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! অনন্তর দেবরূপিণী দেবকী বসুদেবের সহিত যথানিয়মে সংমিলিত হইয়া গর্ভধারণ করেন ॥ ১ ॥ তদনন্তর দশমাস পরিপূর্ণ হইলে যে সময়ে দেবকীর সুরূপ ও শোভনাকৃতি প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সময়ে মহাভাগ বসুদেব, কংসের নিকট প্রতিশ্রুত সত্যবাক্য এবং ভবিতব্যতা স্মরণ করিয়া অদিতি-অংশজাতা দেবকীকে কহিলেন, হে সুন্দরি! আমি তোমার বিবাহকালে কংসের নিকটে "দেবকীগর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে জাত মাত্রই তোমাকে প্রদান করিব" এই বলিয়া শপথ করিয়া তোমাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি তাহা তুমি অবগত আছ। এক্ষণে কংসের করে নিজপুত্র সমর্পণ করিবার সেই সময় সমুপস্থিত ॥ ২—৪ ॥ হে সুকেশি! এক্ষণে এই পুত্রকে তোমার ভ্রাতা

সর্ব্বেষাং কিল জীবানাং কালপাশানুবর্ত্তিনাম্।
ভোক্তব্যং স্বকৃতং কর্ম্ম শুভং বা যদি বাশুভম্।
প্রারব্ধং সর্ব্বথৈবাত্র জীবস্য বিধিনির্ম্মিতম্ ॥ ৬ ॥

দেবক্যুবাচ।

স্বামিন্! পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম ভোক্তব্যং সর্ব্বথা নৃভিঃ।
তীর্থৈস্তপোভির্দ্দানৈর্ব্বা কিং ন যাতি ক্ষয়ং হি তৎ ॥ ৭ ॥
লিখিতো ধর্ম্মশাস্ত্রেষু প্রায়শ্চিত্তবিধির্নৃপ!।
পূর্ব্বার্জ্জিতানাং পাপানাং বিনাশায় মহাত্মভিঃ ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মহা হেমহারী চ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
দ্বাদশাব্দব্রতে চীর্ণে শুদ্ধিং যাতি যতস্ততঃ ॥ ৯ ॥
মন্বাদিভির্যথোদ্দিষ্টং প্রায়শ্চিত্তং বিধানতঃ।
তথা কৃত্বা নরঃ পাপান্মুচ্যতে বা ন বানঘ! ॥ ১০ ॥
বিগীতবচনাস্তে কিং মুনয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ১১ ॥

প্রারব্ধকর্ম্মাধীনত্বান্ময়ৈতৎ ক্রিয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

তত্র দৈবং দেবকী শঙ্কতে তীর্থৈরিতি। যথা তীর্থাদিসেবনৈরন্যৎ পাতকং নশ্যতি তথা প্রারব্ধমপি ন ক্ষয়ং যাতি কিমিত্যর্থঃ ॥ ৭—১০ ॥

যদি তদুক্তপ্রায়শ্চিত্তৈঃ প্রারব্ধং ন নশ্যতি তদা তে কিং বিগীতবচনা মিথ্যাবচনাঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

কংসের করে প্রদান করিব। দেবি! জানিও কংস অত্যন্ত খল, তাহার নিকট, বিনাশের নিমিত্ত দৈব কি উপায় উদ্ভাবন করিবেন, বলিতে পারি না। হে মহাভাগে! এ বিষয়ে তোমার বা আমার কি ক্ষমতা আছে? কর্ম্মের পরিণাম অতিশয় বিচিত্র, সামান্য মানবগণ, তাহা অবগত হইতে পারে না ॥ ৫ ॥ জানিও, সমস্ত জীবগণই কালপাশের বশবর্ত্তী হইয়া নিজকৃত শুভ ও অশুভ কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। জীবগণের প্রারব্ধ অর্থাৎ কর্ম্মাধীন ফলভোগ, বিধি-বিনির্ম্মিত জানিয়া এবিষয় অনুমোদন কর ॥ ৬ ॥

দেবকী কহিলেন, স্বামিন্! মানবগণকে অবশ্যই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু তা বলিয়া কি তীর্থবাস, তপস্যা অথবা দান দ্বারা সে পাপধ্বংস হয় না? ॥ ৭ ॥ মহাত্মা মহর্ষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রে পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ বিনাশের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্রহ্মঘাতী সুবর্ণাপহারী, সুরাপায়ী ও গুরু-দারহারী প্রভৃতি পাতকীর দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে ॥ ৮—৯ ॥ মনু প্রভৃতি মুনিগণ যে প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, যদি নরগণ তদনুসারে ক্রিয়ানুষ্ঠান করে তাহা পাপ

ভবিতব্যং ভবত্যেব যদ্যেবং নিশ্চয়ঃ প্রভো!।
আয়ুর্ব্বেদঃ স মিথ্যৈব মন্ত্রবাদাস্তথাখিলাঃ ॥ ১২ ॥
উদ্যমস্তু বৃথা সর্ব্বমেবং চেদ্দৈবনির্ম্মিতম্।
ভবিতব্যং ভবত্যেব প্রবৃত্তিস্তু নিরর্থিকা ॥ ১৩ ॥
অগ্নিষ্টোমাদিকং ব্যর্থং নিয়তং স্বর্গসাধনম্।
যদা তদা প্রমাণং হি বৃথৈব পরিভাষিতম্ ॥ ১৪ ॥
বিতথে তৎপ্রমাণে তু ধর্ম্মোচ্ছেদঃ কুতো নহি।
উদ্যমে চ কৃতে সিদ্ধিঃ প্রত্যক্ষেণৈব সাধ্যতে ॥ ১৫ ॥
তস্মাদত্র প্রকর্ত্তব্যঃ প্রপঞ্চশ্চিত্তকল্পিতঃ।
যথায়ং বালকঃ ক্ষেমং প্রাপ্নোতি মম পুত্রকঃ ॥ ১৬ ॥

যদি প্রারব্ধাধীনমেব সর্ব্বং তদা আয়ুর্ব্বেদমন্ত্রশাস্ত্রোক্তা উপায়া মিথ্যৈব স্যুঃ। প্রারব্ধানুকূলতাভাবে তৈঃ কার্য্যস্যাজায়মানত্বাৎ সতি চানুকূলে প্রারব্ধে তেনৈব কার্যসিদ্ধৌ তেষামুপযোগাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চৈবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সর্ব্বং দৈবনির্ম্মিতং প্রারব্ধনির্ম্মিতং চেৎ সর্ব্বোঽপ্যুদ্যমো বৃথৈব স্যাদিত্যাহ উদ্যমস্ত্বিতি ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ প্রারব্ধপ্রাবল্যে স্বীক্রিয়মাণে প্রমাণং বেদরূপং পরমেশ্বরেণ বৃথৈব পরিভাষিতং স্যাৎ পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা প্রারব্ধপ্রাতিকূল্যে তেন বেদোক্তানুষ্ঠানেন ফলাজননাত্তদানুকূল্যে তেনৈব প্রজননাত্তস্যোপযোগাভাবাদিত্যাহ যদা তদেতি ॥ ১৪ ॥

যদা বেদস্য মিথ্যার্থবাদিত্বং তদা ধর্ম্মোচ্ছেদ এব কুতো ন স্যাদিত্যাহ বিতথে ইতি। তস্মাদুদ্যোগ এব প্রধানো যত উদ্যোগেনৈব সিদ্ধির্ঘটাদেঃ শস্যাদেশ্চ দৃশ্যতে। নহি কুলালাদয়ো হিত্বোদ্যোগং প্রারব্ধমেবাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তো ঘটাদিসিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ উদ্যমে চ কৃত ইতি ॥ ১৫ ॥

তস্মাদিতি। যত উদ্যোগঃ প্রধানস্তস্মাদত্রচিত্তকল্পিতঃ কশ্চন প্রপঞ্চ উপায়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

হইতে মুক্ত হইবে কি না? ॥১০॥ যদি প্রায়শ্চিত্তকে শুদ্ধির কারণ বলিয়া স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে কি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক যাজ্ঞবল্ক্যাদি তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণের বাক্যকে মিথ্যা ও গর্হিত বলিতে হইবে? ॥১১॥ প্রভো! যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই হইবে, ইহা যদি নিশ্চিতই হয়, তবে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ ও মন্ত্রবাদ মিথ্যা হইয়া যায় ॥১২॥ যদি সমস্ত কার্য্যই দৈবসংঘটিত হয়, তবে কোনও উদ্যমে কোনও ফললাভ হয় না, সুতরাং সে সকলকেও বৃথা বলিয়া মানিতে হয়। আর যাহা ভবিতব্য তাহাই ঘটিবে যদি এ কথা স্বীকার করা যায়, তবে কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং অগ্নিষ্টোমাদি স্বর্গসাধক যজ্ঞ সকল নিরর্থক হইয়া পড়ে। বিচার করিয়া দেখুন, যদি দৈবেরই প্রাবল্য স্বীকার করা যায়, তবে পরমেশ্বর-পরিভাষিত সমস্ত বেদই মিথ্যা হইয়া পড়ে, যদি বেদের প্রমাণ মিথ্যা হয়, তবে ধর্ম্মেরও উচ্ছেদ কেন না হইবে? যখন উদ্যম করিলেই ফল সিদ্ধি প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তখন কার্য্য-সাধনার্থ বিচার পূর্ব্বক কোনও

মিথ্যা যদি প্রকর্ত্তব্যং বচনং শুভমিচ্ছতা।
ন তত্র দূষণং কিঞ্চিৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৭ ॥

বসুদেব উবাচ।

নিশাময় মহাভাগে! সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে।
উদ্যমঃ খলু কর্ত্তব্যঃ ফলং দৈববশানুগম্‌ ॥ ১৮ ॥
ত্রিবিধানীহ কর্ম্মাণি সংসারেঽত্র পুরাবিদঃ।
প্রবদন্তীহ জীবানাং পুরাণেষ্বাগমেষু চ ॥ ১৯ ॥
সঞ্চিতানি চ জীর্ণানি প্রারব্ধানি সুমধ্যমে!।
বর্ত্তমানানি বামোরু! ত্রিবিধানীহ দেহিনাম্‌ ॥ ২০ ॥
শুভাশুভানি কর্ম্মাণি বীজভূতানি যানি চ।
বহুজন্মসমুত্থানি কালে তিষ্ঠন্তি সর্ব্বথা ॥ ২১ ॥
পূর্ব্বদেহং পরিত্যজ্য জীবঃ কর্ম্মবশানুগঃ।
স্বর্গং বা নরকং বাপি প্রাপ্নোতি স্বকৃতেন বৈ ॥ ২২ ॥

ননু ময়া মিথ্যা কথং কৃত্বা পুত্রঃ সংরক্ষণীয় ইতি চেত্তত্রাহ মিথ্যেতি। যদি শব্দোঽপ্যর্থকো নিপাতানামনেকার্থত্বাৎ। তথাচ শুভং জীবরক্ষণাদিরূপমিচ্ছতা পুরুষেণ মিথ্যাপি কর্ত্তব্য-মিত্যর্থঃ। জীবরক্ষণার্থমিথ্যাবদনেঽপি দোষাভাব ইতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

যদুক্তমুদ্যোগঃ প্রধান ইতি তন্ন সম্ভবতি। সর্ব্বসামগ্রীসমবধানেঽপি পুনাত্তাৎপর্য্যাদর্শ-নাৎ। তস্মাদ্দৈবং প্রারব্ধমেব মুখ্যং ফলসিদ্ধিং প্রতি উদ্যোগস্তু সহায়ভূত এব সর্ব্বত্রেত্যাহ উদ্যমঃ খলু কর্ত্তব্য ইতি ॥ ১৮ ॥

যদুক্তং প্রায়শ্চিত্তাদিনা প্রারব্ধং নঙ্ক্ষ্যতি বা ন নঙ্ক্ষ্যতীতি তত্রাহ ত্রিবিধানীহেতি ॥ ১৯ ॥ সঞ্চিতানীতি। একা সঞ্চিতকোটিরেকা প্রারব্ধকোটিরেকা বর্ত্তমানকোটিরিত্যর্থঃ ॥ ২০ কর্ম্মণাং স্বীকারে ফলং জীবানামুচ্চাবচগতিরূপমস্তীত্যাহ বীজভূতানীতি ॥ ২১ ॥

উপায় অবলম্বন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। অতএব, যাহাতে আমার এই সদ্যোজাত শিশুর মঙ্গল হয় বিবেচনাপূর্ব্বক এইরূপ কোন সদুপায় স্থির করুন ॥ ১৩—১৬ ॥ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে কোন ব্যক্তি যদি জীবরক্ষণাদিরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কদাচিৎ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হয় না ॥ ১৭ ॥

বসুদেব কহিলেন, মহাভাগে! আমি তোমাকে সত্যের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। উদ্যম, মনুষ্যগণের একান্ত কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু উহার ফল দৈবের বশবর্ত্তী জানিবে ॥ ১৮ ॥ পুরা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ, পুরাণ ও আগম শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে, এই সংসারে জীবগণের কর্ম্ম তিন প্রকার, পুরাকৃত সঞ্চিত কর্ম্ম, প্রারব্ধ কর্ম্ম ও বর্ত্তমান কর্ম্ম ॥ ১৯-২০ ॥ বহুজন্মকৃত বীজ-স্বরূপ যে শুভাশুভ কর্ম্ম, তাহা সকল সময়েই অবস্থিত থাকে; সেই কর্ম্মের বশানুবর্ত্তী

দিব্যং দেহঞ্চ সংপ্রাপ্য যাতনাদেহমর্থজম্।
ভুনক্তি বিবিধান্ ভোগান্ স্বর্গে বা নরকেঽথবা ॥ ২৩ ॥
ভোগান্তে চ যদোৎপত্তেঃ সময়স্তস্য জায়তে।
লিঙ্গদেহেন সহিতং জায়তে জীবসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৪ ॥
তদৈব সঞ্চিতেভ্যশ্চ কর্ম্মভ্যঃ কর্ম্মভিঃ পুনঃ।
যোজয়ত্যেব তং কালং কর্ম্মাণি প্রাক্কৃতানি চ ॥ ২৫ ॥
দেহেনানেন ভাব্যানি শুভানি চাশুভানি চ।
প্রারব্ধানি চ জীবেন ভোক্তব্যানি সুলোচনে! ॥ ২৬ ॥
প্রায়শ্চিত্তেন নশ্যন্তি বর্ত্তমানানি ভামিনি!।
সঞ্চিতানি তথৈবাশু যথার্থং বিহিতেন চ ॥ ২৭ ॥
প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাৎ সংক্ষয়ো নান্যথা ভবেৎ।
তেনায়ং তে কুমারো বৈ দেয়ঃ কংসায় সর্ব্বথা ॥ ২৮ ॥

তদেব বিশদয়তি পূর্ব্বদেহমিতি ॥ ২২—২৪ ॥

কর্ম্মভিরিতি। সঞ্চিতেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ পৃথক্কৃতৈঃ পক্বৈঃ কর্ম্মভিরিত্যর্থঃ। তং কালং তস্মিঁল্লিঙ্গদেহাবির্ভাবকালে ইত্যর্থঃ। যোজয়ত্যর্থাৎ পরমেশ্বরঃ। অতঃ কর্ম্মণি প্রাক্কৃতানি সঞ্চিতানি ॥ ২৫ ॥

তথা দেহেনানেন ভাব্যানি বর্ত্তমানানি চেত্যর্থঃ। তথা প্রারব্ধানি চ জীবেন ত্রিবিধানি ভোক্তব্যান্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

প্রায়শ্চিত্তেন তু সর্ব্বাণি ন নশ্যন্তি কিন্তু কানিচিদেবেত্যাহ প্রায়শ্চিত্তেনেতি ॥ ২৭ ॥

প্রারব্ধানান্তু ভোগাদেব ক্ষয় ইত্যাহ প্রারব্ধেতি। তেনেতি। যতস্তস্য ভোগেনৈব ক্ষয়-স্তেন হেতুনা তৎপ্রারব্ধক্ষয়ায় কুমারঃ কংসায় সর্ব্বথা দেয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

হইয়াই জীবগণ পূর্ব্বদেহ পরিহারপূর্ব্বক স্বকীয় কার্য্য দ্বারা স্বর্গ বা নরকভোগ করিয়া থাকে ॥২১॥ জীবগণ আপন আপন শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে পুণ্যজনিত দিব্যদেহ, অথবা পাপজাত যাতনাময় দেহ ধারণপূর্ব্বক স্বর্গে বা নরকে পুণ্যপাপজনিত বিবিধ প্রকার ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২২—২৩ ॥ ঐ কর্ম্মের ভোগান্তে আবার যখন তাহার দেহ ধারণের সময় উপস্থিত হয়। তখন লিঙ্গ দেহের সহিত জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। লিঙ্গদেহের আবির্ভাব কালে পরমেশ্বর জীবের সঞ্চিতকর্ম্ম সমূহ হইতে পৃথক্ পরিপক্ব কর্ম্ম-সমূহ ঐ জীবে যোজিত করিয়া থাকেন ॥ ২৪—২৫ ॥ অতএব, সঞ্চিত শুভাশুভ কর্ম্মসমূহ জীবদেহে নিরন্তর বর্ত্তমান থাকে। হে সুলোচনে! প্রারব্ধ কর্ম্মফল জীবগণকে অবশ্যই ভোগ করিতে হয় ॥ ২৬ ॥ হে ভামিনি! যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান দ্বারা জীবের বর্ত্তমান কর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রারব্ধ সকল ভোগ দ্বারাই ক্ষয় হয়, প্রায়শ্চিত্ত বা অন্য

ন মিথ্যাবচনং মেঽস্তি লোকনিন্দাভিদূষিতম্।
অনিত্যেঽস্মিংস্তু সংসারে ধর্ম্মসারে মহাত্মনাম্ ॥ ২৯ ॥
দৈবাধীনং হি সর্ব্বেষাং মরণং জননং তথা।
তস্মাচ্ছোকো ন কর্ত্তব্যো দেহিনা হি নিরর্থকঃ ॥ ৩০ ॥
সত্যং যস্য গতং কান্তে! বৃথা তস্যৈব জীবিতম্।
ইহ লোকো গতো যস্মাৎ পরলোকঃ কুতস্ততঃ ॥ ৩১ ॥
অতো দেহি সুতং সুভ্রু! কংসায় প্রদদাম্যহম্।
সত্যসংস্তরণাদ্দেবি শুভমগ্রে ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥
কর্ত্তব্যং সুকৃতং পুম্ভিঃ সুখে দুঃখে সতি প্রিয়ে।
সত্যসংরক্ষণাদ্দেবি! শুভমেব ভবিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তবতি কান্তে সা দেবকী শোকসংযুতা।
দদৌ পুত্রং প্রসূতঞ্চ বেপমানা মনস্বিনী ॥ ৩৪ ॥

যত্ত্বয়োক্তং জীবরক্ষার্থং মিথ্যাপি বক্তব্যমিতি তৎ পরকীয়বিষয়ে জীবরক্ষার্থং বক্তব্যং ন স্বীয়জীবরক্ষার্থম্। অন্যথা স্বরক্ষার্থং সর্ব্বোঽপি মিথ্যা বদতীতি কোঽপি সত্যত্যাগেন দোষবান্ ন স্যাত্তস্মান্ন স্বকীয়বিষয়ে মম বচনং মিথ্যাস্তীত্যাহ ন মিথ্যেতি। লোকনিন্দয়া ত

কোন প্রকারে তাহার ক্ষয় হয় না; অতএব, কংসরাজকরে তোমার এই কুমারকে অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে ॥ ২৭—২৮ ॥ দেবি! এই সংসারে যাহাতে লোকনিন্দা বা মিথ্যা কথা প্রকাশিত হয় আমি কখনই তাহা করি নাই; অতএব, তুমি সত্য রক্ষা করিয়া কংসের হস্তে কুমারকে সমর্পণ কর। দেবকি! এই অসার সংসার মধ্যে ধর্ম্মই সার বস্তু মহাত্মাগণেরও জীবন মরণ দৈবের অধীন; অতএব, জীবগণের নিরর্থক শোক প্রকাশ কদাচই কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৯—৩০ ॥ জীবনাধিকে! অধিক কি বলিব, জানিও যাহার সত্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার জীবনই বৃথা। হে সুভ্রু! যাহার ইহ লোক বিনষ্ট হইল, তাহা হইতে আর পরলোকের কি কার্য্য সাধিত হইতে পারে বল? ॥ ৩১ ॥ অতএব, হে দেবি! বালকটীকে দাও আমি কংসের হস্তে ইহাকে সমর্পণ করিব। হে প্রিয়ে! সত্যে পার হইলে, পরে অবশ্যই আমাদের মঙ্গল হইবে ॥ ৩২ ॥ যেখানে জীবের সুখ দুঃখ নিশ্চিত রহিয়াছে, সেখানে সুকৃত-সাধনই কর্ত্তব্য। সত্য রক্ষা করিলে অবশ্যই শুভ ফলিবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নিজকান্ত বসুদেব এই সকল বাক্য বলিলে শোকসমন্বিতা মনস্বিনী দেবকী কম্পিতকলেবরে সদ্যঃপ্রসূত সেই পুত্রটীকে বসুদেবের করে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

বসুদেবোঽপি ধর্ম্মাত্মা আদায় স্বসুতং শিশুম্।
জগাম কংসসদনং মার্গে লোকৈরভিষ্টুতঃ ॥ ৩৫ ॥

লোকা ঊচুঃ।

পশ্যন্তু বসুদেবং ভো লোকা এবং মনস্বিনম্।
স্ববাক্যমনুরুধ্যৈব বালমাদায় যাত্যসৌ ॥ ৩৬ ॥
মৃত্যবে দাতুকামোঽদ্য সত্যবাগনসূয়কঃ।
সফলং জীবিতং চাস্য ধৈর্য্যং পশ্যন্তু চাদ্ভুতম্।
যঃ পুত্রং যাতি কংসায় দাতুং কালাত্মনেঽপি হি ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সংস্তূয়মানস্তু প্রাপ্তঃ কংসালয়ং নৃপ !।
দদাবস্মৈ কুমারং তং জাতমাত্রমমানুষম্ ॥ ৩৮ ॥
কংসোঽপি বিস্ময়ং প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা ধৈর্য্যং মহাত্মনঃ।
গৃহীত্বা বালকং প্রাহ স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৩৯ ॥

দূষিতং বচনমিত্যন্বয়ঃ। ইত্থং তস্যাঃ শঙ্কানিরাসং কৃত্বা তদনুমত্যর্থে তাং বোধয়তি অনিত্যে ইতি ॥ ২৯—৩৫ ॥

(লোকবাক্যমাহ। পশ্যন্ত্বিতি ॥ ৩৬ ॥

ধর্ম্মাত্মা বসুদেব সেই শিশু পুত্রটীকে গ্রহণ করিয়া কংসের ভবনে গমন করিতে লাগিলেন। পথমধ্যে সকল লোকে তাঁহার এরূপ অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিল; হে জনগণ ! বসুদেবের মনস্বিতা অবলোকন কর, ইনি নিজ সত্যবাক্য রক্ষার জন্য আপন শিশু পুত্রটীকে গ্রহণ করিয়া কংস নিকেতনে গমন করিতেছেন। এই সত্যবাদী অসূয়া-শূন্য পুরুষপ্রধান বসুদেব আপন পুত্রটীকে মৃত্যুর করাল কবলে সমর্পণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। ইনি অদ্য কালস্বরূপ কংসের করে পুত্র প্রদান করিতে গমন করিতেছেন, তোমরা ইহাঁর অদ্ভুত ধৈর্য্য অবলোকন কর, অহো! এই মহাপুরুষের জীবনই সার্থক ! ॥ ৩৫—৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে পৃথিবীন্দ্র ! বসুদেব এইরূপে স্তূয়মান হইয়া কংসালয়ে উপনীত হইলেন এবং সদ্যঃপ্রসূত সেই দেবরূপী পুত্রটীকে কংসের নিকট সমর্পণ করিলেন ॥৩৮॥ তাঁহার এতাদৃশ ধৈর্য্য দর্শন করিয়া কংসরাজও বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি বালককে গ্রহণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে শূরপুত্র ! তুমি অদ্য আমাকে পুত্র সমর্পণ করিয়া ধন্য হইলে ; পরন্তু এই আকাশবাণী হইয়াছে যে তোমার অষ্টম পুত্রই আমার মৃত্যুস্বরূপ, তোমার এই প্রথম পুত্র আমার কালস্বরূপ নহে, অতএব আমি এই বালককে বিনাশ

ধন্যস্ত্বং শূরপুত্ত্রাদ্য জ্ঞাতঃ পুত্ত্রসমর্পণাৎ।
মম মৃত্যুর্ন চায়ং বৈ গিরা প্রোক্তস্তু চাষ্টমঃ॥ ৪০॥
ন হন্তব্যো ময়া কামং বালোঽয়ং যাতু তে গৃহম্।
অষ্টমস্তু প্রদাতব্যস্ত্বয়া পুত্ত্রো মহামতে!॥ ৪১॥
ইত্যুক্ত্বা বসুদেবায় দদাবাশু খলঃ শিশুম্।
গচ্ছত্বয়ং গৃহে বালঃ ক্ষেমং ব্যাহৃতবান্নৃপ!॥ ৪২॥
তমাদায় তদা শৌরির্জ্জগাম স্বগৃহং মুদা।
কংসোঽপি সচিবানাহ বৃথা কিংঘাতয়ে শিশুম্॥ ৪৩॥
অষ্টমাদ্দেবকীপুত্ত্রান্মম মৃত্যুরুদাহৃতঃ।
অতঃ কিং প্রথমং বালং হত্বা পাপং করোম্যহম্॥ ৪৪॥
সাধু সাধ্বিতি তেঽপ্যুক্ত্বা সংস্থিতা মন্ত্রিসত্তমাঃ।
বিসর্জ্জিতাস্তু কংসেন জগ্মুস্তে স্বগৃহান্ প্রতি॥ ৪৫॥
গতেষু তেষু সম্প্রাপ্তো নারদো মুনিসত্তমঃ।
অভ্যুত্থানার্ঘ্যপাদ্যাদি চকারোগ্রসুতস্তদা॥ ৪৬॥

মৃত্যবে কালস্বরূপায়॥ ৩৭—৪১॥)
ক্ষেমং ব্যাহৃতবানিতি। অয়ং বালো গৃহং গচ্ছত্বিতি ক্ষেমং কল্যাণকরং বাক্যং নৃপঃ কংসো ব্যাহৃতবান্ কথিতবানিত্যর্থঃ॥ ৪২—৪৭॥

করিব না, এই বালক, তোমার গৃহে গমন করুক। মহামতে! যখন তোমার অষ্টম পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, তখন তুমি সেই পুত্র আমাকে অবশ্য প্রদান করিবে॥৩৯-৪১॥ ক্রূরাত্মা কংস এই বলিয়া বসুদেব-করে সেই শিশু প্রত্যর্পণ করিল যে, রাজন্! এই পুত্রটী এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন করুক॥৪২॥ কংসরাজ এই কথা বলিলে শূরপুত্র বসুদেব হৃষ্টচিত্তে পুত্রটীকে লইয়া আপন গৃহে চলিয়া গেলেন। তখন কংসরাজও স্বীয় সচিবগণকে কহিলেন, যখন আকাশবাণী হইয়াছে যে দেবকীর অষ্টম পুত্রই আমার মৃত্যুস্বরূপ হইবে, তখন এই শিশুটীকে কেন বৃথা বিনাশ করিব? প্রথম পুত্রটীকে বিনষ্ট করিয়া পাপগ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি?॥৪৩-৪৪॥ মন্ত্রিগণ, কংসের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কংসরাজ তাঁহাদিগকে বিদায় দিলে তাঁহারা আপন আপন ভবনে গমন করিলেন॥ ৪৫॥ অনন্তর, মুনিসত্তম নারদ আসিয়া কংসসন্নিধানে উপনীত হইলেন। তখন উগ্রসেনতনয় কংসরাজ অভ্যুত্থান পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি প্রদান দ্বারা তাঁহার পূজা ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে সহসা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহর্ষি নারদ, ঈষৎ হাস্যে আদরপূর্ব্বক কংস! কংস বলিয়া বারংবার সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহা-

পপ্রচ্ছ কুশলং রাজা তত্রাগমনকারণম্।
নারদস্তং তদোবাচ স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ॥ ৪৭॥
কংস কংস মহাভাগ! গতোঽহং হেমপর্ব্বতম্।
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা মন্ত্রং চক্রুঃ সমাহিতাঃ॥ ৪৮॥
দেবক্যাং বসুদেবস্য ভার্য্যায়াং সুরসত্তমঃ।
বধার্থং তব বিষ্ণুশ্চ জন্ম চাত্র করিষ্যতি॥ ৪৯॥
তৎ কথং ন হতঃ পুত্রস্ত্বয়া নীতিং বিজানতা।

কংস উবাচ।

অষ্টমঞ্চ হনিষ্যেঽহং মৃত্যুং মে দেবভাষিতম্॥ ৫০॥

নারদ উবাচ।

ন জানাসি নৃপশ্রেষ্ঠ! রাজনীতিং শুভাশুভম্।
মায়াবলঞ্চ দেবানাং ন ত্বং বেৎসি বদামি কিম্॥ ৫১॥
রিপুরল্পোঽপি শূরেণ নোপেক্ষ্যঃ শুভমিচ্ছতা।
সংমেলনক্রিয়ায়াং তু সর্ব্বে তে হ্যষ্টমাঃ স্মৃতাঃ॥ ৫২॥
মূর্খত্বমরিসন্ত্যাগঃ কৃতোঽয়ং জানতা ত্বয়া।
ইত্যুক্ত্বাশু গতঃ শ্রীমান্নারদো দেবদর্শনঃ॥ ৫৩॥

হেমপর্ব্বতং সুমেরুম্॥ ৪৮—৫১॥

ভাগ! আমি ঘটনাক্রমে সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম; সেখানে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ মিলিত হইয়া এই মন্ত্রণা করিতেছিলেন যে, বসুদেবের ভার্য্যা দেবকীর গর্ভে সুরসত্তম বিষ্ণু কংস বধের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিবেন॥ ৪৬—৪৯॥ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিশেষ দৈববাণীমর্ম্ম বিদিত আছ, তথাপি বসুদেবের পুত্রকে বিনাশ না করিবার কারণ কি? কংস কহিলেন, আমি আকাশবাণী অনুসারে অষ্টম পুত্রকেই হনন করিব॥ ৫০॥

নারদ কহিলেন, নৃপবর! বুঝিলাম তুমি শুভাশুভ মূলকর নীতির কিছুই অবগত নহ বিশেষতঃ দেবতাগণের মায়া কি প্রকার তাহা যখন তুমি জাননা, তখন তোমাকে আর কি বলিব?॥ ৫১॥ ফলকথা কল্যাণাকাঙ্ক্ষী শূরগণ অতি ক্ষুদ্র শত্রুকেও উপেক্ষা করেন না। তোমাকে অধিক আর কি বলিব অষ্টম শব্দের অর্থ উত্তমরূপে বুঝিতে পার নাই, প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টম পর্য্যন্ত যতগুলি সন্তান হইবে গণনাপ্রণালীতে সেই সকল গুলি অষ্টম হইতে পারে। শত্রুকে পরিহার করিতে নাই, ইহা তোমার

গতেঽথ নারদে কংসঃ সমাহূয়াথ বালকম্ ।
পাষাণে পোথয়ামাস সুখং প্রাপ চ মন্দধীঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে দেবকীপুত্রসংহারো নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

সংমেলনেতি। যদা তে চৈকত্রমিলিতাস্তদা সর্ব্বে পরস্পরাপেক্ষয়া অষ্টমা এবে ত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

অবিদিত নাই তবে কেন হস্তে পাইয়া সেই শত্রুকে ত্যাগ করিলে ? ইহাতে তোমার মূর্খত্ব প্রকাশ বই আর কি হইতে পারে ॥ ৫৩ ॥ এই বলিয়া শ্রীমান্ দেবপ্রতিম মহর্ষি নারদ সত্বর গমন করিলেন। তখন মন্দবুদ্ধি কংস বালককে পুনরায় আনয়ন ও পাষাণে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়া স্বস্থচিত্ত হইলেন ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দেবকীপুত্র সংহার নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

কিং কৃতং পাতকং তেন বালকেন পিতামহ!।
যো জাতমাত্রো নিহতস্তথা তেন দুরাত্মনা ॥ ১ ॥
নারদোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো জ্ঞানবান্ ধর্ম্মতৎপরঃ।
কথমেবংবিধং পাপং কৃতবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ২ ॥
কর্ত্তা কারয়িতা পাপে তুল্যপাপৌ স্মৃতৌ বুধৈঃ।
স কথং প্রেরয়ামাস মুনিঃ কংসং খলং তদা ॥ ৩ ॥
সংশয়োঽয়ং মহাম্মেঽত্র ব্রূহি সর্ব্বং সবিস্তরম্।
যেন কর্ম্মবিপাকেন বালকো নিধনং গতঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

নারদঃ কৌতুকপ্রেক্ষী সর্ব্বদা কলহপ্রিয়ঃ।
দেবকার্য্যার্থমাগত্য সর্ব্বমেতচ্চকার হ ॥ ৫ ॥*
ন মিথ্যাভাষণে বুদ্ধির্মুনেস্তস্য কদাচন।
সত্যবক্তা সুরাণাং স কর্ত্তব্যে নিরতঃ শুচিঃ ॥ ৬ ॥

ব্যাধিকৈশ্চৈব পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ ধরাতলে।
কেষামংশৈর্নৃপা জাতাস্তদেতৎ সম্যগুচ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়কথাং শ্রুত্বা জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি কিং কৃতমিতি ॥ ১—১০ ॥

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতামহ! সেই বালক এমন কি পাপকর্ম্ম করিয়াছিল যে, জাতমাত্রই দুরাত্মা কংস তাহাকে বিনষ্ট করিল? ॥ ১ ॥ বিশেষতঃ মহর্ষি নারদ মুনিগণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্গণের অগ্রগণ্য, নিয়ত ধর্ম্মনিরত ও জ্ঞানবান্ হইয়া এবংবিধ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? ॥২॥ বুধগণ কহিয়া থাকেন যে, পাপকার্য্যের কর্ত্তা ও তাহার প্রবর্ত্তক উভয়েই তুল্য পাপভাগী, তবে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ কিজন্য সেই খল কংসকে শিশুবধে প্রবর্ত্তিত করিলেন? ॥ ৩ ॥ এ বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছে, হে মুনীন্দ্র! যে কর্ম্মবিপাক নিবন্ধন সেই বালক নিধনপ্রাপ্ত হইল, তাহা আপনি সবিস্তার বর্ণন করুন ॥৪॥

ব্যাস বলিলেন, দেবর্ষি নারদ নিরন্তর কলহপ্রিয় সুতরাং সর্ব্বদাই কৌতুক দর্শন করিতে ভাল বাসেন; বিশেষতঃ তিনি দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্তই কংসের নিকটে

এবং ষড়্বালকাস্তেন জাতা জাতা নিপাতিতাঃ।
ষড়্গর্ভা শাপযোগেন সম্ভূয় মরণং গতাঃ ॥ ৭ ॥
শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি তেষাং শাপস্য কারণম্।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পুত্রা মরীচেঃ ষণ্মহাবলাঃ ॥ ৮ ॥
ঊর্ণায়াং চৈব ভার্য্যায়ামাসন্ ধর্ম্মবিচক্ষণাঃ।
ব্রহ্মাণং জহসুর্ব্বীক্ষ্য সুতাং ভজিতুমুদ্যতম্ ॥ ৯ ॥
শশাপ তাংস্তদা ব্রহ্মা দৈত্যযোনিং বিশন্ত্বিধঃ।
কালনেমিসুতা জাতাস্তে ষড়্গর্ভা বিশাম্পতে! ॥ ১০ ॥
অবতারে পরে তে তু হিরণ্যকশিপোঃ সুতাঃ।
জাতাস্তে জ্ঞানসংযুক্তাঃ পূর্ব্বশাপভয়ান্নৃপ! ॥ ১১ ॥
তস্মিন্ জন্মনি শান্তাশ্চ তপশ্চক্রুঃ সমাহিতাঃ।
তেষাং প্রীতোঽভবদ্ব্রহ্মা ষড়্গর্ভাণাং বরান্ দদৌ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

শপ্তা যূয়ং ময়া পূর্ব্বং ক্রোধযুক্তেন পুত্রকাঃ!।
তুষ্টোঽস্মি বো মহাভাগা ব্রুবন্তু বাঞ্ছিতং বরম্ ॥ ১৩॥

অবতারে পরে দ্বিতীয়ে জন্মনীত্যর্থঃ। জ্ঞানসংযুক্তা ইতি দৈত্যস্বভাবং ত্যক্ত্বা জ্ঞানযুক্তা জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৭ ॥

আগমন করিয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ বাস্তবিক, তাঁহার কখনই মিথ্যা কথনে অভিপ্রায় নাই, তিনি সত্যবক্তা পবিত্রচেতা এবং দেবতাদিগের কার্য্যসাধনে সতত তৎপর ॥ ৬ ॥

যাহাহউক এইরূপে ক্রমশঃ দেবকীর ছয়টী পুত্র উৎপন্ন হইল; কংসরাজও জন্মিবামাত্র সেই ছয়টী বালককে ক্রমশঃ বিনাশ করিল। ষড়্গর্ভ নামক এই ছয়টী শিশু শাপ জন্যই জন্মিবামাত্র বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥ রাজন্! তাঁহাদের শাপের কারণ কহিতেছি শ্রবণ কর। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে মহর্ষি মরীচির ঊর্ণানাম্নী পত্নীর গর্ভে ধর্ম্মনিরত ছয়টী মহাবল পুত্র উৎপন্ন হয়। কোন সময় প্রজাপতি ব্রহ্মা কন্দর্পশরে বিমোহিত হইয়া আপন কন্যার সহিত রমণ করিতে উদ্যত হইলে উহারা তাঁহাকে দেখিয়া উপহাস করে, তাহাতে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তোমরা সত্বর অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণ কর। রাজন্! তদনন্তর সেই ষড়্গর্ভ প্রথমে কালনেমির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। দ্বিতীয় জন্মে তাহারা হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এবারে তাহারা পূর্ব্বের শাপভয়ে জ্ঞানবিচ্যুত হয় নাই ॥ ৮—১১ ॥ এই জন্মে তাহারা শান্ত ও সমাহিত

ব্যাস উবাচ।

তে তু শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ প্রীতমানসাঃ।
ব্রহ্মাণমব্রুবন্ কামং সর্ব্বে কার্য্যার্থতৎপরাঃ ॥ ১৪ ॥

গর্ভা ঊচুঃ।

পিতামহাদ্য তুষ্টোঽসি দেহি নো বাঞ্ছিতং বরম্।
অবধ্যা দৈবতৈঃ সর্ব্বৈর্ম্মানবৈশ্চ মহোরগৈঃ।
গন্ধর্ব্বসিদ্ধপতিভির্ব্বধো মাভূৎ পিতামহ! ॥ ১৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

তানুবাচ ততো ব্রহ্মা সর্ব্বমেতদ্ভবিষ্যতি।
গচ্ছন্তু বো মহাভাগাঃ! সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥
দত্ত্বা বরং গতো ব্রহ্মা মুদিতাস্তে তদাভবন্।
হিরণ্যকশিপুঃ ক্রুদ্ধস্তানুবাচ কুরূদ্বহ! ॥ ১৭ ॥
যস্মাদ্বিহায় মাং পুত্রাস্তোষিতো বৈ পিতামহঃ।
বরেণ প্রার্থিতোঽত্যর্থং বলবন্তো যতোঽভবন্ ॥ ১৮ ॥

বরেণ হেতুনেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

হইয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বরপ্রদানে সমুদ্যত হইয়া কহিলেন, হে পুত্রগণ! আমি পূর্ব্বে ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তোমাদের প্রতি অতিশয় প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর ॥ ১২—১৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর তাহারা সকলেই ব্রহ্মার বচন শ্রবণে স্বকার্য্যসাধনার্থে তৎপর হইল এবং প্রীতমনে প্রজাপতিকে কহিল, পিতামহ! আপনি অদ্য আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন এক্ষণে আমাদের বাঞ্ছিত বরপ্রদান করুন। হে পিতামহ! আমরা সমস্ত দেবতা, মানব, মহোরগ, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধপতিগণের অবধ্য হই এই আমাদের প্রার্থনা ॥১৪-১৫॥

তখন ব্রহ্মা বলিলেন, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই সিদ্ধ হইবে। মহাভাগগণ! তোমরা গমন কর, এই বর সত্য হইবে তাহাতে সংশয় নাই ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মা এই বর প্রদান করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে স্বধামে প্রতিগমন করিলেন। হিরণ্যকশিপুর পুত্রগণ ও অভিলষিত বর লাভ করিয়া আনন্দিত হইল। কুরুসত্তম! হিরণ্যকশিপু "পুত্রগণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতামহের সন্তোষ সাধন করিল" এই ভাবিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বলিল। তোমরা বরপ্রভাবে অত্যন্ত দর্পিত হইয়াছ, বিশেষতঃ তোমরা যখন আমার প্রতি স্নেহভাব পরিত্যাগ করিলে, তখন আমিও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করি-

যুষ্মাভির্হাপিতঃ স্নেহস্ততো যুষ্মাংস্ত্যজাম্যহম্।
যূয়ং ব্রজন্তু পাতালে ষড়্গর্ভা বিশ্রুতা ভুবি ॥ ১৯ ॥
পাতালে নিদ্রয়াবিষ্টাস্তিষ্ঠন্তু বহুবৎসরান্।
ততস্তু দেবকীগর্ভে বর্ষে বর্ষে পুনঃপুনঃ ॥ ২০ ॥
পিতা বঃ কালনেমিস্তু তত্র কংসো ভবিষ্যতি।
স এব জাতমাত্রান্ বো বধিষ্যতি সুদারুণঃ ॥ ২১ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং শপ্তাস্তদা তেন গর্ভে জাতাঃ পুনঃ পুনঃ।
জঘান দেবকীপুত্রান্ ষড়্গর্ভাঞ্ছাপনোদিতঃ ॥ ২২ ॥
শেষাংশঃ সপ্তমস্তত্র দেবকীগর্ভসংস্থিতঃ।
বিস্রংসিতশ্চ গর্ভোঽসৌ যোগেন যোগমায়য়া ॥ ২৩ ॥
নীতশ্চ রোহিণীগর্ভে কৃত্বা সঙ্কর্ষণং বলাৎ।
পতিতঃ পঞ্চমে মাসি লোকে খ্যাতিং গতস্তদা ॥ ২৪ ॥

যুষ্মাভির্হাপিত ইতি। যতো যুষ্মাভির্ময়ি স্নেহো হাপিতস্ত্যক্তো মদারাধনং বিহায় মচ্ছত্রোর্ব্রহ্মণো মহদারাধনং কুর্ব্বদ্ভিস্ততো যুষ্মান্ শত্রুভূতাংস্ত্যজামীত্যর্থঃ। যূয়মিতি। পাতালে ব্রজন্ত্বিত্যেকঃ শাপঃ। ভুবি ষড়্গর্ভা ভবন্তেতি দ্বিতীয়ঃ ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বস্যৈব ব্যাখ্যানং পাতালে ইতি। ভুবি কস্যা গর্ভে জন্মেতি চেত্তত্রাহ তত ইতি ॥ ২০ ॥

পিতা ব ইতি। প্রাগ্জন্মস্থ ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

জঘানেতি। ব্রহ্মণা দত্তমবধ্যত্বং তু হিরণ্যকশিপুশাপোত্তরং নক্ষত্ররূপেণ তেষামবস্থানরূপং পুরাণান্তরেষূক্তমিতি বোধ্যম্ ॥ ২২—২৩ ॥

পতিত ইতি গর্ভ ইতি শেষঃ ॥ ২৪—২৭ ॥

লাম। এক্ষণে তোমরা পাতালে গমন কর, তোমরা ভূমিতলে ষড়্গর্ভ নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ১৭—১৯ ॥ আপাতত তোমরা পাতালে গিয়া নিরন্তর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া বহু সংবৎসর কাল অবস্থিতি করিতে থাক। তদনন্তর তোমরা যে সময়ে দেবকীর গর্ভে বর্ষে বর্ষে জন্মগ্রহণ করিবে, সেই সময়ে তোমাদের পূর্ব্ব পিতা কালনেমি কংসরূপে প্রাদুর্ভূত হইবে। সেই নৃশংসচেতা কংস তোমাদিগকে জাতমাত্রই বিনষ্ট করিবে ॥ ২০—২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, তাহারা এইরূপে অভিশপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিল এবং কংসও সেই শাপপ্রণোদিত হইয়া দেবকীর গর্ভোৎপন্ন পুত্রগণকে ভূমিষ্ঠমাত্রই বিনাশ করিল ॥ ২২ ॥ দেবকীর সপ্তম গর্ভে অনন্তের আবির্ভাব হয়। যোগমায়া যোগবলে ঐ গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীগর্ভে স্থাপিত করেন। ফলতঃ তৎকালে দেবকীর গর্ভ পঞ্চম মাসে পতিত হইল, ইহাই লোকে প্রচারিত হইল ॥ ২৩—২৪ ॥

কংসোঽপি জ্ঞাতবাংস্তত্র দেবকীগর্ভপাতনম্।
মুদং প্রাপ স দুষ্টাত্মা শ্রুত্বা বার্ত্তাং সুখাবহাম্ ॥ ২৫ ॥
অষ্টমে দেবকীগর্ভে ভগবান্ সাত্বতাম্পতিঃ।
উবাস দেবকার্য্যার্থং ভারাবতরণায় চ ॥ ২৬ ॥

রাজোবাচ।

বসুদেবঃ কশ্যপাংশঃ শেষাংশশ্চ তদাভবৎ।
হরেরংশস্তথা প্রোক্তো ভবতা মুনিসত্তম ! ॥ ২৭ ॥
অন্যে চ যেঽংশা দেবানাং তত্র জাতাস্তু তান্ বদ।
ভারাবতরণার্থং বৈ ক্ষিতেঃ প্রার্থনয়ানঘ ! ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

সুরাণামসুরাণাঞ্চ যে যেঽংশা ভুবি বিশ্রুতাঃ।
তানহং সম্প্রবক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপেণ শৃণুষ্ব তান্ ॥ ২৯ ॥
বসুদেবঃ কশ্যপাংশো দেবকী চ তথাদিতিঃ।
বলদেবস্ত্বনন্তাংশো বর্ত্তমানেষু তেষু চ ॥ ৩০ ॥
যোঽসৌ ধর্ম্মসুতঃ শ্রীমান্ নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ।
তস্যাংশো বাসুদেবস্তু বিদ্যমানে মুনৌ তদা ॥ ৩১ ॥

বিষ্ণুশেষকশ্যপাবতারান্ রাজা শ্রুত্বা অন্যদেবাংশাবতারবুভুৎসয়া পৃচ্ছতি অন্যে চ যেঽংশা দেবানামিতি ॥ ২৮—৩৩ ॥

কংসও জানিতে পারিল যে, দেবকীর গর্ভপাত হইয়াছে ; এই সুখাবহ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সেই দুষ্টাত্মার সন্তোষের সীমা রহিল না ॥ ২৫ ॥ পরন্তু এদিকে ভক্তজনপ্রতিপালক ভগবান্ও ঐ সময় দেবগণের কার্য্যসাধন ও ভূভারাবতরণ নিমিত্ত দেবকীর অষ্টম গর্ভে বাস করিলেন ॥ ২৬ ॥

রাজা কহিলেন, মুনিবর ! আপনি কেবল কশ্যপের অংশ বসুদেব এবং পৃথিবীর প্রার্থনানুসারে ভারাবতারণার্থ ভগবান্ হরির ও অনন্তদেবের অংশাবতারের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন ; কিন্তু অপরাপর কোন অংশাবতারের বিষয় বর্ণনা করেন নাই ; অতএব, এক্ষণে অন্যান্য দেবগণ যিনি যে রূপে নিজ নিজ অংশে আসিয়া পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন ॥ ২৭—২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুর এবং অসুরগণের যে সমস্ত অংশ পৃথিবীতে যে নামে বিখ্যাত হইয়াছিল, আমি তদ্বিবরণ সংক্ষেপ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥২৯॥ বসুদেব কশ্যপের অংশ, দেবকী অদিতির, বলদেব অনন্তের অংশ, যিনি ধর্ম্মের পুত্র এবং শ্রীমান্ নারায়ণ ঋষি বলিয়া বিখ্যাত,

নরস্তস্যানুজো যস্তু তস্যাংশোঽর্জ্জুন এব চ ॥ ৩২ ॥
যুধিষ্ঠিরস্তু ধর্ম্মাংশো বায্বংশো ভীম ইত্যুত।
অশ্বিন্যংশৌ ততঃ প্রোক্তৌ মাদ্রীপুত্রৌ মহাবলৌ ॥ ৩৩ ॥
সূর্য্যাংশঃ কর্ণ আখ্যাতো ধর্ম্মাংশো বিদুরঃ স্মৃতঃ।
দ্রোণো বৃহস্পতেরংশস্তৎসুতস্তু শিবাংশজঃ ॥ ৩৪ ॥
সমুদ্রঃ শন্তনুঃ প্রোক্তো গঙ্গা ভার্য্যা মতা বুধৈঃ।
দেবকস্তু সমাখ্যাতো গন্ধর্ব্বপতিরাগমে ॥ ৩৫ ॥
বসুর্ভীষ্মো বিরাটস্তু মরুদ্গণ ইতি স্মৃতঃ।
অরিষ্টস্য সুতো হংসো ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৬ ॥
মরুদ্গণঃ কৃপঃ প্রোক্তঃ কৃতবর্ম্মা তথাপরঃ।
দুর্য্যোধনঃ কলেরংশঃ শকুনিং বিদ্ধি দ্বাপরম্ ॥ ৩৭ ॥
সোমপুত্রঃ সুবর্চ্চাখ্যঃ সোমপ্ররুরুদাহৃতঃ।
পাবকাংশো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী রাক্ষসস্তথা ॥ ৩৮ ॥
সনৎকুমারস্যাংশস্তু প্রদ্যুম্নঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
দ্রুপদো বরুণস্যাংশো দ্রৌপদী চ রমাংশজা ॥ ৩৯ ॥

তৎসুতোঽশ্বত্থামা ॥ ৩৪ ॥
আগমে পুরাণশাস্ত্রেষু গন্ধর্ব্বপতিরাখ্যাত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥
হংসনামা অরিষ্টস্য অরিষ্টনেমিদৈত্যস্য সুতঃ পুত্রো ধৃতরাষ্ট্র ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥
তথাপর ইতি। মরুদ্গণ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥
সোমপ্ররুর্যাদবঃ ॥ ৩৮—৪৩ ॥

তিনি অদ্যাপি পূর্ব্ব শরীরে বিদ্যমান থাকিলেও বাসুদেব কৃষ্ণ তাঁহারই অংশ; যিনি নারায়ণের অনুজ নর নামে বিখ্যাত, অর্জ্জুন তাঁহার অংশ ॥ ৩০—৩২ ॥ এইরূপে ধর্ম্মের অংশ যুধিষ্ঠির; বায়ুর অংশ ভীমসেন; মহাবল মাদ্রীপুত্রযুগল অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের অংশ ॥ ৩৩ ॥ কুন্তীগর্ভজাত মহাবীর কর্ণ দিনপতি সূর্য্যদেবের অংশ এবং পরমতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা বিদুরকে সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যমের অবতার বলিয়া জানিবে। কুরুপাণ্ডবাচার্য্য দ্রোণ মহাশয় বৃহস্পতির অংশ; তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা রুদ্রদেবের অংশ ॥ ৩৪ ॥ সমুদ্রের অংশ শন্তনু; তাঁহার ভার্য্যা মানবরূপধারিণী গঙ্গা। পুরাণে কথিত আছে যে, দেবক নৃপতি গন্ধর্ব্বপতির অংশ ॥ ৩৫ ॥ কৌরব-পিতামহ শূরাগ্রগণ্য ভীষ্মদেব সাক্ষাৎ বসুর অবতার, মৎস্যপতি বিরাট মরুদ্গণের অংশ; দৈত্য অরিষ্টনেমিপুত্র হংসের অংশে ধৃতরাষ্ট্র সমুৎপন্ন হন; কৃপ ও কৃতবর্ম্মা মরুদ্গণের অংশ; দুর্য্যোধন কলির ও শকুনি দ্বাপরযুগের অংশ; সোমপুত্র

দ্রৌপদীতনয়াঃ পঞ্চ বিশ্বেদেবাংশজাঃ স্মৃতাঃ।
কুন্তিঃ সিদ্ধির্ধৃতির্মাদ্রী মতির্গান্ধাররাজজা ॥ ৪০ ॥
কৃষ্ণপত্ন্যস্তথা সর্ব্বা দেববারাঙ্গনাঃ স্মৃতাঃ।
রাজানশ্চ তথা সর্ব্বে সুরাঃ শক্রপ্রণোদিতাঃ ॥ ৪১ ॥
হিরণ্যকশিপোরংশঃ শিশুপাল উদাহৃতঃ।
বিপ্রচিত্তির্জরাসন্ধঃ শল্যঃ প্রহ্লাদ ইত্যপি ॥ ৪২ ॥
কালনেমিস্তথা কংসঃ কেশী হয়শিরাস্তথা।
অরিষ্টো বলিপুত্রস্তু ককুদ্মী গোকুলে হতঃ ॥ ৪৩ ॥
অনুহ্রাদো ধৃষ্টকেতুর্ভগদত্তোঽথ বাস্কলঃ।
লম্বঃ প্রলম্বঃ সঞ্জাতঃ খরোঽসৌ ধেনুকোঽভবৎ ॥ ৪৪ ॥
বারাহশ্চ কিশোরশ্চ দৈত্যৌ পরমদারুণৌ।
মল্লৌ তাবেব সঞ্জাতৌ খ্যাতৌ চাণূরমুষ্টিকৌ ॥ ৪৫ ॥
দিতিপুত্রস্তথারিষ্টো গজঃ কুবলয়াভিধঃ।
বলিপুত্রী বকী খ্যাতা বকস্তদনুজঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৬ ॥
যমো রুদ্রস্তথা কামঃ ক্রোধশ্চৈব চতুর্থকঃ।
তেষামংশৈস্তু সঞ্জাতো দ্রোণপুত্রো মহাবলঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুহ্রাদো দৈত্যঃ। লম্বো দৈত্যঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

দ্রোণপুত্র ইতি। ন কেবলং পূর্ব্বমুক্তং শিবাংশজ এবেতি মন্তব্যং কিন্তু চতুর্ণাময়মংশ ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥

সুবর্চ্চাখ্য সোমপ্রভ নামে বিশ্রুত হইয়াছিলেন ; ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নি ও শিখণ্ডী রাক্ষসের অংশ ; প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের অংশ ; দ্রুপদ রাজা বরুণের অংশ ; দ্রৌপদী লক্ষ্মীর অংশ ; দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বিশ্ব-দেবগণের অংশ ; কুন্তী সিদ্ধিরূপিণী ; মাদ্রী ধৃতিরূপিণী ; গান্ধারী মতিরূপিণী ; কৃষ্ণপত্নীগণ স্বর্গবারাঙ্গনা ; এইরূপে সমস্ত সুরগণ ইন্দ্রপ্রেরিত হইয়া স্বায় স্বায় অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৩৬—৪১ ॥ অসুরমধ্যে স্বয়ং হিরণ্যকশিপু শিশুপালরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল ; ঐরূপ জরাসন্ধ বিপ্রচিত্তির, শল্য প্রহ্লাদের, কংস কালনেমির ও কেশী হয়শিরার অংশে সমুদ্ভূত। অরিষ্ট নামক গোরূপধারী যে অসুর গোকুলে কৃষ্ণ করে নিহত হয়, সে বলির পুত্র ॥৪২—৪৩॥ ধৃষ্টকেতু অনুহ্রাদের, ভগদত্ত বাস্কলের, প্রলম্ব লম্বের, ধেনুক খরের অংশে উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৪ ॥ বারাহ ও কিশোর নামে যে পরম দারুণ দৈত্যদ্বয় ছিল, চাণূর ও মুষ্টিক নামে মল্লদ্বয় ঐ উভয়ের অংশে সমুৎপন্ন ॥ ৪৫ ॥ কুবলয় নামক কংসমাতঙ্গ, অরিষ্ট নামক দিতিপুত্রের অংশোৎপন্ন। বকী বলির কন্যা, বক

অংশাবতরণে পূর্ব্বং দৈতেয়া রাক্ষসাস্তথা।
জাতাঃ সর্ব্বেঽসুরাংশাস্তে ক্ষিতিভারাবতারণে ॥ ৪৮ ॥
এতেষাং কথিতং রাজন্নংশাবতরণং নৃপ!।
সুরাণাং চাসুরাণাঞ্চ পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৯ ॥
যদা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ প্রার্থনার্থং হরিং গতাঃ।
হরিণা চ তদা দত্তৌ কেশৌ খলু সিতাসিতৌ ॥ ৫০ ॥
শ্যামবর্ণস্ততঃ কৃষ্ণঃ শ্বেতঃ সংকর্ষণস্তথা।
ভারাবতরণার্থং তৌ জাতৌ দেবাংশসম্ভবৌ ॥ ৫১ ॥
অংশাবতরণং চৈতচ্ছৃণোতি ভক্তিভাবতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মোদতে স্বজনৈর্ব্বৃতঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে অংশাবতারবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সিতাসিতাবিতি। তথাচ কৃষ্ণঃ পূর্ব্বোক্তরীত্যা নারায়ণস্যাসিতকেশস্য চাবতারঃ বলরামস্তু শেষস্য সিতকেশস্য চাবতারঃ অর্জ্জুনস্তু নরস্যৈব ॥ ৫০—৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

তাহার অনুজ। দ্রোণপুত্র মহাবল অশ্বত্থামা যদিচ কেবল রুদ্রাংশ বলিয়া বিখ্যাত কিন্তু বাস্তবিক যম, রুদ্র, কাম ও ক্রোধ এই চারিটীর অংশেও উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥৪৬—৪৭॥ পৃথিবীর ভারাবতরণের নিমিত্ত অংশাবতারে যে যে দৈত্যগণ ও রাক্ষসগণ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহারা সকলেই অসুরগণের অংশ। হে নৃপ! পুরাণে সুর ও অসুরগণের অংশাবতার যেরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, আমি তোমার নিকট তৎসমুদায় বর্ণন করিলাম ॥ ৪৮—৪৯ ॥ ব্রহ্মাদি দেবগণ যখন প্রার্থনার উদ্দেশে বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন হরি তাঁহাদিগকে একগাছি শ্বেতবর্ণ ও একগাছি কৃষ্ণবর্ণ এই দুই গাছি কেশ প্রদান করিয়াছিলেন; সেই শ্যামবর্ণ কেশ হইতে কৃষ্ণের এবং শুভ্রবর্ণ কেশ হইতে সঙ্কর্ষণ বলদেবের উৎপত্তি হয়, তাঁহারা ভূমির ভার হরণার্থ উভয়েই বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫০—৫১ ॥ যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই অংশাবতার কথা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া স্বজনগণের সহিত প্রমোদে কালহরণ করিতে সমর্থ হয় সন্দেহ নাই ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে অংশাবতারবর্ণন
নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

হতেষু ষট্সু পুত্রেষু দেবক্যা ঔগ্রসেনিনা।
সপ্তমে পতিতে গর্ব্ভে বচনান্নারদস্য চ ॥ ১ ॥
অষ্টমস্য চ গর্ব্ভস্য রক্ষণার্থমতন্দ্রিতঃ।
প্রযত্নমকরোদ্রাজা মরণং স্বং বিচিন্তয়ন্ ॥ ২ ॥
সময়ে দেবকীগর্ব্ভে প্রবেশমকরোদ্ধরিঃ।
অংশেন বসুদেবে তু সমাগত্য যথাক্রমম্ ॥ ৩ ॥
তদৈব যোগমায়া চ যশোদায়াং যথেচ্ছয়া।
প্রবেশমকরোদ্দেবী দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪ ॥
রোহিণ্যাস্তনয়ো রামো গোকুলে সমজায়ত।
যতঃ কংসভয়োদ্বিগ্না সংস্থিতা সা চ কামিনী ॥ ৫ ॥
কারাগারে ততঃ কংসো দেবকীং দেবসংস্তুতাম্।
স্থাপয়ামাস রক্ষার্থং সেবকান্ সমকল্পয়ৎ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈর্দ্বিপঞ্চাশৎপদ্যৈর্জন্মনিরূপণম্।
বাসুদেবস্য তল্লীলাঃ কীর্ত্ত্যন্তে চ ততঃ পরম্॥

হতেষু ষট্স্বিতি। ঔগ্রসেনিনা কংসেন। সপ্তমে চ গর্ব্ভে পতিতে সতি ॥ ১ ॥
নারদস্য বচনান্মরণং স্বং বিচিন্তয়ন্নিত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥
সময় ইতি। অবতারকালপ্রাপ্তিসময় ইত্যর্থঃ। অংশেন বসুদেবে ভক্তিতান্নদ্বারাগত্য তদনন্তরং যথাক্রমং বীর্য্যদ্বারা দেবকীগর্ব্ভে প্রবেশমকরোদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥
যথেচ্ছয়া স্বেচ্ছয়া নতু পরেচ্ছয়েত্যর্থঃ। তস্যা ভগবত্যাঃ স্বতন্ত্রত্বাৎ ॥ ৪—৫ ॥
রক্ষার্থং তস্যা ইতি শেষঃ ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, উগ্রসেনতনয় কংস দেবকীর ছয়টী পুত্রকে এইরূপে বিনাশ করিলে এবং সপ্তম গর্ভ পতিত হইলে পর যখন অষ্টম গর্ভের সঞ্চার হইল, তখন কংস নারদের বাক্যানুসারে আপনার মরণ চিন্তা করিয়া অতন্দ্রিতভাবে সেই গর্ভ রক্ষা করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন ॥১—২॥ এদিকে সেই সময় ভগবান্ হরি, অংশদ্বারা প্রথমতঃ বসুদেব-দেহ আশ্রয় করিয়া যথাক্রমে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন ॥৩॥ ঐ সময়েই দেবী যোগমায়া দেবগণের কার্য্য সাধন জন্য আপন ইচ্ছায় যশোদার গর্ভে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪ ॥ বসুদেবের রোহিণী নাম্নী কামিনী কংসভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া নন্দগোকুলে বাস করিতেছিলেন, অনন্তের অংশ বলরাম তাঁহার পুত্র হইয়া সেই স্থলেই জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৫ ॥ তদনন্তর কংস,

বসুদেবস্তু কামিন্যাঃ প্রেমতন্তুনিয়ন্ত্রিতঃ।
পুত্রোৎপত্তিঞ্চ সঞ্চিন্ত্য প্রবিষ্টঃ সহ ভার্য্যয়া ॥ ৭ ॥
দেবকীগর্ভগো বিষ্ণুর্দ্দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
সংস্তুতোঽমরসঙ্ঘৈশ্চ ব্যবর্দ্ধত যথাক্রমম্ ॥ ৮ ॥
সম্প্রাপ্তে দশমে তত্র মাসেঽথ শ্রাবণে শুভে।
প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তে কৃষ্ণপক্ষেঽষ্টমীদিনে ॥ ৯ ॥
কংসস্তু দানবান্ সর্ব্বানুবাচ ভয়বিহ্বলঃ।
রক্ষণীয়া ভবদ্ভিশ্চ দেবকী গর্ভমন্দিরে ॥ ১০ ॥
অষ্টমো দেবকীগর্ভঃ শত্রুর্ম্মে প্রভবিষ্যতি।
রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নেন মৃত্যুরূপঃ স বালকঃ ॥ ১১ ॥
হত্বৈনং বালকং দৈত্যাঃ সুখং স্বপ্স্যামি মন্দিরে।
নিবৃত্তিবর্জ্জিতে দুঃখে নাশিতে চাষ্টমে সুতে ॥ ১২ ॥
খড়্গপ্রাসধরাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তু ধৃতকার্ম্মুকাঃ।
নিদ্রাতন্দ্রাবিহীনাশ্চ সর্ব্বত্র নিহিতেক্ষণাঃ ॥ ১৩ ॥

পুত্রোৎপত্তিঞ্চ সঞ্চিন্ত্যেতি। কামিন্যাঃ প্রেমতন্তুনিয়ন্ত্রিতো বদ্ধঃ। স্বস্য পুত্রোৎপত্তিং সঞ্চিন্ত্য স্বস্য পুত্রোৎপত্ত্যর্থং ভার্য্যয়া সহ কারাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ৭—৮ ॥
প্রাজাপত্যর্ক্ষং রোহিণীনক্ষত্রম্ ॥ ৯ ॥
অষ্টমীদিনে তস্যাশ্চেষ্টয়া প্রসবকালমালক্ষ্য দানবান্ কংস উবাচেত্যাহ কংসস্ত্বিতি॥১০-১১॥

দেবপূজ্যা দেবকীরে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার রক্ষণার্থ সেবক সকল নিযুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৬ ॥ বসুদেব আপন প্রিয়তমা কামিনীর প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এবং আপনার পুত্রোৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিয়া ভার্য্যা দেবকীর সহিত কারাগারে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৭ ॥ এদিকে, দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেবকীর গর্ভাগারে প্রবিষ্ট দেবদেব বিষ্ণু দেবগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর সংস্তুত হইয়া যথানিয়মে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ পরে, যখন দেবকী-গর্ভের দশম মাস পূর্ণ হইল, তখন সেই জগন্মঙ্গলজনক শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের রোহিণী-নক্ষত্রসমন্বিত অষ্টমী তিথির দিনে কংসরাজ অত্যন্ত ভয়বিহ্বল হইয়া অনুচর দানবগণকে কহিলেন, তোমরা সকলে কারাগৃহের অভ্যন্তরস্থিত দেবকীকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা কর ॥ ৯—১০ ॥ দেবকীর এই অষ্টম গর্ভই আমার পরম শত্রু হইবে; অতএব, আমার সেই মৃত্যুস্বরূপ বালককে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে; অর্থাৎ বসুদেব বা দেবকী যেন কোন প্রকারে সেই বালককে স্থানান্তরিত করিতে না পারে। দৈত্যগণ! আমার সতত উদ্বেগ-কর ও অশেষ দুঃখদায়ক দেবকীর অষ্টম পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিলেই আমি নির্ব্বিঘ্নে নিজ মন্দিরে নিদ্রা যাইতে পারিব ॥ ১১—১২ ॥ তোমরা সকলেই খড়্গ, প্রাস ও ধনুর্ধারণ করিয়া নিদ্রা তন্দ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল দিকেই চক্ষু রাখিয়া অবস্থিতি কর ॥ ১৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাদিশ্যাসুরগণান্ কৃশোঽতিভয়বিহ্বলঃ।
মন্দিরং স্বং জগামাশু ন লেভে দানবঃ সুখম্ ॥ ১৪ ॥
নিশীথে দেবকী তত্র বসুদেবমুবাচ হ।
কিং করোমি মহারাজ! প্রসবাবসরো মম ॥ ১৫ ॥
বহবো রক্ষপালাশ্চ তিষ্ঠন্ত্যত্র ভয়ানকাঃ।
নন্দপত্ন্যা ময়া সার্দ্ধং কৃতোঽস্তি সময়ঃ পুরা ॥ ১৬ ॥
প্রেষণীয়স্ত্বয়া পুত্রো মন্দিরে মম মানিনি!।
পালয়িষ্যাম্যহং তত্র তবার্ত্তিমনসঃ কিল ॥ ১৭ ॥
অপত্যং তে প্রদাস্যামি কংসস্য প্রত্যয়ায় বৈ।
কিংকর্ত্তব্যং প্রভো! চাদ্য বিষমে সমুপস্থিতে* ॥ ১৮ ॥
ব্যত্যয়ং সন্ততেঃ শৌরে! কথং কর্ত্তুং ক্ষমো ভবেঃ।
দূরে তিষ্ঠস্ব কান্তাদ্য লজ্জা মেঽদ্য দুরত্যয়া।
পরাবৃত্ত্য মুখং স্বামিন্নন্যথা কিং করোম্যহম্ ॥ ১৯ ॥

অষ্টমে সুতে ইতি। কথম্ভূতে সুতে দুঃখরূপে ইত্যর্থঃ। কথম্ভূতে দুঃখে নিবৃত্তিবর্জ্জিতে অতিশয়িতদুঃখরূপে ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর সতত চিন্তাকৃশ কংসরাজ অসুরগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে সত্বরই নিজ মন্দিরে গমন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই মনে সুখলাভ করিতে পারিলেন না ॥ ১৪ ॥ এখানে, দেবকী সেই কারাগারে নিশীথ সময়ে বসুদেবকে কহিলেন, মহারাজ! আমার প্রসবকাল উপস্থিত, এখানে বহুতর ভয়ঙ্কর রক্ষপাল নিযুক্ত রহিয়াছে, এখন আমি কি করিব? পূর্ব্বে নন্দপত্নী যশোদা আমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া এইরূপ কহিয়াছিলেন, মানিনি! তোমার চিত্ত শোকতাপে জর্জ্জরিত হইয়াছে; অতএব, তুমি আমার আলয়ে নিজপুত্রটীকে প্রেরণ করিবে, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার লালন পালন করিব, বিশেষতঃ কংসের প্রত্যয়ের নিমিত্ত আমিও তোমাকে একটী অপত্য প্রদান করিব। হে নাথ! এক্ষণে বিষম শঙ্কট কাল উপস্থিত, এ সময় কর্ত্তব্য কি বলুন ॥ ১৫—১৮ ॥ ফলত এরূপ স্থলে আপনি কি করিয়াই বা অপত্যের পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন? যাহা হউক হে নাথ! এক্ষণে আমার দুষ্পরিহার্য্য লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি মুখ ফিরাইয়া অবস্থিতি করুন, নচেৎ আমি কি করিব? আর অন্য উপায় নাই ॥ ১৯ ॥

---

* শোচমানাঞ্চ মাং বীক্ষ্য নন্দপত্নীত্যভাষত। ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

ইত্যুক্ত্বা তং মহাভাগং দেবকী দেবসংমতম্।
বালকং সুষুবে তত্র নিশীথে পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২০ ॥
তং দৃষ্টা বিস্ময়ং প্রাপ দেবকী বালকং শুভম্।
পতিং প্রাহ মহাভাগা হর্ষোৎফুল্লকলেবরা ॥ ২১ ॥
পশ্য পুত্রমুখং কান্ত! দুর্লভং হি তব প্রভো!।
অদ্যৈনং কালরূপোঽসৌ ঘাতয়িষ্যতি ভ্রাতৃজঃ ॥ ২২ ॥
বসুদেবস্তথেত্যুক্ত্বা তমাদায় করে সুতম্।
অপশ্যচ্চাননং তস্য সুতস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ২৩ ॥
বীক্ষ্য পুত্রমুখং শৌরিশ্চিন্তাবিষ্টো বভূব হ।
কিং করোমি কথং ন স্যাদ্দুঃখমস্য কৃতে মম ॥ ২৪ ॥
এবং চিন্তাতুরে তস্মিন্ বাগুবাচাশরীরিণী।
বসুদেবং সমাভাষ্য গগনে বিশদাক্ষরা ॥ ২৫ ॥
বসুদেব! গৃহীত্বৈনং গোকুলং নয় সত্বরঃ।
রক্ষপালাস্তথা সর্ব্বে ময়া নিদ্রাবিমোহিতাঃ ॥ ২৬ ॥
বিবৃতানি কৃতান্যষ্ট কপাটানি চ শৃঙ্খলাঃ।
মুক্ত্বৈনং নন্দগেহে ত্বং যোগমায়াং সমানয় ॥ ২৭ ॥

সন্ততের্ব্যত্যয়ং ব্যত্যাসং কথং কর্ত্তুং ক্ষমো ভবেত্বমিতি শেষঃ। শৌরে ইতি সম্বোধনম্। হে স্বামিন্ মুখং পরাবৃত্ত্য দূরে তিষ্ঠেত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯—২৮ ॥

দেবকী, দেবপূজিত মহাভাগ বসুদেবকে এই বলিয়া নিশীথ সময়ে সেই কারাগার মধ্যেই অদ্ভুত এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন ॥ ২০ ॥ সেই শোভনদর্শন বালককে অবলোকন করিয়া মহাভাগা দেবকী বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং প্রফুল্লিতকলেবরে পতিকে কহিলেন। নাথ! তোমার সুদুর্লভ পুত্রের মুখ অবলোকন কর; হায়! আমার পিতার ভ্রাতৃপুত্র কালরূপ কংস অদ্যই আমার এই শিশু সন্তানটীকে বিনাশ করিবে ॥ ২১—২২ ॥ বসুদেব, "কংসত তাহাই করিবে" এই বলিয়া পুত্রটীকে করে গ্রহণ পূর্ব্বক, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা বালকের মুখকমল অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ বসুদেব পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি করি, কি করিলে আমাকে এই পুত্র বিনাশ জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না ? ॥ ২৪ ॥ বসুদেব এইরূপ চিন্তাতুর হইয়াছেন এমন সময়ে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া গগনপ্রদেশে স্পষ্টাক্ষরে আকাশবাণী হইল, "বসুদেব! তুমি সত্বর এই বালককে গ্রহণ করিয়া গোকুলে গমন কর। রক্ষপাল সকলকে আমি মায়া-নিদ্রায় মোহিত করিয়াছি, দৃঢ় অষ্ট কপাট বিমুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। তুমি শৃঙ্খল মোচন

শ্রুত্বৈবং বসুদেবস্তু তস্মিন্ কারাগৃহে গতঃ।
বিবৃতং দ্বারমালোক্য বভূব তরসা নৃপ ! ॥ ২৮ ॥
তমাদায় যযাবাশু দ্বারপালৈরলক্ষিতঃ।
কালিন্দীতটমাসাদ্য পূরং দৃষ্ট্বা সুনিশ্চিতম্ ॥ ২৯ ॥
তদৈব কটিদঘ্নী সা বভূবাশু সরিদ্বরা।
যোগমায়াপ্রভাবেণ ততারানকদুন্দুভিঃ ॥ ৩০ ॥
গত্বা তু গোকুলং শৌরির্নিশীথে নির্জ্জনে পথি।
নন্দদ্বারে স্থিতঃ পশ্যন্ বিভূতিং পশুসংজ্ঞিতাম্ ॥ ৩১ ॥
তদৈব তত্র সংজাতা যশোদা গর্ভসম্ভবা।
যোগমায়াংশজা দেবী ত্রিগুণা দিব্যরূপিণী ॥ ৩২ ॥
জাতাং তাং বালিকাং দিব্যাং গৃহীত্বা করপঙ্কজে।
তত্রাগত্য দদৌ দেবী সৈরন্ধ্রীরূপধারিণী ॥ ৩৩ ॥

তমাদায় যযাবাশু ইতি। নন্বু "জাতং জাতং সুতং তুভ্যং ন দাস্যামি যদি প্রভো। কুম্ভীপাকে তদা ঘোরে পতন্তু মম পূর্ব্বজাঃ॥" ইতি বসুদেবেন প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ স্বসত্যতা-পালনার্থং কংসায় পুত্রঃ কথং ন দত্ত ইতি চেন্ন স্বসত্যত্বপালনাপেক্ষয়া সত্যসঙ্কল্পস্যাকাশ-বাণীরূপেণ বদতো ভগবতো বচনপালনস্যাভ্যর্হিতত্বাৎ পিতৄণামুদ্ধারং তু ভগবান্ করিষ্যতীত্যাশয়াৎ ॥ ২৯ ॥

কটিদঘ্নী কটিপ্রমাণা। প্রমাণে দ্বয়সজ্‌দিঘ্নচ্‌প্রত্যয়ঃ ॥ ৩০ ॥

পশুসংজ্ঞিতাং গবাং বিভূতিমিত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

তত্রাগত্যেতি। দেবকার্য্যার্থং সর্ব্বেশ্বরী দেবী সৈরন্ধ্রীরূপধারিণী সতী তাং বালাং জাতাং করপঙ্কজে গৃহীত্বা তত্র বসুদেবসমীপ আগত্য বসুদেবায় দদাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

করিয়া এই পুত্রকে নন্দগৃহে রাখিয়া তথা হইতে যোগমায়াকে আনয়ন কর॥" ২৫—২৭ ॥ সেই কারাগৃহে অবস্থিত বসুদেব এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া, দ্বারদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, দ্বার বিবৃত রহিয়াছে। রাজেন্দ্র! তখন তিনি সত্বর সেই পুত্রটীকে গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বারপাল সকলের অলক্ষিতভাবে বহির্গত হইলেন, এবং যমুনাতটে গমন করিয়া, কলিন্দকন্যা তীব্র প্রবাহে বহিয়া যাইতেছেন ইহা দেখিয়া চিন্তাতুর হইলেন ॥ ২৮—২৯ ॥ কিন্তু, সেই সরিদ্বরা যমুনা তৎক্ষণাৎ কটিদেশপ্রমাণা হইলেন। তখন বসুদেব, যোগমায়ার প্রভাবে যমুনা পার হইয়া নির্জ্জন পথ দিয়া গমন পূর্ব্বক নিশীথ সময়ে গোকুলে উপস্থিত হইলেন এবং নন্দের দ্বারে অবস্থিত হইয়া তাঁহার গোরছিষাদি ঐশ্বর্য্য দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩০—৩১ ॥ সেই সময়েই সেই স্থানে ত্রিগুণাত্মিকা, দিব্যরূপিণী মহাদেবী যোগমায়া স্বীয় অংশে যশোদাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৩২ ॥ তখন মহাদেবী যোগমায়া সৈরন্ধ্রীর রূপ ধারণ করিয়া সেই দিব্যরূপিণী বালিকাকে করকমলে গ্রহণ পূর্ব্বক সেই স্থানে আগমন

বসুদেবঃ সুতং দত্ত্বা সৈরন্ধ্রীকরপঙ্কজে।
তামাদায় যযৌ শীঘ্রং বালিকাং মুদিতাশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
কারাগারে ততো গত্বা দেবক্যাঃ শয়নে সুতাম্।
নিক্ষিপ্য সংস্থিতঃ পার্শ্বে চিন্তাবিষ্টো ভয়াতুরঃ ॥ ৩৫ ॥
রুরোদ সুস্বরং কন্যা তদৈবাগতসংজ্ঞকাঃ।
উত্তস্থুঃ সেবকা রাজ্ঞঃ শ্রুত্বা তদ্রুদিতং নিশি ॥ ৩৬ ॥
তমূচুর্ভূপতিং গত্বা ত্বরিতাস্তেঽতিবিহ্বলাঃ।
দেবক্যাশ্চ সুতো জাতঃ শীঘ্রমেহি মহামতে! ॥ ৩৭ ॥
তদাকর্ণ্য বচস্তেষাং শীঘ্রং ভোজপতির্যযৌ।
প্রাবৃতং দ্বারমালোক্য বসুদেবমথাহ্বয়ৎ ॥ ৩৮ ॥

কংস উবাচ।

সুতমানয় দেবক্যা বসুদেব! মহামতে!।
মৃত্যুর্মে চাষ্টমো গর্ভস্তং নিহন্মি রিপুং হরিম্ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা কংসবচঃ শৌরির্ভয়ত্রস্তবিলোচনঃ।
তামাদায় সুতাং পাণৌ দদৌ চাশু রুদন্নিব ॥ ৪০ ॥

বসুদেব ইতি। বসুদেবোঽপি সুতং সৈরন্ধ্রীকরপঙ্কজে দত্ত্বা তাং বালিকামাদায় যযাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪—৪০ ॥

করিয়া বসুদেবহস্তে অর্পণ করিলেন। বসুদেবও পুত্রটীকে দেবীর করপঙ্কজে অর্পণ পূর্ব্বক বালিকাটীকে গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অনন্তর, কারাগারে গমন করিয়া দেবকীর শয্যায় সেই বালিকারে স্থাপন পূর্ব্বক ভয়াতুর ও চিন্তাবিষ্ট হইয়া দেবকীর পার্শ্বদেশে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৩৫ ॥ পরন্তু শয়ন করাইবামাত্র সেই কন্যা সুস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল; তখন রাজার রক্ষকগণ জাগরিত হইল এবং সেই রোদনধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক ভয়ে অতিশয় বিহ্বল হইয়া সত্বর গমনে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! শীঘ্র আসুন দেবকীর পুত্র জন্মিয়াছে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ ভোজনৃপতি, তাহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর গমন করিলেন এবং দ্বার বিবৃত রহিয়াছে দর্শন করিয়া বসুদেবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে মহামতে! আমার মৃত্যু স্বরূপ দেবকীর অষ্টম পুত্র আনয়ন কর, আমি সেই হরিসংজ্ঞক রিপুকে এখনি বিনাশ করিব ॥ ৩৮—৩৯॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বসুদেব কংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে সংত্রস্তলোচন ও বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই যেন সেই বালিকাটীকে কংসকরে অর্পণ করিলেন ॥ ৪০ ॥

দৃষ্ট্বাথ দারিকাং রাজা বিস্ময়ং পরমং গতঃ।
দেববাণী বৃথা জাতা নারদস্য চ ভাষিতম্ ॥ ৪১ ॥
বসুদেবঃ কথং কুর্য্যাদনৃতং সঙ্কটে স্থিতঃ।
রক্ষপালাশ্চ মে সর্ব্বে সাবধানা ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥
কুতোঽত্র কন্যকা কামং ক্ব গতঃ স সুতঃ কিল।
সন্দেহোঽত্র ন কর্ত্তব্যঃ কালস্য বিষমা গতিঃ ॥ ৪৩ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য তাং বালাং গৃহীত্বা পাদয়োঃ খলঃ।
পোথয়ামাস পাষাণে নির্ঘৃণঃ কুলপাংসনঃ ॥ ৪৪ ॥
সা করান্নিঃসৃতা বালা যযাবাকাশমণ্ডলম্।
দিব্যরূপা তদা ভূত্বা তমুবাচ মৃদুস্বনা ॥ ৪৫ ॥
কিং ময়া হতয়া পাপ! জাতস্তে বলবান্ রিপুঃ।
হনিষ্যতি দুরারাধ্যঃ সর্ব্বথা ত্বাং নরাধমম্ ॥ ৪৬ ॥

(দৃষ্ট্বেতি। রাজা কংসঃ দারিকাং কন্যাং দৃষ্ট্বা পরমং বিস্ময়ং গতঃ। বিস্ময়স্য কারণমাহ দেববাণী বৃথা জাতেতি। "কংস কংস মহাভাগ! দেবকীগর্ভসম্ভবঃ। অষ্টমস্তু সুতঃ শ্রীমাং-স্তব হন্তা ভবিষ্যতি ॥" ইতি দেববাক্যানুসারতঃ দেবক্যাঃ পুত্রোৎপত্তিং প্রতি স্থিরচিত্তস্য কংসস্য দারিকাদর্শনেন বিস্ময়ো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

বসুদেবং প্রতি সন্দিহানঃ কথয়তি বসুদেব ইতি। সঙ্কটে কারাগাররূপে ॥ ৪২—৪৪ ॥

সা করাদিতি। বালা বালিকারূপিণী সা যোগমায়া। করাৎ কংসহস্তাৎ ॥ ৪৫—৪৭ ॥

রাজা দেবকীর কন্যা-সন্তান দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দৈববাণী এবং নারদবাণী বৃথা হইল ॥ ৪১॥ বসুদেব এই সঙ্কট স্থানে অবস্থিত হইয়া সন্ততি-বিপর্য্যয়রূপ অন্যায় কার্য্য কিরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে? বিশেষতঃ আমার এই রক্ষপালগণ সাবধানে অবস্থিতি করিতেছে সন্দেহ নাই ॥ ৪২ ॥ এই কন্যা এই থানে কিরূপে আসিল এবং সেই অষ্টমগর্ভসম্ভূত পুত্রই বা কোথায় গেল? এ বিষয়ে সন্দেহ কর্ত্তব্য নয় যেহেতু কালের গতি বিষম ॥ ৪৩ ॥ এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই নির্দ্দয়কুলপাংসন খল ভূপাল কংস বালিকারে পাদমূলে ধারণ করিয়া পাষাণতলে আহত করিবার নিমিত্ত, আকাশে উত্তোলন করিল, তখন সেই বালিকা তাহার করতল হইতে নিঃসৃত হইয়া আকাশমণ্ডলে গমন করিলেন এবং দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক মৃদুস্বরে কংসরাজকে কহিলেন, আমাকে বিনাশ করিয়া তোমার কি হইবে? তোমার বলবান্ রিপু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; রে নরাধম! সেই দুরারাধ্য পুরুষপ্রবর, তোকে নিশ্চয়ই নিহত করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৪৪—৪৬ ॥ এই বলিয়া সেই শিবরূপিণী কামগামিনী কন্যা গগনতলে গমন করিলেন। কংসও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গৃহে গমন করিল এবং ক্রোধে ও ভয়ে অধীর হইয়া বক ধেনুক বৎস প্রভৃতি দানবগণকে আনয়ন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল,

ইত্যুক্ত্বা সা গতা কন্যা গগনং কামগা শিবা।
কংসস্তু বিস্ময়াবিষ্টো গতো নিজগৃহং তদা ॥ ৪৭ ॥
আনায্য দানবান্ সর্ব্বানিদং বচনমব্রবীৎ।
বকধেনুকবৎসাদীন্ ক্রোধাবিষ্টো ভয়াতুরঃ ॥ ৪৮ ॥
গচ্ছন্তু দানবাঃ সর্ব্বে মম কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
জাতমাত্রাশ্চ হন্তব্যা বালকা যত্র কুত্রচিৎ ॥ ৪৯ ॥
পূতনৈষা ব্রজত্বদ্য বালঘ্নী নন্দগোকুলম্।
জাতমাত্রান্ বিনিঘ্নন্তী শিশূংস্তত্র মমাজ্ঞয়া ॥ ৫০ ॥
ধেনুকো বৎসকঃ কেশী প্রলম্বো বক এব চ।
সর্ব্বে তিষ্ঠন্তু তত্রৈব মম কার্য্যচিকীর্ষয়া ॥ ৫১ ॥
ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরান্ কংসো যযৌ নিজগৃহং খলঃ।
চিন্তাবিষ্টোঽতিদীনাত্মা চিন্তয়িত্বৈব তং পুনঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে কৃষ্ণজন্মকথনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

অতিবিস্ময়ান্বিতস্য ভীতস্য কংসস্য চেষ্টামাহ আনায্য দানবান্ সর্ব্বানিতি ॥ ৪৮—৫২ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

দানবগণ! তোমরা সকলেই আমার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত গমন কর। তোমরা যে কোন স্থানে হউক বালক জন্মাইতে দেখিলেই হনন করিবে ॥ ৪৭—৪৯ ॥ এই বালকঘাতিনী পূতনা অদ্য নন্দের গোকুলে গমন করুক। আমার আজ্ঞায় প্রসূত শিশুমাত্রকেই বিনাশ করিবে ॥৫০॥ ধেনুক, বৎসক, কেশী প্রলম্ব ও বকাদি তোমরা সকলেই আমার কার্য্যসাধন করিবার নিমিত্ত সেই গোকুলেই অবস্থিতি করিতে থাক ॥ ৫১ ॥ খল ভূপাল কংস অসুরগণকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া নিজ গৃহে গমন পূর্ব্বক নিরন্তর সেই বিষয় চিন্তা করিয়া অতিশয় ভয়াতুর ও দীনভাবাপন্ন হইতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে কৃষ্ণজন্মনামক
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

প্রাতর্নন্দগৃহে জাতঃ পুত্রজন্মমহোৎসবঃ।
কিংবদন্ত্যথ কংসেন শ্রুতা চারমুখাদপি ॥ ১ ॥
জানাতি বসুদেবস্য দারাস্তত্র বসন্তি হি।
পশবো দাসবর্গশ্চ সর্ব্বে তে নন্দগোকুলে ॥ ২ ॥
তেন শঙ্কাসমাবিষ্টো গোকুলং প্রতি ভারত।।
নারদেনাপি তৎ সর্ব্বং কথিতং কারণং পুরা ॥ ৩ ॥
গোকুলে যে চ নন্দাদ্যাস্তৎপত্ন্যশ্চ সুরাংশজাঃ।
দেবকীবসুদেবাদ্যাঃ সর্ব্বে তে শত্রবঃ কিল ॥ ৪ ॥
ইতি নারদবাক্যেন বোধিতোঽসৌ কুলাধমঃ।
জাতঃ কোপমনা রাজন্! কংসঃ পরমপাপকৃৎ ॥ ৫ ॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্ধ্যেস্ত কাশ্চিৎ কৃষ্ণকথাঃ শুভাঃ।
কথ্যন্তে মোহিতাঃ সর্ব্বে মায়য়েতি বুভুৎসয়া ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে পূতনৈষা ব্রজত্বদ্য বালঘ্নী নন্দগোকুলমিত্যুক্তম্ তত্র গোকুলে কৃষ্ণাবির্ভাবজ্ঞানং কংসস্য কথং জাতমিতি রাজ্ঞো মনসি শঙ্কা স্যাত্তন্নিরাসার্থং স্বয়মেব ব্যাস আহ প্রাতরিতি। কিংবদন্তী জনশ্রুতিঃ সা শ্রুতা চারমুখাদপি পুত্রোৎসবঃ শ্রুত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ং জ্ঞানকারণমাহ জানাতীতি ॥ ২ ॥

তেন কারণেন কংসো গোকুলং প্রতি কৃষ্ণজন্মশঙ্কয়া সমাবিষ্টো যুক্তোঽভবদিত্যর্থঃ। তৃতীয়ং জ্ঞানকারণং প্রাহ নারদেনেতি। কারণং জ্ঞানকারণমিত্যর্থঃ ॥ ৩—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এদিকে প্রাতঃকালে নন্দগৃহে পুত্রজন্মের মহোৎসব আরম্ভ হইল। তদনন্তর কংসরাজ, কিংবদন্তী ও চর দ্বারা অবগত হইলেন যে, নন্দ-গোকুলে পুত্রজন্ম জন্য ঘোরতর মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে; ইতিপূর্ব্বে তিনি জানিতেন যে, বসুদেবের পত্নী, পশুগণ ও দাসগণ সকলেই গোকুলে নন্দগৃহে বাস করিতেছে ॥ ১-২ ॥ রাজন্! এই সকল কারণ পরম্পরায় কংসরাজ গোকুলের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিল। বিশেষতঃ দেবর্ষি নারদও পূর্ব্বে তাঁহাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন যে, নন্দাদি যে যে গোপগণ গোকুলে বসতি করেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের পত্নী সকল এবং দেবকী ও বসুদেব প্রভৃতি সকলেই দেবতার অংশজাত, সুতরাং ইহাঁরা সমস্তই তাঁহার শত্রু ॥ ৩—৪ ॥ নারদের এই সকল বাক্য দ্বারা প্রবোধিত হইয়া সেই পরম পাপাচারী কুলাধম কংস অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল

পূতনা নিহতা তত্র কৃষ্ণেনামিততেজসা।
বকো বৎসাসুরশ্চাপি ধেনুকশ্চ মহাবলঃ ॥ ৬ ॥
প্রলম্বো নিহতস্তেন তথা গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ।
শ্রুত্বৈতৎ কর্ম্ম কংসস্তু মেনে মরণমাত্মনঃ ॥ ৭ ॥
তথা বিনিহতঃ কেশী জ্ঞাত্বা কংসোঽতিদুর্ম্মনাঃ।
ধনুর্যাগমিষেণাশু তাবানেতুং প্রচক্রমে ॥ ৮ ॥
অক্রূরং প্রেষয়ামাস ক্রূরঃ পাপমতিস্তদা।
আনেতুং রামকৃষ্ণৌ চ বধায়ামিতবিক্রমৌ ॥ ৯ ॥
রথমারোপ্য গোপালৌ গোকুলাদ্‌গান্দিনীসুতঃ।
আগতো মথুরায়াস্তু কংসাদেশে স্থিতঃ কিল ॥ ১০ ॥
তাবাগত্য তদা তত্র ধনুর্ভঙ্গঞ্চ চক্রতুঃ।
হত্বাথ রজকং কামং গজং চাণূরমুষ্টিকম্ ॥ ১১ ॥
শলঞ্চ তোশলঞ্চৈব নিজঘান হরিস্তদা।
জঘান কংসং দেবেশঃ কেশেষ্বাকৃষ্য লীলয়া ॥ ১২ ॥
পিতরৌ মোচয়িত্বাথ গতদুঃখৌ চকার হ।
উগ্রসেনায় রাজ্যং তদ্দদাবরিনিষূদনঃ ॥ ১৩ ॥

ইত্থং গোকুলে কৃষ্ণাবির্ভাবজ্ঞানকারণং কংসস্যোপপাদ্য কৃষ্ণজন্মোত্তরং কৃষ্ণবৃত্তং কিঞ্চিদ্বর্ণয়তি পূতনেতি ॥ ৬—৯ ॥

এবং পূতনা, বক, বৎস, ধেনুক ও প্রলম্ব প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত দানবগণকে গোকুলে প্রেরণ করিয়াছিল। অমিতপরাক্রমশালী কৃষ্ণ, তাহাদিগের সকলকেই বিনাশ করিলেন, অপিচ তিনি গোপ ও মহিষাদির রক্ষার নিমিত্ত গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিলেন, এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কংস আপনার মরণ নিশ্চয় করিল ॥ ৫—৭ ॥ তাহার পর যখন শুনিল যে, কেশীদৈত্যও নিহত হইয়াছে, তখন অতিশয় দুর্ম্মনায়মান হইয়া ধনুর্যজ্ঞ ছল করিয়া বলরাম ও কৃষ্ণ উভয় ভ্রাতাকে মথুরায় আনয়ন করিবার নিমিত্ত উদ্‌যোগ করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ অনন্তর, সেই পাপমতি কংস, অমিতবিক্রম রাম কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মথুরায় আনয়ন করিতে অক্রূরকে গোকুলে পাঠাইল ॥ ৯ ॥ গান্দিনী-তনয় অক্রূর কংসের আদেশানুসারে গোকুলে যাইয়া সেই গোপালযুগলকে রথে আরো-পিত করিয়া মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ১০ ॥ রাম ও কৃষ্ণ মথুরায় আসিয়া প্রথমেই ধনুর্ভঙ্গ করিলেন ; তদনন্তর রজক, কুবলয়াপীড় হস্তী এবং চাণূর, মুষ্টিক, শল ও তোশল প্রভৃতি মল্লদিগকে সংহার করিয়া পরিশেষে সর্ব্বদেবেশ্বর হরি কংসকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক

বসুদেবস্তয়োস্তত্র মৌঞ্জীবন্ধনপূর্ব্বকম্।
কারয়ামাস বিধিবদ্ব্রতবন্ধং মহামনাঃ ॥ ১৪ ॥
উপনীতৌ তদা তৌ তু গতৌ সান্দীপনালয়ম্।
বিদ্যাঃ সর্ব্বাঃ সমভ্যস্য মথুরামাগতৌ পুনঃ ॥ ১৫ ॥
জাতৌ দ্বাদশবর্ষীয়ৌ কৃতবিদ্যৌ মহাবলৌ।
মথুরায়াং স্থিতৌ বীরৌ সুতাবানকদুন্দুভেঃ ॥ ১৬ ॥
মাগধস্তু জরাসন্ধো জামাতৃবধদুঃখিতঃ।
কৃত্বা সৈন্যসমাজং স মথুরামাগতঃ পুরীম্ ॥ ১৭ ॥
স সপ্তদশবারন্তু কৃষ্ণেন কৃতবুদ্ধিনা।
জিতঃ সংগ্রামমাসাদ্য মধুপুর্য্যাং নিবাসিনা ॥ ১৮ ॥
পশ্চাচ্চ প্রেরিতস্তেন স কালযবনাভিধঃ।
সর্ব্বম্লেচ্ছাধিপঃ শূরো যাদবানাং ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৯ ॥
শ্রুত্বা যবনমায়ান্তং কৃষ্ণঃ সর্ব্বান্ যদূত্তমান্।
আনায্য চ তথা রামমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ২০ ॥

গান্দিনীসুতোঽক্রূরঃ ॥ ১০—১৬ ॥
জামাতৃবধঃ কংসবধঃ ॥ ১৭ ॥

অবলীলাক্রমে বিনাশ করিলেন ॥ ১১—১২ ॥ অরাতিনিষূদন কৃষ্ণ, জনক জননীরে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের মানসনিহিত দুঃখশল্যের উদ্ধার করিলেন এবং উগ্রসেনকে মথুরার রাজ্য প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥ মহামনা বসুদেব সেই স্থানে মৌঞ্জীমেখলা বন্ধন পূর্ব্বক রাম ও কৃষ্ণের উপনয়ন প্রদান পুরঃসর ব্রতধারণ করাইলেন; তাঁহারা উপনীত হইয়া সান্দীপন মুনির পবিত্র নিকেতনে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত উপনীত হইয়া সত্বর সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস করিয়া পুনরায় মথুরায় আগমন করিলেন ॥ ১৪—১৫ ॥ আনকদুন্দুভির সেই তনয়দ্বয় মথুরায় অবস্থিতি করিতে করিতে যখন তাঁহাদের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল, তখন তাঁহারা সমস্ত বিষয়েই কৃতবিদ্য ও মহাবলশালী হইয়া উঠিলেন ॥ ১৬ ॥ ঐ সময় মগধরাজ জরাসন্ধ জামাতৃবধে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক মথুরায় আগমন করিলেন ॥ ১৭ ॥ মগধরাজ এইরূপে সপ্তদশবার মথুরানগর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতবুদ্ধি মহামতি মধুপুরনিবাসী কৃষ্ণ, আপন বুদ্ধিকৌশলে সপ্তদশবারই তাহাকে পরাজিত করিলেন ॥ ১৮ ॥ অবশেষে, জরাসন্ধ যাদবগণের ভয়াবহ সমস্ত ম্লেচ্ছগণের অধিপতি শৌর্য্যসম্পন্ন কালযবনকে মথুরা আক্রমণের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন ॥ ১৯ ॥ মধুসূদন কৃষ্ণ, কালযবন আগমন করিতেছে শুনিয়া সমস্ত যাদবসত্তম ও

ভয়ং নোঽত্র সমুৎপন্নং জরাসন্ধান্মহাবলাৎ ।
কিং কর্ত্তব্যং মহাভাগা যবনঃ সমুপৈতি বৈ ।
প্রাণত্রাণং প্রকর্ত্তব্যং ত্যক্ত্বা গেহং বলং ধনম্ ॥ ২১ ॥
সুখেন স্থীয়তে যত্র স দেশঃ খলু পৈতৃকঃ ।
সদোদ্বেগকরঃ কামং কিং কর্ত্তব্যঃ কুলোচিতঃ ॥ ২২ ॥
শৈলসাগরসান্নিধ্যে স্থাতব্যং সুখমিচ্ছতা ।
যত্র বৈরিভয়ং ন স্যাৎ স্থাতব্যং তত্র পণ্ডিতৈঃ ॥ ২৩ ॥
শেষশয্যাং সমাশ্রিত্য হরিঃ স্বপিতি সাগরে ।
মন্যে শক্রভয়াদ্ভীতঃ কৈলাসে ত্রিপুরার্দ্দনঃ ॥ ২৪ ॥
তস্মান্মাত্রৈব স্থাতব্যমস্মাভিঃ শত্রুতাপিতৈঃ ।
দ্বারবত্যাং গমিষ্যামঃ সহিতাঃ সর্ব্ব এব বৈ ॥ ২৫ ॥
কথিতা গরুড়েনাদ্য রম্যা দ্বারবতী পুরী ।
রৈবতাচলসান্নিধ্যে সিন্ধুকূলে মনোহরা ॥ ২৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তথ্যং সর্ব্বে যাদবপুঙ্গবাঃ ।
গমনায় মতিং চক্রুঃ সকুটুম্বাঃ সবাহনাঃ ॥ ২৭ ॥

স সপ্তেতি । কৃষ্ণেন সংগ্রামং সপ্তদশবারমাসাদ্য কৃত্বা জরাসন্ধো মধুপুর্য্যাং নিবাসিনা কৃষ্ণেন জিত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৮—২৩ ॥

বলদেবকে আনাইয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহাভাগগণ ! সংপ্রতি আমাদিগের পরাক্রান্ত শত্রু জরাসন্ধ হইতে মহৎ ভয় উৎপন্ন হইতেছে, এক্ষণে কালযবন আগমন করিতেছে, অতএব কর্ত্তব্য কি ? ফলতঃ ভবন, ধন ও সৈন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণত্রাণই কর্ত্তব্য ॥২০-২১॥ আপনারা জানিবেন যে স্থানে সুখে অবস্থিতি করিতে পারা যায় তাহাই পৈতৃক স্থান। যে স্থানে বসতি করিলে সর্ব্বদাই উদ্বেগ উপস্থিত হয়, সেই স্থান কুলোচিত হইলেও তাহাতে বসতি করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ২২ ॥ অতএব, সুখে অবস্থিতির ইচ্ছা থাকিলে শৈল ও সাগর সন্নিহিত প্রদেশে বাস করাই একান্ত কর্ত্তব্য জানিবেন। যেখানে বৈরিভয় নাই, পণ্ডিতগণ সেই স্থানেই অবস্থিতি করিবেন ॥ ২৩ ॥ দেখুন বৈরিভয়ে ভীত হইয়াই ভগবান্ হরি শেষশয্যা আশ্রয় করিয়া সাগরগর্ভে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন ; বোধ হয় ত্রিপুরারিও ঐ কারণেই কৈলাস পর্ব্বতে বসতি করিয়া রহিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ আমরাও এই স্থানে শত্রুদ্বারা পরিতাপিত হইয়াছি ; অতএব, এখানে আর বাস করা আমাদের যুক্তিসিদ্ধ নহে ; আমরা সকলেই স্বজন ও ধনাদি সমস্তই সঙ্গে লইয়া দ্বারবতী নগরে গমন করিব ॥ ২৫ ॥ পক্ষিরাজ

শকটানি তথোষ্ট্রাংশ্চ বাম্যশ্চ মহিষাস্তথা।
ধনপূর্ণানি কৃত্বা তে নির্যযুর্নগরাদ্বহিঃ॥ ২৮॥
রামকৃষ্ণৌ পুরস্কৃত্য সর্ব্বে তে সপরিচ্ছদাঃ।
অগ্রে কৃত্বা প্রজাঃ সর্ব্বাশ্চেলুঃ সর্ব্বে যদূত্তমাঃ॥ ২৯॥
কতিচিদ্দিবসৈঃ প্রাপুঃ পুরীং দ্বারবতীং কিল।
শিল্পিভিঃ কারয়ামাস জীর্ণোদ্ধারং হি মাধবঃ॥ ৩০॥
সংস্থাপ্য যাদবাংস্তত্র তাবেতৌ বলকেশবৌ।
তরসা মথুরামেত্য সংস্থিতৌ নির্জ্জনাং পুরীম্॥ ৩১॥
তদা তত্রৈব সম্প্রাপ্তো বলবান্ যবনাধিপঃ।
জ্ঞাত্বৈনমাগতং কৃষ্ণো নির্যযৌ নগরাদ্বহিঃ॥ ৩২॥
পদাতিরগ্রে তস্যাভূদ্যবনস্য জনার্দ্দনঃ।
পীতাম্বরধরঃ শ্রীমান্ প্রহসন্ মধুসূদনঃ॥ ৩৩॥
তং দৃষ্ট্বা পুরতো যান্তং কৃষ্ণং কমললোচনম্।
যবনোঽপি পদাতিঃ সন্ পৃষ্ঠতোঽনুগতঃ খলঃ॥ ৩৪॥

অতএব ক্ষীরাব্ধৌ কৈলাসে চ হরিহরৌ স্থিতাবিত্যাহ শেষেতি॥ ২৪—৩৯॥

গরুড় আমাকে সেই দ্বারাবতীর বিষয় বিশেষরূপে জানাইয়াছে। ঐ মনোহারিণী নগরী রৈবতক নামক পর্ব্বতের সন্নিধানে সিন্ধুকূলে অবস্থিত রহিয়াছে॥ ২৬॥

ব্যাস বলিলেন, প্রধান প্রধান যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত স্বজন ও বাহনের সহিত সেই স্থানে গমন করিতে মানস করিলেন॥ ২৭॥ তখন তাঁহাদের যে সকল উষ্ট্র, বড়বা ও মহিষাদি ছিল তাহা সংগ্রহ করিয়া এবং শকট সকল সমস্ত ধনরত্নাদিতে পরিপূর্ণ করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন॥ ২৮॥ রাম ও কৃষ্ণ অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, পশ্চাৎ সমস্ত যাদবগণ ও প্রজাগণ দলে দলে গমন করিতে লাগিল॥ ২৯॥ তাঁহারা কিয়দ্দিবস গমন করিয়া দ্বারবতী প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর, দ্বারকার যে যে স্থান জীর্ণ বা বিনষ্ট হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ শিল্পিগণ দ্বারা সেই সকল স্থানের সংস্কার করাইয়া লইলেন॥ ৩০॥ বলদেব ও কেশব যাদবগণকে সেই স্থানে রাখিয়া আপনারা দুই জনে সত্বর মথুরায় আগমন করিয়া সেই জনশূন্য পুরীমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥ ৩১॥ এদিকে মহাবলশালী যবনরাজ সেই সময়েই মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যবনপতির আগমনের বিষয় জানিতে পারিয়া নগরের বহির্দ্দেশে নির্গত হইলেন॥ ৩২॥ জনাসুর-দর্পহারী ভগবান্ মধুসূদন, পীতবসনে সুসজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে পদব্রজেই কালযবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন॥ ৩৩॥ ক্রূরমতি যবনপতি. কমল-

প্রসুপ্তো যত্র রাজর্ষির্ম্মুচুকুন্দো মহাবলঃ।
প্রযযৌ ভগবাংস্তত্র সকালযবনো হরিঃ ॥ ৩৫ ॥
তত্রৈবান্তর্দ্দধে বিষ্ণুর্ম্মুচুকুন্দং সমীক্ষ্য চ।
তত্রৈব যবনঃ প্রাপ্তঃ সুপ্তভূতমপশ্যত ॥ ৩৬ ॥
মত্বা তং বাসুদেবং স পাদেনাতাড়য়ন্নৃপম্।
প্রবুদ্ধঃ ক্রোধরক্তাক্ষস্তং দদাহ মহাবলঃ ॥ ৩৭ ॥
তং দগ্ধ্বা মুচুকুন্দোঽথ দদর্শ কমলেক্ষণম্।
বাসুদেবং সুদেবেশং প্রণম্য প্রস্থিতো বনম্ ॥ ৩৮ ॥
জগাম দ্বারকাং কৃষ্ণো বলদেবসমন্বিতঃ।
উগ্রসেনং নৃপং কৃত্বা বিজহার যথারুচি ॥ ৩৯ ॥
অহরদ্রুক্মিণীং কামং শিশুপালস্বয়ংবরাৎ।
রাক্ষসেন বিবাহেন চক্রে দারবিধিং হরিঃ ॥ ৪০ ॥
ততো জাম্ববতীং সত্যাং মিত্রবিন্দাঞ্চ ভামিনীম্।
কালিন্দীং লক্ষ্মণাং ভদ্রাং তথা নাগ্নজিতীং শুভাম্ ॥ ৪১ ॥

অহরদিতি। শিশুপালস্য স্বয়ংবরাদ্রুক্মিণীমহরৎ। তদনন্তরং রাক্ষসেন বিবাহেন দারবিধিং চক্রে হরিরিত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪৫ ॥

লোচন কৃষ্ণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া ধরিবার নিমিত্ত পাদচারেই তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ তখন ভগবান্ মধুসূদন যেখানে মহাবল রাজর্ষি মুচুকুন্দ প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন কালযবনকে লইয়া ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে যাইয়া উপনীত হইলেন ॥৩৫॥ কৃষ্ণ, মুচুকুন্দকে দেখিবামাত্র সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন; যবনরাজও তথায় উপস্থিত হইয়া সেই নিদ্রাভিভূত রাজর্ষিকে দেখিতে পাইল ॥ ৩৬ ॥ সেই ক্রূরমতি যবন, তাঁহাকে বাসুদেব মনে করিয়া তাঁহার অঙ্গোপরি পদাঘাত করিল। মহাবল নরপতি মুচুকুন্দ জাগরিত হইয়া ক্রোধে লোহিতলোচন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই পাপিষ্ঠ যবনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন ॥৩৭॥ যবনকে দগ্ধ করিয়া নরপতি মুচুকুন্দ কমললোচন কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন; তখন তিনি দেবপ্রবর বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া বনে গমন করিলেন ॥৩৮॥ অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত দ্বারকানগরে প্রতিগমন পূর্ব্বক উগ্রসেনকে রাজা করিয়া যথেচ্ছ বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ পরে কিছুকাল গত হইলে জনার্দ্দন শিশুপালের বিবাহোপলক্ষে বিদর্ভরাজভবনে যে স্বয়ংবর সভার আড়ম্বর হইয়াছিল তথা হইতে রুক্মিণীকে হরণ করিয়া রাক্ষসবিধি অনুসারে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন ॥৪০॥ মহারাজ! তৎপরে তিনি, জাম্ববতী, সত্যভামা, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, লক্ষণা, ভদ্রা ও নাগ্নজিতী (নগ্নজিৎ নৃপতির কন্যা),

পৃথক্ পৃথক্ সমানীয়াপ্যুপযেমে জনার্দ্দনঃ।
অষ্টাবেব মহীপাল! পত্ন্যঃ পরমশোভনাঃ॥ ৪২॥
প্রাসূত রুক্মিণী পুত্রং প্রদ্যুম্নং চারুদর্শনম্।
জাতকর্ম্মাদিকং তস্য চকার মধুসূদনঃ॥ ৪৩॥
হৃতোঽসৌ সূতিকাগেহাচ্ছম্বরেণ বলীয়সা।
নীতশ্চ স্বপুরীং বালো মায়াবত্যৈ সমর্পিতঃ॥ ৪৪॥
বাসুদেবো হৃতং দৃষ্ট্বা পুত্রং শোকসমন্বিতঃ।
জগাম শরণং দেবীং ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥ ৪৫॥
বৃত্রাসুরাদয়ো দৈত্যা লীলয়ৈব যয়া হতাঃ॥ ৪৬॥
ততোঽসৌ যোগমায়ায়াশ্চকার পরমাং স্তুতিম্।
বচোভিঃ পরমোদারৈরক্ষরৈঃ সুস্বরৈঃ শুভৈঃ॥ ৪৭॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

মাতর্ম্ময়াতিতপসা পরিতোষিতা ত্বং
প্রাগ্জন্মনি প্রচুরবস্তুভিরর্চ্চিতাসি।
ধর্ম্মাত্মজেন বদরীবনষণ্ডমধ্যে
কিং বিস্মৃতো জননি! তে ত্বয়ি ভক্তিভাবঃ॥ ৪৮॥

বৃত্রাসুরাদয় ইতি। যয়া বৃত্রাসুরাদয়োঽন্যাদিপদেন রক্তাসুরাদয়ো গৃহ্যন্তে তে দৈত্যাঃ লীলয়ৈব হতাস্তাং দেবীমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥ ৪৬—৪৭॥

মাতরিতি। ময়া নারায়ণসংজ্ঞকেন। হে জননি! স ভক্তিভাবস্তে ত্বয়া বিস্মৃতঃ কিম্॥৪৮॥

ইহাঁদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আনয়ন করিয়া বিবাহ করিলেন; এই অষ্টনারীই শ্রীকৃষ্ণের পরমশোভনা মহিষী ছিলেন॥ ৪১—৪২॥ প্রথমে রুক্মিণী প্রিয়দর্শন প্রদ্যুম্ননামক পুত্রকে প্রসব করিলে, কৃষ্ণ তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিলেন॥ ৪৩॥ তদনন্তর, শম্বর নামক বলবান্ দানব সূতিকাগৃহ হইতে সেই শিশুপুত্রটীকে হরণ পূর্ব্বক আপন নগরীতে লইয়া গিয়া মায়াবতীর করে সমর্পণ করিল॥ ৪৪॥ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ পুত্র অপহৃত হইয়াছে জানিয়া অত্যন্ত শোকাতুর হইলেন এবং ভক্তিযুক্ত মানসে ভগবতীর শরণাপন্ন হইলেন॥ ৪৫॥ যিনি অবলীলায় বৃত্রাসুরাদি দৈত্যগণকে নিহত করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ পরম মহৎ অক্ষরসংযুক্ত কল্যাণদায়ক সুমধুর স্বরে সেই যোগমায়ার স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪৬—৪৭॥

জননি! আমি পূর্ব্বজন্মে ধর্ম্মপুত্র হইয়া বদরীবনমধ্যে তপস্যা দ্বারা আপনাকে সন্তোষিত করিয়াছি এবং নানাবিধ উপহার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছি; মাতঃ! আপনার প্রতি

সূতীগৃহাদপহৃতঃ কিমু বালকো মে
কেনাপি দুষ্টমনসাপ্যথ কৌতুকাদ্বা।
মানাপহারকরণায় মমাদ্য নূনং
লজ্জা তবাম্ব ! খলু ভক্তজনস্য যুক্তা ॥ ৪৯ ॥
দুর্গো মহানতিতরাং নগরী সুগুপ্তা
তত্রাপি মেঽতিসদনং কিল মধ্যভাগে।
অন্তঃপুরে চ পিহিতং ননু সূতিগেহং
বালো হৃতঃ খলু তথাপি মমৈব দোষাৎ ॥ ৫০ ॥
নাহং গতঃ পরপুরং ন চ যাদবাশ্চ
রক্ষাবতী চ নগরী কিল বীরবর্য্যৈঃ।
মায়া তবৈব জননি ! প্রকটপ্রভাবা
মে বালকঃ পরিহৃতঃ কুহকেন কেন ॥ ৫১ ॥
নো বেদ্ম্যহং জননি ! তে চরিতং সুগুপ্তং
কো বেদ মন্দমতিরল্পবিদেব দেহী।
কাসৌ গতো মমভটৈর্ন চ বীক্ষিতো বা
হর্ত্তাম্বিকে জবনিকা তব কল্পিতেয়ম্ ॥ ৫২ ॥

দুষ্টমনসা শত্রুণা অথবা কেনচিৎ কৌতুকান্মানাপহারকরণায় মমাভিমানাপহারণং কর্ত্তুং সূতীগৃহাদপহৃত ইত্যর্থঃ। উভয়থাপি হে অম্ব ভক্তজনস্য লজ্জা তব যুক্তা অপেক্ষিতেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥
মমৈব দোষাৎ প্রারব্ধরূপাদিত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

আমার যে ভক্তিভাব তাহা কি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন ? ॥ ৪৮ ॥ হে অম্ব ! কোনও দুরাশয় শত্রু কি সূতিকাগার হইতে আমার সেই শিশু-সন্তানকে হরণ করিয়াছে ? অথবা কৌতুক দেখিবার নিমিত্তই এরূপ কার্য্য করিয়াছে ? কিন্তু, আমার বোধ হয় নিশ্চয়ই কোন শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তি আমাকে অবমানিত করিবার জন্যই বালকটীকে হরণ করিয়াছে ; যাহাই হউক হে মাতঃ ! আপনার ভক্তজনের এরূপ লজ্জা কখনই উপযুক্ত হয় না ॥ ৪৯ ॥ মাতঃ ! আমার এই দ্বারবতী অত্যন্ত সুরক্ষিতা, ইহাতে মহান্ দুর্গ সুনির্ম্মিত রহিয়াছে, তাহাতে আবার আমার ভবন ইহার মধ্যভাগে অবস্থিত, তন্মধ্যে আবার অন্তঃপুরে সূতিকাগৃহ, তথাপি অদৃষ্ট দোষেই আমার এই শিশু-সন্তান অপহৃত হইয়াছে বলিতে হইবে ॥ ৫০ ॥ জননি ! আমি শত্রুপুরীতেও গমন করি নাই, যাদবগণও তথায় গমন করে নাই, এই দ্বারবতী বীরবরগণে সুরক্ষিত, তবে কোন্ কুহকে আমার শিশু-সন্তান অপহৃত হইল ?

চিত্রং ন তেঽত্র পুরতো মম মাতৃগর্ভা-
ন্নীতস্ত্বয়ার্দ্ধসময়ে কিল মায়য়াসৌ।
যং রোহিণী হলধরং সুষুবে প্রসিদ্ধং
দূরে স্থিতা পতিপরা মিথুনং বিনাপি ॥ ৫৩ ॥
সৃষ্টিং করোষি জগতামনুপালনঞ্চ
নাশং তথৈব পুনরপ্যনিশং গুণৈস্ত্বম্।
কো বেদ তেঽম্ব চরিতং দুরিতান্তকারি
প্রায়েণ সর্ব্বমখিলং বিহিতং ত্বয়ৈতৎ ॥ ৫৪ ॥

নো বেদ্ম্যহমিতি। যদাহমেব সর্ব্বেশ্বরত্বেনাভিমতো ন বেদ্মি তে চরিতম্ তদাল্প-বিদেবাল্পজ্ঞ এব দেহী কো বেদ ন কোঽপীত্যর্থঃ। হর্ত্তা পুত্রহরণকর্ত্তা ভটৈর্ন চ বীক্ষিত ইত্যর্থঃ। ইয়ং তব কল্পিতা জবনিকা মায়ান্তর্দ্ধানপটো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৫২ ॥

কেনাপি প্রকারেণান্যেন পুত্রো মম নীত ইতি নৈব প্রতিভাত্যথ পুত্রস্তু ন দৃশ্যতে তস্মাত্তবৈবেয়ং মায়েতি ভাবঃ। নম্বেতাদৃশী মায়া ময়া ক দর্শিতাস্তীতি চেদ্বলদেবজন্মসময় ইত্যাহ চিত্রমিতি। মম পুরতো মমৈবাগ্রদেশেঽর্দ্ধসময়ে দশমাসাত্মকজন্মসময়স্যার্দ্ধসময়ে পঞ্চমে মাসি মাতৃগর্ভাদ্দেবকীগর্ভাদসৌ পুত্রস্ত্বয়া নীতঃ। কোঽসাবিতি চেত্তত্রাহ যং রোহি-ণীতি। অসাবিত্যর্থঃ। ননু দেবক্যুদরাত্ত্বয়া নীতঃ পুত্রস্তদুদরে স্থাপিত ইতি কুতস্তস্যাঃ পত্যুঃ সকাশাদেব পুত্রো জাত ইত্যস্ত্বিতি চেত্তত্রাহ মিথুনং বিনাপীতি। পত্যুর্ব্বসুদেবস্য কারাগৃহে স্থিতত্বেন তৎসংযোগাসম্ভবেন পুত্রস্য তন্মিথুনজন্যত্বাভাবাৎ। ননু ব্যভিচারেণৈব পুত্রো জাতোঽস্ত্বিতি চেত্তত্রাহ পতিপরেতি। পতিব্রতেত্যর্থঃ। ততশ্চ ন ব্যভিচারসম্ভবঃ। তথা চান্যস্যা উদরাদ্গর্ভাপহরণকর্ত্র্যাস্তব সূতীগৃহাৎ পুত্রাহরণে ন চিত্রং নাশ্চর্য্য-মিত্যর্থঃ॥ ৫৩ ॥

জননি! আমি জানিতে পারিলাম ইহা আপনারই মায়ার কার্য্য; দেবি! আপনার মায়ার এরূপ প্রভাব ত ত্রিলোকমধ্যে হইয়াই থাকে ॥৫১॥ জননি! যখন আমিই আপনার গুহ্যতম চরিত বিদিত নহি, তখন দেহাভিমানী ক্ষুদ্রমতি জীবের মধ্যে এমন কে আছে যে, আপনার চরিত্র জানিতে সমর্থ হইবে? আমার শিশু-সন্তানটি কোথায় গেল কে বা হরণ করিল, আমার রক্ষপালগণ কিছুই দেখিতে পাইল না; অম্বিকে! আমি জানিলাম ইহা আপনারই কল্পিত মায়াজবনিকামাত্র॥ ৫২॥ জননি! আপনার পক্ষে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ, পতিব্রতা রোহিণীদেবী দূরদেশে অবস্থিত এবং পুং-সংসর্গ বিবর্জ্জিতা হইলেও, আপনি আমার সমক্ষে পঞ্চম মাসেই আমার মাতৃগর্ভ হইতে পুত্রটীকে মায়াদ্বারা সঞ্চালিত করিয়া দিলে পর, বলদেবকে প্রসব করিয়াছিলেন, তাহাও প্রসিদ্ধ আছে॥ ৫৩॥ মাতঃ! আপনিই নিরন্তর গুণদ্বারা এই অখিল জগতের সৃষ্টি, পালন ও নিধন করিতেছেন; অম্ব! আপনার দুরিতহারি চরিত্র কে জানিতে পারে? মাতঃ! আপনি বাহুল্যরূপে

উৎপাদ্য পুত্রজননপ্রভবং প্রমোদং
দত্ত্বা পুনর্ব্বিরহজং কিল দুঃখভারম্।
ত্বং ক্রীড়সে সুললিতৈঃ খলু তৈর্ব্বিহারৈ-
র্নোচেৎ কথং মম সুতাপ্তিরতির্বৃথা স্যাৎ ॥ ৫৫ ॥
মাতাস্য রোদিতি ভৃশং কুররীব বালা
দুঃখং তনোতি মম সন্নিধিগা সদৈব।
কষ্টং ন বেৎসি ললিতেঽপ্রমিতপ্রভাবে
মাতস্ত্বমেব শরণং ভবপীড়িতানাম্ ॥ ৫৬ ॥
সীমা সুখস্য সুতজন্ম তদীয়নাশো
দুঃখস্য দেবি! ভবনে বিবুধা বদন্তি।
তৎ কিং করোমি জননি! প্রথমে প্রনষ্টে
পুত্রে মমাদ্য হৃদয়ং স্ফুটতীব মাতঃ! ॥ ৫৭ ॥
যজ্ঞং করোমি তব তুষ্টিকরং ব্রতং বা
দৈবঞ্চ পূজনমথাখিলদুঃখহা ত্বম্।
মাতঃ! সুতোঽত্র যদি জীবতি দর্শয়াশু
ত্বং বৈ ক্ষমা সকলশোকবিনাশনায় ॥ ৫৮ ॥

কিঞ্চ জগৎ সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্র্যাস্তবৈতাদৃশকরণে কিং চিত্রমিত্যভিপ্রায়েণাহ সৃষ্টিং করোষীতি ॥ ৫৪—৫৬ ॥

সীমেতি। লোকে সুতজন্ম সুখস্য সীমা ভবতি। ততো মে প্রথমে পুত্রে নষ্টে হৃদয়ং স্ফুটতীব দ্বিধা ভবতীবেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

এই অখিলের অখিল কার্য্যই নির্ব্বাহিত করিতেছেন সন্দেহ নাই ॥ ৫৪ ॥ আপনিই প্রথমে লোকের পুত্রজন্ম জনিত প্রমোদ উৎপাদন করিয়া আবার পুত্র-বিরহ জনিত দুঃখভার প্রদানপূর্ব্বক সুললিত বিহার দ্বারা নিয়তই ক্রীড়া করিয়া থাকেন, নচেৎ আমার পুত্র-প্রাপ্তিজনিত প্রমোদ বৃথা হইবে কেন? ॥ ৫৫ ॥ ঐ বালকের জননী নিরতই কুররীর ন্যায় রোদন করিতেছেন, তিনি নিরন্তরই আমার সন্নিধানে আসিয়া আপনার মনোবেদনা নিবেদন করিতেছেন; হে কৃপাময়ি! আপনি অপরিমিত-প্রভাবসম্পন্না হইয়াও কি আমার এই কষ্ট জানিতে পারিতেছেন না; ফলতঃ মাতঃ! আপনিই ভবপীড়িত জনের একমাত্র আশ্রয় তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ৫৬ ॥ দেবি! তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ বলেন যে, লোকের গৃহে পুত্রজন্মই সুখের সীমা এবং পুত্রবিনাশই দুঃখের চরম অবস্থা; অতএব, জননি! এ বিষয়ে আমি আর কি করিব; অধিক কি প্রথম পুত্র বিনষ্ট হওয়ায় এক্ষণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥ মাতঃ! আমি আপনার তুষ্টিকর যজ্ঞ, ব্রত ও পূজাপ্রভৃতি

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
প্রত্যক্ষদর্শনা ভূত্বা তমুবাচ জগদ্গুরুম্ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

শোকং মা কুরু দেবেশ! শাপোঽয়ং তে পুরাতনঃ।
তস্য যোগেন পুত্রস্তে শম্বরেণ হৃতো বলাৎ ॥ ৬০ ॥
অতস্তে ষোড়শে বর্ষে হত্বা তং শম্বরং বলাৎ।
আগমিষ্যতি পুত্রস্তে মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ৬১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।
ভগবানপি পুত্রস্য শোকং ত্যক্ত্বাভবৎ সুখী ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে প্রদ্যুম্নহরণং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

যজ্ঞং করোমীতি। অগ্রাযজ্ঞং করিষ্যামীত্যর্থঃ। বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্। পুত্রপ্রাপ্ত্যুত্তরং ত্বৎপ্রীত্যর্থং নানাযজ্ঞান্ ব্রতাদ্যনুষ্ঠানানি চ করিষ্যামীত্যর্থঃ। ॥ ৫৮—৬২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

সমস্ত দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিব আপনি আমার দুঃখ দূর করুন; জননি! যদি আমার পুত্র বাঁচিয়া থাকে তবে একবার আমাকে দেখান; মাতঃ! আপনি ব্যতিরেকে শোক সংহার করিতে আর কেহই সমর্থ নহে ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, যিনি অবলীলায় ভূভার হরণাদি দেবগণেরও অসাধ্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেই জগদ্গুরু কৃষ্ণ এইরূপে দেবীর স্তব করিলে, তিনি প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥৫৯॥ দেবেশ! আর শোক করিও না, পূর্ব্বে তোমার প্রতি এক অভিশাপ ছিল সেই হেতুই শম্বর নিজ আসুরিক মায়াপ্রভাবে তোমার পুত্র হরণ করিয়াছে ॥ ৬০ ॥ অতএব, তোমার পুত্রের যখন ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম হইবে তখন সে আমার প্রসাদে শম্বর দৈত্যকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিয়া আগমন করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৬১ ॥

মহারাজ! চণ্ডবিক্রমা দেবী চণ্ডিকা এইরূপ আশ্বাসপ্রদ বাক্য বলিয়া অন্তর্হিত হইলে ভগবান্ কৃষ্ণও পুত্রশোক বিসর্জ্জন দিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে প্রদ্যুম্নহরণ নামক চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

সন্দেহো মে মুনিশ্রেষ্ঠ! জায়তে বচনাত্তব।
বৈষ্ণবাংশে ভগবতি দুঃখোৎপত্তিং বিলোক্য চ ॥ ১ ॥
নারায়ণাংশসম্ভূতো বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
কথং স সূতিকাগারাদ্ধৃতো বালো হরেরপি ॥ ২ ॥
সুগুপ্তনগরে রম্যে গুপ্তেঽথ সূতিকাগৃহে।
প্রবিশ্য তেন দৈত্যেন গৃহীতোঽসৌ কথং শিশুঃ ॥ ৩ ॥

অশীতিপদ্যবর্য্যোস্ত কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বং হরাদিষু।
প্রতিপাদ্য পরাশক্তেঃ সর্ব্বেশত্বমুদীর্য্যতে ॥

ইত্থং পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে শ্রীভগবতীপ্রসাদাৎ প্রদ্যুম্নপ্রাপ্তিং কৃষ্ণস্য শ্রুত্বা সংশয়াবিষ্টো রাজা পৃচ্ছতি সন্দেহো মে মুনিশ্রেষ্ঠেতি। নম্বু রাজ্ঞা প্রথমস্কন্ধারম্ভেঽপ্যেতাদৃশা এব প্রশ্নাঃ কৃতা মুনিনা চ মায়াধীনত্বাদ্‌ব্রহ্মাদিদেবানাং সম্ভবতি সর্ব্বমেতদিত্যুত্তরং দত্তম্। পুনর্দ্বিতীয়বারং তৃতীয়বারং তথৈব প্রশ্নো রাজ্ঞা কৃতো মুনিনা চ তথৈবোত্তরমভিহিতম্। পুনরত্রে তথৈব প্রশ্নো রাজ্ঞা ক্রিয়তে মুনিনা চ তথৈবোত্তরমভিধীয়তে। তথা চৈতাদৃশপুনরুক্তের্দ্দোষরূপায়াঃ কিং প্রয়োজনমিতিচেন্ন। সর্ব্বপ্রাণিজাতস্যাবান্তরসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃষু শ্রীভগবতীকল্পিতসত্ত্বাদ্যেকৈকগুণোপাধিষু শ্রীভগবত্যধীনেষু পরিচ্ছিন্নেষু অসর্ব্বজ্ঞত্বাসর্ব্বশক্তিমৎসু শ্রীভগবতীসৃষ্টসমষ্টিপ্রপঞ্চেঽবান্তরজীবব্যষ্টিসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বশ্রবণাল্লোকানাং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিমত্ত্বসর্ব্বেশ্বরত্বভ্রমো বহুকালং প্রবৃত্তোঽস্তি তদুচ্ছেদায় পুনঃ পুনঃ সমানপ্রশ্নোত্তরয়োঃ সত্ত্বাৎ। নহি বহুকালবাসনাবাসিতান্তঃকরণস্য সকৃদুপদেশেন নির্ব্বাহোঽস্তি। রাজা তু পরাশক্তিপরমভক্তো লোকানাং তাদৃশবাসনামুচ্ছেদয়িতুং প্রবৃত্তো ন কথং পুনঃ পুনস্তাদৃক্ প্রশ্নান্ কুর্য্যাদিতি। নম্বু কৃষ্ণাবতারকথা খণ্ডিতৈবোক্তা। তথা রামাবতারকথাপি। সাপ্যনেকবারমুক্তেতি ন নিষ্প্রয়োজনমেতাদৃশং কথনং ক্বচিদস্তীতিচেন্ন। তেষামসর্ব্বজ্ঞতাদিপ্রতিপাদনার্থং গ্রন্থস্য সত্ত্বেন তৎকথাকথনে আসক্ত্যভাববোধনার্থং তথা কথনাৎ। ন হ্যত্র রাজ্ঞো ব্যাসস্য বা কৃষ্ণরামাদিকথাবর্ণনে তাৎপর্য্যমস্তি কিন্তু শ্রীভগবতীগুণানুবর্ণনে এব তাৎপর্য্যম্। তস্যাশ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বোত্তমত্বঞ্চ প্রতিপাদয়িতুং প্রবৃত্তৌ তত্র যদি তদিতরত্র রামকৃষ্ণাদিষু তৎসর্ব্বজ্ঞত্বাদিকং স্যাত্তদা ভগবত্যাং স্থিতং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকমাকুলং ভবেৎ অতস্তেষামত্রৈব যৎকিঞ্চিৎ কথাপ্রদর্শনেনাসর্ব্বজ্ঞতাদিকং পরতন্ত্রত্বাদিকং তেষাং প্রতিপাদয়িতুং তথাকথনাৎ। তাৎপর্য্যন্তু শ্রোতৃবক্ত্রোস্তেষামসর্ব্বজ্ঞত্বাদিকং প্রতিপাদ্য সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বং স্বতন্ত্রত্বং সর্ব্বোত্তমত্বঞ্চ শ্রীভগবত্যামেবাস্তীত্যত্রেতি ॥ ১ ॥

রাজা কহিলেন, মুনিবর! বিষ্ণুর অংশস্বরূপ ভগবান্ কৃষ্ণের দুঃখোৎপত্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া আপনার কথায় আমার সংশয় জন্মাইতেছে ॥ ১ ॥ দেখুন, ভগবান্ বাসুদেব সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশে সমুৎপন্ন, অতএব শম্বরাসুর সূতিকাগৃহ হইতে তাঁহারও পুত্রকে কিরূপে হরণ করিল? ॥ ২ ॥ একেত সুরম্য দ্বারকানগরী বিশেষরূপে সুরক্ষিত, তাহাতে আবার

ন জ্ঞাতো বাসুদেবেন চিত্রমেতন্মমাদ্ভুতম্।
জায়তে মহদাশ্চর্য্যং চিত্তে সত্যবতীসুত! ॥ ৪ ॥
ব্রূহি তৎ কারণং ব্রহ্মন্নজ্ঞাতং কেশবেন যৎ।
হরণং তত্র সংস্থেন শিশোর্ব্বা সূতিকাগৃহাৎ ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

মায়া বলবতী রাজন্নরাণাং বুদ্ধিমোহিনী।
শাম্ভবী বিশ্রুতা লোকে কো বা মোহং ন গচ্ছতি ॥ ৬ ॥
মানুষং জন্ম সম্প্রাপ্য গুণাঃ সর্ব্বেঽপি মানুষাঃ।
ভবন্তি দেহজাঃ কামং ন দেবা নাসুরাস্তদা ॥ ৭ ॥
ক্ষুত্তৃড়্নিদ্রা ভয়ং তন্দ্রা ব্যামোহঃ শোকসংশয়ঃ।
হর্ষশ্চৈবাভিমানশ্চ জরা মরণমেব চ ॥ ৮ ॥
অজ্ঞানং গ্লানিরপ্রীতিরীর্ষ্যাসূয়া মদঃ শ্রমঃ।
এতে দেহভবা ভাবাঃ প্রভবন্তি নরাধিপ! ॥ ৯ ॥

নারায়ণাংশেতি। নারায়ণাংশসম্ভূতো যস্তস্য হরেরিত্যন্বয়ঃ ॥ ২—৫ ॥

এতৎপর্য্যন্তং কৃষ্ণস্যাসর্ব্বজ্ঞত্বং পরতন্ত্রত্বঞ্চ প্রতিপাদিতং শঙ্কিনা রাজ্ঞা ব্যাসস্তু তদেবা-সর্ব্বজ্ঞত্বং পরতন্ত্রত্বঞ্চ তেষাং স্থাপয়তি মায়েতি ॥ ৬ ॥

ন দেবা নাসুরাস্তদেতি। তদা মানুষভাবপ্রাপ্তিকালে ন দেবা ন দেবস্বভাবাস্তিষ্ঠন্তি তথা নাসুরা দৈত্যস্বভাবাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭—৯ ॥

সূতিকাগৃহ তাহার মধ্যস্থিত, এরূপ স্থলে ঐ দৈত্য কিরূপে প্রবেশ করিয়া পুত্র হরণ করিল? ॥ ৩ ॥ হে সত্যবতীতনয়! বাসুদেব তাহা কেন জানিতে পারিলেন না এতদ্বিষয় আমার অদ্ভুত বোধ হইতেছে এবং মানস মধ্যে পরম আশ্চর্য্য রসের উদয় হইতেছে ॥ ৪ ॥ হে ব্রহ্মন্! কেশব দ্বারকায় উপস্থিত থাকিতেও কিরূপে সূতিকাগৃহ হইতে শিশু অপহৃত হইল এবং কি জন্য তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না; তাহার কারণ কীর্ত্তন করুন ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! নরগণের বুদ্ধিবিমোহিনী শাম্ভবী মায়াই এ বিষয়ের কারণ ইহা লোকে বিশ্রুত আছে; এই সংসারে এরূপ কোন্ ব্যক্তি আছে যে, মায়ায় মোহিত না হয়? ॥ ৬ ॥ জীবগণ যখন মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয় তখন তাহাতে মানুষেরই গুণ সকল বর্ত্তমান থাকে, বস্তুতঃ দেবতা বা অসুরদিগের গুণ বা স্বভাব বিদ্যমান থাকে না ॥ ৭ ॥ হে নরাধিপ! মনুষ্য দেহধারণ করিলেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভয়, তন্দ্রা, ব্যামোহ শোক, সংশয়, হর্ষ, অভিমান, জরা, মরণ, অজ্ঞান, জ্ঞান, অপ্রীতি, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, মদ ও

যথা হেমমৃগং রামো ন বুবোধ পুরোগতম্।
জানক্যা হরণঞ্চৈব জটায়ুমরণং তথা ॥ ১০ ॥
অভিষেকদিনে রামো বনবাসং ন বেদ চ।
তথা ন জ্ঞাতবান্রামঃ স্বশোকান্মরণং পিতুঃ ॥ ১১ ॥
অজ্ঞবদ্বিচচারাসৌ পশ্যমানো বনে বনে।
জানকীং ন বিবেদাথ রাবণেন হৃতাং বলাৎ ॥ ১২ ॥
সহায়ান্ বানরান্ কৃত্বা হত্বা শক্রসুতং বলাৎ।
সাগরে সেতুবন্ধঞ্চ কৃত্বোত্তীর্য্য সরিৎপতিম্ ॥ ১৩ ॥
প্রেষয়ামাস সর্ব্বাসু দিক্ষু তান্ কপিকুঞ্জরান্।
সংগ্রামং কৃতবান্ ঘোরং দুঃখং প্রাপ রণাজিরে ॥ ১৪ ॥
বন্ধনং নাগপাশেন প্রাপ রামো মহাবলঃ।
গরুড়ান্মোক্ষণং পশ্চাদস্বভূদ্রঘুনন্দনঃ ॥ ১৫ ॥
অহনদ্রাবণং সংখ্যে কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
মেঘনাদং নিকুম্ভঞ্চ কুপিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ১৬ ॥
অদূষ্যত্বঞ্চ জানক্যা ন বিবেদ জনার্দ্দনঃ।
দিব্যঞ্চ কারয়ামাস জ্বলিতেঽগ্নৌ প্রবেশনম্ ॥ ১৭ ॥

ন কেবলং কৃষ্ণাবতার এবাসর্ব্বজ্ঞত্বং পরতন্ত্রত্বঞ্চ কিন্তু রামাদ্যবতারেঽপীত্যাহ যথা হেমমৃগমিতি ॥ ১০—১৫ ॥

শ্রম এই সকল দেহজাত ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ৮—৯ ॥ দেখুন রামচন্দ্র, নিশাচর মারীচ মায়াবলে হেমময় মৃগরূপ ধরিয়া দৃষ্টিগোচরে উপস্থিত হইলেও কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই; তাহার পর সীতাহরণ ও জটায়ুমরণ এবং অভিষেক দিবসে বনবাস গমন ও তাঁহার শোকে পিতৃমরণ এ সকলের কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই ॥ ১০—১১ ॥ রাবণ যখন বলপূর্ব্বক জানকীহরণ করিল, তখন বা তৎপূর্ব্বে তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই, কেবল বনে বনে অজ্ঞের ন্যায় অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ তৎপরে তিনি বানরগণকে সহায় এবং ইন্দ্রপুত্র বালিকে বিনাশ করিয়া সাগরে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক তাহা পার হইয়াছিলেন ॥১৩॥ তিনি সীতার অন্বেষণার্থ প্রধান প্রধান বানরগণকে সকল দিকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন আর রণাঙ্গনে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া মহৎ দুঃখভোগ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ মহাবলশালী রঘুনন্দন রামচন্দ্র নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন পশ্চাৎ গরুড় আসিয়া তাঁহাকে মুক্ত করে ॥ ১৫ ॥ তদনন্তর তিনি কুপিত হইয়া কুম্ভকর্ণ নিকুম্ভ মেঘনাদ ও রাবণকে বিনাশ করেন ॥ ১৬ ॥ সেই জনার্দ্দন রামচন্দ্র সীতার নির্দ্দোষতা জানিতে না

লোকাপবাদাচ্চ পরং ততস্তত্যাজ তাং প্রিয়াম্।
অদূষ্যাং দূষিতাং মত্বা সীতাং দশরথাত্মজঃ ॥ ১৮ ॥
ন জ্ঞাতৌ স্বসুতৌ তেন রামেণ চ কুশীলবৌ।
মুনিনা কথিতৌ তৌ তু তস্য পুত্রৌ মহাবলৌ ॥ ১৯ ॥
পাতালগমনঞ্চৈব জানক্যা জ্ঞাতবান্ন চ।
রাঘবঃ কোপসংযুক্তো ভ্রাতরং হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ২০ ॥
কালস্যাগমনঞ্চৈব ন বিবেদ খরান্তকঃ।
মানুষং দেহমাশ্রিত্য চক্রে মানুষচেষ্টিতম্।
তথৈব মানুষান্ ভাবান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২১ ॥
পূর্ব্বং কংসভয়াৎ প্রাপ্তো গোকুলে যদুনন্দনঃ।
জরাসন্ধভয়াৎ পশ্চাদ্দ্বারবত্যাং গতো হরিঃ ॥ ২২ ॥
অধর্ম্মং কৃতবান্ কৃষ্ণো রুক্মিণ্যা হরণঞ্চ যৎ।
শিশুপালবৃতায়াশ্চ জানন্ ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥ ২৩ ॥

কুপিতো রঘুনন্দন ইতি। অনেন সাধনেনেত্থমগ্রে ভবিষ্যতীত্যজ্ঞাত্বৈব প্রারব্ধবশে-নৈবেদং সর্ব্বমকরোদিতি ভাবঃ ॥ ১৬—২০ ॥

খরান্তকঃ খরদৈত্যনাশনো রামো মানুষং দেহমাশ্রিত্য প্রারব্ধকর্ম্মযোগান্মানুষচেষ্টিতং চক্রে ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

রামাবতারে দৃষ্টান্তভূতেঽজ্ঞত্বমসর্ব্বজ্ঞত্বং পরতন্ত্রত্বং চাচরণেন দর্শয়িত্বা দার্ষ্টান্তিকে কৃষ্ণাবতারে দর্শয়তি পূর্ব্বং কংসভয়াদিতি ॥ ২২ ॥

পারিয়া তাঁহাকে দিব্য করান এবং বিশেষ পরীক্ষার্থ অগ্নিতে প্রবেশ করাইয়াছিলেন ॥১৭॥ তদনন্তর দশরথতনয় রামচন্দ্র লোকাপবাদভয়ে অদূষিতা প্রেয়সী সীতাকে দূষিতা ভাবিয়া পরিত্যাগ করেন ॥ ১৮ ॥ অরণ্য মধ্যে কুশী লব নামে তাঁহার যে দুই পুত্র উৎপন্ন হয় তিনি জানিতে পারেন নাই। পরে মহর্ষি বাল্মীকি কহিয়া দিলে তবে তিনি জানিতে পারিয়া-ছিলেন ॥ ১৯ ॥ আরও দেখুন, রামচন্দ্র জানকীর পাতালগমনের বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। আর তিনি এক সময়ে কুপিত হইয়া ভ্রাতাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া-ছিলেন ॥ ২০ ॥ খরনিশাচর-নিপাতনকারী রাম কালপুরুষের আগমন অবগতি করিতে পারেন নাই; ফলতঃ তিনি মানুষদেহ ধারণ করিয়া মানুষের কার্য্যই করিয়াছিলেন। সেই রূপ যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণও মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত মনুষ্যের কার্য্যই করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আর বিচারণা কি আছে? ॥ ২১ ॥ দেখুন, তিনি প্রথমেই কংসভয়ে গোকুলে গমন করিয়াছিলেন, তদনন্তর জরাসন্ধের ভয়ে দ্বারবতী নগরে পলায়ন করেন ॥ ২২ ॥ আর তিনি সনাতন ধর্ম্ম অবগত হইয়াও শিশুপাল-বৃত রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছিলেন; এই

শুশোচ বালকং কৃষ্ণঃ শম্বরেণ হৃতং বলাৎ।
মুমোদ জানন্ পুত্ত্রং তং হর্ষশোকযুতস্ততঃ ॥ ২৪ ॥
সত্যভামাজ্ঞয়া যত্তু যুযুধে স্বর্গতঃ কিল।
ইন্দ্রেণ পাদপার্থস্তু স্ত্রীজিতত্বং প্রকাশয়ন্ ॥ ২৫ ॥
জহার কল্পবৃক্ষং যঃ পরাভূয় শতক্রতুম্।
মানিনীমানরক্ষার্থং হরিশ্চক্রধরঃ প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥
বদ্ধা বৃক্ষে হরিং সত্যা নারদায় দদৌ পতিম্।
দত্ত্বাথ কনকং কৃষ্ণং মোচয়ামাস ভামিনী ॥ ২৭ ॥
দৃষ্ট্বা পুত্ত্রান্ গুরুগুণান্ প্রদ্যুম্নপ্রমুখানথ।
কৃষ্ণং জাম্ববতী দীনা যযাচে সন্ততিং শুভাম্ ॥ ২৮ ॥
স যযৌ পর্ব্বতং কৃষ্ণস্তপসি কৃতনিশ্চয়ঃ।
উপমন্যুর্ম্মুনির্যত্র শিবভক্তঃ পরন্তপঃ ॥ ২৯ ॥
উপমন্যুং গুরুং কৃত্বা দীক্ষাং পাশুপতীং হরিঃ।
জগ্রাহ পুত্ত্রকামস্তু মুণ্ডী দণ্ডী বভূব হ ॥ ৩০ ॥
উগ্রং তত্র তপস্তেপে মাসমেকং ফলাশনঃ।
জজাপ শিবমন্ত্রস্তু শিবধ্যানপরো হরিঃ ॥ ৩১ ॥

ধর্ম্মং জানন্ সন্ শিশুপালেন বৃতায়া রুক্মিণ্যা ইত্যন্বয়ঃ। অনেন চাধর্ম্মনিষ্ঠত্বং কৃষ্ণঃ বোধিতম্ ॥ ২৩—২৪ ॥

কার্য্যে তাঁহার অত্যন্ত অধর্ম্ম হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥ শম্বর দৈত্য শিশুপুত্ত্রটীকে হরণ করিলে তিনি শোক করিয়াছিলেন, পরে ভগবতীর নিকট তাহা জানিতে পারিয়া হর্ষযুক্ত হইয়াছিলেন; তবেই বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় সম্পদ বিপদে তাঁহারও হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হইত ? ॥ ২৪ ॥ তাহার পর, পারিজাত বৃক্ষের জন্য স্বর্গে গমন করিয়া সত্যভামার আজ্ঞায় ইন্দ্রের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্ত্রীর বশীভূত তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে ॥ ২৫ ॥ ঐ যুদ্ধে চক্রধর হরি দেবরাজকে পরাজিত করিয়া মানিনীর মান রক্ষার নিমিত্ত কল্পবৃক্ষ হরণ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥ পরন্তু, সত্যভামা আবার হরিকে বৃক্ষে বন্ধন করিয়া নারদকে দান করেন, তৎপরে সেই ভামিনী কনকরাশি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে মোচিত করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥ বহুগুণসম্পন্ন প্রদ্যুম্নপ্রভৃতি রুক্মিণীপুত্ত্রগণকে দর্শন করিয়া জাম্ববতী অতি দীনভাবে তাঁহার নিকট সুশোভন সন্ততির নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহার পুত্ত্রের নিমিত্ত তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া যেখানে শিবভক্ত উপমন্যু মুনি অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ২৮—২৯ ॥ সেই হরি

দ্বিতীয়ে তু জলাহারস্তিষ্ঠন্নেকপদো হরিঃ।
তৃতীয়ে বায়ুভক্ষস্তু পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রসংস্থিতঃ॥ ৩২॥
ষষ্ঠে তু ভগবান্ রুদ্রঃ প্রসন্নো ভক্তিভাবতঃ।
দর্শনঞ্চ দদৌ তত্র সোমঃ সোমকলাধরঃ॥ ৩৩॥
আজগাম বৃষারূঢ়ঃ সুরৈরিন্দ্রাদিভির্বৃতঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুযুতঃ সাক্ষাদ্‌যক্ষগন্ধর্ব্বসেবিতঃ॥ ৩৪॥
সম্বোধয়ন্ বাসুদেবং শঙ্করস্তমুবাচ হ।
তুষ্টোঽস্মি কৃষ্ণ! তপসা তবোগ্রেণ মহামতে!॥ ৩৫॥
দদামি বাঞ্ছিতান্ কামান্ ব্রূহি যাদবনন্দন!।
ময়ি দৃষ্টে কামপূরে কামশেষো ন সম্ভবেৎ॥ ৩৬॥

ব্যাস উবাচ।

তং দৃষ্ট্বা শঙ্করং তুষ্টং ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
পপাত পাদয়োস্তস্য দণ্ডবৎ প্রেমসংযুতঃ॥ ৩৭॥
স্তুতিং চকার দেবেশো মেঘগম্ভীরয়া গিরা।
স্থিতস্তু পুরতঃ শম্ভোর্ব্বাসুদেবঃ সনাতনঃ॥ ৩৮॥

স্বর্গতঃ স্বর্গে গত ইত্যর্থঃ। সার্ব্ববিভক্তিকস্তসির্ম্মা॥ ২৫—৩৭॥

পুত্রকামনায় উপমন্যুকে দীক্ষাগুরু নিরূপিত করিয়া পাশুপত মন্ত্র গ্রহণ ও মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক দণ্ডী হইয়াছিলেন॥ ৩০॥ তথায় প্রথম মাসে ফলমাত্র আহার করিয়া শিবের ধ্যান-পরায়ণ এবং শিবমন্ত্র জপে নিরত হইয়া উগ্রতর তপস্যা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মাসে জল-মাত্র পান করিয়া এক পদে অবস্থিত হন। তৃতীয় মাসে কেবলমাত্র বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করেন। ৩১—৩২॥ এইরূপে কিছুকাল গত হইলে ষষ্ঠ মাসে ইন্দুমৌলি ভগবান্ রুদ্রদেব তাঁহার ভক্তিভাবে প্রসন্ন হইয়া সেই স্থানে তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। মহাদেব বৃষে আরোহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সহিত, ইন্দ্রাদি দেবগণে পরিবৃত এবং যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক বাসু-দেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহামতে যদুনন্দন কৃষ্ণ! আমি তোমার উগ্র তপ-স্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমার বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর আমি এখনি তাহা প্রদান করিতেছি। আমি সমস্ত ভক্তবৃন্দের বাসনাপূরণকারী, আমার সাক্ষাৎলাভ হইলে এরূপ কি কামনা আছে যাহা পরিপূর্ণ না হয়॥ ৩৩—৩৬॥

ব্যাস বলিলেন, ভগবান্ দেবকীতনয় শঙ্করদেবকে প্রসন্ন দেখিয়া প্রেমাকুলিতচিত্তে তাঁহার পদতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং সেই সুরেশ্বর সনাতন বাসুদেব শম্ভুর

কৃষ্ণ উবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ সর্ব্বভূতার্ত্তিনাশন!।
বিশ্বযোনে সুরারিঘ্ন নমস্ত্রৈলোক্যকারক!॥ ৩৯॥
নীলকণ্ঠ নমস্তুভ্যং শূলিনে তে নমো নমঃ।
শৈলজাবল্লভায়াথ যজ্ঞঘ্নায় নমোঽস্তু তে॥ ৪০॥
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং দর্শনাত্তব সুব্রত!।
জন্ম মে সফলং জাতং নত্বা তে পাদপঙ্কজম্॥ ৪১॥
বদ্ধোঽহং স্ত্রীময়ৈঃ পাশৈঃ সংসারেঽস্মিঞ্জগদ্গুরো!।
শরণং তেঽদ্য সম্প্রাপ্তো রক্ষণার্থং ত্রিলোচন!॥ ৪২॥
সম্প্রাপ্য মানুষং জন্ম খিন্নোঽহং দুঃখনাশন!।
ত্রাহি মাং শরণং প্রাপ্তং ভবভীতং ভবাধুনা॥ ৪৩॥
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং প্রাপ্তং মদনদাহক!।
জন্মতঃ কংসভয়জমনুভূতঞ্চ গোকুলে॥ ৪৪॥
জাতোঽহং নন্দগোপালো বল্লবাজ্ঞাকরস্তথা।
গোরজঃকীর্ণকেশস্তু ভ্রমন্ বৃন্দাবনে বনে॥ ৪৫॥

পুরতোঽগ্রে স্থিতস্য শম্ভোঃ স্তুতিং চকারেত্যন্বয়ঃ॥ ৩৮—৪২॥

পুরোভাগে অবস্থিত হইয়া মেঘ-গম্ভীর-স্বরে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন॥ ৩৭—৩৮॥ হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! আপনিই অখিল জীবের দুর্গতি বিনাশ করেন, হে অসুর-নাশন! আপনিই এই বিশ্বের স্রষ্টা ও কারণস্বরূপ, অতএব আপনাকে নমস্কার করি॥৩৯॥ হে নীলকণ্ঠ! আপনাকে প্রণাম করি, হে শূলধারিন্! আপনাকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। হে শৈলজাবল্লভ! আপনিই দক্ষযজ্ঞ-বিনাশক, আমি আপনাকে নমস্কার করি॥৪০॥ আপনাকে দর্শন করিয়া আমি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইলাম; হে সুব্রত! আপনার পাদপঙ্কজে প্রণাম করিয়া আমার জন্ম সফল হইল॥ ৪১॥ হে অখিলগুরো হে ত্রিলোচন! আমি কামিনীময় পাশ দ্বারা এই সংসারে সম্বদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত আপনার শরণাপন্ন হইলাম॥ ৪২॥ হে দুঃখবিনাশন! আমি মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত খিন্ন হইয়াছি; হে ভব! ভবভয়ে ভীত হইয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন॥ ৪৩॥ হে মদনদাহন! আমি গর্ভবাসে মহদ্দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পর, কংসভয়ে নন্দ গোকুলে যাইয়া নিরন্তর দুঃখভোগ করিয়াছি, তথায় গোপের আজ্ঞাকারী হইয়া গোচারণ করত নন্দের গোপাল হইয়া এবং গোধূলি দ্বারা

ম্লেচ্ছরাজভয়ত্রস্তো গতো দ্বারবতীং পুনঃ।
ত্যক্ত্বা পিত্র্যং শুভং দেশং মাথুরং দুর্লভং বিভো ॥ ৪৬ ॥
যযাতিশাপবন্ধেন তস্মৈ দত্তং ভয়াদ্বিভো!।
রাজ্যং সুপুষ্টমপি চ ধর্ম্মরক্ষাপরেণ চ ॥ ৪৭ ॥
উগ্রসেনস্য দাসত্বং কৃতং বৈ সর্ব্বদা ময়া।
রাজাসৌ যাদবানাং বৈ কৃতো নঃ পূর্ব্বজৈঃ কিল ॥ ৪৮ ॥
গার্হস্থ্যং দুঃখদং শম্ভো! স্ত্রীবশ্যং ধর্ম্মখণ্ডনম্।
পারতন্ত্র্যং সদা বন্ধো মোক্ষবার্ত্তাত্র দুর্লভা ॥ ৪৯ ॥
রুক্মিণ্যাস্তনয়ান্ দৃষ্ট্বা ভার্য্যা জাম্ববতী মম।
প্রেরয়ামাস পুত্রার্থং তপসে মদনান্তক! ॥ ৫০ ॥
সকামেন ময়া তপ্তং তপঃ পুত্রার্থমদ্য বৈ।
লজ্জা ভবতি দেবেশ! প্রার্থনায়াঞ্জগদ্গুরো! ॥ ৫১ ॥
কস্ত্বামারাধ্য দেবেশং মুক্তিদং ভক্তবৎসলম্।
প্রসন্নং যাচতে মূঢ়ঃ ফলং তুচ্ছং বিনাশি যৎ ॥ ৫২ ॥

(দুঃখপ্রাপ্তেঃ কারণমাহ সম্প্রাপ্য মানুষং জন্মেতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥
ম্লেচ্ছরাজভয়াৎ কালযবনভয়াৎত্রস্তঃ ॥ ৪৬ ॥
স্বরাজ্যাগ্রহণকারণমাহ। যযাতিশাপেতি। তস্মৈ উগ্রসেনায় ॥ ৪৭—৪৯ ॥
স্বতপস্যাগমনহেতুং কথয়তি রুক্মিণ্যাস্তনয়ান্ দৃষ্ট্বেতি ॥ ৫০—৫২ ॥

প্রকীর্ণকেশ হইয়া নিয়তই বৃন্দাবনের নিবিড়বনে পরিভ্রমণ করিয়াছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥ হে বিভো! আমি ম্লেচ্ছরাজ কালযবনের ভয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া সুদুর্লভ পিতৃস্থান মথুরাপুরী পরিহার পূর্ব্বক দ্বারবতী নগরীতে গমন করিয়াছি ॥ ৪৬ ॥ হে প্রভো! যযাতির অভিশাপ হেতু ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট সুপুষ্ট রাজ্যও উগ্রসেনকে প্রদান করিয়াছি। আমার পূর্ব্বজগণ তাঁহাকেই যাদবগণের রাজা করিয়াছিলেন আমি তদনুসারে তাঁহাকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক নিয়তই তাঁহার দাসত্ব করিতেছি ॥ ৪৭—৪৮ ॥ হে শম্ভো! গার্হস্থ্য-আশ্রম অতিশয় দুঃখপ্রদ, স্ত্রীবশ্য ও ধর্ম্মনাশক, তাহাতে সর্ব্বদাই পরাধীনতা, ভববন্ধনমোচনের বার্ত্তা তাহাতে অত্যন্তই দুর্লভ ॥ ৪৯ ॥ হে মদনান্তক! জাম্ববতী নাম্নী আমার এক ভার্য্যা রুক্মিণীর তনয়গণকে দর্শন করিয়া সুশোভন সন্তান লাভের নিমিত্ত আমাকে তপস্যা করিতে প্রেরণ করিয়াছে ॥ ৫০ ॥ হে দেবেশ! হে জগদ্গুরো! আমি কামনা-পরবশ হইয়া এক্ষণে পুত্রের নিমিত্ত তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; দেব! এই পুত্র প্রার্থনায় আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতেছে ॥ ৫১ ॥ আপনি ভক্তবৎসল, মুক্তিপ্রদ, সকল দেব-

সোঽহং মায়াবিমূঢ়াত্মা যাচে পুত্রসুখং বিভো!।
কামিন্যা প্রেরিতঃ শম্ভো! মুক্তিদং ত্বাং জগৎপতে!॥ ৫৩॥
জানামি দুঃখদং শম্ভো! সংসারং দুঃখসাধনম্।
অনিত্যং নাশধর্ম্মাণং তথাপি বিরতির্ন মে॥ ৫৪॥
শাপান্নারায়ণাংশোঽহং জাতোঽস্মিন্ ক্ষিতিমণ্ডলে।
ভোক্তুং বহুতরং দুঃখং মায়াপাশেন যন্ত্রিতঃ॥ ৫৫॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তবন্তং গোবিন্দং প্রত্যুবাচ মহেশ্বরঃ।
বহবস্তে ভবিষ্যন্তি পুত্রাঃ শক্রনিসূদন!॥ ৫৬॥
স্ত্রীণাং ষোড়শসাহস্রং ভবিষ্যতি শতাধিকম্।
তাসু পুত্রা দশ দশ ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ॥ ৫৭॥
ইত্যুক্ত্বোপররামাশু শঙ্করঃ প্রিয়দর্শনঃ।
উবাচ গিরিজা দেবী প্রণতং মধুসূদনম্॥ ৫৮॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো সংসারেঽস্মিন্নরাধিপ!।
গৃহস্থপ্রবরো লোকে ভবিষ্যতি ভবানিহ॥ ৫৯॥

সোঽহমিতি। স মূঢ়োঽহং। মূঢ়ত্বে কারণমাহ যতঃ স্ত্রিয়া প্রেরিতো মুক্তিদং ত্বাং অকিঞ্চিৎকরং পুত্রসুখং প্রার্থয়ামি॥ ৫৩—৫৫॥

পুত্রকামুকশ্রীকৃষ্ণং প্রতি মহাদেবস্য বরদানমাহ বহব ইতি॥ ৫৬—৫৯॥

গণের ঈশ্বর; আরাধনা দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিয়া কোন্ মূঢ় ব্যক্তি বিনাশশীল তুচ্ছ ফলের প্রার্থনা করিয়া থাকে?॥ ৫২॥ হে জগতীপতে! হে বিভো! আপনাকে সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা স্বরূপ জানিয়াও মায়ায় বিমোহিত হইয়া কামিনীর প্রলোভনায় মোক্ষতত্ত্ব বিসর্জ্জন দিয়া পুত্রসুখ প্রার্থনা করিতেছি; অতএব আমার তুল্য মূঢ় ব্যক্তি আর কে আছে?॥ ৫৩॥ হে শঙ্কর! সংসার দুঃখাগার, সংসার দুঃখের কারণ, সংসার অনিত্য, সংসার বিনাশ ধর্ম্মশীল, আমি এ সকলই জানি, তথাপি সংসারে আমার বিরক্তি নাই॥৫৪॥ আমি নারায়ণের অংশরূপী হইয়াও শাপবশে মায়াপাশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া বহুতর দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্ত অবনীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি॥ ৫৫॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! শক্রঘাতন গোবিন্দ এইরূপ স্তব করিলে দেবদেব মহাদেব তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ! তোমার বহুসংখ্যক পুত্র হইবে॥৫৬॥ তোমার শতাধিক ষোড়শ সহস্র রমণী হইবে; সেই সকল রমণীর প্রত্যেকের গর্ভে দশ দশটি করিয়া মহাবল

ততো বর্ষশতান্তে তু দ্বিজশাপাৎ জনার্দ্দন ! ।
গান্ধার্য্যাশ্চ তথা শাপাৎ ভবিতা তে কুলক্ষয়ঃ ॥ ৬০॥
পরস্পরং নিহত্যাজৌ পুত্রাস্তে মদ্যমোহিতাঃ।
গমিষ্যন্তি ক্ষয়ং সর্ব্বে যাদবাশ্চ তথাপরে ॥ ৬১ ॥
সানুজস্ত্বং তথা দেহং ত্যক্ত্বা যাস্যসি বৈ দিবম্।
শোকস্তত্র ন কর্ত্তব্যো ভবিতব্যং প্রতি প্রভো ! ॥ ৬২ ॥
অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ন বিদ্যতে।
তত্র শোকো ন কর্ত্তব্যো নূনং মম মতং সদা ॥ ৬৩ ॥
অষ্টাবক্রস্য শাপেন ভার্য্যাশ্চ মধুসূদন ! ।
চৌরেভ্যো গ্রহণং কৃষ্ণ ! গমিষ্যন্তি মৃতে ত্বয়ি ॥ ৬৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে শম্ভুঃ সোমঃ সসুরমণ্ডলঃ।
উপমন্যুং প্রণম্যাথ কৃষ্ণোঽপি দ্বারকাং যযৌ ॥ ৬৫ ॥

যদুবংশধ্বংসকারণমাহ ততো বর্ষশতান্তে ইতি ॥ ৬০ ॥
অপরে বৃষ্ণ্যন্ধকাদয়ঃ ॥ ৬১—৬৪ ॥
সোমশ্চন্দ্রমৌলিশ্চন্দ্রমণ্ডলাধিষ্ঠাতা বা সোমমূর্ত্তিত্বাৎ ॥ ৬৫ ॥

পরাক্রান্ত পুত্র উৎপন্ন হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥ প্রিয়দর্শন শঙ্কর এই বলিয়া বিরত হইলে শ্রীকৃষ্ণ গিরিজার চরণে প্রণাম করিলেন; তখন, দেবী পার্ব্বতী বাসুদেবকে পুনঃ পুনঃ সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো! কৃষ্ণ! হে নরশ্রেষ্ঠ! এই সংসারে তুমি সমস্ত গৃহস্থগণের আদর্শস্বরূপ হইবে, তদনন্তর শতবৎসর গত হইলে বিপ্রশাপে এবং গান্ধারীর অভিশাপে তোমার কুলক্ষয় হইবে ॥ ৫৮—৬০ ॥ তোমার পুত্রগণ এবং অন্যান্য যাদবগণ মদিরাপানে বিমোহিত হইয়া যুদ্ধস্থলে পরস্পর প্রহার পূর্ব্বক বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬১ ॥ তাহার পর তুমি বলভদ্রের সহিত দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিবে; হে বিভো তুমি সেই ভবিতব্য বিষয়ে কদাচই শোক করিও না ॥ ৬২ ॥ তুমি জানিও যে অবশ্যম্ভাবি বিষয়ের প্রতিকার নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে শোক করা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই আমার নিয়তমত জানিবে ॥ ৬৩ ॥ মধুসূদন! মহর্ষি অষ্টাবক্রের অভিশাপে তোমার মরণান্তে তোমার ভার্য্যাগণ দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৬৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবী পার্ব্বতী এই বাক্য বলিলে, শম্ভু সুরগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন, কৃষ্ণও উপমন্যুকে প্রণাম করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৬৫ ॥ অতএব

তস্মাদ্‌ব্রহ্মাদয়ো রাজন্‌ ! সন্তি যদ্যপ্যধীশ্বরাঃ ।
তথাপি মায়াকল্লোলযোগসংক্ষুভিতান্তরাঃ ॥ ৬৬ ॥
তদধীনাঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে কাষ্ঠপুত্তলিকোপমাঃ ॥ ৬৭ ॥
যথা যথা পূর্ব্বভবং কর্ম্ম তেষাং তথা তথা ।
প্রেরয়ত্যনিশং মায়া পরব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৬৮ ॥
ন বৈষম্যং ন নৈর্ঘৃণ্যং ভগবত্যাং কদাচন ।
কেবলং জীবমোক্ষার্থং যততে ভুবনেশ্বরী ॥ ৬৯ ॥
যদি সা নৈব সৃজ্যেত জগদেতচ্চরাচরম্‌ ।
তদা মায়াবিনাভূতং জড়ং স্যাদেব নিত্যশঃ ॥ ৭০ ॥

এতাবৎপর্য্যন্তং কৃষ্ণস্যাল্পজ্ঞত্বং পরতন্ত্রত্বং স্ত্রীজিতত্বমনীশ্বরত্বং মূঢ়ত্বং চোপপাদিতম্‌। তদেবমুপসংহরন্‌ শ্রীভগবত্যাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বোত্তমত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বং সর্ব্বারাধ্যত্বঞ্চ শ্রুত্যাগমসিদ্ধমুপসংহরতি তস্মাদিতি। যস্মাদ্ধেতোরেতাদৃশী বিড়ম্বনৈতাদৃশাবতারাণাং ভবতি তস্মাদ্‌যদ্যপি ব্রহ্মাদয়োঽস্মদপেক্ষয়াধীশ্বরাঃ পরমেশ্বরাঃ সন্তি। তথাপি ন সর্ব্বাপেক্ষয়া পরমেশ্বরাঃ কিন্তু মায়ায়াঃ কল্লোলাস্তরঙ্গাস্তেষাং বেগেন ক্ষুভিতান্তরাঃ সন্তি ॥ ৬৬ ॥

যথা কাষ্ঠপুত্তলিকা পুরুষাধীনা তদ্বদুপমা যেষামেতাদৃশাস্তদধীনা মায়াধীনাঃ সন্তি। তস্মান্মুখ্যা সর্ব্বাপেক্ষয়া সর্ব্বেশ্বরী সৈবাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

সা চ ন স্বাতন্ত্র্যেণ জগৎ প্রেরয়তি কিন্তু প্রাক্তনকর্ম্মানুরোধেনান্যথোচ্চাবচপ্রাণিকর্ত্তৃত্বেন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে স্যাতামিত্যাহ যথা যথেতি। মায়া পরব্রহ্মস্বরূপিণীতিপদেন মায়াবিশিষ্টব্রহ্মস্বরূপিণীতি স্পষ্টমেবোক্তম্‌ ॥ ৬৮ ॥

যস্মাদেবং তস্মান্ন বৈষম্যমিতি যদি তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যেণেচ্ছা নাস্তি তর্হি কিমর্থমন্যকর্ম্মানুরুধ্য সা জগৎ করোতীতি চেত্তত্রাহ জীবমোক্ষার্থমিতি ॥ ৬৯ ॥

তদেবোপপাদয়তি। প্রলয়কালে জগন্মায়ায়াং লীনং তথৈব তিষ্ঠেন্নতু মুক্তং ভবেৎ তত্তৎকর্ম্মানুরোধেন। জগৎসর্জ্জনে তু কর্ম্মোপাসনাকরণেন শ্রবণমননাদিনা চাত্মসাক্ষাৎকারেণ জগন্মুক্তং ভবেত্তস্মাৎ কারুণ্যমবলম্ব্য স্বেচ্ছয়া বিহারেঽপি প্রাণিমোক্ষার্থং জগজ্জীবা-

---

হে রাজেন্দ্র ! যদিও ব্রহ্মাপ্রভৃতি দেবগণ জগতের অধীশ্বর বলিয়া বিশ্রুত হইয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা মায়াসিন্ধুর কল্লোলমালায় সংক্ষুভিত হইতেছেন। তাঁহারা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় মায়ার অধীন হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন সন্দেহ নাই ॥ ৬৬—৬৭ ॥ তাঁহাদের যেমন যেমন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম, পরব্রহ্মরূপিণী মহামায়া তাঁহাদিগকে সেই সেই রূপেই প্রেরণ করিয়া থাকেন ॥ ৬৮ ॥ তাঁহার বৈষম্য বা নিষ্কারুণ্য নাই, সেই ভুবনেশ্বরী জীবগণের মুক্তির নিমিত্তই নিরন্তর যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥ যদি সেই ভুবনেশ্বরী এই চরাচর জগতের সৃষ্টি না করিতেন এবং কূটস্থ চৈতন্যরূপে জীবের অধিষ্ঠাত্রী না হইতেন তাহা হইলে, এই সমস্ত জগৎ জড়বৎ হইয়া তামসী মায়ায় বিলীন হইয়া যাইত সন্দেহ

তস্মাৎ কারুণ্যমাশ্রিত্য জগজ্জীবাদিকঞ্চ যৎ।
করোতি সততং দেবী প্রেরয়ত্যনিশঞ্চ তৎ॥ ৭১॥
তস্মাদ্‌ব্রহ্মাদিমোহেঽস্মিন্ কর্ত্তব্যঃ সংশয়ো ন হি।
মায়ান্তঃপাতিনঃ সর্ব্বে মায়াধীনাঃ সুরাসুরাঃ॥ ৭২॥
স্বতন্ত্রা সৈব দেবেশী স্বেচ্ছাচারবিহারিণী।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্! সেবনীয়া মহেশ্বরী॥ ৭৩॥
নাতঃপরতরং কিঞ্চিদধিকং ভুবনত্রয়ে।
এতদ্ধি জন্মসাফল্যং পরাশক্তেঃ পদস্মৃতিঃ॥ ৭৪॥
মা ভূত্তত্র কুলে জন্ম যত্র দেবী ন দৈবতম্।
অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্॥ ৭৫॥
ইত্যভেদেন তাং নিত্যাং চিন্তয়েজ্জগদম্বিকাম্।
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদেনাং বেদান্তশ্রবণাদিভিঃ॥ ৭৬॥
নিত্যমেকাগ্রমনসা ভাবয়েদাত্মরূপিণীম্।
মুক্তো ভবতি তেনাশু নান্যথা কর্ম্মকোটিভিঃ॥ ৭৭॥

দিকং করোতি কর্ম্মানুরোধেন তদেব প্রেরয়তি চেতি ভাবঃ। মায়াবিনাভূতং মায়ায়াং লীনমিত্যর্থঃ। জড়ং বুদ্ধিরহিতমিত্যর্থঃ॥ ৭০—৭১॥

তস্মাৎ হে রাজন্! ব্রহ্মাদীনাং কথং মোহো ভবতীত্যাদিপূর্ব্বোক্তঃ সংশয়স্ত্বয়া নৈব কর্ত্তব্য ইত্যাহ তস্মাদিতি। তত্র হেতুমাহ মায়ান্তঃপাতিন ইতি॥ ৭২॥

তর্হি স্বতন্ত্রঃ কোঽস্তীতি চেত্তত্রাহ স্বতন্ত্রা সৈব দেবেশীতি॥ ৭৩—৭৭॥

নাই॥ ৭০॥ অতএব, দেবী ভুবনেশ্বরী কারুণ্যবশতঃ এই জীবাদি জগৎ সমুদায় সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক জীবে অধিষ্ঠাত্রী থাকিয়া তাহাদিগের কর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগকে পরিচালন করিতেছেন॥ ৭১॥ সেই হেতু ব্রহ্মাদিও যে মায়ায় মোহিত হইয়া রহিয়াছেন একথায় আর সন্দেহ নাই; কারণ, সুর ও অসুরাদি সমস্তই মায়ার অন্তর্গত ও মায়ার অধীন॥৭২॥ অতএব, হে রাজন্! ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, কেবল সেই মহাদেবী ভগবতীই আপন ইচ্ছাবশে বিহার ও বিচরণ করিয়া থাকেন, তিনি কাহারও অধীন নহেন; এজন্য সর্ব্বান্তঃকরণে মহেশ্বরীর সেবা করাই কর্ত্তব্য॥ ৭৩॥ এই ত্রিভুবনে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর বা উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নাই; অতএব সেই পরমশক্তির চরণ স্মরণ ব্যতিরেকে জন্মের সাফল্য লাভ হইতে পারে না॥ ৭৪॥ "সেই দেবী যে কুলের অভীষ্টদেবতা নহেন, সেই কুলে যেন জন্ম না হউক; আমিই সেই দেবী ভগবতী আমি অন্য নহি আমিই ব্রহ্ম আমি শোকভাগী নহি, এইরূপ অভেদ জ্ঞানে সেই নিত্যা জগদম্বিকার চিন্তা করিবে। প্রথমে গুরুমুখে তদনন্তর

শ্বেতাশ্বতরাদয়ঃ সর্ব্বে ঋষয়ো নির্ম্মলাশয়াঃ।
আত্মরূপাং হৃদা জ্ঞাত্বা বিমুক্তা ভববন্ধনাৎ ॥ ৭৮ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়স্তদ্বদ্গৌরীলক্ষ্ম্যাদয়স্তথা।
তামেব সমুপাসন্তে সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৭৯ ॥
ইতি তে কথিতং রাজন্ যদ্যৎ পৃষ্টং ত্বয়ানঘ!।
প্রপঞ্চতাপত্রস্তেন কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৮০ ॥
এতত্তে কথিতং রাজন্ময়াখ্যানমনুত্তমম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং পুরাণং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৮১ ॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পুরাণং বেদসম্মিতম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ৮২ ॥

আত্মরূপাং হৃদা জ্ঞাত্বেতি। তথাচ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি ॥ ৭৮—৮১ ॥
দেবীলোকে পূর্ব্বোক্তে মণিদ্বীপে ॥ ৮২ ॥
পুরাণং পঞ্চমমিতি। ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথেতি মহাপুরাণসংগ্রহবাক্যে পুরাণান্তরেষু পঞ্চমত্বেন গৃহীতমিত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোঽভিধানতঃ ॥ ১ ॥
দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
ব্যাখ্যাং যঃ কৃতবান্ সম্যক্তিলকাখ্যাং শুভার্থদাম্ ॥ ২ ॥

বেদান্তশ্রবণাদি দ্বারা ভগবতীকে জানিয়া প্রতিদিন একাগ্রমানসে সেই আত্মরূপিণীর ধ্যান করিলে অচিরকাল মধ্যে মুক্তিলাভ হইবে, অন্যথা কর্ম্মকোটি দ্বারাও মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই ॥ ৭৫—৭৭ ॥ শ্বেতাশ্বতরাদি নির্ম্মলাশয় ঋষিগণ এই আত্মরূপিণীকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৭৮ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ, এবং গৌরী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণও সেই সচ্চিদানন্দরূপিণীর উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৭৯ ॥ হে বিমলাত্মন্ রাজেন্দ্র! সংসারভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে আমি তৎসমস্তই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা কর? ॥ ৮০ ॥ রাজন্! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্ববিধ পাপনাশক, পুণ্যকর, পরম অদ্ভুত পুরাণাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই বেদতুল্য ভাগবত পুরাণ কথা শ্রবণ করে, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া দেবীলোকে গমন পূর্ব্বক মহামহিমায় কালযাপন করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৮১—৮২ ॥

সূত উবাচ ।

এতন্ময়া শ্রুতং ব্যাসাৎ কথ্যমানং সবিস্তরম্ ।
পুরাণং পঞ্চমং নূনং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধম্ ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
দেবীসর্ব্বেশত্বকথনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈর্ব্বসুবিধুরবিমিতশ্লোকৈঃ (১৪১৮॥)। পদ্যৈশ্চতুর্থস্কন্ধোঽয়ং কথিতো ব্যাসনির্ম্মিতৈঃ ॥

চতুর্থস্কন্ধ এতস্যাঃ সমাপ্তোঽভূচ্ছুভার্থদঃ ।
প্রীয়তাং তেন মে দেবী ভুবনেশী মহেশ্বরী ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজলক্ষ্মীগর্ভজনীলকণ্ঠবিরচিতে
ভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে চতুর্থস্কন্ধে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক পঞ্চম পুরাণ পূর্ব্বে কীর্ত্তন করেন, আমি তাঁহার নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম আপনাদিগের নিকটও সেইরূপ বর্ণন করিলাম ॥ ৮৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে সর্ব্বদেব হইতে দেবীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন
নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সমাপ্তশ্চায়ং চতুর্থস্কন্ধঃ ।